স্থানীয় সংস্করণ　　　　Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার। নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী　　[১৫৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, ১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৩৬ ২৭শে আগষ্ট ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথমবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাপ্তাহিক হার [illegible]
[illegible]
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'
পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতে
ভিক্ষা [illegible], নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

[illegible]র বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] বিদ্যার্থিগণকে [illegible] শিক্ষণীয় বিষয় [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] ছাত্র [illegible] করিয়াছিল। বর্ত্তমান [illegible] সকল [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible]

[illegible]

অধ্যাপক [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, [illegible]

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতে—[illegible] হইতে [illegible]
বৈকাল—[illegible] হইতে [illegible]

[illegible] !　　[illegible] !!

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক
পত্র লিখুন।
[illegible]
দিবা-রাত্রি [illegible] পাওয়া যায়

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভুপেন্দ্র [illegible]—[illegible] এক টাকা মাত্র।
২। চক্তি [illegible] মিকচার—ম্যালেরিয়া জ্বর [illegible] এক টাকা মাত্র।
৩। [illegible] স্পেসিফিক—[illegible] এক শিশি [illegible] এক টাকা মাত্র।

[illegible]
ওয়ারম [illegible] ১। [illegible] ৩। [illegible] স্পেসিফিক
[illegible] ৫। [illegible]
রেমিডি [illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। [illegible]
[illegible] এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, [illegible] কমিশন দেওয়া হয়। [illegible]

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible] কলিকাতা
[illegible]

কর্ম্মান্দকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে ফাল্গুন, শুক্রবার—১৩৩৫ ।

শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠবাসি-দাসগণসেবিতং শ্রীশ্রীব্যাসযশোদ্বাদশকম্

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়-
মুদীরয়েৎ ॥

(১)

ব্যাসক্ষেত্র এই কুরুক্ষেত্র ভূমি,
স্থাপি তথা ব্যাসগৌড়ীয় মঠ ।
স্বরূপ ঢাকিয়া এস কে গো তুমি,
ছদ্মব্যাস আর সন্ন্যাসী কপট ॥

(২)

কৃষ্ণনাম-প্রেম বৃন্দাবনধাম,
কেবা প্রকটিল জানিনা কি মোরা ?
ছন্ন কৃষ্ণ সেই শ্রীচৈতন্য নাম ।
বৃথা চেষ্টা তব ওহে শ্রীগুরোরা ॥

(৩)

আবার যেকালে ঘাটে মাঠে বাটে,
অবতার নাম যায় গড়াগড়ি ।
সেকালে এভাব তব যোগ্য বটে ;
লক্ষ্মী আজ ভিক্ষা মাগে আহা মরি !

(৪)

অথবা এ নীতি তব নব নব,
কত গণপতি করে আবিষ্কার ।
আচরণ তব আত্মগতময়,
চৈতন্যচরণ-চিহ্ন অনুসার ॥

(৫)

যে ভাবে সে ভাবে সাধি নিজ কাম,
গুরুভাবিগণ করিয়া প্রকাশ ।
মূর্ত্তিমান তেজঃ করিছ বিরাজ,
ভণ্ড ভক্তগণ, দুর্ব্বল হতাশ ॥

(৬)

জনমত-পূজা যুগমাঝে আজ,
ব্যাসপূজাব্রত কারো স্থাপন ।
উত্থান করালে সমাজের মাঝ ।
জানালে থাকুন বস্তু-অন্বেষণ ॥

(৭)

শ্রৌতপথকথা, দৈববর্ণাশ্রম,
ভাগবতবস্তু পথ নির্ব্বারণ ।
অপ্রাকৃতে নাশি প্রাকৃত বিভ্রম,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ নিরসন ॥

(৮)

সম্বন্ধ সহিত যুক্ত বৈরাগ্য,
যোগ্যতানুরূপ সেবা অধিকার ।
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টারূপভাগ্য,
প্রদর্শন করি শাস্ত্র-সুবিচার ॥

(৯)

সৌরাজনাশবাদ আদি যত,
স্মার্ত্ত, মায়াবাদ, আর কত কত ।
অসম্মতবাদ নাশি শত শত ।
স্থাপন করিলে ভাগবত-মত ॥

(১০)

ব্যাসাসন-শোভা শতগুণ করি,'
বসে আছ কেগো ব্যাসাসনোপরি !
ওগো যুগাচার্য্য ! কিবা শোভা মরি !
এ শোভা-বালাই লয়ে যেন মরি !

(১২)

কে কোথা আছরে এস দেখে যাও !
একি মর্ত্ত্যশোভা ! সত্য ক'রে কও ।
এ সুযোগ আর পাও কি না পাও ।
কায়মনোবাক্যে দণ্ডবৎ হও ॥

(১২)

ওগো যুগাচার্য্য ! সরস্বতী ব্যাস !
নিজগণে গণি' পুরাও মোর আশ ;
তব কৃপা, তব গাহিবারে যশ ।
ব্যাসগৌড়বাসি দাসের সাহস ॥

পরিক্রমায় আহ্বান

আমরা ইহজগতে প্রথমে কোন নূতন গৃহে প্রবিষ্ট হইতে হইলে স্বামী ও স্ত্রী একত্রিত হইয়া সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকি। তৎপর গৃহে প্রবেশ করিয়া নিজোদর ও স্বজনবর্গের আহারাদির সংস্থান এবং ভোগবিলাস বৃদ্ধির জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই ভোগাগারের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে গৃহের প্রতি আমাদের প্রাণের আকর্ষণ এতদূর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় যে, কোন কার্য্যোপলক্ষে আমরা দূরদেশে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেও সেই গৃহের কথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না।

ভোগ-বিলাসের কেন্দ্র গৃহকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে আমরা গৃহাসক্ত হইয়া ক্রমশঃ নিরয়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকি। তাই পরম করুণাময় ভগবান আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অচিন্ত্যশক্তিক্রমে এই প্রপঞ্চে স্বীয় সচ্চিদানন্দ নিত্য-বিলাসময় ধামকে প্রকট-পূর্ব্বক শ্রীধাম-বাস, শ্রীধাম-পরিক্রমা প্রভৃতি কার্য্যকে ভক্ত্যঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন।

ভাগ্যবান্ জীবগণ বিষয়ের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকে বন্ধনের হেতু ও নিরয়-প্রাপক জানিয়া এবং শ্রীধামপরিক্রমাকে স্বরূপে অবস্থিতির ও পরম শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়রূপে অবগত হইয়া ভোগবিলাসময়, গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের বসতিস্থল চিন্ময়ধামের পরিক্রমা-কার্য্যে স্বীয় পদযুগলকে নিযুক্ত করেন। ইহাতে তাঁহারা অনাদিবহির্ম্মুখ মায়ার করালগ্রাসে পতিত জীবের ন্যায় দিন দিন ভোগ-বিলাসময়, ত্রিতাপযন্ত্রণাদায়ক গৃহে আসক্ত না হইয়া শ্রীভগবানের লীলা-নিকেতন চিন্ময়ধামের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে থাকেন। এইরূপে স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবৎপার্ষদরূপে নিত্যকাল তাঁহারা গোলোক-বৈকুণ্ঠে অবস্থান পূর্ব্বক সেবানন্দে নিমগ্ন হন।

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীধাম পরিক্রমাকে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতমরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। হরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সংসার আবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহার সেই আবর্ত্তনের জন্য পুনরায় কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত আছে যে, যাঁহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও পদদ্বয় দ্বারা শ্রীহরির লীলাস্থানসমূহে বিচরণ না করেন, তাঁহাদের পদদ্বয় বৃক্ষতুল্য অর্থাৎ আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষের ন্যায়। মহারাজ অম্বরীষ হরিক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পদযুগলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তগণ সম্প্রতি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশমত হরিভক্তিকথা ও হরিনামকীর্ত্তনে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা গৌরসুন্দরের কথায় সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া সমগ্র জগৎকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীধাম নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করিবেন। তাঁহারা গৃহব্রত হইয়া অনবধানে হরিনাম করিবেন না। নামাপরাধ হইতেই যাবতীয় আধিভৌতিক পাপ উৎপত্তি লাভ করে। সুতরাং নামকীর্ত্তনের এই দুর্ভিক্ষের দিনে এই শ্রীরূপানুগ কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের অনুগত অনুগমন, ভোগীর ও ত্যাগীর সংসার নির্ম্মুক্ত হইবার একমাত্র পথ্য ও ঔষধ।

তাই বলি, হে ভ্রাতৃগণ! আপনারা আর বিষয়ের চতুর্দ্দিকে আবদ্ধনয়ন বলীবর্দ্দের ন্যায় অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিবেন না; যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন আছেন, সকলকে সঙ্গে লইয়া শুদ্ধ গৌরগতপ্রাণ নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তগণের সহিত শ্রীধামের পরিক্রমা করুন, দেখিবেন, কৃষ্ণানুশীলনক্রমে কৃষ্ণেতর চিন্তাকারী মন নিস্তৃষ্ণ হইবে। ফলেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলায় নিত্যাধিকার লাভ করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থের অধিকারী হইবেন।

পূজার বিচার

শ্রীভগবানের ভজন সম্বন্ধে বহু ব্যক্তি বহুপ্রকার কথা বলিলেও শ্রৌতপথানুগামিগণ শ্রীভগবান ও ভগবানের অভিন্ন গুরু-দেব-প্রদর্শিত পথা ভিন্ন কোন পন্থাকে আদর করেন না; দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকাকালে মানবের পরস্পরের মতভেদ উপস্থিত হয়, কিন্তু আত্মদর্শনলব্ধিগণ এক তত্ত্বে গাঁথা।

শ্রীভগবান্ ও শাস্ত্র 'ভক্তি'কেই একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও উপেয় বলিয়াছেন। সেই ভক্তি আবার সাধন ও প্রেম ভেদে দ্বিবিধ। একটী শাস্ত্রানুগা, অপরটী রাগানুগা। শাস্ত্রানুগা— সাধন বা বৈধী ভক্তি বহুপ্রকারে সাধিতা হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে নয় প্রকারের কথাই নির্দ্দিষ্ট আছে,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং
পাদসেবনম্ ।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥"

উপরি উক্ত নবধা ভক্তির মধ্যে অর্চ্চনের কথাই এই প্রবন্ধে সামান্যাকারে আলোচিত হইবে।

জীবমাত্রই শ্রীভগবানের নিত্যদাস হইলেও বর্ত্তমানে দুর্ভাগ্যোদয়ে সেই কথা জীবের বিস্মৃতির বিষয় হইয়াছে। নিজের স্বরূপ ও পরস্বরূপের কথা ভুলিয়া যাওয়ায় জীব আজ অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া সংসার-স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এহেন ভ্রান্ত, শ্রান্ত জীবকুলের প্রতি করুণাবারিধি শ্রীভগবান অপার করুণা-প্রকাশে স্বীয়-প্রেষ্ঠ কোন মহাজনকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ সেই অতিমর্ত্ত্য পুরুষকে ভাগ্যহীনজনগণ সাধারণ জীবজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া অনন্তকালের জন্য নিজেদের অমঙ্গল আবাহন করিয়া থাকে। আবার বহুসুকৃতিশালী কোন ভাগ্যবান্ জীব নিজের উদ্ধারকর্ত্তা, শ্রুতবার্ত্তাবহ সেই মহাজনের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া, নিষ্কপটে শান্তি লাভ করেন। শরণাগত দাসকে তখন সেই শ্রীগুরুদেব বিষয়ের অনিত্যতা বুঝাইয়া নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন। ভগবানের সহিত জীবের এই বিশেষ সম্বন্ধ-জ্ঞানই দীক্ষা।

অদীক্ষিত জীব নিজেকে ভোক্তাভিমানে জাগতিক যাবতীয় বস্তু নিজের ভোগ্য-জ্ঞানে সংগ্রহ করে। [illegible] অভেদেই 'আমি' ও [illegible] বস্তু বা ব্যক্তিকে 'আমার' বুদ্ধি করিয়া মহানর্থে নিমগ্ন হয়। কিন্তু দীক্ষিত প্রসাদপ্রাপ্ত জীব নিজেকে নিত্যদাসাভিমানে শ্রীভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের সেবা করেন, আর যাবতীয় বস্তু ভগবানের

সেবোপকরণ আনিয়া সকল দ্রব্যই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁহার দৃষ্টি ভোগীর দৃষ্টির সহিত এক নহে। ভোগী সমাজে ভোগি-কুলের সহিত বসবাস করিলেও তিনি শ্রীগুরুকৃপাবলে অন্তরে অন্য সম্বন্ধ ও কর্ত্তৃত্বাদি লইয়া বাস করেন। তিনি তখন দেখেন যে,—

"শ্রীভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিসনে॥"

আরও দেখেন যে,—

"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥"

ভগবানের সেবাভিলাষী সেই ভাগ্যবান জীব শ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় আরও দেখিতে পান যে, জীবকুল প্রভুসেবা ভুলিয়া এই সংসারে আসিলেও প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ দয়ায় তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারেন নাই। জীবের সেবারূপে এই মায়ার সংসারে বিরাজিত, মায়াধীশ ভগবান মায়ারাজ্যে মায়া স্বীকার করেন নাই, মায়াতীত অবস্থায়ই লীলা করিতেছেন। প্রাকৃত রূপবর্জ্জিত অপ্রাকৃত কমলেক্ষণনাম প্রভু অর্চ্চাবিগ্রহরূপ-ভেদে প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছেন।—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ
সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥"

স্বীয় প্রভুকে পাইয়া প্রভুভক্ত তখন শ্রীভগবৎ কথিত,—

"মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য
চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড় পুরমন্দিরকর্ম্মণি॥
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডল-
বর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌ যদমায়য়া॥"

অর্থাৎ ভক্তগণ আমার অর্চ্চাবিগ্রহ-স্থাপনে শ্রদ্ধা, পুষ্পোদ্যান, ফলোপবন, ক্রীড়াস্থান, পুর, মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি আমার প্রীতির জন্য স্বয়ং বা অন্যকে দিয়া উদ্যোগ করেন। আর মন্দিরাদি সম্মার্জ্জন, লেপন, জলসেক, ভদ্রমণ্ডলাদি রচনাদ্বারা দাসের ন্যায় অকপটে আমার সেবেন।

তথা তাহাই বলেন—

"যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়-
মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"

যে যে দ্রব্য সাধু-শাস্ত্রাদি-সম্মত এবং জগতে মূল্যবান ও আপনার অতি প্রিয়, সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিলে তাহাতে অর্থাৎ অনন্ত ভগবানের সেবায় অনন্ত ফল লাভ হইবে।

গৃহব্রতগণ যেরূপ নিজের ভোগাবাস এবং সন্তানাদি নিজের, দেহাদি-সেবাবিধানযুক্ত নিজস্থানীয় আহারাদি ভোজন, নিজের দেহমার্জ্জন, বেশরচনাদি কার্য্যে দিবারাত্র সচেষ্ট থাকে, হরিব্রতগণ সেরূপ করেন না; তাঁহারা নিজে সেবকাভিমানে প্রভুর জন্যই কার্য্য করিয়া থাকেন নিজের ভোগের উদ্দেশ্যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। গৃহব্রতগণ যেরূপ গৃহকে এবং দেহরক্ষার জন্য নির্ম্মিত গৃহাদি সেবায় নিযুক্ত; আর হরিব্রতগণ গৃহমধ্যস্থিত অন্তর্যামী এবং সর্ব্বত্র বিরাজিত বিশেষতঃ শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকট ভগবানের সেবায় নিরত। এইরূপে ভোগীর নয়নে দুষ্ট ভোগাগার এই বিশ্বে শ্রীহরিদাসগণ শ্রীহরিসেবার এক বিরাট সেবামঠ স্থাপন করেন।

ব্যক্তি জনক জননী হইতে প্রাপ্ত রক্তমাংসাদিপূর্ণ দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করেন না, কেননা তিনি দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানবান, এবং তাঁহার পূজ্য ভগবদ্‌বিগ্রহকে প্রাকৃত প্রত্যক্ষ বস্তুবিশেষ মনে করেন না, তিনি জানেন—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ নহে সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥"

শ্রীগুরুদাস গুরুগতপ্রাণ; শ্রীগুরুদেবও প্রিয়শিষ্যগতপ্রাণ! বৈকুণ্ঠবাঞ্ছিত শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ শ্রীবিগ্রহের সেবক, তিনি অনুগত জনগণকেও সেই শ্রীবিগ্রহ-সেবায় নিযুক্ত করেন। শিষ্যকে কৃষ্ণসেবায় অভিনিবিষ্ট করাই কৃষ্ণসেবানিপুণ গুরুদেবের জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ,—

"শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

অতএব দীক্ষিতব্যক্তির শ্রীগুরুর আনুগত্যে শ্রীবিগ্রহের পূজাই নিত্যকর্ত্তব্য।

যদিও কলিকালে শ্রীনামসংকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং যদিও "যজ্ঞপাত্রা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈব" উক্ত হইয়াছে, তথাপি (তথাপি শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরু চরণসম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব) শ্রীগুরুকৃপালব্ধ ব্যক্তি স্ত্রোতপথ অনুসরণে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন অবশ্যই করিবেন। আবার গৃহস্থভক্তের পক্ষে অর্চ্চন অত্যাবশ্যক। কেননা, তিনি যে কালে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, অথবা দূরবর্ত্তিস্থানে প্রাপ্ত বা মূল্যবান্‌ ভগবৎপ্রিয় দ্রব্যাদি দ্বারা কালোচিত-সেবা করিতে সমর্থ। কিন্তু অর্থব্যয় আশঙ্কায় যদি সামর্থ্য থাকিলেও তিনি পূজা বন্ধ করিয়া নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবলমাত্র স্মরণাদি উচ্চাঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত থাকিবার অভিনয় করেন, তবে তাঁহার ব্যবহারে বিত্তশাঠ্য প্রমাণিত হইবে।

আবার দীক্ষিতব্যক্তি স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহসেবায় অধিকার লাভ করিয়াও যদি নিজে সেবা পূজা না করেন, অপরের দ্বারা নিজের আরাধ্য বস্তুর সেবা করান, তাহা হইলে তাঁহার নিষ্ঠাভাব ও আলস্যের পরিচয় হইবে। কেননা যে ব্যক্তি নিজের দেহরক্ষার জন্য নিজেই দেহের সেবা করে, সে কি তাহার দেহধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য নিজ প্রভু-সেবা করিতে পারে না?

(ক্রমশঃ)

বেদান্ত দর্শনে অভিধেয়-নির্ণয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমরা সম্বন্ধ-নির্ণয় প্রবন্ধের উপসংহারে অভিধেয় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি; তাহাতে কথিত হইয়াছে যে, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। সেই নির্দ্দিষ্ট-সূচক বাস্তব সত্য অদ্বয় জ্ঞান বস্তুকে যে 'ভক্তি' ব্যতীত অন্য কোন উপায় অর্থাৎ শুষ্কজ্ঞান প্রভৃতি কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি অধিরোহ পন্থাবলম্বনে লাভ করিতে পারা যায় না অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে তাহা প্রদর্শন করে সূত্রকার নিম্নসূত্রদ্বয়ের অবতারণ করিয়াছেন, যথা:—

'তদব্যক্তমাহহি' [৩য় অঃ ২পাঃ ২৩সূ]
অপিসংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্‌"
[৩য় অঃ ২পাঃ ২৪ সূত্র]

পরম পুরুষ শ্রীভগবান অপক্ক জ্ঞানগম্য নহেন বলিয়া তাঁহাকে 'অব্যক্ত' বলা হইয়াছে। কৈতবাবৃত্ত কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগীর অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডার হইতে নিঃসৃত প্রাকৃত জ্ঞান-চাতুর্য্য বা যুক্তিবাদ কখন অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বটাকে প্রকাশ করিতে পারে না।

আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজস্বামী বলেন—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ'—এই শ্রুতি বাক্যে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যে, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা পরমাত্মা ভগবানকে লাভ করা যায় না, তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, অর্থাৎ অধিকারী বলিয়া মনে করেন, কেবল তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন; শ্রীভগবান তাঁহার সেবাপর অপ্রাকৃত সহজ নেত্রের গোচরীভূত হয়েন। তাঁহার প্রীতি-সম্পাদক আরাধনা যিনি করেন অর্থাৎ তাঁহাতে যিনি ভক্তি করেন, তাঁহাকেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ নিত্য শ্রীবিগ্রহদর্শনের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া দর্শন দান করেন।

আচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বার্ক বলেন:—শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণে জানা যায় যে, ভক্তিযোগে আরাধিত হইলেই তিনি প্রকাশিত হয়েন।

শ্রীশ্রীল বলদেবপ্রভু স্বীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন:—প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে পরমপুরুষ শ্রীহরিকে ভক্তি দ্বারা আরাধনা-কালে সাধক প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে প্রত্যক্ষীভূত করিতে সমর্থ হয়েন। পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার দর্শনে যে সর্ব্বতোভাবে দুর্লভ বলিয়া তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্রে 'অপি' শব্দ-প্রয়োগে তাহার নিন্দা করিয়াছেন; ভগবান্‌ শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন, ওহে শুষ্ক জ্ঞান-প্রমত্ত অধিরোহবাদী তার্কিক, তোমার এরূপ পূর্ব্বপক্ষ সম্পূর্ণরূপে গর্হিত, কারণ যদি তুমি শব্দ ও পরব্রহ্ম নিষ্ণাত শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রুতি ও স্মৃতি আলোচনা কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, সম্যক্‌ 'ভক্তি' উদয়ে সেই পরমপুরুষকে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষেও গ্রহণ করিতে পারা যায়।

মায়াবাদী সম্প্রদায় বলেন—অবিদ্যাবৃত জীব মায়া-প্রভাবে নিজেকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌রূপে যে স্বীয় অস্তিত্বের কল্পনা করেন, তাঁহাদের স্বপ্নলোকের ন্যায় মায়াগঠিত এই ভ্রম নিরসন-কল্পে শ্রুতি ও স্মৃতির উপদেশ; তাহাতে জানা যায় যে, জাগ্রত অবস্থায় যেমন স্বপ্নের অলীকতা উপলব্ধির বিষয় হয়, তদ্রূপ আরাধনা বিশেষ দ্বারা জীবের মায়া-গঠিত অহঙ্কার বা জীবাভিমান দূর হয় এবং তিনি যে ব্রহ্ম বস্তু, তাহা বুঝিতে পারেন এবং ব্রহ্মে লীন হয়েন।

মায়াবাদিগণের এই কষ্ট-কল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শুদ্ধ বৈদান্তিকগণ বলেন, ওহে জড়মুক্তিবাদিগণ! তোমরা যদি অপ্রাকৃত 'মুকুন্দলিকার'—সৌ ও আঘ্রাণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পার, তাহা হইলে এই দুষ্ট সিদ্ধান্তের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

তোমরাই না ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিরুপাধিক চিন্মাত্র বলিয়াছ? ভাল, জিজ্ঞাসা করি, নিত্যমুক্ত নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মের অবিদ্যাবৃত হইবার হেতু কি বলিতে পার? তোমাদেরই কথিত ব্রহ্মে গুণ-সংশ্লিষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকায় তিনি কি প্রকারে নিজেকে জীবরূপে কল্পনা করেন এবং তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা-যুক্ত হইতে পারেন? ইহাতে তোমার যুক্তির অসারতাই প্রমাণিত হইতেছে।

সর্ব্ব-শক্তি-যুক্ত বিভুচিদ্বস্তু অদ্বিতীয়, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কখন স্বীয় প্রভুর

তাঁহার প্রকাশ বিস্তার করিতে সমর্থ-যুক্তা নহেন। পরিচ্ছিন্ন মায়াশক্তি কখন অপরিচ্ছিন্ন বৈকুণ্ঠবস্তুকে আবৃত করিতে পারে না। (যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।) পরন্তু চিদ্বৈভব বস্তুর তটস্থা-শক্তি-পরিণতি চিৎকণাংশ অণুচিৎ জীব, স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে মায়াগ্রস্ত হইয়া নিজেকে ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রিত-সেবক জানিবার পরিবর্ত্তে 'রূপ ও রসাদিকে' আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া ভোক্তৃত্বাভিমান করেন এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ-বশতঃ সর্ব্বত্র ও সর্ব্ববস্তুতে বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির অভাবে (স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি, যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি) স্বীয় ভোগ-ভূমিকা ও ভোগ্য বস্তুর কল্পনা করিয়া জড় বিলাসে প্রমত্ত হয়েন। তখন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণই তাঁহার পুরুষার্থ হইয়া পড়ে। ইহাই তাঁহার মায়াবদ্ধাবস্থা। যখন কোন সুকৃতি-ফলে শব্দ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত সদ্গুরুর নিকট লব্ধ-দীক্ষ হইয়া তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্ম উন্মেষিত হয় অর্থাৎ যখন তিনি নিজেকে ভোক্তা বা প্রভু অভিমানের পরিবর্ত্তে বিষ্ণু-বিগ্রহের আশ্রিত ভোগ্য বা সেবক বলিয়া জানিতে পারেন, তখন প্রভুর ইন্দ্রিয়-তর্পণই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইয়া পড়ে, এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের একমাত্র উপায় তাঁহার সেবা করা, এই সেবারই অপর নাম 'ভক্তি'; সুতরাং ভক্তি দ্বারা আরাধিত হইলেই, ভক্ত, সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

কর্ম্মী-জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি অন্যাভিলাষীর কোন চেষ্টাই ব্রহ্ম বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে না। পরন্তু একমাত্র কৈতব-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধাভক্তি দ্বারা আরাধিত হইলেই তিনি ভক্তের অপ্রাকৃত সজ্জনেত্রে প্রত্যক্ষীভূত হয়েন। মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিদ্বারা শব্দের এরূপ অর্থই লক্ষিত হয় এবং শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণেও তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায়; সুতরাং উক্ত সূত্রদ্বয়ের বিবদমানগত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞ বা অবিদ্বজ্জনগত কষ্ট-কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিবার কোন হেতু দেখা যায় না, অতএব মায়াবাদীর ব্যাখ্যা নিতান্তই হেয় ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

অতঃপর শ্রুতি, স্মৃতি, ভাগবত ও পুরাণ বাক্য দ্বারা বেদান্ত-প্রতিপাদিত ভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। কাঠকশ্রুতির 'পশ্যন্ত নিষ্কলং ধ্যায়মান' বাক্যে তাঁহাকে দর্শন করা যায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আরও কথিত হইয়াছে,—নাচিকেত যমকে জিজ্ঞাসা করেন, ভগবান্ সকলের দৃষ্ট হন না কেন, উত্তরে যম বলিয়াছিলেন, 'এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।'

[কঠঃ উঃ অঃ ৩য় বঃ ১২ শ্লোক]

অর্থাৎ সেই ভগবান সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকায় সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি ভক্তগণ শ্রবণাদি-জনিত ভগবদনুগ্রহে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

মতবাদ-খণ্ডনে শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা মনুষ্যজাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া কথিত। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন—প্রাকৃত ধর্ম্ম-চতুষ্টয় অল্পাধিক সমস্ত প্রাণী-মধ্যেই বিদ্যমান। মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে, মনুষ্যেতর প্রাণী অপেক্ষা এমন একটি বৈশিষ্ট্য মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রদর্শিত হওয়া চাই, যাহা অপরাপর প্রাণীতে একেবারেই সম্ভবে না। সেই ধর্ম্মটিই হইল জীবের স্বরূপ-স্মৃতিদ্বারা বিরূপধর্ম্ম—হরিবিমুখতা হইতে মুক্তিকামী হইয়া আত্মশুদ্ধি লাভের প্রয়াস। সেই আত্ম-শুদ্ধাবস্থায়ই শ্রীহরি একমাত্র সেবার যোগ্য। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-যোগ্যতা লাভই মনুষ্যজাতির মনুষ্যত্ব ও বৈশিষ্ট্য। এই হিসাবে অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্য জীবনের মূল্য অনেক বেশী।

এমন মূল্যবান সুদুর্লভ মনুষ্য জীবনটা যদি বাজে তর্কবিতর্ক করিয়া, কতকগুলি বিষয়-পাগলা, ধন-পাগলা, বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণের রচিত মনগড়া বাজে বই অধ্যয়ন করিয়া তর্কে জয়লাভ করিবার নিমিত্ত, বাস্তব সত্য বস্তুকে আবৃত করিতে চেষ্টা করি, তদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আত্মমঙ্গলেচ্ছু সুবুদ্ধিমান জনগণ কখনই এরূপভাবে বাজে কার্য্যে কালক্ষয় করেন না। ভোগ-বুভুক্ষা-প্রণোদিত হইয়া, ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্তির নিমিত্ত যাঁহারা যত বেশী ছুটাছুটি করেন, তাঁহারা সংসার-মরুমাঝে তত বেশীদূরে নিক্ষিপ্ত হন, তাহাতে আর মরীচিকা ভ্রান্তি খণ্ডনের উপায় থাকে না, শেষে মধ্য মরুতেই প্রাণ-বিয়োগ, তৃষ্ণা আর মিটে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় বৃথা ক্ষেপণেই অশান্ত অন্তরশ্মাক্রান্ত হইয়া নিরানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয়।

যাঁহারা সত্য সত্যই আত্মকল্যাণলাভে প্রয়াসী, তাঁহারা নানাবিধ মতবাদ হইতে সুদূরে অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতানুগত হন। যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতি শ্রীমদ্ভাগবতকে অবলোকনেচ্ছায় দর্শন-সৌভাগ্য না পান, ততদিন পর্য্যন্ত নানা মুনির নানা মত গ্রাহ্য মনে করিয়া তর্কসমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গে ভাসমান থাকেন। উহারাই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে নিপতিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে দেশ, কাল, পাত্রভেদে কোন ব্যক্তি-বিশেষ-দ্বারা পরিকল্পিত নাটক, নভেল উপন্যাস প্রভৃতির সমপর্য্যায়ে স্থান দেন, বড় জোর প্রাচীন যুগের ঐতিহ্য ঘটনাবলি দ্বারা পূর্ণ একখানা পুস্তক বিশেষ মনে করেন।

ইহজগতে শ্রীমদ্ভাগবতসূর্য্য উদিত হইয়া জীবের অনাদিকালের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বাঞ্ছারূপা, অজ্ঞানতমোময় কৈতবধর্ম্ম তিরোহিত করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্বরূপে আমরা অবগত হই—মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হওয়ার লীলাভিনয় করেন, তখন প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা জানিবার নিমিত্ত বড় বড় মুনিঋষিগণকে আহ্বান করা হয়। সেই সকল মুনিগণ স্ব-স্ব মত স্থাপনার্থে কর্ম্মমার্গাবলম্বনে, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা মুনির নানামত ব্যক্ত করেন। নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিত সেই কর্ম্মমার্গীয় প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আদৌ আত্ম-কল্যাণপ্রদ নহে বোধ করিতে পারিলেন এবং বাস্তব আত্মকল্যাণপ্রার্থী হইয়া অতি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হইলেন। এমন সময় পরিব্রাজক-কুলপতি, দীনজন-হিতকারী মহান্ত-প্রবর পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজের যাবতীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণই সর্ব্বাপরাধ ও সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং মনুষ্যজীবনের চরম ফলপ্রদ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন লাভ—ইহাই বলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তচ্ছ্রুত্বে তাহাতেই ব্রতী হন। সেই সময় সেই সভায় শ্রীসূত গোস্বামিপ্রমুখ মুনিগণও শ্রীশুক-মুখবিগলিত শ্রীমদ্ভাগবতামৃত বাণী শ্রবণ করেন। তাহার কিছুকাল পরেই আত্মমঙ্গলেচ্ছু মুনিঋষিগণ স্ব-স্ব মতবাদের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনৈমিষারণ্যে গোমতীতীরে শ্রীসূতগোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। সেই সভায় দুইশত চারিশত নহে—ষাট হাজার মুনিঋষি উপস্থিত ছিলেন, আমরা পৌরাণিক ইতিহাস আলোচনায় তাহাই অবগত হই। এই সকল মুনিঋষি আধুনিক ১৫।২০ বৎসরের অর্জিত বিদ্যায় ২।৪টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপত্র বা ডিপ্লোমা মাত্র সংগ্রহ করেন নাই, অথবা দেশভ্রমণ প্রয়াসী হইয়া ডিউরেন্ডগঞ্জ এর ন্যায় কতিপয় ক্ষুদ্র সংকীর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন নাই। ইঁহারা ইতঃপূর্ব্বে যোগ-বলে অষ্টাদশ সিদ্ধি লাভ করিয়া ঊর্দ্ধ অধঃ চতুর্দ্দশ ভুবন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিয়াছেন। নানা মতবাদ পূর্ণ স্বমত স্থাপন করিতে যাইয়া কোথায়ও পূর্ণানন্দ-তৃপ্তি লাভ না হওয়ায় পরিশেষে অর্থাৎ সূতের শ্রৌত পরম্পরাবলম্বনে [illegible] শ্রীসূত, গোস্বামীর শরণাগত হন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের পর ভাগবতের আনুগত্যেই যাবতীয় যুক্তি ও চেষ্টা নিয়োগ করেন। তখন হইতে আর নানা মুনির নানা মতবাদ তর্ক বিতর্ক থাকে নাই; অবশ্য তখনও যে ভাগবত-বিদ্বেষী কেহ ছিল না, তাহা নহে। সেরূপ চিরকালই রহিয়াছে, থাকিবে। গুরু-বর্গের পিছনেই অবশ্য ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়ায়, নতুবা ভাগবতের গৌরব বাড়িবে কিসে?

এক কালে এই নৈমিষ ক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত হইয়া বিশ্ববাসীকে ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু কালের কুটিল গতিতে সেই ভাগবত বাজে নিরক্ষর লোকের হাতে পড়িয়া বিপণির পণ্য রূপে ব্যবহৃত হইতে বসিয়াছে। এহেন দুর্দিন-মধ্যে পুনরায় প্রবলোৎসাহে ভাগবত প্রচারোদ্দেশ্যে এই নৈমিষারণ্যে "শ্রীপরমহংস মঠ" স্থাপিত হইয়া শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ-বিদ্যামন্দির নিত্য সেবা বর্ত্তমান থাকিয়া আবার সেই সুপ্রাচীন স্মৃতি জাগরণ দ্বারা শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম-প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই মঠটী শ্রীধাম নবদ্বীপ-মণ্ডলে অন্তর্দ্বীপ নামে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মঠ।

এই জগতে যদি আমরা কেহ আত্ম-মঙ্গলকামী হই, তবে অচিরাৎ সমস্ত মতবাদ-পরিপূর্ণ প্রাকৃত সহজিয়া জড়বাদী আরোহবাদী দেহ-মনোধর্ম্মীদের কোনও কথায় কর্ণ নিযুক্ত না করিয়া, নিরস্ত-কুহক সত্য-প্রচারক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিব। যাহারা, কায়-মনোবাক্যে শ্রীমদ্ভাগবত মানেন না, শ্রীমদ্ভাগবতের শাসন-বাণী দ্বারা স্বকীয় কায়, মনো বাক্যকে দণ্ডিত করণার্থে নিজেদের সম্মুখ করেন না, তেমন ভাগবতাভিমানীদিগের নিকট ভাগবত শ্রবণ করা নয়; নামাপরাধই লাভ হয়। যাহারা যাত্রা নাটকের অভিনয়ের অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত শ্রোতার মনোরঞ্জনার্থে সাত্ত্বিক ভাব-ভাব অঙ্গ-ভঙ্গী হাস্য-ক্রন্দন [illegible] প্রদর্শিত করেন, [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়াস পান, [illegible] উভয়েই মহাপাপে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবার [illegible] হইবে।

[illegible] ভাগবত-প্রচারক, [illegible]

শ্রীমৎ গোস্বামীর অনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য পরিষদবর্গ ও শিষ্যবৃন্দগণের শ্রীমুখবিগলিত ভাগবত-বাণী শ্রবণ করিতে হইবে, তবেই, না সমস্ত মতবাদ খণ্ডন নাম খণ্ডিত হইয়া শান্তিপুর নামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু ৫০০ বৎসর হইতে আহ্বান করিতেছেন, সেই আচার্য্যদেবের সেবা-সেবা তদনুসন্ধানে রত হইতে পারা যাইবে। তৎকালীন শুধু তর্ক, শুধুই বিবাদ—মূর্ত্তিমান কলির বিবাদের আবির্ভাব। ইহাদের চেষ্টা হইয়া কোনই ফল নাই, আনন্দ নাই, শুধুই পাশব দম্ভ, অহঙ্কার, হিংসা। শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যদিগের শ্রীমুখ বাক্যের শ্রবণে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষগুলি দূর হয়। নিতাই-পদকমল কোটিচন্দ্রসুশীতল তাহার ভবদাব-দগ্ধ মস্তকটি রাখিলে সংসার তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। জানি না কতদিন পরে কেমন ভাবে আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া নিরন্তর শুদ্ধভাগবতামৃতবাণী শ্রবণের অবসর দিবে? "আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন?"

নানা কথা

রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সোমবার আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ২৭নং আপ মিক্সড গাড়ী যখন বদরপুর ষ্টেশন হইতে ১নং প্লাটফরমের ধার অতিক্রম করিবার সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী একটী যুবতী কুলী রমণী তাহার এক বৎসর বয়স্ক একটী ছেলে কোলে নিয়া জানালা দিয়া প্লাটফর্মের ভিতরকার দৃশ্য দেখিতেছিল। এমন সময় অনবধানতাবশতঃ হতভাগিনীর কোল হইতে সন্তানটী সেই দ্রুত প্রবহমান গাড়ীর নিম্নস্থ চক্রের মধ্যে পড়িয়া যায়। গাড়ী বদরপুর ষ্টেশনে থামিলে কুলীগণ সকলকে ঘটনা জানায়। ষ্টেশন মাষ্টার তৎক্ষণাৎ সেই কুলী রমণী এবং তাহার স্বামীসহ একখানি ট্রলিযোগে দুর্ঘটনাস্থলে চলিয়া যান এবং সন্তানটিকে একটি লাইনের পাশে জীবিত অবস্থায় দেখিতে পান।

আশ্চর্য্যের বিষয়, চলতি গাড়ী হইতে এক বৎসরের শিশুটী ঢুলের পিচ দুর্ঘটনার মধ্যে পাথরের উপর পড়িয়া থাকিয়া সামান্য একটু আঘাতও পায় নাই।

শ্রীচৈতন্যমঠ-দর্শনে

আই. সি. এস দ্বয়

গত ৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর সদরের সাব্‌ডিভিশনাল অফিসার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অধিকরণ নায়ক এবং মিঃ এম. কে. চ্যাটার্জ্জি ও মিঃ দত্ত আই. সি. এস্. মহোদয়গণ শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর আরাত্রিক দর্শন, মঠবাসি ভক্তবৃন্দের শ্রীমুখ নিঃসৃত ভগবৎকথা কীর্ত্তন শ্রবণ এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দকুণ্ডতটে শ্রীমাধব ও শ্রীমদন-মদন প্রাদুর্ভাব স্থান দর্শন পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জি এবং মিঃ দত্ত বিলাত হইতে সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিতই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এত উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও ইঁহারা দেশের বিদ্যাভিমান শূন্য, বিনয়ী ও অমায়িক স্বভাব-বিশিষ্ট এবং সর্ব্বোপরি শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শ্রদ্ধাযুক্ত। তাহাতে ইঁহারা বিচারাসনে বসিয়া যে সদসদ্-বিচারকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতাই প্রদর্শন করিবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নায়ক মহাশয় রাজকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিলেও শ্রীচৈতন্যদেবসেবাকার্য্যে তাঁহার শ্রদ্ধা ও উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। ইঁহারা বিদায় গ্রহণকালে মঠবাসীর প্রতি যেরূপ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সংকুলে জন্ম ও সভ্য মত উচ্চশিক্ষার সফলতারই পরিচয় দিতেছে। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি প্রার্থনা করি। তবে ইঁহারা রাস্তার অসুবিধার জন্য বড় ক্লেশ অনুভব করায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহাদিগকে আর অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।

দুই বিমান-পোতের সংঘর্ষ

মধ্যপথে দুই বিমান পোতের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ায় বিমান বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী মিঃ এলেন মারা গিয়াছেন। বিমান-পোত-চালক ফ্লেনান লম্ফ দিয়া এক বাড়ীর ছাদের উপর পড়িয়া আত্মরক্ষা করেন। এলেন তাঁহার বিমান-পোতের মধ্যে বসিয়াছিলেন। এমন সময় সংঘর্ষ হয় এবং বিমানপোত খানি নীচে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এলেনের মৃতদেহ এই ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিরাট ব্যাপার

গান্ধিজী গ্রেপ্তার ও জামীনে খালাস

গত ৪ঠা মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্ণে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দপার্কে এক বিরাটসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গান্ধিজী উপস্থিত থাকিয়া বিলাতী বস্ত্র দগ্ধ করিবার উদ্দেশে স্তূপীকৃত বিলাতী বস্ত্রে অগ্নিপ্রদান করিয়াছেন, এমন সময় লাঠি হস্তে বিরাট পুলিসবাহিনী আসিয়া সভার জনতাকে বিক্ষিপ্ত করে এবং বস্ত্রে প্রদত্ত অগ্নি নির্ব্বাপণ করিতে আরম্ভ করে। শুনা যায়, ইহার ফলে সভার সমবেত কতকগুলি লোক কিঞ্চিৎ আহত হইয়াছে। এই ঘটনার পরে রাত্রি ৮টার সময় শ্রীচৌরিঙ্গী ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত গান্ধিজী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভার সেক্রেটারী কিরণ শঙ্কর রায়কে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৪ ধারার আইনানুযায়ী উৎসাহ প্রদান ও সাধারণ স্থানে বা রাস্তায় অগ্নিপ্রজ্বালন অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট স্বয়ং গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার করেন। ৫০্ ব্যক্তিগত মুচলেকা গ্রহণে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ও ঐরূপ মুচলেকা দস্তখত করিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন। আগামী ২৬শে মার্চ্চ তারিখে বিচারের দিন ধার্য্য আছে। গান্ধিজীর মঙ্গলবার রেঙ্গুন মেলে বর্ম্মা রওনা হইবার কথা। ২৫শে মার্চ্চ তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিবেন। মনমোহন রায়, পাঁচুলাল সরকার, ব্রজভূষণ সিংহ ও বিনয়কুমার রায়—ইঁহারাও কলিকাতা পুলিশ আইনের ৬৬ ধারা অনুসারে ১০০্ র জামিনে মুক্ত আছেন। গান্ধিজী অদ্যাপি বিদেশীবস্ত্র দহন-কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প বলিয়া প্রকাশ।

মুন্সিগঞ্জে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মুন্সিগঞ্জের ৫ঠা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, তথায় গত শনিবার দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। তৎফলে অনেক স্থান দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে এবং তৎফলে অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। আগুন লাগিবার কারণ জানা যায় নাই।

সম্রাটের স্বাস্থ্যোন্নতি

বগনরে কয়েক দিন ধরিয়া আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক হইয়াছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি কিছু সময় জানালার কাছে বসিয়া থাকেন। তিনি ক্রমেই সারিয়া উঠিতেছেন দেখিয়া সকলেই সুখী হইয়াছেন

আফগান বিপ্লব

নাদির খাঁর ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী

পেশোয়ারের ৩রা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল নাদির খাঁ এখন প্লুরেসিতে ভুগিতেছেন। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে ১৫ দিন বিশ্রাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী অনিশ্চিত থাকিবে। তিনি এখন কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে ব্যস্ত।

নাদিরের অভিপ্রায়

প্রকাশ, তিনি অদূর ভবিষ্যতে জালালাবাদে যাইয়া যাহাতে আফগানিস্থানের প্রতিনিধিদের মিলন হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। তারপর বাচ্চা-ই-সাকোকে স্ব-মতে আনিবার প্রয়াস পাইবেন। তিনি কিম্বা তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় কোনরূপ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সুদূর ফরাসীদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। আফগানিস্থানের সিংহাসনও তাঁহাদের কাম্য নহে, যাহাতে তাঁহার স্বদেশে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয়, এবং জাতি স্বাধীন ও একতাবদ্ধ হয়, ইহাই তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা—এই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তিনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নন। তাঁহার মতে ভারত ও আফগানিস্থানের মোস্লেমগণের পক্ষে এখন শিক্ষা, সংগঠন ও একতা এই তিনটি জিনিস দরকার।

আফগানিস্থানে মেডিকেল মিশন

আফগান রেডক্রেসেণ্ট সোসাইটির উদ্যোগে আফগানিস্থানে মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত শাহীবাগে পেশোয়ারবাসী জনগণের এক বিরাট সভা হয়। সৈয়দলাল বাদশা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোরাণ হইতে পবিত্র শ্লোক উচ্চারণ করার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, আগামী ২০শে মার্চ্চ তারিখে আফগান রেডক্রেসেণ্ট সমিতির প্রতিনিধিস্বরূপে খান আবদুল গফুর খান ও মৌলানা জাফর শা কাকাখেল কান্দাহারে যাত্রা করিবেন। তাঁহারা মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ সম্বন্ধে আফগান সরকারের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন। সরকার ইহাতে বাধা দিবেন না আশা করা যায়।

সরকার 'জমিদার' পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা জাফর আলীকে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করিবার অনুমতি না দেওয়ায় উক্ত সভায় তাহার তীব্র প্রতিবাদসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে ফাল্গুন, শনিবার—১৩৭৫।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের-পঞ্চ-পঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব-উপলক্ষে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

এস-পূজি সবে গুরুদেবে।
মোরা ভাগ্যহীন, হেন শুভদিন,
আর বা পাইব কবে॥

(১)

গোলোকের ধন শ্রীগুরুরতন,
স্তুতির ভ তাঁর যুগল চরণ,
দিব সাজাইয়া ভক্তিপুষ্প দিয়া
আবির্ভাব-মহোৎসবে;
দেখরে দেখরে অপূর্ব মূরতি,
ছুটিছে চৌদিকে অপ্রাকৃত জ্যোতিঃ,
পাদপদ্ম গন্ধ-লুব্ধ ভক্তবৃন্দ
মুগ্ধ প্রেমোৎসবে সবে॥

(২)

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ
দয়ায় হইয়া উদ্বেলিত যেন,
হরিব তাঁহার বৈকুণ্ঠ সম্পদ
তাঁহার কৃপা প্রভাবে।
রূপ-সনাতন-রঘুনাথদ্বয়
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট মহাশয়,
শ্রীগৌরকিশোর ভক্তিবিনোদ
একীভূত গুরুদেবে॥

(৩)

আবির্ভাব-দিনে বসি বীরাসনে
তোঁহারে সকলে উপদেশ দানে,
শুক-পরম্পরা সকলের বাণী
শুনি কর্ণ জুড়াইবে।
জগদ্‌ গুরুরূপে রয়েছে উদয়
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়,
অন্যোপায় ছাড়ি' ও' চরণে পড়ি
দীক্ষা শিক্ষা লও সবে॥

(৪)

পাশ্চাত্য দেশেতে আসিয়া ভারতে
অহরহ লাগালে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেতে,
তাহে জীবকুল প্রেমবন্যা-স্রোতে
আত্মহারা হয়ে সবে।
ত্যাগী ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী পাঠ যে
ভক্তশিষ্যগণ সহ রঙ্গ করে!
হরিনাম-রসে সকলে মাতায়ে
তাহিনে সবে মানবে॥

(৫)

কেবা পারে প্রভু বুঝিতে তোমারে
এই সব লীলা অগম অপার,
আমরা অধম, ক্ষুদ্র বুদ্ধি তার
কেমনে হৃদয়ে ধরিবে।
হৃদয়ে থাকিয়া যা' বলাও তুমি
অবিকল তাহা লিখিতেছি আমি,
বৈষ্ণবনিচয় হইয়া সদয়
অপরাধ নাহি লবে॥

(৬)

সূর্য্যগ্রহণেতে শ্রীকুরুক্ষেত্রেতে
মহিষী সাথেতে চাপি মহারথে,
আসিলেন কৃষ্ণ শুনি পুরাণেতে
দ্বাপরেতে সবাকারে।
রাজবেশে কৃষ্ণ-মূর্ত্তি বাসি বলে,
গোপীগণ দৃষ্টি রাখি উর্দ্ধ পথে,
সেই কৃষ্ণলীলা প্রকট হইল
কুমারি প্রভাবে এবে॥

(৭)

এ শক্তি সামান্য নরে কি সম্ভবে,
ভুঞ্জাতে প্রসাদ লক্ষ লক্ষ জীবে,
এপ্রসাদ সব কোথা হতে এল
বুঝিতে না পারি ভেবে।
কুরুক্ষেত্রে প্রভু এরপযাত্রায়
লক্ষ লক্ষ লোক আসিল তথায়,
মহাপ্রসাদায় সকলেতে পায়
দেখে আপামর সবে॥

(৮)

এত লোক সব কোথা হতে এল
উদর পূরিয়া প্রসাদ পাইল!
দেব-লোক হতে মানব রূপেতে
আসিল কি দেব সবে,
দেবতা মানব উচ্চরবে গায়
হরি-সংকীর্ত্তন মুখরিত ধরায়,
আপামর দেখে নয়ন জুড়ায়
মুগ্ধ তোমার প্রভাবে॥

(৯)

হিন্দী বাংলা আর ইংরাজী ভাষায়
উপদেশ দানে তোষিলে সবায়;
কি আনন্দ ধ্বনি উঠিল ধরায়,
জয় জয় জয় রবে।
চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব প্রধান
শুনি তব মুখে হরি-গুণ-গান;
(তাদের) সম্প্রদায়-তত্ত্ব তব মুখে শুনি
বিস্মিত হইল সবে॥

(১০)

মুক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ
(মোরা) তোমার প্রসাদে পাই এ আনন্দ
কত সুকৌশলে প্রকট করলে
ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেবে।
তোমার মহিমা কি বর্ণিব আমি
প্রভুপাদ যে গো কৃপাপাত্র তুমি;
যেন মনে থাকে এই অভাগারে
উদ্ধারিতে ভাবিবে॥

(১১)

বাগবাজারের প্রশস্ত স্থানেতে
হবে শ্রীমন্দির আকাশচুম্বিত;
ত্রিতল বিতল অট্টালিকা তথা,
মঠরূপে বিরাজিবে।
শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অর্থ লাগে লাগে
খুঁজে লোক দেব দ্বিজ সবে দেখে;
(তব) অগম্য অপার আলয় ব্যাপার
সামান্য কি বুঝিবে॥

(১২)

পশ্চিমে সকল গ্রামে ও নগরে
শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি স্থাপি ঘরে ঘরে,
ভাসাইবে সব পশু পক্ষী নরে
গৌরনাম-রসার্ণবে।
গৌর-নামাঙ্কিত বৈজয়ন্তী নিয়ে
শোভিবে মন্দির গ্রামে ও নগরে;
এশোভা দেখিয়া করে দাঁড়াইয়া
মন প্রাণ জুড়াইবে॥

(১৩)

পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রাম
সর্ব্বত্র প্রচার হবে মোর নাম;
কার্য্যে পরিণত এই গৌর-বাণী
জান অচিরেতে হবে।
স্বামী ব্রহ্মচারী অনেকেই পরে
অবলীলাক্রমে ভাসাবে সাগরে;
কাঁপাইবে রঙ্গে সাগর তরঙ্গে
গৌর-সংকীর্ত্তন রবে॥

(১৪)

ইউরোপ আমেরিকা-বাসী সবে
শ্রীগৌর-পার্ষদ-লীলা সেবাইবে;
গৌর-নামামৃত পানে হয়ে রত
ভাসিবে আনন্দে সবে।
হেন দিন প্রভু হবে কি আমার
হৃদয়ে দেখিব এলীলা তোমার
জানি প্রভু শেষে পাশ্চাত্য প্রদেশে
ভক্তিরসে ডুবাইবে॥

(১৫)

শ্রীআচার্য্যত্রিক, শ্রীপরমানন্দ
বাসুদেবানন্দ, শ্রীসুন্দরানন্দ,
তোমা সাথে এসে দেখাল সকলে
এ বৈকুণ্ঠ-বৈভবে।
তোমরা প্রভুর শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ
মাগে এক ভক্ত তোমাদের সঙ্গ;
ও চরণাম্বুজে দাও স্থান তাকে
এ দয়া স্মরুক সবে॥

(১৬)

ত্যাগী ব্রহ্মচারী শুদ্ধ ভক্তগণ
শিরে ধরি সকলের শ্রীচরণ;
করিয়া প্রণতি মাগে পদে রতি
তার তরে ভগবানে।
তোমাদের অহৈতুকী কৃপা বিনে
কে পেয়েছে কবে শ্রীগুরু-চরণে
তাই অধমের এ' বাঞ্ছা চরণে
ধুলি কণা কর সবে॥

পূজ সবে প্রভুপাদ সরস্বতী

জ্ঞানদাস পদে করিয়া বিনতি,
সব-প্রকারে মাগে ও' চরণে রতি,
বেদ গুরু হয় সবে॥
প্রকাশিয়া দয়া আপামর সবে
ভুবন নাম দে গৌর-প্রেমরসে
পারিষদ সঙ্গে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে
দলিলে পাষণ্ড সবে॥
জগ কর আজ ডাকিতে তোমায়
হৃদয় কর দীনে হইয়ে সদয়;
পদ হৃদে রেখে ও' পদ উদয়,
জীবের ভক্তিই পাবে॥

তাঁর পদ বিনা আর নাহি গতি

ভকত হও পদ স্মরণেতে নিতি
পাদ পদ্ম তাঁর রাতুল চরণে
দেহ মন দাও সবে!
বিনা তাঁহার কৃপা লোক পেল নারে তাই
নাম দিয়া সাথে রাখিলেন সবাই,
আপনার মাথা আপনি খাইলে
বল রে কত দিন রবে॥
সাধু বিনা অসাধু সাধুবেশে কই
হিত ছাড়ি তাই মাতিতেছে ভুই,
গতি দাতা তব জন্মে জন্মে যিনি,
তিনি প্রভু হতে এবে॥

কহিছে শ্রীসচ্চিদানন্দ বর্দ্ধন
সেবক-গণের শ্রীচরণ-সেবাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায়, ভক্তিবন্ধু

আঁধারে আলো

বিশ্বে আলোকই সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক। বস্তু থাকিলেও আলোকাভাবে কিছুই দেখা যায় না। অবশ্য জীব দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুর দৃষ্টিতে সবই দেখিয়া থাকে। কিন্তু আলোক যদি সেই দৃষ্টিশক্তিকে দর্শনকার্য্যে সাহায্য না করে, তাহা হইলে কি হয়, একথা মানবের জানিতে বাকী নাই।

অন্ধকার সকল বস্তুর আবরক বস্তু বিনাশ না করিলেও ইহার এমনি স্বভাব যে, কোন বস্তুকেই দেখিতে দেয় না। সুতরাং আঁধারের মাঝে আলোকের আবশ্যকতা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়।

এই দৃশ্যমান জগৎ সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি প্রকটিত। সুতরাং দৃষ্ট পদার্থসমূহ প্রকৃতিজাত বস্তু। যদিও এই বিশ্বে চিদচিৎএর সমাবেশ, তবুও দৃশ্য বস্তুর বাহ্য প্রতীতি ও অনুভূতি জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে। এহেন বিশ্বপতির

বিশ্বে বিশ্বনাথের অচিন্ত্য শক্তিজাত জীবপুঞ্জ বর্ত্তমানে জড় বস্তুতে চিৎএর আরোপ করিয়া বদ্ধাবস্থারই পরিচয় দিতেছে। যে জড়দেহের ভিতর জীবাত্মা অবস্থিত, সেই জীবাত্মার দেহকে 'আমি' জ্ঞানে অপর দেহকে অন্য জীবজ্ঞানে অজ্ঞানাদের উদাহরণ স্বরূপ হইয়াছে। অন্ধকার যেমন জড়বস্তুর বাহ্য স্বরূপ আবরণ করে, অজ্ঞান সেইরূপ নিত্য বস্তুর স্বরূপ জানিতে দেয় না। তাই বুধগণ অজ্ঞানকে অন্ধকারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অন্ধকার যেমন বস্তু আবরণ করে, তেমনি পথিককে ঠিক পথ গন্তব্য পথ হইতে বিক্ষিপ্ত করে। অজ্ঞানও তেমনি স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে জীবকে স্বাভাবিক শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে যাইতে দেয় না। তাই গীতা বলেন—

অজ্ঞানেন আবৃতং জ্ঞানং তেন
মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

আলোক অন্ধকারকে নিদূরিত করে সত্য, কিন্তু জীবের হৃদয়ান্ধকার দূর করিবার তাহার সে যোগ্যতা কোথায়? সে যে বার ঘণ্টার, এক মাসের, দশ বৎসরের অন্ধকার নহে — অনাদিকালের অন্ধকার। তাহা দূর করিবার আলোক এই জগদালোককর আলোকের কার্য্য নহে। এই অন্ধকার দূর করিতে হইলে —

যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি

—সেই আলোক-আলোকের আবশ্যক।

চরাচর বিশ্ব যাহা হইতে উদ্ভূত যাহা কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং অবশেষে যে বস্তু আশ্রয়-স্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম। সেই বৃহৎ পালক বস্তু, যাঁহার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ, তিনিই সর্ব্বকারণ কারণ শ্রীগোবিন্দদেব। সেই গোবিন্দদেবই মূল তত্ত্ববস্তু। প্রকাশক গোবিন্দ সর্ব্বজীব-হৃদয়ে বিরাজিত হইলেও ভক্ত হৃদয়েই তাঁহার বিহারক্ষেত্র—একথা ভক্তপ্রাণ ভগবান নিজ মুখেই স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। সেই

...

ভ্রমরূপর অজ্ঞানান্ধজীবের নিকট আলোক-স্বরূপ, কেননা—

সাধবো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ
সমুত্থিতঃ।

পূজার বিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ব্রাহ্মণেতর কুলে উদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তি কি শ্রীবিগ্রহ-পূজার অধিকারী? এ-কথার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বেও দৃঢ়তার জন্য একটু আলোচনা আবশ্যক। দীক্ষা কেন অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন। জীব মাত্রেই ভগবানের দাস। তন্মধ্যে আনেকে সেবা-বিমুখ আর অনেকে সেবা-নিযুক্ত। যেকালে কোন ভাগ্যবান জড়-ভোগে উদাসীন হইয়া জড় জগতের জড়-পরিচয়-ত্যাগে নিজের স্বরূপের পরিচয় জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তিনি সাধারণ লোকমধ্যে পরিগণিত হবেন কি? আর যে ব্যক্তি ভগবদ্ভজন করিবার যোগ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অভিমানী, কিন্তু সেবা-বিমুখ তাহাকে কোন কৌতুক করিতে হইবে? শ্রীভগবান সর্ব্বজীবপ্রভু, তিনি শ্রীগীতামুখে (ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি) বিরাজিত, সুতরাং সকলেই শ্রীগুরুকৃপাপ্রাপ্ত জীব মাত্রই ভগবানের সেবা-পূজার অধিকারী। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—এই শ্রীমুখবাক্যে স্বয়ং ভগবানই সকল জীবেরই ভবিষ্যৎ সেবাযোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। তাই

অর্থাৎ চক্ষু থাকা সত্ত্বেও যেমন দর্শন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, সূর্য্যালোকের সাহায্যে হয়, তেমনি সাধুরাই জীবের জ্ঞান-চক্ষু প্রকাশিকা, কেননা তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত জীব সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর সন্ধান পায় না। সাধুরাই শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করাইতে পারেন। সেইজন্য গোবিন্দ-প্রেষ্ঠ গাহিয়াছেন—

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে।

সেই সাধু বা গুরুই জীবের ইহকাল পরকাল অর্থাৎ নিত্যকালেই আশ্রয়। সেই জন্য আঁধারে আলোক সদৃশ সাধু-গুরুর প্রণামে আমরা দেখিতে পাই—

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-
শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ
শ্রীগুরবে নমঃ॥

স্মৃতি-গ্রন্থ জীবকে স্মৃতি দান করিবার জন্য স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্রেণ রমণীরও শালগ্রামশিলা পূজায় অধিকার, কিন্তু ব্রাহ্মণ কুলে জাত আমোদাদি-ভোজনে রত, বিষ্ণুসেবাবিহীন ব্যক্তির শালগ্রামশিলাস্পর্শ শূদ্রস্পর্শের ন্যায়। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধীয় বিচারে 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ!' শ্লোকের টীকায় 'অর্চ্চনা'র অর্থ করিতে যাইয়া শ্রীল রূপসনাতনপ্রিয় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিলেন—দীক্ষিতানাং চ সর্ব্বেষাং তদকরণে (অর্চ্চনস্য অকরণে) নরকপাত ইতি। অর্থাৎ দীক্ষিতব্যক্তি অর্চ্চনত্যাগে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে নরক লাভ করিয়া থাকে। 'সর্ব্বেষাং' শব্দে নরমাত্রেরই পূজাধিকার বুঝাইতেছে।

উপরি উক্ত প্রসঙ্গে দীক্ষিত ব্যক্তির নিষ্কপটে শ্রীবিগ্রহ-পূজার কথা আলোচিত হইয়াছে। এখন শ্রীবিগ্রহ-সেবকের কপটতাও দেখান হইবে।

শ্রীভগবান সর্ব্বারাধ্য আর সকলেই তাঁহার আরাধক বা সেবক।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।

এহেন সর্ব্বসেব্য প্রভুর সেবায় সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য। 'সেবা' শব্দে প্রভুর সন্তোষ বিধানই বুঝায়। প্রভু-সেবায় ভৃত্যের যদি নিজের কোন প্রকার ভোগোদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে সেবার পরিবর্ত্তে ভোগ হইয়া যায়। সেবা ও ভোগের স্বরূপগত পার্থক্য শ্রীচৈতন্যচরণশরণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ভাবে জানাইয়াছেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥

সুতরাং সংসারবন্ধনাদি কামনা-মূলক পূর্ব্বক ভগবানের পূজায় সংসারবন্ধন ছিন্ন না হইয়া সংসারাসক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই জন্যই দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভক্তিরাজ্যপ্রবেশকারী শ্রীনৃসিংহপ্রিয় প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন যে, হে দেব! যে ব্যক্তি আপনার দুর্লভ দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতে সাংসারিক সুখ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে,—ব্যবসায়ী বণিক,—

"নস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ
স বৈ বণিক্!"

এতদ্ব্যতীত অনেকেই শ্রীবিগ্রহ-পূজাকে জীবিকা উপার্জ্জনের দ্বার-স্বরূপ বিচার করেন। সংসারে শারীরিক পরিশ্রমাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন বিদ্যা বুদ্ধি ও বলাপেক্ষা করে, আর শ্রীমূর্ত্তি দাঁড় করাইয়া জীবিকার্জ্জন নিত্য নব ভোগলাভ অনায়াসেই হইয়া থাকে। এই কুপথাশ্রিত ভগবৎ-সেবাবিরোধী পন্থাকে শাস্ত্র আগম প্রামাণ্য; বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া এবং

দেব-পূজা ভোগকারী পূজককে দেবলাখ্যায় নিন্দা করিয়াছেন,—

"দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক
উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো
দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেব-সেবার প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকানির্ব্বাহ করে, সে 'দেবল' নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করে, সেই "দেবলক" সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত গর্হিত।

আবার অধুনা একটী প্রথা লোকসমাজে প্রচলিত দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণকুলে জাত অনেকেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়াই বিষ্ণুপূজা-রত। বিষ্ণুসেবাবিমুখ সমাজ এতদূর নিম্নলোকগামী হইয়াছে যে, বিষ্ণুসেবার ভজনশীলেরই অধিকার না জানিয়া কর্ণামস্ত্রেই অধিকার আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুযামল বলেন—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং
নিরর্থকম্।
পশুযোনি-মবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরহিতো
জনঃ॥"

এহেন পশুবৎ ব্রাহ্মণ্যং না জানিতি ব্রাহ্মণ্যবেশ রক্ষিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ শূদ্রসমাশ্রয়ঃ॥ আজ কলিকালে প্রধান পূজক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিবদমানযুগে শাস্ত্রের আদর নাই, কেননা শাস্ত্রের শাসনে লোকসমূহ যথেষ্ট সুযোগ পায় না। আবার আর একটি বিষয় এই যে, এহেন ব্রাহ্মণগণ আবার বংশানুক্রমে বিগ্রহপূজক হইয়া এমন যে দেবোত্তর কারবার বৃত্তি লাভ করিতেছেন। শাস্ত্র বলেন—যাঁহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেবপূজা করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন—এই সকল ব্রহ্মণোচিত কর্ম্মে যোগ্যতা নাই—

"এষাং বংশক্রমাদেব দেবাচ্চাবৃত্তিতো
ভবেৎ।
বেদাধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি
যোগ্যতা॥"

এই কথায় যদি কেহ বলেন যে, তাহা হইলে শ্রীবিগ্রহপূজাকারীর জীবন ধারণ হইবে কি প্রকারে? প্রাণধারণের জন্য আহার্য্যের আবশ্যক আছে ত'? উত্তরে বলা যায় যে, ভগবানের সেবকদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভগবানই চিন্তা করেন, সেবকের মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে হয় নাই। যথা ভক্তিবিবেকে—

"চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা
পশোঃ।
তথাপয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেত্তস্য রক্ষণাৎ॥"

কিন্তু পূজকপক্ষ যদি বলেন যে, যদি কোন বিগ্রহসেবীর জন্মমানে এতদূর নির্ভ-

জীবিকা না থাকে, তবে তিনি কি করিবেন ?—তিনি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য শুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। আয়পর হইয়া একটি অর্থাগমের উপায় দেখিয়া উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা শ্রীবিগ্রহ সেবানানন্তর সেই প্রসাদে ভক্তসেবা করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যে নিজের এবং আত্মীয়স্বজনের জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। তাহার জীবন ভোগের জন্য হইবে না, শ্রীহরিসেবানুকূলে হইবে। এই কথা অবজ্ঞা করিয়া আপদগ্রস্ত হইয়া যদি দেবলবৃত্তি অর্থাৎ বিগ্রহসেবার অর্থে নিজ জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাহাও শাস্ত্র-গর্হিত—

"আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা

দুর্গতোঽপি বা।

পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন॥"

বহু কষ্টদশাতেও অথবা ভীত, দৈন্যগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেবপূজা করিবে না।

এখন সাধারণ লোকের পূজার কথা আলোচিত হইবে। সংসারে সকলেই ভোগের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। সুতরাং ভোগের সুবিধাই সকলে অনুসন্ধান করে। ভোগে বাধা উপস্থিত হইলে বা ভোগাভাবে লোকে শ্রীবিগ্রহের পূজার আয়োজন করিয়া থাকে। এরূপ পূজক সম্প্রদায় নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে বা সিদ্ধির জন্য সাময়িক পূজার আবাহন করিয়া অন্য সময় ইতর সেবায় নিযুক্ত হয়। আবার কেহ বা ফলকামনা করিয়া সিদ্ধির পর পূজা দিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া ফলের অভাবে পূজায় উদাসীন হয়। এই সাধারণ সম্প্রদায় শ্রীবিগ্রহকে আরাধ্য ও তাঁহার সেবা নিত্যকৃত্য না জানিয়া ফলদাতা ঈশ্বর বলিয়া সাময়িক সাধন করে। কিন্তু তাহারা জানেনা যে শ্রীভগবান্ নিজলাভপূর্ণ, তিনি অপরের নিকট কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না—

"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো

মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।

যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং

তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥"

অর্থাৎ ভগবান্ যার সদা নিজলাভে পূর্ণ, তিনি আপনার নিমিত্ত অবিদ্বান্ ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের পূজা গ্রহণ করেন না, দয়াস্বভাববশতঃ ঐ সকল ব্যক্তির হিতার্থেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। যেহেতু আপনার মুখে তিলকাদি রচিত হইলেই প্রতিবিম্বে শোভা পাইয়া থাকে, সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বে ঐ শ্রী করিতে পারা যায় না, তাঁহার ন্যায় লোকেরা ভগবানের প্রতি যে মানাদি দ্বারা সম্মান বিধান করে, তাহা তাহাদের আপনার নিমিত্তই হয়।

শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

"ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং

হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।

শ্রুতধন কুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে

বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥"

কারণ সেই ভগবান্ নিজলাভ দ্বারা অর্থাৎ স্বকীয় স্বাভাবিক স্বানন্দ অনুভব দ্বারা সম্পূর্ণ আছেন। কিন্তু সেই ভগবান নিজলাভে পূর্ণ হইয়াও ভক্তকৃত পূজাই গ্রহণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যগুণে নিজ স্বভাব বরং অতিক্রম করিয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি সর্ব্বতোভাবে অভক্ত অপরিগৃহীত হইয়াও স্বীয় ভক্তবর্গপ্রদত্ত প্রেমসম্পত্তি বা পূজাভাবে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি ভক্তবর্গ প্রদত্ত ভোগ সম্পত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকেন বলিয়া অভক্ত অর্থাৎ অভক্তকৃত পূজার অপেক্ষা করেন না। যদি বল ধনবাহুল্যাদি দ্বারা যাহা নিবেদিত হইয়া থাকে, তাহা কিরূপে বাধ হইতে পারে? উত্তর—পূজকের ধনবাহুল্যাদি বাধ্য হয় না, কারণ ধনবাহুল্যাদি দ্বারা যাহারা ভগবানের যেরূপ পূজাদি অর্থাৎ মান অর্পণ করিয়া থাকেন, সেই সকল দ্রব্য পূজকের নিজ চিত্তের নিমিত্তই যেরূপ ধনবাদ করিয়া পূজা করা যায়, কথঞ্চিৎ তাদৃশই হইয়া থাকে; কিন্তু সেই ফল গৌণ মাত্র। কারণ উহা ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অর্পিত হয় নাই। পূজকের কোন ঐহিক বা পারলৌকিক ফলকামনায় অর্পিত হইয়াছে। যদি কেহ বলেন, ভগবান পূর্ণ হউন না, কিন্তু পূজকের হিতার্থে তৎপদত্ত পূজা কি তিনি গ্রহণ করেন না? এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, হিতাহিত বিবেকশূন্য অবিদ্বান্ ভগবৎপূজাকে দম্ভবশে করিয়া কোন সময়ে শোকার্ত্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্যই শ্রীভগবান দয়াপরবশ হইয়াও সেই তৎকৃত পূজার অপেক্ষা করেন না। প্রাকৃত ফলদানে পরিশোধ করিয়া থাকেন। অথবা যাহারা অবিদ্বান্ অর্থাৎ পূজার প্রকার অনভিজ্ঞ, অথবা ভূতাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকে, তাহাদেরও পূজা গ্রহণ করেন না। যদি বলা যায়, সর্ব্বদেব শিরোমণি হইয়া কি জন্য পূজকের হিতানুষ্ঠান করেন না? এ সম্বন্ধে আলোচ্য এই যে, ভূতদ্রোহী পূজকের হিতসাধন করিলে অন্যান্য ভূতের অহিত আচরণ করা হইয়া থাকে, অতএব পরম দয়ালুর পক্ষে উহা উচিত হয় না। যেহেতু ভূতদ্রোহ সর্ব্বাপেক্ষা অধম, তাহারাই পাত্র কাহারও পূজাফল প্রাপ্ত হয় না।

যদি বিচার হয় যে, ভগবৎ পূজা কোন মতেই বিফল হইতে পারে না, তবে কি জন্য নিন্দার সম্ভব হইবে? উত্তর—যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, সেই পূজার ফলও স্বভাবতঃ নির্দোষ মহাবৈভব-ভোগাদিরূপেই উৎপন্ন হয়। সেই অর্চ্চনার ফলটি অন্যান্য অংশের সৎকর্ম্মের ফল হইতে গুরুতর ও উত্তম।

যদি প্রশ্ন হয় যে,—উক্তরূপ সুন্দর ফল যাহা হইতে লাভ হয়, তাহা কিরূপে নিন্দনীয়? উত্তরে বলা যায়, ভগবৎ পূজাফলে ভগবানের চরণে ভক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সেবা লাভ হয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কামনাদিমূলে পূজা করিলে তৎসন্দর্শনাদি ফল লাভ হয় না, এই জন্যই একান্ত-ভক্তগণ নিন্দা করিয়াছেন। পুরাণাদিতেও প্রসঙ্গক্রমে উক্ত পদ্য পঠিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ যে অভক্তের পূজা গ্রহণ করেন না, কেবলমাত্র ভক্তপূজাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীগীতা হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায়—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

নানা কথা

সরকারী ইস্তাহার

সংপ্রতি সরকার এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন, এইবারও ...... হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত কেহ মজুরের দ্বারা কাজ করাইতে পারিবে না।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে নিরানন্দ

গত ৮ঠা মার্চ্চ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শ্রীযুক্ত গান্ধীর নেতৃত্বে বিদেশী বস্ত্রের যে বহ্ন্যুৎসব হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে গান্ধীজীকে লইয়া মোট ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই দিনে যে হুড় হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ৩১ জন পুলিশ আহত হইয়াছে। চিকিৎসার্থ তাহাদিগকে কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে প্রায়োপবেশন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রদের জন্য হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল আছে, তথাকার ছাত্রেরা সোমবার রাত্রি ১০টার সময় সভা করিয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, আইন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের খাওয়ার ব্যবস্থায় যেরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিকারকল্পে তাঁহারা মঙ্গলবার সকাল হইতে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিবেন।

ভারতীয় সিভিলিয়ানের মৃত্যু

লণ্ডন, ৫ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, স্যার উইলিয়াম লি ওয়ার্নার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন এবং বোম্বাই প্রদেশে বহুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পলিটিক্যাল বিভাগের দপ্তরে নিযুক্ত হয়েন এবং ১৮৯৫ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারীর কার্য্যে বহাল ছিলেন।

ফ্রান্সের গুপ্ত দলিল

ফ্রান্সের "লেকো দে প্যারিস" পত্রিকা আর একটি গুপ্ত দলিল আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। উক্ত পত্রিকায় ঐ দলিলের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯১৮ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সের কয়েকটি রেলপথ সামরিক কার্য্যে ব্যবহার জন্য জার্ম্মানীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ...... যে সকল সংবাদ ফ্রান্সের গোপনীয় গুপ্ত সংবাদ ...... দে প্যারিস ...... এই গুপ্ত দলিলপত্রাদি সম্বন্ধে মীমাংসার ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

অ-খৃষ্টানের খৃষ্টান সমাধি

...... নামক কাবুলী ...... ডাক্তার ...... মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এরূপ সুন্দর প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, সকল সম্প্রদায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। তাঁহার সৎকার লইয়া আজ ...... তিনি চিরজীবন অ-খৃষ্টান ও স্বাধীনচিত্ত ছিলেন, ... এবং কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ...... তাঁহার মৃত্যুর ...... খৃষ্টানদের ...... ছিলেন। ...... সম্প্রদায়ের ...... একটি ...... তাঁহার কবরের উপর ...... হয়। ...... পরিদর্শক।

...... একটি পল্লী সমাধি স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

পলিতার কারখানায় আগুন

লণ্ডন, ৯ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, ইংলণ্ডের ...... একটি বারুদ পূর্ণ ...... কারখানায় ...... বিস্ফোরণের ফলে ১৮ জন মারা গিয়াছে ......।

অস্ত্রাগারে আগুন

গোহাটী, ... প্রকাশ, ... অস্ত্রাগারে আগুন লাগিবার ফলে ২৮ জন নিহত হইয়াছে।

ঢাকায় ভীষণ রাহাজানি

গত ৪ঠা মার্চ অপরাহ্নে ঢাকা লাট ভবনের কাছে রাস্তার উপর ভীষণ রাহাজানি হইয়া গিয়াছে। সুধা সিং নামক মাড়ু ও [illegible] ট্রাস্টের একজন নিরস্ত্র [illegible] ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ৭ শত ৮০ টাকা লইয়া উহাদের সম্পাদিকা শ্রীমতী ড. [illegible], দেব [illegible] নিকে যাইতেছিল। [illegible] কাছে উপস্থিত হইলে [illegible] জন অপরিচিত মুসলমান [illegible] কোন [illegible] দিক হইতে [illegible] আক্রমণ করে [illegible] মাথায় গুরুতর আঘাত করে। ঐ আঘাতের ফলে সুধা সিং [illegible] অজ্ঞান হয়। আক্রমণকারী তখন ৭ শত টাকা লইয়া পলায়মান হয়। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই স্থানে [illegible] করিতেছিল, সে এই ঘটনাটি দেখিতে পায়। সে চীৎকার করিবার উপক্রম করিলে দুর্বৃত্তগণ তাহার প্রাণনাশ করে [illegible] প্রকাশ [illegible] পুলিসের গোচরীভূত করা হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে এক জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। সুধা সিং [illegible] হাসপাতালে আছে, তাহার অবস্থা [illegible] আশঙ্কাজনক।

পুলিসে ও মুসলমানে

বিক্রমপুর [illegible] সম্মিলিত [illegible] পুলিসের সহিত একদল মুসলমানের এক সংঘর্ষ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, পুলিশ সমান নামক এক পলাতক খুনী আসামীর সন্ধান করিতেছিল। [illegible] দিন আসামী [illegible] আশ্রয় লইয়াছে সংবাদ পাইয়া পুলিস [illegible] গমন করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তাহাকে থানায় লইয়া যাইবার সময় কয়েক জন লোক তাহাকে পুলিসের হস্ত হইতে মুক্ত করে। অতঃপর পুলিস [illegible] করিয়া আসামীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ উক্ত ঘটনায় কেহ হতাহত হয় নাই।

মাধবারে দুর্ভিক্ষ

গত ফেব্রুয়ারী মাসে অতিরিক্ত শীতের জন্য [illegible] মহকুমার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] বোম্বা[illegible] মহিক [illegible] চালদোক দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণ ও মধ্যবিত্তদিগকে সাহায্য করিবার জন্য [illegible] মুক্ত

[illegible] সমস্ত দোকানসমূহ খুলিয়াছেন। বাজারে [illegible] দরে বিক্রয় হইতেছে। [illegible] কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা জার্ম্মাণ বাণিজ্য সন্ধি

কেপটাউন, ৫ই মার্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থাপরিষদে শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয় যে, জার্ম্মাণী সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার যে বাণিজ্য-সন্ধি [illegible] করাইবার জন্য সেনেট সভায় পেশ করা উচিত। অনেক [illegible] একমত প্রকাশ করেন যে, [illegible] সন্ধি [illegible] করিতে হইলে উভয় পরিষদে উপস্থাপিত করা আবশ্যক। [illegible] প্রতিবাদ করেন যে, [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] বিষয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৪৯ এবং বিপক্ষে ৫৩ [illegible] হওয়াতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। মন্ত্রীটি [illegible] পার্লামেণ্ট পরাজয় হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

সম্রাটের কুশল

গত ৫ই মার্চ রাত্রিতে সম্রাট স্বচ্ছন্দে [illegible] শয্যা হইতে উঠিয়াছিলেন এবং জানালার কাছে এক কেদারায় বসিয়াছিলেন। কিন্তু অবসাদ দেখা থাকায় এবং শীতের প্রকোপ হওয়ায় জানালা বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

ঐ তারিখে দিনমানেও সম্রাট সন্তোষজনকরূপ [illegible] অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ডাক্তার [illegible] তাঁহাকে [illegible] প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

সম্রাজ্ঞীর বায়ু পরিবর্ত্তন

সম্রাজ্ঞী গতকল্য মার্চ প্রাতে লণ্ডনে গিয়াছিলেন এবং সায়ংকালে [illegible] প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ৫ই সম্রাজ্ঞী [illegible] গিয়াছিলেন এবং নিকটে ক্যাণ্টারবারীর আর্কবিশপকে দেখিতে গিয়াছিলেন। আর্কবিশপ ডাক্তার [illegible] দিবস এখানে গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি [illegible] পীড়া ভোগ করেন, সে জন্য চিকিৎসকগণ তাঁহাকে একমাস কাল বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। মে মাসে তিনি [illegible] হইতে বিদায় হইবেন এবং যোগ হয়, কিছু দিন ভূমধ্যসাগরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিবেন।

তুরস্কে সম্পাদক নির্য্যাতন

কনষ্টাণ্টিনোপল, ৩রা মার্চের সংবাদে প্রকাশ, ৮৩ স্কুল বিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ ছাত্র লোষ্ট্র নিক্ষেপপূর্ব্বক "টাকোমিকা" নামক গ্রীক সংবাদপত্র কার্য্যালয়ের জানালা ভাঙ্গিয়াছে ও ছাপিবার যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম নষ্ট করিয়াছে। কেবল উহাই নহে, রাত্রিকালে সম্পাদককে নিষ্ঠুররূপে প্রহার ও অন্য প্রকার নির্য্যাতন করিয়াছে। উক্ত সংবাদপত্র ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তুর্কীদের [illegible] মাইনর জয় সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই জন্যই এই অত্যাচার।

সাতকানিয়া সশস্ত্র ডাকাতী

চট্টগ্রাম ৪ঠা মার্চের সংবাদে প্রকাশ, সাতকানিয়ার শ্রীযুক্ত [illegible] আচার্য্যের ভবনে একটি সশস্ত্র ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ঐ ডাকাতি সম্পর্কে [illegible] জনৈক জমীদারের পুত্র শ্রীমান ব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরী ও অপর একটি যুবক শ্রীযুক্ত জানকী চৌধুরী ধৃত হইয়া প্রত্যেকে ১ শত টাকার জামীনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ডাকাতীর অভিযোগে গ্রেপ্তার

সম্প্রতি রেল পুলিসের ইন্সপেক্টার মিঃ পাল ও গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টার মিঃ জে, এন, সেন সোদপুর ষ্টেশনে উপেন কুণ্ডী প্রমুখ ৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তাহারা গাড়ী হইতে নামিলেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের নিকট অনেক প্রকার যন্ত্রাদিও পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তাহারা সোদপুরের নিকট কোথায় ডাকাতী করিতে যাইতেছিল। পুলিস পূর্ব্বাহ্নে এই সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। গত ৫ই মার্চ ধৃত লোকদিগকে শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। জামীন দিতে না পারায় তাহাদিগকে হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে।

নূতন বৈমানিক

মিঃ আর, এন, চাওলা নামে আর এক জন ভারতীয় বিমানপরিচালক বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত [illegible] ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি এখন পর্য্যন্ত মণ্টেগোমারীতে অবস্থান করিতেছেন। মিঃ চাওলা নিজের ব্যয়ে বিমান-পরিচালন বিদ্যা শিখিয়া লণ্ডনের রয়াল এরো ক্লাবের [illegible] সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। গ্রেট বৃটেনের বিমান বিভাগ হইতেও তিনি সার্টিফিকেট পাইয়াছেন।

কোন সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন, অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতে বিমান-ভ্রমণ অধিক নিরাপদ ও আরামপ্রদ। তাহার কারণ, এখানে আবহাওয়ার অবস্থা ভাল এবং অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ স্থায়ী। ইংলণ্ডে এমন অবস্থা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে যে কোন বৈমানিক আবহাওয়া বেশ ভাল দেখিয়া বিমান লইয়া বাহির হইলেন, কিন্তু উপরে উঠিয়া হঠাৎ মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। ইংলণ্ডে আবহাওয়ার অবস্থার অনবরত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। মিঃ চাওলা বৈমানিকের কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য শীঘ্রই দিল্লী যাত্রা করিবেন।

নিরুদ্দিষ্ট বালক

গত ৩রা মার্চ রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটের সময় কলিকাতার [illegible] নিকট ৭।৮ বৎসর বয়স্ক একটি সুন্দর পাহাড়ী বালককে নিরাশ্রয় অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ছেলেটির পরিধানে একটি সাদা হাফ প্যাণ্ট এবং গায়ে সাদা গেঞ্জি ও ছিটের সার্ট এবং সর্ব্বোপরি কাল রঙের কোট। বালকটির কথায় প্রকাশ, সে সম্প্রতি জনৈক বাঙ্গালী বাবুর সহিত কলিকাতায় আগমন করিয়াছে। বালকটির নাম কাঞ্চু, সে বলিয়াছে, তাহার পিতার নাম দল বাহাদুর ঠিকানা ও নম্বর নরা কামান, দার্জ্জিলিং। সে বলে, সে সতীন [illegible] সহিত আগমন করিয়াছে। বালকটির সম্বন্ধে প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিলে বাধিত হইব। শ্রীনীলরতন দাস ২৭, গুরুলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীধাম-যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

আগামী ২রা চৈত্র ইং ১৬ই মার্চ শনিবার হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর আসিতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ হইয়া গঙ্গাপেক্ষা কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুরে যাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে ফাল্গুন, সোমবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা সকলেই নিজ নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্যই ব্যস্ত। লোকে আমাকে কিসে একটু বড় বলিয়া সম্মান করে—কুলীন, পণ্ডিত, ধনী, রূপবান্ ইত্যাদি বলিয়া তোষামোদ করে, আর আমাকে অভিমান-মঞ্চের উপর উঠাইয়া রাখে—এই প্রতিষ্ঠারূপ শূকরী-বিষ্ঠা গ্রহণ করিবার জন্যই আমাদের যেন সকল উৎসাহ—সকল উদ্যম—সকল চেষ্টা নিযুক্ত। এই প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আমরা কখনও কর্ম্মী, কখনও জ্ঞানী, কখনও যোগী, আবার কখনও বা ভক্তের সজ্জা গ্রহণ করি। কিন্তু অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া অন্যাভিলাষ "আমি ভোক্তা"—এই অভিমানে প্রমত্ততানিবন্ধন আমরা যে কোন্ মহারৌরব নরকগর্ত্তের দিকে দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছি, তাহা হতভাগ্য আমরা একবারও চিন্তা করিয়া দেখি না। নিতান্ত ঘৃণ্য শূকরী-বিষ্ঠা প্রতিষ্ঠাশারূপা শ্বপচ-রমণীর কুনাট্য আমাদিগকে এমন করিয়াই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা একখণ্ড সামান্য কাচের বিনিময়ে আজ এক মহামূল্য নিধি হারাইতে বসিয়াছি। কত লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর এমন সুন্দর হরি-ভজনোপযোগী মনুষ্য জন্মটী লাভ করিয়া আমরা একদণ্ডও কি তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছি! আহা! মনুষ্য-জন্মটী ভগবানের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান। কেননা এই জন্মেই জীব তাঁহার প্রেমভক্তির শ্রীভগবৎপদসেবানন্দ-সেবালাভে সর্ব্বোচ্চ অধিকারী হইতে পারেন। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব আমাদের, আমরা সেই জন্মটিই বৃথা কাটাইতে বসিয়াছি, অথচ তাহার জন্য আমরা একটুকুও দুঃখিত নহি!

যদি কোন মহাপ্রাণ সাধু আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া আমাদেরই মঙ্গলের জন্য আমবস্তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে যান, আমরা বিশেষ সত্যকীর সত্য ও শিক্ষিতাভিমানী মানব, তাঁহার যে সকল কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিব। যে প্রতিষ্ঠার আদরে নিত্যকাল প্রোথিত থাকিতে পারিব না, চিরকাল দূরের কথা, এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকার পক্ষে নিশ্চিত হইতে পারি না, সেই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাই আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে! আমরা আজ সত্য সত্যই উন্মাদ—দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য! এ প্রতিষ্ঠা হইতে আমাদের ভগবান

পরম-সত্য কি

জগতের সকল প্রচারকই,—কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি ধার্ম্মিক প্রত্যেকেই নিজকে সত্যের একমাত্র প্রচারক বলিয়া দাবী করেন,—প্রত্যেকেই নিজের ঘড়ি ঠিক আছে বলিয়া মনে করেন; কিন্তু এরূপ মনে করিলেও সকলের ঘড়ি ঠিক সময় রাখে না। যেমন, যাহার ঘড়ি মানমন্দিরের ঘড়ির সূর্য্যের অবস্থানের সহিত যতটুকু কমবেশী, তাহার ঘড়ি ততটুকু বেঠিক, সেইরূপ যিনি—স্বপ্রকাশ, পরমসত্য পদারবিন্দের উদ্দেশ নাই, যতদিন না আমরা আমাদের বিদ্যা, কুল, ধন, মান সমস্তই একমাত্র ভগবৎসেবোদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিতে পারিব। অনেকে এসকল ত্যাগের অভিনয় করিতে গিয়া ফল্গুত্যাগী হইয়া পড়েন, তাঁহারা ভোগী অপেক্ষা আরও ভীষণ প্রতারকরূপে প্রতারিত। গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের দাসানুদাসাভিমানই অপ্রাকৃত বস্তুর একমাত্র উপায় এবং তাহারই নাম বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। তাই মহাজন গাহিলেন—

"বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।"

এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিলেও আমাদের নিত্যালোচ্য বোধে পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সুতরাং পাঠকগণ পুনরুক্ত-দোষ মার্জ্জনাপূর্ব্বক ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। শ্রীভগবান্ দীনবন্ধু,—"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্, কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥" দেহাত্মবুদ্ধি আমাদিগকে অনৈশ্বর্য্যপ্রতিষ্ঠার অভিমানে প্রমত্ত করায়, এই অভিমান ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক 'আমি ভগবদ্দাসানুদাস'—এই নিষ্কপট অকৃত্রিম অভিমানই যথার্থ দীনতা! তদ্রূপ দীনই ভগবৎকৃপালাভে সমর্থ। নতুবা কেবল মৌখিক আমি দীনহীন, অধম, পতিত, ইত্যাদি বলিয়া ঐ কুপারূপ ভাব দেখাইলেই দৈন্য হয় না, ঐরূপ দৈন্য, 'আমি বড়' এই জড় প্রতিষ্ঠাজনের একটী প্রকৃষ্ট কৌশল মাত্র। প্রাকৃত সহজিয়া বাবাজী বৈরাগীদলের মধ্যে এরূপ দৈন্যের অত্যন্ত বেশী প্রাদুর্ভাব। এই সকল কপট দৈন্যের অবতারগুলি না করিতেছেন, এমন কুকার্য্য জগতে নাই। সাধুর পরম পবিত্র বেশের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ভক্তের দল আজ শুদ্ধমঙ্গল বৈষ্ণবধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মে যে কি ভীষণ কলঙ্ক আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা আর ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে।

কৃষ্ণ-সূর্য্যের পাদপদ্ম হইতে যতটুকু অযুক্ত, তিনি সত্য হইতে ততদূর ভ্রষ্ট—ততদূর বিক্ষিপ্ত, বিচ্যুত।

বর্ত্তমান জগতের চিন্তাস্রোত একটা সসীম্য সীমাবদ্ধ জ্ঞানগম্য নৈতিক বা সামাজিক কল্পিত ভাল বা মন্দকেই 'সত্য' বা 'অসত্য' বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। উহাকে 'সত্য না বলিয়া 'সত্য-বিপর্য্যয়' বা 'সত্যাবোধ' বলিলেই সঙ্গত হয়। এই কল্পিত 'আকাশ-কুসুম সত্যের' নেশায় মাতিয়া লোকে আপনাদিগকে 'সত্যবীর' বলিয়া ডঙ্কা বাজাইতেছে।

এইরূপ নেশায় মত্ত হইয়া বর্ত্তমানযুগের অনেকেই মনে করিতেছেন,—'সকলেই এক সত্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন; সুতরাং বাস্তবসত্য ও মায়ার স্বৈতিনতা উভয়কেই সমশ্রেণীর বলিয়া মানিয়া লওয়া হউক। যিনি যে কোন দলের ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া দাবী করুন না কেন, সকলেই এক সত্যের প্রচারক—এরূপ একটা আপোষ করিয়া লইয়া অবাধিত বাস্তব সত্যের বিচারে গোঁজামিল দেওয়া যাউক।'

কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় আনুগত্যনিরত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ একবাক্যে বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতেই একমাত্র কপটতাহীন পরম-সত্যের কথা আছে, এই পরম সত্যের সহিত যাঁহার যতটুকু মতভেদ আছে, তিনি তত পরিমাণে অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। নিরপেক্ষ সত্য কাহারও খাতির করে না,—কাহারও ধার ধারে না,—ব্যক্তিবিশেষের অথবা সামাজিক বা নৈতিক উচ্চ আসনের সম্মান রাখিয়া নিজের অপলাপ করে না। এই সত্য—বজ্র হইতে কঠোর, অথবা কুসুমের ন্যায় কোমল। এই সত্যের উপাসক "কোটিষ্বপি মহামুনে" অর্থাৎ দশকোটি লোকের মধ্যে দুই একটী খাঁটী সত্যের উপাসক পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এই সত্যের কাছে বিনীতভাবে যাইতে হয়, সত্যের কথা ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করিতে হয়, সত্য আপনাকে আপনিই প্রকাশ করেন,—তখনই সত্যের সত্যস্বরূপ জানা যায়।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই কোন দিনই কাহারও মন রাখিয়া সত্যের অপলাপ বা হ্রাস-বৃদ্ধি করেন নাই, তাঁহারা জড়লোকের—মায়া-বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে গিয়া পরম সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণারবিন্দ হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হন নাই—ইহা তাঁহাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—এই লৌকিকী নীতি তাঁহাদের পরম সত্যনিষ্ঠারূপা অলৌকিকী-নীতির নিকট তিরস্কৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব-মহাজনগণ একমাত্র পরম-সত্যেরই প্রচারক, আর সেই পরম সত্য এক বই দুই নহে। সুতরাং

মূল গোড়ার কথাটা কি?

প্রথমেই যে ভিত্তিতে আমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি—যাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমাদের আমিত্বের ও ভূমিকার প্রসার করিয়েছি, যে স্থানকে মূল কেন্দ্র করিয়া আমরা আমাদের সমস্ত অভিযান চালাইতেছি, সেই ভূমিকাটাই সম্পূর্ণ উল্টা।

উল্টা ভূমিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া সরোবরের তীরে প্রতিবিম্বিত রাজপুরীর বিলাস-ভবন প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে আদর্শপুরীর যে কিছু দৃশ্য, সকলই উল্টা বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু আবার যাঁহারা বাস্তব-সত্য মূল আদর্শের অপারিবর্ত্তনীয় ভূমিকায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সেই নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কপট, শুদ্ধ ভাগবতগণ ঐ প্রতিবিম্বিত ছবির অথবা প্রতিবিম্বিত মাংসখণ্ডের ছায়ার লোভে মুগ্ধকুক্কুরের ন্যায় প্রকৃত আদর্শ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের জন্য—ছায়ার জন্য—উল্টা প্রতিবিম্বের জন্য আমাদের প্রয়াস দেখিয়া বড়ই দুঃখ করিয়া থাকেন।

আমরা উল্টা জিনিষটাকেই 'সোজা'—বিরূপটাকেই 'স্বরূপ' ছায়াটাকেই 'কায়া' মনে করিতেছি অর্থাৎ বিবর্ত্তটাকেই বস্তু মনে করিতেছি; কাজেই দেখা যায়,—এই চামড়ার খোলসটাকে সোজা করিবারই আমাদের সব সাধনা—সব চেষ্টা। মুখে যাঁহারা কথায় মত আমরা এসব কথা বলিলেও বা বুঝিলেও কাজের বেলায় আমরা ঠিক উল্টাপথেরই যাত্রী হই; কারণ উল্টা স্বভাবটাই আমাদের বর্ত্তমান স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ পরদুঃখদুঃখী গৌরগতপ্রাণ মহাপুরুষগণ বর্ত্তমানে এই মূল গোড়ার কথাটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য মানুষের মনে এরূপ প্রবলভাবে দাগ বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, এত উন্মুক্তভাবে—এত নির্ভয়ের সহিত—এত জোরের সহিত এরূপ বিপুল চেষ্টা পূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন কিনা, জানি না। তাঁহারা আমাদের বিবর্ত্ত ঘুচাইবার জন্য সেরূপ একমাত্র পুরাদিকেই উঠে, সত্য-সূর্য্য সেইরূপ একদিক হইতেই প্রকাশিত হন—ইহাই তাঁহাদের বাণী।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার একান্ত অনুগত জনগণের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন—'অষ্টাঙ্গ মানবদেহের পরম ঈশ্বরের বাণী নহে; ঈশ্বরের বাণীই শ্রুতি, তাহাই সত্য তাঁহারা শ্রৌতপন্থী মহাজন ও সেই গুরুপাদপদ্মে সমস্ত বাস্তব পুরুষার্থ সত্যের উপাসক বলিয়া জানেন।

বরিশাল-ধর্ম্মরক্ষিণী সভায়

প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ

[বরিশালের সর্ব্বপ্রিয় ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গত ২২-২৯ তারিখে বরিশাল-ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও গোস্বামী শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর প্রদত্ত বক্তৃতার ভূমিকা-স্বরূপে ধর্ম্মপ্রাণ পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ যাহা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সভানুরাগী জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল। আমরা শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার মহোদয়ের সত্যানুসন্ধিৎসার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদিগকে আগামী ২রা চৈত্র হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য সাদরে, আহ্বান করিতেছি। নঃ প্রঃ সঃ]

কলিকাতা শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসিগণ ব্যতীত এযাবৎ যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বরিশালে আগমন পূর্ব্বক এখানে ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় বক্তৃতাদি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমরা পূর্ব্বে জানিয়া শুনিয়া, নিমন্ত্রণ করিয়া, টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া আনাইয়াছিলাম, কিন্তু আজ গৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসিগণ বিনা আহ্বানে তাঁহাদের নিজব্যয়ে এখানে শুভাগমন পূর্ব্বক বক্তৃতা ও পাঠাদি দ্বারা শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন; সুতরাং উক্ত গৌড়ীয়মঠ ও অদ্যকার বক্তৃগণ সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধে ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সেক্রেটারী মহোদয়ের আদেশে দণ্ডায়মান হইয়াছি। আজকাল যখন সমাজ, অভিজ্ঞ ও প্রবোজন-[illegible] লইয়া এত আন্দোলন চলিতেছে, [illegible] সদা প্রাণমোহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তাহা বলিয়া রাখা আবশ্যক।

আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠের শিষ্য নহি। তবে আজ ৩।৪ বৎসর হইল আমি আমার স্ত্রীকে লইয়া দু একদিনের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। নবদ্বীপ সহরে যে সমস্ত বিগ্রহাদি আছেন, প্রাতঃকালে তাহা দর্শন করিয়াছিলাম। আমি নিজে পুলিশ অফিসার বলিয়া এবং স্থানীয় কএকজন কনেষ্টবল আমার সঙ্গে থাকায় কোন কোন স্থলে দর্শনীর নির্দ্দিষ্ট পয়সা না দিয়াই দর্শনের সুযোগ পাইয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও কোথাও পয়সা না দিয়া অব্যাহতি পাই নাই। আমি ইতঃপূর্ব্বেও কয়েকবার নবদ্বীপে গিয়াছিলাম এবং লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে, মাত্র নবদ্বীপ সহরেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তি, যাহা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পূজা করিতেন, তাহা আছেন এবং তাঁহার জন্মস্থানাদি সবই গঙ্গাগর্ভে। কিন্তু শেষবারে শুনিলাম যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা গঙ্গাদেবী আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই এবং করেন নাই। যেমন অন্যান্য শ্রীধাম (বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা) ঠিক আছেন, সেইরূপ শ্রীধাম মায়াপুরও ঠিক আছেন এবং গৌড়ীয়মঠের অনেক নিষ্কপট মহাজন অপ্রাকৃত অনুভূতিবলে সেই স্থান নিরূপণ করিয়া তথায় মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া উক্ত স্থান দর্শনে আমাদের প্রবল আবেগ হইল; যদিও সহরের ২।৩ জন লোক তাহার প্রতিবাদ করিয়া তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন, তথাপি আমি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কোন শকটাদি না পাইয়া পদব্রজেই (কারণ ঐ দিনই রাত্রে আবার আমাদের কলিকাতা ফেরৎ রওয়ানা হইতে হইয়াছিল) গঙ্গাতটে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করার জন্য রওয়ানা হইলাম। খেয়াঘাটে গিয়া পাটনীর নিকট আমরা মায়াপুর যাইব বলায় সে একখানি গরুর গাড়ী দেখাইয়া বলিল যে, ঐ গাড়ীখানা মায়াপুর ঠাকুরবাড়ীর এবং উহা তখন মায়াপুর যাইতেছে। এই বলিয়া পাটনী নিজেই ডাকিয়া গাড়োয়ানকে অপর পারে যাইয়া আমাদের জন্যও অপেক্ষা করিতে বলিল। গাড়োয়ান অম্লান বদনে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের জন্য অপর পারে অপেক্ষা করিল এবং আমরা তথায় পৌঁছিলে সে অতি যত্নে আমাদিগকে শ্রীশ্রীজন্মভিটায় পৌঁছাইয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, গাড়োয়ান আমাদের নিকট হইতে একটী পয়সাও নিল না। গাড়োয়ানের ব্যবহার দেখিয়াই মঠের লোকগণ কিরূপ, তাহার একটী ধারণা হইয়া গেল। তৎপর আমরা ঠাকুরের কৃপায় ঠিক সন্ধ্যার সময় (শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়) শ্রীশ্রীজন্মভিটায় উপস্থিত হইলাম। আমি এতদিন ধরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে কোথায় নিমগাছ, তাহার কোনদিকে শিশু নিমাইয়ের ঘর এবং কোন দিকে রান্না ঘর, তাহার যে একটী ধারণা আমার হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম, ঠিক তদনুরূপ তথায় দেখিয়া—আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তখনই ঐ স্থানই যে প্রকৃত জন্মভিটা, তৎসম্বন্ধে আমার হৃদয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না ও তথাকার সেবাইতগণ আমাদিগের উপর যেরূপ সদ্ব্যবহার করিলেন, তাহা তুলনা যাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ঠাকুর দর্শন, কয়ার জন্য দর্শনী বাবদ কোন টাকা পয়সা তো লাগিলই না, তদুপরি শ্রীশ্রীজন্মভিটায় ও শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠে, আমাদিগকে মহাপ্রসাদ দ্বারা যেরূপ কৃতার্থ করিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। উক্ত মঠের কয়েক মূর্ত্তি আমাদের সঙ্গে রাত্র আন্দাজ ১০ টা পর্য্যন্ত থাকিয়া বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদিগকে শ্রীশ্রীজন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতের টোল বাড়ী, শ্রীচৈতন্য মঠ, বল্লাল দীঘি ও চাঁদ কাজীর সমাধিস্থান দেখাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করত, তাঁহাদের নিজেদের গাড়ীতে আমাদিগকে নদীর পার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন। তজ্জন্য তাহার পর হইতে আমি যখনই কলিকাতা যাই, সুযোগ পাইলেই শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠে যাইয়া থাকি। সেখানে সর্ব্বদাই কেবল শুদ্ধ হরিকথা, আলোচনা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ, মঠবাসী সন্ন্যাসিগণ এবং ব্রহ্মচারিগণের যেমন চেহারা, তেমন অমায়িক ভাব; তথায় যে কি নির্ম্মল আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা যিনি যান, তিনিই বুঝেন, অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। মঠবাসী সকলেরই "গুরুদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ যে কি বস্তু, তাহা যিনি সৌভাগ্য-বলে তাঁহার সঙ্গ পাইয়াছেন, তিনিই আর বুঝিতে পারেন। যিনি যে কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তিনি তাঁহার সদুত্তর তৎক্ষণাৎই নিঃসন্দেহে পাইয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতার বিষয় এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি একত্রিশ বৎসর পুলিসের চাকরী করিয়া হৃদয় কিরূপ কঠিন করিয়াছি তাহা ত' আপনারা সকলেই বুঝিতে পারেন। তিনি আমার মত লোককেও আকৃষ্ট করিতে পারেন। সেই মহাত্মার অন্যতম প্রিয় শিষ্য ত্রিদণ্ড-অগ্রণী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আজকার সভার বক্তা তিনি কিরূপ বক্তা তাহা অবশ্য এখনই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। গৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি গোস্বামী শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভুও আজই এখানে শুভাগমন করার কথা ছিল, কিন্তু গত কল্য রাত্র বারটা পর্য্যন্ত স্বল্পোকাঠিতে প্রায় ১০০০ এক হাজার লোক সমবেত হইয়া তাঁহার মুখে হরিকথা শুনিয়া নিষ্কল হইয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আশা করি, তিনি আগামী কল্য এখানে শুভাগমন করত আমাদিগকেও ঐরূপ আনন্দ প্রদান করিতে পারিবেন।

তবে আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন যে, গৌড়ীয় মঠ এত জগদ্ব্যাপী প্রচারের জন্য টাকা কোথায় পান। তদুত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনারা বোধ হয় অনেকেই আমাদের বরিশাল-পাড়ার শ্রীযুত জগবন্ধু দত্তকে চিনেন। তাঁহার মত লোক, সম্প্রতি কলিকাতায় কতখানি জায়গা কিনিয়া একটী প্রকাণ্ড মঠ স্থাপন-জন্য আন্দাজ ১,২৫০০০, সোয়া লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গৌড়ীয় মঠের নবদ্বীপ-পরিক্রমা একটী মনোরম জিনিষ—বিরাট ব্যাপার। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব পূর্ণিমার ৯ দিন পূর্ব্ব হইতে ৯টী দ্বীপ ভ্রমণ পরিক্রমা করা হয়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সহস্র সহস্র লোক প্রত্যেক দিন এক এক লীলাস্থানে উপস্থিত হইলে প্রভুপাদ স্বয়ংই তাঁহাদিগকে ঐ স্থানের ইতিহাস ও মহিমাদি ব্যাখ্যা করিয়া দেন। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে যিনি যুক্ত হইয়া ঐ উৎসবে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান

আহা! আজ অশ্রুপূর্ণলোচনে উচ্চৈঃস্বরে কাহারা বলিতেছেন? —"ভ্রাতঃ জীব, তুমি শোকদুঃখ পরিত্যাগ কর, মৃত্যু তোমার ধর্ম্ম নহে, বৈষ্ণবের আনুগত্যই তোমার ধর্ম্ম, তাহাই তোমার বৃত্তি; তুমি এই নিত্যজ্ঞান লাভ কর; উল্টা-জ্ঞান ছাড়িয়া সোজা পথে চল, বৈষ্ণবের দাসত্বক নাম, রূপ, গুণ ও লীলায় বিভূষিত হও; আর উল্টার উপাসকেরা তোমায় নাম, ধাম ও স্বরূপের নির্দ্দেশ করিয়া তাহা তোমাকে অনন্তকাল উল্টার চাকচিক্যের মোহে চোখ-ঢাকা বলদের মত ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে।" এই সোজার কথাটা প্রচার করিয়াই সেই মহাপুরুষগণ সমাজস্বার্থের বদ্ধ-সংস্কারমূলক ধারণার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন।

আমাদিগকে উল্টা দেশাচারের পথ হইতে সোজার আনিবার জন্য কত ভাবে, কত রকমে যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে একটা বিরাট গ্রন্থাগার রচিত হইতে পারে। তাঁহারা প্রত্যেক উল্টার উপাসককে সোজায় আনিবার জন্য—সভাবে, স্বরূপে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহাদের ব্রাহ্মণ-বৃত্তির, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবের কথা জানাইয়া দিতেছেন।

"যিনি সেই অচ্যুত ভক্তকে অপর ব্রহ্মা ইন্দ্রলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ" "ব্রহ্ম জানেন যিনি তিনিই সকলেই ব্রাহ্মণ," "(বৈষ্ণবী) দীক্ষা বিধানেই মানব মাত্রেরই ব্রাহ্মণতা সাধিত হয়"— সকল জীবের চরিত্রকারিণী শ্রুতি-স্মৃতির এই সকল বাণী আজ কাহারা কণ্ঠে আমাদিগকে কে জানাইয়া দিতেছেন? যে দিন বুঝিবার দিন আসিবে, সে দিন নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান্ মাত্রেই সেই বিষ্ণুশক্তির অবতার আচার্য্য-পুরুষের উদারতা ও জীবে দয়ার এই সমস্ত জলন্ত আদর্শ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুরের নিকট মহোৎসব উপলক্ষে সেখানে প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোকের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। অতঃপর যে কয়দিন তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলেন, এমন কি, দুধ, দই, ক্ষীর, ঘোল, মিষ্টান্ন আদি সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য অকাতরে বিতরণ করা হইত। অত্র দেশে নিমন্ত্রণপত্র প্রকাশ করিবার পূর্ব হইতেই তাঁহারা বহন করেন। আমি উৎসবের শেষ দুই দিনের জন্য উক্ত উৎসবে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তখন দেখিয়াছি, প্রভুপাদের সঙ্গে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর ব্যবহার যাহা সত্যই উপলব্ধির জিনিষ, তাহার প্রকাশ করার জিনিষ নহে। ঐ সময় একদিন প্রভুপাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তথায় তিন স্থানে প্রায় তিনটী দালান উঠান আবশ্যক হইবে। তৎক্ষণাৎ ৩ জন ভক্তপ্রবর ঐ ৩ স্থানে ৩টি দালান নিজ নিজ ব্যয়ে উঠাইয়া দিবেন, স্বীকার করায় সেই সময়ই তাহার *foundation stone lay* (ভিত্তিস্থাপন) করা হইল। উৎসবের সময় সঙ্গীত নগদ টাকা ও চাউলাদি কিরূপে যে তথায় উপস্থিত হয়, তাহা কেহ স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। সন্ন্যাসীদের পোষাক পরিচ্ছদ ত' আপনারা স্বচক্ষে দেখিতেছেন, সুতরাং তাহাতে যে কি খরচ লাগে, তাহা ও সহজেই বুঝিতে পারেন, ইহাঁদের খোরাকীতে রোজ দশ বার পয়সার বেশী লাগে না, আর যত টাকা আসে সবই শুদ্ধ হরিকথা ও ধাম প্রচারের জন্য ব্যয় হয়। এ অবস্থায় তাঁহাদের টাকা পয়সার কোনই অভাব হইতে পারে না। আপনারাই তাঁহাদের আচরণ ও সদুদ্দেশ্য দেখিয়া শুনিয়া টাকা দিয়া অবসর পাইবেন না। ইত্যাদি মর্ম্মে আধঘণ্টা পর্যন্ত তাঁহার আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দিয়া জনমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলে ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু স্বামী শ্রীমদ্ কৃষ্ণপ্রদীপ তীর্থমহারাজকে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তৎপরে স্বামিজী অনূন দুই ঘণ্টা কাল তাঁহার প্রেম ভাবপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে এরূপ ভাবে মোহিত করিয়াছিলেন যে, পরদিন শ্রীচৈতন্যের দান সম্বন্ধে তাঁহার এবং গোস্বামী শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য ধর্ম্ম রক্ষিণী সভাতে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, স্থানাভাবে অনেককেই বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। সেই দিনে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু মাত্র এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দিতে সময় পাইয়াছিলেন। পরে পুনরায় সন্ধ্যার পূজার সময়ে আসিয়া

(তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীমায়াদীশায় নমঃ।

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির।

১১ই ফাল্গুন, ৪৪২ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্

আগামী ১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার, হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও কাঙ্গালসেবা, যাত্রামহোৎসবাদি প্রাত্যহিক হইবে। ১২ই চৈত্র মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩॥০ টার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যাচারিগণের সমাদৃত সংবাদ স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অন্যত্র সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।

সজ্জনকিঙ্কর

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, ভক্তিভূষণ (রায় বাহাদুর)

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র পালচৌধুরী, ভক্তিভূষণ (সম্পাদক)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

১লা মাঘ, ১৩৩৫।

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপুরঃসরমিদং

আগামী ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার হইতে নবদিবসব্যাপী নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা, মেধার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, মাজিদা, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গানগর চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ঈশাকপুর, পুলেরডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী),

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ),

শ্রীকুঞ্জবিহারী-বিদ্যাভূষণ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ত্রিদণ্ডি পরমহংস স্বামী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, শ্রীমায়াপুর, শ্রীমন্দির, বামনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া' এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বক্তৃতা দিবেন প্রকাশ হওয়ায় অনেকেই ঐ বক্তৃতা শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ইতোমধ্যে তিনি কলিকাতার টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া যাওয়ায় অনেকের মনে অত্যন্ত আক্ষেপ রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বরিশাল

নানা কথা

কৃষ্ণনগরের সংবাদ

রাস্তা ও ড্রেণ

কৃষ্ণনগর একটী সুপ্রাচীন প্রাচীন সহর। ইহা ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক উভয় শ্রেণীর ব্যক্তির দর্শনীয় স্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার রাস্তাঘাট বিশেষতঃ গলি ও ড্রেণগুলি বড়ই কদর্য্য। রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় ধূলা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু রাস্তাগুলি ঝাট দেওয়া অথবা উহার উভয় পার্শ্বস্থ আগাছা প্রভৃতি কাটার সন্তোষজনক ব্যবস্থা মোটেই নাই। তদুপরি ড্রেণগুলি এরূপ দুর্গন্ধযুক্ত যে, নাসিকা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিলেও উহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নাই। এই সকল কারণেই সহরে মশকের ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

শুনা যায়, কৃষ্ণনগরে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল বিশেষ অস্বাস্থ্যকর রাস্তাঘাট ও ড্রেণ যে তাহার একটা প্রধান কারণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আলোর অভাব

এই সহরে রাত্রিতে পথিকদের আর একটী অসুবিধা হয়, রাস্তায় আলোর অভাব। কৃষ্ণনগর সহর হইতে রেলওয়ে ষ্টেশনে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাস্তার কেরোসিনের আলোগুলি এরূপ দূরে দূরে যে, একটী আলো হইতে অপরটী দৃষ্টিগোচর প্রায়ই হয় না এবং রাস্তা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তার উভয় পার্শ্বে জঙ্গল রহিয়াছে। সর্পের ভয়ও আছে। এরূপ অবস্থায় রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত ভাল হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা এই সকল বিষয়ে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কারণ তাঁহাদের সুব্যবস্থার উপর সহরবাসীর স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে, এবং সহরবাসীর অস্বাস্থ্যের জন্য তাঁহারাই প্রধানতঃ দায়ী।

শান্তিপুর-নবদ্বীপ ঘাট রেল আলোর অভাব

শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট রেলে নিত্য যাত্রী হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কামরাতে লাইট [illegible] দেওয়া হয় না। গত বুধবার রাত্রে একটা অতীব ভয়ানক ঘটনা [illegible] হইয়াছিল। তাহা এই যে, [illegible] ঘুটঘুটে অন্ধকার, তাহার উপর ...

সর্পের কবলে ভেক"

রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় অন্ধকারে দুইটী [illegible] একটী কামরায় বসিয়া আছে, এমন সময় নিকটেই ভেকের চী-চী শব্দ শোনা গেল। কেমন উক্ত বৃদ্ধ প্রাপ্ত হইতে থাকে। যাত্রী দুইটী ভয়ে জড়সড়, কিছু পরে অন্য একজন যাত্রী হারিকেন আলো সহ ঐ কামরায় উঠিলেন। তাহাকে দেখিয়া যাত্রীদ্বয় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচল এবং বলিল—"মহাশয়, আমরা বাঁচলাম। সুদূর পাবনা জেলা হইতে আসিয়াছি, এই অন্ধকারে গাড়ীতে বসিয়াছি, ঐ শুনুন ভেকের চী-চী শব্দ শুনা যাইতেছে। বোধ হয় বেচারা সর্পের কবলে পড়িয়াছে। একেত ঘুটঘুটে অন্ধকার তাহার উপর সর্পের কবলে ভেক। এখানে ট্রেনে আলোর বন্দোবস্ত নাই কেন?"

আমরা আরও শুনিতে পাইলাম, [illegible] বিল' নামক স্থানে দস্যুর ভয় আছে। এই স্থানে মেলগাড়ী পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইতে পারে।

যাত্রিগণের যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, তৎপ্রতি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। রাত্রিতে ট্রেনে আলোর অভাবে যাত্রিগণের আজকাল অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, তাই আমরা এবিষয়ে ই, বি, রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জমিদার পত্নীর মৃত্যু

নবদ্বীপ সংবাদ

গত কল্য অপরাহ্ণে [illegible] গোস্বামীর প্রসিদ্ধ জমিদার পরলোকগত রামগোপাল [illegible] মহোদয়ের পত্নী [illegible] দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন।

সার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল

সার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে ফিরিতেছিলেন; পথিমধ্যে তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে কায়রোতে বিশ্রাম করিতে হইতেছে।

সম্রাটের সংবাদ

গত ৫ই মার্চ্চ সম্রাট নিজিরে সমস্ত অপরাহ্ণ কাল মুক্ত জানালার ধারে বসিয়া সময়াতিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডাক্তার উডস [illegible] হইতে আসিয়া সূর্য্য-রশ্মি প্রয়োগ চিকিৎসা করিতেছিলেন। সম্রাট-দুহিতা প্রিন্সেস মেরীকে সঙ্গে লইয়া তিনি পুনরায় সম্রাজ্ঞী [illegible] হইতে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী কোন কোন আত্মীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। পার্ক লেনে সার ফিলিপ সাসুনের গৃহে পুরাতন [illegible] প্রভৃতি প্রদর্শিত হইতেছে, সম্রাজ্ঞী তথায় গিয়া কতকগুলি সামগ্রী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সায়ংকালে [illegible] প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সরস্বতী প্রেসে খানাতল্লাস

বাঙ্গালা সরকারের আদেশ অনুযায়ী ১৮৯৯ সালের ৫ আইনের ৯৯ (ক) ধারা অনুযায়ী পুলিশ কলিকাতার সরস্বতী প্রেস ও সরস্বতী লাইব্রেরী খানাতল্লাস করিয়া ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহের "দেশের পরিচয়" পুস্তকগুলি লইয়া গিয়াছে। পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

জাপানী পার্লামেন্টের সদস্য যখম

জাপানী পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য সাম্প্রি [illegible] ছোরার ঘায়ে জখম হইয়াছেন। প্রকাশ যে, এক ব্যক্তি তাঁহাকে বন্ধুভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায় এবং ছোরার আঘাত করে। পরে অপরাধী নিজেই পুলিশ ষ্টেশনে গিয়া সকল কথা খুলিয়া বলে। সে স্বীকার করিয়াছে যে রাজনৈতিক মতবাদ লইয়া উক্ত সদস্যের সহিত তাহার মতান্তর চরমে পৌঁছিয়াছিল। ইহার ফলেই সে ছোরার আঘাত করিয়াছিল।

হার্ম্মোনিয়ম চুরীতে ১ বৎসর

বেহালা থানার বরিশার সেন কোম্পানীর দোকান হইতে একটি হার্ম্মোনিয়ম চুরী করিবার অভিযোগে [illegible] দাস ওরফে উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অভিযুক্ত হইয়াছিল। আলিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এ, দত্ত গত বুধবারে আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

করাচিতে ব্যাঙ্ক ধ্বংস ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

করাচি ব্যাঙ্ক ফেল্‌ করায় ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ গত ৬ই মার্চ্চ প্রত্যুষে ডিরেক্টরদের কাছেও পৌঁছিয়াছে। উক্ত পুরেও দুর্ব্বোধ বিপন্ন হইয়াছিল। একবার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আর একবার দুই বৎসর পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক, ধার ধার হইয়াছিল। ইহার সর্ব্বশেষ কয়েকটি কারবার ফেটুলিয়া হওয়ায় সেইবার এই দশা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের অবস্থা খুবই ভাল চলিতেছিল। ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল আড়াই লক্ষ এবং রিজার্ভ ফাণ্ডেও ১৪০ লক্ষ টাকার মত মজুত ছিল। ইহা ছাড়া এই ব্যাঙ্কের মারফৎ দৈনিক ৪০ লক্ষ টাকার কারবার চলিত। ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

কুচবিহার মহারাণীর অপহৃত অলঙ্কারের সন্ধান

নিউদিল্লী, ৫ই মার্চ্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ, কুচবিহারের মহারাণীর ৬ লক্ষ টাকার পরিমাণ অলঙ্কার ও সাজসজ্জা যে কি ভাবে চুরী গিয়াছিল, সে রহস্যের বার অনেকটা উদ্ঘাটিত হইবার দিকে গিয়াছে।

পূর্ব্বে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে ডি, এস, পি, রায় বাহাদুর দেবীদয়াল কতকগুলি সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কারোলবাগের একটা বাড়ীতে খানাতল্লাস করেন এবং সেই অলঙ্কারের কিয়দংশ উদ্ধার ও এই চুরী সম্পর্কে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেন।

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পুলিশ একটি বালকের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া আজমগড়ের প্রত্যেক মণিকারের দোকান খানাতল্লাস করে। অবশেষে একটা অন্ধকার, আবর্জ্জনাপূর্ণ ও অব্যবহৃত কূপের তলদেশ হইতে অমূল্য ৪ লক্ষ টাকার অলঙ্কার উদ্ধার করে।

ক্রোধের ভীষণ পরিণাম

প্রকাশ, আলিপুরের জেলা-পুলিশ সংবাদ প্রাপ্ত হয় যে, জয়নগর থানার ভবানীপুরের হরিচরণ গাজন পাড়ীর সহায়তায় তাহার প্রতিবেশী ও আত্মীয় দীনেন্দ্র গাজনের স্ত্রী কুটে সুন্দরীকে দায় আঘাতে নিহত করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একটী গরুতে আবাদ নষ্ট করার নিহত বাক্তি সাহত হরিচরণের স্ত্রীর কলহ উপস্থিত হওয়ায় উক্ত হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে পুলিশের হেপাজতে আছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

জেলের টাকা আত্মসাৎ আপীল মঞ্জুর

[illegible] পুলিসবিভাগীয় [illegible] প্রকার গণ্ডগোল করিয়া আলিপুরের জেলের বহু টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩,০০০ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছে জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে আরও সাড়ে ৪ বৎসর অতিরিক্ত সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে এক আপীল করা হইয়াছে। গত ৬ই মার্চ্চ হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় [illegible] ও [illegible] এজলাসে এক সম্পর্কে এক শুনানী হইয়া গিয়াছে।

বিচারপতিদ্বয় আপীল মঞ্জুর করিয়াছেন।

উত্তরপাড়া ষ্টেশনে দুর্ঘটনা

প্রকাশ, গত ৩রা মার্চ্চ রবিবারে ১২৮ আপ ব্যাণ্ডেল লোক্যাল ট্রেন হইতে ২ জন পশ্চিমা যাত্রী উত্তরপাড়া ষ্টেশনে পড়িয়া যায়। এই যাত্রীরা যখন ট্রেন হইতে অবতরণ করে, গার্ড সেই সময় ট্রেন ছাড়িয়া দিবার জন্য সিগনাল দেখায়। ট্রেন ছাড়িবামাত্র এই যাত্রীরা প্লাটফর্ম ও ফুটবোর্ডের মধ্যবর্ত্তী ফাঁকের ভিতর পড়িয়া যায়; চলন্ত ট্রেন কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহাদের ঘসড়াইয়া লইয়া যাইবার পর কয়েকজন ডেলী প্যাসেঞ্জার এলার্ম চেন টানিয়া গাড়ী থামায়। তাহাদের যখন টানিয়া তুলা হয়, তখন তাহারা অজ্ঞান। শ্রীরামপুর হাসপাতালে যখন তাহাদের ভর্ত্তি করা হইল, তখন তাহাদের অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থা।

সার ফ্রেডারিক হোয়াইট

সার ফ্রেডারিক হোয়াইট চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ দাতার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মুক্তি ফৌজের প্রধান নায়ক

লণ্ডন, ৫ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, কমিশনার এইচ, ডব্লিউ মাপ সম্প্রতি মুক্তি ফৌজের কর্ম্মচারীদের নায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন।

সার ডেনিসন রস

৫ই মার্চ্চ সার ডেনিসন রস ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ীতে আছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অধুনা জড় সাহিত্যামোদী কতকগুলি ভাগ্যহীন সাহিত্যিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান-গরিমায় এতাদৃশ প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্বকেও তাঁহাদের অনভিজ্ঞতাগম্য-ব্যাপার-বিশেষ-বিচারে অচিৎসাহিত্য বা চিন্ময়সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বা আলোচ্য বিষয়-জ্ঞানে ভগবচ্চরণে অমার্জনীয় অপরাধ পুঞ্জীভূত করিতেছেন। অধোক্ষজসেবক চিন্ময় সাহিত্যিক তাদৃশ বাহ্যপুত অপ্রামাণিক বিচারের পক্ষপাতী না হইয়া বলেন যে (ভাঃ ১০।৮৪।১৩), যিনি এই স্থূলশরীরে 'আমি' বুদ্ধি, স্ত্রীপুত্রাদিতে 'আমার' বুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড় বস্তুতে 'ঈশ্বর' বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে তাদৃশী কোন বুদ্ধি করেন না অর্থাৎ আত্মবুদ্ধি, মমত্ববুদ্ধি, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই করেন না, তিনি 'গোখর' বা গোগর্দ্দভ অর্থাৎ গো-সকলের মধ্যে গর্দ্দভতুল্য বৃথা ভারবাহী পশু—অতিশয় নির্বোধ। সেই গো-গর্দ্দভগণ ভগবত্তত্ত্বের কি জানিবেন? তাঁহারা 'শাস্ত্রের বিচার করিতেছি' মনে করিয়া অমায়াদের বিচারেই প্রমত্ত হইবেন। তাহাতে ফলপ্রাপ্তিকালে তাঁহাদিগকে নিতান্ত বঞ্চিত হইয়া অনাহারে দুঃখে দেহেরই কালাতিপাত করিতে হইবে। তবে সেই নির্বোধগণ যদি কোন সময়ে তাঁহাদের স্ব স্ব ক্ষুদ্র জ্ঞানের গরিমা ছাড়িয়া কোন বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে বিচারে প্রবৃত্ত হন, তবেই তাঁহাদের 'আমার মুক্তির' করালকবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ, নচেৎ নিরুপায়। মন্দ-ভাগ্য গোখর সাহিত্যিকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এসকল বিচার আদৌ বুঝিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের ভয়াবহ পরিণামের জন্য ভাগবতানুগ সম্প্রদায় বড়ই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত।

"জড়-বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য-সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥"

জড়বিদ্যা লাভ করিয়া মানুষ যতই না আপনাকে বিদ্বান্ বা পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করুন, তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞ আচার ও বিচার না থাকায় এবং তাঁহারা অনিত্য-সংসারে মুগ্ধ হন বলিয়া ভজনবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে গর্দ্দভাখ্যাই দিয়া থাকেন। সংসারাসক্তি বর্জনপূর্ব্বক সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে কৃষ্ণানুশীলন করার নামই প্রকৃত পাণ্ডিত্য। শ্রীবলদেবের চিদ্বলে বলীয়ান হইয়া মায়াকে জয় করার নামই প্রকৃত বীরত্ব - পুরুষত্ব; নতুবা যে অনিত্য-সংসারে 'সুখ' বলিয়া কোন বাস্তব বস্তুর আত্যন্তিক অভাব, সেই সংসারে সুখান্বেষণ-চেষ্টাকে স্ত্রী-আত্তিগাড়ত গোখরবুদ্ধি ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? আমরা ইহ-সংসারে জীবিকা-নির্বাহের বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কারপূর্ব্বক 'বুদ্ধিমান' বলিয়া কতই না বাহাদুরী লইয়া থাকি, কিন্তু বহু-লোকবিৎ ভজনবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ যে সে বুদ্ধিমত্তাকে অন্ধ-কর্দ্দমতুল্য বলিয়াও স্বীকার করেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার আমাদের ঐ বুদ্ধির দৌড় যদি কেবল সংসার-সুখান্বেষণ পর্য্যন্তই হয়, তাহা হইলেও না হয় ততবেশী হাসিবার বিষয় কিছু থাকে না; কিন্তু এই বুদ্ধি লইয়াই আমরা যে আবার অধোক্ষজ ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাই, ইহাতে ভজনবিজ্ঞগণ আমাদিগকে 'অহংবুদ্ধ' জানিয়া আমাদের গলদেশে রজ্জু বন্ধন না করিয়া আর থাকিতে পারেন না! কেন না, তাহা অনধিকারচর্চ্চা হওয়ায়, পণ্ডিতগণ তাহার আদৌ প্রশ্রয় দিতে চাহেন না। সুতরাং আমাদের গললগ্নীকৃতবাসে নিবেদন, তথাকথিত বুদ্ধিমানগণ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে অজ্ঞানান্ধকার-মুক্ত না হইয়া যেন 'সাহিত্যিক' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বিধি-মহেন্দ্রাদির দুর্জ্ঞেয় ভগবত্তত্ত্বকে জড়-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াসী না হন।

আগামী ২রা চৈত্র ইং ১৬ই মার্চ্চ শনিবার হইতে শ্রীধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইবে, ইতোমধ্যেই পরিক্রমা-যাত্রিগণ একে একে শ্রীধাম মায়াপুরে সমবেত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে রৌদ্রের তেজঃ যেরূপ প্রখর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে পরিক্রমাকারিভক্তগণের রৌদ্রতাপে একটু ক্লেশ-ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ, সেবা-সুখ-দুঃখ পরম-সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ"—এই মহাজন-বাক্যানুসারে তাঁহারা বোধহয় তাদৃশ ক্লেশকে ভগবানের অনুকম্পা বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবেন। যাঁহারা "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" —এই বাক্যকেই মহামন্ত্র করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা এই নশ্বর দেহ আর চিন্ময় চিরকাল ভোগপরায় সুখ-পরিক্রমা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, শ্রীধাম-পরিক্রমা-সৌভাগ্য লাভে তাঁহারা চিরবঞ্চিত। যে পর্য্যন্ত শ্রীহরিক্ষেত্র বা শ্রীধাম-পরিক্রমায় নিযুক্ত না হইল, তাহা ত' শ্রমজনক। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্তশেষ—তিন সাধনের বল। এই তিন সাধন হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥" শ্রীধামে আসিয়া সেই সাধনের বলত্রয়ে বলীয়ান্ হইয়া মায়াকে জয় করা যায়—সংসারের সুখ-দুঃখ আর জীবকে অভিভূত করিতে পারে না। সুতরাং "হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ শ্রীধামমায়াপুরাখ্যে ধাম্নি শুদ্ধগৌরভক্তসম্ভারারামে গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্। বিলম্বেনালম্।"

মানুষ জড় দেশ, কাল ও পাত্রের অভিমানে প্রমত্ত না হইয়া যদি সত্যাসত্য নিরপেক্ষভাবে আত্মমঙ্গল অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মানুশীলন ব্যতীত তাঁহার মঙ্গলের দ্বিতীয় উপায় আর কিছু পাইবেন না। শ্রীচৈতন্যদেবই জীবকে কৃষ্ণবিষয়ক চেতনতা দান করিয়াছেন। তিনি জগদ্গুরুরূপে স্বয়ং কৃষ্ণানুশীলন করিয়া জীবকে কৃষ্ণানুশীলন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভগবান বেদব্যাস যে শ্রীমদ্ভাগবতে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে ভগবদারাধনাই কলিজীবের একমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরনিত্যানন্দ সেই সঙ্কীর্ত্তন-পিতারূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া কলিহত জীবকে নামকীর্ত্তনেরই একমাত্র প্রয়োজনীয়তা উপদেশ করিয়াছেন; এবং নামপ্রেমে মত্ত হইয়া জগজ্জীবকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন, বর্ণাশ্রমনির্ব্বিশেষে জীবমাত্রকেই আদেশ করিয়াছেন—

"অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে।"
"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।"

সুতরাং এমন দয়ার ঠাকুর পতিতপাবন গৌরসুন্দরের শিক্ষাকে অমান্য করিয়া নিজে নিজে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে যাওয়া কি নিতান্ত ধৃষ্টতা বা মূর্খতারই পরিচয় নহে? যে নিমাই-পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার নিকট দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মিরী, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দসরস্বতী প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী নিয়তই নতমস্তক, নিমাই-পণ্ডিতের চরণাশ্রয়ই তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের চরমসীমা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই পণ্ডিতের আচরিত ব্যবস্থার উপর আবার পাণ্ডিত্য-প্রকাশ করিতে যাওয়া নিতান্ত স্পর্দ্ধার কথা—অজ্ঞতার চূড়ান্ত নহে কি? শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মই একমাত্র চেতনের ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাই একমাত্র চেতনের শিক্ষা। শ্রীচৈতন্যের সিদ্ধান্তই একমাত্র সার্ব্বজনীন সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের এক-

আচার্য্যের শিক্ষা

ধর্ম্ম এক না বহু?

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই, অন্যান্য যত প্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপানস্থদের তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে দলে অপেক্ষারহিত হইয়া নিজের ভাবতত্ত্ব আলোচনা করিবে। অন্য কোন পন্থাকে নিন্দা করিবে না, যাহার যখন সুকৃতি হইবে, তখন সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে, সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুপাসনা মাত্রই কি শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম?

পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণু-উপাসনা, তাহাতে দীক্ষা, পূজা—সমস্তই বিষ্ণু-বিষয়ক, কখনও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়। এই প্রকার বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মকে পৃথক করিলে যে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মকেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলেন।

বৈষ্ণবতা কি শৌক্রপরম্পরাগত?

সাংসারিক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে, তাহাতে পরমার্থ ধর্ম্মের সংস্রব নাই। পরমার্থ ধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তিনিষ্ঠ। 'বৈষ্ণববংশ' বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ-পরম্পরা যে কেহ 'বৈষ্ণব' হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্ম গ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবনকুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে 'বৈষ্ণব' হইয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়। আবার নিতান্ত অধার্ম্মিকদিগের বংশে অনেক 'বৈষ্ণব' প্রকটিত হইয়াছেন, সুতরাং 'বৈষ্ণব-জাতি' বা 'বৈষ্ণবাচার্য্যবংশ' বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব হয় না বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়াই যাইতেছে। স্বার্থপরতা ও অযোগ্যতাই ইহার মূল।

গোস্বামি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা সরল গৌরভক্তি অর্জ্জন করিতে পারি না। অভ্যাগত বৈষ্ণবের নিকট ভেক ধারণ করিয়াও আমরা কেবল

...

মাত্র প্রমাণ-গ্রন্থ। সুতরাং শ্রীচৈতন্যশিক্ষাই জীবের একমাত্র মঙ্গলোপায়—শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই।

সংসার-উপাসনা করিতে থাকে। কলিই আমাদের সকল উৎপাতের একমাত্র কারণ হইয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করে।

আদৌ রূপানুগ গোস্বামী-মতোদ্ধরগণ নিজ নিজ চরিত্র নিষ্কৈতব করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন, পরস্ত্রী, পরের ধন, পরের সম্পত্তি—এসমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ সকল কার্য্যে কখনও রত হন না। ভণ্ড-তপস্বী ও বৈষ্ণবাপরাধিগণই মহাজন-পদের ছলে নানাবিধ পাপকার্য্য করেন।

কৃষ্ণনামাদি কি ভোগীর পণ্য দ্রব্য?

হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার নির্বাহের বৃত্তিস্বরূপ মনে করা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় ও ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নাম-দাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেমফললাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়, একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য, অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।

প্রচারকের যোগ্য কাহারা?

শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নামের সেবন করেন, তাঁহারাই প্রচারকের যোগ্য। প্রচারকদিগের নামাপরাধগুলি ভালরূপে জানা আবশ্যক; তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম-প্রচারক হইবেন। নাম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।

প্রকৃত মানদধর্ম্ম কিরূপ?

বৈষ্ণবেরই সম্মান। 'বৈষ্ণব-সম্মান' যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব হন, তবে তাঁহার ভক্তি-তারতম্য-ক্রমে সম্মানের তারতম্য। 'বৈষ্ণব-সন্তান' যদি কেবল ব্যবহারিক মনুষ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যবহারিক মনুষ্য মধ্যেই গণনা করিবে, বৈষ্ণব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে, যিনি বৈষ্ণব নন, তাঁহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে; প্রত্যেক প্রতি 'মানদ' না হইলে হরিনামে অধিকার জন্মে না।

কলির সেবক কাহারা?

কেহ কেহ কপটভক্তি দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে; হরিনাম-কীর্ত্তন যে ভজন-কথা, তাহা দেখাইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল করিয়া বেশ্যা, মদ্যপায়ী ও অন্যান্য পাপ-নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বার্থ-সাধক নগর-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে। কেহ কেহ অর্থগ্রহণ কপ্ট করাইয়া 'ধর্ম্মাপদেষ্টা' বলিয়া একটী কপট গণ্ডী বাহির করে। নাস্তিকগণ শুদ্ধ বা শুদ্ধপ্রায় কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদিগকে 'ধার্ম্মিক' বলিয়া চালাইতে চায়। প্রতিদিনই জগতে ঐ প্রকার কপটনাট্য চলিতেছে। আবার উহাদের কথা এই যে, ভাবাবেশ ভালও ভাল। এই উপদেশ দিয়া তাহারা কপট-বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ কলির সেবা করিতেছে।

অত্যাহার কিরূপ?

'আহার' শব্দের মুখ্যার্থ ভোজনই বটে, কিন্তু 'ভোজন' শব্দে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগকে বুঝায়। চক্ষু দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস এবং ত্বকের দ্বারা মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত বিষয়ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয় ভোগ ব্যতীত জীবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহত্যাগ হয়। সুতরাং 'বিষয়ত্যাগ'—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হইয়া পশুত্বের উদয় হয়। অতএব কর্ম্ম-সকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়। ভগবান্ আবার বলিয়াছেন,—

অতি-ভোজন, অত্যল্প-ভোজন, অতি নিদ্রা, অত্যল্প-নিদ্রা দ্বারা যোগ হয় না। কিন্তু যুক্তাহারী, যুক্ত-চেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্ত-জাগর ব্যক্তির পক্ষে যোগ সিদ্ধ হয়। তাহার প্রকার এই যে,—'আমার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা এই সকল কার্য্য করি না'—এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয় সকল গ্রহণ করিবে। গীতার চরম শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানাঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়। এইজন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা"—এই শ্লোকদ্বয় গ্রথিত করিয়াছেন।

এই দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার উপদেশামৃতে অত্যাহার-ত্যাগ শব্দের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয় ভোগ্য বলিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে, কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূলরূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়। ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তিপক্ষে যুক্তাহার হইবে। তাহাতে যুক্তবৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর ও কৃষ্ণনাম কর; ভাল ভাল ভক্ষ্যদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না, স্বল্পায়াসলব্ধ পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর—ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর; অধিক বা অল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আহরণ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন, আবার উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলেও ভজনোপায়স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না।

ইহাতে আর একটী কথা আছে। গৃহী ও গৃহত্যাগিভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্বভরণের জন্য গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম্মার্জ্জিত ও যথোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎ-সেবা, ভাগবতসেবা, কুটুম্বভরণ অতিথিসেবা ও নিজের জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনের জ্ঞান-কার লাভ করিয়া ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তি সাধনে ও কৃষ্ণকৃপালাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয়ও অত্যাহার এবং অধিক উপার্জ্জনও অত্যাহার, ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয় মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষালাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার লাভ হয়। ভাল বস্ত্র পাইয়া আবশ্যক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও অত্যাহার দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী সাধক বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিলে অচিরেই কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারিবেন।

বেদান্ত দর্শনে

অভিধেয় নির্ণয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভিক প্রবন্ধে বৈষ্ণব আচার্য্যগণের ভাষ্যধারা বেদান্ত সূত্রে যে ভক্তিই একমাত্র অভিধেয়, তাহা স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রুতি, স্মৃতি, ভাগবত ও পুরাণ-বাক্যদ্বারা সেই ভক্তির অভিধেয়ত্ব যে সুদৃঢ়রূপে সমর্থিত হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

মাঠর শ্রুতির :—'ভক্তিরেব এনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি' বাক্যে তাঁহাকে দর্শন করা যায়, ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

(গীঃ ১১।৫৩-৫৪ শ্লোঃ)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি যে ভক্তি-বিভাবিত মনোনেত্রে আমার নিত্য নরাকার কৃষ্ণরূপ দর্শন করিলে, তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান ও ইজ্যা প্রভৃতি উপায় দ্বারা কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, একমাত্র কর্ম্মজ্ঞান-অনাবৃত শুদ্ধাভক্তি দ্বারাই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই।

শ্রীনারদ-ভক্তিসূত্রে কথিত হইয়াছে,—জীব একমাত্র ভক্তি আশ্রয়েই সিদ্ধ হয়েন, অমৃত হয়েন, তৃপ্ত হয়েন; কারণ উক্তরূপ তিনি পরম পুরুষকে লাভ করেন। যথা—

'যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।'

স্বর্গসুখের সঙ্গ তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া কর্ম্মীকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানালোচনায় চেষ্টিত হইতে এবং জ্ঞানীকে মোক্ষসুখের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিয়া পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমা লাভের উপায়-স্বরূপ শুদ্ধাভক্তি আশ্রয় করিতে শ্রবণ করা গিয়াছে; কিন্তু ভক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক কোন ভক্ত আপনাকে অসিদ্ধ, মুক্ত বা অতৃপ্ত বোধ করিয়াছেন, এরূপ ইতিহাস পাওয়া যায় না। সুতরাং ভক্তিদ্বারাই যে পুরুষের আত্মার প্রসাদজনক একান্ত শ্রেয়ঃ লাভ অর্থাৎ পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে।

শাণ্ডিল্যসূত্রেও কথিত হইয়াছে, ঐকান্তিক অনুরাগ বা পরমাভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, যোগ, ও জ্ঞানাদি পন্থাবলম্বনে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না।

ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে অতি পরিস্ফুটভাবে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে ভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যথা—

'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং' ইত্যাদি

জ্ঞানের প্রয়াস বা উৎকণ্ঠা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণতি ভক্তি সহকারে যিনি সাধুগণের মুখপদ্মনিঃসৃত নিজেন্দ্রিয়তর্পক বাস্তব সত্য-বস্তুর কীর্ত্তন শ্রবণ করেন, তিনিই কেবল সেই অবাঙ্মনসগোচর, অতীন্দ্রিয়, অজিত পুরুষ শ্রীভগবানকে জয় করিতে পারেন। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ তাঁহার সাক্ষাৎকারের বিষয়ীভূত

হয়েন ; কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর কোন চেষ্টাই তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে পারে না, সূত্রকার ৩য় অঃ ২পাঃ ২৩ সূত্রে বলিলেন—

'অব্যক্তমাহহি'

পূর্ব্বসূত্রের অর্থ আরও পরিস্ফুটভাবে প্রদর্শনকল্পে সূত্রকার শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন শ্লোকটি বলিয়াছেন, যথা—

'শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য * * তুষাবঘাতিনাম্

একমাত্র পরম শ্রেয়োলাভের উপায়, সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনে অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টাবিষ্ট হয়েন, তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টাসমূহ স্থূল তুষাবঘাতের ন্যায় মাত্র ক্লেশেরই কারণ হইয়া থাকে।

ভগবান্ ব্যাসদেব ৩য় অঃ ২পাদের ২৩সূত্রে ব্যতিরেকমুখে ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থাপনপূর্ব্বক অতঃপর অন্বয়মুখে ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থাপনকল্পে ২৪সূত্রে বলিয়াছেন—

'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম'

অর্থাৎ সম্যক্ আরাধনা দ্বারাই পরম পুরুষ শ্রীভগবান্ ভক্তের চিন্ময়নে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

অহং ভক্ত-পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ

(ভাঃ ৯।৪।৬৩)

"শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সেই পরম পুরুষকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অতীন্দ্রিয় প্রভৃতি শব্দের বাচ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য, কারণ, ভূতাকাশের কোন শব্দ দ্বারা তাঁহাকে 'ব্যক্ত' করা যায় না, গুরুপরম্পরায় অবতীর্ণ চিদ্‌ব্যোম-প্রকটিত অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের সহিত যাঁহারা ইতর-ব্যোমোত্থিত নামাপরাধরূপ শব্দ-সামান্যকে সমজ্ঞান করেন, তাঁহারা অনন্ত কালব্যাপী ঐ প্রকার অপরাধযুক্ত নামাক্ষর অর্থাৎ 'ওঁ' এই প্রণব বা 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রকে আভিধানিক শব্দ-মাত্র-জ্ঞানে, বহুবার উচ্চারণ করিলেও অপ্রাকৃত নামাভিন্ন-বিগ্রহ নামীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন না, এরূপ নামাপরাধী পাষণ্ডীর নিকট তিনি 'ব্যক্ত' হয়েন না, সেই জন্য শাস্ত্র তাঁহাকে 'অব্যক্ত' বলিয়াছেন।

মনোধর্ম্মী কখনও সেই পরমপুরুষকে তাহাদের চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে পারে না, তাহারা বৈকুণ্ঠবস্তু বিষ্ণুকে চিন্তা-জগতের জড় বিষয়সমূহের অন্যতম মনে করিয়া সকল্প ও বিকল্পাত্মক মানস দ্বারা কল্পনা পূর্ব্বক তাঁহার রূপ-গুণ-লীলা চিন্তা করত নিজেদের ভক্তাভিমান করে, আবার কখনও বা আপনাদিগকে ব্রহ্ম অভিমান করিয়া কল্পনা পূর্ব্বক রূপ-গুণ লীলা-রাহিত্যের চিন্তা করে। এই প্রকার ভক্ত ও জ্ঞানী-ব্রুব মনোধর্ম্মী, অপরাধী পৌত্তলিকের নিকট তিনি 'অচিন্ত্য' বলিয়া কথিত।

দেহৈকসর্ব্বস্ব ইন্দ্রিয়-পরায়ণ প্রত্যক্ষবাদী, অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তুকে কখনও তাহাদের অক্ষেন্দ্রিয়ের ভোগের উপকরণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না, জ্ঞানাভিমানী সম্প্রদায় তর্কপন্থাবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা সম্বল পূর্ব্বক 'নেতি, নেতি' বিচারে যে সর্ব্বসদ্‌গুণ-সমলঙ্কৃত অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীভগবানকে নির্ব্বিশেষ নির্গুণ চিন্মাত্র বলিয়া কল্পনা করেন, তাহাও তাঁহাদের জড় চিন্তার অন্তর্গত, এবং কল্পনা কখনও বাস্তব নহে, সুতরাং তিনি তদ্রূপ আস্তিক-ব্রুব বুভুক্ষু ও নাস্তিক মুমুক্ষুগণের ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে 'অতীন্দ্রিয়' বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা 'ভক্তি'কে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সম্যক্ আরাধনা করেন, সেই প্রকার নিষ্কপট ভক্তে ভক্তি-বিভাবিত অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ চিন্ময়নে তিনি প্রত্যক্ষীভূত হয়েন ; শুদ্ধ ভক্ত তাঁহার সেবোন্মুখ হৃষীকগণের দ্বারা অতীন্দ্রিয় হৃষীকেশের অনুকূলভাবে সেবা করিতে সমর্থ।

ইহাই সূত্রকার ৩য় অ ২ পাঃ ২৪ সূত্রে বলিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকরণোদ্দেশে পুনরায় সূত্র বলিতেছেন, যথা :—

"প্রকাশাদি বচ্চা বৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ" [৩য় ২ পাঃ ২৫ সূত্র]

সেই সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর যদিও সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই প্রকাশমান আছেন, তথাপি তদাশ্রিত জীবসমূহ ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী অশান্ত ও নিষ্কাম শান্ত ভগবদ্ভক্ত-ভেদে দ্বিবিধ ; এই উভয়-বিধ আশ্রিতের প্রথমোক্ত ভক্তিহীন অশান্তগণের নিকট তিনি কখনও কল্পনা-গ্রাহ্য পুত্তল অথবা কখনও নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হয়েন। আবার নিষ্কাম শান্ত ভগবদ্ভক্তগণের নিকট তিনি স্বীয় শ্রীঅঙ্গের কোটিঃ যোজন কৈতববৃত্ত মোক্ষকামীকে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে বঞ্চিত করিবার জন্য প্রকাশিত সঙ্কুচিত করিয়া ললিত-ত্রিভঙ্গ-গোপবেশ-বেণুকর-মুরলীবদন-শ্যামসুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েন।

বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত ২৫ সূত্রের মর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

স্বশাস্ত্ররূপেষ্বিহ তৈঃ স্বরূপৈঃ
* * *
অজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ।

(ভাঃ ৩।২।১৫)

ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী প্রভৃতি অশান্ত অসদ্ভক্ত যখন নিষ্কাম শান্ত ভগবদ্ভক্তগণের ক্লেশ উপস্থিত হয় (অবশ্য ভগবদ্ভক্তের কোন প্রাকৃত ক্লেশ নাই, তবে মোক্ষকামিগণ ভক্তের আরাধ্য বস্তুকে নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ প্রভৃতি এবং ভুক্তি ও সিদ্ধিকামিগণ ভক্তের সেব্য অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তুকে তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সাধন প্রদানকারী দেবতা-বিশেষ মনে করে ইহাই তাঁহাদের ক্লেশের কারণ) তখন অপ্রকাশিত অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া প্রকটিত হয়, সেইরূপ ভগবান ভক্তের সম্যক্ আরাধনায় প্রীত হইয়া আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে :—

কাষ্ঠস্থ বহ্নি যেমন মন্থন হইতেই প্রকাশিত ও লক্ষিত হয়, সেই প্রকার সর্ব্বগত বিষ্ণু একমাত্র ভক্তের ধ্যানের দ্বারাই দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যথা—

দারুণ্যপি স্থিতো বহ্নি মন্থনাদেব দৃশ্যতে।
এবং সর্ব্বগতো বিষ্ণুর্ধ্যানাদেব প্রদৃশ্যতে॥

শ্রীশ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞমধ্বাচার্য্য বলেন ব্রহ্ম অভক্তের নিকট অব্যক্ত হইলেও ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণাদিরূপ আরাধনাফলে ব্রহ্মের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা ভক্তির ফল।

পাদ নিম্বার্কাচার্য্য বলেন :

অগ্নি প্রভৃতি যেমন তত্তদুপযোগী সাধন দ্বারা আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ উপযুক্ত সাধনপ্রভৃতি অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা আরাধিত হইলেই সেই পরমপুরুষ প্রত্যক্ষীভূত হয়েন।

শ্রীশ্রীল বলদেব প্রভু বলেন :—ভক্তি দ্বারা বিশেষরূপে অভ্যাস অর্থাৎ অনুশীলন হইতেই আত্মময় পুরুষ পরমেশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়, শবরী-বিদুরাদি উপাসকগণ তাঁহার পরব্রহ্মের প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করে, কিন্তু অভক্তেরা সাংখ্য শুষ্কজ্ঞানাবলম্বনে 'নেতি নেতি' বিচার অর্থাৎ প্রীতিবিহীন আরাধনা দ্বারা কেহই সেই অব্যক্ত সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না।

শ্রীভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন যে, আমি যোগমায়া-সমাবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হই না, একান্ত অনুরাগ ব্যতীত কেহ আমাকে দেখিতে পায় না। আমার এই স্বতঃসিদ্ধ সংকল্প শক্তিই যোগমায়ারূপে আমার স্বরূপকে লোকবুদ্ধির বহির্ভূত গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাই ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী শুদ্ধ ভক্তি হীন মূঢ়গণ আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেও দেখিতে পায় না, তাহাদের নিকট আমি যোগমায়াচ্ছাদিত থাকিয়া চিরদিনই অপ্রকাশিত থাকি। যথা :—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো
মামজমব্যয়ম্॥

[৭ অঃ ২৫ শ্লোঃ]

অতএব প্রেমভক্তিমান্ বাক্তিগণই তাঁহার স্বরূপ-মূর্ত্তির দর্শন প্রাপ্ত হয়েন আর জ্ঞানাভিমানী ও ভক্তব্রুবগণ তাঁহাকে তাহাদের কল্পনার নির্ম্মাণ পৌত্তলিক বিশেষরূপে দর্শন অথবা তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-শূন্যস্বভাব চিন্তা করেন।

অতঃপর বর্ত্তমান প্রবন্ধালোচনায় আমরা জানিতে পারিলাম যে, বেদান্তদর্শনে কর্ম্মজ্ঞান-অনাবৃত একমাত্র কেবলা বা শুদ্ধাভক্তিই অভিধেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণবাক্য দ্বারাও সুদৃঢ়রূপে সমর্থিত হইয়াছে। এই ভক্তি,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির ন্যায় আগন্তুক বা নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম নহে, ইহা জীবাত্মার নিত্যস্বরূপগত ধর্ম্ম। আমরা 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, বিভুচিদ্-বস্তু শ্রীভগবান ও অণুচিদ্‌ বস্তু জীবের, সহিত পাল্য পালক, সেব্য-সেবক, আকৃষ্ট ও আকর্ষকরূপ একটী নিত্য সনাতন সম্বন্ধ বর্ত্তমান, এই আকৃষ্ট ও আকর্ষকের মধ্যে আকর্ষণরূপ শক্তি দেখা যায়, উহাই শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তি। সুতরাং এই ভক্তি প্রত্যেক জীবাত্মার শুদ্ধ স্বরূপে অন্তর্নিহিত আছেন, কিন্তু জীব মায়াবদ্ধাবস্থায় আত্মস্বরূপ উপলব্ধির সামর্থ্যাভাবনিবন্ধন তিনি যে ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহা বুঝিতে পারেন না, এই সম্বন্ধজ্ঞানহীনতা বশতঃ নিত্য সিদ্ধ ভক্তি তাঁহাতে প্রকাশিত হয়েন না।

সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশশীল বস্তু হইলেও যেমন মেঘ-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল গগনে তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ হয়, তদ্রূপ ভক্তি স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ হইলেও স্বরূপ-বিভ্রান্ত সম্বন্ধজ্ঞানহীন মলিন চিত্তে সম্যক্ উদিত হয়েন না।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ বিগলিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম 'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং' শ্লোকে আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

এই শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা সাধনভক্তিকে বহির্ম্মুখ দৃষ্টিতে আপাতঃ কর্ম্মাঙ্গীভূত বোধ হইলেও উহা কর্ম্ম নহে, কারণ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রারম্ভেই জ্ঞানকর্ম্মাদির অবস্থান, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুকূল বলিয়া প্রদর্শিত নাহিলে সাক্ষাৎ অধোক্ষজ সিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং ভক্তির দ্বারা ভক্তির নিত্যতে অন্য হেয়ের নিরপেক্ষতার বাধা হইতেছে না, অতএব কর্ম্মজ্ঞান-অনাবৃত শুদ্ধাভক্তিই একমাত্র অভিধেয়, তাহা প্রমাণিত হইল।

নানা কথা

আনন্দাঙ্কুর

ঋতুরাজ বসন্ত প্রাণমান আসিয়াছে বলিয়া, বিগত মাঘে শ্যামলিম... ... চাহিল। তাহার আগমনে ... হইল নানাবিধ পুষ্প বিকশিত হইতে আরম্ভ করিতেছে, অলিকুল ... মধু

আচরণে সেবা। মলয়ানিল পুষ্প-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেশ একটু গরম অনুভূত হইতেছে। আবার ভোররাত্রে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। এই গরমের জন্য অনেকে অনাবৃত শরীরে শয়ন করে। কিন্তু শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য অনেকের সর্দ্দি কাশি হইতেছে। এতদ্ব্যতীত আনন্দে অতিশয় মাতোয়ারা না হইয়া পরবর্ত্তী সময়ের কথাও একটু চিন্তা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। শেষ রাত্রের হিম শরীরে লাগান মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে। সর্ব্বোপরি বসন্তের আগমনে পশু পক্ষি-কীট-পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ-লতাও যখন মাতোয়ারা, একমাত্র বিবেকী শ্রেষ্ঠ প্রাণী মনুষ্য—আমাদের ভগবৎসেবা-বিস্মরণে মগ্ন থাকা কি একান্ত উচিত

আফগান-বিপ্লব

আমানুল্লার সৈন্য-সংগ্রহ

কান্দাহার হইতে প্রাপ্ত এক পত্রে প্রকাশ, দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সৈন্যদল আসিতেছে। উপজাতিগণ দলে দলে নিজ নিজ পতাকা সহ কান্দাহারে প্রবেশ করিতেছে। আমীর আমানুল্লা খাঁ স্বয়ং প্রত্যেক দলের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। আমীর আমানুল্লার মাতা, তাঁহার ভ্রাতা ও তাঁহার পুত্রের সাহায্যার্থে সৈন্যদল সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন। সহকারী ইনায়েৎ খাঁ কয়েক দিন পূর্ব্বে পেশোয়ার হইতে কান্দাহার যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে বাদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং জেনারেল আবদুল কাদের খাঁ হিরাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। জেনারেল আবদুল কাদের আমীর আমানুল্লার হুকুমের প্রতীক্ষায় তথায় উপস্থিত অবস্থান করিবেন। উক্ত পত্র হইতে জানা যায়, আমীর আমানুল্লার সহিত ২৫ হইতে ৩০ হাজার সৈন্য আছে।

কাপ্তেন মহম্মদ হাসান খাঁর কান্দাহার যাত্রা

আফগান বাহিনীর কাপ্তেন মহম্মদ হাসান খাঁ ৫০জন সিপাহী সহ পাড়াচিনার হইতে কোহাটে আসিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে কান্দাহার যাত্রা করিয়াছেন। রাইফেল প্রভৃতি তাঁহাদের সহিত যাহা ছিল, তাহা আন্তর্জাতিক আইনানুসারে কুরাম এজেন্সীর পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট সমর্পণ করা হইয়াছে

৬২ মন রৌপ্য দিল্লীতে প্রেরণ

প্রকাশ আমীর আমানুল্লার অনুরক্ত ভক্ত খাবালিনাদের আফগান ট্রেড-এজেন্টের নিকট প্রায় ৬২ মন রৌপ্য ছিল। তিনি উহা আর কাহাকে দিবেন। আমানুল্লা তাঁহাকে ঐ টাকা দিল্লীস্থিত আফগান কন্সাল জেনারেলের নিকট প্রেরণ করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে উহা কয়েকদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে পৌঁছিয়াছে।

বসন্ত ঋতুর কৃষি

উচ্ছে, ঝিঙে, করলা, শশা, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সবজী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাস পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত প্রস্তুত করিতে হয়।

তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই জমিতে জল সেচন একটি প্রধান কার্য্য।

ঢেঁড়স ও স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। গুটির দানা এই মাসের শেষে বসাইলে ভাল হয়।

গাছি পাতন আখের জন্য অনেক সময় পঙ্ক ও বীজের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষের তুলিয়া মাচানের উপর কাল দিয়া ভাবিতেন জল বাঁধিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত।

আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদ ফলাইবার জন্য ইহার পূর্ব্বে চারা বীজ বুনিয়া থাকে।

মিশরে ছাত্র ও রাজনীতি

মিশর গবর্ণমেণ্ট আদেশ প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন,—যাহারা ছাত্র-দিগকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবে কিম্বা প্ররোচিত করিবে, তাহাদের প্রতি কঠোর দণ্ড প্রদান করা হইবে।

রাজকীয় আদেশে আরও প্রকাশ যে, যাহারা ছাত্র সম্প্রদায় কিম্বা ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সংবাদ প্রচার করিবে, তাহাদিগকেও দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

লতাপাতার গুণ

মনসা

মনসা দুইপ্রকার—সিজু ও ন্যাড়া সিজু। যাহার পত্র হয় না কেবল কাঁটা থাকে তাহারই নাম ন্যাড়া সিজু। কোন কোন জায়গায় ইহাকে 'বাজবারণ' গাছও বলে, বজ্রাঘাত নিবারণার্থে ছাদের উপর রক্ষিত হয়। সিজুর পাতার রসের কাজল পাড়িয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে, চক্ষু ঠাণ্ডা থাকে। নেড়া সিজুর আঠা ২।৩ ফোঁটা দুধের সহিত খাইলে শরীরস্থ গরমীর বিষ বাহির হইয়া যায়। ইহা দাস্তকারক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—মনসার আঠা সাবধানতার সহিত ব্যবহার না করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোলডাঙ্গা, মেধার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অকটীপা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইত্রাকপুর, গঙ্গেরডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা উপলক্ষে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন ভেট' প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে শয্যাদ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৫
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কালকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে ফাল্গুন,

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আমরা অনুক্ষণ অসদ্বিষয়ে চিত্তের অনুধাবন-প্রযুক্ত এরূপ উদ্বিগ্নবুদ্ধি ও চঞ্চল-স্বভাব হইয়া পড়িয়াছি যে, একমাত্র দুই বা তিন দণ্ড ভগবদ্ভজনে অণুমাত্র কাল ব্যয়ও আমাদের পক্ষে যেন অতীব কষ্টদায়ক কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাই সাধুমুখবিগলিত সংকথা শ্রবণ-ব্যাপারে আদৌ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না। সাধু ভগবদ্দর্শন-সম্বন্ধীয় কোন বিচার উত্থাপিত করিলে আমরা তাহাতে মনঃসংযোগ করিবার পরিবর্ত্তে একেবারেই অন্যমনস্ক হইয়া পড়ি; কিন্তু বিশেষ ভাবে মস্তিষ্ক সঞ্চালন পূর্ব্বক কিছুই না উপলব্ধি করিতেছি—এইরূপ ভাণ করি আর মুহুর্মুহুঃ সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি। সাধু অন্তর্যামী, আমাদের অযোগ্যতা বুঝিয়া একপ্রকার প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দেন। আবার কখনও বা নিজেদের ধারণা-শক্তির অভাবের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া বিচারের ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নানাবিধ কুটতর্ক উত্থাপন-দ্বারা সাধুর ধারণাকে গর্হণ করিবার স্পর্দ্ধা করি, তাহাতে সাধুর চরণে আমাদের ভয়ঙ্কর অপরাধ হইয়া পড়ে। এইরূপে আমরা কৃষ্ণকৃপা-লাভে একেবারেই বঞ্চিত হইয়া পড়ি। আমরা যতদিন না সদ্গুরুর ভগবদ্বার্ত্তা শ্রবণে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছি, ততদিন ভগবদ্ভজনের চেষ্টাসমূহ কেবল ভগবানের সম্মুখে অভিনয়ে পর্য্যবসিত হইতেছে মাত্র। চিত্ত বিষয়াবিষ্ট রাখিয়া 'কৃষ্ণার্পণমস্তু'-রূপ কপটতা কি সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের নিকট অজ্ঞাত আছে? ভগবানকে সেবা করিবার নাম করিয়া তাঁহার ভোগ্য-বস্তুগুলি নিজে ভোগ করিবার ইচ্ছা কি নিতান্ত পাষণ্ড অসমোচিতা নহে?

অচ্যুত-পাদপদ্ম উপাসনাই আমাদের নিত্য ধর্ম্ম, অচ্যুতপাদপদ্মই—অশোক-অভয় অমৃত-আধার। অচ্যুত ভিন্ন 'দ্বিতীয়' বস্তুর অভিনিবেশ হইতেই আমাদের ভয় শোক মোহাদি। এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে যিনি যতটুকু নিস্তার লাভ করিবেন, তিনি ততটুকু একান্তিনিষ্ঠাহেতু একায়নস্থী। একমনপ্রাণই নিরবচ্ছিন্নচিত্তে সাধুমুখবিগলিত হরিকথামৃত শ্রবণপুটে নিরন্তর পান করিবার ধৈর্য্যধারণ করিতে পারেন, নিজের অন্যাসক্তিনিবন্ধন প্রথম

প্রথম আমরা সাধুসঙ্গে সৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে ধৈর্য্য ধারণ না করিতে পারিলেও একেবারে অধৈর্য্য না হইয়া সরলভাবে সাধুর নিকট গমন পূর্ব্বক নিজের হৃদয়দৌর্ব্বল্য জ্ঞাপন করিতে হইবে। সাধু কপটতার আদৌ পক্ষপাতী নহেন। সরলভাবে তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলে তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলমদ ও তপোমদ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ সাধুকে অবজ্ঞা করিবার জন্য কুবুদ্ধি দেয়; কিন্তু তাদৃশ সাধু-নিন্দা-রূপ অপরাধ হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। সাধুর নিকট যাইতে যাইতেই যে আমরা সর্ব্বানর্থ-নির্ম্মুক্ত হইব, তাহা নাও হইতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের অপ্রতিকূল হইলে চলিবে না। বহুদিনের বিষয়সঙ্গ-জনিত যে সকল কু-অভ্যাসে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহা সহসা না হইলেও ক্রমে দূর হইবে। যোগ বিমার্গাবলম্বনে অনেক সাধককে বহু উচ্চে উঠিয়াও একেবারে নিম্নে পতিত হইতে দেখা যায়, তাঁহার চিরজীবনব্যাপী সমস্ত সাধন নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ভক্তিমার্গাবলম্বী সাধকের পতন হইলেও তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা লাভ হয় না, কেননা ভক্তিমার্গের নিত্যত্ব হেতু যে ভক্ত যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি ততটুকুই অগ্রগামী থাকিয়া যান। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অনর্থ-নির্ম্মুক্ত হইলে তিনি তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা উপলব্ধি করিয়া সেখান হইতেই আবার অগ্রসর হইতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৫।১৭) বলেন—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

অর্থাৎ "নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরি-পাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে পরে আকাঙ্ক্ষা-বশতঃও যদি ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু হয়, তথাপি কর্ম্ম অনাচরণ-হেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। কেননা যে কোন অবস্থায় এমন কি নীচ যোনিতেও থাকুন্ না কেন, সেই ভক্তিরসিকের কখনও কোন অমঙ্গল হয় কি? অর্থাৎ সেবা-বাসনা থাকায় তাঁহার কোনও অমঙ্গল হয় না, পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের তাদৃশ স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা কোন্ প্রয়োজন বা সিদ্ধ হয়?"—গৌড়ীয়ভাষ্য।

"স্বপাদ-মূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥"
(ভাঃ ১১।৫।৪২)

—করভাজন ঋষি ভক্তগণের নিমিকে বলিতেছেন—স্বীয় পাদমূল ভজনকারী প্রিয় ব্যক্তি দেবান্তরে বা দেবতান্তরে ভাবশূন্য হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার অনন্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ প্রমাদবশতঃ তাঁহার যে কিছু বিকর্ম্ম হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহা সমুদায় ধ্বংস করিয়া দেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি বহু-বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিক্রমে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ হইয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার পুণ্য বা পাপ-প্রবৃত্তি কিছুই না থাকায় তিনি কোন পাপকার্য্য আদৌ করেন না। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে তাঁহার কোন পাপকর্ম্ম হইয়া পড়ে, তাহা কৃষ্ণ তাঁহার অন্তঃ-প্রবিষ্ট হইয়া ধ্বংস করেন, তাঁহার আর কোন প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া "পাপকর্ম্ম করিলেও যখন ভগবান্ ক্ষমা করেন, তখন পাপ-কর্ম্ম করিতে আর আপত্তি কি, পাপকার্য্য করিবার পর বরং একটু ভগবানের নাম করিলেই হইবে।"—এতাদৃশ প্রাকৃত সহজিয়াগণের 'নামবলে পাপাচরণ'—এই নামাপরাধপূর্ণ বিচার পাছে ভক্তাভিমানী তরলমতি জনসাধারণকে পাপ-কর্ম্মে উৎসাহিত করে, এজন্য শ্রীকরভাজন 'ত্যক্তান্যভাবস্য' বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সাধকের বহুযত্নলব্ধপ্রশ্রয়রূপ কপটতা তিরস্কৃত হইয়া একায়ন-পন্থানুশীলন-রূপ সরলতাই সূচিত হইতেছে। "আমি আমার বিষয়-ভোগ ও মনোমত পাপ অথবা পুণ্য-কর্ম্ম করিব, অথচ ভগবান্ আমাকে কৃপা করিয়া প্রেম ফল প্রদান করিবেন"—এইরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মিকা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই প্রাকৃত-সহজিয়া-কুল ধর্ম্মজগতে একটী ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে।

নামাপরাধী প্রাকৃত সহজিয়া-কুল ভক্ত সজ্জা গ্রহণ করিয়া না করিতেছে এমন অপকর্ম্ম জগতে নাই। উহারা মনে করে, বাহ্যাচারাদি করিয়া একটু কপট অশ্রুপাত বা অষ্টপ্রহর কি চব্বিশ প্রহর হরিনাম (?) করিলেই বুঝি তাহাদের ব্যভিচার-জনিত অপরাধ দূর হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যে বলিতেছেন—

'বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
* * *
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥"

আচার্য্যের শিক্ষা

শুদ্ধভক্তিযাজীর নিরপেক্ষতা কিরূপ?

কেবল দীক্ষাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্যভক্তিতে যাঁহার অনন্য-শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে তিনি যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একাগ্রতাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। শুদ্ধভক্তগণ লোকাপেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না, তাঁহারা সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ। আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন—যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না, ভক্ত দেখিলেই অশ্রু পূর্ব্বক হয়, কখনও কখনও কথা আলোচনার দশা প্রাপ্ত হন; আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সহায়তা করেন—বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামীও যে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে বলিয়াছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥"

আবার শ্রীভগবান্ বেদব্যাস যে পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন—

"নামৈকং যস্য বাচি...তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥"

ইত্যাদি বাক্য তাহাদের আদৌ আলোচ্য বিষয় হয় না। তাহারা মনে করে, তাহারাই কেবল চতুর; কিন্তু ভগবান্ যে নিখিল চতুরের অন্তর্যামী মহাচতুর, তাহাদের সকল চতুরালি—সকল কপটতা তিনি যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। ঐ সকল কপট ধর্ম্ম-ধ্বজী যদি কেবল নিজেরাই নরকের পথে ছুটিত, তাহা হইলেও না হয় আমাদের বেশী কিছু বলিবার থাকিত না, কিন্তু উহারা যে শত শত নিরীহ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, ইহাই হইতেছে আমাদের বড় দুঃখের বিষয়। সুতরাং, হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা এখনও সাবধান হউন।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

হে পাঠকগণ! এই প্রকার লোক-সকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, লোক-ঠকানের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা লাভের লোভে এবং কোনস্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তি-লোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া ভক্তগণের প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, পরন্তু তাঁহারা জগজ্জীবের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন।

দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কিরূপ?

ব্রাহ্মণের গৃহে শম দমাদি-বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম হয়, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে অর্থাৎ জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না, কেবল ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান ও সমাধি-বিহীন হইলে বিপ্র-সন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলা যাইতে পারে—ইহাই সাত্বত-শাস্ত্রাদি ও মহাজনগণের অভিপ্রায়; মনুও ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী আচার কি?

কপট ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের বর্ণাশ্রম-লোপরূপ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুড়ারিয়া অতিবাড়ী, স্বেচ্ছাচারী ভাক্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ-চেষ্টাসকল অত্যন্ত অনিষ্টকর। ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা যে পাপ প্রচলিত করে, তাহা জগন্নাশকর কার্য্য-বিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির কেবল স্ত্রীসঙ্গই সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

অপ্রাকৃত সহজিয়াগণের চেষ্টা কিরূপ?

চিন্ময়ীর যে জীবের গোপীদেহ প্রাপ্তি ও কৃষ্ণভজন, তাহা দেহাদির চতুর্দ্দিকের উর্দ্ধে অবস্থিত। উক্ত সম্প্রদায়ে যে কোন পুরুষ দেহ থাকিলেও চিত্তে সকলেই স্ত্রী। বাহ্যদেহগত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পৃথক থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ভজনস্থান পৃথক থাকিবে এবং পুরুষদিগের ভজন পৃথক থাকিবে; কেননা একত্র হইলে সম্বন্ধে প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষগত বৈষম্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্ত্রের অন্যার্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে বাঁচাইবার চেষ্টায় উত্তম সাধুদিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকারে গুপ্ত রসিকগণ অনেকেই পতিত হইয়া সাধারণ লম্পট স্ত্রী পুরুষের ন্যায় জগতে ঘৃণিত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণভজন করিতে হইলে প্রথমে সাধু-চরিত্র হওয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষসঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। জড়চিন্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী না হইতে পারিলে কৃষ্ণ-ভজন হইবে না।

প্রকৃত নির্জ্জন ভজন কি?

শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। কেবল সাধুসঙ্গে, জড়প্রাপ্য-লোভ-বাধির উদ্দেশ এবং পাপের সাহায্য ভাব প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। একমাত্র বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবা দ্বারাই নিশ্চিত রূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্নসহকারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব, ইহাই আমাদের চরম কর্তব্য।

বৈষ্ণব-সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতা উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পবিত্র হইলে সেই সাধু বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করত প্রেমরূপে সমুদ্ভূত হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই—ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য প্রকার সকল সঙ্গই বিফল হয়।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা কাব্যভূষণ)

যদি বল' অস্ত্রাঘাতে দেহ-নাশ-কালে
যন্ত্রণা পাইবে জীব দেহ মধ্যে রহি'
গৃহদাহে গৃহস্থিত মানুষ মতন,
তাতে হয় পাপের সম্ভব', তাতে শুন
ছেদিতে না পারে কভু খড়্গ আদি অস্ত্র,
দহিতে না পারে অগ্নিবাণ, বরুণাস্ত্র,
আর্দ্র নাহি করে জীবাত্মারে, বায়ুবাণ
না পারে শোষিতে। অস্ত্রশস্ত্রাঘাতে আত্মা
না হয় ব্যথিত শরীর-বিনাশকালে ॥২৩॥
অচ্ছেদ্য অদাহ্য, আত্মা অক্লেদ্য, অশোষ্য
নিত্য-সর্ব্বগত, স্থির-স্বরূপ, অচল
সদা বিদ্যমান হেতু আত্মা সনাতন।
ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য আত্মা শ্রুতিমাত্র-গম্য
তর্ক-অগোচর আর বিকার-বিহীন।
(দুর্ব্বোধ্য এ' আত্মতত্ত্ব সুবোধের হেতু
পুনঃ পুনঃ ভিন্ন শব্দে অর্থ, শুন পার্থ,
কহিতেছি আমি।) এইরূপে জীবাত্মারে
জানিয়া, অর্জ্জুন, উচিত তোমার এবে
শোক মোহ ত্যাগ। নিত্যজাত, নিত্যমৃত
বলিয়া মানিছি, মান যদি, জীবাত্মারে
হে মহাবাহো! লোকায়তিক, বৈভাষিক
নাস্তিকের ন্যায়, তথাপি তোমার নাই
শোকের কারণ। জন্মনাশ জীবাত্মার
নহে নিবারণ পরিণাম স্বভাবের হেতু;
জন্মান্তর অভাব কারণ, পাপ-
ভয় না হয় সম্ভব। হে ক্ষত্রিয়বর!
বৈদিক তোমার,—না হ'ক গ্রহণ কভু
এহেন কুমত সর্ব্বশ্রেয়ো বিঘাতক।
দেহ-অতিরিক্ত আত্মা নিত্য-বিলক্ষণ
অপূর্ব্ব শরীর আর ইন্দ্রিয়ের সহ
হয় যবে আত্মার সংযোগ, "জন্ম" নাম
তার' পূর্ব্ব-প্রাপ্ত দেহ ইন্দ্রিয়ের সহ
বিয়োগ হইলে তারে বলে "মৃত্যু" বলি।
তার্কিকের মতে—"জন্ম মৃত্যু লাভ হয়
ধর্ম্মাধর্ম্ম-হেতু। আশয় ও নিত্য হেতু"
জন্ম মৃত্যু বৃথা জীবাত্মার; জীর্ণ হয়
আত্মা অতিরিক্ত শরীরের। অবশ্যই,
অনিত্যবাদের মতও না হয় কভু,
কৃতহানি অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গেতে।"
এ পক্ষেও শোক তব হয় অনুচিত,
জন্ম হ'লে লভে জীব অবশ্য মরণ
আরম্ভক কর্ম্ম-ফল-ক্ষয়ে। মৃত্যু হ'লে
নিশ্চিত জনম, কর্ম্ম ফল-ভোগ হেতু।
পরিহার-অশক্য দেহ-জন্ম মরণে
বিজ্ঞান্ তোমার শোক না হয় উচিত।
যদ্যপি নিত্য তুমি হও যুদ্ধ হৈতে
সবে! তথাপি মরিবে সবে, আরম্ভক
কর্ম্মক্ষয় হ'লে, কিন্তু তব দায় হ'তে
ঘটিবে বিচ্যুতি। দেহাত্ম পক্ষেতে কিম্বা
আত্মা হৈতে অতিরিক্ত দেহ, উভ পক্ষে
দেহ-নাশে যুক্ত নহে শোক, আরম্ভক
ভূতমাত্র অবিনাশী হেতু। হে ভারত!
নাম-রূপ-হীন সূক্ষ্ম প্রধান 'অব্যক্ত',
আদি রূপ যার, সেই পৃথিব্যাদি ময়
ভূতময় শরীর সকল। জন্ম মৃত্যু
মধ্যে ব্যক্ত হয় নাম রূপ যোগে, স্থূল-
ভাব দেহগণ। অব্যক্ত প্রধানে পুন
লাশ হয় সব নাম রূপ যুক্ত দেহ।
অতএব দেখ বিচারিয়া, আরম্ভক
ভূতগণ সদা বর্ত্তমান; তবে কেন
শোকে তুমি করিছ বিলাপ। অবৈদিক
যদ্যপি এ'মত সব, তথাপি বিচার-হেতু
করিলে স্বীকার, সর্ব্বমতে অনুচিত
শোক তব। শোক হৈলে হীন মত-বাদী
কিম্বা তার্কিক অপেক্ষা, হীন হৈতে হীন
তুমি হইবে অর্জ্জুন। অতএব তব
কর্ত্তব্য সমর এবে ক্ষাত্র-ধর্ম্মরীতে॥

সনাতন

সনাতন ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা নাই

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক দেবশর্ম্মা)

নিরাকার যেখানে নিরাকারবাদী মৃত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু দ্বারা পুত্তল নির্ম্মিত হইয়া থাকে, সেই পুত্তলি-পূজাকেই পৌত্তলিকতা কহে। এবংবিধ পুত্তলিপূজাকে সাত্বতশাস্ত্র কখনই অনুমোদন করেন নাই, পরন্তু নিন্দাই করিয়াছেন, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যস্য তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ ... ইজ্যধীঃ স এব গোখরঃ"।

অর্থাৎ যাহার মৃন্ময়াদি প্রাকৃত বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি, সে গরু গর্দভের মধ্যে গাধা অর্থাৎ নিতান্ত নির্ব্বোধ।

কোন পিতৃভক্ত পুরুষ যেমন তাঁহার পিতৃদেবের ফটো বা প্রতিমূর্তি পিত্রাকার রূপ অবধারণ সহকারে স্মারক-বিধায় সযত্নে গৃহাভ্যন্তরে রক্ষণ করত পূজা করেন, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ নন্দময় জ্ঞানোদ্দীপক যে প্রতিমা বা অর্চ্চা-বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকেন, তাহাকে পৌত্তলিকতাদোষ আসিতে পারে না। কোন নিত্যসত্যবস্তুর প্রতিমা বা প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ সাদৃশ্যমূর্ত্তি, খেয়াল-খুসী গড়া পুতুলের সহিত সমজাতীয় নহে। পিতৃদেবের ফটো বা প্রতিমূর্ত্তির অবমাননা করিলে যেমন পিতারই অবমাননা করা হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের অর্চ্চা-বিগ্রহের অবমাননাতেও শ্রীভগবানেরই অবমাননা হইয়া থাকে।

যাঁহারা অল্প জ্ঞান-সাহায্যে পরতত্ত্বকে নিরাকার বলিয়া কল্পনা বা নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের ধারণা এই যে, যাহারা পুরাণ ও প্রতিমা-পূজা করেন, তাহারাই পৌত্তলিক। অল্পজ্ঞান-সাহায্যে প্রকৃত পরতত্ত্ব নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া পুরাণ ও প্রতিমার পার্থক্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া ঐরূপ ধারণা করিতে বাধ্য হন। নিরাকার বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি কখনও প্রস্তুত হইতে পারে না, কেবল-মাত্র সাকার বস্তুরই প্রতিমা নির্ম্মিত হইতে পারে একথা সত্য। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরতত্ত্ব কি সাকার অথবা নিরাকার?

উত্তরে দেখিতে পাই, "বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ং তস্মিন্ চিত্রং" অর্থাৎ পরতত্ত্বে বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মের যুগপৎ অপূর্ব্ব সমাবেশ বিচিত্র নহে। বেদেও দৃষ্ট হয়, "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অণু হইতেও অণু এবং বৃহৎ হইতেও বৃহৎ; সুতরাং দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম তাঁহাতে একই কালে অবস্থান করিতেছে। এতদ্দ্বারা

বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্ যুগপৎ নিরাকার ও সাকার উভয়রূপে অবস্থিত, ইহাই তাঁহার অগদত্ত বা সর্বশক্তিমত্তা। ইহ অগতে কোন বস্তুতে ঐরূপ বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম এককালে অবস্থান করিতে পারে না, অর্থাৎ যাহার রূপ আছে, তাহা নিরাকারভাবে অথবা যাহা নিরাকার, তাহা সকার ভাবে অবস্থান করিতে অক্ষম, কারণ সর্বশক্তিমত্তার অভাব। শ্রীভগবানের রূপ না মানিয়া নিরাকার বলিলে, অথবা কেবলমাত্র রূপ মানিয়া নিরাকারত্ব অস্বীকার করিলে, একদেশদর্শিতা দোষ আসিয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"তারে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ-স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥"

বিষ্ণুপুরাণে ভগবচ্ছব্দের সংজ্ঞা এইরূপ কথিত হইয়াছেঃ—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতী-
ঙ্গনা॥"

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী (অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট রূপ), সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণ যাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, তিনিই ভগবান্। এ স্থলেও অপ্রাকৃত রূপের কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

পুনশ্চ ব্রহ্মসংহিতাতে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" অর্থাৎ তাঁহার দেহ ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমাদি জড় পঞ্চভূত-নির্ম্মিত নহে, সৎ-চিৎ-আনন্দ এই তিনটি অপ্রাকৃত উপাদানে গঠিত। তাঁহার দেহ ত্রিগুণসমন্বিত জড়রূপ নহে বলিয়া, তাঁহাকে নিরাকার বলা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। তাঁহার গুণাতীত অপ্রাকৃত রূপ থাকিতে আপত্তি কি? তাঁহার গুণময় জড়রূপ নাই, তজ্জন্য তিনি নিরাকার, কিন্তু গুণাতীত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বিধায়, তিনি সাকার—এবম্বিধ বিচারই যুক্তিযুক্ত। অতএব এ কথা স্বীকার্য্য যে নিরাকার ও সাকার এই উভয় অবস্থার সমাবেশ-স্থলে সাকারত্বেরই প্রাবল্য সুতঃসিদ্ধ।

মায়াবাদী জ্ঞানী সম্প্রদায় হয়ত বলিবেন যে ব্রহ্মত স্বরূপতঃ নিরাকার কিন্তু জগতে প্রকটকালে তিনি গুণময় দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। এরূপ ধারণাও শুদ্ধ নহে, কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন :—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনু
মাশ্রিতঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমভূতমহেশ্বরম্॥"

অর্থাৎ মূঢ়লোক আমার এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মায়িক মানবতনু বলে কল্পনা করিয়া আমার এই মনুষ্যমূর্ত্তি যে সমস্ত ভূতের মহেশ্বর [illegible] আনন্দময় তাহা

(তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোলডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, ভেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাজাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গেরডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা ভজনাঙ্গে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন ভেট' প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে শয্যাদ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাই করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৮	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়।

তাহারা জানিতে পারে না। শ্রীভগবান্ জীবশিক্ষার নিমিত্ত কৃপাপূর্ব্বক নররূপে জগতের লোকচক্ষুর গোচরীভূত হন এবং সর্বশক্তিমান্ বিধায় তাঁহাকে গুণের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। ইহাই সংসিদ্ধান্ত।

সিদ্ধমহাত্মা ভাগবতগণ সর্বদা ভক্তিচক্ষুদ্বারা শ্রীভগবানের যে সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বা অর্চ্চাবিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া যে পূজা করা হয়, তাহাতে পৌত্তলিকতা দোষ আসিতে পারে না। ব্রহ্মসংহিতায় আমরা পাই যে কথিত হইয়াছে :—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ে অবলোকন করেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ব্রহ্মসংহিতার উক্ত শ্লোকার্থ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র ভক্তগণই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপ-দর্শনে সমর্থ, অন্যে অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী, যোগী প্রভৃতি তাঁহার শ্রীরূপদর্শনে অক্ষম।

ক্রমশঃ

শ্রীনাম-প্রচার-প্রচেষ্টা.

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয় নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনার স্তম্ভে দিয়া বাধিত করিবেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঁকুড়া সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। বাঁকুড়াবাসী বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে বাঁকুড়ার বাসন ব্যবসায় সমিতির নেতা ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাধু মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিবিষয়ে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বাঁকুড়া সহরে যাহাতে শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কেন্দ্ররূপ একটী মঠ স্থাপিত হয়, তজ্জন্য একটী প্রকাণ্ড ভূভাগ হইতে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ প্রচার প্রচেষ্টা-ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিত্যমঙ্গল বিধান করুন। বাঁকুড়ার গণ্য মান্য সমাজ হিতৈষী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দত্ত মহাশয় মঠস্থাপনে তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তুঙ্গনে উঁহারা সকলেই শ্রীনামসেবায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের নিজ কল্যাণ বিধান করুক, ইহাই শ্রীগৌরচরণে প্রার্থনা।

ভবদীয় শ্রীরামরঞ্জন রায়, নূতন গঞ্জ, বাঁকুড়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা ধারাক্রমে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায় পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ এখনও আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৪৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা ৩৷০ টাকা

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৹
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	২।০
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	২৲
৩।	আচার ও আচার্য্য	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৭৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাবকৃষ্ণমণি	৹
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬।০
১২।	দ্বৈবনাম	১৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে ভাষ্য, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	১০
১৫।	শ্রীগৌরচন্দ্রপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance *Indian* Rs. 3/৵/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyor

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মী জীবের তত্ত্বাতত্ত্ব-জ্ঞান সম্পূর্ণ ভ্রমপরিপূর্ণ। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুই একমাত্র তত্ত্ব, সেই তত্ত্বে একায়নপ্রীতি বা অনুরক্তি উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কৃষ্ণকাম-প্রীতিশূন্য অতত্ত্ব বিষয়কে তত্ত্ব-জ্ঞানে স্বীকার করিতে গিয়া নানা বিপ্লবদ্বারা উপদ্রুত হন। কৃষ্ণকাম প্রীতিকেই একায়নপন্থা না জানিয়া যাঁহারা বহুবয়ন-শাখাশ্রিত তত্ত্বাতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত, তাঁহারা অজ্ঞানতমোধর্ম্মী কৈতবাশ্রিত ধর্ম্মধ্বজীরূপে পরিগণিত।

কৃষ্ণভক্ত কাহার মধ্যে পরিগণিত, কৃষ্ণভক্তি আবশ্যক হইলে কার্ষ্ণ বা ভক্তভক্তিরই আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা। কর্ম্ম বা জ্ঞান-কাণ্ডীয় অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ-সম্বন্ধীয় কোন অনিত্য প্রাকৃত সুকৃতি দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। কৃষ্ণভক্তি দূরের কথা সংসারই ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় না। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-ফলেই জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে তখন সাধুসঙ্গ লাভ হয়, সাধুসঙ্গ হইতেই কৃষ্ণ ভজন-প্রবৃত্তি ও ভজনক্রমে অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপাদপদ্মে উত্তরোত্তর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাবভক্তি ও পরে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং "কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ"। মহাভাগবত পরমহংস ভরত রাজা রহূগণকে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৫।১২।১২)—হে রহূগণ, কৃষ্ণভক্তই মহজ্জন, তাঁহার পাদরজঃ সর্ব্বতীর্থময়; সেই মহজ্জনপদরেণুতে অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ধর্ম্ম-পালন অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্যাদি উপাসনাদ্বারা কখনও কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না।

শ্রীভগবান্ ভক্তিমান্ জনগণের পক্ষে যেমন সুলভ, দেহাভিমানি তাপসাদি বা নিগুর্ণাভিমান আত্মভূত জ্ঞানীদিগের বা প্রাপ্তস্বরূপ আত্মারাম-দিগের ও তাদৃশ সুলভ নহেন (ভাঃ ১০।৯।১৬)। শ্রীভগবানের ভক্ত-ব্যতীত অন্য যাঁহারা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা অনেক কষ্টে তাঁহাদের সাধনলব্ধ অত্যুচ্চ ব্রহ্মপদবী লাভ করিয়াও তথা হইতে অধঃপতিত হন। কেননা শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ ব্যতীত তাঁহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ, তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্ম-সেবা অবহেলাই করিয়া থাকেন (ভাঃ ১০।২।৩২)।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

কিন্তু কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ একায়নপন্থী কৃষ্ণভক্তগণের কখনও সেরূপ দুর্দ্দশা হয় না। যথা (ভাঃ ১০।২।৩৩)—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥"

—অর্থাৎ হে মধুবংশসমুদ্রচন্দ্র, যে সকল ব্যক্তি আপনার ভক্ত, আপনাতেই দৃঢ়রূপে সৌহৃদ্য বন্ধন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অভক্তদিগের ন্যায় ঐ প্রকার অধঃপতনরূপ দুর্গতি হয় না। তাঁহারা আপনা কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারিগণের অধিপতিদিগের মস্তকোপরি বিচরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ভক্তিবাধা জয় করেন। সুতরাং সেই ভক্তিবাধাজয়কারী কৃষ্ণভক্তসঙ্গই ভজনপ্রয়াসী জীবের একমাত্র ভজনোপায়। ভক্তকৃপাই ভজনের বল। নতুবা কোটি কোটি জন্ম ক্রিয়াগণ-নিরুক্ত সম্যাসম্য-বিচারে প্রমত্ত থাকিয়াও কিছুমাত্র লাভ নাই।

কৃষ্ণাভক্ত কর্ম্মিজ্ঞানিগণের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলেই জীবের যাবতীয় কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিরূপ অনর্থ দূরীভূত হয়। স্কন্দ পুরাণের একস্থানে লিখিত আছে—

সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
ন তথা পাবনং নৃণাং নারায়ণ-কথা যথা॥

অর্থাৎ নারায়ণ-কথা যেমন মানবকুলকে পবিত্র করেন, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি সকল আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান বা সকল তীর্থের অবগাহন তাঁহাদিগকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা বহিঃ-শৌচ দ্বারা শুদ্ধ হইবার জন্য বড় ব্যস্ত, তাঁহারা শুদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা আদৌ জ্ঞাত নহেন। ভাগবত (১১।৬।৯ শ্লোক) বলেন—

"শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদান তপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণ-সংভৃতয়া যথা স্যাৎ॥"

অর্থাৎ হে পূজ্য, হে শ্রেষ্ঠ, আপনার যশঃ শ্রবণে পরিপুষ্ট শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুদিগের যেমন চিত্তশুদ্ধি হয়, বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা, শাস্ত্রপাঠ বা বেদাভ্যাস, দান, স্বধর্ম্মাচরণ ও যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দুরাশয় সংসারিগণের তদ্রূপ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধেও (২।১৭ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ
সতাম্॥

—সাধুদিগের হিতকারী পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অনর্থ-বিধ্বংসিনী অপ্রাকৃত কথা শ্রবণকারি মানবগণের হৃদয়স্থ হইয়া অর্থাৎ মানবগণের চৈত্যগুরুরূপে উদিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের পাপবাসনা-সমূহ সমূলে ধ্বংস করিয়া থাকেন।

[illegible] কৃষ্ণকথাশ্রবণাভাবকাল পর্য্যন্তই জীবের কৃষ্ণভক্তিবাধক শুভাশুভ কর্ম্মে রুচি থাকে, কৃষ্ণকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে তাহাতে নির্ব্বেদ আসিয়া যায়। সুতরাং জীবমাত্রেরই সর্ব্বপ্রযত্নে সাধুসঙ্গেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

বিবর্ত্ত ও পরিণামবাদ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সদানন্দ যোগীন্দ্র-কৃত 'বেদান্তসার' নামক গ্রন্থে নিম্নশ্লোকটী লিখিত আছে। যথা :—

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

অর্থাৎ মূলে কোন সত্যবস্তু যখন রূপান্তর গ্রহণ করে এবং তাহাতে দ্রষ্টার যে ভেদদর্শন,—তাহার নাম পরিণাম-বিকারমাত্র।

যেখানে বস্তুতঃ অন্য কোন বস্তু নাই অথচ তাহাতে অন্য বস্তু বলিয়া যে ভ্রম উৎপন্ন হয়, তাহাকেই বিবর্ত্ত বলা যায়। 'দুগ্ধ হইতে দধি' পরিণামের দৃষ্টান্ত এবং 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' বিবর্ত্তের উদাহরণ।

অশ্রৌতপন্থী কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করত প্রাকৃত জ্ঞানচাঞ্চল্য-প্রমত্ত হইয়া মনোধর্ম্মবশে আরোহবাদ বা তর্কপন্থাবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যপ্রবৃত্তিগত স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া কল্পনাপূর্ব্বক স্বার্থ পরিবর্ত্তন দ্বারা বিবর্ত্তবাদ স্থাপনে যত্ন করিয়াছেন।

তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যদি পরিণামবাদ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তুকে বিকারী বলিতে হয় অর্থাৎ দৃশ্য জগৎকে ব্রহ্মের একটি বিকারগত অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার বলা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার বিকৃত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব পরিণামবাদ স্বীকার্য্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহারা আরও বলেন যে,—যেখানে সর্প বলিয়া আদৌ কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই অথচ অজ্ঞানতাবশতঃ একটি রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয় মাত্র কিন্তু বাস্তবিক তাহা ভ্রম, জগতের সত্যত্ব সম্বন্ধে জীবের যে ধারণা তাহাও এই রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়।

জগৎ বলিয়া কোন সত্য পদার্থ নাই অথচ অবিদ্যা দ্বারা জগৎকে বাস্তব বস্তু বলিয়া যে ধারণা হইতেছে, তাহা অজ্ঞান-বশতঃ প্রাতীতিক সত্যমাত্র এবং উহাতে সীমান্তর বিবর্ত্ত, পরন্তু জ্ঞানোদয়ে এই অবিদ্যা-কল্পিত প্রতীতি দূরীভূত হইলেই ব্রহ্মৈক্য, মিথ্যাত্ব উপলব্ধি নিরাস হয় এবং এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অবিকৃত রক্ষা করা যায়।

অপরপক্ষে শুদ্ধ-বৈদান্তিকগণ সাত্বতাদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে সদ্যুক্তিপূর্ণ শ্রৌতসিদ্ধান্ত দ্বারা বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন:

'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে ব্যাসদেব শক্তি-পরিণামবাদই উদ্দেশ করিয়াছেন—পরমহংস-সংহিতা বা শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবেরই রচিত এবং তাহাই বেদান্ত-দর্শনের একমাত্র অকৃত্রিম ভাষ্য। সূত্রকারের প্রতিপাদ্য পরিণামবাদ যাহা বেদান্ত দর্শনে সূত্ররূপে গ্রথিত করিয়াছেন তাহা ভাগবতভাষ্যে 'জন্মাদ্যস্য * * * সত্যং পরং ধীমহি' শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। 'যতো বা ইমানি ভূতানি' 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ'; প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্রে শক্তিপরিণামবাদই দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইয়াছে।

শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করার জন্য, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাদি দোষযুক্ত মায়াবাদি সম্প্রদায় প্রচ্ছন্নবৌদ্ধদিগের সাহায্যে দৃশ্য জগতের ধারণা করিতে যাইয়া ব্রহ্মবস্তুর বিকার শঙ্কা করত বিবর্ত্তের কল্পনা করিয়াছেন।

ব্রহ্মবস্তু নির্ব্বিশেষ মাত্র নহেন, পরন্তু সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। তাঁহাকে মাত্র নির্ব্বিশেষ বলিলে, তাঁহার পরিপূর্ণতার ব্যাঘাত হয়, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট 'পূর্ণচিদানন্দ বিগ্রহ'।

দৃশ্য জগতের আধানে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্য দেদীপ্যমান। ব্রহ্মের স্বরূপগত কোন পরিণতি নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির বিচিত্র পরিণতি কখনও তাঁহাকে বিকারী করিতে পারে না। দুগ্ধ যেরূপ কোন নৈসর্গিক কারণে দধিরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিও তদ্রূপ তাঁহার ইচ্ছায় জীব ও জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

চুম্বক প্রস্তর হইতে অসংখ্য লৌহ-খণ্ড চুম্বকশক্তিবিশিষ্ট হইলেও মূল চুম্বক প্রস্তরের শক্তিক্ষয়-হেতু যেমন পূর্ব্ব শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তি জীব ও জগদ্রূপে পরিণত হইলেও তাঁহার পূর্ণ শক্তির কোন হানি হয় না, অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ শক্তিবিশিষ্টরূপেই অবস্থান করেন।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে বিজাতীয় ভেদ অসম্ভব এবং সজাতীয় স্বগত ভেদ [illegible] একমাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া অণুচিৎ জীবকে বিভুচিৎ জ্ঞান বা দৃশ্য জগৎকে ব্রহ্মজ্ঞ

"আমিও যাব"

আজ শনিবার। অফিসের কাজে তত কিছু নেই। সুতরাং সময় মত পেয়ে রাস্তার ফুটপাথ ধরে চলছি। চক্ষু দুইটী চারিদিকে ছুটছে আর আমি বিশ্ব বিষয়ে মগ্ন হয়ে পড়েছি। এমন সময় দেখলাম, দুইটী বাবু অন্য রাস্তা ছেড়ে আমারই পথের পথিক হলেন। আমি তাঁ'দিগকে না চিনলেও কথায় তাদের নাম জানতে দেরী হ'লো।

মধু। সিন্ধু তোমাকে অনেক দিন থেকে বলছি যে চৈত্রমাসের প্রথমে এক...

সিন্ধু। কোথায় যাবে? বন্ধুবাড়ী না কি?

মধু। হাঁ ঠিক বলেছ। বন্ধু বাড়ীই বটে। প্রকৃত বন্ধু বাড়ী। দুনিয়ার যত বন্ধু বান্ধব দেখ, সবই ভাই, পয়সার সময়। যেমন গৃহস্থের বাড়ী ধান, চাল থাকলে দলে দলে পায়রা এসে জোটে, না থাকলে সে উঠানে আর মাড়ায় না। সেইরূপ সময় ভাল থাকলে কত জন না কত ভাবে ভালবাসা দেখায়; আর অসময়ে পড়লে তারা আড়াল দিয়ে সরে যায়।

সিন্ধু। খুব তত্ত্বকথা আরম্ভ করলে যে? আফিসের কেরাণীর আবার ধর্ম্মচিন্তা! মাস ভরে খাট, মাস গেলে টাকাটা নিয়ে দোকান দেনা শোধকর। এর মধ্যে পরমার্থ চিন্তা কখন হয় ভাই?

মধু—ঠিক বলেছ ভাই। তবে কিনা যা না করলে চলবে না তা ছেড়েই বা কি করে থাকি? শরীর রক্ষা করতে অর্থের আবশ্যক, কিন্তু সেই শরীরের দ্বারা যদি পরমার্থ না পাওয়া গেল তবে সে শরীরের প্রয়োজন কি? পশু, পক্ষীরাও খেয়ে দেয়ে দিনটা কাটিয়ে দিচ্ছে আমরা ও তাদের চেয়ে বুদ্ধিমান্ বটে।

সিন্ধু, ভাই তোমার কথাগুলি লাগছে ভাল। বেশ যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি তুমি, এসব কথা চিন্তা কর কখন?

মধু—একথাটা আবার বোঝাতে হবে ভাই? যখন জন্ম হয়েছে তখন মৃত্যু হবেই। সুতরাং মরণপথের পথিক হয়ে মরণের পরপারের চিন্তা করবো না?

সিন্ধু—ঠিক বলেছ ভাই। আমারও মাঝে ২ সেই কথা মনে হয়। তবে কিনা ভাই বাড়ীর কাউকে এসব চিন্তা করতে দেখি না, বন্ধু বান্ধবের কথা ত তুমি সবই জান। একে আমাদের বয়সের সময় তার পর আবার কলিকাতা সহর। সবাই ভোগের দিকে ছুটছে। একটু আধটু ধর্ম্মচিন্তা করবার স্থানই নেই।

মধু—কেন? এই সহরে খুঁজলে সবই পাওয়া যায়।

সিন্ধু—সাধু না কি? বলত কোথায়?

মধু—কেন সিন্ধু, তুমি কি শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাম শোন নি?

সিন্ধু—নাম শুনেছি! তা ছাড়া ভাদ্র মাসে রাস্তায় বড় ২ অক্ষরে মহোৎসবের বিজ্ঞাপন দেখেছি। তবে সেখানে যাওয়া হয় নি।

মধু—এই কলি-ক্ষেত্রে সেই স্থানটী কলির বিপরীত। মঠবাসী সকলেই ত্যাগী ও সদাচারী। যার সঙ্গে আলাপ করবে দেখবে সবাই পণ্ডিত। মঠের শ্রীগুরুমহারাজের কথা আবার বলা যায় না। তিনি জগতের লোক নন্ আবার এমন গৌরাঙ্গদেব ও রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। দেখলেই মুগ্ধ হতে হয়।

সিন্ধু—আমাকে নিয়ে যাবে?

মধু—তুমি গেলে নিয়ে যাব। প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তন হয়।

সিন্ধু—তবে ভাই রবিবারে যাব।

মধু—না এ রবিবারে নয়। কেননা এখন নবদ্বীপে বড় মহোৎসব হচ্ছে। ২রা চৈত্র থেকে নবদ্বীপ-পরিক্রমা হবে। সেই নয় দিনের পর দোল পূর্ণিমায় তিন দিন—এই একুনে বার দিন

সিন্ধু—ভাই, নবদ্বীপের ব্যাপার ছেড়ে দেও। একটা যোগ জুটলে ঠাকুর-বাড়ীর মালিকদের সুযোগ। সেই ইত্যাদি নিয়ে বড়ই গণ্ডগোল বাধায়।

মধু—তুমি সহর নবদ্বীপের কথা বলছ, সেখানে ব্যাপার ঐ রকমই। এটা হচ্ছে শ্রীমায়াপুরে গৌরজন্মভিটায়

সিন্ধু—নবদ্বীপ আবার কটা?

মধু—একটু আগেই না ব'ললাম যে নয়টা দ্বীপ এসব। কথা এত দিন অজানা ছিল; এখন সে সব স্থান প্রচার হয়েছে।

সিন্ধু—তাই না কি? আচ্ছা যারা পরিক্রমায় যাবে, তারা কোথায় থাকবে, কি খাবে?

মধু—ভাই, সেই কথাটিও বলবো। এমন সুযোগটি আর পাবে না। এখানে যত লোক যাবে, বিনা ব্যয়ে থাকবার স্থান ত' পাবেই। দু' বেলা পেট পুরে প্রসাদও পেতে পারবে। এখানে ধনী দরিদ্রের সকলেরই সমান অধিকার।

সিন্ধু—তুমি কি মায়াপুরে যাবার কথাই বলছিলে?

মধু—হাঁ, আমি আজ ১৫দিনের ছুটীর দরখাস্ত করবো। ছুটী পাওনা আছে, হয়ে যাবে

সিন্ধু—তবে ভাই আমিও যাব।

এই কথা শেষ হ'বার পর বন্ধু দুইজন অন্য রাস্তায় চলে গেলেন। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, হায়, বাড়ীর কাছে গৌড়ীয়মঠ ও একটু দূরে মায়াপুর। এত ঘটনা হয়ে যাচ্ছে কিছুই জানিনা। না' লোক জীবনটা ত কলুর বলদের মত খেটে খেটে চ'লে গেল। এবার একবার নিশ্চয়ই মোড়টা ফিরিয়ে দেব। সংসারের জন্য এত খাটছি, কিন্তু আমার পরকালের কি করলাম? ঐ ভদ্রলোক অফিসে চাকরী করেও বেশ সাধুসঙ্গ, তীর্থ করছে। যাক্! ভগবানের বড় দয়া, তাই আমার এত কথা শুনবার সুবিধা হল। তিনি যখন তাঁর ধামের কথা আমাকে জানালেন, তখন আমার কর্ত্তব্য করতে হবে। আগামী শনিবারে শ্রীমায়াপুর ধামে আমিও যাব।

বলিয়া ধারণা করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীরূপানুগবর জীবের অপ্রাকৃতেন্দ্রিয়ে যে বস্তু সাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, দৃশ্য জগৎ অচিন্ত্য শক্তিসমন্বিত ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণতি মাত্র; কিন্তু ব্রহ্মবস্তুর বিকার নহে। সুতরাং মায়াবাদী সম্প্রদায় যে ব্রহ্মের বিকারে আশঙ্কা করিয়া ব্যাসদেবের উদ্দিষ্ট পরিণামবাদ স্বীকারে দ্বিধা করিয়াছেন এবং সূত্রের বিরুদ্ধবৃত্তিগত অর্থ পরিত্যাগ করত অপ্রাকৃত-প্রতীতি বশে যে স্বার্থ কল্পনা করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপনে জড়বুদ্ধি চাপল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই নিরস্ত হইল। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা শ্রীশ্রীচরিতামৃতের কয়েকটী পয়ার উদ্ধৃত করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস-ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বাদ।
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেইত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্ রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥

[চৈঃ চঃ আঃ ৭ম পঃ]

জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
পরিণামবাদ ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্ রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেম-ভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস-ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ)

সনাতন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জীবোত্তম মহাভাগবতের চিত্তিভাগে শ্রীভগবন্মূর্ত্তি প্রথমে প্রতিভাত হইয়া, তাঁহার মনে উদিত হন। মন হইতে পরিদৃষ্ট জড়-চক্ষুর গোচরীভূত শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবির্ভূত হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত হৃদয়ে যে চিন্ময়মূর্ত্তি দেখেন, তাহার সহিত শ্রীভগবন্মূর্ত্তির একতা করিয়া থাকেন।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শ্রীভগবন্মূর্ত্তি নিজ ভক্তগণ নিজ হাতে গড়ান না, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর অথবা চিত্রকরগণই প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহা কিরূপে পূজ্য হইতে পারে? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে কর্ম্মকারাদি সকলে নিজ নিজ খেয়ালানুযায়ী ঐ সকল মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন না। তাহারা গুরু বা শাস্ত্র-নির্দ্দেশে তৈয়ারী করিয়া থাকেন, ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তিতে শ্রীভগবৎস্বরূপের সৌসাদৃশ্য সম্পূর্ণ বজায় থাকে এবং ভক্তগণ হৃদয়ে চিন্ময়ত্বেরই উপলব্ধি করিয়া থাকেন, জড়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ম্মকার কুম্ভকারগণের অথবা মাটী, কাঠ প্রভৃতির চিন্তায় মগ্ন হইয়া ভূতপূজার আবাহন করেন না। সুতরাং তাহাতে পৌত্তলিকতা দোষ আসিতে পারে না।

শ্রীভগবানের প্রতিমূর্ত্তি অষ্টবিধ হইতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :-

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ
সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥"

অর্থাৎ শিলময়ী, কাষ্ঠময়ী, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী; চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী প্রভৃতিভেদে প্রতিমা অষ্টবিধ। শ্রীভগবান্ নিজে কাল ঐ সকল বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইহ জগতে প্রকট থাকিয়া বদ্ধজীবগণের তৎস্বাভিব্যক্ত নিত্যমঙ্গল-বিধান করিতেছেন। ঐ সকল মূর্ত্তি না মানিলে বা অবমাননা করিলে শ্রীভগবচ্চরণে মহদপরাধ হয় এবং তদ্ধেতু মহারৌরবগমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ভক্তগণের বিচারে ঐ সকল মূর্ত্তি নিত্যমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হন।

কিন্তু মায়াবাদিগণ পরতত্ত্বকে নিরাকার সাব্যস্ত করিয়া সাধকের হিতার্থে পরতত্ত্বের যে পঞ্চবিধ বা বহুবিধ রূপ নিজ নিজ খেয়ালানুযায়ী কল্পনা করত পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা পুতুল পূজাই করিয়া থাকেন। আবার যে সকল সম্প্রদায় বস্তুতঃ কোন রূপ নির্ম্মাণ না করিয়াও, মনে মনে নিরাকারের ধ্যান করিবার প্রয়াস পান, তাঁহারাও পৌত্তলিক পদ বাচ্য; কারণ, আমাদের জড় মন কখনও নিরাকার বৃহৎ বস্তু

(ব্রহ্মের) ধ্যান করিতে সমর্থ নহে। মন ইন্দ্রিয়াদি সাহায্যে যে বস্তু কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই, তৎসম্বন্ধে ধ্যান তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং অবাঙ্মনসোগোচর নিরাকারের বৃহৎ বস্তুর ধ্যান সে কিরূপে করিবে? সে ঐরূপে পরতত্ত্বের চিন্তা করিবার জন্য কোটি কল্প কাল চেষ্টা করিলেও কখনও তাহাতে সমর্থ হইবে না। ঐরূপ চেষ্টা দ্বারা সে যাহাই চিন্তা করিতে যাইবে, তাহাই প্রাকৃতের স্থূল বা সূক্ষ্ম দিগ্‌দেশাদিরূপ জড় সাকার বস্তু হইয়া যাইবে, সুতরাং তাহাতেও পৌত্তলিকতা বা ভূতপূজা দোষ আসিয়া পড়িবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, জগতে যত প্রকার নিরাকার বাদ প্রচলিত আছে, সে সকল সমষ্টিই পৌত্তলিকতা অর্থাৎ ভূতপূজাদোষদুষ্ট। কিন্তু সনাতন ধর্মাবলম্বী ভক্তগণের পূজ্য শ্রীভগবানের অষ্টবিধ অর্চ্চা, প্রতিমার পূজায় কখনও পৌত্তলিকতা অথবা ভূতপূজাদোষ স্পর্শ করিতে পারে না।

নিত্যানন্দের আহ্বান

সর্ব্ব অবতার হৈতে গূঢ় অবতার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মোর বিদিত সংসার॥
গূঢ়লীলা শাস্ত্রে গূঢ়রূপে উক্ত হয়।
অভক্ত-জনের চিত্তে না হয় উদয়॥
সে লীলা সম্বন্ধে যত গূঢ় শাস্ত্র ছিল।
মায়াদেবী বহুকাল আচ্ছাদি রাখিল॥
অপ্রকট শাস্ত্র বহু রহে যথা তথা।
প্রকট শাস্ত্রেও যত চৈতন্যের কথা॥
সে সকল মায়াদেবী পণ্ডিত নয়ন।
আবরিয়া রাখে গুপ্তভাবে অনুক্ষণ॥
গৌরের গম্ভীর লীলা হৈলে অপ্রকট।
প্রভু-ইচ্ছা জানি মায়া হয় অপ্রকট॥
উঠাইয়া নৈল জাল জীবচক্ষু হৈতে।
প্রকাশিল গৌরতত্ত্ব এ জড় জগতে॥
গুপ্তশাস্ত্র অনায়াসে হইল প্রকট।
ঘুচিল জীবের যত যুক্তির সঙ্কট॥
বড়ই দয়ালু প্রভু নিত্যানন্দরায়।
গৌরতত্ত্ব প্রকাশিল জীবের হিয়ায়॥
তাঁর আজ্ঞা পেয়ে মায়া ছাড়ে আবরণ।
সুভক্ত পণ্ডিতগণ পায় শাস্ত্র-ধন॥
ইহাতে সন্দেহ যার না হয় খণ্ডন।
সে অভাগা বৃথা কেন ধরয় জীবন॥
যে কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়।
ভাগ্যবন্ত জন তাহে বড় সুখী হয়॥
দুর্ভাগা লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন।
নিজ বুদ্ধি-শক্ত বলি করিয়া গণন।
ঈশ্বরের কৃপা নাহি করয় স্বীকার।
কুতর্কে মায়ার গর্ত্তে পড়ে বারবার॥
এস হে কলির জীব ছাড় কুটিনাটি।
নির্ম্মল গৌরাঙ্গ-প্রেম লহ পরিপাটি।

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, বেলপুকুর, মেধার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাহ্নগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গেরডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা ভক্ত্যঙ্গে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন ভেট' প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে শয্যাদ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাই করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৬ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৩
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৯ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেবঘরিয়া কবিভূষণ)

যদি বল—হে সখা! এই উপদেশ
তুমি দানিলে আমারে, তথাপিও আমি
বুঝিতে না পারি কেন আত্মার স্বরূপ—
যাহে হয় শোকনিবারণ? তাহে বলি
করহ শ্রবণ; বিজ্ঞান-স্বরূপ হ'য়ে
হয়েন বিজ্ঞাতা, আনন্দ স্বরূপ হ'য়ে
নিরানন্দবৎ, পরমাণুরূপ কিন্তু
ব্যাপ্ত হয় দেহে সর্বশরীরে, নানাকায়া
মধ্যে আত্মা হইয়া সম্বন্ধ স্পৃষ্ট নহে
শরীর বিকারে। এইরূপ বহুবিধ
বিরুদ্ধ ধর্ম্মেতে সমাবেশহেতু, মোর
উপদিষ্ট জীবাত্মারে—আত্মাশ্চর্য্যবৎ
করে অনুভব, শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা
মার্জ্জিত হৃদয়ে, সদ্‌গুরু-প্রসাদলব্ধ
কোন ভাগ্যবান্। যেবা স্থির শুদ্ধচিত্তে
করেন বর্ণন কেহ আশ্চর্য্যভাবেতে।
আশ্চর্য্যজ্ঞানেতে তত্ত্ব করেন শ্রবণ
লব্ধশ্রদ্ধ কোন ভাগ্যবান্। শুনি কভু
না পারে বুঝিতে সংশয়াত্মা শ্রদ্ধাহীন
কেহ। জীবাত্ম-স্বরূপজ্ঞানে জনমিয়া
ভ্রম, বহুবাদ ভাগ্যহীন করে উত্থাপন।
সে কারণ বিনশ্বর সকল শরীর
দেহী আত্মা নিত্য-অবিনাশী, সেকারণ
শোক তব উচিত না হয় ভীষ্ম আদি
ভাবাপন্ন জনগণ হেতু। ('আত্মা নিত্য,
সকলেই অথচ বিনাশী।' এইরূপে
অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করি হরি সর্ব্বজনে
সমতুল্য কৈলা উপদেশ জৈবজ্ঞান
পরমাত্ম-জ্ঞান-উপযোগী। এবে কহে
সনিষ্ঠের যোগ্য নিষ্ঠাতেই অনুষ্ঠিত
কর্ম্ম সকলে যদি শুদ্ধ হ'লে, হয়
তবে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা; সকামেতে ভুঞ্জে
কর্ম্মফল অনর্থের হেতু।) হে অর্জ্জুন!
শুধু যে আলোচ্য তুমি দেহাত্ম বিচারি
তাহা নহে, স্বধর্ম্ম তোমার যদি কর
আলোচনা, তাহাতেও শোক তব নহে
উপযুক্ত! ধর্ম্মযুদ্ধ বিনা নাহি আর
শ্রেয়স্কর কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে; স্থায়
জয় করি করে প্রজার পালন, ধর্ম্ম-
জ্ঞান-সেবায় করে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিষ্কাম
ধর্ম্ম-শাস্ত্র-অনুসারে ক্ষত্রিয় সকল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-পরিক্রমা-যাত্রিগণের প্রতি

নিবেদন

যাত্রিগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আবশ্যকীয় বিছানা-পত্রাদি সঙ্গে আনিবেন। সমস্ত যাত্রীর ব্যবস্থা বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ করিবেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন :

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮্।

৪০ অধ্যায় পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

"গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ এখনও আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৪্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা ৩৷৷০ টাকা

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫২ সংখ্যা পাইবে; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সকলে গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৵
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	২৷০
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	২্
৩।	আচার ও আচার্য্য	৵৩
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্চ্চনকাল ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	।১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যাদি-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮্
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধেশ্বপাঠ, বজ্রবস্ত্রী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২্
১৪।	শ্রীভাগবত সন্দর্ভ	।০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।১
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।১
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা বদ্ধ)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩০ ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

হে জগদ্বাসি ভ্রাতৃবৃন্দ! হে বন্ধুগণ! তোমরা যে প্রত্যহ বড় আশা—বড় উৎকণ্ঠার সহিত গৌরধামে আসিয়া গৌরজনসঙ্গে গৌরকথামৃতে গৌরলীলাস্থলী দর্শনানন্দলাভের মঙ্গলময় পরিক্রমা-মহোৎসবের দিন গণনা করিয়া থাক, তোমাদের সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত—চিরবাঞ্ছিত শুভদিন—পরিক্রমা-কাল আবার আগতপ্রায়। আগামী ১লা চৈত্র ইং ১৫ই মার্চ শুক্রবার সেই শ্রীধাম-পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তন। কে কোথায় আছ এস ভাই, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ আজ তোমাদিগকে তোমাদেরই আপন গৃহ—তোমাদেরই নিত্য বসতিস্থল পরব্রহ্মপুর মায়াপুরাখ্য শ্রীধামে মহানাম-সঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছেন। ওই শুন, শঙ্খ-ঘণ্টা-করতাল-মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনিসহ সহস্র সহস্র দৃশ্যাদৃশ্য দেব-মানবকণ্ঠবিনিঃসৃত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রোল মিলিত হইয়া কি সুমধুর ঐকতান আবিষ্কার পূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়াছে! আনন্দের আর সীমা নাই!

ওগো আনন্দের কাঙ্গাল নিখিল-মানব! আনন্দই ত' তোমাদের কাম্যণীয় বিষয়? তবে আনন্দের জন্য আর কোথায় ছুটিয়া বেড়াইবে? সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌর-নিত্যানন্দের চরণকমলই ত' নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাম্বু—গৌরনিত্যানন্দ-প্রচারিত প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তনই ত' জীবের অপ্রাকৃত আনন্দ-সাগরের বর্দ্ধনকারী। কেন ভাই ধনীগণের লোভে, ঐ সম্মুখে তোমার জীবনু কামক্রোধাদিনক্রমকরসঙ্কুল সংসার-জলধি-বক্ষে ভাসমান হইয়া এমন সুদুর্লভ মানব-জীবনটী বৃথা নষ্ট করিতে যাও? আলেয়ার আলো যেমন পথিকের পথ-ভ্রান্তি জন্মাইয়া পথিককে পূতিগন্ধময় পঙ্কিল সলিলে প্রোথিত করিয়া তাহার প্রাণ-বিনাশ করে, সেইরূপ শত শত মিত্রবেশী শত্রুগণ আজ আমাদিগকে আনন্দ-প্রদানের ছলনায় সুগভীর নিরানন্দসাগরে নিমজ্জিত করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে, হে বন্ধুগণ ঐই শত্রুহস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণের জন্যই আজ গৌরনিত্যানন্দের নামপ্রেমামৃত লইয়া অবতরণ। হে বিশ্ববাসিন্, অমৃতস্য পুত্র তোমরা, সেই অমৃতপানের জন্য লালায়িত হও, নাম-প্রেমানন্দে মাতিয়া যাও, সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে সঙ্কীর্ত্তনপিতা গৌরনিত্যানন্দের আস্বাদন করিয়া প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান কর। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন পরমতত্ত্ব—রসামৃতসিন্ধু—"রসো বৈ সঃ"? সেইরসকে লাভ করিয়াই জীব পরমানন্দ লাভ করেন, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি!

হে বন্ধুগণ, যেসকল অপকাযনক—কুযোগী আর নিজ মতজনের ছলনায় কীর্ত্তনগৌরব ত্যাগ-পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাশারূপা শূকরমণীর মোহিনী মূর্ত্তিদর্শনে মোহিত-বুদ্ধি হইয়া মৎসরতা-বশে জড়-রসে প্রমত্ত, গৌরজনসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইবার সৌভাগ্যলাভে নিতান্ত বঞ্চিত, হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তাহাদের আদর্শ যেন তোমাদের অনুসরণীয় না হয়, তোমরা কীর্ত্তনানন্দ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন-ভজন-কৈতব বরণ করিতে যাইও না। মহাজন বলিয়াছেন—

"কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হইবে
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥"

শুদ্ধ-ভক্ত-মুখ-বিগলিত গৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র শ্রবণীয় ও কীর্ত্তনীয়। অশুদ্ধ বা অবৈষ্ণবের মুখোদ্গীর্ণ কথা কৃষ্ণ-কথা হইলেও তাহা শ্রবণযোগ্য—নিত্য-প্রাপণী। শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা
পয়ঃ॥"

বিষকুম্ভ-পয়োমুখ বহু যোষিৎসঙ্গী ব্যবসায়ী ভণ্ডের দল মহাপ্রভুর ভক্তের সজ্জা গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করাইবার ছলনায় হে বন্ধুগণ, তোমাদিগকে শুদ্ধভক্তসঙ্গলাভে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস করিতেছে—তোমাদের সর্ব্বনাশ সাধনাভিপ্রায়ে ঘুরিতেছে। ঐই বকধার্ম্মিকগণ আজ তোমাদিগকে সেই কৃষ্ণবিরোধী দুষ্ট কংসানুচর বকপ্রতীম দাম্ভিকপ্রধ মর্কট-বৈরাগী কপটি গণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তারস্বরে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা কপটিগণের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই বরণ করিও না।

গৌরধামবাসী একায়নপন্থী নিষ্কিঞ্চন গৌরভক্তবৃন্দই গৌরনাম ও গৌরধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে অধিকারী। যাহারা ধামে বাস করিবার ছলনায় অঘ-বক-পুতনাদির ন্যায় নামাপরাধী ও ধামবিদ্বেষী, তাহারা শ্রীনাম ও ধাম-মাহাত্ম্যের কি জানিবে? তাহাদের কীর্ত্তিত নাম ও ধাম-মাহাত্ম্য 'নিরয়েরই উদ্দেশ করিয়া দিবে। তাদৃশ ধামদ্বেষী খলব্যক্তিগণ একেবারেই অসম্ভাষ্য। ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—

তত্ত্বোক্তং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেঽপি
যায়াদহো।

বিজ্ঞপ্তি

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজায়ং
পরমহংস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী মহারাজের অভিভাষণ

শ্রীগৌড়ীয়-মঠে গত শ্রীব্যাসপূজার পর আজ আর একটি বর্ষ পূর্ণ হইল, শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আজকার ব্যাসপূজা মহাবার সম্পন্ন হইতে চলিল। শ্রীব্যাসপূজা—চারি আশ্রমের বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ পূর্ণিমা-দিনে শ্রীব্যাসপূজার আবাহন হয়। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব-স্ব-জন্মদিনে পূজ্যগুরুর পূজাবিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথিই—যতিধর্ম্মগ্রহণের প্রশস্ত কাল। যতিগণ সাবশেষ ও নির্বিশেষবাদি-নির্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতেই গুরুাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাসপূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে-বর্ষে মহতী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন বিধান করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি—বিভিন্ন শাখায় নানাবিধ পৃথক।

শ্রীগোবিন্দপুরস্থ যত্র মাহাত্ম্য নাত্যদ্ভুতং
শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং
সম্ভাষণাম্যস্তু—
যে মায়াপুর-বৈভবে ক্ষিতিগতেঽপ্যল্লা-
সিনো [illegible]॥

শ্রীগৌরধামের অত্যদ্ভুত মহিমা শাস্ত্রে শ্রুত হয় না, অহো! সেই অনাচারী যেন স্বপ্নেও আমার কর্ণপথে আগমন না করে; যে সকল খলব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লাসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিম্বা সম্ভাষণের বিষয় না হয়।

আমরাও ত্রিদণ্ডিপাদের সেই আদর্শানুসরণে আজ হে বিশ্ববাসিন্, তোমাদিগের নিকট গলললগ্নীকৃতবাসে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তোমরা অসজ্জনগণের যাবতীয় প্রলোভন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন-রঙ্গে প্রমত্ত হও। তোমাদের জন্যই আজ বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবের আয়োজন—বিরাট পরিক্রমা মহামহোৎসব

চারি-আশ্রমে অবস্থিত সকল ব্যক্তিগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আধিক্য বা লঙ্ঘন-প্রভৃতি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের নানাবিধ পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা বাহ্যিক-অনুষ্ঠানের বিচারে অবকাশব্যাপী স্ব-স্ব-গুরু পূজার স্মারক দিবস। এই অকিঞ্চন ত্রিদণ্ডিগণের [illegible] নিত্যকালে শ্রীব্যাসানুমোদিত যে হরিসেবায় সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহাদের হইতে বিচ্যুত না হইয়া সেই সকল আলোচনার নিযুক্ত থাকিলে, কোন দিন বর্ত্তমানে প্রাকৃত বর্গ ও শ্রীগুরুবর্গের অভীষ্ট বিষয়ে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত হইবে।

শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর "শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ" বুঝাইলে শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট যে শুদ্ধ ভগবৎসেবা, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুভানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূজ্যপাদ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আদিগুরুকে আত্মপ্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন
ভূতলে,
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

আমরা অকিঞ্চন এবং পতিত হইলেও শ্রীগুরুবর্গের প্রদর্শিত-পথে অগ্রসর হইয়া গুরুপূজা-বিধানরূপ সেবা-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইবার দাবী রাখি। পরম-করুণ-পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম প্রদান-লীলা—যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য দিয়া, ভোগ-বৈমুখ্যরূপ রোগমোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের শ্রীব্যাসপূজার উপায়নাদর্শ হউক; এতৎপ্রসঙ্গে আমরা প্রয়োজনতত্ত্ব কৃষ্ণপ্রেমারূঢ় উদ্দেশ লক্ষ্য করি এবং তদুদ্দেশে অভীষ্টলাভে আনুষ্ঠানিক-কার্য্যে শ্রীগৌরের প্রকৃষ্ট বদান্যতা অনুসরণ করিবার যত্ন করি। দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ-বস্তুর ধারণা-বিষয়ে-সম্বন্ধে আমাদের উপাস্য-বিচারে যে মলিনতা প্রবেশ করিয়াছে, যে সত্য-বিষয়-সেবায় কালোচিত আবরণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাদৃশ সেবা নৈপুণ্য সুকৌশলভাবে অপসারিত করিয়া কৃষ্ণপ্রীতিকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া জানিব। সেই কৃষ্ণপ্রীতি অর্জ্জন করিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আহ্বান-কালে সামাজিক সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির আনুকূল্য লক্ষ্য করি। কৃষ্ণেতর বিষয়-সেবায় আমাদের কোন মঙ্গল হইতে পারে, এরূপ দুরাশায় আমরা যেন আত্মবঞ্চনা না করিতে নিযুক্ত না হই। ইহলোকে কৃষ্ণভক্তিই আমাদের একমাত্র আনুষ্ঠানিক বৃত্তি হউক।

কোন্ বস্তু কৃষ্ণ, এবং তাঁহার সেবার প্রকৃষ্ট-বিধান কি, তাহা শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশের মধ্যেই নিহিত

আছে। শ্রীরূপপাদ স্বীয় অনুগগণের প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া ভক্তিপথের নির্দ্দেশস্বরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পান করাইয়াছেন, তাহাকে অবগাহন করিবার জন্য সুযোগ দিয়াছেন। সেই সুশীতল অমৃত-পানে জীবন ধারণ করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণসেবা-রূপে প্রেমার্জ্জনে সমর্থ, তাঁহাদের শোকা-তীত অনুষ্ঠানে বর্ত্তমানে আমাদের ঔদাসীন্য বা উৈরাপেক্ষা হইলেও তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। কখনও সেবা বিনাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণেতরবস্তুর সেবা-ন্যূনাধিক গ্রথ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণেতরের জ্ঞানাভাবে আমাদের সেবা-প্রবৃত্তি বিপথ-গামিনী হইয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণপ্রেমলাভের সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণ-জ্ঞানের অভাবে কৃষ্ণেতর অজ্ঞান আমাদের সেব্যবস্তুরূপে পরিণত হইলে আমরা দার্শ-নিক কচ্‌কচি ও আত্মপ্রবিচারাপক্ষে ডুবিয়া যাই। তজ্জন্য অপারকরুণাময় শ্রীরূপপাদ তাঁহার অত্যন্ত অনুগগণের জন্য ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর দিকে যাইবার সরণি-দ্বার রুদ্ধ করেন নাই। উহাতে যে-সকল অপ্রার্থিত কণ্টক বর্ত্তমান থাকিলে আমাদের গন্তব্যস্থানে যাইবার পরিবর্ত্তে যন্ত্রণা উপ-স্থাপিত করিবে, তাহা হইতে রক্ষা-কল্পেই তাঁহার কৃপা। এই কৃপানুশাসন আমাদের নিয়ামক না হইলে আমরা প্রতি পদে-পদেই কৃষ্ণেতর-সেবায় নিযুক্ত হইয়া প্রেমার পরিবর্ত্তে কাম-প্রতিপাদ্য ভুক্তি ও জ্ঞান-প্রতিপাদ্য মুক্তি প্রভৃতিকেই প্রয়ো-জন-তত্ত্ব মনে করিব এবং চিরদিনের জন্য নিজ-মঙ্গল হারাইব। আমাদের জীবন কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হইলে প্রেমার পরিবর্ত্তে উহা দম্ভাধিকার ও মুক্তির উদ্দেশে বৃথা ব্যয়িত হইবে। হয় ত' একথা ঔপাধিক গগনে আদরের সহিত গৃহীত হইবে না, কিন্তু ভূতাকাশাতীত পরব্যোমে অবস্থিত না হওয়ায় শুদ্ধের বিচারে ঔপাধিক-চেষ্টার আবাহন নিত্যত্বের বিরোধী, কেবলজ্ঞানের পরিপন্থী এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের প্রতিযোগী হইয়া পড়িবে। মহা-বদান্য শ্রীগৌরসুন্দর যে অসামান্যদয়া-পর-বশ হইয়া জীবের দুর্গতি অপনোদন করি-বার জন্য স্বীয় বৈকুণ্ঠলীলা প্রদর্শন করি-য়াছেন, তদন্তর্গত শ্রীরূপোপদেশ—মনো-দর্শ্জীবীর নিকট অত্যদ্ভুত আশ্চর্য্য ব্যাপার। শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যলীলা শ্রীরূপগোস্বামী যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন,

শ্রীরূপানুগ-ভক্তবর্গের তাহা অবশ্য লভ্য। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ীয়গণের প্রাপ্তিপদ্ধতির সহিত বিশেষভাবে করিয়া স্বীয় স্বচ্ছন্দ-বৃত্তানুগমনে নিতুপ্রিয়জনের সেবা করি-বার রুচি প্রবর্ত্তন করিলে আচিরেই আমা-দের কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য হইবে।

'কৃষ্ণ'-শব্দ যদি মনোধর্ম্মের দ্বারা সেবিত হয়, তাহা হইলে আমরা অনেক-সময় কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জনগণের কুপরামর্শে প্রোৎ-সাহন করিতে রুচিবিশিষ্ট হইব না। শ্রীগৌরসুন্দর অত্যাশ্রিত-জীবগণকে মনো-ধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য হইতে বিরত করাই-বার জন্য বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ-সেবা-রহিত-অভিমান-বর্জ্জিত। অতএব বিমূঢ় কর্ত্তৃত্বে যে সেবকাভিমান এবং সেবা-পর্য্যায়, তাহা যেন আমাদের কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তিকে আবরণ না করে। স্ত্রী, পুত্র, ধন প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক ভোগপর অনুভূতি হইতে অবসর লাভ করিবার জন্য যে মায়িকী বুদ্ধি, তাহা যেন চিদ্‌বিলাসকে আবরণ করিয়া আমাদের নিত্যসেবা-দর্শনকে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রাহুরূপে গ্রাস না করে,—অষ্টাঙ্গ-যোগাদি-তিমিঙ্গিল যেন করালবদনে আমাদের অস্তিত্বকে গ্রাস করিয়া নিত্যসেবা হইতে বঞ্চিত না করে,—কর্ম্মজ্ঞানাদিশ্রম ভোগ ত্যাগ পিপাসা যেন আমাদিগকে কৃষ্ণসেবা-পথ হইতে বিভিন্ন-বর্ত্মে চালিত না করে;—আমরা যেন কোনদিনই সেবা-বিপরীত প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনে আত্মনিয়োগ না করি। যদি শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টপালনে আমরা পশ্চাৎপদ হই, তাহা হইলে শ্রীব্যাসপূজার পরিবর্ত্তে শ্রীব্যাস-গুরুর গহ্বরমুখে আমরা কৃষ্ণজ্ঞানে বঞ্চিত এবং ভক্তিবিমুখ হইব, আমাদের কৃষ্ণপ্রেমা-প্রাপ্তি সুদূরপরাহত হইবে। শ্রীরূপপাদ যেরূপভাবে মাদৃশ পাষণ্ড জীবগণের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট ধ্রুবতারা-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা যে পরিমাণ দূরে বিক্ষিপ্ত হইব, সেবা-বৈমুখ্য-বশতঃ আমাদের প্রয়োজনলাভচেষ্টাও সেই পরিমাণেই ব্যাঘাত ঘটিবে।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণজ্ঞানাভাবে ন্যূনাধিক বিপন্ন হয় বলিয়া ভববন্ধদগ্ধ অজ্ঞান ক্ষুদ্র ভাগ্যহীন আমাদের মঙ্গল-বিধানের জন্য শ্রীরূপানুশাসন-স্বরূপ শ্রীসনাতনগোস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামিদ্বয়ের পাদ-যুগল-বহ্নি দর্পণরূপে প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন। ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদের সুশীতল উপদেশ প্রত্যুপদেশরূপে কার্য্য করিতেছে। অদ্য শ্রীব্যাসপূজা-দিবসেও আমরা শ্রীল রঘু-গোস্বামীর নির্ব্বেদোপদেশ বিস্মৃত না হইয়া শ্রীমধ্বাচার্য্যাবলম্বিত শ্রীব্যাসানুগত্যের আদর করিতে পরাঙ্মুখ হইব না। শ্রীচৈতন্য-চরিত-লেখক শ্রীল কবিরাজগোস্বামী শ্রীরূপানুগপদদ্বয়ের উজ্জ্বলবিলাসের জন্য কাব্যোপদেশরূপে লীলাব্যাপনাদ্বারাই আমা-দের যে মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, তদ্দ্বারে তাহার অনুগমন করিয়া আমাদের জীবন ধন্য করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগত্যে শুদ্ধ আদর্শ বিধান করিয়া আমাদিগকে শ্রীব্যাসপূজা করাইতে শিখাইয়াছেন। আজ সে-সকল কথা বিস্মৃত না হইয়া আমরা শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তিঠাকুর-রচিত শুদ্ধভক্তের বাণী হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবানুপ্রবৃত্তির অনুগমন করিতেছি। যিনি এক-ভাবে শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের অবিরত বাধিত অবস্থানবস্থায় শ্রীচৈতন্যরূপ বিস্তৃত করিবার জন্য স্বধামে স্বীয় অলৌকিক ভজন-সম্পত্তিস্বরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্তি-বিনোদের অদৃষ্টপূর্ব্ব কল্যাণবাণী উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার লেখনী আমাদের শ্রীরূপানুগত-ভক্তবর্গের হৃদয়ে স্থাপিত আলোকস্তম্ভরূপে একমাত্র নিদর্শন-স্বরূপ হইয়াছে এবং তাদৃশ হরিসেবাময় জীবন যাঁহার অসামান্য কৃষ্ণেতর বিরক্তির পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছে, সেই কুঞ্জ-বিপিনের নিত্যাধিবাসিদ্বয়ের পূজায় আমরা অদ্য কোন্ কোন উপাদানদ্বারা অঞ্জলি প্রদান করিব,—এই জিজ্ঞাসার ফলে বহু কুসুমরাজির সন্ধান পাইয়াছি। যে সকল পুষ্প—ভগবানের আত্মপ্রিয়—ভগবদ্ভক্তের আত্ম-প্রিয়, সেই প্রসূনসমূহ পুনরায় আপন হও-য়ায় বৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রীর সেবায় সমর্পণ করি-বার সুযোগ পাইয়াছি। আর অদ্য শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট তথা শ্রীরূপ ও রঘুনাথ-মনোঽভীষ্ট-কল্পতরুর সেচন-সম্বর্দ্ধন কল্পে যাঁহারা গৌড়ীয়-ভক্তবর্গের অভীষ্টসাধনে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সেসকল বর্ত্তমান পুষ্পসমূহেরও বন্দনা করিতেছি। তাদৃশ ভক্তিপ্রসূন-সমূহই অদ্য আমার শ্রীব্যাসপূজার সজীব উপাদান। ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার যোগ্যতা তাঁহার—যাঁহারা আশ্রয়বিগ্রহেরই আছে। তাদৃশ আশ্রয়বিগ্রহের কিঞ্চিৎ আংশিকী সেবা আমা-দ্বারা সম্পাদিত হইলে আমার প্রবৃত্তির সফলতা হইবে। শ্রীবার্ষভানবীদয়িতের অতুল প্রেমসেবা পঞ্চপ্রকার চিন্ময় রতিদ্বারা সাধ্য হইলেও উহা—অনাবৃত্তিবশির জনগণের নিতান্ত দুরধিগম্য ব্যাপার। আমার ন্যায় অকিঞ্চন পদাশ্রিত বৃন্দাবনের কুসুম হইবার যোগ্যতা নাই; তথাপি কৃষ্ণপ্রেমের উপযোগি পুষ্পসমূহের সুগন্ধের সঙ্গপ্রভাবে আরোপিত সেবায় সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার বাসনা একেবারে পরিহার-সামর্থ্যও আমার নাই। তাই বড় আশা হয় যে, শ্রীগুরু-কালের অর্যামিষ্ট একটী দিবস কৃষ্ণকাননের কুসুম-সমূহ চয়নপূর্ব্বক শ্রীব্যাস-পূজার বাসরে নিত্যকাল কৃষ্ণসেবায় অর্পণ করি।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী লিখিত)

সতীকুণ্ড হইতে পদব্রজেই চণ্ডী পাহাড় দর্শনান্তিলাষে যোজা রাস্তায় জঙ্গল হইয়া পুনরায় জনগণে উপস্থিত হইলাম। এ সকল দেশে রাস্তাঘাট প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচুর শস্য প্রভৃতি পাওয়া যায়। আমার মতে খাঁটি গব্য দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। জলন্ধর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা যেরূপ গোসেবা করেন, সেরূপটী অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এদেশে (বাঙ্গালা দেশে) বাঙ্গালীগণ গোজাতির উন্নতি দেখায় উদাসীন। বড় দুঃখের বিষয় যে খাঁটি দুগ্ধ খাঁটি ঘৃতের মত অমূল্য *vegetable* ঘৃতই এখনকার একমাত্র সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমনটি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রধান কারণ অনুমিত হয়, যে সকল দেশের অধিবাসীরা বহু বেশী পরিমাণে আমিষাশী, সেই সকল দেশে দুগ্ধ-ঘৃত ভক্ষণেরই প্রয়োজন বোধ না করায় গোজাতির জাতির ধ্বংস হয়। পশ্চিম ভারতে একটী ছাগী যত দুগ্ধ দেয়, বঙ্গদেশে বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গে ৩টী খুব ভাল গাভী হইতেও সেই পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অবশ্য আমরা অজ্ঞতা নিবন্ধন একটা গোঁজা মিল দেওয়া কৈফিয়ৎ দিয়া থাকি "এদেশে জল-বায়ু ভাল নহে, তাই মনুষ্য জাতি হইতে পশু জাতি পর্য্যন্ত ক্ষীণকায়।" যদি তাহাই হইত তবে শুধু পালিত জন্তুতে ইহার বিপর্য্যয় দেখা যায় কেন? অরণ্য সকল-জন্তু-ও হইত হৃষ্টপুষ্ট দৃঢ় ও সবল-কায়, তাহারাও তো এই দেশের আব-হাওয়াতেই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। সুতরাং এরূপ ধারণা সর্ব্বৈব ভ্রমাত্মক। আমরা যে-সংযম অভাবে ক্ষীণজীবী, জীর্ণ-কায় আর আমাদিগের আশ্রিত প্রাণী সমূহগুলিও আমাদিগের অবহেলা-দোষে যথোপযুক্ত খাদ্য হইতে বঞ্চিত, তাহার বিচার শতকরা প্রায় শত জনই করি না।

এই সকল কথা ভাবিতেই আসিলাম। এমন সময় কোনও দুগ্ধ বিক্রেতাকে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই, তুমি আমাকে খাঁটি গরম দুগ্ধ দিতে পার?" লোকটী আমার কথা শোনা মাত্র বলিয়া উঠিল "এখানে দুধ-ঘি সবই খাঁটি, কোথাও ভেজাল নাই; এ অভিজ্ঞতা সবই মহে।" এই বলিয়া কিছু গরম দুগ্ধ আমাদিগকে দিয়া ১০ আনা সের হিসাবে দাম লইল। আমরাও দুগ্ধ পান করিয়াই জল-পিপাসা মিটাইয়া চলিলাম। তখন বেলা অপরাহ্ণ হইয়া; এই দিকেই চণ্ডী

বৈকুণ্ঠবাণী

(প্রাপ্ত)

যে বাণী কুণ্ঠা (মায়া)-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, যে বাণী শ্রবণে জীব-হৃদয়ের অনাদি কালের আবার দর্জ্জয়ী ছিন্ন হইয়া যায়, যে বাণী কুণ্ঠা-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত একনিষ্ঠ অধোক্ষজ সেবাপর মুকুকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব-কর্ত্তৃকই কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য, যে বাণী মায়িক দেহাত্মাভিমানী জীবসমূহের স্পর্দ্ধায় কীর্ত্তিত ও শ্রুত হন না, যে বাণী দেব, ঋষি, পিতৃগণ-প্রমুখ মনুষ্য সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন-স্পর্দ্ধার সীমায় পদার্পণ করেন না, যে বাণীর বিচারক একমাত্র অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ-সেবক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সেবক, সেবক-সেবক ব্যতীত অচৈতন্য জড় সেবক (অন্য কেহ) স্পর্দ্ধা করিলেও বাচালতা বা ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, যে বাণীর অভিধা-অভক্তসম্পদ, প্রাকৃতিবোধ অভিধানের কলেবর বর্দ্ধনের নিমিত্ত নহে, যে বাণী আত্মস্বরূপ একই সুরে, একই বর্ণে, একই সূত্রে গ্রথিত, যে বাণী দেহ-মনোধর্ম্মোত্থ যাবতীয় প্রাকৃত বাণীকে নিরাস করিতে সমর্থ, যে বাণী অভক্তি—অসিদ্ধান্ত-বাগাড়ম্বর নিঃশেষিত করিয়া, ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী সারাৎসার রূপে স্থাপন করিতে সমর্থ, তাহাই বৈকুণ্ঠ বাণী।

বৈকুণ্ঠ বাণী অর্থে সনাতন কথা, যাহা অধুনাতন, নূতন, পুরাতন বিশেষণের অপেক্ষা করে না, নিত্যকালই সুপুরাতন, নিত্য নূতন, সনাতন যাহা, তাহাই বৈকুণ্ঠ-বাণী। আমরা হরিবিমুখতাবশতঃ বহু কাল যাবৎ অপুরাতন, সনাতন বৈকুণ্ঠধামচ্যুত হইয়া এই জগতে মায়ার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (পার্ম্মানেন্ট সেটেলমেন্ট) লইয়া ব্যস্ত আছি। এখানে অসনাতন অধুনাতন দেহ-মনোধর্ম্মোত্থ বাগজালে আবদ্ধ থাকায় বৈকুণ্ঠবাণী সনাতন কথা শুনিতে আমাদের নিকট অশ্রুত-পূর্ব্ব নূতন ভূত ও ভিন্নাকার বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। ইহা কি অল্প দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক? জীবের যখন চরম দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, তখনই এইরূপ পরিপূর্ণ বিবর্ত্তবাদ উপস্থিত হইয়া বিবর্ত্ত-বিলাসে রত হয়। আমরা কি ঠিক তাহাই নহি? যে জন্য বৈকুণ্ঠ বাণী—ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীকে উপেক্ষা করিবার অবসর খুঁজিয়া মায়ার মন যোগানো কথাগুলিই বেশ করিয়া কাণ পাতিয়া শ্রবণ করিতেছি।

আমরা আমাদিগের মাপ কাঠিতে যাহা পাই না, তাহা বিশ্বাস করিতে চাহি না। বৈকুণ্ঠ-বাণী যে মাপ কাঠির বাহিরের বস্তু, তাহা আমাদিগের বালসুলভ চপলতা বুঝিতে দেয় না। সনাতন যাহা, তাহা কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। আবহমান কাল, এমন কি অনাদি কালেরও আদি হইতে বৈকুণ্ঠ-বাণী সনাতন কথা। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগচতুষ্টয় একত্র যোগে দিব্য-যুগ নাম ধারণ করে, এই দিব্য-যুগ একাত্তর বার গত হইলে একজন মাত্র মনুর শাসন-কাল শেষ হয়। এই প্রকার চৌদ্দ মনুর শাসন কাল লোক-সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার (অর্থাৎ আমাদিগের পিতামহ বলিয়া প্রসিদ্ধ যিনি, প্রত্যেকব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আদি জীব যিনি তাঁহার) মাত্র এক দিবস বা কল্প।

৪৩২০০০ সৌরবর্ষ কলিযুগ × ২ = ৮৬৪০০০ সৌরবর্ষ দ্বাপরযুগ; ৪৩২০০০ × ৩ = ১২৯৬০০০ সৌরবর্ষ ত্রেতাযুগ; ৪৩২০০০ × ৪ = ১৭২৮০০০ সৌরবর্ষ সত্যযুগ। সুতরাং (৪৩২০০০ + ৮৬৪০০০ + ১২৯৬০০০ + ১৭২৮০০০) × ৭১ × ১৪ এই অঙ্কটী সরল করিলে যতগুলি সংখ্যা হয়, তত সৌরবর্ষ অর্থাৎ = ৪২৯৪০৮০০০০ সৌরবর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ুর এক দিন মাত্র। "পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ-ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ ব্রহ্মার একদিনে তিঁহ একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥" আমাদের ব্রহ্মার পরমায়ুর পরিমাণের অতি ক্ষুদ্র অংশ, একদিনের হিসাব মত বৎসর হিসাবে ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের হিসাবতো বাকিই রহিল—এক ব্রহ্মাই সাতটি বিভিন্ন জন্মে বাস্তব সত্য, নিরস্ত কুহক সত্য, সনাতন কথা, বৈকুণ্ঠ বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এখন মনুষ্যের কতটুকু পরমায়ু আর কতটুকু বুদ্ধিবৃত্তি তাহা লইয়া সেই বৈকুণ্ঠবাণী, বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপিতে যাইবে? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত জন ভিন্ন বৈকুণ্ঠবাণীর কোন ও সন্ধান পাইবে না। প্রাকৃত জড় বিচারে অধুনা এই বৈকুণ্ঠবাণী বিপন্ন ও মনঃসংখ্যা দ্বারা প্রপীড়িত হইলেও সনাতন কথা কখনও অধুনাতনে আবৃত হইতে পারে না। সর্ব্বত্রই বিজয়তে।

পাহাড় দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিতে পারিব না, সে সংবাদটী ইহারো মধ্যেই সংগ্রহ করিলাম। কারণ সেতী ঘাট হইতে চণ্ডী পাহাড়ে, চণ্ডী মন্দির আন্দাজ ১০ মাইলের উপর রাস্তা হইবে। বিশেষতঃ পাকদণ্ডী পথ রাস্তা কোন স্থানে এক মাইল অতিক্রম করিতেই একটি ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং বাধ্য হইয়া এবারকার মত ঐ স্থানটী দর্শন মুলতুবী রাখিলাম। অবশ্য সঙ্গের সঙ্গী সাথী যাহারা ছিলেন তাঁহারা, যে এ জন্য আমাকে আন্তরিক পুরস্কার প্রচুর পরিমাণে দেন নাই, সেই কথা তাঁহারা অস্বীকার করিলেও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত এখনও স্বীকার করিতেছি। ভাবিলাম নানা বাধা বিঘ্ন সঙ্কুল পাকদণ্ডী, জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তায় শিকারীগণের শিকার হইয়া অবশেষে বাঘ ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আহারূপে দান করিব কেন? কনখল টাউনের অতি সন্নিকট মনসার পাহাড়, এখানেও একটী মন্দির দেখা যায়, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত চলিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া, সরডাঙ্গা, সোনডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গানগরীর চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গানগর) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা ভক্তাদ্দে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন 'ভেট' প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে শয্যাদ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাই করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)		মধ্যাহ্ন	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—		১০—৫০	১—৩২	
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)		
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ		৩—৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	·৫৫	·৮৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে পুন যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া অপেক্ষা কম সময়ে ও কম ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ এখনও আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৪৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা ৩৷৷০ টাকা

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ টাকা, বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /৵

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	২৷৷০
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	২৲
৩।	আচার ও আচার্য্য	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃত (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷৷০
।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷৷০
।	সারককণ্ঠমাণ	
।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৷৷০
।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷৷০
১২।	ব্রজবধূ	১৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্যাভূষণ-ভাষ্য, বক্তৃবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	৩৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।১০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃত (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা চৈত্র, শনিবার—১৩৩৫

পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা

আজ পরিক্রমার প্রথম দিবস—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমা। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টার এক সুমধুর ঐকতানসহ সহস্র সহস্র কণ্ঠ-নিঃসৃত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়ধ্বনি-মিলিত এক মহা বৈকুণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইয়া দিগ্দিগন্ত মুখরিত করিল। ভক্তগণ বিপুলজয়ধ্বনি ও মহানাম-সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শ্রীমন্দিরের আরাত্রিক দর্শনপূর্ব্বক গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনান্তে "জীব জাগ, জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥ এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'। হরি-নাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি" বলিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন। এদিকে 'সাজ' 'সাজ' বলিয়া সাড়া পড়িয়া গেল। যাত্রিগণ সুপ্তচিত্ত-উদ্বোধনকারিণী সেই গীতি শ্রবণে ত্বরা করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী-হস্তে শ্রীমন্দিরের নাট্যপ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিসহ উচ্চস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমায় বাহির হইলেন। এই মনোহর দৃশ্য বর্ণন করিবার ভাষা নাই, একমাত্র উপলব্ধিরই বিষয়।

পরিক্রমা-সম্প্রদায় আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন শ্রীব্রজপত্তনক্ষেত্র, শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে (১) শ্রীঅদ্বৈতের টোলবাড়ী—যেস্থানে, মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈত জলতুলসী দ্বারা পাঞ্চরাত্রিকবিধানানুসারে কৃষ্ণারাধনা করিয়া গৌরকৃষ্ণকে জগতে আনিয়াছিলেন, তৎপরে শ্রীঅদ্বৈতভবনের দশধনু দক্ষিণে (২) মহাপ্রভুর মহা-সঙ্কীর্ত্তনস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন বা খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা অর্থাৎ যেখানে তাৎকালিক সহর নবদ্বীপের বিচারক চাঁদকাজী কীর্ত্তনীয়া নাগরিকের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, তৎপর (৩) শ্রীযোগপীঠ অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌরজন্মভিটা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-গৃহ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও পরিক্রমা করিয়া 'গঙ্গার তীরে তীরে পথে' ক্রমে (৪) মহাপ্রভুর নিজঘাট অর্থাৎ যে ঘাটে মহাপ্রভু নিজ ভক্তগণের সহিত জলকেলি করিতেন, (৫) মাধাইয়ের ঘাট—যে ঘাটে বসিয়া গৌরনিত্যানন্দের কৃপা-প্রাপ্ত মাধাই গোরাদেশে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবনরূপ সাধন করিয়াছিলেন, (৬) বারকোণা ঘাট—যেখানে মহাপ্রভু পড়ুয়া-বেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনা লীলা করিতেন এবং যেখানে দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর বিদ্যা-গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন, (৭) নাগরিয়া ঘাট প্রভৃতি হইয়া (৮) পুরাতন গঙ্গানগর—যেখানে গঙ্গাদাসপণ্ডিতের টোল ছিল, সেই সকল স্থান পরিক্রমা করিয়া উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই কাজীর সমাধির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই চাঁদকাজী কৃষ্ণলীলায় কংস ছিলেন। ইনি প্রথমে কীর্ত্তন-বিরোধী ছিলেন, পরে মহাপ্রভুর কৃপায় মহাপ্রভুর বিশেষ অনুগত হন। পরিক্রমা-সম্প্রদায় কাজীর সমাধি বন্দন ও পরিক্রমা করিয়া মহাপ্রভুর সময়কার শঙ্খবণিক ও তন্তুবায়পল্লীর স্থানসমূহ পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীধরঅঙ্গন—যেস্থানে শ্রীধরের কলা বাগান ছিল—শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে আসিয়া শ্রীধরের নিকট হইতে থোড় কলা মোচা লইয়া যাইতেন ও তাঁহার সহিত আনন্দ-কোন্দল করিতেন এবং শ্রীধরের শতছিদ্র লৌহপাত্রে জলপান করিয়াছিলেন, সেইস্থানে আসিয়া উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। এই স্থান শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন-বিশ্রাম স্থল। পরিক্রমাকারি ভক্তগণও কিছুক্ষণ কীর্ত্তন-বিশ্রামের পর শ্রীচৈতন্য মঠের পথ ধরিলেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অপূর্ব্ব শ্রীমন্দির পরিক্রমাপূর্ব্বক দণ্ডবৎ-প্রণামান্তে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। মুহুর্মুহুঃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে লাগিল—ভাগ্যবান্ ভক্তগণ এ আনন্দের পারসীমা খুঁজিয়া না পাইয়া অত্যন্ত উল্লাসভরে প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদকণ্ঠে শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

"সুরাধার ভাবে যাঁর স্বর্ণ-বর্ণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন॥
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ-গৌরহরি।
নবধা-ভক্তিতে যাঁরে উপাসনা করি॥
নিগম যাঁহারে ব্রহ্মপুর বলি' গান।
পরব্যোম শ্বেতদ্বীপে বর্ণয় পুরাণ॥
রসিকপণ্ডিত যাঁরে ব্রজ ধাম' কয়।
বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময়॥
কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অন্তর্দ্বীপ বন-মাঝে পাইব দেখিতে॥
গণসহ গৌরচন্দ্র নর্ত্তন-বিলাস।
দেখি প্রেম মূর্চ্ছাবেশে ছাড়িব নিশ্বাস॥
নবদ্বীপ-মহিমা যে শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয়।
এধাম বৈভবে যার না হয় উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি না করি সম্ভাষ॥
শ্রীগর্দ্দভী সজ্জনেশ্বর কিবা কাজ।
বিপ্র পুত্র বিদ্যা যবে শীঘ্র গড়ু লাজ॥
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য॥
যথা রক্তচ্ছটাময়ী ভূমি সুকোমল।
ধন্যমৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল॥
বৃক্ষলতা ফুল ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন॥"

মহামন্ত্র

বস্তুর আদিম নিদর্শন সংজ্ঞা বা নাম। জড়বস্তুর রূপের সহিত, গুণের সহিত ও ক্রিয়ার সহিত বস্তুসংজ্ঞা বা নামের ভেদ আছে। নাম কিছু রূপ নহে, নাম কিছু গুণ নহে, অথবা নাম কিছু ক্রিয়া নহে। নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার অন্তরালে মায়া অবস্থান করে বলিয়া আমরা বস্তুর নাম রূপাদির পার্থক্য বুঝিতে পারি। দ্বৈতজ্ঞান নিবন্ধন একই বস্তুর বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় মধ্যে মায়িক বা মায়িকা লইবার উপযোগিতা বর্ত্তমান। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান মায়াতীত বৈকুণ্ঠবস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির মধ্যে মায়িক ভাব অবস্থান করিতে পারে না। তাহা অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া প্রকৃতির অতীত বস্তুতে মায়িক ব্যবধান-ঘটিত রূপগুণাদিতে ভেদ উৎপন্ন হয় না। হরি বস্তুটি অপ্রাকৃত, ইহা প্রকৃতির সৃষ্টবস্তু সমূহের অন্তর্গত নহে। পক্ষান্তরে হরি হইতেই প্রকৃতির উদয় মাত্র। হরি প্রাকৃত বস্তু না হওয়ায় নাম ও নামীর মধ্যে প্রাকৃত মায়িকা লইবার যোগ্যতার অবসর নাই; অপ্রাকৃত হরিনামে ও প্রাকৃত মায়িকবস্তুসমূহের নাম দ্বারা ভিন্ন পরিচয়াদি।

মনকে যাহা ত্রাণ করে, তাহাই মন্ত্র। মন নানা জগতের ভোক্তারূপে ও নানাবিধ বস্তুসমূহ উপভোগে সমর্থ। যে অনুষ্ঠান মনকে বাহ্যবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইতে রক্ষা করে, তাহা মন্ত্র। বাহ্যবস্তুর ভোক্তা মন অন্তঃস্থিত বস্তুতে নিবিষ্ট হইলে তাহার বাহ্যবস্তু উপভোগ করিবার অবকাশ হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যজগতে ভ্রমণশীল হইলে মনের দ্বারা ভোগ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়-দেবগণ উপাস্য-বস্তুতে পরিণত হইলে তাহাদের বিষয়-ভোগ অর্থাৎ বাহ্যরূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি গ্রহণ। তাহারা সংযত হইয়া অন্তঃবস্তুর আনুগত্যে নিযুক্ত হইলেই মনের পরিত্রাণ হয়। মনের পরিত্রাণসমূহই সাধন। মন্ত্রকেই সাধন বলা হয়। আসক্তমন নিগৃহীত হইলে মন্ত্রসিদ্ধি। অতএব বস্তুসমূহের বহুত্ব ঐকান্তিকতার বিরোধী। বহুত্ব-নিবন্ধন বহু বস্তুর সেবক হওয়া মন্ত্রসিদ্ধির ব্যাঘাতমাত্র।

অনিয়ন্ত্রিত অসংযত মনকে পালন করিতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। তখন তিনি সাধনকার্য্যে রত বলিয়া সাধক নামে কথিত হন। অনর্থযুক্তভাব-সমূহে তাঁহাকে যে কালে উদ্বেলিত করে, সেই কালে অনর্থ-হস্ত হইতে মুক্তি-লাভের জন্য তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ। উক্ত অবস্থায় অনর্থনিবৃত্তোন্মুখ হইলে তিনি মুক্তমন হরিনাম গ্রহণে উপযোগী হন। মুক্তানর্থ ব্যক্তিই শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন। মন্ত্র অনর্থযুক্ত জীবকে অনর্থমুক্ত করে; নাম অনর্থমুক্ত ব্যক্তিকে কৃষ্ণপ্রাপ্ত করায়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জীবের সংসার হইতে উদ্ধার করেন। সংসারমুক্ত বিষয়বাসনারহিত মুক্তকুল শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিনাম গ্রহণে উপাসনা করিতে সমর্থ হন। নামে সম্বোধনের পদ; মন্ত্রে নামে চতুর্থ্যন্ত-যুক্ত অহঙ্কারনিরোধক সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট। সম্বোধনকারী সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট, সম্প্রদানকারী অহঙ্কার নিযুক্ত হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী।

চতুর্থ্যন্ত প্রণবযুক্ত পদ বা নমঃ সম্বলিত মন্ত্রে নাম আছে, তথাপি তাহার দাতৃত্ব নামের ভেদ এই যে, নাম নামীকে সম্বোধনের পদমাত্র। নামে সম্বোধন ব্যতীত অন্য কোন উক্তি নাই। নামের নিকট আত্মসমর্পণ বা অহঙ্কারনিবৃত্তি জ্ঞাপনাত্মক মন্ত্রের উদ্দেশ্য। সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বোধনই যথেষ্ট। যেকালে জীব সাধনরাজ্যে প্রবেশ করেন, তাহার মন্ত্রগ্রহণই

প্রধান অনুষ্ঠান। জপ দুইপ্রকার মানস জপ ও উপাংশু জপ। জপবিচারে উচ্চারিত শব্দ অপরের কর্ণগোচর হইলে নিজের জপের সফলতা হয় না সেজন্য অল্প বা লঘুউচ্চারণ-যুক্ত উপাংশু জপ অপেক্ষা মানসজপ অর্থাৎ যেখানে উচ্চারণ কার্য্য মনে মনে সম্পাদিত হয়, তাহার শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কথিত হয়। জপদ্বারা কেবল জপকারীর স্বার্থ সিদ্ধি হয়, পরের তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না, কিন্তু জপবিচারে উপাংশু জপাপেক্ষা মানস জপ সর্ব্বসিদ্ধির অধিক সফলতা। জপ ও কীর্ত্তনের মধ্যে ভেদ এই যে, জপকারী নিজে স্বার্থপর, কিন্তু কীর্ত্তনে জীবদয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেদীপ্যমান। যদি কীর্ত্তন না থাকে, তাহা হইলে ব্যাপক সম্প্রদায়ের উৎপত্তির অভাব ঘটে। মন্ত্রের আকর্ষণ কীর্ত্তনমুখেই হয়, পরে তাহাতে স্বধোন জপের অবলম্বন হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি একাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে—

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক পুরাণে বেদে ধরি ॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ।
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন ॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন ॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসংকীর্ত্তনে ॥
নারদীয় পুরাণে এমত দৃষ্টান্ত—
জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ ॥
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্
পুনাতি চ ॥

কীর্ত্তনের সংজ্ঞানিরূপণে শ্রীজীব গোস্বামী বলেন :—

নামরূপগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।
মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ এই (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য ২৩ অধ্যায়)

প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণনাম গুণ বই না বলিহ আর ॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
প্রভু বলে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

মহামন্ত্রের মানস জপ হইতে পারে, মহামন্ত্রের উপাংশু জপ হইতে পারে, আবার মহামন্ত্রের কীর্ত্তন হইতে পারে। উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনের কথা ক্রমসন্দর্ভ ৭ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়ে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন যে নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্। অত্র স্বপোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা। অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব। সুতরাং চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনভক্তির অন্যতম জপকার্য্য কীর্ত্তন-যোগেই করিতে হইবে। ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার অভিপ্রায়েই "সর্ব্বক্ষণ বল" এইরূপ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উপাংশু বা মানসজপাদি কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিযোগেই কর্ত্তব্য ইহাই গৌরসুন্দরের অভিমত। 'বল' এই বাক্য এবং 'সর্ব্বক্ষণ বল' প্রভৃতি বাক্যে জপ কিরূপে করিতে হইবে, তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। পুনরায় কীর্ত্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া উক্তিতে মহামন্ত্র জপ কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া উক্তিতে মহামন্ত্র জপকীর্ত্তন এবং অনেকে একত্র হইয়া ঘরে এবং নগরে করতালি সহ কীর্ত্তনের স্পষ্ট আদেশ থাকিতে অন্য মন্ত্রের ন্যায় কেবল জপের ব্যবস্থা নিরাকৃত হইয়াছে। আধুনিক সারগ্রাহিতাহীন ভারবাহিসম্প্রদায়ের মহামন্ত্রে কেবল জপপ্রথা প্রচারটী কুপ্রচার ও অসৎসিদ্ধান্তমূলে উদ্ভাবিত বলিয়া অজ্ঞ জানিতে আর কাহারও বাকী নাই। এই সকল কুপ্রথা ও সিদ্ধান্তবিরোধ হইতেই মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে নবীন ছড়া সমূহের কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ছড়া কীর্ত্তন মনুষ্যের রচিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ অসম্বন্ধ নামসমূহ মহাপ্রভুর মতবিরোধী। অনর্থযুক্ত জীব মন্ত্র রচনা করিতে অধিকারী নহেন। মন্ত্র শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে প্রাপ্তব্য। যে গুরুসজ্জায় সজ্জিত জীব নিজ অনর্থবৃদ্ধির জন্য কল্পিত নাম মন্ত্র রচনা করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠান কোন ব্যক্তিই আদর করিতে পারেন না। তৎস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্।

শ্রীনাম সংকীর্ত্তন না মায়ার কীর্ত্তন?

(প্রাপ্ত)

সংকীর্ত্তনৈক পিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হরের্নাম শ্লোক দ্বারা ইহাই উপদেশ করিয়াছেন যে, কলিকালে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি অবলম্বনে জীবগণ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই তারক ব্রহ্ম শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ও নির্বন্ধ করিয়া জপ দ্বারাই পরম প্রয়োজন প্রেমভক্তি যাহা ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও সুদুর্লভ এই কলিকালে জীবগণ অনায়াসে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহাই মহাপ্রভুর আদেশ।

কলিযুগে শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত জীবের স্বরূপতত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) জানিবার যদি অন্য কোনও উপায় থাকিত, তবে স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর "চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং" হইতে "স এব নাপরঃ" পর্য্যন্ত শিক্ষাষ্টকে শুদ্ধ হরিনাম কীর্ত্তনেরই সমর্থন ও বিধান করিতেন না। আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়—এইরূপ লোকশিক্ষক আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শ্রীনাম কীর্ত্তনটী অধুনা আমাদের ন্যায় মায়ানুচরদিগের কবলে আসিয়া বড়ই বিপন্ন। যদিও বা দেশময় শ্রীনামকীর্ত্তনের ছড়া ছড়ি, ছড়া ছড়ি, পাঁচমিশালি সাজ মিশালিভাবে এটা ওটা, এখান হইতে, ওখান হইতে ধার করিয়া জোড়া তালি দিয়া কীর্ত্তনের মত কোন রকমে মন বুঝানো গোছের একটা কিছু দাঁড় করানো হইতেছে, তাহাতে তাদৃশ ছড়া নাম-কীর্ত্তন হইতে শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষেরই প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে।

কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা উদ্দিষ্ট থাকিলে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত না হইয়া স্বয়ং মায়াই উত্তমরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই নামাপরাধ শ্রবণ-কীর্ত্তন-কারীর—সুবিধা দূরের কথা অসুবিধাই উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

শ্রীহরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনের তাৎপর্য্য সংসার ক্ষয়োন্মুখ হওয়া, মায়ার বন্ধন শিথিল হওয়া, অসৎসঙ্গস্পৃহা বিদূরিত হওয়া, নিবৃত্তানর্থ ইন্দ্রিয়বর্গের হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবোন্মুখী হওয়া, নামে রুচি, জীবে দয়া উদিত হওয়া, "আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্য প্রভু," এই স্বরূপ-তত্ত্বের উদ্বোধন হওয়া প্রভৃতি। উহাই যদি না হইল, তবে আমার শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা নামাপরাধ অর্জ্জন করিয়া ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র। কোন্ বুদ্ধিমান্ জনই কখনও বিচার-বিভ্রান্ত হইয়া নিষ্কণার কণসংগ্রহের ন্যায় তুষরাশি আঘাত করিতে ইচ্ছা করেন না। শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা যদি কোন সুবিধাই না হইল, তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, উহা শুদ্ধ কীর্ত্তন নহে; অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণ সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধবৎ নামাপরাধ মাত্র। উহা নাম-কীর্ত্তনের অছিলায় বা আবরণে মায়ার কীর্ত্তন হইয়া যায়। তথাকথিত কীর্ত্তনকারী তৃণাদপি সুনীচ নহেন, কপট; আম্নায় শ্রৌতপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেহাত্মবুদ্ধিতে মনোধর্ম্মোত্থ মায়ার বা ভূতের কীর্ত্তন জুড়িয়া দিয়া জগতে কেবল অনিষ্ট বিস্তার করেন। সুতরাং কোন্টী হরিকীর্ত্তন কোন্টি মায়ার কীর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য। শুদ্ধ কীর্ত্তনকারী ভাগবতগণই ইহার সুষ্ঠু বিচার অবগত আছেন। তাঁহাদিগের আনুগত্যে সকল বিষয়ের সুমীমাংসা শ্রবণ করাই একমাত্র বহুবিধ বিঘ্নসঙ্কুল সংসারে নিরাতঙ্কে বিচরণের ও আত্মকল্যাণ-লাভের পন্থোপায়।

লোকশিক্ষা না বঞ্চনা?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ॥"

অপরকে শিক্ষা দিতে হইলে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহাকে কর্ম্মে শিক্ষা দিতে হয়; নতুবা শুধু মুখের কথায় যে উপদেশ প্রদান করা যায়, তাহাতে শিক্ষার স্থায়িতা সম্পাদিত হয় না। জগতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-মূর্খ-পণ্ডিত-সাধু-অসাধু, বিবেচক-অবিবেচক, সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের চরিত্রানুসরণ সকলেই করেন। এখানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থে মানুষ স্ব স্ব মনোবিচারে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন, সেই সেই কার্য্য বিষয়ে তদ্রোধিক পটুতা দ্বারাই তদনুগ পক্ষিগণের নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। জাগতিক এই বিচারটী যেমন চির সত্য, পারমার্থিক ধর্ম্মানুসরণেও সেই প্রকার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আধুনিক লোকশিক্ষক পদবীলিপ্সু, লোক-শিক্ষকাসনে উপবেশনকারীর গুরু আনুকরণিক সম্প্রদায়, বেদানুগ শ্রৌতপন্থী আচার্য্যগণের শ্রীপদাঙ্কানুসরণ বর্জ্জন করিয়া, শাস্ত্রদ্বারা স্বয়ং শাসিত না হইয়া; শুধু মুখে টিয়া পাখীর ন্যায় বুলি আওড়াইয়া, অপরকেও অনুকরণ শিক্ষা দেওয়া একমাত্র মুখ্য কর্ত্তব্য স্থির করিয়া বসিয়াছেন। ইহাতে জগন্মঙ্গল বিধান হওয়ার পরিবর্ত্তে জগজ্জঞ্জালেরই নিদান হইতেছে। শাস্ত্রবাণী দ্বারা নিজে শাসিত হওয়া ও অপরকে শাসন করাই যথার্থ পাণ্ডিত্যের পাণ্ডিত্য বা লোকশিক্ষা। তদ্ব্যতীত বহু বহু বলীবর্দ্দের বহনযোগ্য অসংখ্য শাস্ত্রাদি কণ্ঠস্থ করিয়া "আমি যাহা করি তাহা করিও না, আমি যাহা বলি তাহা শোন" ন্যায়ে গোঁজামিল দেওয়া থাকিলে তিনিও ঐ প্রকার বঞ্চন করিলেন মাত্র। নিজের কল্যাণ ত করিলেনই না, শুধু বঞ্চিতই হইলেন। পরন্তু সহস্র সহস্র লোককে লোকশিক্ষকের সজ্জায় কেবল বঞ্চনাই করিয়া গেলেন। এরূপ আচরণ-বিহীন শিক্ষা কখনও শিক্ষা নামের যোগ্য নহে বরং শিক্ষা নামের কলঙ্ক! লোক-বঞ্চনা মাত্র।

শ্রীমায়াপুরে যাইবার পথ

যে সকল যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে, শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীযোগপীঠ, মহাপ্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তনস্থলী শ্রীবাস অঙ্গন, মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত ভবন, আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমঠ, ভক্ত চাঁদ-কাজির সমাধি-মন্দির, ভক্ত শ্রীধরের অঙ্গন প্রভৃতি পূত স্থানসমূহ দর্শনার্থ ও শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার্থ আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে কয়েকটী স্থান হইতে যাতায়াতের ট্রেণের সময় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কলিকাতা হইতে শ্রীমায়াপুর

স্টেশনের নাম	ট্রেণের নম্বর ও সময় ৫নং আপ ভোর	৪৭নং আপ প্রাতঃ	১৭নং আপ অপরাহ্ণ	৫৯নং আপ অপরাহ্ণ
শিয়ালদহ—	৬-৩৬	৮-৫৫	২-২০	৪-৫৪
রাণাঘাট—	আ ৮-০০ গাড়ী বদল ছা ৯-৪৭	আ ১২-৯ শান্তিপুর—বদল ছা ১২-২৪	৪-০ / ৪-১০	৬-৪৪ / ৬-৫২
কৃষ্ণনগরসিটি—	আ ১০-৩০ গাড়ী বদল ছা ১০-৫০	আ ১-১২ ছা ১-৩২	আ ৫-০ গাড়ী বদল ছা ৫-২০	আঃ ৭-৩২ গাড়ী বদল ছা ৮-২০
মহেশগঞ্জ—	১১-৩১	২-১৫	৬-৩	৯ ৩

শ্রীমায়াপুর হইতে কলিকাতা

মহেশগঞ্জ—	৫-৩৪	৯-১৪	১২-১৬	৩-৪	৬-৫৬
কৃষ্ণনগর—	আ ৬-১৫ গাড়ী বদল ছা ৬-৩৬	আ ৯-৫৫ গাড়ী বদল ছা ১২-২	১২-৫৭ / ১-১৭	৩-৪৫ বদল ৪-০	আ ৭-৩৭ গাড়ী বদল ছা ৮-১
রাণাঘাট—	৭-২৪	আ ১২-৪১ ছা ১২-৫৩	আ ২-৫ শান্তিপুর—বদল ছা ২-২০	৪-৪২ বদল ৬-২৫	৮-৪৫ বদল ১০-২০
শিয়ালদহ— (কলিকাতা)	৯-২০	২-৪১	৫-৩৭	৭-১০	১২-৩৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব মাত্র একক্রোশ। এই ষ্টেশন হইতে কিছু অগ্রসর হইলেই শ্রীচৈতন্যমঠের চূড়া দেখা যায়।

ঢাকা মেলে শ্রীমায়াপুর

ঢাকা ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ১১-৩০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ১২-২ মিনিটের সময় নারায়ণগঞ্জ আসে। নারায়ণগঞ্জে যাত্রিগণকে (এক্সপ্রেস) ষ্টীমারে উঠিতে হইবে। এই ষ্টীমার ১২-৪৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ৯-১০ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ ঘাটে পৌছে। তথায় ষ্টীমার হইতে ট্রেণে (ঢাকা মেলে) উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৯-৫৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ১০-৪৪ এ রাজবাড়ীতে, ১২-৩১ মিনিটে কুষ্টিয়ায়, ১-৩ মিঃ পোড়াদহ জংসনে এবং ৩-১৬ মিনিটের সময় রাণাঘাট পৌছে। রাণাঘাটে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ১১৭নং আপ ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৫-৫০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পৌছে। কৃষ্ণনগরে ট্রেণ বদলাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ১০-৫০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর হইতে ছাড়িয়া ১১-৩১ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জ পৌছে।

চট্টগ্রাম মেলে শ্রীমায়াপুর

চট্টগ্রাম মেল, চট্টগ্রাম হইতে রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ২ ঘটিকার সময় লাকসাম জংসনে এবং রাত্রি ৩-১০ মিনিটের সময় চাঁদপুরে পৌছে। চাঁদপুরে যাত্রিগণকে ষ্টীমারে আরোহণ করিতে হইবে। এই ষ্টীমার ভোর ৪॥০ ঘটিকার সময় ছাড়িয়া বেলা ১-৯০ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ-ঘাটে পৌছে। এখানে পুনরায় যাত্রিগণকে ট্রেণে (চিটাগাং মেলে) আরোহণ করিতে হইবে। উক্ত ট্রেণ ১-৪০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ২-১৬ মিনিটের সময় রাজবাড়ী, ৩-৩৬ মিনিটের সময় কুষ্টিয়া, এবং ৪টার সময় পোড়াদহ জংসন, এবং সন্ধ্যা ৫-৪৩ মিনিটের সময় রাণাঘাটে পৌছে। রাণাঘাটে যাত্রিগণকে পুনরায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ৬-৪৪ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর লোক্যাল ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণখানা ৭-৩২ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর পৌছে। তথায় ছোট গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রিগণ রাত্রি ৯-১ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জ পৌছিবেন।

কৃষ্ণনগর হইয়া [illegible]র

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৪০	১২—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেধার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাহ্নগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অকটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গানগর) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা ভক্তাঙ্গে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন ভেট প্রথা নাই**, এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে শয্যাদ্রব্যাদি বহনের ব্যবস্থা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপনের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড পর্য্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১৲, অগ্রিম গ্রাহকের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায় পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও মধ্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ এখনও আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৪৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে; গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসাবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা ৩।০ টাকা

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১।০; সাপ্তাহিক /০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	॥০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	২।০
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	২৲
৩।	আচার ও আচার্য্য	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷৵০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	॥০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৷৵০
১১।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬।০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিশ্বনাথ, বলদেব-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মর্ম্মভাষা	।০
১৫।	শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা চৈত্র, রবিবার—১৩৭৫

পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা

গতকল্য ভক্তগণ আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন, অদ্য অর্থাৎ ৩রা চৈত্র রবিবার শ্রবণাখ্য সীমন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়া পরিক্রমা হইয়াছে। পূর্ব্বদিবসের ন্যায় অদ্যও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শ্রীভগবানের মঙ্গলারাত্রিক দর্শন ও সংখ্যারক্ষিত উচ্চৈঃকীর্ত্তন শ্রবণান্তে পরিক্রমা-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর জয়গান করিতে করিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিজয়ধ্বজা-হস্তে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রবণাখ্য দ্বীপ-পরিক্রমায় বহির্গত হন। অদ্য পূর্ব্বদিবসাপেক্ষা লোকসংখ্যা আরও অনেক বেশী। মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ মৃদঙ্গ-করতালাদি সংযোগে সহস্র সহস্র কণ্ঠনিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তনরোল বিষয় কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া অতি পাষাণহৃদয়েও সেই চতুঃশতাব্দী পূর্ব্বের স্মৃতিগুলির উদ্বোধন করাইয়াছিল। তাহাতে "নদীয়ায় আবার বুঝি সে দিন আসিল—নদীয়া আবার প্রেমবন্যায় ডুবিল" বলিয়া স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা—সকলেই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নদীয়ার পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়াছিলেন। কেবল মৎসর পাষণ্ডিগণেরই চিত্তে সুখ নাই, গৌরভক্তগণের উচ্চকীর্ত্তনধ্বনি তাহাদের কর্ণে যেন শেলসম বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাই ভক্তগণ গাহিলেন,—

'অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥
কিরূপে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের উত্তরে সীমন্তদ্বীপ অবস্থিত। অন্তর্দ্বীপের উত্তর প্রান্ত বিধৌত করিয়া সুরধুনী আজও ক্ষীণকলেবরে কুলুকুলুনাদে অতীতের স্মৃতি গান করিতে করিতে প্রবাহিতা। সেই ক্ষীণস্রোতা গঙ্গা পার হইয়া যাত্রিগণ অত্যল্পকাল মধ্যেই সীমন্তদ্বীপে উপনীত হইলেন। যাত্রিগণ একটী অশ্বত্থবটমূলে উপবিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার জনৈক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য বিপ্রবর জগন্নাথ তনয় শ্রীল নরহরিদাস বা ঘনশ্যাম দাস ঠাকুরের শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশতরঙ্গ হইতে সীমন্তদ্বীপ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন

"এইস্থানে সত্যযুগে একদিন বৈষ্ণবপ্রবর কৈলাসপতি মহেশ্বরের শ্রীমুখে কলিযুগপাবনাবতারী সন্ন্যাসী শ্রীগৌরহরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবীশিরোমণি শ্রীপার্ব্বতীদেবী গৌরারাধনায় প্রবৃত্তা হন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দানপূর্ব্বক 'জীবোদ্ধারকল্পে কলিকালে শচীগর্ভে ও স্বধামসহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন' এই আশ্বাসবাণী প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পার্ব্বতীদেবী সেইস্থান হইতে গৌরপদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই দ্বীপের নাম—সীমন্তদ্বীপ। চলিত ভাষায় এই স্থানকে সিমুলিয়া বলে।

মহাপ্রভু কাজীকে উদ্ধার-মানসে কীর্ত্তন সম্প্রদায় লইয়া মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট হইয়া গঙ্গার নগর দিয়া এইস্থানে উপনীত হন।

বারকোণা ঘাট, নাগরিয়া ঘাট দিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেল সিমুলিয়া॥
* * *
নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥

অতঃপর পরিক্রমা-সম্প্রদায় সীমন্তদ্বীপেরই অন্তর্গত শরডাঙ্গায় শ্রীজগন্নাথদেব যিনি শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য বিরাজিত। এই স্থানটী অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র। একটি সুপ্রাচীন মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেব বলরাম ও সুভদ্রার সহিত বিরাজিত রহিয়াছেন। এবং শোলডাঙ্গা, মেধার চর বিশ্বপুষ্করিণী বা বেলপুকুর প্রভৃতি স্থান দর্শন, পরিক্রমা, সংকীর্ত্তনোৎসব ও তত্তৎস্থানে শ্রীশ্রীগৌরহরির লীলাবিবরণ পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হন।

আগামী বারে কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

কাজীর পাট

মহামুনি পাণিনি প্রাচীন ভারতের আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীগৌড়পুরের সংস্থানের কথা নিজগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। দার্জ্জিলিঙের গৌড়গিরি প্রভৃতি স্থানসমূহ পরবর্ত্তিকালে গৌড়পুরের অনুকরণে স্থাপিত হইয়াছে। গৌড় শব্দের অর্থ—সোনা। কেহ কেহ বলেন,—তেলেগু ও তামিল-ভাষার সহিত ঐ শব্দের সম্বন্ধ আছে।

ত্রিবিষ্টপের দেবগণ পুরাকালে সুরশব্দে কথিত হইতেন। তাঁহারা যে মদ্যপান করিতেন, তাহাই সুরা শব্দে পরবর্ত্তিকালে সুরবিদ্বেষিজনগণের দ্বারা গৃহীতার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, লোকের বৃত্তিগুলি বিবাদ-স্থলে আংশিকভাবে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রাপ্য হইয়াছে। কতকগুলি ব্যক্তির ভাগ্যে সোমরস পান, কাহারও ভাগ্যে পুষ্কর, কাহারও ভাগ্যে ইন্দ্রাশন, কাহারও ভাগ্যে মধু, কাহারও ভাগ্যে [illegible], এবং কাহারও ভাগ্যে গুড় নিজ নিজ অংশে পতিত হইয়াছে। কেহ বা অশ্বের অধিকারী, কেহ বা গো, কেহ অজ-মেষাদি হননে, কেহ বা কুক্কুটাদি মাংস ভোজনে অধিকার লাভ করিয়াছেন। সুগন্ধি পুষ্পবিভাগে কাহারও সুগন্ধপুষ্পের অধিকার, কাহারও বা নির্গন্ধ পুষ্পের অধিকার-ভেদ দেখিতে পাই। বর্ণভেদে অধিকার লক্ষ্য করিলেও জানা যায় যে, কেহ বা বেদশাস্ত্রে, কেহ বা রাজ্যশাসন, করগ্রহণাদিতে, কেহ বা বাণিজ্য-কোষাদিতে, কেহ বা এই ত্রিবিধ পর্য্যায়ের সহচরত্বে তাহাদের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত।

গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী—এই ত্রিবিধ পেয়-সুধাবোধে সুরাভেদ মধ্যযুগের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। প্রাচীন সভ্যতার যুগে অনার্য্যাবর্ত্তগামী বিলাস সম্ভারে ব্যাপৃত হওয়ায় পঞ্চগৌড়ের অধিবাসিরূপে সভ্যতার নিদর্শন প্রদর্শন করিতেন। পুণ্ড্রগৌড় হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গগৌড় পর্য্যন্ত পাঁচটী বিভাগে গৌড়দেশের সংস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ভারতবর্ষ হইতে ইরাণদেশে এবং ইরাণদেশ হইতে কাশ্যপসমুদ্র-তটে সভ্যতার বিকাশের কথা ইতিহাসের পাঠকগণ জানেন। তথা হইতে সিরিয়া ও আরব প্রদেশে ও মধ্য ইউরোপে সভ্যতা নীত হইয়াছিল। ইরাণীয় সভ্যতা মিশর দেশে, তথা হইতে গ্রীস ও গ্রীস হইতে ইটালীর রোমে সভ্যতাভিগণ বিস্তারলাভ করিয়াছেন, পরে স্পেন, পর্ত্তুগাল ও ফরাসীদেশে সভ্যতার বীজ উপ্ত হয়। আট্‌লান্টিক মহাসাগরের অপরপারে ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের ইতিহাস অধিক দিনের নয়।

কথিত আছে যে, অন্তর্দ্বীপে ব্রহ্মার হৃদয়ে যে সকল কথা পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহাই পুণ্ড্রগৌড়ে বিস্তৃতি লাভ করে। সেই কথাই মিথিলার [illegible], গৌড়সারস্বত প্রদেশে ও সরস্বতী-তটে বিস্তৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক পাঠকগণ কেহ কেহ বিচার করেন যে, [illegible] ও কাম্বোজীর উত্তরাংশ হইতে পূর্ব্বদিকে বৈজয়ন্তী [illegible] প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া ভারতে বলবান্ লোকসকল উপনিবেশ স্থাপন করেন।

তাদৃশ বিচার অবলম্বন করিবার উৎক্রম গতিতে পাঞ্জাব হইতে মধ্য প্রদেশ ও তথা হইতে বিহার, সুহ্মস্থল ও বঙ্গদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিযান হইয়াছিল। এককালে যেরূপ পূর্ব্বদিক্ হইতে পাশ্চাত্ত্য দেশে শিক্ষা বিস্তৃত হওয়ায় তত্তৎ দেশের অধিবাসিগণ উন্নত হইয়াছিল, আবার পরবর্ত্তিকালে সেই সকল প্রদেশ হইতে সেই তরঙ্গ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে। পৃথিবীর পরিমাণ দোলায়মান ভিত্তিতে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে [illegible] হয়। সপ্তগ্রহকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে রাশিচক্রে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। আবার পাশ্চাত্য পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া ইউরোপীয় [illegible] সভ্যতা গতিবিশিষ্ট বলিয়া [illegible] স্থির করিয়াছেন। [illegible] দিকে অগ্রসর হইবার সময় প্রাকৃতিক নিয়মের শৃঙ্খলা স্থাপন করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গৌড়পুর হইতে বিদ্যা-শিক্ষার গতি পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়াছিল। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য হইতে শিক্ষা-বিক্রমসমূহ প্রাচ্যাভিমুখ হইয়াছিল। আবার সময় আসিয়াছে—যখন পূর্ব্বস্থলীয় [illegible] শিক্ষা পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়া সমগ্র পৃথিবীর আকর্ষণস্থল বলিয়া পুণ্ড্রগৌড়পুরে কথিত হইবে।

আজ গৌড়পুরের স্মৃতমর্য্যাদা বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি পাণিনি-কথিত গৌড়পুর প্রভৃতি বিস্মৃতির অতল জলে হইতে আপনার সুযোগ নষ্ট করে নাই। প্রাচীন গৌড়পুরের নিদর্শন [illegible], উহাই সেনরাজগণের সময়ে সংস্কৃত হইয়া বল্লালদীর্ঘিকা নামে সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। এই দীর্ঘিকার অভ্যন্তর হইতে কালে কালে কত বিষ্ণুমূর্ত্তি ও নানাবিধ শিল্প-খচিত উপকরণ প্রাচীনত্বের নিদর্শন সংরক্ষণ করিয়াছে। এমন কি, সেন-রাজগণের ভগ্নপ্রাসাদস্তূপ, স্বর্ণবিহার-স্তূপ প্রভৃতি কতিপয় প্রাচীন নিদর্শন আজও স্থানান্তরিত হয় নাই। [illegible] পুরডাঙ্গা, সেনডাঙ্গা, শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ প্রাচীন নবদ্বীপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্ণবিহারের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে, তথাপি গৌড়পুরের প্রাচীন নিদর্শন একেবারে বিলোপ করিতে সমর্থ হয় নাই। চাঁদকাজীর বিল প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ নদীয়ার সন্নিধান-জ্ঞাপকরূপে আজও বর্ত্তমান। অলকানন্দা, ভাগীরথী, জলঙ্গী, অজয়, [illegible] প্রভৃতি নদীস্রোতগুলির দুর্নিবার পরিবর্ত্তন ঘটিলেও প্রাচীন কালের কথা আজও একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া দিতেছে না। প্রাচীন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপল্লী সম্প্রতি ব্রাহ্মণপুরা, [illegible] প্রভৃতি নামে অর্দ্ধোক্তি অস্ফুটস্বরে গান করিতেছে। প্রাচীন নবদ্বীপনগরের গোরাপাড়া অর্থাৎ পল্লী প্রাচীন নবদ্বীপের নিদর্শন কখনও লোপ পাইতেছে না। [illegible] পল্লী প্রভৃতি প্রাচীন [illegible] স্থান এখনও ভূপৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করে নাই।

সঙ্কীর্ণচিত্ত ঈর্ষাপরায়ণ নবদ্বীপবিদ্বেষী অশিক্ষিত জনগণ ঈর্ষা-মূলে পাণিনির কথা অবজ্ঞা করিয়া নবীনতাকে রক্ষিত হইতে চাহিলেও কিন্তু প্রাচীন নবদ্বীপের কথা

উপকুর্ব্বাণ

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে ১৭শ অধ্যায় ২৩শ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, উপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকশ্চ।

উপকুর্ব্বাণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে—শৌক্র জন্ম লাভের পর দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম। পরে তৃতীয় দৈক্ষ্য জন্ম লাভ করিলে জীব দ্বিজ হয়। গর্ভাধানাদি সংস্কার লাভ করিয়া উপনীত হইবার পর বেদাধ্যয়ন জন্য আচার্য্যকর্ত্তৃক আহূত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন। মেখলা, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু, অঙ্কুশ বিবর্জ্জিত জটা ধারণ, অধৌত দন্ত ও অধৌত পরিধেয় ও কুশ ধারণ করিবেন। একাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ। আর,

(২য় স্তম্ভের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)

ভোজন, হোম এবং জপোচ্চারণ কালে বাগ্‌যত হইবেন। কক্ষোপস্থগত লোম ও নখ ছেদন নিষিদ্ধ। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী রেতস্ত্যাগ করিবেন না। অনিচ্ছায় সেরূপ হইলে জলে অবগাহন পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণকে শৌচ হইয়া উপাসনা করিবেন এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে যত্নবাক হইয়া জপ করিবেন। আচার্য্যকে অর্থাৎ দেবজ্ঞান করিবেন, কখনই অপমান এবং মরণশীল জ্ঞানে অসূয়া করিবেন না। গুরু সর্ব্বদেবময়। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভিক্ষিত ও অন্য দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন করিবেন। তাঁহার অনুজ্ঞাত দ্রব্য সংযত হইয়া গ্রহণ করিবেন। আপনাকে নীচের ন্যায় মনে করিয়া আচার্য্যের সর্ব্বদা সেবা শুশ্রূষা করিবেন। তাঁহার যান, শয্যা ও আসন-স্থানের নাতিদূরে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবেন। এই প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী ভোগবিবর্জ্জিত হইয়া অখণ্ড ব্রত ধারণ পূর্ব্বক বিদ্যা সমাপন-কাল যাবৎ গুরুকুলে বাস করিবেন। পরে আশ্রমান্তর লাভেচ্ছা হইলে লব্ধবিদ্য হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করত গুরুর অনুমতিক্রমে স্নান করিবেন অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিবেন।

যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাঁহারা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় সমাবর্ত্তন করিবেন না, আজীবন অগ্নিহোত্রদ্বারা নিষ্কাম শুশ্রূষাকরণে দৃঢ়ব্রত ধারণ করিবেন। বৃহদ্ব্রত ধারণ করিলে তাঁহাদের কর্ম্মাশয় দগ্ধ হইয়া আত্মা নির্ম্মল। প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মচারী সকাম হইলে উপকুর্ব্বাণ হইবেন। তাঁহাদের সমাবর্ত্তন বিধানক্রমে গৃহস্থের ধর্ম্মাশ্রয় করিবেন। নিষ্কাম হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ক্রমে গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবেন

আলোচিত হইলে তাঁহাদের অপস্বার্থের মূল্য অধিক নাই, জানা যাইবে। প্রাচীন শ্রীমায়াপুর আজও নিদর্শন-রহিত হয় নাই যে, আধুনিক বাদীর দ্বীপের মাঝে অষ্টাদশ-শতাব্দীর মাহাত্ম্যকে সপ্তদশ-শতাব্দীর প্রাচীন-নবদ্বীপের ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইবে। ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজের কীর্ত্তি-নিদর্শনের স্থানটী আজও প্রাচীন মায়াপুরের অন্তর্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া নির্দিষ্ট ও প্রদর্শিত হইতেছে। নবদ্বীপের কাজীকাটার মাত্র কিছু যোগদানবাদীগণের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুরে স্থানান্তরিত হইতে পারে না। মানবের বিবর্ত্ত অনেক সময় সত্যের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হয় না। ভুল মত পড়ার অনুপযুক্ত বিবর্ত্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু ঈর্ষা, হিংসা, মূর্খতা প্রভৃতি সত্যের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া অপস্বার্থপরের যে তাৎপর্য্য বুঝা, তাহা প্রতিপদে পদে বিফল হয়।

প্রাচীন নবদ্বীপের সাধারণ নিদর্শন, যাহা নিরপেক্ষ মর্ত্যলোকেও বুঝিতে পারে, তাহা এই যে, শ্রীগৌরসুন্দরের সমসাময়িক চৌধুরীর কাজী কোথায় বাস করিতেন। তাঁহার ... সন্নিহিত প্রদেশেই শ্রীনীলাম্বর ... চক্রবর্ত্তীর উল্লেখ ... নামেই অবস্থিতি ... নামে আবদ্দান-কার ... কাজী মৌলানা সিরা ... নদীয়া-জেলার কাজীর ... হইয়াছিল ... শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, নদীয়াবাসিনী, কায়স্থ-বংশীয় প্রাচীন ... কি লিখিয়াছেন, তাহা আমরা বারান্তরে পাঠকগণের অবগতির জন্য আলোচনা করিব।

গোস্বামী ও গোস্বামিব্রুব জাতিগোস্বামিবাদের মধ্যে

পার্থক্য কি ?

সত্যানুসন্ধিৎসু, সহৃদয় পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকৃত গোস্বামীর অনুগত কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত জাতি গোস্বামীদের মধ্যে পরস্পর কি পার্থক্য, তাহার একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদর্শন করিতেছি :—

১। গোস্বামিগণ—জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কিঞ্চন ও কৃষ্ণৈকব্রত; আর জাতিগোস্বামিবাদিগণ—অজিতেন্দ্রিয় বা অদান্ত-গো, ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রাদির ভোগোপকরণ সংগ্রহের জন্য ধনীর দ্বারে, শিষ্যের দ্বারে সারমেয়বৃত্তি করিতেও নহেন, তাঁহারা কৃষ্ণৈকব্রত হইবার পরিবর্ত্তে গৃহৈকব্রত; তথাপি জাতিগোস্বামী তথা জাতি-বৈরাগীর মধ্যে 'গোস্বামী' হইবার কোন ব্যাঘাত নাই।

২। গোস্বামিগণ—কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্ট—জীবন্মুক্ত পুরুষ; আর জাতি-গোস্বামী, জাতি-অধিকারী, জাতি-বৈরাগিবাদিগণ স্বভোগার্থে অখিল চেষ্ট, কর্ম্মফলবাধ্য সাংসারিক জীব।

৩। গোস্বামিগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনতৎপর; আর জাতি-গোস্বামিবাদিগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগানুশীলন-পর।

৪। গোস্বামিগণ অবঞ্চক, নির্ম্মৎসর, আর জাতি-মাত্রে গোস্বামিগণ বঞ্চনা ও মৎসরতাকে 'গোস্বামি মত' বলেন।

৫। গোস্বামিগণ উত্তম হইয়াও 'অমানী' ও 'মানদ'; আর জাতি-গোস্বামিবাদিগণ পারমার্থিক জগতে কোন স্থান না পাইলেও আত্ম-সম্ভাবিত ও অপরের মস্তকে পদপ্রদানে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

৬। গোস্বামিগণ আত্মবিচারনিষ্ঠ; জাতি-গোস্বামিবাদিগণ দেহাত্মবাদী বা স্থূল-সূক্ষ্মদেহগত দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে আসক্ত এবং কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের মুখাপেক্ষী।

৭। গোস্বামিগণ দেহারামী, গেহা-রামী বা স্ত্রীসঙ্গী নহেন, আর জাতিগোস্বামিবাদিগণ, দেহারামী, গেহারামী, স্ত্রীসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গীর অনুগ।

৮। গোস্বামীর বংশ যোগ্য, অধিকারী, সেবোন্মুখ-বিষ্ণুবংশগত; আর জাতি গোস্বামীর বংশ অযোগ্য, অনধিকারী, হরিবিমুখশৌক্রবংশগত।

৯। গোস্বামী জীবের সর্ব্বোপকারক, পরদুঃখদুঃখী ও জীবে দয়াময়, আর জাতিগোস্বামিবাদিগণ শিষ্যের বিত্তাপহারক, নিজেই নানাবিধ অভাব-সাগরে পতিত, কাম-ক্রোধাদি দুঃখে ম্রিয়মাণ ও জীবহিংসক অর্থাৎ জীবের আত্মবিষয়ক মঙ্গল করিতে অসমর্থ।

১০। গোস্বামী পতিতপাবন; আর জাতি-গোস্বামিবাদী বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গী ও পতিতগণের সমজ-দোষদুষ্ট পতিত।

১১। গোস্বামীর সমগ্র বস্তুতেই গুরু-দর্শন, সমগ্রবস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ বলিয়া উপলব্ধি; আর জাতি মাত্রে গোস্বামীর সমস্ত বস্তুতেই ভোগ্যজ্ঞান বা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি, নিজে প্রকৃত শিষ্য না হইয়াও সকলকে অবৈধ উপায়ে শিষ্য করিবার জন্য চেষ্টা-বিশিষ্ট।

১২। গোস্বামী সমগ্র জগৎকে হরি-সেবায় নিয়োগ করিয়া প্রভুত্ব করিতে সমর্থ; আর অজিতেন্দ্রিয় জাতিগোস্বামিবাদী নিজের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে অপরের উপর প্রভুত্বের ছলনা দেখাইলেও ঐরূপ অবৈধ চেষ্টা ভোগ-মূলা।

১৩। গোস্বামীর 'গুরু' বা 'আচার্য্যের' কার্য্য কৃষ্ণপ্রীতিমূলক; আর জাতি-গোস্বামিবাদী গুরুব্রুবের চক্রবিশেষের ন্যায় আচরণ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর।

১৪। গোস্বামী কৃষ্ণৈকশরণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, সুতরাং অসৎসঙ্গ দ্বারা অভিভূত হইবার অযোগ্য, আর অজিতেন্দ্রিয় জাতি-মাত্রে গোস্বামী যোষিৎসঙ্গে ও কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ দ্বারা অভিভূত, তাই কখনও বা ধর্ম্মের ছল করিয়া পাঠ, দীক্ষা বা বিগ্রহসেবাব্যবসায়ে ঠিকাদারী-সূত্রে লব্ধার্থ দ্বারা স্ত্রীর পরিচ্ছদ নির্ম্মাণের অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত, স্ত্রীর সন্তানের জিহ্বা-বেগের প্রশ্রয় দিবার জন্য মৎস্যাদি অমেধ্য দ্রব্য সংগ্রহে, কখনও বা পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার জন্য কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের পদানুলেহনে নিযুক্ত।

১৫। গোস্বামিগণ শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত—তাঁহারা অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্ত নহেন; আর হরিবিমুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিবাদী অন্যাভিলাষী অর্থাৎ একমাত্র পরমার্থ কৃষ্ণ ব্যতীত জড়ীয় কনক কামিনী প্রতিষ্ঠারূপ অর্থের জন্য লালায়িত, তাঁহারা কর্ম্মীর অনুগ, প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে জ্ঞানি-যোগীরও মনোরঞ্জন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন।

১৬। গোস্বামিগণ ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির উপাসক—রূপানুগ; বহির্ম্মুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ ভোগ্যা স্ত্রীর উপাসক, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গীর উপাসক, প্রাকৃতরূপ বা জাতরূপের অনুগত। গোস্বামিগণ অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত, আর জাতি-গোস্বামিবাদী প্রাকৃত সহজিয়া।

১৭। গোস্বামিগণ স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও ভক্তবৎসল, আর অজিতেন্দ্রিয় জাতি-মাত্রে গোস্বামিগণ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, অপেক্ষাযুক্ত অর্থাৎ কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার অধীন বিষয়ীর বা শিষ্যের ইন্দ্রিয়যজ্ঞের ইন্ধন-প্রদাতা, বিষয়ীর প্রতি হিংসাপর বা বাৎসল্যের ছলনাকারী।

১৮। গোস্বামিগণ ষড়্‌বিধা শরণাগতি যুক্ত—'ভগবানই আমাকে রক্ষা করিবেন',—এইরূপ বিশ্বাসময়ী শরণাগতির স্বরূপ লক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে সকল সময়েই বর্ত্তমান; আর অজিতেন্দ্রিয় জাতি-গোস্বামিগণ শরণাগত নহেন বলিয়াই তাঁহারা 'আমার অর্থ না হইলে কিরূপে চলিবে ?'—এইরূপ বহির্ম্মুখ বিচার-বিশিষ্ট। তাঁহাদের ভক্তি-অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প নাই এবং প্রতিকূল বর্জ্জন করিবার উপযুক্ত বল ও হৃদয়ে নাই, তাই তাঁহারা দক্ষের অধীন দৈবসমাজে বাস না করিয়া অদৈব-বহির্ম্মুখ-স্মার্ত্ত সমাজের অধীনস্থ হইয়া অধঃপথে চলেন

(ক্রমশঃ)

শ্রীমায়াপুরে যাইবার পথ

যে-সকল যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে, শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীযোগপীঠ, মহাপ্রভুর মহাসংকীর্ত্তনস্থলী শ্রীবাস অঙ্গন, মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত ভবন, আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমঠ, ভক্ত চাঁদ-কাজির সমাধি-মন্দির, ভক্ত শ্রীধরের অঙ্গন প্রভৃতি পূত স্থানসমূহ দর্শনার্থ ও শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার্থ আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে কয়েকটী স্থান হইতে যাতায়াতের ট্রেণের সময় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কলিকাতা হইতে শ্রীমায়াপুর

স্টেশনের নাম	ট্রেণের নম্বর ও সময় ৫নং আপ ভোর	৪৭নং আপ প্রাতঃ	১৭নং আপ অপরাহ্ণ	৫৯নং আপ অপরাহ্ণ
শিয়ালদহ-	৬-৩৬	৮-৫৫	২-২০	৪-৫৪
রাণাঘাট-	আ ৮-০ গাড়ী বদল ছা ৯-৪৭	আ ১২-৯ শান্তিপুর—বদল ছা ১২-২৪	৪-০ ৪-১০	৬-৪৪ ৬-৫২
কৃষ্ণনগরসিটি-	আ ১০-৩০ গাড়ী বদল ছা ১০-৫০	আ ১-১২ ছা ১-৩২	আ ৫- গাড়ী বদল ছা ৫-২০	আঃ ৭-৩২ গাড়ী বদল ছা ৮-২০
মহেশগঞ্জ-	১১-৩১	২-১৫	৬-৩	৯-৩

শ্রীমায়াপুর হইতে কলিকাতা

মহেশগঞ্জ—	৫-৩৪	৯-১৪	১২-১৬	৩-৪	৬-৫৬
কৃষ্ণনগর—	আঃ ৬-১৫ গাড়ী বদল ছা ৬-৩৬	আ ৯-৫৫ গাড়ী বদল ছা ১২-২	১২-৫৭ ১-১৭	৩-৪৫ বদল ৪-০	আ ৭-৩৭ গাড়ী বদল ছা ৮-১
রাণাঘাট-	৭ ২৪	আ ১২-৪৩ ছা ১২-৫৩	আ ২-৫ শান্তিপুর—বদল ছা ২-২	৪-৪২ বদল ৬-২৫	৮-৪৫ বদল ১০-২০
শিয়ালদহ— (কলিকাতা)	৯-২০	২-৪১	৫-৩৭	৭-৩০	১২-৩৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব মাত্র একক্রোশ। এই ষ্টেশন হইতে কিছু অগ্রসর হইলেই শ্রীচৈতন্যমঠের চূড়া দেখা যায়।

ঢাকা মেলে শ্রীমায়াপুর

ঢাকা ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ১১-২০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ১২-২ মিনিটের সময় নারায়ণগঞ্জ আসে। নারায়ণগঞ্জে যাত্রিগণকে (এক্সপ্রেস) ষ্টীমারে উঠিতে হইবে। এই ষ্টীমার ১২-৪৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ৯-১০ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ ঘাটে পৌছে। তথায় ষ্টীমার হইতে ট্রেণে (ঢাকা মেলে) উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৯-৫৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ১০-৪৪ এ রাজবাড়ীতে, ১২-৩১ মিনিটে কুষ্টিয়ায়, ১-৩ মিঃ পোড়াদহ জংসনে এবং ৩-১৬ মিনিটের সময় রাণাঘাট পৌছে। রাণাঘাটে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ১১৭নং আপ ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৫-৫০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পৌছে। কৃষ্ণনগরে ট্রেণ বদলাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ১০-৪০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর হইতে ছাড়িয়া ১১-৩১ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জ পৌছে।

চট্টগ্রাম মেলে শ্রীমায়াপুর

চট্টগ্রাম মেল, চট্টগ্রাম হইতে রাত্রি ৮ ৪ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ২ ঘটিকার সময় লাক্সাম্ জংসনে এবং রাত্রি ৩-১০ মিনিটের সময় চাঁদপুরে পৌছে। চাঁদপুরে যাত্রিগণকে ষ্টীমারে আরোহণ করিতে হইবে। এই ষ্টীমার ভোর ৪॥০ ঘটিকার সময় ছাড়িয়া বেলা ১-১০ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ-ঘাটে পৌছে। এখানে পুনরায় যাত্রিগণকে ট্রেণে (চিটাগাং মেলে) আরোহণ করিতে হইবে। উক্ত ট্রেণ ১-৪০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ২-১৬ মিনিটের সময় রাজবাড়ী, ৩-৩৬ মিনিটের সময় কুষ্টিয়া, এবং ৪টার সময় পোড়াদহ জংসন, এবং সন্ধ্যা ৫-৪৩ মিনিটের সময় রাণাঘাটে পৌছে। রাণাঘাটে যাত্রিগণকে পুনরায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ৬-৪৪ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণখানা ৭-৩২ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর পৌছে। তথায় ছোট গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রিগণ রাত্রি ৯-১ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জ পৌছিবেন।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০			৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	—১৫	৬—[illegible]	

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৮ মিঃ	৯—১৬	১২—১৬	৩—৩	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৬৫	৭—৩৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া অপেক্ষাকৃত কমসময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোলডাঙ্গা, মেধার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুর) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, ভেখরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট ও চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা/মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গানগর) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা উপলক্ষে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন 'ভেট' প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে প্রসাদাদি বহনের সুব্যবস্থা শ্রীচৈতন্যমঠ কর্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিজ্ঞগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তর্কশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উক্তরূপ ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ এখনও আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৪৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস, আকর

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা ৩॥০ টাকা

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষান্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ০
২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ) গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ১৲
৩। আচার ও আচার্য্য ৶০
৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ২০৲
৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড) ৩॥০
৬। শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট ।৶০
৭। কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ) ।৵০
৮। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ॥০
৯। সাধককণ্ঠমণি ০
১০। শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী ৸০
১১। ভাষাভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲ গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬।০
১২। জৈবধর্ম ২৲
১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ ২৲
১৪। গীতার মাধ্ব ভাষ্য ।০
১৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৵০
১৬। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৴
১৭। *Life & Precepts of Mahaprabhu* ।০
১৮। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা মধ্যম) ২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর চৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ষ্ঠ চৈত্র, সোমবার—১৩৩৫

পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুম-পরিক্রমা

অদ্য কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা। আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া শ্রবণাখ্য সীমন্তদ্বীপে গৌরকৃপা-কথার সুষ্ঠু শ্রবণ ফলেই কীর্ত্তনাখ্যদ্বীপে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অধিকার লাভ হয়। তাই ভক্তগণের আজ গোদ্রুমাভিযান। সর্ব্বাগ্রে শুভ্র-দাস গজরাজ সু-মনোহর বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কীর্ত্তননাথ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে পৃষ্ঠে বহন করিবার সৌভাগ্য স্মরণে আনন্দে আত্মহারা হইয়া হেলিয়া-দুলিয়া চলিয়াছেন। তৎপশ্চাদ্‌ভাগে বীণা, জয়ঢাক, ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গ, করতালাদির মধুর বাদ্যধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া বিরাট পরিক্রমা-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রবরের আনুগত্যে মহামন্ত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা। এইরূপে ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে সরস্বতী তটে আসিয়া উপনীত হইলেন। গজরাজ সন্তরণ করিয়াই পারে গেলেন, যাত্রিগণ দলে দলে খেয়া নৌকায় পার হইতে লাগিলেন। মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনসহ কৃষ্ণকীর্ত্তন-কারি-ভক্তগণের নদী পারের সে দৃশ্য দর্শনে আজ কাহার হৃদয় না আনন্দে নাচিয়া উঠে—শুদ্ধগৌরভক্তগণের কোটীচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে লুটিয়া পড়িতে চায়! কিন্তু হায়! 'উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ'—দুর্ভাগারাই বিষয়-রসে প্রমত্ত থাকিয়া আজ কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরত! শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ-সেবায় চির বঞ্চিত!

পরিক্রমাযাত্রিগণ ক্রমে ক্রমে সকলেই পার হইয়া কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপেরই অন্তর্গত সুবর্ণবিহার নামক স্থানে উপনীত হইলেন। শ্রীনারদের কৃপাপাত্র সত্যযুগের সুবর্ণসেন রাজা—যিনি শ্রীগৌরলীলায় বুদ্ধিমন্ত খান নামে পরিচিত, তাঁহারই গৃহ-ধ্বংসাবশেষ সম্প্রতি 'সুবর্ণবিহার' নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। জনৈক ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসি-মহারাজ 'শ্রীভক্তিরত্নাকর', ও 'শ্রীনবদ্বীপ ধাম-মাহাত্ম্য' গ্রন্থাদি হইতে রুক্মবর্ণ গৌরসুন্দরের নৃত্যস্থলী এই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। ভক্তগণ সে স্থানকে দণ্ডবন্নতি ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে বর্ত্তমান জগতের শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূলপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীল ঠাকুরের অভিন্ন-সুহৃৎ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি মহারাজ এইস্থানে কিছুকাল ভজন করিয়াছিলেন। এইস্থানে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর ও তাঁহার প্রিয়-সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি বর্ত্তমান। এস্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর, রাধাগোবিন্দ ও ক্ষেত্রপাল শম্ভুর নিত্যসেবা বিরাজিত। শ্রীল ঠাকুরের ভক্তিগ্রন্থাগারও নিত্য পূজিত হইতেছেন। ইহার অনতিদূরেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত সুরভিকুঞ্জ বর্ত্তমান। এই স্থানটী স্বরূপগঞ্জ বলিয়া কথিত। এই স্থানে সুরভিগাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি গৌরভজনোপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তি আশ্রয় করেন। মার্কণ্ডেয় মুনি কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এই স্থানে একটী বিস্তীর্ণ অশ্বত্থদ্রুম ছিল। সুরভিগাভী এই দ্রুমতলে অবস্থান করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম গোদ্রুম ইহাকে অপভ্রংশভাষায় গাদিগাছা বলে।

পরিক্রমা-যাত্রিগণ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, নবধাভক্তিরূপী তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধাম, তথা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিরূপী শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ এবং সর্ব্বোপরি ধাম-প্রদর্শক কীর্ত্তনকারিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের জয়গান করিতে করিতে শ্রীমন্দির দর্শন, পরিক্রমা ও ভূলুণ্ঠিত প্রণতি বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেন এস্থানে আসিতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। অতঃপর সহস্র সহস্র সমবেত পরিক্রমা যাত্রী কীর্ত্তনাখ্যদ্বীপে শুদ্ধভক্ত মুখ-বিগলিত সাবরণ গৌরহরির মহিমা অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে বিচিত্র মহাপ্রসাদের সম্মান করেন। সন্ধ্যা রাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে একটী বিরাট সভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ গোদ্রুম-দ্বীপমাহাত্ম্য ও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিলেন। আগামী কল্য অর্থাৎ ৫ই চৈত্র মঙ্গলবার স্মরণাখ্য মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা মুখে হরি হরক্ষেত্র, দেবপল্লী প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা হইবে।

আচার্য্য-আরতি-ধ্বনি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বাণেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি. এ.)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় সেবকবৃন্দ, তাঁহাদের আচার্য্যের আরতি সম্পাদন করিলেন। বর্ত্তমান সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয়গণের চিন্তাশীলতার উপযোগী করিয়াই তাঁহাদের কণ্ঠে পবিত্র আরতি-কীর্ত্তন ধ্বনিত হইল। এই বৈজ্ঞানিকযুগে অতি সুসঙ্গত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে, বৈজ্ঞানিক ভাষা-সাহায্যে বর্ত্তমান বিবদমান অভাবের শান্তিসমস্যার সমাধানোৎসুক মনীষিগণের সম্মুখে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, সর্ব্বসম্মেলনী-মহামুক্তির মহাবাণী আবার মেঘমন্দ্র ঘোষণা করিলেন। সেই সুপ্রাচীন, সনাতন-চেতনের বাণী—যাহা যুগাবর্ত্তকালে জড়বুদ্ধ জীবের উদ্বোধন-জন্য দশক্ষেত্রে ধ্বনিত হইয়াছিল, চেতনের অবিনশ্বর ভূমিকায় জীবস্বরূপের অধিষ্ঠান জানাইয়া কল্যাণনিলয়ে আহ্বান করিয়াছিল. আজ আবার সেই মহাবাণী, লক্ষ্যভ্রষ্ট, নানা মতগ্রস্ত, বিশৃঙ্খল, বিবদমান, জড়ভাবাপন্ন মনুষ্যজাতিকে জড়াত্মবোধরূপ অবিদ্যাশৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিয়া অনাধিরূঢ় শ্রেয়ঃ পাদপদ্মপূর্ব্বক আত্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে উপদেশ করিতেছে।

বর্ত্তমান জগতে সাম্যবাদের পরস্পর প্রতিযোগী যে চিন্তাবাদ, অভাবক্লিষ্ট জীবকণ্ঠে বিক্ষোভবাদের ন্যায় ক্লেশের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া, নিজ নিজ কুক্রিয়তার পরিচয় দিতেছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠবাণী তাহার অন্যতম নহে। এ বাণী বাস্তব সমন্বয়যুক্ত, সনাতন ভগবদ্ধাম হইতে মহা আশীর্ব্বাদরূপে, জীবের ভাগ্যে তাহার অনাদি আত্মস্বরূপ দুঃখনিবৃত্তিরূপে আগত। ইহা প্রাতিষ্ঠিক, আর উত্তর-মীমাংসা প্রভৃত কল্পিত মতবাদ মাত্র (*Theory*) নহে। ইহা মহাবদান্য জগৎপিতার অবাধ্য সন্তানগণের সন্তাপহারী অহৈতুকী করুণা-ধারা।

জীবতত্ত্ব

"অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হঞা বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন [illegible]॥
স্বাংশবিস্তার চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥"

[illegible] চৈতন্যচরিতামৃত বলেন ইঃ

পুরুষ যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ-শক্তিসহ অনাদ্য হইতে বিরাজমান [illegible] রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ এর [illegible] বৈকুণ্ঠ ও [illegible] বিহার করেন। স্বাংশ বিস্তার—[illegible] সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ—এর চতুর্ব্যূহ এবং মৎস্যাদি অবতারগণ। ইহারা সকলেই [illegible] আর বিভিন্নাংশগণ জীব [illegible]।

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত' প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত, এক নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥

অর্থাৎ—শক্তিতত্ত্ব। সেই জীব দুই প্রকার, নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা নিত্যমুক্ত, তাঁহাদিগকে এজগতে আসিতে হয় না, কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। [illegible] কৃষ্ণসেবাসুখে মগ্ন; তাঁহাদিগকে 'কৃষ্ণপার্ষদ' বলে। [illegible] মায়াশক্তির ক্রিয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার [illegible]।

জগতের জনসাধারণ তাঁহাদের কথা [illegible] সামাজিক সংবাদ [illegible] একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পাইবেন? তাঁহারা সমাজের [illegible] আসীন হইবার সৌভাগ্য [illegible] সঙ্গে কিরূপ [illegible] তাঁহাদের [illegible] হইয়াছে, [illegible] অবগত [illegible] সামাজিক, [illegible] সহস্র সহস্র লোক জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের অনুসরণ বা অনুকরণ করিতেছে, তাঁহাদের উপাসনের বা প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ হইতে হইবে।

[illegible] আমার [illegible] এই [illegible] সেবকবৃন্দ। আপনারা [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] কথা [illegible] তিনি [illegible] পরিবর্ত্তন [illegible] করিতেছেন [illegible] প্রিয়বান্ধবগণ [illegible] দশের সর্ব্বনাশ সাধন না করেন।

করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা নিত্যবদ্ধ, তাঁহারা কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ। এই বহির্ম্মুখতার জন্যই বদ্ধাবস্থার কারণ কৃষ্ণকে 'প্রভু' এবং 'ভোক্তা' জ্ঞান করিয়া অহঙ্কারে অপব্যবহারফলে নিজে ভোক্তা সাজিতে যায়। সেই দোষে মায়া তাহাকে ত্রিগুণে আবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে নিক্ষেপ করে এবং আবরণী দ্বারা জীবের স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে তাহার আত্মবুদ্ধি করিয়া দেয়। এইরূপে দেহাভিমানী জীব নানাপ্রকার যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। যখন সুকৃতি-ফলে সাধুসঙ্গলাভ হয়, তখন জীবের সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। 'মুক্তি' শব্দের অর্থ অন্যথারূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতি। জীব যখন নিজ স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন তাঁহার আটটী অবস্থা লাভ হয়, তাহা শ্রুতিতে এইরূপ আছে,—

আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।

আত্মা অপহতপাপ অর্থাৎ মায়ার আবরণ পাপবৃত্তি সংস্পর্শশূন্য। বিজর অর্থাৎ জরাদশারহিত। 'বিমৃত্যু' শব্দে আর পতন বা মৃত্যু হয় না। 'বিশোক' শব্দে সম্পূর্ণ শান্ত অর্থাৎ আশা, শোক, দুঃখ ইত্যাদি রহিত। 'বিজিঘৎস' শব্দে ভোগবাসনারহিত। 'অপিপাস' শব্দে অন্যাভিলাষাদি অতীব পিপাসাদি শূন্য, কেবল প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা বই আর কিছু চাহেন না। 'সত্যকাম' শব্দে কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠ কামনা-যুক্ত এবং 'সত্যসঙ্কল্প' অর্থে যাঁহা সঙ্কল্প বা বাসনা করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়। বদ্ধজীবে এই আটটী ধর্ম্ম থাকে না।

উৎকল দীপিকা হইতে উদ্ধৃত
(তাং ২৬।১। ৫ ইং ১৩।২২)

গোস্বামী ও গোস্বামিব্রুব জাতিগোস্বামিবাদের মধ্যে

পার্থক্য কি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত পর)

গোস্বামিগণ সর্ব্বদা হরিজন ও হরিসেবকের সহিত কৃষ্ণকোলাহল-পূর্ণ নির্গুণ স্থানে বাস করেন ; আর বহির্ম্মুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ হরিবিমুখ স্ত্রী-পুত্রাদির গ্রাম্য কোলাহল-পূর্ণ নিরয়-প্রাপক গৃহে বা কর্ম্মজড়-সমাজে ইন্দ্রিয় সুখলোলুপ হইয়া বাস করিতে ভালবাসেন।

২০। গোস্বামিগণ ব্যবসায়ী বা বণিক নহেন ; জাতি-গোস্বামিবাদী অপরাধময় শাস্ত্র-বিগর্হিত ব্যবসায় ও বণিগ্‌বৃত্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ।

২১। গোস্বামিগণ শুদ্ধবৈষ্ণব, তাঁহারা পঞ্চোপাসক, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সঙ্গ করেন না ; আর বহির্ম্মুখ জাতি-গোস্বামিগণ 'বিদ্ধবৈষ্ণব' বা 'বৈষ্ণব-প্রায়' থাকিয়া পঞ্চোপাসকের অনুগত ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের শাসনাধীন হয়।

২২। গোস্বামিগণ কৃষ্ণরসামৃতসাগরে নিমগ্ন, কৃষ্ণবিষয়ে লিপ্ত ; আর বহির্ম্মুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ বহির্ম্মুখ সংসার-সাগরে নিমজ্জিত ও বিষয়-বিষের পীড়ায় জর্জ্জরিত

২৩। গোস্বামিগণ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, উপশান্ত ও নিষ্কাম, সুতরাং সমগ্র জগতের 'গুরু' ও 'আচার্য্য' হইবার যোগ্য আর বহির্ম্মুখ জাতিগোস্বামিগণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে অনিপুণ বলিয়া শিষ্যের সন্দেহ দূরীকরণে অসমর্থ, কখনও বা শিষ্যকে অসৎসিদ্ধান্ত অনাইয়া বঞ্চনা করিতে প্রস্তুত। বহির্ম্মুখ জাতিমাত্রে 'গোস্বামী' নামধারিগণ কর্ম্মফলবাধ্য হওয়ায় লোক-বঞ্চনার জন্য নিজদিগকে 'ঈশ্বর,' 'গুরু' প্রভৃতি বলিতে প্রয়াসী! তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা কৃষ্ণেতর বিষয়ে ধাবিত এবং তাঁহারা নানা বহির্ম্মুখ-কামনা যুক্ত, সুতরাং তাঁহারা 'আচার্য্য' বা 'গুরুর' আসন গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

২৪ গোস্বামিগণ আচারবান, সুতরাং তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক সমগ্র জীব মঙ্গললাভ করিতে পারেন ; আর বহির্ম্মুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ আচারহীন, তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিলে জীবের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর ভোগ-স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠে।

২৫। গোস্বামিগণ 'গোস্বামিব্রুব' নহেন অর্থাৎ তাঁহারা নিজকে 'গোস্বামী' বলেন না বা অপরের দ্বারা বলান না, তাঁহারা নিজেকে 'বরাক' 'বদ্ধজীব' 'নীচজাতি' 'নীচসঙ্গী' 'পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ট' প্রভৃতি নিষ্কপট দৈন্যযুক্ত থাকা বলিয়া অমানী মানদধর্ম্ম ও দৈন্যলীলা আচরণে আত্মসম্ভাবিত বহির্ম্মুখ জীবকে শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার শিক্ষা দিয়া থাকেন আর গোস্বামিব্রুব অযোগ্য জাতিগোস্বামিগণ প্রকৃত গোস্বামিগণের সেই শাস্ত্রবিহিত আদর্শ শিক্ষার বিরুদ্ধে কখনও বা স্ব স্ব নামের পশ্চাতে 'গোস্বামী', কখনও নিজেই নিজকে বড় মনে করিয়া প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন, মহাভাগবত গোস্বামিগণে জাতিবুদ্ধি করেন এবং নিজদিগকে কর্ম্ম-জড়মার্ত্তের অনুগমনে কর্ম্মকাণ্ডীয় মাহাত্ম্যময় ব্রাহ্মণাদি জাতিতে আবদ্ধ করিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ ও তৎফলে কর্ম্মমার্গের আবর্ত্তে পতিত হন।

২৬। গোস্বামিগণ নিজদিগকে কর্ম্মকাণ্ডীয় মাহাত্ম্যময় জাতির পরিচয় দিবার জন্য ব্যস্ত নহেন বা দীক্ষিত শিষ্যদিগের জাতির অভিমান সংরক্ষণে সাহায্যকারীও নহেন—তাঁহারা সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য, নিজদিগকে 'গোপীজনবল্লভ-কৃষ্ণের অনুগত দাস'-অনুদাস বলিয়াই জানেন ও শিষ্যগণকে সেই মহাপ্রভুর শিক্ষা বা সম্বন্ধজ্ঞানই প্রদান করেন ; পরন্তু কুণপাত্মবাদী জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ নিজদিগকে কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণ ও শিষ্যদিগকে তেলি, মালি, মুচি, তাঁতি প্রভৃতি রাখিতেই ব্যস্ত

২৭। গোস্বামিগণ কখনও বৈষ্ণবব্রুব নহেন, কারণ তাঁহারা শিক্ষা দিয়া থাকেন—

"আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী ॥"

আর গোস্বামিব্রুব, জাতিগোস্বামিবাদী বৈষ্ণবব্রুব, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য—"অহং শ্লাঘ্যো বতিঃ শৈবঃ শঙ্করাৎ বৈষ্ণবো

২৮। গোস্বামিগণ নামমন্ত্রব্যবসায়ী, ভাগবতব্যবসায়ী বা শিষ্যব্যবসায়ী নহেন। যথা :—শ্রীনারদ গোস্বামী, শ্রীশুকদেব গোস্বামী, শ্রীরূপ সনাতনাদি ছয় গোস্বামী, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ, আর বহির্ম্মুখ জাতি-গোস্বামিগণ ভগবানে শরণাগত নহেন বলিয়া নামমন্ত্রাপরাধ-ব্যবসায়ী, ভাগবত ব্যবসায়ী, শিষ্য-ব্যবসায়ী ও কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, জাতিগোস্বামী শব্দের অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানিতে পারি যে—কলি-প্রাবল্যে অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবসমূহ যখন কুণপাত্মবাদী হইয়া পড়িলেন অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকেই আত্মা মনে করিয়া বিবর্ত্তগ্রস্ত হইলেন, তখন অস্বরূপভ্রমবশতঃ জীবে নানাবিধ অনর্থের বিস্তার হইতে থাকিল। কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের দেহাত্মবুদ্ধি এবং কৃষ্ণোন্মুখ জীবের আত্মগত বিচারই প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। দেহাত্মবাদী বহির্ম্মুখজীব গোপকত্ব ধর্ম্মকেই বহুমানন করেন এবং যোষিৎসঙ্গজ বিচারে আবদ্ধ থাকেন। কলি-প্রাবল্যে সকলেই গুরুগত বা গুণগত বিচার লোপ হইয়া দেহগত বিচার বা শৌক্রজবিচারই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তাই ব্রহ্মচারী আখ্যাটী পর্য্যন্ত কালপ্রভাবে বংশগত হইতে দেখা গেল। শুক্যাসী সন্ন্যাসীর উপাধি ভারতী, গিরি, প্রভৃতি পর্য্যন্ত কালপ্রভাবে শৌক্রবংশগত ব্যাপার হইয়া চলিল। বৈরাগ্য-সূচক 'বৈরাগ্য' উপাধিটি কালপ্রভাবে শৌক্রজাতিগত হইল, আবার নিষ্কিঞ্চন জিতেন্দ্রিয় বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের 'গোস্বামী' বা 'অধিকারী' উপাধিটিও শৌক্রজ ব্যাপারে আবদ্ধ অর্থাৎ শৌক্র-বংশগত করিবার চেষ্টা হইল। এইরূপ অবৈধ চেষ্টা সাধু-শাস্ত্র-নিন্দিত হরি-বিমুখোত্থ চেষ্টা মাত্র। উপরে 'গোস্বামী' শব্দের যে সমস্ত লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত ব্যক্তির 'গোস্বামী' উপাধি ধারণটী "সোণার পাথরবাটীর পাত্র" বলার ন্যায় নিরর্থক। অনধিকারী গোস্বামিব্রুবকে ভাষায় 'জাতি গোস্বামী,' 'জাতি বৈষ্ণব' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে গোস্বামিত্ব কোন শৌক্রজাতিগত বা বংশগত ব্যাপার হইতে পারে না।

অন্ধকার ও আলো পাশাপাশি থাকিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অন্ধকারকে পরিত্যাগ করিয়া আলোই গ্রহণ করেন, চুণ-গোলা ও ক্ষীর, কৃত্রিম স্বর্ণ ও বিশুদ্ধ স্বর্ণ এক স্থানে থাকিলেও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ক্ষীর ও বিশুদ্ধ স্বর্ণই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যাঁহারা দুর্লভ ও অনিত্য এই পরমার্থদ মনুষ্যজন্মে নিত্য-মঙ্গলকামে অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত 'গোস্বামী' অর্থাৎ অপ্রাকৃত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণানুশীলন করা একান্ত কর্ত্তব্য, অন্যথা তাঁহাদের আত্মকল্যাণ সুদূরপরাহত।

"মহামহোৎসব"

গত ২১ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিসর্ব্বস্ব মহারাজ উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর নিকটে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে গোটা সুললিত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

কটক অঞ্চলবাসী বহু ভক্তগণ অত্র উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করি শুক্লা অষ্ট কার্য্য করি কটকর ডেপুটী বাবু মোহন চৌধুরী, কটক কলেজের প্রফেসার নিশিকান্ত বাবু, মিশন স্কুলের হেড শিক্ষক সুরেশ বাবু ও অন্যান্য স্কুল কলেজের বহু সংখ্যক ছাত্রবৃন্দ মহোৎসবে অধিকারী পংক্তি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যোগদান করিয়াছিলেন।

মঠস্থ ব্রহ্মচারিবর্গের সেবাকার্য্য, ও তাঁহাদের অতীব ভক্তসমাদর।

শ্রীমায়াপুরে যাইবার পথ

যে সকল যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে, শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীযোগপীঠ, মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনস্থলী শ্রীবাস অঙ্গন, মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত ভবন, আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমঠ, ভক্ত চাঁদ-কাজির সমাধি-মন্দির, শ্রীধরের অঙ্গন প্রভৃতি পূত স্থানসমূহ দর্শনার্থ ও শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার্থ আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে কয়েকটা স্থান হইতে যাতায়াতের ট্রেণের সময় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কলিকাতা হইতে শ্রীমায়াপুর

ষ্টেশনের নাম	ট্রেণের নম্বর ও সময়			
	৫নং আপ ভোর	৪৭নং আপ প্রাতঃ	১৭নং আপ অপরাহ্ণ	৪৯নং আপ অপরাহ্ণ
শিয়ালদহ—	৬-৩৬	৮-৫৫	২-২৫	৪-৫৪
রাণাঘাট-	আ ৮-৩, গাড়ী বদল, ছা ৯-৪৭	আ ১২-৯, শান্তিপুর—বদল, ছা ১২-২৪	৪ ০, ৪-১০	৬-৪৪, ৬-৫২
কৃষ্ণনগরসিটি-	আ ১০-৩০, গাড়ী বদল, ছা ১০-৫০	আ ১-১২, ছা ১-৩২	আ ৫-০, গাড়ী বদল, ছা ৫-২০	আঃ ৭-১২, গাড়ী বদল, ছা ৮-২০
মহেশগঞ্জ—	১১-৩১	২-১৫	৬-১	৯ ৩

শ্রীমায়াপুর হইতে কলিকাতা

মহেশগঞ্জ-	৫-৩৪	৯-১৪	১২-১৬	৩-৪	৬-৫৬
কৃষ্ণনগর-	আ ৬-১৫, গাড়ী বদল, ছা ৬-৩৬	আ ৯-৫৫, গাড়ী বদল, ছা ১২-২	১২-৫৭, ১-১৭	৩-৪৫, বদল, ৪-০	আ ৭-৩৭, গাড়ী বদল, ছা ৮-১
রাণাঘাট-	৭ ২৬	আ ১২-৪৫, ছা ১২-৫৩	আ ২-৫, শান্তিপুর—বদল, ছা ২-২০	৪-৪২, বদল, ৬ ২৫	৮-৫৫, বদল, ১০-২০
শিয়ালদহ— (কলিকাতা)	৯-২০	২-৪১	৫-৩১	৭-৩০	

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব মাত্র একক্রোশ। এই ষ্টেশন হইতে কিছু অগ্রসর হইলেই শ্রীচৈতন্যমঠের চূড়া দেখা যায়।

ঢাকা মেলে শ্রীমায়াপুর

ঢাকা ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ১১-২০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ১২-২ মিনিটের সময় নারায়ণগঞ্জ আসে। নারায়ণগঞ্জে যাত্রিগণকে (এক্সপ্রেস) ষ্টীমারে উঠিতে হইবে। এই ষ্টীমার ১২-৪৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ৯-১০ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ ঘাটে পৌছে। তথায় ষ্টীমার হইতে ট্রেণে (ঢাকা মেলে) উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৯-৫৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ১০-৪৪ এ রাজবাড়ীতে, ১২-৩১ মিনিটে কুষ্টিয়ায়, ১-৩ মিঃ পোড়াদহ জংসনে এবং ৩-১৬ মিনিটের সময় রাণাঘাট পৌছে। রাণাঘাটে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ১১৭নং আপ ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৫-৫০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পৌছে। কৃষ্ণনগরে ট্রেণ বদলাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ১০ ৫০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর হইতে ছাড়িয়া ১১-৩১ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জ পৌছে।

চট্টগ্রাম মেলে শ্রীমায়াপুর

চট্টগ্রাম মেল, চট্টগ্রাম হইতে রাত্রি ৮ ৪৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ২ ঘটিকার সময় লাকসাম জংসনে এবং রাত্রি ৩-২০ মিনিটের সময় চাঁদপুরে পৌছে। চাঁদপুরে যাত্রিগণকে ষ্টীমারে আরোহণ করিতে হইবে। এই ষ্টীমার ভোর ৪৷৷০ ঘটিকার সময় ছাড়িয়া বেলা ১-১০ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ-ঘাটে পৌছে। এখানে পুনরায় যাত্রিগণকে ট্রেণে (চিটাগাং মেলে) আরোহণ করিতে হইবে। উক্ত ট্রেণ ১-৪০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ২-১৬ মিনিটের সময় রাজবাড়ী, ৩-৩৬ মিনিটের সময় কুষ্টিয়া, এবং চটার সময় পোড়াদহ জংসন, এবং সন্ধ্যা ৫-৪৩ মিনিটের সময় রাণাঘাটে পৌছে। রাণাঘাটে যাত্রিগণকে পুনরায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ৬-৪৪ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণখানা ৭-৩২ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর পৌছে। তথায় ছোট গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রিগণ রাত্রি ৯-১ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জ পৌছিবেন।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী-	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩১		
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫		

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫- ৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬- ১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর্, কৃষ্ণনগর হইয়া অন্যাপেক্ষা কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, পানডাঙ্গা, মেধার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, দেখরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অকটীলা বা একডালা মাউপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইটাকপুর, গাঙ্গুরডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা ভক্তাঙ্গে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন 'ভেট' প্রথা নাই।** এক স্থান হইতে দ্বীপান্তরে শয্যাদ্রব্যাদি বহনের ব্যবস্থা, শ্রীচৈতন্যমঠের কর্তৃপক্ষই করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। একদাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরোগ্য হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফালীনই একটী জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥/০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, কেওড়া, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত শুক্র, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অর্শরোগ, বাধক, স্বপ্নবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদারে জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই চৈত্র, বুধবার—১৩৩৫।

পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমা

অদ্য প্রাতে সেবকগণ শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমা করিবেন। গত পরশ্ব এবং কল্য ভক্তগণ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। কোলদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় 'কুলিয়া' বলা হয়। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই সেই কোলদ্বীপ বা কুলিয়া। গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীধাম-নবদ্বীপ ও পরপারে কুলিয়া। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে—"গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া।" "সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।" এই কুলিয়া 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' বলিয়া খ্যাত। এইস্থানে মহাপ্রভু ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী চাপাল গোপাল নামক বিপ্র এবং ভাগবতবক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জন করেন। এই জন্যই ইহা অপরাধ ভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দের পাট কুলিয়া বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এইস্থান শ্রীকুলিয়া পাহাড় নামেও খ্যাত। সত্যযুগে বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণ কুমারের সাধনায় তুষ্ট হইয়া শ্রীবরাহদেব পর্ব্বত-সমান উচ্চ শরীর-ধারী কোল বা বরাহরূপে দর্শন দেন। এই দ্বীপে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু ও ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ভজনা ও সমাধিক্ষেত্র বর্ত্তমান।

আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় কোলদ্বীপ পরিক্রমার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ পূর্ব্বক পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণের প্রয়াস পাইব।

শ্রীধাম-পরিক্রমা-যাত্রিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত করা হইলেও তাঁহারা গৃহে যেরূপ সুবিধা উপভোগ করিতেন, তাহার তুলনায় হয়ত অনেককেই অল্পবিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁহারা এ সকল অসুবিধাকে শ্রীভগবৎসেবার পক্ষে পরম সুবিধা—শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা বলিয়াই স্বীকার করিবেন। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ"—ইহাই বিজ্ঞগণের অভিমত। গ্রাম্য-বিষয়-পরিক্রমা ও শ্রীধামের বিষয়-পরিক্রমা—এই দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষয়। প্রথমটী আপাত-সুখকর হইয়াও পরিণামে দুঃখাবহ, কিন্তু দ্বিতীয়টী আপাত সুখপ্রদ বলিয়া মনে না হইলেও পরিণামে নিত্যানন্দ-দায়ক। জড়-বিষয় চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইয়া মানুষ চেতনের ধর্ম্ম ভগবৎসেবানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া—জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া চিরদুঃখে দুঃখী হইয়া পড়ে। বিষয়-পরিক্রমা-কারিগণকে শ্রীমদ্ভাগবত গৃহমেধী বা ঘর-পাগ্‌লা আখ্যা দিয়াছেন। কেননা তাঁহারা ভজনের মূল নরদেহটী পাইয়াও তাহা দ্বারা হরিভজনের পরিবর্ত্তে জড়ের ভজন করিয়া নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিয়া থাকেন। বিদ্যা-ধন-কুল-মদোন্মত্ত দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ জড় বিষয় পরিক্রমা ছাড়িয়া শ্রীভগবানের স্বরূপ-বৈভব শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিন্তু সুকৃতিমান্ জনগণই বুঝিয়া থাকেন যে, শুদ্ধভক্তসঙ্গে শ্রীভগবানের লীলাস্থান-দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিজনিত আনন্দের নিকট জড়বিষয় ভোগোত্থ আনন্দ কতদূর হেয়, অনুপাদেয় ও ঘৃণ্য। আনন্দ সকলেরই প্রয়োজন বুঝিয়া সেই আনন্দের নিত্যানিত্য বিচার পূর্ব্বক নিত্যানন্দ বরণে যাঁহারা সমর্থ, তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তাই বস্তুতঃ প্রশংসনীয়। জড়ের সূক্ষ্মদর্শনকে প্রকৃত দর্শনাভিজ্ঞতা বলা যায় না, যাঁহারা প্রকৃত স্বার্থ বা আত্মপ্রয়োজন দর্শন করিতে পারিয়া তজ্জন্য স্বার্থগতির স্বার্থ গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ বহুদর্শী বা অভিজ্ঞ দার্শনিক। শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্র-প্রভাবে জীবের কুদর্শন বিদূরিত হইলেই জীব সুদার্শনিক হইতে পারেন। সুতরাং সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই শারীরিক বা মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য-লাভার্থ বিষয়-পরিক্রমণাভিলাষরূপ কুদর্শন ছাড়িয়া সুদর্শনের কৃপালাভার্থ ভগবদ্ভক্তসঙ্গে ভগবদ্ধাম পরিক্রমায় যোগদান করাই একমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। যাঁহারা প্রেমলাভে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া সামান্য দৈহিক বা মানসিক সুবিধা অসুবিধার চিন্তায় অধীর হইয়া পড়েন, তাঁহারা প্রেমধন লাভে বঞ্চিতই হইয়া থাকেন।

প্রকাশ ও সিউড়ীর মল্লিক

অনেকে অবগত আছেন, কুন্তল-মেচক-কেশধারী নাস্তি-পণ্ডিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি মনে করেন যে, তাঁহারা তত্ত্বছাত্র-সুপবেবি-জনগণ ভক্তির অনুশীলন করিতে সমর্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকে বি, এ, পাশ করেন, অনেক বি, এ, পাশ-করা বাগ্মী থাকিতে পারেন, অনেক মেচককুন্তলশোভী হইয়া বাবুগিরি করিতে পারেন, যেহেতু লাভার জন্যই যে তাঁহাদের ভক্তিশক্তি সেই পরিমাণে বেশী থাকিবে, ইহার প্রমাণ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কুতর্কবাদিগণ ভক্তিবিরোধী হওয়ায় যে বৈষ্ণবাপরাধ করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব থাকেন, তাহার ফলেই উদর ও উপস্থের চেষ্টাক্রমে শ্রীগোস্বামি বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ সাধিত হয় এবং সেই অপরাধফলে মাতৃমন্দির সেবা করিতে গিয়া ধাত্রীগণের সহিত অধিক প্রণয় আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সকল কথা অনেকে অনুমোদন করেন না। প্রত্যেক বাগ্মী, প্রত্যেক মেচক-কুন্তলী যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অর্থ বুঝিতে পারিবেন, এরূপ কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই। বরং চাঁচর চিকুর কেশে, পুতনার ন্যায় প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া মায়াদেবী জীবসমূহকে ভাড়ান সেবা করাইতে প্রবৃত্ত করান। শিলংএ যাইয়া ছাগভোজন, কর্কট, ডিম্ব প্রভৃতি গোপনে ভোজনক্রিয়া কিয়দ্দিনের জন্য বন্ধ করিয়া তথাকার লোকনিন্দন আরম্ভ করা কোনকালেই কাহারও ধর্ম্মজীবনে যে কর্ত্তব্য নহে, একথা বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না। যাঁহারা ছাগাশক্ত মাংস দ্বারা বেদনাক্লেশে শরীরের পুষ্টি সাধন করেন, তাঁহারাই যে অধিক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অর্থ বুঝিতে পারেন, আমাদিগের ইহা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হয় না। যেখানে যেরূপ মজলিস্ পাওয়া যায়, সেই মজলিসে নিজের চতুরতার পরিচয় দিতে গিয়া সেই দলের লোক হওয়া কপটতার অন্তর্গত। আমরা প্রত্যেক কপটব্যক্তিকে তাঁহার পূর্ব্বাপর ক্রিয়ার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লই। ভাড়াটিয়া হইয়া দলের দোহাই দিতে গেলে লোকে সদাচারী বলে না। মাতৃমন্দিরে প্রবেশ করা এবং তথা হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত নাই। চরিতামৃত দেখিবার চক্ষু উদরপুষ্টকগণের সম্ভাবনা নাই, ইহা সত্য, আর হইতে মল্লিক মহাশয়, বোধ করি নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষাজীবি সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রাণাচ্ছাদনের জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই, জানিতে হইবে। কিন্তু কথাটী কি সত্য? পাঠশালার বিদ্যা লইয়া ইণ্ডিয়াল কালেক্টরীস্ বা চলন্তিকে ভক্তাভিধ্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করা শোচনীয় নহে, একথা ও মল্লিক মহাশয়ের জানা আছে। সুতরাং তিনি বোধ হয় নিজের উদরপোষণ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তজ্জন্য সংসার হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করেন না। নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক বলেন, তিনি ভূতক সম্পাদক শ্রীকুলদা প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের ন্যায় ভূতক সম্পাদক বা ভূতক বক্তা বা মাতৃমান্দরের ভূতক সম্পাদক নহেন। 'চোর বলে—ঐ চোর'—এই কপট ন্যায় অবলম্বন করিয়া গলাবাজী করিতে শিখিলেই যে তাঁহাকে বড় বলিতে হইবে, আমরা একথা স্বীকার করি না। লোকের সহিত সাধুর সমপর্য্যায়ে গণনা করিবার চেষ্টা কপট সমন্বয়বাদীর বিচারে সিদ্ধ হইলেও যাঁহারা চরিতামৃত দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভূতকের বাবদা সব কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিয়া মাতৃভাগগণের চরণ-পঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের অবশুদ্ধ হইবার দুর্ভিসন্ধি পোষণ করেন না। মল্লিক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া বা তাঁহার পত্রিকা পাঠ করিয়া জীবের কোন মঙ্গল হয় না, একথা সত্য, কিন্তু যাঁহারা উদর উপস্থের জ্বালায় ছটফট করিতেছে, নদীয়া-প্রকাশ পাঠ করিয়াও তাহাদের উপকার হয় না, একথা স্বীকার করিতে পারি না। কুলদা বাবুর ন্যায় ব্যক্তি একদিন ভাড়াটিয়া প্রচারকের অভিধানে অভিহিত হওয়ায় আত্মগ্লানির জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, আজ কিনা তিনি বৈদ্য সংকারের পিপাসায় জীবের হৃৎ-ভোজন-প্রবৃত্তি জাগাইয়া নিজে প্রস্তুত হইয়াছেন! আর কেন তিনি চা পান করায় প্রয়োজনীয়তা, পরবিদ্বেষ প্রভৃতি অনীতি, চৈতন্যের আচার-প্রচার আধুনিক যুগে সম্ভব নহে, এইরূপ প্রলাপ বকিতেছেন। এই সকল প্রলাপ আলোচনা করিলে দীনতায় স্বেচ্ছাবশত চক্রকোকের যে আনন্দ সঞ্চারে শ্রীচৈতন্য জানাইয়াছেন, সেখানে প্রবিষ্ট হইলে বোধ হয় বাবুরা শান্তি পাইতে পারেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ষ

যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থিটায় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক জনৈক ভক্তের সাহায্যে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী-প্রিয়া ও শ্রীশ্রীরাধামাধব প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীঅর্চ্চনমার্গের আদর করিয়াছেন ; শ্রীঅর্চ্চা-করিবার ব্যবস্থায় ... নিযুক্ত হইয়া জগজ্জাল ... করিবার দোষ হইতেও বিরত হইতে পারেন। যদি তিনি নদীয়া-প্রকাশের কথা শুনিতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৈনন্দিন উক্তিসমূহ ও অর্থসংগ্রহের সকল কৌশল, যাহা নঃ প্রঃ আফিসে সংগৃহীত আছে, তাহা এক একটী করিয়া প্রকাশিত হইবে। তাঁহার জীবন-চরিত্রে অনেক অনুদ্ঘাটিত সত্য প্রকাশিত করিবে। যেদিন তিনি সারটীয়া ডেক-দারীর ও তাঁহার সঙ্গীগণের সাহায্য করিবার জন্য গলাবাজী করিতে করিতে নিদয়া হইতে বামনপুকুরের দিকে ছুটিতে-ছিলেন, যেদিন তিনি মহিষখোলার ঘোষ মহাশয়কে গৌরনিত্যাই-মিলিত-তত্ত্ব করাইবার জন্য অপরের নামে গ্রন্থ লিখিবার সাহায্য করিতেছিলেন, সেদিন বুঝি তাঁহার উদর-পোষণের চেষ্টাটা ধর্ম্মা-স্বরতার রূপ পড়িয়াছিল! কটকবাসী এবং কটকপ্রবাসী সকলে তাঁহার প্রকৃত চিত্র দর্শন করিবার সুযোগ করিয়া লউন। নদীয়া-প্রকাশই নদীয়চাঁদের বিরোধী সম্প্রদায়ের সকলচিত্র সরলভাবে চিত্রিত করিবার জন্য প্রকৃত বল রাখেন। যেদিন তিনি নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগর ট্রেনে গত নবসর ধুলটের সময় কৃষ্ণনগর আসিতে-ছিলেন, সে দিনের কথা কি কুলদাবাবুর মনে পড়ে না? বিজ্ঞ জনের সংজ্ঞার অভাব আছে, একথাও ত' তিনি জানেন? কুলদা বাবু অল্পবিদ্যা লইয়া প্রভুপাদের শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের সহিত যে আন্দোলন করিতে গিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত ফলের কথা কি কুলদা বাবুর স্মরণ-পথ পরিত্যাগ করিয়াছে? তিনি যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং সেই চরিতামৃতের দর্শন-সৌভাগ্য বৈষ্ণবাপরাধ থাকা-কালে যে কাহারও নাই, এ কথা আমরা কতিপয় সরলপ্রাণ তাঁহাকে ও তাঁহার ... সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিব। পরিশেষে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু বিদণ্ডিস্বামীদের কথাটা মানুষ মহাশয়ের ... সম্প্রদায়কে বলিয়া আজকার মত বিরাম লাভ করি—

কালঃ কলিৰ্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

বিগ্রহ যে সাক্ষাৎ ভগবান্ এতাদৃশ প্রতীতি শ্রীমদ্ভাগবতের নয়নে পরিদৃষ্ট হয়। মধ্যম ভাগবত ও কনিষ্ঠ ভাগবতগণ মহা-ভাগবতের অনুসরণ করেন মাত্র। শ্রীমায়া-পুর যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রতিষ্ঠাকাল হইতে শাস্ত্রীয় বিধিমতে পূজাকার্য্যাদি চলিয়া আসিতেছে। অন্য জগতে বর্ত্তমানকালে অনেকস্থানে শ্রীমূর্ত্তিসেবা আছে ও চলিতেছে। কিন্তু তাদৃশ সেবাসমূহের সহিত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের শ্রীমূর্ত্তি সেবার সর্ব্বতোভাবে ভেদ আছে। পর্য্যালোচনা করিলে শ্রীভাগবতমাত্রেই জানিতে পারি-বেন যে, শ্রীমায়াপুরে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা ব্যতীত অন্যত্র প্রায় সর্ব্বত্র সেবাকার্য্য কর্ম্মকাণ্ডাস্ত-র্গত। অন্যত্র সেবকের বা সেবকগণের অসংখ্য সম্পত্তির মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি একটী জড়-ভোগ্য সম্পত্তি বিশেষ। সেবাকার্য্যটী তাঁহাদের জগতে প্রতিপাদ্য ফলভোগময় কর্ম্মবিশেষ, কিন্তু এক দুষ্ট প্রকার বিচারই ভগবদ্বুদ্ধি উৎপাদিত করিয়াছে। শ্রীমায়া-পুরের শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বস্তু। শ্রীমায়াপুর প্রকৃতির অতীত রাজ্যের তত্ত্ব। বৈভব, সম্প্রতি প্রপঞ্চে উদিত এবং প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষুর দ্বারাই দ্রষ্টব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পত্তিসমূহ কোন ব্যক্তি-বিশেষের কর্ম্মফল-ভোগের যন্ত্রবিশেষ নহে। শ্রীগৌরসেবনোদ্দেশে উপায়ন ও উপচার-সমূহ সমর্পিত হওয়ায় উহা অপ্রাকৃত। কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্ম্মজালে বদ্ধ হইয়া নিজের অসংখ্য জড়বস্তুর অন্যতম জ্ঞানে শ্রীমন মহাপ্রভু ও তাঁহার বৈভবসমূহকে নিজ ভোগপরতায় পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ নহেন। যাহারা যে কোন প্রকারে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন, সকলগুলিই ভগবানের নিজস্ব, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মযোগ্য ফলাধিষ্ঠান নাই। একটু সূক্ষ্মভাবে বিষয়টীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, ভক্তগণ জানিতে পারিবেন যে, অন্যত্র যে সকল সেবা-উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদি সম্পাদিত হয়, তাহা ব্যক্তি-বিশেষের উদর-পোষণ, ভগবদর্থে স্ত্রী-পুত্র-প্রতিপালন, পুত্রকন্যাদির ভূষণনির্ম্মাণ ও অন্যান্য ভোগপর ব্যবহারিক কার্য্য সম্পাদনের কারণ মাত্র। আর শ্রীমায়া-পুরচন্দ্রের সম্পত্তি তাঁহার নিজের। উহাতে অপরের ভোগের অবসর দেওয়া হয় না। সেবকগণ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ভোগ্য বস্তু বিশেষ, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন। সেবক-গুলিও শ্রীগৌরসুন্দরের আংশিক ভোগ্য সম্পত্তি, সুতরাং এইরূপ অর্চ্চাবতারের আদর্শটী জগতের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরই সেবকগণের মালিক। সেবনযোগ্য উপায়নের মালিক। আর অন্যত্র তত্তদ্দ্রব্যসুখানুসন্ধানে ব্যক্তিবিশেষের ইন্দ্রিয়তর্পণপরতা লক্ষিত হয়। শ্রীগৌর-সুন্দর সর্ব্বসাধারণ গৌড়ভক্তের আরাধ্য

প্রকৃত নীতিধর্ম্ম

নীতিবিষয়ে জগতের অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলেন, কিন্তু কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের প্রচারিত নীতি—সাধারণ নীতিজ্ঞ পুরুষগণের বিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহাদের নীতির নিকট অভক্তের সমস্ত নীতিই পরাজিত ; তাঁহাদের নীতি—'ভক্তি'। কর্ম্মী-জ্ঞানীর নীতি—মানুষের নির্ম্মিত, আর শুদ্ধভক্তের নীতি অনাদিকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধভাবে ভগবানের পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত। আমাদের এই ইন্দ্রিয়জজ্ঞান বস্তু। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের ভোগপরতা নাই। পরন্তু ভোক্তৃবিচার স্থাপিত হই-য়াছে মাত্র। প্রাকৃত সহজিয়াগণ ও বর্ত্তমান বাউল সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের সেবকগণের ভূলোক হইতে গোলোক পর্য্যন্ত পরস্পরের পার্থক্য অর্থাৎ আকাশ পাতাল ভেদ। নাথদ্বারায় যে শ্রীমূর্ত্তি-সেবার মহাপ্রকাশ দেখা যায়, তাহাতে দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক ব্যয় হয় এবং তাহা জগতের মধ্যে সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন সেবা। শ্রীজগন্নাথের সেবাও সর্ব্বজন বিদিত। তাহা হইলেও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবায় যে বৈলক্ষণ্য ও বিশেষত্ব আছে, তাহা ধীর ভক্তবর্গ বুঝিতে পারিবেন। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের এবং অন্যান্য ভারতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকস্থলে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া যে বিষম বিপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে; তাহা পরিহার পূর্ব্বক ভক্তির বিশুদ্ধতা সংস্থাপনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় যে বিশুদ্ধ পথটি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথের নীরাজনের অভাব হইলে, পুনঃপ্রচলিত আবিলতা আসিয়া গমনশীলব্যক্তিকে পঙ্কমধ্যে পুনরায় প্রোথিত করে। পঙ্কনিমগ্ন জনগণ বৈষ্ণব পরিচয়-কাঙ্ক্ষী হইয়াও ভক্তির শুদ্ধপথে বিচরণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়। অভক্তপথকেই বহুমানন করেন ও পঙ্কে নিমগ্ন হন। সাধন ভক্তিপথ ভুলিয়া সাধন ভক্তিকে নিজ ভোগ-পর কর্ম্মপথ জানিয়া যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তির সেবাকেও ভোগপর কর্ম্মকাণ্ডে পতিত করেন। কিন্তু বাস্তবিক যোগপীঠের সেবা নিত্যকাল স্বীয় অপ্রাকৃত মর্য্যাদা স্থাপনে অসমর্থ নহে।

বর্ত্তমানকালে শুদ্ধ ভক্তগণ অনেকেই শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবায় বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্য অবগত হইয়া সেবার মর্য্যাদা বৃদ্ধি উদ্দেশে ও বিশুদ্ধভাবে তাঁহার সেবাভিপ্রায়ে জড়-ভোগযোগ্য দ্রবিণ ও চেষ্টা-সমূহ আংশিকভাবে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে যত্নবান হইয়াছেন।

যতদূর উঁচু ধাপে উঠিতে পারে, ততদূর উঠিয়া যাহাকে দূর হইতে 'ভাল' বা 'মন্দ' বিচার করে, তাহাই লৌকিক-সমাজে 'নীতি' বলিয়া প্রচারিত। মানুষের বুদ্ধির কম বা বেশী পরিমাণানুসারে নীতিরও কমতি বা বাড়তি হইয়া থাকে। মোটের উপর জগতের নীতিটা একটা সাধারণ জ্ঞানসীমার মধ্যে আবদ্ধ এবং সেই জ্ঞান-সীমার তারতম্যানুসারে উহা উঠা-নামা করিয়া থাকে।

অনেক সময় এই নীতিকেই আমরা ধর্ম্মের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলি ; কিন্তু 'ধর্ম্ম'-জিনিষটা একটা সাধারণ জ্ঞান বা নীতিমাত্র নহে। আমরা এই নীতিকেই 'ধর্ম্ম' মনে করিয়া যোগ, ব্রত, তপস্যা, কর্ম্ম, জ্ঞান, দরিদ্রের সেবা, সমাজের সেবা, দেশের সেবা, পশুর সেবা, মাতাপিতার সেবা প্রভৃতিকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করি। কিন্তু এইগুলি সমস্তই মনুষ্যের কল্পিত নীতি।

এই কল্পিত নীতিধর্ম্মই 'স্মার্ত্তবাদ' ; কিন্তু ভক্তের নীতির এমন একটা অতুলনীয় প্রভাব,—যেখানে এই সকল আপেক্ষিক-নীতি সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া যায়। ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া জানেন। ভক্তের নীতি-প্রবাহের এত বড় একটা প্রবলতম বেগ যে, তাহার কাছে প্রাপঞ্চিক বড় বড় নীতিগুলিও ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া সেই স্রোতের এক পার্শ্বে নগণ্যভাবে স্থানলাভ করে, সে গুলি আর তত বড় হইয়া নিজ নিজ আধিপত্য দেখাইতে পারে না।

জগতের সাময়িক ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই ভক্তি-নীতিকে বিবিধ নীতির অন্যতম বলিয়াই প্রচার করেন, কেহ বা ভক্তি-নীতিকে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি, দেশের প্রতি ভক্তি—ভক্তিনীতিরই অন্যতম বা একটা অংশ-বিশেষ। কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারক আবার লিখিয়াছেন,—মাতা-পিতার সেবার জন্য ভক্তি-নীতিকে খর্ব্ব করা যাইতে পারে ; কেহ কেহ বলিয়া-ছেন,—মাতা পিতা বা তাঁহার প্রাণে কষ্ট দিয়া কিছুমাত্র ভক্ত হইতে পারে না। মাতা-পিতার সেবা বা ভার্য্যাদি ভরণপোষণের ব্যাঘাত হইলে কৃষ্ণসেবা হয় না।

কিন্তু বঙ্গ মানব-রাজ্যের বড় বড় মহাজনগণের এই বিচার অতিক্রম করিয়া ভগবানের একান্ত অনুগত জনগণ এক বাক্যে নিত্যকাল পাঞ্চজন্য মঙ্গল-শঙ্খ-ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর-নির্ঘোষে সর্ব্বজীবকে এই মহা সত্য-বাণীটী বলিয়া দিতেছেন,—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত জীবের আর কোন নীতি নাই বা থাকিতে পারে না।" "মামেকং শরণং ব্রজ", "সত্যং পরং

যাত্রিগণ, সাবধান !!!

প্রতারণায় ভুলিয়া শ্রীমায়াপুরের পূজা ক্যাঁকড়ার মেঠোদলকে দিবেন না।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণকে জানান যাইতেছে যে, বিগত ১৩৩৪ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে কলিকাতায় এলবার্ট হলে যে সভায় কাশীমবাজারাধিপতির সরল ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া কতিপয় মৎলববাজ ভিন্ন-ব্যবসায় ব্যবসায়ীদল ঈর্ষামূলে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে আদৌ কোন প্রমাণাদি দেখাইতে না পারায় ক্যাঁকড়ার মেঠোদল মাদ্রাসার ইষ্টকখণ্ড খুঁড়িয়া ক্যাঁকড়ার মাঠকে কুলিয়ার তন্তুবায়ের দেওয়া নাম মিএাপুর বলিয়া নাম দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরন্তু গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত, সমর্থিত ও সিদ্ধ মহাজনগণের আবিষ্কৃত শ্রীমায়াপুরই শ্রীগৌর-জন্মস্থান ও প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া সেই সভায় সমাগত সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা ক্যাঁকড়ার মাঠকে কল্পিত মায়াপুর নাম দিবার অধিকার কাশীমবাজাররাজের নাই বা মৎলববাজ ভক্তিবিদ্বেষী জনগণের থাকিতেও পারে না, তাহাদিগকে এক মৌজার নামকে নামান্তরিত করিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু লোক প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসার মুসলমানপল্লী ক্যাঁকড়ার মাঠ কোনদিন মিএাপুর নামের সার্থকতা করিতে পারে নাই। ঐ সভায় লোক-প্রতারণা-মূলে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ই কাল্পনিক নামকরণের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই এবং ঐ চেষ্টা অবৈধ ও অন্যায় বলিয়া সকলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অনুকরণ-কারী নিকৃষ্ট নরগণ 'শ্রীমায়াপুরচন্দ্র' প্রভৃতি নাম অনুকরণ করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। গৌরাঙ্গসিংহ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কখনও একবস্তু নহেন। ক্যাঁকড়ার মাঠের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের রামসীতার মন্দিরের সহিত শ্রীগৌরজন্মভূমির কোন সম্পর্ক নাই। এ কথা ভুলিয়া এবং না দেখিয়া যাহারা দিবান্ধ পেচকের ন্যায় সত্যের অপলাপ করে, তাহাদের দুরভিসন্ধি বুদ্ধিমান যাত্রিগণ কখনই আদর করিবেন না। শ্রীমায়াপুরের সন্ধান জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ভক্তিরত্নাকর, পরমানন্দদাসের প্রাচীন কড়চা প্রভৃতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব এঞ্জিনিয়ার বাহাদুরের মানচিত্রই প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাসনা করিয়া অবৈধভাবে মহিলাগণের চরণ-বক্ষ নির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্যে ভাগবতপাঠ-ব্যবসায়, মন্ত্রদান-ব্যবসায়, ধামনির্ণয়-ব্যবসায় করেন, তাহাদের দেবতার নামে ধর্ম্মের নামে ব্যবসা ও পয়সা রোজগার ও পরদারের কেশের জন্য নারিকেল তৈল কপটতার উদ্দেশে ব্যয়িত হয় বলিয়া ঐ প্রতারকগণকে শ্রীমায়াপুর দর্শনাভিলাষি-যাত্রিগণ বিশ্বাস করেন না।

কলিকাতার এলবার্ট হলে যদি কামস্কাটকার অধিপতিকে কামাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বুঝান হয়, তাহা হইলেই যে উহা সর্ব্বজন-সম্মত শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আবির্ভাবভূমি—এ কথা প্রমাণিত হয় না। মহামান্য রাজাধিরাজের ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন অপস্বার্থমূলে ক্যাঁকড়ার মেঠোদলের মুখপাত্র হইয়া জনৈক পালচৌধুরী গলাবাজী করিয়াছিলেন। তিনি তৎপরিবর্ত্তে উপযুক্ত জবাব পাইয়াছেন। সুতরাং যাত্রিগণ সাবধান!! যাহারা বাহির দ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ বলিতে পারে,—এরূপ বঞ্চক ও বঞ্চিত-সম্প্রদায়ের ঈর্ষামূলক কথায় ভ্রান্ত না হইয়া একবার স্বচক্ষে অনির্ব্বচনীয় সচ্চিদানন্দভূমি যোগমায়াপুর-পীঠ দর্শন করুন। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সাবধান! কপটকে বিশ্বাস করিবেন না।

বেদের সারকথা

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, কোন সময়ে বিদেহরাজ নিমি নবযোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে ঋষিগণ! কিরূপ কর্ম্মযোগ-দ্বারা পুরুষ সংস্কৃত ও আশুকর্ম্ম-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরম নৈষ্কর্ম্য লাভ করেন? তদুত্তরে আবির্হোত্র বলিতে লাগিলেন,—

রাজন্! বিহিত, অবিহিত ও নিষিদ্ধ এই তিন প্রকার কর্ম্ম কেবল বেদবাক্যমাত্র। বেদ ঈশ্বর স্বয়ং। সুতরাং যতই বুদ্ধি-প্রকাশ করুন, পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। এক প্রকার অর্থ অন্য প্রকার করিয়া ধরার নাম পরোক্ষবাদ; বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ, ইহা মূঢ় লোকের পক্ষে অনুশাসন। অর্থাৎ পিতা যেমন খণ্ড লড্ডুকের প্রলোভন দেখাইয়া বালককে ঔষধ ভক্ষণ করান, তদ্রূপ বালকদিগের অনুশাসন স্বরূপ এই বেদ নৈষ্কর্ম্যাসিদ্ধির জন্য পরোক্ষবাদে কর্ম্মসকল বিধান করেন।

অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ না করে, তাহা হইলে সে বিকর্ম্মের ফলে অধর্ম্মরূপ মৃত্যুদ্বারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। আবার কর্ম্মফলে আসক্তি না করিয়া এবং ঈশ্বরে ঐ কর্ম্ম অর্পণ করত যিনি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করেন, তিনি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিই কর্ম্মের বাস্তবিক ফল, অন্য যে ফলশ্রুতি তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্মাকর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে জানিবে।

ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীচমস বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রৌতজন্ম লাভ করিয়া হরিভজনের অধিকার পায়। যদি তাহারা উক্তাধিকার প্রাপ্ত হইয়াও বেদার্থবাদে রত হয়, তাহা হইলে তাহারা মোহ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মমীমাংসকগণ এই শ্রেণীভুক্ত। বেদের অর্থবাদে রত হইয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে, স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ-ভোজন ও মদ্যপান বেদের প্রেরণা অর্থাৎ প্রেরণারূপে তত্তদ্বিষয়ে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা জানেনা যে, ঐ সকল প্রবৃত্তি জন্মমাত্রেই নিসর্গতঃ, সুতরাং প্রেরণাকে অপেক্ষা করে না। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্যই বিবাহ দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞবিশেষে আমিষভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য।

দাম্ভিক ইত্যাদি কথা উল্টা-জগতের উল্টা-ধারণায় না বিকাইলেও ইহাই একমাত্র কঠোর সত্য ও যথার্থ নীতি-ধর্ম্ম।

ক্রিয়াবিশেষে মদের ঘ্রাণকেই ভক্ষণ-রূপে বিহিত হইয়াছে এবং পশুদিগের আলম্ভনই বিধান। পশুবধের বিধান নাই। সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গ কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্য বিবাহে, রতির জন্য নয়। এই বিশুদ্ধ বেদমতই স্ব স্ব, কিন্তু বেদার্থবাদকারিগণ তাহা জানেনা না! যে ব্যক্তি এই বেদ-তাৎপর্য্য জানে না, সে অসৎ, স্তব্ধ ও পণ্ডিত-মানী। সেই সকল লোক নির্ভয়ে পশু বধ করে এবং তাঁহাদের মৃত্যুর পর ঐ পশু-সকল তাহাদিগকে খায়। দেখ! আত্ম-স্বরূপ ঈশ্বর হরি পরশরীরে অবস্থান করিতেছেন। মৃত্যুর পরকায়াস্থিত হরিকে বিদ্বেষ পূর্ব্বক এই শবতুল্য আত্মদেহের পোষণাভিপ্রায়ে পশুবধ দ্বারা দেহে বদ্ধ-স্নেহ হইয়া অধঃপতিত হয়।

একাদশ স্কন্ধের ২১শ ও ২১শ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—শব্দব্রহ্মরূপে বেদবাক্যে নিষ্ঠা করিয়াও যদি কেহ বেদতাৎপর্য্যরূপ পরব্রহ্মে অবগাহন না করে, তবে বৎসহীনা গাভীরক্ষার ন্যায় বেদবাক্যে তাহার যত্ন কেবল শ্রমফল উৎপাদন করে। দুগ্ধহীন গাভী, অসতী ভার্য্যা, পরাধীন দেহ, অসৎপুত্র, সৎপাত্রে অদত্ত ধন যেরূপ দুঃখের কারণ, সেইরূপ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) পরিত্যাগ করিয়া বেদবাক্যে যিনি যত্ন করেন তিনি বড় দুঃখী।

সাধারণ মনুষ্যের চক্ষে এই সকল বেদ-বাক্য, কর্ম্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ বিকাশমান; কিন্তু তাৎপর্য্য বুঝিলে সকল বেদবাক্য ভগবদ্ভজনরূপ ব্রহ্মাত্মবিষয়ক বলিয়া বোধ হইবে। বেদের সমস্ত মন্ত্র পরোক্ষবাদ অর্থাৎ যাহা অন্য বলিয়া প্রতীত হয় তাহা ইহার তাৎপর্য্য নয়, পরমার্থই মূল তাৎপর্য্য।

[illegible]

আফগান-প্রসঙ্গ

আমানুল্লার ভাগ্য পরিবর্তন

আফ্রিদিদের সাহায্য

১৭ই মার্চ আফ্রিদিগণ তিরাহের নিকট সমবেত হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, আমানুল্লা যে পর্য্যন্ত সিংহাসন দাবি পরিত্যাগ না করিতেছেন, সে পর্য্যন্ত তাহারা কোন রূপ শত্রুতা করিবে না। তাহারা উহাও বলিয়াছে যে, তাহাদের আবার যুদ্ধ সম্বন্ধে আমানুল্লার পক্ষে যুদ্ধ করিবে। শিনওয়ারিগণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহাদের কয়েকজন প্রবীণকে কোরাণসহ আফ্রিদিগণের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং এই কথা জানায় যে তোমাদের প্ররোচনায় তাহারা ভুল করিয়াছে। তাহারাও আমানুল্লার পক্ষে দাঁড়াইবে তবে তাঁহাদিগকে রাজা যেন ক্ষমা করেন।

শিনোয়ারীদের ক্ষমা ভিক্ষা

আফ্রিদিগণ বলিয়াছে যে, তাহারা শিনোয়ারীদের পক্ষে রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবে; কিন্তু রাজা যদি ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে তাহারা তজ্জন্য রাজাকে পীড়াপীড়ি করিতে পারিবে না। কাজেই তাহাদের পক্ষে আশ্বাস দেওয়া সম্ভবপর নয়। শিনোয়ারীরা শেষে এই অনুরোধ জানাইয়াছে যে, তাহাদের কথা যেন রাজাকে জানানো হয়। রাজার উত্তর না আসা পর্য্যন্ত যেন তাহাদিগকে আক্রমণ করা না হয়। আফ্রিদিগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে।

বাচ্চা ই সাকোর বিরুদ্ধে লড়াই

কাবুল হইতে গত ১০ই মার্চ তারিখে একজন আসিয়াছেন। এই নবাগত বলিতেছেন—কাবুল এবং গাজনীর মধ্যে একস্থানে যুদ্ধ হইতেছে, উহা তিনি আসিবার সময় শুনিয়া আসিয়াছেন। একজন নাজারান ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বাচ্চা-ই-সাকোর বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছেন। এই ব্যক্তির নাম নবাগত ভুলিয়া গিয়াছেন।

জেনারেল নাদিরের রাজা অনুগত্য

জেনারল নাদির ও তাঁহার দুই ভ্রাতা আমানুল্লার অনুগত প্রজা বলিয়া আপনাদিগকে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বাচ্চার আধিপত্য বিনাশ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। খোস্তে তাঁহারা কাজ করিতেছেন। সেখানে ১৮ই মার্চ তারিখে উপজাতিদের এক বিরাট সভার আয়োজন তাঁহারা করিয়াছেন

আফজল খাঁ।

জনৈক শিনোয়ারী সম্প্রদায়ের নেতা আফজল খাঁকে তাঁহারই সম্প্রদায়ের লোকে গুলী করিয়া মারিয়াছে।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

শ্রীনবদ্বীপধামে

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব মহামহোৎসব

হিন্দু-তীর্থ যাত্রিগণের

গঙ্গাস্নান, দোলযাত্রা, উৎসবদর্শন ও ধামপরিক্রমায় যোগদানে অপূর্ব্ব সুযোগ

আগামী ২রা চৈত্র (ইংরেজী ১৬ই মার্চ্চ) শনিবার হইতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষে হিন্দুদিগের নানা ধর্ম্মোৎসব হইবে। উৎসব এক পক্ষ কাল স্থায়ী হইবে। নিম্নে কয়েকটী বিশেষ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

২রা চৈত্র (ইংরাজী ১৬ই মার্চ্চ) শনিবার যাত্রিগণ শ্রীমায়াপুর হইতে বহির্গত হইয়া ১০ই চৈত্রের মধ্যে নবদ্বীপ পরিক্রমা করিবেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ৪৪৩ তম আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে (প্রাচীন নবদ্বীপ) আগামী ১০ই চৈত্র রবিবার হইতে আরম্ভ হইয়া কয়েক দিবস-ব্যাপী ধর্ম্মোৎসব হইবে। আবির্ভাব পূর্ণিমাতিথিতে এবং দোলযাত্রা উপলক্ষেও শ্রীনবদ্বীপধামের নানা স্থানে উৎসব হইবে।

এই সকল বিরাট্ ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপে বহু সাধু-সমাবেশ হয় এবং মেলা, যাত্রা, গান প্রভৃতির আয়োজন থাকে। শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমাগত যাত্রিবর্গকে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রসাদ বিতরণ করেন ও থাকিবার স্থান দেন।

রেলকর্ত্তৃপক্ষ এই উৎসব উপলক্ষে প্রয়োজন মত অতিরিক্ত সংখ্যক গাড়ী দিবার এবং স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ও প্যাসেঞ্জার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৩ নং কয়লাঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা, তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৯

জি, এস, ঘোকে, ট্রাফিক ম্যানেজার।

[উক্ত বিজ্ঞাপনটী ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী বৃহদাকারে প্রকাশিত করিয়া বিভিন্ন ষ্টেশনের গাত্রে সংলগ্ন করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী ও তাঁহাদের বিভিন্ন ষ্টেশনে বিজ্ঞাপনটী প্রকাশ করিয়াছেন—নঃ প্রঃ সঃ]

অহিফেন সেবনে প্রাণত্যাগ

গত ১৭ই মার্চ রবিবার কৃষ্ণনগর গুকুলপাড়ার মহম্মদ সেক নামক অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক জনৈক যুবক অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে

সম্প্রতি বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের স্থানীয় পরামর্শ সভার ২৬শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় সভাপতি বলিয়াছেন,—রেলওয়ে বোর্ডের আদেশানুসারে কাঁথি শাখা রেলপথের নির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত আছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের ভাড়া হ্রাস সম্পর্কে তিনি বলেন, ঐ বিষয় বর্ত্তমানে বিবেচিত হইতেছে। তিনি আরও বলেন, ভোগপুর ও পাঁচকুড়ার মধ্যে একটি ষ্টেশন স্থাপন করা উচিত নহে। কারণ তথায় রাস্তার সুব্যবস্থা নাই। সভাপতি আরও বলেন, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস অপেক্ষা ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উক্ত রেলপথের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আফ্রিদী ও খিলজাই

বহু সম্মানিত মালিকের স্বাক্ষরিত এক পত্র আফ্রিদীরা খিলজাইদের নিকট প্রেরণ করিয়াছে। তাহাতে তাহারা বলিয়াছে, আফ্রিদীরা রাজা আমানুল্লার বিরোধী সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে।

জেনারেল নাদির খাঁ ও তাঁহার ভাইদিগকেও তাহারা আমল দেয় নাই। এখন খিলজাইদের কর্ত্তব্য, তাহাদের জাত ভাইদের মত তাহারাও রাজার পক্ষে দাঁড়ান এবং যে সকল আফগান সম্প্রদায় রাজার পক্ষে, তাহাদের সকলের সহিত মিলিয়া রাজাকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা।

স্পেনীয় পর্য্যটকের প্রশংসা

'নয়াদিল্লী' ১৭ই মার্চের সংবাদে প্রকাশ, ক্যাটালিক-এক সেনোরেক বার্সিলোনা-বাসী তিনি মোটর সাইকেলে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, ভারতবাসীর আতিথেয়তার তুলনা নাই। শীঘ্র তিনি পারস্য হইয়া করাচী গমন করিবেন।

কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে বিমান-পথ

ডাক ও যাত্রী চলাচলের অভিনব ব্যবস্থা

সম্প্রতি কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে বিমানপথে যাত্রী ও ডাক চলাচলের জন্য দুইটী পথ খোলা হইয়াছে। একটি পথ মেক্সিকো সিটি হইতে নুভো লারেডো পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটী পথ নিউ ইয়র্ক সহর হইতে মন্ট্রিয়ল পর্য্যন্ত গিয়াছে। উভয় পথেই ডাক এবং যাত্রীর যাতায়াতের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই পথ নির্ম্মাণে বহু বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

মাদ্রাজ পেশোয়ার এক্সপ্রেস

দূর যাত্রিগণের সুবিধার জন্য রেলওয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ১লা এপ্রেল হইতে মাদ্রাজ পেশোয়ার এক্সপ্রেস নামক একখানি ট্রেন মাদ্রাজ হইতে ৭৩ ঘন্টায় পেশোয়ার যাইবে। ঐ ট্রেনখানি বেজওয়াদা, নাগপুর ও আগ্রা হইয়া নূতন পথ দিয়া যাইবে। সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় মাদ্রাজ হইতে ছাড়িয়া ঐ ট্রেন চতুর্থ দিনে সকাল ৮॥০ টার সময় পেশোয়ারে পৌছিবে।

চীনদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

১৩০০০০০০ লোকের অনাহার

নানকিং, ১৩ই মার্চের চীন গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী নানা স্থান পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি রিপোর্ট দিয়াছেন,—হোনান, সান্সি ও কানসু এই তিন প্রদেশের ১৩০০০০০০ লোক অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। তথায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

ষ্টেট রেলওয়ে সমূহের আয়

২রা মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে সমগ্র ষ্টেট রেলওয়ের ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে অর্থাৎ গত সপ্তাহের তুলনায় ৪ লক্ষ টাকা বেশী এবং গত বৎসরের এই সপ্তাহের তুলনায় ১ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে। ২রা মার্চ পর্য্যন্ত এই বৎসরে মোট ৯৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে অর্থাৎ গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় ৩ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে।

সমর ঋণ পরিশোধ

গত ১৩ই মার্চ ইটালী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সমর ঋণ বাবদ ২১২৫০০০ পাউণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। ১৯২৬ সালে ইটালীর সঙ্গে ইংরাজের যে চুক্তি হইয়াছিল, সেই চুক্তি অনুসারে এবার ৭ম কিস্তি শোধ করা হইল।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টও তাহাদের দেয় ৬ষ্ট কিস্তির ৪০০০০০০ পাউণ্ড বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৮।

পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস

শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা

'অদ্য অর্চ্চনাখ্য' শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা। পরিক্রমাকারি ভক্তগণ কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া গত কল্যই শ্রীঋতুদ্বীপান্তর্গত চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধর মঠে উপনীত হইয়াছেন। এইস্থানে শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব-দর্শন শ্রীগৌরগদাধর শ্রীবিগ্রহযুগল শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধ-সেবকগণের দ্বারা নিত্য সেবিত হইতেছেন। দ্বিজবাণীনাথ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের অনুগত ছিলেন। এই সুপ্রাচীন-সেবা সেবকগণের অযত্নে একরূপ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা উপলক্ষে এস্থানে আসিয়া এই প্রাচীন সেবার দুরবস্থা-দর্শনে বিশেষ ব্যথিত চিত্ত হন। গত ১৩২৮ বঙ্গাব্দে তিনি এই লুপ্তপ্রায় সেবার পুনরুদ্ধার-কল্পে তথায় এক সুন্দর শ্রীমন্দির ও সেবকগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের দ্বারা বিশেষভাবে সেবোজ্জ্বল্য সাধন করেন। এইস্থানে নানা-সহিত ষড়্‌ঋতু শ্রীগৌর-ভগবানের অন্তরঙ্গ চিন্তা করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম ঋতুদ্বীপ হইয়াছে। কথিত আছে যে এইস্থানে রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে শ্রীশ্রীগীত-গোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীল জয়দেব ঠাকুর পদ্মাবতীদেবী-কর্ত্তৃক আহৃত চম্পকপুষ্প দ্বারা রাগমার্গে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা করিতে করিতে এক স্থানে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করেন। পূর্ব্বে এই স্থানে চম্পক বৃক্ষের বন ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে চম্পকপুষ্প হাটে বিক্রয় হইত, ভক্তগণ সেবার্চ্চনার উদ্দেশ্যে উহা ক্রয় করিতেন, এইজন্য এইস্থানের নাম চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটী হইয়াছে। বর্ত্তমানেও শ্রীগৌর-গদাধর শ্রীমন্দিরের সন্নিহিত প্রদেশে কয়েকটী চম্পক বৃক্ষের গাছ আছে।

এই স্থানে প্রতিবৎসর প্রায় দিবসত্রয়-ব্যাপী বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পরিক্রমাকারি ভক্তগণ ব্যতীত চাঁপাহাটী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহুলোক বিবিধ ষড়্‌রসযুক্ত মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোকের কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ-সেবন এখানকার একটী দর্শনীয় বিষয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-যাত্রিগণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ আজ দুই বৎসর হইল এখানে একটী নলকূপ প্রোথিত করিয়াছেন।

গত কল্য সন্ধ্যায় এক মহতী সভার অধিবেশনে অর্চ্চনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ ও এইস্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। ভক্তগণ অদ্য ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীসমুদ্রগড় প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করিবেন, অদ্যও সন্ধ্যায় বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হইবে।

শ্রীসমুদ্রগড় সাক্ষাৎ গঙ্গা-সাগরতীর্থ। এইস্থানে সমুদ্র গঙ্গার আশ্রয়ে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপলীলা দর্শন করেন। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীম যুদ্ধে শ্রীসমুদ্রসেন রাজাকে শুদ্ধভক্তি জানিয়া দর্শন দান করেন।

উদরম্ভরি কে

জগতে পেট-পূজক ও হরিপূজক দুই সম্প্রদায় আছে। যাহারা আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতোষণ-কল্পে কপটতা বা নিষ্কপটতা অবলম্বন করিয়া পেট-পূজার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়, ভাগবত পাঠের ছলনা, মন্ত্র দেওয়ার ছলনা, অর্চ্চনের ছলনায় বিগ্রহ দাঁড় করাইয়া পয়সা রোজগার করে, মর্কট-বৈরাগীর বেশে নেংটী লয়, গৈরিকবসন ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী সাজে—সেই সকল নানাচেষ্টাযুক্ত লোকগুলিই বহু-ব্যবসাদার প্রকৃত উদরম্ভরি বা পেট-পূজক; আর শ্রীচৈতন্য-মঠাধীন শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবক-সম্প্রদায়ই শুদ্ধ-ভক্ত বা হরিপূজক। পরলোক দলের পেটে চালাইবার জন্য জাতি-গোস্বামী সাজা, জাত-গোস্বামীর দৌহিত্র সাজা, বেদন-সজ্জায় গোঁসাই-গিরিকরা, টাচর বাউরী চুল ধারণ, পণ্ডিতি ফলান,গলাবাজী করা,—এই সমস্তই উহাদের পেট-পূজার মধ্যে। গৌড়ীয়সম্প্রদায় কবে ঐ প্রকার যে সকল অপরাধ্যাপর-লোকের তাণ্ডব-নৃত্য দেখা যায়, তাহাদিগকে সম্প্রদায়ের গণ্ডীর পার করিয়া দিয়া চিৎ-সমুদ্রের রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়াই নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয়-মঠের কার্য্য। ভাগবতের কোন সন্ধান না রাখিয়া ভাগবতের বক্তা বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ভাড়াটীয়াগিরি করা—পেটপূজারই অন্তর্গত। নদীয়া-প্রকাশ সেইরূপ পেট-পূজক-সম্প্রদায়কে বিশুদ্ধভক্তিবিবেক হইয়া কারণ-বারির জলে অবগাহন করিতে দেন না। আমাদের মনে পড়ে,—এক দিন

এক খুঁট-আখ্‌ড়ার আপনাকে 'পণ্ডিত' বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া তীর্থ-লক্ষণে, বি, এ ডিগ্রির লকবে ও গণ্ডবাজীর জোরে মাতৃমন্দিরের ধর্ম্মধুর বহন করিতে গিয়া যে পেটপূজা করিয়া ফেলিয়াছিল এবং সেই পেটপূজার জন্য ভাড়া খাটিতে খাটিতে ধর্ম্মবক্তা সাজিয়া বসিয়াছিল, তাহাতে গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর কথা মনে পড়িয়াছিল এবং তাহার ঐ অপকার্য্যে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ ব্যতীত মঠের আর গত্যন্তর ছিলনা। এই প্রকার পেট পূজক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে বাধা উপস্থিত হওয়ায় তাহারা কপটতার আশ্রয়ে পানি জাহাবিদ্যার বিদ্যাভূষণকে পরবিদ্যা-ভূষণের সঙ্গে সমপর্য্যায়ে গণনা করিবার চাতুরী করিয়াছিল কপটতা আর কতদিন টিকিবে? নদীয়া-প্রকাশে সকল কথা এখন প্রকাশিত হইয়া পড়িবে; নদীয়ার চাঁদকে সন্ন্যাসী করাইবে কারণগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তাই বলি, যখন নদীয়া-প্রকাশ আসরে "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" পাঠ করিতে থাকিবেন, তখন পেট-পূজক সম্প্রদায় যে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রবল বাধা উপস্থিত দেখিয়া বাবারে গেলামরে' বলিয়া চীৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকিবে। অবশ্যই অন্ধন দ্বারা ব্যবসায় জগতের বহু ক্ষতি হইয়াছে; সুতরাং পেট-পূজার ব্যবসায় একটু কমাইতে হইবে। এখন থেকে সাদা-সিধা মাধুকরী খোরেরা যেন ভাব মুখে ভাগবত কেউ শুনবে না। সেই মাধুকরী-খাওয়া লোককেই উৎকৃষ্ট প্রসাদ খাওয়াইবে। আর যাহারা নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য পেট পূজক হইবে, তাহাদের কপালে নারিকেল পত্রের নিক্ষিপ্ত তুবাদ নিহত হইবে। শ্রীরূপপাদের শ্লোকটী এই—

> যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
> নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
> তদবধি বত নারী-সঙ্গমে স্মর্য্যমানে
> ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

এই গৃহ দারবার পতদ্গ্রাহরূপ উপকরণ হইবার জন্য যে সকল বিষয়ী ধর্ম্মবক্তার ছলনায় নিজেদের পেট-পূজা করে, সেই সকল জড়েন্দ্রিয়ভোগী দোতন্ত্র-পরায়ণ মূঢ়জীবের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করাই গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের একমাত্র কৃত্য।

ভাই, পেটপূজকের কথায় ভুলিও না। শ্রীরূপের উপদেশের কথা স্মরণ করিয়া ভাড়াটিয়া বক্তা, ভাড়াটিয়া পাঠক, ভাড়াটিয়া মন্ত্রদাতৃগণ ব্যবসা ছাড়িয়া দেও। তোমাদের বল দিবার জন্য তোমাদের গুরুগণ চলিতেছেন, গৌড়ীয়মঠের পতাকা লইয়া, তাহাদিগের পদাঙ্কানুসরণ কর। মৎস্য, মাংস ভোজন ও পান, তামাক, চা পান করিয়া মানবজীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হরিভজনে বিঘ্ন হইবে না,—বৈষ্ণবাপরাধ করিও না। যদি কর, তবে তুমি নরকেই অবস্থিত থাকিবে; তোমাকে আদর করিয়া নরকে যাইতে হইবে না। তোমাদের মত কোটি-কোটি পেটপূজক যে সকল দুর্দ্দিন কাটাইতেছে, তাহা হরিকীর্ত্তন নহে বা ভাগবত-পাঠ নহে। মঠের ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীদিগের মুখে ভাগবত শ্রবণ কর, তবেই ভাগবত-মুখের অর্থ বুঝিতে পারিবে, নচেৎ সেই মহাজনকে গৌর-নিতাই-মিলিত তনু বলিয়া ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে পথে যাইবে, তাহা সজ্জন তোমরাই ভাল করিয়া বলিতে পারিবে। তাহা হইতে লোককে সাবধান করিবার জন্যই গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ নিজেদের সদাচার দ্বারা শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহারা চা, চুরুট, হুঁকা, বিড়ি, ছাগ-শিশুর মাংস ভোজন ও অসচ্চর প্রাণিহিংসক থাকিবার জন্য ভাগবত পড়েন না। গৃহস্থগণের স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালনের ন্যায় ভোগপর অর্থের জন্য কোন উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করেন না, পরন্তু তোমাদের ন্যায় উদরবৃত্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়তোষণকল্পে অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিগণকে কুপথ হইতে সৎপথে চালাইবার জন্য গুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। সজ্জন-ভোগিগণ তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গ রাখিবার ছলে সেবা করিতেছেন। তাঁহাদের মত উদরোপস্থ জীবিগণের ভাগবতের মত কোন কথাই নাই। ভাইসকল, দুর্ভিক্ষের দিনে তোমরা যদি আরও টাকা বাড়াও, তাহা হইলে তোমাদের, বক্তৃতা করার, পাঠ করার ব্যবসাদি সমস্তই যে কেবল পেটপূজার জন্য, উহা সকলেই বুঝিতে পারিবে। আর তখনই হরি-কথা-দুর্ভিক্ষের অপনোদনকল্পে গৌড়ীয়মঠের ভিক্ষালব্ধ অর্থদায় যে চৈতন্যদেবের যে মহাদান,তাহা বুঝিতে পারিবে। বলি হে পেট-পূজকগণ আর কতদিন তোমরা লোক ঠকাইবে? এবে নিলর্জ্জ পেটপূজকদল, তোমরা নির্লজ্জ হইতে পার, তোমাদের সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমাদিগকেও নিলর্জ্জ হইয়া লোকের দোর ছুটাছুটি করিতে হইবে। তবে এটা নিশ্চয়ই জেনো—হরি-পূজাতেই প্রেমলাভ, আর পেট-পূজায় নরকলাভ।

কৃষ্ণকৃপা

এবার শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কৃপায় আকাশের অবস্থা বেশ ভাল থাকায় আজ পর্য্যন্ত পরিক্রমা যাত্রিগণকে এক রৌদ্রতাপ ব্যতীত অন্য কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। আকাশের অবস্থা ভাল হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখরকণ্ঠে শ্রীধাম পুলক নিকুঞ্জ অনুষ্ঠিত কৃষ্ণকীর্ত্তন কেবল ঐহিক বস্তুতঃ বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাহারা বিষয়ে মত্ত যিনি যত পরিশ্রম করিয়া পড়েন, তিনি তত কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত হন।

'কীর্ত্তনদাস' হ

সমাজদেহে হরিভজনের মূল হইলেও কোন অদ্ভুত সুকৃতিবলে ইতরপ্রাণীর মধ্যে বৈষ্ণব ও ভগবানের কৃপা লাভের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ভগবানের কৃপায় বনের হিংস্র পশুকুলও দেবদুর্লভ ভগবৎ-প্রেমা লাভ করিতে পারে; তাহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীচৈতন্য-লীলায় ঝারিখণ্ড-পথে ব্যাঘ্র মৃগ প্রভৃতির হরিনাম শ্রবণে উন্মাদনের মধ্যে দেখিতে পাই। যুগে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া যেরূপ জীবকুলকে উদ্ধার করেন, তদ্রূপ যুগে যুগে ভগবৎ প্রেমনিধি বৈষ্ণবগণ অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র প্রাণিজগতের মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা যেরূপ অন্যান্য অবতারের কৃপা হইতে বিশিষ্টতা স্থাপন করিয়া জীবকুলকে সুদুর্লভ প্রেম-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেবের নিজজন আচার্য্যগণের কৃপাও কোন বিশিষ্ট [illegible] প্রাণিজগৎকে উদ্ধারাধিকারী করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-প্রকটকালে আমরা শ্রী সেন শিবানন্দের কুকুরের কথা শুনিতে পাই। মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট এবং সেন শিবানন্দের বিশেষ স্নেহ কৃপা লাভ করিয়া প্রাণিজগতে অত্যন্ত [illegible] বলিয়া পরিচিত কুকুরও বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর চরিত্র আলোচনায় জানা যায় যে, এক মদমত্ত মুরারি প্রভুর নিকট হইতে হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গোপাল দাস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পশুদেহেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ অধিকার যে ভগবৎসেবা, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর, সেন শিবানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভু প্রভৃতি পরমহংস পুরুষগণের অনুকরণ করিতে গিয়া কোন কোন প্রতিষ্ঠাকামী প্রাকৃত সহজিয়া কুকুরকে হরিনামে দীক্ষিত, গলদেশে তুলসীমালা প্রদান, কুকুরকে তুলসী-পত্র [illegible] প্রভৃতি নানা-প্রকার [illegible] চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সব [illegible] উভয় প্রাণিজগতের মঙ্গল [illegible] পাপী মানবজগতের [illegible] হইয়াছে। কুকুরকে হরিনামে দীক্ষা [illegible] কুকুরের কোন মঙ্গল [illegible] হইতে না। [illegible] অপরাধ-ময় বলিয়া প্রাকৃত লোকের [illegible] সহিত কোন অংশে [illegible] এবং প্রাকৃত [illegible] লোক [illegible] পাপগামী হইয়া [illegible]। কিন্তু অপ্রাকৃত [illegible] নাম করিয়া [illegible] প্রাকৃত [illegible] অনুশীলনে [illegible] হইয়া [illegible] জাগতিক [illegible] চেষ্টার জন্য প্রতিষ্ঠাশা দুইটাই ভিন্ন জিনিষ। একটি অপ্রাকৃত সত্যদর্শ, আর একটি প্রাকৃত সহজিকতা।

এই সকল কপটতার বিভিন্ন আবরণ উন্মোচন করিয়া দিবার জন্যই যুগে যুগে শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের প্রচারকারী আচার্য্যের আবির্ভাব হয়। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভুর পর গৌড়ীয়গণ এইরূপ নানা প্রকার কপটতার প্রাকৃত সাহজিক সংঘটায় আবৃত হইয়াছিল। মানবসমাজ পশুজগতের ধর্ম্মগুলি বরণ করিয়া লইতেছিল। যাঁহারা বর্ত্তমান বিশ্বসাহিত্য-দর্শনে প্রতিফলিত বিশ্বমানবের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিবার নিরপেক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন সাহিত্য, নিট্‌শের দার্শনিক বাদ প্রভৃতিতে নিউক্ত কঠোর সত্যের সাক্ষ্য পাইতে পারেন। যে যুগে য়্যানাপ্যাবলোভা প্রভৃতির কলা-কৌশল শিক্ষিত সমাজের চিত্তরঞ্জন করে, সেই যুগে আমাদের প্রবৃত্তিগুলি পশু-বৃত্তির অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বলিলে কঠোর সত্য কথা বলা হয় বটে, কিন্তু সত্যের অপলাপ করা হয় কিনা, তাহা গুণী সমাজের বিচার্য্য।

এমন একযুগে শ্রীচৈতন্য-প্রেরিত কোন লোকোত্তর মহাপুরুষের দান হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেকটা সহিষ্ণুতা ও নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসা আবশ্যক—ইহা কোন সুধী-ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন না। মানব হইতে পশুজগৎ পর্য্যন্ত সকলের ভিতরেই সংসার-প্রবৃত্তি একমান দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সকলেই দৈনন্দিন গৃহপরিক্রমা বা বিষয় পরিক্রমা করিতে অভ্যস্ত। বানর, কুকুর, বায়স ও নানাবিধ সরীসৃপ প্রভৃতি ধরণের মানবের ন্যায়ই গৃহ-পরিক্রমা বৃত্তি প্রবল। আমরা অনেক সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের প্রেমিক হইয়া শ্মশান হইতে কিছু ভস্ম কুড়াইয়া লইয়া কিছুকালের জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া ভিক্ষাকারে বেড়াইতে পারিলেই গৃহপরিক্রমা হইতে মুক্ত হইয়াছি মনে করি এবং ইতর প্রাণী হইতে আমাদের পদবী অনেক শ্রেষ্ঠ—ইহাও ঘোষণায় ঘোষণা করিয়া থাকি; কিন্তু নিরপেক্ষ-বিচারের তুলাদণ্ডে ওজন করিলে আমাদের ঐরূপ পর্য্যটনাদি পশুর গৃহপরিক্রমা-বৃত্তিরই রূপান্তর মাত্র। ঐরূপ সকট ধর্ম্মে আমাদের কোন উপকার হয় না। বর্ত্তমানের আদর্শ মানবকে ক্রমশঃ পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে পশু-জগতের আদর্শের দিকে যাইতেছে। ইহা আমরা অনেক [illegible] প্রকৃতিতে মুগ্ধ থাকিয়া বুঝিতে পারি না। আমাদের নীতিবাদ বা নীতিহীন কার্য্য মানবজীবনকে লক্ষ্য ছিন্ন [illegible] আস্বাদন করিবার স্পৃহারূপ অদ্বৈতিক-বাদ—উচ্চতর চরমসীমায় উপনীত হইলে পশুর আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া স্থাপন করিবে। আবার ঐ আদর্শ আরও উন্নততর হইয়া অচেতন তৃণাদির আদর্শকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া বরণ করিতেছে।

আমাদিগের এই ভাবের বিরাট সামাজিক প্রবাহের দিনে 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' নামক একটী অনুষ্ঠান কোন মহাপুরুষের কৃপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা অতি সহজ ভাবে আমাদের নৈসর্গিক প্রকৃতি-পরিক্রমা প্রবৃত্তি অপসারিত করিয়া আমাদিগকে আমাদের নিত্যগৃহের দিকে অন্তক্রমণ অভ্যাস করাইতেছে। আমাদিগের পশুভাবসমূহ বিদূরিত করিয়া ক্রমশঃ চেতনতার সর্বোচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

আমরা যে 'কীর্ত্তনদাস' হস্তীর বিষয় লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, সেই হস্তীটির সৌভাগ্য ও সুকৃতি আমাদের আলোচনার বিষয়। আচার্য্যদেব পশুদর্শনে দুই এক হস্তীটিকে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার সম্মুখে স্থাপন এবং তদুপরি শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীবিগ্রহের অধিষ্ঠান করাইয়া আমাদিগকে এক মহতী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। যে মানবজগৎ পশুজগতের আদর্শে সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে, সেই মানবজগৎকে তিনি আজ এই হস্তীর আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—বদ্ধ পশু পর্য্যন্ত আজ ইতর বিষয়ে মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে চেতনের দাস্যভজনে প্রবৃত্ত হইল, আর ওহে বিশ্বমানব, তোমরা অচেতনের মধ্যেই মজিয়া রহিলে? আজ পশু পক্ষী ও অচেতনের বৃত্তি এবং অচেতনের বৃত্তি-সূচক অভিধান হইতে পরিমুক্ত হইয়া বৈষ্ণব কৃপায় চেতনের বৃত্তি—চৈতন্যের সর্ব্ব কীর্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষিত হইল, 'কীর্ত্তনদাস' আখ্যা লাভ করিল, আর তোমরা মানব হইয়া—ভাবাবিষ্ট হইয়া জড়ের কীর্ত্তনে, বা অকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া থাকিলে! বন্যপশু আর তাহার বনগৃহ-পরিক্রমা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে পৃষ্ঠে শ্রীচৈতন্যদেবকে ধারণ করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে লাগিল, আর তোমরা মানব হইয়া—সেই বিচারক বুদ্ধিমান হইয়া গৃহান্ধকূপ পরিক্রমার ঘোর পরিত্যাগ করিতে পারিলে না? তোমরা জগতে যতই বিদ্যাবুদ্ধিশালী হও, জগতের মধ্যে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হও, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর পদে আরূঢ় হও, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া বিখ্যাত হও না কেন, আজ তোমাদের বুদ্ধি যদি, তোমাদের ভাগ্য যদি, তোমাদের চেষ্টা যদি ঐ পশুর বুদ্ধি ভাগ্য ও চেষ্টা হইতেও ন্যূন হয়, তাহা হইলে সেই লজ্জা রাখিবার স্থান আর কোথায়? বর্ত্তমান জগৎ সম্মোহন গবেষণার উপাসক হইয়া অচৈতন্যবাদের চরমসীমায় উপনীত হইতেছে। এই অচৈতন্যবাদের শেষ পরিণাম একদিন [illegible] তাঁহার চরিতে প্রকাশ করিয়া মধুসূদনের চরণে প্রপন্ন জীবের সর্ব্বনাশ [illegible] জানাইয়াছিলেন।

এই কীর্ত্তনদাস হস্তী আচার্য্য[illegible] শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিশেষ কৃপা-পাত্র শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছায় সুদূর আসাম হইতে নবদ্বীপ-মণ্ডলে শ্রীধাম পরিক্রমার শ্রীধামেশ্বর গৌরসুন্দরের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের সেবা করিবার জন্য আনীত হইয়াছে। রাজা, মহারাজা, জমীদার, বিষয়ী হস্তীর সাহায্যে বা দ্রব্যাদি স্বীকার করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি তথা পরপীড়ন করিয়া থাকেন; কিন্তু জগৎসেবাকৌশলী আচার্য্যের কৃপায় সেই হস্তী কোন প্রকার জীবহিংসার বা পরপীড়নের সহায়ক না হইয়া দেবতামানবেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য হরিসেবার অধিকার পাইল, আর পরপীড়নের পরিবর্তে এই [illegible] বিশ্বময় পরোপকারের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার সহায়ক হইলেন। শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ প্রভুর স্নেহভাজন এই হস্তীটি কীর্ত্তনদাস নামে বৈষ্ণবমণ্ডলে খ্যাত হইয়াছেন। আসাম-নিবাসী ভক্তবর শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস অধিকারী বি,এ, বি টি মহাশয়, শ্রীযুক্ত ইরাম পাঠক প্রভৃতি অনেকেই এই হস্তী আনয়নে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

পরিশেষে পরম ভক্তিমতী উদার-হৃদয়া মহিলা শ্রীমতী [illegible] মহোদয়া যে শ্রীমহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণকে বহন করিয়া সর্বত্র সর্ব্ব পশুর কথা প্রচারের সহায়তা-কল্পে এই হস্তী আনয়নের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া হইতেছে। তাঁহার সেবাচেষ্টা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

শ্রী:

তীর্থযাত্রার ফল কি?

মন তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা মথুরা মায়া,
কাশী কাঞ্চী অবন্তিয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাও ভ্রমিবারে,
এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম,
নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ;
সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ,
স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই,
সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ,
সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে,
মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন,
ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥
বিনোদ কহিছে ভাই,
ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব সেবন মোর ব্রত॥

যাত্রিগণ, সাবধান !!!

প্রতারণায় ভুলিয়া শ্রীমায়াপুরের পূজা ক্যাঁকড়ার মেঠোদলকে দিবেন না।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণকে জানান যাইতেছে যে, বিগত ১৩৫৪ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে কলিকাতায় এলবার্ট হলে যে সভায় কাশীমবাজারাধিপতির সরল ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া কতিপয় মৎলববাজ, ভিন্ন ব্যবসার ব্যবসায়ীদল ঈর্ষামূলে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে আদৌ কোন প্রমাণাদি দেখাইতে না পারায় ক্যাঁকড়ার মেঠোদল মাদ্রাসার ইষ্টকখণ্ড খুঁড়িয়া ক্যাঁকড়ার মাঠকে কুলিয়ার তন্তুবায়ের দেওয়া নাম মিঞাপুর বলিয়া নাম দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরন্তু গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত, সর্ব্বখ্যাত ও সিদ্ধ মহাজনগণের আবিষ্কৃত শ্রীমায়াপুরই শ্রীগৌরজন্মস্থান ও প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া সেই সভায় সমাগত সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা ক্যাঁকড়ার মাঠকে কল্পিত মায়াপুর নাম দিবার অধিকার কাশীমবাজাররাজের নাই বা মৎলববাজ ভক্তিবিদ্বেষী জনগণের থাকিতেও পারে না, তাহাদিগকে এক মৌজার নামকে নামান্তরিত করিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু লোক প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসার মুসলমানপল্লী ক্যাঁকড়ার মাঠ কোনদিন মিঞাপুর নামের সার্থকতা করিতে পারে নাই। ঐ সভায় লোক-প্রতারণামূলে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ই কাল্পনিক নামকরণের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই এবং ঐ চেষ্টা অবৈধ ও অন্যায় বলিয়া সকলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অনুকরণকারী বিকৃত[illegible]গণ 'শ্রীমায়াপুরচন্দ্র' প্রভৃতি নাম অনুকরণ করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। গৌরাঙ্গসিক্ত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কখনও একবস্তু নহেন। ক্যাঁকড়ার মাঠের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের 'রামসীতার' মন্দিরের সহিত শ্রীগৌরজন্মভূমির কোন সম্পর্ক নাই। এ কথা ভুলিয়া এবং না দেখিয়া যাহারা দিবান্ধ পেচকের ন্যায় সত্যের অপলাপ করে, তাহাদের দুরভিসন্ধি বুদ্ধিমান যাত্রিগণ কখনই আদর করিবেন না। শ্রীমায়াপুরের সন্ধান জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ভক্তিরত্নাকর, পরমানন্দদাসের প্রাচীন কড়চা প্রভৃতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব এঞ্জিনিয়ার সাহেবের মানচিত্রই প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাসনা করিয়া অবৈধভাবে মাংসাশীগণের চরণ-বন্ধ নির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্যে ভাগবতপাঠ-ব্যবসায়, মন্ত্রদান-ব্যবসায়, ধামনিন্দা-ব্যবসায় করেন, তাহাদের দেবতার নামে ধর্ম্মের নামে ব্যবসা ও পয়সা রোজগার ও পরদারের কেশের জন্য নারিকেল তৈল কপটতার উদ্দেশে ব্যয়িত হয় বলিয়া ঐ প্রতারকগণকে শ্রীমায়াপুর দর্শনাভিলাষি-যাত্রিগণ বিশ্বাস করেন না।

কলিকাতার এলবার্ট হলে যদি কামস্কাটকার অধিপতিকে কামাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বুঝান হয়, তাহা হইলেই যে উহা সর্ব্বজনসম্মত শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আবির্ভাবভূমি—এ কথা প্রমাণিত হয় না। শ্রীমদ্ রাজাধিরাজের ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন অপস্বার্থমূলে ক্যাঁকড়ার মেঠোদলের মুখপাত্র হইয়া জনৈক পালচৌধুরী গলাবাজী করিয়াছিলেন। তিনি তৎপরিবর্ত্তে যুক্ত জবাব পাইয়াছেন। সুতরাং যাত্রিগণ সাবধান!! যাহারা বাহির দ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ বলিতে পারে, এরূপ বঞ্চক ও বঞ্চিত-সম্প্রদায়ের ঈর্ষামূলক কথায় ভ্রান্ত না হইয়া একবার স্বচক্ষে অনির্ব্বচনীয় সচ্চিদানন্দধাম যোগমায়াপুর-পীঠ দর্শন করুন। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সাবধান! কপটকে বিশ্বাস করিবেন না।

কৃষ্ণনাম

যে ব্যক্তি বহুজন্মের ভক্তি-সুকৃতি-প্রভাবে প্রাকৃত সুখদুঃখে উদাসীন হইয়াছেন এবং অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা সচ্চিদানন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাকেই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন এবং একান্ত শরণাগত, তিনিই শ্রীনামকে অপ্রাকৃত ও চিন্ময়বোধে অনন্যভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। শাস্ত্রে নামের শ্রবণ কীর্ত্তনই মুখ্যপ্রধান ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুক্তপুরুষ কৃষ্ণচিন্তাপর।

গর্ভ-জন্ম-জরা-রোগ-দুঃখসংসারবন্ধনৈঃ।
ন বাধ্যতে নরো নিত্যং বাসুদেবমনুস্মরন্॥

বেদশাস্ত্রও নামের শ্রেষ্ঠতা ও চিন্ময়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন "ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি।" শ্রীনাম চিন্ময় ও পরমানন্দ স্বরূপ। শ্রীনাম গ্রহণে দেশ, কাল, শৌচাশৌচ-বাধা নাই। জীব সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় শ্রীনাম করিতে পারেন। অগ্নি অনিচ্ছায় স্পর্শ করিলে যেরূপ দহন করে, শ্রীনাম হেলায় ও অশ্রদ্ধায় উচ্চারিত হইলেও শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়তা প্রযুক্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির পাপ দূর করে। "যে রটন্তি হরিং নাম সর্ব্বপাপাৎ তরন্তি তে"—ব্রহ্মপুরাণ। শ্রীনাম জড়চক্ষে অক্ষরাকারে দৃষ্ট হইয়াও স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত। অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণ-বহির্মুখ হওয়ায় জীব শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব সহজে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্থূল শরীরের কার্য্যদ্বারা, প্রাকৃত মনোবুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ যোগাদির সাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তির মরীচিকাবৎ আশায় স্বীয় কর্ম্মবন্ধনে শ্রীনামে প্রীতি লাভ করিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
নিত্যঃ শুদ্ধঃ পূর্ণমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনঃ॥

শ্রীনাম ও স্বয়ং ভগবান্ অভিন্ন। সুতরাং স্বয়ং বস্তুর সমস্ত অপ্রাকৃত গুণ তাঁহার নামে আছে। নাম নামী অভিন্ন বিধায় নাম অপ্রাকৃত শুদ্ধ চিন্ময় ধাম গোলোক বৃন্দাবন হইতে নিত্যস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান জড় জগতে চিন্ময় নামের সহিত চিন্ময় জীবের সম্বন্ধ আছে। জীব জড়বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীনাম জড়েন্দ্রিয় দ্বারা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন না। অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। নাম উচ্চারণকারী নিজের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধিক্রমে নিজ চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবা চেষ্টাবিশিষ্ট হইলে স্বয়ং জিহ্বা ও অধরে শ্রীনাম নৃত্য করিতে থাকেন। চিন্ময়রূপ, চিন্ময়গুণ ও অপ্রাকৃতলীলা তাঁহার স্ফূর্ত্তির বিষয় হয়।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।

নাম যতক্ষণ শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইবে, ততক্ষণ জীব প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ মুক্ত হইয়া নামের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া কর্ম্মজ্ঞানীর ন্যায় নিরন্তর নাম করিলেও নামের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না; শুদ্ধ নাম উচ্চারিত না হইলে, হয় নামাভাস, নয় নামাপরাধ হইবে। নামাপরাধের হাত হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধনাম করিবার জন্য ও নামের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত, কৃষ্ণৈকশরণ, নিরপেক্ষ, শাস্ত্রবিদ্ বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। গুরু স্বীয় অপ্রাকৃত ভজনবলে শিষ্যকে কৃপা করিয়া নামের বিশুদ্ধতত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন। শুদ্ধনামাশ্রয়-কর্ম্মাভিলাষী জনগণ অতি সাবধানের সহিত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিবেন, অপরাধযুক্ত হইয়াও নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিলেও জীবের অপরাধ ক্ষয় হয়। শাস্ত্রোক্ত দশটী অপরাধ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ [illegible] অন্য উদ্দেশ্যযুক্ত কপট নামাপরাধ সেবন করিলে যে জীবন হয়, তাহাকে [illegible] নামাপরাধ হয়। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমের প্রধান অন্তরায় নামাপরাধ প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। "[illegible] সর্ব্বজ্ঞানাদিহেতুং [illegible] নৈব নামাপরাধঃ।" বাঞ্ছিত [illegible] ভুক্তি ও [illegible] মুক্তি নামাভাস হইতে হয়। সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধভজন অবলম্বনে, নামাভাস দূর হইয়া জীবের চরম প্রাপ্তি কৃষ্ণসেবার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হয়। অখিল রসের খনি, চৈতন্যরসবিগ্রহ, নিত্য-মুক্ত, শুদ্ধ, অপ্রাকৃত, চিন্ময় শ্রীনাম, [illegible] আশ্রয় করিলে জীব পঞ্চবিধ মুক্তি [illegible] ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যাদি [illegible] জ্ঞানে [illegible] কর্ম্মসেবা [illegible] শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব [illegible] করিতে হইলে, প্রাকৃত [illegible] উদ্দেশ্যযুক্ত [illegible] শুদ্ধ, সর্ব্বগুণহীন, [illegible] [illegible] সেবা [illegible] হইতে পারেন [illegible] শুদ্ধ বৈষ্ণব [illegible] শ্রীনাম [illegible] সেবাচরণে [illegible] শ্রীনামাদি [illegible] মায়াবাদী [illegible] প্রাকৃত জ্ঞান করেন, তাহারা [illegible]

কোলদ্বীপ পরিক্রমা

পরিক্রমার কথা

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা-মহোৎসবের আজ ৭ম দিন। পরিক্রমাকারি ভক্তগণ প্রত্যহ প্রাতঃ হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পরিক্রমা করিয়া থাকেন। পরে মহাপ্রসাদ সম্মানের পর কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী-মুখে বিশ্রাম করিতে থাকেন। এদিকে সভার অধিবেশন হয়। সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ ও অন্যান্য সুযোগ্য বক্তৃগণ প্রত্যহ শাস্ত্রযুক্তিসহ অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে করতাল-মৃদঙ্গের সুমধুর ঐকতানসহ উচ্চ হরিনাম কীর্ত্তন হয়। পরিক্রমা-সময়ে, কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-সম্মানকালে কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠীকালে কীর্ত্তন, বক্তৃতাকালে কীর্ত্তন—কীর্ত্তন ব্যতীত আর অন্য কথা নাই। যাঁহারা বৎসরের অধিকাংশ কাল বিষয়-কথায় ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহারাও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার এই কোশলে পড়িয়া হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কথা বলিবার বা শুনিবার আর অবসর পান না। যাত্রিগণকে একদিন আহার বাসস্থানাদির চিন্তায় বিব্রত হইতে হয় না। অদ্ভুত শুদ্ধভক্তসেবিত গৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ এবং অনুকীর্ত্তনের জন্যই বাস্ত হইতে হয়। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আত্মমঙ্গলসাধনের এমন সুযোগ ছাড়িতে চাহিবেন!

ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব

কতকগুলি সংবাদপত্রে শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরোধী অনুলোমস্থ ব্যক্তি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার বিরাট কৃষ্ণকীর্ত্তন-যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগদান করিতে না পারিয়া নানা প্রকারে যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সে যজ্ঞে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন প্রহ্লাদের ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন-বাধা দূর করিতেছেন, হিরণ্যকশিপুপ্রমুখ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালুব্ধ অসুরকুলের সাধ্য কি যে সে কীর্ত্তন-যজ্ঞে বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে? গৌরলীলায় কাজীর চাঁদকাজী কীর্ত্তন-বিরোধ করিতে গিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট হইতে কি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা একবার বিচার করুন—

কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘরে গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা ভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি'।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত-কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥

মোর কীর্ত্তন মানা করিস্, করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈলু তোর পরাজয়॥
সেদিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি না করিনু প্রাণাঘাত॥
ঐছে যদি পুনঃ কর, তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥
এত কহি সিংহ গেল আমার হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন, আমার হৃদয়॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি' দেখি' সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল॥

অতএব শ্রীবাস-পণ্ডিতের স্থানে অপরাধী চাপাল গোপাল, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের নিকট অপরাধী হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কীর্ত্তন-বিরোধ করিতে গিয়া যে কি শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তনবিরোধী পাষণ্ডগণের স্মরণ রাখা উচিত। অনেক পাষণ্ডী সদ্য সদ্য শাস্তি না পাইয়া নির্ভয়ে বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধে অগ্রসর হয়। কিন্তু সে সকল অপরাধিকুলের জন্য যে কি এক মহাঘোর নরকের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। শাস্তি পাইতে গেলে ত' কজের কৃপায় পাওয়া গেল, পাষণ্ডিকুলের এত সৌভাগ্য কোথা হইতে হবে যে, সাক্ষাৎ বিষ্ণু তাহাদিগকে এত শীঘ্র শাস্তি দিবেন। যমযাতনার পাত্র হইয়া অনন্তকালের জন্য নরকগামী হওয়াই তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা। আর সে ব্যবস্থা যমরাজের অনুচরগণ ভাল করিয়াই করিয়া রাখিতেছেন। যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিয়া দিয়াছেন যে—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দ-মকরন্দ-রসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্॥

—হে যমদূতগণ, যে সকল অসজ্জন মুকুন্দ-পাদপদ্ম সেবাবিমুখ, নিরয়বর্ত্ম সদৃশ গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইয়া নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবকুলের সঙ্গ করিতে চাহে না যাহাদের জিহ্বা ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত ভগবৎপাদপদ্ম-সেবা-চিন্তা করে না, যাহাদের মস্তক কৃষ্ণপাদপদ্মে একবারও নত হয় না, সেই বিষ্ণুসেবা-বিমুখ অসৎকে তোমরা আমার নিকট ধরিয়া আন।

অতঃপর গণাচ্ছিতেন ধর্ম্মো লোকহিতায়িত্তে নিযুক্তঃ।
হরিচরণ-বিমুখান্ প্রশাধি হরিচরণ প্রণতান্ নমস্কারোমি।

"শ্রীভগবান্ আমাকে লোকের হিতাহিত বিচার করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। তাই আমি হরিচরণ বিমুখদিগকে শাসন করিয়া থাকি, কিন্তু হরিচরণে প্রণত ভক্তগণ আমার নমস্য।"

সুতরাং যে সকল হতভাগ্য নির্দ্দোষ বিষ্ণুভক্তি-প্রচারে বিঘ্ন জন্মাইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়াও শাস্তি সদ্য সদ্য না পাইবার নিশ্চিন্ত আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিতেছে, আমরা তাহাদের কল্যাণ-কামনায়ই তাহা উল্লেখ করিতেছি তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। শ্রীভগবান, বৈষ্ণবের কোপানলে ভস্মীভূত হইবার ইচ্ছা না থাকিলে হিরণ্যকশিপুর চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া বিষ্ণু বৈষ্ণবপাদপদ্মে একান্ত ভাবে আশ্রয় লওয়াই তাহাদের একমাত্র মঙ্গলের পন্থা। এখনও সময় থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল, অপরাধের মাত্রা যত বাড়িতেছে, সর্ব্বনাশের পথ ততই পরিষ্কার হইতেছে, ইহা অপরাধিকুল বিবেচনা প্রণিধান করিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়।

গত কল্য (৮ই চৈত্র) বুধবার শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ হইতে বিরাট শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা বহির্গত হইয়া কোলদ্বীপ বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন। সর্ব্বপ্রথমে একটী রথে সুবৃহৎ ছত্র। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রসর হয়। পরে আসা-সোটা-পতাকাধারী সুসজ্জিত সেনাগণ, সুসজ্জিত অশ্ব, তদুপরে পাশ্চাত্য ঐকতান-বাদ্য দামোদর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ও অভক্তদলের হৃদয় মথিত করিয়া চলিতে থাকে। 'কাঞ্চনদাস হস্তী' ও আর একটী সুবৃহৎ হস্তী বিচিত্র আভরণে ভূষিত, তিলকাদি চিহ্নে চিহ্নিত এবং পৃষ্ঠে দামোদর শ্রীগৌরসুন্দরকে ধারণ করিয়া মন্থরগমনে অগ্রসর হইতে থাকিল। হস্তীপৃষ্ঠে কয়েকজন সেবক স্বর্ণছত্র ধারণ, চামর ও ব্যজনাদি দ্বারা মহাপ্রভুর সেবার রত ছিলেন। তৎপর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সমগ্র পরিক্রমা ও সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের অগ্রণীস্বরূপে পাষণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দের ন্যায় সকলকে চালনা করিতেছিলেন। প্রভুপাদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি কুঞ্জবিপিনে চলিতে পারিলে মনে হইল যেন প্রেম-প্রচারণ ও পাষণ্ডদলন এই উভয় আচার্য্যের কার্য্য। চতুর্দ্দিক মুহুর্মুহুঃ জয়গৌরাঙ্গ ও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া আকাশ-পাতাল ভেদ করিল। বিশেষে শ্রীধাম মায়াপুরের বিশ্ব বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। নিঃস্বঞ্চর সাধুগণের দেব-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আর সেই সঙ্গে মৎসর অসজ্জনগণের হৃদয় যেন কোপাগ্নিতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভক্ত হইয়া বিরাট পরিক্রমা-সম্প্রদায় সংকীর্ত্তনে উদণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সংকীর্ত্তনের উপরে পুষ্পবৃষ্টি মিষ্টান্নবৃষ্টি হইতে থাকিল। সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে শান্তিরক্ষার জন্য বহু পুলিশ এবং এস, ডি, ও; নদীয়ার ডি, এস, পি; ইন্স্পেক্টার, সব-ইন্স্পেক্টার ও কোর্টগণ উপস্থিত ছিলেন। কোন অনিবার্য্যকারণে এস, পি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। পোড়ামা-তলায় উপস্থিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কোলদ্বীপের বিবরণ ও মাহাত্ম্য-সংকীর্ত্তন করেন।

শ্রীনবদ্বীপ সহরের পক্ষে একটা বড়ই লজ্জার কথা যে, যেস্থান একদিন মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-প্লাবনে প্লাবিত হইয়াছিল, সেস্থানে চাপালগোপাল, দেবানন্দ পণ্ডিতের ন্যায় ব্যক্তিগণও পূর্ব্বে অজ্ঞতা ক্রমে সংকীর্ত্তনের বিরোধ করিয়া পরবর্ত্তিকালে সংকীর্ত্তনের সর্ব্বাধিক হইয়াছিল, সেইস্থানে আজ সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন—শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতে হয়; সমগ্র সজ্জনগণের নিকট তাহাদের এই কীর্ত্তি-কথা যতই বিঘোষিত হইবে, ততই তাহাদের কলঙ্ক-বৃদ্ধি ব্যতীত গৌরব বৃদ্ধি হইবে না। লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া এখনও তাহাদের শ্রীধাম মায়াপুরধামে প্রণত হওয়া আবশ্যক। আমরা তাহাদের এই দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া পরিতাপ করি এবং শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের চরণে প্রার্থনা করি যে, তাহাদের সুবুদ্ধি হউক, জয় শ্রীমায়াপুরচন্দ্র কি জয়! জয় শ্রীচৈতন্যমঠ কি জয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

পরিক্রমা মহোৎসব উপলক্ষে

ভক্ত-সম্মেলন

গত ২রা চৈত্র শনিবার হইতে শ্রীধাম-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। সুদূর চট্টগ্রাম, খোয়াই, মালপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মান্দ্রাজ, গঞ্জাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ হইতে দলে দলে যাত্রিগণ আসিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিতেছেন। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ যাত্রিগণের শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার সুবিধার জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সুযোগ্য সেবকগণের তত্ত্বাবধানে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা-মহোৎসব সমগ্র ভারতের মধ্যে এক বিরাট ব্যাপার সর্ব্বসাধারণের শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণের ইহা একটী মহোৎসুযোগ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৮

পরিক্রমার সপ্তম দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা

অদ্য সন্দনাথা শ্রীজহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা। জহ্নুদ্বীপকে 'জাননগর' ভাষায় জান্নগর বলে। এই স্থান বৃন্দাবন-লীলার দ্বাদশ-বনের অন্যতম ভদ্রবন। এই স্থানে শ্রীজহ্নুমুনি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন। মহর্ষিকপিলশাপগ্রস্ত সগরবংশের উদ্ধার-সাধনের জন্য সগরবংশধরক্রমে ভগীরথ যখন মর্ত্যে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিতেছিলেন, তৎকালে মহাতপা জহ্নুমুনি এইস্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। ভাগীরথীর স্রোতোবেগে জহ্নুমুনির কোশাকুশি ভাসিয়া গেলে মুনিবর এক গণ্ডূষে ভাগীরথীর জল সমস্ত পান করিয়া ফেলিলেন। ভগীরথ অকস্মাৎ গঙ্গাদেবীর অদর্শনে বিহ্বল হইয়া তপস্যারত হইলে সুরধুনীর কৃপায় সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া মুনিবরের উপাসনারত হইলেন। মুনিবর ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় অঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গাদেবীকে বাহির করিলেন। সেই হইতে গঙ্গাদেবী সকল সংসারে 'জাহ্নবী' নামে খ্যাত হন। কতকদিন পরে গঙ্গাতনয় ভীষ্ম মাতামহ জহ্নুমুনিকে দর্শন করিতে আসিলে মুনিবর তাঁহাকে অনেক ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্রীভীষ্মদেব শরশয্যায় সেই ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধামে থাকিয়া স্বীয় ভক্তিধন পাণ্ডবগণ বৈষ্ণব-সমাজে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই জহ্নুদ্বীপ পরম পাবন। এস্থান পরিক্রমা করিয়া পরিক্রমাসম্প্রদায় মোদদ্রুমদ্বীপে গমন করিবেন।

শ্রীবিদ্যানগর পরিক্রমা

গতকল্য শ্রীগোবিন্দ-একাদশীদিবস ভক্তগণ সমুদ্রগড় তীর্থ পরিক্রমা করিয়া ঋতুনাথ্য শ্রীঋতুদ্বীপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে ঋতুদ্বীপান্তর্গত 'বিদ্যানগর' নামক স্থানে উপনীত হন। এই স্থান সর্ব্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। সত্যযুগের সকল ঋষি এই স্থান হইতে বিবিধ বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। এই স্থান হইতেই বাল্মীকী কাব্য, নারদাদি ঋষিগণ পঞ্চরাত্র, বেদব্যাসাদি ঋষিগণ বহুবিধ পুরাণ রচনা করিবার প্রেরণা প্রাপ্ত হন। শ্রুতিগণ এই স্থানে শ্রীগৌরারাধনা করেন। দেবগুরু সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বৃহস্পতি শ্রীগৌর-লীলায় বাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক বিদ্যা-প্রচার আরম্ভ করেন। এই বাসুদেব সার্ব্বভৌমই সর্ব্বপ্রথমে মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া এদেশে নব্যন্যায়ের প্রচলন করেন। সাক্ষাৎ বৃহস্পতি সার্ব্বভৌম, শাস্ত্র বিদ্যাজালে মুগ্ধ গৌরসেবা করাইতে হয়, এই মনে করিয়া গৌরজন্ম পূর্ব্বেই তিনি নীলাচলে গমন করেন এবং তথায় তিনি গৌরকৃপায় অবিদ্যা-বিদ্যার পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্যা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীগৌর নবদ্বীপে সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণকে মহাপ্রভু স্থানের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া হারাইয়া দিতেন, কখনও কখনও আবার মহাপ্রভু বিদ্যানগরে আসিয়া সার্ব্বভৌম স্থাপিত বিদ্যা-পীঠের অধ্যাপক ও পড়ুয়াগণকে পরাজিত করিয়া যাইতেন। সাক্ষাৎ পরবিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা গৌরসুন্দরের এই বিদ্যাবিলাস শ্রবণে জীবের অবিদ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয় এবং পরবিদ্যাবধূর কৃপায় কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে অধিকার লাভ হয়।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে এই স্থানে পরিক্রমাকালে প্রভু নিত্যানন্দের নিকট জীবশিক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী এই ধাম—এখানে বিদ্যাবধূ থাকে কেন? তাহাতে জগদ্গুরু নিত্যানন্দ উত্তর করিয়াছিলেন যে—প্রভুর পাদ-পদ্মে কোন অনুরাগ থাকিলে পারে না। এক. সাংখ্য প্রভৃ ও কেবল এখানে আসিলে হইতে পারেন না। এখানে [illegible] মহাদেবী, আর সকলেই তাঁহার দাস। কর্ম্ম, জ্ঞানাদি সকলেই ভক্তির সেবা করেন। কৃষ্ণবহির্মুখ লোকগণকেই কেবল শাস্ত্র শুষ্কজ্ঞানবিরোধিনী ভুক্তিমুক্তি প্রদান করেন, তাহাতেই তাহারা কর্ম্ম-জ্ঞানাদিকে ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। নিষ্কপটকে সেই শাস্ত্র কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে বিদ্যাপীঠ করিলা কৃষ্ণপাদপদ্ম। ভজনশীল কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমধন লাভ করিতে পারে না।

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥"
"পড়ে শুনে লোক কৃষ্ণভক্তি পাইবারে
তা' যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে?"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীধামে ধামাধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগমায়া যোগমায়া পরাবিদ্যারূপে শরণাগত সুকৃতিমান্ জীবের শুষ্কজ্ঞান-কর্ম্মাদি অভক্তি-বৃত্তি বা অবিদ্যা নষ্ট করিয়া, জীবকে পরাবিদ্যা বা কৃষ্ণভক্তিসম্পদ দান করেন। যাহাদের ভাগ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া-বৈভব দর্শন লাভ ঘটে না, তাহারাই—

"নবদ্বীপে দাঁই কাঁদ, প্রাকৃত নাম ধরি'
ভেকের কচকচি কৈল সার।"

অপ্রাকৃত শ্রীধাম মায়াপুর

প্রাকৃত গোচর নহে

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুরের কি সম্বন্ধ আছে? কুটিকামী মুসলমান কাজী-বিরোধকল্পে অশ্যতাকে 'সত্য' বলে। প্রচারার্থ 'অ'কে 'ন' বানাইয়া দিলেই কি 'নহ'টা হয় হইয়া যাইবে? শ্রীধামগুপ্তাবিষ্কার-জ্যোতিষদর্শী সংশোধিতরিপোর্ট শ্রীধাম-মায়াপুর-বৈষ্ণব-বিরোধ-চেষ্টা কি সকলের অনুসরণীয় হইবে? একজন মরকে বাঁচাবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের কি সকলের গড্ডলিকা-প্রবাহ-ভাবে তাহার অনুসরণ করিবে? মানুষের বিচার করিবার শক্তির কি একেবারেই অভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, একটা সাহেবের কিম্বদন্তী কি কারণে প্রামাণ্য হইতে পারে তাহা বিচার করিয়া দেখিবে না? গৌরজন্মভূমি প্রাচীননবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর-বৈভব সহ্য করিতে না পারিয়া যাহারা নবানুকরণ উদ্ভাবন করিয়া যে সমস্ত প্রলাপ বকিতেছে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাকে 'প্রমাণ' বলিয়া স্বীকার করিতে যাইবেন?

এই স্থানে পরাবিদ্যাবধূ সর্ব্বদা সেবা-সম্পন্ন তাঁহার জীবনধন-কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করেন। সুতরাং পরাবিদ্যানগরে [illegible] [illegible], আবার তাহার [illegible] অবিদ্যানাশ প্রেমসম্পত্তি প্রদায়ী নাম ও গৌরনামের সম্বন্ধ জ্ঞান বিদ্যা না দিয়া জ্ঞান লাভ হয়।

অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়াই জীব শ্রী[illegible]কে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর বলিতে শঙ্কা করে, অবিদ্যাই জীবকে গৌরকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন হইতে বিরত করিয়া ছলনায় কীর্ত্তনে অভিনিবিষ্ট করে, উহারা নামাপরাধ ও ধামাপরাধ-ফলে তাহারা বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধ করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হয় না। শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ হইলেও ভগবদ্ভক্তচরণে অপরাধ যে আরও ভীষণ, তাহা সেই অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণ বুঝিতে পারে না।

শ্রীবিদ্যানগরে এককালে শুদ্ধভক্তমুখে সার্ব্বভৌমের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্তির কথা শ্রবণ-মুখে বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা শ্রবণ করিয়া পরিক্রমা সম্প্রদায় পূর্ব্বাহ্ন শ্রীশ্রীগৌরধামের শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মহানাম-সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হন। সন্ধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ও তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দ যাত্রিগণের নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

দেওয়ানজী গৌরজন্মস্থান আবিষ্কার করিয়া তাহার উপর গৌরবিগ্রহ, মন্দির নির্মাণ করেন, অথবা মহাপ্রভুর বিগ্রহ নির্মাণ করেন না, আবার মহাপ্রভুর জন্মস্থান যে শ্রীধাম মায়াপুর, তাহার নামটী পর্য্যন্ত উদ্ধার না করিয়া সে স্থানের নাম রাখিলেন—রামচন্দ্রপুর, এ সকল কথা কি তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন? যাঁহারা মুখে যাহা বলেন, লিখেন কি তাহাই অকাট্যযুক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে? যে গৌর-জন্মভূমির সহিত বিষ্ণুপ্রকাশের সকলেরই ধারাবাহিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই স্থানটী আবিষ্কার করিয়া দেওয়ানজী তাহার 'মায়াপুর' নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করিবার প্রয়োজন বুঝিলেন না, ইহাই নাকি একটা প্রমাণ-যোগ্য কথা? আর এ সকল কথা লইয়াই কি শিক্ষিত সম্প্রদায় নাচিয়া উঠিবেন? রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দের মন্দির থাকিতে পারে না পারে, তাহার সহিত গৌরজন্মভিটার কি সম্বন্ধ আছে?

কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজা একজন নিতান্ত সরল প্রকৃতির ভাল লোক। তাঁহার সেই সরলতার সুবিধা লইয়া মর্কটবৈরাগীর দল নানাবিধ বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধ করিবার সুযোগ পাইতেছে। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাকে আমরা বিশেষরূপে জানি। তিনি কোন বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধ-জনক অনুষ্ঠানের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া শেষবয়সে আত্মমঙ্গল-সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন, একথা আমরা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। 'গতানুগতিকক্রমে স্থির হইয়াছে' কথার অর্থ কি? 'গত' বা কাহাকে বলে, আর 'স্থির হইয়াছে' কথারই বা তাৎপর্য্য কি? শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার সভাপতিই একজন মাত্র নহেন। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সহস্র সহস্র লোক গঙ্গার পূর্ব্বতটস্থিত প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরকে মহাপ্রভুর জন্মভিটা বলিয়া জানেন, তাঁহারা নাগর-দ্বীপের কাঁকুড়ের মাঠের মধ্যেকার বৈরাগিবৃন্দের আখড়ার তাঁহাদের নিত্যারাধ্যপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটভূমিকে স্থানান্তরিত করিবার উদ্যোগে পক্ষপাতী নহেন? তাঁহারা বলেন, নাগর-দ্বীপে গাছতলার লোকেরা আখড়া খুলে লোকপ্রতারণা করিবার চেষ্টা [illegible] [illegible] [illegible] অনুনয় হইয়া উঠিয়াছে, কলিযুগে 'বৈরাগী' নামে কত আচার কর, কিন্তু গৌর-প্রকটক্ষেত্র [illegible] সাক্ষাৎ আত্ম-নিবেদনের [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন, বিবিধ গৌরভক্তগণ [illegible] [illegible] [illegible], আমরা [illegible] কোন 'নাগরী' বাহিরদ্বীপকে 'অন্তর্দ্বীপ' [illegible]

সম্মতি দিলেন? জন্মপ্রমাণাদি দোষযুক্ত কতকগুলি অঙ্কে যাহাকে 'সত্য' বলিয়া স্থির করিবে, অনেকেই কি তাহাই 'স্থির হইয়াছে' বলিয়া অনুমোদন করিবেন? শ্রীধাম-নিরূপণ এক দিনই স্থির হইয়া আছে, তাহা কাহারও নূতন করিয়া স্থির করিতে হইবে না। যাহারা মহাজনপন্থা স্বীকার না করিয়া আত্মম্ভরিতা—দাম্ভিকতামূলে ধাম নির্ণয় করিবার স্পর্দ্ধা করে, তাহারা গুরু-কার্য্য-বিরোধী বলিয়া সজ্জনগণের অস্পৃশ্য।

মুসলমান জাতিকে ঘৃণা করিবার কুবুদ্ধি-মূলে যাহারা ব্যক্তিরেক ভাবে জাতিবিদ্বেষ প্রচার করিয়া বলে, তীর্থস্থানে মুসলমান বাস করিলেই তীর্থস্থান মুসলমানপল্লী হইয়া যায়, তাহারা রামজন্মভূমি অযোধ্যা, কৃষ্ণজন্মভূমি মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানকে কি বলিবে? নিতান্ত বালকেও মূর্খদিগের এই সকল যুক্তির দৌর্ব্বল্য ধারণা করিতে পারে না! অহো! কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অনেকের মনে করিয়াছে যে, এ জগতে বুঝি তাহারা চিরকালই অবস্থান করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধ করিতে পারিবে! কিন্তু যমরাজ যে তাহার দূতগণকে তাহাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন, ঐ যে যমদূতগণ সুদৃঢ় শৃঙ্খল হস্তে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত, মৃত্যু যে তাহাদের অতি নিকটবর্ত্তী, তাহা তাহারা এখনও বুঝিতে পারিতেছে না! আর বোধ হয় বুঝিতেও হইবে না!

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা যদি সত্য সত্যই নিরয়গমন হইতে রক্ষা পাইয়া বৈকুণ্ঠবর্ত্ম অনুসরণ করিতে চাও, তাহা হইলে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভণ্ডদের প্রতারণাময় বাক্যে ভুলিও না, নিত্য মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, সিদ্ধমহাত্মা শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ যে পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র মহাজনপথ, বলিয়া অনুসরণীয়; কে নব্যপন্থী, নাস্তিক, মায়াবাদী, বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তবৈষ্ণববাদদের প্রতারণায় ভুলিয়া শ্রীধাম মায়াপুরের পূজা করিতে যাইতে দিতে পারিবে না। সকলেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের অত্যুদার উক্তিগুলির প্রতি উদাসীন হইবেন না—

"গৌরে মে চিত্তমন্ত্য বিরাজতাং

সদ্যঃ শ্রীমায়াপুর-

যোগমায়াপুরবৈভবে প্রতিপদাকৃতিপ্রাসঙ্গো

মোক্ষতঃ।"

নিষিদ্ধাচার

সম্যক্ গমন করার নাম আচার। যিনি স্বতন্ত্রভাবে অনিন্দ্য আচরণশীল, তিনি আচার্য্য। জীবে অসম্পূর্ণতা ধর্ম্ম আছে বলিয়া তাহার আচরণ অসম্পূর্ণ। কর্ম্মী বা মুমুক্ষু যে আচরণ করেন, তাহা খণ্ডিত বা আংশিক বলিয়া সম্পূর্ণ নহে। সে জন্য তাঁহাদিগের আচরণ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না। ভক্তিমার্গাশ্রিত নিত্যমুক্ত পরমপূর্ণ পুরুষ ভগবানের সেবন-পথে বিচরণ করেন বলিয়া তাঁহাতে কোন অমঙ্গলের বা অসম্যক্ আচরণ থাকিতে পারে না। জীবের স্বরূপগত নিত্য ধর্ম্মের যে স্বভাবশীলতা আচরণ বা বৃত্তি পাওয়া যায়, তাহাই অপরিবর্ত্তনীয় আচার। যে স্থলে বিষয় ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ অর্থাৎ অনন্তৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ এবং যে স্থলে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্য নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্যই বিষয়, সে স্থলে আচারে কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা নাই, তাহাকে পরিবর্দ্ধন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন করিতে হয় না, সেই আচার নিত্য তাহাই সদাচার।

যেখানে নিত্যের আচার নাই, শুদ্ধ, শীল বা আচার নশ্বর বা অনিত্য, তাহাই নিষিদ্ধাচার। সিদ্ধি বলিতে যাঁহার পূর্ণতা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে, যাবতীয় অভাব বিদূরিত হইয়াছে এবং যিনি মায়িক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সিদ্ধ। অসিদ্ধের আক্রমণে সিদ্ধ নিজ নিত্য স্থান হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি অপ্রাকৃতলোকে অবস্থিত। অসিদ্ধগণই উচ্চ হইতে নিম্নে অধঃপতিত হন এবং পুনরায় উচ্চে আরোহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। যাঁহারা ধীর, শান্ত, অচঞ্চল, তাঁহারা কখনও বিপথগামী হইয়া নিত্যদোষযুক্ত স্বরূপকে নিজ বাসস্থলী জ্ঞান করেন না। অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের সঙ্গে জীবনযাপন বাস করিলে দারিদ্র্যের আবাহন অবশ্যম্ভাবী। মূর্খের সহিত পণ্ডিতের সান্নিধ্যে নিজজ্ঞানের ক্ষয় হয় অর্থাৎ মূর্খতা বা জড়তার অনুশীলনফলে অচিৎ বস্তুর সঙ্গপ্রভাবে জ্ঞানী অজ্ঞানে কর্চাবিশিষ্ট হন এবং তাঁহার জ্ঞান আচ্ছাদিত-প্রায় হয়। শুদ্ধজ্ঞানে অবস্থানে কার্য্য অজ্ঞানীর আবর্ত্তন নিবারণ করিলে কখনই জ্ঞানীর পতন হয় না। জ্ঞানী যখন অবোধ কর্ম্মীর সহিত সঙ্গ করেন, তখনই তাঁহার জ্ঞান

—যে সকল শব্দবাক্য শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত, কিম্বা মন্ত্রাবণের বিষয় না হয়।

"সত্যং পরং ধীমহি"

আবৃত হইয়া অজ্ঞানরূপ মূঢ়তা স্কন্ধে চাপিয়া বসে, আবার বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয়ে সেই মুক্তপুরুষ জ্ঞানী ব্রহ্মচারী হইয়া প্রকাশ হন। ব্রহ্মচারী যোগবিচ্যুত হইলেই তাঁহার যোগভ্রংশ ঘটে, যোগী সেবাবিচ্যুত হইলেই তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত যোগী এবং ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মে বিচরণ করিতে করিতে গুরুবিমুখ হইলেই জীব মায়ার বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রনিজজ্ঞানের অপব্যবহার করিতে গিয়া মায়িক বস্তুর ভোক্তৃপদপ্রার্থী দৃশ্য জগৎকে গ্রাসিতে আরম্ভ করেন—ইহাই ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া রজোগুণ গ্রহণ। ক্রমশঃ রাজসিক প্রবৃত্তিক্রমে আত্মাচার-রহিত হইয়া অনাত্ম মায়াকে ব্রহ্ম বলিয়া বিবর্ত্তময়ী ধারণার বশীভূত হন। সেইকালে তমোময়ী বুদ্ধি মুক্তাভিমানী জীবকে কেবলমাত্র মায়াবাদী করিয়া তুলে—উহাই জীবের নিত্য নিষিদ্ধাচার।

পতিত যোগী যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হন এবং মায়ার সংসার আবাহন করেন। সেইকালে কৃষ্ণ-সংসার তাঁহার সুদূরবর্ত্তী। কৃষ্ণ-সংসারকেও মায়ার অন্তর্ভুক্ত সংসারজ্ঞানে অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তমোময় সংসারের বিশেষরহিত জ্ঞানের অবস্থাকেই ব্রহ্মের নিত্য স্থিতি বলিয়া ঘোর মায়াবাদে প্রবিষ্ট হন। যোগী স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হইয়া মায়াকেই ব্রহ্ম ও নির্বিশেষরহিত অবস্থাকেই মুক্তি বলিতে গিয়া জড়বাদের অচিত্তের ধ্বংসকেই চিদ্বস্তুমাত্র নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রম করেন। পরিশুদ্ধ নিত্যমুক্ত আত্মাই নিত্য বুদ্ধিমান এবং ভোগময় রাজ্যে ভ্রমণকারী নহে জানলেই স্বরূপোপলব্ধিক্রমে জীবের নিত্য বুদ্ধি জাগ্রত নিত্য অবস্থিতি ঘটে। যে যোগাবস্থার পরম পরাকাষ্ঠা ভক্তি নহে, সেই যোগ কখনই আচার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহা অনিত্য নশ্বর ধর্ম্মে অবস্থিত। অবিমিশ্র শুদ্ধ আত্মার পরমাত্মভূমিতে বিচরণই মুক্ত পারিষদের ভক্তিতে অবস্থান। সে কালে শুদ্ধ জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যবৃত্তি প্রেমা অখণ্ড, নষ্ট নহে এবং আত্মীয়। ভগবানের হ্লাদিনীর সারসমবেত প্রেমময়ী বৃষভানু-নন্দিনীর অত্যন্ত বিচিত্রতাময়ী লীলাবলীসেবার সমুজ্জ্বলিত বিচিত্রতা বা পারকীয় রসস্থলী সেই চিন্ময় ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তিযোগীর চিত্তোন্মাদকারী। সেই সদাচার-লক্ষ্যের যে প্রকৃষ্ট

উপায় শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণবেশে প্রকাশিত করিয়াছেন—যে আচার সেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনগণ সর্ব্বসমক্ষে নিজ নিজাশ্রিত অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তিস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন,—সেই সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য যদি কাহারও নিত্য স্পৃহা জন্মে, তাহা হইলে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত নিষিদ্ধাচারবিষয়ক কীর্ত্তন শ্রবণ করুন। সেই মুক্তবেণীতে নিমজ্জিত হইলে জীব, গুরুপাদ-চরণাশ্রিত হইয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠানপুর মধ্যলোকের অধিবাসী জানিয়া শ্রীগৌরকথিত সিদ্ধাচারে নিত্যকাল অবস্থিত হউন। নিষিদ্ধাচার পরিহার করিলেই জীব ব্রহ্মচারী হইতে পারেন, ব্রহ্মচারী হইলেই অপরাবিদ্যার অনুশীলন পরিহারপূর্ব্বক ভগবানের সান্নিধ্যযোগ লাভ করিতে পারেন এবং সান্নিধ্যযোগ লাভ করিলেই স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিবৃত্তি নিত্যকাল প্রকটিত হইবে, নতুবা যোগভ্রষ্ট হইয়া সমার্জ্জনপূর্ব্বক সকাম ব্রাহ্মণতারূপ ভক্তিযোগের প্রতিকূলধর্ম্মে অবস্থিতি ঘটিবে। কোথায় অশেষ দোষদুষ্ট ক্লেশ-পরিপূর্ণ নশ্বর সংসার হইতে কৃষ্ণপাদপদ্মসেবারূপ নিত্যমঙ্গল-লাভ; আর, কোথায় ভক্তিপথবিচ্যুত হইয়া অনাত্মধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য হইতে পতন!! কোথায় নিত্য সিদ্ধাচার অনন্ত কল্যাণ, আর কোথায় নিষিদ্ধাচারে অনাদি পতনযোগ্যতা! সমাবৃত্ত ব্রাহ্মণ জড়ভূমিভোগপর হইয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি জাতিদের বশবর্ত্তী হইয়া ভূমিজাত শস্য বস্তুলোভে ক্ষত্রিয়বৃত্তি-সন্তানপরতারূপ বৈশ্য, এবং অজ্ঞানপর শূদ্রাদি জীবনে কতই না ক্লেশ ভোগ করে! আবার, এই ক্লেশকে নিত্যপ্রাপ্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বহুমানন করিতে পর্য্যন্ত দ্বিধা বোধ করে না! ভোগপর বিষয় ধ্যান করিতে করিতে বদ্ধজীবের শ্রীহরিসেবাবিষয়ক কিছুই ভাল লাগে না। কেবল অপ্রাপ্য নিষিদ্ধাচারকেই সদাচার—সিদ্ধাচার বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তাদৃশ মনের নিগ্রহ করিতে না পারিলে জীবের স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানে অবস্থানরূপ ভগবানের সেবাবৃত্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকটিত হয় না। অভাবের রাজ্যে মায়ার রাজ্যে ভ্রমণপরায়ণ পথিকের নিষিদ্ধাচার পরিহার করা কঠিন বলিয়া প্রথমেই মনে হইতে পারে, কিন্তু যত্নপূর্ব্বক প্রাণমুখে সিদ্ধাচারে অবস্থিত হইলেই নিষিদ্ধাচারপরতা, উদ্বেগের প্রতিকূল বলিয়া হৃদয়ে নিত্যস্থান লাভ করিবে।

(১)

আচার্য্যের ডাক

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

ইহ সংসারে আমরা যাবতীয় জীব ভগবদ্বিস্মৃতাবস্থায় বদ্ধ ভূমিকায় বিচরণ করিতেছি। আমরা নিরন্তর গ্রাম্য সুখ-ভোগেই ব্যস্ত। তাই গ্রামে কিম্বা ধামে যেখানেই বাস করি না কেন, গ্রাম্য সুখ-ভোগার্থে গ্রাম্য কথা, গ্রাম্য বার্ত্তা, সকল স্থানেই চিরন্তন অজ্ঞানের বশে একই কার্য্য করি। গ্রামেও যাহা করি, ধামে বাস করিবার অভিনয় করিয়াও তাহাই করি; বরং সংস্করণটা একটু নূতন রকমের বদলাইয়া লই। তাই আমার দুঃখ দর্শনে মহাজন গাহিয়াছেন—"যত দেখি দুঃখ ক্লেশ, না দেখি তাহার শেষ।" কোনও স্থানে অবধি নাই, সুখে থাকিয়াও যেমন, বনে যাইয়া ধামে যাইয়াও সেই একই অবস্থা; গ্রাম্য সুখভোগাকাঙ্ক্ষা আর ছাড়িবে না, সে পর্য্যন্ত বদ্ধ ভূমিকায় বিচরণ করিব।

আমাদিগের এহেন দুঃখ দুর্গতি দর্শনে পরদুঃখ-বিমোচনকারী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার আচার্য্যগণ শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমায় নববিধা-ভক্তি-শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক জীবকে আহ্বান করিতেছেন। এ আহ্বান শুধু এ বৎসরের জন্য নহে, নিত্য কালের জন্য। এ আহ্বানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিচার নাই, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, নীচজাতি উচ্চজাতি, পাষণ্ড-ভক্ত, কোন বিচার নাই—বিশ্বমানবের জন্য অবারিত—উন্মুক্ত দ্বারা সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। "কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার" বাণীর জীবন্ত প্রমাণ এই আচার্য্যের ডাক। এ ডাকে কপটতা নাই, এ ডাকে জাগতিক কোন স্বার্থ নাই, এ ডাকে টাকা পয়সার বিনিময় নাই, আছে শুধু শ্রদ্ধা বা লালসার বিনিময়, প্রাণের বিনিময়। এ ডাকের উদ্দেশ্য নববিধা ভক্তি হাতে-কলমে শিখাইয়া দেওয়া।

আমরা গ্রামে বাস করিয়া নিরন্তর গৃহ ও গৃহিণীকেই পরিক্রমা করি আর বদ্ধাবস্থা সুদৃঢ় করি, তাই আচার্য্যগণ আমাদিগের বদ্ধাবস্থার বন্ধনটা শিথিল করিবার অভিপ্রায়ে ডাকিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমা ও ভবরোগের মহৌষধ শ্রীহরিনাম এবং পথ্য মহাপ্রসাদ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ডাকে হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ববাসী সকলেরই যোগদান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

যাত্রিগণ, সাবধান !!!

প্রতারণায় ভুলিয়া শ্রীমায়াপুরের পূজা কাঁকড়ার মেঠোদলকে দিবেন না।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণকে জানান যাইতেছে যে, বিগত ১৩৩৪ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে কলিকাতায় এলবার্ট হলে যে সভায় কাশীমবাজারাধিপতির সরল ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া কতিপয় মৎলববাজ ভিন্ন ব্যবসায় ব্যবসায়ীদল ঈশামূলে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে আদৌ কোন প্রমাণাদি দেখাইতে না পারায় কাঁকড়ার মেঠোদল মাদ্রাসার ইষ্টকখণ্ড পুঁড়িয়া কাঁকড়ার মাঠকে কুলিয়ার তন্তুবায়ের দেওয়া নাম মিঞাপুর বলিয়া নাম দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরন্তু গঙ্গার পূর্ব্ব-পারস্থিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত, সমর্থিত ও সিদ্ধ মহাজনগণের আবিষ্কৃত শ্রীমায়াপুরই শ্রীগৌর-জন্মস্থান ও প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া সেই সভায় সমাগত সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। মায়িক লণ্ঠন দ্বারা কাঁকড়ার মাঠকে কল্পিত মায়াপুর নাম দিবার অধিকার কাশীমবাজাররাজের নাই বা মৎলববাজ ভক্তিবিদ্বেষী জনগণের থাকিতেও পারে না, তাহাদিগকে এক মৌজার নামকে নামান্তরিত করিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু লোক প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসার মুসলমানপল্লী কাঁকড়ার মাঠ কোনদিন মিঞাপুর নামের সার্থকতা করিতে পারে নাই। ঐ সভায় লোক-প্রতারণা-মূলে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কাল্পনিক নামকরণের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই এবং ঐ চেষ্টা অবৈধ ও অন্যায় বলিয়া সকলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অনুকরণকারী বিকল্পে নরগণ 'শ্রীমায়াপুরচন্দ্র' প্রভৃতি নাম অনুকরণ করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। গৌরাঙ্গসিংহ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব একই ও একবস্তু নহেন। কাঁকড়ার মাঠের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের রামসীতার মন্দিরের সহিত শ্রীগৌরজন্মভূমির কোন সম্পর্ক নাই। এ কথা ভুলিয়া এবং না দেখিয়া যাহারা দিবান্ধ পেচকের ন্যায় সত্যের অপলাপ করে, তাহাদের দুরভিসন্ধি বুদ্ধিমান যাত্রিগণ কখনই আদর করিবেন না। শ্রীমায়াপুরের সন্ধান জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ভক্তিরত্নাকর, পরমানন্দদাসের প্রাচীন কড়চা প্রভৃতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর—নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব এঞ্জিনিয়ার বাহাদুরের মানচিত্রই প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাসনা করিয়া অবৈধভাবে মহিলাগণের চরণ বন্ধ নির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্যে ভাগবতপাঠ ব্যবসায়, মন্ত্রদান-ব্যবসায়, ধামনির্ণয়-ব্যবসায় করেন, তাহাদের দেবতার নামে ধর্ম্মের নামে ব্যবসা ও পয়সা রোজগার ও পরদারের কেশের জন্য নারিকেল তেল কপটতার উদ্দেশে ব্যয়িত হয়, বলিয়া ঐ প্রতারকগণকে শ্রীমায়াপুর দর্শনাভিলাষি যাত্রিগণ বিশ্বাস করেন না।

কলিকাতার এলবার্ট হলে যদি কামস্কাটকার অধিপতিকে কামাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বুঝান হয়, তাহা হইলেই যে উহা সর্ব্বজন-সম্মত শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আবির্ভাবভূমি—এ কথা প্রমাণিত হয় না। মহামহা-রাজাধিরাজের ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন স্বীয়স্বার্থমূলে কাঁকড়ার মেঠোদলের মুখপাত্র হইয়া জনৈক পাড়াচৌধুরী গলাবাজী করিয়াছিলেন। তিনি তৎপরিবর্ত্তে তুচ্ছ জবাব পাইয়াছেন। সুতরাং যাত্রিগণ সাবধান!! যাহারা বাদির দ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ বলিতে পারে,—এরূপ বঞ্চক ও বঞ্চিত-সম্প্রদায়ের ভ্রমমূলক কথায় ভ্রান্ত না হইয়া একবার স্বচক্ষে অনির্ব্বচনীয় সচ্চিদানন্দভাব যোগমায়াপুর-পীঠ দর্শন করুন। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সাবধান! কপটকে বিশ্বাস করিবেন না।

আচার্য্যের বাণী নিন্দা-ব্যঞ্জক নহে

ইহ জগতে আমরা যে যতই সাম্যবাদের বড়াই করি না কেন, সকলের আপনাপন স্তুতি শুনিতেই উৎসুক! স্তুতির বিপরীত যে দোষাবলী আমাতে বিরাজিত, সেইগুলি উদ্ঘাটিত হইতে না দেওয়াই আমাদিগের সাম্যবাদ রক্ষা করার সর্ব্বপ্রধান কারণ। দেখা যায় সেই গুলি উদ্ঘাটিত হইলেই একবারে আগুনশর্ম্মা হইয়া চটিয়া যাই। ইহাই হইল আমাদের লোকাপেক্ষ বুদ্ধি-সম্পন্ন মনোধর্ম্মিগণের বিচার। জগতে যিনি যত বেশী-সংখ্যক ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-তোষণ-যোগ্য স্তব-স্তুতি দ্বারা জীবগণকে আরও দ্বিগুণ মোহিনী মায়ার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন, তিনি তত বেশী সাম্যবাদী লোক-রঞ্জক বলিয়া বিখ্যাত হন।

বদ্ধজীবমাত্রেই অনাচারী অসৎসঙ্গ, যোষিৎ সঙ্গ কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ করাই বদ্ধ জীবের চিরন্তন স্বভাব ও [illegible]। অধিকারীত্ব সংসার বন্ধনে মনোরম নহে বলিয়া বদ্ধজীব কোন সদাচার গ্রহণে ইচ্ছুক নহে।

আচার্য্যগণ এসব দেহ-মনোধর্ম্মী লোক-রঞ্জক নহেন। আমরা কৃষ্ণভজন না করিয়া এরূপ বদ্ধ ভূমিকায় বিচরণ করি [illegible] বাণী স্বয়ং আচরণ করিয়া [illegible] করিয়া সদাচারে [illegible] করেন [illegible] চয়।

[illegible] ও কাঞ্চনে, [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] বুঝাইয়া দিলে যদি [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible]

[illegible]-যোষণ, বুদ্ধি, [illegible] ঠকিবে কে? [illegible] প্রকার জগদ্গুরু [illegible] আচার্য্য [illegible] কে অসাধু? কাহার সঙ্গ-[illegible] আবেশ মুক্ত হইতে পারে? [illegible] ও সমস্ত নরক-গামী [illegible] কে শ্রীগুরু? [illegible] কে কাম-সম্ভার [illegible]? কে নামী কর [illegible]? কে নামী অনাচার? [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] জীবন কবাট যদি [illegible], তাহা হইলে অশ্রম [illegible] কুঠারাঘাত করিবা আমরা [illegible] বলোগদ্ধ বাক্যে আর কি বলা [illegible]? যদি বলা যায়, [illegible] [illegible] কাঞ্চন কিনিব, [illegible] কিনিতে খাঁটি সোনা পাইব ও [illegible] পাইয়া প্রবীর আস্বাদ পাইব, শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণের সেবা করিবা বাঞ্ছা সদ্গুরু-পদাশ্রয় করিতে পারেন। এ কথা গুলি যেমন মূর্খতা [illegible], [illegible] কেমন আর কি হইতে পারে।

আমাদিগের কি [illegible] উপস্থিত! [illegible] সমস্ত জ্ঞান অর্জন করিয়া, [illegible] মনোযুক্ত লিপ্ত না হইয়া নিরন্তর শ্রীহরি [illegible] কীর্ত্তন-নিরত-[illegible] আদর্শ [illegible] নিযুক্ত, তিনি কি প্রকৃত বুদ্ধিহীন যে, [illegible] অপরাধ [illegible] জন্য মানুষের [illegible] [illegible], [illegible] নিন্দা [illegible] আর তিনি তাহার সাধনে বরণ করিয়া লইবেন?' কিন্তু কোনও সুস্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির মস্তিষ্কেও স্থান পায় না। আমাদিগের বিচারে আমরা বদ্ধ জীবগুলিই হইলাম অনিত্য মায়াবাদী, আর যিনি মুক্ত-[illegible] [illegible] হইলেন কিনা নিন্দার সঙ্গমায়ী! কি দৈব! কি দৌরাত্ম্য! [illegible] [illegible] স্থান পায় না? স্থান পাবে কিসে? [illegible] কিছু থাকিলে ও? [illegible] মূঢ়বুদ্ধি কি ভাবে থাকিবে? আমরা [illegible] চাই, সত্য সত্য আত্মমঙ্গল এই জীবনেই লাভ করিবার আশা করিয়া থাকি, তবে সময় থাকিতে ইহাই যেন বুঝিতে [illegible], [illegible] বাণী কখনও [illegible] [illegible] নহে।

চাপাডাঙ্গাতে যাত্রা

গত [illegible] এবং [illegible] চৈত্র [illegible] শ্রীশ্রীগৌর-[illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছেন [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীপাদ ও [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এরূপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চাপাডাঙ্গা গ্রামবাসীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার

বাজারের রাস্তা দিয়া হস্তীকে চলিতে দেখিলে কুক্কুরগুলি চীৎকার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে গজরাজের কিছু যায় আসে না, তিনি কোনদিকে দৃক্পাত না করিয়া আপন মনে দোলায় দুলায় চলিতেছেন। [illegible] কুক্কুরগুলিরও অবস্থা হয়। শ্রীধাম-মায়াপুর-চৈতন্য মঠের [illegible] কতকগুলি সাংঘাতিক বাক্তিদ দশাও আজকাল সেইরূপ হইয়াছে। পরমহংস [illegible] সম্প্রদায় শ্রীশ্রীমায়াপুর [illegible] সর্ব্বানন্দময় সজ্জনগণের [illegible] সমস্তই জানিয়াও শুদ্ধভক্তিযোগ ধারণা করিতে না পারিয়া তাহাকে কর্ম্মজ্ঞান-কলঙ্কিত [illegible] অন্ততম স্থানে অবৈধ স্মার্ত্তবাদ ও মায়াবাদের আবাহন করিয়া দিতেছে। [illegible] সকল স্মার্ত্ত ও মায়াবাদী দল, [illegible] গ্রহণ করিয়া কেবল কুতর্ক-বিরোধ ব্যতীত আর কিছুই করিতেছে [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] অপ্রাকৃত শ্রীধামকে শ্রীভগবান হইতে পৃথক্ জ্ঞানে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া গোময়স্থ [illegible] প্রদান করিতেছে। আরোহবাদের অপ্রাকৃত শ্রীধামের [illegible] করিয়া [illegible] তাহারা নানা বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধের আবাহন করিতেছে। শ্রীশ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবপদে অপরাধ সঞ্চয় করিতে তাহারা এতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা কোন সাধারণ নৈতিক বিচারের সীমাও অতিক্রম করিয়া বসিতেছে। স্বয়ং আস্তিক-রূপ নাস্তিক দলের মহাপ্রভুর আচার প্রচার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই, [illegible] শাস্ত্রের কোন কথাই তাহারা জানে না, অথচ তাহারা আমে 'পণ্ডিত' বলিয়া পরিচয় দিতে। অবশ্য মূর্খগণের নিকটই তাহাদের সে পাণ্ডিত্য বা মহামূর্খতা শোভা পাইয়া থাকে, [illegible] [illegible] যদি উচ্চভাবে সুবুদ্ধি উদ্গার করে'—[illegible] তাহা অগ্রাহ্যই করিয়া থাকেন! কিন্তু কতকগুলি সরল-প্রাণ নিরীহ লোক পাছে তাহাদের হস্তে পড়িয়া ঘোর অন্ধকে 'পন্থা' ভাবিয়া বঞ্চিত হন, সেই জন্য বিজ্ঞগণের কিছু কিছু কথা বলার প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞগণ [illegible] আলোচনা দেখিয়া মূর্খগণ মনে করে, তাহারা বুঝি বিজ্ঞগণের প্রতিদ্বন্দ্বী; কিন্তু ব্যাপার তাহা নহে। বিজ্ঞগণ মূর্খগণকে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বি জ্ঞানে কোন কথা বলিতে যান না, পরন্তু বালিশ বা অজ্ঞানান্ধ নিরীহ লোকগণকে সাবধান করিবার জন্যই তাহাদের চেষ্টা।

মানুষ কি করিয়াই না ভুলের পথে চলিতেছেন! সম্মুখে ভয়ঙ্কর মৃত্যু যে করাল দন্ত ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য প্রস্তুত, হতভাগ্য মায়া-মোহান্ধ মানবের, তাহা বুঝিবার অবসর নাই। সে মনে করে, তাহাকে এ পৃথিবীতে চিরকালই থাকিয়া যাইতে হইবে, আর চিরকালই সে বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধ করিবে—কি ভ্রান্তি! যে বিষয় ভোগ করিবার জন্য মানব, এখন তুমি মরিয়া হইয়া লাগিয়াছে, বিষ্ণুবৈষ্ণব-চরণে অতি ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করিতেও তুমি বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিতেছ না, সে বিষয় নিমেষে ভোগের সামগ্রী যে তোমার একটুও নাই। তুমি ভোগ করিতে থাকিবে, আর শত শত জোকের দল আসিয়া তোমার ভোগে বাধা জন্মাইবে। তবে লাভ কি? ঘর্মার মূল্য বাড়ান হইবা না, ঐরূপ কোন উদ্দেশ্যে একটী পরম সত্যের অপলাপ করিয়া ইহপরকাল নষ্ট করিয়া কি ফল? আজ বলি এখনও সাবধান হও!

সাধুন কো ভজন্ন নেহি যাঁহা
নিন্দে সংসার।

সাধু সমস্ত কৃষ্ণবিমুখ সংসারকেই শাসন নিন্দা করেন, তখন স্বরূপ ভ্রষ্ট চারিটা কুক্কুরোপম ব্যক্তির চীৎকারে সিংহেরা কেন কর্ণপাত করিবেন? তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে হরিভজন করিয়া যান, অসাধুগণ, ঠিকমত এবং বাহিরেক [illegible] [illegible] প্রচার করিয়া থাকে, কিন্তু অসাধু তাহাতে কোন সজ্জনদের সম্ভাবনা নাই।

নদীয়াপ্রকাশ কার্য্যালয়

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ নিয়মিতরূপে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। মহা-মায়ার ধামে অপ্রাকৃত-প্রেমকথা-প্রচারকারিণী গৌড়ীয়বাণী পত্রিকাসমূহের দৈনিক সংস্করণ কিছু বিস্ময়কর নহে, কিন্তু একান্ত শ্রেয়ঃ-কথা প্রচারকারিণী পত্রিকার দৈনিক সংস্করণ বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র বিশ্বে অভিনব ও আশ্চর্য্যকর। বিশেষতঃ এই পত্রিকার লেখকগণ বেতনভোগী ভৃত্যক শ্রেণীর বা আচারহীন প্রচারক নহেন। ইহারা সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অসামান্য সেবা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে-ছেন। এই দৈনিক সংবাদ-পত্রের দৈহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

নদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয়

চৈতন্যকথা-প্রচারার্থ! জগতে মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে অচৈতন্যকথা, জড়-কথা অথবা উহারই বিভিন্ন রূপান্তর বিবিধ মনোধর্ম্ম, মায়াবাদ, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি প্রচারিত হইয়া থাকে। এই বৈজ্ঞানিক শিল্পাদির সার্থকতা প্রাকৃত অর্থপরিধিতে আবদ্ধই পরিমাপ করা হয়। কিন্তু কেবল পরমার্থ প্রচারের উদ্দেশ্যে শিল্পবিজ্ঞানের নিয়োগ কিরূপে হইতে পারে, তাহার আদর্শ নিদর্শনস্বরূপ এই নদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয়। সম্প্রতি এই নদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত ও দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীগোদ্রুমে বিরাট মহোৎসব

গত [illegible] এবং [illegible] চৈত্র তারিখে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে পরিক্রমা মহোৎসব মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে গত সোমবার রাত্রিতে এক বিরাট সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ এবং তাঁহার পর শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। শুদ্ধভক্তপাদাশ্রয়ে দশাপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে অনর্থ-নিবৃত্তিক্রমে নামের ফল কৃষ্ণপ্রেমধনে অধিকারী হওয়া যায়—ইহাই তাঁহাদের বক্তৃতার সার-মর্ম্ম। গত মঙ্গলবারে অত্যধিক লোকসমাগম-নিবন্ধন 'সুবর্ণকুঞ্জ' নামক স্থানের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচার-প্রসারকার্য্যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন? বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-চর্চ্চিকের দিনে আজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা যেরূপ প্রবল উৎসাহে মহাপ্রভু-কথিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতে শ্রীগৌর-সুন্দরের—"সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম,"—এই বাক্যের সার্থকতা আশা করিয়া ভক্তগণ পরম আনন্দে বিহ্বল। সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও গৌরকথা-প্রচারের বিশেষ উদ্যোগ করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই চৈত্র, শনিবার—১৩৩৫

পরিক্রমার অষ্টম দিবস

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা

আজ পরিক্রমার অষ্টম দিবস—দাস্যাখ্য অষ্টমদ্বীপ শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমা। গত কয়েক দিন শ্রীনবদ্বীপের সাতটী-দ্বীপের পরিক্রমা কীর্ত্তনমুখে সু-সম্পন্ন হইয়াছে। ভক্তগণ শ্রীঋতুদ্বীপ ও জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া এই দ্বীপে আগমন করিয়াছেন। মাউগাছি, অর্কটিলা বা একডালা মহৎপুর এই দ্বীপের অন্তর্গত। এইস্থান বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের অন্তর্গত, ভাণ্ডীর বন হইতে অভিন্ন। এইস্থান দর্শনে ভক্তগণের সেবামোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া বিজ্ঞগণ এস্থানকে 'মোদদ্রুমদ্বীপ' বলেন। শ্রীরামলীলায় বনবাস লীলা প্রকটকালে শ্রীভগবান এইস্থলে একটা মহাবটবৃক্ষতলে কুটির বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন। এইস্থানের একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে যে—মামগাছি গ্রামে এক রামভক্ত বিপ্র বাস করিতেন। যেদিন শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রঘরে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন, সেইদিন এই বিপ্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে দেখিয়াই স্থির করিলেন, "আমার প্রভু রামচন্দ্রই নবদুর্ব্বাদল-শ্যামকান্তি লুকাইয়া আজ এই তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি সুবলিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। মিশ্র ও তাঁহার পত্নী যে, দশরথ কৌশল্যার অনুরূপ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" এবং এই শিশুও কখন সামান্য মানব নহেন। বিপ্র এই কথা চিন্তা করিতে করিতে মামগাছীতে স্বীয় ভবনে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নবদুর্ব্বাদলশ্যামমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, স্বপ্নে গৌরসুন্দর তাঁহাকে দর্শন-দান করিলেন। বিপ্র স্বীয় ইষ্টদেবকে গৌরমূর্ত্তিতে দর্শন করিতে করিতেই নবদুর্ব্বাদল শ্যামরূপে দর্শন করিলেন।

"পরম কৌতুকে বিপ্র আইল
নিজ ঘরে।
ইষ্টধ্যানে দেখে বিপ্র
গৌরাঙ্গ-সুন্দরে।
সিংহাসনে বসিয়াছে
শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ চামর ঢুলায়॥
পুনঃ দেখে রামচন্দ্র দুর্ব্বাদল শ্যাম।
নিকটে লক্ষ্মণবীর শ্রীঅনন্ত-ধাম॥
বামে সীতা সম্মুখে ভকত হনুমান।
দেখিয়া বিপ্রের হৈল প্রভুতত্ত্ব-জ্ঞান॥"

বিপ্র নিজ ইষ্টদেবের নিকট শ্রীগৌর-লীলার নিগূঢ় রহস্য জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিজ-তত্ত্ব জ্ঞাপন পূর্ব্বক অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই মোদদ্রুমদ্বীপই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব-ভূমি। এইস্থান বহুদিন তৃণগুল্মলতায় সমাকীর্ণ থাকিয়া আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের সেবা-বুদ্ধির শিথিলতা প্রচার করিতেছিল। বর্ত্তমানে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের প্রযত্নে এইস্থানের পুনরুদ্ধার হইতেছে। অতিশীঘ্রই যাহাতে এইস্থানে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য একটা শ্রীমন্দির ও তৎসংলগ্ন নাটমন্দির এবং সেবকখণ্ড নির্ম্মিত হইতেছে। গত বৎসর (২০শে ফাল্গুন ১৩৩৪) ধাম পরিক্রমার সময় ঠাকুর বৃন্দাবনের এইস্থানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণ সঙ্গে কীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

এই স্থানকে বিজ্ঞগণ 'ব্যাসপীঠ', 'গৌড়ের নৈমিষ' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যেমন মহাভারত, ভাগবতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়া জীবকে কৃষ্ণকথা উপদেশ করিয়াছেন, ঠাকুর বৃন্দাবনও সেইরূপ শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা দ্বারা মহাবদান্য গৌরসুন্দরের লীলা-কথা রচনা করিয়াছেন, সুতরাং ঠাকুর-বৃন্দাবনের দয়ার তুলনা নাই। শ্রীনারায়ণী-নন্দন ঠাকুর বৃন্দাবনই বাঙ্গালার আদি কবি। স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণকারী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়াছেন। এই ঠাকুর বৃন্দাবনেরই লেখনী-প্রসূত। শ্রীগৌরসুন্দরেরই বিধা-বাণী-

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দের 'শেষ ভৃত্য' ঠাকুর বৃন্দাবন। নিত্যানন্দনিন্দক জড়ানন্দবহুমানকারিগণের শিরে পাদপ্রহার রূপ কৃপা প্রদর্শন করিয়া ঠাকুর নিকৃষ্টবৈষ্ণব-নিন্দা হইতে জগজ্জীবকে সাবধান করিয়াছেন।

এই স্থানেই শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী-দেবীর পিত্রালয় ছিল। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মভিটার অদূরে শ্রীগৌর-পার্ষদ পরদুঃখদুঃখীর আদর্শ চট্টগ্রামবাসী শ্রীল মুকুন্দ ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। এই বাসুদেব দত্ত ঠাকুরেরই অনুগৃহীত শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলিয়া কথিত। মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমভক্ত শ্রীবাসুদেবের নিকৃষ্টবৈষ্ণবসেবনার্থ ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া শ্রীসেন শিবানন্দকে তাঁহার সরখেল হইয়া ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই বাসুদেবই জীবদুঃখে কাতর হইয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥

এইস্থানে গৌরপার্ষদ শ্রীশার্ঙ্গ ঠাকুর বা শার্ঙ্গ মুরারি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা বিরাজিত। শ্রীল শার্ঙ্গ মুরারিপ্রভু এইস্থানে গঙ্গাতীরে থাকিয়া নির্জ্জন-ভজন করিতেন। তিনি প্রথমে কাহাকেও শিষ্য করিতে চাহেন নাই, পরে শ্রীভগবানের পুনঃ পুনঃ প্রেরণায় তিনি শিষ্য স্বীকার করিতে চাহিয়া স্থির করিলেন, আগামী কল্য প্রাতে যাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, তাহাকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস প্রত্যুষে ভাগীরথী স্নানকালে তাঁহার পাদমূলে একটী মৃতদেহ স্পৃষ্ট হওয়ায় তাহাকেই পুনর্জ্জীবন প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। তিনিই শ্রীঠাকুর মুরারি' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার অনুগগণ বংশপরম্পরায় 'সর্'গ্রামে বাস করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শার্ঙ্গ মুরারিঠাকুর—উভয়ের প্রতিষ্ঠিত সেবারই বর্ত্তমানে বড়ই অযত্ন হইতেছে। শুদ্ধভক্তগণের তত্ত্বাবধানে সেবার সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

পরিক্রমাকারিভক্তগণ এই সকল স্থান দর্শন, পরিক্রমা ও স্থানমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বৈকুণ্ঠপুর বা নারায়ণপীঠ ও মহৎপুর বা মাতাপুর নামক স্থান দর্শন ও পরিক্রমা করিবেন। আমরা আগামীকল্য ঐ দুইটি স্থানের বিবরণ প্রকাশ করিব।

যাত্রিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য

উপদেশাবলী

নামকীর্ত্তনকারী যেরূপ দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জন না করিয়া নামকীর্ত্তন করিলে নামীপ্রভুর কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হন না, ধামযাত্রিগণের পক্ষেও তদ্রূপ দশবিধ ধামাপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীধামযাত্রার ফললাভ হয় না। ধামাপরাধ এই,—

(১) ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্য বোধ, (৩) ধামবাসী ও যাত্রীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবা-ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থ-উপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত অন্যদেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধাম মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্র-নিন্দা এবং (১০) ধামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান।

ধামাপরাধী ব্যক্তি শ্রীধামের নিকট যে সকল অপরাধ করিবার চেষ্টা করিবেন, শ্রীধামের প্রকাশ হইয়া 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' গ্রন্থ (শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত)। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিলে তাহা বিনষ্ট হইবে।

পাঠক, ধামাপরাধীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধু নিষ্কপটভাবের অনুসরণ করুন—সর্ব্বাগ্রে 'শ্রীধামমাহাত্ম্য' জানিয়া ধারণ করুন—শ্রীধামের কৃপায় অচিরেই বৈষয়িক ধামে বাস-প্রবৃত্তি বিদূরিত হইবে। শ্রীধামের অপ্রাকৃত উদ্দীপনাসমূহ প্রবল হইলে জড়ভোগপর বিষয়-কথা আদৌ ভাল লাগিবে না। তাই বলি, 'শ্রীধামমাহাত্ম্য' ও 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম গ্রন্থমালা' পাঠ করুন, শ্রীধাম-পরিক্রমা করুন এবং পরিক্রমাকালে হরিকীর্ত্তন করুন, বিষয় কথা ছাড়িয়া ভোগের বুদ্ধি ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে শ্রীধামের শরণাগত হউন, তাহাতে আর ক্লেশের স্থান থাকিবে না, শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণের কৃপায় কৃষ্ণবিমুখতার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, পরাশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

পরবিদ্যাপীঠ

বা

সারস্বতত

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী — পরা বাণী বা পরা বিদ্যা। এই পরা বিদ্যা বা শুদ্ধ সরস্বতীর কৃপায় জীবকুল অজ্ঞান হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর কৃপা ব্যতীত পরবস্তু জানিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহাই মুণ্ডকোপনিষদ্ বারংবার কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে দিগ্বিজয়ী-দর্প দমন-লীলায় সরস্বতী-পতি শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছেন যে, প্রাকৃতজন-পূজিত সরস্বতী সেই শুদ্ধ সরস্বতীরই বিকৃত ছায়ামাত্র। তাঁহার অঙ্গনঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সামর্থ্য নাই। প্রাকৃত সরস্বতীর দ্বারা মায়িক জীবসমূহ মোহিত হয়। বিশ্বে যত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্যাদি প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা শুদ্ধা সরস্বতীর বিকৃত আলোক ... প্রাকৃত বুদ্ধিমানগণ অন্ধ, প্রাকৃতিক ছায়াপাত বস্তুর জন্য সুদুর্লভ মানবজীবনের শক্তি ও সময় ব্যয় না করিয়া আকর, পূর্ণ, পরম-বাঞ্ছনীয় সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীসারস্বততীর্থে সেই পরবিদ্যার অনুশীলন হইয়া থাকে,— যে বিদ্যা সকল চৈতন্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাতৃকা—যে বিদ্যা অনর্থনাশকারিণী,—যে বিদ্যা কৃষ্ণসেবাঙ্কুরজননী—কৃষ্ণানুশীলনময়ী। এই বিদ্যাবধূ জীবন—অমৃত-কুঁড়ি পদ্মবৃক্ষ। এই সারস্বততীর্থ বা পরবিদ্যাপীঠ সমগ্র বিশ্বে বিদ্যা জীবত অমৃতের ধারা বিলাইবার জন্য প্রকটিত হইয়াছেন। বিশ্বে অচৈতন্যবিশ্বভারতী প্রসারিত করিয়া অচৈতন্য বিশ্বকে আরও অন্ধ করিয়া দুঃখ বাড়াইবার জন্য এই বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয় নাই পরন্ত ... দিনে অচৈতন্য নিদ্রামগ্ন বিশ্বকে মহাজাগরণের চেতনময়ী বাণী শুনাইয়া তাঁর উদ্ধার করিবার জন্য এই বিশ্বগুরু-বাণীর মহাপীঠ ভুবনমঙ্গলাবতার রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সারস্বত-তীর্থ কুরুক্ষেত্রে পারমার্থিক ... সমীপে ভাগবত-পাঠশালা, ... ভাগবত-পাঠশালা, ... বিদ্যালয়, প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন।— শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী ... ব্যাকরণ অধ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে শুদ্ধের বিশুদ্ধচিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন এবং পরমার্থজ্ঞান, প্রতিষ্ঠাজ্ঞান, সম্প্রদায়-বৈভবজ্ঞান, ... বেদান্তজ্ঞান, একায়নজ্ঞান প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া অচৈতন্যের দেশে চৈতন্যময় রাজ্যের প্রাণ আনয়ন করিতেছেন। ইহা সমগ্র বিশ্বে একটী মহাযুগান্তর। সম্প্রতি শালিন-

সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যমধ্যে সমাদৃত হওয়া, নিরপেক্ষ জাতীয় সাহিত্যের পথ বাড়িবা, নব আর্য্য-ঋষির পার হইয়া জগৎ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছে—যে যুগে নাটকের দর্শন-বাদ ও সমসাময়িক ইউরোপের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে এবং যে যুগের বাঙ্গালার অন্য জীবনেও সেই সাহিত্য দেশেশিক তাপ উঁকি ঝুঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই অচৈতন্যবিশ্বভারতীর যুগে—সময়ের দাম কাহারা চিত্তের খোরাকের দেওয়া যুগে শ্রীমায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ আবিষ্কৃত হইয়াছেন।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

এই মনসার পাহাড়টী হরিদ্বারের সন্নিকট। হরিদ্বার সুড়ঙ্গপথে রেলওয়ে ট্রেণে হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ হইয়া, দেরাদুন যাইতে হয়। ইহারই সর্বোচ্চ শিখর-প্রদেশে একটী মনসা মায়ের মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের পূজারী মহাশয় কেবল মাত্র যাত্রিগণের সমাগম-কালে অর্থাৎ প্রাতে ৮টা হইতে সায়ং ৪টা পর্যন্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থান করেন। তদ্ব্যতীত অপরাপর সময় মনসা মাতা একাকিনীই ভক্ত-বিবর্জিত হইয়া পাহাড়ের মাথায় থাকিতে বাধ্য হন। কেননা তাঁহার সেবকগণ বাঘের ভয়ে, মাকে ছাড়িয়া জনতা পূর্ণ সহরমধ্যে পত্নী-পুত্র-সমাজ-ব্যাহারে নিশ্চিন্তে সুখ-শয়নে নিদ্রা যান। মনসা মা প্রচুর অর্থ (পয়সাদি) সংগ্রহ করিয়া দেন বলিয়া দিবসে অন্ততঃ সামান্য পরিমাণ একটু গঙ্গাজল, বিল্বপত্র, দুই একটী পুষ্প ও চাউল কলা পান, নতুবা মায়ের কপালে উহাও জুটিত কিনা, সন্দেহ। কারণ সমস্ত থাকিয়াই পয়সা রোজগার অভাবে এমন কত কত মা ও বাবা অনাহারে শুষ্ক-বদন-মলিন-বেশ, আবার পাহাড়ের উপর উঠিয়া মাকে কে খাইতে দিবে, এত মাথা ব্যথা কাহার? তবে স্ত্রী-পুত্র পালনের যথেষ্ট সাহায্য পাইলে কষ্টে সৃষ্টে না হয় কিছু মায়ের সেবাটা করা যায়। নতুবা মা অনাথিনী দীন ভিখারিণীর ন্যায় পাহাড়ের মাথায় একাকিনীই থাকিতেন।

এখান হইতে ফিরিবার পথে অন্য একটী পাহাড়ে সুরাকুণ্ড নামক একটী স্থান আছে। তথায়ও ঐ প্রকার পূজার ব্যবস্থাকারী একটী পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইল অর্থাৎ তিনিও ঐ ভাবে সকল হইতে আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার ঠাকুর বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শুধু আগ্রহ নহে, হরিদ্বার আসিয়া সুরা কুণ্ডের পূজা না দিলে তীর্থ ভ্রমণের সকল মাহাত্ম্য নিরর্থ হইয়া যায়, বলিয়া ভয়টী দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই। যদিও বা একটু ইচ্ছা ছিল যে যাই; তাঁহার অত্যাগ্রহে ও ভীতি প্রদর্শনে সে ইচ্ছাটিও ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। কি মুস্কিল? ইহারা যেন, চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। জগতে কোথাও একটু নিরিবিলি হইয়া ধর্ম কর্ম করিবার উপায় নাই—তীর্থ-ক্ষেত্র মাত্রেই পাণ্ডাপাদের অত্যাচার! গ্রামে ভূতক পাঠক, দেবল পুরোহিত, মন্ত্র-ব্যবসায়ী গুরুকুলগণ, ইহাদিগের দৌরাত্ম্য ত' আছেই; জগতে কোথাও শান্তি জনক স্থান নাই; তার পর তীর্থ-স্থানেরও এরূপ অবস্থা! ষ্টেশনে পথে, ঘাটে, দেবালয়ে এমন কি পর্বত-গহ্বরেও উহাদিগের উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। বহু বহু বাগ্ বিতণ্ডার পর শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী দ্বারা পাণ্ডার যাবতীয় পাশবিক প্রভাব আবৃত হইল। তখন পণ্ডাজীমানী অক্ষর-জ্ঞান-বিবর্জিত দেবল ব্রাহ্মণটী "ছেড়ে দে বাবা কেঁদে বাঁচি" হইয়া অন্য রাস্তা ধরিয়া "পড়ার ভয়ে কাল পড়িয়া বিন্নাট" মহাবাক্যের সাক্ষ্য দিলেন। সঙ্গে বিভিন্ন জেলার বহু যাত্রী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "উহাদের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাওয়ার এতো অতি সুন্দর অস্ত্র। ইহা দেখিলে বোধ হয় গ্রামের অনাকাঙ্ক্ষিত আপদ বিপদগুলিও পলাইবে"? আমি বলিলাম—মহাশয়! শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণী সাক্ষাৎ সুদর্শন অস্ত্র, জাগতিক যাবতীয় জগদ্দমন নামক কুদর্শন অস্ত্রগুলি ও স্বর্গীয় অস্ত্রশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের বজ্র, এমন কি ব্রহ্মাস্ত্র পর্যন্ত এই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী রূপা বৈকুণ্ঠাস্ত্র দর্শনের দ্বারা খণ্ডিত বিখণ্ডিত। আপনারা কৃপা করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে যাইবেন। মঠবাসী প্রত্যেক সেবকের বাণীতেই যথোপযুক্ত বৈষ্ণবীয় তেজঃপুঞ্জ ও তৃণাদপি সুনীচতা, তরোরপি সহিষ্ণুতার আদর্শের পরাকাষ্ঠা দর্শনের সুযোগ পাইবেন। আমি তাঁহাদিগের একটী পালিত কুকুরাধম; নিজ স্বতন্ত্রতা-দোষে কিছুকাল ছুটা-ছুটি করিয়া ভ্রমণ করিবার অছিলায় বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এখানে সেখানে নানা-প্রকার হিংস্র জন্তুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হই, সেখানেও তাঁহাদিগের প্রদত্ত রক্ষা-কবচ ধারণ করি, নতুবা এতদিনে আমার যাবতীয় অস্তিত্ব বিলোপ পাইত।

এখান হইতে গঙ্গাতীরে হরিদ্বারে প্রধান তীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড নামক অতি মনোরম স্থানটীতে উপস্থিত হইলাম। হরিদ্বার অঞ্চলে দর্শনীয় যতস্থান রহিয়াছে, তন্মধ্যে এইস্থানটীই অতীব প্রীতিপ্রদ, বিশেষতঃ আমার ন্যায় প্রাকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ-কারীর সম্বন্ধে ত কথাই নাই। সন্ধ্যার সময় এইস্থানটীতে নানা কারণে জনতা অধিক হয়। যাঁহারা তীর্থদর্শন হিসাবে যান, তাঁহারা ত এই সায়ং কালেই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান তর্পণাদি করেন এবং প্রদীপ পুষ্পাদি দ্বারা ব্রহ্মকুণ্ড ও গঙ্গা দেবীর আরতি করেন, সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবার অতি পবিত্র স্থান জানিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করেন। এই ব্রহ্মকুণ্ডের তীরেই হরিদ্বারের সকল ঠাকুর বাড়ী। মোট কথা এই ব্রহ্মকুণ্ডটীই হরিদ্বারের প্রধান তীর্থ-ক্ষেত্র। সেই ঠাকুর বাড়ীর আরতিও একটা দেখিবার জিনিষ; তার পর অসংখ্য দীপাবলী গঙ্গার স্রোতে ভাসমান হওয়ায় মনে হয়, নক্ষত্র-যুক্ত আকাশটি যেন নীচে নামিয়া আসিয়া সমাগত দর্শনার্থিগণকে আপ্যায়িত করিতেছে। যাঁহারা বহুরূপী তামাসা দেখিতে পছন্দ করেন, তাঁহাদিগেরও মনোরঞ্জক বীণার প্রত্যেক দেব-মন্দিরের সম্মুখে বেশ নব নব সাটুয়া বেশে সাজিয়া গুজিয়া দুই তিনটী কাঁসর, মাদল ঘণ্টা বাজায়, বাঁশি বাজায়, দেখিতে ভারী মজা। আমি ত' উহাই দেখিয়া লইলাম। ঠাকুর ত' মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে বা শ্রীগৌড়ীয় মঠে গেলেই দেখিতে পাইব, কিন্তু সেখানে ত' এরূপ নয়নাভিরাম তামাসা দেখিতে পাইব না? শুধু মাধুর্য গুলি সাজিয়া বসিয়া থাকে নাই, তাহাদিগের সম্মুখ ভাগে এক এক খানা প্রকাণ্ড থালা। তাহাতে মুদ্রা সোনা রূপার গহনা যেন ঠাকুর দেখিয়া কি তাহাদিগের মুখভঙ্গী দর্শন করিয়া কত কি ফেলিয়া রাখিয়াছে!

এখানে আরও একটী অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য হাজার হাজার মৎস্য যাত্রিগণের প্রদত্ত খাদ্যাদি খায়। সবই একজাতীয় মৎস্য। ইহারা মহাশোল মৎস্য-নামে জন-সমাজে পরিচিত। আমি গাড়োয়াল পাহাড় অঞ্চলে অবস্থান-কালে ইহাদিগের সহিত পরিচিত ছিলাম। এতদ্দেশে মনুষ্য-জাতির মধ্যে ইহাদিগের শত্রু কেহ নাই বলিয়াই নির্বিবাদে নির্ভীক ভাবে বিচরণ করিবার সুবিধা পায়। গায়ে হাত বুলাইলেও ভীত হয় না; কারণ তাহারা জানে আমাদিগকে কেহ হিংসা করিবে না। ইতোমধ্যে জনৈক জেলা নিবাসী একটী বাঙ্গালী বাবু কোন এক মোটা মাহিনার চাকুরী করেন, জাতিতে ব্রাহ্মণ, তিনি আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—প্রত্যেকটী মাছ কত সের ওজন হইবে? মাছগুলির নাম কি? বঙ্গদেশে আছে কিনা? কতবড় হইতে পারে? ইত্যাদি। আমি বলিলাম, মহাশয়! ইহা একমাত্র বাঙ্গালাদেশে ময়মনসিংহ জেলার উত্তর পূর্বাঞ্চলে কংস ও সোমেশ্বরী নদীতে শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে পাওয়া যায়,

যাত্রিগণ, সাবধান !!!

প্রতারণায় ভুলিয়া শ্রীমায়াপুরের পূজা ক্যাঁকড়ার মেঠোদলকে দিবেন না।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণকে জানান যাইতেছে যে, বিগত ১৩৩৪ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে কলিকাতায় এলবার্ট হলে যে সভায় কাশীমবাজারাধিপতির সরল ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া কতিপয় মৎলববাজ ভিক্ষা-ব্যবসার ব্যবসায়ীদল ঈর্ষামূলে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে আদৌ কোন প্রমাণাদি দেখাইতে না পারায় ক্যাঁকড়ার মেঠোদল মাদ্রাসার ইষ্টকখণ্ড খুঁড়িয়া ক্যাঁকড়ার মাঠকে কুলিয়ার তন্তুবায়ের দেওয়া নাম মিএাপুর বলিয়া নাম দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরন্তু গঙ্গার পূর্ব্ব-পারস্থিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত, সমর্থিত ও সিদ্ধ মহাজনগণের আবিষ্কৃত শ্রীমায়াপুরই শ্রীগৌর-জন্মস্থান ও প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া সেই সভায় সমাগত সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা ক্যাঁকড়ার মাঠকে কল্পিত মায়াপুর নাম দিবার অধিকার কাশীমবাজাররাজের নাই বা মৎলব-বাজ ভক্তিবিদ্বেষী জনগণের থাকিতেও পারে না, তাঁহাদিগকে এক মৌজার নামকে নামান্তরিত করিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু লোক প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসার মুসলমানপল্লী ক্যাঁকড়ার মাঠ কোনদিন মিএাপুর নামের সার্থকতা করিতে পারে নাই। ঐ সভায় লোক-প্রতারণা-মূলে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ই কাল্পনিক নামকরণের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই এবং ঐ চেষ্টা অবৈধ ও অন্যায় বলিয়া সকলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অনুকরণ-কারী বিকল্পে নরগণ 'শ্রীমায়াপুরচন্দ্র' প্রভৃতি নাম অনুকরণ করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। গৌরাঙ্গসিংহ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কখনও একবস্তু নহেন। ক্যাঁকড়ার মাঠের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের প্রামলীতার মন্দিরের সহিত শ্রীগৌরজন্মভূমির কোন সম্পর্ক নাই। এ কথা ভুলিয়া এবং না দেখিয়া যাহারা দিবান্ধ পেচকের ন্যায় সত্যের অপলাপ করে, তাহাদের দুরভিসন্ধি বুদ্ধিমান যাত্রিগণ কখনই আদর করিবেন না। শ্রীমায়াপুরের সন্ধান জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ভক্তিরত্নাকর, পরমানন্দদাসের প্রাচীন কড়চা প্রভৃতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর— নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব এঞ্জিনিয়ার বাহাদুরের মানচিত্রই প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাসনা করিয়া অবৈধভাবে মাহিষ্যগণের চরণ বন্ধ নির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্যে ভাগবতপাঠ ব্যবসায়, মন্ত্রদান-ব্যবসায়, ধামনির্ণয়-ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের দেবতার নামে ধর্ম্মের নামে ব্যবসা ও পয়সা রোজগার ও পরদারের কেশের জন্য নারিকেল তৈল কপটতার উদ্দেশে ব্যয়িত হয় বলিয়া ঐ প্রতারকগণকে শ্রীমায়াপুর দর্শনাভিলাষি যাত্রিগণ বিশ্বাস করেন না।

কলিকাতার এলবার্ট হলে যদি কাশিমবাজারের অধিপতিকে কামাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বুঝান হয়, তাহা হইলেই যে উহা সর্ব্বজন-সম্মত শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আবির্ভাবভূমি—এ কথা প্রমাণিত হয় না। মহামহোপাধ্যায়-রাজাধিরাজের ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন অপস্বার্থমূলে ক্যাঁকড়ার মেঠোদলের মুখপাত্র হইয়া কটক পালচৌধুরী গলাবাজী করিয়াছিলেন। তিনি তৎপরিবর্ত্তে দুষ্ট জবাব পাইয়াছেন। সুতরাং যাত্রিগণ সাবধান!! যাহারা বাক্তির দ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ বলিতে পারে,—এরূপ বঞ্চক ও বঞ্চিত-সম্প্রদায়ের ঈর্ষামূলক কথায় ভ্রান্ত না হইয়া একবার স্বচক্ষে অনির্ব্বচনীয় সচ্চিদানন্দভূমি যোগমায়াপুর-পীঠ দর্শন করুন। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌। সাবধান! কপটকে বিশ্বাস করিবেন না।

মিত্র নির্ব্বাচন

আমি একা। বাক্যগণের সংখ্যাবাচক আত্মজ্ঞাপন করিতে তাহার সাহ যে আমি শব্দের আবির্ভাব। আমি বিবচন নহি, একবচন মাত্র। আমি ব্যতীত যখন আমার মত অন্য একজনকে দেখা যায়, তখন 'আমি' শব্দের পরিবর্ত্তে আমরা দুইজন বলিয়া থাকি। দুইজনের মধ্যে একজন আমি বলিতে গিয়া অপর জনকে তুমি বলি। আমি ও তুমির বাহিরে থাকে তাহার জন্য। তাহার আমি, তুমি ও তিনি বলিয়া অনেক সীমানা আছি। একা আমি, দুইজন আমি ও তুমি, বহুজন আমি, তুমি ও তিনি। সকলে মিলিয়া আমরা। একে অহংতা, দুয়ে বা অনেকে মমতা। অহংতা ও মমতা মধ্যে প্রণয় থাকিলেই প্রীতি বা মিত্রতা। অহংতা ও মমতার মধ্যে প্রীতির অভাব হইলে বৈরাগ্য।

প্রীতি, মিত্রতা বা ভালবাসা বিরাগের বা ত্যাগের বিরোধী। মিত্রতার আগমনে মমতা প্রবল, প্রীতি বা ভালবাসার মধ্যবর্ত্তীস্থানে সখ্য বা মৈত্রী বিশুদ্ধি বর্ত্তমান। বিরাগের অভ্যুদয়ে একতা বা স্বার্থপরতা। সকল মিত্রগণের বিনাশসাধন করিয়া তাহাদিগের সহিত ভালবাসা বর্জ্জিত করিয়া নিজের ও বন্ধুর সমূলে বিনাশসাধন ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ 'আমরা' বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে জীব মৎসরতা গ্রহণ করিয়া বিরক্ত হন; যেখানে আমিই অনিত্য, মমতা অনিত্য, সেস্থলে অনিত্যের স্বরূপদর্শনক্রমে আনন্ত্য সখ্য ও একতা বন্ধন অবশ্য অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হইবে। আমি আমাকে যত ভালবাসি, ততটা তোমাকে বা তাহাকে ভালবাসি না, এ জন্যই 'আমি' জিনিষটী নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আমি পূর্ব্বে ছিলাম, সেই আমি আমাদের সহিত প্রীতিবন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলাম। যে আমি আগে ছিলাম, পরবর্ত্তিকালে আমাদের সহিত মিলিত হইলাম, সেই 'আমার' স্মৃতি পূর্ব্বে না থাকায় আমির মত নিত্য হইল না। যে আমি ও আমাদের মধ্যে নিত্যধর্ম্মের বাধা নাই, সেই আমি ও আমার অনিত্য নহে। নিত্য যুগপৎ আমি আমার এরূপ উপলব্ধিতে একের নিত্যধর্ম্ম ও অপরের অনিত্যধর্ম্ম যুগপৎ স্থির হয় না।

আমি নিরূপণে আমি দেখি যে আমার বলিয়া যে সকলের অন্তর্ভুক্ত আছে, তাহাদের সহিত আমার অনিত্য। এই আমিটী অনিত্য আমার জড়িত প্রাকৃত সংসার ও সমষ্টিমাত্র। আমি বলিতে দৃশ্য জগতের অনুভবকারীকে বুঝিয়া লইতেছি; এই দৃশ্যজগৎ পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং আমাদের পরিবর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবর্ত্তন হয় বুঝিতেছি। বাধক আমার সহিত বুঝা আমির ভেদ, বুদ্ধ আমির সহিত যুক্ত আমির ভেদ, যুক্ত আমির সহিত পতিত আমির ভেদ, অতএব আমির সহিত যুক্ত আমির ভেদ, অনিত্য আমার জড়ের পরিবর্ত্তন হইতে উৎপন্ন লাভ করিতেছে। নিত্যানিত্য-বিবেক যখন আমি ও আমার মীমাংসা করিতে বসে তখন উহা নশ্বর উপলব্ধিতে এবং প্রতীত হয়। নশ্বর সম্পত্তির আমার্থিকালে যে আমাকে স্থান দি, সে আমাও অনিত্য বা এক বস্তুনর্থশীল। অনিত্য আমি ভয়, শোক, মোহ, স্পৃহা ও [illegible] বিনি [illegible] জড়পদের [illegible] না [illegible] ভগবানের সেবক। [illegible] প্রকারে আমার [illegible], তাহা হইলে [illegible] অনিত্য আমার উপলব্ধি হয়। [illegible] পারিনা। আমার [illegible] সমস্যা, বাসনা [illegible] ছুটিয়া যায়, তখনই আমার মায়াতীত নশ্বর সম্পত্তি শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রিত হয়।

মূল্য ১৫—৩০ টাকা পর্যন্ত, প্রায় একটি দুগ্ধবতী গাভীর মূল্য—। তিনি বলিলেন, তাইতো। দেশেতো কেহ বারণ করে না ? আমার মনে হইল আমার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি যেন আর মর্ম্মের বেগ ধারণ করিতে পারিতেছেন না, টপ টপ করিয়া পড়িতে লাগিল। তা হবে, অখিল-জগদীশ-বন্ধু শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য-গ্রহণে সমান বিরক্ত থাকিলে—শুধু অমেধ্য-জন্য নিষ্ঠা-মূত্র-তুল্য অনিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিলে সমগ্র দেশটা কেউ না বাড়িবে নাই। এই জন্যই কি শ্রীগুরুদেব সর্ব্ব-জীবকে মহাপ্রসাদ দানের জন্য এত চেষ্টা করিয়া থাকেন ? নচেৎ জীবের কি দুর্দ্দশাই না হইত !

(ক্রমশঃ)

অনন্ত শুকদেব আবার এই বৃক্ষই তাঁর-সেবক ব্যতীত অন্য কেহই আমার নহেন এই বাক্যে প্রমাণিত হয়। আমি যখন আমার [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করি তখন আমার [illegible] মুক্ত হই, অনিত্য আমার [illegible] সমর্পিত হইয়া [illegible] আমার আর [illegible] নিত্য আমি [illegible] জ্ঞানময় [illegible] তাহাতে অচিদের কোন আবরণ নাই, চেতনময় বস্তুই নিত্য [illegible]। তাহাদের মধ্যে কোন [illegible] মাপিয়া লওয়া ধর্ম প্রবেশ করিতে পারে না। অনিত্য নশ্বর [illegible] মাপিয়া লইতে হয়। নিত্যজগতে [illegible] বিচিত্রতা অপরিবর্তনীয় হইয়া [illegible] সুতরাং চেতনরাজ্যে যে সসীম [illegible] অবস্থান করে তাহা জড়রাজ্যের ন্যায় স্থূল চিৎ নহে বা শূন্য অচিৎ নহে। অবিমিশ্র চিৎ আর অবিমিশ্র [illegible] নহে অবস্থান; কিন্তু অচিন্ত্য-[illegible] চৈতন্যের অনুগত অচিৎ-[illegible] প্রকারে প্রেম, ভালবাসা বা মিত্রতা লাভ হয়। [illegible] সচ্চিদানন্দ [illegible] নাই, সেখানে নিত্য নবনব আনন্দস্রোত নিরন্তর কেবল চেতনেরই পরম উপাদেয়তা নির্দেশ করিতেছে।

আমি ও আমার উপাস্যের মধ্যবর্তী প্রদেশে যে স্বচ্ছ নিত্য প্রেম বিরাজমান, তাহাই নিত্য আমাকে তাঁহার সহিত ভালবাসা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, অনিত্য আমার [illegible] বন্ধুরূপে অধিক কাল অবস্থান করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার।" শ্রীগৌরচন্দ্র ব্যতীত জীবের আর কোন বন্ধু নাই। শ্রীমদ্ভাগবতও [illegible] নির্বাচনে উহাই নির্দেশ করিয়াছেন—"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।" অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম, তাঁহাদের মিত্রতা মহাভাগবত হইবার কারণ। [illegible] ব্যতীত অন্যের সঙ্গে, ভালবাসিবা করিবার, হরির নিত্য ভজন করিবার আর কোন পথ নাই। [illegible] বন্ধুগণ! আমরা অনিত্যদের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করি, [illegible] তোমাদের নিত্যবন্ধু নিত্য [illegible] কপটতা করিয়া বন্ধুত্ব করিও না, [illegible] কপটতা অনিত্য ধর্ম। [illegible] নিত্য [illegible] ভগবানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন না করিতে পারিয়াই অনিত্য আমিরই এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। আসুন! অবন্ধুর সঙ্গ পরিহার করত নিত্যবন্ধুর [illegible] নিযুক্ত হই। জগতের বন্ধুরূপে শ্রীশ্রীনীলাচলপতি অর্চামূর্তিতে আমাদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতেছেন, আমরা

অভিনন্দন-পত্র

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ
স্বামিজী পূজ্যপাদেষু।

স্বামিন্! শ্রীভগবান ও ভগবদ্ভক্তের লীলা-নিকেতন এই ভারত-ভূমির প্রাচীনত্ব অতুলনীয়। আজ সপ্তম মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ মহাযুগের কলিযুগ চলিতেছে। চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর কলিযুগের পরমায়ুর মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার আটাশ বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রাচীনতম যুগ হইতেই সভ্যতায়, আদর্শে ও ধর্মে আমরা সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও উহা প্রমাণিত হইয়াছে। ধর্মের অভ্যুত্থান ও ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে, দুষ্কৃতগণের বিনাশ-সাধন করিয়া সাধুগণকে পরিত্রাণ করিতে শ্রীভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন ইহাই ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠ শ্রীশ্রীগীতার আশ্বাসবাণী। যখন নাস্তিক বেদান্ত-ধর্মের মধ্যে প্রেমভক্তি পরিত্যক্ত হইয়া দ্বৈত অদ্বৈতের ঘোর সামঞ্জস্যের পরিবর্তে মায়াবাদ ও ঘোর নাস্তিকতা প্রবেশ করিল, এবং বিজাতীয় ভাব-সংস্পর্শে সনাতন-ধর্ম-প্রচার অপ্রকটিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিল, তখন ধর্ম-রক্ষার্থ ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া মহান্ ত্যাগের আদর্শরূপে, শুদ্ধ-ভক্তি প্রেমধর্ম আপনি আচরিয়া জীবোদ্ধার করত দুষ্ট মায়াবাদ ও নাস্তিকতা ভারত হইতে অপসারিত করিলেন। মহাপ্রভু যে যে অকৈতব ভাগবদ্ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, অধুনা উক্ত পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও শাখার উদ্ভব হইয়া এই অতি শুদ্ধ পবিত্র নিষ্কল প্রেমধর্মের ভাব নিতান্ত মলিন ও দুর্বোধ্য পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। নিষ্কল প্রেম ধর্মের অনুভব ও উপযুক্ত প্রচারকের আত্যন্তিক অভাব হইয়া পড়িয়াছে। কতিপয় নীচ স্বার্থপর ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বারা কলুষিত হইয়া এই পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মে শয়তানের ধর্ম পরিলক্ষিত হইয়া বর্তমান সমাজে এক বিকৃত রুচি আনয়ন করিয়াছে। যে প্রেমধর্মের মাহাত্ম্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত প্রবর, প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, আপন অস্তিত্ব হারাইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-প্রান্তে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; আজ উহা ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের নিকট স্বপ্নবস্তুরূপে পরিচিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের আসন টলিল, তাই এই শুদ্ধ প্রেমধর্মের নিগূঢ় অপূর্ব তত্ত্বসমূহ পুনঃ প্রচারার্থ আপনগণ-সহ পূজ্যপাদ ও বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীচৈতন্যদাস শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। আপনারা এবং আপনি উঁহার পদাঙ্কে সমগ্র ভারতবর্ষে লুপ্ত ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চিরতরে পার্থিব ভোগসুখ বিসর্জন দিয়া জগৎকে বিশেষতঃ ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, ত্যাগধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরতরে স্বেচ্ছায় আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। সন্ন্যাসেই তাহার পূর্ণ নিদর্শন। জগতের হিতের জন্য আপনাদের বা আপনার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাই এখনও সন্ন্যাসী হইয়া, জ্ঞান-সন্ন্যাসের আর্তিক-পূজা বিসর্জন দিয়া ভগবন্নাম কীর্তন করিতে প্রতিজ্ঞার বলে দ্বারে দ্বারে যাচিয়া সাধিয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ আজ জড়ত্বের উপাসনায় জড় বলিয়া গিয়াছে। গুরুকৃপা-লাভে সমর্থ প্রেমভক্তি-পরায়ণ আত্ম অনুসন্ধানক সাধক ব্যতীত কেহই সত্যধর্ম প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ভারতের সর্বসাধারণের মধ্যে সত্যানুভব আনাইয়া তোমার পক্ষে বিশুদ্ধ বেদান্ততাৎপর্য্য বা শুদ্ধভক্তিই বর্তমান সময়ের অনুকূল বলিয়া মনে হয়. তাই আপনাদের বা আপনার মত প্রেমভক্তির প্রচারক বিশ্বপ্রেমিক সন্ন্যাসিবর্গের অভ্যুত্থান হইয়াছে। আমরা অবনত মস্তকে যদি আপনাদের দান গ্রহণ না করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের আত্মহত্যা করা হইবে। এই যুগে আমাদের প্রেম-ধর্মের এতই আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শুদ্ধা ভক্তি ও প্রেমের অভাবে বেদান্তের উচ্চ আদর্শসমূহ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য না থাকায়, আমিত্বাহঙ্কার প্রবল হওয়ায়, সমাজে ঘোর স্বেচ্ছাচারিতা ও অনাচার প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং আমরা অবনত মস্তকে এই অমৃতোপম প্রেমধর্ম হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া যাহাতে ভগবদ্ ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তদনুকূল শক্তি দান করুন। এক্ষণে বিশ্বপ্রেমিক ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের ও সনাতনধর্মের স্বরূপতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া, সংস্কারান্ধ জনগণের ভ্রান্তধারণা অপনোদন করুন। সমাজ নবজীবন লাভ করিয়া এই প্রেম ও শুদ্ধ ত্যাগধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করুক, সত্যের জয় হউক। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি সন ১৩৩৫ সাল ২৮শে ফাল্গুন মঙ্গলবার।

প্রণত সাহিত্য সভ্যসেবকগণস্য।

বর্ণনির্বিশেষে, অধিকার নির্বিশেষে, যোগ্যতা নির্বিশেষে সেই মহাপ্রসাদ লইয়া পরস্পর মধ্যে মহাপ্রসাদ পাতাই। মহাপ্রসাদে নিত্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত [illegible] ভোজন করি। তাহা হইলেই দুঃসঙ্গের পরিহার এবং সৎসঙ্গের আবাহন হইবে।

ভক্তসম্মেলন

গত ৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার "কটক রেভেন্স কলেজের" ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহাশয় পাটনা হইতে চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর মন্দিরে যোগদান করিয়াছেন। ইনি শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার আচার্য্যগণের অন্তরঙ্গ একনিষ্ঠ সেবক।

মৈমনসিংহ কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পরীক্ষক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয় পরিক্রমার কয়েক দিবস পূর্ব হইতেই শ্রীমায়াপুরে উপস্থিত থাকিয়া পরিক্রমা করিতেছেন।

নানা কথা

মাদ্রাজের গভর্ণর অস্থায়ী বড় লাট বড় লাটের স্বদেশ যাত্রা

নূতন দিল্লী, ১৯শে মার্চ। সরকারী সংবাদে প্রকাশ, ভারত-সচিব লর্ড পীল বড় লাটকে মাত্র ৪ মাসের ছুটি লইয়া আগামী জুন মাসে একবার ইংলণ্ডে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। কোন কোন্ বিষয়ে পরামর্শ করাই এই নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য। সরকারী কাজের বিশেষরূপ চাপ না পড়িলে বড় লাট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন।

বড় লাটের অনুপস্থিতিকালে মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড গোসেন বড় লাটের পদে অস্থায়ি-ভাবে কার্য্য করিবেন।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও জন ছোরার আঘাতে জখম

করাচী, ১৮ই মার্চ। মুলতানী হিন্দুদের একটি ধর্ম-সম্পর্কীয় শোভাযাত্রা যখন গত কল্য সন্ধ্যাকালে রাজপথ দিয়া গমন করিতেছিল, সেই সময় কতকগুলি মুসলমান বালক তাহার উপর ইট-পাটকেল ফেলে। ইহার ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একটা দাঙ্গা বাধিয়া যায়। দাঙ্গার সময় ৩ জন মুলতানী হিন্দুকে ছোরার ঘায়ে জখম করা হইয়াছে। পুলিস আহতদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়াছে। এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

ভ্রম-সংশোধন

গতকল্য সংবাদ-দাতার ভ্রমবশতঃ চাঁপাহাটীতে দুই দিন যাত্রা হওয়ার কথা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু পরে সংবাদ পাওয়া গেল গত ৬ই চৈত্র বুধবারই কেবল যাত্রা হইয়াছে, বৃহস্পতিবার হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ই চৈত্র, সোমবার—১৩৩৫

পরিক্রমা প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ পরিক্রমা-সম্প্রদায়ের অগ্রণীরূপে প্রত্যহই পরিক্রমা চালনা করিয়া সকলের হৃদয়ের সেবোৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ বিভিন্ন দ্বীপে অজস্র, অনর্গল, হরিকথাকীর্ত্তন করিয়া বহু জীবের সংশয় গ্রন্থি ছেদন ও হরি-ভজনের ঐকান্ত কর্ত্তব্যতা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পরিক্রমা-ব্যাপার প্রতিবর্ষেই বিপুল হইতে বিপুলতর হইয়া চলিতেছে। পরিক্রমা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে বর্ণনাদ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। সহস্র সহস্র বিভিন্ন দেশীয় ভক্তবৃন্দের একত্র সম্মেলন, সহস্র-কণ্ঠে সংকীর্ত্তন, সহস্র লোকের একসঙ্গে মহাপ্রসাদ সেবন যে কি দৃশ্য, তাহা ভাষাদ্বারা চিত্রিত করা অসম্ভব। শত শত গোযান, অশ্বযান, হস্তী, পতাকা, কাষ্ঠভাণ্ড, দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে ভ্রমণশীল পরিক্রমার যাত্রিগণের পূর্ব্ব হইতেই প্রসাদ, জলাহার ও বিশ্রামাগারের বন্দোবস্ত যে কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন হয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভুর অনুপম সেবা-নৈপুণ্য, অধ্যক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সমস্ত কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

[illegible] কোন বিখ্যাত বায়স্কোপ কোম্পানি শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার এই সকল চিত্র বায়স্কোপে প্রচার করিবার জন্য ক্যামেরায় তুলিয়া লইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণও, বিভিন্ন দ্বীপের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন

গত ৯ই চৈত্র শনিবার কলিকাতা হইতে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত রাধিকা-প্রসাদ দাসগুপ্ত ট্রান্সলেটার হাইকোর্ট, সস্ত্রীক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, পণ্ডিত অদ্বয়জ্ঞানানন্দ অধিকারী বি, এ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীযোগপীঠে আগমন করিয়াছেন।

গত ১০ই চৈত্র রবিবার প্রাতে পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার সেন ডেপুটিপোষ্টমাষ্টার জেনারল, পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহোদয়দ্বয় সপরিকরে শ্রীমায়াপুরে উৎসব দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

গত [illegible] চৈত্র রবিবার শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-সম্প্রদায় গোদ্রুমদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া মধ্যদ্বীপ দর্শন ও সেই স্থানের আনুষ্ঠানিক কার্য্যসমূহ যথারীতি সম্পন্ন করিয়া বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে বেলা ১২টার সময় শ্রীশ্রীমায়াপুর যোগপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

এবার পরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা অন্যান্য বারের তুলনায় [illegible] হইয়াছে। সুদূর আসাম, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, উড়িষ্যা, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, বারাণসী, এদিকে বঙ্গের প্রত্যেক জেলার প্রধান প্রধান সংখ্যায় বহু শত [illegible] ব্যক্তি পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরের [illegible] ব্যক্তিগণের প্রবল চেষ্টা শ্রীধাম-পরিক্রমাকারি সজ্জনগণের [illegible] উৎকণ্ঠায় বাধা দিতে পারে [illegible] ঐরূপ মৎসরতা [illegible] সাধুগণের মহত্ত্বের উজ্জ্বলতাই বিধান করিয়াছে।

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীপরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, অস্থায়ী বাসের আবাসস্থলগুলি পরিপূর্ণ হইয়াও যাত্রিগণের জন্য [illegible] কয়েকটী বৃহৎ অস্থায়ীনিবাস নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। শনিবার সন্ধ্যার পর [illegible] মিনিট অল্প সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে যাত্রিগণের কোন অসুবিধা হয় নাই, বরং শীতলতা ও স্নিগ্ধতারই সঞ্চার হওয়ায় যাত্রিগণ পরমানন্দে বিশ্রামাদি করিতে পারিয়াছিলেন।

শনিবার প্রাতঃকালে পরিক্রমা-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীল মুরারি ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ দর্শন ও সেই স্থানে শ্রীভক্তিরত্নাকর ও শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যাদি মহাজন-গ্রন্থ হইতে সংকীর্ত্তনমুখে পাঠ করিয়া মামগাছির শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অধিষ্ঠান উপস্থিত হন সেইস্থানে বাগ্মীবর গৌড়ীয় সম্পাদক এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া বলেন যে, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের নাম বাঙ্গালার নরনারীর নিকট অপরিচিত নহে। তিনি যে সরল মধুর ছন্দে শ্রীচৈতন্যের চরিত্র ও লীলাকাহিনী-পরিপূর্ণ মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা জগতে অপূর্ব্ব। কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং বলিয়াছেন—

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

ঠাকুর বৃন্দাবন অপ্রাকৃত সাহিত্যিক-কুলগুরু। যাহারা আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে সাহিত্যের প্রভাব সমাজের উপর কত বড়। প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্যই সমাজ রচনা করে এবং সমাজের চিন্তা, ভাব-ভাবনার পোষক বা ভূতক উদ্দীপন করিয়া থাকে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নরনারী সকলেই সাহিত্যের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হয়। বর্ত্তমান যুগে বিশ্বসাহিত্য বিরাট সমাজ দেহের অভ্যন্তরে সংক্রামক মারাত্মক ব্যাধির বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করাইয়া যেরূপ অকালমৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতে এই সমাজ-শরীর রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত বলা যাইতে পারে। সুধীগণ ইহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

যাঁহারা বাঙ্গালার সাহিত্য সাহিত্যিকগণের বিষয় একটু তলাইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, এই প্রাকৃত বা গ্রাম্য সাহিত্যিকগণ ন্যূনাধিক সকলেই ঠাকুর বৃন্দাবনের উপর তাঁহাদের নৈসর্গিক স্বভাবানুসারে হাড়ে হাড়ে চটা। কারণ ঠাকুর বৃন্দাবন গ্রাম্য সাহিত্যিকগণের অবাধ—উদ্দাম—উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতিমূর্ত্তির পথ বন্ধ করিয়া শ্রেয়ঃ-কথা শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বিনয় মাধুর্য্যে অনেকটা বঞ্চনা করিয়াছেন; কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবন সকলকেই—এমন কি নিত্যানন্দচরণে—উচ্চচরণে [illegible] ব্যক্তিগণকেও সমাঘাত করিয়া শ্রীমৎ [illegible] কৃপার আদর্শ প্রদর্শন করিতে [illegible] বঞ্চনা-কারি ব্যক্তিগণ [illegible] অভৈতুকী কৃপা [illegible] করিতে [illegible] হইয়া তাঁহার প্রতি [illegible] নানা প্রকার অপবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা সমাজের পক্ষে বড়ই [illegible] কথা। কোন বিশেষ সাহিত্যিক [illegible] অপরাধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু [illegible] ভিতর দিয়া সাধারণে এই অপরাধের বিষাক্ত বাষ্প বিস্তার করায় সমগ্র বঙ্গদেশ মৃত্যুর পথে যাইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান সমাজের পাঠশালায় বালক বালিকা হইতে যুবক যুবতী, এমন কি বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত ঐ সকল গ্রাম্য সাহিত্যের আপাত মোহন দেশে [illegible] সমাজকে, যে বিরূপ [illegible] কলঙ্কিত করিতেছে, তাহা কে [illegible] প্রকাশ করিতে পারেন। ঠাকুর বৃন্দাবন ভাবি-সমাজের এইরূপ [illegible] দুর্দ্দশার কথা তাঁহার দিব্যনয়নে [illegible] পারিয়াই শ্রীচৈতন্যভাগবতরূপ এক মহা নিদান-গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইতেও চৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের করুণা অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন শ্রীমদ্ভাগবতে গূঢ় যুক্তি-বিচারাদির কথা অবতারণা করিয়া নীতি ও মাধুর্য্য শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবন পরম বাৎসল্যে শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব-চরিতের দৈনন্দিন ঘটনাবলী দ্বারা সকলের হৃদয়গ্রাহী যে সকল কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে কলিহত জীবের প্রতি ঠাকুরের অশেষ কৃপা প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুর বৃন্দাবন প্রথমাকারে যে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব-প্রচারক শ্রীচৈতন্যমঠ-সংস্থাপক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ বিশ্ববাসীকে এক একটী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন। এই সকল শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের প্রত্যেক জীবনপথ [illegible] শ্রীচৈতন্যের নাম রূপ, গুণ লীলা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত করিবেন।

সুতরাং যদি বর্ত্তমান সমাজ, সমাজ ও ভাবি সমাজকে রক্ষা করিতে হয়—যাঁহারা [illegible], তাঁহাদের কলঙ্ক দূর করিতে হয় এবং আন্তরিক মঙ্গল বিধান করা [illegible] হইলে বৃন্দাবনের [illegible] বা [illegible] পাঠের [illegible] উপাদান [illegible] সকলেরই আবশ্যক। [illegible] সাহিত্য, [illegible] সাহিত্য, বাহা বিরাট সমাজ-দেহে [illegible] যোগ [illegible] করিয়া সমাজ-

পরীক্ষকে অবহেলানী অকাল-মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার চিকিৎসা [illegible] মর্মনিদান-[illegible] অন্য প্রকারে সম্ভব [illegible]

[illegible]

এক দিন "গৌড়ের নৈমিষক্ষেত্র"। একদিন নৈমিষক্ষেত্রে শ্রীল সূত গোস্বামি মহোদয়ের শ্রীমুখ হইতে শ্রীমদ্‌-ভাগবতের কথা শ্রবণ করিয়া মহাভাগবত হইয়াছিলেন, আমরা আচার্য্যের বাক্য হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, অদ্য [illegible] এই গৌড়ের নৈমিষে [illegible] লোক আগমন পূর্ব্বক আচার্য্যের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীচৈতন্য-কথার [illegible] এক এক জন এক একটি শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইবেন।

স্বামিজীর এই আবেগময়ী বক্তৃতা [illegible] সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের জয়ধ্বনি 'জয় জয়' [illegible] মুখরিত হইয়াছিল। কলিকাতা-নিবাসী কোন ভাক্তমতী মহিলা ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহের শ্রীমন্দির নির্মাণকল্পে যে অর্থদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র মন্দির, [illegible] প্রভৃতির কার্য্য সম্পূর্ণ না হওয়ায় এবং [illegible] ঠাকুরের স্মৃতি [illegible] [illegible] অনেক উদারহৃদয় ভক্তমণ্ডলী শ্রীমন্দির নির্মাণের আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ও অনেকে আনুকূল্য করিয়াছেন। আমরা [illegible] তাঁহাদের নাম নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত করিব, ইচ্ছা রাখিলাম।

* * *

[illegible] শনিবার অপরাহ্ণে [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] [illegible] ভক্তপুষ্প-কথ[illegible] [illegible] গুরুবন্দনার মাহাত্ম্য [illegible] বলেন—

[illegible] ব্যক্তি, জ্ঞানী, [illegible] যোগিবন্দী প্রভৃতির বন্দনায় [illegible] [illegible] [illegible] আখ্যাত [illegible] [illegible] কীর্ত্তিত হইবেন। [illegible] প্রশংসা করা বিশেষ [illegible] অভিবাদন। বৈষ্ণবের [illegible] করিতে হইবেন। [illegible] কোটিগুণে [illegible] শ্রীগুরুদেব [illegible] [illegible]

ভক্তিশাস্ত্রে একমাত্র বৈষ্ণববন্দনার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৈষ্ণব বন্দিত না হইলে বিষ্ণু কখনও বন্দিত হন না। বিষ্ণু বন্দনা অপেক্ষা বৈষ্ণব-বন্দনা বড়।

বৈষ্ণববন্দনায় আমাদের কোটিজিহ্বা, কোটি জিহ্বা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক। যাঁহারা অন্য সমস্ত বন্দনা, পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-বন্দনা করেন, তাঁহারাই সাধু। তাঁহাদের বন্দনাই গোবিন্দের পাদপদ্মে পৌঁছে। কিন্তু যাঁহারা অবৈষ্ণবের বন্দনায় নিরত, তাঁহাদের বন্দনায় অবৈষ্ণবের [illegible] সংস্থান [illegible] হয়। ভক্তিশাস্ত্রের সার, মহাপ্রভুর মতের সার—বৈষ্ণব বন্দনা। গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা তোষামোদ নহে; তাহাই জীবের একমাত্র কৃত্য। বৈষ্ণবগুরু-নিন্দা-বাদী বা নিন্দাশ্রবণকারী নহেন। [illegible] [illegible] বা তোষামোদ [illegible] আর নিরপেক্ষ [illegible] অপরের দ্বারা [illegible] হইলে [illegible] করিয়া করে অঞ্জলি প্রদান [illegible] অধিক হওয়ায় [illegible] করিতে হন। বৈষ্ণব [illegible] প্রত্যক্ষে অধিকতর কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিরত [illegible] তৃণাদপি সুনীচতার [illegible] আদর্শ প্রদর্শন করেন। [illegible] [illegible] সময় কাটাইয়া দিয়া বৈষ্ণবের সম্মুখে বৈষ্ণবের প্রশংসা করেন, কিন্তু পশ্চাতে বৈষ্ণব-নিন্দারূপ মহাপরাধে [illegible] হন। একরূপ ব্যক্তির [illegible] বৈষ্ণব বন্দনা নহে। [illegible] আমরা নিষ্কপটে বৈষ্ণববন্দনা শিক্ষা করিতে পারি, যাহাতে আমাদের হৃদয় বৈষ্ণবের প্রশংসাবাদ করিতে সহস্র মুখে [illegible] হইয়া উঠে, তজ্জন্য আমাদের নিষ্কপটে ভগবানের চরণে—বৈষ্ণবের চরণে আর্ত্তি জানান আবশ্যক; এই বৈষ্ণববন্দনা শিখিতে পারিলেই আমরা বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারিব।

[illegible] রবিবার ত্রিদণ্ডী [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামি মহারাজ [illegible] শ্রীধাম, শ্রীনাম, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। গোস্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ ও [illegible] [illegible] উদ্দীপন করিতে পারিয়াছেন। [illegible] ও শ্রীকৃষ্ণ পুরী মহারাজ, [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ এম, এ, বি, এল মহোদয়ও অনেক [illegible] বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

পরিক্রমায় ঐশ্বর্য্য

কোন কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাক্রমে, অধিকাংশই মাৎসর্য্যবশতঃ মনে করিতে পারেন যে, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের পরিক্রমাদিতে আড়ম্বর করিয়া তথায় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করার আবশ্যকতা কি? বরং উহাতে দাম্ভিকতা ও ভক্ত্যুচিত স্বাভাবিক দীনতা-বৃত্তির লঙ্ঘনতাই লক্ষিত হয়।

পুষ্পপক্ষকারিগণের এই কথার দুষ্টু-মীমাংসা বহুভাবে ভক্তিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা স্থানাভাবে সেই সকল সমাধান এই স্থানে প্রদান না করিতে পারিলেও স্বয়ংভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের চরিতের দুই একটি ঘটনা এই কথার স্থষ্ঠু উত্তর প্রদান করিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

কোনদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে মাৎসর্য্য-বশতঃ কোন কোন প্রাকৃত সাংঘিক কপট ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, পরিক্রমাতে হস্তী অশ্ব প্রভৃতির আড়ম্বরের আয়োজন কি, আর মহাপ্রভু যখন অত্যন্ত দীনদরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন, তখন তাঁহাকে হস্তীর উপর আরোহণ করাইবারই বা প্রয়োজন কি?

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণেতে দেখিতে পাই যে, তিনি বহির্ম্মুখগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সময়ে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর চরিত্রে সকলেই ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-দ্বারা পাষণ্ডদলন-কার্য্য সাধিত হইয়াছে। যখন শ্রীমায়াপুরচন্দ্র কীর্ত্তনবিরোধী কাজীদলনের অভিযান করিয়াছিলেন, তখন, তিনি কি অদ্ভুত প্রদর্শন করিয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকারের জলন্ত লেখনীতে আমরা দেখিতে পাই—কাজীর কোন কোন মাৎসর্য্য-পরায়ণ কুলিয়া-নগরীর ন্যায় গৌর-সুন্দরের মহাসঙ্কীর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

কাজী বলে জান আছ কি গীত-বাদন।
কি বা কার বিভা কিবা ভূতের কীর্ত্তন।
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানী।
আগে আর বজ্র এবে চাদবি আপনি॥
কাজীর আদেশে যবে অনুচর ধায়।
সংঘট্ট দেখিয়া আপনার প্রাণ পায়॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে বলে কাজি মার।
ডরে পলাইল এবে কাজির বিক্রম॥
[illegible] দিয়া কাজির কাহল ফাটি গেল।
[illegible] কর চলহ বাটি যাই পলাইল॥

শ্রীগৌরসুন্দর কিরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সজীব ভাষায় লিখিয়াছেন,—

কোটি কোটি লোক-সঙ্গে নিমাই আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য।
লাখে লাখে মহাতাপ দেউটি সব জলে।
লক্ষ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি বলে॥
দুয়ারে দুয়ারে কলা ঘট আম্রশাখ।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার॥
নারায়ণ কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে।
শ্রবণ শুনিতে দুষ্ট প্রবল উপাড়ে॥
এই মত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আসিতেও কেহ এমন না করে॥

* * * * * *

কাজী বলে হেন বুঝি নিমাই পণ্ডিত।
বিবাহ করিতে বা চলিলা কোন ভিত॥

* * * * * * *

কোটি কোটি হরিধ্বনি মহা কোলাহল।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদি পূরিল সকল॥
শুনিয়া কম্পিত কাজিগণ সবে ধায়।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥
পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভরগণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিগ নাহি জানে॥
মাথায় বান্ধিয়া পাগ কেহ সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে অন্তরে প্রাণ হালে॥
যার দাড়ি আছে সেই হৈয়া অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ভয়ে হালে বুক॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহমাত্র কেহ নাহি জানে॥
সবেই নাচেন সবে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া হরি বলে সর্ব্বলোকে॥

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া অনেক মাৎসর্য্য-পরায়ণ নাস্তিক কীর্ত্তন-বিরোধী কাজীর ন্যায় উক্তি কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মহারাজরাজেশ্বর বিশ্বম্ভর গৌরনারায়ণ দীনদরিদ্র, সুতরাং হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণের অযোগ্য—ভোগ-কূপের এই দুষ্টুক্তি অপনোদন করিবার জন্যই পাষণ্ডদলনবানা আচার্য্য এইরূপ ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরসুন্দর পাষণ্ডদলনের জন্যই শ্রীবাস-অঙ্গনে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন নৃসিংহরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কাজী-দলনে নানা প্রকারে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে সকল দুষ্টমতি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের ঐশ্বর্য্য নাই বিচার করিয়া তাঁহাদিগের চরণে নানা প্রকার অপরাধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সেই অপরাধ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই আচার্য্য বিষ্ণুবৈষ্ণবের নানাপ্রকার বৈভব প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পোড়ামা-তলায় এবং নবদ্বীপ সহরে যে সকল কীর্ত্তন-বিরোধিসম্প্রদায় কীর্ত্তনে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা চৈতন্য-ভাগবতের চিত্রের মত—

শুনিয়া কম্পিত কাজিগণ সবে ধায়।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥

কোন কোন কীর্ত্তন-বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়া ভুলিয়া সগরে পরিক্রমার ঐশ্বর্য্য দেখিবারি জন্য—

"গম.খায় বাঁচিয়া থাক কেহ সেই
মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে অন্তরে প্রাণ হালে॥"

কিন্তু যাহারা বিশেষ মার্কা মারা কীর্ত্তন-বিরোধী তাহারা চৈতন্যভাগবতের উক্তির ন্যায়—

"যার দাড়ী আছে সেই হঞা অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ডরে কাঁপে
বুক॥"

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ঐশ্বর্য্যদর্শনে মাৎসর্য্যপরায়ণ কীর্ত্তন-বিরোধি সম্প্রদায়ের বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তাই তাহারা মাৎসর্য্যের দুর্গন্ধময় উদ্গার করিতেছে। যে দিন শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া [illegible] তাঁহারাও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের কীর্ত্তনে বাধা দিবার অধিকার নাই, ইহা সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিকচতুঃশততম শ্রীচৈতন্যপ্রকটাভীষ্টাব্দপ্রারম্ভে
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায়া সাধিকাধিবেশনে প্রদত্তমিদং

✽ প্রশস্তিষট্কম্ ✽

শ্রীকৃষ্ণাত্মাবতীর্ণা নিখিলজনিমতাং
মার্জ্জনী মানসানাং
ব্রহ্মব্যাসাদিভির্যা ভুবনপরিগতা
মায়িকাম্ সংহরন্তী।
বিষ্ণা ব্রহ্মাদিগূঢ়া ভবতি চ নিতরাং
মাশ্রিতা সা যয়াত্ম।
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ১॥

দৃষ্ট্বা গ্লানিং হি ধর্ম্মে সকলনরগণে
নিত্যমুক্তর্ম্মলীঢ়ে
আগত্যাগত্য পৃথ্বীমকপটহৃদয়াৎ
কৈতবং নাশয়ন্তী।
সদ্ধর্ম্মালোকবর্ত্তিং প্রথয়তি বিশদাং
মিতাধামোহনভীর্ণা
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ২॥

শ্রীবিষ্ণুস্বামিমুখ্যাঃ স্ববুধজনগণাঃ
শুদ্ধআম্নায়তন্ত্রে
যান্ যান্ সিদ্ধান্তবাদান্ কলিজন-
সুখদান্ সুষ্ঠু সংরক্ষ্য যাতাঃ।
মধ্যে তেষামতীব প্রবলনিগমবৎ
সূত্র-সংস্থাপিকা যা
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ৩॥

যস্যাঃ কারুণ্যধারা প্রকটয়তি
নবদ্বীপখণ্ডে পুরীং তাং
মায়াখ্যাং গৌরভানোর্বিগলিত-
সুভগাং গোকুলাভিন্ন-গোত্রাম্।
শাখাস্তস্যাশ্চ দিক্ষু প্রচরণজননীঃ
শুদ্ধরাদ্ধান্তবাচাং
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ৪॥

যা কৃত্বা পাদপীঠান্ গমনপরিসরে
কৃষ্ণচৈতন্যপূতে
দৈবান্ বর্ণাশ্রমাংশ্চ প্রচলিত-
সকলানাসুরাংস্ত্যাস্মিরস্য।
বিষ্ণ্যানীশ্চ কাঞ্চীর্জ্জনচয়-সরণী-
স্তোভতে সং প্রকাশ্য
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ৫॥

সন্ন্যাসে চ ত্রিদণ্ডং নিয়তমতিবিধিং
শ্রীনদীয়াপ্রকাশং
গৌড়ীয়ং হাম নিষ্ঠং কলিযুগতরণীং
সাত্বিকীং ব্রহ্মনিষ্ঠাম্।
ব্যাখ্যাং গোস্বামিগুপ্তামপি বিত্ত-
রতি যা ভূরিশো লোকমধ্যে
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ৬॥

শ্রীমায়াপুরধামস্থ পরবিদ্যাপীঠান্তে-
বাসিনাম।
১ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তি-
বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের

আশ্বাস-বাণী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন অধোক্ষজ কৃষ্ণের কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যখন 'অহং শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ' উপদেশ করিয়াছিলেন, যখন প্রাকৃতিমুক্ত স্বরে অবাঙ্মনসোগোচর বস্তুর কথা গান করিয়াছিলেন, সেইকালে অনেকেই বাস্তববস্তুর সন্ধানকার্য্যে বিফলমনোরথ হইয়া অপারিতোষ্যভাবে নৈষ্কর্ম্য-অন্বেষণে নিমগ্ন হইতেছিলেন। "যেবোধক হইলে সেই হৃদের বস্তু অধীন হয়"—শ্রীশ্রীপের এই বাণী যেরূপ জগতের জীবের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেরূপ বাস্তববস্তুর সন্ধান শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকগণ সহজে [illegible] করিবার কথায় আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, যেরূপ গোপাল-ভাপনী পাঠে 'ভক্তিরস্য ভজনং' প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ বৈষ্ণবের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, সেইরূপ আজ কাঞ্চনপুর কলিতে জীব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়্‌রিপুর উপাসনায় গা ভাসাইয়া জগতের নশ্বরকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে অনেক নীতি ব্যক্তি অসত্যকে সত্য বলিয়া, নীতিকাকে [illegible]-জ্ঞানে আত্মবঞ্চনাকে সাফল্য মনে করিয়া কোন্ পথে যাইতেছেন, আজ পথিকগণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

সম্প্রতি শ্রীল ভক্তিবিজ্ঞানআশ্রম মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে একখানি কল্পিত 'গঙ্গার চিত্র'-অঙ্কিত কাগজ দর্শন করিয়া পথিকগণের কুপথে গমন হইতে রক্ষার জন্য কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, উহার আশ্বাস-বাণীরূপে পাঠকের মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারিবে।

১। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি বামনপুরের কাঁকড়ার মাঠে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ স্থানে একটী মাদ্রাসার বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। মাদ্রাসার [illegible] দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দসিংহের রামসীতার মন্দিরের ইষ্টক বলিয়া কাহারও ভ্রম উৎপন্ন না হয়, দেখা আবশ্যক।

২। দেওয়ানের প্রাচীন মন্দির নষ্ট ভিন্ন পুরুষ স্থানভ্রষ্ট হইয়া বহুদূরে চলিয়া যাওয়ায়, সেইস্থান গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বলিয়া কিরূপে নির্ণীত হইবে?

৩। দেওয়ানের স্থাপিত গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের জন্মস্থান নিরূপণ সত্য হইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জন্মস্থান তিনশত বৎসরের পর দেওয়ান মহাশয় কোন্ স্থানে সমাধ্যমণ স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হওয়াই না হওয়া সম্ভব এবং সেইস্থান আনন্দাদিতে যাওয়া মতে বলিয়া উহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয় নবীন দেওয়ানের মন্দিরের নিকট [illegible] সম্বন্ধনির্ণয়, তাহা অগ্রে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

একখানি চিত্র দেখা যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে হাতি ঘোড়া প্রভৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে যে [illegible] প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সত্য [illegible] হইবে। [illegible] চিত্রিত হইয়াছে, ইহা কেবল [illegible] আছে। কেবল আঙ্গিক ভিত্তির মিস্ত্রী প্রভৃতির [illegible] কল্পিত চিত্রের উপর নির্ভর না করিয়া পূর্ব্ব ও শিল্পীবিদ্যা-সাধকদিগের প্রাচীন চিত্র ও প্রাচীনগ্রন্থ অবলম্বন করা উচিত।

৪। চিত্রাদি কল্পনা করিবার আগে যাঁহারা [illegible] করিয়াছেন, [illegible] বিভিন্ন চিত্র-মূর্ত্তি ঘটনা-সমূহ সম্বন্ধে জানা না থাকায় সম্প্রদায়দিগের দুষ্ট উৎপত্তি লাভ করিবে।

৬। পুরাতোষকগণের নামের মধ্যে যাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা অনেকেই অথবা সকলেই প্রাচীন স্থানের সম্বন্ধে আদৌ কোন আলোচনা করেন নাই। সকলেই চিত্রবিদ্যানিপুণ নহেন। সকলেই ঈর্ষা, হিংসা, কাম, ক্রোধাদির বশীভূত নহেন। সুতরাং চিত্রকরের ঈর্ষা-মূলক চিত্রের উপর কোনরূপ পরীক্ষা না করিয়া তাহার সাক্ষিরূপে ঈর্ষা ও অর্থ উপার্জ্জনের প্রবৃত্তিতে সাক্ষী করিবেন না।

৭। পৃষ্ঠপোষকগণ কি কি ভাবে উক্ত চিত্রকরের সহিত, কোন্ কোন্ সম্বন্ধে সাহায্য, আমাদের তাহা জানা আবশ্যক।

৮। ষোড়শশতাব্দীর নবদ্বীপ-নগর কোথায় ছিল, সেই বিষয়ে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, ভৌগোলিক সংস্থান বুঝিবার সাহিত্যে প্রবেশাধিকার নাই, সেই সকল অভিমন্যকারীর পরামর্শ কদাচ যেন পৃষ্ঠপোষকগণ গ্রহণ করিতে পারেন না। যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রান্ত সংশোধন অত্যাবশ্যক, বাঙ্গালাভাষায় বিশেষ প্রস্তাব পরিচালনের সংযুক্ত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

৯। অতি শীঘ্রই এই সকল বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রকৃত অভিপ্রায় ও অভিসন্ধিময় চিত্র হইয়া প্রকৃত চিত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে বিচারকগণ [illegible] নিরপেক্ষ সাধ্বীয়ান চিত্রকরের সকল অভিসন্ধি বুঝিতে পারিবেন ও এই সকল লোকের পৃষ্ঠপোষক হইতে গেলে সত্য হইতে কিরূপে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে হয়, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

১০। চিত্রকরের পেন্সিল বা কোন্ বিদেশোক্তি যোগাইয়া সমাজের কতকগুলি ব্যক্তিগণকে বিপথে চালিত করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তিরত্নাকর, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, প্রাচীন নদীয়ার কাহিনী, [illegible] প্রাকৃতিক [illegible], প্রাচীন নদীয়ার সম্বন্ধে [illegible] [illegible] মাপ, [illegible] নাটক, [illegible] সিরাজদ্দৌলা, [illegible] কলেজ, [illegible] কৌস্তুভ, [illegible] সকল [illegible] প্রকাশকবর্গের [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] বেদের [illegible] [illegible] দেওয়ান [illegible] ক্লীগৌর [illegible] বাসুদেব [illegible] আচার্য্য [illegible] রামপ্রসাদ [illegible] প্রবন্ধসমূহ,

মুক্তবাদি বাড়ি, ত্রিবর্ণলা এবং তাঁহাদের চেলা কর্ত্তা দল, স[illegible] গোস ও কুৎসা [illegible] বেদনীশ্রম, মনী-[illegible], [illegible], জাতিগোস্বামিদের [illegible] পারেশের উৎকট চেষ্টা [illegible], 'কপট' ব্যবসাদারের [illegible] [illegible] বাবাজী, গ্রাম বাবদা প্রভৃতি, [illegible] চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দর্শন-শাস্ত্রী [illegible] শ্রীচৈতন্য-বাসিগণের নবীনাবাসীন [illegible] অত্যাচার-কাহিনী, অন্যান্য [illegible] সম্প্রদায়ের অপো-[illegible] [illegible] করিবার অদৈন চেষ্টা [illegible] [illegible] [illegible], কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-[illegible] অদৈন অর্থ চেষ্টা, [illegible] [illegible] মহাশয়ের [illegible] কারখানার [illegible] উদ্দাকিকারী [illegible], [illegible] 'শ্রীনা' উপাধির [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণনগর নিবাসি [illegible] [illegible] প্রভৃতি অনেক কথা আলোচনা করিতে [illegible] বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের [illegible] [illegible]। আলো-চনার [illegible] বাহারা জানিয়াছেন, তাঁহাদের সকল [illegible] পাইবে [illegible] বুঝা যাইবে যে, তাঁহার চোটে, [illegible] [illegible], উহা ও [illegible] প্রভৃতি [illegible] সংবর্জিত হইতে পারে; কিন্তু অত্যুর [illegible] [illegible] পারে না। সুতরাং [illegible] [illegible] করিবার অগ্রে শ্রীচৈতন্যদেবের কোন [illegible] [illegible] তথা দান [illegible]। [illegible] সম্প্রদায় ও প্রাকাশানন্দের সম্প্রদায় [illegible] করেন [illegible] শ্রীচৈতন্যের [illegible] হইয়া যে সকল [illegible] [illegible], ঐ [illegible] [illegible] অবস্থা। [illegible] শ্রীভাগবত '[illegible]' বাক্যের [illegible] কারয়াছিলেন। এখনকার [illegible] ভবিষ্যদ্বাণী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পোষণ করিবার জন্য তাঁহাদের [illegible] [illegible] দিবেন না।

সকলেই জানেন, বানরের হস্তে [illegible]. [illegible] নিকট মুক্তামালার সুবাবহার নাই, [illegible] নিকট ভক্তির আদর নাই— আদর আছে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] সকলের [illegible] বর্ষ হইতে [illegible] [illegible] [illegible] উহার প্রয়োজনীয়তা আছে। [illegible], [illegible], শ্রীচৈতন্য[illegible] [illegible] চিরদিন থাকিবে ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবে। কিন্তু ঐ সকল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা

১১ই চৈত্র, ১৩৩৫ ইং ২৬শে মার্চ্চ, ১৯২৯ মঙ্গলবার অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীযোগপীঠের নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার পঞ্চত্রিংশদ্বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে শ্রীগৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃ সজ্জনগণের সমাচরিত সেবা-কার্য্য স্বীকার ও সম্মান-প্রদত্ত হইবে। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

বুঝিলাম, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জমির মূল্য বাড়াইয়া [illegible] [illegible]; যদি বুঝিলাম, গৌ-[illegible] ভিন্ন মহাশয়কে [illegible] কারখানার [illegible] [illegible], প্রতিষ্ঠিত [illegible] [illegible] অর্থাগিরি না থাকিত; [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যপ্রভুর বংশপরিবারের [illegible], [illegible] তাঁহাদের শিষ্য [illegible] [illegible] [illegible] কাশীমবাজারাধিপতি প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির [illegible] সর্ব্বনাশ না করিতেন; যদি বুঝিলাম, নানাকৌশলে [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] দিয়া বক্তৃতা [illegible] [illegible] [illegible]; যদি বুঝিলাম, কনককামিনী প্রতিষ্ঠার [illegible] ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে কায়মনোবাক্যে যোগদান করিতেন, তাহা হইলে [illegible] পৃষ্ঠপোষককেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবাহন করিতাম। [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] কনক-কামিনী-[illegible] [illegible] দোকানদার-গণের [illegible] [illegible] কথা ব্যতীত ব্যক্তিগত [illegible] [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] অগ্রসর হইতে আমি [illegible] প্রোৎসাহিত করি না। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] [illegible] শীঘ্রই এক [illegible] [illegible] কমিটী নিযুক্ত করিয়া এই পৃষ্ঠপোষকগণের [illegible] চিত্রকরের কোন্ কোন্ প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সম্বন্ধ আছে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করুন এবং তদ্দ্বারা [illegible] [illegible] স্থাপিত এবং একখানি [illegible] [illegible] প্রস্তুত হউক, তাহা হইলে [illegible] [illegible] আলোচনা করিয়া প্রকৃত ব্যাপার [illegible] সুবিধা হইবে।

শ্রীধামনবদ্বীপ

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-কাহিনী যেরূপ অনন্ত, অপার ও অতলস্পর্শ, তদ্রূপ, তদ্-রূপবৈভব গৌরধাম নবধাভক্তির মহাপীঠ কৃপাবতার গৌরলীলাস্থলী নবদ্বীপের কাহিনীও অনন্ত, অপার ও অতলস্পর্শ। এই সকল বাস্তবতথ্য গৌরপ্রাণ্যি-জনের আনুগত্যে গৌরধাম-সেবাফলে স্বয়ং স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়।

ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে নবদ্বীপ নগর। বহু পূর্ব্ব হইতেই [illegible] সেনরাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। সে স্থান সম্প্রতি 'নবদ্বীপ'-নামে পরিচিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। যে স্থলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতের ভবন, শ্রীমুরারি গুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহা সম্প্রতি 'শ্রীমায়াপুর'-নামে খ্যাত। গঙ্গার [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলায় নবদ্বীপ-নগরের অধিকাংশ [illegible] হইয়াছিল, সুতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকট-বর্ত্তিস্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। [illegible] [illegible] কুলিয়াগ্রাম বা পাহাড়পুরের আধুনিক নবদ্বীপ সহর বসিয়াছে এবং সেই স্থলেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীতে নবদ্বীপনগর কুলিয়াদহ বা কাশীমদহের বর্ত্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ-শতাব্দীর নদীয়া-নগর বর্ত্তমান 'নিদয়া', 'শঙ্করপুর', 'রুদ্রপাড়া' প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। তৎপূর্ব্বে ষোড়শশতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপ নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, সিমু-লিয়া, রুদ্রপাড়া, ভারুইবান, কাজীপাড়া(?), রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্ত্তমান বামনপুকুর-পল্লীর নাম 'বেলপুকুর' ছিল, পরে 'সেখানে চড়া'য় প্রাচীন বেল-পুকুরিণী গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রপুর, কাশীক্ষেত্রার মাঠ, শ্রীরামপুর, বাবলা-আড়ি, প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। উহার কিয়দংশ কোলদ্বীপ ও ঋতুদ্বীপ গোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চিনাডাঙ্গা, পাহাড়পুর প্রভৃতি নাম সম্প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] কোল, কোল-

আমাদ, কুলিয়ার গঞ্জ প্রভৃতি বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহরের স্থান সমূহ অদ্যাপি সেই প্রাচীন কোলদ্বীপের সংস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। গঙ্গার পশ্চিম-পারে বিদ্যা-নগর, মামগাছি, কোবলা প্রভৃতি স্থান নবদ্বীপের উপকণ্ঠ বা সহরতলীরূপে অবস্থিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপূর্ব্বাবধি কালে প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে এতদ্বিধ যুক্তিহীন কুতর্কমূলক ধারণা এক্ষণে নানাকারণে ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিবার অবসর পাইলেও শ্রীধাম প্রকৃতস্থান নির্ণয়বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, বা করিবে না। চাঁদকাজীর সমাধির কিছু দূরে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ বা শচীর প্রাঙ্গণ (প্রভুর জন্মভিটা) অবিসম্বাদিতভাবে দিব্যসূরি শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রভৃতি সিদ্ধ-ভক্তগণের নির্দ্দেশমতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ ঐতি-হাসিক ও অলৌকিক প্রমাণাবলী অবি-সংবাদিতভাবে শ্রীমায়াপুরের সন্নিহিত স্থান-গুলিকেই প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করে।

নবদ্বীপের পরিধি

শ্রীনবদ্বীপধামের পরিধি ষোলক্রোশ। 'ষোলক্রোশ' বলিলে শ্রীধামের কিছু পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হয় না বা জড় জগতের মায়িক পরিমিত বস্তুর সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার যোগ্যতাও নির্দ্ধারিত হয় না। শ্রীনবদ্বীপধাম স্বরূপ-শক্তির সন্ধিনী-প্রভাব দ্বারা প্রপঞ্চে প্রকটিত। প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও শ্রীনবদ্বীপধাম প্রপঞ্চাতীত। কেবলমাত্র সেবোন্মুখ চক্ষুর দ্বারাই শ্রীধামের স্বরূপ গ্রাহ্য। শ্রীভগবান যেরূপ অপারজ্ঞয় বস্তু হইয়াও স্বীয় সেবোন্মুখ ভক্তবৃন্দের নিকট অধিগম্যরূপে নিত্য শ্রীবশ্য-বান, তদ্রূপ পদ্মপুষ্পের শ্রীধামটিও অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিকট পরিমিতাবিশিষ্ট। ইহা মায়িক পরিমিতি নহে। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

সমাগত ধামযাত্রী

চৌদ্দগ্রামের জমিদার রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, ময়মনসিংহ কলেজের অধ্যাপক, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত মানিকলাল ব্যানার্জ্জী এম, এ, বি, এল, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত আই, এল, চন্দ্র প্রভৃতি মহোদয়গণ মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য যোগপীঠে আগমন করিয়া-ছেন। অন্যান্যবার হইতে এবারই যাত্রি-সংখ্যা চতুর্গুণিত হইয়াছে। আরও অধিক যাত্রীর আগমন অপেক্ষা করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই চৈত্র, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

পরিক্রমা প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ পরিক্রমা-সম্প্রদায়ের অগ্রণীরূপে প্রত্যহই পরিক্রমা চালনা করিয়া সকলের হৃদয়ের সেবোৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ বিভিন্ন দ্বীপে অজস্র, অনর্গল হরিকথাকীর্ত্তন করিয়া বহু জীবের সংশয়-গ্রন্থি ছেদন ও হরিভজনের একান্ত কর্ত্তব্যতা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পরিক্রমা-ব্যাপার প্রতিবর্ষেই বিপুল হইতে বিপুলতর হইয়া চলিতেছে। পরিক্রমা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে বর্ণনাদ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। সহস্র সহস্র বিভিন্ন দেশীয় ভক্তবৃন্দের একত্র সম্মেলন, সহস্র-কণ্ঠে সংকীর্ত্তন, সহস্র লোকের একসঙ্গে মহাপ্রসাদ-সেবন যে কি দৃশ্য, তাহা ভাষাদ্বারা চিত্রিত করা অসম্ভব। শত শত গোযান, অশ্বযান, চতুর্দ্দোলা, পতাকা, বাদ্যভাণ্ড, দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে ভ্রমণশীল পরিক্রমার যাত্রিগণের পূর্ব্ব হইতেই প্রসাদ, ফলাহার, ও বিশ্রামাগারের বন্দোবস্ত যে কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন হয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভুর অনুপম সেবা-নৈপুণ্য, অধ্যক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সমস্ত কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কলিকাতার কোন বিখ্যাত বায়স্কোপ কোম্পানি শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার এই সকল চিত্র বায়স্কোপে প্রচার করিবার জন্য ক্যামেরায় তুলিয়া লইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণও বিভিন্ন দ্বীপের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ৯ই চৈত্র শনিবার কলিকাতা হইতে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু, সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দাসগুপ্ত ট্রানস্লেটার হাইকোর্ট, সস্ত্রীক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু দত্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, পণ্ডিত অদ্বয়জ্ঞানানন্দ অধিকারী বি, এ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীযোগপীঠে আগমন করিয়াছেন।

গত ১০ই চৈত্র রবিবার প্রাতে পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার সেন ডেপুটিপোষ্টমাষ্টার জেনারল, পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহোদয়দ্বয় সপরিকরে শ্রীমায়াপুরে উৎসব দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

গত ১০ই চৈত্র রবিবার শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-সম্প্রদায় মোদদ্রুমদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া রুদ্রদ্বীপ দর্শন ও সেই স্থানের আনুষ্ঠানিক কার্য্যসমূহ যথারীতি সম্পন্ন করিয়া বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বেলা ১২টার সময় শ্রীশ্রীমায়াপুর যোগপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

এবার পরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা অন্যান্য বারের তুলনায় দ্বিগুণিত হইয়াছে। সুদূর আসাম, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, উড়িষ্যা, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, বারাণসী, এদিকে বঙ্গের প্রত্যেক জিলা ও প্রধান প্রধান মহকুমার বহু শত গণ্যমান্য ব্যক্তি পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণের কুৎসা চেষ্টা শ্রীধাম-পরিক্রমাকারি সত্যানুসন্ধিৎসু যাত্রিগণের আকুল উৎকণ্ঠায় বাধা দিতে পারে নাই, বরং ঐরূপ মৎসরতা নিষ্কপট সাধুগণের মহত্ত্বের উজ্জ্বল্যই বিধান করিয়াছে।

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীপরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, অন্যান্য বারের আবাসস্থলগুলি পরিপূর্ণ হইয়াও যাত্রিগণের জন্য ব্রহ্মাণী তলায় কয়েকটি বৃহৎ অস্থায়িনিবাস নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। শনিবার সন্ধ্যার পর ১০ মিনিটের জন্য সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে যাত্রিগণের কোন অসুবিধা হয় নাই, বরং শীতলতা ও স্নিগ্ধতারই সঞ্চার হওয়ায় যাত্রিগণ পরমানন্দে বিশ্রামাদি করিতে পারিয়াছিলেন।

শনিবার প্রাতঃকালে

সম্প্রদায় শ্রীশ্রীনাঙ্গ মুরারি ঠাকুরের উপাস্য নাথ বিগ্রহ, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ দর্শন ও সেই স্থানে শ্রীভক্তিরত্নাকর ও শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যাদি মহাজন-গ্রন্থ হইতে সংকীর্ত্তনমুখে পাঠ করিয়া বাসগৃহস্থিত শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মভিটায় উপস্থিত হন। সেইখানে বাগ্বাজার গৌড়ীয় সম্পাদক এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া বলেন যে, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের নাম বাঙ্গালার নরনারীর নিকট অপরিচিত নহে। তিনি যে মধুর সরল ছন্দে শ্রীচৈতন্যের চরিত ও লীলাকাহিনী-সারপূর্ণ মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা জগতে অপূর্ব্ব। কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং বলিয়াছেন—

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

ঠাকুর বৃন্দাবন অপ্রাকৃত সাহিত্যিক-কুলগুরু। যাঁহারা আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে সাহিত্যের প্রভাব সমাজের উপর কত বড়। প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্যই সমাজ রচনা করে এবং সমাজের চিন্তা, ভাবপ্রবণতার পোষক বা তদর্থ উদ্দীপন করিয়া থাকে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নরনারী সকলেই সাহিত্যের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হয়। বর্ত্তমান যুগে বিশ্বসাহিত্য বিরাট সমাজ-দেহের অভ্যন্তরে সংক্রামক মারাত্মক ব্যাধির বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করাইয়া যেরূপ অকালমৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতে এই সমাজশরীর রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত বলা যাইতে পারে। সুধীগণ ইহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

যাঁহারা বাঙ্গালার সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের বিষয় একটু তলাইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, এই প্রাকৃত বা গ্রাম্য সাহিত্যিকগণ ন্যূনাধিক সকলেই ঠাকুর বৃন্দাবনের উপর তাঁহাদের নৈতিক প্রভাবানুসারে হাড়ে হাড়ে চটা। কারণ ঠাকুর বৃন্দাবন গ্রাম্য সাহিত্যিকগণের অবাধ—উদ্দাম—উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়তর্পণের গতিমুখের পথ বন্ধ করিয়া প্রেয়ঃ-কথা খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বিপথগামীকে অনেকটা বঞ্চনা করিয়াছেন; কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবন সকলকেই—এমন কি নিত্যানন্দচরণে—গুরুচরণে অপরাধী ব্যক্তিগণকেও পদাঘাত করিয়া অমায়ায় তুলার আদর্শ প্রদর্শন করিতে কেবল অকপট-চরিত্র ব্যক্তিগণ ও বৈষ্ণবগণের অনৈকান্তিকী [illegible] গ্রহণ করিতে, যাহা হইতে [illegible] রূপান্তর [illegible] প্রকার অপরাধ সৃষ্টি করিতেছেন। ইহা সমাজের পক্ষে বড়ই [illegible] কথা। কোন বিশেষ সাহিত্যিক বা অপরাধ করিলে ক্ষমা হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের ভিতর দিয়া সাধারণে এই অপরাধের বিষাক্ত বাষ্প বিস্তার করায় সমগ্র সমাজকে মৃত্যুর পথে লইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান সমাজের পাঠশালার বালকবালিকা হইতে যুবক যুবতী, এমন কি বৃদ্ধবৃদ্ধা পর্য্যন্ত ঐ সকল গ্রাম্য সাহিত্যের অপরাধ-সেবন-রসে মুগ্ধ হইয়া সমাজকে যে কিরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহা যে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ঠাকুর বৃন্দাবন জীবসমাজের ঐরূপ ভীষণ দুর্দ্দশার কথা তাঁহার দিব্যনয়নে জানিতে পারিয়াই শ্রীচৈতন্যভাগবতরূপ এক মহা নিদান-গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইতেও চৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের করুণা অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীমদ্ভাগবতে পুত্র-মহিষী-বিবাহাদির কথা অবতারণ করিয়া নীতি ও মাধুর্য্য শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবন পরম নাগর শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্ভুত চরিতের দৈনন্দিন ঘটনাবলী দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভিরুচির যে সকল কৌতুহলোদ্দীপক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে কলিহত জীবের প্রতি ঠাকুরের অশেষ কৃপা প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুর বৃন্দাবন যেভাবে যে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রচার করিতে শ্রীচৈতন্যমঠ-গৌড়ীয়মঠ-প্রচারক শ্রীচৈতন্যমঠ-সম্পাদক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ বিশ্ববাসীকে এক একটি শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রদান করিতে চাহিতেছেন। এই সকল শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের প্রত্যেক জীবনপথ অনুসরণ শ্রীচৈতন্যের নাম রূপ গুণ লীলা কীর্ত্তন করিবে বলিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত করিবেন।

সুতরাং যদি বর্ত্তমান সমাজ, অতীত সমাজ ও ভাবি সমাজকে রক্ষা করিতে হয়—যাঁহারা বাঁচিতে চান, তাঁহাদের কলঙ্ক দূর করিতে হয় এবং আত্মিক মঙ্গল বিধান করিতে হয়, তাহা হইলে ঠাকুর বৃন্দাবনের সর্ব্বজিৎ [illegible] ও [illegible] শ্রীচৈতন্য ভক্তি পূজার উপাসনা [illegible] সকলেরই আবশ্যক। [illegible] সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, যাহা বিরাট সমাজ-দেহে রাজযক্ষ্মা রোগ উৎপাদন করিয়া সমাজ-

শরীরকে অবশ্যম্ভাবী অকাল-মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার চিকিৎসা [illegible]

[illegible]

সমিতিতে একমাত্র বৈষ্ণবধর্মের কথা বর্জিত হইয়াছে। বৈষ্ণব বর্জিত না হইলে [illegible] বর্জিত হয় না। [illegible] বৈষ্ণব [illegible]

বৈষ্ণববন্দনায় আনন্দ [illegible]

[illegible]

পরিক্রমায় ঐশ্বর্য্য

কোন কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাক্রমে, অনি-কারণে [illegible] মনে করিতে পারেন যে, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের পরিক্রমাদিতে আড়ম্বর করিয়া তথায় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করার আবশ্যকতা কি? এবং উহাতে দাম্ভিকতা ও [illegible] স্বাভাবিক দীনতা-বৃত্তির অন্ত-রায় [illegible]।

পূর্ব্বপক্ষকারিগণের এই কথার [illegible] মীমাংসা [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible]

[illegible]

কাজী বলে শুন [illegible] কি অভিপ্রায়।
কি বা [illegible] কিবা [illegible] ॥
[illegible] হিন্দুয়ানী।
[illegible] আপনি ॥
কাজীর [illegible] চলে [illegible] ধায়।
[illegible] আপনার [illegible] ॥
[illegible] কাজি যায়।
[illegible] ॥
[illegible] কাটি [illegible]।
[illegible] ॥

শ্রীগৌরসুন্দর কিরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গীব ভাষায় লিখিয়া-ছেন,—

কোটি-কোটি লোক-সঙ্গে নিমাই
আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য॥

লাখে লাখে মহাদীপ দেউটি সব জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানী বলে॥
দুয়ারে দুয়ারে কলা [illegible] ॥
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার॥
নারিকেল [illegible] ফুল পড়ে।
[illegible] ॥

রাজা আসিতেও কেহ এমন
না করে॥

কাজী বলে হেন বুঝি নিমাই
পণ্ডিত।
বিবাহ করিতে না চলিলা
কোন ভিত॥

* * * * * *

কোটি কোটি হরিধ্বনি মহা কোলাহল।
[illegible] ॥
[illegible] ধায়।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।

[illegible] দর্শন করিয়া [illegible] কিছু [illegible] এরূপ ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

[illegible] ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন [illegible] ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। [illegible] ঐশ্বর্য্য [illegible] তাঁহা-দিগের চরণে নানা প্রকার অপরাধ করিয়া থাকেন। [illegible] উদ্ধার করিবার জন্যই [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] বৈভব প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

গৌড়-মণ্ডলে এবং নবদ্বীপ [illegible] যে সকল কীর্ত্তন-বিরোধিসম্প্রদায় কীর্ত্তনে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা চৈতন্য-ভাগবতের চিত্রের মত—

শুনিয়া কম্পিত কাজিগণ সবে ধায়।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥

কোন কোন কীর্ত্তন-বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়া কুলিয়া নগরে পরিক্রমার ঐশ্বর্য্য দেখিবার জন্য—

"আকাশে বান্ধিয়া থাক কেহ সেই মেঘে।

অলক্ষিতে নাচয়ে অন্তরে প্রাণ রাখে॥"

কিন্তু যাহারা বিশেষ সাক্ষী যাত্রা কীর্ত্তন বিরোধী তাহারা চৈতন্যভাগবতের [illegible] কথা—

"যার দাড়ী আছে সেই হয় অপেক্ষা নাকে মাথা নাহি [illegible] পরে কানে [illegible]॥"

শ্রীমায়াপুরের শ্রীধামদর্শনে [illegible] কীর্ত্তন-বিরোধি সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] যাইতেছে। তাই তাহারা [illegible] উৎসবগণ [illegible] করিতেছে। [illegible] [illegible] শ্রীমায়াপুরের [illegible] দর্শন করিয়া [illegible] কাহারও শ্রীমায়াপুরের [illegible] দিবার অধিকার নাই, [illegible] প্রাণে বুঝাইছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের

আশ্বাস-বাণী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব [illegible] [illegible] কথা [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] শ্রীকৃষ্ণনাম [illegible] [illegible] উপদেশ করিয়াছেন।

[illegible] সময় [illegible] মানবগণের [illegible] কথা [illegible] করিয়াছেন, সেইকালে অনেকেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চৈতন্য-[illegible] [illegible] [illegible]। "[illegible] হইবে সেই [illegible] অনিত্য—" শ্রীদেবের এই বাণী [illegible] জীবের কর্ণে [illegible] হইয়াছিল, [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরগণ [illegible] করিবার কথায় আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, [illegible] গোলোক-[illegible] [illegible] 'ভক্তিরত্ন' [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করিয়াছিল, সেইরূপ আজ [illegible] কলিতে জীব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি [illegible] উপাসনায় বা [illegible] [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। [illegible] অনেক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি আমাকে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]—আশ্রমবাসীকে সাক্ষ্য মনে করিয়া কোন্ পথে যাইবেন, [illegible] পথিকগণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

সম্প্রতি শ্রীল ভক্তিবিজ্ঞানআশ্রম মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে একখানি কল্পিত 'গঙ্গার চিত্রসম্বলিত কাগজ দর্শন করিয়া

ত্রিচত্বারিংশদধিকচতুঃশততম শ্রীচৈতন্যপ্রকটাব্দপ্রারম্ভে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায়া [illegible] পাদপদ্মে

❋ প্রশস্তিষট্‌কম্ ❋

শ্রীকৃষ্ণাখ্যানতীর্থা নিখিলজনিমতাং

মার্জ্জনী মানসানাং

প্রজ্ঞাব্যাসাদিভির্যা ভুবনপরিগতা

[illegible] [illegible]।

বিদ্যা [illegible] ভবতি চ নিত্য

[illegible] [illegible] [illegible]

জীয়াৎ সৈষা শরণ্যাং [illegible]

[illegible] রাজসভা ॥ ১ ॥

দৃষ্ট্বা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

জীয়াৎ সৈষা শরণ্যাং [illegible]

[illegible] রাজসভা ॥ ২ ॥

শ্রীবিষ্ণুস্বামিমুখ্যাঃ [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

জীয়াৎ সৈষা শরণ্যাং [illegible]

[illegible] রাজসভা ॥ ৩ ॥

যস্যাঃ কারুণ্যধারা প্রকটয়তি

নবদ্বীপধাম্নি [illegible]

মায়াখ্যাং গৌরভক্তি [illegible]

[illegible] গোকুলাভিন্ন গোত্রাম।

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

জীয়াৎ সৈষা শরণ্যাং [illegible]

[illegible] রাজসভা ॥ ৪ ॥

যা কৃত্বা [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]।

বিদ্যা [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

জীয়াৎ সৈষা শরণ্যাং [illegible]

[illegible] রাজসভা ॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসে চ [illegible] [illegible]

শ্রীনন্দী[illegible]

গৌড়ীয়া [illegible] [illegible] কলিযুগ [illegible]

[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

জীয়াৎ সৈষা শরণ্যাং [illegible]

[illegible] রাজসভা ॥ ৬ ॥

শ্রীমায়াপুরস্থিত [illegible]-

[illegible]।

[illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদিগকে [illegible] [illegible] করিতে [illegible]।

১। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চন্দ্রপুরের [illegible] [illegible] [illegible] পারে। ঐ স্থানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবশ্যক।

২। দেওয়ানের [illegible] [illegible] [illegible] দিনাজপুরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাওয়ায়, সেইস্থান গৌড়ীয়গণের [illegible] কিরূপে নির্ণীত হইবে?

৩। দেওয়ানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের [illegible] [illegible] বৎসরের পর দেওয়ান মহাশয় কোন্ [illegible] [illegible] স্থাপন করিতে [illegible], [illegible] আবশ্যক।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাহাকে [illegible] না করিয়া পূর্ব্ব [illegible] [illegible] চিত্র ও [illegible] অবলম্বন করা আবশ্যক।

৪। চিত্রপত্রিকা [illegible] করিবার [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উল্লেখ [illegible] [illegible]। [illegible] রামচন্দ্র, [illegible] [illegible] [illegible]

হইবে না। মুক্ত পুরুষ, স্ত্রী, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ এই সকল কলিধর্ম্ম-যাজকগণ মায়াপীঠবিক্রয়, গৌরসুন্দরের জন্মভূমী স্থানরূপের অপ্রাকৃত-লীলার কাল্পনিক অনুমান কীর্তনের গৌরাঙ্গদল সাজিয়া সেবাপরাধীর উগ্রপন্থীদের নামে মাদারের প্রাচীন ইষ্টকখণ্ড উদ্ধার করিয়া যে ভক্তিবৈভব-প্রচার করিবেন, তাহা নিত্য ভক্তির অনুষ্ঠান নহে। পরন্তু সেই ধ্বংসোন্মুখী চিত্ত মাত্র অনিত্য ক… যাহারা মিথ্যা চিত্তে নিরস্ত… যাহারা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অপমান করিবেন, যাহারা শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের স্বাস্থ্যকর বাক্যকে গালাগাল মনে করিয়া উক্ত প্রকার উপ বাজে-সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মন্যাদিগকে মনে করিয়া আত্মকলঙ্কিত করিবেন, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য যে চৈতন্যশিক্ষা, তাহা কপাচুপ সম্প্রদায় বলিয়া নিয়াই থাকার। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবেন্দ্রী হইয়া মুখে "গোরার আচার গোরার বিচার" বলা করিয়া স্বীকার করি, বলেন, তাঁহাদের প্রচ্ছন্নতা গুপ্ত থাকিতে পারে না। ব্যভিচার কখনই অপ্রাকৃত মধুর রতির বিষয় হইবে না—অপরবিদ্যার পাণ্ডিত্য কখনই পরাবিদ্যাকে ঢাকিতে পারিবে না; মেঘ কখনই সূর্য্যকে স্থায়িভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। গালার্টিরাজ শিং কখনই বেঙ্কটাদ্রীন জায় পদ্মস্তম্ভ বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে না—গৌরাঙ্গসুন্দরের জন্মভূমি কাঁকরের মাঠ রামচন্দ্রপুরে কখনই গৌর-জন্মভূমি হইতে পারিবে না। ছাপ মারা, প্রসাধ যন্ত্র কখনই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারের বিনাশ করিতে পারিবে না, ভূম্যধিকারিগণের সম্পত্তিসমূহের বিক্রয়-লব্ধ অর্থে শ্রীগৌরজন্মভূমির একটী বালুকা-কণা অধিকার করিবার সামর্থ্য নাই—একথা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুদেব প্রভুবর বলিয়াছেন এবং তাহাই শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা বর্ত্তমানকালে প্রচার করিতেছেন। গৌরভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের বিধাতার সঙ্গ সর্ব্বদা বর্জ্জন করিয়াছেন, তবে কেন দীনেশ বাবু, মুরারিবাবু সাহিত্যের বিরোধী হইয়া এবং মোহকামাক্ত-বাবুদের আদেশের দাসত্বপ অর্থলোভে ক্রীত হইয়া ভক্তিকের বিরোধ কামনা করিতেছেন? ইহাই পাপপুণ্য সম্বন্ধহীন কথা মাত্র নহে। আমরা তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি। কলিকালের দুষ্টগ্রাসিত পঙ্কোপাসনা যাঁহার যাহা আছে, তাহা ছাড়িয়া দিয়া শ্রীমায়াপুর দর্শন করুন, শ্রীযোগপীঠে মস্তক অবনত করুন, তাহা হইলেই তাঁহাদের নিজ নিজ অপরাধ অপনোদিত হইবে এবং তাঁহারাও দণ্ডা হইতে পারিবেন।

মেকি ও আসল।

বস্তু নহে কিন্তু বস্তুর ন্যায় প্রতীতি-বিশিষ্ট তাহাই মেকি বস্তু। অস্তিত্বকালে মেকি বস্তুর অস্তিত্ব তিরোহিত হইলে তাহাই অবস্তু বলিয়া প্রতীত হয়। উহা আসল নহে। আসলের মত দেখায়, কিন্তু কর্ম্মশৈলার আসল নহে, অজ্ঞানের খাদ্য মাত্র। যাহা নিত্য কাল অবস্থিতিবিশিষ্ট, তাহাই বস্তু। বস্তুর দশ প্রকার পরিচিত্র। যে স্থলে বস্তু নিত্য, তথায় শক্তি নিত্য। যেকালে শক্তি অনিত্য, সে কালে বস্তুর ধারণা নৈমিত্তিক ভ্রম। নশ্বর শক্তিবিশিষ্ট বস্তু কখনই ব্রহ্ম নহে, সুতরাং তাহা অবস্তু বা মেকি। বস্তুরূপ বা ভক্তবৈষ্ণব নিত্য ও প্রপঞ্চাতীত। ভক্তরূপ-বৈষ্ণবের অবতার বা বিলাস প্রপঞ্চ বস্তু বা অবস্তুর ন্যায় প্রতীত হয়; কিন্তু অনুভূতি যেস্থলে বস্তু বা তত্ত্বপরিচায়ক, সে ক্ষেত্রে নশ্বর মেকিবস্তুর সদৃশ অনুভূতি দেখিয়া তাহাকে ভ্রমপূর্ণ মনে করা উচিত নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর যে কালে নশ্বর অনুভূতিবিশিষ্ট মানবের উপাস্য, সেকালে গৌরসুন্দরের ধারণা উপলক্ষণে ভোগময় জীবের যে বদ্ধপ্রতীতি, তাহা আসল নহে, তাহাও মেকি। সদ্ভক্ত যে কালে আত্মবৃত্তিতে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি-বিলোচন দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করেন, অপ্রাকৃত গুণের উপলব্ধি করেন, অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করেন, তৎকালে তাহা আসল। শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে আসিয়াছিলেন, তাঁহার স্বরূপ-বৈভব তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। প্রপঞ্চে আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীগৌরসুন্দর বা তদ্ধামবৈভব শ্রীনবদ্বীপধাম নশ্বর প্রতীতির অনুভবনীয় মেকি বস্তু নহে। অপ্রাকৃত ভক্তের উপাস্য গৌরধাম কিছু কপট মেকিদলের দৃশ্য বস্তু নহেন। প্রপঞ্চে তত্ত্বরূপ-বৈভব শ্রীনবদ্বীপ আবির্ভূত হওয়ায় তাহা ভক্তের আরাধ্য ভূমি। প্রাকৃত অভক্ত তাহার আদৌ দর্শন পায় না, সেই ভূমি স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ স্বচ্ছ কাচের অভ্যন্তরস্থিত মধু বহিঃপ্রদেশস্থিত মক্ষিকার লভ্য বস্তু হয় না, তত্ত্ব-বৈভব সেইরূপ প্রাকৃত নয়নের দৃষ্টিগোচর হয় না। শুদ্ধভক্তের অনুভূতি আসল, মিছাভক্তের অনুভূতি মেকি। মেকিভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান যোগপীঠ দেখিতে পান না। তিনি মিছাভক্তিবলে অপ্রাকৃত যোগপীঠকে স্থানান্তরিত করিয়া মেকী মায়াপুর নির্ম্মাণ করেন, আবার যাহারা মিছাভক্তের অনুগত তাহারা মেকি মায়াপুরকে আসল বলিয়া মনে করেন।

যে যেন্দ্রিয়বৃত্তিতে স্বপ্রকাশ বস্তু তত্ত্বরূপ-বৈভব মায়াপুর অনুভবে ও তদনুগগণ দর্শন করেন তাহার শুদ্ধভক্তির অভাবে স্থানান্তরকে বৈকুণ্ঠ বা মথুরা মনে করিয়া জড় ভোগের উপাদান ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও কামিনীকাঞ্চনলাভই নিত্যস্থানের প্রাপ্য বলিয়া নির্ণীত হয়। মেকী বুদ্ধির এরূপ দৌরাত্ম্য যে, আসল বস্তুকেও মেকী বলিয়া তাহাদের ভ্রম হয়। আমরা বলি, শুদ্ধ ভক্তির মেকী ও আসল স্বরূপ শুদ্ধভক্তগণ জানিতে পারেন, পক্ষান্তরে কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠাশা-লোলুপ মিছা ভক্তগণ মেকী জিনিষ লইয়াই দিনপাত করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান দর্শন করিবার দুই প্রকার বুদ্ধি আছে। মেকী বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মেকী চক্ষুর সাহায্যে মেকী স্থানকেই মায়াপুর বলেন। মেকী মায়াপুরকে আসল বলিয়া চালাইতে গিয়া প্রাচীন মায়াপুর নাম দেন। মিছা লোকের কথায় মিছা ভক্তগণই আসল বস্তু ছাড়িয়া মেকীকেই আদর করেন। তাহারা আদর করিলেই যে, মেকী বস্তুটি চলিবে, তাহা নহে। আসল চক্ষু দ্বারা আসল বস্তু দর্শনের যত্ন হইতেই আসল বস্তু পাওয়া যাইবে। নকল মনের চক্ষু কিছু মনের চক্ষু নহে, পিতলী কিছু সোনা নহে, চুণের গোলা কিছু দুগ্ধ নহে, মিছাভক্তের অনুভূতি কিছু সত্য ভক্তি নহে, নাস্তিকের অনুভূতিতে কিছু ঈশ্বর স্থাপিত নহেন, কপট পাপাচারীর চেষ্টা কখনও সত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হয় না, বিষয়ী কিছু নির্বিষয় বুদ্ধিতে পান না, পরন্তু "ভাল করিতে পারিনা মন্দ করিতে পারি" এই নীতি গ্রহণ করেন। কর্ম্মজ্ঞানযুক্ত চেষ্টাকে ভক্তি বলিয়া চালাইব, শুদ্ধভক্তকে বলিয়া 'মিছা-ভক্ত' ঠকাইব, এরূপ বুদ্ধি যেন কোন বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর হৃদয়ে স্থান না পায়। মেকী ভক্তির দ্বারা জনসাধারণ প্রতারিত হন। সত্য পরমেশ্বর বস্তু দর্শনে জীবের মিছাভক্তি ছাড়িয়া যায়। সেইজন্যই বৈষ্ণবিক সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মহংস-সংহিতার প্রারম্ভেই নিরস্তকুহক সত্য বস্তুর ধ্যান করিয়াছেন। আমরা বারাস্তরে কুহকাবৃত সত্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস করিব। বস্তুপরিণামবাদীর মিছা ভক্তি আদৌ গ্রহণের বিষয় নহে। গাছ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া অন্যত্র রাখিয়া দিলে কালে উহা জায়গা যাদেরই বীজ উৎপাদন করিবে, যাহা পাওয়া যাইবে না। মেকী ধারণায় প্রতারিত হইলে চিন্ময় ধামের ধারণা হয় না।

প্রয়োজন লাভের উপায়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।)

জ্ঞানই প্রয়োজন লাভের একমাত্র উপায়। তবে এই 'জ্ঞান'শব্দে জীবব্রহ্মের অভেদানুসন্ধানকে উদ্দেশ করে না, পরন্তু ভক্তের ভগবদীয়ত্বানুসন্ধানকেই লক্ষ্য করে। জীব নিজেকে সেবক ও শ্রীভগবানকে সেব্য ভাবিয়া যে জীবব্রহ্মের স্বরূপানুসন্ধান করেন, সেই স্বরূপানুসন্ধানাত্মক বিশুদ্ধ জ্ঞানই প্রয়োজন প্রদানে সমর্থ, এই বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই অপর নাম 'ভক্তি'।

অদ্বয়-জ্ঞান বস্তুই পরতত্ত্ব; সেই পরতত্ত্ব অদ্বয়তত্ত্ব হইয়াও উপাসকের সাধনানুরূপ যোগ্যতানুসারে আবির্ভাবভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও ভগবান্ এই ত্রিবিধভাবে সাধক কর্ত্তৃক উপলব্ধ হয়েন। প্রাকৃত বা অপূর্ণ জ্ঞানীর একদেশীয় ধারণার উপযোগী শ্রীভগবানের অসম্যক্ আবির্ভাববিশেষই 'ব্রহ্ম' শব্দে কথিত হয়েন।

অপূর্ণ বা অংশযোগীর অবিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে উপলব্ধির উপযোগী শ্রীভগবানের অসম্যক্ প্রকাশবিশেষই 'পরমাত্মা' শব্দে উক্ত হয়েন।

আর বসুদেবসদৃশ পরিপূর্ণ জ্ঞানী বা অংশযোগীর বিশুদ্ধ সত্ত্বে আবির্ভূত, অর্থাৎ ভক্তের অপ্রাকৃত সম্বন্ধের সম্যক্ জ্ঞান বিধায়ক, পরতত্ত্বের সম্যক্ প্রকাশই ভগবচ্ছব্দে শব্দিত হয়েন।

এই পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানাভাবই জীবের প্রয়োজন লাভের অন্তরায়।

অপর বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃই জীবের সুখ-দুঃখাত্মক সংসার। সুখ বা দুঃখ চিত্তের বৃত্তিবিশেষ, সুখরূপ বৃত্তি প্রবৃত্ত্যাত্মিকা এবং দুঃখরূপা বৃত্তি নিবৃত্ত্যাত্মিকা।

মনুষ্য দুঃখরূপা বৃত্তি পরিহার এবং সুখরূপা বৃত্তি লাভের জন্য, জ্ঞানপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলেও, জীবের উদ্দেশ্য সব সময়ে সফল হইতে দেখা যায় না, ইহার হেতু, মানবের জ্ঞানশক্তির সঙ্কীর্ণতা। মায়ারচিত জ্ঞান-বশীভূত মানবীয় জ্ঞান পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে না।

দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ হয় না। দেহাত্মবোধরূপ বিবর্ত্ত নিরসনের নামই চিত্তশুদ্ধি। প্রাকৃত জ্ঞান-বর্দ্ধনে কখনও চিত্তশুদ্ধ হইতে পারে না, অপ্রাকৃত বা দিব্যজ্ঞান লাভের নামই দীক্ষা। দীক্ষা-লাভ দ্বারাই জীবের চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত স্বরূপাবরণাদিবর্জ্জিত শুদ্ধস্বরূপ সংসারবন্ধনের বিনিবৃত্তিপূর্ব্বক স্বরূপ-সাক্ষাৎকারই মোক্ষ।

জ্ঞান মোক্ষ-সাধক হইলেও, ভক্তি-বর্জ্জিত কেবল-জ্ঞান কখনও মোক্ষ উৎপাদন করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে, যথা—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ কেবল-জ্ঞানেরও যখন মোক্ষ-দাতৃত্ব শক্তি নাই, তখন সাধন-কালে ও ফলকালে দুঃখপ্রদ যে সকল কাম্যকর্ম্ম, তদ্দ্বারা যে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না, উহা বলাই বাহুল্য।

তবে যে জ্ঞানকে কোথাও স্বরূপানুভবের সাধন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল জ্ঞান-সম্বন্ধে নহে, ভক্তিবর্জ্জিত শুষ্কজ্ঞান স্বরূপানুভব সাধন করিতে অক্ষম।

স্বরূপানুভবের সাধনীভূত জ্ঞানের নামান্তরই স্বরূপ-সিদ্ধাভক্তি, উহা ভক্ত-সাহচর্য্যে মোক্ষফল উৎপাদন করে বলিয়াই উহাকে সঙ্গসিদ্ধাভক্তি বলা হয়।

এই জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সম্বন্ধে গীতায় উক্ত হইয়াছে,—যথা,—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে

অর্থাৎ সাধনের চারি প্রকার অধিকারীর মধ্যে একভক্তি-বিশিষ্ট নিত্যযুক্ত জ্ঞানীই আমার বিশুদ্ধ দাস, আমিও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়।

জ্ঞানসারবৃপা শুদ্ধাভক্তিই একমাত্র মোক্ষোপায়, উহা সাক্ষাৎ মোক্ষজনিকা। এই শুদ্ধাভক্তি কর্ম্মজ্ঞান-নিরপেক্ষভাবেই মোক্ষফল উৎপাদন করিয়া থাকেন।

শুদ্ধাভক্তির নামান্তরই স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি। এই স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীগীতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং
নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ-
পরায়ণঃ॥"
[৯ অঃ ৩৪ শ্লোঃ]

অর্থাৎ তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমার অর্চ্চন কর, তোমার শরীরকে আমার ভক্তি যজনে নিযুক্ত কর, আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

শরণাপত্তি, স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি বলিয়া কথিত হইলেও, উহাতে দুঃখ-নিবারণরূপ তাৎপর্য্য থাকায় সাক্ষাৎ মোক্ষ-সাধিকা বলা যায় না, উহা মোক্ষ-প্রতিবন্ধক পাপ রাশি দূর করিয়াই নিরস্ত হয়, এই সংগোপ্তি সম্বন্ধে গীতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং
ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"
[১৮ অঃ ৬৬ শ্লোঃ]

শ্রীধাম-পরিক্রমা।

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ]

শ্রীধামকে যাঁহারা এই জগতের কোন একটি স্থান বিশেষ মনে করেন, তাঁহারা শ্রীধাম পরিক্রমাকে ভ্রমণরূপ ব্যাপার মাত্র বিবেচনা করিতে বাধ্য। অনেকে শ্রীমায়াপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সমাগত যাত্রিমণ্ডলীর সংখ্যা এবং উৎসাহ, প্রাসাদাদির পারিপাট্য, অট্টালিকার শিল্পনৈপুণ্য, প্রাচীনত্বের নিদর্শনাদি উপভোগ করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এইরূপ কল্পনা করিতে পারেন, এবং নবদ্বীপ ভ্রমণ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও পর্য্যটকের কৌতূহল নিবারণ করিয়া তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজনও হইতে পারেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় এইরূপ অনুষ্ঠান-গুলিকে

অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র শরণাপন্ন হইলেই, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিই সাক্ষাৎ মোক্ষ-জনিকা, সেই গুহ্যতম কেবলা ভক্তির কথা গীতা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি,
ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে।
[১৮ অঃ ৬৪-৬৫]

অর্থাৎ পূর্ব্বে তোমাকে গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্যতর পরমাত্ম জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে এই গীতাশাস্ত্রে আমি যত উপদেশ দিয়াছি, তন্মধ্যে গুহ্যতম যে ভগবজ্জ্ঞান তাহাই অতঃপর তোমাকে বলিতেছি। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, ইহা তোমারই শ্রবণের উপযুক্ত। তুমি ভগবদ্ভক্ত হইয়া আমার ঐকান্তিক সেবা কর, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর আচরণ অবলম্বন করিও না, তুমি আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তাহা হইলেই তুমি আমার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্য সেবকত্ব লাভ করিতে পারিবে। তুমি আমার প্রিয়পাত্র বলিয়াই তোমাকে এত পরম গুহ্য নির্গুণ ভক্তির কথা বলিলাম।

এই শুদ্ধাভক্তি সাধ্য ও সাধন ভেদে দ্বিবিধা, তন্মধ্যে সাধ্য শুদ্ধাভক্তির আবার দুইটি অবস্থা—ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। উহা নিগুঢ় জ্ঞান বা জ্ঞানের সারাংশ, কিন্তু

তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও মানসিক বৃত্তিসমূহের প্রসার ও অনুশীলনের বিশেষ সুযোগ বিবেচনা করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমার অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানী নর্বিশেষজ্ঞ এইরূপ জড়বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আবার যাঁহারা, বিচারকে ভক্তিবিরোধী বিবেচনা করেন, তাঁহারা শ্রীধাম-পরিক্রমা বিনাবিচারে সম্পাদন করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। ইঁহারা অচিন্ত্য ব্যাপারে চেতনবৃত্তি পরিচালনার অবকাশ নাই বিবেচনায় বিচার-শূন্য হইয়া মহাজনের প্রদর্শিত (?) শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদির সম্পাদন পরমার্থপ্রাপক (?) মনে করেন। বিচারক ও জ্ঞান-বর্জ্জিত ব্যক্তি মাত্রেই এই পন্থার পক্ষপাতী হওয়া সম্ভব।

কিন্তু একাবৎকাল শ্রীসজ্জনতোষণী-প্রকাশে এইরূপ নানা ভ্রান্ত ধারণার অসারতা প্রদর্শনের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীধাম এই জগতের স্থান মাত্র নহেন। শ্রীধাম পরিক্রমা এই জগতের স্থান-বিশেষে ভ্রমণ ব্যাপার মাত্র নহে। শ্রীধামপরিক্রমার উদ্দেশ্য কিম্বা ফল অনর্থযুক্ত জীবের চিন্তা-স্রোতের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। ....সাধু অনর্থযুক্ত জীব ...... সাধু অপ্রাকৃত দেহ-মন-বিশিষ্ট এবং অপ্রাকৃত শ্রীধামের সেবক। সাধুর অনুগ্রহেই সম্ভব অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীধামের সেবা সম্ভব।

সাধুই শ্রীধামপরিক্রমার মূল। সাধুই একমাত্র শ্রীধামপরিক্রমার যোগ্য। যদি আমরা প্রকৃত শ্রীধামপরিক্রমার ফল লক্ষ্য ...... সাধুর আনুগত্য দ্বারাই উহা সম্ভব। শ্রীধামে আসিয়াও যদি বিষয় চিন্তায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে শ্রীধামে আসিয়াও প্রকৃত শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। শ্রীধামে আসিয়া—সাধুগণের কথা নিবিষ্টচিত্তে

উহা চিত্তবৃত্তি নহে, পরন্তু স্বরূপ-সিদ্ধাত্মার স্বাভাবিকী বা সহজ বৃত্তি। আত্মার জ্ঞানসাররূপ বৃত্তি-বিশেষের অঙ্কুরাবস্থার নাম ভাব এবং ঐ ভাবের পরিপাকাবস্থার নাম প্রেম। এই প্রেম আবার মিশ্র ও কেবল ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানই মিশ্র প্রেমের সাধনা এবং তাঁহার মধুর্য্যানুভবই কেবল প্রেমের সাধন। কেবল প্রেমই ভাবের পরাকাষ্ঠা। এই কেবল প্রেমলাভই পরম প্রয়োজন তত্ত্ব অথচ এই প্রেমই আবার প্রয়োজন লাভের সাধন। সাধ্য ও সাধনের অভেদে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাতিরিক্ত এই প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ।

শ্রবণ এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ...... পরিক্রমার সহিত পরিচয় এবং ...... অনুষ্ঠান ও আলোচনায় সর্ব্বদা যত্নের ভাবে নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। এরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা অপ্রাকৃত শ্রীধামের উপলব্ধি হয়। সাধুদিগের সেবা দ্বারা শ্রীধামের কৃপা লাভ হয়। শ্রীধামের কৃপায় শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। শ্রীধামের অপ্রাকৃত-স্বরূপ উপলব্ধি হইলে শ্রীধাম পরিক্রমা সম্ভব হয়; সুতরাং সাধুসেবাই শ্রীধামপরিক্রমার যোগ্যতা লাভের একমাত্র উপায়।

সাধুর মাহাত্ম্য শ্রীধামের, শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য অপেক্ষাও—অধিক, সাধুর কৃপায় আমরা শ্রীধাম এবং ...... লাভে সমর্থ হই।

কিন্তু সাধুকে যদি আমাদিগের ন্যায় অনর্থযুক্ত কিম্বা রক্তমাংসের দেহ-বিশিষ্ট বিবেচনা করি, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাবে আমরা তাঁহাদিগের সেবা হইতে বঞ্চিত হই।

'শ্রদ্ধা' অর্থে বিশ্বাস। যিনি শ্রদ্ধাবান, তিনি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন যে, সাধু এজগতের ...... নহেন। সাধু কি তাহা আমরা কেবল তাঁহারই কৃপায় জানিতে সমর্থ হই। ইহা শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্রের এই কথার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হইলে সাধুর কথায় কিরূপে আমাদের বিশ্বাস হইবে? পণ্ডিত ব্যক্তি যুক্তি দ্বারা আমাকে অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, পণ্ডিতগণ অনেক বিষয়ে অন্য ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ হইলেও কোন বিষয়েরই আসল সত্য জানেন না। ...... এই তত্ত্বের কথা শাস্ত্রে আছে। সাধু-কৃপা হইলে মূর্খ ব্যক্তিও 'তত্ত্ব' জানিতে পারেন। সাধুর কৃপা না হইলে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও 'তত্ত্ব' জানিতে পারা যায় না। 'তত্ত্ব' যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না। 'তত্ত্ব' সাধুকৃপায় স্বয়ং প্রকাশিত হন। ...... সাধারণতঃ 'সিদ্ধান্ত' বলিতে যাহা বুঝি, তাহা 'ভক্তি-সিদ্ধান্ত' নহে। জাগতিক পাণ্ডিত্যের সমুদয় সিদ্ধান্ত 'আগন্তু' 'অসত্য'। 'ভক্তিসিদ্ধান্তই' প্রকৃত 'তত্ত্ব', ইহাই একমাত্র ...... সত্য। যাঁহার হৃদয়ে সাধুকৃপায় ...... সিদ্ধান্ত রূপ অপ্রাকৃত ...... প্রকাশিত হন, কেবল মাত্র তিনিই ...... বস্তুর আসল ...... জানিতে পারেন। অসাধু ...... পণ্ডিতদিগের ...... দ্বারা তাঁহারা নিজেরাই ...... অপরকেও ঠকাইয়া থাকেন। ...... কোন প্রকার ...... পারমার্থিক জগতে ...... লাভ করিতে পারা যায় ...... সরল ভাবে

শ্রীধাম মায়াপুরের

ভৌগোলিক অবস্থান

যদি শ্রীধাম-সেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, শ্রীধাম মায়াপুরের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হবেন সেরূপ চেষ্টা দ্বারা তাঁহার কোন প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। অতএব শ্রীধাম-সেবায় অনধিকারী। বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি শ্রীধামের তত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীনতা ত্যাগ করিয়া সাধুদিগের নিকট শ্রীধামের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া নিরপেক্ষভাবে শ্রীধাম মায়াপুরের ভৌগোলিক অবস্থানের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহাদের এবং জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

সাধুদিগের চরণ আশ্রয় না করিলে প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।

কিন্তু যদি সাধুদিগের কথা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য না করা হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সাধুদিগের প্রতি অনাদর ও অবিশ্বাস প্রকাশিত হয়। কিংবা যদি আমরা সাধুদিগের কতকগুলি কথা গ্রহণ করি, কিন্তু অপর কতকগুলি কথা পালন না করি, তাহা হইলেও আমাদের নিজের ইচ্ছা মতই কার্য্য হয়, সাধুদিগের আদেশ পালন করা হয় না। সাধুদিগের আদেশ পালন আমার মতন অযোগ্য ব্যক্তির প্রথমে ভাল লাগে না, কিন্তু যদি শ্রদ্ধার সহিত জোর করিয়াও সাধুদিগের আদেশ পালন করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপায় ক্রমে অসৎ [illegible] প্রতি আসক্তি কমিয়া গিয়া সাধুসেবার প্রতি আসক্তি বাড়িয়া যায়। শ্রীধামে আসিয়া সাধুসেবা করিলে অনায়াসে সাধুকৃপা লাভ করিতে পারা যায়। শ্রীধামের সেবা করিলে সাধুগণ অত্যন্ত প্রীত হন। শ্রীধামের বিষয় সাধুদিগের নিকট দৃঢ় বিশ্বাস ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিলে শ্রীধামের সেবা হয়, যদিও উহা প্রথমতঃ আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না; কিন্তু যদি আমরা সাধুদিগের কথা শুনিতে, বুঝিতে এবং তদনুরূপ পালন করিতে যত্ন না করি, কিম্বা শ্রীধামে আসিয়া বিষয় কার্য্য কিম্বা বিষয়-চিন্তায় ব্যস্ত হন, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয় না।

একপক্ষ শুনিয়া নিরপেক্ষ হওয়া যায় না। শ্রীধাম মায়াপুরের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, উহার বৈজ্ঞানিকতা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ। কয়েকজন অশিক্ষিত এবং সংসারী ব্যক্তি গলাবাজি করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের সংগৃহীত প্রমাণাবলী গোপন কিম্বা তাহার বিকৃত বিবরণ প্রদান দ্বারা তাঁহারই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের রচিত, অধুনা দুষ্প্রাপ্য মূল গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হইলে তদ্দ্বারা বর্ত্তমানের মৎসরতা-প্রসূত সিদ্ধান্তগুলি অচিরে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইবে, ইহা নিঃসংশয়িত ভাবে বলা যায়।

কিন্তু ভৌগোলিক মায়াপুর ও শ্রীধাম মায়াপুর একই বস্তু নহেন। ভৌগোলিক মায়াপুরে আসিয়া শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন হয় না। ভৌগোলিক মায়াপুর দর্শনের জন্য যাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের ভৌগোলিক স্পৃহা চরিতার্থ করিতে উদ্যোগী হউন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমাদের একমাত্র অনুরোধ যে শিক্ষিত-সম্প্রদায় কায়মনোবাক্যে অপ্রাকৃত শ্রীধাম মায়াপুরের সন্ধানে নিযুক্ত হউন।

ভৌগোলিক মায়াপুর শ্রীধাম মায়াপুরের মায়াপ্রতারিত দর্শন। আমরা যদি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহের 'ভৌতিক' উপাদান অনুসন্ধানে ব্যস্ত হই, তদ্দ্বারা আমাদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবৃত্ত হইলেও কোন পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হয় না। বরং কাঠের কৃষ্ণ, মাটির কৃষ্ণ ইত্যাদি প্রতীতি যতই দৃঢ় হয়, ততই পৌত্তলিকতার পঙ্কে অধিকতর মজ্জমান হইতে হয়। তদ্দ্বারা অমঙ্গলই লাভ হয়। এই জন্যই এক পক্ষ শোনা অসঙ্গত ও বিপজ্জনক। শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে আর একটী পক্ষ আছে, সে পক্ষ সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে অবশ্য এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়। কাঠ, পাথর, মাটি, চূণের বৈজ্ঞানিক সন্ধানে বাধা-প্রদান কিম্বা উহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। আমাদের চেষ্টা প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের জন্য। প্রকৃত সত্যের বিকৃত প্রতিফলনের বৈচিত্র্য শুদ্ধ আলোচিত হইলে তদ্দ্বারা সত্যই সমর্থিত হইবে, ইহাও অবশ্য আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীধাম মায়াপুরের দর্শন ও সেবা যাহাতে জগতের সকলের লভ্য হয়, তাহাই আমাদের যাবতীয় চেষ্টার একমাত্র নির্ব্বাচিত লক্ষ্য। আমাদের বিশ্বাস শ্রীধাম মায়াপুরের দর্শন ও সেবা দ্বারা শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের কৃপাকটাক্ষ লাভ হইলে আমাদের মানবজন্ম সার্থক হইবে। ভৌগোলিক মায়াপুরের দর্শন দ্বারা ভৌগোলিক মঙ্গল-লাভ মাত্র সম্ভব। ভৌগোলিক মায়াপুরের অবস্থানের নিশ্চয়তা নাই। উহা ভৌগোলিক গঙ্গা কিম্বা সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত হইবার যোগ্য। উহার দর্শক এবং অধিবাসিগণ জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধির কবলে কবলিত সাধারণ অনর্থ-বহুল জীব মাত্র। এসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ব ও ভূগোলবিৎ পণ্ডিতগণ আমাদের সহিত একমত হইবেন আশা করিতে পারা যায়।

ভৌগোলিক মায়াপুর দর্শনের জন্য যাঁহাদের এত ব্যাকুলতা, তাঁহারা কেন শ্রীধাম-মায়াপুরের দর্শন লাভের জন্য কিয়ৎ পরিমাণেও ব্যস্ত নহেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়; সন্দেহ নাই। এই ক্ষুদ্র বিশ্বের একটি অসমৃদ্ধ গণ্ডগ্রাম দর্শনের লালসায় ভৌগোলিক কিম্বা প্রত্নতাত্ত্বিক কারণেরই বা হেতু কি? যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত ভূমি বলিয়াই আমাদের শ্রীমায়াপুরদর্শনের ব্যাকুলতা হইত, তাহা হইলে তো সর্ব্বাগ্রে আমরা ভৌগোলিক মায়াপুরের সন্ধান অপেক্ষা শ্রীধামমায়াপুরের দর্শন-যোগ্যতা অর্জ্জন-সামর্থ্যযুক্ত সাধুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জন কখনও ভৌগোলিক মায়াপুরের দর্শন-প্রার্থী নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জন কিরূপ মায়াপুর দর্শনের জন্য ব্যস্ত, তাহা শ্রবণ করিবার পিপাসা কি শিক্ষিত সমাজের কখনও হইবে না? শ্রীধাম পরিক্রমায় সাধুদিগের আনুগত্যে শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের প্রকৃত দর্শন লাভের যে পারমার্থিক চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে যোগদান করিয়া অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সেবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়া বুদ্ধিমান শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ অসাধু ব্যক্তিগণ পারমার্থিক চেষ্টার বিরোধী হইলেও সাধুগণ সর্ব্বদাই সত্যপ্রচার দ্বারা তাঁহাদের মঙ্গল বিধানের জন্য যত্নশীল।

পর্য্যালোচনা

শ্রীধাম নবদ্বীপ অভিন্ন-ব্রজভূমি এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ, তাই শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমায় শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব উৎসবে পাঠকগণ অতীব হৃষ্টচিত্তে যোগদান করিয়া থাকেন। এই পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশে ১৬ সংখ্যা হইতে ২৫ সংখ্যায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণকে ঐ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা ও বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার নিমিত্ত আগামী কয় [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ বন্ধ থাকিবেন।

সেনবাহাদুর ও লীলাবসান

বঙ্গ-সাহিত্য লিখিতে গিয়া [illegible], 'বংশীশিক্ষা', 'গোবিন্দ-কড়চা', 'জাল চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি পুঁথির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাকারী, পাঁচথুপির অধিকারী ইন্স্পেক্টার বাবুর স্তাবক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলিজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টারচর, বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের কর্ণধার, সম্প্রতি ডাক্তার রায় বাহাদুর 'ভারতবর্ষে' যে বিদ্যা ফলাইয়াছেন, তাহার নমুনা আস্বাদন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিধারী একজন বিজ্ঞানবিৎ পুরুষবর হইতে দীনেশ বাবুর স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। আমরা তাহা প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"গত ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষে' রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুরের লিখিত "গৌরাঙ্গের লীলাবসান" নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার বক্তব্য এই যে, 'প্রভুর অপ্রকটকালে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণের মধ্যে একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল। তাহাতে মহাপ্রভুর অপ্রকটের কারণ-সম্পর্কিত ঘটনাগুলি ও তাহার পরবর্ত্তি অনুষ্ঠান-সমূহ লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বাধা উৎপন্ন হইয়াছিল।' আমার অনুরোধ, আপনাদের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে বিশেষভাবে তীব্র প্রতিবাদ আবশ্যক। দীনেশ বাবুর ন্যায় লোকেরা অত্যন্ত কদর্য্যভাবে আপনাদের মূর্খতা প্রদর্শন করিতে একটুও লজ্জা বোধ করেন না। একজাতীয় ব্যাঘ্র দুষ্ট হয়,—উহারা গলিত-নখদন্ত ও ক্ষীণবল হইয়া যখন পশুহত্যায় অসমর্থ হয়, তখন মানুষ আক্রমণ করিতে থাকে অর্থাৎ নরখাদক হইয়া পড়ে। এই সকল লোক নিজ নিজ ক্ষীণ প্রতিষ্ঠা বা আধিপত্যের শেষ চিহ্ন আশাটুকু বজায় রাখিতে ইচ্ছা করিয়া আপনাদের [illegible] পুষ্টি ও তুষ্টির নিমিত্ত প্রচলিত কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়বিশেষকে আক্রমণ করিয়া বহুবিধ আজগুবী গল্প, কথা বা কাহিনী সৃষ্টি করিয়া থাকে। দুঃখের বিষয়,—ইহারা প্রস্তরীভূত অস্থিপঞ্জরের ন্যায় চিত্রশালার এক কোণে সর্ব্বদা-ভাবে রক্ষিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়া দর্শকগণকে তাহাদের বিচিত্র মনোবৃত্তির [illegible] আলোচনা করিবার যে প্রচুর অবকাশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা ইহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্মরণ করেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৪

শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা

(আচার্য্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যা-বিনোদ বি, এ মহোদয়ের শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরাবির্ভাব-দিবসে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

আজকার পুণ্যতম-বাসরে গৌর-জন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠে শ্রীধামবাসী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহাদেরই নিকট শ্রুত কথা কীর্ত্তন দ্বারা আত্মশোধনের জন্য দণ্ডায়মান হইবার সাহস পাইয়াছি। আজ যে পুণ্যতম বাসর, সেই পুণ্যতম বাসরের বন্দনা করিয়া থাকেন সমগ্রসুরসমাজ—ব্রহ্মাদি দেবতাগণ। জগতের যত কিছু বন্দনীয় আছে, সেই বন্দনীয়গণের পরম বন্দনীয় বিশ্বপতি বিশ্বম্ভরের আবির্ভাব তিথি আজ। আজ সেই আবির্ভাবতিথির আরাধনা হইতেছে সেই আবির্ভাব-স্থলী মহাযোগপীঠে। গৌর-নিজ-জনগণ—সত্য-সত্যই শ্রীগৌরসুন্দরকে নিজজন করিতে পারিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারাই আজ প্রভু-পূজায় উপস্থিত। আজকার যে মহোৎসব—যে পুণ্যতমতা, তাহার তুলনা মানুষের বর্ণনা-সাধ্য।

এই গৌরসুন্দরের আবির্ভাব অনেকে অনেক রকম বিচার করিয়া থাকেন। কেহ মনে করেন, "নিমাই পণ্ডিত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি মাত্র, ৪৪৩ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে পিতা-মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা যেমন জন্মগ্রহণ করি, আবার চলিয়া যাই, তিনিও বুঝি সেইরূপ আমাদেরই মত একজন জনন-মরণ-শীল প্রাকৃত মনুষ্য মাত্র। চৈতন্যদেবের চরিত্রে যখন দেখিতে পাই, সমস্তই মনুষ্যোচিত কার্য্য, তখন, তিনি মনুষ্য ব্যতীত আর কি হইতে পারেন!" আবার আধুনিক যুগে যাঁহারা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা মনে করেন—নিমাইয়ের বৈশিষ্ট্য আর কি আছে; তবে, তিনি যে একজন খুব পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-সম্পন্ন, ইহাই বলা যাইতে পারে। কিছু দিন পরে, হয় ত' আবার অনেকেই শ্রীচৈতন্যদেবকে 'রূপক' বলিয়াই মনে করিবেন, বলিবেন—শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়া কোন বাস্তব-বস্তু ছিলেন না, সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাতে বাস্তবতা আরোপ করা হয় মাত্র ইত্যাদি। আবার কোন কোন বিকৃত-মস্তিষ্ক তাঁহার বিকৃত-বুদ্ধি অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেবকে একজন পাগল বলিয়াই সাব্যস্ত করেন। এই প্রকার নানা বিবদমান অপরাধ-ময় বিচার-স্রোতে জগতের অধিকাংশ লোকই ভাসমান।

এই অপরাধময় বিচার স্রোতের মূল কোথায় ইহার মূলীভূত কারণ একমাত্র মায়াদেবী। মায়াদেবী জড়বস্তুতে অভিনিবিষ্ট করাইয়া আমাদিগকে চিরকাল জড়কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘোরাবার জন্য কত আত্মীয়তা না করে! যে বিষ্ণুপরতত্ত্ব বিশ্বম্ভর সমগ্র চেতনের একমাত্র মালিক—পূর্ণ মালিক, সেই পরাৎপর পুরুষ আমাদের মত রক্তমাংসের শরীর নিয়ে জগতে আসেন নাই—আসেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় নহে। তিনি বিশুদ্ধসত্ত্বে—যেখানে মায়িক জগতের কোন গুণের বিন্দুমাত্রও বিদ্যমানতা নাই, যে ভূমিকা রূপক, কাল্পনিক বা জড়চিন্তা-স্রোত প্রসূত কোন ভূমিকা নহে, সেই ভূমিকায় প্রকাশিত হন—তাঁহার অধীনস্থ চেতনগণের প্রেমামৃত দ্বারা আবৃত—সম্বর্দ্ধিত হইয়া তিনি তাঁহার স্বরূপ জগতে প্রকাশিত করেন। সেইরূপ বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহার আগমনে জীবের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়—বিশ্বমানব যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না, সেই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়।

কৃষ্ণেতর-বিষয়াসক্ত কৃষ্ণসেবা-বহির্ম্মুখ জীব আমরা "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ"—এই শরণাপত্তিমূলক বিশ্বাস না করিতে পারিয়া বলিয়া থাকি—"হে অন্নকষ্ট-প্রপীড়িত জীব, অন্নব্রহ্মের উপাসনা কর, গৌর-সুন্দরের আরাধনায় আর লাভ কি হইবে?" কিন্তু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যখন আবির্ভূত হন, তখনকার সামাজিকগণ তাঁহার কি সাক্ষ্য—কি আদর্শ শিক্ষা দিতেছেন, তাহা দেখুন

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ
শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়-
শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং
নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া পরাভক্তিপদবী আবিষ্কার করিলে যাঁহারা বিষয়ী, অনুক্ষণ জড়বস্তুই যাঁহাদের আলোচ্য বিষয়, তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি-কথালোচনা সর্ব্বতোভাবে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—গৌর-পাদপদ্মমধু পান করিয়াছিলেন। যে শাস্ত্রের কচকচি—শুষ্ক বাদানুবাদ স্পৃহা, যে পটপটীয়া মূর্খতা একদিন সমস্ত নবদ্বীপকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, আধ্যক্ষিক জ্ঞান-গরিমায় প্রমত্ত করাইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সেই প্রকার স্পৃহাগুলিকে পণ্ডিতগণ অত্যন্ত ঘৃণার্হবোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বায়ু লইয়া যে ক্রীড়া অর্থাৎ বায়ুকে নিয়মন করা—শাসন করা—অধীন করিয়া রেচকাদি করা—এই যে যোগাদি চেষ্টা, যাহার জন্য যোগিগণ হিমালয়ের নিভৃত গহ্বরে কত ক্লেশ-সাধ্য তপস্যা করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে তাঁহারা সেই তপঃক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। জ্ঞান সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ভক্তিরস ব্যতীত আর অন্য কোন রস জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

আজ যে স্থানে আপনারা উপস্থিত, সেইস্থান সাক্ষাৎ শ্রীভগবদাবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীযোগমায়াপুর শ্রীধাম। কিন্তু ভগবান্ বদ্ধজীবনেত্রকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া বদ্ধজীবের এই চিন্ময় ভূমি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয় না, তাই লোককে আমরা বলিয়া জীবের বঞ্চনাই সাধিত হয় মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন—অনর্পিতচর নামভজনের ভজন কথাটী সাধারণের কাছে তত রাখাল জন্য মায়াদেবী বিরূপ ব্যবস্থা না করিয়াছেন। মনোমুগ্ধ জনগণ বলিয়া থাকেন—"ভগবৎকৃপা [illegible] নাম নহে, এমন কুমতিসমূহের [illegible] বলিয়াছি কিছু নাই।" [illegible] সাধারণের [illegible] উদ্ধার অন্তরে [illegible] সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভগবানের [illegible] অতি সাবধানে গোপন করিয়াছেন। বহির্মুখ জীবগণের নিকট যেমন মায়াদেবী শ্রীভগবানের কথা গুপ্ত রাখিয়াছেন, শ্রীভগবানের আন-বিকাশিত [illegible] সেইরূপ মায়াদেবী কৃষ্ণবিমুখজনের নিকট গোপন করিলেন। [illegible] কত গ্রন্থাদি লিখিত হইল, শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণ তাঁহাদের গ্রন্থে [illegible] লিখিতে পারিলেন [illegible] কথাই লিখিতে পারিলেন না? তাহার কি কোন কারণ নাই? আছে—উদ্দেশ্য আছে। যে ধামে পরম-প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হইতে পারে, তাহা [illegible] নিকট মায়াদেবী গোপন করিলেন—[illegible] উৎপাদন করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণসেবোন্মুখগণের [illegible] চাতুরী বুঝিয়া প্রকৃত বস্তু চিনিয়া লইলেন।

মায়াভক্তগণ বলিতে লাগিল—"আত্ম-নিবেদনকারী শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুরে কেহ আত্মনিবেদন করিতে হবে—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে, সেখানে যাইয়া হইবে না, তোমরা কেহই সেখানে যাইও না।" কিন্তু তাহারা এরূপ মনোরথ পূরিলে কি হইবে। [illegible] শ্রীযোগ-মায়া ভগবান্ লোকদের আবরণ করিয়া দিলেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, ভক্তিবিনোদ-প্রচারক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ—এই সকল গৌরনিজজন যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে সে অনুপম [illegible] দিলেন। 'মায়াবাদিগণ' নামক গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে [illegible] সকল স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া লোকবঞ্চনা করিয়াছিল, আজ সেইরূপ [illegible] মায়াবাদীর নাম প্রভৃতি শ্রীধাম-মায়াপুরের নামে [illegible] সৃষ্টি করিয়া লোকবঞ্চনা [illegible]। আজ উহা ভগবানের [illegible] আর কিছুই নহে। [illegible] এইরূপে [illegible] হইয়া থাকে।

[[illegible] সময় [illegible] হইতে [illegible] বাধিতে হইয়াছিল।]

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত-শব্দদ্বারা দুইটী [illegible] প্রকাশ করা হয়,—একটী বিষ্ণু ও অপরটী বৈষ্ণব। ভাগবত, [illegible] মুর্ত্তি; [illegible] মুর্ত্তিমান্ [illegible] বিষ্ণুকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় [illegible] বিষয় বর্ণিত আছে। [illegible] ও পরমাত্মার ভাগবত [illegible] ব্রাহ্মণ ও [illegible] বিচারে বিষ্ণু বস্তু নহেন; [illegible] ব্রাহ্মণাভিমান এবং বিষ্ণুভক্তি রহিত অপ্রাকৃত ধারণা [illegible] তাদৃশ অভিমানযুক্ত [illegible] ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব [illegible] প্রদান করিতে গিয়া অপরাধ [illegible] না। ভগবান্ ও ভাগবতের [illegible] কৌশ হইলেও [illegible] একই বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু তাহা [illegible] নহে। শ্রীভগবান্ [illegible], ভক্ত ভাগবত শ্রীভাগবতের পাঠক বা কৃষ্ণানুশীলনকারী।

শ্রীভাগবত কৃষ্ণের স্বরূপ ও বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন, [illegible] কৃষ্ণের [illegible] হইয়াছে [illegible] সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে [illegible] কৃষ্ণানুশীলন-ধর্ম্ম-নিরত।

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথায় পূর্ণ, [illegible] [illegible] কৃষ্ণলীলায়িত। [illegible] সম্বন্ধবিশিষ্ট, [illegible] প্রীতিবিশিষ্টের ভজনীয় বিষয় এবং ভজনীয় কৃষ্ণের ভজনকারী [illegible] সেবকস্বরূপ ভাগবত। ভাগবতগণ শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন করিতে পারেন; মনুষ্যমাত্রেই ভাগবত। কিন্তু [illegible] জীবকুল ভগবদ্বিমুখ হওয়ায় সকলের [illegible] বুদ্ধির [illegible] নাই। ভাগবত যে কালে ভগবৎ সেবা ও ভাগবত পাঠ শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে [illegible], সেই কালেই তিনি আপনাকে [illegible] বুঝিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেও শ্রীভাগবত [illegible] স্বরূপ জানিতে পারেন। [illegible] সেবা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা [illegible] [illegible] [illegible] উদয়ে [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাণ [illegible] বিচারণকারীর সম্বন্ধ [illegible] বিষয়ের [illegible] এবং [illegible] আশ্রয়ের [illegible] নহে। [illegible]

বিশিষ্ট অদ্বয় জ্ঞান অবস্থিত। উহা [illegible] মায়িক বিচিত্রতার ন্যায় দুষ্ট নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের [illegible] বর্ণিত আছে, উহাই শুদ্ধজীবের একমাত্র ধর্ম্ম।

যেদিন বদ্ধজীব আপনাকে ভাগবত জানিবেন, সেইদিনই ভগবৎসেবা বিমুখ অনাত্মপ্রবৃত্তি শিথিল হইয়া যাইবে। শুদ্ধ চিৎপ্রবৃত্তি অবিমিশ্রভাবে ভগবানের সেবায় রত হইবে। সেই কালে জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় কৃষ্ণেতর প্রীতিময় [illegible] বিচরণ করিয়া বিবর্ত্ত আবাহন করিবে না। বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি [illegible] হইতে জীবন্মুক্তগণই শব্দরূপে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন এবং গ্রন্থরূপী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকারী, পঠনকারী ও বিচারণকারী হইয়া নিত্য ভক্তিপথে অবস্থিত হন। ভগবানের সহিত আমাদের নিত্যকাল অদ্বয় জ্ঞানে [illegible] এবং ভগবদ্ভক্তির [illegible] সহিত নশ্বর সম্বন্ধ—একথা শ্রীমদ্ভাগবত মুক্ত জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ সেবনপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণই শ্রীমদ্ভাগবতকে পরমহংস-সংহিতা জানিয়া সকল সময় শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করেন। তদনুশীলনকল্পে ভগবদ্ভক্তি জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করে।

এই ভবসংসার হইতে অনন্ত কালের জন্য মুক্তিলাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তে অবস্থিত হওয়া একমাত্র আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হইবার আকর স্থানই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নিঃস্বার্থ পরমহংস বৈষ্ণবগণের প্রিয় বস্তু। কামক্রোধাদির বশ হইতে মুক্তপুরুষগণ একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলন করেন। যাঁহারা লৌকিক বর্ণবিচারে আবদ্ধ হইয়া [illegible] সহিত অপর শব্দের সমতান করেন, তাঁহারা তাদৃশ ধারণা বশে নিত্যসিদ্ধ সংজ্ঞা লাভ করত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহাদিগের রুচি নাই, তাঁহারাই কৃষ্ণবিমুখ ও অন্ধজ্ঞানের ক্রীড়াপুত্তলী।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, ইহাই নিগম কল্পতরুর সুপক্ক ফল। বেদের মূল সত্য বস্তু আচ্ছন্ন হইয়া তাহার নিষ্কর্ষ না থাকা কালে শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতোদিত নিত্য সত্য কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর বিচারে অনাদৃত হইলেও বৈষ্ণব [illegible] ভাগবত বৈদিক সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীব্য হইয়াছে। যাহাতে বিবর্ত্তবাদের বিচারে [illegible] দুষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় নহে, একপ অসমীচীন সিদ্ধান্ত সমস্ত পরিলক্ষিত হয়। কলিযুগপাবনাবতারী এই অমল গ্রন্থকেই বেদোপবর্ণিত নিগম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীর উপরিভাগে বিষয়রসাশক্ত যে সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গল লাভ করিবে, এ বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তদপেক্ষা কোনও গ্রন্থ আর নাই এবং ভবিষ্যতে এই পুরাণরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য ও আদরণীয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত আকাশের চন্দ্র, জীবকুল মানবের ন্যায় তাহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইলেও সেই চন্দ্রিকালোকে মুক্তিলাভ হইতে পারে। জীবের পার্থিব জ্ঞান-রূপ প্রসারিত-হস্ত কখনই শ্রীমদ্ভাগবত আয়ত্তীকৃত করিতে পারেনা; উহা বৈকুণ্ঠ জ্ঞানময়।

'এতাদৃশ গ্রন্থ মানবজাতীয় সভ্যতার বিকাশমূলে সর্ব্বতোভাবে আদৃত হয় নাই কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জড়জীব ভবার্ণবে মগ্ন হইয়া অক্ষজেন্দ্রিয় পরায়ণতাক্রমে কৃষ্ণবিমুখতা জলে ডুবিয়া যাইতেছে। মৎসরতা-বশে অবস্থিত হওয়ায় তাহার প্রাণবায়ু গতপ্রাণ হইতেছে। আবার যে স্বল্পপ্রাণটুকু এখনও দেখা যায়, তাহাও মৎসর ভাগবতপাঠকারী জীবের ভোগময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জগতে জানাইয়াছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ও ভাগবত ব্যবসায়ীর জীবিকার্থ পরিণত হইয়াছেন। এখনও জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হইবার পূর্বে থাকিয়া বিপরীত ফল ফলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে শ্রবণ ও অনর্থের বিচার উপস্থিত হয়, তাহা না হইয়া ব্যবসায়ীর পণ্যদ্রব্য ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু জ্ঞান করেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধ কৃষ্ণ জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা কোন কালেই তাদৃশ বস্তু পোষণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পঠন প্রভৃতি [illegible] সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদের [illegible] কখনও ঘুচিবেনা। নামাপরাধবশে উদ্ধরেতর অধম যোনিপ্রাপ্তি ঘটিবে। ভগবদ্দয়া প্রবল না হইলে বদ্ধজীব কখনও আপনাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন না। জীব নিজের বাহ্য আবরণ ও অভ্যন্তরীণ আবরণে আবৃত হওয়া অক্ষজেন্দ্রিয় তৎপর্য্য নিবিষ্ট হন। সেকালে তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে বাসদেবের গলদেশে তুলসী মালিকা ও ললাট দেশে উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করার ন্যায় অশোভনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত কখনও তাদৃশ ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করেন না। অনধিকারী জানিয়া তাঁহাকে কেবল প্রাকৃত সংজ্ঞা প্রদান করেন। পরে যখন তিনি অক্ষজে অপ্রাকৃত বিশ্বাস-সংকল্পে হরিপূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন, এবং ভক্ত

শ্রুতির মুখ্যার্থ কি?

জীব মাত্রই ভ্রমাদি দোষে দুষ্ট। মনুষ্যো পদে পদেই ভ্রম, প্রমাদ দুষ্ট হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা নিবন্ধন করণাপাটবতা দেখা যায়, আবার মনুষ্য স্বার্থের দাস বলিয়া তাঁহার বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনেচ্ছাও অবশ্যম্ভাবিনী সুতরাং এতাদৃশ দোষগ্রস্ত জীবের প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণ সকল অলৌকিক ও অচিন্ত্য ভাববিশিষ্ট বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারেনা, কিন্তু তাই বলিয়া পরব্রহ্মবস্তুর কোন প্রমাণ নাই—এমন বলা যায় না।

জিজ্ঞাসিত পরব্রহ্ম সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাচিন্ত্য এবং স্বয়ং প্রকাশ বস্তু, এবম্বিধ বস্তুতত্ত্ব কোন লৌকিক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারেন না, সত্যপুরুষপরম্পরায় অলৌকিক জ্ঞানের নিদান বলিয়া যাহাকে অপ্রাকৃত বাক্য বলা যায়, সেই স্বতঃপ্রমাণ বেদই পরব্রহ্ম বিষয়ে একমাত্র পরম প্রমাণ। বেদান্ত দর্শনে কথিত হইয়াছে—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"

শাস্ত্রই পরব্রহ্মের প্রমাণ, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকল বেদশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষানুমানাদি দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণে যত্ন করিবেন না। শাস্ত্র বলেন,—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ-যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য বলিয়া কথিত হয়। জীবপ্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা আবদ্ধ, সেই কারণে তাঁহার প্রত্যক্ষ বুদ্ধি ও অনুমান বুদ্ধি প্রাকৃত গুণের মধ্যেই আবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্য ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তু জীবের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারেন না।

ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন:—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ।"

[illegible] নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হয়। ক্রমোন্নতিবলে ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা আরম্ভ করিয়া ভগবৎপ্রেমপর হইয়া [illegible] জীবে দয়া করিতে করিতে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করেন অর্থাৎ হরিবিমুখপ্রতীতি হইতে অপসর লাভ করেন, সেইকালে ভাগবত মধ্যমাধিকার লাভ করেন। আর অনুক্ষণ ভজনপ্রভাবে সর্ব্ব জীবে কৃষ্ণপ্রতীতি, ভগবদ্ প্রতীতির পরিবর্ত্তে সেব্যোপকরণ প্রতীতি ও নিরন্তর সেবাসেবক প্রতীতি প্রবলা হইলেই তাঁহার মহাভাগবত সংজ্ঞা হয়।

ইত্যাদি-কেহ এরূপ বলেন যে, যেরূপ তর্কদ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়, সেই প্রকার তর্কাশ্রয়ে ব্রহ্ম নিরূপিত হউক। তদুত্তরে আমরা বলি,—'না, তাহা হইতে পারে না; কারণ তদ্দ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠা-রূপ দোষে হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, যেহেতু, প্রতিষ্ঠিত তর্কের স্থিরীকরণও তর্কাস্তর সাপেক্ষ, অতএব একমাত্র অপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারাই ব্রহ্ম নির্ণীত হইতে পারেন।

অচিন্ত্য বিষয়ে শ্রুতিই মূল প্রমাণ; কারণ, শাস্ত্র বলেন,—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ'। সাধক শ্রুতির প্রমাণ সাহায্যে 'সম্বন্ধতত্ত্বর সাধন' দ্বারা উক্ত প্রমাণকে সার্থক করিয়াছেন।

সর্বপ্রমাণ মুকুটমণি বেদ শাস্ত্রের ত্রিবিধ প্রস্থান—শ্রুতি, ন্যায় ও স্মৃতি-প্রস্থান। শ্রুতিপ্রস্থানে ব্রহ্ম ও কর্ম উক্ত হইয়াছেন, ন্যায়প্রস্থানে ব্রহ্ম ও কর্ম বিচারিত হইয়াছে, আর স্মৃতিপ্রস্থানে শ্রুতি ও ন্যায়ের অর্থ অবধারিত হইয়াছে।

শ্রুতি ও ন্যায়ের মুখ্যার্থই গ্রাহ্য, স্মৃতিতে উভয়ের মুখ্যার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

আরোহপন্থী কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় শ্রুতি ও ন্যায়ের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করত কল্পনা পূর্বক গৌণার্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রুতিকথিত ব্রহ্মশব্দের রূঢ়িবৃত্তিতে অসমোর্দ্ধ চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ শ্রীভগবানই বোধিত হয়েন। চিদ্বস্তু বিশিষ্ট শ্রীভগবানের দেহও চিন্ময়। পুরুষসূক্ত মন্ত্রে যে বিশ্বাদিভূতি কথিত হইয়াছে, তাহাই চিদ্বভূতি। শ্রুতিতে শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতির ন্যায় চিদ্বিগ্রহের কথাও কথিত হইয়াছে।

শ্রুতির গৌণার্থ কল্পনাকারী অদ্বৈতবাদী মায়াবাদিগণ ঈশ্বর চিদ্বিগ্রহ অস্বীকার করেন। পেচক দিবান্ধতা নিবন্ধন সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারে না, কেবল চর্ম্ম দ্বারা উত্তাপ অনুভব করিতে পারে, সেই কারণে তাহার নিকট সূর্য্যের উত্তাপের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, স্বয়ং সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না কিন্তু তাই বলিয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব লোপ হয় না, তদ্রূপ মায়া কর্তৃক আবৃতচক্ষু পেচকস্বভাবিশিষ্ট মায়াবাদী তাহার বস্তু জ্ঞানের অনুভূতিতে অর্থাৎ অচিন্ত্য অলৌকিক সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ শ্রীভগবানকে তাঁহাদের লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু তাঁহার শ্রীঅঙ্গ জ্যোতির আভামাত্রমাত্র পাইয়া তাহাকেই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করে বলিয়াই কি তাঁহার চিদ্বিগ্রহ অস্বীকৃত হইবে?

শ্রুতি বলেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥

[ঈশোপনিষৎ]

অর্থাৎ হে ভগবন্, তোমার যে অপ্রাকৃত রূপ, তাহা জ্যোতির্ম্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সেই আবরণ তুমি দূর কর, আমরা তোমার অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির দর্শনপ্রার্থী।"

"হে ভক্তপোষক, হে প্রজাপতি-প্রিয়, তোমার তেজোরাশি যাহা জ্ঞানিগণ কর্তৃক ব্রহ্মশব্দে কথিত হয়, তাহা সঙ্কুচিত কর, তাহা হইলে তোমার কৃপায় আমরা তোমার কল্যাণতম রূপ দর্শন করিতে পারি।

শ্রুতির গৌণার্থ কল্পনা দ্বারা মায়াবাদীগণ ব্রহ্মের শক্তি ও শক্তিপরিণাম স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ানাম্নী একটি অনির্ব্বচনীয় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা দুইটী বৃত্তি আছে। মায়ার আবরণবৃত্তিদ্বারা আবৃত হইয়া জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা মায়ামোহিত হইয়া ব্রহ্মই আপনাকে জীব বলিয়া ভ্রম করেন, এবং মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া এই জড়ময় বিশ্ব দর্শন করেন।'

'ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, সেই ব্রহ্মই সমষ্টি মায়ামোহিত হইয়া ঐশ্বর্য্যাধিকস্থানীয় ঈশ্বর এবং ব্যষ্টিমায়ামুগ্ধ হইয়া অজ্ঞানমুগ্ধ স্থানীয় জীবরূপে পরিচিত হয়েন; বদ্ধজীবের অজ্ঞানতাহেতু মায়া ও তৎকার্য্য সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মুক্তিদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ ও অলীক বলিয়া উপলব্ধ হয়—অতএব সমষ্টি মায়াবরণে প্রাকৃত ব্রহ্মের ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি মায়াবরণে আবৃত ব্রহ্মের জীবোপাধি—এই উভয়ই মিথ্যা।

জগৎ, জগতের সৃষ্ট্যাদি, জীবের বন্ধ, মোক্ষ, পুরুষার্থ ও সাধনাদি সমস্তই কাল্পনিক হয় বটে কিন্তু স্বরূপতঃ সমস্তই মিথ্যা। তবে এই সমস্ত মিথ্যা হইলেও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের ন্যায় শূন্যবাদ নহে, কারণ মায়াবাদ-মতে এক নিত্য সত্যস্বরূপ নির্গুণ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মসত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী একায়নপন্থী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মায়াবাদকে বৌদ্ধমতেরই রূপান্তর বলিয়া বিবেচনা করেন।

নাস্তিক বৌদ্ধ বলেন, বিশ্ব অসৎ, তাঁহারা শূন্য হইতে সৃষ্ট্যাদির কল্পনা করেন, আর আস্তিকরূপ মায়াবাদীও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট্যাদি কল্পনা করেন ও জগৎকে মিথ্যা বলেন, সুতরাং সূক্ষ্মবিচারে মায়াবাদীর গুণ, ক্রিয়া ও সংস্কাররহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ও বৌদ্ধের শূন্যবাদ একই দেখা যাইতেছে।

শাস্ত্রও বলিয়াছেন, যথা:—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং, প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা

এখন দেখা যাউক শ্রুতিতে এই মায়াবাদ স্বীকৃত হইয়াছে কিনা।

মায়াবাদী বলেন, ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিঃশক্তিক, কিন্তু শ্রুতি বলেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

[শ্বেঃ ৬।৮]

তিনি পরাৎপর বস্তু, তিনি অচিন্ত্য পরাশক্তির আধার, সেই পরাশক্তির জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধ প্রকাশ, শ্রুতির মুখ্যার্থ দ্বারা ভগবানের এক ত্রিবিধ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, অথচ শক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীভগবানকে গৌণার্থ কল্পনাদ্বারা নিঃশক্তিক বলা হইয়াছে।

মায়াবাদী বলেন ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ মিথ্যা ও মায়াময়।

কিন্তু শ্রুতিতে 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ' বাক্যে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহের কথাই পরিস্ফুটরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মায়াবাদী পরিণামবাদ অস্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বেদান্তের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রে এবং শ্রুতির 'যতো বা ইমানি ভূতানি' বাক্যের মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।

মায়াবাদী জীবকে ভিন্ন ব্রহ্মবস্তু বলেন কিন্তু শ্রুতির—'অণোরণীয়ান্' 'বালাগ্রশতভাগস্য' 'এষোঽণুরাত্মা' 'নিত্যো নিত্যানাং' 'অনাদিমৎপরং' প্রভৃতি বিবিধ শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার অণুত্ব ও নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রুতির মুখ্যার্থ, গৌণার্থ দ্বারা কল্পিত আরোহবাদীর মায়াবাদ কখন স্থাপিত হইতে পারে না, মুখ্যার্থ গ্রহণ দ্বারা যখন স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তখন কল্পনা বা লক্ষণাদ্বারা অর্থের পরিবর্ত্তন করিবার কোন যুক্তিযুক্ত হেতু দেখা যায় না,—যখন স্বাভাবিক অভিধায় বাক্যার্থ নির্ণীত হয় না, তখনই লক্ষণাদ্বারা অর্থান্তর করিবার প্রয়োজন হয়।

মায়াবাদী সম্প্রদায় বেদান্ত ও শ্রুতির মুখ্যার্থ দ্বারা স্বীয় মতবাদ স্থাপনে অসমর্থ হইয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গৌণার্থ কল্পনাপূর্ব্বক অশ্রৌত ভ্রান্ত মতবাদ স্থাপন প্রয়াস করিয়া জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বহুজীবকে ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত করিয়া অনন্ত রৌরবের ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র।

(গৃহীত—শ্রীপাদ অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

নানা কথা

লোকান্তরে ভরতপুর-মহারাজ

ভরতপুরের মহারাজা দীর্ঘ দিনব্যাপী রোগে ভুগিয়া গত ২৭শে মার্চ্চ দেড় টার সময় দিল্লীর লেডি হার্ডিঞ্জ হাসপাতালে দেহ পরলোকগমন করিয়াছেন। এই সংবাদ অল্পসময়ের মধ্যে সহরে ছড়াইয়া পড়ে। অনেক রাজা, মহারাজা এক সংবাদ শ্রবণমাত্র মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য তথায় ছুটিয়া আসেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কপূরথলা, বিকানীর, টোঙ্কপুর, [illegible] ও [illegible]দের মহারাজা, [illegible], চীফ কমিশনার [illegible] মিঃ [illegible] প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সহস্র সহস্র প্রজাসাধারণ তাঁহাদের প্রিয় মহারাজকে শেষ দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল।

মহারাজার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর ছিল। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই মহারাণী ও তাঁহার সন্তানদের প্রতি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

বেলা ১২ টার সময় মৃতদেহ গাড়ীতে উঠাইয়া গোবর্দ্ধন লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

সুরাটে হিন্দু মহাসভা

১০শে ও ১১শে মার্চ্চ ২ দিন ব্যাপিয়া সুরাটে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন বসিবে। নিখিল ভারত সভাপতি শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, [illegible] নাগ, শ্রীযুত [illegible] স্বামী সত্যানন্দ ২৭শে মার্চ্চ [illegible] মেলে সুরাট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

হিসাব লুকাইবার অভিযোগ

[illegible] কলিকাতার [illegible] পাল তাহার ব্যবসায়ের [illegible] পাওনাদারদের [illegible] করিবার উদ্দেশ্যে, হিসাব [illegible] লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগে অভিযুক্ত [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] অভিযুক্ত হইয়াছিল। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর [illegible] আদেশ দিয়াছেন।

"ইউরোপ" ভস্মীভূত

[illegible] মার্চ্চ [illegible] সমুদ্র অতিক্রমকারী প্রকাণ্ড [illegible] জাহাজ "ইউরোপ"—[illegible] অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। [illegible]

[illegible]

চীনে আবার রণচণ্ডী

[illegible] প্রকাশ,—গত ২৫শে মার্চ [illegible] জাপানী [illegible] আক্রমণ [illegible] ধাক্কা [illegible] কাহিনী কহিতেছে; [illegible] কিন্তু পরে [illegible] তাহারা [illegible] রক্ষিত হইয়া আশ্রয় লইয়াছে।

জাতীয় দলের [illegible] বাহিনী [illegible] হইয়াছে।

শিমলায় সরকারী আফিস

[illegible] সরকারের [illegible] শিমলায় [illegible] দিল্লীতে [illegible] শিমলায় থাকিবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদের [illegible] ঐ তারিখও পরিবর্তিত হইতে পারে।

ছয় হাজার কমিউনিষ্টের আক্রমণ

[illegible] মার্চের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] সরকারের নির্দেশ অনুসারে [illegible] কমিউনিষ্ট [illegible] প্রেরিত হইয়াছে এবং [illegible] পুনরায় [illegible]

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible]

[illegible] কমিউনিষ্ট সৈন্য [illegible] করিয়া [illegible] তাঁবু সহ [illegible]

অষ্ট্রেলিয়ায় ধর্ম্মঘট

[illegible] কারখানায় ধর্ম্মঘটের ফলে [illegible] নিয়োগকারী [illegible] বিশেষ [illegible] হইয়াছে। [illegible] লোক [illegible] কার্য্য [illegible] জন্য [illegible] হইয়াছে।

ঘরে আগুন লাগাইবার অভিযোগ

[illegible] নামক এক ব্যক্তির [illegible] আগুন লাগাইবার অভিযোগে [illegible] নামক এক ব্যক্তি [illegible] অনুসারে অভিযুক্ত [illegible] আলীপুরের [illegible] আসামীকে [illegible]

[illegible] আসামী [illegible] একটি [illegible]

অস্বীকার করিয়া আসামী [illegible] আগুন লাগাইয়া দেয়।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে [illegible] আইন অনুসারে বাড়ীর অধিকার দাবী [illegible] চেষ্টা করিয়া কোনও অন্যায় করে নাই।

বৃন্দাবনে মদ্যপান বর্জ্জনের সঙ্কল্প

[illegible] বৃন্দাবনের জনৈক সংবাদে প্রকাশ, [illegible] এখানে মদের দোকান আছে। অনেক [illegible] মদ ব্যবহার করিয়া থাকেন [illegible] কিছু কম নহে। তবে, মেথর, চামার, [illegible] মদ্যপান করিয়া থাকে [illegible] ২৫শে [illegible] চামার, মেথর [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। [illegible] লোক [illegible] বৃন্দাবনে এই প্রথম [illegible] একসঙ্গে বসিতে দেখিয়া [illegible] হইয়াছে এবং বক্তৃতা শুনিয়া [illegible] প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তাহারা আর [illegible] করিবে না। এতদুদ্দেশ্যে [illegible] এক কমিটিও গঠিত হইয়াছে।

প্রতারণার অভিযোগ
বিচারপতিদ্বয়ের মতবিরোধ

এস, এন, ব্যানার্জ্জী প্রমুখ ৬ জন লোক কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা মেসার্স ম্যাকলিওড এণ্ড কোম্পানীকে প্রতারিত করিয়া কয়েক হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। এস, এন, ব্যানার্জ্জীর পক্ষ হইতে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে জামীনের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা না-মঞ্জুর হওয়ায় হাইকোর্টে উক্ত মর্ম্মে এক আবেদন করা হইয়াছিল। গত ২৭শে মার্চ বিচারপতি মাননীয় মেসার্স সুরাবর্দ্দী ও [illegible] এজলাসে এক সম্পর্কে এক রুল শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় এই সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করায় ব্যাপারটা প্রধান বিচারপতির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

আলী আমেদ

পেশোয়ারের ২৬শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ, নবাব আলী আমেদ খান পেশোয়ার-এক্সপ্রেসে [illegible] পথে কোয়েটা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অসংখ্য বন্ধু এবং স্থানীয় আফগান সম্প্রদায়ের সদস্যগণ কর্ত্তৃক ষ্টেশনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়েন। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় আফগানিস্থানের শান্তি ও শক্তি কামনা করেন, এবং পরিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়কে আজকের প্রীতি [illegible] আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

মহাসভায় চ্যানেল সুড়ঙ্গের কথা

গত ২৬শে মার্চ প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডউইন মহাসভায় প্রকাশ করেন যে, পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ ব্যাপারে আসন্ন হওয়াতে ইংলিশ চ্যানেলের নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ বিষয়ক অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের নেতৃগণের একত্র মিলন অসুবিধাজনক। সেই জন্য গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, একটা বেসামরিক নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করিয়া অর্থনীতির দিক হইতে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের ফলাফল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে। স্থায়িক ভাবে অনুসন্ধান করিয়া যত দিন না উক্ত কমিটী রিপোর্ট দাখিল করিতেছেন, তত দিন সুড়ঙ্গনির্ম্মাণে রাজনৈতিক ও সামরিক উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করা হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বিবারের অধিবেশনে সরকারের উপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষতঃ পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শনের অভিযোগ আরোপ করা হইয়াছে। উহার কারণ উল্লেখ করিয়া মিঃ পি, কে, বসু বলেন, প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহুসংখ্যক গ্রাজুয়েট বাহির হইয়া আসে। তাহারাই ভবিষ্যতে রাজনীতিক আন্দোলনকারী হয়।

শিক্ষা বিভাগের ব্যয়-হ্রাস প্রস্তাব

শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় শিক্ষা বাবদ ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৮ শত ৫৬ টাকার দাবী হইতে এক টাকা কমাইবার প্রস্তাব করিয়া বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অতি সামান্য সাহায্য প্রদান করা হয়। সরকার কি পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সঙ্কোচ সাধন করিতে চাহেন?

সরকার পক্ষের উত্তর

শিক্ষা-সচিব মিঃ [illegible] বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান ব্যতীত সরকার কলেজসমূহে সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকা এবং স্কুল সমূহে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। বাঙ্গালা সরকারের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান আর্থিক সম্বন্ধ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। উহার পর সরকারের শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারীগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ঐ বিষয়ের তদন্ত করিবেন। উক্ত বন্দোবস্ত পুনরায় বহাল করা হইবে কি না, তদন্তের ফলে উহা স্থিরীকৃত হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসরে ঐ বিষয় উত্থাপন করা সমীচীন নহে। অর্থাভাবের জন্য সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উহাদের ইচ্ছানুযায়ী সাহায্য প্রদান করিতে পারেন না।

অতঃপর, উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য

বড়বেলুনে ওলাউঠার প্রকোপ

প্রকাশ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলওয়ে লাইনের তিন মাইল পূর্ব্বে বড়বেলুন গ্রামে ভীষণ ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রতিবৎসরই তথায় ম্যালেরিয়া-ওলাউঠা-বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে বহু লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এবৎসরও সেইরূপ হইয়াছে। এই মাসের ১০ দিনের মধ্যে ২৭ জন ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং প্রত্যহ দিনই চার জন এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে। উত্তম পানীয় জলের অভাবই এই রোগের কারণ। আমরা শুনিতে পাইলাম, এ বিষয় জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে দরখাস্ত করা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। আমরা আশা করি চেয়ারম্যান রাজা মণিলাল সিংহ বাহাদুর এখানে অন্ততঃ দুই একটি নলকূপ বা ইন্দারার ব্যবস্থা করিয়া গ্রামবাসীদের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই চৈত্র, শনিবার—১৩৩৫।

গৌর-পূর্ণিমা

(আচার্য্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যা-বিনোদ বি, এ মহোদয়ের শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরাবির্ভাব-দিবসে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

আজিকার পুণ্যতম-বাসরে গৌর-জন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠে শ্রীধামবাসী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহাদেরই নিকট শ্রুত কথা কীর্ত্তন দ্বারা আত্মশোধনের জন্য দণ্ডায়মান হইবার সাহস পাইয়াছি। আজ যে পুণ্যতম বাসর, সেই পুণ্যতম বাসরের বন্দনা করিয়া থাকেন সমগ্রসুরসমাজ—ব্রহ্মাদি দেবতাগণ। জগতের যত কিছু বন্দনীয় আছে, সেই বন্দনীয়গণের পরম বন্দনীয় বিশ্বপতি বিশ্বম্ভরের আবির্ভাব তিথি আজ। আজ সেই আবির্ভাবতিথির আরাধনা হইতেছে সেই আবির্ভাব-স্থলী মহাযোগপীঠে। গৌর নিজ-জনগণ—সত্য-সত্যই শ্রীগৌরসুন্দরকে নিজজন করিতে পারিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারাই আজ প্রভু-পূজায় উপস্থিত। আজকার যে মহোৎসব—যে 'পুণ্য-তমতা, তাহার তুলনা মানুষের বর্ণনা সাধ্য।

এই গৌরসুন্দরের আবির্ভাব অনেকে অনেক রকম বিচার করিয়া থাকেন। কেহ মনে করেন, "নিমাই, পণ্ডিত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি মাত্র, ৪৪৩ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে পিতা-মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা যেমন জন্মগ্রহণ করি, আবার চলিয়া যাই, তিনিও বুঝি সেইরূপ আমাদেরই মত একজন জনন-মরণ-শীল প্রাকৃত মনুষ্য মাত্র। চৈতন্যদেবের চরিত্রে যখন দেখিতে পাই, সমস্তই মনুষ্যোচিত কার্য্য, তখন তিনি মনুষ্য ব্যতীত আর কি হইতে পারেন।" আবার আধুনিক যুগে যাঁহারা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা মনে করেন—নিমাইয়ের বৈশিষ্ট্য আর কি আছে, তবে তিনি যে একজন খুব পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-সম্পন্ন, ইহাই বলা যাইতে পারে। কিছু দিন পরে হয় ত' আবার অনেকেই শ্রীচৈতন্যদেবকে 'রূপক' বলিয়াই মনে করিবেন, বলিবেন—শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়া কোন বাস্তব-বস্তু ছিলেন না, সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাতে বাস্তবতা আরোপ করা হয় মাত্র ইত্যাদি। আবার কোন কোন বিকৃত-মস্তিষ্ক তাঁহার বিকৃত-বুদ্ধি অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেবকে একজন পাগল বলিয়াই সাব্যস্ত করেন। এই প্রকার নানা বিবদমান অপরাধ-ময় বিচার-স্রোতে জগতের অধিকাংশ লোকই ভাসমান।

এই অপরাধময় বিচার স্রোতের মূল কোথায়? ইহার মূলীভূত কারণ একমাত্র মায়াদেবী। মায়া-দেবী জড়বস্তুতে অভিনিবিষ্ট করাইয়া আমাদিগকে চিরকাল জড়কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘোরাবার জন্য কত আত্মীয়তা না করে; যে বিষ্ণুপরতত্ত্ব বিশ্বের সমগ্র চেতনের একমাত্র মালিক—পূর্ণ মালিক, সেই পরাৎপর পুরুষ আমাদের মত রক্তমাংসের শরীর নিয়ে জগতে আসেন নাই—আসেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় নহে। তিনি বিশুদ্ধসত্ত্বে—যেখানে মায়িক জগতের কোন গুণের বিন্দুমাত্রও বিদ্যমানতা নাই, যে ভূমিকা রূপক, কাল্পনিক বা জড়চিন্তা-স্রোত প্রসূত কোন ভূমিকা নহে, সেই ভূমিকায় প্রকাশিত হন—তাঁহার অধীনস্থ চেতনগণের প্রেমামৃত দ্বারা আহূত—সম্বর্দ্ধিত হইয়া তিনি তাঁহার স্বরূপ জগতে প্রকাশিত করেন। সেইরূপ বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহার আগমনে জীবের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়—বিশ্বমানব যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না, সেই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়।

কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত কৃষ্ণসেবা-বহির্ম্মুখ জীব আমরা "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ"—এই শরণাপত্তিমূলক বিশ্বাস না করিতে পারিয়া বলিয়া থাকি—"হে অন্নকষ্ট-প্রপীড়িত জীব, অন্নব্রহ্মের উপাসনা কর, গৌরসুন্দরের আরাধনায় আর লাভ কি হইবে?" কিন্তু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যখন আবির্ভূত হন, তখনকার সামাজিকগণ তাঁহার কি সাক্ষাৎ—কি আদর্শ শিক্ষা দিতেছেন, তাহা দেখুন—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়-শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া পরাভক্তিপদবী আবিষ্কার করিলে যাঁহারা বিষয়ী, অনুক্ষণ জড়বস্তুই যাঁহাদের আলোচ্য বিষয়, তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি-কথালোচনা সর্ব্বতোভাবে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—গৌর-পাদপদ্মমধু পান করিয়াছিলেন। যে শাস্ত্রের কচকচি—শুষ্ক বাদানুবাদ স্পৃহা, যে ঘটপটীয়া মূর্খতা একদিন সমস্ত নবদ্বীপকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, আধ্যক্ষিক জ্ঞান-গরিমায় প্রমত্ত করাইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সেই প্রকার স্পৃহাগুলিকে পণ্ডিতগণ অত্যন্ত নগণ্যবোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বায়ু লইয়া যে ক্রীড়া অর্থাৎ বায়ুকে নিয়মন করা—শাসন করা—অধীন করিয়া রেচকাদি করা—এই যে যোগাদি-চেষ্টা, যাহার জন্য যোগিগণ হিমালয়ের নিভৃত গহ্বরে কত ক্লেশ-সাধ্য তপস্যা করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে তাঁহারা সেই তপঃক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ভক্তিরস ব্যতীত আর অন্য কোন রস জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

আজ যে স্থানে আপনারা উপস্থিত, সেইস্থান সাক্ষাৎ শ্রীভগবদাবির্ভাব ক্ষেত্র শ্রীযোগমায়াপুর শ্রীধাম। কিন্তু ভগবানের বদ্ধজীবকে আবৃত করিবার বাসে বলিয়া বদ্ধজীবের এই চিন্ময় ধাম দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয় না, তাহা লোককে আসল বলিয়া জীবের বঞ্চনাই লাভ হয় মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন—অনর্পিতচর বার্ষভানবীর ভজন কথাটী সাধারণের কাছে গুপ্ত রাখার জন্য মায়াদেবী বিরুদ্ধ ব্যবস্থার না করিয়াছেন। মায়ামুগ্ধ জনগণ বলিয়া থাকেন—'ভাগবতের মধ্যে [illegible] নাম নাই, তখন [illegible] ভজন [illegible] নাই।" [illegible] সাধারণের [illegible] ইচ্ছায় অত্যন্ত [illegible] সাধারণের নিকট প্রকাশ্য [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] তাহা অতি সাবধানে গোপন [illegible] বঞ্চিত জীবগণের নিকট যেমন মায়াদেবী শ্রীরাধারাণীর কথা গুপ্ত রাখিয়াছেন, শ্রীবার্ষভানবীর ভাব-বিভাবিত গৌরাবির্ভাব [illegible] শ্রীধামের কথাও সেইরূপ মায়াদেবী কৃষ্ণবিমুখজনের নিকট গোপন করিলেন। [illegible] শ্রীচৈতন্যলীলাসম্বন্ধে কত লীলাগ্রন্থ লিখিত হইল, শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণ তাঁহাদের গ্রন্থে [illegible] লিখিতে পারিলেন [illegible] গৌর-জন্মস্থানটীর কথাই লিখিতে পারিলেন না? তাহার কি কোন কারণ নাই? আছে—উদ্দেশ্য আছে। যে ধামে পরম-প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হইতে পারে, তাহা বিমুখজনের নিকট মায়াদেবী গোপন করিলেন—সত্য-বস্তুতে অসত্য ভ্রম উৎপাদন করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখজন সাধারণে [illegible] বুঝিয়া প্রকৃত বস্তু চিনিয়া লইলেন।

মায়ামুগ্ধজন বলিতে লাগিল—"আত্ম-নিবেদনক্ষেত্র শ্রীযোগ-মায়াপুরে গেলে আত্মনিবেদন করিতে হইবে—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে, সেখানে যাওয়া হইবে না, তোমরা কেহই সেখানে যাইও না।" কিন্তু তাহারা এরূপ বন্দোবস্ত করিলে কি হইবে! ইচ্ছাময় শ্রীযোগ-মায়া ভাগ্যবান্ লোকদের স্ফূর্ত্তি করিয়া দিলেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, শুদ্ধভক্তি-প্রচারকবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ—এই সকল গৌরনিজজন সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া ভাগ্যবান্ জনগণকে যে অপূর্ব্ব সন্ধান দিলেন। 'গ্যারি চাইল্ড্ কই' নামক গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে শয়তান যেমন নকল স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া লোকবঞ্চনা করিয়াছিল, আজ সেইরূপ কতকগুলি সরস্বতীদ্রোহী [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুরের নামে নকল মায়াপুর সৃষ্টি করিয়া লোকবঞ্চনা করিতেছে। অবশ্য উহা ভগবানেরই লীলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। [illegible] চিরকালের জন্য [illegible] বঞ্চিত হইয়া থাকে।

[[illegible] সময় [illegible] প্রবল প্রবণতা [illegible] সম্পূর্ণ হইতে না হইতে এই স্থানে বক্তৃতা স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল।]

শ্রীমদ্ভাগবত

"শ্রীমদ্ভাগবত"-শব্দদ্বারা দুইটী বৈষ্ণব সংজ্ঞা বোধ হয়,—একটী গ্রন্থ ও অপরটী বৈষ্ণব। ভাগবত বলিলে ভগবদ্ভক্ত-সূত্রে, ভক্ত শব্দব্রহ্ম বুঝিবেন, অপর বিষ্ণুভক্ত বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীভাগবত সম্বন্ধীয় শব্দ ও ভাগবতের বিষয় বর্ণিত আছে। ব্রহ্ম, ও পরমাত্মা ও ভগবান্, ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রাহ্মণ ও যোগিগণ বিচারে বিষ্ণু বস্তু নহেন। বিপ্রাভিমানিক ব্রাহ্মণাভিমান এবং বিষ্ণু-ভক্তি-রহিত আত্মাত্মার ধারণা। নির্বিশেষ-বাদ, সুতরাং তাদৃশ অভিমানিগণকে ভাগবত-দিগকে ব্রাহ্মণ ও যোগী বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া ভগবান ইহাকে চাহেন না। ভগবান্ ও ভাগবতের বিশেষত্ব গৌণ হইলেও সমদৃষ্টিক্রমে একই বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু তাহা বাস্তব সত্য নহে। গ্রন্থ ভাগবত ভগবদ্বস্তু, ভক্ত ভাগবত শ্রীভাগবতের পাঠক বা কৃষ্ণানু-শীলনকারী।

গ্রন্থ ভাগবত কৃষ্ণের স্বরূপ ও বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন, যাবতীয় বস্তুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণানুশীলন-মগ্ন-নিরত।

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথায় পূর্ণ, বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তম নিত্যবিলাসময় কৃষ্ণলীলাবিত, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণেতর প্রাকৃতিসম্পর্কের ভজনীয় বিষয় এবং ভজনীয় কৃষ্ণের ভজনকারী আশ্রয় সেবক-স্বরূপ ভাগবত। ভাগবতগণই শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন করিতে পারেন। মনুষ্য-মাত্রেই ভাগবত। কিন্তু, সম্প্রতি বদ্ধ জীবসমূহ ভগবদ্বিমুখ হওয়ায় সকলের সেই বৃত্তির পরিস্ফুর্ত্তি নাই। ভাগবত যে কালে ভগবৎসেবায় ভাগবত পাঠ শ্রবণকীর্ত্তনা-দিতে নিযুক্ত হন, সেই কালেই তিনি আপনাকে ভাগবত বলিয়া বুঝিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই শ্রীভাগবত নিজের ও শ্রীভগবানের স্বরূপ জানিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা— শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণ অনুধ্যান সম্পাদিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা কালেই আমাদের নিজ স্বরূপ উদিত হন। ভক্তির উদয়ে অর্থাৎ ভগবদ্‌সেবাপ্রবৃত্তি রূপ হৃদয়ের বিলুণ্ঠন হয় তখন প্রতিদিন ভগবৎ প্রেমাই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাগবতের প্রাণ। নিরবধি প্রতিকালে বিচারণকারীর ব্যতীত কাহারও সাধ্য নহে। বিচারণ, ভজন এবং বিষয়-ব্যতীত আশ্রয়ের অন্যান্য সম্বন্ধ নহে।" বিবর্ত্তাদি ভেদে

বিশিষ্ট, অথচ জ্ঞান অবস্থিত। উহা কেবল মায়িক বিচিত্রতার ন্যায় তুচ্ছ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্ভক্তের ভক্তি বর্ণিত আছে, উহাই শুদ্ধজীবের একমাত্র ধর্ম্ম।

যে দিন বদ্ধজীব আপনাকে ভাগবত জানিবেন, সেইদিনই ভগবৎসেবা বিমুখ অনাত্মানুভূতি শিথিল হইয়া যাইবে, শুদ্ধচিৎপ্রবৃত্তি অবিমিশ্রভাবে ভগবানের সেবায় ন্যস্ত হইবে। সেই কালে জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় কৃষ্ণেতর প্রতীতিময় রাজ্যে বিচরণ করিয়া বিবর্ত্ত আবাহন করিবে না। বিবর্ত্ত বা মায়াবাদ হইতে জীবন্মুক্তগণই স্বস্বরূপে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন এবং সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগ-বতের শ্রবণকারী, কীর্ত্তনকারী ও বিচারণ-কারী হইয়া নিত্য ভক্তিধর্ম্মে অবস্থিত হন। ভগবানের সহিত আমাদের নিত্য-কাল সম্বন্ধ জ্ঞান সম্বন্ধ এবং ভগবদিতর মানাত্ম প্রতীতির সহিত নশ্বর সম্বন্ধ — একথা শ্রীমদ্ভাগবত মুক্ত জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে নিজ সেবন-প্রবৃত্তি উদ্বোধন পূর্ব্বক কবি সেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণই শ্রীমদ্ভাগ-বতকে পরমহংস-সংহিতা জানিয়া সকল সময় পাঠ ও প্রচার করেন। তদনুশীলন-ক্রমে ভগবদ্ভক্ত জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করে।

"এই ভবসংসার হইতে অনন্ত কালের জন্য মুক্তিলাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া একমাত্র আবশ্যক। ভগবদ্-ভক্তিতে অবস্থিত হইবার একমাত্র সাধনই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নির্মৎসর পরমহংস বৈষ্ণবগণের প্রিয় বস্তু। কাম-ক্রোধাদির বশ হইতে মুক্তপুরুষগণ একমাত্র শ্রীভাগবতেরই অনুশীলন করেন। যাঁহারা লৌকিক নর্কবিচারে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত অপর শাস্ত্রের সম-করেন, তাঁহারা তাদৃশ ধারণা ফলে নিজ নিজ লাভ করেন কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যান। শ্রীমদ্-ভাগবতে যাঁহাদিগের রুচি নাই, তাহা-রাই কৃষ্ণবিমুখ ও জড়জ্ঞানের ক্রীড়া-পুত্তলী।

শ্রীমদ্ভাগবত সমগ্র বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য, ইহাই নিগম কল্পতরুর সুপক্ক ফল; বেদের মূল সত্য বস্তু আচ্ছন্ন হইয়া তাহার নিষ্কা-মত্ব না থাকা কালে শ্রীমদ্ভাগবত আবি-র্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত নিত্য সত্য কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর বিচারে অনাদৃত হইলে বেদগণ হরিকথা প্রচারক স্বরূপ বেদব্যাসকে বৈদাসিক সম্প্রদায়ের এক-মাত্র উপজীব্য হইয়াছে। ইহাতে বিবর্ত্ত-বাদের বিচার পর্যন্তও দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বৈদাসিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় নহে, একপ সমীচীন সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কলিযুগপাবনাবতারী

এই অমল গ্রন্থকেই হেয়াংশবর্জ্জিত নিগম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীর উপরিভাগে বিদ্বৎসমাজে যে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করিবে, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎসদৃশ কোনও গ্রন্থ আর নাই এবং ভবিষ্যতে এই পুরাণরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য ও আদরণীয় হইবে। শ্রীমদ্-ভাগবত আকাশের চন্দ্র, জীবকুল বামনের ন্যায় তাহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইলেও সেই চন্দ্রিকালোকে সুশীতল হইতে পারে। জীবের পার্থিব জ্ঞান-রূপ প্রসারিত-হস্ত কখনই শ্রীমদ্ভাগবত স্বায়ত্তীকৃত করিতে পারেনা; উহা বৈকুণ্ঠ জ্ঞানময়।

"এতাদৃশ গ্রন্থ মানবজাতীয় সভ্যতার বিকাশমূলে সর্ব্বতোভাবে আদৃত হয় নাই কেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জড়জীব ভবার্ণবে মগ্ন হইয়া জড়েন্দ্রিয় পরায়ণতাক্রমে কৃষ্ণবিমুখতা জলে ডুবিয়া যাইতেছে। মৎসরতা-ধর্ম্মে অবস্থিত হওয়ায় তাহার প্রাণবায়ু গতপ্রাণ হইতেছে। আবার যে শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু এখনও দেখা যায়, তাহাও মৎসর ভাগবত-পাঠকদিগের জীবের ভোগময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্-ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জগতে জীবকে জানাইয়াছেন, সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন ও ভাগবত ব্যবসায়ীর ক্রীড়া পণ্যরূপে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহারা জীবের নিত্য-বৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত ফল ফলাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে শ্রবণ ও অনর্থের বিচার উপস্থিত হয়, তাহা না হইয়া ব্যবসায়ীর পণ্যদ্রব্য ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু জ্ঞান করেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধ কৃষ্ণ জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা কোন কালেই তাদৃশ বৃত্ত পোষণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পঠন প্রভৃতি সেবায় সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদের বিবর্ত্ত সঙ্গ কখনই ঘুচিবেনা। নামাপরাধবশে উত্তরোত্তর অধম যোনিলাভই ঘটিবে। ভগবৎসম্বন্ধ প্রবল না হইলে বদ্ধজীব কখনও আপনাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন না। জীব নিজের বাহ্য আবরণ ও অভ্যন্তরীণ আবরণে আবৃত হইয়া জড়েন্দ্রিয় তৎপরতা বিশিষ্ট হন। সেকালে তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে বাহ্যের গলদেশে তুলসী মালিকা ও ললাট দেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করার ন্যায় অপেক্ষণীয়। শ্রীমদ্ভাগবত কখনও তাদৃশ পাঠকে অধিকার প্রদান করেন না অনধিকারী জানিয়া তাহাকে কেবল প্রাকৃত সংজ্ঞা প্রদান করেন। পরে যখন তিনি আবার অপ্রাকৃত বিশ্রাম-সৎকারের কৃষ্ণপূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন, এবং ভক্ত

শ্রুতির মুখ্যার্থ কি?

জীব মাত্রই ভ্রমাদি দোষে দুষ্ট। মনুষ্যো পদে পদেই ভ্রম, প্রমাদ দুষ্ট হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা নিবন্ধন করণা-পাটবতা দেখা যায়, আবার মনুষ্য স্বার্থের দাস বলিয়া তাহার বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চ-নেচ্ছাও অবশ্যম্ভাবিনী সুতরাং এতাদৃশ দোষগ্রস্ত জীবের প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণ সকল অলৌকিক ও অচিন্ত্য স্বভাববিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তুকে স্পর্শ করিতে পারেনা, কিন্তু তাই বলিয়া পরব্রহ্মবস্তুর কোন প্রমাণ নাই,—এমন বলা যায় না।

জিজ্ঞাসিত পরব্রহ্ম সর্ব্বাতীত, সর্ব্বা-চিন্ত্য এবং স্বয়ং প্রকাশ বস্তু, এবম্বিধ ব্রহ্মবস্তু কোন লৌকিক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারেন না, সর্ব্বপূর্ব্ব-পরম্পরায় অলৌকিক জ্ঞানের নিদান বলিয়া যাহাকে অপ্রাকৃত বাক্য বলা যায়, সেই স্বতঃপ্রমাণ বেদই পরব্রহ্ম বিষয়ে একমাত্র অমল প্রমাণ। বেদান্ত দর্শনে কথিত হইয়াছে—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"

শাস্ত্রই পরব্রহ্মের প্রমাণ, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল বেদশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষানুমানাদি দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণে যত্ন করিবেন না। শাস্ত্র বলেন,—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ-
যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য
লক্ষণম্॥"

যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য বলিয়া কথিত হয়। জীব প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা আবদ্ধ, সেই কারণে তাঁহার প্রত্যক্ষ বুদ্ধি ও অনুমান বুদ্ধি প্রাকৃত জগতের মধ্যেই আবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্য ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তু তর্কের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারেন না।

ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন:—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি
চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ।"

ও অভক্ত নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হয়। ক্রমোন্নতিবলে ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা আরম্ভ করিয়া ভগবৎপ্রেমপর হইয়া যোগ্য জীবে দয়া করিতে করিতে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করেন অর্থাৎ হরিবিমুখপ্রতীতি হইতে অবসর লাভ করেন, সেইকালে ভাগবত মধ্যমাধিকার লাভ করেন। আর অনুক্ষণ ভজনপ্রভাবে সর্ব্ব জীবে কাঞ্চ-প্রতীতি, গুণময় প্রতীতির পরিবর্ত্তে সেবোপকরণ প্রতীতি ও নিরন্তর সেব্য-সেবক প্রতীতি প্রবল হইলেই তাঁহার মহাভাগবত সংজ্ঞা হয়।

যদ্যপি কেহ এরূপ বলেন যে, যেরূপ তর্কদ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়, সেই প্রকার তর্কাশ্রয়ে ব্রহ্ম নিরূপিত হউক। তদুত্তরে আমরা বলি,—না, তাহা হইতে পারে না; কারণ তদ্দ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠারূপ দোষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, যেহেতু, প্রতিষ্ঠিত তর্কের স্থিরীকরণও তর্কান্তর সাপেক্ষ, অতএব একমাত্র অপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারাই ব্রহ্ম নির্ণীত হইতে পারেন।

অচিন্ত্য বিষয়ে শ্রুতিই মূল প্রমাণ; কারণ, শাস্ত্র বলেন,—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ'। সাধক শ্রুতির প্রমাণ সাহায্যে সাধ্যবস্তুর সাধন দ্বারা উক্ত প্রমাণকে সার্থক করিয়াছেন।

সর্ব্বপ্রমাণ মুকুটমণি বেদ শাস্ত্রের ত্রিবিধ প্রস্থান—শ্রুতি, ন্যায় ও স্মৃতি-প্রস্থান। শ্রুতিপ্রস্থানে ব্রহ্ম ও কর্ম্ম উক্ত হইয়াছেন, ন্যায়প্রস্থানে ব্রহ্ম ও কর্ম্ম বিচারিত হইয়াছে, আর স্মৃতিপ্রস্থানে শ্রুতি ও ন্যায়ের অর্থ অবধারিত হইয়াছে।

শ্রুতি ও ন্যায়ের মুখ্যার্থই গ্রাহ্য, স্মৃতিতে এতদুভয়ের যথার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

আরোহপন্থী কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় শ্রুতি ও ন্যায়ের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করত কল্পনা পূর্ব্বক গৌণার্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রুতিকথিত ব্রহ্মশব্দের রূঢ়িবৃত্তিতে অসমোর্দ্ধ চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীভগবানই বোধিত হয়েন। চিদ্বিভূতিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের দেহও চিন্ময়। পুরুষসূক্ত মধ্যে যে ত্রিপাদ্বিভূতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই চিদ্বিভূতি। শ্রুতিতে শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতির ন্যায় চিদ্বিগ্রহের কথাও কথিত হইয়াছে।

শ্রুতির গৌণার্থ কল্পনাকারী অপরাধী মায়াবাদিগণ তাঁহার চিদ্বিগ্রহ অস্বীকার করেন। পেচক দিবান্ধতা নিবন্ধন সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারে না, কেবল চর্ম্ম দ্বারা উত্তাপ অনুভব করিতে পারে, সেই কারণে তাহার নিকট সূর্য্যের উত্তাপের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, অথচ সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না কিন্তু তাই বলিয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব লোপ হয় না, তদ্রূপ মায়াকর্ত্তৃক আবৃতচক্ষু পেচকধর্ম্মবিশিষ্ট মায়াবাদী তাহার খণ্ড জ্ঞানের খণ্ডানুভূতিতে অর্থাৎ অচিন্ত্য অলৌকিক সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ শ্রীভগবানকে তাহাদের লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়-রূপে গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু তাঁহার শ্রীঅঙ্গ জ্যোতির আভামাত্রই পাইয়া তাহাকেই পরিপূর্ণ বস্তু বলিয়া ধারণা করে বলিয়াই কি তাঁহার চিদ্বিগ্রহ অস্বীকৃত হইবে? শ্রুতি বলেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে
[illegible] পশ্যামি॥
[ঈশোপনিষৎ]

অর্থাৎ হে ভগবন্, তোমার যে অপ্রাকৃত রূপ, তাহা জ্যোতির্ম্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সেই আবরণ তুমি দূর কর, আমরা তোমার অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির দর্শনপ্রার্থী।

হে জগৎপোষক, হে প্রজাপতি-প্রিয়, তোমার তেজোরাশি যাহা জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মশব্দে কথিত হয়, তাহা সঙ্কুচিত কর, তাহা হইলে তোমার কৃপায় আমরা তোমার কল্যাণতম রূপ দর্শন করিতে পারি।

শ্রুতির গৌণার্থ কল্পনা দ্বারা মায়াবাদিগণ ব্রহ্মের শক্তি ও শক্তিপরিণাম স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ানাম্নী একটি অনির্ব্বচনীয় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা দুইটি বৃত্তি আছে। মায়ার আবরণবৃত্তিদ্বারা আবৃত হইয়া জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা মায়ামোহিত হইয়া ব্রহ্মই আপনাকে জীব বলিয়া ভ্রম করেন, এবং মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া এই জগন্ময় বিশ্ব দর্শন করেন।'

'ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, এই ব্রহ্মই সমষ্টি মায়ামোহিত হইয়া ঐন্দ্রজালিককল্পনীয় ঈশ্বর এবং ব্যষ্টিমায়ামুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রজালমুগ্ধ স্থানীয় জীবরূপে পরিচিত হয়েন। বদ্ধজীবের অনুভূতিতে মায়া ও তৎকার্য্য সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মুক্তদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ ও অলীক বলিয়া উপলব্ধ হয়—অতএব সমষ্টি মায়াবরণে প্রকৃত ব্রহ্মের ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি মায়াবরণে আবৃত ব্রহ্মের জীবোপাধি—এই উভয়ই মিথ্যা।

জগৎ, জগতের সৃষ্ট্যাদি, জীবের বন্ধ, মোক্ষ, পুরুষার্থ ও তৎসাধনাদি সমস্তই কল্পিত হয় বটে কিন্তু স্বরূপতঃ সমস্তই মিথ্যা। তবে এই সমস্ত মিথ্যা হইলেও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের ন্যায় শূন্যবাদ নহে, কারণ মায়াবাদমতে এক নিত্য সত্যস্বরূপ নির্গুণ নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তু স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী একায়নপন্থী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় মায়াবাদকে বৌদ্ধমতেরই রূপান্তর বলিয়া বিবেচনা করে[illegible]।

নাস্তিক বৌদ্ধ বলেন, বিশ্ব [illegible] তাঁহারা শূন্য হইতে সৃষ্ট্যাদির কল্পনা কর[illegible] আর আস্তিকরূপ মায়াবাদী ও সৎমাত্র হইতে সৃষ্ট্যাদি কল্পনা করেন ও জগৎ মিথ্যা বলেন, সুতরাং সূক্ষ্মবিচারে [illegible]বাদীর গুণ, ক্রিয়া ও সংস্কাররহিত [illegible] ব্রহ্ম ও বৌদ্ধের শূন্যবাদ একই দেখা [illegible]তেছে।

শাস্ত্রও বলিয়াছেন, যথাঃ—
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা

এখন দেখা যাউক শ্রুতিতে এই মায়াবাদ স্বীকৃত হইয়াছে কিনা।

মায়াবাদী বলেন, 'ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিঃশক্তিক, কিন্তু শ্রুতি বলেন—
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥
[শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮]

তিনি পরাৎপর বস্তু, তিনি অচিন্ত্য পরাশক্তির আধার, সেই পরাশক্তির জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধ প্রকাশ, ঐ শ্রুতির মুখ্যার্থ দ্বারা ভগবানের এই ত্রিবিধ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবম্বিধ শক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীভগবানকে গৌণার্থ কল্পনাদ্বারা নিঃশক্তিক বলা হইয়াছে।

মায়াবাদী বলেন ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ মিথ্যা ও মায়াময়।

কিন্তু শ্রুতিতে 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ' বাক্যে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহের কথাই পরিস্ফুটরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মায়াবাদী পরিণামবাদ অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বেদান্তের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রে এবং শ্রুতির 'যতো বা ইমানি ভূতানি' বাক্যের মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।

মায়াবাদী জীবকে নিত্য ব্রহ্মবস্তু বলেন কিন্তু শ্রুতির—'বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ' 'আরাগ্রমাত্রো', 'অণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো' 'অণুঃ [illegible] আত্মা', প্রভৃতি বিবিধ শ্রুতিতে জীবাত্মার অণুত্ব ও ব্রহ্মের অংশত্ব কথিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রুতির মুখ্যার্থ [illegible] আরোহপন্থী কেবলাদ্বৈতবাদীর মায়াবাদ কোন স্থাপিত হইতে পারে না, মুখ্যার্থ দ্বারা যখন স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তখন কল্পনা বা লক্ষণাদ্বারা অর্থ পরিবর্ত্তন করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখা যায় না,—যখন স্বাভাবিক অর্থদ্বারা বাক্যার্থ নির্ণীত হয় না, তখনই লক্ষণাদ্বারা অর্থান্তর করিবার প্রয়োজন হয়।

মায়াবাদী সম্প্রদায় বেদান্ত ও শ্রুতির মুখ্যার্থ দ্বারা জীব ব্রহ্মবাদ স্থাপনে অসমর্থ হইয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গৌণার্থ কল্পনাপূর্ব্বক অলীক ভ্রান্ত মতবাদ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া জগতের ক্লেশবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বদ্ধজীবকে ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া অনন্ত দৌর্ভাগ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র।

সংগৃহীত—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

নানা কথা

লোকান্তরে ভরতপুর-মহারাজ

ভরতপুরের মহারাজা দীর্ঘ ছয়মাস রোগে ভুগিয়া গত ২৭শে মার্চ্চ বেলা দশটার সময় দিল্লীর মেডেন্স হোটেলে পরলোকগমন করিয়াছেন। এই সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যে সহরে ছড়াইয়া পড়ে। অনেক রাজা, মহারাজা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য তথায় ছুটিয়া আসেন। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাশ্মীর, বিকানীর, ঢোলপুর, পাতিয়ালা ও [illegible]দিগের মহারাজা, [illegible], [illegible] সেনাধ্যক্ষ বার্ডউড, [illegible] মিঃ ওয়াটসন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য, সহস্র সহস্র গ্রামবাসী তাঁহাদের প্রিয় মহারাজকে শেষ দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল।

মহারাজার বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর ছিল তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই মহারাণী ও তাঁহার সন্তান সন্ততির প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর।

বেলা ১২ টার সময় মৃতদেহ গাড়ীতে উঠাইয়া গোবর্দ্ধন লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

সুরাটে হিন্দু মহাসভা

৩০শে ও ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল সুরাটে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন বসিবে। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন ও স্বামী সত্যানন্দ ২৭শে মার্চ্চ পাঞ্জাব মেলে সুরাট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

হিসাব লুকাইবার অভিযোগ

গার্ডেনরীচ ওয়ার্কসের মহেশচন্দ্র পাল তাহার কারবারের অংশীদার রাধানাথ পালকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে, হিসাবের কাগজপত্র লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগে আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এন, ব্যানার্জীর এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বুধবার ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

"ইউরোপ" ভস্মীভূত

হামবর্গের ২৬শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ, সমুদ্র অতিক্রমকারী প্রকাণ্ড ষ্টীমার জাহাজ "ইউরোপ"—জার্ম্মাণীর [illegible] বন্দরে ভস্মীভূত হইয়াছে। [illegible] ইহার ক্ষতি [illegible]। ইহার কারণ এখনও অজ্ঞাত।

গত বৎসর আগষ্টে "ইউরোপা" নির্ম্মাণ শেষ হয়। আগামী ২২শে [illegible] অভিমুখে [illegible] বাহির [illegible] বলিয়া স্থির [illegible] দিনে আমেরিকা [illegible] তাহার [illegible] উদ্দেশ্য ছিল।

চীনে আবার রণচণ্ডী

চীন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ,—গত ২৪শে মার্চ্চ পশ্চিম হোপেইর ওয়াংবে চেং টাং চেং ইন্ফ্যান্ট্রি বাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছেন। জাতীয় দলের ৭ হাজার সৈন্য ... তাহাকে সাহায্য করিতেছে। ... সৈন্যদল পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক হইতে আক্রমণ চালাইতেছিল। ঐ সময় দুই হাজার বিমানবাহিনী ... হইতে অবতরণ করে। ইহাতে সাময়িকভাবে একটু ... দেখা দেয়। কিন্তু পরে স্থানীয় দল প্রবল বিক্রমে ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়। তাহারা ওয়ে-হাই-ওয়ে বন্দরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

জাতীয় দলের সৈন্য এখনও সংখ্যায় ভারী বিপক্ষবাদীদের রুখে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

সিমলায় সরকারী অফিস

কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনকাল বর্দ্ধিত হওয়ায় ভারত সরকারের অফিসাদি সিমলায় স্থানান্তরের তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী ১১ই এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে অফিস বন্ধ হইয়া ১২ই তারিখে সিমলায় খুলিবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন শেষ না হইলে ঐ তারিখও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

ছয় হাজার কাম্যুনিষ্টের আক্রমণ

লণ্ডনের ২৬শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অমান্য করিয়া যুনান কর্ত্তৃপক্ষের ছুনানের গভর্ণর ছুটিপিংকে গ্রেপ্তার করায় দুই কর্ত্তৃপক্ষের ভিতর বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে এবং উহার ফলে চীনে যুদ্ধের নিমিত্ত পুনরায় অনুষ্ঠিত হইতেছে।

নানকিংএর এক সংবাদে প্রকাশ, উত্তর পূর্ব হুপে, উত্তর আনহুই ও দক্ষিণ হোনানের সীমান্তে নানকিংএর প্রধান দলের ... ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ইতি-মধ্যে নানকিংএর জন্য টোকিও নৌ-কর্ত্তৃপক্ষ ... সামরিক জাহাজ প্রেরণ করিয়াছেন।

ফুচৌর ৬ হাজার কম্যুনিষ্ট সৈন্য দক্ষিণ-পশ্চিম ফুকিয়েন আক্রমণ করিয়া টিং চৌফু সহর অধিকার করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় ধর্ম্মঘট

কাবের কারখানায় ধর্ম্মঘটের ফলে ... রপ্তানীকারী ব্যবসায়ীদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। মিঃ গার্লিং প্রমুখ বিশিষ্ট শ্রমিক নেতারা এক সভায় বক্তৃতা করেন। তথায় ২৫০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। সুতরাং, কার্গো বোঝাইদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার জন্য শ্রমিকদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

ঘরে আগুন লাগাইবার অভিযোগ

গণেশচন্দ্র মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে আগুন লাগাইবার অভিযোগে ঢাকুরিয়ার জানকীনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ৪৩৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত মঙ্গলবার আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, পি, মুখোপাধ্যায় এই মামলায় 'রায়' প্রদান করিয়াছেন। আসামীকে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ যে, আসামী বাদীর বিরুদ্ধে একটি ডিক্রী পায় এবং তাহাকে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলে। বাদী অস্বীকার করিলে আসামী তাহার দারোয়ানের সাহায্যে তাহার ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে সে আইন অনুসারে বাড়ীর অধিকার দাবী করিতে পারে। সুতরাং সে বাদীকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া কোনও অন্যায় করে নাই।

বৃন্দাবনে মদ্যপান বর্জ্জনের সঙ্কল্প

সহর বৃন্দাবনের জনৈক সংবাদে প্রকাশ, বৈষ্ণবের সেবা-স্থান হইলেও এখানে মদের দোকান আছে। অনেক নামধারী বৈষ্ণব মদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সহরে ভদ্রলোকদের ভিতরও ইহার কাটতি কম নহে। তবে, মেথর, চামার, কুমোরাই অত্যধিক নেশা পান করিয়া থাকে। মাদক দ্রব্য নিবারণের জন্য গত ২৪শে মার্চ্চ এখানে চামার, মেথর প্রভৃতির এক সভা হয়। অধ্যাপক যুগলকিশোর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ৭৮ লোক আসিয়াছিল। অস্পৃশ্যদের সভা বৃন্দাবনে এই প্রথম। তাহারা ভদ্রলোকদিগকে একসঙ্গে বসিতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছে এবং বক্তৃতা শুনিয়া সবাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তাহারা আর নেশা করিবে না। এইজন্য তাহাদের মধ্যে এক কমিটিও গঠিত হইয়াছে।

প্রতারণার অভিযোগ বিচারপতিদ্বয়ের মতবিরোধ

এস. এন, ব্যানার্জ্জী প্রমুখ ৬ জন লোক কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত হইয়াছে যে, তাহারা মেসার্স ম্যাকলিওড এণ্ড কোম্পানীকে প্রতারিত করিয়া কয়েক হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। এস, এন, ব্যানার্জ্জীর পক্ষ হইতে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে জামীনের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা না-মঞ্জুর হওয়ায় হাইকোর্টে ইতঃপূর্ব্বে এক আবেদন করা হইয়াছিল। গত ২৭শে মার্চ্চ বিচারপতি মাননীয় মেসার্স সুরাবর্দ্দী ও ম্যাকনেয়ার এজলাসে এক সম্পর্কে এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় এই সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়ায় ব্যাপারটা প্রধান বিচারপতির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

আলী আমেদ

পেশোয়ারের ২৬শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, সর্দ্দার আলী আমেদ খান বোম্বে-পেশোয়ার-এক্সপ্রেসে কান্দাহারের পথে কোয়েটা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অসংখ্য বন্ধু এবং স্থানীয় আফগান সম্প্রদায়ের সদস্যগণ কর্ত্তৃক ষ্টেশনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়েন। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় আফগানিস্থানের শান্তি ও শক্তি প্রার্থনা করেন, এবং পরিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়কে অমীরের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

মহাসভায় চ্যানেল সুড়ঙ্গের কথা

গত ২৬শে মার্চ্চ প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ড্উইন মহাসভায় প্রকাশ করেন যে, পার্লিয়ামেণ্ট 'ভঙ্গ ব্যাপার' আসন্ন হওয়াতে ইংলিশ চ্যানেলের নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ বিষয়ক অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের নেতৃগণের একত্র মিলন অসম্ভাবনাজনক। সে জন্য গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, একটা বে-সামরিক নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করিয়া অর্থ-নীতির দিক হইতে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের ফলাফল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে। আর্থিক ভাবে অনুসন্ধান করিয়া যত দিন না উক্ত কমিটী রিপোর্ট দাখিল করিতেছেন, তত দিন সুড়ঙ্গনির্ম্মাণে রাজনৈতিক ও সামরিক উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করা হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বুধবারের অধিবেশনে সরকারের উপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষতঃ পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শনের অভিযোগ আরোপ করা হইয়াছে। উহার কারণ উল্লেখ করিয়া মিঃ বি, কে, বসু বলেন, প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহুসংখ্যক গ্রাজুয়েট বাহির হইয়া আসে। তাহারাই ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হয়।

শিক্ষা বিভাগের ব্যয়-হ্রাস প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় "শিক্ষা বাবদ ৩ লক্ষ ১২ হাজার ৮ শত ৫৬ টাকার দাবী হইতে এক টাকা কমাইবার প্রস্তাব করিয়া বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি সামান্য সাহায্য প্রদান করা হয়। সরকার কি পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সঙ্কোচ সাধন করিতে চাহেন?

সরকার পক্ষের উত্তর

রাজস্ব-সচিব মিঃ মার বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান ব্যতীত সরকার কলেজসমূহে সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকা এবং স্কুলসমূহে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। বাঙ্গালা সরকারের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান আর্থিক সম্বন্ধ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। উহার পর সরকারের শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ ঐ বিষয়ের তদন্ত করিবেন। উক্ত বন্দোবস্ত পুনরায় বহাল করা হইবে কি না, তদন্তের পরে উহা স্থিরকৃত হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসরে ঐ বিষয় উত্থাপন করা সমীচীন নহে। অর্থাভাবের জন্য সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উহাদের ইচ্ছানুযায়ী সাহায্য প্রদান করিতে পারেন না।

অতঃপর উক্তহ্রাস প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

বড়বেলুনে ওলাউঠার প্রকোপ

প্রকাশ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলওয়ে লাইনের তিন মাইল পূর্ব্বে বড়বেলুন গ্রামে ভীষণ ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রতিবৎসরই তথায় ম্যালেরিয়া-ওলাউঠা-বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে বহু লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এবৎসরও সেইরূপ হইয়াছে। এই মাসের ১০ দিনের মধ্যে ২৩ জন ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং প্রতি দিনই ৪।৫ জন এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে। উত্তম পানীয় জলের অভাবই এই রোগের কারণ। আমরা শুনিতে পাইলাম, এ বিষয় জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে দরখাস্ত করা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। আমরা আশা করি চেয়ারম্যান রাজা মণিলাল সিংহ বাহাদুর এখানে অন্ততঃ দুই একটি নলকূপ বা ইন্দারার ব্যবস্থা করিয়া গ্রামবাসীদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই চৈত্র, সোমবার—১৩৩৫

বৈষ্ণব সেবা

"ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা"—একথাটী মহাজনের বাক্য। বৈষ্ণবসেবা বাদ দিয়া কাহারও নিত্য কল্যাণ লাভ হইতে পারে না। কলিহত জীবের সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের সহজ উপায় একমাত্র বৈষ্ণবসেবা। সেবকের প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন এই দুইটী বৃত্তির অভাব থাকিলে সেবা হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবসেবা করিতে হইলে সেবোন্মুখ ব্যক্তির সর্ব্ব প্রথমে বৈষ্ণব চরণে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করা আবশ্যক।

প্রণিপাত

কেবলমাত্র লৌকিকভাবে বা অন্তরে কপটতা রাখিয়া মস্তক অবনত করিলেই তাহাকে প্রণিপাত বলে না। আমরা অনেক সময় জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতির অভিমানে মত্ত হইয়া ও বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া যে প্রণিপাতের আড়ম্বর করি, তাহা কপটতা ব্যতীত কিছুই নহে। আমি যতই উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করি না কেন, খুব রূপবান ও ধনবান হই না কেন এবং আমার যতই পাণ্ডিত্য থাকুক না কেন, সে সকলের দ্বারা আমি অধোক্ষজ ভগবানের বিষয় বুঝিতে পারিব না, কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুর প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, তিনি অধোক্ষজপ্রভু—তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই অধোক্ষজ ভগবান্ বিশ্রাম করেন, সুতরাং সেই বৈষ্ণব ঠাকুরই ভগবানের কথা বলিতে পারেন এবং ভগবৎ সেবার অধিকার দিতে পারেন, অতএব সর্ব্বপ্রকার জড় অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কপটে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া সেবা প্রার্থনা করা দরকার।

পরিপ্রশ্ন

সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে সেবাবৃত্তিটী জাগ্রত হয় না। সেবকের যতক্ষণ নিজের স্বরূপ, সেব্য বস্তু ও সেবার স্বরূপ জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ সেবাটী শুদ্ধভাবে হয় না। আমরা অনেক সময় দেহমনে 'আমি' বুদ্ধিটী বজায় রাখিয়া এবং বৈষ্ণবকে প্রাকৃত দেহ-মন-বিশিষ্ট ব্যক্তি জানিয়া সেবা করিবার জন্য অগ্রসর হই, কিন্তু সেস্থলে সেবার পরিবর্ত্তে নিজের সেবাদের তৃপ্তি হয় মাত্র, তাহাকে কাম বলে। পরিপ্রশ্ন না থাকায় স্বরূপ বিভ্রান্ত হইয়া আমরা এই প্রকার সেবাবিরোধী উৎপাত আনয়ন করি। সময় সময় আমরা বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণবসেবার খুব আড়ম্বর দেখাই বটে, কিন্তু আবার প্রতিষ্ঠাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং সিদ্ধাভক্ত প্রভৃতির অনুষ্ঠানেও গা ঢালিয়া দিয়া সেবা হইতেছে মনে করি। ইহাতে প্রয়াস, জনসঙ্গ, লৌল্য প্রভৃতি ভক্তির কণ্টকগুলির প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। পরিপ্রশ্নের অভাবই ইহার কারণ।

সেবা

বৈষ্ণব যাহাতে প্রীত হন, তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করার নামই বৈষ্ণবসেবা। সেবাটী আত্মার বৃত্তি, সুতরাং তাহা অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অবাঞ্ছার উদ্দেশ্য থাকিলে সেবা হয় না। অনেক সময় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ঐ সকল বাসনা লুকায়িত থাকে; সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত পূর্ব্বোক্ত হৃদয়-মললাগুলি বর্জ্জন না করিলে সেবার অভিনয় করিয়াও সেবা হইবে না—সেবাটী বৈষ্ণবের নিকট পৌঁছিবে না। তৃণাদপি সুনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ না হইলে বৈষ্ণব-সেবার অধিকার লাভ হয় না। পূর্ব্বোক্ত চারিটীগুণ না থাকিলে মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া জীব অসৎসঙ্গ ও অসাধুর সেবা করিবার জন্য ধাবিত হয়; তখন সঙ্গদোষে ও অসাধুর সেবা করিয়া তাঁহাদের অনন্ত নরকের পথটী পরিষ্কার হয় মাত্র। সুতরাং সাধুগণের আদর্শ চরিত্র আলোচনা করিয়া ও দর্শন করিয়া অতিশয় যত্ন সহকারে নিজের চরিত্রটী গঠন করা আবশ্যক। অন্তরটী সরল ও স্বভাব নম্র হইলে বৈষ্ণবগণ কৃপা-পরবশ হইয়া সেবার অধিকার দেবেন।

সেবার উপকরণ

প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি যাহার যাহা আছে নিষ্কপটে তাহা দ্বারাই সেবা করিতে হইবে। যাঁহার অর্থ আছে তিনি অর্থ দ্বারা সেবা করিবেন। আমরা স্বরূপ বিভ্রান্ত হইয়া ঐ অর্থকে নিজের ও স্ত্রীপুত্রের ভোগের বস্তু মনে করি। তাহা যে কৃষ্ণসেবা ও কার্ষ্ণসেবা করিবার জন্য কৃষ্ণের ভাণ্ডারের ধন আমাদের নিকট গচ্ছিত আছে ইহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। তখন কৃপাময় বৈষ্ণব ঠাকুর ভিক্ষুকের বেশে আমাদের নিকট আসিয়া বলেন—"তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবক মাধব।" আমরা অনেক সময় ধনমদে মত্ত হওয়ায় সেই সাধুগণের অহৈতুকী কৃপাটী গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাদিগকে সাধারণ ভিক্ষুক মনে করিয়া অবজ্ঞা করি। সেই অপরাধ ফলে আমাদিগকে অনন্ত কাল রৌরব নরকে হাবুডুবু খাইতে হয়। অতএব ধনবান ব্যক্তি মাত্রেরই অর্থনীতি শিক্ষা করা আবশ্যক। অর্থের কিরূপ সদ্ব্যবহার

কি হ'লো?

কত দিন, কত মাস, কত বৎসর হ'য়ে গেল মঠে এসেছি। কিন্তু হ'লো কি?

আমি মনে ভাবি কিই না জানি হ'য়ে গেলাম! কখন মনে হয় এবার বৈষ্ণবতা প্রাপ্ত করা হয়ে গেল! কখন মনে হয় বেশ সাধন করছি! আমার ন্যায় বৈরাগ্যবান কে? হরিনাম ত' অনেক করা হ'লো! আমি বৈষ্ণবগণকে কত সেবা কত ভালবাসা দ্বারা বুঝি এবার বশীভূত ক'রে ফেলেছি! আবার কখন মনে হয় অহো, আমার ন্যায় ভিক্ষা-কৌশল কে জানে?—গর্ব্ব করি, বক্তৃতা দ্বারা আমি সর্ব্বমনোরঞ্জন বিধান ক'রে জগতে সকল বাগ্মিগণের বাগ্মিতাকে ধিক্কার দিতে পারি। আবার ভাবি বিপরীত আসক্তির মূলে আঘাত ক'রে তাদের মনে কর্ণ

কর্ণ ছেদন করা উচিত তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গৃহস্থ ভক্তগণ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিলে আমরা বহু আদর্শ দেখিতে পাইব। যাঁহার অর্থ নাই তিনি বাক্য, বুদ্ধি ও প্রাণের দ্বারা বৈষ্ণব সেবা করিবেন।

বৈষ্ণব কে?

বৈষ্ণবসেবা করিতে হইলে 'বৈষ্ণব কে?' ইহা বিচার করা আবশ্যক। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি বৈষ্ণবের বাহ্যবেশ থাকিলেই তাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাহা হইলেই বৈষ্ণব সেবার ফল পাইব। কে বৈষ্ণব? কে অবৈষ্ণব? তাহা আমাদের বিচার করিবার আবশ্যক নাই; এরূপ দুর্ব্বোধের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই বঞ্চকের নিকট বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কারণ অনেক বেশোপজীবি বঞ্চক কপটতা পূর্ব্বক বৈষ্ণবের বেশ লইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেরূপ অমৃত বোধে বিষপান করিলে বিষের ক্রিয়াই হয় সেই প্রকার সাধু জ্ঞান করিয়া অসাধুর সঙ্গ করিলেও অসৎসঙ্গের কুফল অবশ্যই হইবে। সুতরাং নিত্যভক্তগণের সেবা না করিয়া সাবধানে সহিত শুদ্ধভক্তের সেবা করাই কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠালোলুপ নহেন। তিনি কনকের দ্বারা মাধবের সেবা করেন, কামিনীকে কৃষ্ণ কামিনীরূপে দর্শন করেন এবং জড়ের প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠার তুল্য জ্ঞান করেন। তাই কোন মহাজন বৈষ্ণব চিনিবার সহজ উপায় বলিয়াছেন—

কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।

ভোগের বিষম কুহকজালে। সেবায় অবসান বা বক্তৃতা দেওয়া—সে আর একটা এমন কি কাজ? কিন্তু আমার লেখনীশক্তি সাহিত্য সমাজে নিকৃষ্ট সমাজে জগতে যে এক মহাবন্যা-প্রবাহ এনেছি তা' কে পারে? আবার ভাবি, ও: আমি কত কত বিষয়ীকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সেবায় লাগিয়ে দিয়েছি—কত মূর্খ নাস্তিককে বৈষ্ণবতায় মণ্ডিত ক'রে দিয়েছি!—এও কি ভজনে কম উন্নতির কথা? আমি যখন এত সব করতে পারি—শ্রীল প্রভুপাদ বা বৈষ্ণবগণ যখন আমার এত প্রশংসা করেন তবে নিশ্চয়ই আমি আমার ভজন শেষ ক'রে দিয়েছি! কিন্তু তখন ভাবি না—এতদ্বারা আমার কি হ'লো?

আমি কি করতে এলাম আর কিই বা করিলাম! যখন জগতের সকল বস্তুতে একটা ঘোর বিরক্তি উপস্থিত হ'য়েছিল, যখন বন্ধুগণের বা আত্মীয়গণের এক একটা কথা বিষসদৃশ হৃদয়ে যন্ত্রণা দিয়েছিল, বলে কি করি, কোথা যাই—ব'লে উন্মত্ত হ'য়েছিল, যখন প্রকৃত সাধু দর্শন অভাবে সমগ্র জগৎ ঘোর অন্ধকারময় মনে হ'য়েছিল, যখন একটা ব্যাকুলতা সহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ার্থ ছুটাছুটি করেছিলাম এবং যখন জগতের চক্ষে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বৃদ্ধ জনক জননীকে মৃত্যুশয্যায় রেখে পাগল হ'য়ে ছুটেছিলাম,—তখন কি এত সব পাণ্ডিত্য জীবনের উদ্দেশ্য ছিল? আমি ভাবি না—আমি কেন কাঁদি না, কেন চিত্ত দ্রবীভূত হয় না? কেনই যে স্বভাবের অভাব দোষে বিলাপ আসে না? কই তজ্জন্য চিন্তা ত' নাই! কি জন্য এলাম, আর কি ক'রে মত্ত রইলাম! কি লাভ হ'লো?

শ্রীগুরুদেব বলেন, ভজন করলে অনর্থ নিবৃত্ত হয় এবং অনর্থ নিবৃত্ত হওয়ার পর ক্রমশঃ প্রেমোদয় হয়। কিন্তু হায়! ভজন বলতে কি কেবল বক্তৃতা দেওয়া, ভিক্ষা করা, লোকের প্রশংসায় ভুলে থাকা, স্বীয় ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য গর্ব্বভরে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করাই কি আমার ভজন? আমরা অনেক [illegible] সাধক দেখেছি যাঁরা [illegible] সদা ব্রজবাস ক'রে [illegible] নির্জ্জন [illegible] থাকতেন [illegible] বর্ত্তী হয়ে শ্রীচৈতন্যের বাণী, গুরুদেব ও বৈষ্ণব সেবা [illegible] বিমুখ [illegible] কায়মনোবাক্যে [illegible] [illegible] সংকীর্ত্তন [illegible] স্বাভাবিক [illegible] কৃষ্ণনাম নিজ [illegible]

জীবের ত্রিতাপের হেতু ও তন্নিবারণের উপায়

[illegible]

[illegible] জীব [illegible] বদ্ধ, [illegible] নিত্য [illegible] আছে। জীব [illegible] হইতে [illegible] ভোগ [illegible] প্রকাশ হয়। [illegible]

[illegible] জীবের [illegible] অভিনিবেশ [illegible] অজ্ঞানতা [illegible] কৃষ্ণের [illegible] ভক্তি [illegible]

[illegible]

সম্বন্ধ প্রভৃতি উহার বৃত্তিভেদের সন্তান [illegible] হইয়াছে, যেহেতু 'আমি আছি' [illegible] এই [illegible] দেখিতে পাই।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
[চৈঃ চঃ]

[illegible] জীবের [illegible] মায়া [illegible] জীবের [illegible] জীবের [illegible] হইতে [illegible] জীবের দেহ [illegible] বন্ধন [illegible] হইতেছে। ইহাই জীবের ত্রিতাপ ভোগের হেতু।

[illegible] জীবের সুখ, দুঃখ ও [illegible] আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক [illegible]

[illegible] আত্মার [illegible] জীবের যে বন্ধন হয়, তাহাকে [illegible] বন্ধন বলে।

[illegible] জীবের আত্মার [illegible] বিকাশ [illegible] বন্ধন বলে।

[illegible] জীবের [illegible] বিকাশ [illegible] জীবের যে বন্ধন [illegible] বন্ধন বলে।

এই ত্রিবিধ [illegible] বন্ধন হইতে জীবের ত্রিবিধ তাপ [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] জীবের ত্রিবিধ [illegible] বলিয়া [illegible] হয়, তাহা তাহার স্বাভাবিক বা সহজ [illegible] নহে, পরন্তু তাহা ঔপাধিক বা নৈমি- ত্তিক ধর্ম্ম এবং তাহা নশ্বর ও পরিবর্ত্তন- শীল। জীবের ত্রিতাপের অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক দেহে অভিনিবেশ বশতঃ আবৃত স্বরূপের [illegible] আছে বলিয়াই, তাহার ত্রিতাপাদিও দেহের ন্যায় নশ্বর বলিয়াই।

যেমন বিশুদ্ধ জলের জলত্বই তাহার নিত্য-ধর্ম্ম, কিন্তু কর্দ্দম ও বালুকা যে [illegible] জলের ধর্ম্ম—বিশুদ্ধ জলের ধর্ম্ম হইতে পরম্পর পৃথক, তবে উক্ত কর্দ্দম ও বালুকা যখন পুনরায় তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব [illegible] করে, তখন সকলেরই [illegible] রূপ একটী মাত্র নিত্যধর্ম্মে অবস্থিত হয়, [illegible] স্বরূপাবস্থিত শুদ্ধজীবের যে ধর্ম্ম, [illegible] ও [illegible] আবৃত স্বরূপ জীবের ধর্ম্ম তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

[illegible] জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। এই সম্বন্ধে 'আমি সুখী' 'আমি [illegible]' ইত্যাদি অভিমান দ্বারা জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে।

[illegible] জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম [illegible] ক্ষুধা ও আত্ম [illegible] ইন্দ্রিয়াদি, অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য [illegible] প্রাপ্ত বস্তু [illegible] নাশ আশঙ্কায় তাহাকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদা [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] জীবকে [illegible] নানা প্রকার [illegible] করে, [illegible] জীব বন্ধনদশাপন্ন হয়।

[illegible] জীবের [illegible] সংসারাসক্তি, অহঙ্কার, [illegible] জীবকে ঘোর অন্ধকারে আবৃত করিয়া থাকে।

কোন কোন জীব যখন [illegible] আত্ম-স্বরূপ জানিতে পারেন [illegible] নিত্য নৈমি- ত্তিক [illegible] তাঁহাকে আর [illegible] পারে না।

[illegible] শ্রীভগবানের সহিত [illegible] জীবের আত্ম-আশ্রয়, [illegible] বা সেবা ও সেবকরূপ নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান এবং এই সম্বন্ধ-জ্ঞান [illegible] স্বরূপাবস্থিত [illegible] জীবের 'সেবা' বা সেবাই একমাত্র স্বাভাবিক [illegible] নিত্য ধর্ম্ম। ইহা ত্রিগুণাত্মক জীবের সাধনার যোগ্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম- সমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে।

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের উক্ত ত্রিতাপ এবং ত্রিতাপের হেতু স্থূল সূক্ষ্মাদি ত্রিবিধ দেহ-বন্ধনের ভয় হইতে মুক্ত- কামেরা [illegible] শ্রীগুরুকে দেবতা ও [illegible] বুদ্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল কর্ম্ম জ্ঞান অনাবৃত অন্যাভিলাষিতা কেবলা-ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের সেবা করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥
[ভাঃ ১১।২।৩৭]

শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে:—
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥ [গীঃ ৭।১৪]

অতএব উক্ত বিচারমতে জীবের ত্রিগুণ- ময়ী মায়ার বন্ধন হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক জীব যে দম্ভ, জ্ঞান প্রভৃতি নৈমিত্তিক ধর্ম্মের সাধনার দ্বারা মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করে, তাহাতে কখন সিদ্ধ- মনোরথ হইতে পারে না। যাঁহারা নিজ কৌশলে মায়াকে জয় করিব, মায়া অতিক্রম করিব,—এইরূপ অভিমান করে, মায়া তাহাকে আরও দৃঢ়রূপে বন্ধন করে; কিন্তু যিনি কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির চেষ্টা ছাড়িয়া পুরুষকারের অহঙ্কার দূরে ফেলিয়া নিতান্ত নিরাশ্রয়ের ন্যায় ভগ- বানকে [illegible] ডাকিয়া ভক্তি- পূর্ব্বক তাঁহাতে শরণাগত হয়েন, ভগবান্ কৃপা করিয়া [illegible] তাঁহার নিকট আবির্ভূত হয়েন।

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখপদ্ম-বিগলিত [illegible] ও [illegible] নিত্যসেবকগণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন [illegible] জীবের সুখ দুঃখাদি ভেদের [illegible] হইয়া যায়।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] দ্বারা কৃত কর্ম্ম- ফলের [illegible] আর তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না, সুতরাং ত্রিতাপ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখন তিনি [illegible] পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল [illegible] নিত্য- [illegible] অনুকূল অনুশীলন করিতে থাকেন।

অতএব [illegible] ত্রিতাপ দগ্ধ- [illegible] জীবের শান্তি ও পরত্রে নিতান্ত শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত [illegible] বাণী শ্রবণ এবং তাঁহার অনুগমন করা ব্যতীত, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিরূপ নৈমিত্তিক ত্রৈগুণ্য ধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান দ্বারাই স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিতে পারে না এবং সেই কারণে নিত্য ধর্ম্মের আশ্রয় না পাওয়ায় তিনি উদ্ধার হইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার ত্রিতাপ দূরীভূত হয় না।

[illegible]

"কল্যাণ কল্পতরু"

(শ্রীমান্ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী)

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে প্রায়ই "কল্পতরু"র কথা শ্রুতি-গোচর হয়। কিন্তু তাহারা সকলেই নিজ নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপন আপন দুঃখ দারিদ্র্যমোচনের নিমিত্ত "বাঞ্ছাকল্পতরু"র স্বপ্নে প্রায়ই নিমগ্ন থাকিয়া অনাদি কাল [illegible] নির্মূলের কোনও উপায় বিধান না করিয়া ক্রমশঃই কালের করাল মুখ বিবরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। যতদিন আমরা অপরা-প্রকৃতির দাস হইয়া ও চঞ্চল বাসনা [illegible] সুখ, দুঃখ ভোগে আসক্ত থাকি, ততদিন আমরা সেই "কল্যাণকল্পতরু"র কোনও সন্ধান পাই না; অন্ধকারে থাকিয়া অন্ধজনের ন্যায় [illegible] পরিভ্রমণ করি মাত্র; আমরা স্বরূপ-বিস্মৃত হেতু জন্মজন্মান্তরের অর্জিত কর্মরাশির কারাগারে মহামায়ার ভীষণ ত্রিতাপদগ্ধ দাবানলে ভীষণ জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকি, [illegible] সেই অজ্ঞান অন্ধকারময় কারাগার হইতে মুক্ত হইবার জন্য [illegible] মাত্র [illegible] কাতর [illegible] হইতে হইতে মুহ্যমান হইয়া যাই। কিন্তু হায়, কে আমাদের [illegible] কথা বলিয়া দিবে? আমরা [illegible] উপেক্ষা করিয়া [illegible] বিভিন্ন আন্দোলনে মুগ্ধ হইয়া এই সংসারে [illegible] উপায় স্বরূপ কনক-কামিনী প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতেও [illegible] কোন প্রকৃত শান্তির আস্বাদ প্রাপ্ত হই না [illegible] জানি না। অজ্ঞানতারূপ তিমিরে [illegible] করিয়া নিজের [illegible] আত্মবিনাশ [illegible], [illegible] নানাপ্রকার অনর্থ বিপাকে পতিত হইয়া যখন অন্ধকারে কোনও উপায় অবলম্বনে মুক্ত হইবার জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিতে কৃতকার্য্য হই না; তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ "কল্পতরু"র নিকট ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইবার আশা মনে মনে বা প্রকাশ্যে পোষণ করিয়া থাকি আবার কেহ কেহ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া ও অতৃপ্ত কামনার পূর্ণাহুতি প্রদানের জন্য "কল্পতরু"র কথা চিন্তা করিতে করিতে জরা ব্যাধিযুক্ত হইয়া মরণমালায় অনাদিকাল নিপীড়িত থাকে, আবার কেহ কেহ অসহ্য দুঃখ কষ্টে প্রপীড়িত হইয়া আত্মিক কল্যাণের সন্ধান না করিয়া অনিত্য ভোগের আশায় মনে মনে "কল্পতরু"র প্রলোভন আস্বাদন করিতে দৃঢ় চেষ্টা করিয়া জীবন মরণাত্মক অনন্তকাল যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে। আমরা যদি প্রকৃত সেই "কল্যাণ কল্পতরু"র প্রকৃত [illegible] আস্বাদন করিতে অভিলাষী হই, তাহা হইলে প্রথমেই আমাদের কর্তব্য এই যে কোথায় সেই বৃক্ষের অস্তিত্ব আছে জানিতে হইবে। কে তাহার [illegible] সেই বৃক্ষের ফল আস্বাদনে [illegible] মানে তৃপ্তি লাভ করিব। এই প্রকার [illegible] সুখ দুঃখ [illegible] মানুষকে [illegible] অহৈতুকী কৃপায় "কল্যাণ কল্পতরু"র সংবাদ পাই। [illegible] [illegible] আবিষ্কার আছে। [illegible] [illegible] [illegible] কালে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "কল্পতরু" [illegible] দান [illegible] করিয়াছেন, [illegible] আছে। [illegible] "কল্যাণ কল্পতরু" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "কল্যাণ কল্পতরু" [illegible] বৃক্ষ আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "ত্রিতাপ" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "কল্যাণ" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "কল্যাণ" [illegible] [illegible] লাভ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর সন্দেহ কি আছে? [illegible] [illegible] [illegible] "কল্যাণকল্পতরু"র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিশ্চয়। অতএব আমরা যে [illegible] অবস্থান করিতেছি, সেই অবস্থা হইতে সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিয়া অহৈতুকী কৃপা লাভ করিতে সক্ষম, সকলে হইতে চেষ্টা করিব।

বিশুদ্ধ আনন্দ কোথায়?

[illegible] কি বুঝিয়া [illegible] আমাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] করিয়া নিয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা করিতে [illegible] [illegible] [illegible] বিশুদ্ধ আনন্দের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সিদ্ধ কথা।

নানা কথা

কালকাতা গেজেট

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

ভারত-বিখ্যাত শুদ্ধসনাতনধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্র কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারকবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ বারাকপুরে শুভবিজয় করিয়া আগামী ১৬ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ শনিবার ও ১৭ই চৈত্র ৩১শে মার্চ্চ রবিবার বারাক-পুর নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমণ্ডলীর নিকট বহু জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দান ও সংকীর্ত্তন করিবেন। নিম্নে স্থান ও কালের পরিচয় প্রদত্ত হইল। সহৃদয় জনমণ্ডলী এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া উক্ত দুই দিবস হরিকথামৃত আস্বাদন করুন,—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীযুগলকিশোর দাস ব্রহ্মচারী।

স্থান—

বারাকপুর বেনেপাড়ায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মল্লিক মহাশয়ের গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

কাল ও বিষয়—

১৬ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন।

১৭ই চৈত্র ৩১শে মার্চ্চ রবিবার প্রাতঃ ৭টা হইতে ৯টা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা।

ঐ ঐ সন্ধ্যা ৭টা " "শ্রীচৈতন্যের দান" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

প্রাদেশিক শিক্ষক সম্মিলনী

স্বাস্থ্য ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন

ডাক্তার সেন্টজীর বক্তৃতা

গত ২৮শে মার্চ্চ [illegible] রাজসাহী লোকনাথ স্কুল প্রাঙ্গণে [illegible] প্রাদেশিক শিক্ষক সম্মিলনের [illegible] উৎসব-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর [illegible] উদ্বোধন কার্য্য, গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার ডাক্তার [illegible] করিয়াছেন। সে সময়ে তিনি [illegible] সুন্দর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য নষ্ট

আপনারা আজ আমাকে এই স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্যের জন্য নিমন্ত্রণ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনারা যে আজ [illegible] স্বাস্থ্যের জন্য এত উৎসুক ইহাতে আমি সুখী হইয়াছি। বাঙ্গলার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা বাঙ্গলার শিক্ষক সম্প্রদায়কে দিতে হইবে। কলিকাতার ও অন্যান্য সহরের ছাত্রদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা ছিল—এখন তাহার কিছুই নাই। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। আহার্য্য দ্রব্যের উন্নতি বা পরিবর্ত্তন করিয়া দেশের প্রকৃত উপকার করা যাইতে পারে।

অত্যধিক শিশু মৃত্যু

যে সব ছেলে জন্মগ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক ৮ বৎসর পার না হইতেই মারা যায়। অনেকে আবার স্কুলে যাইবার বয়সও পার না। ১০ হইতে ১৫ বৎসরের ছেলে, আমেরিকা ও ইউরোপের চেয়ে এদেশে ৬ গুণ বেশী মারা যায়। ভয়ঙ্কর অবস্থা! ৫০ বছর পূর্ব্বে এ রকম ছিল না। এই অবস্থার প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যদি অর্থ স্বাস্থ্য [illegible] পারে তবে স্বাস্থ্য অর্থ আনিতে পারিবে না কেন? পূর্ববঙ্গের চাষার ছেলেদের [illegible] কলিকাতার ধনী ছাত্রদের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন। তাই সকল [illegible] স্বাস্থ্য [illegible] না। [illegible] অনুসন্ধান করে। [illegible] [illegible] বিশেষ যোগ [illegible] [illegible] দারিদ্র্য বৃদ্ধি [illegible] রোগ বৃদ্ধি করে [illegible] রোগ এক সঙ্গে [illegible] [illegible] এক যোড়া [illegible] তাহারা এক [illegible] থাকে। তাই বাঙ্গলা দেশকে ধনে সম্পদে শ্রীসম্পন্ন করিতে হইলে এবার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

দরিদ্রতাই অকাল মৃত্যুর কারণ

অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গলাদেশ উজাড় হইতে চলিল। ইহার কারণ দারিদ্র্য। একটি ছেলেকে মানুষ করিতে একটি চাষার ৫ শত টাকা খরচ হয়, একটি শিক্ষিত ভদ্রলোক সেই অনুপাতে খরচ করেন ৫ হাজার টাকা। কিন্তু এ সমস্ত অর্থই নষ্ট হইতেছে, কারণ—দেশের ভবিষ্যৎ সন্তানেরা স্বাস্থ্য হারাইয়া অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। শতকরা ৭৫টি শিশু ৪ বছরে না পড়িতেই মারা যায়। সাম্রাজ্যের কোন কাজ করিবার পূর্ব্বেই ২ ভাগের ১ ভাগ লোক মারা পড়ে। যাহা বাঙ্গলার লোকেরা ছেলেদের শিক্ষার জন্য যে অর্থ খরচ করিতেছেন তাহা একপ্রকার জলেই ফেলা হইতেছে।

সমস্ত জিনিষে ভেজাল

ইহা নিরোধ করিবার উপায় কি? ইহার উপায় কিন্তু আমাদেরই হাতে [illegible] আমরা যা চাই তার শত [illegible] খাদ্যই ভেজাল। সহরে শতকরা ৭৫টী নমুনার ঘৃত ভেজাল করে [illegible] বেশী। সহরে শতকরা ৬০ রকম দুধ ভেজাল। আবার খাঁটি দুধ পাওয়া দুষ্কর। এইরূপ আরও অনেক আছে।

খাদ্য বাছাইতে ভুল

শুধু ভেজাল খাদ্য আমাদিগের অনিষ্ট করিতেছে তাহা নহে। আমরা খাদ্য বাছাই করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আজ আমাদের আর ঢেঁকীতে ছাটা লাল চাউল পছন্দ হয় না, মিলের সাদা ঝকঝকে চাউল না হইলে মন উঠে না। বিলাস প্রিয় বাঙ্গালী সস্তায় ভাল জিনিষ চাহে না—বেশী দামে অসার অসার পরিষ্কার করেন চাউল খাইয়া খাদ্যের ভাল অংশ পরিত্যাগ করে। লাল চাউল কুলীর খাদ্য বলিয়া বাঙ্গালী দূরে রাখে। বাঙ্গালী আজ এমন সব খাদ্য খায়, যাহাতে ভাইটামিন জাতীয় জীবনীশক্তির অভাব দেখা যায়। এদিকে ব্যবসাদারেরাও সুবিধা পাইয়া মিলে ছাটা চাউল বিক্রয় করিয়া ৬-পয়সা লাভ করিতেছে। কারণ, ঢেঁকী ছাটা চাউল নাকি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। ব্যবসায়ের ক্ষতি করে, মিলের চাউল অনেক দিন যেমন ইচ্ছা রাখা যায়। এইভাবে অজীর্ণ বেরিবেরি রোগ দেখা দিতেছে। আজকাল শিক্ষিত বাঙ্গালার এক প্রিয় খাদ্য হইয়েছে, পাউরুটি। ৬০ বৎসর আগে যখন আমি রেল ষ্টেশনে যাইতাম—দেখিতাম বাঙ্গালীরা চিঁড়ে, গুড়, মুড়ি প্রভৃতি খাইত। এখন তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা খায়—চা, আর পাউরুটি তাহারা ভাল আহার ত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্যহীন খাদ্য ধরিয়াছে। আজকাল কোন ভদ্র লোকের বাড়ীতে চিঁড়া, মুড়ি খাইতে দিলে আপনারা তাহা অপমানিত বোধ করিবেন। মুখের জালায় ছোলা, গুড় এই খাদ্য বাঙ্গালী ভুলিয়াছে।

পয়সা দিয়া রোগ ক্রয়

বাঙ্গালী সকালবেলায় খায় চা বিস্কুট আর পাউরুটি। ইহাতে খরচ কত বেশী পড়ে। ৩০্ টাকা যার মাহিনা—তার শতকরা ১৭্ টাকা এই জলখাবারেই ব্যয় হয়। তাহাও আবার—সারহীন। আজ বাঙ্গালা পয়সা দিয়া রোগ ক্রয় করিতেছে। তাহারা বাজার ময়দা খায় না—কলের ময়দা দেখিতে ফর্সা, পোকায় ধরে না—তাহাই বেশী খায়। অথচ তাহাতে যে ভাইটামিন কম তাহা তাহারা জানে না।

অজ্ঞতাই প্রধান কারণ

খারাপ খাদ্য রোগ আনে, ধীরে ধীরে তাহা দেহকে মরণের পথে টানিয়া লয়। এই দুরবস্থা অর্থের অভাবের জন্য নহে। জ্ঞানের অভাবে এবং না জানার দোষেই হইতেছে।

আহারে বাবুগিরি ছাড়িতে হইবে

বাঙ্গালী জাতি ঘোরতর বাবু হইয়া পড়িয়াছে। অধিক সিদ্ধ খাবার না হইলে তাদের চলে না। ভাত রাঁধা হয় কিন্তু তার আসল জিনিষ—ফ্যান ফেলিয়া দেওয়া হয়। আজ বাঙ্গলার লোক এই ফ্যান ভাত খাইতে ভুলিয়াছে। প্রতিদিন কিছু কাঁচা ফলমূল প্রত্যেকেরই খাওয়া দরকার। আমি নিজে তাহা খাইয়া থাকি। হিন্দুর বিধবারা একাদশীর উপবাসের দিন এই জিনিষ-সব খান। নিয়ম সকলের পক্ষেই সমান—বিধবারা উপবাসের পর যাহা খান—আমি তাহা আনন্দ করিয়া খাইয়া তৃপ্তি পাই।

অপূর্ব্ব সুযোগ !! অপূর্ব্ব সুযোগ !!

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৬ সংখ্যা হইতে ২৫ সংখ্যা এই দশদিনের নদীয়া-প্রকাশে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ।০ চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইলেই এই সংখ্যা সমূহ প্রেরিত হইবে। যাঁহারা শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সংখ্যা-সমূহ পাঠ করিলেই দ্বীপ-সমূহের বিবরণ, পরিক্রমার বিবরণ, ত্রিদণ্ডি-পাদ-গণের ও অন্যান্য শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বক্তৃতা, হরিকথা শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহা-দিগকে এই অপূর্ব্ব সুযোগের নিমিত্ত সত্বর অগ্রসর হইতে আমরা প্রার্থনা করি, বিলম্বে নির্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে চৈত্র, মঙ্গলবার—১৩৩৫

ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব

"ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম" মনে করিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবত্বের পক্ষপাতী হইয়া ব্রাহ্মণত্বের নিন্দা করে এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মণত্বের পক্ষপাতী হইয়া বৈষ্ণবত্বের নিন্দা করে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনও তাহা করেন না কারণ তাঁহারা জানেন যে, ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

"সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডালে কেন ইহা বসাইলে?
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥"

যে ভাগ্যবান্ জীব ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় স্বভাবতঃই নির্ম্মল এবং সেই সুনির্ম্মল হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই হৃদয়ে যদি মাৎসর্য্য চণ্ডাল স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ-ভক্তিদেবী তিরোহিতা হন; তখন আর সেই ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। পরসুখে দুঃখী এবং পরদুঃখে সুখী হওয়ার নামই মাৎসর্য্য। মাৎসর্য্য ও প্রেম পরস্পর বিরুদ্ধ। মাৎসর্য্য-শূন্য হৃদয়ই ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র পরিচয়, উহাই প্রেমের একমাত্র বসতিভূমি। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রাহ্মণের লক্ষণ বর্ণনে বলেন,—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ
ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্ম
লক্ষণম্॥"

যিনি ব্রাহ্মণ তাঁহার শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুত-ভক্তি (শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি) ও সত্য, এই একাদশটী লক্ষণ অবশ্য আছে, যাহাতে এই গুণ সমূহের অভাব তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। এই সমুদয় গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণের হৃদয়েই কৃষ্ণভক্তি-শিখা দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করেন। যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ-ভক্তি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার ব্রহ্মণত্ব লাভ হয় নাই। নারদ বলেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভি-
ব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব
বিনির্দ্দিশেৎ॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। যদ্যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।"

এই সকল পারমার্থিক শাস্ত্র-বচন এবং মন্বাদি সংসারনিবৃত্তী স্মৃতিবচন অনুশীলন করিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে ব্রাহ্মণ দুই প্রকার। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতি নিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণনিবন্ধন। বৃহদারণ্যকে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের লক্ষণ এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে

"এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥"

বিবেকাদি গুণানামস্থ দশবিধ ব্যবহারিক ক্রিয়াতে ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা স্মৃতি-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; দীক্ষা, উপাসনা, সন্ন্যাস ও অষ্টাঙ্গ যোগাদি সম্বন্ধে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা। পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ না হইলে বৈষ্ণবত্ব লাভ হয় না, তাই বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন,—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং
কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

চিদচিদীশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন

এই সমুদয় শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া আমরা নিশ্চয়ই জানিতে পারিতেছি যে উন্নতি গর্ভ ব্রাহ্মণত্বে ও বৈষ্ণবত্বে ভেদ নাই। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া উদিত শ্রদ্ধ হইলেই জীব কৃতকৃত্য হইয়া ভক্তি লাভ করেন।

জড়ভরতাদির উদাহরণ দৃষ্টি করিয়া অনেকের মনে একটী সংশয় উদিত হয় যে নীচ বর্ণে উদ্ভূত ব্যক্তির ভক্তি হইলেও পরাগতি লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ কুলে জন্মের প্রয়োজন হয়; এতৎ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত বাক্যই সর্ব্বদা আলোচনীয়। যথা

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ
পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি
যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা
রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং
প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কুলে যদি শুদ্ধ-ভক্তির উদয় হয় তাহা হইলে সে জীব উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ বৈশ্য, শূদ্র, ও অন্যান্য পাপযোনি প্রাপ্ত চণ্ডালাদি সকলেই আমার শুদ্ধা ভক্তি আশ্রয় করিয়া পরাগতি লাভ করে

যে দুইটী বচন উদ্ধৃত করা হইল তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের দুইটী বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে
মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা
নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন
মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই সাধারণতঃ জীবগণ ব্রাহ্মণত্বসম্পন্ন হইয়া ভক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি সাধুসঙ্গবলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পত্তির পূর্ব্বেই অনন্য-ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন তাঁহাকেও সাধু বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেননা মহৎকৃপায় সত্বরই তিনি ধর্ম্মাত্মা অর্থাৎ ভক্ত্যাধিকারযোগ্য ব্রাহ্মণত্ব ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলক্রমেই লাভ করিবেন।

[illegible]জন—গম্ভীর

[illegible] আছে [illegible] দেহ ও মনের [illegible] অনিত্য [illegible] আত্মার [illegible] নিত্য। [illegible] আবার [illegible] আত্মার [illegible] বিভিন্ন [illegible] কাজেই দেহ ও মন সমর্থ নহে।

[illegible] মায়াবাদী যে [illegible] [illegible] না। [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রমাণ [illegible] কখনই [illegible] ইহাই [illegible] এই জন্যেই [illegible] ব্রাহ্মণত্বে নিষ্ঠা [illegible] পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব [illegible]

হে পাঠকবর্গ! ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের ভেদ [illegible]। ব্রাহ্মণ [illegible] বৈষ্ণবত্বের অধিকারী। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ব্রাহ্মণত্বের সম্মান করিয়াছেন। [illegible] একান্ত কৃপা [illegible] করিলে আমরা শুদ্ধ হইতে পারি, ব্রাহ্মণত্বের [illegible] করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারেন না এবং বৈষ্ণবত্বের অনাদর করিয়া ব্রাহ্মণ কখনই চরিতার্থ হইতে পারেন না! [illegible] বৈষ্ণবের যেরূপ [illegible] তাহাই জগতে [illegible] [illegible] যেন [illegible] না [illegible]

[illegible] অনুগ্রহ করিয়া [illegible] [illegible] আমাদিগকে [illegible]।

[illegible]-বিগ্রহ হরি-সেবায় নিযুক্ত সুতরাং মানসিক মুক্তি, এবার গার্হস্থ্যাশ্রমে হরি-সেবা হইতে [illegible] বিচ্যুত করেন না।

[illegible]-প্রোষিতদের [illegible] [illegible] চঞ্চলতার [illegible] [illegible] অনিত্য [illegible]

[illegible]

করেন। [illegible] আমিষ [illegible] করেন না। [illegible] বৈষ্ণব [illegible] কোন অনিত্য উপাদানের [illegible] আত্মীয়ের গার্হস্থ্য [illegible] প্রাপ্ত [illegible] [illegible] কর্ম, [illegible] [illegible] অপরিচিত [illegible] উহা [illegible] পারিবেন না।

[illegible]

[illegible]

আত্মা [illegible] [illegible] পূর্বে [illegible] [illegible] ইন্দ্রিয় [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] অভাব [illegible] [illegible] মহাপ্রভু [illegible] উক্তি [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সেবা

মোক্ষকামীর সেবা শুদ্ধা সেবা নহে কেন?

ভুক্তকামীর ভক্তির আবাহন যেমন প্রকৃত সেবা-বুদ্ধি নহে মোক্ষকামী অনীশ্বরও সেইরূপ ভক্তির আবাহন। সে স্ব' মুখে ঈশ্বরের আধিপত্য স্বীকার করিতে বিমুখ, নিজেই ব্রহ্ম, তবে তাহার চিত্ত নির্মলতার জন্য "সাধনানাং [illegible] রূপ-কল্পনা" (সাধনা) করিয়া কিছুকাল ভক্তি আলোচনা করে মাত্র। এই উপাসনা [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] নদীয়া-প্রকাশ পত্রিকা [illegible] [illegible] এই প্রবন্ধে [illegible] কথা কিছু বলা হইবে না। [illegible]

[illegible] শুদ্ধা-ভক্তি বুঝিতে হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সেবায় সম্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজন

[illegible] সম্বন্ধজ্ঞান। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কখনও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হয়, তবে কি আমাদের সেবা চলিবে? [illegible] [illegible] সেবা [illegible] [illegible] সেবা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বীকার না করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেবিয়াছেন, [illegible] কাছে [illegible] না।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেবা [illegible] প্রদর্শন করেন নাই। এই সকল ঘটনা সম্বন্ধের গাম্ভীর্যের পরিচয়।

বৈষ্ণব-গৃহস্থের আতিথ্য

আতিথ্য একটি প্রধান ধর্ম। যে দেশে আতিথ্য নাই সে দেশে মরুভূমি তুল্য পরিত্যাজ্য। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে যাহার আতিথ্য নাই, তাঁহার বৃথা জীবন। লোকে প্রাতঃকালে তাঁহার নাম করে না। সুতরাং তিনি একজন পাপিষ্ঠদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। আতিথ্যই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম। গৃহস্থের যে সকল অনিবার্য্য পাতক হয়, তাহা আতিথ্যের দ্বারা দূর হয়। বৈষ্ণব-গৃহস্থই সর্ব্বপ্রকার গৃহস্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে আতিথ্য শিক্ষা দিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

গৃহস্থের মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
[illegible] [illegible] যেন থাকে।
তবে [illegible] অতিথিরে অতি॥

যে পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের গুরুত্বাদি অধিকার [illegible] না, সে পর্য্যন্ত গৃহস্থ [illegible] বৈষ্ণব সকল্য অতিথি সেবা করিবেন। বৈষ্ণব-[illegible] বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] সকলেরই সিদ্ধান্ত করে। সেই বৈষ্ণব-সেবা করিয়াও গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অতিথি-সেবা করিতে হইবে। অতিথি-সেবায় ও বৈষ্ণব-সেবায় এই ভেদ যে অতিথি সেবা গৃহস্থধর্ম এবং বৈষ্ণব-সেবা বৈষ্ণব-ধর্ম। যিনি কেবল ব্যবহারে গৃহস্থ তিনি অবশ্য অতিথি সেবা করিবেন এবং বৈষ্ণব থাকিয়া বৈষ্ণব-সেবা করিবেন। অবৈষ্ণব গৃহস্থ কেবল অতিথি সেবা করেন, বৈষ্ণব সেবায় তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। অবৈষ্ণবদের গৃহে যদি বৈষ্ণব আগত হইলে, তাঁহার সেবা অতিথি-সেবাকল্পেই হইয়া থাকে।

অতিথি কে? উত্তর এই যে, যিনি ক্ষুধিত হইয়া আমার গৃহে উপস্থিত হন, তিনি অতিথি। অভ্যাগতদিগকে অতিথি বলিয়া গ্রহণ করা [illegible] নয়। [illegible] [illegible] আত্মীয় [illegible] হইয়া আসেন, তাঁহাকে আদর করিয়া সেবা করিবে। অতিথিকে [illegible] নারায়ণ বলিয়া মনে [illegible], সুতরাং জাতি প্রভৃতি বিচার করিবে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অতিথিকে সেবা করিবে। [illegible] যেমন শক্তি তদনুসারে যথাশক্তি সেবা করিবে। গৃহস্থের ঘরে যদি [illegible] না থাকে [illegible] হইলে কেবল [illegible] দান [illegible] [illegible] অতিথি সেবা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। তাহা নিম্নলিখিত হইতেছে সংক্ষিপ্ত-আলোচনায় হইল।

অসৎসঙ্গ ত্যাগ

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত জীবের প্রেম সাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে তিনি সহস্র সাধন করিয়াও সফলতা লাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজনাঙ্গ স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গ সকল পালন করেন, কিন্তু বহুদিন পরেও বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। বহুদিন পরে উন্নতি না দেখিলে কাজে কাজেই নৈরাশ্য উপস্থিত হয়; নৈরাশ্য হইলে সাধন ভজন সকলই পরিত্যক্ত হয়। এক্ষণের গাঢ় রূপে চিন্তা করিয়া দেখুন কোনই বা ভজনোন্নতি হয়

[illegible] করিবে। এইরূপ যথাসাধ্য অতিথিসেবা করা গৃহস্থমাত্রেরই কর্তব্য।

গৃহস্থ কে? উত্তর এই যে, যিনি বিধিমত বিবাহিত হইয়া গ্রামে বাস করেন তিনিই গৃহস্থ। কেবল গৃহে থাকিলেই গৃহস্থ হওয়া যায় না। নিম্নলিখিত [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় উপদেশ

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্
সমশ্নুতে॥

অর্থাৎ গৃহকে গৃহ বলা যায় না। গৃহিণীই গৃহ। সেই গৃহিণীর সহিত গৃহস্থ [illegible] পুরুষার্থ ভোগ করেন।

এই প্রকার গৃহস্থই সকল আশ্রমের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। তিনি অন্য সকল আশ্রমের আশ্রয়। সুতরাং ধার্ম্মিক গৃহস্থ [illegible]। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণের মধ্যে [illegible] তাঁহাকে [illegible] স্থান দিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৃহস্থ যখন অতিথি পান, তখন দেখিয়া থাকেন। সে অতিথিটী সাধারণ অতিথি কি বৈষ্ণব অতিথি। যদি বৈষ্ণব অতিথি [illegible], তবে তাঁহাকে স্বীয় আত্মার অধিক স্নেহ করিয়া, তাঁহার সেবা করেন এবং তাঁহার সঙ্গে ভক্তির উন্নতিসাধন করেন। যদি সাধারণ অতিথি পান তবে সাধারণ অতিথিবিধানে সেই অতিথিকে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সেবা করেন। এইরূপ আচারই বৈষ্ণব-গৃহস্থের ব্যবহার।

মহাপ্রভু নিজ চরিত্রেও এই শিক্ষা দিয়াছেন; শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন [illegible] প্রভু দেন সবাকারে॥
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থচরিত্র দৃষ্টিপূর্ব্বক গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সংসারে আচরণ করিবেন।

যাহা সৌভাগ্যবান অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে অসৎসঙ্গক্রমে ভজনের উন্নতি হয় না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধুসঙ্গ।
অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার॥
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার স্ত্রী সঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন। স্ত্রীসঙ্গী কাহাকে বলা যায়? বিবাহিত স্ত্রীর সহিত সহবাস কি স্ত্রীসঙ্গ বলে? একথা হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে অনেকেই গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র অবলম্বনপূর্বক কলিজীবের উদ্ধার হইয়া থাকে। বিবাহিত পত্নীর সহিত কৃষ্ণসংসার স্থাপন করিয়া জীবের ভজনোন্নতির ব্যাঘাত হওয়া দূরে থাকুক, আরও সহায়তা হয়। কৃষ্ণসেবার উদ্দীপন-স্বরূপ স্ত্রীপুত্র অঙ্গীকারকে ভক্তির অঙ্গ বলা যায়। এবং কতগুলি শুষ্ক বৈরাগ্যের বিশেষ অনাদর ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায়। বিবাহিত পত্নীকে কৃষ্ণদাসী ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে কৃষ্ণদাস বলিয়া যে অভিমান করা যায়, তাহা ভক্তের পক্ষে কিছুমাত্র দূষণীয় নহে। যদি বিবাহিত স্ত্রীর সহিত যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শক্রমে সহবাসাদি স্ত্রীসঙ্গ হইল না, তবে স্ত্রীসঙ্গ কাহাকে বলে? অতএব এই যে, সঙ্গ শব্দে আসক্তি; যেই বিবাহিত স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পড়িলে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায়। আসক্তি জীবের একটি নিত্যধর্ম। তাহা যদি কৃষ্ণে অর্পিত হয়, তবে আর আসক্তি থাকে না। স্ত্রীতে আসক্তি করিলে কৃষ্ণাসক্তি খর্ব হয়; কৃষ্ণাসক্তিই ভক্তি। স্ত্রীতে যুক্তবৈরাগ্য দেখাইয়া আসক্তি করিলে স্ত্রীসঙ্গ হইল না। বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর সহিত কোন প্রকার সহবাস করাকে স্ত্রীসঙ্গ বলে। যুক্তবৈরাগ্য বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। অন্য স্ত্রীসঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ, হেয় ও পাপময়। গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিবাহ পদ্ধতির দ্বারা বরণীয় স্ত্রীর সহিত অনাসক্ত-রূপে সহবাসকে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায় না। সেরূপ গৃহস্থ পুরুষের সঙ্গও অসৎসঙ্গ নহে। অবৈধ পত্নী বা উপপত্নীগ্রহণই স্ত্রীসঙ্গ। যে পুরুষেরা তাহা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গও অসৎসঙ্গ। অতএব অনাসক্ত গৃহস্থ ভক্তের ও স্ত্রীসহবাস-রহিত আগ্রহ বৈরাগী ভক্তের সঙ্গ সর্বদা ভজনানুকূল। অতএব স্ত্রীসঙ্গী ও ভক্তিহীন পুরুষ বা অযুক্তবৈরাগীর সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক সৎসঙ্গে শ্রীহরিনাম সাধন করিলে সাধকের দিন দিন ভজনোন্নতি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্তব্য। প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য যে গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ দামোদর স্বরূপ দাসাধিকারী)

ভীষণ-সমর-মাঝে আত্মীয়-সম্মুখে
কাঁদিলে কি সাজে তোমা? ক্ষত্রিয় হইয়া?
অনার্যে আসক্ত এই মহান্ সমর
[illegible] মহাবীরগত, সর্বদাই
অনায়ত্ত যাহে; [illegible]
[illegible] এই মর্মন্তুদ
না করহ [illegible] ;
[illegible]—[illegible]
[illegible] যে কীর্তি, নষ্ট হয়—
[illegible]।
"[illegible]
[illegible]"—[illegible] অকীর্তি কথা
[illegible] চিরদিন সর্বলোকে।
[illegible], হে অর্জুন!
[illegible] অকীর্তি [illegible]
[illegible],—'[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]"—[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible], পুরাদিগ্দিগন্ত
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]—
'[illegible]—[illegible]
[illegible] কিছু, অতএব
[illegible] অর্ঘ',
[illegible]
[illegible], অথবা [illegible]
[illegible] ধরণী, [illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কারণ। জ্ঞানযোগ
[illegible] তোমারে; তদুপরে—
কামনা বিহীন-কর্মযোগ-[illegible]—
বুদ্ধি-কথা [illegible] কহিব অর্জুন!
[illegible]
[illegible] কর্মের বন্ধন। বুদ্ধিযুক্ত এই কর্মযোগ,—বিনাশ না হয় কভু আরব্ধ তাহার, কিম্বা নাহি প্রত্যবায় তাহে। আস্বাদিতে [illegible]—[illegible]। [illegible] কর্ম-যোগ [illegible] [illegible] সংসার হইতে [illegible]। (৪০)

কৃষ্ণনগর টাউনহলে বক্তৃতা

গত [illegible] শনিবার অপরাহ্নে শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক [illegible] শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী [illegible] [illegible] সভাপতিত্বে [illegible] [illegible] প্রাঞ্জল ভাষায় [illegible] একটী [illegible] দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। [illegible] বক্তৃতা শ্রবণে [illegible] মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বক্তৃতার সময়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বক্তৃতার [illegible] প্রকাশিত করিতে প্রয়াস পাই।

নানা কথা

মুড়াগাছার মেলার আয়োজন

[illegible] হইতে বৈশাখী [illegible] [illegible] দিবস [illegible]

[illegible] থাকে। [illegible] লোক সমাগম হয়। যাত্রা, থিয়েটার, চপ, কীর্তন প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] তত্ত্বাবধান করেন [illegible] যুবক [illegible] কার্যে বিশেষ [illegible] [illegible] থাকেন। [illegible] সাহায্যে মেলা [illegible] সম্পন্ন হয়। [illegible] এখন হইতে [illegible] [illegible]।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

এই স্কুলটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছাত্রদের [illegible]। [illegible] তিনটী ছাত্র ও দুইজন শিক্ষক [illegible]। স্কুলটির মেরামত, [illegible] সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে।

স্বাস্থ্য

[illegible] তুলনায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রায় [illegible] অধিবাসীদের বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে [illegible]। [illegible] একেবারে [illegible] [illegible] নিবেদন অনুরোধ অনেক [illegible] [illegible] কর্ণপাতও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] বাস করেন, তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ কিছু সম্ভবে না।

ফুটবল প্রতি[illegible]

[illegible]

[illegible] প্রদান করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মোটর-বাস-দুর্ঘটনা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রঙ্গপুরে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সুরাটে হিন্দু মহাসভা

[illegible] মার্চের সংবাদে প্রকাশ [illegible] অধিবেশনের [illegible] হইতে চালাইতে [illegible] স্বেচ্ছাসেবকদিগের [illegible] [illegible] সমাধা কর [illegible] প্রয়োজনের [illegible] শেষ করিবার [illegible] হইতেছে না।

[illegible] আরম্ভ [illegible] সভাপতিগণ [illegible] বাঙ্গালা [illegible] প্রোতে [illegible] হইতে [illegible] অতএব [illegible] ভারতের ভাবী শাসন প্রণালী [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সমর্থন করেন শ্রীযুত [illegible] এক প্রস্তাব [illegible] উপস্থাপিত [illegible] [illegible]।

আতিশ্খুনে অর্থঘট

[illegible] কারখানার সরকারি [illegible] [illegible] বিবরণে প্রকাশ, [illegible] [illegible] প্রস্তাব [illegible]

[illegible] শ্রীযুত [illegible] [illegible] বিবেচনা [illegible] [illegible] [illegible] ।

[illegible]

পুরাতত্ত্ব বিভাগ

[illegible] কানীতে রাজামাটী-চাঁদ- [illegible] প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সাময়িক [illegible] হইতে খানিকটা জায়গা খনন করিতে- [illegible] মাটীর নীচে প্রায় ১৪ ফিট দূরে [illegible] চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। মঠের মধ্যে একটি কূপ আছে। বৌদ্ধিকের একটি সুন্দর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। [illegible] কোন [illegible] এখনও পাওয়া যায় নাই, এখন [illegible] এই খনন [illegible] অর্থের ব্যবস্থা হইলে [illegible] আরম্ভ করা হইবে।

[illegible] শ্রীযুত নির্মলকুমার [illegible] নিকট চন্দননগরকে [illegible] নামক স্থান খনন [illegible] ৫ ফিট শিবলিঙ্গ [illegible] ঐ ঐতিহাসিক বস্তু সকল [illegible] আছে। [illegible] [illegible] মন্দিরটি [illegible] এখানে শিলা- [illegible] বলিয়া প্রকাশ।

চীন-জাপানে মিলন

[illegible] মার্চের সংবাদে প্রকাশ, সরকারী দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, [illegible] চুক্তি অনুসারে [illegible] মধ্যে [illegible] হইতে সমস্ত জাপানী [illegible] অপসারিত করিবে, অতঃপরে [illegible] চীনে জাপানীদিগের ধনপ্রাণ [illegible] গ্রহণ করিবে।

[illegible] ঘটনায় অন্য চীনা ও জাপানীদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে একটি চীন-জাপান [illegible] কমিটি তাহার তদন্ত করিবেন। তাঁহারা উভয় [illegible] [illegible] নির্ধারণ করিবেন। আশা করা যায়, অতঃপর চীন জাপানের মধ্যে [illegible] [illegible] হইবে।

'মুক্তি' পত্রের মামলা

রাজদ্রোহ মামলায় দণ্ডিত "মুক্তি" পত্রের মুদ্রাকর শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ [illegible] পাটনা হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন। [illegible] শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাশ [illegible] [illegible] মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, [illegible] তিনি আপীলও করেন নাই। [illegible] জামীনের প্রার্থনা করেন নাই।

মহাবালেশ্বরে প্লেগ

মহাবালেশ্বরে প্লেগরোগে [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] পরিষ্কার [illegible] চলিতেছে। চিকিৎসক- [illegible] [illegible] করিয়াছেন যে, [illegible] তিন [illegible] [illegible] রোগমুক্ত হইবে। [illegible] টীকা দেওয়া হই- তেছে।

ব্যবস্থা-পরিষদে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি

বড় লাটের সহিত সেন্ট্রাল কমিটীর আলোচনা

নয়া দিল্লী, ২৬শে মার্চ।

বড় লাটের সহিত সেন্ট্রাল কমিটীর যে আলোচনা হয়, [illegible] সেই বিষয় [illegible] চলিতেছে। বর্তমান ব্যবস্থা- পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির পক্ষ সমর্থন সকল সভ্য একবাক্যে করিয়াছিলেন। [illegible] এ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ আলোচনা হয়।

বড় লাট নিজে কোন স্বীকারোক্তি না করিলেও [illegible] [illegible] [illegible] পরিষদগুলির আয়ুষ্কাল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন।

ইহা হইতে রাজনৈতিক মহলে এই অনুমান [illegible] যে, [illegible] [illegible] [illegible] নির্বাচন [illegible] শেষ [illegible] এবং [illegible] আইনের [illegible] আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় [illegible] কর্তৃক [illegible] কমিটি গঠিত হউক।

—[illegible]।

দিল্লীতে অস্পৃশ্যতা ও মাদক বর্জ্জন

[illegible] কংগ্রেসের [illegible] কমিটির অধিবেশনে এক [illegible] এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে [illegible] মাদক বর্জ্জনের [illegible] [illegible] [illegible] জন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কমিটি গঠন করা হউক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বর্জ্জন [illegible] জন্য শ্রীযুত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] আর একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। [illegible] কমিটির জন্য মাসে ২ শত টাকা [illegible] [illegible] হইয়াছে।

রঙ্গপুর-প্রদর্শনী

ডাঃ বিধান রায়ের দ্বারোদ্ঘাটন

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বুধবার [illegible] প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ডাঃ রায় [illegible] প্রদর্শনীর উপযোগিতা বুঝাইয়া সকলকে জাতীয় শিল্পকে সাহায্য করিতে বলেন।

প্রদর্শনীতে প্রতিদিন আসাম ও বাঙ্গলার নানাস্থান হইতে দর্শনীয় দ্রব্য আসিতেছে। প্রদর্শনী সমিতি প্রত্যেক সকলের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

বাসন, মৃৎশিল্প, ছবি প্রভৃতি প্রদর্শনীর নানা বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টর হত্যার জের

নানাস্থানে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

বরিশাল, ২৮শে মার্চ। সব-ইন্সপেক্টর হত্যা সম্পর্কে পুলিশ গত বৃহস্পতিবার [illegible] বরিশালের [illegible] কারখানায় খানাতল্লাস করিয়াছে। ইহা ছাড়া, তাহারা আবদুল [illegible] নামক এক ব্যক্তির কাগজের দোকানেও খানাতল্লাস করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে [illegible] [illegible] একখানা [illegible] বিক্রয় করিয়াছিল।

আফগান সীমান্তে রুশ

সোভিয়েটের [illegible] [illegible] সীমান্তে প্রবেশ [illegible] আফগানদিগের সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন বলিয়া [illegible] রটিয়াছিল, সরকারী সংবাদে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। [illegible] [illegible] হইতে যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে তাহাতে [illegible] [illegible] অবাধে [illegible] প্রবেশ করিতে পারেন। সোভিয়েট সৈন্য আফগান সীমান্তে [illegible] করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা [illegible] [illegible] প্রচার করা হইতেছে, এইরূপ বলিতেছেন।

ডিউক অফ ইয়র্ক

[illegible] [illegible] [illegible] ডিউক অব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

অপূর্ব্ব সুযোগ !! অপূর্ব্ব সুযোগ !!

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ [illegible] [illegible] সংখ্যা হইতে ২৫ সংখ্যা এই দশখানার নদীয়া-প্রকাশে [illegible] বর্ণিত হইয়াছে। ১০ চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইলেই এই সংখ্যা সমূহ প্রেরিত হইবে। যাঁহারা শ্রীধাম পরিক্রমার যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সংখ্যা-সমূহ পাঠ করিলেই দ্বীপ-সমূহের বিবরণ, পরিক্রমার বিবরণ, ত্রিদণ্ডি-পাদ-গণের ও অন্যান্য [illegible] শ্রীমুখ- নিঃসৃত বক্তৃতা, হরিকথা, শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহা

সত্বর আবেদন হইতে আমরা প্রার্থনা করি, বিলম্বে নির্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে চৈত্র, বুধবার—১৩৩৪

সম্প্রদায়

জগতে বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে। কেবল ভারতে নহে, পাশ্চাত্যদেশেও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভাব নাই। লোকের নানাবিধ রুচি, নানারুচি হইতে নানা মত; আবার নানা মত হইতে নানা পথের সৃষ্টি। মনোধর্ম্মের চিরকালই এই অবস্থা, কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই মনের পরিবর্ত্তন। যেই মন একবার বলে 'দুগ্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য', আবার সেই মনই বলিয়া থাকে—'দুগ্ধ অতি অখাদ্য খাদ্য'। সুতরাং মনোধর্ম্মের স্বভাবই "এই ভাল, এই মন্দ"। মনোধর্ম্মের কথাই এই—'নানা মত' 'নানা পথ' 'যার যেমন মনে লয়, সে তেমন' ইত্যাদি। কিন্তু আত্মার ধর্ম্মে এইরূপ 'এই ভাল' 'এই মন্দ' নাই; যাহা ভাল, তাহা পূর্ব্বেও ভাল, এখনও ভাল, পরেও ভাল,—অনাদি অনন্তকাল ভাল। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য—এ সত্য অখণ্ড সত্য। এই সত্য এক সকলের পক্ষেই এক।

জীবাত্মা, পরমাত্মার অংশ। বিশ্ববাসী সকলেই পরমাত্মার অংশ। হিন্দু বা ভারতবাসীই যে কেবল পরমাত্মার অংশ, তাহা নহে, যে কোনও জাতি বা যে কোন দেশের লোক হউক না কেন, সকলেই ভগবানের দাস। কেবল মনুষ্যই যে পরমাত্মার অংশ বা দাস, তাহাও নহে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত,—সকলেই জীব, সুতরাং পরমাত্মার অংশ। কেবল বিশেষ এই যে, কাহারও আত্মা সুপ্ত, কাহারও আত্মা ঈষৎ-বিকশিত, কাহারও পূর্ণ-বিকশিত।

"কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যাঁহার আত্মা জাগ্রত, তিনি নিজকে ভগবানের দাস বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু যাঁহার আত্মা অত্যন্ত আবৃত, তিনি তাহা অস্বীকার করেন। বস্তুতঃ আত্মার সকলেই এক। সুতরাং যখন ভগবান্ সকলেরই এক এবং সকলেই সমজাতীয়, তখন আত্মার ধর্ম্মও সকলেরই এক। সেই ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম—একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম—বিশ্বজনীন ধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম (জীবাত্মার পরমাত্মার উপর প্রীতি) বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম। "যেনাবৃতং বিশ্বমিদং এব বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, তিনি বিষ্ণু। সুতরাং বেদের মন্ত্র এই,—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি

সাধ্য ও সাধন

যে বস্তুকে সাধন করিয়া পাওয়া যায়, তাহাই সাধ্য। সেই সাধ্যবস্তু পাইবার যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার নাম সাধন। মায়াবদ্ধ জীবগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে সাধ্য বিষয়কে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখেন। বস্তুতঃ সাধ্যবস্তু এক বই দুই নয়। প্রবৃত্তি ও অধিকারভেদে সাধ্যবস্তু তিন প্রকার হইয়াছেন অর্থাৎ ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তি। যাহারা প্রাপঞ্চিক কর্ম্মে আবদ্ধ ও প্রাপঞ্চিক সুখের বাসনায় ব্যস্ত, তাঁহারা ভুক্তিকে সাধ্য বলিয়া মনে করেন। শাস্ত্র কামধেনু; যিনি যাহা পাইবার বাসনা করেন শাস্ত্র-মধ্যে তিনি তাহা লাভ করেন। প্রাপঞ্চিক সুখভোগকে কর্ম্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রগুলি "বলিয়া সেই সেই অধিকারীকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাপঞ্চিক জগতে যত প্রকার ভাবিদের আশা আছে, সেই সমস্ত ঐ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" অর্থাৎ জ্ঞানিগণ সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ বিষ্ণুর সেই পরমপদকে সর্ব্বদা দর্শন করেন। সুতরাং যাঁহারা এই নিত্যধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্মকে পরিবর্ত্তনশীল দেহ ও মনোধর্ম্মের সহিত সমান মনে করিয়া নিত্য-ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক বা সঙ্কীর্ণ মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের স্বরূপ বিচার করেন নাই। যে আত্মার ধর্ম্ম—বিশ্বের স্থাবর, জঙ্গম সকলকেই আত্মীয় (আত্মার সম্বন্ধীয়, দেহের সম্বন্ধীয় নহে) জ্ঞানে বা বৈষ্ণব (ভগবদ্ অংশ) জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন, তাহা কি সঙ্কীর্ণ?

জগতে সৎধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম এক—আত্মধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য সম্প্রদায়ও এক—সেটীই বিশ্ববাসী সকলের একমাত্র সম্প্রদায়,—তাহারই নাম সাত্বত-সম্প্রদায়। এই সাত্বত-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য (১) যাঁহারা আত্মধর্ম্ম-যজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মনোধর্ম্মের কল্পিত নানা মত, নানা পথ হইতে রক্ষা করা; (২) বিশ্বজনীন আত্মধর্ম্মে তাঁহাদিগের নিষ্ঠা উৎপাদন করা; (৩) সাধুপদাশ্রয়, মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ ও ভজন-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আত্মার বিকাশসাধন করা।

এই সৎ-সম্প্রদায়-প্রণালীর আদিপ্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান্। শত নিঃস্বার্থ, বিশ্বপ্রাণ, ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মগণ এই সৎ-সম্প্রদায়-প্রণালীতে নিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আত্মে প্রীতি ও বিশ্বে প্রেম-সংস্থাপনই এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। সামাজিক বা রাজনৈতিক-ব্যাপারে নিত্য-প্রেম নাই—আত্মাতেই প্রেম নিত্যকাল অধিষ্ঠিত।

এই জগতে প্রাপঞ্চিকদেহ ধারণ করিয়া জীব ইন্দ্রিয়সুখকে বিশেষ আদর করে। সেই ইন্দ্রিয়সুখের ভোগস্থান এই জড়-জগৎ। জন্মগ্রহণ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগ হয়, তাহার নাম আমুষ্মিক সুখ। আমুষ্মিক সুখ বহুবিধ—স্বর্গে ও ইন্দ্রলোকে অপ্সরাদিগের নৃত্যদর্শন, অমৃত-ভোজন, নন্দনকাননে পুষ্পাদির ঘ্রাণ, ইন্দ্রপুরী ও নন্দনকাননের শোভা-দর্শন, গন্ধর্ব্বদিগের গীত শ্রবণ ও বিদ্যাধরীদিগের সহিত সহবাস, এই সকল সুখের নাম স্বর্গীয়সুখ। এই প্রকার মহঃ, জনঃ, তপঃ ব্রহ্ম-লোকেও কিছু কিছু ইন্দ্রিয়সুখের বর্ণন আছে। ভূলোকের ইন্দ্রিয়সুখ অত্যন্ত স্থূল; পর-পর লোকে ইন্দ্রিয় সকল ও তাহাদের বিষয় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, এইমাত্র ভেদ; কিন্তু সমস্তই ইন্দ্রিয় সুখ ইন্দ্রিয় সুখ বই আর কিছুই নয়। ঐ সমস্ত লোকে চিৎসুখ নাই; লিঙ্গশরীর যে মনোরূপ লিঙ্গশরীর, তাহাতে সূক্ষ্মই থাকে বর্ত্তমান। এই সব সুখভোগের নাম ভুক্তি। কর্ম্মচক্রগত জীবগণ ভুক্তির আশায় ভুক্তি-সাধক যে কর্ম্মের আশ্রয় করেন, তাহাকে তাঁহারা সাধন বলেন। ভোগ-পুরুষ-প্রভৃতিদিগের ভুক্তিই সাধ্য।

আবার কতকগুলি লোক এই সংসারক্লেশে জ্বালাতন হইয়া প্রাপঞ্চিক ভোগায়তন রূপ এই চতুর্দ্দশ লোককে তুচ্ছ মানিয়া কর্ম্মচক্র হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়ার বাসনা করেন, তাঁহাদের বিচারে মুক্তিই একমাত্র সাধ্য। ভুক্তিকে তাঁহারা বন্ধন মনে করেন। তাঁহারা বলেন, "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" গীতার এই শ্লোক হইতে নিশ্চয় জানা যায় যে, ভুক্তি কখনও নিত্য নয় অর্থাৎ অনিত্য, যাহা নিত্য, তাহারই সাধন করা কর্ত্তব্য। মুক্তি নিত্য, অতএব তাহাই জীবের সাধ্য; তাহার জন্য যে বৈরাগ্যাদি সাধন-চতুষ্টয় নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই সাধন। জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রে এই প্রকার সাধ্য-সাধনের বিচার দেখা যায়। জীব যেরূপ অধিকার লাভ করেন, কামধেনুরূপ শাস্ত্র সেই অধিকারের উপযোগী ব্যবস্থা দেখাইয়া দেন। মুক্তিলাভ করিয়া জীবের যদি সত্তা থাকে, তাহা হইলে মুক্তিই চরম সাধ্য হয় না, এইজন্য তাঁহারা নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত মুক্তির সীমা-স্বীকার করেন।

জীব বস্তুতঃ নিত্য, সেরূপ নির্ব্বাণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" এই প্রকার বেদশাস্ত্র জীবসকলের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছে। নিত্যবস্তুর নির্ব্বাণপ্রাপ্তি অসম্ভব। মুক্ত হইয়া জীবের সত্তা অবশ্য থাকিবে, এরূপ যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ভুক্তি মুক্তিকে চরমসাধ্য বলিয়া মনে করেন না। ঐ দুইটী অবান্তর সাধ্যবস্তু। সকল কার্য্যেই সাধ্য ও সাধন আছে। যে কার্য্যকে উদ্দেশ করেন, তাহাই সাধ্য এবং ঐ কার্য্যের দ্বারা তাহা

বৈষ্ণবের সঙ্কল্প

অনেক লোক বলিয়া থাকেন, যে বৈষ্ণবের সঙ্কল্প করা উচিত নয়। একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু আমাদের গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয়॥

বৈষ্ণব দুই প্রকার—গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী। উভয়বিধ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য সমান। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ মনে না করেন যে তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব অপেক্ষা সম্মানে শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব সম্মানের যে তারতম্য আছে তাহা কেবল উত্তম বৈষ্ণব ও মধ্যম বৈষ্ণব ভেদে, ইহা জানা উচিত। গৃহস্থের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম উভয়বিধ বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। গৃহত্যাগীর পক্ষেও তদ্রূপ, গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এই যে তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গ ও অর্থলালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেক প্রকার শারীরিক দুঃখ সহিয়াছেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবেরও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। অনেকে কায়ক্লেশে অর্থসঞ্চয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণসেবার্থে গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়বিধ বৈষ্ণবসেবা করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ দেখিলে, গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ভক্তিমাত্রই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ। যাঁহার সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে উত্তম বলিতে হয়, তাহাই সাধ্য। এইরূপ সাধন অবলম্বন করিলে উত্তমের নিকট যে সাধ্য পাওয়া যায় তাহাই চরমসাধ্য, তাহা আর সাধন হয় না; কেননা, তদুত্তরে আর কিছু সাধ্য নাই। এই সাধ্য সাধন-পঞ্চকের সম্বন্ধের নাম-অধ্যক্ষ পর হইলে ভক্তিরূপ অমৃতকে শেষ পাওয়া যায়, অতএব ভক্তিই চরম সাধ্য; যেহেতু ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধধর্ম্ম।

মানবজীবনে যত কার্য্য আছে, সমস্তই সাধ্যসাধন-সম্বন্ধের কর্ম্মরূপ পর্ব্বকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আবার অনেক ঋষি অধ্যক্ষ অনুভবে ক্রমশঃ জ্ঞানরূপ পর্ব্বকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জ্ঞানরূপ পর্ব্বের পরিসমাপ্তিতে ভক্তিরূপ পর্ব্বের প্রারম্ভ। কর্ম্মপর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য—ভুক্তি। জ্ঞানপর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য—মুক্তি। ভক্তিপর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য—প্রেমলাভ। জীবের নিত্যসত্তার বিচার করিলে ভক্তিই সাধন ও সাধ্যরূপে অবশ্য স্থির হয়। সমস্ত সাধু শাস্ত্র ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই এক বাক্যে ইহার সমর্থন করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে হয়। অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু, অদ্বৈত, [illegible] উহার আচার, [illegible] বৈষ্ণবের সমস্ত [illegible] এই স্থলে স্থলে [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] আমরা, [illegible] করিয়াছেন। সে [illegible] অর্থ-পাশা। তাহা [illegible] গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা যে [illegible] কহেন উপায় গৃহত্যাগী বৈষ্ণব অল্প অল্প কাল থাকিতে [illegible] একস্থানে থাকিলে [illegible] তাহাতে দোষ নাই। যে সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণব [illegible] প্রবৃত্ত হন তাহারা [illegible] দোষে পড়িয়া অবশেষে অর্থ-[illegible] পড়ে। তাহারা এবিষয়ে সতর্ক থাকিবেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসেবার জন্য বৈষ্ণবধর্মের [illegible] করিবেন। ভক্তি প্রতিকূল না হয় এরূপ সমস্ত কার্য্যে তাঁহাদের অধিকার আছে; ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন, সংসারে জীবনির্ব্বাহের অর্থ যে প্রকার কার্য্য আছে সকলই ধর্ম্মশাস্ত্র করিতে পারেন। [illegible] সমস্ত অর্থোপার্জ্জন করিয়া [illegible] ও অতিথিসেবাদি করা তাঁহাদের [illegible] [illegible] প্রধান [illegible] সত্য, সরলতা ও দক্ষিণ [illegible] করিবেন। পরোপকার [illegible] করিবেন, গৃহত্যাগী [illegible] বৈষ্ণবদিগকে [illegible] সেবা করিবেন, কেবল এই মাত্র দৃষ্টি রাখিবেন যে কোন প্রকার [illegible] কার্য্য [illegible] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে [illegible] [illegible] কার্য্য করিবেন। শ্রীভাগবতে [illegible] উপদেশ করিয়াছেন,—

[illegible]

[illegible] ॥

[illegible] গৃহস্থ বৈষ্ণব, [illegible] [illegible] বলিয়াছেন [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] প্রয়োজন থাকিবে না।

ভক্তি সোপান

শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি,এল

সম্বন্ধজ্ঞান বৃদ্ধির অনুপাতে ভজনের ক্রমোন্নতি

যখনই বদ্ধজীব বুঝিতে আরম্ভ করিলেন যে বেদের প্রতিপাদ্য অদ্বয়জ্ঞান ভগবানই একমাত্র ভজনীয় বস্তু, তদ্ব্যতীত আর সেব্য তত্ত্ব নাই, যে পরিমাণে আমরা দেহের বা মনের বিক্ষিপ্তির সন্তুষ্টি কামনে [illegible] বা [illegible] বস্তু [illegible] আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে থাকে, সেই পরিমাণে আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব সুতরাং সেই পরিমাণে আমাদের ভক্তির সৌষ্ঠবহানি। যাঁহার যে পরিমাণে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অর্থাৎ যে পরিমাণে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু, যে পরিমাণে তিনি [illegible] বস্তুর সেবা হইতে মুক্ত হইয়াছেন ও যে পরিমাণে তাঁহার [illegible] দোষাদি প্রশমিত হইয়া হৃদয়মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহার [illegible] সেই পরিমাণে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইতেছে [illegible] সন্নিকট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণভক্তের যতটুকু স্ফূর্ত্তি হইবে, [illegible] বস্তুতে ততটুকু বিরাগ ও ততটুকু [illegible] প্রাপ্য হইবে। ভগবদবতার [illegible] নিয়ম-[illegible] শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।

[illegible]

তোমাকে ক্রমশঃ মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া অচিরে বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী করার ভার আমার থাকিল।

পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে যে গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, অর্থ উপার্জ্জনাদি করিবেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবৎ শরণাপত্তির সহিত [illegible] সংসার নির্ব্বাহ করেন [illegible] স্বীয় রুচিতেই সমস্ত কার্য্য [illegible] [illegible] কোন কার্য্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিরুদ্ধ না, যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা [illegible] প্রবৃত্তিক্রমে নিজে নিজে, যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই [illegible] শাসন জন্য শাস্ত্র [illegible] লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। যদি কোন গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য [illegible] [illegible] তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ হইতে পারে; সম্বন্ধাধিকারী বৈষ্ণব সম্বন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত। উত্তমাধিকারী [illegible] কোন বৈলক্ষণ্য, বিচার [illegible] ইহাদের অনেক বিচার আছে।

[illegible]

[illegible] ক্রমশঃ যথাবিধি [illegible] তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ

ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোজনকারী যে পরিমাণ আহার করিলেন, সেই পরিমাণে তাহার তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে। আপনার সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় যে পর্য্যন্ত হইয়াছে, আপনি সেই পর্য্যন্ত ভক্তি বা ভজনের অধিকারী। তদধিক ব্যাপার কেবল উৎপাত। এইরূপ কপটতারূপ উৎপাতের হাত হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তি বা ভজন করিতে হইবে। তাই শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় উপদেশ করিয়াছেন, 'সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর।' সম্বন্ধজ্ঞানহীনের প্রচুর জড়াভিমান থাকে, তাহার তো আমি 'কৃষ্ণদাস ভিন্ন আর কিছুই নহি।' 'বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অমুকের পিতা, অমুকের স্বামী, অমুকের পুত্র ইত্যাদি নহি' এরূপ অপ্রাকৃত অভিমান পুষ্ট হয় নাই, তিনি জড়াভিমানেই ভোরপুর। সে অবস্থায় কি ভজন সম্ভবপর? এইরূপ নিম্ন অধিকারী যে সম্যক্ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট উন্নত অধিকারীর চেষ্টাসমূহ অনুকরণ করিয়া নিজেকে ভক্ত বলিয়া মনে করে ও [illegible] করে, তাহার ফল নিরয়-গমন। ঠাকুর বলিয়াছেন—"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী।" ইহাদেরই জন্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

[illegible] বিনা।

[illegible] ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।

শাস্ত্রবিধি মুক্তপুরুষগণের জন্য নহে

অবশ্য যাঁহাদের হৃদয় জড়বিষয়ানুরাগমুক্ত, যাঁহার [illegible], শ্রীকৃষ্ণসেবা ভিন্ন যাঁহাদের অন্য কৃত্য নাই, যাঁহারা সর্ব্বোভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবাতে নিরন্তর আছেন, নহী হইতে [illegible] শ্রীনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ যাঁহারা অবিচ্ছেদে করিতেছেন, যাঁহাদের ক্রিয়ার মধ্যে কৃষ্ণসেবেতর বুদ্ধির [illegible] ভোগবাসনার লেশ নাই, তাঁহাদের [illegible] স্বতন্ত্র, তাঁহারা রাগমার্গের লোক, তাঁহারা শ্রীনামে [illegible]-রুচি, তাঁহাদিগকে [illegible] শাস্ত্রবিধি দেখিয়া চলিতে হইবে, তাঁহাদের আচরণই শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ, বিধি নিষেধ তাঁহাদিগকে সংযত করিবার নহে, তাঁহারা [illegible] বিভোর হইয়া সমস্ত চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"[illegible] [illegible] ॥

[illegible] ॥"

শাস্ত্রবিধি বদ্ধজীবের অবশ্য পালনীয়

তাই বলিয়া আমার সম্বন্ধজ্ঞান পুষ্ট হয় নাই, আমার [illegible] রুচি নাই, তবে সাধুগণের আচরিত পথে কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধা হইয়াছে মাত্র, "জীব নিত্যকৃষ্ণদাস" এই সম্বন্ধজ্ঞানে আস্থা স্থাপন করিয়াছি মাত্র, উপলব্ধি হয় নাই—এরূপ অবস্থায় বিধি-নিষেধানুবর্ত্তী না হইয়া আমি যদি রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকরণে প্রবৃত্ত হই, আমার মঙ্গল হইবে না, আমার কেবল উৎপাত বাড়িবে। সেবাবুদ্ধির পরিবর্ত্তে গোপনে ভোগবুদ্ধিই প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ভক্তির অর্থাৎ ভজনক্রিয়া সমস্তই সম্বন্ধজ্ঞানের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যাহার যে পরিমাণে সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইয়াছে তিনি তদনুযায়ী স্তরের ভজনে অধিকারী। ক্রমে ভজন-সৌষ্ঠবের দ্বারা সে অধিকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, নচেৎ ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্চাধিকারীর ভজনপ্রণালীপ্রয়াসে বিশেষ দোষাশ্রয় করে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে,—

"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ

পরিকীর্ত্তিতঃ।

বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাৎ উভয়োরেষ

নিশ্চয়ঃ॥"

(ভাঃ ১১।২১।২)

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি বিশেষ বিচার্য্য।

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।

কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

(ভাঃ ১১।২০।২৭-৩০)

ভগবৎ-কথায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি সকাম কর্ম্মফলে নির্ব্বেদযুক্ত হইবেন। আর জড়বাসনার পরিত্যাগে অসমর্থ হইলেও তাহাকে দুঃখের মূল জানিবেন। শ্রদ্ধাবান্ দৃঢ় নিশ্চয়তাকারে প্রীতির সহিত ভগবদ্ভজন করিতে থাকিবেন। বাসনাসমূহের চরমফল দুঃখ জানিয়া তাহার অঙ্গীকার করিতে করিতে নিন্দার সহিত সঙ্কোচ করিবেন। এরূপ ভক্তিযোগদ্বারা নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতে থাকিলে ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইলে হৃদয়ের কামসমূহ নাশপ্রাপ্ত হয়। তখন হৃদয়ের বাসনাগ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় দূরীকৃত হয়, সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা ভগবান্ অনুভূত হয়েন ও কর্ম্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

সেবার প্রকার ভেদ

সম্বন্ধ-জ্ঞানের মূলসূত্র "জীব নিত্য [illegible]" কিন্তু তাহার কিছু প্রকার-ভেদ আছে। যেমন সংসারে সেবকের নানাত্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবৎসেবাও এক প্রকার নহে। গৃহে যেমন এক-জনতা প্রভুকে বিশেষ গৌরবের সহিত সেবা করিতেছে, আবার একজন যে বহুকাল পূর্ব্বে কর্ত্তার আমল হইতে সংসারে আছে, সে তত্টা গৌরব প্রদর্শন না করিলেও তাহার সেবার কিছু ন্যূনতা নাই, সে যেন প্রভুর বন্ধু, পরামর্শদাতা আনন্দ প্রদাতা ইত্যাদি এবং তাহার সেবাই প্রভুর অধিক প্রীতিপ্রদ। সেবা হইলেও এই উভয় সেবায় একটু ভেদ দেখা যায়। দাস হইলেও উভয় ক্ষেত্রে সম্বন্ধ যেন একটু পৃথক। কিন্তু উভয় সম্বন্ধেই সেবার তুষ্টতা আছে, এইজন্য যে জীব ভোগত্যাগপথাশ্রয় হইবেই এমন কোন কথা নাই। প্রথম প্রকারের সেবাকে গৌরব-সেবা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ও দ্বিতীয় প্রকারের সেবাকে বিশ্রম্ভসেবা বলা হয়। এই উভয় সেবায় সেব্যতত্ত্ব একই ভগবান, উভয়ত্রই জীবে ও ভগবানের দাস প্রভু সম্বন্ধ, কিন্তু এক সম্বন্ধের মধ্যেও একটিতে একটু দূরত্ব, অপরটিতে নৈকট্য পরিদৃষ্ট হয়। আবার নৈকট্যের তারতম্যানুসারে এবং সম্বন্ধে নানাত্ব পরিদৃষ্ট হয়। গৌরব-দাস্যাভিমানী সেবকগণ তাঁহাদের আরাধ্য ভগবদ্রূপে শ্রীনারায়ণকে লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের ভক্তি, ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমযুক্ত। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অনুগ শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই সম্প্রদায়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বৈকুণ্ঠধামে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবক। তাঁহারা শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবার সংবাদ রাখেন না। কিন্তু শ্রদ্ধা না রাখিলেও তাঁহারা শুদ্ধভক্তিমার্গাবলম্বী, তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চোপাসনা প্রবল থাকিয়া শ্রীভগবানের ঐকান্তিকী নিষ্ঠার বাধা দিতে পারে না। তাঁহারা বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। বহ্বীশ্বরবাদী কখনও শুদ্ধভক্ত হইতে পারেন না, যেহেতু সেব্য বহুর মধ্যে তাঁহাদের নিষ্ঠা ঘনীভূত হয় না। যেমন পতিব্রতা সাধ্বী একমাত্র স্বামিসেবাই জানেন। অন্যের সেবায় স্বামিসেবার ব্যাঘাত ঘটিয়া তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের হানি হইবে; তবে যাঁহাদের সেবায় স্বামিসেবা ব্যাহত না হইয়া পরিপুষ্ট হয়, স্বামিদেব সন্তুষ্ট হন, তাঁহাদের সেবাও স্বামিসেবারই অনুকূল ও অন্তর্গত; সেইরূপ অব্যভিচারী ভক্তের একমাত্র শ্রীভগবানই সেব্যতত্ত্ব, অতএব ঈশ্বরবুদ্ধিতে আর কাহারও সেবা সম্ভবপর হইতে পারে না, ব্যভিচার ঘটিয়া যায়, তবে ভদীয় বুদ্ধিতে ভাগবত-সেবার ব্যবস্থা আছে, আর ভাগবত-সেবা দ্বারাই ভগবৎসেবা পুষ্টতা লাভ করে। সুতরাং একনিষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-সেবকগণ শুদ্ধভক্ত। শ্রীনারায়ণ-সেবায় একটু সখ্যভাবেরও আভাস দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে গৌরব-মিশ্র ভাবই প্রবল। এইরূপ বিভিন্ন ভাবযুক্ত সম্বন্ধকে [illegible] বলে। শ্রীনারায়ণ-সেবায় গৌরবশোর উপরে, আর অধিকতর নৈকট্যসূচক ভাব নাই। এখানে সম্ভ্রম মার্য্যাদাময়ী। যেখানে শ্রীনারায়ণ আমাদের পূজনীয় প্রভু এই ভাব প্রবল, যেখানে দাস্যোচিত বিশেষ কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নাই সেই। দাস-ভাবকে শান্তরস কহে। শ্রীনারদ, সুদর্শন, সনক প্রভৃতি চতুঃসন ইহারা শান্ত রসের উপাসকচূড়ামণি; শান্তরসে ভক্তির অপ্রতুলতা নাই, কেবল ভাবগাঢ়ত্বের অভাব। বৈকুণ্ঠে গরুড়, জয়বিজয় প্রভৃতিকে দাস্যরসে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। শ্রীরামাবতারে শ্রীহনুমানের দাস্য আদর্শস্থানীয়। আর গৌরবসখ্যের উপাসকরূপে আমরা পরব্যোমে বিশ্বক্সেন প্রভৃতিকে ও শ্রীরামাবতারে সুগ্রীব, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতিকে লক্ষ্য করি। বৈকুণ্ঠে বিশ্রম্ভ সেবার প্রকার নাই, তাহা একমাত্র গোলোক-বৃন্দাবনের সম্পত্তি। এমন কি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীও গৌরবসেবারই অধিকারিণী, তাঁহাতে বিশ্রম্ভজনিত মধুরতার অভাব। তাই বলিতে আছে, বৈকুণ্ঠধামে কেবল আড়াইটী রসের বিকাশ আছে, যথা শান্ত, দাস্য ও সখ্যের অর্দ্ধ অর্থাৎ কেবল গৌরব সখ্য, বিশ্রম্ভসখ্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সৌভাগ্য

আমরা ভগবত্তত্ত্বে পৃথক লক্ষ্য করিতে পারিলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণভজনের সৌভাগ্য হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণসেবায় পাঁচটী মুখ্য রস বর্ত্তমান। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে শ্রীনারায়ণতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব পৃথক। শ্রীকৃষ্ণের চারিটী বিশেষ গুণ (অপ্রাকৃত গুণ, জড় গুণ নহে) যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

"সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী বিস্মাপিতচরাচরঃ॥
লীলাপ্রেম্ণাপ্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং [illegible]
বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য"

. . . .

এই চারিটি গুণ থাকিলেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের উপলব্ধি করিতে গেলেই শ্রীনারায়ণতত্ত্বের পূর্ণ প্রাপ্ত হয়। নচেৎ একই তত্ত্ব অভিন্ন জ্ঞান। ঈশ্বরবুদ্ধিতে শ্রীনারায়ণে বিশ্রম্ভভাবের অবকাশ নাই। তাই ঐশ্বর্য্য বা গৌরব-সেবা দ্বারে শ্রীনারায়ণতত্ত্ব শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের আরাধ্য কিন্তু ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি দ্বারা প্রেম শিথিলীকৃত হয়, প্রেমের পূর্ণপরাকাষ্ঠা ঐশ্বর্য্য ভাবপরসেবায় লভ্য নহে। ঐশ্বর্য্যভাবে ভয় মিশ্রিত ভক্তি, তাহাতে কি প্রেমের মাধুর্য্য অনুভূত হয়? যাহার সহিত একটু মাখামাখি না হইল তাহার সহিত কি খোলা প্রাণের ভালবাসা হয়। সম্ভ্রম করিতে করিতে ভয় আসিয়া ভালবাসাকে ব্যাঘাত জন্মায়। প্রেমের অর্থই নিজেকে ভুলিয়া শ্রীভগবানকে ভালবাসা। এই বিশুদ্ধ প্রেমা সর্ব্বমাধুর্য্যমণি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সম্ভব, শ্রীনারায়ণ-বুদ্ধিতে কেমনটী হয় না। তাই সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিধ উপাসনা হইতে শ্রীকৃষ্ণভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে দেশগত সীমা কালগত ব্যবধান, সমাজগত বৈষম্য, জাতিগত নামাত্ব প্রভৃতির কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই শ্রীকৃষ্ণসেবাই সার্ব্বজনীন, যিনিই চূড়ান্ত-প্রেমের ভিখারী তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অধিকারী। ইহাই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম যিনি অন্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিমাণে প্রেমদর্শের সাধনকাম তিনি শ্রীনারায়ণ-সেবা করেন, ঐকান্তিকতা থাকিলে তিনিও শুদ্ধভক্ত। মুসলমান ধর্ম্মেও অন্তরঙ্গ স্তরের সাধকদিগের মধ্যে কিছু কিছু প্রেমের বার্ত্তা পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা মাধুর্য্য সেবা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের ঈশ্বরভাবের স্ফূর্ত্তি হয় নাই।

নানা কথা

নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটী

সহর নবদ্বীপের অধিকাংশ ড্রেণই আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। ঐ সকল আবর্জ্জনা পচিয়া তাহা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয় যে পথ চলা অতি কষ্টকর। কোনও কোনও স্থানে দেখা যায় অল্পবয়স্ক বালক-গণ বোতাকে বসিয়া ড্রেণে মলমূত্র পরিত্যাগ করে। ইহাতে ড্রেণগুলি আরও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এই সকল প্রাণ-ঘাতক জিনিস হইতে উৎপন্ন মশকের উৎপাতে সন্ধ্যার পর সহরবাসীগণ সহরের ভিতর বাহিরে অবস্থান করা এক প্রকার অসাধ্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

দূষিত জলবায়ুর দরুণ যে স্বাস্থ্যহানি হইতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটীর কাজের উপর মানবগণের স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করে। আর উপায় উক্ত বিষয়ে প্রতিকারের নিমিত্ত আমরা নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সুরাটে নিখিলভারত হিন্দু মহাসভা

সভাপতির অভিনন্দন

গত ৩০শে মাঘ, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার দ্বাদশ অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা হইতে আগ্রা আমেদাবাদ পথে সুরাট উপনীত হইয়াছেন। স্টেশনে প্লাটফরমে বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃর রাওজী তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করেন। অতঃপর নির্ব্বাচিত সভাপতিকে [illegible] লইয়া গিয়া সুরাটের কর্ম্মিগণ ও নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করা হয়। ষ্টেশনের সম্মুখেও বহু ব্যক্তি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। অতঃপর মোটর গাড়ীযোগে তাঁহাকে এবং ডাক্তার মুঞ্জে, মিঃর রাওজী ও শ্রীযুত দেব-কে শোভাযাত্রা করিয়া একটী বাংলোতে লইয়া যাওয়া হয়।

নেতৃবৃন্দের আগমন

উক্ত ট্রেনগাড়ীযোগে অপর যে সকল ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—ডাক্তার সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক কালিদাস নাগ, স্বামী সত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত নারায়ণ ঘোষ, এলাহাবাদের ডাক্তার [illegible] ও ভাই পরমানন্দ ও ডাক্তার মুঞ্জে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাক্তার এম, আর, রাওজি প্রতিনিধিবর্গকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, [illegible] হিন্দুর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সময় আসিয়াছে; মানবসমাজের উপর [illegible], হিন্দুজাতির উপর হিন্দু মহাসভার প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকারের হিন্দু সমাজের [illegible] মহাসভার সম্মুখের [illegible] নাই। [illegible] বলেন, [illegible] হিন্দু [illegible] আমরা [illegible] পরস্পরের মধ্যে যে সকল [illegible] রহিয়াছে, তাহা [illegible]

[illegible]

[illegible] তিনি আরও বলেন, হিন্দু [illegible] সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে [illegible] বলেন যে,

কংগ্রেস হিন্দুকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বলিয়া থাকে, কিন্তু রাজনৈতিক দক্ষার জন্য মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করে।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, হিন্দু মহাসভা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আমাদের নিজের ধর্ম ও সমাজ সেবার সঙ্গে জাতীয় সমাজ সেবাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। পরিশেষে হিন্দু সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত'।

মন্ত্রিভবনে অত্যাচার

অনৈক দুষ্ট লোক এক লৌহ প্রহরণ হস্তে লইয়া ডাউনিং ষ্ট্রীট প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের রক্ষকের স্ত্রী শ্রীমতী বেরীকে পররাষ্ট্র দপ্তরের পিছনের উঠানে আক্রমণ করে এবং তাঁহার হস্ত হইতে ২টি ব্যাগ ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। শ্রীমতী বেরীর চীৎকারধ্বনি শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সাহায্যার্থ দৌড়িয়া যান। শ্রীমতী বেরীর অঙ্গে অস্ত্রের আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু দুষ্কৃতকে কেহ ধরিতে পারে নাই।

ম্যালেরিয়া নিবারণ ও স্বাস্থ্যোন্নতি

ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সভা রায় গোপাল চন্দ্র চাটার্জ্জী বাহাদুর শিলং হইতে আসিয়াছেন। তিনি গত ২৯শে মার্চ স্থানীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি ও স্বাস্থ্য সমিতি পরিদর্শন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য, মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল এবং শিল্প সম্বন্ধে যাহাতে সাধারণে জ্ঞানলাভ করিতে পারে সে জন্য একটি প্রদর্শনী শিলং হইতে খোলা হইয়াছে। এক সপ্তাহকাল এই প্রদর্শনী থাকিবে।

মুসলমান রমণীর সতীত্ব রক্ষা
দুর্বৃত্তের নিধন, সতীর অব্যাহতি

শ্রীহট্টের এক সংবাদে প্রকাশ, উক্ত জিলার জালালপুরের সচীন শেখ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী সমুজা বিবিকে স্বামীর সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ করাইয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করে। অল্প দিনের মধ্যেই সমুজার উপর সচীনের কুদৃষ্টি পড়ে। দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া সে তৃতীয়বার গভীর রাত্রিতে সমুজার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। সমুজা সে সময়ে নিদ্রিতা ছিল। সমুজার সতীত্ব নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সচীন ঐ সময়ে তাহাকে আক্রমণ করে। সহসা নিদ্রাভঙ্গে সমুজা কোনও প্রকারে একখানি কুঠার গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারা অত্যাচারীর চিরদিনের জন্য দুষ্কর্মের কাম লালসার নিবৃত্তি করে।

উক্ত মকদ্দমা দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ও ৩২৪ ধারা অনুসারে সমুজা দায়রা সোপর্দ্দ হয়। জুরীগণ জজ সাহেবের সহিত একমত হইয়া সমুজাকে অব্যাহতি দান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন

গত ৩০শে মার্চ অপরাহ্ণে রংপুর টোবাকো কোং লিমিটেডের পূর্ব্বে সম্মুখস্থ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে মনোরঞ্জিত মণ্ডপে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে বিশেষ উৎসাহের মধ্যে ঈশান নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, যুব-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাদেশিক সম্মেলনের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সমভিব্যাহারে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বন্দে মাতরম্ ধ্বনির সহিত সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন। বালিকাগণ সভাপতিকে মাল্যাবরণপূর্ব্বক সুমধুর স্বরে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া সভাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া ৪৬ মিনিট ব্যাপিয়া বক্তৃতা করেন। তাহার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। বাঙ্গালার প্রত্যেক জিলা হইতে প্রতিনিধিগণ, মহিলা ও দর্শকগণ আসিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ৫ সহস্র লোক সমাগত হইয়াছেন। ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার,ললিতমোহন দাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ও শ্রীমতী লতিকা বসু, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি মহিলাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির অভিভাষণ শেষ হইলে নিখিলবঙ্গ সমিতির অধিবেশন হয়।

আর্কবিশপের অভিষেক

সম্রাটের পীড়ার পর তিনি এইবার প্রথম একটি রাজকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি বসনরে ক্যান্টারবারি ও ইয়র্কের নূতন আর্কবিশপের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। আর্কবিশপ যথারীতি শপথ গ্রহণপূর্ব্বক সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্‌ডুইন শপথপত্র পাঠ করেন।

এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য সম্রাট তাঁহার উপরতলের শয়ন কক্ষ হইতে বিজলী অবতরণ-আসনে বসিয়া নিম্নতলে উপস্থিত হয়েন। যে কক্ষে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, আর্কবিশপ এক সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তথায় প্রবেশ করেন ও এক লোহিত বর্ণ আসনে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হয়েন ও সম্রাটের হস্ত চুম্বন করেন। সম্রাট এই সময়ে যথারীতি দণ্ডায়মান ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হইলে মিঃ বল্‌ডুইন ও আর্কবিশপ উভয়ে সম্রাজ্ঞীর সহিত জলযোগ করেন। পরে মিঃ বল্‌ডুইন সম্রাটের শয়নকক্ষে গিয়া দীর্ঘকাল কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত করেন।

আফগান বিপ্লব

আমানুল্লার ৩০ হাজার সৈন্যসহ যাত্রা

কাবুল-সিংহাসনের জন্য পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। প্রকাশ, আমানুল্লা খাঁ ৩০ হাজার সৈন্যসহ অভিযান করিয়াছেন। কান্দাহারে আবালবৃদ্ধ বনিতার মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। আফ্রিদি, ওয়াজিরী, মোমান্দ, মঙ্গল ও দুর্রানীদের অধিকাংশই আমানুল্লার পক্ষে যোগদান করিয়াছে।

বাচ্চার সিংহাসন ত্যাগের

কোন কোন স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাচ্চা-ই-সাকাওকে জাতীয় স্বার্থের জন্য সিংহাসন ত্যাগ ও আমানুল্লা খাঁয়ের সহিত যোগদান করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাইবার জন্য আমানুল্লা খাঁ সম্প্রতি ১২ জন লোককে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমানুল্লাকে তাঁহার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানে সাহায্য করিবার জন্য বাচ্চা-ই-সাকাওকে প্ররোচিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, বাচ্চা উপযুক্ত ব্যক্তির অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া রাজনীতির সম্পর্ক ছাড়িয়া শান্তিতে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক।

সিনোয়ারীদের দাবী

সিনোয়ারী ও খুগিয়ানীদের এক ডেপুটেশন আমানুল্লার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আপনাদের দাবী জানাইবেন। প্রকাশ, তাঁহারা জীবন-ধন-সম্পত্তি নিরাপদ রাখিবার দাবী করিবেন। উহার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইলে, তাঁহারা আমানুল্লা খাঁয়ের বশ্যতা স্বীকার করিবেন।

সিয়া ও আফ্রিদিদের যুদ্ধ

সম্প্রতি আফ্রিদিগণ তাহাদের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যখন এক জির্গার অধিবেশনে গমন করিয়াছিল, তখন সিয়াগণ তাহাদের রাজ্য আক্রমণ করিয়া টিরা দুর্গ অধিকার করে। টিরার সিয়া স্থান সমস্যার ফলে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আফ্রিদিগণ দুর্গ পুনরধিকার জন্য স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

কাবুলের পথে আমানুল্লা

সীমান্তের এক সংবাদে প্রকাশ, কান্দাহারীগণ কাবুল হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী দুর্গ অধিকার করিয়াছে। আমানুল্লা খাঁয়ের সেনাপতি ঐ দলের সর্দ্দার। প্রকাশ, আমানুল্লা খাঁ কাবুলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

লণ্ডনে দাস ব্যবসায়

সে দিন লণ্ডনে শিশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণী সভার এক কর্ম্মচারী বলেন যে, বহুকাল হইতে লণ্ডন সহরের নিকট সত্য সত্যই একটা দাস-ব্যবসায়ের হাট চলিয়া আসিতেছে।

অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, খালের নৌকা নির্ম্মাতারা সর্ব্বদাই ৮ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় করে। এই সকল শিশুদিগকে নির্দ্দয়ভাবে অজ্ঞাত নৌকায় তাহাদিগের শক্তির অধিক পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয়, তদ্ব্যতীত তাহাদিগকে ঘোড়া চালাইতে, খালের লৌহ ফটক খুলিতে এবং নৌকার গুণ টানিতে নিযুক্ত করা হয়। তাহাদিগকে কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না।

একদা ৪টি শিশুর পিতামাতা তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া দেয়। উহার মধ্যে একটির বয়স ছিল ৮ বৎসর এবং অপরটির বয়স পর্য্যায়ক্রমে ১০, ১৫ ও ১৬ বৎসর ছিল। তাহাদিগকে পিতামাতার নিকট হইতে লইয়া তখনি নৌকার কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহারা সে কাজ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল।

এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য মিঃ বেবি গল্লিং কমন্স-সভায় একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি দাখিল করিয়াছেন।

অপূর্ব্ব সুযোগ !! অপূর্ব্ব সুযোগ !!

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ ৪র্থ খণ্ড ১৬ সংখ্যা হইতে ২৫ সংখ্যা এই দশদিনের নদীয়াপ্রকাশে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ।০ চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইলেই এই সংখ্যা সমূহ প্রেরিত হইবে। যাঁহারা শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সংখ্যা-সমূহ পাঠ করিলেই উৎসবের বিবরণ, পরিক্রমার বিবরণ, বিভিন্ন পণ্ডিতগণের ও অন্যান্য ভক্তবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বক্তৃতা, হরিকথা, শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই অপূর্ব্ব সুযোগের এককালীন সদ্ব্যবহার করিতে আমরা প্রার্থনা করি, নিঃশেষ হইলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭।

সাময়িকী

বিগত ৩০শে মার্চ্চ রবিবার কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবীণ সাহিত্যিক কবি [illegible] [illegible] অবসর-প্রাপ্ত সিভিল-সার্জ্জন পণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল [illegible] আহ্বানে কৃষ্ণনগর [illegible] হলে এক সভার অধিবেশন হয়। [illegible] গৌড়ীয়মঠের [illegible] সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] দিয়াছিলেন। [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিগত [illegible] কৃষ্ণনগরের [illegible] [illegible] গোস্বামীমহারাজের আহ্বানে [illegible] [illegible] একায়নমঠের [illegible] [illegible] করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] [illegible] কথা [illegible] একায়ন-[illegible] [illegible] আবশ্যকতা [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] বিস্তারিত [illegible] সকল [illegible] পরে প্রকাশিত হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যাভূষণ [illegible] [illegible] গোস্বামী [illegible] বৃন্দ কৃষ্ণনগর সহরের শিক্ষিত [illegible] নিকট একায়নমঠ ও [illegible] মধ্যে যে বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা [illegible] কীর্ত্তন ও বক্তৃতা দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

[illegible] ৩০শে মার্চ্চ রবিবার [illegible] [illegible] [illegible] সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর এবারও মঠে শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করিতে

সজ্জন—কৃপালু

হরি-বিমুখ জীবগণ অনেক সময় সজ্জনের [illegible] বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ [illegible] সজ্জন-শব্দের অর্থকল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গোস্বামীকে [illegible] কৃপালু (১), অকৃতদ্রোহ (২), সত্যসার (৩), সম (৪), নির্দ্দোষ (৫), বদান্য (৬), মৃদু (৭), শুচি (৮), অকিঞ্চন (৯), সর্ব্বোপকারক (১০), শান্ত (১১), কৃষ্ণৈকশরণ (১২), অকাম (১৩), নিরীহ (১৪), স্থির (১৫), বিজিত-ষড়্‌গুণ (১৬), মিতভুক্ (১৭), অপ্রমত্ত (১৮), মানদ (১৯), অমানী (২০), গম্ভীর (২১), করুণ (২২), মৈত্র (২৩), কবি (২৪), দক্ষ (২৫), মৌনী (২৬)।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] আবির্ভাব হইয়াছিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণনগরের [illegible] [illegible] [illegible] প্রধান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকবৃন্দ সঙ্গে ছিলেন।

— —

প্রকারে জীবকে দয়া করিয়াছেন। [illegible] শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারে না।

১। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

২। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৩। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৪। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৫। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৬। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৭। [illegible] [illegible] [illegible] হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় আমোদিত হন।

৮। শান্ত বিবাদ প্রশমিত হয়ে

[illegible] হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সজ্জন সর্ব্বদাই দয়ায়।

ভক্তি সোপান

(শ্রীযুত [illegible] বিদ্যাবিনোদ এম, এ, [illegible])

[illegible]

হইবেন না। কখনোও নিত্যকালই জীবে [illegible] কেবল [illegible] ভাবের প্রকটতা [illegible] আবরণ উন্মুক্ত হইলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। যেমন আমি প্রভু নই, দাস—এই কথা বলিলেই ও তাহা পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতে থাকিলে আমার [illegible] হইবে। [illegible] আমি [illegible] দাস নাই [illegible] আমি [illegible] হইতে পারিব না। [illegible]

[illegible]

সদাচারে সদভাবাপন্ন, তাঁহার আচরণে [illegible] ভক্তিপ্রার্থীগণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া [illegible] হইয়াও ভগবদ্বিদ্বেষী [illegible] প্রদর্শন [illegible] মাত্র। [illegible] ঐকান্তিক ভক্তিগণের [illegible] একমাত্র [illegible] আছে। [illegible] না হইলে [illegible] আসিতে পারে না। [illegible] তাহা বলিয়াছেন, [illegible]

[illegible]

স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহাদের সে সৌভাগ্য উদিত হয় নাই, অথচ [illegible] উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের [illegible] করিতে হইবে। তবে সেবাবুদ্ধি ক্রমে ক্রমে পুষ্টিলাভ করিবে। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে অন্তরায় আসিয়া গেলে তাহা হওয়া উচিত না। সুতরাং [illegible] শাস্ত্র ও মহাজনগণোক্ত বিধি অনুসারে সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয় ও নিষিদ্ধাচার (অসৎসঙ্গাদি) বর্জন করিতে হয়। সুতরাং ভক্তিমার্গে [illegible] একান্ত উপযোগিতা। [illegible] অধিকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্রমভঙ্গ করিলে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে, সেবাবুদ্ধির উন্মেষের পরিবর্ত্তে [illegible] ভোগবুদ্ধিই প্রবল হইবে, সেবাবুদ্ধির নাশ হইবে। [illegible] নূতন নূতন [illegible]

[illegible]

অভ্যাস আবশ্যক।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

([illegible])

[illegible]

কে কুরুনন্দন? [illegible] ভগবদ্ [illegible] একবুদ্ধি,—"ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি" তাহা, [illegible] এক বিষয়িণী।

কাম্যকর্ম-অনুষ্ঠাতা অজ্ঞগণের অনন্ত বিষয়নিষ্ঠ বুদ্ধি। ইহলোকে পশু অশ্ব পুত্র-নন্দন; স্বর্গলোকে দেবাঙ্গনা, নন্দনকানন, সুধা আদি অনন্ত কামনা, তাহে বহু শাখাময়ী। কর্ম্মনাশ, প্রকারায় তাতে। অনভিজ্ঞ— কর্ম্মফলহেতু সদা বেদবাদেরত মুখাপেক্ষী বিশু না জানে বেদের।

নিত্যশুদ্ধ অভিনয়-নির্মুক্ত আত্মা— ঈশজ্ঞান মাত্র। জীবাত্মা ঈশ্বর যিনি "তিনি তিন কর্ম্মের দেবতা"। কাম্য কর্ম্ম ফলাক জ্ঞানী স্বর্গপ্রার্থী জন, অভক্ত ফলপ্রদ [illegible] বাঙময়ে. [illegible] সুখভোগ সাধন [illegible], [illegible] হয়ে—পুনঃ পুনঃ করে শুদ্ধ বেদবাণী, "স্বর্গকামো যজেত" ; [illegible] [illegible] শ্রেষ্ঠ তার ধর্ম। [illegible] [illegible] [illegible] মধুপ [illegible] [illegible], কামনায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদেশ করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আত্মের [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই চৈত্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্যতম প্রচারক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌরগোবিন্দ [illegible] মহোদয় [illegible] [illegible] [illegible] কালনায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ধর্ম্ম সম্বন্ধে [illegible] [illegible] বক্তৃতা দ্বারা মহাপ্রভুর [illegible] মতবাদের বিস্তারকল্পে সচেষ্ট হন। [illegible] বক্তৃতায় [illegible] [illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible] [illegible] [illegible] বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি, এল মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] [illegible] [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] [illegible] [illegible] মাতামহ [illegible] [illegible] [illegible]

ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের গৃহে ১৭ই চৈত্র, তাঁহার সন্ধ্যায় এক বিরাট সভার অধিবেশনে আলোচনামূলক [illegible] [illegible] অধিবাসীগণকে [illegible] শ্রবণের অবকাশ প্রদান করিয়া নিজ [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] পরিচয় দান করিয়াছেন। এই শুভকার্য্যে প্রচারের সহায়তা তাঁহার [illegible] মঙ্গলবিধান করুক, ইহা [illegible] প্রার্থনীয়।

নানা কথা

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে বিস্তর যাত্রী নানা স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকে; [illegible] থাকিবে না।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহেশগঞ্জ ষ্টেশন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আকর্ষণ করিতেছি।

সমাজের স্বাস্থ্যোন্নতি

[illegible] এবং শান্তভাবে জীবন যাপনের [illegible] [illegible] স্বাস্থ্যের উন্নতির [illegible] বিশেষভাবে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমাজের নৈতিক ও দৈহিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছে।

শান্তিপুর-নবদ্বীপ লাইট রেলওয়ে

আলো নাই

শান্তিপুর-নবদ্বীপ লাইট রেলওয়েতে বিস্তর যাত্রী যাতায়াত করিয়া থাকে। সন্ধ্যার পর অন্ধকারের [illegible] ট্রেনটী [illegible] [illegible] যাতায়াত করিয়া থাকে। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] গাড়ীতে [illegible] আলো দেওয়া হয় না। [illegible] হইতে যে ট্রেনটী শান্তিপুর এবং যে ট্রেনটী নবদ্বীপ আসে—সেই ট্রেন দুইটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অন্ধকারের [illegible] ট্রেনটীতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ট্রেনে অনেক [illegible]।

[illegible] আলোর বন্দোবস্ত করিয়া যাত্রীদের [illegible] [illegible] [illegible]।

ভারতের [illegible]

[illegible] ২৮শে [illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] অপেক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একমাত্র উপায়।

হিন্দু ও ব্রাহ্মণ

(১৯শে চৈত্র, দৈনিক বসুমতী হইতে উদ্ধৃত)

সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে [illegible] হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, "হিন্দুমাত্রকেই অধিকার [illegible] [illegible] [illegible] হউক।" [illegible] [illegible] [illegible] মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] ঐ প্রস্তাবে আপত্তি করেন [illegible]। তিনি ঐ প্রস্তাব [illegible] [illegible]। [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মনে করি।

[illegible] হিন্দুসমাজে [illegible] হিন্দু [illegible] পাওয়া যায় না।

হইতে যাঁহারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, [illegible] কোন প্রকার কার্য্যকরী বুদ্ধির পরিচয় [illegible] মনে হয় না। [illegible] তাঁহারা হিন্দুর [illegible] [illegible] দিয়াছেন। [illegible] হিন্দু সমাজ [illegible] স্থান থাকিবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নহে।

হিন্দু [illegible] হিন্দু সমাজের এই [illegible] বিশেষ [illegible] নহে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

অর্থাৎ **আমিই** (ভগবানের) [illegible] [illegible] [illegible] কারিয়াছি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জানেন।

[illegible] হিন্দুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হিন্দু সমাজে [illegible] করিবে, ইহা মনে করা ভুল।

পরন্তু ব্রাহ্মণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নহে, [illegible] [illegible] দেখা যায় যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপত্তি [illegible]।

[illegible] [illegible]

ব্রাহ্মণ [illegible] [illegible] বৈদিক [illegible] [illegible] বুদ্ধির।

[illegible] [illegible] এবং [illegible] বা [illegible]?

ব্রাহ্মণ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

সত্যং দানং ক্ষমা শীলং আনৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

[illegible] সত্য, দান, ক্ষমা, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও দয়া এই [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

"শেষে উক্তদের এই বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়। শেষকালে [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রূপ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

হিন্দু [illegible] [illegible] স্বীকার করিতে [illegible] [illegible] জন্মগত জাতিভেদ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু হিন্দু-সভার এত বড় হিন্দুর [illegible] জন্মগত বা গুণগত কোন প্রকার জাতিভেদই স্বীকার করেন না। [illegible] [illegible] থাকুক বা না থাকুক, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ না হউক, যে কেহ হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিলে সেই ব্রাহ্মণ হইবে, [illegible] বড় বিষম কথা। তাঁহারা কি মনে করেন যে, তাঁহারা যাহাই বলিবেন, হিন্দু-সমাজ তাহাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইবে? তাঁহাদের এই [illegible] যে অসামঞ্জস্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং আস্তিক্য বুদ্ধি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ধর্ম। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ স্বীয় প্রকৃতিবশেই এই সকল গুণযুক্ত হইয়া থাকেন।

হিন্দু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। তাঁহারা হিন্দু বলিলেই [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁহাদের [illegible] আমরা বিস্মিত।

অস্পৃশ্য জাতিদের যে [illegible] নাই, [illegible] [illegible] [illegible] ভুল। [illegible] [illegible] [illegible] অধিকারী হইয়া থাকে। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

"[illegible] করে।"

এই [illegible] হইবেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এখনই হিন্দু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্ভব হইবে না। [illegible] [illegible] [illegible] আদর করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক [illegible] [illegible] উচ্চবর্ণের লোককে নিম্নতম স্থানে নামাইয়া দিতে হয়, সকলকে উচ্চবর্ণে উন্নীত করা চলে না।

(বারান্তরে এ বিষয়ে আমাদের যথাসাধ্য বক্তব্য নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল।
নঃ প্রঃ সঃ)

শ্রমিক-সমস্যা

শ্রীযুক্ত গান্ধী ও শেঠ [illegible] [illegible] যে সালিশী সমিতি গঠিত হইয়াছে, শ্রমিক ইউনিয়ন [illegible] [illegible] বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত ২৯শে মার্চ্চ অপরাহ্নে [illegible] তাহার অধিবেশন বসিয়াছিল। [illegible] শ্রমিকদের [illegible] [illegible] উত্তর দিবার জন্য সময় চাহেন। উক্ত উত্তর প্রত্যাহার সম্বন্ধে [illegible] হইলে তাহা করিতে [illegible] অবশেষে স্থির হয়, শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের [illegible] প্রস্তাবের [illegible] করিয়া একটি [illegible] প্রস্তাব করিবেন। ইতিমধ্যে [illegible] [illegible] তাঁহাদের উত্তর পেশ করিবেন। সালিশী সমিতির অধিবেশন [illegible] [illegible] [illegible] মুলতুবী রাখা হইয়াছে। ঐ দিন [illegible] [illegible] হইতে ফিরিবেন।

অপূর্ব্ব সুযোগ !! অপূর্ব্ব সুযোগ !!

[illegible] [illegible] [illegible] পত্রি.

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব সংখ্যা

[illegible] পরিক্রমা ও উৎসবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নদীয়া-প্রকাশে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চার [illegible] [illegible] [illegible] পারিবেন এত [illegible] হইবে। যাঁহারা [illegible] [illegible] যোগদান করিতে না পারিয়া [illegible] হইতেছেন, তাঁহারা এই [illegible] পাঠ করিলেই দ্বীপ-সমূহের বিবরণ, [illegible] বিবরণ, [illegible] ও অন্যান্য [illegible] শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথা, লীলাকথা, শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির [illegible] [illegible] [illegible] আনন্দ [illegible] করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহারা [illegible] এই অতুল সুযোগের নিমিত্ত সত্বর অগ্রসর হউন, আমরা প্রার্থনা করি, বিলম্বে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইয়া যাইবে!

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৫।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-বর্ণন-মুখে শ্রীচৈতন্যভাগবত-নামক গ্রন্থরাজ-সম্পদ্ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনদাসের যাঁহাদের ঐকান্তিকী লালসা, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণে গণিত হইবার যোগ্য।

শ্রীচৈতন্যদেব—অভিন্ন-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবের সেবক-সম্প্রদায়ই শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গৌরভক্ত শব্দে কেহ কেহ দৌরাত্ম্য করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলার অবমাননা করিয়া থাকেন। তাঁহারাই আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীচৈতন্যভাগবত-গণই প্রকৃত গৌরভক্ত, কিন্তু গৌর-ভক্ত-নামে পরিচয়াকাঙ্ক্ষি সম্প্রদায় আপনাদিগকে আউল-বাউলাদির সঙ্কীর্ণ বিশ্বাসমতে শিষ্য-পর্য্যায়ে গণনা করায় তাহারা শ্রীচৈতন্যলীলার প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন করিয়াছে। কেহ কেহ জড়ৈশ্বর্য্যে প্রমত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের ঐশ্বর্য্যের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে জগদ্‌গুরুমাত্র বলেন,—উপাস্যতত্ত্ব বলেন না। আবার কেহ গৌরসুন্দরকে জড়ৈশ্বর্য্য-পর অভিধানে অভিহিত করিতে গিয়া, সম্ভোগবাদের আশ্রয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের সহিত বিরোধ করিয়া বসেন। ‘শ্রীগৌর-ভগবান্—ব্রজেন্দ্রনন্দন নহেন, তদপেক্ষা আর কিছু বেশী’ এই বলিয়া কথঞ্চিৎ মায়া-বরণ প্রদানপূর্ব্বক কৃষ্ণলীলার বিকৃত আবরণে তাঁহাকে নাগর সাজাইতে যান। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও ধারণা এই যে, শ্রীগৌর-শিক্ষা ও শ্রীগৌর-প্রদর্শিত ভজন-প্রণালী বাদ দিয়া নিজেদের কাল্পনিক মনগড়া বিকৃত অনুকরণ-পদ্ধতি প্রচার করাই গৌর-ভক্তির সার্থকতা।

শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ কিন্তু এরূপ অবৈধ চেষ্টাগুলিকে সর্ব্বথা গর্হণ করেন শ্রীকৃষ্ণকে চৈতন্যদেব বলিতে গিয়া যদি কেহ অপ্রাকৃত সম্ভোগরসের চিত্রকে বিপ্রলম্ভরসা-শ্রিত করিবার জন্য অবৈধ চেষ্টা করেন, সেই চেষ্টা শ্রীগৌরলীলার প্রাকট্য-সাধনে কখনই বাধা দিতে পারিবে না।

সজ্জন—অকৃতদ্রোহ

গতকল্য আমরা সজ্জনের কৃপা-লুতার আদর্শ বর্ণন করিয়াছি। অবান্তর উদ্দেশ্য হৃদয়ে গোপনে পোষণ করিয়া জগতে লোকের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইলে তাদৃশ আচরণ কখনই তাঁহাকে কৃপালু বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে না। যিনি যথার্থ হরিবিমুখ, বাহিরে লোক-বঞ্চনার জন্য বৈষ্ণবনামে আখ্যাত, তাহারও অন্তরে হিংসা নাম্নী প্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব তাঁহার নিজ স্বভাবক্রমে অন্তরে বাহিরে হিংসা প্রবৃত্তি নাই। বৈষ্ণব সুজন—কৃপালু। কৃপা যেরূপ মনুষ্যের ভূষণ, হিংসা সেরূপ কদর্যতা। বৈষ্ণব অপরের প্রতি কৃপাবিশিষ্ট কিন্তু হিংসাবশে বিদ্রোহী নহেন। বিদ্রোহীতা বৈষ্ণবে দেখা গেলে তাঁহাকে কৃপালু বলা যায় না। আবৃত সত্য পরোপকারের জন্য প্রকাশিত হইলে তাহা কৃপা বলিয়াই জানিতে হয় পরন্তু অপকার মানসে সত্যের আবরণে অসত্য প্রচার করিলে ঐ কৃপাই হিংসা নামে অভিব্যক্ত হয়।

বৈষ্ণবে ছাব্বিশটি গুণের দ্বিতীয় গুণ অকৃতদ্রোহিতা। বৈষ্ণবই জগতে একমাত্র অকৃতদ্রোহ। তিনি পরের হিংসা করেন না। হিংসা দুই প্রকারে দেখা যায়। প্রকাশ্য-ভাবে পরহিংসার জন্য কায়মনো-বাক্যে যত্ন করিলে এক প্রকার হিংসা হয়। অপর প্রকার, জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার সঙ্কল্পে অন্যায়কারী জীবকে প্রতিনিবৃত্তি না করিয়া হিংসা। বৈষ্ণব জীবকে অন্যাভি-লাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া হরিসেবা করিতে বলেন; ইহাতে তাঁহার অকৃত-দ্রোহিতা জানা যায়, অশেষ অপরি-ণামদর্শী জীব মনে করেন বৈষ্ণব অন্যাভিলাষী কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিদ্বেষ করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি কৃপালু বলিয়া অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ কামনা করেন, হিংসা করেন না। যে বৈষ্ণব জীবের প্রতি করুণ হইয়া হরিসেবার উপদেশ করেন তিনি অকৃতদ্রোহ। রজস্তমোগুণের বাধ্য হইয়া যিনি অন্যের হিংসা করেন তাঁহাকে সকলেই হিংসাপর অবৈষ্ণব বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবের স্বভাবে এই দুই প্রকার হিংসা কখনই স্থান পায় না।

অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। পশু-মাংসভোজনলোভে, মৎস্যের চর্ম্ম-শোণিতভোজন-বাসনায়, অণ্ডাভ্যন্ত-রস্থ কলল ভোজন মানসে, আমরা নানাপ্রকার জীব হিংসায় অভিনয় শ্রান্ত আছি। ধর্ম্মের আবরণে নানাপ্রকার কুযুক্তির অবতারণায় হিংসাবৃত্তির সমর্থন করিতে কাহাকে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় দুর্ব্বল প্রাণীর প্রতি হিংসা, দুর্ব্বল মানবের প্রতি অত্যাচার নীতি-শাস্ত্রের শাসনে নিরস্ত হয়। নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যের নিবারণ কল্পে, সুসভ্য মানব সমাজে নানাপ্রকার বিধি-বিধান আইন ও লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ প্রচারিত হইয়াছে। জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বার্থজ্ঞানে এই নীতি অতিক্রম করেন তাহাতে সমাজের অন্যান্য সভ্যের অসুবিধা ঘটে। কৃত্রিম উপায়ে হিংসাবৃত্তির প্রশমন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেবল হরিসেবাপর হইলে জীব হিংসা রহিত হইতে পারেন।

অবৈষ্ণবের হিংসা করিলে পাপ হয়। পাপ করিলে, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অশান্তি ভোগ করে, সুতরাং হিংসা করা অবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। বৈষ্ণব কাহারও প্রতি হিংসা করিতে পারেন না যেরূপ বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্র-প্রসবে অসমর্থা, যেরূপ জল হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না, সেইরূপ বৈষ্ণবের হিংসা অসম্ভব। সমাজের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র এবং নয়বিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, উপকার করিলে উপকার করিবে, হিংসা করিলে হিংসা করিবে, ইহাতে দোষ নাই।

কিন্তু উদারমতি বৈষ্ণব বলেন, অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের হিংসা করিলে বৈষ্ণব উহা নীরবে সহ্য করিবেন।

যে কালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিজ পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় প্রমত্ত হইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের নিকট জয়-পত্র সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের হিংসা করিয়াছিলেন তখন আদর্শ-চরিত্র গোস্বামীদ্বয় অম্লানবদনে জয়পত্র লিখিয়া দেন; ইহাই বৈষ্ণবের অকৃতদ্রোহিতা; আবার যখন শ্রীজীবগোস্বামী নিজ গুরু-হিংসা বৈষ্ণবদ্বেষী প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া নিজের অসামান্য অহিংসা-বৃত্তি দেখাইয়া-ছিলেন তখন শ্রীজীবের কৃপার্দ্র হৃদয় হিংসাদোষে দুষ্ট হয় নাই। যে কালে রামচন্দ্র খাঁ নামক ধনী, বিপ্র শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি হিংসা করিতে গিয়া বারবণিতা প্রেরণে ক্লেশ দিতে প্রয়াস করিয়াছিল, সেকালে মহাত্মা হরিদাস ঠাকুর রাম-চন্দ্র খাঁর সম্বন্ধে কোন প্রতিহিংসা করেন নাই। ইহাই বৈষ্ণবের অকৃত-দ্রোহিতা। জগাই মাধাইয়ের প্রতি ভগবানের অনুকম্পা, বারবণিতার প্রতি হরিদাস ঠাকুরের দয়া, সার্ব্ব-ভৌমের প্রতি গৌরহরির কৃপালুতায় কোন প্রকার হিংসা নাই। বাসু-দেবের সমস্ত পৃথিবীর পাপের জন্য নিজে শাস্তি গ্রহণ, খৃষ্টের ক্রুসে বিদ্ধিত হইবার পরেও বিদ্রোহীর প্রতি দয়া প্রভৃতি হরিজনের অহিংসা নাম্নী চিত্তবৃত্তির পরিচায়ক। শ্রীগৌর-সুন্দর এই জন্যই বলিয়াছিলেন—“তরোরপি সহিষ্ণুনা”।

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা তাড়নে কা’কে কিছু না
বলিবে॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না
বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না
মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তাকে দেই
আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে
রক্ষণ॥

বুঝিয়াও বুঝিলাম না

গত ১৬ই চৈত্রের 'বঙ্গবাসী'তে ...প্রভুর বংশধর পণ্ডিত ...রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় ... নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি '...' টীকার লেখককে শ্রীপাদ ...গোস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করায় ...তাঁর ভ্রম হয় নাই সত্য, কিন্তু ...বিষয়ে দোষ চতুষ্টয়ের অন্যতম বিপ্রলিপ্সা নামক দোষ প্রকাশ করিয়াছে। গোস্বামিমহাশয় ভক্ত-ভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত 'জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণবাদী'র কুমত-প্রচারের পক্ষপাত-দোষদুষ্ট হইয়াছেন। গোস্বামিমহাশয় গৌরসেবা-বিরোধী মত-এর অন্তরালে গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের অপব্যাখ্যা করিতে পরাম্মুখ। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে অবশ্যই দেখিয়াছেন যে, **জন্ম একটি নহে কিন্তু তিনটি।** 'দুর্গম-সঙ্গমনী'র মধ্যেও শৌক্র ও সাবিত্র-জন্মের কথার প্রমাণ লাভ করা সত্বেও জন্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার বিপ্রলিপ্সা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনি 'গোলে হরি-বোল' দিয়া 'জন্মান্তরাপেক্ষা' শব্দে শৌক-জন্মান্তরাপেক্ষা ব্যাখ্যা করিতে উদ্গ্রীব হইয়াছেন। উহাই যদি গোস্বামি-সম্মত ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে গোস্বামীর ব্যাখ্যা আর কিরূপ? গোস্বামিগণ গৃহস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভগবদর্চ্চিত প্রণালীতে শৌক্র সংস্কারের আবাহন করিয়া থাকেন। কিন্তু গোস্বামিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারানুসারে ত্রিবিধ জন্মই স্বীকার করেন। দীক্ষা-শব্দে যখন দিব্যজ্ঞানকে বুঝায়, এবং গোস্বামি-গণের আবাহিক জ্ঞানমাত্রকে বুঝায় না, তখন পণ্ডিত রাধাবিনোদ কিপ্রকারে 'জন্মান্তরাপেক্ষা' বিচার করিতে গিয়া ভক্তি-'বাদোপক্ষ'গণের ন্যায় কেবলমাত্র শৌক্র-জন্মকেই বহুমান করিলেন? তিনি কি জানিতে পারেন, শ্রীপাদ জীবপ্রভু দৈক্ষ-জন্মের কথা জানিতেন না? না গোস্বামি-গণের ন্যায় শ্রীজীবপ্রভুর দীক্ষাগ্রহণ ঘটে নাই? গোস্বামিগণের বিচারানুসারে ভগবদ্ভক্ত ... পুনরায় শৌক্রজন্ম ঘটিবে—এরূপ উদ্ভট কল্পনা বলিয়া গোস্বামি-সিদ্ধান্তবিদের সম্ভব হইবে না। ভগবৎসেবক ... হইতে ... একান্ত ... কালে ... পরিণত ... বলায় ... বৈষ্ণব ... অনেক ... বহুধা লোকের ... হয়। ... গোস্বামিগণের ... বাসী ... প্রভৃতি অনভিজ্ঞ সমাজে ... হইত পারে, কিন্তু তাঁহাদের ... পণ্ডিত ...— শ্রীমদ্ভাগবতের '...' শ্লোকে ...

হইয়াছে। বস্তুতঃ কখনই ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্তের পরিণামে ও ভক্তি-ফলে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশপূর্ব্বক শৌক্রশরীর ধারণ—যাঁহাদের 'প্রয়োজনতত্ত্ব' বলিয়া সিদ্ধান্তের বিষয় হইয়াছে, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের তুচ্ছতা শ্রীমদ্ভাগবতই তারস্বরে গান করেন। সুতরাং রাধাবিনোদ পণ্ডিত মহাশয়ের "ঠিকে ভুল" হইয়াছে। তিনি কোনদিনই গোস্বামি-সিদ্ধান্ত আলোচনা না করায় তাঁহার শৌক্রকুলপঞ্জী-বিচারে গোস্বামি-সিদ্ধান্ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি "বুঝিলাম না" প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। জন্মান্তরের সুস্পষ্টতা কেবল মাত্র অনভিজ্ঞ সমাজের জন্যই উদ্দিষ্ট। এরূপ নহে পরন্তু অনভিজ্ঞ সমাজের জন্যই শ্রীজীব প্রভু "ব্রহ্মসংহিতার টীকায়" যে কথা লিখিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার অবসর এই প্রবন্ধের ঘটে নাই। শ্রীল সনাতনের 'দিগ্‌দর্শনী টীকা' তিনি ভুলিয়াও দেখেন নাই। 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থ শৌক্র-বিচার-পরায়ণ স্মার্ত্তগণেরও যে প্রামাণিক গ্রন্থ একথা পণ্ডিত মহাশয়ের জানা নাই বলিয়া জন্মান্তরাপেক্ষা বিচারে "দীক্ষিত, অদীক্ষিত" বলিয়া কোন কথা নাই' এরূপ অনভিজ্ঞতামূলক উক্তি করিয়াছেন। "তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" এই প্রমাণবচন প্রকাশ শ্রাবিত্রে সংস্কারের কথা স্বীয় আচার্য্যের নিকট উপদেশ লাভ না করায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের অধিক প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না। তাঁহার গুরুদেব মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্ক-বাগীশ যদি তাঁহাকে শ্রীহরিভক্তিবিলাস অধ্যাপন করাইতেন, একান্ত স্মার্ত্তগণের বিচার-গ্রন্থ আগমপ্রামাণ্য পড়াইতেন, শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রের—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

... শিক্ষা দিতেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্থ নির্ণয়কারী শ্রীমদ্ভাগবতে কিঞ্চিৎ প্রবেশ করাইতেন, তাহা হইলে "যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ" শ্লোকটীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার বিশেষ সঙ্কীর্ণ-স্মার্ত্ত বিচার পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগোপাল ভট্ট পাদ ও শ্রীজীব-পাদ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন। দীক্ষা-সংস্কারের মহিমা পরিচিত না হইয়া কেবল মাত্র লৌকিক আচারের জন্য তদীয়গণের চরণে ... প্রাক্তনাবলম্বী শ্রীযুত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়কে বিপদে পতিত করিয়াছে।

আর একটী কথা এই যে, দিব্যজ্ঞান-

নিমাই

(ডাঃ বৃন্দাবনচারী জ্যোতিঃসিন্ধু)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইভাবে চ'লে চ'লে কয়েকদিন পর নিমাই পদ্মানদীর ধারে এসে পৌঁছুলো। পদ্মাবতী নদীর এমন চমৎকার শোভা যে, দেখে নিমাইয়ের মনে খুব আনন্দ

বলিয়া ভগবদ্ভক্ত মুকুন্দদেবকের বাসাবাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ... জন্ম ও পর শৌক্র জন্মে কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিবেন —এরূপ ভগবদ্ভক্তকে তামস ভাক্তর যাজক বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুগগণ বিচার করিয়া থাকেন। তবে কেন গোস্বামী মহাশয়ের এরূপ বিপ্রলিপ্সার উদয় হইল? ভগবদ্ভক্ত কখনই চণ্ডাল নহেন, স্মার্ত্তের চর্ম্মবিচারের কারখানার দ্রব্য নহেন যে, তিনি গোস্বামিমহাশয়ের ন্যায় মাৎস-ভোগের লৌল্যে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি-বিরোধী 'বঙ্গবাসী' পত্রের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবেন। সোমযাগকারীর পুজাহ কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ-সমাজে আদরের বস্তু। ভগবদ্ভক্ত কখনই কর্ম্মনিপুণ এরূপ হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহ বলিয়া তাঁহাকে সোমযাজী ব্রাহ্মণাপেক্ষা নিম্নস্তরে কল্পনা করায় তর্ক-বাগীশ মহাশয়ের শিষ্য গোস্বামীর কর্ত্তব্য নহে। অদ্বৈত কর্ম্মনিপুণ একান্তিক ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যে কেহই ব্রহ্মদীক্ষ ভক্তব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হইবার জন্য কোন দিন ইচ্ছা প্রকাশ করেন না, পরন্তু দশটী ক্ষত্রিয় পুত্রের ন্যায় পার্থিব সম্মানে বিভূষিত হইবার জন্যও প্রয়াস করেন না, কিন্তু নবযোগেন্দ্রের সঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নির্বিবাদে সাত্ত্বর্ষণ-পুরোক্ত বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ-নামে নির্দিষ্ট হন। বাদরায়ণসূত্রের ব্যাখ্যাতৃবর্গ শ্রীমদানন্দ-তীর্থপাদও শ্রীমদ্ধর্ম-সূত্রের সংবাদ না রাখায় ব্রহ্ম শব্দে আধ্যাত্মিক কল্পনাপর নির্গুণত্বে আবদ্ধ করেন, পরন্তু ব্রহ্মশব্দ বিষ্ণুপ্রীতি-দৃষ্টিতে একমাত্র বিষ্ণুদেবেরই অভেদত্ব প্রতিপাদন করে। আমরা বলি— পণ্ডিতমহাশয় কিছুকাল গোস্বামি-সম্মত সিদ্ধান্তসার বৈষ্ণবের নিকট আলোচনা করিয়া অর্দ্ধোদ্ভিন্নের মাংসভোগের প্রাপ্ত হইতে বিরত থাকিলে ভক্তিবিদ্বেষী বঙ্গ-বাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার আর কৌতূহল প্রকাশ করিবেন না।

পরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, অপর-বিদ্যার পরচর্চ্চাদ্বারা দর্শন সম্ভব নহে। যদবধি তিনি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত 'যদবধি মম চেতঃ' শ্লোকের তাৎপর্য্যময় পৌরপন্থা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে না শিখিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি পাষণ্ডি-বিদ্বেষী গোস্বামী হইতে পরি-ত্রাণের উপায় দেখিতে পাইবেন না।

হ'তে লাগলো। কল কল করে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে জলের এক একটা ঘূর্ণীপাক দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর! স্রোতের ওপরে বাতাস লেগে এমন সুন্দর ঢেউ হচ্ছে যে, দেখে মনে কেমন আনন্দ বলে বোধ হচ্ছে। এই ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছোট বড় হাজার হাজার নৌকা যাচ্ছে, বোধ হচ্ছে, তা'রা যেন সব নাচ্ছে। কোন নৌকা পাইল তুলে, কোন নৌকা দাঁড় বেয়ে চলে যাচ্ছে—রং বিরং-এর পাল খুব চমৎকার! নদীর মাঝে মাঝে একটা দ্বীপ (চর, চড়া) রয়েছে, তাতে চকাচকী, রাজহাঁস, কালহাঁস, ক্রৌঞ্চ, পানকৌড়ী, মাছরাঙ্গা, ডিঙ্গিরী, কাদাখোঁচা, টিটি, বক, চিল, ডাওয়া, আরও ছোট বড় মজার মজার কত রকম পাখী আনন্দে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, আর মনের সুখে, আপন আপন বুলিতে ভগবানের গুণগান করছে। এদের দেখতে যেমন সুন্দর, বুলিও শুনতে তেমনি মধুর। নদীর ধারে কত রকম সুন্দর সুন্দর গাছপালা হয়ে রয়েছে। সে সব দেখতেই এক চমৎকার ব্যাপার! বড় বড় মাঠ, বালুচর সব ধু-ধু করছে, দেখলে মনে বড় আনন্দ হয়। জায়গায় জায়গায় গাছ, এমন সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে যে, দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে, তারা পদ্মাবতীকে যেন আলো করে রেখেছে, দেখে মনে বড় আহ্লাদ হোলো, নিমাই এইখানেই থেকে গেল। গঙ্গাজলে যেমন খেলা করেছে, সাঁতার দিয়ে বেড়িয়েছে, পদ্মাবতীর জলেও শিষ্যদের সঙ্গে সেইভাবে রোজ রোজ মনের আনন্দে খেলা করতে লাগলো।

সেইদিনই সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে গেল—নিমাই পণ্ডিত এদেশে এসেছে, শুনে সকল লোকেরই মনে বড় আনন্দ হোলো। আগে এদেশের লোক কেউ কোনদিন নিমাই পণ্ডিতকে দেখেনি, শুনেছে—অত বড় পণ্ডিত!— নবদ্বীপের সকল পণ্ডিতের শিরোমণি, যত ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণ সজ্জন সবাই নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসতে লাগলেন। অমন একজন মাস্যবান্ অধ্যাপকের সঙ্গে শুধু হাতে দেখা করা ভাল দেখায় না ব'লে সবাই ভাল ভাল জিনিষ কি টাকা হাতে করে এলেন। মানুষের এ রকম ভাল চেহারা কেউ কখন দেখেনি তো, তাই নিমাইকে দেখে সকল লোক মোহিত হয়ে গেলেন। যে যা হাতে করে এনেছিলেন, নিমাইয়ের পায়ের গোড়ায় রেখে নমস্কার ক'রে বলতে লাগলেন,—'আমাদের বড় ভাগ্যবলে আপনার এদেশে আসা হয়েছে। আমরা খাবার দাবার টাকা পয়সা নিয়ে গিয়ে নবদ্বীপ যার কাছে পড়তে যাব, এমন গুণনিধি অধ্যাপককে ঈশ্বর আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। আপনার মত

বারাকপুর প্রচারপ্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের পর প্রতিবৎসরই বারাকপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান শাখামঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের দ্বারা শুদ্ধাভক্তির প্রচার হইয়া থাকে। পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত ৺বিপিন বিহারী মল্লিক মহাশয় ও শ্রীপাদ যুগলকিশোর ব্রহ্মচারী মহোদয়ের অতিশয় আগ্রহই ইহার কারণ। এবৎসরও তাঁহারা মহামহোৎসবকালে শ্রীচৈতন্যমঠে যাইয়া মহোৎসব অন্তে প্রচারক পাঠাইবার জন্য শ্রীল পরমহংসঠাকুরের নিকট নিবেদন করেন। নিরন্তর সত্যকথা-প্রচারে তাঁহাদের বিশেষ উৎসাহ দেখিয়া শ্রীল পরমহংস-ঠাকুর গত ১৫ই চৈত্র শুক্রবার তারিখে বাগ্মিপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

বিদ্বান্ ত' জগতে কেহ নেই— আপনার নাম শুনা আছে, বিদ্যায় বৃহস্পতিও আপনার সমান নয়। আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, তা না হ'লে এরূপ পাণ্ডিত্য মানুষের হতে পারে না। আপনার চরণে আমরা এই নিবেদন কর্‌ছি যে আপনি আমাদিগকে কিছু বিদ্যাদান করুন। আপনার টীপ্পনি এমন সুন্দর হয়েছে যে আমরা তা' নিজেও পড়ি অন্যকেও পড়াই। পাঠক-গণের এরূপ টিপ্পনি কোন অধ্যাপক এ পর্য্যন্ত লিখ্‌তে পারেন নি। এখন আপনাকে সাক্ষাৎ পেয়েছি, আমাদের সকলকে শিষ্য করে বিদ্যাশিক্ষা দেন। কথাগুলো শুনে নিমাই একটু হেসে বল্লে, আচ্ছা তোমাদের আশাপূর্ণ হবে, তোমরা এসো।

নিমাইয়ের কথা শুনে সকল লোকেরই মনে বড় আনন্দ হোলো, কত লোক যে চারিদিক থেকে পড়তে আসতে লাগলো তা' আর বলে শেষ নেই। ভাল ক'রে শিখবো বলে কত অধ্যাপক পাণ্ডিতও নিমাইয়ের কাছে পড়তে এলেন। নিমাইয়ের পড়ান, সেও শুনেছি, একবার যাকে যা বলে দেবে সে জীবনে কখন তা ভুলবে না। দু মাস পড়েই সব লোক বিদ্বান হ'য়ে যেতে লাগলো। এই সব লোকের দেখাদেখি আবার কত শত লোক পড়তে আসতে লাগলো। হাজার হাজার ছেলে কোথায় কেবে কি ভাবে পড়ছে, তা' কিছুই বুঝবার যো নেই। নিমাই কেমন আশ্চর্য্য ভাবে সব ছেলেকেই পড়িয়ে যাচ্ছে, কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই—কেবল শাস্ত্র কথা। যারা নিমাইয়ের কাছে পড়েছে তাহারাও ধন্য, যারা এসব দেখেছে তারাও ধন্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজকে কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

স্থানীয় লোকের অবস্থা

সর্ব্বপ্রকার জীবই চায় আনন্দ কিন্তু যতক্ষণ তাঁহারা অশোক অভয়ামৃত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্মের অনুসন্ধান না পান—সেই কোটিচন্দ্র সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ না করেন ততক্ষণ আর বিমল আনন্দ পাইবেন কোথায়? যে জগৎ দগ্ধ জীবের কারাগার, যে স্থানে কেবলমাত্র শোক, দুঃখ ও ভয় আছে সেখানে আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করিলে নিত্য আনন্দ পাইবেন কেন? তাই দুর্ভাগ্য জীবকুল অসৎসঙ্গ-প্রভাবে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতি আপাত মধুর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া ভবমহাদাবাগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। আবার কতকগুলি লোককে বঞ্চনা করিবার জন্য শ্রীমায়াদেবী দিবারাত্রি বেশে ভক্তপাঠক ও ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়ারূপে সংসারে আসিয়াছেন। কলির আশ্রয়ে প্রচারকের বেশে থাকিয়া কিরূপে বঞ্চিত হইতে হয় এবং নিরীহ লোককে বঞ্চনা করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হয় তাহার জ্বলন্ত আদর্শ বিপ্রলিপ্সাময়ী মূর্ত্তিতে দেখা যায়। লোকে হরিকথাকীর্ত্তনের মধ্যেও [illegible] চায়, শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীনাম-কীর্ত্তন যাহা প্রবণ [illegible] মনের ব্যাসঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় সেই প্রকার পৌত-বাণী অনেকেই শুনিতে চান না সেইজন্য পেশাদার প্রচারক কপট বৈষ্ণববেশে আসিয়া তাঁহাদিগকে ঐ প্রকারে বঞ্চনা করিবার সুযোগ পায়।

স্বামিজীর উপদেশ-চুম্বক

১৬ই চৈত্র সন্ধ্যার সময় সুকণ্ঠগায়ক শ্রীপাদ জগদানন্দ প্রভুর মধুর কীর্ত্তনের পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ রাত্রি প্রায় [illegible] দণ্ড পর্য্যন্ত পরম সরল প্রাঞ্জল ও আবেগপূর্ণ ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর তৃপ্তি বিধান করেন। প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতটী যে শ্রীভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ তাহা বুঝাইয়া দিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকের ও শ্রোতার স্বরূপ বর্ণনা করেন। পরে শ্রীনৃসিংহদেবের কোপ প্রশমনার্থ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ যে স্তবপাঠ করিয়াছিলেন তাহার ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যার [illegible] জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্যাদি রূপমদে মত্ত থাকিয়া জীব কখনও হরি-তোষণ করিতে পারেন না, দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি ভক্তিহীন হন তবে তিনি শ্রীভগবানের প্রিয় হইতে পারেন না; যাঁহার অন্যাভিলাষশূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত কেবলা ভক্তি যাঁহার আছে এরূপ ব্যক্তি যদি চণ্ডালকুলেও অবতীর্ণ হন তিনিই শ্রীহরির কৃপাপাত্র হন। নিষ্কাম পূর্ণ শ্রীভগবান্ জীবের মঙ্গলের জন্যই ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকটও পূজাদি গ্রহণ করেন এবং ভগবন্মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকার দান করেন—সেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি-ক্রিয়াদ্বারাই জীবের জন্মমরণ দূর হয়। জীবের মঙ্গলের জন্যই ভগবানের প্রকট-লীলা; সুতরাং নৃসিংহদেবের দর্শনে এমন কি তাঁহার স্মরণেই জীবের দ্বিতীয় অভিনিবেশ জনিত ভয় দূর হয়। অতএব শ্রীনৃসিংহদেবের মূর্ত্তিকে ভীষণ বলিয়া দেখিলেও তাহা ভক্তের নয়নমনোমুগ্ধকারিণী। মায়াধীশ শরণাগতপালক শ্রীভগবানে যাঁহারা প্রপন্ন হন তাঁহারাই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করেন। আবার ভগবদ্ কৃপা পাইতে হইলে তাঁহার নিজ জন অর্থাৎ সাধু ও গুরু কৃপা আবশ্যক কারণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অনুমোদনেই কৃষ্ণ সদয় হন। ইত্যাদি বহু সারগর্ভ উপদেশ তাঁহার স্বভাবসুলভ মধুবর্ষী ভাষায় শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় তৃপ্ত হইয়া স্বামিজীকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দেন।

বিরাট নগর সংকীর্ত্তন

পরদিন অর্থাৎ ১৭ই চৈত্র প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত বহুভক্ত সঙ্গে লইয়া স্বামিজী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন করেন। ইহাতে অসংখ্য বালকবৃদ্ধবনিতা, এমন কি পঙ্গুরিটী, কীর্ত্তনভঙ্গ, [illegible] পর্য্যন্ত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে শুদ্ধভক্তের মুখ-নিঃসৃত পরমোচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত শুদ্ধ হরিনাম শ্রবণ করিয়া আত্মার নিত্য কল্যাণ লাভ করেন। অহো! শ্রীগুরুদেবের কি অসীম দয়া—তিনি দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, অযাচকে যেচে যেচে এই ভবরোগের একমাত্র ঔষধ হরিনাম কেবলমাত্র প্রকাশের নিরন্তর বিতরণ করিবার জন্য তাঁহার নিজ জনগণকে প্রেরণ করিতেছেন। তাই আজ বিশ্ববাসী জীবের এত সৌভাগ্য। নাম অমন্দোদয়দয়া।

নানা কথা

আবহাওয়া

কয়েকদিন যাবত প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত হইতেছে। আকাশে মেঘ [illegible] বিচরণ করিতেছে। [illegible] প্রায় দুইঘণ্টা যাবত [illegible] থাকে। আশা করা যায় [illegible] প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে [illegible] বারিপাতে নিরুদ্বেগ হইয়া [illegible] করিতে পারিবেন, তাঁহার দুঃখ-দুর্দ্দশা-অশ্রু পরিশুষ্ক হইবে [illegible] শ্যামলক্ষেত্র পুনরায় বালসূর্য্যের কিরণমালায় সুসজ্জিত হইয়া মনোমুগ্ধকর-শ্রী ধারণ করিবে।

আফগান বিপ্লব

বহু সৈন্যসহ আমানুল্লার অভিযান

নূতন দিল্লীর [illegible] প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, আমানুল্লা খাঁ হিরাট ও কান্দাহারের সৈন্য এবং কান্দাহারের দুরাণী জাতীয় লস্কর সহ গত [illegible] সহ প্রাতে অভিযানে যাত্রা করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি হবিবুল্লা ও ওয়াজারদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কাবুল ও গজনীর মধ্যে [illegible] পথ সুগম করিয়াছেন; ইতিপূর্ব্বে [illegible] ঐ পথে নানারূপ বিঘ্ন ঘটাইত।

উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন

খবর যে, হাবিবুল্লার সৈন্যদলের অগ্রভাগ, গিলজাই জাতীয় [illegible] লোক-সহ, আমানুল্লার অগ্রগামী সৈন্যদলের অধিকৃত [illegible] নামক স্থানের অদূরে উপস্থিত হইয়াছে।

আমানুল্লার কাবুল যাত্রা

দিল্লীর আফগান দূত কান্দাহারের পররাষ্ট্র অফিস হইতে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন যে, "রাজা আমানুল্লা খাঁ গত [illegible] মাচ্চ তারিখে হিরাট, কান্দাহার, [illegible], হাজরার সৈন্যসহ কাবুল যাত্রা করিয়াছেন।

সিয়া সুন্নী বিবাদ

কোহাট জিলার পার্শ্ববর্ত্তী কাররম নামক স্থানীয় অঞ্চলে সিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ সিয়া সুন্নী বিবাদের ফলে সিয়ারা সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সিয়া সুন্নীদের বিবাদ সম্পর্কে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, বিতাড়িত সিয়াগণ, ২ দিন পূর্ব্বে [illegible] নামক গ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল, ঐ গ্রাম বর্ত্তমানে মোল্লা মহম্মদ আশুরানার অধিকারে আছে; আক্রমণকারী [illegible] ছিল, প্রকাশ যুদ্ধে তাহাদের [illegible] হতাহত হইয়াছে।

বাচ্চার আহ্বানে শিনোয়ারী

[illegible] খাঁ ও [illegible] খাঁ [illegible] সহিত সন্ধি [illegible] করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বিদ্রোহী শিনোয়ারীদের নেতা মহম্মদ আলাম খাঁ [illegible] আহ্বানে কাবুলে যাত্রা করিয়াছেন।

[illegible] যুদ্ধ

[illegible] সংবাদে প্রকাশ [illegible]। তাহাতে মনে হয়, [illegible] করিতেছে। [illegible] ও তাঁহার [illegible] নাম [illegible] করিতে-

আফগান [illegible] নূতন [illegible]

[illegible] রাজবংশের [illegible] এজেন্সী হইতে [illegible] আফগান [illegible] নূতন [illegible] কর্মে [illegible] হইয়াছেন।

কাবুলে ব্যবসায়ীদের প্রতি জুলুম

[illegible] হইয়াছে। [illegible] মুদ্রার পরিবর্তে [illegible] ঋণের পুনঃদানের [illegible] এক যুক্ত [illegible] ইহাতে ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের দেয় আমদানী শুল্কের শতকরা ১৫ ভাগ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য করা হইতেছে।

জেনারেল নাদির খাঁ

জেনারেল নাদির খাঁ [illegible] উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, তাঁহার পরিবারবর্গ কাবুলে বিশেষ [illegible] ভোগ করিতেছেন।

মসজেদ অপবিত্র

নূতন দিল্লীর [illegible] এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] মোহাম্মদ [illegible] নামক স্থানে মসজিদ [illegible] মসজেদ অপবিত্র করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ [illegible] তারিখে শ্রী [illegible] উভয় পক্ষে এক সংঘর্ষ হয়। প্রকাশ, তাহাতে এক জন মোল্লা হত এবং ৩ জন আহত হয়। অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার [illegible] দাঙ্গার হেফাজতে রাখা হইয়াছে। আরও ৩ জন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করিয়া বৃটিশ এজেন্সীতে আটক রাখা হইয়াছে। ব্যাপার আয়ত্বে আনা হইয়াছে, [illegible] অনেক মন্ত্রী ঘটনা সম্পর্কে [illegible] ৫০ জন সৈন্যসহ [illegible] ত্যাগ করিয়াছেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে

নূতন ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগ

[illegible] ১২ বৎসর [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। [illegible] তিনি অবসর [illegible] মিঃ [illegible] মোহম্মদ [illegible] তাঁহার পূর্বে আর কোন মুসলমান বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হন নাই।

মিঃ [illegible] বিচার [illegible] আকবর খানের [illegible] ও বোম্বাই হাইকোর্টের এক জন বিশিষ্ট এটর্নী।

[illegible]বীর খড়্গবাহাদুর

সরকার-কর্ত্তৃক [illegible]

পুরস্কার

রাজসাহী জেল হইতে মুক্তি

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, রাজকুমারী নামক [illegible] বালিকার প্রতি [illegible] আত্মরক্ষার জন্য [illegible] খড়্গবাহাদুর সিং [illegible] সনের [illegible] তারিখে ৮ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। [illegible] রাজসাহী জেল হইতে খড়্গবাহাদুরকে মুক্তিপ্রদান করা হইয়াছে। খড়্গবাহাদুর [illegible] আপনার [illegible]

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, রাজকুমারী নামক একটী বালিকাকে [illegible] কলিকাতায় [illegible] আগরওয়ালার সহিত [illegible] হীরালাল রাজকুমারীকে [illegible] তাহার নিকট বিক্রয় করে [illegible] বালিকার [illegible] বলাৎকার করে [illegible] বিরুদ্ধে তাহাকে [illegible] পর্য্যন্ত এই ঘটনা [illegible] রাজকুমারীর আত্মীয়। সে হীরালালের সম্মান রক্ষার জন্য হীরালালকে হত্যা করে। খড়্গবাহাদুরের শাস্তির পর তাহাকে মুক্তি প্রদান করিবার জন্য অথবা তাহার শাস্তি হ্রাস করিবার জন্য [illegible] ও বড়লাটের নিকট একাধিক [illegible]

বৃক্ষশাখায় শিরহীন শবদেহ

বারাণসীর [illegible] সংবাদে প্রকাশ, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে [illegible] দিন [illegible] শিরহীন শব ঝুলিতে দেখা যায়। এ যাবৎ উক্ত নরহত্যার কারণ অবগত হওয়া যায় নাই, হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

বে-আইনীভাবে মদ্য প্রস্তুত

প্রকাশ, বর্দ্ধমান জিলার কালনায় [illegible] অক্রুর মাঝি [illegible] রাত্রি প্রায় [illegible] সময় তাহার [illegible] মদ্য প্রস্তুত করিতেছিল। স্থানীয় পুলিশ ও আবগারী বিভাগের পুলিশ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া অক্রুর ও তাহার সহকারী একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ঐ সময়ে তাহারা ১১ আউন্স মদ্য প্রস্তুত করিয়াছিল। মামলা বিচারাধীন।

দিনাজপুর সংবাদ

নূতন রেলপথ

দিনাজপুরের [illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত একটি রেলপথ নির্ম্মাণার্থ দিনাজপুরের জিলা বোর্ড সম্মতিদান করিয়াছেন। [illegible] রেলপথ [illegible] নির্ম্মিত হইবে। [illegible] ইঞ্জিনীয়ার মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর হস্তে উক্ত রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

নীল আলোতে সহর উজ্জ্বল

একটি [illegible] তারিখে [illegible] রাত্রিতে দিনাজপুর সহরের অধিবাসীগণের [illegible] প্রায় ১০টার সময় একটা নীল রঙের আলোকে সহরটা আলোকময় হ[illegible] [illegible] নিকটে [illegible] আলোক [illegible] গিয়াছে।

পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ

দক্ষিণোত্তর ভারত-ট্রেণ

গত ১লা এপ্রিল প্রাতে সর্ব্বপ্রথম মাদ্রাজের পেশোয়ার [illegible] সেণ্ট্রাল এক্সপ্রেস মাদ্রাজ হইতে পেশোয়ার যাত্রা করিয়াছে। ইহাকে [illegible] [illegible] রেলপথ সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম। ইহা একমাত্র আমেরিকার ট্রেণস আটলাণ্টিক [illegible] সমান। এই রেলপথ পশ্চিম প্রান্ত [illegible] দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়াছে, তথা হইতে [illegible] ভারত অতিক্রম করিয়া দিল্লী ও পেশোয়ার পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ স্থানে [illegible] বড় বড় রেলপথ আছে।

কৃষি-বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি

বোম্বাই প্রদেশের [illegible] বৎসরের কৃষি বিভাগের রিপোর্টে কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে ভারতবাসিগণ কৃষি-বিভাগের উপকারিতা অধিকতর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। কৃষি-বিষয়ে জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। কৃষকগণ উন্নত পদ্ধতি অনুসারে কৃষিকার্য্য সম্পাদনে অভিলাষী। [illegible] প্রস্তুত কার্য্যেও জনসাধারণের আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। উৎকৃষ্টতর বীজ প্রাপ্তির জন্য সকলে আগ্রহান্বিত। ভারতীয় কৃষি কমিশনের কার্য্য দ্বারা কৃষি বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ঝুলানো সেতু ভঙ্গ

৪০ জনের জলে পতন

ভারতবর্ষের [illegible] নিকট নদীর [illegible] ঝুলানো সেতু ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া যাওয়ার ২০ জন জখম হইয়াছে।

৪০ জন এক [illegible] মেলার প্রতিযোগিতা দেখিতে গিয়া ফিরিয়া আসিবার কালে যেমন ঐ সেতু পার হইতে যায়, অমনি উহার এক প্রান্ত ছিঁড়িয়া যায় এবং সেতুর উপরিস্থ সমস্ত লোক ২২ ফিট নিম্নে নদীর জলে নিমগ্ন হয়।

ত্রিপুরা চা বাগানের উন্নতি চেষ্টা

ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের রাজ্য মধ্যে যে সব চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সব চা-বাগানে নানারূপ অসুবিধা আছে, তাহা দূরীকরণার্থ মহারাজ বাহাদুর একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন চীফ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন ও সদস্য দেওয়ান শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত, রোশনাবাদ কাছারীর এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রমথরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

ময়মনসিংহ জিলা বোর্ডে তদন্ত

গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের [illegible] চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদারের প্রতি বোর্ড কর্ত্তৃক অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণের কারণ অনুসন্ধান জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের [illegible] পরিদর্শন আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ঔষধ ক্রয় ও টিউব ওয়েল সম্বন্ধীয় [illegible] দেখিয়াছেন। বোর্ডের সদস্য লেফটেনাণ্ট সৈয়দ মহম্মদ হোসেন চৌধুরী ও কাপাসিয়া [illegible] এবং বাজিতপুরের উকীল জ্যোতিষচন্দ্র [illegible] মহাশয়গণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীরামপুর জেল-পরিদর্শক

শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চাটার্জ্জী শ্রীরামপুর সাব জেলের বেসরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহে মহিলা কলেজ

ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুলে মহিলাদের জন্য একটি কলেজ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। সিটি কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাময়ী স্কুল কমিটীতে ২টী ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে চৈত্র, শনিবার—১৩৩৫।

"মঠের বাবা মহাশয়"

শাস্ত্র-শিক্ষার্থিগণ যেখানে বাস করেন, সেই গুরুকুলকে 'মঠ' বলা হয়। শ্রৌত-সম্প্রদায়ে ঋষিকুল মঠের আশ্রয় করেন। নৈতিক গৃহমেধ-যজ্ঞের পথিকগণ কখনই আচার্য্য-কুল হইতে পারেন না। শ্রৌত-সংস্কারপর ব্রহ্মজ্ঞানের অবরোধী ঋষি-কুলই আচার্য্য হইতে পারেন। তাঁহারা মঠের বিরোধী নহেন। মঠে পাঞ্চরাত্রিক একায়ন-বিচার প্রবল থাকিয়া স্বাধ্যায়-নিরত শিক্ষার্থিগণকে শ্রৌতপথে অগ্রগামী করান হয়। তাঁহারা লৌকপদ্ধতির 'বাবা' নহেন। লৌকপদ্ধতিতে স্মার্ত্ত এবং তদভিমানে সাধু স্মার্ত্তগণের আচার ছাড়িয়া কখনও কখনও [illegible]-সম্প্রদায় মাতৃত্ব-সম্পাদককে মাতুল-সম্বোধনে বিভিন্ন-গোত্রান্বিত করিবার প্রয়াস করেন। পিতৃ ও মাতৃ-কুল হইতে সন্তানের পরিচয় লাভ হয়, সত্য; তজ্জন্য মাতৃতন্ত্রের জনগণ যৌবন-সম্প্রদায়ে পুত্রগণকে 'পিতা' 'বাবা' প্রভৃতি নামে অভিধান করেন। আবার মাতৃকুলে ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ মামাত ভাইগণ শচীনন্দনকে শচীমাতার ছেলে বলিয়া থাকেন। ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত-কুল হিন্দু মুসলমান মঠবাসিগণের বাবা চিরদিনই মাতুলবংশ-প্রীত বলায় সাক্ষাৎ মহাদিতে পিতৃকুলের পরিচয়ই প্রবল।

মঠ—চারি প্রকার; অজ্ঞাতজামিতার মঠ, কর্ম্মকাণ্ডের মঠ, জ্ঞানকাণ্ডের মঠ ও ভক্তের ভাব-মঠ। শ্রীচৈতন্যের ঐকান্তিক ভক্তের মঠের নামই গৌড়ীয়মঠ, সুতরাং গৌড়ীয়-মঠের আসক্ত ভাইরা গৌড়ীয়মঠ-বাসিগণকে পিতৃ সম্পর্কিত বলিয়া সম্বোধন করিলে অধিক দোষের বিষয় হয় না। যেহেতু মৌলানা সিরাজুদ্দিন কাজীকে ও শ্রীরূপপক্ষ্য ভানপূর্ণ ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্তগণ মাতুলবংশ্য বলিয়াই আবহমান কাল সম্বোধন করিয়া আসিতেছেন। ভক্তিমঠ প্রেতশ্রাদ্ধের কর্ম্মপট্টী না হওয়ায় গৌড়ীয়মঠের মাল্‌সায় প্রাকৃত অন্নে জড়-ভাব আরোপিত না হওয়ায় মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষের আশঙ্কা হয় নাই বা হইতে পারে না। গৌড়ীয়মঠে মঃ মঃ রঘুনন্দন স্মার্ত্তপ্রবরের উদ্ধৃত বচনের আদর আছে,—বাহা স্মার্ত্তসমাজে স্মার্ত্তানুক্রমগণের মধ্যে বলপূর্ব্বক পরিত্যক্ত হইতেছে। বৈদিক বিধিঅবিধি গৌড়ীয়মঠেই প্রবর্তিত

মাল্‌সা ভোগ

শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্য-চরিত বর্ণন করিতে গিয়া স্থানবিশেষে পাষণ্ডি-হিন্দুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাষণ্ডি হিন্দুগণের বিচারে শুদ্ধাশুদ্ধি ও স্পর্শদোষালোচনা পরিহার-বিষয়ে মাল্‌সা-ভোগের সৃষ্টি হইয়াছে। মাল্‌সায় থাকে শুকনা চিড়া, দধি, পাকা কলা, মিঠাই প্রভৃতি। আলোচে অন্ন চাউল, "চিড়ানন্দন" প্রভৃতি বুদ্ধি করিয়া প্রসাদ হইতে দূরে পতিত হন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস যাহাকে "নিত্য" বলেন, সেই সকল খাদ্যদ্রব্যকে স্পর্শদোষে দুষ্ট জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাই মালসা-ভোগের আসামী।

শ্রীলক্ষ্মী-শক্তি ভগবদ্‌ভক্তের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়া ভক্তের চিন্ময় হস্তের অন্ন পাচিত অপাক্ষাদিত ভক্ত্যন্নসমূহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যবহৃত হয়। শ্রীঅদ্বৈত-বংশ্য রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের প্রবর্তিত মালসা-ভোগের কোন দ্রব্য গৌড়ীয়মঠে গৃহীত হয় না। গৌড়ীয়-মঠবাসীগণ ভুক্তিপিপাসক ভিক্ষাহীয়া মহা প্রসাদ বিক্রয় করেন না। পরন্তু জগদীশের সেবক সূত্রে অভক্ত সম্প্রদায়ের সহিত ঐকান্তিক স্থাপন করিতে না পারিয়া অনভিজ্ঞ গোস্বামিগণের ন্যায় প্রসাদে জড়বুদ্ধি করেন না। এবং ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তগণের স্পৃষ্ট কোন দ্রব্যকে ভগবন্নৈবেদ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। "দৃশ্যাস্পৃ-বুদ্ধিঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য যাঁহাদের জ্ঞান নাই,—তাদৃশ অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের স্পৃষ্ট দ্রব্যকে কখনই তাঁহারা ভগবন্নৈবেদ্য বলিয়া জ্ঞান করেন না। সুতরাং মাল্‌সা-ভোগের ব্যবস্থা-দাতৃগণ ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত মাত্র। গৌড়ীয়মঠ ইহারই সুতীব্র-আছে। পারমহংস্য বিষয়ে তাহার অনাদর নাই। এই সকল কথা অনভিজ্ঞ সমাজ প্রথমমুখে বুঝিতে পারেন না। অতএব অপারদর্শিতের প্রান্ত ধারণা অপসারিত হইয়া বেদের একায়নস্কন্ধ-বিষয়ক পরাবিদ্যা আবার ভারতে প্রোজ্জ্বল স্থাপন করুক, বাবা-মহাশয়ের পুত্রকন্যার স্মার্ত্তগণ লৌকিচার পরিহার করুন, শাস্ত্র-বিশেষের গূঢ়তত্ত্বসমূহের বিবাদ প্রশমিত হউক, আবার সত্য যুগের প্রবর্তন হউক, শ্রীনামযজ্ঞের দ্বারাই যুগান্তর স্থাপিত হউক, অস্বাভাবিক প্রকৃতি নৃশংসাচার বা প্রাকৃত শুক্র-শোণিত পদ্ধতির বিচার বিজ্ঞানভিত্তিতে পরিষ্কৃত হউক এবং হরিভজনানুকূল গুণকর্ম্মের আদর হউক।

'সজ্জন—সত্যসার

সজ্জনের তৃতীয় নাম, তিনি সত্যসার। সত্যসার বলিতে কায়মনোবাক্যে যিনি সত্য হইতে বিচ্যুত হন না। সত্য হইতে চ্যুত হইলেই মানব 'অসাধু' বা 'অবৈষ্ণব' সংজ্ঞা লাভ করেন। সজ্জন বা শুদ্ধ বৈষ্ণব একমাত্র সত্যসার। যিনি অসত্যকে অসার জানেন এবং সত্যকে নিষ্কপটে সারজ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই সত্যসার।

লৌকিক নিরপেক্ষতা আশ্রয় করিয়া যে বস্তু-সত্যের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় তাহাই লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কাম-ক্রোধাদিষড়্‌রিপুর দ্বারা তাঁহার তাৎকালিক প্রবৃত্তিসকল চালিত হইয়া যে সত্যানুভব করেন তাহা তাঁহার তাৎকালিক সত্য হইতে পারে, কিন্তু কামক্রোধাদির অপগমে তিনিই পুনঃ সত্যপ্রতীতির বাধা অনুভব করিয়া থাকেন। মানব সভ্যতার আদিম-কালে জ্ঞানের অভাবকালে অজ্ঞকালাকার জড়বিজ্ঞান-বিষয়ক উপলব্ধি অনেক স্থলে অবলম্বন ছিল। প্রাচীন গ্রীকগণের, চীন-দেশীয় জ্ঞানিগণের, ভারতীয় বিদ্বৎ সম্প্রদায়ের জড়বস্তুসমূহে ধারণাগত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতেন তাহার ধারণা অধিকাংশই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। মানব এখন মানব সত্য-প্রতিপাদন করিয়া যাইতেছেন। ই. বি. হাভেল মহোদয়ের মাল্‌সায় অন্ন বিচার পরেও স্মার্ত্তগোস্বামিগণ স্পর্শদোষের বিচার আনয়ন করেন নাই। কিন্তু অর্বাচীন "ঢাকুরিয়ে চন্দ্র" স্মার্ত্তগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া বিষ্ণুপ্রসাদের উপর পাপবুদ্ধির পরিচয় দিয়া শীত-পুণ্য হইয়া পড়ে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পূজারী—মহাপ্রসাদ। তাহার পাকের সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছে তাহাতে তাহাদের "মুক্তি মল্লিকার" সৌরভ হয়ত-গন্ধ নাশ করিয়া পিপাসিগণের অবকাশ রাখে নাই। কিম্বদন্তী এই যে, পিতামহগণের কাশীতে স্মার্ত্ত কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণের নাসিকায় পাচিত অন্নের মাংস-গন্ধ ও নিষিদ্ধ সকল বস্তুর গন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা বিষ্ণুনৈবেদ্য না হওয়ায় গন্ধগ্রাহীগণ সেই সত্যের স্থানে আশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিত্য-সেবায় সুগন্ধযুক্ত অন্নাদি মাংসের গন্ধ-গণকে বিপথগামী করে নাই। দাক্ষিণাত্যের পাচকগণ উচ্চবর্ণের পাচক সাক্ষী হওয়ায় যে সকল বিচিত্র উপাদান গন্ধ অনাস্বাদ্য জনগণের নাসিকায় প্রবেশ করাইতেছেন সেইরূপ দুর্গন্ধ পারমার্থিক বিচারে ফলপ্রদ নহে।

যেন পূজারিগণের অভিজ্ঞতা লাভ করে না। [illegible] তাঁহার হৃদয়পটে প্রতিফলিত [illegible] অশ্রু থাকে। [illegible] মানবের মনে কামক্রোধাদি [illegible] শিক্ষাপ্রভাবে পরিবর্তিত হয়। তাৎকালিক সত্য [illegible] [illegible] হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, [illegible] অনেক স্থলে [illegible] তাহার বাদী, [illegible] অধিক অস্থিত হইলে সত্য আসিয়া [illegible] করে।

[illegible] ও তাৎকালিক সত্য [illegible] সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া [illegible] হইয়া [illegible] ধর্ম-অর্থ কাম [illegible] অনুসন্ধান [illegible] হইয়া [illegible] পুনরায় হন, কখনও বা মুমুক্ষু হইবার [illegible] ছাড়িয়া [illegible] মায়াবাদী হন। ইঁহাদিগকে অজ্ঞানী [illegible] বলা হয়। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের সত্য-ধারণা ভ্রমপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও তাৎকালিক ভ্রান্তিময়। অপ্রাকৃত হরিজনের ধারণা সেরূপ নহে। তিনি হরিকেই পরম সত্য জানেন। হরি হইতে বিচ্যুত হইয়া হরিজন যখন হরিবিমুখ অভিমান করেন তখনই তাঁহার পরম সত্য বস্তু লাভ [illegible] হইয়া পড়ে। দৈবমায়াকৃত [illegible] ও [illegible] [illegible] করিয়া তাঁহাকে অসত্য বস্তুতে সত্যের আরোপ করায়। হরিজনকে [illegible] করায় হরিজনগণ বিমুখ হন, পরমাত্মা দেখেন, [illegible] তাঁহার সত্যদর্শনে পরমাত্মা প্রকটিত হন। আবার অপ্রাকৃত সর্বদেশ দর্শনের চিদাভাববর্ণকে ও [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] আবার তাদৃশ [illegible] বাহ্য [illegible] দেবীধামে [illegible] [illegible] বিবর্ত-বাদাশ্রয়ে [illegible] সেইরূপেই আমি বলিয়া থাকেন। এই [illegible] হরিবিমুখ [illegible] [illegible] বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়, [illegible] স্থিরবুদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] করিতে গিয়া তত্ত্বমুক্ত হইয়া [illegible] আসিয়েন অভিজ্ঞ [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] [illegible] মালিক হন। [illegible] [illegible] পরাকাষ্ঠা [illegible] [illegible] হইতে বিমুখ [illegible] [illegible] [illegible] পরিবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরমাত্মা [illegible] [illegible] মধুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] সত্য, প্রাচীন [illegible] [illegible] পরম সত্য [illegible] [illegible]

দেহে তুষ্ট হইলে [illegible] করায় জীবের আত্মিক [illegible] সেবার নিযুক্ত হইয়া [illegible] মনস্বী পরম [illegible] তাৎকালিক, সম্প্রমতে আচ্ছন্ন [illegible] তাৎকালিক তুষ্টদেশগত সন্তোষ [illegible] সন্তোষার্থী হইতে দিল না।

এই সেবীনামে [illegible] ভগবানে বলী ইন্দ্রিয়বর্গকে [illegible] সেবায় নিযুক্ত না করিয়া [illegible] তাৎকালিক [illegible] করিলেন। শ্রীগৌর-ভগবানে [illegible] ইন্দ্রিয়কে বিমুখ সেবার [illegible] না। শ্রীগৌরভগবানকে [illegible] কোন জীব ভজন [illegible] বস্তু জ্ঞান করিয়া কোনোদিন [illegible] সন্তোষের পুষ্টিকারক [illegible] প্রবল [illegible] ডুবিয়া গিয়া আছেন, [illegible] গৌরাঙ্গ বুঝিয়া বলিলেন। সেই সকল প্রাকৃত গৌরধারার জীব আপনাদিগকে "আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, [illegible] সখীভেকী, [illegible] গোঁসাই। অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী" প্রভৃতি অভিমান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও তদীয় নিজজনগণকে তাঁহাদেরই মত জীব বিশেষ মনে করিলেন। সে জন্যই সত্যের অপলাপ হইতে দেখিয়া শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু লিখিলেন— "[illegible] ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ" কি প্রকারে লোক-[illegible] কণ্টকিত করিয়া "গৌরকৃষ্ণ" [illegible] আউল বাউলাদির অভিমান [illegible] কে বাধা দিতে পারিবে, [illegible] [illegible] জীব [illegible] কৌতুহল [illegible] "[illegible] পরিত্রাণের [illegible]" [illegible] বৈষ্ণব [illegible] উক্ত হইলে সকল [illegible] হইবেন, এরূপ সুনিশ্চিত সঙ্কল্প [illegible] বৈষ্ণব বা গৌরভক্ত [illegible] [illegible] গৌরভক্ত [illegible] [illegible] প্রাকৃত [illegible] বলিয়া গ্রহণ করিলেন [illegible] সত্য [illegible]

[illegible]

[illegible] আমার কথা [illegible] শ্রীগৌর ভগবান্ [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] হইবেন, [illegible] বহুরূপে [illegible] হইবেন, কিন্তু [illegible] বস্তু নিশ্চয় [illegible] কৃষ্ণের, [illegible] ও [illegible] বস্তুর [illegible]

শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় কি?

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

কোন কোন মনীষি মনে করিয়া থাকেন যে, শ্রুতি সকল নির্বিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক, অবশ্য শ্রুতিতে সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধ ভেদের বাক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সগুণ ও নির্গুণ উভয় বাক্যই অদ্বয় ও নির্বিশেষভাবে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদিত।

এক "ব্রহ্মে দ্বিবিধ ভেদের অবকাশ [illegible] সর্বজ্ঞঃ [illegible] আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" এই সকল বাক্যগুলি যেন ব্রহ্মের সগুণত্ব [illegible] করিতেছেন, আবার,— "[illegible] সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য ব্রহ্মের নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন, অতএব এরূপ ভেদ দৃষ্ট হয় বটে, তবে এই উভয়বিধ ভেদ দর্শনে পূর্ব্বপক্ষী বৈদান্তিকবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রুতিতে সগুণ বাক্যের বিষয় দেখা যায় তাহা [illegible] নির্গুণ নহে, [illegible] অর্থ লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে, সাধারণের [illegible] প্রদর্শন করা যে প্রকার ব্যক্তি [illegible] পুরুষ অনুমান [illegible] নির্গুণ ব্রহ্মেও তদ্রূপ ঐ সকল গুণের আরোপ দ্বারা সাধারণ লোক সকলকে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবর্তক করিবার [illegible] শ্রুতিবাক্য-সকলের মূল উদ্দেশ্য, ইহারা আরও বলেন যে, শ্রুতির সগুণ [illegible] বাক্য সকল যদি নির্গুণ [illegible] বাক্য সকলের [illegible] বোধক না হয়, তাহা হইলে পরস্পর বিরোধ ঘটিবে, সুতরাং তাহাদের একার্থতা স্বীকার করাই যুক্তি-[illegible] নির্গুণ বস্তু বেদের প্রতিপাদ্য [illegible] সগুণ [illegible] বেদের [illegible]।

মায়াবাদীর এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে, [illegible] বলেন, [illegible] তোমাদের [illegible] হইবে [illegible] উপযুক্ত [illegible] কল্পনাপ্রসূত [illegible] শ্রুতিবাক্যকে [illegible] তাহাদের একমাত্র আশ্রয়, অতএব "বেদ [illegible]" [illegible] হইবে।

কল্পনার আদর আমরা করিতে পারি না, কারণ, আমরা শ্রুতিপাদ-আশ্রিত শ্রৌতপন্থী, শ্রুতি বাস্তবসত্যের জ্ঞাপক, সুতরাং স্বপ্রকাশ বস্তু। তাহাতে কল্পনার কোন অবকাশ নাই, শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়-ভাবে তোমরা সেই শ্রুতিবাক্যের নিরুপাধি বুদ্ধিতে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া, স্বকপোলকল্পিত অচিন্ত্য-বাক্যে তর্কের আবাহনপূর্ব্বক কল্পনাবৃত্তির দ্বারা গৌণার্থ কল্পনা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছ মাত্র কিন্তু তদ্দ্বারাও তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, কারণ তোমরা গুণবিধানকে অনুবাদ বলিয়াছ, যাহা পূর্ব্বে প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পশ্চাৎ কথনের নামই অনুবাদ, কিন্তু শ্রুতিকথিত সগুণ বাক্যোক্ত গুণসকল প্রমাণান্তর হইতে প্রাপ্ত নহে, অতএব তাহাদের অনুবাদত্ত্ব সম্ভব হয় না।

বেদ স্বতঃসিদ্ধ বাক্য,—বেদকথিত সগুণের বাক্য সকল কখনও কল্পিত গুণের প্রতিপাদক হইতে পারে না, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে * * * * * * স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" এই শ্রুতি বাক্যের "স্বাভাবিকী" শব্দে উক্ত জ্ঞান-বল ক্রিয়াত্মক শক্তিত্রয় যে ব্রহ্মের উপচারের ন্যায় তাঁহাতে স্বাভাবিক, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং স্বাভাবিক বলিয়াই তাহার নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আরও শ্রুতি কথিত সগুণ বাক্যে, "এষাঁম সর্বগুণ[illegible] গুণাঢ্য মুমুক্ষুগণকর্ত্তৃক অন্বেষণীয়" এইরূপ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যদি মায়াবাদীর কল্পনা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়—অর্থাৎ শ্রুতিকথিত ব্রহ্মের উক্ত গুণসকল যদি বাস্তবিক কল্পিত হয়, তাহা হইলে উহা কখনও মুমুক্ষুগণ্য হইত না, ব্রহ্ম-সূত্রের "দহর উত্তরেভ্যঃ" ১।৩।১৪ প্রভৃতি কয়েকটী সূত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৮ম অধ্যায়ে "অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" এই বাক্যের "দহরাকাশ" শব্দের বাচ্য পরমাত্মা; তাহা জীব বা ভূতাকাশ নহে; কারণ উক্ত সন্দর্ভের শেষ ভাগে কথিত হইয়াছে যে পৃথিবী ও স্বর্গ এই উভয় ইহারই অন্তরে অবস্থিত, এই পরমাত্মা অপাপবিদ্ধ, নিষ্পাপ, নিত্য, এই সকল পরমাত্মারই ধর্ম, সুতরাং উক্ত দহরাকাশ শব্দে পরমাত্মাই বোধিত হইতেছেন, অতএব মায়াবাদী যে তাঁহাকে অগুণী বলিবার ধৃষ্টতা করিতেছেন, তাহা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। আরও যাঁহারা যে শ্রুতি আশ্রয়ে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলেন, তাঁহারাই আবার "সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের

তাঁহাতে সাক্ষিত্বাদি ধর্ম্মের নির্দেশ করেন। ব্রহ্মের ধর্ম স্বীকার না করিলে সাক্ষিত্বাদি শব্দের কোন প্রকারে সঙ্গতি হয় না, আর ধর্ম স্বীকার করিলে সগুণত্ব অনিবার্য্যরূপে স্বীকৃত হইতেছে।

আরও মায়াবাদিগণ যে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই শ্রুতি-বাক্যে শ্রুতির সকল শব্দাবাচ্য এপ্রকার অর্থ গ্রহণ করেন তাহাও কোন প্রকারে সঙ্গত হয় না, যেহেতু যাহা সর্ব্বথা শব্দের অবাচ্য তাহাতে লক্ষণারও সম্ভবপর নহে, অতএব সাক্ষি-ত্বাদি গুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্মাত্র এরূপ ঐ সকল শব্দের লক্ষ্য, এরূপও বলা যায় না, তাহাতে হেতু এই, যে চিন্মাত্র ব্রহ্ম শব্দের শক্তি বিশেষ লক্ষণা করা যাইতে পারে না; সুতরাং যাঁহাকে বাক্যদ্বারা সম্পূর্ণরূপে বলা যায় না, যাঁহার অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের সীমা না পাইয়া মনের সহিত বাক্য তাঁহার বর্ণনা হইতে নিবৃত্ত হয়; ইহাই উক্ত শ্রুতির মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিগত স্বাভাবিক অর্থ— ও যদ্যপি উক্ত শ্রুতিবাক্যের সর্ব্বথা শব্দাবাচ্য এই অর্থ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে শ্রুতান্তরের কথিত "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্ববেদ যে ভগবানকে প্রতিপাদন করেন, ইহার কোন প্রকারে সঙ্গতি হয় না, অতএব শ্রুতির সর্ব্বথা শব্দাবাচ্যত্ব কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না।

শ্রুতি যখন স্বতঃসিদ্ধ বাক্য তখন তদন্তর্গত সগুণ ও নির্গুণপর বাক্য সমস্তই সত্য বলিয়া গ্রহণীয়, আবার ব্রহ্মবস্তুকে কখন সগুণ, কখন নির্গুণ একথাও বলা যায় না, কেননা সগুণ বাক্যকে ব্যবহারিক গুণবিধানে এবং নির্গুণ বাক্যকে পারমার্থিক গুণরাহিত্যের বোধক একথা বলাও সঙ্গত নহে কারণ তাহাতে "সর্ব্বং বেদাঃ" এই শ্রুতি মিথ্যা হইয়া পড়ে, অতএব 'সগুণ' শব্দে সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন, ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণ এবং 'নির্গুণ' শব্দে প্রাকৃত গুণ রাহিত্যই বোধিত হইয়া থাকে, এই প্রকার অর্থ গ্রহণে শ্রুতি সকলের আপাততঃ প্রতীয়মান পরস্পর বিরোধী বাক্য সকলের সর্ব্বপ্রকারে সুষ্ঠুরূপে সঙ্গতি হইয়া থাকে, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রুতি সকল সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়বিধ বাক্যদ্বারাই সর্ব্ব প্রকার প্রাকৃত-গুণ রহিত এবং স্বাভাবিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়া-শক্তিসমন্বিত, অপ্রাকৃত অনন্ত সদ্গুণগণময় ও অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীভগবানকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

নিমাই

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারী জ্যোতির্ভূষণ),

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিমাই বঙ্গদেশে থেকে এইভাবে ছেলে পড়াতে লাগলো, এদিকে নবদ্বীপে বাড়ীতে আবার কি হোলো তা বলি শোন। যেদিন নিমাই বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এল্লো, সেই দিন হ'তেই লক্ষ্মী খাওয়া দাওয়া সব ছেড়ে দিলে; কেবল ভাবনা—কোথায় গেল, কি হোলো, আর দেখ্‌তে পাই কি না, কখনো পথ চলেনি, পথে যেতে কত কষ্ট হচ্ছে; নরম পা, পথে হয়তো কাঁকর আছে, পায়ে লেগে কত বেদনা করছে, পথে কাঁটাও প'ড়ে থাকে, হয়তো পায়ে ফুটে গিয়ে কি যাতনাই না হচ্ছে—কত রক্ত পড়ছে, পথ চলে চলে পায়ে বেদনা হয়েছে, হয়তো আর যেতে পারছে না, এক জায়গায় পথের ধারে বসেছে, কেহ বা দেখ্‌ছে, কেহ না গায়ে পায়ে হাত বুলুচ্ছে; কখন রোদে পাকোন, এত রোদ!—রোদে মাথা গা সব পুড়ে যাচ্ছে, পায়ের ধুলো বালি তেতে আগুন হয়ে গিয়েছে, পায় আর সচ্ছে না—হয়তো কত ছটফট করছে, আর হয়তো চল্‌তে পারছে না, কোন গাছতলায় বসেছে দুপুরবেলায় কোথায় খাবে, কে দেবে দেবে [illegible] কিদে হয়েছে, কত কষ্ট পাচ্ছে, গাছতলায় বসলে কেবা একটু বাতাস দিচ্ছে, কেবা একটু জল দিচ্ছে—কেবা কিছু খাবার দিচ্ছে। এই রকম সব ভাবনায় লক্ষ্মীর বুক ফেটে যেতে লাগলো। রাতে চোখেও ঘুম নেই, সমস্ত রাত ব'সে ব'সে কান্না। কাঁদে না, খাওয়া দাওয়া নেই আর কদিন এ কষ্ট সহ্য করবে? ভাবনা সইতে না পেরে, সে যে দেশে গিয়েছে আমিও সেই দেশে যাই ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ঘাটে গেল।

লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব

এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কাহারে না কহে॥
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন তৈতে নাহিক ভোজন॥
নামে সে অন্ন মাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে॥
একেশ্বর সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পাযেন কোন ক্ষণ॥
ঈশ্বর বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারে সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥
নিজ প্রতিকৃতি দেহ থুই পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু পাশে অতি অলক্ষিতে॥
প্রভু পাদ-পদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গা-তীরে দেবী করিলা বিজয়॥
এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে।
কাষ্ঠ দ্রবে আইর সে ক্রন্দন শুনিতে॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেবধর্ম্মা, দেবশর্ম্মা, কবিভূষণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অবিকারী, অবিনাশী জীবাত্মসম্বন্ধে নিত্য হও স্থিত। অপ্রাপ্তের লাভ আর লব্ধের রক্ষণ পরিত্যাগ করি তুমি হও আত্মবান, বিশ্বম্ভর-পরমাত্মা করিবে পালন॥ যদি বল সর্ব্ববেদ কৈলে অধ্যয়ন, বহুকাল বাদ বহু বিক্ষেপ সম্ভব, কিরূপেতে সেই বুদ্ধি হইবে উদয়? শুন তাহে—সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ে যথা—স্নান পান আদি যাহা প্রয়োজন, ক্ষুদ্রে তাহা হয় সম্পাদন; বেদার্থ-তাৎপর্য্যবেত্তা-ব্রহ্মজ্ঞ জনের সর্ব্ববেদে যাহা প্রয়োজন, সেইরূপ শ্রীগুরুর শ্রীমুখ হইতে আশ্রয়ে, যাহা হয় সেই আত্মায়ত্ত্বজ্ঞানভব। যদি বল—'কর্ম্মে জ্ঞানসিদ্ধি হয়'—সুতরাং আমি তবে হোক অন্তরের অন্তরঙ্গহেতু; বহুত প্রয়াসে মোর কিবা প্রয়োজন? তাহে বলি,—নিষ্কাম কর্ম্মে—যদ্দারা অন্তর শুদ্ধ,—অবশ্য বুদ্ধিহেতু অন্তঃকরণ, তদ্বিধ বর্ণাশ্রম কর্ম্ম-যুদ্ধাদিতে তব,—লোক অধিকার বন্ধন কারণ ফলে নাহি অধিকার। নাহি হও কর্ম্মফলহেতু—কর্ম্মাশয় করি কিম্বা, কর্ম্ম কৈলে—অনর্থক হেতু সর্ব্ব কাম্যকর্ম্মফল, অতএব 'অকর্ম্মণি তে সঙ্গ মা ভবতু' - এই কর্ম্মে অনর্থ কারণ নাহি হোক প্রীতি তব, নিষ্কাম করহ অনুষ্ঠান, অন্তরেতে—ভক্তি নাহিলেও জ্ঞানসিদ্ধি হইবে তোমার; সুতরাং আমি যাহা আছে পূর্ব্বের। মানস্থান [illegible] কর্ম্ম। ফল আকাঙ্ক্ষায়, আর কর্ত্তৃত্ব আবেশ ত্যাগ করি যোগাস্থিত হ'য়ে, কর তুমি যুদ্ধ আদি কর্ম্ম। কর্ম্মফল আত্মসাতে—তবে মায়ানিবৃত্তি। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশেতে—কোপিবেক মায়া, 'আত্মজ্ঞানরূপ বন্ধ' পরেশ্বর ধর্ম্ম চৌর্য্যাপরাধে। কর্ম্মফল হোক সিদ্ধি অথবা অসিদ্ধি, নাহি তাহে রাগ কিম্বা দ্বেষ; সমবুদ্ধ্যে কর তুমি কর্ম্ম। চিত্ত সমাধানরূপ, 'সমবুদ্ধি' ইহা, আমি তারে কহি 'যোগ' নাম। এই বুদ্ধিযোগ হ'তে অতি নিকৃষ্ট কাম্য কর্ম্ম,—জন্ম মৃত্যু অনর্থের হেতু, দূরকরি তাহা হতে ধনঞ্জয়? আত্ম যাথাত্ম্য-জ্ঞানের কর্ম্মযোগ যুক্ত বুদ্ধি করহ আশ্রয়। ফল কামনায় কর্ম্ম করে যে কৃপণ, জন্মমৃত্যু কর্ম্ম প্রবাহেতে নিপাতিত দীন।

একায়নমঠ-কৃষ্ণনগর

পাঠ ও বক্তৃতা

বিগত ১লা এপ্রিল ১৮ই চৈত্র সোমবার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা কাল কৃষ্ণনগর শ্রীএকায়নমঠে গৌড়ীয়মঠপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভদ্রলোকের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে আত্মধর্ম্মের বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং সাহজিক ও কর্ম্মীগণের অভিজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অন্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান বর্ণন করিয়া অতি প্রাঞ্জলভাষায় সকলের নিকট বৈষ্ণবের অপার মহিমা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন।

প্রসঙ্গতঃ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত 'যাও, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে' আদি-শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাণী উল্লেখ করিয়া দেখান যে, আত্মধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে আত্মধর্ম্মে দৃঢ়রূপে অবস্থিত হইতে হইবে; আত্মধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে আত্মধর্ম্মাশ্রয় বৈষ্ণবগুরুর নিকট যাইতে হইবে, তাঁহাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে হইবে এবং তাঁহাদের নিকট শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে হইবে, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে যে একমাত্র তাঁহাদেরই প্রবেশাধিকার আছে, অন্যের নাই, থাকিতে পারে না। [illegible] বিদ্যার অভিমান পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার থাকিলেও, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইলেও ভাগবতের কথা বাহির করিতে [illegible] অন্তরে স্ফূর্ত্তি করাইতে পারে না।

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী গোস্বামী প্রভুর ভক্তিসারঙ্গপ্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কৃষ্ণনগর শ্রীএকায়নমঠে শুভাগমনকরতঃ গত ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে "নিমি-যোগেন্দ্র সংবাদ" অতি আবেগময়ী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। [illegible] শ্রীপ্রকাশ বা বৈষ্ণব-দর্শনে [illegible] [illegible]

অতঃ প্রাঙ্গণে এক একটি অতি [illegible] গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ [illegible] বি, এ, মহোদয় 'একায়ন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীভগবদ্গীতার বচন উদ্ধারপূর্ব্বক একটি সারগর্ভ [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। [illegible] [illegible]

হয় বিবৃত্তির নিমিত্ত এই বৈষ্ণব-প্রবরের বক্তৃতার সূচক প্রকাশ করিবার [illegible] রহিল।

শ্রোতৃমণ্ডলী [illegible] মনোযোগের সহিত স্বামীজীর এবং শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা দীর্ঘকাল একচিত্তে বসিয়া শ্রবণ করেন।

নানা কথা

আফগানিস্থান

আমানুল্লার অগ্রসর

[illegible] এপ্রিল [illegible] সংবাদে প্রকাশ যে, আমানুল্লা সৈন্যদল সমূহ সমবেত [illegible] কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন কিন্তু তাঁহার অগ্রগতির কোন নির্ভরযোগ্য [illegible] বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না। [illegible] অগ্রগমনের পথে নানা অঞ্চলের সম্প্রদায় তাঁহার সাহায্যে যোগদান করায় সৈন্য সংখ্যা খুব বাড়িয়া যাইতেছে।

বাচ্চার আয়োজন

এদিকে বাচ্চা-ই-সাকাও [illegible] আয়োজন পুরা দমে চালাইতেছে। তিনি কাবুল হইতে ২০ মাইল দূরে আমানুল্লাকে [illegible] কবিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। গজনী অঞ্চলে খিলজী প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায়ের বাস, তাহারা যদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করেন [illegible] আমানুল্লার পক্ষে যোগদান করিতে পারে, কারণ, ইহাদের [illegible] বাচ্চার বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] [illegible] আমানুল্লার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বাচ্চার সাহায্যে মিলোয়ারী

বাচ্চার দলে মোহাম্মাদের [illegible] মিলোয়ারী [illegible] করিয়াছে। [illegible] তাহাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

জাতীয় শিক্ষাই—জাতির জীবন !

গৌরা-শাস্ত্রপ্রচারক "বঙ্গীয় [illegible] পরিষদের" একবিংশ বার্ষিক [illegible] পরীক্ষা আগামী বর্ষের ন্যায় আগামী [illegible] ও ২০শে আষাঢ় ১৩৩৬ সাল [illegible] ইং ১৯২৯ সাল [illegible] আদ্য পরীক্ষা, [illegible] ও [illegible] ২১শে ও ২০শে [illegible] রবিবার মধ্য পরীক্ষা এবং [illegible] ১২ই শ্রাবণ ইং ২৬শে, ২৭শে [illegible] জুলাই শুক্র, শনি ও রবিবার উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। [illegible] বর্ষের যে কোনও স্থানের [illegible] দিতে পারিবেন। ন্যূনকল্পে ৫ জন পরীক্ষার্থী হইলে উপযুক্ত [illegible] অধীনে পরীক্ষা-কেন্দ্র অনুমোদন করা [illegible]। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণ মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরিত প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হইবেন। **উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ "পুরাণ-রত্ন" ছাত্রীগণ "ভারতী" উপাধি** পাইবেন। এতদ্ভিন্ন আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় [illegible] অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পারিতোষিক প্রদত্ত হয়। পরীক্ষা মাতৃ-ভাষায় লিখিতভাবে গৃহীত হয়। বর্তমান পারদর্শীদের পরীক্ষা হিন্দী ও বঙ্গভাষায় গৃহীত হয়। নির্দ্ধারিত পাঠ্য :—

আদ্য : ১ম পত্র—কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সমগ্র); কাশীদাসী মহাভারতের আদি ও সভাপর্ব।

দ্বিতীয় পত্র—উল্লিখিত [illegible] রহস্য।

মধ্য :—১ম পত্র—কাশীদাসী মহাভারত (সমগ্র), চণ্ডী ও গীতার বঙ্গানুবাদ (সমগ্র)।

দ্বিতীয় পত্র—শ্রীযুক্ত মণিলালমোহন সান্যাল এম, এ, ভাগবতরত্ন মহাশয় প্রণীত "বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা" এবং রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও চণ্ডী-বিষয়ক রচনা।

উপাধি : [illegible] পত্র—বিষ্ণু-পুরাণের বঙ্গানুবাদ (সমগ্র) ও গীতার মূল (সম্পূর্ণ)।

দ্বিতীয় পত্র—শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পর্য্যন্ত (বঙ্গানুবাদ) [illegible] সম্পূর্ণ।

[illegible] রামায়ণ, মহাভারত, [illegible], [illegible], চণ্ডী, ইত্যাদি বিষয়ক রচনা। শ্রীযুক্ত মণিলালমোহন সান্যাল ভাগবতরত্ন মহাশয় প্রণীত "বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা" এবং [illegible] মহাশয় প্রণীত '[illegible]' পুস্তক হইতে রচনা।

(সংস্কৃত ভাষায় অতিরিক্ত পত্র আছে, তাহার পরীক্ষা দেওয়া পরীক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন।)

পরীক্ষার ফি :—আদ্য ১০, মধ্য ২, উপাধি ২, ।

নাম, পিতার নাম, জাতি, বয়স, ঠিকানা, কেন্দ্রের নাম এবং বিষয়ের উল্লেখপূর্ব্বক সদস্যাদের পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট তারিখের [illegible] আষাঢ় তারিখের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। আবেদনের ফর্ম চাহিলেই পাঠান হয়।

ভারতের নানা প্রদেশে, জেলায় জেলায় এই পরিষদের পরীক্ষা-কেন্দ্র আছে। নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য আবেদন করিলে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। পরীক্ষার ফি প্রভৃতি সকল অর্থ প্রদান [illegible] সম্পাদকের নামে [illegible] এবং বাহির [illegible] প্রেরিত হয়। বিশেষ বিবরণের [illegible] জানিতে পারিবেন।

সদ্গ্রন্থ আলোচনার এই কার্য্যে আমরা সাধারণের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি নিবেদন

শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য—সম্পাদক, কার্য্যালয়—[illegible] নং [illegible], কলিকাতা।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম, এ, বি, এল, কাব্যতীর্থ। শ্রীঅক্ষিকুমার [illegible]। সম্পাদক, প্রধান কার্য্যালয়।

লণ্ডনে দুগ্ধের মূল্য বৃদ্ধি

লণ্ডনে দুগ্ধের মূল্য ও তাহার উপর লাভ গ্রহণ সম্বন্ধে আন্ত সমিতি বাবসায় সংক্রান্ত সচিবদিগের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন :—

লণ্ডনের দুগ্ধ সরবরাহকারীগণ [illegible] বর্গকে জানাইয়াছে যে, তাহারা ১৯২৮।২৯ খৃষ্টাব্দে ৮ মাসের জন্য খুচরা হিসাবে প্রতি কোয়ার্ট বোতল দুগ্ধ ৭ পেন্স হিসাবে বিক্রয় করিবে এবং অবশিষ্ট ৪ মাস ঐ পরিমাণের জন্য ৬ পেন্স লইবে।

যদি [illegible] এই মূল্যে খুচরা দুগ্ধ বিক্রয় হয়, তাহা হইলে ১৯২৩।২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে যে মূল্য প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা উহা বৃদ্ধি হইবে, ইহাতে দেখা যাইতেছে যে দুগ্ধ সরবরাহকারিগণ ১৯২০।২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে যে হারে লাভ লইয়া আসিতেছে, তাহা অপেক্ষা প্রতি গ্যালনে আধ পেনী লাভ বাড়িবে। আমরা এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, ১৯২৮।২৯ খৃষ্টাব্দে খুচরা দুগ্ধের মূল্য ৭ মাস প্রতি কোয়ার্ট বোতলে ৭ পেন্সের অধিক লইবার কোনরূপ সঙ্গত কারণ নাই এবং সেইরূপ অবশিষ্ট ৫ মাস ৬ পেন্স হিসাবে মূল্য লইবারও কারণ দেখা যায় না। শীত ঋতুর জন্য যে প্রতি কোয়ার্টের মূল্য ৭ পেন্স হিসাবে লওয়া হয়, এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসের জন্য সে মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

ক্রয়ডন হইতে করাচী বিমানের সময় পরিবর্ত্তন

গত ৩০শে মার্চ্চ বেলা ১০টার সময় ক্রয়ডন হইতে করাচীতে ব্যোম-ডাক যাত্রা করিয়াছে। পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে, প্রত্যহ ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় ডাক যাত্রা করিবে, কিন্তু তাহা হইলে উহা জেনিভাতে পরদিন প্রত্যুষ ভোরে পৌঁছিত এবং তাহাতে লোকের অসুবিধা হইবার সম্ভাবনায় এই পরিবর্ত্তন করা হইল।

ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিনা আড়ম্বরে ডাক ছাড়িয়াছিল। উহাতে যে চিঠিপত্র গিয়াছে, তাহার ওজন ৩৬৪ পাউণ্ড। বিমান সচিব স্যর স্যামুয়েল হোর ও তাঁহার সেক্রেটারী মেজর বুসক, ব্যোম ডাইরেক্টর জেনারেল স্যর স্যাফটন ব্রাঙ্কার এবং ব্যোম কোম্পানীর এক ডাইরেক্টর ব্যতীত অন্য কোন যাত্রী এই ডাকে আর যায় নাই।

বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় এই ডাক প্যারিসে পৌঁছিবার কথা ছিল এবং অপরাহ্ন ৪টা ১৫ মিনিটের সময় সুইজারল্যাণ্ডের বেসল বা বেসেল নগরে পৌঁছিবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বেসল হইতে জেনোয়ায় রেলপথে ডাক লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ৫,০০০ মাইল পথ বিমানে ও রেলে যাইতে ৬ দিন ৫ ঘণ্টা লাগিবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় এই পথ আসিতে ১৪ দিন লাগিতেছে; কেবল ব্যোমপথে ৫২ ঘণ্টা সময় লাগিবে। বিমান ডাকের সময়-তালিকা এইরূপ :—

ক্রয়ডন (শনিবার)	পূর্ব্বাহ্ণ ১০টায়	ছাঃ
প্যারিসে	অপরাহ্ণ ১২॥টায়	পৌঃ
বেসল সুইজারল্যাণ্ড	পূর্ব্বাহ্ণ ৪৷৷০ টায়,,	
জেনোয়া (ইটালী) রবিবারে	৭ ,,	,,
রোম	অপরাহ্ণ ১০৷০,,	,,
আইরাক্লিয়ন (ক্রিট)	সন্ধ্যা ৭ ,,	,,
আলেকজান্দ্রিয়া (গ্রীস) সোমবার		
	অপরাহ্ণ ২ ,,	,,
আলেকজান্দ্রা (মিশর) মঙ্গলবারে,,	২ ,,	,,
বাগদাদ (ইরাক বুধবার)	,, ৪৷০,,	,,
বসিরা	রাত্রি ৮ ,,	,,
বুশায়ার (পারস্য বৃহঃ	পূর্ব্বাহ্ণ ১০,,	,,
লিঙ্গে (পারস্য)	,, ২৷০ ,,	,,
গোয়াডার (বেলুচিস্থান) শুক্রবার		
	,, ১০—২০ ,,	
করাচী (ভারতবর্ষ)	অপরাহ্ণ ২৷০ ,,	

ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে ভারতে ব্যোম-ডাক

গত ৩১শে মার্চ্চ ক্রয়ডন হইতে করাচীতে ব্যোমডাকে যে সকল চিঠি-পত্র প্রেরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একখানি চিঠি ম্যাঞ্চেষ্টার বণিক সভার প্রেসিডেণ্ট মিঃ এচ, ডবলু, লী ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সচিব [illegible] নামে পাঠাইয়াছেন।

ব্যোমপথে পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা হওয়াতে বৃটেন ও ভারতের যোগাযোগ যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ়তর হইল, পত্রে সে কথা বিবৃত করিয়া পরে উল্লিখিত হইয়াছে, ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ যেরূপ, পৃথিবীর আর কোনও দেশের সহিত কোনও দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ এত অধিক নহে। কেবল তাহাই নহে, বহু ম্যাঞ্চেষ্টারবাসী ভারতে বাস করিয়া বাণিজ্য পরিচালনা করিয়াছে। অতএব এই দ্রুতগতিতে পত্র প্রেরণের ব্যবস্থায় এই ২টি দেশের সামাজিক ও ব্যবহারিক মঙ্গল কত দূর সাধিত হইবে, তাহা বলা যায় না।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে খানাতল্লাস

মীরাটের ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এক জন বিহারী ছাত্রের কক্ষে খানাতল্লাস করা হইয়াছে। পুলিস কতকগুলি পুস্তক ও কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে, কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই।

অপূর্ব্ব সুযোগ !! অপূর্ব্ব সুযোগ !!

ভক্তগণ সত্বর হউন

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ সহ খণ্ড ১৬ সংখ্যা হইতে ২৫ সংখ্যা এক দশাব্দের নদীয়া-প্রকাশে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ।০ চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইলেই এক সংখ্যা সত্বর প্রেরিত হইবে। যাঁহারা শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহারা এক সংখ্যা-সমূহ পাঠ করিলেই দ্বীপ-সমূহের বিবরণ, পরিক্রমার বিবরণ, ত্রিদণ্ডি-পাদ-গণের ও অন্যান্য শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বক্তৃতা, হরিকথা, শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই অপূর্ব্ব সুযোগের নিমিত্ত সত্বর অগ্রসর হইতে আমরা প্রার্থনা করি। বিলম্বে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইয়া যাইবে !

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে চৈত্র, সোমবার—১৩৩৫।

সজ্জন—সম

দুইটী বস্তু এক প্রকারের হইলে তাহাদিগকে সম বলা হয়। দুইটি বস্তুর পার্থক্য থাকিলে তাহাদিগকে সম বলিবার পরিবর্ত্তে বিষম বলা হয়। ক্ষেত্রের জড়ীয় প্রতীতিতে সংজ্ঞার ভেদ হইলে, রূপের ভেদ হইলে, গুণের ভেদ হইলে, এবং ক্রিয়ার ভেদ হইলে বস্তুগুলিকে সম বলা হয় না। সেজন্য জড় জগতে পরিদৃশ্যমান বস্তু বা আনাশ্রিত বিষয় সকল বিষম বা উচ্চাবচ গুণবিশিষ্ট। বিষম বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু স্বরূপে বস্তুর একত্ব নিবন্ধন সজ্জন পণ্ডিতগণ বহিরঙ্গা শক্তিপরিণত জড়ীয় বিষম বস্তুগুলিকেও সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ বহিরঙ্গাশক্তিজাত সমবস্তু জানেন, আবার বহিরঙ্গা শক্তিজাত প্রতীতি না থাকিলে স্বরূপশক্তির সত্ত অংশের প্রতীতি হইলে তাদৃশ বিচিত্রতাকে অপ্রাকৃত সাম্য বা অদ্বয় জ্ঞান করেন। তজ্জন্য অভেদবাদিগণ জড়ীয় ভেদের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে বিচিত্রতা শক্তি লোপ করাইয়া বস্তুর অদ্বয়তার ভূরি গুণানুবাদ করেন। সজ্জনগণ অভেদবাদী না হইলেও বস্তুর একত্ব-বিনাশী বিরোধ বাদকে কোন দিনই আবাহন করেন না। সজ্জনগণ শক্তি পরিণাম ধারণাই বিশ্বাস করেন। সুতরাং শক্তি-পরিণত নশ্বর বস্তুগুলি গুণদ্বারা পরিচিত ও ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা পরস্পর বিষম বা বিভিন্ন।

প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে বস্তু সমূহে ভেদ প্রতীতি প্রবল হইলেও সজ্জনগণ বিকারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের বস্তু স্বরূপ-গত সাম্যে বিরোধ করেন না। বিচিত্রতা বা বিলাস জড়ের একমাত্র সম্পত্তি, ঐ প্রকার বিচিত্রতা বা বিলাস জড়াতীত নিত্য অপ্রাকৃত রাজ্যে থাকিতে পারে না এরূপ মায়াবাদ কল্পনারূপ পঙ্কপাত দোষে সজ্জন কখনই কলুষিত হন না। সেকালে, নিত্যজগতেও নিত্য শক্তিবৈচিত্র্য নিশ্চয় আছে বলিয়া অপ্রাকৃত মহাজনগণ বলেন তখনও সজ্জন বা সাধু তাঁহার সহিত বৈষম্য বা ভেদ স্থাপন করেন না। অপ্রাকৃত মহাজনের সহিত সজ্জনের সমতা আছে, সুতরাং বৈষ্ণবই একমাত্র সমদর্শী।

বিষমদর্শী মায়াবাদী বলেন, শক্তি পরিণত জগৎ মিথ্যা। শক্তিপরিণাম বা মায়া শব্দে ভেদ নাই। ভগবানের স্বরূপশক্তি ও ভগবান, পরস্পরের পরিচয়গত ভেদ মিথ্যা। শক্তি ও শক্তিমানে পরিচয়গত পার্থক্য থাকিলেও বস্তুর দ্বৈতভাব উৎপন্ন করে তখন সমদর্শনাভাব দর্শন হয়। সজ্জনগণ বলেন, শক্তি ও শক্তিমান অবিচ্ছিন্ন বস্তু হওয়ায় বিষয় ও আশ্রয়গত সত্যভেদ বিশিষ্ট হইয়াও এক বা সম। শক্তিমান এক বস্তু তাঁহার নিত্যশক্তি সমূহে স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত শক্তিভেদ আছে, বস্তু অদ্বিতীয় হইলেও তিনি শক্তিমান, নির্বিশেষ নহেন, তিনি পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয়। বহিরঙ্গা মায়াশক্তিজাত বস্তুগুলি, তাঁহার তটস্থ শক্তিগত স্থিত জীবশক্তির বিচারে ভিন্ন প্রতীত হইলেও সেবোন্মুখ শুদ্ধজীবের নিকট হরিসেবার সহায় সুতরাং সজ্জনগণ তাহাকেও বিষমজ্ঞান করেন না। সেবোন্মুখ শুদ্ধজীব নিন্দা ও প্রতিষ্ঠায় সম, প্রসন্নাত্মা হইয়া অভাবজন্য শোকাভিভূত হন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সকল প্রাণীতে সমদর্শী হইয়া পরাভক্তি লাভ করেন। সেবোন্মুখ সজ্জন পরের স্বভাব ও কর্ম্মের প্রশংসা ও নিন্দাবাদ করেন না। সজ্জন শীত উষ্ণের তীব্রতা সহ্য করিয়া সমদর্শী। সজ্জনগণ বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও অধম-চণ্ডালে সমদৃষ্টি বিশিষ্ট, পরম পবিত্র ধেনুতে ও অস্পৃশ্য সারমেয়ে সমদর্শী, ক্ষুদ্রকায় সারমেয়ের সহ বৃহৎকায় কুঞ্জরে সমদর্শন তাঁহার ধর্ম্ম। শক্তির তারতম্যবশতঃ বস্তুস্বরূপে বৈষম্যদর্শনের আবশ্যকতা থাকে না। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, কুক্কুর গাভীতে, গাভী হস্তীতে মায়িক ভেদ থাকিলেও সকলেই স্বরূপতঃ হরিদাস জানেন। প্রাকৃত আসক্তি সাধুর উপর কার্য্য করে না। তিনি অনাসক্তভাবে হরিসম্বন্ধিবস্তুজ্ঞানে ঐ সকল দ্রব্যে বৈষম্য আরোপ করেন না। সকলই তাঁহার কৃষ্ণসেবনের সহায় জানেন; কৃষ্ণদাস্য বিষয় পরিমাণে বিস্মৃত হইয়া যে কালে জীব ভোগোন্মুখ হন, তখন তিনি হরিতে প্রেম, হরিদাসে বন্ধুতা, ভোগোন্মুখে দয়া, এবং হরিবিদ্বেষি জনের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়াই সমদর্শী হন। এই মধ্যমাধিকারে তিনি কপটতা করিয়া তাঁহার সমদর্শন দেখাইতে গিয়া যদি বালিশে দয়ার পরিবর্ত্তে সমবুদ্ধি করেন, তাহা হইলে সাধুর সমদর্শন বিচারে বলাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়; কৃষ্ণদ্বেষিজনে ভক্তজন সহ সমজ্ঞান করেন, তাহাতে তাহার বিমুখতা বৃদ্ধি হয়।

হরিসম্বন্ধি বস্তুগুলিকে যদি প্রপঞ্চজাত মনে করিয়া বৈষম্য আরোপে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাদৃশ মুমুক্ষা, তাহার সমতাকে বিনাশ করিবে। সমতা বিচারে অধিকার আত্মসাৎ করিলে কোন সুফল পাওয়া যায় না, পরন্তু ফল্গু বৈরাগ্যরূপ প্রতিষ্ঠা অবিদ্যা তাঁহার সমতার স্থান করে।

সমতা বিচারে অস্মাদৃশ রূপে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ সহ বিষ্ণুর তুল্য কল্পনা করেন, সমদর্শি-বৈষ্ণবগণ তাহা কখনই অনুমোদন করেন না। প্রাকৃত জগতের অনিত্য কালোৎপন্ন উচ্চাবচ অবস্থাসমূহ কখনও বিচারের সহ সম নহে, পরন্তু কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাময় সাধু, জড়ীয়বস্তুর প্রাকৃত সাম্য ছাড়িয়া তাহাতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং সমস্ত বস্তুকে নিজভোগ্য জ্ঞানের প্রতিপক্ষে কৃষ্ণসেবোপকরণ অপ্রাকৃত বলিয়া জানেন। কামক্রোধাদি জড়জগতের নিত্য সহচরগণ বস্তুতে বৈষম্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদের স্বরূপ দর্শন না করিয়া নানা প্রকার অনর্থ সৃষ্টি করেন। কিন্তু পারমার্থিক সজ্জন কামকে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধকে ভক্তদ্বেষিজনে, লোভকে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথায়, মত্ততাকে হরিগুণ গানে, মূঢ়তাকে ইষ্টলাভে ত্রয় প্রভৃতি চেষ্টায় নিয়োগ করেন। বিষমদর্শী হরিবিমুখ এই সকল বৈষ্ণব সমদর্শিতার বিরোধী, মনে করিয়া নিজেকেই সমদর্শী মনে করেন। সজ্জনের বিপক্ষে বৈষম্য নাই, তিনি বিশ্বের সমতাযুক্ত।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

হরিদ্বার হইতে লছমনঝোলা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মটর-বাস [illegible] পথে [illegible] মধ্যপথে [illegible] চলিলাম। [illegible] একটি [illegible] একটি [illegible] শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ [illegible] [illegible]

[illegible] একটি [illegible]

ব্যবস্থার বড়ই অপ্রীতিকর। গঙ্গা পার হইয়া পুনরায় মটর-বাস যোগে ফিরিবার পথে হৃষিকেশ-দর্শনের জন্য নামিলাম। তখন বেলা ১টা। মন্দিরের দরজা ১১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। অতএব বাধ্য হইয়া কিছু সময় অপেক্ষা করিতে হইল। ইহার ভিতরে আমরা ঘটনাবশতঃ দেখা কানপুরনিবাসী জনৈক গেরুয়াবসন-পরিহিত [illegible] দীর্ঘ-শ্মশ্রুধারী বেদান্তী [illegible] (মায়াবাদী) ব্যক্তির মুখদর্শন ঘটিল। তিনি স্থানীয় পাণ্ডা নামক মধ্যস্থদের [illegible] করিয়া কয়েক জন নিরীহ শিক্ষিত ভদ্রলোককে অন্যায় পূর্ব্বক অপমান করিতে ছিলেন। যথা "বাঙ্গালী [illegible] আর [illegible] কিছু [illegible] না" বাবুরা বাঙ্গালী, "আমরা [illegible] কীর্ত্তনের [illegible] আমাদের নাই যে সেই হিসাবে সকল বাধা [illegible]" ইত্যাদি কথা [illegible] পাণ্ডার [illegible] [illegible] দেখ [illegible] আন্দোলনে [illegible] [illegible] সারল্য-প্রাণ মাধ্বসম্প্রদায়ী [illegible] বিবেক-বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িতেছেন। [illegible] ভদ্রলোকদিগের [illegible] কথা [illegible] তীর্থদর্শনকারী সাধুদিগের [illegible] মন্দিরের [illegible] তীর্থ-দর্শন [illegible] হয় না। [illegible] উত্তর [illegible] আমাকে [illegible] [illegible] উত্তর আর [illegible] অসভ্য ভাষা প্রয়োগ, আমিও [illegible] বিদ্বেষী নই। [illegible] কিন্তু [illegible] অমনি [illegible] অধিষ্ঠিতা [illegible] প্রকাশ করিলেন যে, "গুরুর দায়ে পড়িলা, [illegible] জনকে ঠকাইয়া মামলা মোকদ্দমার [illegible] [illegible] গেরুয়া কাপড় পড়িয়া শ্মশ্রুগুম্ফ ও কেশ দ্বারা বদন ঝাঁপিয়া, অথবা মাথা মুড়াইয়া [illegible] করিয়া বাবাজী সাজিয়া [illegible] তারা বহুরূপী সাজিয়া [illegible] ও পরধনে লুকাইতে চেষ্টা করে, তাহার সীমা নাই। [illegible] [illegible] শুধু নিজের [illegible] প্রকাশের [illegible] [illegible] কি?" [illegible] বেদান্তী [illegible] অন্তর্ধান। [illegible] পড়িয়া নিজের স্বরূপটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে; তাই চম্পট।

এই সকল গোলমালে ২টা বাজিয়া গেল, মন্দিরের দ্বার খোলা হইল। এই

নিমাই

(ডাক্তার শ্রীকুঞ্জবিহারী [illegible])

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নবদ্বীপে তো এই কাণ্ড হয়ে গেল। বঙ্গদেশে থাকতে থাকতে কিছুদিন পর, নিমাইয়ের বাড়ী আসবার কথা মনে হোলো। সব ছাত্রদের বল্লেন, দেখ, আমি অনেক দিন তোমাদের দেশে এসেছি, এখন বাড়ী যাব মনে করছি। ছেলেরা কেউ আর কোন আপত্তি করলে না, অধ্যাপক—গুরু, তাঁর যা ইচ্ছা তাতে কার আপত্তি? তবে [illegible] মনের আনন্দে যাঁর যেমন ভাল জিনিষ ছিল, এনে এনে নিমাইয়ের কাছে দাখিল করলে। সোনা রূপার জলপাত্র, ভাল ভাল আসন, ভাল ভাল শাল, বনাত, [illegible] কম্বল, [illegible] ভাল ভাল কাপড়, আরও কত জিনিস—যার যেটা বা ভাল বোধ হোলো সে আর তা ঘরে রাখলে না, নিমাইয়ের কাছে এনে দিলে। অনেক ছেলেরাও নিমাইয়ের সঙ্গে গিয়ে পড়বে বলে সেখানেও [illegible] হোলো।

[illegible] এক ব্রাহ্মণ [illegible] কিছু জানে না, কেবল ঘরে ব'সে [illegible] আপনার [illegible] করে। ভগবান কি বস্তু, কি করলে ভগবানকে পাওয়া যায়, সে সব কিছুই ঠিক করতে পারে না। কাকেও জিজ্ঞাসা যে এ সব কথা জানবে, সে রকম লোকও খুঁজে পায় না। [illegible]

[illegible] মন্দিরে [illegible] পূজিত হন। এখানে [illegible] আমাদের জন্য সামান্য [illegible] আছে। [illegible] [illegible] নাই [illegible] গঙ্গার ঘাটে আছে। [illegible] একমাত্র নবদ্বীপের [illegible] ঠাকুর [illegible] দেখা যায়, [illegible] [illegible] দর্শন [illegible] দর্শন করিলে [illegible] [illegible] [illegible] হয় না।

[illegible] পাঠকগণ! [illegible] পাঠ করিয়া আপনাদের [illegible] অনেক নষ্ট করিয়াছেন, সেই জন্য আমি আমার ত্রুটী স্বীকার করিয়া [illegible] ক্ষমা চাহিতেছি; [illegible] ক্ষমা করিবেন; [illegible] [illegible] বিবরণ অনেক ছিল, তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিল। এখন অন্যান্য প্রবন্ধ দ্বারা আপনাদিগের সেবা করিতে প্রয়াস পাইব। সকলে কৃপা করুন।

জন্ম রাত দিন ভাবনা—মনে একটু শান্তি নেই। ভাবনায় রাত্রেও ভাল করে ঘুম হয় না। একদিন শেষরাত্রে স্বপন দেখছে, যেন এক দেবতা সুমুখে দাঁড়িয়ে বলছে, দেখ, তোমাকে এক গোপন কথা বলি, তুমি শোন। আর কোন চিন্তা কোরো না, মন ঠিক কর, এ দেশে নিমাই পণ্ডিত এসেছে, তুমি তার কাছে যাও, তিনিই তোমার ভাবনা দূর করবেন, ভগবান কি বস্তু, কেমন করে ভগবানকে পাওয়া যায়, সব কথা বলে দেবেন। তিনি স্বয়ং নর—নারায়ণ, জগতের দশা দেখে, মানুষের রূপ ধরে লীলা করছেন। এই যে তোমাকে বল্লেম এ সব গুপ্ত কথা এখন কি কোথাও প্রকাশ নেই; তুমি কারো কাছে এসব কথা বলবে না, যদি বল, এজন্মে তো [illegible] পাবেই, আর আর জন্মেও দুঃখ ছাড়াতে পারবে না। এই সব কথা বলেই সে কোথায় লুকিয়ে গেল আর দেখাও গেল না।

স্বপন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল, বামুন কাঁদতে লাগলো। রাত পোয়াতে না পোয়াতে নিমাইয়ের খোঁজে বেরুলো। এক জনকে জিজ্ঞাসা করতেই, নিমাই কোথায় আছে সে বলে দিলে। নিমাই বাড়ী যাবার জন্য তোয়ের হয়ে বসে ছিল। বামুন একেবারে ছুটে গিয়ে নিমাইয়ের পা জড়িয়ে ধরলে। নিমাইয়ের চারদিকে শিষ্যরা সব দাঁড়িয়ে ছিল, বামুন তাদের ভেতর জোড় হাত ক'রে দাঁড়িয়ে বল্লে,—ঠাকুর আমি বড় দীনহীন, তুমি আমার উপোর দয়া করে যেন আমাকে সংসার থেকে মুক্ত করে দাও; ভগবান কি বস্তু কি করলে ভগবানকে পাওয়া যায়, সে সব আমি কিছুই জানিনে, তুমি আমাকে তা বলে দাও, বিষয়ভোগ আর মনে ভাল লাগে না, তুমি দয়াময়, কিসে আমার প্রাণ জুড়ুবে তাই আমাকে বল।

নিমাই [illegible] দেখ, তোমার ভাগ্যের কথা আমি আর কি বলবো, তোমার মন যখন কৃষ্ণ-ভজন করতে চেয়েছে, তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে সকল রকমের তোমার সৌভাগ্য উদয় হয়েছে। যার সৌভাগ্য হয় সেই কৃষ্ণ-ভজন করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কৃষ্ণ-ভজনটা সোজা নয়, বড় শক্ত ব্যাপার। সৃষ্টির পর থেকে তিন যুগ হয়ে গিয়েছে, সত্যযুগ চলে গিয়েছে, ত্রেতাযুগ হয়ে গিয়েছে, দ্বাপর যুগ হয়ে গিয়েছে, এখন কলিযুগ চলছে। এই সব যুগের এক এক যুগে এক এক রকম ধর্মের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে ভগবান নিজের জায়গায় যান। যে তিন যুগ চলে গিয়েছে সে তিন যুগের ধর্মের কথা ব'লে এখন আর কোন ফল নেই, এখন যে কলিযুগ চলছে তারই ধর্মের কথা বলি শোন।

এই কলিযুগে তপ কি যজ্ঞ এ সব কিছুই নেই। কলিযুগে কেবল নামযজ্ঞ। নাম ছাড়া আর কোন ধর্ম্ম করলে তার কোন রকমে উদ্ধার হবে, মা। খেতে, শুতে, উঠতে, বসতে কেবল নাম করবে। যে তার নাম করে তার মহিমার কথা বলে শেষ করা যায় না। এইজন্য তোমাকে বলছি তুমি সব কুটিনাটী ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে বসে কৃষ্ণ-ভজন কর। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করতে করতেই তোমার সব সাধন-ভজন মিলে যাবে, কালকাজে জীবের পক্ষে কেবল হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম; হরিনাম ছাড়া কারো অন্য গতি নাই, একথা তুমি নিশ্চয় জেনো। যে মহামন্ত্র তুমি সাধন করবে, তা বলি শোন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর তুমি সাধন করতে থাকবে। সাধন করতে করতে যখন তোমার প্রেমের অঙ্কুর হবে, প্রেমের অঙ্কুর হলেই সাধ্যসাধন-তত্ত্ব তুমি সহজেই বুঝতে পারবে।

তপন মিশ্র নিমাইয়ের কাছে এই সব শিক্ষা পেয়ে বড় সুখী হোলো। অজ্ঞানে বারবার প্রণাম করতে লাগলো, বললে প্রভো! যদি আজ্ঞা করেন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই। নিমাই বললে,—না, তুমি আমার সঙ্গে যেয়ো না, তুমি শীগ্গীর বারাণসী (কাশী) গিয়ে থেকো। সেইখানে আমার সঙ্গে তোমার আবার দেখা হবে, তখন তোমাকে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব বলবো। এই সব বলে নিমাই তপনের সঙ্গে কোলাকুলি করলে। নিমাইয়ের কোল পেয়ে তপনের যে কি আনন্দ, তা আর বলে শেষ নেই; শরীর থেকে যেন প্রেমানন্দের ফোয়ারা ছুটতে লাগলো। আবার সময় নিমাইয়ের কাছে স্বপনের কথা সমস্ত বলে গেল। নিমাই শুনে একথা কারো কাছে বলতে বারণ করে দিলে। তপন মিশ্র চলে গেল। নিমাইও শুভক্ষণ-লগনের অপেক্ষা করছিল, সেই শুভক্ষণ-লগ্ন পেয়েই অমনি উঠে যাত্রা করলে, ছাত্রেরাও সঙ্গে সঙ্গে চললো। (ক্রমশঃ)

—

পরলোকে

কলিকাতা নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন মহাশয়ের পরমা ভাগবতী সহধর্ম্মিণী গত ২০শে চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ রবিবার দিবস সাঁওতাল পরগণায় মধুপুর নামক স্থানে গৌড়ীয়-পাঠ-শ্রবণ ও হরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে এই প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়াছেন। গৌড়ীয় পাঠকগণ ভক্তিরত্ন মহাশয়ের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। ইনিই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিরাট তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের প্রতি ইঁহার যথেষ্ট ভক্তি ও প্রীতি নিদর্শনও আমরা বহুবার পাইয়াছি। সম্প্রতি কয়েক মাস পূর্ব্বে ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের ভক্তিপ্রচার-কার্য্যের সুবিধার জন্য একটি সাইকেলদান করিয়াছেন। ভক্তিরত্ন মহাশয়ের ভগবৎ-সেবাচেষ্টা তাঁহার পরমা ভাগবতী সহধর্ম্মিণীর প্রেরণায় বিশেষ বিকশিত হইয়াছে। মহামায়ারগণ অনেক সময় ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুত করিবারই চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই পরমা ভাগবতী সেরূপ মায়ান্তর্গত না হওয়ায় ভক্তিরত্ন মহাশয়ের সেবা-চেষ্টায় সর্ব্বদা আনুকূল্যই করিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে ভক্তিরত্ন মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সালঙ্কার বিবিধ সেবোপকরণ দান করিয়াছেন। এত যুক্তবৈরাগিণী কয়েকবার নিজ ভবনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের গুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিবার অবসর পাইয়াছিলেন। এবৎসরের শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাক্-উৎসবে তিনি যোগদান করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীগৌরসুন্দরকে তিনি বিবিধ অলঙ্কার ও বসনাদির দ্বারা বিভূষিত করিয়া শৃঙ্গার সেবারও আনুকূল্য করিয়াছেন। যে দিন তিনি এই জগৎ হইতে বিদায়-গ্রহণ করিলেন, সেই দিন তিনি স্বীয় পুত্র কন্যাগণকে "গৌড়ীয়" পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন। গৌড়ীয়পাঠ-শ্রবণ ও শ্রীহরিনামকীর্ত্তন করিতে করিতে এই পরমা ভাগবতী আনন্দে দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে আরোহণ করেন। এই যুক্তবৈরাগিণী জাগতিক বিচারে কোন রূঢ়ি, সংস্কার পরিবারে আবির্ভূত হইলেও সম্পূর্ণ বৈষ্ণবোচিত সদাচার পালনে কখনও পরাঙ্মুখতা দেখান নাই। শ্রীযুক্ত ভক্তিরত্ন মহাশয় ভগবৎ-প্রসাদাদির দ্বারা এই পরমা-ভাগবতী সহধর্ম্মিণীর আত্মার তুষ্টি-বিধান করিবেন। বৈষ্ণব ভগবৎ-প্রসাদের দ্বারাই তুষ্ট হন। শ্রীগৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণবসেবা বা হরিনাম-যজ্ঞ এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আশা করি শ্রীযুক্ত ভক্তিরত্ন মহাশয় তাঁহার এই পরমা-ভাগবতী এবং পরমা ভাগবতী সহধর্ম্মিণীর স্মৃতি রক্ষা-বাসে তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণ পরায়ণ আকাঙ্ক্ষিত শ্রীনাম মায়াপুরে কোন একটি সুবৃত্ত-মন্দিরের ব্যবস্থা অবিলম্বে করিবেন।

—

নানা কথা

আবহাওয়া

গত বুধবার সন্ধ্যার পর হইতেই প্রবল-বেগে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। গভীর রাত্রি পর্যন্ত বর্ষণ চলিতে থাকে। বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল হইতে আকাশ নিবিড় মেঘজালে আচ্ছন্ন থাকে এবং ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে কিন্তু মধ্যে মধ্যে মেঘমালা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে।

—

ফরাসী-বিমানবিহারীর দমদমায় অবতরণ

ফরাসী-বিমানবিহারী মেসিয়ে [illegible] ও [illegible] মাত্র [illegible] হইতে [illegible] করিয়া বুধবারে [illegible] সময় কলিকাতার সন্নিকটে দমদমায় অবতরণ করিয়াছেন। সেই দৃশ্য [illegible] আড্ডায় বহুসংখ্যক দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন।

তাঁহারা ফরাসী হইতে [illegible] রাস্তে এলাহাবাদে [illegible] প্রাতে [illegible] বিপ্রহরে কলিকাতায় [illegible] তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের [illegible] বাদ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত পথ মনোরম হইয়াছিল। [illegible] পথে রেঙ্গুন গমন করিবেন।

—

জিয়াগঞ্জে ডাকাতী

প্রকাশ, জিয়াগঞ্জের একজন ব্যবসাদার তাঁহার দিনের কাজের পর একটী থলিতে নোট ও নগদে দুই হাজার টাকা লইয়া, সন্ধ্যাবেলা, জিয়াগঞ্জের সদর রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি যখন মাঠ পার হইতেছিলেন, সেই সময় একজন পশ্চিম প্রদেশীয় লোক তাঁহার নিকটে আসিয়া টাকা চায়। তিনি বলেন যে, তাঁহার নিকট টাকা নাই। তিনি এখন নির্জ্জন অবস্থা সম্যক অনুধাবন করিবার পূর্ব্বে দস্যুগণ তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থপূর্ণ থলিয়াটি, কাড়িয়া লয়। তিনি চিৎকার করিয়া উঠেন; কিন্তু তাহার সাহায্যে কোন লোক আসিবার পূর্ব্বেই দস্যুগণ টাকা লইয়া অন্ধকারের মধ্যে পলাইয়া যায়। এই সম্পর্কে একজন পশ্চিম প্রদেশীয় লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। [illegible] আসামীকে পুলিশের হেফাজতে রাখিবার পাঠান হইয়াছে এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে আরও অনুসন্ধানের জন্য ১ হাজার টাকা জামিনে মুক্তি দিয়াছেন।

—

উত্তর আফগানিস্থানে বাচ্চার প্রভাব বিস্তার

প্রকাশ, [illegible]

—

পরলোকে
পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মা

[illegible]

—

আজমীরে অগ্রবাল মহাসভা

[illegible]

—

সম্রাটের স্বাস্থ্য

[illegible]

কলিকাতা গেজেট

নিয়োগ ও বদলী

[illegible]

পুলিশ

[illegible]

ছুটি

[illegible] ছুটী পাইয়াছেন।

[illegible]

বিচার বিভাগ

[illegible]

নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক কনফারেন্স

[illegible] বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে [illegible] সুযোগ প্রদান; (১১) শিক্ষকগণের দেশভ্রমণ কালে অর্দ্ধেক ভাড়ায় [illegible] প্রদান করিবার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ; এবং (১২) [illegible] ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ডাক্তার প্রেরণ করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ।

ভীষণ নৃশংস কাণ্ড

দুইজন পুলিস খুন
১ জনের উপর ২০টা
অপর জনের প্রতি ১৩ গুলি

এলাহাবাদের ৮ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, জৌনপুর জেলা সংপৃক্ত যে দুই জন পুলিশ কর্মচারী নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে এক জন যুক্তপ্রদেশের [illegible] ডাকাত দমন বিভাগের পুলিস কর্মচারী ও আর এক জন জৌনপুর [illegible] পুলিস কনষ্টেবল। তাহারা ডাকাতের সন্ধানে [illegible] একটি [illegible] মধ্যে ছিল। তাহাদিগের সঙ্গে আর কোন পুলিস কর্মচারী ছিল না, [illegible] ডাকাতি [illegible] আরম্ভ [illegible] তাহাদিগের [illegible] উপর ২০টা ও অপর জনের উপর ১৩টা গুলি ছোড়া হইয়াছিল। এই লোমহর্ষক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার [illegible] পুলিশ [illegible] তদন্ত [illegible]।

জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক কমিটি

মিঃ এচ, এ, এফ, লিণ্ডসে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের ৬ মাসের জন্য অস্থায়ী সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন, [illegible] জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক কমিটিতে [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন, [illegible] ৮ই এপ্রিল হইতে ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত যে অর্থনৈতিক কমিটির অধিবেশন হইবার কথা আছে, তিনি তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন।

ওলন্দাজ-ভারত বোমাপথ

সরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকারের হস্তকে যে বিমানপোত আছে, ওলন্দাজ-ভারত বোমাপথের বিমান তাহাতে নামিবার জন্য বৃটিশ সরকার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে ওলন্দাজ-ভারত বোমাপথে বিমান যাতায়াতের সম্ভাবনা নাই। ঐ সময় হইতে ঐ পথে প্রতি পক্ষে দুই দিক হইতে বিমান যাতায়াত করিবে।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর জন্য

য়ুরোপগামী জাহাজ
পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের মাহেন্দ্র যোগ

কলিকাতার হিন্দু এক্সপ্রেস ট্যুরিষ্ট [illegible] নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের জাতি, আচার [illegible] যথাযথভাবে পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের জন্য একটি বহির্গামী পোতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জাহাজখানির [illegible] জুন [illegible] উপর য়ুরোপগামী হইয়া জল যাত্রা করিবার কথা। ইহা তিন মাস পরে ভারতে ফিরিয়া আসিবে। জাহাজ [illegible] বন্দরসমূহে এবং [illegible] থাকিবে এবং [illegible] গমনের পথে [illegible] স্থানে ভ্রমণ [illegible] ব্যবস্থা থাকবে। [illegible] মিশর, জার্মাণী, আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইটালী প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিবে। এই উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, [illegible] জাহাজের হিন্দুর আচারানুযায়ী [illegible] কেবল মাত্র নিরামিষ ভোজনেরই ব্যবস্থা থাকিবে।

শিলংএ বিষম ঝড়

[illegible] শিলংএ [illegible] ঝড় হইয়া গিয়াছে, ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে [illegible]। অনেক বড় বড় গাছ পড়িয়া রাস্তায় [illegible] অনেক ঘর বাড়ীর ছাদ উড়িয়া বা পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ [illegible] নদীয়াপ্রকাশে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইলেই এক সংখ্যা সত্বর প্রেরিত হইবে। যাঁহারা শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সংখ্যাখানি পাঠ করিলেই তীর্থসমূহের বিবরণ, পরিক্রমার বিবরণ, [illegible] গণের ও অন্যান্য ভক্তগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বক্তৃতা, হরিকথা, শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই অপূর্ব্ব সুযোগের নিমিত্ত সত্বর অগ্রসর হইতে আমরা প্রার্থনা করি, বিলম্বে নির্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে চৈত্র, মঙ্গলবার—১৩৩৫

সজ্জন—নির্দ্দোষ

শ্রীমদ্ভাগবতে সনৎকুমার বলিয়াছেন :—

লোকবার্ত্তা নিন্দয়া [illegible]
কৃপাদ্বেষ মানলোভৌ [illegible]
ঈর্ষা অসূয়া চ মৎসরোমা [illegible]
মদ স্বল্পাইকে নরাধম॥

মানবগণের এই বারটী দোষ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

১। কোন ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইলে অন্তরে আক্রোশ ও বাহিরে রুক্ষ সন্তাপ ২। কাম—স্ত্রীসঙ্গ-বাসনা ৩। লোভ—ধনজন-কামনা ৪। মোহ—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বুদ্ধিহীনতা ৫। বিষাদ—অন্তরের [illegible] [illegible] ৬। অসূয়া—নিন্দাভাব ৭। [illegible]

আপনাকে পূজ্য বুদ্ধি ৮।

অন্যের মঙ্গলে [illegible] ৯। [illegible]—অন্যের অনাদর ১১। [illegible] ১২। [illegible]—[illegible]। এই দ্বাদশ প্রকার দোষের যে কোন একটী মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। উপরোক্ত একত্র সমাবেশে মনুষ্যের যে কি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা বর্ণনাতীত। সজ্জনগণ মানবের এই দ্বাদশ প্রকার কোন দোষকেই আবাহন করেন না।

পূর্ব্বকথিত বারটী দোষ ব্যতীত অসাধু পুরুষের আরও অনেক প্রকার দোষ আছে। সজ্জনের আরও প্রকার দোষ ও ছয় প্রকার লোকপালিকা একবেধ [illegible] প্রকার দোষ এবং শ্রমাদের আট প্রকার দোষ সনৎকুমার বলিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধু এই সকল দোষ হইতে সর্ব্বদা মুক্ত। মায়াবাদী হরিপাদপদ্মে অপরাধী এবং কৃষ্ণসেবাবিমুখগণের অগ্রণী। তাহার দোষ সমূহও সজ্জনকে স্পর্শ করে না।

নিজের বিচারভিত্তি আপনাকে উচ্চাভিমান না করিয়া নানাপ্রকার দোষে পতিত হয়। অন্যের বৈষ্ণবের স্বরূপ না বুঝিতে পারিয়া অনেকেই সজ্জন চরিত্রে দোষাভাব-ছিদ্র দর্শন করিয়া সজ্জনের চরণে অপরাধী হয়। কলিতে ভাগবতের তাদৃশ চেষ্টা তাহার অধিকারে উন্নতির ব্যাঘাত করে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভগবদ্‌ বিদ্বেষীর প্রতি তীব্র উক্তি সমূহ শুনিয়া তাহাতে বৈষ্ণবের অভাব দৃষ্টি করে। সহজিয়াদিগের পাপচরিত্রের

ভক্তি ও ভক্ত

'ব্যবহার দেখে মন্দ সকল সংসার।' ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তির আদর করিবার ও আদর বুঝিবার লোকের বড় অভাব। ভক্তি ও ভক্ত বলিতে সাধারণের যাহা ধারণা, তাহা মহাজনগণের ধারণা হইতে একেবারে পৃথক্‌ ও এমনই কুসংস্কার পূর্ণ যে, তাহাকে 'ভক্তি' ও 'ভক্ত' বলাই যায় না, পরন্তু তাদৃশ ভক্তি ও ভক্তের অস্তিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ শব্দের মর্য্যাদাই নষ্ট হয়, হইতেছেও তাই। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়-জাল মানুষকে একেবারে বিকৃতমস্তিষ্ক করিয়া ফেলিয়াছে যে, যে বস্তু নষ্ট নয়, তাহাকেই নষ্ট বলিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে। মানুষ ব্যাপী যে ভক্ত ও ভক্তের কথা বলিতে আছে, তাহা কেহই না পাঠ করে, আর কেহ বা শ্রবণ করে। বক্তা ও শ্রোতা—উভয়েরই অভাব! এখন কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনের নামে কদর্য্য আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ, শ্রোতাও কৃষ্ণকথা শ্রবণের নামে কদর্য্য আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর, এই অন্যাভিলাষীদের চেষ্টা দ্বারাই কারণ সংসারের অস্তিত্বটী বেশ আছে!

বৈষ্ণব-অপরাধীকে বা নর্দ্দমা-সম্প্রদায়ভুক্তদিগকে বিশ্বাসপূর্ব্বক [illegible] ভগবদ্ভক্তদিগকে বৈষ্ণবাভিমানে কহিলে নিজের সাংসারিক অসুবিধা লাভ হইবে না, কৈতবসম্প্রদায়ের বিচার অনুসারে ও একদেশ-দৃষ্টিতে, তাহারা নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া ভক্তিকোষ্ঠীকে শত্রুজ্ঞান করে এবং অভিজ্ঞগণের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া নিজ দোষ সমূহে উদ্ঘাটন করেন, সজ্জন নিজের স্বরূপ বুঝিয়া নিন্দুকগণের নিকট প্রতিষ্ঠা আদের বুদ্ধ করেন না। সেহেতু তিনি নির্দ্দোষ। ইঁহারোদর-স্বরূপ মিষ্ট কথায় কোমলবাক্যে বঙ্গদেশীয় মায়াবাদীকে উদ্ধার দিবার পরিবর্ত্তে কপটদৈন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলের জন্য শ্রীকালা কৃষ্ণদাসকে ভট্টমারীদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া তৃণাদপি-সুনীচ এই মহামন্ত্র-শিক্ষক কিছু দোষ করেন নাই পক্ষান্তরে কোমলশ্রদ্ধ অনভিজ্ঞ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের তৃণাদপি-সুনীচ স্বভাব দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে শত্রু-জ্ঞানে নিন্দা করিবার অভিপ্রায়ে বৈষ্ণবের দৈন্যভাব অভাব আছে জানিলে তাহার কোমলশ্রদ্ধে দোষ স্পর্শ করিবে। সজ্জনকে নির্দ্দোষ জানিলে তাহার সত্য সত্য অমানী দৈন্য ও দৈন্য উপলব্ধি হইবে। এইরূপ সৌভাগ্য হইলে বালিশগণের দোষ অপসারিত হইয়া সজ্জনের ন্যায় নির্দ্দোষ হইতে পারিবেন।

জীবের এইরূপ বঞ্চিত হওয়ার প্রবৃত্তি দেখিয়া শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদিগকে ভুক্তিমুক্তি দিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে, ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥

আর গোপালের মহামূল্য প্রেমভক্তি কি আর যাকে তাকে দেওয়া যায়? অনন্য [illegible] বিশ্বাসেরই যে জন্য তিনি সেই সম্পদ [illegible] তাঁর আদর করিতে পারেন, তাহাদের নিকটই সেই মহামূল্য সম্পত্তি গচ্ছিত রাখা হয়। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নামক দুইটী পিশাচী হৃদয়ে বসিয়া [illegible] জুড়িয়া বসিয়াছে, যে হৃদয়ে ঐ অনুভূতির স্থান কোথায়?

ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষবাসনা এই দুইটী পিশাচী যে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে প্রেমভক্তিলাভের সৌভাগ্যোদয় কি প্রকারে অভ্যুদয় হইতে পারে?

আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর কৃষ্ণবিমুখগণের অভিনয় করিতে করিতে তদনুসারেই [illegible] [illegible], শুদ্ধ 'কৃষ্ণকথা আমার নিত্য' বলিয়া আজকাল অনেকেই বলে, মনে মনে কপটতা না করে, আবার কেহ পুষ্প-চন্দনাদির দ্বারা [illegible] [illegible] প্রচুর [illegible] দেখাদেখি করে, শেষে এখন একেবারে কৃষ্ণকথাকে ছাড়িয়া দিয়া [illegible] [illegible] কৃষ্ণকে জানিতে চাহে না। তাহারা না পারিলে আর কোথাকার কথা! তুমি নিশ্চিন্তমনে লোকের কৃষ্ণকথা-শ্রবণে বর্ত্তমান একটা অনুভব দিলে যে কোথায় তাহাদের মন হইবে বলিয়া, তাহারই সেবা সেরূপ আর কোথায় নিজের সুখের জন্য কৃষ্ণসেবা হয়! এ সকল কথা এখন কে আর বুঝিবে বা কে এই সময়ে শুদ্ধ অপ্রাকৃত কৃষ্ণকথা কোথায়? কে তাহার জন্য সত্যকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে? অনেকে যেমন সত্যের কাঙ্গাল বলিয়া ত' তাহাদের পাওয়া যায় না! শুদ্ধ-কৃষ্ণসেবাময়ী ভক্তি-কথা কীর্ত্তন করেন, কেবল কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা বুকে বাঁধিয়া। বাহ্যে অনেকে কনক কিম্বা কামিনীর প্রলোভন হইতে পরিত্রাণ না দিলেও প্রতিষ্ঠাশা নাই এমন লোক খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু মহাজনগণ বলেন, প্রতিষ্ঠাশারূপ ধৃষ্টা শ্বপচরমণী যে হৃদয়ে নৃত্য করে, সে হৃদয়ে কখনও সাধু কৃষ্ণপ্রেমার স্থান হইতে পারে না।

অনেকে আবার মুক্তির জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া না যাইতে পারিলে কিম্বা ভগবানের ন্যায় ঐশ্বর্য্যাদি পাইয়া নিজে একজন ভগবান্‌ না

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে

হরিকথা-প্রসঙ্গ

[illegible]

বরাহনগরে আবার, অনেক [illegible] এই একটী কথা [illegible] যাও, [illegible]

[illegible] পারিলে [illegible] আর কিছুতেই কোন সুখ নাই। [illegible] আমাদের ও সাম্প্রদায়িক [illegible] [illegible] করিয়া দেন। [illegible] অনেক স্থানে ডুবিয়া [illegible] যে শিষ্যদের [illegible] ডুবিয়া গিয়াছিল, [illegible] বুঝিবেন? [illegible] অগ্রে আর [illegible]

[illegible] জগৎ! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রবণ [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিবেদন করিবে। [illegible] মহাপ্রভু [illegible] [illegible] মুক্তি [illegible] হইবে নাই?

[illegible]

[illegible]

শ্রীমন্ত ... প্রসাদময়ের ... [illegible]

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাস্ত্রজ্ঞ প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মিকুলতিলক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ "*Mission of life*" অর্থাৎ "মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ইংরেজী-ভাষায় একঘণ্টাকাল জলদ-গম্ভীরা বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় কলেজের প্রোফেসার মোলভী কাজেম্ ঘনী আহাম্মদ এম্, এ, (কলি) বি, এ, (ক্যাণ্টাব) আই, ই, এস্, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজের সমস্ত প্রোফেসার, কলেজের ছাত্র ও উকীল বৃন্দ এবং আরও অনেক শিক্ষিত গণ্যমান্যলোক সভায় যোগদান করায় হলটি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, উপস্থিত সভামণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একবাক্যে বিশেষ সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে অনেকেই স্বামীজীকে বঙ্গদেশবাসী বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে সভামণ্ডলী-... ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া ... মিনিট কাল পূর্বোক্ত বনমহারাজের বক্তৃতার সার কথা অতি সরল বাঙ্গালায় সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা ইংরেজী-ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন তাঁহারাও স্বামীজীর কথায় মানবজীবনের উদ্দেশ্য ... [illegible] ... শ্রবণ করিয়াছেন।

... সভাপতি মহাশয় ... দণ্ডায়মান ... [illegible] ... হইয়া ... বিশেষ ... [illegible]

শ্রীহরিনাম

হরেনাম, হরিনাম ... [illegible]

[illegible], [illegible],

[illegible]।

[illegible], [illegible],

[illegible] গোপাল।

[illegible], [illegible],

[illegible] ॥

[illegible], [illegible],

[illegible]।

[illegible], গোপী-[illegible],

[illegible]-বিহারী ॥

[illegible], রাম রাঘব

[illegible]।

[illegible], মাধব, [illegible],

[illegible] ॥

[illegible], শ্রীমধুসূদন,

[illegible]।

[illegible], [illegible],

[illegible] ॥

[illegible], [illegible] প্রকাশ,

[illegible], [illegible],

[illegible] বলি যাবে!

নিমাই

(ডাক্তার শ্রীকুঞ্জ বিহারী জ্যোতিভূষণ ।)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

কয়েকদিন হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যাবেলায় নিমাই বাড়ী উঠ্‌লো। মায়ের চরণে নত হয়ে, যে সব টাকা, মোহর, সোনা, রূপো, জিনিষ পত্র যা যা এনেছিল, সব মায়ের কাছে দিয়ে, শিষ্যদের সঙ্গে করে গঙ্গা নাইতে গেল। শচীদেবী রান্না চাপিয়ে দিলেন। মনে তাঁর দুঃখ, নিমাইকে কিছু বল্‌লেন না, চুপ করে রইলেন। অনেক দিন পর গঙ্গার এসেছে, নিমাই মনের সুখে সেথা [illegible] আর সাঁতার দিতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শিষ্যদের সঙ্গে জলে খেলা করে, গঙ্গা থেকে, উঠে [illegible] গঙ্গাকে [illegible] নমস্কার করে বাড়ী এলো। [illegible] সব [illegible] কথা হবে, নিমাইয়ের যে সব মামা [illegible] শচীদেবী নিমাইকে খেতে দিলেন। নিমাই খেতে [illegible] বসলে পর, নিমাইয়ের আপন আপনি যে সব লোক আছে, তারা সব নিমাইয়ের [illegible] করতে এলো। [illegible] নিমাইকে [illegible] [illegible] কথা বলে, নিমাই [illegible] সব কথা [illegible] করলে, [illegible] কথা [illegible] নিমাইয়ের [illegible] [illegible] কথা [illegible] না। নিমাইয়ের কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সব [illegible] নিমাই [illegible] লাগলো।

শচীদেবীর মনে [illegible] নিমাইয়ের কাছে কি বলে [illegible] ঠিক করতে পারছেন না। [illegible] [illegible] কিছু [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] নিমাই [illegible] হাসি [illegible] করে [illegible] করলে, [illegible] মা একবারও কাছে এলেনা, কি বিদেশে কোথায় কেমন ছিলাম, সে সবও কিছু শুধুলে না, কথাও [illegible] কি! এই বলে উঠে মায়ের কাছে গেল [illegible] নিমাই [illegible] মা! তোমায় [illegible] তোমার মনে ভারি একটা দুঃখ হয়েছে, এর কারণ কি? কেন এরকম হয়েছে বল। আমি দূরদেশ থেকে [illegible] ভাল [illegible] এলাম, তুমি কোথায় ভাল করে মঙ্গল আচার করবে, মনে আহ্লাদ করবে, সব [illegible] তার কিছুই নয়, তোমাকে দেখছি ভারি মনের দুঃখে চুপ করে আছ।

সত্য সত্য বল, কি হয়েছে? ছেলের কথা শুনে শচীদেবী মাথা হেঁট করে [illegible] লাগলেন, কোন জবাব দিলেন না। নিমাই মায়ের কান্না দেখে বুঝতে পারলো, বল্‌লে মা! আমি সব দেখেছি, তোমার বৌএর কিছু অমঙ্গল হয়েছে, তাই তোমার মনে এত দুঃখ। এই কথা শুনে সকলেই বল্‌লে, পণ্ডিতপত্নী ঠিক বুঝেছেন, [illegible] লক্ষ্মী পরলোক [illegible] করেছেন। [illegible] নিমাই [illegible] মাথা হেঁট করে চুপ করে রইল। লোকজনেরা [illegible] দুঃখ প্রকাশ করে [illegible] [illegible] কে কার [illegible] কে কার পুত্র [illegible] তুমি কেন দুঃখ করছ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিমাই [illegible] [illegible] [illegible] দুঃখ প্রকাশ করলেন।

[illegible] নিমাই আবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিমাইয়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিমাই [illegible] [illegible] [illegible] কেন? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] বললেন, তুমি আজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিমাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(শ্রীযুক্ত [illegible])

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

[illegible]

প্রাপ্ত পত্র

[illegible]

নদীয়া কথা

নদীয়া সাহিত্যপরিষদ

[illegible]

[illegible] ডাক্তারমেলা

[illegible]

[illegible] —দৈনিক প্রভাতী

[illegible]

পঞ্চাশাতের ঔষধ

সর্প-দংশন

[illegible]

বিমানপোত হইতে বোমা নিক্ষেপ

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, মেক্সিকোর বিদ্রোহী দলের বিমানপোত হইতে বোমা [illegible] নগর [illegible] কয়েক জন [illegible] আহত এবং কয়েকটী বাড়ীর জানালা চূর্ণ হইয়াছে। নগর-বাসীদিগকে [illegible] নিজ নিজ বাটীর [illegible] আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এইরূপ [illegible] পুনরায় যাহাতে না হইতে পারে, সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট কঠোর উপায় অবলম্বন করিতেছেন।

গায়ক কুকুর

"কুকুর বড় প্রভুভক্ত, প্রাণ দিয়াও প্রভুর সেবা করে, শৌর্য্য প্রভৃতি [illegible] [illegible] প্রভুর [illegible] [illegible] প্রভৃতি বিষয় পাঠক মহোদয়গণ অবগত আছেন, কিন্তু কুকুর গান গাহিতে পারে, [illegible] এ কথা বোধ হয় খুব কম লোকেই জানেন। প্রকাশ, জাম্মান দেশের [illegible] [illegible] নামক অনৈক [illegible] লোকের [illegible] নামক [illegible] কুকুর। [illegible] গাহিতে পারে, এবং [illegible] বলিয়া ডাকিতে পারে। [illegible] কথোপকথন বুঝিতে [illegible] [illegible] প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে [illegible] গান করে এবং প্রভুর কথানুযায়ী [illegible] [illegible] থাকে। তাহার প্রভু [illegible] তাহাকে [illegible] [illegible] করিয়া থাকে এবং সেই [illegible] [illegible] পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ভারত হইতে ব্যোমডাক
পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নোটিশ

কলিকাতা [illegible] সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গালা ও আসাম [illegible] পোষ্টমাষ্টার জেনারেল [illegible] [illegible] জানাইয়াছেন যে, গত [illegible] [illegible] হইয়াছিল, [illegible] দেখা হইতেছে যে [illegible] হইতে প্রতি সপ্তাহে যে ব্যোমডাক জাহাজ যাইবে, [illegible] কেবলমাত্র [illegible] [illegible] ও [illegible] চিঠি পত্র [illegible] [illegible] তাহার দূরবর্ত্তী দেশের [illegible] পাঠাইতে পারিবে। ব্যোমডাক [illegible] [illegible] সাধারণ পোষ্টে যাইবে। [illegible], [illegible] ব্যোম-ডাক [illegible] [illegible] [illegible] জাহাজে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হইতে সাধারণ পোষ্টে চিঠিপত্র পাঠান হইবে।

ব্যোম ডাকের [illegible] কলিকাতা জেনারেল পোষ্টাফিসে প্রতি বুধবারে [illegible] ৬-১৫ মিনিটের মধ্যে ফেলিতে হইবে।

অবৈধভাবে অহিফেন ও
কোকেন রক্ষা

অবৈধভাবে অহিফেন আমদানী করিবার ও প্রায় ৪ মণ আফিং ও ১১ শিশি কোকেন রাখিবার অভিযোগে আমির উদ্দীন ও অপর ৬ জন লোক যোড়াসাঁকোর অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] নিকট [illegible] আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য প্রায় ১৫ হাজার টাকা।

প্রকাশ, আবগারী বিভাগের ইন্সপেক্টার [illegible] এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণ ও [illegible] পুলিস [illegible] ও ইন্সপেক্টার [illegible] যোড়াসাঁকোর [illegible] [illegible] একটী বাটিতে উপস্থিত হইয়া ঐ [illegible] পাইয়া [illegible] এবং আসামী-[illegible] [illegible]। আরও প্রকাশ, কয়েকজন আসামী [illegible] পুলিসকে [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ঐ মামলার এক দফা [illegible] হইয়া গিয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

পাগলের কাণ্ড
১২ জন লোক আহত

[illegible] নিকট এক জন উন্মত্ত এক মদের দোকানে দোকানদার ও আর [illegible] জনকে ছোরা মারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ [illegible] একটি মজুরের নিকট হইতে ছোরা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে [illegible] [illegible], [illegible] মারিয়াছে। আহত ব্যক্তি-দের মধ্যে [illegible] হাসপাতালে আছে এবং [illegible] অবস্থা [illegible]; [illegible] করিবার পরই সে [illegible] পুলিসে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছে। [illegible] হাজতে আছে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ [illegible] ১৬ সংখ্যা হইতে [illegible] সংখ্যা [illegible] দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইলেই এই সংখ্যা সমূহ প্রেরিত হইবে। যাঁহারা শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সংখ্যা-সমূহ পাঠ করিলেই [illegible]-সমূহের বিবরণ, [illegible] বিবরণ, [illegible]-পাদ-গণের ও অন্যান্য [illegible] শ্রীমুখ-নিঃসৃত বক্তৃতা, ধর্মকথা, শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহা-দিগকে এই অপূর্ব সুযোগের [illegible] সত্বর অগ্রসর হইতে আমরা প্রার্থনা করি, বিলম্বে নির্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবোজ্য়তে [illegible]

২৭শে চৈত্র, বুধবার—১৩৩৪

ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ

অধুনা আমাদের বাঙ্গালা [illegible] বিচার লইয়া সমস্ত ভারতে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, সে আন্দোলনের প্রবাহ পরিণতি চিন্তা করিয়া বিশেষজ্ঞ মনস্বীগণ বড়ই ব্যথিত হইতেছেন। কেননা কোন একটী বিবাদের মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে এমন একজন মধ্যস্থের আবশ্যক হয় যিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে [illegible] সত্যানুসন্ধিৎসা দ্বারা [illegible] সিদ্ধান্ত সংস্থাপন দ্বারা উভয় পক্ষের বিবাদ প্রশমিত করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে পারেন। [illegible] নিরপেক্ষ হইয়া [illegible] সর্বগুণবিশিষ্ট, [illegible] সকলের [illegible] সকল প্রকার সংশয় [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] প্রমাদ-[illegible] [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] অন্তঃকরণ [illegible] সমর্থ [illegible] [illegible] [illegible]—এই [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] সম্পূর্ণ উদাসীন, তাদৃশ ব্যক্তি কখনও মধ্যস্থ হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না এবং তাহার প্রচারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা কখনও দুইটী বিবদমান পক্ষ নিবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত মধ্যস্থের অভাবে এই বিবাদের পরিণাম যে কতদূর ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া পড়িবে, তাহা ভাবিতেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

একদল [illegible] করিতেছেন—"মনের বর্ণা প্রথমা ব্রাহ্মণাশ্চ" এই মহাভারতীয় বচনানুসারে সকল বর্ণই যখন ব্রহ্মা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তখন আর [illegible] অব্রাহ্মণ বলিয়া [illegible] নাই, [illegible] সকলেই [illegible] হইতে পারেন। সুতরাং [illegible] সকলকেই উপনীত [illegible] প্রদান [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] প্রথা [illegible] হইবে, [illegible] সিদ্ধ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

"[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]"

[illegible] মাত্রেরই [illegible] লাভ হয়।

এই [illegible] কে? কে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহাদের গুরুত্ব বা [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিচারে [illegible] মনকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্ভব [illegible] [illegible] যায়।

[illegible]

[illegible]

প্রকৃত বন্ধু

নিত্যপ্রিয় মানবগণ সঙ্গ ব্যতীত অবস্থান করিতে পারেন না। যদিও কেহই এক দিনও নির্জনে বাস করিতে পারে না তথাপি প্রত্যেকে প্রত্যেকের জীবিত থাকাকালের ভিতর নিজের প্রকৃত সদৃশ বন্ধু খুঁজিয়া লয়।

'মিত্র' 'বন্ধু' শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হইলেও বিচারে পার্থক্য আছে। কিন্তু সম্বন্ধের [illegible] সম্বন্ধ আছে বলিয়া [illegible] উপকারককে বন্ধু বলে। সেই বন্ধু [illegible] আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু।

আত্মপিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ আত্মমাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ॥
পিতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥
মাতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥

আর্য্য ঋষিগণ বন্ধু নিরূপণে উক্ত তিন প্রকার বন্ধুর পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু প্রামাণিক [illegible] বিচারে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, বিবিধ বন্ধুর বন্ধুত্ব [illegible] অবলম্বনে [illegible] 'কন্দর্পশায়ী [illegible]' উন্নীত হইতে পারিবেন না, [illegible] দ্বারা কালপুরুষ [illegible] আনন্দবিধান [illegible] একটি [illegible] উচিৎ।

[illegible] উপরোক্ত বিবদমান [illegible]

[illegible] চাই, [illegible] আনন্দ [illegible] আছে, [illegible] তৎপরে [illegible] ব্রাহ্মণদেরও [illegible] পুরুষ [illegible] যথার্থ [illegible] হইলে, [illegible] বিবাদ [illegible] জীবনের দিন [illegible] ভগবানের [illegible] কোন [illegible] পারেন না। [illegible] ছাড়িয়া ব্রাহ্মণদের সেবায় নিযুক্ত থাকাই যথার্থ ব্রাহ্মণ বুদ্ধি; এই ব্রাহ্মণতার প্রতিষ্ঠিত থাকলে কুতর্ক-[illegible] আকৃষ্ট হইতে পারেন [illegible] উদ্ধার [illegible] চরণে অপরাধ করিবার বুদ্ধি ত্যাগ করিবেন।

রাজ্যের বিজয়লোভযোগী দেহলাভ করেন। সেই দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহ সুখে, [illegible] এবং দৈহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের সুখস্বাচ্ছন্দে মনোনিবেশ করেন। পুনঃ এমন নিজকে পিতা, মাতা হইতে জাত অভিমান করেন, অপর দিকে পিতা ও মাতা সেই পুত্রের অভাবে বাধ্য হইয়া অভিমান করেন। এবং নিজকে অন্য [illegible] হইতে জাত বলিয়া নিশ্চিত ভাবে জানেন। [illegible] এইভাবের বন্ধুত্ব ভাবটী প্রসারিত হওয়া [illegible] অবন্ধু অবিকল কোথায় বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে, তাহা না হওয়া [illegible] ক্রমে [illegible] বদ্ধজীবকুলকে সংসারের পথে যাইবার [illegible] কোন দিনই মিটিবে না ঠিক হইয়াছে।

[illegible] বিশ্ব [illegible] বর্ত্তমান [illegible] জীবকুলের [illegible] এক মাত্র [illegible] অনুকম্পা।

[illegible] বিপরীত [illegible] সেবা-সুখ [illegible] বাস্ত। [illegible] জগতে [illegible] আবির্ভূত হইয়া [illegible] জানাইয়াছেন, [illegible] বন্ধুর [illegible] কথা, [illegible]

[illegible] 'গোবিন্দ' শব্দ [illegible] বিশেষ [illegible] জানাইয়াছেন। [illegible] ও [illegible] বলিয়া [illegible] নিযুক্ত না করেন [illegible] জনক জননী না হওয়ার [illegible] জানাইয়াছেন।

কর্ম্মফলবাদী [illegible] সংসার-গতি [illegible] করেন। [illegible] কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে [illegible] হন। আবার কর্ম্মসূত্রের নিজ নিজ গতি অনুসারে বন্ধুর নিকট হইতে বিযুক্ত হন—এ কথা প্রায় জীবেরও [illegible] জানা আছে। এ সংসারে পিতা, মাতা [illegible] ও বিয়োগ কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। [illegible] কি যে দেহকে আমরা স্বপ্নেও 'আমি নই' ভাবিতে পারি না—যাহার সুখের জন্য অবিচারে নিষিদ্ধ কার্য্য [illegible]

করিয়া থাকি, সেই দেহকেও ছাড়িয়া দিতে হয়। তবে দেখা যাইতেছে যে, এ জগতে সকলই বন্ধুহীন।

জগতের জন্য চিন্তা জগৎপতির। জীবের জন্য চিন্তাও তাঁহার, তিনি সর্ব্বপ্রভু। সুতরাং সকলেরই জন্য তিনি চিন্তিত এবং ব্যস্ত। নিত্য অমঙ্গলকারী অসতের সদ্‌বুদ্ধি বিশিষ্ট জীবকুলকে বন্ধুহীনভাবে নিরাশ্রিত হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়া জগদ্বন্ধুর হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। নিত্য সেবকগণের বিমুখতা দর্শনে তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহারই অঙ্গ সদৃশ ত্রিভুবনগণকে এই রাজ্যে প্রেরণ করেন। তাঁহারাই জীবের নিত্য বন্ধু, প্রকৃত বন্ধু। অনিত্য দেহ সম্বন্ধে বন্ধুগণের মত [illegible] বিভুদিনের জন্য বন্ধু তাঁহারা নন। তাঁহারা জীবকুলের ত্রিকালেরই বন্ধু, পরকালেরও বন্ধু। তাঁহারা নিত্যদেহধারী, সুতরাং বদ্ধ জীবের জড়-দেহাভিমান ছাড়াইয়া স্বরূপের পরিচয় ও অভিমান দিবার জন্য আসেন। তাঁহারা নিত্য কৃষ্ণসেবাপর, সুতরাং ভোগপর জীবগণকে প্রভু-সেবায় নিযুক্ত করাই তাঁহাদের প্রভু প্রেম এবং জীবে দয়া। তাঁহারা নিজেদের বাঞ্ছিত নন সুতরাং অপরকে বঞ্চনা করেন না। তাঁহারা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা দেশবিশেষের বা কালবিশেষের নন—নিখিল সার্ব্বজনীন বিশ্বের অধিবাসীদেরই বন্ধু।

বাঁহারা [illegible] বন্ধু ও আশ্রয় তাঁহারা ছাড়া জীবের আর কেহই আপন নাই, পর নাই, মিত্র নাই, বন্ধু নাই, সুতরাং বিশ্বজন বৈষ্ণবগণই জীবের প্রকৃত বন্ধু। এই কথা বন্ধুনির্বাচনে [illegible] বন্ধুকে [illegible] করিয়া শ্রীভগ-

"[illegible] বাঞ্ছা [illegible] সঙ্গ [illegible]"

ঔপাধিক স্নেহযুক্ত সকল জীবেতে,
উত্তম ভোজন, মালা-চন্দনাদি শুভ
লাভ হ'লে বলে না কখন আনন্দিত
হ'য়ে "হে ধার্ম্মিক, হও চিরজীবি" কিম্বা
লাঞ্ছনা অশুভ, দ্বেষ করি নাহি বলে
"রে পাপিষ্ঠ শীঘ্র তব হউক মরণ"।
স্তুতি-নিন্দারূপবাণী নাভাবে যেমন
'স্থিতপ্রজ্ঞ' ব'লে তুমি জানিবে তাহারে।
যথা কূর্ম্ম চরণ কূর্ম্ম যথা ইচ্ছামত
অভ্যন্তরে করয়ে গ্রহণ, সেইরূপ
যবে এই যোগী, স্বাধীন ইন্দ্রিয়গণ
শব্দাদি হইতে অনায়াসে ইচ্ছামত
করে সংহরণ, 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলি তুমি
জানিবে তাহারে। কহিনু তোমারে এই
স্থিতপ্রজ্ঞ-স্থিতি। যদি বল "যোগগ্রস্ত,
বিমূঢ়-বুদ্ধের ইন্দ্রিয়ের অপ্রবৃত্তি
বিষয় সকলে, স্বভাবতঃ দেখি' বল'
কিরূপে বুঝিব স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ" ?
শুন তবে,—যোগাদির বলে, কিম্বা মূঢ়
বুদ্ধজন, অজ্ঞিত ভোজন-পান আদি
যদ্যপি নিবৃত্তি লভে বিষয়-গ্রহণে
তথাপি বিষয়-তৃষ্ণা না করে বর্জ্জন,
অন্তর হ'তে, প্রকাশিবে কালে তাহা;
কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞজন যদ্যপি সমর্থ
রসাদি গ্রহণে, তথাপি বিষয়গণ
হয় নিবর্ত্তিত আত্মভবি স্বপ্রকাশ
আনন্দ আস্বাদে। প্রত্যগাত্মানুভবে
বিষয়-বিরাগ পরম দেখি, এই
স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ,—নহে বাহ্যিক। ৫৯
এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা অতীব দুর্লভ;
শুন বিপরীত। অস্মজ্ঞানমার্গগামী
পণ্ডিত সকল, বিরাগ লভিতে চেষ্টা
করেন যতন অতি উন্নতি লভে',
কিন্তু তাহে ক্ষোভকারী অতি দুর্জ্জয়
ইন্দ্রিয় করয় মনে করিয়া হরণ
বিষয়-প্রবণ ক'রে বলাৎকার করি।
অতএব চৌর হ'তে মহানিধি যেন
রক্ষণীয় জ্ঞাননিষ্ঠা তাদৃশ ইন্দ্রিয়ে॥ ৬০

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেবযাজ্ঞা দেবশর্ম্মা, কাব্যভূষণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আধ্যাত্মিকআদি দুঃখ উপস্থিত হ'লে
উদ্বিগ্ন না হ'ন যিনি, করেন "শ্লোক
নাশ অবশ্য [illegible]"; উত্তম আহার,
সৎকার আদি [illegible] উপস্থিতে স্পৃহা-
শূন্য যিনি—(অপ্রাপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা নহে)
হইবুদ্ধ; প্রভুত করমদক্ষ যুগে
রাগহীন, ভয়ে নাই ক্রোধ, ভয় নাই
স্বপ্নে দুঃখের ও সদাত্মমননশীল
এইরূপ জনে কহি আমি 'স্থিতপ্রজ্ঞ'
স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যবহার কহিনু তোমারে॥

নিমাই

(ডাক্তার শ্রীকুঞ্জ বিহারী জ্যোতিঃ সন)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সিলেটের লোকজন দেখলেও নিমাই তাদের সঙ্গে খুব ঠাট্টা তামাসা করে। সিলেটের লোকেরা যেমন ক'রে কথা কয়, নিমাই তাদের ভাঙ্গিয়ে ভাঙ্গিয়ে তেমন করে কথা বলে। তারা কত বলে—তোমার বাপ-দাদাতো সিলেটের লোক—তাদের কি সিলেটে জন্ম হয় নি? তুমিও তো সেই সিলেটের লোকেরই ছেলে? তবে তুমি আমাদের ভ্যাঙ্গাচ্ছো? নিমাই শুনবার ছেলে নয়, সে কথা কিছুই শোনে না। যতক্ষণ তারা না রাগবে, ততক্ষণ ছাড়াছাড়ি নেই। তারা খুব রেগে লাঠি

হাতে নিয়ে যখন তাড়া করে, তখন পালিয়ে যায়, ধরতে না পেরে তারা খুব তর্জ্জন-গর্জ্জন করে। নিমাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। কোনদিন যদি কেউ ধরতে পারে তবে শিকদারের কাছে নিয়ে যাবার জন্য কোচা ধরে টানাটানি করে। তারপর নিমাইয়ের শিষ্যেরা এসে মিটমাট ক'রে দেয়।

সিলেটের লোকেদের সঙ্গে নিমাই যেমন রগড় করে, ঢাকার লোকেদের সঙ্গে সে রকম নয়, আর এক রকম। ঢাকা থেকে নবদ্বীপ দেখবার জন্য দলে দলে লোক আসে, তাদের সঙ্গে প্রায়ই একটা করে লাউএর বশ (বাওয়াস) থাকে এর মধ্যে পান, সুপারী, চকমকী, সোলা আরও কত জিনিষ রাখে। নিমাই কোন দলে এই বাওয়াস দেখলেই খুব আস্তে আস্তে থাকে, যেই লোকগুলো একটু এদিক ওদিক হয়, অমনি সেটা ছোঁ দিয়ে পালিয়ে যায়। তারা বাওয়াস তাড়া দেখে সকলেই মিলে চেঁচামেচি করতে থাকে, দেখে শুনে নিমাই বড্ডো খুসী হয়।

সব লোকের সঙ্গেই নিমাইয়ের এই রকম ভাব, কেবল মেয়ে মানুষের সঙ্গে নিমাইয়ের কোন কথা নেই। এমন কি মেয়ে মানুষ লোক দিয়ে দেখে না। তাদের কথা কাণে শোনে না। এটা যেন নিমাইয়ের স্বভাব।

"এই মত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে॥
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে।
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপি স্বভাব সে গায় বুধজনে॥"

নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে সব ছাত্রকে পড়ায়, আর শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, ছাত্রেরা নিমাইকে ঘিরে বসে শোনে। কেউ কেউ নিমাইয়ের মাথায় বিষ্ণুতৈল মালিশ করে আর ব্যাখ্যা শোনে। সকাল থেকে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত কত রকমে ব্যাখ্যা ক'রে যে সব ছেলেকে বুঝিয়ে দেয়, তা আর বলে শেষ করা যায় না। বেলা দুপুর হলেই সব ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা নাইতে যায়। এদিকে আবার রাত দুপুর পর্য্যন্ত সকলকে পড়ান, কে কেমন শিখেছে তা দেখে, কেউ না পারলে কি ভুলে গেলে আবার তাকে বেশ করে বলে দেয়, বুঝিয়ে দেয়। ছেলে পড়াতে নিমাইয়ের মন বড় আনন্দ। এই রকম আনন্দে খুব মান সম্ভ্রমের সঙ্গে নিমাই নবদ্বীপের মধ্যে বেড়াতে লাগলো।

শচীদেবীর মনে বড় দুঃখ। ছেলের আবার বিয়ে দিতে পারলে যেন মনের দুঃখ দূর হয়। সব সময় ভাবেন কোথায় মেয়ে পাব—কেমন করে বা আবার বিয়ে দেব। আবার মেয়েটা একটু বেশী বয়সের হলে, বাড়ী এসেই ঘরকন্না করতে পারবে, কিছু শিখতে হবে না। এ আশাও খুব—এ ভাবনাও হতে লাগলো। ঘটনাগুলো সবই ভগবানের হাতে, মানুষের ভাবনায় কি হবে? শচীদেবী তখন অগাধ সমস্ত নবদ্বীপের মেয়ে খোঁজ করতে লাগলেন—কার মেয়ে ভাল আর বড়। যেমন লক্ষ্মী বৌ ছিল, তেমনটী হইলেই মনে যেন বড় আহ্লাদ হয়। নিজেও খোঁজ করতে লাগলেন, গিন্নী-বান্নী-দের কাছে ছেলের বিয়ের কথা বলে তাদের দিয়েও মেয়ে খোঁজ করতে লাগলেন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

নদীয়া-জিলা ছাত্র-সম্মেলন

বিগত [illegible] নবদ্বীপের ছাত্রগণের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, নদীয়া-জিলা-ছাত্রসম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন নবদ্বীপ সহরে হইবে। তন্নিমিত্ত একটী অস্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছে; শ্রীযুক্ত নিতাই চাঁদ ভট্টাচার্য্য উক্ত সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত [illegible] বিনোদ মজুমদার উহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

জেল হইতে কয়েদীর পলায়ন

[illegible] এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, মীরাট জেল হইতে বকুল নামে এক কয়েদী পলায়ন করিলে ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন কয়েদীদের সহিত তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়বর্গের সাক্ষাৎকার হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দরজাসমূহ তালাবন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সমস্ত অঞ্চল টেলিফোনযোগে জানান হয়। অতিরিক্ত পুলিশও আমদানী করা হয়। বকুল অন্যান্য কয়েদীদের সহিত জেলের মাঠে কাজ করিতে গিয়াছিল; তথা হইতে সে ওয়ার্ডারদের অলক্ষ্যে পলায়ন করে। তাহাকে এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই ব্যাপারে সহরে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রিন্স জর্জ্জ

গত ৭ই এপ্রিল হইতে প্রিন্স জর্জ্জ পররাষ্ট্র দপ্তরে তাঁহার কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে যে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, মহামাননীয় সম্রাট প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, রাষ্ট্রীয় দপ্তরে শাসনকার্য্য ও অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রিন্স জর্জ্জ পররাষ্ট্র বিভাগে কার্য্য শিক্ষা করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

গত ৬ই এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ ৬৷০ ঘটিকার সময় কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ "জীবের জন্মমৃত্যু রহস্য" সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজীর বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল।

ভীষণ দুর্ঘটনা

৬ জনের মৃত্যু ৩ জনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন

[illegible] এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি [illegible] কোম্পানীর [illegible] এক ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ একটী [illegible] কাটিয়া [illegible] সেখানে যাহারা কাজ করিতেছিল, তাহারা সকলেই চাপা পড়ে। তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে ৬ জন [illegible] হইয়াছে। [illegible] হাসপাতালে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৯ জনের মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বাকী ৩ জনের অবস্থা সঙ্কট-জনক। এই সম্পর্কে [illegible] তদন্ত হইতেছে।

[illegible] জনকে [illegible] বাহির করা হইয়াছে।

ভীষণ শিলাবৃষ্টি

([illegible])

প্রকাশ, পাবনা জিলার [illegible] থানার অধীন, [illegible], [illegible], [illegible] ইত্যাদি কতিপয় গ্রামে ২০শে চৈত্র বুধবার বেলা ৩ টার সময় হইতে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে। ঝড়ে কাহারও এমন বিশেষ ক্ষতি করে নাই, কিন্তু এমন ভাবে শিল পড়িয়াছে যে, [illegible] [illegible] ইত্যাদি নষ্ট করিয়াছে, তাহাদের বিশেষভাবে ক্ষতি হইয়াছে। বৃষ্টি প্রায় [illegible] ঘণ্টা ছিল, তাহার মধ্যে ১৯২০ মিনিট কাল অনবরত শিল পড়ে। এরূপ ভাবে শিল বোধ হয় ১০।২০ বৎসরের ভিতর পড়ে নাই। এবার দেশে আদৌ আম নাই। গাছে যাহা ছিল, তার কোন চিহ্ন কোন গাছেই নাই।

চলন্ত ট্রেণ ও অশ্ব শকটে ভীষণ সংঘর্ষ

অশ্বিনীর দেহ খণ্ড খণ্ড ও ঘোটকীর মুণ্ডচ্ছেদ

গত ৫ই এপ্রিল [illegible] সময় [illegible] এক [illegible] দুর্ঘটনার ফলে দুইটী মহিলা ও একটী ঘোটকী, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং বৃদ্ধ কোচম্যান ও একটি বালক [illegible] আহত হইয়াছে।

[illegible] প্রকাশ, ঐ মহিলা [illegible] [illegible] যাইতেছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] দরোয়ানের নিষেধ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গাড়ী আসিয়া পড়ে। বৃদ্ধ কোচম্যান [illegible] টানিয়া ধরে, কিন্তু ঘোড়া [illegible] [illegible]। [illegible] ট্রেণের [illegible] [illegible]। তাহার ফলে মহিলা দুটি [illegible] [illegible] ছিটকাইয়া [illegible] [illegible] ও মহিলা দুটি [illegible] হয়। কোচম্যান ও বালকটি আঘাত প্রাপ্ত হয়। ট্রেণখানির [illegible] বিলম্ব হয়। পুলিশ আসিয়া শব লইয়া যায় এবং কোচম্যান ও বালকটিকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ভারতের জন্য বায়ুযান শকট

পথহীন প্রদেশে যাইবার উদ্দেশ্য

[illegible] এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] একখানি নূতন রকমের [illegible] [illegible] প্রদর্শিত হইবার কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পথহীন প্রদেশে [illegible] [illegible]।

[illegible]

পিতৃদর্শনে যুবরাজ

[illegible] এপ্রিল যুবরাজ [illegible] সম্রাট [illegible] পিতৃদর্শনে [illegible] করিবার [illegible] [illegible] এবং [illegible] সংবাদ [illegible] বিমানযোগে [illegible] করেন; [illegible] তাঁহার জন্য [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] এবং [illegible]

বিমানবাহিনী [illegible] [illegible] কাজ [illegible] [illegible] করেন। [illegible] [illegible] কিছুই [illegible] নাই।

বালুরঘাটে

তুলার কলে ধর্মঘট

বালুরঘাটের এক [illegible] সংবাদে [illegible] তুলার কলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিভাগের [illegible] ধর্মঘট [illegible] [illegible] [illegible] বন্ধ থাকিতে হইয়াছে।

ধর্মঘটকারিগণ বলে যে, তাহাদের নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয় এবং [illegible] আবশ্যক [illegible] তাহার কাজ ছাড়িয়া যাইতে পারে না।

মহীশূরে নিজামের আগমন

গত ৪ঠা এপ্রিল [illegible] ঘটিকার [illegible] বাহাদুর [illegible] মহীশূরে [illegible] উক্ত রাজ্যের মহারাজা, দেওয়ান, রাজকর্মচারী এবং বেসরকারী [illegible] তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। [illegible] ও নিজাম বাহাদুর রাজপ্রাসাদে [illegible] তখন দর্শকবৃন্দ [illegible] করে এবং [illegible] তাঁহারা [illegible] করিলে [illegible] [illegible] এক [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] করেন।

কুষ্টিয়ার বিতাড়িত ছাত্র

পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে তদন্ত

ম্যাট্রিক পরীক্ষার [illegible] [illegible] স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী [illegible] [illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখার ছাত্রদের [illegible] [illegible] একটী সভার [illegible] [illegible] বিতাড়িত [illegible] [illegible] [illegible] ছাত্রদের [illegible] [illegible] [illegible] নির্দেশ [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] এখানে আসিয়া [illegible] [illegible] রহিয়াছে।

অদ্ভুত প্রতারণা

[illegible] জেলার [illegible] হইতে একটি [illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] [illegible] স্থানীয় [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] [illegible] করিবার [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] [illegible] টাকা প্রদান করেন। উক্ত [illegible] তাঁহাকে প্রদান করে এবং [illegible] প্রাতের পূর্বে উহা [illegible] নিষেধ করে। পরদিন প্রাতে উক্ত [illegible] বাক্সটি খুলিয়া [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] কোন [illegible] যায় নাই।

চীনে জাতীয়দলের জয়লাভ

[illegible] সৈন্যদলকে জাতীয়দলের বিরুদ্ধে [illegible] বলিয়াছে তাহারা তাহাদের [illegible] করিয়া বসে। [illegible] বিদ্রোহী দল [illegible] হইয়া যায়। [illegible] তাঁহার সদর [illegible] করিয়া দিতে বাধ্য হয়েন। বৃটিশ বিমান [illegible] চীনা [illegible] রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য করিতে বলেন। বিমান [illegible] সাহায্য করেন। বৃটিশ প্রজাদের ধন প্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠে, কিন্তু সেনাপতি বলেন, এখনও অবস্থা সেরূপ গুরুতর হয় নাই। যাহা হউক, উত্তেজনা কমিয়া গিয়াছে। [illegible] সৈন্যেরা আজ শান্তভাবে [illegible] অধিকার করিবে বলিয়া মনে হয়।

চলন্ত এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত

১০জন নিহত ও ৩০জন আহত

[illegible] [illegible] [illegible] এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়, [illegible] [illegible] [illegible] ২০ জন [illegible] আহত হয়। [illegible] ও [illegible] কার্যে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

খড়্গ বাহাদুরের অভ্যর্থনা

[illegible] [illegible] আছেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেশ- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

এই [illegible] [illegible] অভ্যর্থনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিল।

সীমান্তে সমর সরঞ্জাম তৈয়ার

প্রকাশ, [illegible] [illegible] এক প্রকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারখানা [illegible] [illegible] [illegible] বাড়িয়া গিয়াছে।

রেলে লণ্ডন হইতে বাগদাদ

[illegible] হইতে [illegible] [illegible] দিয়া রেলপথে যাইতে ১০ দিনে বাগদাদে পৌছান যায়, যে বিষয়ে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে এ পথে নিয়মিত ভাবে ট্রেণ চালাইবার ব্যবস্থার জন্য আলোচনা [illegible] নামক স্থানে তুরস্ক, ইরাক, সিরিয়া ও [illegible] রেলওয়ে [illegible] এক সম্মেলনে সমবেত হইবেন। [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবস্থা করিবে।

কৃষ্ণনাথ কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রদের প্রায়োপবেশন

বহরমপুরের ৬ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষের [illegible] তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ উক্ত কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রেরা গত [illegible] হইতে অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছে।

[illegible] প্রকাশ যে, গত [illegible] শিক্ষা বিভাগের [illegible] [illegible] কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলে ছাত্রেরা [illegible] [illegible] বি, এস, [illegible] ক্লাসের [illegible] ছাত্র [illegible] সম্বন্ধে [illegible] অভাব [illegible] অধ্যক্ষের [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া তাহাদিগকে [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] ছাত্রকে [illegible] [illegible] ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া [illegible] আবেদন [illegible] [illegible]

[illegible] ও [illegible] প্রতিবাদ [illegible] ছাত্রেরা [illegible] [illegible] করিয়াছে।

[illegible] [illegible] একটি প্রতিবাদ [illegible]

নদীয়া প্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব-সংখ্যা

[illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসব [illegible] [illegible] হইতে ২৫ [illegible] এই [illegible] নদীয়া-প্রকাশে [illegible] হইয়াছে। ১০ চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইলেই এক সংখ্যা [illegible] প্রেরিত হইবে। যাঁহারা [illegible] পরিক্রমায় যোগদান করিতে না পারিবেন [illegible] তাঁহারা এক [illegible] [illegible] দ্বীপ-সমূহের বিবরণ, পরিক্রমার বিবরণ, [illegible] ও অন্যান্য [illegible] [illegible] [illegible] হরিকথা, শ্রীহরি সংকীর্তন প্রভৃতির বিবরণ অবগত হইয়া বিমল আনন্দ [illegible] পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই অপূর্ব সুযোগের নিমিত্ত সত্বর অগ্রসর হইতে আমরা প্রার্থনা করি, [illegible] সংখ্যা ফুরাইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫

সাময়িক-প্রসঙ্গ ।

কুলিয়া সহর-নবদ্বীপের ঠাকুরবাড়ী-ওয়ালাদের ভেটগ্রহণ-প্রথা, তথা গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকার্জ্জন প্রভৃতি অব্রাহ্মণ ও অবৈষ্ণবোচিত ব্যাপার লইয়া কত জনে কতবার কত প্রকারে যে কত নিন্দাবাদ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন এক দিন যাইতেছে না, যেদিন আমাদের কর্ণে তাঁহাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপতার সংবাদ প্রবিষ্ট হইতেছে! ঠাকুরবাড়ীওয়ালা গোঁসাই মহাশয়েরা তাহা অম্লানবদনে হজম করিয়া যাইতেছেন, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে বড়ই ঘৃণা ও লজ্জার কথা। যাঁহা ধর্ম্ম ভগবানের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ নীতি-গন্ধ পর্য্যন্ত বিবর্জ্জিত, তাহাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া চালাইয়া লোকবঞ্চনা-মুখে আত্মবঞ্চনা করিয়া যে কি লাভ, তাহা তাঁহারাই ভাল করিয়া বিচার করুন। উদরপূর্ত্তির ফলে যে তাঁহাদিগকে কি ভীষণ দণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইতে হইতেছে, তাহা কি তাঁহাদের একবারও ভাবিবার বিষয় হইবে না? শুধু তাঁহারা নিজেরা নহে, সঙ্গে সঙ্গে যে কত নিরীহলোককে বিপথগামী করিতেছেন, ইহা আরও দুঃখের বিষয়।

শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম-মন্ত্র এবং তাঁহাদের অভিন্ন গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রকে ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য মধ্যে পরিগণিত করা যে সাত্বত-ধর্ম্ম-মর্য্যাদার কতদূর হানিকারক, সাত্বত-ধর্ম্মাবলম্বিগণের কিরূপ মর্ম্মান্তিক বেদনা-প্রদ, তাহা উপলব্ধি করিবার লোকের আজ বড়ই অভাব। শ্রীবিগ্রহ, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দর্শনে রিক্তহস্তে যাইতে নাই, এজন্য দর্শনার্থিগণ তাঁহাদের শ্রদ্ধানুযায়ী উপায়ন প্রদান করুন, তদ্বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু সেই উপায়ন সমূহ শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তসেবায় ব্যয় না করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করা নিতান্ত সাধু শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য। কৃষ্ণকার্ষ্ণের সেবোপকরণ কি আমাদের ন্যায় কৃপণ স্বার্থপর দাস-দেহধারীর ভোগ্য হইবে? কৃষ্ণকার্ষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী দাসানুদাসরূপে আমরা তাঁহাদের সেবা-শেষের মাত্র প্রত্যাশী হইতে পারি। যথাযোগ্য বিষয় অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণের প্রসাদ বা কৃপা-স্বরূপে গ্রহণ করাই আমাদের যথার্থ ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবানুগত্যের পরিচয়, তাহা না করিয়া দেবতা গুরু ভক্তাচার্য্যের অর্পিত আসনকে লোক-প্রশংসাভিমানে ব্রাহ্মণ বা গোস্বামিরূপ হইয়া ভগবদ্ভোগ্য উপায়নের প্রতি লোভ আদৌ সমীচীন নহে।

এ সকল কথা বলিয়া বহুবার বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে একই কথা পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে না। কুলিয়ায় যে সত্যানুরাগী সৎসাহসী লোকের নিতান্তই অভাব হইয়া পড়িয়াছে, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। আশা করি, তাঁহারা অগ্রণী হইয়া এ সকল বিষয়ের যাহাতে শীঘ্র যথোচিত প্রতীকার হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন। দেশ-বিদেশের লোক আসিয়া কুলিয়ার ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইবেন, অথচ কুলিয়াবাসীর মর্ম্মে সেজন্য কোন আঘাতই লাগিবে না, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। একে কুলিয়ার সহজিয়া সখিভেকী গৌরনাগরী ও মর্কট-বৈরাগি দলের কাণ্ড দেখিয়া শিক্ষিত সমাজ 'ছি' 'ছি' করিতেছেন, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপরই বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন, মনে করিতেছেন গৌরভক্তের সজ্জাটী বুঝি কেবল ব্যভিচারের আশ্রয় দিবার জন্য, তাহার উপর ঠাকুর-সেবার নাম করিয়া কুলিয়াকে একটী ব্যবসায়ের কেন্দ্ররূপে দর্শন যে তাঁহাদের নিকট কতদূর প্রীতিপ্রদ, তাহা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য শ্রীবিগ্রহ-ব্যবসায়, মন্ত্রব্যবসায়, ভাগবত-ব্যবসায় যে কেবল কুলিয়ায় প্রচলিত, তাহা নহে, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এই অপরাধজনক ব্যবসায়ের পত্তন খোলা হইয়াছে, তবে তন্মধ্যে কুলিয়ার কাণ্ডটাই যেন একটু বেশী বাড়াবাড়ি। আশা করি কুলিয়ার শিক্ষিত সমাজ নিরপেক্ষ হইয়া এ সকল বিষয়ের আলোচনায় মনঃসংযোগ করিবেন।

যে নবদ্বীপ একদিন কলিযুগপাবনাবতারী সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীগৌরসুন্দরের নাম, নাম প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছে, অত্যন্ত কুতার্কিক, মায়াবাদী, পাষণ্ড কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তকুল পর্য্যন্ত যে বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, যে নবদ্বীপ হইতেই প্রেমরস-সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া সমস্ত জগৎ প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছে, আজ সেই নবদ্বীপে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইবে, একথা শুনিতেও অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়—হৃদয় ফাটিয়া যায়! যে গৌরসুন্দর পরম-নিষ্কিঞ্চনের ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারক, গৌরবিগ্রহবর্ত্তী পরপদ নবদ্বীপে আজ মাৎসর্য্যানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে, ইহা বড়ই মর্ম্মন্তুদ। যে নবদ্বীপ একদিন কোটি কোটি গৌরভক্ত-নিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তনকোলাহলে মুখরিত হইয়াছে, এখনও কোন কোন ভাগ্যবান্ জন কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন, সেই নবদ্বীপ আজ নেড়ানেড়ী আউল বাউল সহজিয়া সখিভেকী জাতগোঁসাই

সজ্জন-বদান্য

শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় দানশীল বদান্য, চতুর্দ্দশ ভুবনে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার পদ্মাননের অলৌকিক দয়া লুণ্ঠ করিয়া তাহার বিতরণ করিতে মুক্তহস্ত। যাহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে জীবের অযোগ্যতা বিচার করিয়া প্রদত্ত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বল ভক্তি-রসমাধুরী অযোগ্য-জনেও সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনন্দ-নন্দনের অপার মধুরিমা ভজন-পারঙ্গত অপরাধমুক্ত নিত্যসিদ্ধেরই প্রাপ্য, কিন্তু আমাদের উপাস্য শ্রীশচীদুলাল বদান্য-শিরোমণি বলিয়া ভুবন প্রাকৃত অধম জীবকে অপরাধ ছাড়াইয়া অনিত্য নশ্বর বিচারমুক্ত করিয়া পরমচমৎকৃত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নিগূঢ় সেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত। বদ্ধজীবকে অনর্পিতচর কথা শিক্ষকের কথা হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য সেই গৌরহরি বলিয়াছেন যে, ভগবৎ সেবোন্মুখ, সমস্ত জড়াভিনিবেশ ত্যক্ত, মলিন জড়ীয় দুস্তার-সমুদ্রের পরপারে গমনোৎসুক সজ্জনগণ যেন কোন প্রকারে যোষিৎসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গী বিষয়ীর সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ না করেন। যদি করিয়া ফেলেন তাহা হইলে বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া গৌরভক্তের অন্যাসন হইতে, অনন্তকালের নিমিত্ত বিতাড়িত হইবেন। আরাধ্যবস্তু গৌরসুন্দরের সহ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনিই সকল

দলের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লইয়া কাল-কলরবে মুখরিত হইবে, ইহা নিতান্তই অসহনীয় ব্যাপার।

সত্য সত্য সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষিত হউক, জগদ্গুরু জগৎপ্রিয়কর বন্দ্যাবতার বিশ্বম্ভর, যুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌর নিত্যানন্দের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি কথা—সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্মের কথা কোটিকণ্ঠে নিনাদিত সংকীর্ত্তিত হউক, গৌরপ্রেমরসসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া আবার বিশ্বকে প্লাবিত করুক, গেহে গেহে তুমুল হরি-সংকীর্ত্তন ধ্বনি উত্থিত হউক, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রু-কদম্ব শোভা পাউক, বেদগুহ্য উন্নতোজ্জ্বল রস প্রচারিত হইয়া আপামরে সেই রস-সিন্ধুর তরঙ্গে ডুবিয়া যাউক, বৌদ্ধ, হিংসা, মৎসরতা, কোটিনাটী, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা, জড়ৈশ্বর্য্যপ্রচেষ্টা প্রভৃতি আগন্তুক অবৈষ্ণব স্বেচ্ছাচার জীবহৃদয় হইতে চির-তরে উৎসাদিত হউক, কৃষ্ণ-ভোগ্যজ্ঞানে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করুক, বিশ্বে শান্তি সংস্থাপিত হউক, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়।

ঈশ্বরের ঈশ্বর ও জগতের পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি অনাদি,

কিযেন?

কারণের কারণ। মহাপ্রভু কৃষ্ণই অপ্রাকৃত রসের একমাত্র মনোহর বিষয়, শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার অবলম্বন বা অপ্রাকৃত আশ্রয়। বলদেব সেই বিষয়ের বিস্তৃতি, প্রকাশ বা বৈভব, বিষ্ণু-বৈভব হইতেই পরব্যোমে ও অপ্রাকৃত স্বরূপ-বৈভব-সমূহে প্রাভব প্রকাশ বাসুদেব-প্রমুখ ঐশ্বর্য্যরসের বিষয় বিগ্রহ। মুখ্যাশ্রয় রাধিকা হইতে আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনা-সমূহ, লক্ষ্মীগণ প্রকাশপ্রায় দ্বারকাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি নিত্য প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর মহামাধুর্য্যের একমাত্র বিষয়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যশোদাদুলাল স্বীয় নিত্য আশ্রয়-বিগ্রহ রাধিকার নিজ ভাবময়ী চিত্তবৃত্তি নিত্যকাল গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহে গোলোকে আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণেতর স্বপ্রাধিষ্ঠানে নিত্য লীলা বিলাস করিতেছেন। আশ্রয় ভাবাঙ্গী-কারে গৌরলীলা ব্যতীত কৃষ্ণের কোন নিত্যলীলা নাই। বিষয় ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণ ব্যতীত গৌরাঙ্গের কোন নিত্য লীলা নাই। সেই মধুর-রসদাতা বদান্য হইয়া শ্রীরূপের নিকট 'নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে! কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ' বলিয়া নিত্য ভজনীয় আছেন। তাঁহাকে প্রাকৃত বিচারে মিছা নাগর সাজাইয়া সাধক জড়ীয় নাগরী-সজ্জায় ভজন করিতে পারেন না বলিয়াই সেই মহাবদান্য শ্রীমুখে আমায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সজ্জন-বদান্য কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন। কৃষ্ণের আশ্রয় জাতীয়-ভজনে বা গৌর-লীলায় গোপনে কপটতাযুক্ত ব্যভিচার নাই এবং পরম সত্য মহা বদান্য শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি গৌর নাগরীর মত ব্যভিচারী নহেন।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনের্নপি মন॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
ভবে শ্রীবাস তারে ছোট হরিদাসেরে :
শুদ্ধার করিয়া।
ঐছে মহত্ত্ব ঐছে ত্রিবেণী প্রবেশিল॥
শুনি হাসি প্রভু কহে প্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮৭)

যে সকল ব্যক্তি গৌরভক্তগণের নামে সহজিয়া, বাউল, চূড়াধারী, গৌরনাগরী প্রভৃতির মতে চলিবেন এবং অন্যকেও সেই দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের নাম গৌরনাগরীগণ বলিয়া এবং তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাইবেন না এবং সেই সকল নামধারী লোক তাঁহার বুঝিবেন না। শ্রীরূপ গোস্বামী নিজের নবদ্বীপবাসী ভাবি বালকগণের ও দলপতিগণের জন্যই রস শাস্ত্র লিখিয়া বিসর্জন-আপনাদের রস, তত্ত্বভাবে জানাইয়াছেন। সেইজন্য অবধান গৌরনাগরীর কোন সিদ্ধান্তই তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই।

কোন গৌরভক্তই সিদ্ধান্ত করিতে ইচ্ছা করেন না, যে লীলা আনন্দভোগাকাঙ্ক্ষীকারী কৃষ্ণ নিজ গৌরলীলায় প্রকট করেন নাই, বা প্রকট করিবার যোগ্যতাও দেন নাই সেই মিথ্যা নাগরীভাব, মিথ্যা কল্পনা করিয়া সিদ্ধান্ত সাজিবার আবশ্যক কি? মিথ্যাকে সাজিয়া সুনির্মল পবিত্র চরিত্র গৌরাঙ্গে ব্যভিচার আরোপ করা এবং তদনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সদ্যুক্তি বা মহাজন-পথ না পাইয়া আপনাকে কৃষ্ণবিমুখিনী বৈরিণী সাজাইবার আবশ্যক কি? কোন মহাজনই সিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দেন না। পাপ করিলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত নাই একথা মহাবদান্য গৌরসুন্দর বলেন না; যিনি ভক্তরক্ষক, তিনি ভাবেতে বিমুখ নিজ কৃষ্ণভোগময় কোন পাপ করেন না বা পাপের প্রশ্রয় দেন না; ভক্তগণকে হরি-বিমুখতা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর গোপনে ভোগকৌপ-প্রদীপন নদীয়া নাগরীসহ ব্যভিচার করেন নাই, বা মহাপ্রভু গৌরসুন্দর গোপিকা নাগরীর সহিত গৌরদাস বাবাজী ঠাকুর গোপনে ব্যভিচার করেন নাই। মাতা সীতানাথ শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁর নাগরী নহেন। অন্য কাহারও বহির্মুখ লোকের কুবাসনাবশে গৌরনাগরী নামক গৌরবিরোধী জীব গৌরাঙ্গকে নাগরালী ভোগময় না বলিয়া গোপনে ব্যভিচারী বলেন একথা অসত্য। রসকীর্তন নাগরীভাবময় একথা সত্য বলিয়া নাই ভিন্ন ভোগ-ভাবাপন্ন গৌরনাগরীগণকে বিপথগামী করিয়া গৌরবিরোধী জীব করিয়া তুলিয়াছে।

আশা করি, নদীয়া শুদ্ধ গৌরভক্ত, মিথ্যা গৌরনাগরীকে নাই কায়ুর অপ্রাকৃত কথা শুনাইয়া নিজ ও ভোগভাবপন্থাপর গৌরনাগরীদিগের হৃদয়ে কাম বিনাশ করিবেন, এই কথা বলিতেই শুদ্ধ গৌরভক্ত গৌরসুন্দরকে নদীয়া বলিয়া ডাকিতে থাকিবে।

ভোগের নিদান

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিভৃঙ্গ)

হরিবিমুখতাই ভোগের নিদান। এই জগতে আমরা বিচারনিপুণতা দ্বারা অপরাপর জাগতিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞান সঞ্চয় করিতে সমর্থ হই; কিন্তু যে কারণে আমরা ভব মহা দাবাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছি, তাহা অজ্ঞতাবিষ্ট অবস্থায় রহিয়া গেল; ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! সর্ববিলক্ষণযোগ্য মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও সেই তত্ত্বানুসন্ধানে অনুসন্ধিৎসু থাকিলাম।

শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রিতে, শ্রীমদ ভাগবতের প্রমাণমূলে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীভগবদ-বিস্মৃতিই একমাত্র ভোগের পাদক। যে দেশে, যে সমাজে প্রকৃতি মূলে শ্রীভগবৎ-সান্নিধ্যলাভ যত কম, সেই দেশে সেই সমাজে ভোগপ্রবণতা তত অধিক। শুধু আহারবিহারের ঠাটবাট লইয়াই নিযুক্ত সকলে ব্যস্ত। "ভগবান আছেন, তিনি সকলের কর্তা ও ভোক্তা, তাঁহার সেবা করা প্রত্যেকের প্রয়োজন", একথাটা ভোগময় রাজ্যে স্থান পায় না। বিশেষতঃ বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে ভগবদ্ভজন ব্যাপারটি কেবল অসভ্যতার নিদর্শন বলিয়াই আধুনিক শিক্ষাভিমানীর ধারণা। তাই অনেক সময় আমরা অনেকে ভগবানকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেরাই সে আসনে উপবিষ্ট হইবার প্রয়াস প্রদর্শন করি, অথবা ভগবান্ আমারই মত একজন জন্মমরণশীল, দেশকালপাত্র-ভেদে কাল কর্মস্বভাবযুক্ত মনে করিয়া দৈবী মায়াযুক্ত থাকেরে পক্ষাবলম্বন করি।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তগণ বিচারে স্ব স্ব অনুভবদ্বারা ইহাই পরিজ্ঞাত হই, যখনই একমাত্র সর্বেশ্বর সর্বভোক্তা শ্রীভগবানকে স্মরণ পথের বাহিরে রাখি, তখনই ইন্দ্রিয়দেবগণদ্বারা মায়া-সাহচর্যে ভোগবৃদ্ধি প্রবল হয়। তখন মায়া আমাকে একেবারে গ্রাস করিয়া কেবল ভোগময় ভূমিকাতেই বিচরণ করায়। আমাকে মায়া ছাড়া আর কিছুই দেয় না। ভগবান বলিতে কোন বস্তুর বাস্তবতা হৃদয়ে স্থান পায় না, বাস্তব রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কল্পনাময় জগতে বিচরণ করিয়া ভাঙ্গা গড়া অনিত্য ব্যাপারে বস্তুর বাস্তবতা জ্ঞান হারাইয়া নাস্তিক হই। যতক্ষণ পিশাচী মায়া হৃদয়সিংহাসনে আসন পাতিয়া বসিয়া আছে, ততক্ষণ আমিও পিশাচীর সেবকরূপে পিশাচ থাকি। তখন কেবল ইন্দ্রিয়দৈন্যাদি ভোগময় চেষ্টাই আমার বৃত্তি থাকে। মুখে বলি 'আমি যাহা করি সবই ভগবদিচ্ছায় কৃত হয়, সবই ভগবানের, তিনিই ত' আমাকে ভোক্তা সাজাইয়া পাঠাইয়াছেন।' এরূপ অবিমৃষ্যকারিতাপূর্ণ প্রজল্পের কোনই প্রয়োজন নাই। ইহা নাস্তিকতারই প্রকার ভেদ মাত্র। এইরূপ নাস্তিক্যবাদই ভোগের নিদান।

"সঙ্গ-প্রভাব

আমরা, বাল্যকাল হইতেই পাঠ্য পুস্তকে অধ্যয়ন করি। অসৎসঙ্গ, 'কুসংসর্গে নানা দোষ ঘটে, সৎসঙ্গের অশেষ গুণ"। কিন্তু সঙ্গ জিনিসটা কি? সৎ কি? অসৎ কি? এই সকল বিষয়ে বিচার-ইচ্ছা নাহি করি নাই। শুধুই মন্ত্রের বুলি আওড়াইয়া আসিতেছি। "সৎ"শব্দটী নিত্য, সনাতনবাচক। তাহা কেবলে জগদতীত, কুণ্ঠা বা মায়াগন্ধবিবর্জিত বৈকুণ্ঠ বস্তু অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু ও বিষ্ণুসম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তুই নিত্য ও সৎ; তদ্ব্যতীত অর্থাৎ কৃষ্ণেতর অবস্থা মাত্রেই অনিত্য ও অসৎ। কৃষ্ণেতর অসম্বন্ধ ভোগকরণে যতকিছু সবই অসৎ। অতএব সদসৎ বিচারে নিপুণতা না থাকিলে, জনসঙ্গের গতি পদবিক্ষেপে বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। হইতেছেও তাহাই। সেই নিমিত্ত সর্বাগ্রে সদসৎ বিচার প্রয়োজন, তৎপর সঙ্গ বিষয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক।

"দদাতি, প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে, ভোজয়তে চৈব ষড়্-বিধং প্রীতিলক্ষণম্।

এই ষড়্‌বিধ ক্রিয়াই সঙ্গের লক্ষণ। যিনি যাহাকে প্রীতি করেন, তিনি তাহার সহিত উক্ত ষড়্‌বিধ কার্য দ্বারা সঙ্গ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই কার্য গুলি কৃষ্ণেতর সেবক অসতের সহিত হইলে অসাধু-সঙ্গে অসাধু হইয়া যায় আর কৃষ্ণকার্য ইহার সেবক সাধুর সঙ্গে হইলে সাধু হওয়া যায়। অসৎ সঙ্গ ভক্তিপ্রতিকূল আর সাধুসঙ্গ ভজনের মূল। অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর সাধুসঙ্গই করিয়া থাকেন। যেহেতু সাধুগণ উপদেশাদি-দানে চিত্তের যাবতীয় ক্লেশ নাশ করিতে সমর্থ।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

"সাধুসঙ্গকৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥
দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৯২,৯৪)

অসৎসঙ্গ প্রভাবে জীব মহা রৌরবের পথে প্রধাবিত হয়, আর সাধু সঙ্গপ্রভাবে হৃদয়ের অনাদি কালের কলুষরাশি বিধৌত হইয়া শুভ্র কৌমুদী প্রকাশিত হয়, প্রতি জীব আনন্দের সম্ভাবনা অবগত হইয়া সদগুণ-রাশির আকর বস্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সন্ধান পায়।

নবদ্বীপ মাঘীপূর্ণিমায়

সংক্রের দোকান

('অবতার' ৬ষ্ঠবর্ষ ৩২ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

স্থান—মহাপ্রভু রোড্।

গো। গো সাই—ও মশায়, আসুন না, অতি সস্তায় অপূর্বদর্শন। দেখে যান, দেখে যান।

যাত্রী। কত নেবেন মশায় বলুন? আমাদের পয়সা বেশী নেই।

গো। তিন আনা মশায়, তিন আনা। অতি সস্তা—আসুন, আসুন।

(কাছে আসিয়া হস্তধারণ)

যাত্রী। না মশায়, আমাদের তিন আনা নেই, ছয় পয়সায় হবে?

গো। আসুন, দশ পয়সা দেবেন।

যাত্রী।—না মশায়, সাত পয়সা পর্যন্ত দিতে পারি।

গো। আচ্ছা আসুন, দু'আনা দেবেন, আর ভাঙ্গাভাঙ্গিতে কাজ নেই।

টীকা—মনে হয়, মেছোবাজারেও এরকম দর-কষাকষি হয় না।

স্থান—গোবিন্দ দেউল

নাটমন্দিরে অষ্ট প্রহর সঙ্কীর্তনের হরিমঞ্চ ঘেরিয়া ঘেরিয়া একাদশী তিথিতে চারটী সন্ন্যাসী বৈষ্ণব কীর্তন করিতেছেন।

মূলগায়ক—এখানে অনুগ্রহ করে একটা পয়সা দেবেন, এটা হরিমঞ্চ।

জনৈক—আমি তো মশায় এখানকার স্থানীয় লোক। আমি হঠাৎ এখানে এসে পড়েছি, পয়সা তো কাছে নাই।

মূ। (তাহাকে ছাড়িয়া) তুমি, একটা পয়সা দেবেন?

জনৈক একটা

মূ। এখানে একটা পয়সা দিন না।

জনৈক। মশায়, কীর্তন করছেন, না অনবরত পয়সা চাইছেন?

টীকা- দেহ যাত্রীর দুম—কীর্তন হচ্ছে ঘুন ঘুন—খোল বাজছে টুন টুন। এও একটা ব্যবসায় ফিকির।

স্থান—আখড়া বাড়ী

আখড়া পাণ্ডাগণ—ও মশায়, ঠাকুর দেখে যান অল্প রেট।

জনৈক—মশায় আমাদের ডেকে কি করবেন,—আমরা তো ভেট দেব না।

প্রাপ্ত পত্র

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের শ্রীচরণেষু—

পতিত পাবন প্রভো—

বিগত ১১ই চৈত্র সোমবার দোল পূর্ণিমা তিথিতে ঢাকা জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বালিয়াটী গ্রামে "শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠের" শ্রদ্ধেয় সেবকবৃন্দ পরম উৎসাহ এবং মহা সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কারুকার্য্যখচিত নানারূপ রঙ্গিন পতাকায় সুশোভিত শ্রীমঠ অতীব বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। সিংহদ্বারের সম্মুখভাগে স্থাপিত কদলী বৃক্ষ, মাঙ্গলিক ঘট, লতাপাতা মালাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীমঠের শোভা আরও শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে [illegible] সানাই প্রভৃতি মঙ্গল-বাদ্য অতি সুমধুর স্বরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করিয়া দেশ বিদেশ হইতে সমাগত ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণকে শ্রীশ্রীমঠে সাদরে আহ্বান করিতেছিল। প্রাতঃে মঙ্গল-আরতি কীর্ত্তন হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীখোল ও শ্রীকরতাল সহ বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শ্রীশ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া গ্রাম ও নগর পরিক্রমণ করত সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সন্ধ্যারাত্রিকের সুমধুর নামসংকীর্ত্তনে শ্রীমঠ মুখরিত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ এবং শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপর শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ পরম উৎসাহের সহিত উপস্থিত ভক্তগণকে অকাতরে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। সমাগত ভক্তমণ্ডলী শুদ্ধ

আ। (আশ্চর্য্য হইয়া) কেন মশায়?

জ। আমরা বাপু এখানকার লোক।

আ। (একটু ক্রোধ দমন করিয়া) এত মা জননীরা সকলেই? তা আপনাদের তো এ সময়ে আসা উচিৎ হয় নাই,— এখন বল কেউ পরব।

জ। এই তো ঠিক সময় মশায়! এই সময়ই ত সাজানো হয় ভাল।

আ। (নিতান্ত না পারিয়া) হাবে ভিতরে একটা ছুটো গোলামী দেখেন। এত বাবুয়ানি রাস্তা ছাড়িয়া দিল।

টীকা—আপনার বাড়ীর অতুল ঐশ্বর্য্য থাকতেও এ ব্যবসায়ে রুচি কেন? এত কি সংসার-ত্যাগীর ভজন-সাধনা?

শ্রীমতী [illegible] দেবী।

শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন শ্রীশ্রীহরিকথা শ্রবণানন্দে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। বালিয়াটী গ্রামে শুদ্ধ "[illegible]" প্রচারার্থে শ্রীমঠ-স্থাপন ও মহামহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া আপনারা আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তন্নিমিত্ত আমরা আপনাদিগকে আমাদের আবেগ ও ভক্তিপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীশ্রীমঠের বর্ত্তমান সুযোগ্য মঠরক্ষক শ্রীমৎ স্বাধিকারানন্দপ্রভু মহাশয়ের সৌজন্যে এবং সাধুচিত বিনম্র ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ ও আপ্যায়িত হইয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বালিয়াটীর সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়গণের অক্লান্ত পরিশ্রমে বালিয়াটীগ্রামে শ্রীশ্রীমঠ শ্রীশ্রীঠাকুরসহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি নরনারীর যে অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন সেজন্য তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; ভগবান্ তাঁহাদিগকে সুস্থ শরীরে সুদীর্ঘ জীবন দান করুণ। ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপঞ্চানন সাহা বি, এ

নিমাই

ডাক্তার শ্রীকুঞ্জ বিহারী জ্যোতির্ভূষণ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দৈবের ঘটনা কিছুই বলা যায় না, একদিন শচীদেবী নাইতে গিয়েছেন, দেখলেন একটা মেয়ে সেই ঘাটে নাইতে এসেছিল, তাঁকে দেখে খুব জড়সড় হয়ে আস্তে আস্তে তাঁর পায়ের গোড়ায় এসে একটা দণ্ডবৎ ক'রে চলে গেল। দিব্য মেয়ে, যেমন মুখের শ্রী—ঠোট দুখানা রাঙা টুকটুকে, তেমনি নাকের গড়ন, ড্যাবডেবে লম্বা লম্বা দুটো চোক, দেখে মনের ভেতর যেন চোঁৎ করে উঠলো। মনে হোলো, আহা! এই মেয়েটা যদি পাই, আমার নিমাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দি। কিন্তু কার মেয়ে কি বৃত্তান্ত কিছুইতো জানতে পারছি নে, তবে কি হবে! এই সব ভাবতে ভাবতে বাড়ী চলে গেলেন। পরদিন আবার ঘাটে এয়েছেন, দেখলেন সেই মেয়েটা সেই ভাবে এসে দণ্ডবৎ করলে। শচীদেবী আশীর্ব্বাদ করলেন বেঁচে থাক মা, আমার বড় মাথার চুল তত পরমাই হোক—তোমার যোগ্য বর হোক। মেয়েটা চলে গেল। শচীদেবী ঘাটে গিয়ে জলে নেমে গঙ্গাকে বললেন, এই মেয়েটার সঙ্গে আমার নিমাইয়ের ঘটনা হোক। আমার আর কিছু কামনা নেই। শচীদেবী ঘাটে গেলেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়, মেয়েটাও সেইভাবে দণ্ডবৎ ক'রে চলে যায়, শচীদেবীও ঐ সব ব'লে আশীর্ব্বাদ করেন আর গঙ্গার কাছে নিমাইয়ের জন্ম কামনা করেন; কিন্তু করলে কি হবে? মেয়েরে তো কিছু জানতে পারেন না? রাত দিন মনের মধ্যে তোলপাড় করেন—কার মেয়ে কি ক'রে জানবো। কথায় বলে সে যা চায় সে তা পায়। একদিন শচীদেবী ঘাটে গিয়েছেন, মেয়েটা ও যেমন দণ্ডবৎ করে তেমনি দণ্ডবৎ করে চলে গেল। দিব্য মেয়ে, রূপে যেন লক্ষ্মী, চাটুনেরই বা কি ঢং, যেন জলে ভেসে হাঁস যাচ্ছে, শচীদেবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। খানিক গেলে না যেতে না যেতেই এক বুড়ী নাইতে আসছিল, মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন কি সব বললে, শচীদেবী তা শুনতে পেলেন না, দেখলেন দুজনায় কথা হ'চ্ছে। মনে বড় আশা হোলো—তবে তো হয়েছে—এ বুড়ী তো মেয়েকে চেনে!—একে শুধোলেই ত' সব জানা যাবে। হয়েছে, বলে মনে মনে যেমন আশা হ'তে লাগলো, আনন্দও এসে মনের ভেতর তেমনি উঁকি মারতে লাগলো। শচীদেবী এই সব ভাবছেন আর ব'সে ব'সে পা রগড়াচ্ছেন, এমন সময় সেই বুড়ী এসে পোলো। শচীদেবী বুড়ীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁ গা, কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?

বুড়ী। ওমা! ও যে আমাদের রাজপণ্ডিতের মেয়ে! বড় ভাল মেয়ে—লক্ষ্মী মেয়ে। যেমন মা-বাপের গুণের আঁক তেমনি বিষ্ণুভক্তি, আচার আচরণে কথা আর কি বলবো, ছেলেবেলা হ'তেই তুবার তিনবার করে গঙ্গা নায়। অমন মেয়ে আর হবে না, নদে-মধ্যে অমন মেয়ে আর দেখা যায় না। মেয়ে যেমন রূপসী—মেয়ে যেমন লক্ষ্মী তেমন বর পাওয়া যাচ্ছে না বলে আজও বিয়ে দিতে পারেন নি। বেঁচে থাক।

শচী। রাজপণ্ডিত! কে?

বুড়ী। ওঁর নাম আমি নিতে পারি নে, ঐ যে কি বলে সনাতন মিশ্র আমার ভাসুরের নাম ছিল। বড় ভাগ্যবন্ত মানুষ, বড্ডো দয়া, মনে কোন ছলকপট নেই, কিসে পরের উপকার করে কেবল এই চিন্তা। বড় মিষ্টি কথা বলে, স্বভাবও খুব ভাল, কোন দোষ নেই, বিষ্ণুভক্তিও খুব বেশী, বংশও খুব উঁচু, বাড়ীতে অতিথসেবা রয়েছে, সব্বাই লোকের সঙ্গে হেসে কথা বলে, বড় ভাল, নদের মধ্যে মানও খুব, এমন লোক আর হবে না। শচীদেবী আর কোন কথা বললেন না, চুপ করে রইলেন। শুনে মনের আশাটা বড্ডো বেড়ে গেল, মনে খুসীও হ'তে লাগলো। মনে মনে বলতে লাগলেন, হবে এ মেয়েটা আমার নিমাইয়ের সঙ্গে ঘটনা হবে। দেখি তো খোঁজ করে, দেখা যাক চেষ্টা করে কি হয়। ভগবানের হাতে। এই রকম সব ভাবতে ভাবতে বাড়ী গেলেন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

লাহোরে হুলস্থুল কাণ্ড

প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপাল নিহত মুসলমান আততায়ী ধৃত

লাহোর [illegible] সংবাদে প্রকাশ, উক্ত দিবস [illegible] মিনিটের সময় যখন মহাশয় রাজপাল লাহোরসহরের আনারকলী হাসপাতাল রোডস্থ তাঁর পুস্তকের দোকানে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এই সময় ইলামাদিন নামক অনেক ২৫ বৎসর বয়স্ক মুসলমান আততায়ী তাঁহাকে ৮ ইঞ্চি পরিমান লম্বা একখানা ছোরার আঘাতে পনহত করিয়াছে। আততায়ী সেই সময় [illegible] নামক এক হিন্দু যুবকবৃন্দ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পুলিসের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

এই ব্যাপারে লাহোরে হুলস্থুল পড়িয়া যায় এবং ঐ স্থানের যানবাহনাদির যাতায়াত বন্ধ হয়। অতঃপর পুলিস স্তোপ আসিয়া মৃতদেহ পরীক্ষার্থ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে স্থানান্তরিত করে। মৃত্যুর সময় রাজপালের বয়স ৮০ বৎসর ছিল।

রাজপাল কে?

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজপাল 'রঙ্গিলা-রসুল' নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া দণ্ডিত হন, কিন্তু তিনি হাইকোর্টের আপীলে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় (১৯২৭ সন ২৬শে সেপ্টেম্বর) একবার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু আততায়ী কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বেই ধৃত হইয়া ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে।

লাহোরে ১৪৪ ধারা জারী

গত ৬ই এপ্রিল রাজপাল নিহত হওয়ার পরে লাহোর সহরে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ফলে তথায় ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সমস্ত প্রকার [illegible] নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। [illegible] রক্ষার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, [illegible] সমস্ত [illegible] হইয়াছে। [illegible] টহল দিয়া বেড়াইতেছে। সকালেরও [illegible] [illegible] [illegible] করিবা [illegible]

কর্ম্মিবর খড়্গ বাহাদুর

[illegible] অভিনন্দন ও উত্তর

[illegible] অবগত আছেন, [illegible] দার্জিলিং [illegible] নেপালী যুবক [illegible] [illegible] [illegible] চাউনহলে [illegible] অবলম্বন হয়। [illegible] আছেন [illegible] নেপালী বালিকার সম্মান-রক্ষার্থে [illegible] [illegible] হত্যা করিবার অভিযোগে [illegible] কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশবাসীর [illegible] নিকট আবেদন [illegible] তিনি মাত্র [illegible] [illegible] পরেই খালাস [illegible] [illegible] কারাগার [illegible]

সভায় বিরাট্ জনতা

সভা [illegible] ঘটিকার সময় আরম্ভ হই-বার কথা [illegible] ঘটিকার মধ্যেই [illegible] হল [illegible] ভিতরের অংশটি পূর্ণ হইয়া যায়। দলে দলে [illegible] সভায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং [illegible] দেখিতে তাঁহা-দের জন্য নির্দিষ্ট স্থান [illegible] হইয়া যায়, পরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় পুরুষদিগকে নিজেদের আসন ছাড়িয়া দিতে হয়, এবং [illegible] অনেকে [illegible] উপবেশন করেন। [illegible] কোনও [illegible] মহিলাদের এত আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ।

[illegible] ঘটিকার সময় জনতা এত বৃদ্ধি হয় যে, [illegible] বাহিরের দিকেও [illegible] সমাগম হয়। তখন [illegible] [illegible] আর একটি অতিরিক্ত সভা করিতে হয়।

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মোহিনীদেবী

এই সভায় শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সভানেত্রীর আসন-গ্রহণের কথা ছিল কিন্তু [illegible] অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি উপস্থিত হইতে না পারিয়া খড়্গবাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এক লিপি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত মোহিনীদেবী সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন।

শোভাযাত্রা

শ্রীযুত খড়্গবাহাদুরকে [illegible] [illegible] তাঁহার বাস ভবন হইতে [illegible] একটি বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সভাক্ষেত্রে লওয়া হয়। [illegible] [illegible] উপস্থিত হইলে [illegible] বিপুল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করে। অনেক বালক এবং [illegible] জাতীয় পতাকা লইয়া মিছিলের অনুগমন করিয়াছিল।

অভিনন্দন

[illegible] শ্রীযুত খড়্গ বাহাদুরকে অভিনন্দিত করিয়া একটি বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন, সভায় তাহা পঠিত হয়।

প্রথমে পণ্ডিত মহাদেব শুক্ল খড়্গ-বাহাদুরকে অভিনন্দিত করিয়া হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি নারীর সম্মান রক্ষার জন্য যুবকদিগকে খড়্গ বাহাদুরের আদর্শ গ্রহণ করিতে বলেন।

খড়্গ বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিতে উঠিয়া অধ্যাপক শ্রীযুত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বক্তৃতায় খড়্গবাহাদুর [illegible] [illegible] সম্বন্ধ [illegible] হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন।

শ্রীমতী [illegible] দেবী একখানা তরবারি [illegible] উপহার [illegible] খড়্গ বাহাদুরকে প্রদান করেন। তিনি তাঁহার ললাটে চন্দনের তিলক পরাইয়া [illegible] টুপি প্রদান করেন।

শ্রীমতী [illegible] খড়্গ বাহাদুরকে একটি সোনার মেডেল প্রদান করেন।

অতঃপর কলিকাতার হিন্দী [illegible] পক্ষ হইতে শ্রীযুত [illegible] [illegible] একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া খড়্গবাহাদুরকে সম্বর্দ্ধিত করেন।

বাঙ্গালী সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুত [illegible] বসু নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করেন :—

শ্রীযুত খড়্গবাহাদুর সিংহের

করকমলে

বীর যুবক!

একদিন বিপন্ন সতীত্বের আর্ত্ত, অসহায় ক্রন্দন তোমার তরুণ অন্তরে যে ঝঙ্কার সৃজন করিয়াছিল—অপমানিতা নারীর উষ্ণ অশ্রুজল তোমার প্রাণে যে অগ্নিজ্বালা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই প্রেরণায় তুমি নবীন যৌবনের সকল আশা, সকল আনন্দ—এমন কি জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়া এক অজ্ঞাত বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলে। তাহাতে তোমার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল বটে কিন্তু সুদীর্ঘ আট বৎসর ব্যাপী কারাদণ্ডের অভিশাপ তোমার উপর বর্ষিত হইয়াছিল।

তাহার পর অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তোমার বীরত্বের সে অবদানের কাহিনী স্মৃতিপটে অটুট রাখিয়াছে। তাই আজ তোমার কারামুক্তির অব্যবহিত পরে তাহারা তাহাদের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার এই ক্ষুদ্র [illegible] তোমার নিকট আসিয়াছে।

তুমি সাদরে ইহা গ্রহণ কর। তোমার আদর্শে [illegible] প্রতি [illegible] প্রাণ অনুপ্রাণিত হউক ও তোমার ভবিষ্যৎ নবনব গৌরবে মণ্ডিত হউক! ইতি

কলিকাতা, তোমার গুণমুগ্ধ—

১৪ [illegible] কলিকাতাবাসিগণ

অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর

সর্ব্বশেষে বিপুল [illegible] মধ্যে খড়্গবাহাদুর বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। ইংরাজীতে তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তিনি বলেন—"[illegible] পূর্ব্বে আমি যখন অপরাধীর বেশে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছিলাম তখন ভাবি নাই এমন করিয়া শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত [illegible] সম্মুখে আমার নিজের [illegible] করিতে হইবে। যাঁহারা আমাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের পদতলে উপবেশন করা আমার উচিত ছিল; এই বক্তৃতা দেওয়া আমার সাজে না। আপনারা এখানে আজ আসিয়াছেন লাঞ্ছিতা নারীর বিজয়ে আনন্দ প্রকাশের জন্য। আজ আমার কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী মনে পড়িতেছে—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না। নারীর অপমান আমাদেরই অপমান; নারীর সম্মান আমাদের সম্মান। নারীকে আপনারা অবলা বলিয়া থাকেন। যতদিন আপনারা নারীগণকে সবল বাহুর দ্বারা রক্ষা করিতে না পারেন, ততদিন নারীগণকে অবলা বলিবার আপনাদের কোনও অধিকার নাই। আমরা যেন মনে রাখি শিবাজী ও রাজপুতবীরগণের আমরা বংশধর। আমার আর কিছু বলিবার নাই। আপনারা আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

রাণাঘাটে ট্রেণ দুর্ঘটনা

রাণাঘাটের ৭ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, ই, বি, আর এর বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাণাঘাট হইতে তারযোগে জানাইতেছেন যে, উক্ত দিবস বেলা ২টা ১৫ মিনিটের সময় ২৫ আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানা রাণাঘাট ষ্টেশনে ঢুকিবার সময় মধ্য শ্রেণীর একটি কামরা ও তৃতীয় শ্রেণীর একখানা গাড়ী লাইন চ্যুত হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর যে গাড়ীখানা পড়িয়াছে, তাহাতে প্রধান রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন যাত্রীর বা রেল কর্ম্মচারীর কোন অনিষ্ট হয় নাই। পরে সংবাদ আসিয়াছে প্রধান লাইনটি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আফগান বিপ্লব

সীমান্তে উলেমাগণের সভা

পেশোয়ারের ৬ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, আবদুলগণি সওদাগরের গৃহে সীমান্তের উলেমাগণের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। আফগানিস্থানের বর্ত্তমান অবস্থার ও স্বাধীন পাঠান দেশগুলির মধ্যে যে অশান্তি সৃষ্ট হইয়াছে, উহাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যে, আফগান-সমস্যা সম্বন্ধে ৫টি প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে [illegible] সম্বন্ধে সরকারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ২য় প্রস্তাবে রাজা আমানুল্লাকে খাঁটি মুসলমান ও তাঁহার শত্রুগণকে ইস্লাম ধর্ম্মানুসারে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তৃতীয় প্রস্তাবে সোয়াত প্রভৃতি রাজ্যের শাসকগণকে পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ বিসর্জ্জন দিয়া অশান্তির হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। চতুর্থ প্রস্তাবে শিয়া-সুন্নী বিরোধ সম্পর্কে সরকারী নীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। পঞ্চম প্রস্তাবে উলেমাগণকে আফগানিস্থানে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ায় সরকারী নীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং শান্তি প্রচারের জন্য একদল উলেমাকে আফগানিস্থানে পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত দিবস [illegible] ময়দানে এক সাধারণ সভায় এই সমস্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে সাধারণের মতামত গ্রহণ করার কথা।

আফ্রিদিগণের সভা

[illegible] ৬ই এপ্রিল তিরার শিয়া-সুন্নী বিরোধ সম্পর্কে আবখারী গেটের বাহিরে [illegible] সম্প্রদায়ের আফ্রিদিগণের এক বিরাট সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ইহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, ইহারা কিছুতেই সিয়াগণকে ইহাদের দেশ দখল করিতে দিবে না, তাহারা তিরা যাইয়া তিরার অধিবাসীগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সিয়াগণকে তাহাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে। আজ তাহাদের অনেকে মোটর ও টোঙ্গায় পেশোয়ার হইতে যাত্রা করিয়াছে। প্রকাশ যে, উহারা তিরার [illegible] নামক স্থানে যাইয়া সমবেত হইবে।

কুতুব মিনার হইতে লম্ফ প্রদান

প্রফেসার [illegible] কোনও সংবাদ পত্রের মারফতে প্রচার করিয়াছিলেন যে, ৭ই এপ্রিল তারিখে তিনি কুতুব মিনারের উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিবেন। এই বিপজ্জনক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহার উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৫

সজ্জন—মৃদু

বিষয়ী বিষয় সেবায় কঠিন-হৃদয়। বিষয়ের ক্লেশগুলির তীব্র কটাক্ষ সহ্য করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয় দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। অজ্ঞানতা মূর্খতা তাঁহাকে পদে পদে বিপন্ন করে দেখিয়া তিনি নানা প্রকার কঠোর অভিজ্ঞানব্রতে পারদর্শিতালাভের চেষ্টা করেন। নানা-প্রকার অসুবিধা ও অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া উচ্চ আশঙ্কা করিয়া কোমলতা বর্জ্জিত হন। তর্ক বিতর্ক শিক্ষা করিয়া হৃদয়কে কঠিন করেন এবং স্থানাস্থান বিচার না করিয়া তার্কিক-কেশরী হইয়া বিবাদাকাঙ্ক্ষা করেন। অন্যের ব্যবহারাবলীতে ক্ষুব্ধ হইয়া পরদ্রোহময়ভাবে নানা অনর্থ ও অপ্রিয় অনুষ্ঠানের আবাহন করেন। হরিপরায়ণগণের হৃদয় সেরূপ নহে। তাঁহারা মৃদু।

ভগবান বিষয়ীর নিকট বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলেও সজ্জনের নিকট কুসুম অপেক্ষাও মৃদু। বিচারকের নিকট ঠকবরী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিলেও তাঁহার মধুরিমা সুকোমল-হৃদয় সাধুর নিকট পরম কমনীয়। ভগবানের পরম মনোজ্ঞ কমনীয়তা-প্রভাবে তাঁহার নিজাশ্রিত তদীয়গণে মৃদুত্বের উৎস সর্ব্বদাই বিরাজ করে। সেই সজ্জনগণের সাধন প্রণালীতে অনর্থ-নিবৃত্ত অবস্থার ভাবের সমাগমে জড়-বিষয়ে ক্ষান্তি বলিয়া একটি অবস্থা লক্ষিত হয়।

ভগবদ্ বিষয়িণী রুচিদ্বারা সাধকের চিত্ত সর্ব্বদাই আর্দ্র। অনর্থ মুক্ত সজ্জন শুদ্ধ সত্ত্ব-বিশেষাত্মায়। ভগবদ্ বিষয়ে তাঁহার আশ্রয়ালম্বনের সম্বন্ধ তাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভাবে উদিত। বিষয়াশ্রয় পরস্পরের উদ্দীপনীয় ভাব-সমূহে চিত্ত আপ্লুত। ভগবানের গুণ এবং চেষ্টা প্রবল হওয়ায় হৃদয় মৃদুভাব বিশিষ্ট। সেই মৃদুভাবের

দুঃসঙ্গ

পরমকরুণাবারিধি ঔদার্য-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত জীবের দুর্দ্দশা সন্দর্শনে ব্যথিত হইয়া নিগমকল্পতরুর পরম পরিপক্ক ফল শ্রীভাগবত শাস্ত্র যে পূত সনাতন ধর্ম্ম তাহা জগজ্জনকে জানাইয়া সর্ব্বদা দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন। নির্ব্যলীক কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর সৌভাগ্যবান্ জীবগণের সর্ব্বদা দুঃসঙ্গ-ত্যাগই আচরণ। দুঃসঙ্গ প্রভাবে যেরূপ জীব মায়িক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট না হইয়া কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন, দুঃসঙ্গ-প্রভাবে তদ্রূপ মনুষ্যগণ কৃষ্ণেতর মায়িক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া পঞ্চম জড় জগতে মায়িক শৃঙ্খলে অনিষ্ট কাল আবদ্ধ থাকিতে পারে।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকপরায়ণ, বিরক্ত অপ্রা-

অববোধক-চিত্তের শুদ্ধভাব-প্রকাশকারী অনুষ্ঠান সমূহ তাহার কার্যারূপে প্রকাশ পায়, সজ্জনের কপটতা-রহিত নৃত্যাদিতে অপূর্ব্ব কোমলতা দেখা যায়। অপ্রাকৃত হরিভাবদ্বারা চিত্তের আক্রমণকেই সত্ত্ব বলে। এতাদৃশ শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। আবার বিশেষতঃ স্থায়িভাব কৃষ্ণ-রতিকে অভিমুখী করিয়া নানা ও অপ্রাপ্তিতে বিচরণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ-দ্ভাবের প্রকাশ করায়। কৈন-কালেই সাধুর চিত্তবৃত্তিতে আর্দ্র-ভাবের অভাব নাই। সজ্জন নিত্য-কাল মৃদু। সাধনকালে হরি-বিরোধী ভাবসমূহের দুঃসঙ্গ-ত্যাগ-বাসনায় তিনি যে সকল অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন তাহার কঠিন হৃদয় বিষয়ীর দৃষ্টিতে মৃদুত্বের অভাব জ্ঞাপন করিলেও বাস্তবিক সেকালেও তিনি মৃদুভাব বর্জ্জিত নহেন। পরম মৃদু গৌরহরির আশ্রিতজনে সর্ব্বকাল মৃদুস্বভাব আছে। কঠিন সামাজিকগণের অসদ্ব্যবহাররূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়াও অন্তর্নিহিত নৈসর্গিক কোমলতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সজ্জন ব্যতীত অন্য কখনই মৃদু হইতে পারে না। অসদ্ ব্যক্তি কোনকালেই মৃদু নহে।

কৃত অনুভূতিসম্পন্ন মহদ্ ব্যক্তির শ্রীচরণ-কমলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সাধুগণ নিরপেক্ষ কঠোর সত্য বাক্য দ্বারা মায়িক জীবের বিষয়-ভোগপর হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন। স্বার্থান্বেষী কপট বিষয়-ভোগান্ধ জীবগণ তাঁহাদের কঠোর সত্যবাক্যে উৎপীড়িত হইলেও সাধুগণ সত্যের অপলাপে প্রস্তুত নহেন। সঙ্গ শব্দের অর্থ এ স্থলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বা আসক্তি-ক্রমে আদান প্রদান ও ভাবের বিনিময়। যথা—

দদাতি, প্রতিগৃহ্ণাতি, গুহ্যমাখ্যাতি,
পৃচ্ছতি।
ভুঙ্ক্তে, ভোজয়তে, চৈব ষড়্বিধং প্রীতি-
লক্ষণম্॥

একগ্রামে বা এক বাসে ভ্রমণ করিলে সঙ্গ হয় না। "অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার, স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" স্ত্রীকে যাহাদের আসক্ত বা সম্যক ভোগবুদ্ধি তাহারা স্ত্রীসঙ্গী। অকিঞ্চন, কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নিরপেক্ষ মহদ্ ব্যক্তির শ্রীপাদ-পদ্ম আশ্রয় না হইলে সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে জীব নিজেকে বিষয়জাতীয় বস্তু অভিমান করিয়া কৃষ্ণের সংসারের যাবতী বস্তুকে নিজের ভোগের সামগ্রী বলিয়া বোধ করে। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব ললনা-লোলুপ সহজিয়া বাউল, [illegible] প্রভৃতি মিতাশ্রণগণ এবং ব্যভিচারী তান্ত্রিক সকলেই স্ত্রীসঙ্গী। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী, আসক্ত স্ত্রীর পক্ষে পুরুষের আসক্তই স্ত্রীসঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেবাপর বৈষ্ণবের এরূপ স্ত্রীসঙ্গী ও তাহার সঙ্গীর সঙ্গ বর্জ্জন করিবেন।

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি-
সঙ্গতঃ॥

দ্বিতীয় প্রকার অসৎ কৃষ্ণাভক্ত—কর্ম্মী ও জ্ঞানী অভক্ত বলিয়া অসৎ মধ্যে পরিগণিত। প্রথমতঃ কর্ম্মী ইন্দ্রিয়সুখ লালসায় আবদ্ধ হইয়া পশুর ন্যায় অনেক বিষয় লাভের জন্য সতত উন্মত্ত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি দ্বারা শুষ্কজ্ঞান ও ফল্গু-বৈরাগ্যবলে ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে দূরে অবস্থানহেতু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনুশীলনের অভাবে অসৎ। একান্ত ভগবৎ-প্রপন্ন শরণ ভক্ত ব্যতীত যাবতীয় ব্যক্তি প্রাকৃত বিষয়ী যথা—

মুক্তান্তি ভক্তিভিগবত্তাকণ্ঠ
সর্ব্বেষু দৈবজ্ঞসমানদেহবুদ্ধিঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ।
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

শ্রীভগবানে অনন্যশরণের অভাবহেতু সমগ্র কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগাভ্যাসী, দেবান্তর উপাসক নির্ব্বিশেষবাদী, নাস্তিক, অন্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির অভাবে অসৎ মহৎ ব্যক্তির চিত্ত শুদ্ধ করিবার সম্পূর্ণ

শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদকের বক্তৃতার চুম্বক
জন্মমৃত্যু-রহস্য

বিগত শনিবার ২৩শে চৈত্র ৬ই এপ্রিল সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে 'জন্মমৃত্যু-রহস্য' সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

জন্মমৃত্যুরহস্য প্রকৃত প্রস্তাবে একটী রহস্য বটে, এর মত রহস্য জগতে আর নাই। আমরা নাটক নভেলে অনেক রহস্যের কথা শুনিয়া থাকি, কিন্তু এই রহস্যটী জানিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, ইহাতে প্রেয়ের কথা নাই। প্রেয়ঃকামী আমরা শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করি না। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্বন্ধে আমরা কঠোপনিষদে দেখিতে পাই, নচিকেতার পিতা কতকগুলি বৃদ্ধা গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন, তৎকালে

সম্ভাবনা। অন্যান্য প্রধান দুই প্রকারের (স্ত্রী-সঙ্গী) অসৎ সঙ্গীর মধ্যে যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ স্ত্রীতে আসক্ত বা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যবস্তুসেবায় নিরত অথচ নির্ব্যলীক, সাধুগণ তাহাদিগকে বালিশ জ্ঞানে কৃপা করেন। পক্ষান্তরে যাহারা অনুষ্ঠানের আশ্রয়ে এরূপ মহদ্ ব্যক্তির নির্হেতুক কৃপার নিদর্শন স্বরূপ অমল উপদেশে শ্রদ্ধা না করিয়া সম্প্রদায়ী বা বৈদিক সিদ্ধান্ত মায়াবাদ আশ্রয় করেন তাহারা কপটী, দৈব অপরাধী। ভক্তগণ তাদৃশ দীন ব্যক্তিকে দূর হইতে ত্যাগ করেন। ভগবদ্ভক্ত বলিয়া অনেক নানা প্রকার সম্প্রদায় আছেন, তাহারা মায়ামুগ্ধ, স্বার্থপর, বিচারশূন্য; বিষয়ী লোকের নিকট পরম আদরের পাত্র হইলেও অপ্রাকৃত জগতে তাহাদের মূল্য অতি কম।

ভগবদ্ভক্তগণ নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। তাহারা কৃষ্ণের অনং বস্তুর সেবায় সময় ক্ষেপণ করেন না। বিষয়িগণ স্বীয় ভোগবুদ্ধি বশে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ সেবাপর শুদ্ধ ভক্তগণকেও তাদৃশ বিষয়ী বলিয়া দর্শন করেন।

উক্ত ভাগবতগণের নিকট কৃপা দর্শন হেতু তাঁহাদের নিকট [illegible] অসৎ তুল্য বস্তু। [illegible]

[illegible] পারেন।

তখন নচিকেতা পিতাকে বলিলেন, 'আমাকে দান করুন—আমাকে দান করুন—আমাকে কাহাকে দান করবেন?' এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ পিতা বলিলেন,—'তোকে যমের কাছে দিব।' পিতার আদেশে ধর্মবীর্য নচিকেতা যমালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং যমরাজের [illegible] তিন দিন যমপুরে অনাহারে যমরাজের অপেক্ষায় অবস্থান করিলেন। প্রত্যাগত যমরাজ আতিথ্য [illegible] নচিকেতার উপযুক্ত সৎকার করিয়া তাঁহাকে তিনটি বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই তিনটি বরের মধ্যে নচিকেতার তৃতীয় বর [illegible] জন্মমৃত্যুরহস্য-বিষয়ক প্রশ্ন। যম [illegible] প্রলোভন দেখাইলেন— হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, সাম্রাজ্য, দীর্ঘায়ু, স্ত্রী এবং অপ্সরাগণের প্রেমে যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু নচিকেতা ভুলিবার পাত্র ছিলেন না। আমরা কিন্তু ভুলিয়া যাই। দুনিয়ার লোক অমনি লোভে মুগ্ধ হইয়া যায়। ধন, অবিদ্যা টাকা প্রভৃতি দিয়া মায়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে,—এ প্রশ্নটি বলো না, আর সব জিজ্ঞাসা কর।' কিন্তু যে মহারাজ পরীক্ষিতের অনুকরণ করিয়াছে, যে মৃত্যুর বিষয় অনুভব করিয়াছে, সে কি কখনও ঐহিক ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়? সে কি অমরের পদবী চায়? যে নর অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে— অনাদিগকে [illegible] দিতে [illegible] নচিকেতা তাহাই প্রার্থী। [illegible] যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]"

[illegible] শ্রেয়ঃ, উভয় পুরুষের [illegible] বস্তু। বুদ্ধিমান [illegible] উভয়ের তত্ত্ব সম্যক বিচার করিয়া প্রেয়কে পরিত্যাগপূর্বক শ্রেয়কে গ্রহণ করেন। [illegible] নর [illegible] প্রেয়কে বরণ করে।

যাঁরা সাধারণ ধন বা অন্নের প্রার্থী, তাঁরা [illegible] করে; যাঁরা তাঁহার সাধারণ জিনিষ চায়—অবিদ্যা চায়, টাকা চায়, তাঁরা—প্রেয়কামী; [illegible] জন্মমৃত্যুরহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করে না। কিন্তু যাঁরা শ্রেয় চায়— পূর্ণ স্বাধীনতা চায়—নিত্য স্বাধীনতা চায়, তাহা পাইলে আর কখনও অধীনতার [illegible] পারে না, সেই স্বাধীনতার আশায় [illegible] সে ঐ নচিকেতার আদর্শ গ্রহণ করে। তখন সে যমরাজের [illegible] উপদেশ লাভ করে।

[illegible] অকালমৃত্যু [illegible] বিদেশ—মৃত্যু যারা [illegible] বড়

প্রমাণ মনে করে, তাঁরাই মৃত্যুকে অস্বীকার করিতে পারে না। যদি আমরা একান্তিক শ্রেয়ঃ প্রার্থী হই, তবে মহারাজ পরীক্ষিতের অনুসরণে রাজ্য, ঐশ্বর্য, স্ত্রী-পুত্রাদির মমতা ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ের অনুসন্ধান করি। কিন্তু যদি প্রেয়ঃপ্রার্থী হই তাহা হইলে বলি,—

"[illegible] দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?"

মৃত্যু দেখিতেছি। জগতের অনিত্যতা দেখিতেছি। দেখিতেছি ফুলটি ফুটিয়াছিল—পরিমলে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিয়াছিল, তাহা ঝরিয়া পড়িল। জগতের যাবতীয় বস্তুরই ঐ অবস্থা। এই অনিত্যতা উপলব্ধি করিলে মহারাজ পরীক্ষিতের মত লক্ষ হবে, সেই দিন জানিতে পারিব যে আমাদের হরিকথা ছাড়া মৃত্যুভয়ের আর কোন পথ নাই।

আমরা মৃত্যুর কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই দিবারাত্রি নানা কার্যে ব্যস্ত। সকলেই বিবিধ অভিনয় করিতেছে। যেখানে প্রহ্লাদ-চরিত্র অভিনয় হইতেছে, সেখানে কেউ প্রহ্লাদের বয়সের কথা আলোচনা করিতেছে, কেহ রূপ, কেহ বেশ, কেহ বা বস্তুরের বিষয় আলোচনা করিতেছে, কিন্তু প্রহ্লাদ-চরিত্রের মুখ্য ব্যাপার কেউ দেখে না, প্রহ্লাদের উপদেশ হরিকথা কেউ গ্রহণ করে না—প্রহ্লাদের চরিত্রাদর্শ কেউ দেখিতে চায় না। যদি 'মৃত্যু' বুঝিত, তবে দুইদিনের জন্য সামান্য জিনিষ লইয়া মারামারি করিত না। আমরা প্রতি-মুহূর্তে মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছি, কিন্তু দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। যে জলস্রোত এক মিনিট পূর্বে দেখিয়াছি, তাহা আর নাই। প্রদীপের যে শিখা কিঞ্চিৎ পূর্বে দেখিয়াছি, তাহা চলিয়া গিয়াছে, আমরাও প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু বলিতেছি, "যেমন ছিলাম, তেমনই আছি।"

পুণ্যের বলে কেহ অপূর্ব দেহ [illegible] নাম জন্ম। জন্মিলেই মৃত্যু হয়। আবার জন্ম হয়। কিন্তু যাঁরা নিত্যজন্ম [illegible]—যাঁহারা জন্ম-মৃত্যু হইতে [illegible]—যাঁহারা আচার্যের কৃপায় ভগবদ্‌ দর্শন করিয়াছেন—দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর মৃত্যু নাই। [illegible] বা দিব্যজন্মাটী-কই? তাহা পারমার্থিক বিগ্রহ।

[illegible]

[illegible] দীক্ষাবিধানে দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্‌।

কোন একটী পাণ্ডিত লিখিয়াছেন, 'কায়ার' একটী অস্বাভাবিক। একবার জন্মলাভ করিয়া পুনর্বার জন্ম কিরূপে হইতে পারে? তাহা হইলে 'দ্বিজত্ব'

প্রাপ্ত' হইয়া যায়। তিনি জন্মমৃত্যুরহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই। যদি জানিতেন, তবে বুঝিতেন, যে জন্ম আমরা পিতার নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহা কেবল আমাদিগকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেয়। কিন্তু যিনি দিব্যজন্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর মৃত্যু নাই—তিনি অমৃত, অশোক, অভয়ের রাজ্যে চলিয়া যান। ভগবদ্‌ দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণের জন্ম মৃত্যু নাই, তাঁরা জগতে জন্মমৃত্যুরহস্য জানাবার জন্য আসিয়া থাকেন—যে তুচ্ছ বিষয়ের মমতায় আমরা মৃত্যু ভুলিয়া আছি, সেই মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিতে আসেন।

ধীমান্‌ নচিকেতা আমাদিগকে জানাইয়াছেন;—"জন্মমৃত্যুর আলোচনা করে শ্রেয়ের পথে চলে যাও।" এই জ্ঞান সকল যাঁর অটুট আছে, তাঁর কৃষ্ণানুসন্ধান ছাড়া আর কোন দিকে মতি যায় না।

বর্তমানে আমরা যে প্রকার নাস্তিক্য চিন্তাস্রোতে যাচ্ছি যে, জন্মমৃত্যুর কথা বিশ্বাস করিতে চাই না, আচার্যের উপদেশে শ্রদ্ধা করি না। অনেক সময় দেশের দশের উপকারে ব্যস্ত হই, কলেরা, মহামারী, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতির চিকিৎসা করিয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু আবার অন্য রোগ আসিবে, কেমে ব্যাধি আসিবে, যাহা হইতে অব্যাহতি দিতে কাহারও সাধ্য নাই, তখন কি হইবে? আহা! যদি মৃত্যু হইতে চিরতরে রক্ষা পাইতে পারিতাম। মানুষ যাঁরা, তাঁরা কিন্তু ঐ প্রকার ক্ষুদ্র বিষয়ে (রোগ আরোগ্যাদি) তুষ্ট থাকেন না। যদি এ প্রকার কোন ব্যবস্থা থাকিত যে, চিরদিনের জন্য বাঁচিতে পারা যাইত, তাহা হইলে সুখের হইত। যিনি চিরদিনের জন্য বাঁচাইতে পারেন, তাঁর উপকার সব চেয়ে বড় নয় কি? নচিকেতা এই বয়স হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন।

"আপাত-মধুর প্রেয়বস্তুতে মুগ্ধ না হ'য়ে শ্রেয়ে আদর কর,—আরো অধিক জিনিস চাও। এখানে শত বৎসর অথবা তার চেয়ে আরও দিবস বাঁচিতে পার, কিন্তু আবার আসতে হবে—আবার জন্মমৃত্যুর হাতে পড়তে হবে।"

আত্মা প্রভুত্ব, কিন্তু মন নিত্য প্রতিনিধি। রাজা ঘুমাইয়া থাকিলে কর্মচারিবর্গ বিদ্রোহী হয়—রাজার ধন লুণ্ঠন করে। আত্মা ঘুমাইয়া আছে, কিন্তু মন প্রবল হইয়া উঠিয়া ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করাইতেছেন—[illegible] হইয়া যাইতেছেন। মন বলিতেছে, 'খাব'। জিহ্বা বলিতেছে —"খাও"। মন সুকোমল স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, ত্বক তাহার বাসনা পূর্ণ করিতেছে। তাহাতে তৃপ্তি নাই, কেবল ঘূর্ণ্যমান হইতেছি। কিন্তু যাদের মূল মালিক জাগিয়া আছে, সেখানে

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা

৪৪৩ গৌরাব্দের অধিবেশন-বিবরণী

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব মহামহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস ১ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৩, ১২ চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, ২৬শে মার্চ খৃষ্টাব্দ ১৯২৯, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের শ্রীনাট্যমন্দিরে **শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার** পঞ্চ[illegible]বার্ষিক অধিবেশন হয়।

সকল কার্যারম্ভের অগ্রণী পরম ভাগবত বরিশালনিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, অদ্যকার সভার সুযোগ্য সভাপতির আসন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্বক অলঙ্কৃত করিলে সর্বসাধারণের বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের বিষয় হয়। শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু আরও বলেন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, বড় বড় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত মিশিয়াছেন, কিন্তু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ন্যায় এরূপ নিরপেক্ষ সত্যের একনিষ্ঠ

বিদ্রোহ নাই, রাজার অধীন হইয়া সকলে চলিতেছে। আত্মা বলিতেছে,—ভগবৎ-সেবা কর। অম্বরীষ মহারাজের অনুসরণে মন কৃষ্ণপাদপদ্মে নিযুক্ত, বাক্‌ কৃষ্ণকীর্তনে রত, করযুগল হরিমন্দির মার্জনে ব্যস্ত, কর্ণদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণে রত, চক্ষুর্দ্বয় শ্রীমূর্তিদর্শনে, কৃষ্ণভক্তের গাত্রস্পর্শে [illegible], [illegible] তুলসী আঘ্রাণে রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রাভিগমনে পাদদ্বয়, হৃষীকেশচরণ-বন্দনে মস্তক, কাম-বর্জিত দাস্যে কামকে নিযুক্ত করিয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত রহিয়াছে।

যাঁহাদের বাসনা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত, তাঁরা জীবন্মুক্ত। আর যারা ইতর বাসনায় ব্যস্ত, তারা বাসনানল-জালে আবদ্ধ হইয়া বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টিত।

রাত্রি অধিক হইয়াছে, এ বিষয়ের অনুশীলন একদিনে এক কথায় কিছু হ'বে না, তাই আজ সকলকে [illegible] দণ্ডে তৃণ ধরে পুনরায় সকলের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, হে সজ্জন ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা জন্মমৃত্যু-রহস্যের রহস্য জানিতে নিযুক্ত হউন, তাহা হইলে আর জন্মমরণ-মালার পরিভ্রমণ করিয়া গর্ভবাস, নরকাদি যন্ত্রণা লাভ করিতে হইবে না, নিত্য শাশ্বতধামে গমনপূর্বক অকুতোভয়ে চরণ [illegible] কারণ গোবিন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হউন।

প্রতিপালক আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখেন নাই। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য পুরুষ ভারতে ত' নাই-ই, পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। অতএব পরমহংস গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করুন, ইহাই তাঁহার বিনীত প্রার্থনা। শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু এই সভাপতি-নির্ব্বাচন-বিষয় প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ সুদর্শনাচার্য্যপাদ মহাশয় পরম ভক্তিভরে সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় একটী উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। সঙ্গীত-কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় বিগত বৎসরের শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমদতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কার্য্যনির্ব্বাহিকা সভার সম্পাদকীয় মঞ্চ হইতে প্রস্তাব করেন যে, দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোক্ত মহোদয়কে সাধারণ সভার অন্যতম সম্পাদক-পদে বরণ করা হউক। সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ঘোষ বি, এ মহাশয় প্রোক্ত কুমার বাহাদুরের সততা ও সৌজন্যের প্রশংসা করিয়া এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত ধর্ম্মপরায়ণ মহোদয়গণকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপদে মনোনীত করা হয়— শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ভক্তিসারঙ্গ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের সমর্থনে (১) অনারেবল রাজা কুশলপাল(?) সিং মিনিষ্টার ফর এডুকেশন, (ইউ, পি) মহাশয়, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সমর্থনে (২) অনারেবল মেজর কুমার মহীজিৎ(?) কুমার সিং, মিনিষ্টার ফর এগ্রিকালচার (ইউ, পি) শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সমর্থনে (৩) মিষ্টার মদনগোপাল সদানা এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার সীতাপুর, পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি, এ মহাশয়ের সমর্থনে (৪) বিজনোরপ্রবাসী ঠাকুর সাহেব শ্রীযুক্ত টিকম্ সিংহ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের সমর্থনে (৫) ঠাকুর শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন সিংহ জমীদার মহাশয়, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সমর্থনে (৬) শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ ব্যানার্জ্জী গোপালনগর, শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার ঘোষ বি, এ মহাশয়ের সমর্থনে (৭) শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র [illegible] দারজিলিং(?), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে (৮) শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ রায় রমানাথপুর, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (৯) মিষ্টার জে, এম, দাস, সেশন জজ, উনাও. শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুপ্ত ডি, এস, পি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত কেদারমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (১০) রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর জমীদার [illegible] মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীঅনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সমর্থনে (১১) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু কলিকাতা, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের সমর্থনে (১২) শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী জমিদার [illegible], শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র ভক্তিসুধাকর(?) মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (১৩) মৈমনসিংহ সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল, মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের সমর্থনে (১৪) শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য জমীদার মহাশয়, শ্রীপাদ ভক্তিকেবল(?) সাগর মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের সমর্থনে (১৫) শ্রীযুক্ত কান্তিলাল শাহা মার্চেণ্ট মহাশয় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপদে যুক্ত হইলেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত গৌরপ্রেম সেবা-[illegible]গণকে ভক্তিসূচক উপাধিতে বিভূষিত করা হয়; কলিকাতানিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী মহাশয় 'শ্রেষ্ঠার্য্য' ও 'ভক্তিরঞ্জন' উপাধিতে বিভূষিত হন। কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় মহাশয়কে শ্রীধামপ্রচারিণী সভা হইতে 'ভক্তিবিজয়' উপাধি প্রদত্ত হয়। আসামপ্রদেশে [illegible] শুদ্ধভক্তিকথা-প্রচারকারী [illegible] শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস অধিকারী বি, এজি, বি, টি, মহোদয়কে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা 'সেবাতীর্থ' এই ভক্তি আখ্যায় আখ্যাত করেন এবং শ্রীমায়াপুর সর্ব্ববিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ব্রহ্মচারী শ্রীগৌর দাস ব্যাকরণতীর্থকে 'উপদেশক' উপাধি প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্রম্

[illegible] ন বৈ স [illegible]
[illegible]
[illegible] পরমার্থসাধনবিধৌ [illegible]
[illegible]
[illegible] সর্ব্বদিশাপ্লাবকে
মহান্ [illegible]
শ্রীগৌড়ীয় মঠস্থ [illegible]
সাধয়ন্ [illegible]
শ্রীমন্তঃ [illegible]
[illegible]।
[illegible] কৃষ্ণজনং [illegible]
[illegible]॥
[illegible] **শ্রেষ্ঠার্য্য**
[illegible] **ভক্তিরঞ্জন**
[illegible]

স্বাঃ **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী**
সভাপতিঃ
১ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্রম্

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ [illegible]
[illegible]
শ্রীচৈতন্যমঠস্থ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] শ্রীগুরুগৌরাঙ্গচরণে
[illegible]
[illegible]
উপনামবরং **ভক্তিবিজয়** ইতি
[illegible]

স্বাঃ **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী**
সভাপতিঃ
১ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
শ্রীনিত্যানন্দনামা [illegible]
[illegible]
বিমণ্ডয়েৎ।
[illegible] **সেবাতীর্থ**
[illegible]

স্বাঃ **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী**
সভাপতিঃ
১ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

শ্রীশ্রী[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
উপদেশক [illegible]

স্বাঃ **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী**
সভাপতিঃ
১ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ

নিমাই

[illegible] শ্রীকুঞ্জবিহারী [illegible],
[illegible] প্রকাশিত [illegible]

[illegible]
[illegible] কথা [illegible]
[illegible] একটা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

হবে, তোমরা না কর আর আমার কে আছে বল ?

কাশী। বাঃ! আপনি একটা কথা বললেন, তা কৰ্ম্ম না ক'রে কেন, আর অমন ... বলুন, মাথা ... ।

কাশী। কথা এমন কিছু নয়, আমার ... বটে, রাজ... একটি মেয়ে আছে, ... বড় সুন্দরী, আমার ... মেয়েটার বিয়ে দেন না ? ... আমার বড় মন ... তাঁর কাছে গিয়ে কথাটা ... ক'রে ... ।

কাশী। ... সুন্দরী বটে, ... মেয়ের ... আপনার ... বিয়ের কথা ... তেমন ... এখন ... ক'রে ... করবো, আমি ... ।

এই বলে 'কথা, কথা' বলে কাশীনাথ উঠে গেল।

বেলা আর বেশী নেই—ঝিকিমিকি ... বসে আছেন, ... অনেক লোকজন, বামুন, পণ্ডিত নিয়ে বসে আছেন, নানারকম ... হচ্ছে, এমন সময় কাশীনাথ ... উঠলেন। ... কাশী ... বললেন, ... আমার ... কোনদিন আসেন, ... এখানে ... বল্‌তে হবে। ... বসতে দিলেন। বাড়ীর খবর ... জিজ্ঞাসা করে বললেন, কি মনে করে আসা হয়েছে ?

কাশী। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বলেই এলাম, যদি ... বলি।

সনাতন। সে কি ? ... কারণ কি ? বলুন না ?

কাশী। কথাটা গুরুতর বটে, আর ... বাস করুন, এই সব ... আছেন। যোগ্য পাত্র ... আপনার কন্যার বিয়ে দিন ... আমি একটি পাত্রের ... যদি আপনার মনে ... কাজ করতে পারেন।

... সুনাম চারদিকে বটে, ... কি ... এ সব কথা ... বলতে পারে না। ... এই সব ... উপ- ... বলে মনে হয় না, বলুন ?

কাশী। বিশ্বম্ভর পাণ্ডিতকে না চেনেন ... মধ্যে এমন লোক কেহ আছে ... মনে হয় না, আর তার সুখ্যাতি না করে, এমন কোন লোকও দেখতে পাওয়া যায় না। সেই বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে আপনার কন্যা দান করুন। আমি সেই পাত্র উপযুক্ত মনে করি। ... আপনার কন্যার যোগ্য পাত্র, আর আপনার কন্যাই বিশ্বম্ভরের যোগ্য পত্নী। সে বিষয়ে কোন ভুল বলে মনে হয় না। দ্বাপরে কৃষ্ণ আর রুক্মিণীর যেমন মিলন হয়েছিল, আর এই কলিযুগে বিষ্ণুপ্রিয়া আর নিমাই পণ্ডিতের সেই রকম মিলন হবে। আমার বিবেচনায় এ সম্বন্ধে আপনাদের অমত করা উচিত নয়। সকলেই আছেন, দেখুন কথাটা যুক্তিযুক্ত কিনা।

কাশীনাথ মিশ্রের কথা শুনে, সেখানে যে সব লোক ছিলেন সমস্বরে বল্লেন, না ! এ পাত্র ও সম্বন্ধ, শুনে আমাদের সকলেরই মনে আনন্দ হচ্ছে। আপনার কন্যার যোগ্য পাত্রই বটে। আমাদের মত যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমরা প্রাণ খুলে একথা করতে বলি, তবে ওঁদের ঘরে ঘরে কি মত হয়, তা বলতে পারিনে ; আমাদের মতে এ সম্বন্ধ ছাড়া উচিত নয় না।

সনাতন। এ সম্বন্ধে আমারও কোন ... , আমি মনে করি এমন পাত্র ... ।

সনাতন মিশ্রের আপনা আপনি লোক যাঁরা সেখানে ছিলেন, তাঁরা সকলেই বললেন, যদি সৎপাত্রে মেয়ে কন্যাদান করা মনে হয়, তবে এরচেয়ে যোগ্য পাত্র আর কোথাও কেউ নেই। এই পাত্রকেই কন্যাদান করা উচিত। তবে মেয়েদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাঁরা কি বলেন সেটাও শুনতে হয়।

আচ্ছা আপনারা একটু বসুন, আমি একবার আসি, বলে—সনাতন মিশ্র উঠে বাড়ীর ভেতর গেলেন। (ক্রমশঃ)

নির্য্যাণ

গত ২৮শে চৈত্র এক প্রাণ্য রবিবার রাত্রে ... ঘটিকার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র দাস পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকানগরীর শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের শাখা কমলাপুরের শ্রীগোপালজীউর মন্দির এক-নিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ গৌরগোপাল দাসাধিকারী মহোদয় উক্ত গোপালজীর মন্দির প্রাঙ্গণে দেহত্যাগ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী ... শ্রীযুক্ত বিপ্রমোহন দে মহাশয়ের ... মনোমোহন ... তাঁহার সমাধি প্রদান ও বিরহ মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ... আমরা ... আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

নানা কথা

বগুড়া লোকাল বোর্ড

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত

লোকাল বোর্ডের নির্ব্বাচনে বগুড়া ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য মৌলবী রাজীবুদ্দিন তরফদার ও বাবু কামিনীকুমার সাহা যথাক্রমে উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শেরপুর বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান হইয়াছেন মৌলবী আব্দুল বারি ও বিজয়চন্দ্র কুণ্ডু।

কয়লার খনির কর্ম্মচারীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন

নিখিল ভারতীয় কয়লার খনির কর্ম্মচারী সমিতির এক অধিবেশনে খনি শ্রমিক নেতৃবৃন্দের কোম্পানীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া এবং তাঁহাদের প্রতি যে নৃশংস ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার জন্য সহানুভূতি জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। আর একটী প্রস্তাবে তাঁহাদের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে।

প্রবঞ্চনার অভিযোগ

কিশোরীলাল আগরওয়ালার নিকট হইতে দেওয়ান চাঁদ পরদিন দাম দিবে প্রতিশ্রুত হইয়া ২০ টাকার চুপী ও সিল্ক লয়। পরদিন তাহার ঠিকানায় লোক পাঠাইয়া দেখা গেল তাহার দোকান বন্ধ। তদন্তে জানা যায় যে ঐ জিনিষগুলি বন্ধকী গোদামে পড়িয়াছে। অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে কিশোরীলালের পক্ষ হইতে আবেদন করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী ও ক্রোকী পরোয়ানা জারী করিয়াছেন।

লণ্ডন কংগ্রেসের সভা

গত ৮ই এপ্রিল ভারতীয় কংগ্রেসের লণ্ডন শাখার মাসিক অধিবেশন হইয়া গেল। বলশেভিক বিরোধী বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে রাজার পরামর্শ দিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি মিঃ প্যাটেল যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রশংসা করা হয়। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের অধিকার রক্ষার জন্য মিঃ প্যাটেল যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইয়াছে।

গ্রেট বৃটেনে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

হোম অফিস হইতে প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, বিগত বৎসরে গ্রেট বৃটেনের পথে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে ৬১৩৮ জন লোক মারা গিয়াছে। এবং ১৬৪৮৩৮ জন আহত হইয়াছে। ১৯২৭ সালের সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় নিহতের সংখ্যা ৮০৯ জন এবং আহতের সংখ্যা ১৫২৬৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মোঃ মহম্মদ আলীর কীর্ত্তি

অনেক গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ

লাহোরের উর্দ্দু দৈনিক পত্র 'জমিন্দার' এবং লক্ষ্ণৌয়ের উর্দ্দু পত্র "হামদর্দ" উভয়েই মুসলমানদের কাগজ। সম্প্রতি এই দুই পত্রে মিঃ মহম্মদ আলী ও মিঃ শৌকত আলীর অনেক গুপ্ত কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পত্রদ্বয় বলিতেছেন যে, মিঃ মহম্মদ আলি নিজের দুর্দ্দশার কথা প্রচার করিয়া আলোয়ারের মহারাজের নিকট হইতে বিলাত যাইবার পূর্ব্বে ২৫ হাজার টাকা সাহায্য গ্রহণ করেন। বিলাতে যাইয়া ভূপালের নবাব হামিদুল্লা খাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, তাঁহার নিকটেও তিনি ৮০০০ হাজার পাউণ্ড সাহায্য পান। মিঃ মহম্মদ আলী বিলাত হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া মামুদাবাদের মহারাজার নিকট এক পত্র লেখেন। যোগ্য মত সাহায্য না পাইয়া মহারাজার উপর আলী ভাইয়েরা বিষম চটিয়া যান। তারপর ... আলী ভ্রাতৃদ্বয় ভূপাল হইতে প্রত্যেকে মাসিক ২৫০ টাকা পেন্সন পান। কয়েক মাস পরে কোন কারণে এই পেন্সন বন্ধ হইলে, আলী ভ্রাতৃদ্বয় ডাঃ আনসারীর খোশামুদে হইয়া উঠেন। আলোয়ারের মহারাজের জুবিলী উপলক্ষে ১৩ হাজার টাকাও মিঃ মহম্মদ আলীর পকেটে যায়।

মিঃ মহম্মদ আলী ভারত গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব স্যার ডেনিস ব্রেকে নাকি বলিয়াছেন যে, হিন্দু মুসলমানে কখনই মিলন হবে না। আলি ভ্রাতৃদ্বয় আমানুল্লার বিপক্ষে বাচ্চা-ই সাকোর সঙ্গে কিরূপ ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন, তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা নিজেদের স্বার্থের জন্য এমন সব কাজ করেন, তাঁহারা কোন শ্রেণীর লোক দেশবাসীই বিচার করিবেন।

—বাঁকুড়া দর্পণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহাপ্রসাদ-সেবা কিরূপ ?

আমরা দেখিতে পাই যে, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে প্রসাদ সম্মান করিতে বসিয়া ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন,—“বিস্তর লাফ্রা মোরে দেহ। পিঠা-পানা ছানা-বড়া তোমরা সে লহ।” মহাপ্রভু এই উক্তিচ্ছলে সাধক জীবগণকে শিক্ষা দিলেন, যেন মহাপ্রসাদ গ্রহণের ছলে কেহ তাহাতে ভোগবুদ্ধি করিয়া না বসেন। স্বীয় নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলেও মহাপ্রভু পরবর্ত্তিকালে এই নীলাচলেই সাধকজীবকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

“জিহ্বার লালসে যেই ইতি-
উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ
নাহি পায়॥”

মহাপ্রসাদ সেব্য-বস্তু, তাহা আমাদের ভোগ্য বস্তু নহে। আমরা মহাপ্রসাদের [illegible] কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিব,—হে মহাপ্রসাদ! আপনি বৈকুণ্ঠ-বস্তু, আপনি আমার প্রভু; আপনি আমার জিহ্বা-লাম্পট্যাদি আমার যাবতীয় প্রাপঞ্চিক-ক্ষুধারূপ উদ্দণ্ডাদি বিদূরিত করিয়া অপ্রাকৃত সেবারসে আমার রুচি জন্মাইবার উদ্দেশ্যই কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভগবদ্বস্তুতে—ঈশ্বর-বস্তুতে যে ভোগবুদ্ধি করে, সে বঞ্চিত হয়; আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনাতে যেন আমার জাতিসামান্যবুদ্ধি না হয়, চিন্ময় মহাপ্রসাদকে যেন আমি ‘ভাত-ডাল’ জ্ঞান করিয়া ভোগে লিপ্ত না হই। আমি আমার অধিকার-উপযোগী আপনাকে গ্রহণ করিয়া যেন প্রপঞ্চেও কৃষ্ণসেবার উপযোগিতা লাভ করিতে পারি।

মহাপ্রভু আজ সাধক-জীবকে মহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি হইতে সতর্ক করিবার জন্য এইরূপ লীলা দেখাইলেন। সার্ব্বভৌম কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—প্রভো! আজ কৃপাপূর্ব্বক সকল প্রকার মহাপ্রসাদই আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। জগন্নাথদেব কিরূপ ভোজন করিয়াছেন,—এই সকল উপকরণ ভোগে তাঁহার কিরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ হইয়াছে, মহাপ্রসাদ আস্বাদ করিয়া তাহা অনুভব করুন। ইহা বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে পিঠা-পানা-ছানা-বড়া-মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহু প্রকারের বিচিত্র-মহাপ্রসাদ সেবন করাইলেন। পাঠক! এখানে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তিটী লক্ষ্য করুন,—

“জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন
ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর
আস্বাদন॥”

অনর্থযুক্ত বিষয়ী বা সাধক, আর অনর্থমুক্ত সিদ্ধবৈষ্ণব বা পরমহংসের আচরণ বাহ্যদৃষ্টিতে এক হইলেও তাহাদের অন্তর নিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে। যাহারা মৎসরতাবশতঃ সাধক ও সিদ্ধকে সমশ্রেণীতে গণনা করে, তাহারা কখনও আত্মকল্যাণ লাভ করিতে পারে না। অনর্থমুক্ত পুরুষ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হন; মহাপ্রসাদ তাঁহার নিকট নিজ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জাগাইয়া না দিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের স্মৃতিই জাগাইয়া দেয়। তিনি বিবিধ প্রসাদ সেবা করিতে করিতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ অনুভব করিতে থাকেন। তাহাতে নিজের কোন ভোগস্পৃহা থাকে না; তিনি কৃষ্ণপ্রেমে প্রসাদ আস্বাদন করেন। প্রসাদ তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম জাগাইয়া দেয়।

আমরা মহাভাগবতগণের আচরণের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আচরণ দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, অনর্থমুক্ত পুরুষগণ যে কোন বস্তু গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্য পরতাই লক্ষিত হয়; তাঁহারা সকল [illegible] গ্রহণে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অতএব মহাভাগবত বা বৈষ্ণবগণকে ভোগী বা বিলাসী মনে করিয়া কাহারও ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং স্ব স্ব নরকের পথ প্রশস্ত করা উচিত নহে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করাই বিধেয়। তবেই জীবের মঙ্গল।

মহাপ্রভু অন্যদিকে নিজ আচরণের দ্বারা জানাইলেন যে, পিঠা-পানা-ছানা-বড়া প্রভৃতি ‘মহাপ্রসাদ’ গ্রহণে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা নাই। তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে লাফ্রা ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ মাত্র গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা উচিত। কারণ পিঠা-পানা-ছানা-বড়া প্রভৃতি গ্রহণ করিবার ছলে অনর্থযুক্ত পুরুষের প্রসাদে ভোগবুদ্ধিই বৃদ্ধি হইবে।

প্রশ্ন

নদীয়াপ্রকাশের [illegible] সংখ্যার [illegible] পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভে ‘[illegible]’ প্রবন্ধে লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন—“ইহারা এমনি বিচার করে যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের সাথে জীবের তুলনা করিয়া নারায়ণ শব্দ ব্যবহার করেন।” এ কথা বলায় কি দোষ হইল বুঝিলাম না, কারণ প্রোত [illegible] নাই? একটী হইতে একটী পিপীলিকা পর্য্যন্ত [illegible] কি নাই? [illegible] যে নারায়ণ থাকেন তাহার প্রমাণ—

[illegible]
[illegible] উবাচ॥

শ্রীভাগবতে [illegible]

[illegible]—

[illegible]

[illegible] ২৩৬ অধ্যায়ে

[illegible]—

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] করিতে [illegible], তাহাকে [illegible] করিলে না, তাহাকে নারায়ণ [illegible] বলিয়া [illegible] ‘[illegible]’ শব্দ প্রয়োগ করা থাকে। [illegible] মহাশয়ের জীবনে [illegible] কথোপকথন [illegible] নাই। [illegible] মহাপ্রভুও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা। [illegible] হইতে পারি, কিন্তু হইলে তাহাকে [illegible] [illegible] কথা কহিব [illegible] নহে কি? একবার এক সংবাদপত্রে

উত্তর

[illegible] শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া [illegible] মহাশয় [illegible] কলস হস্তে [illegible] পরিবর্ত্তে যে শেষকালে [illegible] শাস্ত্রের কবর করিয়া ভয়ঙ্কর মায়াবাদ-[illegible] হস্তে করিয়া উত্থিত হইবেন, ইহা আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। এতকাল ধরিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র [illegible] বেদ বা বেদ[illegible] যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী মায়াবাদীকে মহাজন বলিয়া মায়াবাদীর [illegible] করা হয়, তাহা [illegible] [illegible] পাণ্ডিত্য [illegible] বলিয়া মনে করি। [illegible] রামায়ণ পড়িয়া যদি শেষে ‘সীতা কাহার ভার্য্যা?’ এই প্রশ্নের অবতারণা হয়, তাহা হইলে [illegible] সজ্জন-সমাজে বড়ই [illegible] হইয়া পড়ে।

[illegible] পারমার্থিক [illegible] পত্র “গৌড়ীয়” ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] ‘[illegible]’ নামক প্রবন্ধটী অনুগ্রহ করিয়া আলোচনা করিলে তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। [illegible] যে নারায়ণ [illegible] [illegible] [illegible] থাকিতে [illegible] প্রভৃতি [illegible] নারায়ণ [illegible] থাকিতে পারেন। এ কথাকে কে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন? [illegible] নারায়ণ [illegible] [illegible] থাকিতে পারেন, [illegible] বলিয়া [illegible] নারায়ণ-[illegible] ইংরাজ [illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষা [illegible] তাঁহাদের মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছে কি?

[illegible]
আকুই, [illegible]

হইতে পারে না। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি নারায়ণে দরিদ্রতাবোধ করিয়া দরিদ্রনারায়ণ [illegible] ... [illegible] প্রদান করিবার [illegible] ভগবদ্দর্শন এক কথা, আর [illegible] ভগবানকে সম্বোধন [illegible] কথা। মহাভাগবত [illegible] কিছু দর্শন করেন, [illegible] মূর্ত্তি না দেখি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible]

[illegible]

মহাভাগবতের [illegible] তাঁহার ইষ্টদেবের [illegible] নিবন্ধন [illegible] সেবাসেবক [illegible] দর্শন করিয়া থাকেন। [illegible] নারায়ণ [illegible] দর্শন [illegible] নহে। [illegible] গণকে [illegible]

অর্থাৎ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] সমান জ্ঞান করে, [illegible] তাহাকে নারায়ণ [illegible] হইবে, তাহা না করিলে [illegible] হইবে— [illegible] কোন্ বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতে [illegible] শাস্ত্রী মহাশয় [illegible] করিবার [illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] সঙ্গে [illegible] দর্শন [illegible] মুক্তাই [illegible] অক্ষম [illegible] কৃষ্ণ-আস্বাদ [illegible] হইয়া [illegible] জগদ্গুরু [illegible] মহাপ্রভু [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] ছিলেন, তাহা [illegible] তাহাদের উক্তিকে [illegible]

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু', 'বিষ্ণু' [illegible]

জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবে॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

[illegible] সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর।
[illegible]
[illegible]—জীব ঈশ্বর [illegible]
[illegible]
[illegible]

([illegible])

জীবে কৃষ্ণবুদ্ধি [illegible] ঈশ্বর [illegible] আর কিছুই হইতে পারে না। [illegible] নারায়ণ [illegible] করেন, কিন্তু [illegible] নারায়ণ [illegible] নারায়ণ [illegible] দরিদ্র [illegible] কিছুই নহে, [illegible] কৃষ্ণবুদ্ধি [illegible] হইতে পারেন না। তিনি [illegible] [illegible]

[illegible] বিজয়কৃষ্ণ [illegible] বিষ্ণু [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীনবদ্বীপ [illegible] [illegible] কমলাকান্ত [illegible] [illegible] জীবের [illegible] [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] কমলাকান্ত আচার্য্যকে ঈশ্বরের স্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে [illegible] আচার্য্য [illegible] ঈশ্বর। কিন্তু কমলাকান্ত একদিকে আচার্য্যকে ঈশ্বর। অপর দিকে আবার সেই ঈশ্বরের অভাব [illegible] আচার্য্যকে [illegible] প্রদর্শন ও তৎসঙ্গে [illegible] সংগ্রহ করিয়াছেন। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি নারায়ণকে জীবজ্ঞানে দরিদ্র বুদ্ধিই মায়াবাদ বা বাউলিয়া মত।

ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাবে শিক্ষা॥
গোবিন্দের আজ্ঞা দিল, [illegible]
বাউলিয়া বিশ্বাসে [illegible] না দিবে আসিতে॥

[illegible] ১২।৩৫-৩৬

অতএব মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন [illegible] নারায়ণ [illegible] বা বাউলিয়া মত। নারায়ণত্ব ও দরিদ্রত্ব একসঙ্গে সামঞ্জস্য হইতে পারে না। নারায়ণত্ব—দরিদ্রতা নহে, দরিদ্রতাও নারায়ণত্ব নহে। নারায়ণের দারিদ্র্যতা [illegible] কোটি [illegible] থাকিতে পারে না, নারায়ণের কথা দূরে থাক, নারায়ণের দাসানুদাস-গণেরও কোন অভাব থাকিতে পারে না। যদি বল দরিদ্রকপী নারায়ণ অর্থাৎ নারায়ণ-স্বরূপ। কিন্তু [illegible] যাহারা [illegible] হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না, কারণ নারায়ণ [illegible] তিনি কখনও মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত হইতে পারেন না। [illegible] আচ্ছন্ন হন, [illegible] আচ্ছন্ন হইতে পারেন না। অতএব 'দরিদ্র-নারায়ণ' শব্দ কখনই সিদ্ধান্তসম্মতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা লইয়া আলোচনা করিতে [illegible] [illegible] [illegible] করিতে হইবে, [illegible] [illegible] [illegible] আহার্য্য [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

[illegible] বৈষ্ণবগণ [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] [illegible] কেবল [illegible] [illegible] করিতে পারেন, [illegible] 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' এই দোহাই পালন করা হয়। রাজসিক ও তামসিক আহার্য্য ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার্য্য গ্রহণ করিলেই সাধু-

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা

৪৪৩ গৌরাব্দের অধিবেশন-বিবরণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৭ সংখ্যার পর)

অনন্তর শ্রীধামের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত [illegible] সেবাসুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের সেবার উপলব্ধি এবং গুণাবলী প্রশংসাসূচক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক [illegible] বৃন্দাবনবাসী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুমোদন [illegible] বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন,—

[illegible] বাসনে [illegible] কথা [illegible]

[illegible] যায় না; কেহ [illegible] মহা-[illegible] সেবা-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে পারিলেও [illegible] ভক্তিদেবীর [illegible] করিবার [illegible] [illegible] করা হইয়া পড়ে। ভক্তিসিদ্ধান্তে [illegible] মায়াবাদীর সিদ্ধান্তেই অধিক আদর হয়।

[illegible] এই যে, [illegible] [illegible] [illegible] 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দ [illegible] প্রয়োগ করিলেন, আর আমরা অজ্ঞানবশে তাঁহার কথাকে 'সার' বলিয়া মানিয়া লইব, একপ [illegible] [illegible] ভক্তবর্গের আচরণ হইতে পারে নাই। [illegible] 'কম' লোকই থাকুন, আর 'বেশী' লোকই থাকুন, তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, তবে আমরা তাঁহার মায়াবাদ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে পারি না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।"

([illegible] ১৩৩৯)।

[illegible] শাস্ত্রী মহাশয় নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত 'ভুক্তধর্ম্ম' প্রবন্ধাবলীর ভক্তিসিদ্ধান্তে অনাদরপূর্ব্বক মায়াবাদকে [illegible] করিতে ছুটিবেন না এবং [illegible] ত্যাগ করাকেই ব্রহ্মচর্য্যের চরম আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। তিনি বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত, সুতরাং বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বা ভক্তিসিদ্ধান্তেই তাঁহার আদর হওয়া কর্ত্তব্য। [illegible] ভেকধারী বৈষ্ণব তিনি, তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির মায়াবাদীর সিদ্ধান্তে আদর দেখিয়া, আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি বলিয়াই এত কথার অবতারণা।

[illegible] দিয়েছি, তাঁর যোগ্যতা বর্ণন করা আমার মত সেবাবিমুখ জনের পক্ষে অসম্ভব। তবে যদি শুদ্ধা সরস্বতী স্বয়ং কৃপা করেন, তবেই আচার্য্যত্রিক প্রভুর কথা কিছু বর্ণন করতে এবং তদ্দ্বারা জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি। আচার্য্যত্রিক প্রভু গৌরপ্রিয়তম প্রভুপাদের প্রিয়তম। তিনি বৈষ্ণবশিরোমণি—আমার শিক্ষাগুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ—শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টপ্রচারক শ্রীগৌরজনের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলস্তম্ভ। তিনি নিষ্কপটে গুরুদেবকে জগতের সম্মুখে প্রকট করে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। যে বৈকুণ্ঠধ্বনিতে—যে [illegible] বাণীতে আজ সমস্ত জগৎ মুখরিত হ'তে চলেছে, শ্রীশ্রীআচার্য্যত্রিক প্রভু তাঁহার মূল। তাঁর কৃপা ব্যতীত এ জগতের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা লাভ করতে পারে না, আর গৌরপ্রিয়তম প্রভুপাদের কৃপা না পাইলে গৌরকৃপা লাভ করা যায় না। তাঁহার বৈরাগ্যের আদর্শ অতুলনীয়। তিনি যুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। তিনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু পতিতপাবন। তিনি আমাদের ন্যায় কত লোককে প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানের দৈবী মায়ার হাত হ'তে উদ্ধার ক'রে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত রাখছেন। বিশেষ অপরাধীও তাঁর কৃপায় অপরাধমুক্ত হ'য়ে আবার ভজনসেবার অবসর পেয়েছেন। তাঁর মধুর স্নিগ্ধ স্বভাব, তাঁর মঠ-পরিচালনক্ষমতা, সকলকে মিলিত করবার অপূর্ব্ব কৌশল, তাঁর গুরুদেবনিষ্ঠা অতুলনীয়। আমরা তাঁর [illegible] আশ্রয় না পেলে প্রতি মুহূর্ত্তে বিপথগামী হ'তাম।

অনন্তর শ্রীপাদ [illegible] বিনোদ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, আচার্য্য [illegible] প্রসঙ্গে বলেন,—

আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, তৎসঙ্গে সঙ্গেই আর একটী শ্রীমূর্ত্তি আমাদের চিত্তপটে উদিত হইয়া থাকে। ইনি আচার্য্যত্রিক প্রভুর অকৃত্রিম অভিন্নাত্মা আচার্য্যবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, যাঁহাকে আমরা বাসুদেব দা' বলিয়া ডাকিয়া থাকি। আমরা বৈষ্ণব ইতিহাসে ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের অভিন্ন শ্রীবন্ধুত্বের কথা শুনিয়াছিলাম, আর এখন প্রত্যক্ষ করিতেছি কুঞ্জদা' ও বাসুদেবদা'র অকৃত্রিম গুরুগৌরাঙ্গ সেবা যেন দুইটী মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া জগতের কল্যাণবিধানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। একজন সেবা-বিগ্রহ, আর একজন সিদ্ধান্ত-বিগ্রহ; শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর এই দুইটী অঙ্গ। একটী হইতে আর একটীকে পৃথক করা যায় না। সিদ্ধান্ত মানেই *intellectualism* নহে। সিদ্ধান্তই সেবা। যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সেবা জানেন। আর যিনি সেবানিপুণ, তিনিই সিদ্ধান্তবিৎ।

কুঞ্জদা' ও বাসুদেবদা' যে কত বড়, ক্ষুদ্র আমরা বাহ্য চিন্তাস্রোতে অভিভূত থাকিয়া বুঝিতে পারি না। ইঁহারা এই উভয়ে সংসারক্ষেত্রে যে কিরূপ শ্রীচৈতন্যসেবা-সিদ্ধান্তের সুশীতল মন্দাকিনী-রূপ প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয় চৈতন্য-[illegible] দ্বার ছাড়িয়া একটু বাহিরের 'লু' গায়ে লাগিলেই বেশ বোঝা যায়। গৌড়ীয়মঠের প্রধান পরিচালনকারী একজন সেবক কত বড় — যার সঙ্গে পৃথিবীর আর কোন লোকের তুলনা হয় না। গৌড়ীয় মঠের [illegible] একজন সেবক ও কত বড় প্রধান [illegible] বড় বড় ধনী, কত বড় পণ্ডিত—কতবড় বুদ্ধিমান্—কত বড় [illegible] কত বড় মহাপ্রাণ! [illegible] সকল মহত্ত্বের মূল আমাদের কুঞ্জদা' ও বাসুদেবদা'। [illegible] ইহা সাধু, অহৈতুক, অমায়িক হইয়া [illegible] আর কুঞ্জদা' বিরাট [illegible] তার মধ্যে [illegible] কিরূপ [illegible] চালনা করিয়াই তিনি [illegible] বিরাট [illegible] কোন [illegible] কলাপ, [illegible] একা [illegible] অলৌকিক আদর্শ জগতের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন। প্রভুপাদ সমস্ত বিশ্ব [illegible] যে সংসারটী পাতিয়াছেন ও পাতিতেছেন, সেই সংসারের সমস্ত লোকের রক্ষক, পালক, [illegible] কুঞ্জদা'। আজ যাহারা শ্রীচৈতন্যমঠবাসী জীবন কাটাইতেছেন না, যদি কুঞ্জদা' না আসিতেন, [illegible] যদি কুঞ্জদা' [illegible] না আসিতেন? আজ [illegible] বিশ্ব [illegible] চালাইতেন। সেই গৌড়ীয় মঠ আজ কে প্রবর্ত্তন করিত, যদি আচার্য্যত্রিক কুঞ্জদা' স্বয়ং [illegible] গৌড়ীয়মঠ-রূপে জগতে প্রকাশিত না হইতেন? আজ কে শ্রেষ্ঠ [illegible] জগদ্বন্ধুকে গৌড়ীয় মঠের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিত? আজ কে ভক্তি-মধুকর মদনমোহনকে শ্রীচৈতন্য মঠের সেবাকার্য্যে অধিষ্ঠিত করিত? আজ কে [illegible] সেবায় নিযুক্ত করিত? আজ কে আমার ন্যায় অসংখ্য [illegible] অন্তরে সেবা[illegible] পারিত? [illegible] অপরাধীকে [illegible] যদি কুঞ্জদা'র কৃপায় বঞ্চিত হইতাম, আর [illegible] দেবদা' জগতে না আসিতেন? [illegible] নামটী উচ্চারণ করিলেই [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে সেবাবুদ্ধি [illegible] জাগিয়া উঠে। কুঞ্জদা'র আদেশ [illegible] কুঞ্জদা'র আদেশ গোস্বামীর [illegible] এমন [illegible] অনেকে মনে করিতে পারেন, কুঞ্জদা'র আদেশ সকলে বিনা বিচারে পালন, এমন কি, [illegible] কুঞ্জদা'র [illegible] [illegible] করেন আর কিছু নহে, [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] কুঞ্জদা' [illegible] [illegible] সেবা ছাড়া পৃথক্ভাবে নিজের সেবায় নিযুক্ত করেন নাই। [illegible] ছাড়া দুইজনের মধ্যে অন্য অভিপ্রায় নাই। [illegible] (*temperature*) [illegible] কুঞ্জদা' [illegible] বিশ্বব্যাপী বিরাট সংসারের [illegible] সকল [illegible] অনবচ্ছিন্ন [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] তাঁহারই [illegible]।

বাসুদেব দা'র [illegible] দেব ও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। এই সকল [illegible] (*Panacea*) [illegible] নহে। [illegible] বাসুদেব-দা'র [illegible] চরিত্র আমার মত অল্পপ্রজ্ঞ লোক কিছুই বর্ণন করিতে পারে না। তবে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বাসুদেবদা'র সম্বন্ধে যে দুই চারিটী কথা শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

[illegible] একদিন—একদিন কেন, বহুদিন প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, [illegible] দুই এক দিনের নয়, তাহাদের আমার ভাঁহাদের [illegible] আছে, [illegible] গন্ধ-পুষ্পরক্তি ও [illegible] [illegible] যদি কাহারও বিশেষভাবে থাকে, তাহা হইলে সেটী [illegible] বর্ত্তমান। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আরও শুনিয়াছি,—"বাসুদেব আমার যেরূপ সম্পূর্ণভাবে —আমি যাহা বলিতে চাই, ঠিক সেইটী [illegible] এমন আর কেহ পারে না।" শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আরও একটী কথা শুনিয়াছি, মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীল স্বরূপাদি কয়েকজন ভক্ত, তৎপরে শ্রীজীবাদি আচার্য্য প্রভৃতি কয়েক জন সঙ্গীতবিদ্যায় অতুলনীয় হইয়াও বৈষ্ণবচূড়ামণি ছিলেন। কিন্তু [illegible] অধিকাংশ সঙ্গীত-[illegible] [illegible] নানাপ্রকার "আত্মে-[illegible] কনককামিনী-[illegible] যাইতেছে। [illegible] বাসুদেব [illegible] আর একটী [illegible] শ্রীবাসুদেব [illegible] কথা শ্রীল [illegible] একদিক-[illegible] আমরাও একথা জোর [illegible] বাসুদেব প্রভুর [illegible] অনুসরণকারী, শুদ্ধ [illegible] জগতে আর দ্বিতীয় নাই। [illegible] তাঁহার [illegible] নিকট [illegible] আমরা [illegible] ভবিষ্যতে [illegible] বাস্তব বাণীর [illegible] পারিবেন। [illegible] সিদ্ধান্ত-[illegible] পাইবার [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] চরিত্রে আর একটী [illegible] এই যে, [illegible] *sacrifice* করিয়া [illegible] [illegible] আচার্য্যদেবের সেবা [illegible] প্রকার কোনদিনই তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্রও

[illegible] দেখাইতে পারে না। মাহার কোন [illegible] সুপ্রবৃত্তিকে [illegible] উপাস্থিত হইবে [illegible] না। আমরা অনেক [illegible] করিয়াছি, বাসুদেবের [illegible] [illegible] প্রকার [illegible] [illegible] চিহ্নিত [illegible] দোষগুলি [illegible] বাসুদেবের [illegible] [illegible] করিবে আমরা [illegible] বাসুদেবের [illegible] [illegible] নিজ [illegible] [illegible] entrusted [illegible] ও বাসুদেবের উপর [illegible] গৌড়ীয় [illegible]—

"বাসুদেবের অনুগত [illegible] থাকিয়াছে [illegible]"

[illegible] পরবিদ্যাভূষণ শ্রীবাসুদেবের [illegible] করিলে [illegible] তাহা হইলেই [illegible] হইবেন।

শ্রীমদ্ [illegible] 'দৈনিক-প্রকাশে' [illegible] হইয়াছেন যে, [illegible] শ্রীল [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] বাসুদেব [illegible] [illegible] বিদ্যাভূষণ [illegible] বাসুদেবের [illegible] [illegible] অতঃপর শ্রীবিদ্যাভূষণ [illegible]

বিদ্যা [illegible] প্রভু শ্রীনৃসিংহের [illegible] অত্যন্ত [illegible] [illegible] প্রসঙ্গে বলেন, [illegible] [illegible] বাসুদেবের [illegible] [illegible] কবিয়াছে [illegible]—

[illegible]

[illegible] ১৩৩৯

[illegible] সংবাদ [illegible] বিপক্ষে [illegible] [illegible] আমার [illegible]

[illegible] নিকট [illegible] [illegible] আসেন, আমি প্রত্যেককে অনুগ্রহ

নির্দেশ করিয়া দেখাই,—"তিনি আমার বন্ধু—আমার নিত্যপথের [illegible]—তাঁহার চরণ [illegible] নিত্যানন্দের [illegible] ভক্তবৃন্দের মধ্যে তিনি আছে কিনা [illegible]" ইত্যাদি। তাঁহার [illegible] আমার [illegible] সতর্ক হওয়া জানাইবেন। আমি বিশ্বাস করি, তিনি আমার বন্ধু—তিনি আমাকে ভাল বাসেন, তাঁহার 'উপকার' আমারে [illegible] নাই।

[illegible] 'মহারাজ', [illegible] 'প্রজাবাসী', [illegible] 'গুরুত্ব' [illegible] শ্রীবিদ্যাভূষণকে আমার [illegible] জানাইবেন। আমি সকলকে [illegible] জানাইতেছি।

[illegible] আশ্চর্য [illegible] [illegible] নিত্যপ্রকাশ [illegible] নূতন [illegible] থাকিবে [illegible] তিনি আমাদিগকে [illegible] আমি তাঁহার [illegible] হয়। ইত্যাদি।

আপনার [illegible]

অতুল দা

[illegible]

নানা কথা

ভীষণ হত্যা কাণ্ড

[illegible] ১৩৩৯

[illegible] সংবাদ প্রকাশ [illegible] [illegible] আসামী [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারাগার [illegible] [illegible]।

কমিউনিষ্ট ডেপুটর কারাদণ্ড

[illegible] পার্লামেন্ট সভার [illegible] ডেপুটি [illegible] ইংরেজের [illegible] কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। [illegible] বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য তাহারা অভিযুক্ত হন। পার্লা-

মেন্টের সদস্য বলিয়া উহারা উপযুক্ত অপরাধ করিতে পারেন না—এরূপ এক [illegible] পার্লামেন্টে উপস্থিত [illegible] ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও এই দুইজনের প্রতি [illegible] করিয়া কারাদণ্ডের নির্দেশ হইয়াছে।

"সাদার্ণ ক্রসের" অনুসন্ধানে সিডনি সান

সিডনির ৩১ এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, "সিডনি সান" নামক বিমানপোত [illegible] "সাদার্ণ ক্রসের" সন্ধানে বাহির হইয়া [illegible] দিবা। উহা [illegible] অঞ্চলে [illegible] প্রায় ৩০ মাইল স্থান অনুসন্ধান করিয়া "সিডনি সান" ফিরিয়া আসিয়াছে। "সাদার্ণ ক্রসের" [illegible] সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কানাডার বিবাহ-বিভ্রাট

[illegible] "আদালতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কানাডায় বিবাহ করিয়া যে কানাডাবাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাইবে এবং তথায় বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়া নূতন বিবাহ করিয়া কানাডায় ফিরিবে, তাহাকে [illegible] করা হইবে। ইহাতে এক [illegible] সমস্যা দেখা দিয়াছে।

প্রায় [illegible] কানাডাবাসী [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া নূতন বিবাহ করিয়া কানাডায় ফিরিয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে [illegible]।

পার্লামেন্টের [illegible] বিভিন্ন দলের জোড়াতাড়া

[illegible] নির্বাচন [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] ঘোষণা করা হইয়াছে।

[illegible] দলের [illegible] এক [illegible] ডেভিড, জে, [illegible] পাইয়াছেন। তাঁহাকে ১০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। তিনি যে [illegible] রচনা করিয়া দিয়াছেন, [illegible] অনুবাদ [illegible] করা যাইতে পারে—"[illegible] সর্বদাই [illegible]-জনক।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা বৈশাখ, মঙ্গলবার—১৩৩৬

সজ্জন—অকিঞ্চন

যিনি অহংগ্রহোপাসনানন্দে মত্ত নহেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মফললাভের জন্য উদ্‌গ্রীব নহেন এবং যিনি ভগবদ্ভিন্ন অপর বস্তু প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহার জ্ঞান সম্পত্তি, কৈবল্য মুক্তি এবং লৌকিক সুখলাভে চিত্ত নাই রহে। এই জড়জগতে থাকিয়া জীব অনেক সময়ে আত্ম-ভাবুকতায় নির্বিশেষজ্ঞানে জ্ঞানী, অপবর্গবাদী, স্বর্গকামী এবং ঐহিক ইন্দ্রিয়পর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করেন। পৃথিবীর কোন না কোন বস্তুকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়া তত্তৎ ফললাভের উদ্দেশে কখনও বা ত্যাগীর বেশে ভোগীর ভোগময় তাৎপর্য্যে এবং যথেচ্ছাচারের প্রবল তাড়নায় আমার ছিল, আমার আছে বা আমার চাই বলিয়া "কিছুর" অন্বেষণ করেন। যেকাল পর্য্যন্ত জীব "কিছুর" পশ্চাদ্ধাবিত হইবার দাবী রাখেন, [illegible] তাঁহাকে ছাড়ে না। কিছু সংগৃহীত হইলেই জগতের সকল লোক তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে। যাঁহার "কিছু" নাই, তিনিই অকিঞ্চন, তিনিই সজ্জন।

তাঁহার কিছু অন্বেষণ করিতে হয় না। কিছু ছিল, আছে বা থাকিবে বলিয়া দৌড়িতে হয় না। সোজাসুজি সেই "কিছুটি" আশ্রয়-জাতীয় বস্তু। জীব স্বয়ং সুনির্ম্মল আশ্রয়-জাতীয় হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজের অস্মিতাকে বিষয়-জাতীয়ের অভিন্ন জানিয়াছেন, সুতরাং আশ্রয় বা অবলম্বন অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভোগ্য আশ্রয় লাভের জন্য ঘুরিতেছেন। তিনি স্বয়ং আশ্রয়জাতীয় এবং ভগবানই তাঁহার একমাত্র নিত্য বিষয় একথা ভুলিয়াছেন। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার অকিঞ্চনতার উপলব্ধি না হয়, তৎ-কালাবধি তিনি অকিঞ্চন অর্থাৎ জ্ঞানী কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী। ভগবানের শুদ্ধভক্তই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন তৃণাপেক্ষা নীচ অর্থাৎ জড়ের কোন উপাধিকে তিনি নিজ সম্পত্তি বলিয়া জানেন না। অকিঞ্চন তরু অপেক্ষা সহ্যগুণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ জড়ের কোন বস্তুর আক্রমণের যোগ্য বলিয়া আপনাকে জানেন না। অকিঞ্চন সকলকেই সম্মানিত জানেন এবং কোন সম্পত্তিতে নিজের প্রতিষ্ঠা চান না। সজ্জনই একমাত্র অকিঞ্চন। তিনি সুবিমল কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ। সজ্জন হিংসা-দ্বেষ বর্জ্জিত, পরাপেক্ষা-রহিত। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।"—শ্লোকটার মর্ম্মগ্রহণ করিয়া অকিঞ্চন বা সজ্জন হইয়াছেন। বিনাশী অসদ্বস্তুর প্রতি তাঁহার কোন অভিনিবেশ নাই। তিনি প্রপন্ন।

মিস্‌মেয়ো ও 'ভগবানের দান'

প্রকাশ, মিস্ মেয়ো 'ভগবানের দান' নাম দিয়া একখানি নূতন পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে গল্পাকারে ভারতবর্ষের সমাজের কথা বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি এখনও আমাদের হাতে আসিয়া পড়ে নাই, তবে শুনা যায়, 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকে তিনি ভারতবাসীর সম্বন্ধে যে সমস্ত কুৎসা রটনা করিয়াছিলেন, এই পুস্তকখানিতে নাকি তাহাই আবার গল্পাকারে স্থান পাইয়াছে। ফুটনোটে নাকি বিশ্বাসযোগ্যরূপ প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ কেনেডী যেমন তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য মুভমেণ্ট' নামক পুস্তকে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার একদেশদর্শিতার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সজ্জন সমাজে অনাদৃত হইয়াছেন, মেয়ো মহোদয়াও যদি 'ভগবানের দান' বর্ণন করিতে গিয়া তাদৃশ একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও সারগ্রাহিসমাজে আদৃতা হইতে পারিবেন না।

বর্ত্তমানে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী—এই ত্রয়োদশটী অপসম্প্রদায় আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' পরিচয়ে পরিচিত করিয়া তাহাদের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক ব্যভিচারসমূহকে 'বৈষ্ণব-সদাচার' রূপে চালাইতে চাহিতেছে বলিয়া যে-ব্যভিচারকেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিতে হইবে, তাহা নহে। মিঃ কেনেডি কতকগুলি আউল বাউল নেড়ানেড়ী ও জাতগোসাই গোস্বামীগণের আচার বিচার দেখিয়া শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যে ধারণা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে একটী পরমসত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। মায়াদেবীর কার্য্যই এইরূপ। তিনি ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে তাঁহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদিগের অসত্যে সত্য ভ্রমোৎপাদন করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ়, একমাত্র শ্রীভগবানের নিজজনগণই তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞ আছেন। বহু ভাগ্যফলে জীবের তাঁহাদের চরণাম্বুজে প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তসহ আত্মগমন করিবার সুযোগ ঘটিলে তাঁহাদের কৃপায় জীব ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য জ্ঞাত হইতে পারেন। মহাজনানুগত্য বা শ্রৌত পন্থানুসরণ ব্যতীত, জীব অণুজ্ঞান মাত্র সম্বল পূর্ব্বক সেই অধোক্ষজ বস্তু-বিজ্ঞান লাভ করিতে গিয়া প্রতি পদে পদেই বিপদ্‌গ্রস্ত অর্থাৎ মুহ্যমান হয়, কখনও বস্তু বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যমুভমেণ্ট রচয়িতা যদি কোন প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম-তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তাহা হইলে জানিতেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের মধ্যে কোন ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই, বরং ব্যভিচারি সম্প্রদায়কে উহাতে বিশেষ নিন্দা করা হইয়াছে। অধুনা বহু পাশ্চাত্য-দেশীয় দার্শনিক শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা বিচার-প্রয়াসী হইয়া শ্রীগোবিন্দভাষ্য, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ আলোচনা করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগের সত্যানুসন্ধিৎসার ভূয়সী প্রশংসা করিলেও তাঁহাদিগকে অত্যন্ত বিনীত ভাবে "যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণব চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ॥"—এই পরম সত্য বাক্যটীর সারবত্তা অনুধাবন করিবার জন্য অনুরোধ করি। শ্রৌতপন্থাবলম্বন ব্যতীত কখনও সেই শ্রুতিগোপ্য পরম বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান সম্ভবপর হইবে না। ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ে *Comparative study* করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে সদসৎসিদ্ধান্তে পারঙ্গত হইবার চেষ্টা কখনও সুফল-প্রসূ হইবার নহে।

মিস্ মেয়ো তাঁহার পক্ষ বা অসম্যক্ জ্ঞান দ্বারা 'ভগবানের দান' বিচার করিতে গেলে তাহা কখনও ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা নামক দোষচতুষ্টয় পরিমুক্ত, সুতরাং সারবাদিসম্মত হইতে পারে না। অতএব তাদৃশ আরোহপন্থা ত্যাগ করিয়া অবরোহ প্রণালীতে দোষমুক্ত মহাজনানুগত্যে 'ভগবানের দান' সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার পক্ষে সমীচীন। শুধু তাঁহার পক্ষে নহে প্রত্যেক আরোহপন্থীরই এই পরামর্শ গ্রহণ করা মঙ্গলজনক।

আমরা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপ্রিয় বহির্ম্মুখ; যে বস্তু আমাদের নিকট আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সেই বস্তুটীকেই আমরা 'ভগবানের দান' বলিয়া স্বীকার করি, নতুবা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ প্রতিকূল [illegible] আর 'ভগবানের দান' বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত নহি। কুলক্ষ্য শোক ও প্রত্যবায়-রাশিকেই আমাদিগকে ভয়ে পীড়িত করে। শ্রেয়ঃকামিগণ গুরুপাদপদ্মে, শরণাগতশিক্ষক কৃপাময় শ্রীঅর্জ্জুনের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন—

> কার্পণ্যদোষোপহত-স্বভাবঃ
> পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
> যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
> শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" [illegible] "ব্রহ্মবিৎ কার্পণ্যম্॥" যিনি শ্রীভগবান্‌কে না জানিয়া এ সংসার হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই কৃপণ অর্থাৎ অব্রহ্মবিদের নামই কার্পণ্য। হে ভগবন্, আমি আজ এইরূপ কার্পণ্যদোষে অভিভূত এবং ধর্ম্ম-বিমূঢ়-চিত্ত। এমত অবস্থায় আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলুন, আমি আপনার শিষ্য, আমি আজ শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে শ্রেয়ঃ শিক্ষা প্রদান করুন।

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" এই শ্রুতিবাক্যও শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতেই যে তত্ত্বস্থ শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

শ্রেয়ঃকামিগণ অপাত-প্রীতিকর বস্তুসমূহকেই ভগবানের দান রূপে গ্রহণ করিয়া প্রেয়োলাভে বঞ্চিত হন। সুতরাং শ্রেয়ঃকামী হইয়া ভগবানের দান উপলব্ধি করিতে হইলে সমিৎপাণি হইয়া নিখিল শ্রুতিতাৎপর্য্যবিজ্ঞ সম্বন্ধ-জ্ঞান-সম্পন্ন [illegible] সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সদ্‌গুরুই শরণাগতের সর্ব্ববিধ দূর করিয়া যাহা নিঃশ্রেয়সের পক্ষে সত্য ভাগবত-শিক্ষা, তাহা উপদেশ করেন। তিনি জীবাত্মার শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিকী

শব্দের প্রয়োগ

এক দুই বা ততোধিক অক্ষরযুক্ত হইয়া কোন অর্থ প্রকাশ করিলে তাহাকে শব্দ বলে। শব্দ যথাযথ প্রযুক্ত হইয়া বাক্যাকারে এক একটী ভাবের প্রকাশ করে।

যাঁহারা শব্দের যথার্থরূপে অবগত হইয়া তাহা গ্রন্থে অথবা লেখনীতে প্রকাশ করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত। কিন্তু যাঁহারা বহুলাংশে পাণ্ডিত্যময় অহঙ্কার-বিমূঢ়তায় ঐ সকল শব্দের অর্থ বোধ না করিয়াই শব্দবিন্যাস করিয়া থাকেন। তাদৃশ শব্দের অর্থ সুধী সমাজে হাস্যো-দ্দীপক হইয়া থাকে। নিম্নে কএকটী শব্দ প্রকাশ করা হইল,—

"সোণার পাথরবাটি"—পাথরের বাটিই দেখা যায়, কিন্তু সোণার পাথর হয় না বা হইতে পারে না।

'কাঁঠালের আমসত্ব'—'আমসত্ব' আম হইতেই হইয়া থাকে, কিন্তু কাঁঠালের কোন অংশ হইতেও আম পাওয়া যায় না, সুতরাং আমসত্ব হইবে কোথা হতে?

'দরিদ্র নারায়ণ'—'নারায়ণ' কথাটী শুনিবা মাত্র আমরা অনেক প্রকার ধারণা করিয়া থাকি। কেহ নিজের গ্রামের কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। কেহ বা 'নারায়ণ' নামধারী কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে বোধ করিয়া থাকে। আবার কেহ বা দরিদ্র নারায়ণ বলিয়া মনে করেন, বোধ হয় কোন স্থানে একজন 'দরিদ্র নারায়ণ' ও একজন 'ধনী নারায়ণ' আছেন, তাই পরস্পরের পার্থক্য করিবার জন্য ঐরূপ বলিতেছেন। কিন্তু এক শ্রেণীর মূর্খ আছে, যাহারা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আর এক প্রকার ধারণা করে: 'নারায়ণ' শব্দের অর্থ ব্যাকরণ-মতে কি বুঝায়? (নার + অয়ন) হইতে নার হইয়াছে অয়ন যাহার—এই অর্থ হইয়া থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ সহকারে 'নারায়ণ' শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—

ভাঃ ১০।১৪।১৪ "নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্ব দেহিনাং" শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মস্তবে,—

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টে যত জীবরূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥
নার-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
অয়ন-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥

* * *

নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক-কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম॥

* * *

নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ॥

যাঁহারা বেদান্ত (শ্রীভাষ্য) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষভাবে অবগত আছেন যে, ভগবানের একটী নাম 'সর্ব্ব-নাম'। সকল শব্দেরই বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্‌কে জীব অথবা ইতর-দেবতা বলিয়া কেহ বলে না, অথবা ইতর-দেবতা বা জীবকে কেহ 'ভগবান' বলিতে পারে না। 'নারায়ণ'-শব্দে ভগবানকেই বুঝাইয়া থাকে। 'ভগবান'-শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণ-সম্পন্ন। যিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারী, তাঁহার দরিদ্রতা একথা বলাও যা', আর মা লক্ষ্মীর হাতে ভিক্ষাপাত্র দেওয়াও তা'ই। যিনি লক্ষ্মীদেবীর পতি, 'তিনি দরিদ্র' (!) একথা সোণার পাথরের বাটী অথবা কাঁঠালের আমসত্বের মতই।

যাঁহারা এইরূপ শব্দের প্রয়োগ করেন, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত? পণ্ডিত অথবা মূর্খ? সুধীগণ ইহার বিচার করিবেন।

বর্ত্তমান যুগে শ্রীভক্তিবিনোদধারাশ্রয়ী অপ্রাকৃত ভক্তিশ্রী প্রচারক পঞ্চাননগুরুর কথা প্রেমপ্রদ। প্রবচনেও ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া উপদেশ করেন।

অতএব 'ভগবানের দান' বিচার করিতে হইলে শ্রৌতপন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। কোন বিষয়ের আংশিক জ্ঞান মাত্র সম্বল করিয়া সেই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া শুধু নিজ ধৃষ্টতার পরিচায়ক। নিজে ব্যাধি দ্বারা গ্রস্ত হইয়া অন্যকে রোগ-নির্ম্মুক্ত করিবার চেষ্টা কখনও সাফল্যমণ্ডিত হয় না। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া উভয়েই বিপদে পতিত হয়। সুতরাং নিজে চক্ষুষ্মান হইয়া অন্যকে পথ দেখাইবার চেষ্টা করিলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করা হয়। অন্যের দোষ অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে নিজেকে নির্দোষ হইয়া সাবধানী হইতে হইবে, নতুবা বাহ্যাবরণ দেখিয়া প্র বিচার করিতে গেলে অনেক সময় বৈষ্ণবের অপলাপ করিতে হয়। প্রাকৃত সাহিত্য-যোদ্ধা হইয়া অপ্রাকৃত সাহিত্যের মর্য্যাদা হানি করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচয় মাত্র। বিকৃত ও জড় মন দ্বারা অপ্রাকৃত বিচার কখনই নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক লেখকের অপ্রাকৃত বিচারের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন

(শ্রীপাদ রাধা চরণ দে স্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীগোলোক বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর। ব্রজবন, গৌরবন অভিন্ন. একতত্ত্ব ব্রজবনে গোকুলে সম্ভোগ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব ও বিহারস্থলী, আর গৌরবনাস্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌর-কৃষ্ণোদয় ও বিহারক্ষেত্র। তত্ত্বে কোন ভেদ নাই; উভয়ই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অবতরণস্থলী চিদ্ধাম। ইহা কোন প্রকার কালক্ষোভ্য ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক অথবা কয়েকটী রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ স্থান মাত্র নহে। সমগ্র জগৎ এই বৃন্দাবন বা নবদ্বীপনামাশ্রয় করিয়া স্ব স্ব বাস্তবতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণু যেরূপ সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাবতারী মূল পুরুষ, তদ্ধামও সেইপ্রকার যাবতীয় জীবের নিত্য বাসস্থান। বিরূপাবস্থায় আমরা যে যেখানেই রহিয়াছি বলিয়া অভিমান করি না কেন—"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।" অর্থাৎ জীব যখন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অবগত হন "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস" তখন তিনি গোলোক, বৃন্দাবন, মায়াপুর ছাড়া আর কোথাও থাকেন না। স্থূল, সূক্ষ্ম দেহ লইয়া যেখানে থাকি না কেন, মায়াপুরে বাসের সৌভাগ্য না ঘটিলে কাহারও কোন সুবিধা হইতেছে না।

স্বরূপানুভূতির অভাবে বৃন্দাবন-নবদ্বীপ বাস করিয়াও জগদর্শন-বস্তু ধামকে গ্রাম দর্শন হইয়া যায়, যেহেতু "(১) ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্য বোধ, (৩) ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা এবং জাতি-বুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যের অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনামবিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের বা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধামমাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্র-নিন্দা, (১০) ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস-মূলে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান"—এই দশবিধ ধামাপরাধ উপস্থিত হইয়া প্রত্যেককে অসুস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। একেতো নামাপরাধ চিরন্তন অভ্যাস লাগিয়াই রহিয়াছে, তার উপর ধামাপরাধে একেবারে দুর্ব্বল করিয়া চিরকালের জন্য মরণের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

যিনি যত বড়ই হউন না কেন, ধন-বিদ্যা-রূপ-কুল-বল যাঁহার যতই থাকুক না কেন, যে পর্য্যন্ত পাশা, দাবা'দিতে রুচি থাকিবে, হুকা, কল্কি প্রভৃতির মমতা দূর না হইবে, স্ত্রী-মূর্ত্তিতে আসক্তি-প্রাচুর্য্য হ্রাস না হইবে, তাসপিট্টু, সতরঞ্চ, ডিঙ্গ, ক্রীড়া ভোজনাদ্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিপোষণার্থে মন্ত্র, ভাগবত পাঠ, নাম-বিক্রয়াদি ব্যবসায় দ্বারা কনকাদি সংগৃহীত হইবে, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার্জ্জনের কৌশল অপরিহার্য্য থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত বৃন্দাবন, নবদ্বীপ বাস তো দূরের কথা, দর্শন করিবারই কোন উপায় নাই। শুধু টাকা দিয়া টিকিট কাটিয়া রেল দৌড়াইলেই বৃন্দাবন, নবদ্বীপ যাওয়া হয় না। ইট কাটিয়া দালান বাঁধিলেই নবদ্বীপ, বৃন্দাবন বাস হয় না। দুই-চারটা অনুস্বার বিসর্গ ও দশ-পাঁচটা ইংরেজী পদ ঝাড়িলেই বৃন্দাবন, নবদ্বীপের আচার্য্য বা গোসাই হওয়া যায় না, যে পর্য্যন্ত কাম-পঙ্কের কুণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত হওয়া না যায়। যদি তাহাই হইত, তবে যত ধন-পাগলা, গৃহব্রত, গৃহমেধী কর্ম্মজ্ঞের সকলেই মায়াপুর ধাম দর্শন করিয়া তথায় একটা করিয়া অক্ষক্রীড়ার আড্ডা—আখড়া-বাড়ী করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় কি? মায়াধীশ মায়াপুরচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর তাহা করিতে দেন কোথায়? আমার মত পাষণ্ডের আড্ডা হইবে জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-গ্রন্থ লেখক শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী ও শ্রীলোচন-দাস-ঠাকুর প্রমুখ কৌশলী প্রাচীন মহাজন-গণ শ্রীল ব্যাসদেবের অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ ব্যাসদেব যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবর্ষভানবীর নামটী গোপনে ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা শ্রীমতী বার্ষভানবীর গণ ব্যতীত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, সেই শ্রীচৈতন্যলীলাস্থল শ্রীমায়াপুর ধামটী সুকৌশলে ব্যক্ত হইয়াছে, যাহা শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-স্থাপক শ্রীরূপানুগত শ্রীজীবপাদাশ্রয়ী বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার পাত্রগণ ভিন্ন ব্যক্ত করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তবে যদি কেহ ধৃষ্টতা করিয়া বলে যে, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের আকাশের চাঁদ আনিয়া দিতেছি" উহা শুধু একটা প্রহসন ছাড়া আর কি?

গায়ের জোরে গলাবাজি করিয়া গোঁজামিল দেওয়া ম্যাপ পয়েন্টিং করিলেই শ্রীগৌরধামে বাস করিবার যোগ্যতালাভ হয় না। তিনি চান—যাঁহারা আমার ও আমার প্রিয়জনের শরণাগত, একমাত্র তাঁহারাই গুণ-মায়া পার হইয়া যোগমায়াপুরে বাস করিবেন। তাঁহারাই নিরন্তর গৃহে বা বনে থাকিয়াও আমাকে স্মরণ করেন এবং আমার ধামে বাস করেন। আমার ধামই দর্শন করেন।

সাধারণ নৈতিক চরিত্রদুষ্ট কলি-পঙ্কের দাস, এমন কি অন্যাভিলাষী কৈতবধর্ম্ম-বিশিষ্ট আত্ম-বঞ্চকগণ কোন কালেও মায়াপুরের কোনও সন্ধান পায়

অই, পাইতেও পারে না। চিন্ময়-দর্শন একমাত্র চিৎ-সেবক অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-সেবকগণেরই দর্শনের বিষয়। অচৈতন্য-সেবী জড়-সেবক কখনই চৈতন্য-ধাম দর্শন করে না।

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজ-ভূমে বাস॥"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই মহাবাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাঁচ-সাত মিশালী জনসঙ্ঘ দ্বারা ধাম-দর্শনে যাওয়া কেবল কৈতব বা আত্ম-বঞ্চনা। যে মায়াপুর-ধাম নিত্যকাল বিরাজিত ও শ্রীরূপানুগ সাধু-বৃন্দ দ্বারা সম্পূজিত, তাহা একমাত্র শ্রীরূপানুগ সাধুগণেরই প্রাণের সম্পদ। উহাকে অনাদর করিয়া একটা নূতন ক্ষেত্র তৈয়ার করিতে যাইলে, সেই ক্ষেত্র তৈয়ারকারী মিঃ হলাণ্ডের দশাই পাইতে হইবে। এ প্রস্তাব বারান্তরে বলিব, এখন প্রবন্ধ-বিস্তার ভয়ে নিরস্ত হইলাম। দাম্ভিকতা ও মৎসরতা দ্বারা নিজে নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করা মাত্র।

অতি নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি সকলের পায়ে পড়িয়া তাই অনুরোধ করিতেছি, যাহা হইবার হইয়াছে আর নিরস্ত-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়া নানাবিধ অপরাধ অর্জনে সমধিক লালায়িত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সত্য-সত্য শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করুন ও শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব-স্থলী শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করুন। দেখিবেন শ্রীধাম-মায়াপুর-বাসী সজ্জনমণ্ডলী কত মহৎ, কত উদার, কত বড় ত্যাগী, যাঁহাদের সঙ্গ-প্রভাবে স্বতন্ত্রাচারগণও [illegible] বৈষ্ণবাচার গ্রহণে সমর্থ হইতেছেন। দেখিবেন কত আনন্দ, কত সুখ! আর মাৎসর্য্যানলে দগ্ধ হইতে হইবে না। জগতের বুদ্ধিমান্ জনেরাও আর হাসিবেন না। অনর্থ আপনা হইতেই ছুটি লইবে। ভজন বল আপনিই পাওয়া যাইবে। শুদ্ধ হইয়া শ্রীমায়াপুরে বাস করা যাইবে। সেই দিন অপ্রাকৃতভাবে শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন হইবে। এমন দুর্লভ মানব জীবন কেন বৃথা পরছিদ্রানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইবে? সত্যের অপলাপ করিয়া কোন লাভ নাই। হে জগদ্বাসিগণ, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

পরলোকে

বিগত ৬ই এপ্রিল শনিবার প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ রমণ জীউর ভক্তিমতী সেবিকা, হটক উড়িয়া-বাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দ বল্লভ ঘোষ মহাশয়ের পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার আদর্শ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ রমণ জীউর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ বল্লভ ঘোষ মহাশয় গত [illegible] বৎসরাবধি তাঁহার পত্নীর সংসারে অনাসক্তি এবং শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ রমণ জীউর প্রতি সেবাবৃত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অনুভব করিয়া তাঁহার আকস্মিক ভগবদ্ধাম-প্রয়াণে তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ জীউর বিশেষ কৃপা উপলব্ধি করিয়া শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণ জীউর প্রতি ঘোষ মহাশয় ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করুক, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

নানা কথা

আফগান বিপ্লব

কাবুলে খাদ্যাভাব

পেশোয়ারের ৯ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে শস্য না হওয়ায় কাবুলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। রুটির দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। একখানি রুটি ৮ আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

কাবুলে বৃটিশ দূতাবাস

বৃটিশ দূতাবাসের রহমৎ খাঁ নামে জনৈক ব্যক্তি এখনও কাবুলে থাকিয়া ৭ শত টাকার অধিক মাহিনা পাইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছিল; কিন্তু নয়াদিল্লীর সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটে প্রকাশ কাবুলস্থিত বৃটিশ দূতাবাসে আর কোন কর্ম্মচারীই নাই।

আমানুল্লার সাহায্যার্থ মোহমন্দ ও ওয়াজিরি

মোহমন্দ ও ওয়াজিরিদের নিকট হইতে আফ্রিদিগণ পত্র পাইয়াছে যে, তাহারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আফ্রিদিদিগকে সাহায্য করিবে। উত্তরে আফ্রিদিগণ জানাইয়াছে যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা নিজ দেশে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে,—শত্রু পক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য আমরা যাহাতে আমীর আমানুল্লাকে সাহায্য করিতে না পারি। মোহমন্দ ও ওয়াজিরিদিগকে উক্ত পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া বলিয়াছে যে, তাহারা নিজেদের মধ্যেই সিয়া সুন্নী বিরোধ মিটাইয়া লইবে। আফ্রিদিগণ আরও অনুরোধ করিয়াছে যে মোহমন্দ ও ওয়াজিরিগণ যেন তাহাদের মধ্যে সমস্ত বিরোধ ভুলিয়া আমীর আমানুল্লাকে সাহায্য করে। তাহারা আশা করে যে, কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে মুক্ত হইবে।

আফগানিস্থানে ভারতীয় চিকিৎসক দল

পেশোয়ারস্থিত আফগান রেড ক্রেসেণ্ট সোসাইটীকে পাশপোর্ট প্রদান বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, আফগানিস্থানের কোন অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যদি সোসাইটী আমন্ত্রিত হয়েন, তবে তাঁহারা পাশপোর্ট প্রদান বিষয়ে বিবেচনা করিতে পারেন। সোসাইটী আফগানিস্থানে একদল চিকিৎসক প্রেরণার্থ পাশপোর্টের জন্য আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু আফগানিস্থান হইতে প্রাপ্ত কোন রাজকীয় আমন্ত্রণপত্র পেশ করেন নাই।

বিমানযোগে সম্রাটের পত্র

বিমানপোতযোগে সম্রাট্ স্বয়ং এক পত্র ভারতের বড়লাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। শনিবার দিন সন্ধ্যায় তাহা করাচীতে পৌঁছে। রবিবার অতি প্রত্যূষে ফ্লাইট-লেফটেনাণ্ট মিঃ হ্যারিস একখানি বিমানপোত লইয়া বড়লাটের নিকট পত্র দাখিল করিতে দিল্লীতে যাত্রা করেন। সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পত্র লর্ড আরউইনের হস্তগত হইয়াছে।

বিমানপোতে ডাক চলাচল সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত

৯ই এপ্রিল তারিখে পোতে [illegible] হইতে সাপ্তাহিক ডাকবাহী [illegible] যান যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ ১-৩০ মিনিটের সময় বাগদাদে পৌঁছিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, প্রত্যেক শুক্রবার দিন এই ডাকবাহী বিমানপোত বাগদাদ হইতে রওনা হইবে।

চোরের বাহাদুরী

বোম্বাইয়ের ১০ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, মহাদেও লক্ষ্মণ নামক এক চোর গত জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ের গ্র্যাণ্ড হোটেল হইতে ৫ হাজার টাকা মূল্যের জহরত চুরী করিয়া পলায়ন করিবার সময়ে গুরুতররূপে আহত ও ধৃত হইয়াছিল। তাহাকে হাসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তথা হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। গত ২রা এপ্রিল তারিখে তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার একটি ফোঁড়া হওয়ায় গত রাত্রিতে তাহাকে গোকুলদাস তেজপাল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। যাহাতে সে পুনরায় পলায়ন করিতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। তাহাকে উত্তমরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ৩ জন কনষ্টেবলের পাহারায় রাখা হইয়াছিল। ১০ই এপ্রিল প্রাতে সে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়াইয়া শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পুনরায় পলায়ন করিয়াছে। পুলিস তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া এসপ্লানেড ময়দানে তাহার হাতকড়া মাত্র পাইয়াছে।

সৈনিক কর্ম্মচারী খুন

লণ্ডনের ৯ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় সৈনিক বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী কাপ্তেন জে. ডেভিস শোচনীয় ভাবে নিহত হইয়াছেন। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হোটেলের এক তালাবদ্ধ কক্ষে তাঁহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মস্তকে রিভলভারের গুলীর আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে এবং মৃতদেহের নিকটে একটি রিভলভার পাওয়া গিয়াছে।

বৃটিশ জাহাজে গুলি বর্ষণের জের

নিউ অর্লিয়ান্স, ৯ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ স্কুনার "আই এম এলোন"এর কাপ্তেন ও খালাসীগণ আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সেই মামলার বিচারের ফলে সমস্ত আসামীই মুক্তিলাভ করিয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণি জেনারেল আদালতে হাজির হইয়া বলেন,—আসামীদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক। তবে এই প্রসঙ্গে আমি পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই যে, মদবাহী জাহাজের উপর গুলী করা ও তাহা উড়াইয়া দেওয়ার অধিকার আমেরিকার উপকূলরক্ষীদের আছে। বর্ত্তমান মামলা দ্বারা সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে একথা যেন কেহই মনে না করেন।

লণ্ডনগামী জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

লণ্ডনের ৯ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডনগামী জাহাজ "সিটি অব সিমলা"তে অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। ইহাতে অনেক মালপত্র বিনষ্ট হইয়াছে। ধূমের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস বাহির হইতেছিল। যাহারা অগ্নিনির্ব্বাপনের কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল, গ্যাসের ধুঁয়া তাহাদের শ্বাসরোধ করিয়াছিল। ফলে তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, ইহারা এক্ষণে সুস্থ হইয়াছে। ২নং হোল্ডের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। জল দিয়া তাহা একেবারে ডুবাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়

জাহাজের মালপত্র যথেষ্ট পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে। তবে জাহাজের বিশেষ কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না।

মাদারিপুরে ধরপাকড়

[illegible] পুলিস মাদারীপুরে ১৪৪ ধারা অনুসারে গত সরস্বতী পূজার গোলমাল সম্পর্কে [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে

বোম্বাইএ ভীষণ হত্যাকাণ্ড

[illegible] প্রকাশ, [illegible] বোম্বাই [illegible] ... [illegible] একজন [illegible] ... [illegible] ... এই ঘটনায় [illegible] ... [illegible] করিবার চেষ্টা করে।

পুলিসে ডাকাইতে

[illegible] ... [illegible] ... ডাকাতী [illegible] ... [illegible] পাওয়া গিয়াছে।

মুদ্রাযন্ত্রে খানাতল্লাস

[illegible] প্রকাশ, [illegible] মুদ্রাযন্ত্রে [illegible] খানাতল্লাসী হইয়াছে। [illegible] কর্তৃক [illegible] নামক [illegible] পুস্তকের [illegible] ... [illegible] গিয়াছে।

রেঙ্গুণে অগ্নিকাণ্ড

কারও পৌষমাস কারও সর্ব্বনাশ

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

[illegible] ... [illegible] দেখা যায় [illegible] হইয়াছে।

গঙ্গায় স্নানের ঘাটে দুর্ঘটনা

[illegible] ... [illegible] স্নান করিবার [illegible] ... [illegible] দুর্ঘটনা [illegible] ...

[illegible] ঘাটে একজন স্ত্রীলোক স্নান করিবার সময় স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আর পাওয়া যায় নাই।

শিয়ালদহে দুর্ঘটনা

বৈদ্যুতিক তার বিদীর্ণ

কুলীর জীবন রক্ষা

বিদ্যুতের তার ইত্যাদি সংস্কার করিবার [illegible], [illegible] নামক জনৈক কুলী [illegible], অকস্মাৎ হঠাৎ [illegible] বৈদ্যুতিক [illegible] আঘাত করে; ফলে ভীষণ শব্দে তার বিদীর্ণ হয়, সৌভাগ্যবশতঃ কুলী [illegible] রক্ষা পাইয়াছে। উক্ত [illegible] সোমবার আসানসোল এবং ঐ অঞ্চলে অনেক বাড়ীতে কিছুকাল বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল।

সম্রাটের ক্রমোন্নতি

[illegible] সংবাদে প্রকাশ যে, উক্ত দিবস বেলা [illegible] সম্রাট [illegible] ... [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] ... [illegible] উন্নতি [illegible] হইতেছে, [illegible] সকলেই সন্তোষপ্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার [illegible] একটু [illegible] কষ্ট [illegible] হইয়াছে, [illegible] ... [illegible] ... [illegible] প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] ... [illegible] ছিলেন।

এই নূতন [illegible] ... [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] একটু [illegible] হয়।

বৃটিশের সঙ্গে বাণিজ্য

রুশিয়ার পক্ষের নূতন সর্ত্ত

[illegible] ... [illegible] ...

[illegible] বৃটিশ [illegible] ... রুশিয়া, বৃটেন হইতে [illegible] পাউণ্ড মূল্যের জিনিষপত্র ক্রয় করিবে।

"টাইমস" পত্র এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, [illegible] ... [illegible] ... রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর [illegible] নির্ভর করে।

বিমান-পথের ট্যাক্সি

প্রতি মাইলে এক শিলিং ভাড়া

ইংলণ্ডের যে কোন স্থানে যাতায়াতের জন্য বিমানপথে চালিত ট্যাক্সি আগামী জুন মাস হইতে পাওয়া যাইবে। প্রতি মাইলের জন্য এক শিলিং করিয়া ভাড়া লওয়া হইবে। [illegible] পার্কে এরূপ ট্যাক্সির আড্ডা থাকিবে। এই পার্ক [illegible] পার্ক হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

ট্রেণ-বিভ্রাট

প্রকাশ, গত [illegible] একটা মালগাড়ী মেদিনীপুর ষ্টেশনে ও [illegible] ষ্টেশনের মধ্যে লাইনচ্যুত হইয়াছে। তাহার ফলে আপ্ [illegible] প্যাসেঞ্জার [illegible] বেলা [illegible] হইতে [illegible] অবধি দাঁড়াইয়া ছিল। অপর দিকে ডাউন [illegible] প্যাসেঞ্জার [illegible] ষ্টেশনে বেলা [illegible] হইতে দাঁড়াইয়াছিল।

মালগাড়ীর লাইনচ্যুত [illegible] ... [illegible] একখানি রিলিফ ট্রেণ [illegible] ঘটনাস্থলে রওনা হয়। অনেক [illegible] ইঞ্জিনীয়ার [illegible] ঘটনাস্থলে রওনা হইয়া যান। প্রকাশ, [illegible] ... [illegible] ... মেদিনীপুর সহরে চলিয়া আসেন।

[illegible] পর আপ [illegible] প্যাসেঞ্জার মেদিনীপুর ষ্টেশনে আসেন [illegible] ... [illegible] ... [illegible] গাড়ী [illegible] ... [illegible] প্রকাশ।

আজাদ [illegible] দুর্ভোগ

[illegible] ... [illegible] সম্পাদক [illegible] ... [illegible] ... কুষ্টিয়ার [illegible] খানাতল্লাসী করে। [illegible] সম্পাদকের [illegible]। প্রকাশ [illegible] পুলিশ কর্তৃক সম্পাদকের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগ আনা হইয়াছে। পত্রান্তরে প্রকাশ কোন [illegible] কর্মচারীর সরকারী কর্তব্য বিষয়ে [illegible] মানহানি-জনক উক্তি করায় নাকি এই মামলা দায়ের হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নদীয়া-প্রকাশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, গত [illegible] সংক্রান্তি উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় উক্ত দিবস নদীয়া-প্রকাশ বাহির হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ষ্ঠী বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৬

ভক্তি না কপটতা?

যাঁহারা জগদ্গুরু লোক-শিক্ষক-লীলাভিনয়কারী কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সনাতন শিক্ষাকে অনাদর পূর্ব্বক তাঁহার 'ভক্ত' বলিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়, তাহারা মুখে গৌরমান্য হইলেও অন্তরে ভয়ঙ্কর গৌরবিরোধী কপটী। এই কপটীদল আজ গৌরসুন্দর-প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মকে নানাপ্রকারে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ ইহারাই হইয়াছে বর্ত্তমান জগতে, বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণবের আদর্শ স্থল! 'ভক্তি' বলিতে যে কি বুঝিয়া বসিয়াছেন, তাহা তাহারাই জানে। আমরা সাধারণ লোকের 'ভক্তি' সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝি, তাহারা মনে করে, মালা-তিলক-ধারণ, হরিনামোচ্চারণে ভাবুকতা প্রদর্শন অর্থাৎ আকুপাঁকু ভাব, একটু কাঁদা কাটা প্রভৃতি থাকিলেই ভক্ত হওয়া যায়। কিন্তু ভণ্ডের দল ভক্তের অকৃত্রিম-প্রেম চেষ্টাগুলি যে কিরূপে কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। বুঝাইতে গেলেও বলিয়া উঠে, "আমাদের অত দেখিবার আবশ্যক কি? ভণ্ডই হউক, যাহাই হউক, ভগবানের নাম ত' করিতেছে? ইত্যাদি" তাঁহাদের এরূপ উত্তর শুনিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। ভগবানের নাম কে করিবে? বৈষ্ণবের প্রধানলক্ষণ—সরলতা; কপটতা বৈষ্ণবতার সম্পূর্ণ বিরোধী। সেই কপটতা থাকিতে বাহাই কেন ভক্তি-চেষ্টা প্রদর্শিত হউক, তাহা কেবল ভগবানকে উপহাস করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাদৃশ উপহাসকারীর দল নরকগামী হইয়াই থাকে, পরন্তু সেই উপহাসের যাঁহারা প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তাঁহারাও তাহাদের অনুগামী হন। শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে (পূ বি ২।১০৯১) লিখিয়াছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। নিষ্কপট সেবোন্মুখ অবস্থায় ভক্তের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁহারা স্বতঃই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কপটীরা 'ভাবুক' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কৃত্রিম অভ্যাস দ্বারা অশ্রু, রোমাঞ্চাদি আয়ত্ত করিয়া থাকে। সুতরাং অশ্রু পুলকাদিই যে সর্ব্বদা ভাবের লক্ষণ হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি স্বভাব-পিচ্ছিল-চক্ষু ভাবপ্রবণ দুর্ব্বল-হৃদয় লোক আছেন, তাঁহারা সামান্য একটু সুখ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেই অধীর হইয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহাদের অশ্রুপতনাদি ভক্তিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। তাহা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাদৃশ হৃদয় দৌর্ব্বল্যকে যদি কেহ 'ভক্তি' বলিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানের কখনও প্রশংসা করা যায় না।

আবার দেখা যায়, অতি মহানুভব ভক্তগণের চিত্ত হরিনাম কীর্ত্তনাদিতে দ্রবীভূত হইলেও তাঁহাদের বাহিরে অশ্রু-পুলকাদি প্রকাশিত হয় না। সুতরাং বাহিরের বেষ বা কৃত্রিম অশ্রু-পুলকাদি দেখিয়াই যাঁহারা ভক্তাভক্ত-বিচারের পক্ষপাতী তাঁহারা ভক্তকে অভক্ত ও অভক্তকে ভক্ত বলিয়া ভক্ত ও ভক্তিদেবীর চরণে ভয়ঙ্কর অপরাধ সঞ্চয় করেন।

যে সকল ব্যক্তি বৈরাগ্যবান ভক্তের বেষ ধারণ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে প্রকৃতি সম্ভাষণাদি করিয়া নামাপরাধ ও ধামাপরাধ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং যাঁহারা সেই সকল অপরাধীর অপরাধের প্রশ্রয়দাতা তাঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর কিরূপ অসন্তোষ, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ছোট হরিদাস-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর বৈরাগ্য প্রধান পরম বৈষ্ণব ভক্ত, ভগবান্ আচার্য্যের কথায় পরমা বৈষ্ণবী বৃদ্ধা-তপস্বিনী মাধবীদেবীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার জন্যই সূক্ষ্ম তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু উত্তমান্ন দেখিয়া তাহা কোথা হইতে কে আনিল জিজ্ঞাসায় যখন আচার্য্য-মুখে সমস্ত সংবাদ জানিলেন, তখন ভক্তবৎসল প্রভু আচার্য্যের সন্তোষের নিমিত্ত ভোজন-সমাপনান্তে নিজ গৃহে আসিয়া গোবিন্দকে আজ্ঞা দিলেন—

"আজি হৈতে এই
মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহাঁ
আসিতে না দিবা॥"

ছোট হরিদাস তাহা শুনিয়া অন্নজল ছাড়িয়া দিলেন। তিন দিন উপবাসী। স্বরূপাদি প্রভুপার্ষদগণ সকলে মহাপ্রভুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোন্ অপরাধ প্রভু
কৈল হরিদাস?
কি লাগিয়া দ্বার মানা,
করে উপবাস?

উত্তরে—

প্রভু কহে, "বৈরাগী করে
প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ
আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা
নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

মহাপ্রভু এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্রোধাবেশে স্থান ত্যাগ করিলে ভক্তগণ সকলেই মৌনাবলম্বন করিলেন। অন্যদিন ভক্তগণ আবার প্রভু সমীপে নিবেদন করিলেন, 'প্রভো, বৈরাগীর পক্ষে স্ত্রীসম্ভাষণ মহদপরাধ বটে, কিন্তু তোমার সেবার জন্য সেইরূপ অপরাধকে সামান্য বলিলেও বলা যায়। অতএব,—

অল্প অপরাধ, প্রভু, করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ॥

কিন্তু জগদ্গুরু লোকশিক্ষক নিরপেক্ষ বজ্রাদপি কঠোর ধর্ম্মসেতু রক্ষক প্রভু পাছে ভবিষ্যতে লোকে 'স্ত্রীসম্ভাষণাদি কারণেও মহাপ্রভু যখন ক্ষমা করেন, তখন আর ভয় কি?—এইরূপ মনে করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পাপ ও কাপট্য বিস্তার পূর্ব্বক কলিকলোচিত অবৈষ্ণব মত প্রচার করিতে পারে, তন্নিবারণার্থে নিজভক্ত হরিদাস সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর হইয়া বলিলেন, 'মন তাহা কখনই হইতে পারে না!'

প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
নিজকার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ যদি কহ, আমা না দেখিবে হেথা॥"

প্রভু কহিলেন—"প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী আমার অস্পৃশ্য ও অসম্ভাষ্য, তোমরা যদি তাহাকে প্রশ্রয় দিতে চাও, তাহা হইলে আমি তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিব।" ভক্তগণ প্রভুর লীলা চতুরতা জানিয়া সকলেই সশঙ্ক ও সলজ্জচিত্তে নিজ-নিজ কার্য্যে গমন করিলেন। মহাপ্রভুর এই লীলায় ভেকধারী সাধক ভক্তগণের চিত্তে এরূপ ভয় উপস্থিত হইল যে, তাঁহারা স্বপ্নেও স্ত্রীসম্ভাষণ ছাড়িয়া দিলেন—

"দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রীসম্ভাষণে॥"

এক বৎসর অতিবাহিত হইল, তথাপি মহাপ্রভুর অটল নিরপেক্ষতা দর্শনে হরিদাস প্রভু-সেবা-প্রাপ্তি-হৃদ্দপূর্ব্বক ত্রিবেণীতে আসিয়া দেহরক্ষা করিলেন। নবদ্বীপে শিবানন্দাদি ভক্ত আসিয়া হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু কহিলেন—"স্বকর্মফলভুক্ পুমান্॥" "প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।" অর্থাৎ ভেকধারী সাধক বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যজ্জন্মে নির্দ্দোষ হইবার জন্য ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত। আর নির্দ্দোষ হইবার ইচ্ছা না করিয়া আরও পাপের প্রশ্রয় দিলে ত' কোন জন্মেই নিস্তার লাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল শিক্ষা আলোচনা না করিয়া যে সকল মর্কট-বৈরাগী নিশ্চিন্ত মনে প্রকৃতি সম্ভাষণ করিতেছে ও জাল মাপ ও কাগজপত্র বগলে করিয়া লোকের নিকট ক্যাকড়াবে মাঠকে 'শ্রীধাম-মায়াপুর' বলিয়া প্রচার করিতেছে আর যে সকল ব্যক্তি তাহাদের সেই সকল অসৎকার্য্যের প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহাদের জন্য সত্যই কি ভীষণ স্থান রচনা করিতেছে, তাহা ভাবিতেও গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মহাপ্রভু যে সকল প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগীকে অসম্ভাষ্য, অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, বাক্যে বর্জ্জন করেন, তাঁহারা কোন উৎকট গৌরবিরোধী বুদ্ধিতে লোকের বাক্যালাপ করিতে সাহসী না হইয়া বাক্যালাপ করিতে, আলিঙ্গন করিতে 'ভক্ত' বলিয়া সম্মান দেন, ও আমরা তাঁহারা

গৌড়ীয়-সাহিত্য

বর্ত্তমান যুগক্ষেত্রে সাহিত্য-সৃষ্টির অন্ত নাই। যে দিকে তাকান যায়, সেই দিকেই সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্য-বৃষ্টি; প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক নগরে, উপনগরীতে, পল্লীতে পল্লীতে প্রতিষ্ঠানে কত সাহিত্য প্রকাশ হইতেছে। সে সাহিত্য কত প্রকার, আদৃত, প্রশংসিত, সমালোচিত, সমালোচিত, প্রচারিত ও প্রসারিত হইতেছে। আর কত না সুন্দর অক্ষরে, চিত্রে,বর্ণে মণ্ডিত, সজ্জিত, বিচিত্র হইয়া লোকচিত্ত রঞ্জন করিতেছে। আমরা যাহা চাই, আমাদের যেই ইন্দ্রিয় তর্পণে উদ্দীপ্ত হইতেছে বলিয়া সেই সকল সাহিত্য আমাদের আদরের বস্তু। রোগীর কাছে কুপথ্য রুচিকর—ঔষধের আদর নাই। কিন্তু রোগ বোধ হইলে ঔষধের যতটুকু আদর ততটুকু আদরও আমাদের নাই, কেননা, আমাদের অধিকাংশেরই রোগ বোধটুকু পর্য্যন্ত নাই।

অচৈতন্য বিশ্বমানবের সাহিত্য হইতে চৈতন্য-বিগ্রহের সাহিত্যের—অগৌড়ীয় সাহিত্য হইতে "গৌড়ীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আমরা অনেকে ভাবিতে পারি না অথবা ভাবিবার জন্য কোনও চেষ্টা করি না। যিনি অচৈতন্যের অগৌড়ীয় সাহিত্যের প্রচার—অচৈতন্য সাহিত্যের প্রচার আর "গৌড়ীয়" একাকী এক বিরাট প্রতিপক্ষের প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া চৈতন্য-সাহিত্যের একমাত্র প্রচারক তিনিয়া জগৎ সকলে যে সাহিত্যে অনুরাগ অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছেন—তিনিয়া রহিয়াছেন প্রতিনিশ্বাসে প্রশ্বাসে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার—সঙ্কল্পবিকল্পে, যাহার অনুশীলন করিতেছেন, সেই সাহিত্য সমুদ্রের মধ্যে অসীম সাহসে একাকী অচল অটলভাবে অবস্থান করিতেছে প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা লইয়া দাঁড়াইয়া "গৌড়ীয়"।

"গৌড়ীয়ের অসীম সাহস, অভূতপূর্ব আশা, আকাঙ্ক্ষা, আশা, ভীষণ প্রতিজ্ঞা যাহা জগতে অন্য সম্ভব নহে। সমগ্র লোকসমাজের বিরুদ্ধে যে ভাব ভাষা, বিজ্ঞান অভিজ্ঞান, বিদ্বজ্জনের প্রতিকূলে, যে বিষয়ের সাহিত্য-প্রচার করিবার সাহসের কথা, তাহা সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না।

নেব ভাবিতে পারি না। ... দেশের লোক মনঃপ্রাণ দিয়া জীবনের যাহাদের মহাজনের নিকেতনে অবমাননা পূর্ব্বক অপরাধ করে এবং সেই অপরাধকে অপরাধ বলিয়া জানাইতে চাহে, তাহাদের মত ভয়ঙ্কর গৌরবিরোধী সম্প্রদায় আজও বর্ত্তমান হইয়া গৌড়ীয় বিমুখ হয়, উচিত নহে।

আমরা বর্ত্তমান যুগকে "বিচারযুগ" বলি আর অনেকেই বিচারের পক্ষপাতী, অবিচারের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু এ বিচারটি কি আমরা কার্য্যকালে সব সময় ঠিক রাখিতে পারি? অচৈতন্য সাহিত্য রাশি রাশি কত সময়, কত অর্থ, কত শক্তি ব্যয় করিয়া পাঠ করিয়াছি ও করিতেছি কিন্তু সেই সাহিত্য আমাদের জীবনের সার্থকতা কতটুক করিয়াছে, তাহা কি আমরা আমাদের "বৃথা কার্য্যে গত বাক্য" চলন্ত জীবন যাবের নেমি কত কালের জন্য স্তব্ধ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি? যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোময় ধাম অর্থাৎ কবীন্দ্রীর প্রভাব নিত্যানন্দের নবোদয় স্তব্ধ হইয়া বাস্তব বস্তুর নিত্যতায় পরিণত হইবার আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছিল, সেই নৈমিষ-সাহিত্য—যাহা গৌড়ীয়-সাহিত্যের আকর, তাহা কি আমাদের অনুধাবনের বিষয় হইয়াছে? সেখানে বাতীত কোন চেষ্টার নৈমিষ সাহিত্য বা গৌড়ীয় সাহিত্য প্রকাশিত হন না, সঙ্গোপনে থাকেন। নৈমিষ-সাহিত্য সুন্দরী—সজ্জনতোষণী, তাহাই গৌড়ীয় সাহিত্যের জননী! যাহা সজ্জন-তোষণী তাহা কখনও অগৌড়ীয়-সাহিত্য-কামিনীর ন্যায় ব্যভিচারিণী নহেন। তাহা কৃষ্ণপ্রণয়া, সজ্জনসেবিতা।

যে যুগে অগৌড়ীয় সাহিত্য জগতের সর্ব্বস্থান, সর্ব্বকাল, ও সর্ব্বপাত্রের চিত্ত বিলুণ্ঠিত করিতেছে, সেই দুর্গমযুগে কোনও এক অভিনব আচার্য্যের গৌড়ীয় সাহিত্য প্রচারের অসামান্য ও অভূতপূর্ব্ব চেষ্টা হইতেছে। অগৌড়ীয়-সাহিত্যের শব্দরাশি—যাহা আমাদিগকে জড়াভিনিবেশে প্রবল করায়—আমাদিগকে মনুষ্যত্বটুকু হইতেও পতিত করিয়া ক্রমে পশুত্বে লইয়া যায়, পশুত্ব হইতে ক্রমে অচেতন প্রস্তরত্বে পরিণত করিয়া ছাড়ে, জগতে সেই অচৈতন্য-সাহিত্য-শব্দ রাশির কোনওদিন অভাব নাই। কিন্তু নৈমিষ সাহিত্য, গৌড়ীয়-সাহিত্য, যাহার এক একটী শব্দ—শব্দ নহে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, বৈকুণ্ঠ,—যাহা আমাদিগকে জড়তা হইতে মুক্ত করিয়া চেতনরাজ্যে লইয়া যায়—যাহা নিত্য সেবনীয়, জড় জগতে যাহা পরম কল্যাণময় ভগবদ্ অবতার—জড় জগতে যাহা আমাদের পরিত্রাণ বৈকুণ্ঠ বৈয়াসিক-সাহিত্য—সেই গৌড়ীয়-সাহিত্য শব্দরাশির কোন নিষ্কাম করিয়া—নৈমিষ সাহিত্য— গৌড়ীয় সাহিত্য, সজ্জন-সাহিত্যের শব্দরাশি বৈকুণ্ঠ-সুধায় পরিপূর্ণ করিয়া জগৎকে বিতরণ অর্থাৎ অচিন্ত্যভাবে যে স্থানে ইতর-রোগের শব্দরাশিতে জর্জরিত সে স্থানে শব্দব্রহ্মের নবী আনয়ন পূর্ব্বক ইতর কোলাহলকে থামাইয়া দিবার যাঁহার সাধ—এত বড় বদান্যতা যাহা কোথাও কোনযুগে প্রকাশিত হয় নাই—যাহা স্বয়ং ভগবানেরও অভিপ্রায়, বাণী ভাণ্ড অপরে দান করিতে পারেন না—বিশ্বম্ভরের সরস্বতী ব্যতীত যে চিন্ময়-ভাণ্ডার অর্থাৎ অর্থাৎ সরস্বতীপতি বিশ্বম্ভর গৌরহরি বাহা অপরের দান করিবার ক্ষমতা নাই—সেই শব্দ আমাদের কোন প্রশ্ন প্রচারিত হইলে আজ জগতের কত বড় কাজ হইত।

আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতি সঙ্কীর্ণ, ঘৃণা, হেয় দৈহিক স্বার্থের জন্য আত্মকল্যাণ ও বিশ্বকল্যাণের বিরাট প্রতিষ্ঠান, যাহা পরদুঃখদুঃখী মহাবদান্যবর প্রভুপাদ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা কি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য? নৈমিষ-সাহিত্যে আজ জগৎ প্লাবিত হউক, তাহা হইলে নিজেদের দেহ সুখের জড়তায় প্রমত্ত হইয়া থাকিবার আপাত মধুর অচিৎ শব্দরাশি আর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না— গৌড়ীয়-সাহিত্য-শব্দরাশি চতুর্দিকে মন্দাকিনী বর্ষাধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে থাকুক, তাহা হইলে আর অগৌড়ীয়-সাহিত্যের জড় শব্দরাশি আমাদিগকে মায়ামরুতে মরীচিকার ছায়া ছবি দেখাইয়া মুগ্ধ করিতে পারিবে না, সজ্জনতোষণী-সাহিত্য-সুন্দরী সজ্জনগণের অন্তর কন্দর হইতে সম্প্রদায়ের ন্যায় শীঘ্র হইয়া জগৎ মঙ্গল উষার উদ্বোধন করুক, তাহা হইলে আর দুর্জ্জন-তোষণী সাহিত্য-কামিনী অর্থাৎ আমাদের দুর্লভ জীবনের আদর্শের উপর কাল যবনিকা টানিয়া দিতে পারিবে না—নদীয়া-প্রকাশ সাহিত্য আজ "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম" সর্ব্বত্র নদীয়াপ্রকাশকে প্রকাশিত করুন, নদীয়াপ্রকাশ-প্রকাশকে প্রকাশিত করুন, তাহা হইলে আর পাথিব চিন্তাস্রোতের অমানিশার বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না, গৌড়পুরের পূর্ব্বশৈলে সমুদিত স্বয়ংপ্রকাশ নদীয়াপ্রকাশভাস্করের চিৎপ্রভায় আমরা উদ্ভাসিত হইতে পারিব, তাহাতেই সাহিত্য আজ বিশ্বমহাভারতীর ঐকতান নিঃস্বন বাজে বাজে ঘোষণা করিয়া জড় তাণ্ডবের—জড় বিশ্বের মোহনিদ্রা টুটাইয়া দেউক। গৌরসুন্দরের বাণীর মনোভীষ্ট পূরণ সেবায় কবে কৃতসংকল্প হইব—কবে ক্ষুদ্র স্বার্থ—ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্র দেহেজড়তা ক্ষুদ্র দুষ্টতা, ক্ষুদ্র হৃদয় দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্র অদর্শ—ক্ষুদ্র কর্ম্মীর আদর্শ, ক্ষুদ্র জ্ঞানী হওয়ার আদর্শ—ক্ষুদ্র যোগী তপস্বী হওয়ার আদর্শ—ক্ষুদ্র অন্যাভিলাষ প্রাগলভ্য—যাবতীয় ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া গৌরসুন্দরের বাণীর সেবায় নিযুক্ত হইব। গৌরসুন্দরের বাণীর সেবাই শ্রীকৃষ্ণ গৌরসুন্দরের সেবা—গৌরসুন্দরের বাণীকে অনাদর করিলে কখনই গৌরসুন্দরের সেবা হয় না—গৌড়ীয়ের সেবা হয় না। গৌরসুন্দরের বাণীই—গৌড়ীয়, গৌরসুন্দরের বাণী—চেতনময়ী,—গৌরসুন্দরের বাণী,—ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি—গৌরসুন্দরের বাণী "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

গৌরসুন্দরের বাণী—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু-কৃষ্ণাভক্ত আর॥

গৌরসুন্দরের বাণী—

তাঁ'কে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

গৌরসুন্দরের বাণী—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস"

গৌরসুন্দরের বাণী—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ... ॥

গৌরসুন্দরের বাণী—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'গৌড়ীয় সাহিত্য'—আচার-প্রচারই গৌরসুন্দরের বাণী—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী। 'সহিত'-শব্দ ষ্যঞ প্রত্যয় করিয়া 'সাহিত্য' শব্দ নিষ্পন্ন; 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ সহিত বা সঙ্গে অবস্থান, সংসর্গ, এক ক্রিয়ান্বয়িত্ব সুতরাং "গৌড়ীয়-সাহিত্য" অর্থে 'গৌড়ীয়ের' বা শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব গুরুর সঙ্গে নিরন্তর অবস্থান; সর্ব্বাবিধ দুঃসঙ্গ সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ীয়ের সংসর্গ; গৌড়ীয়ের সহিত এক ক্রিয়ান্বয়িত্ব অর্থাৎ গৌড়ীয় বা বৈষ্ণবের আচার অনুসরণ, ... শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী—

"রাধা কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এই মাত্র ভিক্ষা চাই।"—ইহাই 'গৌড়ীয়-সাহিত্য'।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আচার ও প্রচারই আচার্য্যের আচরণ। তিনি জড়দেহাত্মবাদী নহেন, পরিপূর্ণ চেতনের সেবা-প্রকাশ-বিগ্রহ সুতরাং সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানের অংশ জীববৃন্দকে একমুহূর্ত্ত ও অন্যকার্য্যে অবসর দিবার প্রবৃত্তি আচার্য্যে নাই। কৃষ্ণসেবাবিমুখ নিত্য কৃষ্ণদাসগণের দুর্দ্দশামোচনের জন্য আচার্য্যদেবের বিশেষ অনুভব। তাই আপনি নিরন্তর সেবাদর্শ দেখাইয়া বিশ্বের যাবতীয় জীব, জড় এবং যাঁরা কিছু সকলকেই সেই অখিলরস কোথাও ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণনামের মুক্তিদাতা আচার্য্যবৃন্দ ... শ্রীকৃষ্ণের।

আচার্য্যগণ আত্মসমর্পণ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারাই করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ঐগুলি তাঁহার নিজস্ব বলিয়া অভিমান করেন না। ঐগুলি লইয়া এই বিশ্বে বিশ্বব্যাপী সাম্যবর্দ্ধক যাবতীয় কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক কালে দেখা যায় যে, জীবের অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি তাহার বদ্ধাবস্থার বিচরণভূমিকা হইতে উন্নত ভাবে যাইবার সাহায্য না করিয়া এই খানেই থাকিবার সুযোগ করিয়া দেয়। কিন্তু পাদস্পর্শকারী নিত্যধাম হইতে আগত শ্রীআচার্য্য ঠাকুর, নিজেশবাসী বহু জনগণের সম্মুখে জীবকুলের সেই প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিঃশ্রেয়স লাভেরই অনুকূল করিয়া দেন। তিনি আমাদেরই মঙ্গলের জন্য আমাদিগের নিকট বলেন,—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

অর্থাৎ ওহে নিত্যকৃষ্ণদাস জীব! তুমি শ্রীভগবানের নিত্যসেবক। তুমি তোমার প্রভু-সেবা ছাড়িয়া এই জগতে কতই না কষ্ট পাইতেছ! যদিও আপাতঃ সুখ-ভোগের প্রমত্ত তুমি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার অবকাশ পাইতেছ না, তথাপিও তোমার নিত্যমঙ্গলার্থী আমি বলিতেছি যে, ঐ প্রকার কার্য্য ছাড়িয়া তুমি তোমার নিজকার্য্য শ্রীহরি-সেবায় নিযুক্ত হও। দেহ ও মন তোমার স্বরূপের আবরণ; সুতরাং তাহাদের কার্য্য—ভোগাদি, তোমার নিজকার্য্য নহে। তুমি আর ভাগ্যহীনদের মত যে দুর্লভ মানবজন্ম, কষ্ট-লব্ধ অর্থ, প্রাণ-প্রবৃত্তি ও বাক্য নিযুক্ত করিতেছ, সেইগুলি হরিসেবায় লাগাইয়া অন্যের সার্থকতা, অর্থের সার্থকতা, বুদ্ধি ও বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন কর। নিজে সর্ব্বদা প্রভুর সেবা কর ও প্রভুর সেবা-প্রার্থী সেবককুলকে প্রভুর সেবায় নিয়োগ কর। ইহাই স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা, ও নিঃস্বার্থপরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে নিজকে হিংসা করে সে নিশ্চয়ই অপরকে হিংসা করে, যে নিজে বঞ্চিত সে অপরকে বঞ্চনা করে, কিন্তু যিনি আত্মদ্রোহী নহেন তিনি অপরকেও সে সুযোগ দেন না। যিনি নিজেকে বঞ্চনা করেন না তিনিই প্রকৃতপক্ষে অপরকে ভালবাসেন।

আচার্য্য একরূপে কখনও না আমাদিগকে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতেছেন তাহা তদনুগত জনগণের কৃপায় ভাগ্যবান্ জনগণই উপলব্ধি করিতে পারেন। সার্ব্বভৌমিক সম্প্রদায় আচার্য্যের এই আচরণে দোষ বই গুণ দেখিতে পায় না।

এই শ্রীনবদ্বীপ, ধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম মহামহোৎসবে শ্রীআচার্য্যদেব উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলকেই কিরূপ ভাবে সুষ্ঠু পরিক্রমা করাইয়া শ্রীনাম পরিক্রমায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা দেখিতে বা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই। গৃহস্থাদিতে নিয়মচিহ্ন, হরিকথা-শ্রবণ-সুযোগ-অপ্রাপ্ত জনগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া শ্রীধামে সপরিবারে থাকিবার স্থান, দু'বেলা উদর ভরিয়া মহাপ্রসাদ সেবন ও সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা শ্রবণের সুযোগ দিতে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ব্যতীত আর কে আছেন? একথা বিজ্ঞাপনের কথা নহে—ভাবিবার কথা—মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবার কথা এবং অবশেষে সেই আচার্য্যের শ্রীচরণে একান্ত অনুগত হইবারই কথা।

পরম করুণা-বারিধি জীবোদ্ধারকারী শ্রীগুরুদেবের পতিত-পাবন লীলা চমৎকারময়ী। জীবের প্রতি করুণাবিতরণ লক্ষ্য তাঁহাতে সহজ ভাবে বর্ত্তমান; কোন কারণে কয়েক দিনের জন্য নহে। পরিক্রমায় আহূত সজ্জনমণ্ডলী যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা কারণবশতঃ যোগদান করিতে পারেন নাই, এই উভয় শ্রেণীর নিকট শ্রীহরি কীর্ত্তন করিবার জন্য আচার্য্য ব্যাকুল হইয়াছেন। এই ব্যাকুলতা তাঁহার নিত্য-স্বভাব। তাই তিনি তাঁহার অনুগত জনগণকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আদেশবাণী

'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।'—

এই বাক্যটীর যথার্থ্য সম্পাদন করিতেছেন।

মুর্শিদাবাদ

ত্রিদণ্ডি অগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মুর্শিদাবাদে বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া পাষাণ-হৃদয় ও বিগলিত হইতেছে।

মেদিনীপুর

যুক্ত বৈরাগ্যের আদর্শ-মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী-মহারাজ মেদিনীপুরের চিকন্দিয়া বাসুদেব-পুর গ্রামে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তথাকার শ্রীভাগবত-জনানন্দমঠে শ্রীপাদ ভাগবত-জনানন্দ প্রভুর চতুর্থ বার্ষিক বিরহ মহোৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। শ্রীভগবান্ নিজ-মুখে বলিয়াছেন যে—'আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।' তাই আচার্য্যানুগত্যে শ্রীল পুরীমহারাজ স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিয়া জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখাইতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য-মহারাজ মেদিনীপুর ঘাটাল অঞ্চলে শ্রীগৌর অবিদ্যাহরণ প্রভৃতি সদ্যোগে জীবের অনাদিকালের অবিদ্যাহরণ-কাহিনী চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগৌর প্রধান্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রিয় বহু সজ্জন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র-পুরীতে গমন করিয়াছেন। সকল জীবপ্রভুর লীলাস্থলীতে প্রভু-সেবা করিতে খুব অল্প সংখ্যক লোক গমন করিয়া থাকেন। সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে কৃষ্ণ-লেখা কোটির মধ্যে একজনেরও দর্শন সৌভাগ্য হয় কিনা সন্দেহের বিষয়। এহেন ক্ষেত্রে একদিন শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিয়া জীবের পরম-প্রয়োজন-ক্ষেত্রের সন্ধান দিয়াছেন। কিন্তু শরীর-সুখ-প্রয়াসী জনগণের চিত্তে সেই স্মৃতি জাগাইয়া জীবের নিত্য মিলনকালের ব্যবধান দূর করিবার নিমিত্ত আচার্য্যের প্রাণ কাঁদিয়াছে তাই তিনি অন্য এবার বৈশাখ স্বয়ং তথায় গমন করিতেছেন।

'আচার','প্রচার'-নামের অর্থ 'দুই' কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠ,

চিকন্দিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

বিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমেতৎ—

আগামী ২৮শে বৈশাখ ১৩২৯ সাল, ১১ই মে শনিবার ও তৎপর দিবস প্রশংসিত মঠে গোলোকধামপ্রাপ্ত **শ্রীভাগবত-জনানন্দ প্রভুর চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব হইবে।** এতদুপলক্ষে ইষ্টগোষ্ঠী, হরিকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহামহোৎসবে সকল ভাগবতগণের যোগদান প্রার্থনীয়। প্রাচীন শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বিবেকভারতী মহারাজ এবং আরও কতিপয় বক্তা উৎসবে যোগদান করিবেন। অতএব মহাশয়গণ এই মহোৎসবে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দের বিষয় হয়

তাং ২২ চৈত্র, সন ১৩৩২ সাল

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী (ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)
শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী
শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী।

নানা কথা

ত্রিপুরা নবদ্বীপলাইট
রেলওয়ে
আলোর অভাব

শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে বিস্তর যাত্রী যাতায়াত করিয়া থাকেন। স্থানীয় লোক ব্যতীত শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনার্থী ভারতের নানাস্থান হইতে যাত্রীগণ কৃষ্ণনগর সিটীতে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া এই ন্যারো রেলওয়ে দ্বারাই নবদ্বীপ আসিয়া থাকেন।

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট পুনঃ পুনঃ লেখার ফলে দেখিতে পাইতেছি, কয়েক দিন যাবত প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী ও মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে আলোর বন্দোবস্ত হইয়াছে কিন্তু বড়ই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আজ পর্যন্ত কোনও আলোর বন্দোবস্ত হইল না। অধিকাংশ যাত্রীই তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন। অথচ সেই গাড়ীতে আলো নাই। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বোধ হয় অবিদিত নহে যে রাত্রিকালে চোর, গুণ্ডা, লম্পট, ঠগ প্রভৃতি অসচ্চরিত্রের লোক গাড়ীতে আসিয়া যাত্রীগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে পারে, এমতাবস্থায় তাঁহারা গাড়ীতে আলোর বন্দোবস্ত না করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাত্রিগণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে? আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ সকল শ্রেণীর গাড়ীতেই অতি সত্বর আলোর বন্দোবস্ত করিবেন।

ফিলিপাইনে ভীষণ ষড়যন্ত্র

প্রকাশ, পুলিশের চেষ্টায় ফিলিপাইন বাসীদের মধ্যে এক ভীষণ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ [illegible] স্থানে হানা দিয়াছিল। ফলে অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ ও বিদ্রোহমূলক সাহিত্য ধরা পড়িয়াছে। পুলিশ এই সঙ্গে [illegible] ফিলিপাইনবাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

যে সমস্ত চিঠিপত্র পুলিশের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মার্কিন গবর্ণমেণ্ট শাসনের [illegible] আমাদের অস্ত্র শস্ত্র [illegible] সরকারী [illegible] করা এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বনের আয়োজন হইয়াছিল।

যাহারা এই বিদ্রোহে যোগ দিতে চাহিয়াছিল [illegible] নিকট হইতে [illegible] গ্রহণ করা হয়। এই [illegible] বিদ্রোহের কার্য্য [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible] ধরা পড়িয়াছে।

আমানুল্লার ভাগ্য

পরাজয়ের কারণ

মিঃ এম, আবদুল্লা নামক [illegible] 'এডভোকেটের সংবাদ' [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] তিনি [illegible] বৎসর [illegible] সরকারের অধীনে কা[illegible] ছেন এবং [illegible] বৎসর [illegible]।

[illegible] তারিখে [illegible] দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিনিধির [illegible] এক আশ্চর্য্য সংবাদ দিয়াছেন। [illegible] আমানুল্লা যখন শেষ কান্দাহারে যান, তখন লোকে তাঁহার [illegible] সেরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। হঠাৎ [illegible] কোন লোক [illegible] সমর্থ হন নাই। সেইজন্য তিনি এক দিন জুম্মা নামাজের সময় ঘোষণা করেন যে, তিনি [illegible] এবং ২৪শে [illegible] জনসাধারণকে হজরত মহম্মদের পবিত্র জামা দেখাইবেন। এই পবিত্র জামা গত ২ শতাব্দীকাল কোন জীর্ণ বাক্সের মধ্যে চাবী দেওয়া পড়িয়াছিল; লোকে তাহা দেখিবার সৌভাগ্য পায় নাই। এই জামার বাক্স সম্বন্ধে আফগান জনসাধারণের ধারণা এই—কোন চাবী খুলিতে পারিবে না হজরতের এই জামা অতিমানবের নিকট বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। [illegible] নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ জামা দেখাইবার জন্য কান্দাহারের উপকণ্ঠে ময়দানে ৫০।৬০ হাজার লোক সমবেত হয়।

আমানুল্লা ২ ঘণ্টা কাল চেষ্টা করিবার পর ঐ বাক্স খুলিতে সমর্থ হন, তাহার পর সেই পবিত্র জামা [illegible] তিনি সেই [illegible] দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে [illegible] করেন।

আমানুল্লার দৈন্য

আমানুল্লার ঐ বাক্স খুলার সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সে সংবাদে [illegible] যে আমানুল্লা তাহার নষ্ট সিংহাসন পুনরাধিকার করিতে সমর্থ হইবে [illegible] দিন [illegible] [illegible] ভাবিয়াছে [illegible] লোকে দলে দলে তাঁহার পক্ষ যোগদান করে।

[illegible] কান্দাহারের [illegible] গভর্ণর [illegible] [illegible] খাঁ ও [illegible] আব্দুল আলিকে লোকে [illegible] [illegible], আমানুল্লা তাঁহাদিগকে [illegible] [illegible] লোকে তাঁহার [illegible]।

ঐ বাক্স খুলা [illegible] সকল চেষ্টা আমানুল্লার বিদেশী [illegible] তাঁহারাও তাঁহার অনুকূল হয়। যাঁহা তাঁহার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] সংগ্রহ করিতে থাকে। [illegible] দশ সপ্তাহের মধ্যে দশ হাজার লোক [illegible] হয়।

আমানুল্লা ১৫ হাজার সৈন্য লইয়া কাবুল যাত্রা করিয়াছেন কিন্তু পথে তিনি অনেক সৈন্য হারান। [illegible] তাহার সৈন্যদলে ৫০০ জন সৈন্য [illegible] হইবে। আর বাচ্চার সৈন্যদের অধিকাংশের মধ্যে [illegible] আছে, [illegible] নাই। [illegible] সকল কান্দাহারে আমানুল্লার কথা হইয়াছে তাঁহার অনেক কামান আছে তবে গোলা বারুদ নাই, [illegible] [illegible] তিনি [illegible] বড় কামান [illegible] ছিলেন তাহা এখন বাচ্চা সাকাওয়ের হাতে বিশ্ব বাচ্চার অধীনে কোন গোলন্দাজ [illegible] [illegible] অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

লোকে মনে করে, রুশিয়া আমানুল্লাকে সাহায্য করিতেছে। আমানুল্লা যে [illegible] সাবধান, পাছে বৃটিশ আফগান ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, এ আশঙ্কায় তিনি কাহারও কোন সাহায্য লন নাই।

'নব-জীবন সঙ্ঘ'

গত ১১ই এপ্রিল রাত্রিতে নিখিল [illegible] 'নবজীবন সঙ্ঘের' দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। কানপুরের মিঃ [illegible] ভারতীয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত [illegible] প্রতিনিধিবৃন্দকে সম্বর্দ্ধনা করিবার প্রসঙ্গে এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া বলেন, যুবক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য সামাজিক, আর্থিক ও অন্যান্য সকল প্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করা।

প্রেসিডেণ্ট তাঁহার অভিভাষণে পর্দ্দা প্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া খদ্দর পরিধান করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া তাঁহার অভিভাষণে অনেক প্রণিধানযোগ্য কথার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারের সংস্কার করা একান্ত আবশ্যক।

পেশোয়ারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১২ই এপ্রিল রাত্রিতে পেশোয়ারে একটা অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হওয়ায় [illegible] দোকান ও ২টি বাটী ভস্মীভূত হইয়াছে। দমকল এবং মিলিটারী ও কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের চেষ্টার ফলে উক্ত আগুন নির্ব্বাপিত হয়। অনুমান এই দুর্ঘটনার ফলে ১০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

সাইমন সপ্তকের বিলাত যাত্রা

গত ১৩ই এপ্রিল স্যর জন সাইমন এবং সাইমন কমিশনের অন্যান্য সদস্য, সেক্রেটারী ও সহকারী সেক্রেটারী, ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটীর সভাপতি স্যর শঙ্করণ নায়ার ও সেক্রেটারী [illegible] বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। [illegible] বোম্বাইয়ের অধিবাসীবৃন্দ জাতীয় সপ্তাহের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য গঠনমূলক রাজনৈতিক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিদায়কালে কোন প্রকার আন্দোলন করা হয় নাই।

বিদায়কালে সরকার পক্ষ হইতে স্যর জন সাইমনকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে এবং তিনি উত্তরে [illegible]কে বলিয়াছেন যে ভারত ত্যাগ করিতে হইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইলেও বাইবার সময় তিনি আনন্দলাভ করিলেন।

বিদায়কালে স্যর জন সাইমন বড়লাটকে যে তার করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ এই—

'নানাস্থান হইতে অপরিসীম সহৃদয়তা লাভ করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞহৃদয়ে আমি ও আমার সহকর্মিগণ ভারত ত্যাগ করিতেছি। আমরা আমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি। ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে ভবিষ্যতে সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব বজায় উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে কিছু প্রদান করিবার জন্য এ মাসের পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইতে যাইতেছি।'

বড় লাটের অর্ডিন্যান্স জারী

অর্ডিন্যান্স জারীর জন্য গত ১৩ই এপ্রিল ভারত গেজেটের অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্সের নাম হইয়াছে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের বলশেভিক বিতাড়ন অর্ডিন্যান্স। অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের বিষয় প্রচারিত হইতে বাধা দেওয়াই এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য। বলশেভিক বিতাড়ন বিলটি সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক যে ভাবে সংশোধিত হইয়াছে, তাহাই অর্ডিন্যান্সে পরিণত হইয়াছে। ইহার সহিত বড়লাটের এক বিবৃতি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে অর্ডিন্যান্স জারী পর্য্যন্ত হওয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং বড়লাট গত শুক্রবার ব্যবস্থা পরিষদে উহা জারী করার সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, ঠিক সেইরূপ কারণই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সম্রাটের স্বাস্থ্যোন্নতি

গত ১১ই এপ্রিল প্রাতে প্রধান উজীর, [illegible] বাকিংহাম প্রাসাদে [illegible] সম্রাট ক্যান্টারবেরীর বড় ধর্ম্মযাজক [illegible] 'প্রাইভি কাউন্সিল' [illegible] করিয়াছিলেন।

[illegible] [illegible] দিয়া [illegible] [illegible] সিবাসে থাকিয়া অতিবাহিত করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং অপরাহ্নে [illegible] [illegible] [illegible]। তিনি প্রাসাদে লণ্ডনে রওনা হইবার পূর্ব্বে [illegible] সম্রাটের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন।

অপরাহ্নে স্যর [illegible] [illegible] বাকিংহাম প্রাসাদে গিয়া [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] পোষাক প্রয়োগ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে শিক্ষার বিস্তার

বর্ত্তমান সরকারী বৎসরে স্থানীয় কর্পোরেশন শিক্ষা বিভাগের ব্যয় আরও ৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা [illegible] মোট ১০ লাখ ২৪ হাজার টাকা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। নূতন স্কুল বাড়ী ও তাহার আসবাবপত্রের জন্য কর্পোরেশন আরও ১৪০ লক্ষ টাকা ঋণ লইবেন। নূতন ৫১টি স্কুল খোলা হইবে এবং অস্থায়ীভাবে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। নূতন স্কুলগুলি খোলা হইলে স্কুলের সংখ্যা মোট [illegible]টি হইবে।

জেলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

লাহোরের ১২ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, মণ্টগোমারী জেলের ৮জন শিখ কয়েদী স্থানীয় বাহরা জেলের একজন পাঠান-ওয়ার্ডার ও অন্যান্য ওয়ার্ডারের অধিক [illegible] [illegible] হইয়াছিল। [illegible] শিখ [illegible] বৎসরের, তিনজন ৫ বৎসর [illegible] একজন তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অবশিষ্টরা এ অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ও মাস পূর্ব্বে জেলের একজন পাঠান কয়েদী একজন শিখ কয়েদীকে আক্রমণ করিয়া তাহার নাক কাটিয়া লয়। ঐ শিখটি পরে [illegible] ঘটনার প্রতিশোধ লইবার [illegible] [illegible] শিখ কয়েদীরা [illegible] পাঠানকে আক্রমণ করিয়া [illegible] এবং [illegible] আরম্ভ করে।

'আগমনী' প্রেসের মুক্তি

গত বুধবার [illegible] [illegible] এস, পি, সাহেব [illegible] [illegible] ছাপাখানা খুলিয়া দিয়াছেন [illegible] প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সারকথা

মর্কটবৈরাগীর প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
(চৈঃ চঃ অঃ [illegible])

প্রভুর নিত্য আবির্ভাব-স্থান

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্তনে।
শ্রীবাস-কীর্তনে আর রাঘব-ভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥

গঙ্গাস্নানাপেক্ষা বৈষ্ণবসঙ্গ শ্রেষ্ঠ কেন?

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ বলেন, মম বৈষ্ণব পরাণ॥
(ঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনা)

শরণাগত ভক্তের লক্ষণ কি?

শরণাগত অকিঞ্চন এক লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
(চৈঃ চঃ মঃ ২২, [illegible])

জীবের একমাত্র কর্তব্য

এই পারত্রিকাম [illegible] প্রাকৃতিক মরজগতে আধ্যাত্মিক [illegible] প্রপীড়িত ও অশান্তি-সাগরে নিমগ্ন [illegible]-গ্রস্ত মায়ামুগ্ধ জীবগণ সুখশান্তির আশায় লালায়িত। কিন্তু এ সংসারে ঐ বস্তুটীর একান্তই অভাব। তাহার কারণ একমাত্র কৃষ্ণবহির্মুখতা।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

কৃষ্ণকে ভুলিয়া জীব নিজে ভোক্তা সাজিয়াছে। তাই আজ মায়া তাকে সংসার-দুঃখে পীড়ন করিতেছে। সুতরাং মরুভূমিতে জল অন্বেষণের ন্যায় এই দুঃখপূর্ণ সংসারে সুখ কোথায় পাইবে?

অনেকে সুখের নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে। নিজের চেষ্টায় না হইলে [illegible] দেবদেবীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করে। আবার কেহ কর্ম, কেহ জ্ঞান, কেহ বা যোগাদির অনুষ্ঠান করিয়া ঐ সকলকে ধর্ম জ্ঞানে ঐহিক, পারত্রিক মঙ্গললাভের চেষ্টা করে, কিন্তু [illegible] চেষ্টা হয় [illegible] অনুষ্ঠান সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও [illegible] বিধিমাত্রই আত্মমঙ্গলকর নহে, [illegible] পরিণত হয়। তাই [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"

অতএব [illegible] যাহাকে ধর্ম বলিয়া থাকে, তদ্দ্বারা যদি [illegible] রতি উৎপাদিত না হয়, তবে বিনা সন্দেহ তাহাকে [illegible] কেবল [illegible] কৃষ্ণসেবাই জীবমাত্রেরই একমাত্র কর্তব্য [illegible]।

অদৃষ্ট মন্দ

বহু জন্ম বহু ভাবে কাটিয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া দিয়েছি [illegible] [illegible] [illegible] আমাকে অশেষ [illegible] করেছেন।

এ জগতে [illegible] বড়ই [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] জানিবে? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি এখন পরমার্থ লাভ [illegible] চেয়েছি, [illegible] প্রাকৃত অর্থ—যাহা [illegible] পাব, তাহাই লাভ করবার জন্য ছুটাছুটি করছি। এরেই বলে—অদৃষ্ট মন্দ! [illegible] না হলে কি প্রাপ্ত নিধি [illegible] হারাই?

মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে এই জন্ম লাভ হয়। কিন্তু এত কষ্ট পাওয়া জন্ম [illegible], নশ্বর। কখন, কোন সময় এই দেহ ছাড়তে হবে তার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। মৃত্যু [illegible] না করেও [illegible]। ইহার হাত থেকে ছুটি পাবার উপায় কাহারও নাই। সুতরাং এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে যাহারা পরমার্থের লোক, যাঁরা সদা করে শান্তি দেন। [illegible] [illegible] উদ্ধার করবার জন্য আসেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শাস্ত্রে সাধুসঙ্গ প্রভৃতি বাক্য রয়েছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয় অজ্ঞানে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় না। [illegible] বলি, [illegible] মন্দ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে। আমার অদৃষ্ট, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] পাইয়া [illegible]। [illegible] [illegible] নহে। কেননা তাঁহারা বৈষ্ণব হইয়াও আমার ন্যায় দুর্দৈব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু আমি [illegible] বুদ্ধিতে, [illegible] তাহা নিজের যে [illegible] [illegible] [illegible] না। তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ [illegible] [illegible] অভাব [illegible] [illegible] [illegible], তাঁহারা সর্বাপেক্ষা মাননীয় হইয়াও অমানী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভিমানের ও মানীকে [illegible] [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] [illegible] আমি আমাকে [illegible] না [illegible], তাঁরা নিজের আদর্শ জীবনকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবদেরে বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হলো। আমার চারির [illegible] নিকট বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া [illegible] [illegible], তাহাতে অনেকে সাবধান হইয়া [illegible] পাইবেন। তাই বলি আমার ন্যায় হতভাগা কেহই নাই।

[illegible] [illegible] উপলব্ধি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — জীব নিজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাণ [illegible] [illegible], [illegible] করে। কিন্তু [illegible] কথা [illegible] [illegible]।

[illegible] উপস্থিত হন, আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগন্তুক

সন্ন্যাসী

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মিশনের, স্বামী [illegible] ও [illegible] [illegible] নামক [illegible] সন্ন্যাসী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্বক বহু-

[illegible] ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত 'শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী' শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীল ঠাকুর কর্ম্মজড় [illegible] ভক্তির [illegible] জ্ঞান, যোগ ও তপঃ—এই তিনটী বিনাশ-[illegible] মুক্তিবাদের [illegible] প্রতিপাদন করিয়া একান্তিক [illegible] ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব [illegible] —

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ
পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র
কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত জীব হৃদয়ে ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তি-স্পৃহা নাম্নী দুইটী পিশাচী বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে কখনও ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

চিৎকণ জীব এবং চিদ্ঘন ঈশ্বরে অভেদ—এইরূপ [illegible] ছাড়িয়া [illegible] যতদিন না [illegible] গৌরসুন্দরের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা নিত্যানন্দ বলিয়া কোন বস্তুর সন্ধান আদৌ পাইতে পারেন না। নির্ব্বিশেষে আনন্দের স্থান কোথায়?

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible], [illegible] প্রভৃতি শ্লোক উপলব্ধির সৌভাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের মায়াবাদরূপ অপরাধ হইতে নিস্তার নাই।

অর্থাৎ [illegible] একমাত্র [illegible] অবলম্বন ব্যতীত জীবের [illegible] নির্ব্বিশেষ বা সবিশেষ [illegible] কোন [illegible] নিস্তার হইতে পারেন না। [illegible]

[illegible] মহাপ্রভুর [illegible]

শ্রীল [illegible] বেদের [illegible] প্রমাণ [illegible]

মায়াবাদের ও [illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীল [illegible] লাভ করেন।

বেদোপজীবী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ)

জগতে ভক্ত ও অভক্ত—দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] অধিকাংশই অভক্ত।

[illegible] মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক জল স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥

[illegible] বেদবাদী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে ভক্ত মনে করিয়া মানুষ তাহাদের আনুগত্য করে অথবা উপদেশানুযায়ী কার্য্য করে, [illegible] বঞ্চিত হইয়া থাকে। [illegible] বৈষ্ণব সাজিবার বেশ ধরিয়া [illegible] যায়, কিন্তু এই শ্রেণীর [illegible] জানা যায়। ফলে আমাদের নিকট অপ্রাকৃত গুরুদেবের নিকট [illegible] প্রকাশিত হয় না।

[illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছিল, [illegible] প্রচার [illegible] পূর্ব্বোক্ত [illegible] অনুসরণ করিতে [illegible] তাঁহারাই ধর্ম্ম [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] ও বঞ্চকদের [illegible] তাহারা [illegible] তাহা হইলে তাহাদের [illegible] ফুটিবে না। [illegible] বলিয়া এই বাক্যের [illegible] অপরকে বঞ্চনা করিতেছে।

[illegible] কিন্তু তাহারা বঞ্চিত, [illegible] অন্তরূপ। যাহারা প্রাকৃতবাদী চার্ব্বাকপন্থাবলম্বী, তাহারা [illegible] আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি [illegible] নিরূপিত হইবে, কিন্তু এই বেদোপজীবী [illegible] শ্রেণীর [illegible] হইবে না। তাঁহারা [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] দেখিতে পাই—

[illegible]
[illegible]॥

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে চিদ্বিলাসাভাবত্ব খণ্ডন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

শঙ্কর-প্রতিপাদিত মায়াবাদ বৌদ্ধবাদেরই নামান্তর। বৌদ্ধদর্শন শূন্যকেই তত্ত্ব বলেন, আর মায়াবাদী যদিও ব্রহ্মকে তত্ত্ব-বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের কল্পিত ব্রহ্ম নিশ্চল, নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র বস্তু বিশেষ, তদ্রূপ ব্রহ্ম একটী কথার কথা মাত্র, কারণ যে বস্তু উপাদে [illegible] উপলব্ধির বিষয় নহে, শঙ্করের ব্রহ্মে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

তাঁহারা [illegible] বলিয়াছেন যে, জগতের সৃষ্ট্যাদি-বিষয়ক [illegible] সম্পন্ন হয়, কিন্তু ব্রহ্ম, অর্থাৎ জগৎ বলিয়া কোন বস্তু নাই [illegible] তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় [illegible] কোন কথাই হইতে পারে না, তবে মায়া বা অবিদ্যা নাম্নী এক সদসদনির্ব্বচনীয় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, মেঘ যেমন সূর্য্যকে আবৃত করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম উক্ত অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হওয়ায় নিজেকে জীব বলিয়া বোধ করেন এবং ঐ অবিদ্যা [illegible] রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্ম বস্তুকে জগদাকারে বিবর্ত্তিত মনে করেন, কিন্তু আলোক সাহায্যে রজ্জুতে যেমন আর সর্প ভ্রমের অবকাশ হয় না, [illegible] অবস্থা [illegible]।

জীবের যতদিন ভেদবুদ্ধি না যায়—[illegible] নষ্ট না হয়, ততদিন তাঁহাদিগকে বাধিত থাকিতে হয়। [illegible] না হইলে—[illegible] কিছু শান্তি পাইতে [illegible] যে একটী বস্তু আছে, তাহাকে [illegible] পাল [illegible] কি একাদশও বুদ্ধি আসিবে।

বেদোপজীবী কে? ইহার বিচার করিতে গেলে জানা যায় যে, [illegible] বেদ গ্রহণ করিয়া যে নিজের কিছু জীবিকার উপায় করিয়া থাকে। গলায় তুলসী-মালা দিয়া উৎসব, [illegible] করিয়া বৈষ্ণব সাজিতে [illegible] কিন্তু বাস্তবিক বৈষ্ণবতা কি হইতে আসিবে? মহাপ্রভুর উপদেশ, [illegible] আচার ও প্রচার গ্রহণ করিতে [illegible] হইতে পারিবে। যতদিন [illegible] বিদূরিত না হইবে—যতদিন তাহারা নিজেদের [illegible] বিষয় চিন্তা না করিবে—যতদিন তাহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে শরণাপন্ন না হইবে, ততদিন [illegible] মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত।

তদ্রূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলেই ব্যষ্টি মায়াবৃত ব্রহ্মের জীব ভ্রম এবং জীব কর্ত্তৃক দৃষ্ট, ব্রহ্মে বিবর্ত্তিত জগৎ ভ্রম দূরীভূত হয়, তখন একমাত্র অদ্বয় স্বরূপ চিন্মাত্র ব্রহ্মই স্বস্বরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন।

অপর পক্ষে শুদ্ধ-বৈদান্তিকগণ বলেন যে, ভগবত্তা ব্যতীত ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, ব্রহ্ম বলিলেই ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্‌ বস্তু ভগবান্‌কেই বুঝাইয়া থাকে। অশেষ-কল্যাণ-গুণময় পুরুষই 'ভগবান্'; তিনি বিবিধ অচিন্ত্য-শক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহ, শ্রুতিতে যে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে, এই সৎ, চিৎ ও আনন্দ তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির ত্রিবিধ বৃত্তির পরিচয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মায়াবাদি-সম্প্রদায় ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না, ইঁহারা বলেন, ব্রহ্মবস্তু কেবল চিদেকরস মাত্র। চিৎ ব্যতীত অন্য কোন গুণ ব্রহ্মে আরোপিত হইতে পারে না।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু, তদীয় সন্দর্ভ গ্রন্থে নির্ব্বিশেষ বাদীর এই অশোভন মত বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মশক্তির নিত্যত্ব ও স্বাভাবিকত্ব প্রমাণ-মুখে নিম্নলিখিত শ্লোকটীর অবতারণা করিয়াছেন;—যথাঃ—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ।
[illegible] জীবম্।
জ্ঞান ক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব [illegible] সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ॥
[ভাঃ ১১।৩।৩৭]

[illegible]-শক্তিশালী! মূল শ্লোকে যে 'ব্রহ্মৈব' পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার 'এব' শব্দটী 'নিশ্চিত' অর্থের দ্যোতক অর্থাৎ ব্রহ্মে শক্তি আরোপিত নাই, পরন্তু উহা ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এক অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে কি প্রকারে বহু-শক্তির প্রকাশ হইল? উত্তরে শ্রীল জীবপাদ বলেন, প্রথমতঃ আদিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাহা হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণাত্মক প্রধান, তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তি দ্বারা [illegible], জ্ঞান-শক্তি দ্বারা মহান্‌, এবং মহৎ তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এই অহঙ্কারই জীব বা চৈতন্যশক্তি।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, যে, 'অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন,' তাহা হইতে পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে, 'তিনি মনে করিলেন আমি বহু হইব,' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য উল্লেখ করিয়া শ্রীল জীব প্রভু সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন যথ:—

"[illegible] শক্তেঃ [illegible]।"

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বস্তু আদিতে এক, তৎপরে তাঁহার বিভিন্ন শক্তি সকল প্রকা-

শিত করেন, একত্মারা তাঁহার শক্তির স্বাভাবিকত্ব স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে

শক্তির স্বাভাবিকত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য কেননা শ্রুতি যখন এক অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু ব্যতীত পূর্ব্বে কিছুই ছিল না বলিতেছেন সুতরাং তদাশ্রয় ব্রহ্মে উপাধি সংযোগ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। ব্রহ্মে উপাধির সংযোগ স্বীকার করিলেই উপাধিকেই সত্যাদি বলিতে হয়, কিন্তু শ্রুতি ব্রহ্মকেই আদি বলিয়াছেন, অতএব উপাধিকত্বের অযোগ-হেতু এই শক্তি ব্রহ্মেই স্বাভাবিকত্ব লাভ করিয়াছেন।

অর্থাৎ সূর্য্য-রশ্মিসমূহ যেমন সূর্য্যেরই উপাদান ও সূর্য্যানুগত ব্যতীত সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্র -অস্তিত্বশীল বস্তু নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মশক্তিসমূহও, ব্রহ্মের স্বরূপ বৈভবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবৎ নিত্যসিদ্ধ হইলেও, ঐ শক্তিসকল ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই নিজ-নিজ সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুণ্ডক শ্রুতি বলেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি * * *
* * * তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

[মুণ্ডক ২।২।১০]

অর্থাৎ দীপ্যমান এই পরমাত্মার প্রকাশেই সমুদয়-বস্তু অনুপ্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

অতএব শক্তিসমূহ ব্রহ্ম-স্বরূপক হওয়ায় ব্রহ্মের অদ্বয় বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

অর্থাৎ ব্রজভূমি, ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলা-বিলাস, এবং তদীয় পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি সমস্তই তাঁহার স্বরূপবৈভব, ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরই সত্তামূলক, অতএব এই স্বরূপবৈভব-বিশিষ্ট ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অদ্বয় সিদ্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত শক্তি ও শক্তির বিলাসে অন্য কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই বলিয়াই বিবিধ স্বাভাবিক শক্তি-সমন্বিত হইলেও অদ্বয়-তত্ত্ব।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বলেন সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত-ভেদ-রহিত কেবল-জ্ঞান বা চিন্মাত্র-বস্তুই পরতত্ত্ব, সেই পরতত্ত্বে জ্ঞেয়,জ্ঞান ও জ্ঞাতৃরূপ কোন ভেদ থাকিতে পারে না, কারণ, জ্ঞান শব্দটী জ্ঞপ্তি, অববোধ ও বোধ-পদার্থ-যুক্ত, এই জ্ঞানকে শক্তিমৎ বলিতে পার না কী এই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বকে স্বরূপভূত শক্তি ইহাতে পাইতে পার না। স্বরূপ শক্তি বস্তুটী কি? ইহা অদ্বয় জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত বা অনতিরিক্ত? অদ্বয় জ্ঞানকে ভগবান্ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইঁহার ভগবত্ত্ব যে গুণাত্মক, অর্থাৎ যে গুণ দ্বারা ইনি

'ভগবান্' শব্দে সংজ্ঞিত হইয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ, সুতরাং ভগবদ্বাদিগণ যে স্বরূপশক্তির কল্পনা করেন, উহা জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন ভিন্ন পদার্থ নহে, সুতরাং এবম্বিধ কেবলজ্ঞানবস্তুর বিলাস বলিয়া কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না।

অপরে যে ভগবদ্বাদিগণ বলেন, জগৎ যখন কার্য্যময় এবং শক্তি ব্যতীত যখন কোন কার্য্য নিষ্পত্তি হয় না, তখন শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য। এতদুত্তরে আমরা বলি;— এই যে শক্তি উহা তত্ত্বও নহে, অতত্ত্বও নহে, উহা অনির্ব্বচনীয়া সুতরাং উহা অলীক এবং স্বরূপভূতা নহে, ভগবানে কেবল উপপাদিত মাত্র।

যেমন সেই ইনি দেবদত্ত বলিলে, "দেবদত্ত" শব্দটী উপস্থিত দৃশ্যমান ব্যক্তির পরিচায়করূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ "অদ্বয় জ্ঞানই ভগবান" এই কথায় জহদজহৎ লক্ষণাদ্বারা অদ্বয়জ্ঞানেরই স্বরূপ সূচিত হইয়া থাকে।

মায়াবাদীর এই পূর্ব্বপক্ষ আচার্য্য শ্রীমজ্জীবপাদ ষট্‌সন্দর্ভে খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, অদ্বয়তত্ত্বটী যখন ভাবরূপ তত্ত্ব, তখন "গুণ ক্রিয়া" ন্যায়ানুসারে ইহার স্বরূপ। শক্তি, অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। জগৎ যখন কার্য্য, তখন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য, সুতরাং এই শক্তি বস্তুরই ধর্ম্ম এবং ঐ ধর্ম্ম ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব না হয় না। জগতের উপাদানে, নিমিত্তে ও কারণে এই স্বরূপভূতা শক্তি নিত্য বিরাজমান।

মায়াবাদিগণ! তোমাদের পক্ষেও একটী অধিষ্ঠান অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে, কারণ যখন শুক্তিতে রজত বা রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তখন শুক্তি বা রজ্জুকেই রজত ও সর্পভ্রমের অধিষ্ঠান বলিতে হইবে এবং ইহাকে লক্ষ্য করিবার নিয়ম এই যে, শুক্তিতেই রজত ভ্রম হয়, অঙ্গারে হয় না এবং রজ্জুতেই সর্প ভ্রম হয়, অপর বস্তুতে হয় না, সেইরূপ যখন ব্রহ্মেই জগৎ ভ্রম হয়, অন্য কিছুতে হয় না, তখন ব্রহ্মই জগৎ ভ্রমের অধিষ্ঠান হইতেছেন, আরও যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন অন্য পদার্থই নাই, তখন জগৎ ব্রহ্মশক্তিরই পরিণতি।

সত্যবাদিনী শ্রুতি শ্রীল জীবপাদ বলিয়াছেন, আচ্ছা, যখন জগদ্রূপ বিবর্ত্তিত হইবে, তখন তাঁহার মতে তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন কি না? যদি বিবর্ত্ত ব্যাপারে তাঁহার শক্তিকিঞ্চিৎ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অজ্ঞানই বিবর্ত্তের হেতু, কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ", সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না, আর যদি বিবর্ত্ত ব্যাপারে

ব্রহ্মের কিঞ্চিৎকর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানাশ্রয় শুদ্ধ-বস্তুর শক্তি স্বতঃই প্রমাণিত হয়।

যদি পূর্ব্ব-পক্ষ বলেন যে,—অচ্ছা, এই যে শক্তি ইহার বস্তু-সংজ্ঞা হউক না কেন, ইহাতো বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম্ম বিশেষ, শক্তি স্বীকারে প্রয়োজন কি? তদুত্তরে শুদ্ধ-বৈদান্তিক বা বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন যে,—আমরা শক্তিকে বস্তু বলিতে পারি না, কারণ লোকত জগতেও দেখা যায় যে, বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রাদির প্রয়োগ দ্বারা বস্তুশক্তি তব্ধীভূত হয়, বস্তু আছে কিন্তু উহার কার্য্যোৎপত্তি স্তম্ভিত, এজন্য শক্তির পৃথকত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য কিন্তু এই পৃথকত্ব বস্তু হইতে একান্ত স্বতন্ত্রভাবে চিন্তার অযোগ্য আবার বস্তু হইতে অভিন্ন অবিভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না এবং এই ভেদত্ব ও অভেদত্ব পৃথক পৃথক স্বতন্ত্রভাবে চিন্তনীয় না হওয়ায় শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ রূপ একটী নিত্য সম্বন্ধ স্বীকৃত হইতেছে, এই অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধে বিশুদ্ধ বৈদান্তিকগণের কোটি বিচার-পুষ্ট চরম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ যুক্ত বিবিধ স্বাভাবিক শক্তি সমন্বিত অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বস্তুই ভগবান শব্দ বাচ্য। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। যেমন একই ব্যক্তি 'আমিত্ব,' 'চুল ও পাদিত্ব' প্রভৃতি বহু গুণ বিশিষ্ট হইলেও তাঁহার একত্বের ব্যাঘাত হয় না, তদ্রূপ অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের ধাম, পরিকর বৈশিষ্ট্যাদি, লীলা ও লীলা বৈচিত্র্যসমূহ তাঁহারই সত্তামূলক অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ-শক্তির পরিণতিবিলাস বিধায় অদ্বয়ত্ব হানি হইবে না, অর্থাৎ তাঁহাতে অদ্বয় সত্যাধিত হইতেছে না। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মের চিদ্বিলাস অঙ্গীকার করিয়ে তাঁহার অদ্বয়ত্বে বিরোধ উপস্থিত করিতে চাহেন, সেই তর্কগুলি মায়াবাদীর মায়াচ্ছন্ন তর্ক চাকচিক্য শুষ্কীভূত হইবে।

আমার দুর্দশা মোচনে

বৈষ্ণব ঠাকুরের অসীম চেষ্টা

(শ্রীপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী লিখিত)

বৈষ্ণব ঠাকুরগণ কত প্রকারে আমাকে কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত, অথচ আমি অন্ধ আমি, বধির আমি, অজ্ঞান আমি, মূর্খ আমি, তাহার কিছুই বুঝি না, দেখি না, শুনি না বা শুনিবার কোন চেষ্টাও করি না। আমি চাই, আমার মূর্খতা বজায় রাখিয়া, জগতে পাণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইতে। আমি চাই কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার ভিখারী হইয়া জন সমাজে উচ্চতর আচার্য্য বলিয়া পরিচিত হইতে; কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমার মূর্খতাটিও জানাইয়া দিয়া ও আমাতে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার গন্ধ রহিয়াছে অনুভব করাইয়া, আমার মূর্খতা ও পাষণ্ডতা প্রচারের প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা আমাকে মূর্খ বা পাষণ্ড থাকিতে দিবেন না, এজন্য তৎসঙ্গে আমাকেও 'মূর্খ' 'পাষণ্ড' এককথায় জানাইয়া দিয়াছেন। আমি চাই অজ্ঞ থাকিয়া ভক্ত-সজ্জায় সাজিয়া, তাহারা কিছু বলিবার কারণে; কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুরগণ একপ অবৈধ কার্য্য যে প্রত্যেক মানবের পতনের পথ, তাহাতে জনসাধারণে কাছে প্রচার করিয়া আমার কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা অর্জনে, অথবা প্রতিষ্ঠাকরের সেবায় বিঘ্ন বাধা প্রদান করেন। তাহাতে আমার আত্মিক মঙ্গল আমার দুর্ব্বাসনার বশবর্ত্তী অন্যথামতের পথে হইয়াছে যাহা সম্ভব কল্যাণের হেতু।

আমাকে যে সকল বস্তুতে আমার আত্মিক আসক্তি, বৈষ্ণবঠাকুরগণ কৃপা করিয়া সেই আসক্তিটী নিরাকরণ করিতে প্রচুর চেষ্টা করিতেছেন। পিতা বা অভিভাবকগণ যেমন আমার ভাবী অকল্যাণকর কোনও বস্তুর প্রশ্রয় দেন না, আমার বাল্যসুলভ চাপল্যে কাঁচ-ভাঙা আমার মধুর বোধ করিয়া তাহা সংগ্রহেচ্ছা প্রবল বেগে ধাবিত হইলেও তিনি তৎক্ষণিকভাবে আমাকে বাধা দিতে তৎপর হন। বৈষ্ণবঠাকুরগণও সেই প্রকার হিতাকাঙ্ক্ষী কল্যাণবর্দ্ধক আমি, আমাকে অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত বিরত রাখিবার জন্যই আমার দুর্নীতির ত্রুটী সংশোধন করিতে চেষ্টিত। উহা কখনও পরচর্চ্চা-জ্ঞাপক বা অন্যায় কার্য্য হইতে পারে না। আমার সঙ্কীর্ণ অপ্রশস্ত মস্তিষ্কে যদি উহা স্থান না পায়, তবে আর উপায় কি? আমার দুর্দ্দশা মোচনে তাঁহাদের অসীম চেষ্টা।

নৈরাশ্যে আশা

আমি মানুষ, দুর্ম্মতি, দুর্ম্মতি, শৌর্য্য, বিক্রম, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, স্বাধ্যায়, সত্যব্রত, সন্তোষ, স্মৃতি, ধৈর্য্য, বয়স প্রভৃতি যাবতীয় দৈবী নিরোধ, শাস্ত্রাদির বিচার বাদী দর্শন, মৌন, আত্মচিন্তন, গুণাতীতের স্মরণ, সমস্ত অবস্থায় ভগবদ্ভক্তির সাধনাদি, প্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন প্রভৃতি অনুষ্ঠান এবং নিত্য বৈষ্ণবসঙ্গে সৎসঙ্গেও আমার চিত্ত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পদবরণ পত্র

[illegible]

[illegible]

নানা কথা

ভীষণ [illegible]

[illegible] দেখা যায় এবং [illegible] আকাশে [illegible]

[illegible]

কংগ্রেস কার্য্যের সমস্যা।

[illegible] কার্য্য করা [illegible]

লাটের ত্যাগ

অনরব যে, সম্রাট্ যে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে [illegible] নিবাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর [illegible] গমন করিবেন, এখ হইতে যখন তখন আবশ্যক হইলে তিনি [illegible] আরোহণে বাকিংহাম [illegible] যাইবেন এবং নির্বাচন [illegible] কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন।

ডাকাতী মামলা।

ঢাকার ১৪ই [illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] এক ডাকাতী মামলা [illegible] হইয়াছে। ঐ ডাকাতি [illegible] [illegible] নামে [illegible] ও আর কয়েক [illegible] আসামী [illegible] [illegible] কিনিয়াছে [illegible] করিবার জন্য তাহারা [illegible] [illegible] বলে। আর [illegible] [illegible]

[illegible] পুলিস তদন্তের সময় [illegible] নামে এক জনকে [illegible] করিয়া ঢাকার [illegible] নিকট [illegible] করে। [illegible]

নোয়াখালীতে ডাকাতী

[illegible] নামক [illegible] বাড়ীতে [illegible] ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। [illegible] ডাকাত [illegible] বাড়ীতে [illegible] টাকার [illegible] পুলিস তদন্ত [illegible]

পুনায় বঙ্গ বহ্ন্যুৎসব

[illegible] বিদেশী বর্জ্জনের [illegible] সমিতির উদ্যোগে [illegible] এক [illegible] হইয়াছিল। স্বদেশী [illegible] বিদেশী [illegible] ছিল।

[illegible]

৬ই বৈশাখ, শুক্রবার—১৩৩৬,

শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

গত ১লা বৈশাখ রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন ও সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-মুখে বক্তা বলেন—আজ বৎসরের প্রথম দিবস। বঙ্গদেশবাসী আজিকার দিন আনন্দে কাটাইতে পারিলে সমস্ত বৎসর আনন্দে কাটিবে এই ধারণায় বশবর্ত্তী হইয়া নানা আনন্দ- [illegible] [illegible] বালক, নর্ত্তক, ব্যবসায়ী, বিদ্যার্থী প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ প্রীতিকর [illegible] কিন্তু হে জগদ্বাসিন্, তোমরা ত' এইরূপ [illegible] কাটাইয়াছ, তবে কি সে আনন্দ তোমা- [illegible] [illegible] নাই। ক্ষণেকের তরে উন্মত্ত করিয়া আবার [illegible] নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে! সুতরাং সে আনন্দের পরিণাম সুখপ্রদ নহে, যে আনন্দ জীবকে বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত করিয়া আবার [illegible] করে না, যে আনন্দ দুঃখকালাভের পরিবর্ত্তে, নিত্য বর্দ্ধমানরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়া থাকে, সেই আনন্দে মাতোয়ারা হও, আজ এই মুহূর্ত্ত হইতে সেই আনন্দের উপাসনা আরম্ভ কর। সেই আনন্দের নাম নিত্যানন্দ, জড়ানন্দ নহে। শ্রীশ্রীগৌর- [illegible] শ্রীকৃষ্ণ- সংকীর্ত্তনানন্দই সেই আনন্দ। সেই নিত্যানন্দ লাভের জন্য অমিৎপারি হইয়া নিত্যানন্দময় সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন কর, শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র লাভ করিয়া নামপ্রেমে মাতোয়ারা হও, সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আত্ম- [illegible] আত্মা করিলেই তোমাদের সব দিন ভাল ভাবে কাটিবে—দুঃখ তোমাদিগকে আর [illegible] না। যে [illegible] তোমাদের [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] তোমাদের নবজীবন—[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সুখ সর্ব্বে [illegible] থাকুক।

[illegible] নির্জ্জনে [illegible] কখনও নিত্যানন্দের সন্ধান পাইতে পারেন না। জন্ম জন্মান্তরের কত বর্ষ আমরা অসাধুসঙ্গে কাটাইয়া আসিয়াছি, হরি-ভজনের মূল [illegible] হইয়াছে। আজ হইতে আর বৃথা কার্য্যে দিন পাত না করিয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াই আমাদের আজকার বর্ষারম্ভের একমাত্র কৃত্য। সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই মায়াপিশাচীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, নতুবা মায়ার হস্ত হইতে আমাদের আর রক্ষা নাই। আজ বর্ষারম্ভে মানব-জীবনের কর্ত্তব্য বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হউক। যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখা, খেলাধূলা করা, ভাল [illegible] প্রভৃতি আত্মেন্দ্রিয়তোষণ-মূলক প্রাকৃত আনন্দের আরাধনা অথবা পুণ্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানাদি দ্বারা কখনও নিঃশ্রেয়সপথের পথিক হওয়া যায় না। শ্রীভগবান্ এবং ভক্তের সেবায় দিনাতিপাত করাই বস্তুতঃ পক্ষে দিনের সদ্ব্যবহার।

[illegible]

[illegible] অবাধগামী বুদ্ধ-শঙ্করাদির প্রাকৃত বৈষ্ণবাভাসের সহিত প্রণিপাতাদি বিনিময়ে সম্মান সংরক্ষণ ও তাঁহার নিকট আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকামী হইয়া থাকে, অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণ সেইরূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলে একায়নপন্থী হইয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বনে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবচূড়ামণি মূল মহাজন শ্রীনন্দনন্দনের পাদপদ্মে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সেবা করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধনে তৎপর হন এবং সেবাবৃত্তিতে কৃষ্ণের অনুগত—[illegible] আশা করিয়া থাকেন। একায়নপন্থী অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের ন্যায় আমরাও [illegible] করিয়া ধন্য হইতে পারি।

একাদশীর মাহাত্ম্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি, এ

[illegible]

জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি একাদশীর সর্ব্বপ্রকার ফল জানিতে অভিলাষ করি। একাদশী কোন্ পুরুষ হইতে জাত হইয়াছেন এবং তাহা [illegible] কি? কোন সময়ে পালনীয়? প্রত্যেকের ফল কি? কোন্ দেবই তাহাতে পূজ্য এবং অকরণে কি প্রত্যবায় ঘটে?

শ্রীব্যাসদেব [illegible] একাদশীর [illegible] বলিলেন—হে [illegible]! [illegible] শক্তিরূপা একাদশীর ফল কেহই সম্যক্‌রূপে বলিতে সমর্থ নহেন। আমি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সংসারে পাপিগণের দমনার্থ পাপপুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ পুরুষের মস্তক ব্রহ্মবধ, লোচনযুগল মদ্যপান, বদন স্বর্ণস্তেয়, কর্ণযুগল গুরুপত্নী-গমন, নাসিকা স্ত্রীহত্যা, বাহু গোহত্যা, গ্রীবা [illegible], গলদেশ ভ্রূণহত্যা, বক্ষঃপ্রদেশ পরস্ত্রীগমন, উদর বন্ধুবধ, নাভি শরণাগতহত্যা, কটিদেশ গর্ব্ব, ঊরুযুগল গুরুনিন্দা, পুরুষাঙ্গ কন্যাবিক্রয়, পায়ু বিশ্বাসভেদ, চরণযুগল পিতৃবধ, রোমরাজি উপপাতকসমূহ দ্বারা কল্পিত হইয়াছিল। সেই পুরুষ বিশালশরীর, ভয়ঙ্কর, কৃষ্ণবর্ণ, পিঙ্গলনেত্র এবং নিরাশ্রয়ের অতীব দুঃখপ্রদ হইয়াছিল। পুরুষোত্তম সেই পাপপুরুষকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—প্রজাদিগের দমনার্থ এই দুর্জ্জন ক্রূর, ক্লেশপ্রদ, অত্যুগ্র পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্বয়ং অন্তকরূপী হইয়া পাপিগণের দুঃখপ্রদ রৌরব প্রভৃতি নরকসমূহ সৃজন করিলেন। পাপিগণ যমের আজ্ঞাক্রমে ঐ সকল নরকে গমন করিয়া থাকে।

একদা ভগবান্ বিষ্ণু প্রজাগণের দুঃখনাশ-মানসে গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক যমমন্দিরে গমন করিলেন। সূর্য্যতনয় জগদীশ্বরকে সমাগত দর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। সেই সর্ব্বদেবেশ যম কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া সুবর্ণাসনে উপবেশন করিলেন। যমের সহিত উপবিষ্ট থাকিয়া সেই দৈত্যারি প্রভু দক্ষিণ দিকে রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যমরাজ উত্তর করিলেন—দেব! পাপিকুল স্বকৃত কর্ম্মদোষে অতিশয় দুঃখপ্রদ নিরয়ে পতিত হইয়া ক্লেশ পাইতেছে। হে বিভো! পাপপুরুষের ফল অতীব ক্লেশদায়ক, অতএব পাপিগণ সেই ক্লেশহেতু ক্রন্দন করিতেছে, ইহা তাহাদেরই মহান্ রোদন-শব্দ। যমবাক্য শ্রবণানন্তর কৃষ্ণ পাপিগণের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া যে রৌরবাদি নরকে তাহারা ক্রন্দন করিতেছে, তথায় গমন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি সমুদয় প্রজা সৃষ্টি করিলেও তাহারা নিজকর্ম্মদোষে অতীব দুঃখজনক নরকসমূহে নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে। এবম্প্রকার চিন্তা করিয়া সেই করুণাময় ভগবান্ সহসা স্বয়ং একাদশীরূপে প্রকট হইলেন এবং সেই সমস্ত পাপিগণকে ঐ ব্রত পালন করাইতে লাগিলেন তাহাতে তাহাদিগের পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা পরম ধামে গমন করিল। অতএব ঐ একাদশী তিথি সমস্ত্র [illegible] অভিষেকেশ্বর, সমস্ত পুণ্যের শ্রেষ্ঠা এবং [illegible] উত্তম জানিবে।

একাদশী তিথিকে ত্রিলোকপাবনী জানিয়া পাপপুরুষ [illegible] হইয়া বিষ্ণুর নিকটে আসিয়া [illegible] স্তুতি করিতে লাগিল। সে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক কোমল বাক্যসমূহ দ্বারা [illegible] পাঠ করিল। তাহার স্তুতি শ্রবণে পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহার অভিলষিত জিজ্ঞাসা করিলে পাপপুরুষ প্রত্যুত্তরে বলিল—হে বিভো! পাপাশ্রিতগণের সংশোধনার্থ আপনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু একাদশীর প্রভাবে আমি সম্প্রতি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছি। আমার অঙ্গে এই জগতে সকল দেহীর বন্ধন [illegible] মুক্ত হইবে। হে পুরুষোত্তম! সকল প্রাণী এই প্রকারে বিমুক্ত হইলে আপনি এই সংসাররূপ ক্রীড়াক্ষেত্রে কাহার সহিত ক্রীড়া করিবেন? হে কেশব! যদি আপনার এই কৌতুকমন্দিরে ক্রীড়ার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমাকে সম্প্রতি একাদশীর ত্রাস হইতে রক্ষা করুন। অপর সহস্রবিধ পুণ্য দ্বারা আমার কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। কিন্তু আপনার অঙ্গজ এই একাদশীই আমার বিনাশে একান্ত সমর্থা। হে কৈটভারে! আমি একাদশীর ভয়ে পলায়ন করিয়া মনুষ্য, কীট, পক্ষ্যাদি অপর জন্তু, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদী, জল, স্থল, সমুদ্র, প্রান্তর, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, দেব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিতে কুত্রাপি নির্ভয় স্থান প্রাপ্ত হই নাই। হে দেবদেব! কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেও আমি একাদশী তিথিতে স্থান প্রাপ্ত হই না। প্রভো! আমি একাদশী তিথিতে যে স্থানে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে পারি, তাহা নির্দ্দেশ করুন।

পাপপুরুষ ইহা বলিয়া ক্লেশনাশক অচ্যুতের পাদপদ্মে পতিত হইয়া বাষ্পাকুল-নয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ হাস্য করিয়া একাদশীর ভয়ে আতঙ্কিত পাপপুরুষকে বলিলেন, হে পাপপুরুষ, শোক ত্যাগ করিয়া উঠ, একাদশী তিথিতে তুমি যেস্থানে থাকিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি। একাদশী তিথির আগমনে এসংসার পবিত্র হইতে থাকিলে তুমি অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে। তুমি অন্ন আশ্রয় করিয়া থাকিলে আমার মূর্ত্তি এই তিথি তোমাকে বধ করিতে পারিবে না। অনন্তর সেই দেবদেব সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং পাপপুরুষ কৃতার্থ হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

অতএব একাদশীতে উপস্থিত হইলে আত্মকুশলাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তির অন্নভোজন কর্ত্তব্য নহে। একাদশীর দিনে সংসারের সমস্ত পাপ শ্রীহরির আদেশে অন্ন আশ্রয় করিয়া বাস করে। মর্ত্ত্যগণ [illegible]

বাসিরে ঘৃত ভক্ষণ ভোজন করে, তাহার প্রতিক্ষেপে কোটি গোহত্যাজনিত পাপ জন্মে। অতএব সদাপাপের আশ্রয় অন্নমাত্র হরিবাসরে পরিত্যাগ করিবে। যাহারা অজ্ঞানবশে ভোজন করে, তাহারা [illegible] বলিয়া গণ্য হয়। আমি পুনঃ পুনঃ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে [illegible] শ্রবণ কর। শ্রীহরিবাসরে [illegible] করিও না, করিও না, [illegible] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য [illegible] জাতি হউক, সকলেরই সর্বাদি [illegible] একাদশী ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। প্রতিমাসে শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষে একাদশীদ্বয় উপস্থিত হয়েন। সকলকেই তাহা পালন করিতে হইবে। শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশী তুল্যভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া, সুতরাং তাহাদের ভেদদর্শন নরকের পথ। মহাপাতকীও একাদশীব্রত পালনপূর্ব্বক পাপনির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। মাতাকে মাতা বলে না, একাদশীই লোকদের মাতা। যেহেতু মাতা এই পৃথিবীতে পালন করেন, কিন্তু একাদশী সকলকে পালন করিয়া থাকেন। একাদশী ব্রত ত্যাগ করিয়া যে মূঢ়বুদ্ধি অন্য ব্রত পালন করে সে করস্থিত মণি ত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র গ্রহণ করে। সর্ব্বক একাদশীপালনকারীর সমুদয় যজ্ঞ ও ব্রত সমস্ত কৃত হইয়া থাকে। যে পাপাচারগণ ব্যক্তিগণ শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীতে ভোজন করে, শ্রীহরি তাহাদের প্রতি রুষ্ট হয়েন। ঐ তিথির পালনে সমস্ত ধর্ম্ম পালিত ও জগতে সমুদয় অধর্ম্ম বিজিত হয়।

যেরূপ দেবগণমধ্যে বিষ্ণু, আদিত্যগণমধ্যে সূর্য্য, নক্ষত্রগণমধ্যে চন্দ্র, রুদ্রদিগের মধ্যে শিব, গজাদিগের মধ্যে ঐরাবত, অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, তীর্থসমূহের মধ্যে গঙ্গা, বৃক্ষদিগের মধ্যে অশ্বত্থ, বেদচতুষ্টয় মধ্যে সাম, কবিকুলমধ্যে উশনা, বর্ণসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ, মুনিগণমধ্যে ব্যাস, [illegible] সর্ব্বপ্রকার দানের মধ্যে [illegible], তদ্রূপ সমস্ত ব্রতের মধ্যে [illegible]। এই জগতে যেমন [illegible] অন্ন নাই, সেইরূপ [illegible] একাদশীর সদৃশ ব্রত নাই। [illegible] মনের তুল্য; [illegible] সদৃশী, [illegible] মধ্যে [illegible] ব্রতের শ্রেষ্ঠ। [illegible] ও অন্যান্য শাস্ত্রে [illegible] ব্রতের প্রশংসা করেন [illegible] একাদশীব্রত পালন [illegible] করে। [illegible] করিতে পারেন [illegible] একাদশীব্রত করিয়া [illegible] পুষ্টি [illegible] সম্মান করে এবং [illegible] সম্মান করিয়া [illegible] লোক [illegible] পাইক [illegible] করে।

(বিষ্ণুধর্ম্ম [illegible])

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ সংখ্যার পর)

অনন্তর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভুর গৌরকীর্ত্তন কার্য্যাবলী-সমূহের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, এই মহাত্মার গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবার আদর্শ জগতে অতুলনীয়। ইঁনি কামদ্রবিজয়ী এবং ষড়্‌বেগবিজয়ী গোস্বামী। ইনি প্রকৃত নিত্যানন্দদাস বা নিত্যানন্দের বংশধর। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ও বল ইঁহাতেই যথার্থভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অত্যন্ত নিপুণ, অত্যন্ত ব্যক্তিগণকেও ইনি অত্যাশ্চর্য্যরূপে হরিসেবায় নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিবার অদ্ভুতপূর্ব্ব আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা যেরূপ মনে করি, অত্যন্ত সেবানভীষ্ট ব্যক্তিগণকে হরিসেবায় নিযুক্ত করা তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার, তিনি সেইরূপ স্থলেও তাঁহার অপূর্ব্ব গুরুকৃপার শক্তির দ্বারা অতি সহজে ঐ সকল সেবাবিমুখ ব্যক্তিকে হরিসেবায় নিযুক্ত, এমন কি তাহাদের হৃদয়ে ভগবৎসেবার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার বল সঞ্চার করিতে পারেন। আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, আমরা শ্রীভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভুর যে অমন্দোদয়-দয়াকে নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচার মনে করিয়াছি, তাহা আমাদেরই ক্ষুদ্রতা ও সেবাবিমুখতার পরিচয়—আমরা ততটুকু পরিমাণে অনধিকারী। কিন্তু শ্রীভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামী প্রভু যথার্থভাবে অন্তর্যুক্ত ও গুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে সর্ব্বস্বসমর্পণকারী বলিয়াই তিনি সকল জীবের সর্ব্বস্ব গুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে সমর্পণ করাইবার অদ্ভুতপূর্ব্ব বল স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় আদর্শ সর্ব্বত্যাগী পুরুষ জগতে নাই। তিনি যে কত বড়, তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ধারণার অতীত। দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ পত্রের যে সংখ্যায় (২৯শে মাঘ ১৩৩৫) এই মহাত্মার গুণাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, আমি সকলকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন উক্ত পত্রের সেই সংখ্যাটি সংগ্রহ করিয়া শ্রীভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভুর আদর্শ বৈষ্ণব-চরিত্র পাঠ করেন। সেই আদর্শ চরিত্র অনুসরণ করিয়া অনেকে নিত্য মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী বি, এ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের গুরু-গৌরাঙ্গ সেবানিষ্ঠার প্রশংসা-প্রসঙ্গে বলেন, আমি আজ এই মহাত্মার কথা বলিবার অধিকার পাইয়া নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। কবিগণের "সোনার চাঁদ ছেলের কাটেন" মধ্যে এই "সোনার চাঁদ ছেলেটী" শ্রীচৈতন্যের বাণী গুরুদেবের আনুগত্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত অভিজাতসম্প্রদায়ের কর্ণে ধ্বনিত করিতেছেন। ইঁনি পূর্ব্বাশ্রমে সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি গুরুদেবের মহামহোপদেশক পরিব্রাজকাচার্য্যরূপে সুশিক্ষিত সমাজে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রকাশ করিতেছেন। ইনি যখন বোম্বাই সহরে গুরুদেবের বাণী প্রচার করিতেছিলেন, তখন সেখানকার সাময়িক পত্রগুলি একবাক্যে তাঁহার গুণগরিমা ঘোষণা করিয়াছিল। বোম্বাইএর একটী পত্র সেই সময় এই স্বামীজির সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বাকাশ হইতে সূর্য্যরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া যেমন সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করে, আমাদের স্বামীজী সেইরূপ ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে আগমন করিয়া আমাদিগকে কৃপালোকে উদ্ভাসিত করিতেছেন। আজ বিদ্বৎপরিষদ, শুধু বিদ্বৎপরিষদ কেন, সমগ্র বোম্বাই-নগরী, শুধু বোম্বাই নগরী নহে, সমগ্র ভারত, শুধু ভারত নহে, সমগ্র পৃথিবী পারমার্থিক গগনের এরূপ একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয়ে গর্ব্বানুভব করিতেছেন। পারমার্থিক জগৎ তাঁহাকে পাইয়া নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ এবং উন্নত হইবেন, সন্দেহ নাই।" ইনি যখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মহামান্য লাট বাহাদুর লাট সাহেবের সহিত শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলাপ করেন, তখন অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় মাননীয় লাটসাহেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সুযোগ্য শিষ্যবর এই শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের বিরূপ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং মহারাজের বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি অত্যাবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধান প্রধান কেন্দ্রসমূহে এই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারকারী গুরুগৌরাঙ্গসেবক স্বামীজীর জ্বালাময়ী বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বড়লাট বাহাদুরের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী ডাক্তার এম, জি, হ্যালেট আই, সি, এস, যুক্তপ্রদেশের কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী, কপূর্থলার মাননীয় মহারাজ-কুমার মেজর জগৎজিৎ সিংহ, লক্ষ্ণৌ চিফ্ কোর্টের জাষ্টিস [illegible], গোকর্ণনাথ মিশ্র, শিক্ষা বিভাগের এবং স্বাস্থ্য-শাসনের মাননীয় মন্ত্রী, রাজা [illegible] সিংহ ও কলিকাতা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ জে, কে, [illegible]ম্যান প্রভৃতি অসংখ্য অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃগণ এই স্বামীজী মহারাজের কীর্ত্তিত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

জীবের দুর্গতির কারণ

মায়ামুগ্ধ জীব ইতরগণকে আলিঙ্গন করিয়া সুখলাভের চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু নিজ স্বভাব ভুলিয়া যাওয়ায় বিবিধ অভাব অনুভব করিয়া থাকে। সেই অভাবসকল মোচনের বিবিধ চেষ্টাতে ত্রুটী করে না। যখন যাহার যে বস্তুর অভাব হয়, সে তাহা পাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করে; না পাইলে দুঃখই অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু 'মেঘ না চাইতে জল' পাওয়ার ন্যায় যদি কেহ সেই বস্তুটী প্রদান করে, তাহা হইলে, তখন তাঁহাকেই একটা 'মহাপুরুষ' 'মহাত্মা' অথবা 'ভগবানের অবতার' বলিতেও ত্রুটি করে না। সেই সকল দুর্ভাগা ব্যক্তি কিন্তু এটা আদৌ বুঝিতে পারে না যে, এই সংসারই দুঃখ ও অভাবপূর্ণ। একটা অভাব মোচন করিতে পারিলে অন্য অভাব আসে। যে লক্ষটাকার ধনী, তাহার ধন-ভোগের কেহ নাই, সে সর্ব্বদা ভাবিতেছে—"যদি ভগবান অন্ততঃ একটা কানা খোঁড়া ছেলেও দিতেন!" কাহারও 'রোজ আনা রোজ খাওয়া' ব্যাপার, তাহার এত গুলি পোষ্য যে একদিন তাহার কোনরূপে অসুখাদি হইলে বিপদ। এইটি হইতেছে মহামায়ার খেলা। আসল ব্যাপার না বুঝিয়া সকলেই হা-হুতাশ করে, রোগের মূলনাশের চেষ্টা না করিয়া সকলেই এক একটি উপসর্গের চিকিৎসা করিতে ব্যস্ত হয়। তাহারা সদ্বৈদ্য বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ করে না, যাহাতে সকল অভাবের পরিসমাপ্তি হইবে। তাই আজ জীবের এ দুর্গতি। বৈষ্ণবগণ জীবের স্বরূপ জানাইয়া মূলরোগ অবিদ্যা বিনাশ করিয়া দেন। আমরা কিন্তু তা চাহি না; তাই দুর্গতির শেষ নাই।

পাষণ্ডমত নিরসন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ বেদান্তভূষণ)

যে নারায়ণ দেব ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবতার সমদৃষ্টিতে দেখে সে পাষণ্ডী; [illegible] যিনি নারায়ণকে ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবতাগণের সমজ্ঞান করেন, তিনি—পাষণ্ডী। [illegible] যিনি জীবকে [illegible]

দাস বলেন, তিনি যে আত্মা ও ব্রহ্ম পান্থ গী তাহা দর্শনাতীত। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য 'মায়াবাদ-শতদূষণী'তে শাস্ত্রযুক্ত নিরাস করিয়াছেন। পণ্ডিতম্মন্য মায়াবাদী-সম্প্রদায় যে জীব ও ব্রহ্ম এক বলিয়া থাকে, তাহা শতাধিক মতে নিরাস করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি মতে জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য প্রদর্শিত হইল, যথা—ব্রহ্ম—মায়াধীশ, জীব—মায়াবশ, জীব—অজ্ঞান, ব্রহ্ম—জ্ঞানময়; জীব—বিবিধ অবস্থাবিশিষ্ট, ব্রহ্মের তাদৃশ বিকার নাই। জীব অণু-চৈতন্য, অধীন, ব্রহ্ম নিত্য ও অজ, ব্রহ্ম বৃহৎ, জীব ক্ষুদ্রকণা সদৃশ; ব্রহ্ম—সূর্য্যসদৃশ, জীব কিরণকণা সদৃশ; ব্রহ্ম—বৃহৎ অগ্নি-শিখা সদৃশ, জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ; ব্রহ্মের কর্ম্মফলবাধ্যতা নাই, জীব কর্ম্মফলভোগী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব ব্রহ্ম ও জীবে সমান জ্ঞান করা যে কতদূর দুর্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক, তাহা বলিবার নহে; বৈষ্ণবরাজ শম্ভু এই পাষণ্ড-গণের মুখদর্শন নিষেধ করিয়াছেন। যদি কেহ দৈবাৎ দর্শন করে, তবে তাহাকে সচেল স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে।

যাঁহারা সত্যসত্যই আত্মমঙ্গল বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের সানুনয় অনুরোধ, তাঁহারা যেন মধ্বাচার্য্যকৃত 'মায়াবাদ শতদূষণী' অথবা এতাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া স্ব-স্ব পাষণ্ডমত নিরাস করেন নতুবা বিদ্যার অভিমান—পাণ্ডিত্যের অভিমান—রূপের অভিমান—জাতি-গৌরবের অভিমানে মত্ত ব্যক্তিগণের দাম্ভিকতা দ্বারা এতাদৃশ মূর্খতা নরক গমনের সুবিধা করিয়া দিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

(শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি, এ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-মূল এই যে, কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের ধর্ম্মধন। জীবের এই ধর্ম্মধন নিত্য। জীব কখনও এই ধর্ম্মধন হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না। স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণ-প্রেমাভিলাষী। কিন্তু কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-ক্রমে জীবের এই নিত্য ধর্ম্মধন লুপ্ত হইয়াছে। "জীব নিত্যকৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল।" কৃষ্ণ-বিস্মৃতিই জীবের বন্ধনের হেতু। জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফলে "জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস" এই নিত্য সম্বন্ধের কথা যদি জীবের স্মৃতি-পথে উদিত হয়, তাহা হইলে জীব পুনরায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভে সমর্থ হন। জীব যে সময় "আমি নিত্যকৃষ্ণদাস" এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার মায়ার বন্ধন টুটিয়া যায় ও তিনি তখন উদ্ধলোকের অনুষ্ঠানে সাধনের দ্বারা স্বরূপের অভীষ্ট প্রয়োজন লাভে সমর্থ হন। "আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস" এই বিশ্বাসের মূল শ্রদ্ধা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়—এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। কোন সুকৃতি ক্রমে জীবের যদি শ্রদ্ধা হয়, তখন সেই জীব সাধুসঙ্গ করেন।

শ্রদ্ধা দুই প্রকার, কোমল ও দৃঢ়। কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তি "শব্দ ব্রহ্ম এবং পর ব্রহ্মে নিষ্ণাত" ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বীয় অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু ঐ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি যদি উক্ত বিধির অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভাবে সেবা প্রবৃত্তিরূপ নিত্য-ধর্ম্মের উদয় হয় না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনই শ্রদ্ধার পরিচয়। বহু জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি ফলে যদি কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয় তাহা হইলে তিনি শাস্ত্রাদি ও যুক্তির অপেক্ষা না রাখিয়াই আত্মোন্নতি ও কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিতে পারেন। মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণ-স্মৃতি নাই। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস দ্বারাই জীবের শ্রদ্ধা বলবতী ও মনোভীষ্ট পূরণের উপায় হয়। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া রাখিতে পরিপক্ক করিতে সাধুসঙ্গ করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥"

সাধুসঙ্গ হইতে জীবের শ্রবণ কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তন প্রভাবে চিত্ত নির্ম্মল হয় ও সর্ব্ব প্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হয়। অনর্থ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিতে নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হইতে ক্রমে রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রীতির অঙ্কুর জন্মায়। এই প্রীতি গাঢ় হইলে প্রেম হয়।

শ্রদ্ধা-ফলে ও সাধুসঙ্গ-প্রভাবে জীবের তখন স্বতঃই সম্বন্ধজ্ঞানের স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হয়।

"জীব নিত্যকৃষ্ণদাস" ইহাতেই উপলব্ধি হয় যে, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবান্ নিত্য-প্রভু ও জীব নিত্য দাস। কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপ-বৃত্তি। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।"

সম্বন্ধ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা উদিত হয়। সমস্ত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ-প্রেম লাভই জীবের নিত্য প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সেই কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য। অতএব

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

জীবের যোগ্যতা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

জীব তটস্থাবস্থায় অবস্থিত। এখান হইতে চিৎ-বশ্যতা ও মায়া-বশ্যতা, উভয় যোগ্যতাই জীবে বিদ্যমান। নিম্নমুখ-মোহিনী গুণময়ী মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হইলেই, মায়া-বশ্যতা দ্বারা জীবগণ ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়া ভবজলধির গভীরতম প্রদেশে অনায়াসে গমন করিতে থাকে। এই ভবসমুদ্র-মধ্যে কাম, ক্রোধাদি মকর, কুম্ভীরসমূহ নিরত মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—দেহধারী জীব 'ত্রাহি-ত্রাহি' রবে ক্রন্দন করিতে থাকে; কোন কালাকাল বিচার থাকে না।

আমরা, যতই মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মায়ার পিছনে প্রধাবিত হইতে থাকি, ততই মায়াতীত অর্থাৎ বিরজার পর পার হইতে সুদূরে নিক্ষিপ্ত হই। অনাদিকাল হইতে এই প্রকার মায়া-বশ্যতার এত সুদূর প্রদেশে অর্থাৎ বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছি যে, স্বদেশের কোন সংবাদই পাইবার হেতু নাই। বিশেষতঃ বিদেশে বহুকাল ধরিয়া অবস্থান করিতে করিতে স্বদেশ-বৈকুণ্ঠের ভাবাদি হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছি। বিদেশের (লৌকিক অন্ধতম) যাবতীয় বাগ্‌বৈখরীতে আমি বিশেষ অভ্যস্ত। সুতরাং স্বদেশকে বিদেশ মনে করিয়া বৈকুণ্ঠ-ভাষা শ্রীমদ্ভাগবত-সূত্রে অশ্রদ্ধাবান হইয়াছি এবং প্রাকৃত সাহজিক ভাষা, অভাব-যুক্ত ভাব সমস্ত আয়ত্ত করিয়া, স্বকীয় যাবতীয় সম্পত্তি লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

শ্রীগুরু-কৃপা ব্যতীত সেই যোগ্যতা ফিরিয়া পাওয়ার উপায় নাই। ভগবান্ ও জীবে কি তফাৎ তাহা অক্ষজ-বুদ্ধি দ্বারা আরোহ-পন্থায় অবধারিত হয় না। শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, তিনি কখনও মায়া-বশ নহেন, শুধু না; এমন কি কোন কালেও কখনও মায়া শ্রীভগবৎসন্নিধানে যাইতে সমর্থা নহেন। কিন্তু জীব মায়া-বশ-যোগ্য। ভগবদ্বশ্য এই যোগ্যতা আনিয়া দেয়। সেব্য ভগবান্, সেবক জীব এই সম্বন্ধ-জ্ঞান-রাহিত্যই মায়া-বশ-যোগ্যতা। শ্রীগুরু-কৃপায় লব্ধ সম্বন্ধ-জ্ঞানই মায়া হইতে মুক্ত করিয়া চিৎ-বশ্যতা আনয়ন করে।

ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

হাওড়া জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমের ষড়্ভুজ মহাপ্রভুর সেবা উক্ত আশ্রমের সেবক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় সম্যক্‌রূপে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণের উপর সমর্পণ করিবার একান্ত প্রার্থনা ও অভিলাষ জানাইলে গত ২৮শে চৈত্র (১৩৩৫), ১৫ এপ্রিল (১৯২৯) রবিবার দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত ঐ স্থানে শুভবিজয় করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন—আচার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রভাকর প্রভু, পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রভৃতি। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত প্রপন্নাশ্রমে উপস্থিত হইয়া ষড়্ভুজ মহাপ্রভুর দর্শন ও বন্দনা করেন এবং ভক্তগণকে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভাবে বিভাবিত হইয়া সার্ব্বভৌমকৃত শ্লোকদ্বয় স্মরণ করিতে বলেন। শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় কীর্ত্তন করিয়া তাহার অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করেন,—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং
প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং
লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

নানা কথা

আবহাওয়া

ঋতুরাজের অবসানে নিদাঘ স্বয়ং অধিকার করিতে না করিতেই বঙ্গদেশবাসী প্রবল আতপ-তাপে ক্লিষ্ট ও তপ্ত গ্রীষ্মে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গালা ১লা বৈশাখ প্রারম্ভের প্রচণ্ডতা অনুভূত হয়। বেলা ১০টার পর হইতেই বাতাস এরূপে গরম হয় যে, মনে হয় যেন পূর্ব্ব-পুরুষ মর্ত্ত্য-বাসীকে দগ্ধ করিবার জন্য পবনদেব 'অগ্নিশর্ম্মা' রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে ঝড়বৃষ্টি তাঁহাকে শান্ত করেন।

গত ১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্নে এক ভীষণ ঝড় হয়, উহাতে ধূলিরাশি এরূপ ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, চতুর্দ্দিকে কেবল ধূলি ব্যতীত অপর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্রায় এক ঘণ্টা

পর কিছু দুইদিক হওয়ার পরই [illegible] হয়। সন্ধ্যার সময় হইতে দৈনিক [illegible] বাহির [illegible] হইতে থাকে এবং [illegible] প্রকাশ [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় [illegible] শিকল-কড়-দ্বারা [illegible] [illegible] করে।

রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য

[illegible]

[illegible] বর্দ্ধিত থাকেন বেশ [illegible]।

[illegible] মহাত্মা দেবী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] হইয়াছেন।

দারোগা খুনের মামলা

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত [illegible] [illegible] বরিশালের পীর ইন্সপেক্টার [illegible] [illegible] খুন করিবার অপরাধে [illegible] চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিযুক্ত হয়। গত [illegible] এপ্রিল জিলা জজের আদালতে উক্ত মামলার বিচার আরম্ভ হয়। আদালত গৃহ আইন-ব্যবসায়ীতে পূর্ণ ছিল। [illegible] [illegible] দর্শকদিগকে [illegible] প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত দিবস ৫ জন [illegible] [illegible] [illegible] তাহাদের নাম চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কলেজের ছাত্র; [illegible], কম্পাউণ্ডার, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার মীর আফিজার আলি [illegible] মালিক এবং [illegible] [illegible] সহকারী।

[illegible] [illegible] রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত [illegible] সেন সরকার পক্ষে ও ব্যারিষ্টার মিঃ এ, সি, মুখার্জ্জি, শ্রীযুত বিপিনবিহারী সেন, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত [illegible] চট্টোপাধ্যায় আসামী পক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অনুসন্ধানের ভার

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible] [illegible] আসিস্ট্যান্টকে এই ব্যাপারের অনুসন্ধানের ভার [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পুরুলো, [illegible] মহারাণী

[illegible] [illegible] মহারাণী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মৃত্যু হইয়াছে।

লাহোরে বোমা-প্রাপ্তি

৪ জন গ্রেপ্তার

গত [illegible] [illegible] পুলিশ লাহোরের [illegible] [illegible] বিভিন্ন খানাতল্লাস করিয়া [illegible] বোমা ২টা পিস্তল ও ২৭টা টোটা পাইয়াছে। এই সম্পর্কে এক স্থানে [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। পুলিশ ৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক জন বাঙ্গালী ও এক জন মুসলমান। প্রকাশ, যে কক্ষে এই বোমা পাওয়া গিয়াছে, গত মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি [illegible] [illegible] [illegible] নামক জনৈক [illegible] ভাড়া [illegible] [illegible]। [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগের [illegible] নাম [illegible] নহে। এই সম্পর্কে আরও [illegible] তদন্ত হইতেছে।

পিস্তল ও অন্যান্য সরঞ্জাম

[illegible] সম্বন্ধে আরও [illegible] [illegible] গিয়াছে যে, উক্ত দিবস [illegible] পুলিশ যে গৃহে বোমা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মালিক [illegible] [illegible]। এক জন পুলিশ [illegible] [illegible] সহিত ঐ গৃহে উপস্থিত হন, [illegible] তথায় [illegible] আহ্বান করিলে এক জন সিঁড়ি বাহিয়া নীচে [illegible] [illegible] [illegible]। সব ইন্‌স্পেক্টার [illegible] তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। প্রকাশ যে, গ্রেপ্তারের সময় ঐ লোকটীর নিকট একটা [illegible] লুকায়িত অবস্থায় ছিল। বোমা, পিস্তল ও কার্ত্তুজ ব্যতীত ঐ গৃহে বহু [illegible] এসিড ও বোমা প্রস্তুতের অন্যান্য সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছে। ৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ গৃহে খানাতল্লাস হইয়াছিল।

কমন্স সভায় বাজেট

গত ১৫ই এপ্রিল, কমন্স সভার অধিবেশনে বহু সদস্য ও দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। যুবরাজ, বহু লর্ড ও সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিগণ গ্যালারীতে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ চার্চ্চিল বলেন, গত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের দেশ-ব্যাপী ধর্ম্মঘটের ফলে রাজস্বের ৮ কোটি ষ্টার্লিং ক্ষতি হইলেও বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে মোটা অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে। উহাতে দেশের ক্রমবর্দ্ধমান সমৃদ্ধির পরিচায়ক। দেশের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ যে, চা ও চিনির ব্যবহার অধিক এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবহার [illegible] পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

খানাতল্লাসের কারণ

[illegible] ব্যবস্থা-পরিষদে বোমা নিক্ষেপ ব্যাপারের এক জন আসামীর প্রদত্ত বিবরণের ফলেই এই খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভগবতীচরণের নামে [illegible] গৃহ ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। ভগবতীচরণের নিজ বাসগৃহেও খানাতল্লাস করা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। ভগবতীচরণ ২ দিন পূর্ব্বে লাহোর হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছে। পুলিশ এই ঘটনা সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে চাহিতেছে না। পুলিশ লাহোর ও অমৃতসরে আরও কয়েক স্থানে খানাতল্লাস করিবে বলিয়া প্রকাশ।

'বাংলার কথার' রায়

গত সোমবার কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার চক্রবর্ত্তী 'বাঙ্গালার কথা'র রাজদ্রোহ মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বিচারে 'বাঙ্গালার কথা'র-সম্পাদক ১নং আসামী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর ৬ মাস এবং মুদ্রাকর ২নং আসামী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ৩ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে উক্ত পত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত করা হইয়াছিল, তাহা আইনসঙ্গত মন্তব্য প্রচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সেইজন্য তিনি আসামীদিগকে ঐরূপ দণ্ড দিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ রেল ষ্টেশনে সাইমন কমিশন বয়কটের আন্দোলনের সময় কোন মুসলমান যুবক পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে গিয়াছিল বলিয়া যে কথা প্রকাশ পায়, সেই সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর নিকট লিখিত জহরলালজীর পত্রের উদ্ধৃতাংশের উপর উক্ত পত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহারই জন্য এই দণ্ডাদেশ।

৭টি বোমা সমেত গ্রেপ্তার

বোম্বাইয়ের ১৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার বিলাসপুরের রেলওয়ে পুলিস ৭টী বোমা সমেত একটী লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে এখনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

খানবাদ কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান

খানবাদের ১৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গত ১১ই এপ্রিল খানবাদ টাউন-হলে কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই ১৩টী গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রামে শাখা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার জন্য তাহারা প্রায় ১ শত আবেদনপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভা-কর্পোরেশন

জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ-সাহায্য

গত সোমবার মেয়র শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভা হইয়াছিল। সভায় ৬৩টি [illegible] সংস্থা ও শিক্ষা-নিবারিক কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সভায় ৬৭টি জনহিতকর অনুষ্ঠানে প্রায় ১ লক্ষ টাকা দান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। যে কয়টী সংস্থাকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের করের পরিমাণ ৩৩ হাজার ৬ শত ২০ টাকা হইবে। যে সকল সংস্থা কর প্রদান হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, কুষ্ঠাশ্রম, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ও যে সকল জনহিতকর অনুষ্ঠান দান লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে হিন্দু অবলা আশ্রম, ভি বি ও, শিশু রক্ষা সমিতি, মুক্তি ফৌজ, নাবিক সঙ্ঘ, চিড়িয়াখানা, মুসলমান অনাথালয়, সারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা-বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সভায় স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে অল্‌ডারম্যান কাউন্সিলারগণের উপযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা যথারীতি একটী কমিটি গঠন করিতে হইবে। যে সকল অনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করা হইবে, এই কমিটি তাহাদের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিবে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর প্রস্তাবে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত ডিপার্টমেণ্টে ১৯২৮—২৯ খৃষ্টাব্দে ২ হাজার ৪ শত টাকা অর্থ-সাহায্য করা হইবে স্থির হয়।

চড়কপূজায় দাঙ্গা

চড়কপূজা উপলক্ষে শ্রীরামপুর হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী নীলাক্ষী নামক গ্রামে হিন্দু মুসলমানে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েক জন অল্প বিস্তর আহত হইয়াছে, চড়কপূজা উপলক্ষে মুসলমানগণের খুব নিকট দিয়া বাজনা সহকারে হিন্দুগণের মারফৎ [illegible] লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হয়, পর দিন বাজনা সহকারে হিন্দুগণ চড়কের শোভাযাত্রা করিলে মুসলমানগণ তাহা আক্রমণ করে। ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি হয়, ঘটনাস্থলে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ই বৈশাখ, শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

মানুষ যদি প্রতিজ্ঞাই করিয়া বসেন, "আমি আমার মঙ্গল চাহি না" তবে কেহ কোন প্রকারেই তাহার মঙ্গলবিধান করিতে পারেন না। কেন না, জীব যে স্বতন্ত্র। তিনি ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার-ক্রমে ভগবদুন্মুখ হইয়া ধন্য হইতে পারেন, আবার উহার অপব্যবহার করিলে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে ভগবদ্বিমুখ হইয়া নরকপথের যাত্রী হইতে পারেন।

[illegible] স্বতন্ত্রতার [illegible] ইচ্ছা। [illegible] সেই [illegible] অনুসারে জীব সাংসারিক [illegible] ত্যাগ করিয়া [illegible] গুরুর সন্ধান করেন এবং [illegible] সম্প্রদায়ে [illegible] আশ্রয় [illegible] প্রেমধনে ধনী হন। আবার [illegible] দীন জীব কখনও [illegible] আত্ম-বঞ্চনারূপ [illegible] আসক্তি ত্যাগ [illegible] সদ্গুরুপাদ-পদ্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভাগ্যহীন কৈতবাসক্ত ব্যক্তিগণ লোকব্যবহারমধ্যে বাহ্যে গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করিলেও তাঁহারা সদ্গুরুর কৃপালাভ হইতে চিরবঞ্চিত। অসদ্গুরুর সংসর্গে পড়িয়া হরিভজনের নামে আত্মবঞ্চনাই লাভ করিয়া থাকেন। গুরু-ও নিজে অসদ্বিষয়ে আসক্ত থাকায় শিষ্যকেও অসতে আসক্ত হইবার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার সৎসাহস রাখেন না। ফলে শিষ্যও নির্বিবাদে কুলেতর [illegible] সংসংযোগ করিয়া নরকে যাইতে পারেন, বরং দীক্ষিতের বেশ ধারণ করিয়া কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহরূপ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের ব্যবস্থাটী বেশ পাকা করিয়াই করিতে পারেন। মানুষ সাধারণ বেশে থাকিয়াও যে কুকার্য্য করিতে লজ্জা-বোধ করে, সাধুবেশধারী ভণ্ডগণ তাহা করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। এই ভণ্ডদলের ব্যভিচার দেখিয়াই শিক্ষিত সমাজ 'সাধু' নামের প্রতিই যেন কেমন একটু বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। অবশ্য তাহাদের ইহা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, সাধুবেশেরা অসদাচরণ করিয়া থাকে বলিয়া যে 'সাধু' নামেই চটিয়া যাইতে হইবে তাহার কোন কথা নাই। শ্রীভগবান যখন [illegible], তখন তাঁহার সেবকও [illegible] বলিয়া 'সাধু' নাম [illegible] চেষ্টা।

[illegible] ভগবদ্ভক্তের কথা [illegible] ভগবদ্ভক্তেরাই যদি আমাদের একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয় [illegible] হয়, তাহা হইলে [illegible] ভগবান স্বয়ং [illegible] আমাদের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে কিম্বা আমাদিগকে তাঁহারই অভিন্ন [illegible] গুরুপাদপদ্মরূপে [illegible] প্রকাশিত করেন এবং [illegible] মহান্তগুরুরূপে [illegible] আমাদিগকে [illegible] দান করিয়া [illegible] শিক্ষা প্রদান করেন।

মোটকথা, ভগবদ্ভজন করা না করার সম্পূর্ণ দায়ী আমরা। ভগবান [illegible] প্রভৃতি [illegible] দিবারও [illegible] শাস্ত্র [illegible] তুমি [illegible] তোমার দাসানুদাস বলিয়া অঙ্গীকার কর" তাহা হইলে গুরুদেব আমাদিগকে নিশ্চয়ই মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিদান করিবেন।

অনেক ভাগ্যহীন ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা আবার সদ্গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিয়াও তাঁহার পাদপদ্মসেবা-প্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হন, [illegible] স্তূপের প্রলোভনে পড়িয়া তাহায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা গুরুদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না। গুরুদেব তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য যতই না কেন ব্যস্ত হউন, তাঁহারা গুরুদেবের সে অযাচিত কৃপা গ্রহণ করিবার জন্য আদৌ ব্যস্ত নহেন, পরন্তু গুরুদেবের শাসনবাক্যগুলিকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতিবন্ধকরূপে জানিয়া গুরুদেবকেই তাঁহাদের সুখের পথের কণ্টক বলিয়া জ্ঞান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। "উল্টা বুঝলি রাম" ভায়া ঘোষণে তাঁহারা সাধুগুরুর হিত বচনগুলিও অহিত বলিয়া মনে করিয়া থান। ইহাতে গুর্ব্ববজ্ঞাপরাধে তাঁহারা যে উন্নতির পথ হইতে কত পদের জন্য পশ্চাতে পড়িয়া যান, তাহার ইয়ত্তা নাই। সদ্গুরু কখনও শিষ্যকে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা দিয়া ভুলাইতে চাহেন না, কিন্তু শিষ্য [illegible] ভুলাইবার জন্য [illegible] হইলে তিনি তাহাকে [illegible] শোধন করিবার চেষ্টা করেন। শিষ্য

[illegible]

[illegible] করেন।

গুরু বা বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাধন করে। [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] বিধান করিবার জন্য [illegible] না চেষ্টা করিলে [illegible]; কিন্তু [illegible] চেষ্টার মূল্য [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে। [illegible] জীবকে [illegible] আশ্রয় হারাইয়া [illegible] বন্ধনপূর্ব্বক [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াই [illegible] ত্যাগ করিতেছে। [illegible] করিতেছে। হে ভ্রান্ত জীব, তোমাদের [illegible] লাভ কি হইবে তাহা কি তোমাদের [illegible] চিন্তার বিষয় হইবে না? [illegible] বিরোধ করিয়া তোমরা [illegible] কি ক্ষতি করিবে?

অতএব হে বন্ধুগণ, সাধুগুরুর কথা শ্রবণ কর, সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না। নিষ্কপটে নিরপেক্ষভাবে সত্য জানিবার জন্য বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইলে স্বয়ং প্রকাশ সত্যসূর্য্য নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়গুহায় উদিত হইয়া তথাকার চির-সঞ্চিত অজ্ঞানতমোরাশি অপসারিত করিয়া দিবেন। অবরোহ বা শ্রৌত-পন্থাই বাস্তব সত্য জানিবার একমাত্র উপায়। আরোহপন্থা বা তর্কপন্থানু-সরণের জিদ ছাড়িয়া দাও। বাহাদুরী [illegible] কম হইলেও ইহাই তোমা-[illegible] একবারে [illegible] ফিরে দাঁড়ক। [illegible] তোমাদিগকে [illegible] করি-বার জন্য—অসংকে সৎ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য [illegible] অবলম্বন করিবে, তোমরা তোমাদের বাস্তবিকতা চরণে [illegible] আলোচনা করিয়া [illegible] ছলনায় [illegible] ভুলিবার জন্য [illegible]। মহামায়া যাঁহারা সরল [illegible], তাঁহারা [illegible] না হইয়া যাহারা [illegible] বশবর্ত্তী হইয়া [illegible] করিয়াছে, তাহারা [illegible] "আমি [illegible] হইব, [illegible]" [illegible] স্বীকার করিতে

[illegible] হইয়াই [illegible]

অন্ধ কে?

[illegible] লোক [illegible] অন্ধ [illegible] পাইবে না!

[illegible] আমার [illegible] কি?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible]

[illegible] তাহা [illegible] তিনি [illegible] বিদ্যা [illegible] করেছেন, কিন্তু [illegible] একটী [illegible] দলের [illegible] বলছি।

একটী [illegible] একখানা লাঠি [illegible] একটী [illegible] লাঠিটা ধরে পিছন পিছন চলেছে। পিছনের লোকটা অন্ধ। [illegible] একটা [illegible] [illegible] লোকটা [illegible] গেছে, অন্ধ তার সঙ্গে চলেছে [illegible] নিজের অন্ধতার কথা জানিয়ে। অপর লোকটা [illegible] না পেলে জবাব দিচ্ছে।

রাস্তার পাশে একটী ঘরের জানালা খুলে অমর ও অশোক দুই বন্ধু [illegible] উপভোগ করছে [illegible] আলাপ শুনে জানালার নিকটে এসে [illegible] অন্ধের [illegible] তাদের কোমল হৃদয় গলিয়াছে, অমনি উচ্চৈঃস্বরে [illegible]

বলিলেন—ওহে অন্ধ ! এদিকে এস। [illegible] আসিল। [illegible]

[illegible]

কুরুক্ষেত্র-সমাচার

[illegible]

কুরুক্ষেত্রে সরকার-পক্ষের আবার আয়োজন

[illegible] কুরুক্ষেত্রে [illegible] লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। আগামী বৈশাখে আবার সূর্য্যোপরাগ উপস্থিত। এবার কুরুক্ষেত্র হইতে [illegible] না হইলেও ন্যূনাধিক দুই লক্ষ লোকের উপযোগী আয়োজন সরকার-পক্ষ হইতে করিতে হইতেছে। সমাগত ব্যক্তিদের যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, [illegible] আবশ্যক [illegible] [illegible] কমিশনার [illegible] কুরুক্ষেত্রে [illegible] পরামর্শ-সভায় আহ্বান করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রে কুণ্ড-সংস্কার

২

[illegible]

দিল্লী-সমাচার

নিউদিল্লী, ১৩।৪।২৯

(শ্রীযাদবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, বি, এ, প্রেরিত)

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে একদিন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] দিল্লীনগরে নবপ্রতিষ্ঠিত [illegible] কয়েকজন মেম্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বাসায় ফিরিতেছি; বেলা প্রায় [illegible] বাজিয়াছে। [illegible] শ্রীযুত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা [illegible] সকলেই দিল্লীতে [illegible] এবং গৌড়ীয় [illegible] বলিয়া [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করিতে অনেক সময় [illegible]।

[illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন যে, [illegible] কোন [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] নাম [illegible] ঘোষণা করিয়া [illegible] স্পষ্ট [illegible] বলিলেন যে, [illegible] করিতেছেন। [illegible]

[illegible] অনুরোধ করিলেন।

[illegible] সংক্ষিপ্ত পরিচয় [illegible] আলোচিত [illegible] [illegible] গোস্বামী প্রভু [illegible] বলিয়া [illegible]

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

অতঃপর শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ [illegible] বিশ্ববিশ্রুত পারমার্থিক সাপ্তাহিক শ্রীগৌড়ীয় পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ [illegible] প্রভু [illegible] বর্ণন উদ্দেশ করিয়া বলেন—সুন্দরানন্দ প্রভুর সবই সুন্দর, তাঁহার নাম সুন্দর, তাঁহার আত্মা সুন্দর, তাঁহার বক্তৃতা সুন্দর, তাঁহার গুরু-কৃষ্ণপাদপদ্মে সেবায় নিষ্কপট অনুরাগ, বৈষ্ণবগণের সহিত মৈত্রী, [illegible] অনেকে [illegible] রূপ [illegible] এবং [illegible] উদ্দেশ [illegible] তাঁহার সুমধুর বাক্যালাপ, [illegible] কঠোর অথচ কুসুমাদপি মৃদু [illegible] তাঁহার অপূর্ব বৈরাগ্য, [illegible] তাঁহার [illegible] ভক্তগোষ্ঠীর সমক্ষে [illegible] দানি সুন্দর,—[illegible] সবগুলিই সুন্দর। [illegible] যিনি শ্রীনবদ্বীপধামে [illegible] যিনি মহাবদান্য [illegible] চন্দ্রী [illegible] তাঁহাকে কি আর [illegible] অভাব থাকিতে পারে? [illegible] অনেক, কুরুক্ষেত্রে [illegible] তাঁহার নাম [illegible] যেমন প্রভু [illegible] বাসুদেব প্রভু [illegible] সিদ্ধান্তবিশারদ [illegible] [illegible] বিকৃত, [illegible] দেরূপ [illegible] চেতনাধর্ম [illegible] কীর্তন করার সঙ্গে [illegible] আজ প্রভুপাদের কথা [illegible] কেহই জানিতে পারিত [illegible] দিকে সুরথ, [illegible] প্রভু না [illegible] এবং [illegible] সুন্দরানন্দ প্রভু [illegible] না করিতেন। [illegible] জগতের [illegible] প্রভুপাদের তাহা—[illegible] কে বুঝাইয়া দিত যদি সুন্দরানন্দ প্রভু না আসিতেন। সুন্দরানন্দ প্রভু [illegible] কিন্তু তিনি কোন [illegible] কথা কীর্তন করেন না, [illegible] তাঁহার কীর্তনীয়; তিনি [illegible] ভিত্তি। [illegible] গতে [illegible] যখন [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করি, তখন সুন্দরানন্দ প্রভু তাঁহার হৃদয়রূপে আমাকে গ্রহণ করি[illegible]

ছিলেন। এখন প্রভুপাদ একসময় শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ ঠাকুর গুণ কীর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরানন্দ প্রভুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে "সুন্দরানন্দ আমার কথাগুলি বুঝিয়া তাহা ভাষায় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া লোকের বোধগম্য করিতে পারেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থ উদ্ধৃত এবং [illegible] একে সুন্দরানন্দের [illegible]" কালকাটা [illegible] হলে সুন্দরানন্দ প্রভু "[illegible] দান" সম্বন্ধে তিন দিন বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতা শুনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বাক্যালাপের [illegible] একটী কথাও [illegible] [illegible] না। বক্তৃতার [illegible] সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] সমাজ [illegible] [illegible] তবে [illegible] শ্রীমৎ [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] শ্রীমৎ [illegible] [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] সুন্দরানন্দ প্রভু যে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আদর্শে [illegible] [illegible] [illegible] না। এখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুন্দরানন্দ।

[illegible] ও কীর্তন

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ নিত্যকৃষ্ণভাববন্দী [illegible] মহারাজ [illegible] প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর [illegible] পাঠ ও কীর্তন হইয়া থাকে। [illegible] যোগদান প্রার্থনীয়।

মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে

সেদিন সৌভাগ্যক্রমে শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রাতঃকালেই মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গমন করিলাম এবং সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। মায়াপুরের মঠসেবকগণের আদর যত্ন ও শ্রীমঠ-প্রসাদ সেবায় অত্যধিক আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি।

ষ্টেশনে একটী বেঞ্চের উপর বসিয়া আছি, এমন সময়ে পার্শ্বস্থ দুই ব্যক্তির কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। পাঠকের অবগতির জন্য, একজন কৃষ্ণনগরের অধিবাসী [illegible] মহোদয় এবং অপর একজন [illegible] মঠসেবক।

মুখোপাধ্যায়—আপনি কে এবং কোথা হইতে আসিতেছেন?

মঠসেবক—আমি শ্রীচৈতন্যমঠের একজন সেবক। [illegible] আসিতেছি।

মুখোপাধ্যায়—আপনারা মঠে কি করেন?

মঠসেবক—আমাদের মঠ [illegible] কোন কথা নাই।

মুখোপাধ্যায়—আচ্ছা, আপনি [illegible]

মঠসেবক—না, [illegible] প্রয়োজন [illegible]

মুখোপাধ্যায়—[illegible]

মঠসেবক—[illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন।

মুখোপাধ্যায়—আচ্ছা, [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] না?

মঠসেবক—[illegible] কিন্তু [illegible] বিদ্যাটা হওয়া আবশ্যক। আমাদের বর্তমান [illegible] 'আমি' বুদ্ধি করিয়া [illegible] কিন্তু এই বদ্ধ মানবের দেহটা ও 'আমি' নয়। 'আমি' বুঝায় যাকে, তা'র পিতা—সেই পরম পিতা পরমেশ্বর, তাঁর সেবাই জীবমাত্রের ধর্ম, তাছাড়া আর কোন কৃত্য কাহারও নাই

বা থাকিতে পারে না। [illegible] সাধারণ লোক মনোধর্মী জীবের [illegible] একটুকু উল্টো বলে মনে হয়, কারণ [illegible] লোকটা [illegible] তাই লোকের অনুকূল [illegible] তার [illegible] মনে হয়, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] প্রকৃত [illegible] [illegible] [illegible] মাত্রা [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] আপনি এ সকল কথা [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]

গেলেন! শ্রীকৃষ্ণ কি অন্তর্ধান করিলেন [illegible]

[illegible]

[illegible] মায়ের [illegible]

[illegible]

[illegible]

নানা কথা

ভেড়ামারায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

[illegible]

রাণাঘাটে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব

রাণাঘাটের [illegible] প্রকাশ, [illegible] রাণাঘাট কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক [illegible] জাতীয় [illegible] সম্পন্ন হয়। [illegible] জাতীয় [illegible] ও [illegible] সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা [illegible] হয়।

[illegible] বিলাতী বস্ত্রের এক বিরাট বহ্ন্যুৎসব হয়।

নদীয়া জেলা যুবক সম্মেলন

[illegible] নদীয়া জেলা যুবক সম্মেলনের [illegible] হইবে [illegible]

মৌলানা [illegible]

[illegible]

শ্রাবণ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চাকপাল হত্যার মামলা।
হাইকোর্টে আবেদন অগ্রাহ্য

[illegible] প্রকাশ, মাননীয় [illegible] আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আফগান বিপ্লব

[illegible] প্রকাশ, আমীর আমানুল্লার জ্যেষ্ঠ [illegible] কাবুলের [illegible] আমানুল্লা [illegible] বিরুদ্ধে অভিযান [illegible] আমানুল্লার সহিত [illegible] আছে, কিন্তু [illegible]

ওবাইদুল্লার বিবরণ

[illegible] সম্বাদ [illegible]

[illegible] আছে।

শিক্ষার জন্য ২৫০০০৲ দান

সেকেন্দ্রাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, [illegible] বামনরাম চন্দ্র নামক [illegible] জন্মদিন উপলক্ষে শিক্ষা ও সমাজ সেবার জন্য ২৫০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

আফগান সমস্যা।

কাবুল হইতে এবার যে সকল সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে, আমীর আমানুল্লা শীঘ্রই কাবুলের সিংহাসন [illegible] করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার [illegible] হইতে কাবুলের প্রায় [illegible] গজনী অধিকার করিয়াছে। [illegible] শক্তিশালী [illegible] তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে, [illegible] তাঁহার [illegible] করিতেছে। [illegible] তাঁহাকে [illegible] করিবে, তাহা নহে; [illegible] প্রকাশ, [illegible] কাবুলে [illegible] করিতেছেন।

রাজদ্রোহের মামলা।

[illegible] হইতে প্রকাশিত [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] ১৬ই [illegible] রাজদ্রোহমূলক এক প্রবন্ধ প্রকাশে অভিযোগে উক্ত পত্রের সম্পাদক [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। [illegible] তাঁহার বিরুদ্ধে [illegible] আগামী [illegible] মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য করা হইয়াছে।

ডাক-জাহাজে বসন্তের প্রাদুর্ভাব

[illegible] নামক যে ডাক-জাহাজ [illegible] ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই জাহাজে [illegible] বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন [illegible] এই জাহাজে [illegible] আসিয়াছেন, তাঁহাকে [illegible] যাত্রীকে টিকা দেওয়া হইয়াছে। এই জাহাজ ২০শে এপ্রেল তারিখে লণ্ডনে পৌঁছিবে। [illegible] যে, এ জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছলে যাত্রীরা কোথায় যায়, কি ভাবে থাকে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য চিকিৎসা-বিভাগ বন্দোবস্ত করিতেছেন।

'টাস্কানিয়া' জাহাজের সংশ্লিষ্ট আরও দুই ব্যক্তি [illegible] বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছে। [illegible] ১৮জন বসন্ত রোগাক্রান্ত হইল। উহাদিগের মধ্যে একজনের অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] বৈশাখ, সোমবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

[illegible] আমরা আদৌ [illegible] করিতে চাহি না, ফলে [illegible] হইতে বহুদূর [illegible] পাড়ি। [illegible] প্রভৃতি [illegible] এক বুদ্ধিকে আর এক বুদ্ধি। আমরা [illegible] আমাদের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] লোককে [illegible] বুঝিতে [illegible] আমাদের [illegible] কৃতি ([illegible]) [illegible] বলিয়াছেন—

[illegible]
বহুনা শ্রুতেন।
[illegible]
[illegible] তনুং স্বাম্‌॥

[illegible] বা পাণ্ডিত্য দ্বারা [illegible] জীবাত্মা [illegible] প্রতি [illegible] করেন, তখন [illegible] পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশ [illegible] থাকেন।

[illegible] এই [illegible] উপদেশবাণীটি আমরা [illegible] উপলব্ধি করিবার চেষ্টা [illegible] এই বেদবাক্য যে আমাদের [illegible] জানিবার একমাত্র উপায়—[illegible] যে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের [illegible] সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিবার মত সৌভাগ্য থাকিলে আমরা [illegible] এই [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] হইতে নিষ্কৃতি [illegible]। এই বেদবাক্য [illegible] একমাত্র [illegible] ভগবানের কৃপা হইলেই ভগবানকে [illegible] তাঁহাকে জানিবার আর দ্বিতীয় [illegible] নাই। [illegible] এই [illegible] বলিয়াছিলেন—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

অর্থাৎ হে দেব, যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপা কিঞ্চিন্মাত্রও পাইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার [illegible] পারেন, কিন্তু আপনার [illegible] অন্যলোকে [illegible] বিচার করিয়াও আপনার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন না।

[illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] আমাদের [illegible] ঐ [illegible] মহাজনগণ [illegible] বলিয়াছেন।

এ সকল [illegible] নদীয়া প্রকাশ-[illegible] আপনার [illegible] নাম, রূপ, গুণ, [illegible] আমরা [illegible] ঠিক—এ [illegible] কেন হয়! আমরা [illegible] মানব [illegible] প্রচারিত [illegible] নাস্তিক [illegible] এক্ষণ কু-ধারণা কেন হয়? [illegible] শব্দ-প্রমাণের [illegible] স্বীকৃত না হইলে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কি বাস্তবতা থাকিতে পারে? আমরা [illegible] কাশ্যপ, [illegible] বলিয়া পরিচয় প্রদান করি, শ্রুতিই কি তাহার একমাত্র প্রমাণ নহে? [illegible] মানব দর্শনে কি [illegible] করিব? [illegible] কি আমরা [illegible] করিতে পারিব? [illegible] আমরা কি করিব? [illegible] করি, তাহা হইলে আমরা মনুপ্রভৃতি [illegible] রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি [illegible] করিতে পারি না। [illegible] উপায়। [illegible]।

মনোধর্ম্ম

[illegible] একটী [illegible] আবার [illegible] একজনের [illegible] একজন [illegible] নিকট, [illegible]। কেহ [illegible] [illegible]।

[illegible] মানসিক চিন্তা-[illegible] দেশভেদে, [illegible] প্রভৃতি [illegible]। আজ একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিলেন একরূপ, আবার [illegible] পর আর একজন [illegible] বিপরীত [illegible] একজন [illegible] প্রতিষ্ঠা করিলেন, [illegible] তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া বিভিন্ন প্রকার মতবাদ প্রচার করিলেন। এই সকলই মনোধর্ম্ম।

[illegible] সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

[illegible] এবং অদ্বয়জ্ঞান [illegible] বিভিন্ন [illegible] বিভিন্ন প্রকারের [illegible] আর [illegible] কোন [illegible] করিতে পারেন [illegible] বলা [illegible] কৃপা প্রাপ্ত হইলে [illegible]।

প্রায়শ্চিত্ত

[illegible] কলির [illegible] মহাপাতকগণের [illegible]।

[illegible] আমাদের [illegible] বিশিষ্ট [illegible] করিয়া, তাহাকে [illegible] অনুষ্ঠান হয়, [illegible] কিন্তু [illegible] পাপ [illegible] দেশ-প্রভাবে [illegible] আশঙ্কা আছে, তজ্জন্য এ সকল নিরবধি

দ্বারা পাপ সমূহ প্রকারে বিনষ্ট হইলেও [illegible] বিনষ্ট না হওয়ায় পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু [illegible] [illegible] সমূলে সংহার করিতে সমর্থ, [illegible] [illegible] বিষয়াদিকে [illegible] করিয়া থাকে, [illegible] [illegible] পাপকে সমূলে [illegible] করিতে পারেন। [illegible] ভগবদ্ভক্তির [illegible] [illegible] [illegible] বিনাশ [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] এবং [illegible] পাপে প্রবৃত্তি হয় না।

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

[illegible] শ্রীগৌর [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] লীলার [illegible] পারেন। [illegible] [illegible] বুঝিতে [illegible] হবে। [illegible] [illegible] সাক্ষী। [illegible] [illegible] মুর্ত্তি [illegible] সম্মান [illegible]

[illegible] শ্রীগৌরলীলা [illegible] তাঁহারই [illegible] [illegible] লীলা [illegible] প্রকাশ [illegible] করেন। [illegible] অবতীর্ণ [illegible] লোকবিহারীর [illegible] [illegible] আবির্ভাবে [illegible] [illegible] লীলা, [illegible] একটা অভিনয়-স্থান [illegible]

শ্রীক্ষেত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃপায় [illegible] শ্রীধাম [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] সম্বল। [illegible] [illegible] বিরহের [illegible] [illegible] শ্রীধামে নিত্যানন্দ [illegible] হয়।

শ্রীভগবান যখন [illegible] প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার [illegible] মধ্যে যে তাঁহারাই প্রিয়তম ভক্ত। ভক্ত ব্যতীত তাঁহার কোন লীলাই সম্ভব হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীবলরাম, শ্রীবাসুদেব, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] লোকে এবং মহর্লোকাদি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুভক্ত-কুলচূড়ামণি দেবর্ষির কৃপায় রাজার পক্ষে গমন করিতে কোনও অসুবিধা হয় নাই। দেখিলেন, প্রবেশদ্বারে ইন্দ্রাদি দিকপালগণ, পিতৃগণ, মহর্ষি ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বারপালের বহুকালাবধি আরাধনা করিয়া প্রবেশাধিকার পাইতেছেন না।

সকল অবলোকি দেবর্ষি রাজাকে বাহিরে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পদ্মযোনি প্রভু তখন শ্রীপ্রভু শ্রীহরির [illegible] নিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ শ্রীনারদকে দেখিয়া, আগমন-কারণ [illegible] প্রজ্ঞা [illegible] দ্বারা নরপতিকে ভিতরে আসিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজা সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া, [illegible] আদেশে [illegible] উপবেশন করিলেন। সত্যলোকবাসী [illegible] তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুমি আমার নিকট আসিবার মধ্যেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপস্থিত হইবে।"

(ক্রমশঃ)

ভাব না ভঙ্গী!

(শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible])

কিছুদিন পূর্ব্বে দেখা যাইত, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] কীর্ত্তন-সভায়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভাবের [illegible] বুঝি না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভাবের উদয় হয়,—এ কথাটা যেন বড় পাপ, [illegible] তবে কি [illegible] [illegible] [illegible] ভাবের টানা টানি? [illegible] শুনিয়া বুড়ীর কান্না। "বুড়ার কান্না-[illegible] [illegible]; পাঠক ঠাকুরেও বুড়ীর তারা নিবিষ্ট প্রায় শ্মশ্রুগুম্ফ শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট। সুতরাং বুড়ীর বিলাপান্ত অমনি দ্বিগুণ বেগে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিবার কথা। তেমনি শ্রোতাদিগের মধ্যে আজ কাল অনেকেই উপপত্নী-বিরহগ্রস্ত; [illegible] [illegible]-কীর্ত্তন শুনিতে সভা-স্থ প্রায় সকলেরই মূর্চ্ছা যাওয়া খুব অসম্ভব নহে। তারপর ভাবের ঘোরে নারী পুরুষে মিলন লোক-সমাজে নিন্দনীয় নহে, বিশেষতঃ উহাকে আইনের আমলে আসিবার মত না আনিবার মত কোন পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই।

একটু [illegible] কিছি [illegible] দিয়া ভাবুকের [illegible] করিয়া [illegible] দেখাইলেই যখন [illegible]-বিমুগ্ধ লোকেরা অত্যধিক সম্মান করে, তখন "[illegible] কাহার ভাগ্য ভাল" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রায় [illegible] সাজিতে প্রস্তুত।

ছাই ভস্ম! আর কেন? বৃথা [illegible] কীর্ত্তনে মজিয়া বাস্তব পথ [illegible]? অনেক দিন তো সং সাজিয়া ভাবুকের অনুকরণ করিতেছ! কৈ তোমার চেহারায় ত ভাবুকতা মালুম হয় না। [illegible] আজও [illegible] চোখ বৈরাগ্য করিতেছ [illegible] লোকের চক্ষে ভাবুক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিতেছ না! [illegible] সময় থাকিতে ভাবের ভঙ্গী পরিত্যাগ করো [illegible] [illegible] ভাবুকের [illegible] [illegible] [illegible] বুদ্ধিমানের কার্য।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪২৩)

([illegible])

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে [illegible] কুমার ঘোষ, বি, এ, মহাশয় বটক [illegible] কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-প্রধান [illegible]-পরীক্ষক পদে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] এম্, এ, মহাশয়ের [illegible] [illegible] [illegible] বলেন, [illegible] মহাত্মা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভারতের সম্বন্ধে এবং প্রাচীন [illegible] শিক্ষক সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারে বিশেষ [illegible] করিতেছেন। যাঁহারা উহার রচিত *Erotic Principle and Unalloyed Devotion* নামক পুস্তিকাটী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই গুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠ মহাত্মার অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য এবং কৃষ্ণানুশীলনের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইনি পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্যে পরম উচ্চপদ অধিকার করিলেও অমায়িকতা, দৈন্য, বৈষ্ণবে অতুলনীয়া শ্রদ্ধা, গুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে

শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি মহদ্‌গুণরাজি ইহাতে পরিস্ফুট দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইনি সাধারণ পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপনে রত নহেন। ইনি কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবাকল্পে নিরন্তর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবা, ভক্তিশাস্ত্রানুশীলন, হরিকথা প্রচার এবং সদাচারময় জীবনযাপনের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। ইঁহারই বিশেষ চেষ্টায় কটক নগরীতে শুদ্ধভক্তির বহুল প্রচার হইয়াছে। কটকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিকথা প্রচার, ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব তিরোভাব-উৎসবাদির অনুষ্ঠান, উড়িয়া ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ প্রচার প্রভৃতি নানাবিধ সেবাকার্যে ইঁহার অসামান্য চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবোৎসাহ ও হরিকথা প্রচারের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, এই স্বামীজী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকৃপাবলে যথার্থ অপ্রাকৃত [illegible] ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়া [illegible] অদ্বৈতবাদ-[illegible] বাসিন্দ হউন না কেন, সকলকেই বিচারে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে ভগবৎসেবার [illegible] অনুপ্রাণিত করিতে পারেন। ইঁহার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সেবায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ইঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী প্রভু [illegible] প্রবাসী শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিরঞ্জনাধিকারী প্রভুর বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, যিনি ভক্তিমঙ্গলের খনি, তাঁহার ভজনগাম্ভীর্য [illegible] স্পর্শ করিবার ক্ষমতা আমার নাই কারণ "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"। শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] প্রভুর উপর শ্রীধামের [illegible] সংরক্ষণসেবার ভার অর্পণ করিয়াছেন। এত বড় কার্যের ভার আমার ন্যায় অযোগ্যের উপরে ন্যস্ত হয় নাই। সুযোগ্য ভক্তিরঞ্জনাধিকারী প্রভুর উপরেই এই মহান্ নিষ্কপট সেবার ভার অর্পিত হইয়াছে; তবে আমার প্রার্থনা এই, তিনি যে সকল শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য কৃপা পূর্বক আমারও এই হৃদয়-মরুতে যেন একটী শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ সংস্থাপন করিয়া আমাকে ভক্তি-[illegible]গণের গুণ কীর্তনে অধিকার প্রদান করেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইনি অতি বাল্যকালেই শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহভাজন হইয়াছেন। মঠগৃহাদি নির্মাণ, মুদ্রাযন্ত্রের কার্য পরিচালন প্রভৃতিতে ইঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে। ইনি চাঁপাহাটীর শ্রীমন্দির সংস্কারাদি কার্যে বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধামের উন্নতি কল্পে এই সকল [illegible] কার্য করায় তিনি শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন।

অনন্তর পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীপাদ কীর্তনানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, যেমন আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে আচার্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিষয় স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয়, তদ্রূপ আচার্যত্রিক প্রভুর নামের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যভাবে এই কীর্তনানন্দ প্রভুর নামও আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। [illegible] প্রভুপাদের [illegible] কুঞ্জবাবুকে কীর্তনানন্দ প্রভু সকল হৃদয়ের সেবা অন্য অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রীতি দ্বারা যেরূপ প্রদান করিয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, কুঞ্জবাবুর অভাবে আমাদের [illegible] নিকট বুক পাতিয়া দিতেও [illegible] হয় না। কিন্তু ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ [illegible] নিষ্কপট সেবক [illegible] [illegible] বুক পাতিয়া দিতে পারেন। [illegible] কীর্তনানন্দ প্রভু গৌরহরিসেবায় এত ব্যস্ত যে, তাঁহার যে স্থিতি নাই। একটী কিংবদন্তী আছে যে, কোনও সময় [illegible] মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'আজ কি তিথি?' তদুত্তরে ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন—"আমি শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য ছাত্র তিথিনক্ষত্রের খবর রাখি না।" আমাদের কীর্তনানন্দ প্রভুর চরিত্রে [illegible] দেখিতে পাই। তাঁহার স্নান-আহার-নিদ্রাদের কোন সময় নাই। তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে করিতে স্নানাহারের সময় ভুলিয়া যান। অনেক সময় [illegible] বলিয়া [illegible] তাঁহাকে [illegible] স্মরণ করাইবার পর [illegible] করিতে দৌড়াইতে [illegible]। তিনি এত রাত্রি দিন বিশ্রাম [illegible]। মঠসেবকগণ তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইবে, [illegible] স্মরণ করাইয়া দিলেও তিনি নিজের দেহের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না। সেজন্য তাঁহার সেবা একরূপ স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে অন্যত্র আনিতে পারে না।

"কুষ্ঠি বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥"

—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই উক্তি পূর্ণ মাত্রায় আমরা কুঞ্জদা ও তাঁহার পরম স্নেহভাজন ব্রহ্মচারী কীর্তনানন্দে লক্ষ্য করিতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল "সোনার চাঁদ ছেলের দল" পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুন্দর। আর একটী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠ ব্রহ্মচারীর নাম করিতেছি। ইনি ইঁহার পূর্বাশ্রমে [illegible] দেশের অধিবাসী এবং [illegible] ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। [illegible] সময় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োজিত আছেন। আমরা বঙ্গদেশের অধিবাসী হইয়া [illegible] বাঙ্গালার সাধুর [illegible] শ্রীমন্ [illegible] পারিলাম না, গৌরচন্দ্রের [illegible] উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ, তাঁহার [illegible] [illegible] সাধক, তিনি [illegible] [illegible] কথা [illegible] দেবা।" [illegible] "[illegible] ব্রহ্মচারী" নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার [illegible], সহিষ্ণুতা, [illegible] এবং [illegible] সেবা [illegible] আদর্শস্থানীয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আর একটী [illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] হইয়াছেন। এই মহাত্মার নাম [illegible] ব্রহ্মচারী। ইনি সর্ববিধ সেবাকার্যে সুদক্ষ। শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] [illegible] [illegible] —আদর্শস্থানীয়। ইনি [illegible] বিনয় ও বিনম্র। [illegible] মঠ বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিয়া শ্রীগুরুদেবে নিরন্তর অবস্থান পূর্বক শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] আদর্শ এই কার্যকালে [illegible] [illegible] সমুদ্রের পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান।

শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীও সহকারী সেবকরূপে [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ [illegible] পূর্বক নিষ্কপট ও অক্লান্ত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

আসাম প্রদেশের [illegible] আদর্শ-শ্রীগুরুসেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible] কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবা সৌষ্ঠব ও ভক্তিপ্রচারে অদ্ভুতপূর্ব উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-গণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। "আচারে নাহি বিজ্ঞাপন"—এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বাণী ব্রহ্মচারী [illegible] চরিত্র ও ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আর একটী সেবক, ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভক্তসুধা [illegible] [illegible] সেবাকল্পে শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সংকথা কীর্তনে ভার-প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অতি প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় শ্রীগুরুদেবের কীর্তিত কথাগুলি নিষ্কপটে মুখে অনু-কীর্তন করিতে পারেন। শ্রীধাম প্রচারিণী-সভা তাঁহার উত্তরোত্তর [illegible] আকৃতি ও [illegible] করিতেছেন।

[illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক [illegible] শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নানাবিধ সেবায় রত আছেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে একান্ত অনুগত, অমায়িকতা, দৈন্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তিনি ভজন-পথে অগ্রসর হউন, বৈষ্ণবগণ ইহাই অভিলাষ করিতেছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহার সেবাকার্যের বিশেষত্বের জন্য ইঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

[illegible] এক মহাত্মার নাম আমরা উল্লেখ করিতেছি। এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায়। ইনি [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য-[illegible] নিরন্তর শ্রীগুরুদেবে অবস্থান পূর্বক হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] বিষয় [illegible] মায়ার চাকুরী [illegible] [illegible] চাকুরীর একমাত্র [illegible] [illegible] মানব জীবন [illegible] কথা [illegible] বুদ্ধিমান [illegible] [illegible] "[illegible]"—এই কথা বলিয়াছিলেন, [illegible] তাঁহাকে আমাদের [illegible] দৃষ্টিতে [illegible] তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া [illegible] আপনার করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তাহাতে [illegible] বা [illegible] [illegible] কোনও প্রকারে চিন্তা [illegible]।

উৎসাহের সহিত [illegible] আত্ম-নিয়োগ করিলেন। এই সকল আদর্শ বর্তমান [illegible] যুগে, [illegible] এক একটী মহাপুরুষের আবির্ভাব করিবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ প্রকৃত [illegible] "লোকোত্তর জীবন" [illegible]। তাঁহারা [illegible]

[illegible] আদেশ [illegible] এক একটী [illegible] [illegible]

দশমী-বিদ্যেকাদশী

[illegible]

[illegible] কি [illegible] [illegible]

[illegible] দশমীবিদ্ধা [illegible] [illegible]

[illegible]

অন্যান্য পুরাণে [illegible]

[illegible] দশমী-[illegible] একাদশী [illegible] দশমীবিদ্ধ [illegible] একাদশী [illegible] করিয়া পরদিন [illegible] উপবাস করিবে।

অতএব [illegible] দশমী-[illegible] একাদশীতে [illegible] উপবাস অকর্তব্য।

[illegible] উক্ত [illegible] তারিখে একাদশীর [illegible] বিধান দুষ্ট হয়, কিন্তু [illegible] ঐ বিধান [illegible] হইতে পারে? [illegible]

[illegible] একাদশী [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] পরিবর্জিতা

[illegible] পূর্ব [illegible] সম্পূর্ণা [illegible] উক্ত [illegible] ভিন্ন [illegible]

[illegible]

নানা কথা

[illegible] বৃষ্টি

[illegible] বৃষ্টি [illegible] আকাশ [illegible]

[illegible] নূতন বন্দোবস্ত

[illegible] একটি নূতন [illegible] করিতেছেন। [illegible] আছে, [illegible] নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ [illegible] হইবে। [illegible] হইলে [illegible] প্রদান করা হইবে।

[illegible] নূতন [illegible] হইতে নাম কাটিয়া [illegible] এবং জমি চাষ করিবার অধিকার কাড়িয়া লওয়া—

[illegible] দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [illegible] আইন [illegible] আরও অনেক বিধি [illegible] হইয়াছে। [illegible] বিষয়ক [illegible] পক্ষ হইতে [illegible] চলিবে। [illegible] [illegible] শিক্ষা, প্রচার এবং আর্থিক উন্নতি বিষয়ক [illegible] [illegible] কিছুই করা চলিবে না।

শ্রীরামপুর দাঙ্গার জের

মরণাপন্ন

[illegible] শ্রীরামপুর [illegible] [illegible] হইয়াছে।

দাঙ্গার তদন্ত

হুগলীর [illegible] মিঃ এস. কে. হালদার ও [illegible] মিঃ [illegible] শ্রীরামপুর [illegible] [illegible]

আহত নারীদের অবস্থা

শ্রীরামপুর [illegible] জানা গিয়াছে [illegible] হিন্দু [illegible] হইয়াছে। [illegible] প্রকাশ, [illegible] আশঙ্কাজনক।

বৃন্দাবন-সমাচার

[illegible] বৃন্দাবনস্থ [illegible] মহাশয় জানাইতেছেন যে, [illegible] সহরে [illegible] কসাইখানা চলিতেছে, তাহা বন্ধ করিবার জন্য ধর্মপ্রাণ সহরবাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন পেশ করিয়াছিলেন, [illegible] তাহার নাকি জবাব আসিয়াছে, গভর্ণমেণ্ট কসাইখানা বন্ধ করিবেন না। ইহাতে সহরবাসী বিশেষ মর্মাহত হইয়াছেন। আমরা পুনরায় সরকার পক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা [illegible] সহরবাসীর [illegible] না লাগে, তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

আফগান-বিপ্লব

কাবুলের নিকট সমর-সজ্জা

পেশোয়ারের [illegible] এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] বাচ্চা সাক্কা কাবুলের নিকট সমবেত হইতেছে, ফলে সহরের [illegible] মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। দোকানপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কাবুলের অধিবাসিগণ সহর পরিত্যাগ করিতেছেন। বাচ্চা-ই-সাকোর সম্বন্ধে সঠিক [illegible] কিছুই জানা যায় নাই, কিন্তু তিনি প্রাসাদের মধ্যে আবদ্ধ আছেন [illegible] গিয়াছে। [illegible] হইতে একজন [illegible] বলেন যে, [illegible] নাদির খাঁর পরিবারবর্গকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পরিবারের অনেক স্ত্রীলোককে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

ব্রিটিশ কন্সাল

জালালাবাদে ব্রিটিশ কন্সালকে যে [illegible] সাহেব [illegible] করিয়াছিলেন, তাঁহার উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া বিভিন্ন স্থানের লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে, কিন্তু তিনি [illegible] আসিয়া পৌছেন নাই জানিয়া সকলে [illegible] হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে [illegible]

কাবুলের দিকে নাদির খাঁ

প্রকাশ, নাদির খাঁ [illegible] জাজী, মঙ্গল, [illegible] এবং [illegible] প্রভৃতি [illegible] কাবুল [illegible] করিয়াছেন। তিনি [illegible] মাত্র [illegible] মাইল দূরে আছেন।

হজরত সাহেবের পুত্র

পেশোয়ারের [illegible] এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, জালালাবাদের নিকটবর্তী চচ-বাগের হজরত সাহেবের পুত্র তথায় পৌছিয়াছেন। তিনি আফগান বাণিজ্য দূত [illegible] হাকিম খানের সহিত অবস্থান করিতেছেন। হজরত সাহেবের পুত্র রাজা আমানুল্লার সমর্থক। তিনি [illegible] আফগানিস্থানের অধিবাসীদের [illegible] জ্ঞাপক কতকগুলি প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লইয়া আসিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই কান্দাহার যাত্রা করিবেন। তাঁহার পিতা পরলোকগত আমীর হাবিবুল্লার পীর ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই বৈশাখ, মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাধুর পরিচয়

সাধু কে, জানিতে হইলে সর্ব্বাগে অসাধুর পরিচয় লওয়া আবশ্যক, নতুবা বর্ত্তমানে সাধু নির্ণয় করা একটা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, বহু অসৎ কপটচারী ব্যক্তি নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সাধুর বেশ গ্রহণ করিয়া সাধুর স্বরূপ বা তটস্থলক্ষণগুলির ভাণ করিয়া সাধারণ লোককে ঠকাইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী ইত্যাদি আশ্রম-চিহ্নযুক্তগণকে দেখিয়া অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণান্তর্গত ব্যক্তিকে দেখিয়া সাধুনির্ণয় করা যাইবে না; কারণ আধুনিক বর্ণ বা আশ্রম শাস্ত্রানুগ সত্যবিচার দ্বারা বিহিত নহে, অপর মায়িক কাম-ক্রোধ দ্বারা কবলিত ও সংগঠিত। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার অসাধুর পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অসাধুর পরিচয়াত্মক শ্লোকের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক, অসাধু,
কৃষ্ণাভক্ত আর॥

'স্ত্রীসঙ্গী' অর্থে যাহারা পরস্ত্রীতে আসক্ত এবং যাহারা নিজ স্ত্রীতে অবৈধভাবে আসক্ত। কৃষ্ণাভক্তগণ ত্রিবিধ—(১) মায়াবাদী, (২) ধর্ম্মধ্বজী এবং (৩) নিরীশ্বর।

মায়াবাদী যাহারা সমস্ত বিষয়ে 'মায়া' লইয়া বাদ উঠায়। ব্রহ্মকে মায়াতীত করিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী করে এবং ঈশ্বরের অবতার সকলের দেহকে মায়িক দেহ বলে। জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার 'অহংবুদ্ধি মায়ানির্ম্মিত' এইরূপ বলে; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে 'শুদ্ধজীব' বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না অর্থাৎ মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইয়া যায়—এইরূপ সিদ্ধান্ত করে।

ধর্ম্মধ্বজী—যাহাদের অন্তরে ভক্তি বা বৈরাগ্যের লেশ মাত্র নাই, কেবল কার্য্যোদ্ধারের জন্য শঠতার সহিত বেশাদি ধারণ করিয়া থাকে।

নিরীশ্বর যাহারা নাস্তিক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

এই সকল ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে যিনি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি সাধু। সাধুর স্বরূপ-লক্ষণ কৃষ্ণৈকশরণতা।

যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন অথচ শুদ্ধ-ভক্তি-তত্ত্ব অবগত নহেন বলিয়া হরিভক্তের পূজা করেন না, তাঁহারা কনিষ্ঠ সাধু।

যাঁহারা ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন, তাঁহারা মধ্যম সাধু।

যাঁহারা সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তাঁহারা উত্তম সাধু।

মোটকথা যাঁহার যে পরিমাণে অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ হইয়াছে এবং কৃষ্ণৈকশরণতা লাভ হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে সাধুত্ব লাভ করিয়াছেন।

মাৎসর্য্যানল

পরশুভাসহিষ্ণুতার নাম মৎসরতা। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের সুষ্ঠুরূপ প্রচার দর্শনে মৎসর-সম্প্রদায় বহির্মুখ হইয়া নানাপ্রকারে তাহার বিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ সাহিত্যিকের সজ্জায়, কেহ বা শ্রীধাম-তত্ত্বানুসন্ধায়কের সজ্জায় অথবা নাস্তিকের ভাবে নানাপ্রকারে গৌর-বিরোধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

কতকগুলি সাহিত্যিক আছেন, তাঁহারা বাহিরে 'গৌর-মানা' হইলেও অন্তরে প্রাকৃতসাহজিকতা দুষ্ট অপচারমূলের দাস-সূত্রে মহাপ্রভু-প্রদর্শিত কোন বিচার-মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই যাহা কোন প্রকারেই মহাপ্রভুর আচরিত বা প্রচারিত সিদ্ধান্ত নহে, তাহাকেই মহাপ্রভুর মত বলিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে জগতে একটা ভুল ধারণা জন্মাইয়া দিতেছেন। ঐ সকল সাহিত্যিকের কুবিচারফলেই জগতে গৌরনাগরী, বাউল, আউল, জাত-গোঁসাই, সহজিয়া, নানাবিধ অপসম্প্রদায় প্রসারলাভ করিয়াছে। একটু ভাষাজ্ঞান বা বাক্য-বিন্যাসের ক্ষমতা থাকিলেই লোকে তাহার অপব্যবহারক্রমে সাহিত্যিক বা লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির লোভে এমনই মোহিত হইয়া পড়ে যে, তাহারা তাহার লেখায় সিদ্ধান্তবিরোধ কিংবা রসাভাস দোষ প্রবেশ করিতেছে কিনা, অথবা [illegible] মহাপ্রভুর মনোভীষ্টের কোন বিরোধ ঘটিয়াছে কিনা, কিম্বা প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের লিখিত মূল্যবানকে প্রাকৃত [illegible] চাপা দিয়া বিষয়টিকে অন্য প্রকারে গঠন করা হইতেছে কিনা,—এ সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখিবার কোন [illegible] বা ক্ষমতা তাহাদের থাকে না বা তাহার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে না। মহাপ্রভুর প্রতি যদি কাহারও একটু আন্তরিক প্রীতি বা মহাপ্রভুর [illegible] কথা [illegible] কাহারও আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবেই [illegible] বিচারের [illegible] একটু আন্তরিক চেষ্টা হয়, নিচেৎ [illegible] হয়? নতুবা কোন ব্যক্তির লোক-চিত্ত-রঞ্জনার্থ [illegible] দিকে লক্ষ্য পড়িয়া যায়, [illegible] আর না হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না!—এইরূপ দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। এ সকল কথা বিচার করিবার লোক কোথায়? [illegible] মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় ও অর্থের বলে নিজের মনোধর্ম্মের কথাগুলি 'মহাপ্রভুর কথা' বলিয়া পুস্তকাকারে বা সাময়িক পত্রাকারে প্রকাশিত করিয়া দিলেই আর কথা নাই! গ্রন্থকার বা সম্পাদক বলিয়া নাম প্রচারিত হউক, তাহার পর যাহা হইবার হউক। কিন্তু এইরূপ গ্রন্থকার বা সম্পাদক হইতে গিয়া যে নিজের সঙ্গে সঙ্গে কত নিরীহ লোককে কুপথে চালিত করা হয়, জীবের কি মহা অনিষ্ট সাধন করা হয়, তাহার হিসাব কে করিবে! শিক্ষিত-সমাজ কি এ সকল বিষয় একবার বিচার করিয়া দেখিবেন? সাহিত্য-জগতে অনেক গুণী আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের [illegible] কি কেবল প্রাকৃত ভাব ও ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা, না সত্যের মর্য্যাদা [illegible]? প্রাকৃত যুক্তি, তর্ক, ভাব ও ভাষাই কি অপ্রাকৃত নিত্য-সত্যের নিয়ামক হইবে? না অপ্রাকৃত সত্যকর্ত্তৃকই যাবতীয় যুক্তি, তর্ক, ভাব ও ভাষা নিয়মিত হইবে? যেখানে মহাজনগণের উল্লঙ্ঘন করিয়া [illegible] মতকেই বহুমানন করা হয়, সেখানে সত্যের প্রতিষ্ঠা কোথায়? সংকল্প ও বিকল্পই যখন মনের ধর্ম্ম, তখন সেই মনোধর্ম্মিগণের মতের সামঞ্জস্য কোথায়? সাহিত্যিকগণ এসকল কথা বিচার করিয়া থাকেন কি?

অপর কতকগুলি সাহিত্যিক আছেন, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে মহাপ্রভুর বিরোধ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ বিরুদ্ধ হইবার কারণ [illegible]। প্রাকৃত মন দ্বারা মহাপ্রভুর শিক্ষা আলোচনা না করিতে গিয়া [illegible] বর্ত্তমান ফলস্বরূপই গৌরবিরোধ। [illegible] সত্ত্বেও [illegible] না পারিয়া ঐ সাহিত্যিকের [illegible] মধ্যে [illegible] অপরাধজনক অযৌক্তিক [illegible] নিতান্ত অন্ধতা ও মূর্খতার পরিচয় দিতেছেন! স্বয়ং ভগবান্ [illegible] নানা মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-[illegible] না বলিয়া তাঁহারা [illegible] মানবের দেহধারী [illegible] মানব ছিলেন—এরূপ অপসিদ্ধান্ত ধারণা লোকসমাজে প্রচার করা কি ভয়ঙ্কর মৎসরতা ও [illegible] নহে? [illegible] আমার মহতী জগতে সাহিত্যের নামে প্রচার পূর্ব্বক জগতে সাহিত্যিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আমি জগতের কি কল্যাণ সাধন করিতে পারি? বেদ, গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, যিনি জগতের কোন জীবের কোন অনিষ্ট সাধন করেন নাই, বরং জগন্মঙ্গল শ্রীনামসংকীর্ত্তন প্রচার করিয়া কলিহত জীবের পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাঁহার চরণে অপরাধী হইয়া ঐ সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের কি লাভ হইতেছে? [illegible] "মহান্ প্রভুর্বৈ সঃ", "[illegible]" [illegible], "[illegible]" [illegible] প্রভৃতি; [illegible] "সুবর্ণবর্ণো [illegible]", "সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ" প্রভৃতি, এবং ভাগবত যাঁহাকে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ", "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য" প্রভৃতি শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং "পরিত্রাণায় সাধূনাং" [illegible] যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন প্রচারে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে সামান্য মানবজ্ঞান নিতান্ত [illegible] হইয়া থাকে। এ সকল [illegible] মাৎসর্য্যানল-সন্তপ্ত ব্যক্তিগণ [illegible] জ্বালায় অস্থির হইয়া সাহিত্যের নামে যে সকল অকথ্য কুকথা প্রচার

করিয়াছে [illegible] মানব সেই সকল [illegible] করিয়াছে, তাহাদের শিক্ষা [illegible] থাকে—

[illegible]

আবার [illegible] কপটতা [illegible] শ্রীমন্ [illegible] হইয়াছে [illegible] ইহারা [illegible] শ্রীধামমায়াপুরে [illegible] আমরা [illegible]

[illegible]

নদীয়ার [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible]

[illegible] দিক [illegible] পুত্র [illegible]

[illegible] হইতে সাবধান [illegible] জাহির [illegible] [illegible] করিতে [illegible] ছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

[illegible] বিবরণী

([illegible])

[illegible]

[illegible]

এই মহাত্মার নাম পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভট্টাচার্য্য বি, এ। [illegible] এবং শ্রী—মঠবিষয়ে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার [illegible] নিযুক্ত [illegible] তাঁহার [illegible] দর্শন [illegible] নিকট সেবাসূত্রে [illegible] স্থান [illegible] শ্রীগুরুদেবের [illegible]

[illegible] বর্ত্তমানে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] এক একটি কথা [illegible] নিশ্চয় করিয়া [illegible] তাঁহার [illegible] আদর্শ [illegible] ভক্তিকেই [illegible] তিনি [illegible] [illegible] প্রদর্শন [illegible] [illegible]

[illegible] ভক্ত শ্রী [illegible] মহাত্মার নাম [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্থান [illegible] অধিকারী [illegible] এই মহাত্মা [illegible]

থাকিবেন, তাহা মঠসকলের ইতিহাসে [illegible] অক্ষরে লিখিত থাকিবে। [illegible] গৌড়ীয় মঠের [illegible] আমরা [illegible] মঠের আগামী বার্ষিক [illegible] শ্রীমঠেই [illegible]

[illegible] ভক্তগণের [illegible]

[illegible] তাহাদের [illegible]

[illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের আর একজন সেবক শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী। এই মহাত্মা [illegible] প্রবণ [illegible] ভক্তির [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] অনুরাগ, শ্রদ্ধা [illegible] ও বৈরাগ্য আদর্শ স্থানীয়। ইনি [illegible]

[illegible] শ্রদ্ধা ও বিচক্ষণতার সহিত প্রত্যেক সেবাকার্য্য [illegible] সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহা সত্য সত্যই প্রশংসার্হ।

কলিকাতা-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র [illegible] মহাশয় [illegible] সেবায় [illegible] আনুকূল্য করায় [illegible] হইয়াছেন। ইনি পুনঃ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের [illegible] তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছেন। কিছুদিন হইল তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-সেবার আনুকূল্যে একটী অশ্বযুক্ত শকট দান করিয়াছেন। তাহার [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] করিয়া [illegible]

[illegible] শ্রীমঠ [illegible]

[illegible] নিবাসী [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] একটী [illegible] করিয়া [illegible]

[illegible] জ্ঞাপন করিতেছেন।

একাদশী-ব্রতবিধি

(পণ্ডিত [illegible] বি, এ)

শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—[illegible] একাদশী [illegible] দশমী দিনে [illegible] করিবে। [illegible] আরাধনা করিয়া [illegible] করিতে [illegible] দশমীতে [illegible]

ও বৃহস্পতি, দুইবার ভোজন, পরান্ন, মৈথুন, মধু, কাংস্যপাত্রে আহারগ্রহণ, নিম্বপত্র, দগ্ধ-বার্ত্তাকী, জম্বীর, ঘৃত ব্যতীত গব্য, অতি ভোজন, অভ্যঙ্গদান, তাম্বূলচর্ব্বন পরিত্যাগ করিবে। দশমীতে নিষিদ্ধ বস্তুগুলি দ্বাদশীতেও নিষিদ্ধ তাহাতে সংশয় নাই। সম্পূর্ণ ব্রতফলাভাবী দশমী বা দ্বাদশীতে নিশিভোজন করিবে না। ব্রতী অনন্তর ভবিষ্য করিয়া অপরাহ্ণে পুনরায় বিধিপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে। দ্বাদশার সুসম্পূর্ণ জল-দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। সায়ংকালে দেবমন্দিরে গিয়া চিত্তে কেশবের ধ্যান করিতে করিতে এই বলিয়া নারায়ণকে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিবে—হে গোবিন্দ! আমি অবৎসমুখে একাদশী-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, আপনার পাদপদ্মের কৃপায় আমার এই ব্রত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক। আমি আর [illegible] চিত্ত, লোভ ও মোহে অভিভূত, আপনার প্রসাদ ব্যতিরেকে এই ব্রত সম্পাদনে অসমর্থ। অনন্তর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক দেবগৃহের ভূমিতে কুশশয্যায় শয়ন করিবে।

অনন্তর প্রভাতে দন্তধাবন না করিয়া দ্বাদশ গণ্ডূষ জলদ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে এবং বিষ্ণুপূজাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিবে। পরে নিশাকালে [illegible] এবং [illegible] মালা, [illegible] [illegible] মিদের সাহায্যে হরির উদ্দেশ্যে জাগরণ করিবে। হরিবাসরে [illegible] বা [illegible] চিহ্ন অঙ্কন করিবে, ধূপ, দীপ, [illegible] পতাকাবলীদ্বারা মন্দিরাদির, [illegible] মাল্যাদি দ্বারা [illegible], পুষ্প, উপহার [illegible] গৃহ করিয়া [illegible] পুরাণে উক্ত আছে। অতঃপর শ্রীভগবানের প্রতিমা বা [illegible] তাহাতে স্থাপনপূর্ব্বক সংশুদ্ধ [illegible] শুদ্ধ সম্পাদন করিবে। অতঃপর স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, ধূপ, দীপ, গোন্ধবীয়বসন, উপবীত, নৈবেদ্য, [illegible] নীয়, কর্পূরাদি সহিত তাম্বূল [illegible] উপচারদ্বারা শ্রীগোবিন্দের [illegible] বিষ্ণুর আরাধনা করিবে। এই বিষয়ে সাবধানে বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে সকল বৈষ্ণব একত্র মিলিত হইয়া অনুনামকীর্ত্তন, নৃত্য, [illegible] দ্বারা রাত্রিজাগরণ করিবে। একপ জাগরণশীল ব্রতীকে দর্শনপর ব্যক্তিও সর্ব্ব মহত্তর মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। হরিবাসরে কদাপি পাপকর্ম্মের সহিত আলাপ করিবে না। তাহাতে সমস্ত পুণ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মূঢ় পাষণ্ডিগণ নীলাবলীপ্রবর্ত্তী কুক্কুরের ন্যায় ভক্তিগণের ভক্তিবিজড়িত নারায়ণগুণগান শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হয় না। ভক্তিজন গান, নৃত্য বা স্তবপাঠ করিতে থাকিলে যাহারা নিন্দা করে, তাহারা পাপাধম। ভক্তিজন বিষ্ণুমন্দিরে হরিবাসর-দিবসে নৃত্য না করিলে পঙ্গুজন্মে খঞ্জ এবং সঙ্গীত না করিলে মূক হইবে। মধুসূদন নৃত্যগীতাদি দ্বারা অতীব সন্তোষ লাভ করেন, অতএব তদুদ্দেশে বাদ্য করিবে। বেদাধ্যয়ন, পুরাণ, রামায়ণ পাঠ বা ভাগবত পাঠ করিয়া হরিবাসরে রাত্রিজাগরণ করিবে। [illegible] সন্তুষ্ট [illegible] শ্রীহরির প্রদক্ষিণ করিবে ও ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। পরদিন প্রভাতে পঞ্চ মহাদ্রব্য সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীহরির স্নান করাইয়া পূজা করিবে এবং [illegible] সারে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া দ্বাদশীযোগে পারণ করিবে। দ্বাদশী লঙ্ঘনপূর্ব্বক পারণ করিলে কোটিজন্মে উপার্জ্জিত সমুদয় পুণ্য নাশপ্রাপ্ত হয়। উপবাসদিনে [illegible] সম্পূর্ণ নিদ্রা বর্জ্জন করিবে এবং উভয়-[illegible] যাপন করিবে। [illegible] [illegible] এই নিয়মে একাদশী-ব্রতপালনকারী [illegible] হবে। অতএব জন্মমৃত্যুভয়ে [illegible] একাদশী ব্রত প্রতিপালন [illegible] করিবে।

প্রাচীনকালে [illegible] পরমধার্ম্মিক, [illegible] সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, [illegible] নামে [illegible] রাজা ছিলেন। [illegible] একাদশীব্রত [illegible] বিষ্ণুভক্তি [illegible] ছিলেন। সেই [illegible] একাদশী [illegible] [illegible] উদ্যত হইলে [illegible] কোন [illegible] তাঁহারা [illegible] সমাগত হইলেন। [illegible] পুণ্য [illegible] [illegible] [illegible] উত্তরিত [illegible] [illegible] [illegible] মন্দিরে সমবেত হইলেন। কেহ নানা মনোরম [illegible] শ্রীহরির পূজা করিতেছেন, কেহ দিব্য গন্ধ, পুষ্পাদি উপহার দিতেছেন; কেহ কেহ পদ্মিনী ভক্তগণ একত্র হইয়া গোবিন্দের গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন, [illegible] পুলক [illegible] [illegible] নৃত্য করিতেছেন। কেহ [illegible] [illegible] [illegible] বাঁধিতেছেন। কেহ [illegible] বাঁশরী দ্বারা [illegible] স্তব করিতেছেন, কেহ [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ [illegible] বীণাদি [illegible] [illegible] স্তুতি গান করিতেছেন। [illegible] রাজা ও রাজমহিষী আত্মবিস্মৃত হইয়া [illegible] নৃত্য করিতেছেন। [illegible] [illegible] গৌরি [illegible] বলিলেন—রাজন! তুমি ও তোমার মহিষী উভয়েই পূর্ব্বজন্মে তোমাদের ন্যায় চরিত্র অতীব দুর্লভ। এই ভগবৎপ্রিয় একাদশীব্রত তুমি সস্ত্রীকে পালন করিতেছ, অতএব তুমি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। তুমি মহিষীর সহিত হরিবাসর শ্রীহরির [illegible] প্রদান [illegible] করিতেছ; তোমাদের এই অদ্ভুত ভক্তি নির্ম্মল বুদ্ধি কোন্ স্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ, জানিতে ইচ্ছা করি।

সেই দিনের বাক্য [illegible] নৃপরাজা উল্লাসযুক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন— পূর্ব্বজন্মে আমরা একাদশীব্রত-প্রভাবে মহাপাতক হইতে যমরাজ কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছি এবং পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিপ্রভাবে এই দিব্য একাদশীব্রত পালন করিয়া পরম [illegible] [illegible] [illegible] আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। [illegible] বলিলেন—সুন্দরি! যদি তুমি পূর্ব্ব-[illegible] কথা স্মরণ করিতে পার, তবে দেবী! কোন্ জন্মে কিরূপ নিবেদন করিয়াছিলে তাহা বিবৃত কর। পূর্ব্বজন্মে তুমি কে ছিলে, তোমার পতিই বা কে ছিলেন? তোমরা পাতকী হইলেও যমরাজ কেন মুক্তি দিলেন?

নৃপজায়া বলিলেন—আমি পূর্ব্বজন্মে [illegible] নাম্নী [illegible] [illegible] ছিলাম। সেই জন্মে আমি নরকগমনের [illegible] পাপ করিয়াছিলাম। আমি মদ্যপায়ী, পরদারাসক্ত, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] নিরবের [illegible] হইয়া [illegible] প্রার্থনা করিতে আসিত্তে হইত মরিতে লাগিলাম। একদা দৈবক্রমে একাদশী দিবসে উৎকট জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া আমি কোন অন্ন বা পানীয় গ্রহণ করি নাই। স্বামীও আমার স্নেহপরবশ হইয়া বিরত হইয়া পানাহার বর্জ্জন করিলেন। অতঃপর রাত্রিকালে রোগে ব্যাকুল হইয়া দূত দ্বারা দীপ জ্বালাইয়া পূজক জাগরণ করিয়া করিতে "হে নারায়ণ, হে হরে, হে কৃষ্ণ, আমায় রক্ষা কর" এই প্রকার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। স্বামীও [illegible] করিলেন। উদয় ও একাদশীর মাহাত্ম্য-প্রভাবে আমাদের সকল পাপ বিনষ্ট হইল, এবং প্রভাতে পুনরায় রোগে [illegible] আমার দেহ পতিত হইল। স্বামীও আমার মৃত্যুতে শোকে অধীর হইয়া সকল লোকে নিন্দা করিতে থাকায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর যমদূতের অনন্তদুর্বিপাকে দুর্গম দুঃখভোগের জন্য পুষ্প দুর্গম পথে আমাদিগকে যমসদনে লইয়া গেল। যমদেব চিত্রগুপ্তে পাপপুণ্যের বিচারার্থ আদেশ করিলেন— যদিও ইহারা মহাপাপকারীদিগের মধ্যে নিকৃষ্ট অধমতথাপি একাদশীতে উপবাস-হেতু ইহাদের সমুদয় পাপ নষ্ট হইয়াছে। অজ্ঞানক্রমেও যে ব্যক্তি পবিত্র একাদশীব্রত প্রতিপালন করে, সেও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া সেই লোকে গমন করে।

চিত্রগুপ্ত এই প্রকার বলিলে যমরাজ সহসা আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক আমাদিগকে অভিনন্দন করিলেন, অতঃপর মুখোদ্গত আমাদিগকে চন্দন, পুষ্প, দিব্য বসন, অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়া সম্মুখ [illegible] নানাবিধ [illegible] ভোজন করাইলেন। [illegible] দিব্য [illegible] আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া [illegible] [illegible] পথে উত্থান করাইয়া [illegible] বলিতে লাগিলেন—আপনারা [illegible] বর্জ্জিত মহাপুণ্যবানগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব এক্ষণে বিষ্ণুলোকে গমন করুন। বিনীত [illegible] একটি সঙ্গে আসন। ইহাকে অভিনন্দন করিয়া বলিলাম আমরা [illegible] [illegible] যাইব, কিন্তু নরক-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নরক দর্শন করি [illegible]।

[illegible] [illegible] বিমান দ্বারা [illegible] উপস্থিত হইয়া কোটী [illegible] অনুগৃহীত [illegible] হইতে পারেন, [illegible] কথা [illegible] কি [illegible]।

নৃপজায়ার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই বিষ্ণু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন।

দিশাহারা পথিক

[illegible] আমাদিগকে [illegible] [illegible] দিশাহারা হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ... কণ্টকাকীর্ণ ... [illegible] ... পুনঃ ... [illegible]

[illegible]

[illegible] ... বর্তমান ... [illegible] ... নাস্তিকতা দূর করে ও একদিন ... [illegible] ...

[illegible] ... আসাম ... [illegible]

[illegible] ... তাহা কে বলিবে?

[illegible] ... আমি মিথ্যা, ... [illegible] ... থাকি, কিছু দিন পূর্বে [illegible]

এইরূপ [illegible] কথা। [illegible] নীতিশূন্য পণ্ডিতেরও যথেষ্ট আমদানী

[illegible] ... মতাবলম্বন ... [illegible] ... আমাদিগের ... [illegible]

প্রচার-প্রসঙ্গ

[illegible] ... ঠাকুর ... [illegible] ... প্রচার [illegible] ... ব্রহ্মচারী [illegible] ... ১১ই এপ্রিল [illegible] ... আহ্বান করিয়া [illegible] ... অনুষ্ঠান করেন। এই উৎসবে [illegible] উপস্থিত থাকিয়া শুভ [illegible] ... করেন।

১৩ই এপ্রিল নাটা সমাজে পাদসাধারণী

সভার পর উক্ত যোগেশবাবুর গৃহে সঙ্কীর্ত্তন ও [illegible] গোস্বামী [illegible] কীর্ত্তন করেন। তাহাতে যোগেশবাবু স্বয়ং এবং অপরাপর শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দলাভ করেন। তৎপর [illegible] মাড়োয়ারী [illegible] বিশেষ আগ্রহে [illegible] ... ইনকমট্যাক্স ... [illegible] ... পাইয়াছেন।

ডেপুটী কমিশনারের আফিসের অবসরপ্রাপ্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ও তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত [illegible] ... [illegible] ... ইঁহারা [illegible] ... আদর্শ। [illegible] শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের [illegible] বিশেষ [illegible]।

নানা কথা

পরলোকে নবাব নবাবালী

গত [illegible] এপ্রিল প্রাতে [illegible] সরকারের [illegible] মন্ত্রী এবং লাট [illegible] শাসন পরিষদের [illegible] নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাবালী চৌধুরী খান বাহাদুর [illegible] নামক স্থানে পরলোক গমন করিয়াছেন। [illegible] ময়মনসিংহ [illegible] বাড়ীতে তাঁহার [illegible]। গত [illegible] এপ্রিল [illegible] তাঁহার বাড়ী হইতে [illegible] একটি [illegible] বাহির হইয়াছিল।

[illegible] গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার প্রতি [illegible] এবং গবর্ণমেণ্টের সমস্ত বাড়ীতে রাজকীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত করিবার জন্য আদেশ দান করিয়াছেন।

নবাবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সৈয়দ নবাবালী চৌধুরী ময়মনসিংহের [illegible] বংশে জন্ম [illegible]। তিনি ১৮৬৩ সনে [illegible] ভূমিষ্ঠ হন। তিনি কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, ১৯০৬ সনে খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন, পরে ১৯০৬—১৯১১ সন পর্য্যন্ত তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ ও আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকেন। ১৯১২ হইতে ১৯১৬ সন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকেন ১৯১১ সনে দিল্লীর দরবারে ইঁহাকে ব্যক্তিগত উপাধি হিসাবে নবাব উপাধি দান করা হয়। ১৯১৮ সনে ইনি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন; ১৯১৬—১৯২০ সন পর্য্যন্ত ইনি ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯২১ সনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ঐ সময়েই তিনি মন্ত্রী পদ লাভ করেন এবং ১৯২১—১৯২৩ সন পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯২৩ সনে পুনরায় ঢাকা পশ্চিম মুসলমান নির্ব্বাচনমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত হন এবং ১৪ই মার্চ্চ পুনরায় মন্ত্রীপদ লাভ করেন ও কিছুদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯২৪ সনে ব্যক্তিগত উপাধি হিসাবে তাঁহাকে নবাব বাহাদুর উপাধি দেওয়া হয় ১৯২৫ সনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শাসন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

পুরুষের বেশে নারী

ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে [illegible] এবং কালকটিয়া চামারণী একটি বালিকার গৃহ হইতে [illegible] চুরি করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। স্ত্রীলোকটিকে পুরুষের বেশে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible]কে ১৫ মাস ও স্ত্রীলোকটিকে ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

লাভজনক দালালী

কুমিল্লার মণিলাল এণ্ড কোংর মণিলাল [illegible] পক্ষ হইতে টি, ডি মুখার্জ্জির বিরুদ্ধে ৩০০০৲ টাকা মূল্যের জহরতাদি সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতার এক অভিযোগ আনেন। অভিযোগের বিবরণ এই যে, আসামী জহরতের দালাল বলিয়া নিজকে পরিচয় দিয়া কিছু জহরতাদি লয় এবং বন্দোবস্ত থাকে যে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা দশ টাকা করিয়া সে দালালী পাইবে। আসামী নাকি জিনিষগুলি কলিকাতায় বোচমা দিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করিয়া কাশী পলায়ন করিয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট জিনিষগুলির জন্য তল্লাসী পরোয়ানা জারী করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৬

মনোধর্ম্ম

জীবমাত্রেই মনোধর্ম্মী, সুতরাং [illegible] ভক্তগণেরই [illegible] মনোধর্ম্মের [illegible] পারে। [illegible] মনোধর্ম্মের [illegible] মনগড়া বিষয়টী [illegible] দেখা যায়।

জয়, পরাজয়, [illegible]।
আশাভিলাষের নাহি [illegible] এক সনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] আছে, [illegible] শ্রীভগবান [illegible] পারেন না; [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] করেন।

অনেকে শ্রীভগবানের পুনঃ পুনঃ [illegible] করিয়াও মনোধর্ম্ম [illegible] পারেন না; [illegible] কারণ কি? [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] বন্ধ [illegible] আছে, সেই শ্রীভগবানের [illegible]।

অজ্ঞানতমসা [illegible] দৈন্য।
কর্ম্ম-ধর্ম্ম [illegible] এই সব॥
[illegible] দৈন্য প্রদান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

যতদিন আমাদের [illegible] থাকিবে—যতদিন আমোদ-[illegible] থাকিবে, ততদিন আমরা ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিব না এবং ভগবানের (ভগবান্ ও ভক্তগণের) কৃপা না পাইলে মনোধর্ম্মের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটিবে না। [illegible] বর্দ্ধমান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে [illegible] নিতাই-গৌরের চরণে [illegible] আত্মনিবেদন করিতে পারিব?

ভক্তজীবনের মূলমন্ত্র কি?

আমরা অনেক সময়ে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশার্থীর মুখে প্রথমেই এক [illegible] শুনিতে পাই—'আমার কর্ত্তব্য কি? আমি [illegible]?' [illegible] জীবের প্রাত্যহিক জীবনের [illegible] একটী তালিকা ঠিক করিয়া [illegible] করেন। [illegible] কিন্তু [illegible] আছে।

আমরা [illegible] দেখিতে পাই [illegible] হয় না। [illegible] ও [illegible] আবশ্যক।

[illegible] সম্বন্ধজ্ঞানের [illegible] দীক্ষা [illegible]।

[illegible] সম্বন্ধ [illegible] অনুষ্ঠান মাত্র। [illegible] মাত্র। [illegible] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (ভাঃ ১১।২।৩৪) [illegible] ভক্তের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান এবং বিষয়ী [illegible] ঠিক যেরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শন করাইয়াছেন যথা—'যেরূপ বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্রপুরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপার বিষয়সুখভোগের জন্যই করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণও [illegible] করেন, ভগবদ্ভক্তগণও [illegible] ভগবৎসেবার জন্য করেন। তাহাতে মূত্রপুরীষত্যাগ হইতে [illegible] দৈনন্দিন [illegible] পর্য্যবসিত হয়।

মূলকথা এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভগবদ্ভক্ত বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তির ন্যায় [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] বিষয়ী ও [illegible] ও উদ্দেশ্য [illegible]। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকল [illegible] ভগবানের প্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্য করেন, আর বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তি [illegible] ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ [illegible] করেন। [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] করেন, [illegible] অর্থাৎ [illegible] আশায় করিয়া থাকে।

[illegible] সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যক; [illegible] ভগবানের সহিত সম্বন্ধ [illegible]। সম্বন্ধ ও অভিধেয় [illegible] সম্বন্ধ ব্যতীত [illegible] হয় না, আবার [illegible] সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না, যেমন কোন বালিকা বিবাহের পরে যদি [illegible] গমন না করে এবং তথায় গমন করিয়াও [illegible] না করে, তাহা হইলে তাহার [illegible] প্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই জানিতে হইবে। যখন তাহার [illegible] অত্যন্ত আপনার [illegible] করিতে থাকে—নানাপ্রকার অভাব, অসুবিধা, রোগ, শোক অগ্রাহ্য করিয়াও [illegible] কার্য্য [illegible] অনুষ্ঠান করিতে পারে, তখনই বালিকার [illegible] জানিতে পারে যে, ঐ বালিকার [illegible] সহিত যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] প্রয়োজন [illegible] হয়।

সাধ্বী পত্নী কি চান? তিনি কখনও [illegible] প্রশংসা প্রাপ্তির জন্য [illegible] করেন না। কিংবা পতিসেবার পরিবর্ত্তে নিজ ইন্দ্রিয়সুখের উদ্দেশ্যে অলঙ্কার বা বেশভূষা কিছুই কামনা করেন না। তিনি চান—পতির সুখের জন্যই পতির সেবা, পতির প্রীতিই তাঁহার প্রয়োজন, পতির সুখেই তাঁহার সুখ।

দেনা শোধ

অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি অভাবের তাড়নায় অভাব মিটান বস্তুর সন্ধানে বেড়ায়। [illegible] সে নিজের চেষ্টায় সেই বস্তু [illegible] করিতে পারে, আবার কখনও বা অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া [illegible]। এই ভাবেই সংসারটা চলিতেছে।

[illegible] অভাব নাই এমন একটীও লোক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কেননা [illegible] আমার [illegible] অভাব [illegible] আশ্রয় করে। সুতরাং অভাববৃদ্ধির [illegible] আমরা [illegible] না, বরং [illegible] ঋণগ্রস্ত। [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিশ্ববাসী প্রত্যেকে প্রত্যেকের [illegible]।

[illegible] প্রকার অনুসন্ধান করিলে [illegible] প্রধানতঃ [illegible] পাঁচ প্রকার দেনাগ্রস্ত। (১) দেবতা, যাঁহারা আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিবার [illegible] ইন্ধন [illegible] অনেক সাহায্য করেন। যাঁহাদিগের কৃপা ব্যতীত [illegible] মানবের নিকট হইতে পাওয়া যায় না। সুতরাং [illegible] আমরা দেব-ঋণে ঋণী।

(২) ঋষিকুল [illegible] ত্যাগ করিয়া বহু বহু বৎসর [illegible] পারমার্থিক পথের সন্ধান দিয়াছেন, যাহা অনুসরণ করিয়া [illegible] সংগ্রহের সুযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা ঋষিঋণে আবদ্ধ।

(৩) জনক জননী ব্যতীত এই জীবের [illegible] লাভ অসম্ভব। সুতরাং পিতামাতার কৃপায় আমরা এ বিশ্ব দর্শন করি। তাঁহাদিগের অপার করুণাবিন্দুর [illegible] আমাদিগের জীবন-সম্পদ। তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা যে কত [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] সম্মান প্রদর্শন করি। এই ভাবে আমরা পিতৃ-ঋণে ঋণী।

(৪) এমনভাবে একে অপরকে সাহায্য না করিলে চলে যায় না। [illegible]

অতএব সর্ব্বতোভাবে [illegible] ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অর্থাৎ ভগবানকে নিত্যারাধ্যরূপে বরণ করিয়া একমাত্র তাঁহার প্রীতি অনুসন্ধানই ভক্তজীবনের মূলমন্ত্র।

আমরা যেমন অপরকে সাহায্য করি অপরের নিকট হইতেও বহুভাবে সাহায্য পাইয়া থাকি, সুতরাং তাঁহাদের নিকট ঋণী।

(৫) মানবেতর পশু, পক্ষী প্রভৃতি কতকগুলি আমাদিগকে সাক্ষাদ্ভাবে ও কতকগুলি পরোক্ষভাবে উপকার করিয়া থাকে। কতকগুলি পশুর নিকট হইতে বেশী উপকার পাই বলিয়া তাহাদিগকে অন্নদাতা পিতা বলিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। এইভাবে ভূতগণের ঋণী।

দেনা থাকিলে শোধের ব্যবস্থা করিতে হয়। উপরিউক্ত পাঁচপ্রকার দেনা শোধের ব্যবস্থায় শাস্ত্র বলেন—যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ, শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা ঋষিঋণ, তর্পণের দ্বারা পিতৃঋণ, অতিথি-সৎকারের দ্বারা নরঋণ এবং বলিদানাদি দ্বারা ভূতঋণ পরিশোধ করিবে।

সামাজিক ... দেশের ... বলিয়াছেন ... অনেকে ... এইমাত্র ... সেই ... গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ ব্যবস্থাকে ভাল বা একরূপ ব্যবস্থা বলা যায় না। কারণ উপরিউক্ত পঞ্চদ্বারে আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন সুযোগ পাইয়া থাকি। আর শুধু এক জন্মের মত নহে। অনাদিকাল হইতে কত লক্ষ লক্ষ দেহ লাভ করিয়া আসিতেছি। প্রত্যেক জন্মেই এই প্রকার দেনায় পড়িয়াছি। সুতরাং আমার দেনা শুধু অপরকে আপ্যায়িত করা নয়—বহু বহু জন্মের দায়ে ফেলিয়াছে, যদি দেনার একটা কিনারা হয়, তবে তাহা শোধ দেওয়া যায়, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে যাহাকে নূতন নূতন দেনা না করিলে চলে না, তাহার দেনা কখনও শোধ হইবার নহে। যেমন পুত্র পুত্র জন্মের পিতৃঋণ শোধ ... না দিতে জন্মলাভ করিতে হইয়াছে, আবার নূতন পিতার ঋণ পাইল, আবার এই দেনা শোধ না দিতে পরজন্ম আসিল, এই প্রকারে ঋণ বিচারে দেখিতে গেলে পাগল হইতে হয়। এখন কেবল চিন্তা হয়—উপায় কি?

আমরা যখন কোন বিষয়ে কূলকিনারা না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ি, কাহারও আশা-ভরসায় থাকিতে যখন আমাদের চলে না, তখন একজন আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করেন। তিনি আর কেহই নহেন—সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবান্ সকলের মূল। সকলের রক্ষক পালক এবং নিয়ন্তা। চরাচর বিশ্ব, দৃশ্যাদৃশ্যলোক সকলই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। দেবতা বলুন, পিতৃগণ বলুন, মানবকুল বলুন, ভূতসমূহ বলুন, সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহা কর্ত্তৃক রক্ষিত। সুতরাং আমরা যদি একাগ্রচিত্তে, সব দেনা ফেলিয়া—দেবগণ যাঁহার সেবক, পিতৃগণ যাঁহার সেবক, মানবকুল যাঁহার সেবক, ভূতগণ সেবক সেই সর্ব্ব প্রভুর চরণসেবায় নিযুক্ত হই, তাহা হইলে আমাদের দেনার চিন্তা বিন্দুমাত্রও থাকে না। তাই শাস্ত্র বলেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ-পদাশ্রয় মানি।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥

আমরা ... মূলদেশে জলসেচন ... শাখা-প্রশাখায় জল ... প্রত্যেক—তখন ... বটে, কিন্তু ভগবান্ ... বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে ... না। তাই সেই সকল অসম্ভব হইলে ... উপায় কি? শ্রীবিষ্ণু আর একথা শুনিয়া থাকি যে, ভগবানে সকলে নিবদ্ধ, ভগবানের সকলেই জীবিত। তিনি অখণ্ডোজ্জ্বল পুরুষ। তাঁহাতে সমস্তই আছে, সকলই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া।

এক ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, তাহা হইলে কি দেবতাকে, ঋষিকুলকে, ভূতজীবকে এবং প্রাণীকে পূজা দিব? তাহা নহে। দেবারাধ্য, পিতৃগণারাধ্য, ঋষিকুলমৃগ্য, সর্ব্বজীবপ্রভুর আরাধনায় আরাধকগণের আনন্দ বৃদ্ধি হইবে না কি? প্রভুর সেবায় দাসগণের যদি আনন্দবর্দ্ধন না হয়, তবে প্রভুসেবাবিমুখ অসতের সঙ্গ কখনই বুদ্ধিমানের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইতে পারে না। শ্রীভগবানের সেবা ছাড়িয়া অপরকে পৃথক্ পূজ্যবুদ্ধিতে যাহারা পূজা করেন, তাঁহারা অনাদ্যী। আর যে পিতৃকুল বা আত্মীয়বর্গ নিজ নিজ সন্তানাদিকে শ্রীভগবানের সেবা ছাড়াইয়া নিজেদের পূজা করাইবার ব্যবস্থা করেন, তাঁহারাও দুর্দ্দমনীয় দুর্গভাগারই ... বিপদে পড়িবেন। বিশ্ববিমোহিনী মায়াদেবীর দাসত্বে আমাদের আজ এতদূর দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, সর্ব্বারাধ্য শ্রীভগবান্ হইতে আমরা দূরে—এই জ্ঞানের অভাবে জড়দেহধারী পিতা ... হইতে জন্মলাভ করিয়াছি বলিয়া মায়া মূল পিতার সেবা ছাড়িয়া আমাদিগকে 'মায়া' পিতামাতার সেবাকে ভগবৎসেবা হইতে বড় বিচার করিয়াছি। আমাদের চৈতন্যের অনুগামী দেখিয়া বিশ্বগুরু শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

মাতার শিরে কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গুরুকরণ-প্রণালী

ভক্তিলাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—সদ্গুরুপদাশ্রয়। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।" বেদ বলেন,—"ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে 'সমিৎপাণি' হইয়া বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ভগবত্তত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবে।" "আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন।" "যাঁহার ভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমনি শ্রীগুরুদেবেও ঐকান্তিকী ভক্তি, সেই মহাত্মাই শ্রুতির মর্ম্মার্থ অবগত হইতে পারেন।" শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে যে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম মঙ্গল জানিবার জন্য সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। যিনি ব্রহ্ম-শব্দ-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, কৃষ্ণৈকশরণ এবং লৌকিক লোভাদির বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু।

আত্মকল্যাণকামি ব্যক্তিমাত্রেরই পারমার্থিক গুরুপাদাশ্রয় গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। পারমার্থিক গুরুবরণকালে ব্যবহারিক বিচার আনিলে প্রকৃত মঙ্গললাভ হয় না। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"ব্যবহারিক, লৌকিক ও কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে" (ভক্তিসন্দর্ভ)। বিষ্ণুস্মৃতি বলেন,—"শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা বা যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই 'গুরু'পদবাচ্য নহেন।" "বংশতঃ বা লোকতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা লোকের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন" (হরিভক্তিবিলাস)।" কেহ যদি এই সকল শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে কোন অগুরুকেই 'গুরু' বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরুপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরকলাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন" (হরিভক্তিবিলাস)।

যাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম, তাঁহারা অনেক সময়ে মনে করেন, অসদ্গুরু ত্যাগ করিয়া সদ্গুরু গ্রহণ করিলে গুরুত্যাগরূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে; কিন্তু আচার্য্যগণ ও নিখিল সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বলেন,—"এরূপ অসদ্গুরু পরিত্যাগই বিধি" (ভক্তিসন্দর্ভ)। "যে ব্যক্তি আচার্য্যবেশে অন্যায় কথা কীর্ত্তন করেন ও

সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে সরলতার সহিত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি বাঞ্ছা-রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-ভজনই জীবের এক মাত্র কৃত্য।

যিনি শিষ্যরূপে অন্যায় ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্ত কালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন" (হরিভক্তিবিলাস)। পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরণও এই সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেন।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন—"চক্ষু যেরূপই হউক না বা গুরু যাহাই থাকুন না কেন, বিষপ্রদ বিক্রেতা হইতে বা গুরুকর হইতে চক্ষু বা লক্ষমন্ত্র ত' আর কিছুই খারাপ হয় নাই? আর শিষ্যের যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের কল্পনার বলে অসদ্গুরুও শিষ্যের নিকট 'সৎ' বলিয়া প্রতিভাত হইবে।"—এই সকল কথা সমর্থন করিবার জন্যও বহু বহু মনঃকল্পিত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র এই সকল মনোধর্ম্মোত্থ কথার সমর্থন করেন না। শ্রুতির কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বার্থপর ব্যক্তিগণের মনঃকল্পিত কথার কখনই আদর হইতে পারে না। 'গুরু যাহাই থাকুন্ না কেন' এরূপ দুঃসঙ্গবিচার বর্জ্জন না করা কল্যাণেচ্ছু পারমার্থিকের বিচার নহে।

পরমার্থ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"যিনি স্বয়ং শাস্ত্রানুসারী আচরণ করিয়া শিষ্যদিগকে আচারে স্থাপন করেন, তিনিই আচার্য্য।" উৎপথগামী কখনও 'আচার্য্য' নহেন। অর্থলোভী, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, শোককারী, আচারহীন, ক্রীসঙ্গী ও ভগবানের শরণাপত্তিরহিত ব্যক্তি কখনই 'গুরু'-পদবাচ্য হইতে পারে না। একটী দোহায় কোনও একজন ভক্ত কবি লিখিয়াছেন,—

"গুরু-লোভী শিষ্য লালচী, দোনো খেলে দাঁও।
দোনো বপুরা ডুব মরে, চড়হে পাথরকে নাও॥"

অর্থাৎ যে গুরু অর্থলোভী এবং যে শিষ্য সংসারসুখে একান্ত অভিলাষী, ইহারা দুই জন যদি একত্র পরামর্শ করিয়া ভবসাগরতরঙ্গে পাথরের ন্যায় দৃঢ় জ্ঞাননৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক খেয়া লইয়া যান, তাহা হইলেও দুই জনই নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পরপারে যাইতে সমর্থ হইবেন না।

প্রচার-প্রসঙ্গ

জলপাইগুড়ী ১০।৪।২৯

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রচারক শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণীর একনিষ্ঠ সেবক

পরিব্রাজকাচার্য্য বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ভক্তিসার গানে জীব-হৃদয়ের সংশয় উন্মূলনকারী, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সুকৃতি-দাতা-শিরোমণি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাখ্য শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্ত-সহ জলপাইগুড়ী টাউনে কয়েক দিবসাবধি জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিত ভাবে শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

অন্যান্য সহর অপেক্ষা জলপাই-গুড়ীর বৈশিষ্ট্য এই—এখানে যাঁহারা বসবাস করেন, তাঁহারা প্রায় সকলে ঔপনিবেশিক হইলেও, সরকারী চাকুরী প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে স্থানীয় ভূসম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। বিশেষতঃ কলিযুগ পানদোষের প্রাবল্যাবস্থায় ভারতে 'চা'-পান বিস্তারের একটী প্রধান কেন্দ্র-স্থল। এখনকার লোকেরা যত অধিক সময় কর্ম্ম-কোলাহলে ব্যস্ত, তেমনটী অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশে আর কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। অবশ্য এরূপ কার্য্য-ব্যস্ততার ফলস্বরূপ মালক্ষ্মী দেবীর কৃপা-দৃষ্টির বাহিরে বড় কেহ নাই। মা লক্ষ্মীর কৃপা-পাত্র যিনি যত বেশী, তিনি ততোধিক মাত্রায় রঙ্গ-রাঙ্গ, ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ প্রমোদ, কলা বিকলা হইতে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিপালন করিতে পারেন। এই সকল কার্য্যের ব্যবসায় লইয়া যাঁহারা উহাদিগের দ্বারস্থ হন, তাঁহারা আশাতিরিক্ত ফললাভে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সুতরাং এরূপ স্থলে হরি-সম্বন্ধিনী কোন কথারই স্থান নাই। এখানে জাগতিক বিচারে দেহমনের সুখ-সম্বর্দ্ধন-যোগ্য রসের প্রাচুর্য্য থাকিলেও পারমার্থিক বিচারে একটা মরুভূমি বিশেষ। যেস্থানে শ্রীহরির কথামৃত সিঞ্চিত হয় না, সেস্থানে মরুভূমি হইতেও ভীষণ মৃত্যু-ভয়-দাতা অগ্নিকুণ্ড বিশেষ!

এহেন মরু-রাজ্যে আজ শুদ্ধভক্তগণের শ্রীপদ-রেণু সংস্পর্শে যেন প্রেমের বন্যা আবির্ভূত! অবশ্য এবন্যা আমার ন্যায় প্রাকৃতরস-মত্ত জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুতশ্রী আসব পানাসক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শও করিতে পারিবে না; কারণ অভিমান পর্ব্বতের শিরোদেশে আসন পাতিয়া নির্ভাবনায় উপবিষ্ট। যতই প্রবল বন্যা আসুক না কেন, জগৎ ডুবু ডুবু হউক না কেন, অভিমানের গৌরী-শঙ্করে যাহারা থাকিবে, তাহাদিগের কোন চিন্তা নাই। পারমার্থিকগণের বিচারে আমরা যতই দুর্ভাগা হই না কেন, দুধে ভাতে বস্ত্রালঙ্কারে সুখে আছি তো? তবে আর দুঃখ কি? "খাব দাব বেড়াব মৃত্যু এলে মরে যাব।" কিসের এত ঝঞ্ঝাট

আমরা দেহ মনোধর্ম্মে সুখেই থাকি, আর দুঃখেই থাকি—পরমদয়াল অবতীর্ণ বৈষ্ণব ঠাকুরগণ, আমাদিগের অপ্রাচিনতা ও অজ্ঞান দুঃখ দৈন্য দর্শনে বড়ই ব্যথিত। তাঁহারা প্রকৃষ্ট রূপে অবগত আছেন, সংসার-সুখে যে জীব যত শ্রীমন্ত, সে তত বড় দুঃখী। তাই তাঁহাদিগের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছে। আমরা তাঁহাদিগকে চাই না, তাঁহাদের কোন কথায় কর্ণ নিয়োগ করি না, তবু যেন আমার চৌদ্দ পুরুষের ঋণের দায়ে জড়িত আসামীর মত, দায় ঠেকিয়া, কত মত কাকুতি মিনতি করিয়া, আমার নরক বাসের আয়োজনের সময় হইতে কিঞ্চিন্মাত্র সময় ভিক্ষা লইয়া হরিকথা শুনাইতে ব্যস্ত! তবুও শুনিনা। আমাদিগের চক্ষু আছে, ইহা বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। আমাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস কামারের হাপরের ন্যায় প্রাণহীন ভিন্ন আর কিছুই নহে, আমাদের হৃদয় পাষাণাপেক্ষা কাঠিন্য লাভ করিয়াছে, অপস্বার্থপরতা মায়া মমতা দ্বারা সীমা-বদ্ধ হৃদয়ে একটুকু স্থানও নাই, যাহাতে এরূপ মর্ম্মস্পর্শী হৃদয় বিদারক ক্রিয়া-কলাপ দর্শনে বা শ্রবণে সামান্য দাগটীও বসিতে স্থান পায়; ধন্য আমরা মানব জাতি, এই কলিকালে!

সেদিবস আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, প্রবীণ ব্যবহার-জীবী সভায় সম্পাদে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠ-নামা শ্রীযুক্ত * রায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীপাদ স্বামীজী ও গোস্বামী মহারাজ কতিপয় ভক্ত-সহ উপনীত হইলেন। তিনি তখন সাংসারিক কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত। সাধুদর্শনে বর্ত্তমান কালে

ভাবের উদ্রেক হয়—প্রথমতঃ এখানে তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে। পরেও পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণব ঠাকুর অজ্ঞাত সুকৃতি দানার্থে তাঁহাকে কর্ম্ম-জঞ্জাল হইতে ক্ষণিক অবসর লওয়াইয়া, তাঁহার জীবন-সন্ধ্যা আগত-প্রায় সংবাদ দিয়া মনুষ্য-জন্মের একমাত্র কৃত্য, পরমার্থানুসন্ধান সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু বহু কথা কীর্ত্তন করিলেন। এই সকল সত্য কথা শ্রবণে উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিমান উকিল মহোদয় বুঝিলেন—ইঁহারা জগতের ডাউনডাউন করা বার-মসল্লা-মিশ্রিত আধুনিক বেশ-ধারী অসচ্চরিত্র দুর্ভাগার দল নহেন। ইঁহারা বাস্তবিকই বিশ্ববাসীদিগকে মহা সৌভাগ্য দান করিতে সমর্থ। তাহার প্রমাণ তিনি কিছু সময় পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, এখন তদপেক্ষা অনেক সুস্থতা বোধ করিতেছেন। তাই তিনি সরল প্রাণে প্রাণের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন, "মহাশয়। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তিগণই আমার চক্ষুশূল। ইহারা সাধারণ নৈতিক চরিত্র হইতেই ভ্রষ্ট।

অবাক্ কাণ্ড!

"কি সুখে ভাসিল জীব
গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥"

—এই মহাজন বাক্যটী অধুনা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মুখপত্র সাপ্তাহিক শ্রীগৌড়ীয়, মাসিক শ্রীসজ্জনতোষণী বা দি হারমোনিষ্ট ও দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ এবং ভক্তিগ্রন্থাদি দ্বারা ও আদর্শ-চরিত্র সুশিক্ষিত বৈরাগ্যবান ভক্তগণের দ্বারা শ্রীগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি-মুখে জগতের মঙ্গল শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর সুবহুল প্রচার দেখিয়া মৎসর-সম্প্রদায় একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। আমাদের গ্রন্থাদি কিম্বা সাময়িক-পত্রসমূহ যেখানে যেখানে যাইতেছে, সেখানেই মৎসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা

- - - - -

বৃন্দাবন-নবদ্বীপ যেখানে যাওয়া যায়, এরূপ লোকের অভাব নাই। আমার স্বকালিক কালে আমার অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র জনৈক গোসাঞি সামান্য কিছু অর্থ-লোভে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া ফেলিলেন, ইহা আমার প্রত্যক্ষীকৃত ঘটনা। তিনি বহু শিষ্যের গুরু আচার্য্য। সেই হইতে আমি আরও এ রকম অকালবিটল শ্রেণীর উপর বিতৃষ্ণ।" প্রভৃতি। এই সকল বাক্য শ্রবণে গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে অনেক কথা বুঝাইয়াছিলেন যে, "আপনি যাহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব, গোস্বামী বলিয়া ধারণা করিয়া এরূপ ভাবে নিজ অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছেন, তাহারা কৃষ্ণের কোন সন্ধানই জানে না। শুধু উদর ও উপস্থের বেগ বৃদ্ধির চেষ্টার নানা প্রকার সাধুর বেশ ধারণ করিয়া সরল প্রাণ ব্যক্তিদিগকে কুপথগামী করিতে বসিয়াছে। আপনি বাস্তব সাধু দর্শন করেন নাই, সাধু-দর্শনের ফল সংসারাসক্তি শিথিল হইয়া কৃষ্ণাসক্তি প্রবল হওয়া। ইহাই সাধু দর্শন স্পর্শনের স্বরূপ লক্ষণ।" এই সকল বাক্য শ্রবণে উকীল মহাশয় বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন এবং এখনও সংসারে বাস্তব কৃষ্ণভক্ত আছেন, তাহাও উপলব্ধি করিলেন। বৃথা কার্য্যে সময় যাইতে বলিয়া আক্ষেপও করিলেন!

এক্ষেত্রে অনাচারী, আচার্য্যব্রুব অসদাচারী অবৈষ্ণব বৈষ্ণবব্রুবদিগের কি কৈফিয়ৎ রহিয়াছে, যদ্দ্বারা বিশ্ববাসী ভুক্ত-ভোগী সকলের মুখাচ্ছাদন করা যায়? —জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী।

উপস্থিত হইয়া গ্রন্থাদি ও পত্রের প্রচার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মূর্খগণ জানে না যে সত্যেরই চিরকাল জয় হইয়া থাকে, মিথ্যার কখনও জয় নাই। বাহ্যস্থূল দল যত প্রচারে যত অধিক বাধা প্রদান করিতেছে, শুদ্ধভক্তগণ ততই তাহার সহস্রগুণ অধিক উৎসাহের সহিত সত্যের জয় ঘোষণা করিতেছেন।

দয়া দেখে দানবারে নিত্যানন্দ রায়।
আর তেঁকারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥

শুদ্ধভক্তগণ রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধী অসুরগণের পরিণাম উত্তম-রূপেই জ্ঞাত আছেন। সুতরাং তাঁহারা বিরুদ্ধবাদীগণের কুচেষ্টায় আদৌ ভীত নহেন।

নদীয়াপ্রকাশে যে সকল সত্যকথা প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে ব্যবসাদার দল-দলাদলের ভণ্ডামি ক্রমে ক্রমে সবই ধরা পড়িতেছে দেখিয়া ধর্ম্মধ্বজিগণ মরিয়া হইয়া নদীয়াপ্রকাশের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ঐ সকল বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি আর কোন দোষ খুঁজিয়া না পাইয়া শেষে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—নদীয়াপ্রকাশের কলেবরে উপর যখন ঔষধের বিজ্ঞাপন থাকে, তখন উহা অস্পৃশ্য, অশুদ্ধ। কেহ বলিতেছে—নদীয়াপ্রকাশ বড় বৈষ্ণব নিন্দা করেন। কেহ বলিতেছে,—নদীয়াপ্রকাশে কতক-গুলি সাম্প্রদায়িক কথা থাকে ইত্যাদি। এইরূপ যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই বলিয়া কোন না কোন প্রকারে নদীয়া-প্রকাশের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা কমাইবার যত্ন করিতেছে। কিন্তু ভাগ্যবান্ লোক-গণ বুঝিয়াছেন যে, নদীয়াকে যিনি প্রকাশ করেন, তিনি সাক্ষাদ্গোলোক-পার্ষদ সংকীর্ত্তনৈকপিতা গৌরসুন্দর। শ্রীমদ্ভাগবত যেমন ভগবানের সর্ব্বকলী রসামৃত-পরিপূর্ণ বলিয়া শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সেইরূপ শুদ্ধা। নদীয়া-প্রকাশ মহাপ্রভুর শাব্দিক অবতার। নিখিল ঐশ্বর্য্যের আধার শ্রীগৌরনারায়ণ ও তাঁহার অন্তরঙ্গজনের শ্রীপাদপদ্মে বিনামা শোভিত হইতে পারে, তাহাতে কোন আপত্তির কারণ নাই। বরং সেই বিনামা যিনি মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলেন, তিনিই ধন্য হইবেন। নিত্যানন্দ দাস ঠাকুর শ্রীগৌরনারায়ণের পাদপদ্মে বিনামা পরিধান করাইতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। তাঁহারা এরূপ বিচার অবলম্বন না করিয়া বিষ্ণুর দেবালয়কে প্রাকৃতজ্ঞানে ঘৃণা করিবার অনুমতি করেন, তাঁহারা অনায়াসে বলিতে পারেন, যেহেতু জগন্নাথ মন্দিরের বাহিরে দেওয়ালের গায়ে অশ্লীল ছবি অঙ্কিত রহি-

হয়েছে, যেহেতু [illegible] নহেন। বিজ্ঞাপনদাতা যদি নদীয়া-প্রকাশের কৃপায় কিছু অজ্ঞাত [illegible] করিতে পারেন, [illegible]

[illegible]

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ [illegible]

[illegible] অপরাধ [illegible] নদীয়া-প্রকাশের [illegible] প্রমাণাদি [illegible] নাই। নদীয়া-প্রকাশ নিরপেক্ষ সাধু-

সমালোচনা

[illegible]

বামুনপুকুরিয়ার বাজারে

ভীষণ দাঙ্গা

গত ২২শে এপ্রিল রবিবারে বামুনপুকুরিয়ার খোন্দকার রেখাউল হক্ এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গফুর মিয়া সৈয়দ গোলাম সাহেবের প্ররোচনায় গ্রামস্থ এবং অপর গ্রামের প্রায় তিনশতাধিক লোক লাঠি, দা, ইট প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বহুকালের বামুনপুকুর হাটবাজারের ঘরগুলি কাটিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। সৈয়দ সাহেব নিজে বন্দুকসহ তথায় উপস্থিত থাকিয়া লোকজনকে হুকুম দিয়া এই কার্য্য করাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। অপর পক্ষে (বাজারের মালিকেরা) শান্ত প্রকৃতি এবং বলপূর্ব্বক আশঙ্কায় বিশেষ কোন বাধা না দিয়া থানায় জানাইয়াছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন হইয়াছে এবং পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছেন।

বামুনপুকুরিয়ার কতকগুলি বদমায়েস ও গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক অনেক দিন হইতে স্থানীয় হিন্দুদিগের উপর নানারূপ অত্যাচারাদি করিয়া আসিতেছে একথা আমরা পরপর অনেকবার আলোচনা করিয়া আসিতেছি। এমন কি ঐ গুণ্ডার দলের ভয়ে কেহ উহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ মোকদ্দমা বা সাক্ষ্য পর্য্যন্ত দিতে পারেন না। স্থানটী সদর সবডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে অবস্থিত এবং নবদ্বীপ থানা হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে। এরূপ দিন দিন অরাজকতা হইয়া উঠিলে নিরীহ প্রজাগণ তথায় কিরূপে শান্তিতে বসবাস করিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। মোটের উপর বামুনপুকুর ভদ্রলোকের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য একটী বিশেষ অশান্তির স্থান হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে নবী প্রামানিকের গর্ভবতী গাভীটিকে হত্যা,—স্থানীয় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় মহাশয়ের একটী মস্ত হত্যা, বিগত দুর্গোৎসবের সময়ে ঠাকুরের নাসিকা ও মস্তক কর্ত্তন করিয়া শ্রীমূর্ত্তিসমূহের অঙ্গহানিকরণ, প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে দেবেন্দ্র মোদকের দোকানের মিঠাই দি বলপূর্ব্বক রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া, স্ত্রীলোকের উপরে অত্যাচার প্রভৃতি বহু ঘটনা হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহার কি কোন প্রতিকার হইবে না? এসব দেখিয়া শুনিয়া আমরা একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছি। এরূপ সুশাসিত শান্তিময় ইংরাজ-রাজত্বে যে এরূপ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা হইতে পারে, তাহা কল্পনারও অতীত।

বক্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৈষ্ণব সদ্গুরুচরণাশ্রয় ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি পাঞ্জাবে একজন সুলেখকরূপে সজ্জন-সমাজে আদৃত হইতে পারিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

নানা কথা

শ্রীযোগপীঠে মহোৎসব

গত ৯ই বৈশাখ সোমবার শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ ও পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দ এবং অন্যান্য অতিথি অভ্যাগত মহানন্দে কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বারদোল

কৃষ্ণনগরের বারদোলের মেলা শেষ হইয়াছে। এবার মেলায় বহু যাত্রী হইয়াছিল। মেলায় দেখিবার প্রধান বিষয় [illegible] ঠাকুর দেখার [illegible] বন্দোবস্তের গলদ দেখিলে [illegible] প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে! জানি না, এদেশের দুর্দ্দশা আর কবে ঘুচিবে!

বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ

[illegible] দাস দেব, [illegible] নামে একজন স্বর্ণকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার এক অভিযোগ আনিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, ১৩২২ সনের বৈশাখ মাসে বাদী প্রতিবাদীর নিকট ৭০, টাকা লইয়া ৫৫০, টাকার গহনাপত্রাদি বন্ধক দেন, যখন তিনি গহনাপত্রগুলি খালাস করিতে যান, তখন বাদী জানায় যে, যে শুধু একজোড়া পায়ের তোড় বন্ধক রাখিয়াছে। বাদী-পক্ষ হইতে প্রতিবাদী-পক্ষকে রোকা ও খাতাপত্র দাখিল করিতে বলেন, প্রতিবাদী পক্ষ হইতে খাতাপত্র আদালতে দাখিল করা হয়। প্রতিবাদী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, যে খাতাপত্র তাহারা চাহিয়াছিলেন, উহা তাহা নহে। প্রতিবাদী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ইহা ছাড়া আর কোন খাতাপত্র তাহাদের নাই। তখন প্রতিবাদী পক্ষ হইতে খাতাপত্রাদির জন্য তল্লাসী পরোয়ানা চাওয়া হয়, তল্লাসী করিয়া খাতাপত্র আদালতে দাখিল করা হয়। শুনানী স্থগিত আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

ঈশ্বরের স্বরূপ-বিচার

ইহ জগতে আমরা তিনটী বস্তু দেখিতে পাই। বস্তু তিনটীর নাম—ঈশ্বর, চেতন ও জড়। যে সকল বস্তুর ইচ্ছা-শক্তি নাই, তাহারা জড়। মৃত্তিকা, প্রস্তর, অগ্নি, জল, আকাশ, বায়ু, গৃহ, শস্য, বস্ত্র, শরীর প্রভৃতি সমস্ত ইচ্ছাধীন বস্তুকে আমরা জড় বলি। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইহারা চেতন; ইহাদের বিচার-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে। মনুষ্যের যেরূপ বিচারশক্তি আছে, সেরূপ অন্য কোন চেতন পদার্থের নাই। তজ্জন্যই মনুষ্যকে সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের রাজা বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টি-কর্ত্তা। তাঁহার জড়-শরীর না থাকায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি পূর্ণস্বরূপ ও শুদ্ধ-চেতন-পদার্থ। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা। ভাগবতের ১১।৩।৩৫ শ্লোকে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম পিপ্পলায়ন বিদেহরাজ নিমিকে বলিয়াছেন,—"হে নরেন্দ্র! যিনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-হেতু, স্বয়ং অহেতু এবং যিনি স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্তিকালেও ধ্যানাদিতে সদ্রূপে বর্ত্তমান, আর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইহারা যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরমতত্ত্ব জানিব।"

জড় পদার্থের যেরূপ একটী স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই বলিয়া আমরা তাঁহাকে আমাদের জড়েন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই জন্যই বেদ বলিয়াছেন,—ভগবানের প্রাকৃত হস্তপদ নাই, অথচ তিনি যাবতীয় বস্তুগ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত কর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।

সকল পদার্থেরই এক একটী স্বরূপ আছে। অতএব ঈশ্বরেরও একটি স্বরূপ আছে। ব্রহ্মসংহিতার ৫।৩২ শ্লোকে ভগবানের স্বরূপের বিষয় এইরূপভাবে লিখিত আছে,—"যাঁহার বিগ্রহ আনন্দস্বরূপ, চিন্ময়, নিত্য এবং উজ্জ্বল, সুতরাং জগৎ হইতে বিভিন্ন, যাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই নিখিল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত হইয়া চিরকালের জন্য জগৎকে দর্শন, পালন ও পর্য্যবেক্ষণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" জড়বস্তু মাত্রেরই স্বরূপ জড়ময়। চেতনপদার্থের স্বরূপ চেতনময়। আমরা চেতনপদার্থ বটে, কিন্তু আমরা জড়শরীরবিশিষ্ট। অতএব আমাদের চেতনময় স্বরূপটী জড়ময় স্বরূপের মধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ঈশ্বর বিশুদ্ধ চেতনময়। অতএব তাঁহার চেতনময়-স্বরূপ ব্যতীত আর অন্য স্বরূপ নাই। সেই চেতনময় স্বরূপটিই তাঁহার আকার। সেই আকার কেবল আমাদের শুদ্ধ-চেতনময় চক্ষে অর্থাৎ ভক্তিচক্ষে দেখিতে পাই। ব্রহ্মসংহিতার ৫।৩৮ শ্লোকে বর্ণিত আছে—"ভক্তিরূপ লোচন-যুগলকে প্রেমরূপ অঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত করিয়া সাধুগণ নিয়তকালের জন্য হৃদয়-মধ্যে অচিন্ত্যগুণ ও স্বরূপবিশিষ্ট যে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করিয়া থাকি।"

কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। তাহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া তাহারা মনে করে যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্য্যের আলোককে উপলব্ধি করে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বর বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে। এই জন্যই গীতায় ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন অসুর স্বভাব ব্যক্তিগণ জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, অপরস্পর-সম্ভূত (স্ত্রীপুরুষের মৈথুন-সম্ভূত) অধিক

ঋণশোধ

কর্ম্মমার্গীয় ধর্ম্মাচারিগণ নিজে ভোক্তা সাজিয়া কর্ম্ম করেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি কার্য্যেই নানাপ্রকার ত্রুটী ও প্রত্যবায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাঁহারা দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ভূতঋণ ও নৃঋণ—এই পঞ্চঋণে ঋণী। তাঁহাদিগকে ঐ সকল ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে হোম দ্বারা দেবযজ্ঞ, অধ্যাপন-অধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ দ্বারা পিতৃযজ্ঞ, বলি দ্বারা ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সৎকারাদি দ্বারা নৃযজ্ঞের ব্যবস্থা রহিয়াছে। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে সে যেমন পুনর্ব্বার গায়ে ধূলা কাদা মাখে, তদ্রূপ কর্ম্মমার্গিগণ পুনঃ পুনঃ ঐ সকল যজ্ঞাদি সাধন করিয়াও আবার পাপকার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মশৃঙ্খল রচনা করিয়া তাহাতেই বিজড়িত হইয়া পড়েন। কথায় বলে,—"জননীর একবিন্দু স্তনের ধার শোধ করিতে পারা যায় না।" জীব কত যোনি পরিভ্রমণ করিতেছে এবং কত পিতামাতাকে প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং সে কি প্রকারে ঐ সকল পিতামাতার ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে? তাহা হইলে কোন দিনই কি জীবের ইহ সংসার হইতে মুক্তি হইবে না? কখনই কি তাহার ভববন্ধন-শৃঙ্খল মোচন হইবে না? যদি কাহারও এইরূপ সংশয়ে চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া থাকে, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাকে অভয়বাণী দিয়া থাকেন,—

আর কি, কাম-হেতুকই বলিয়া থাকে।"

মনুষ্যমাত্রেই স্বভাবতঃ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। কেবল যে সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করে, তাহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার-পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না; তাহাতে তাহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে।

"কেহ মানে, কেহ না মানে,
সবে তাঁর দাস।
যে না মানে, তাঁর হয় সেই পাপে
নাশ॥" (চৈতন্যচরিতামৃত)

আত্মসমর্পণ

মনুষ্যগণ ভগবানকে পাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধন ভজন করিতেছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করা যায়, সে পর্য্যন্ত বৃথা পরিশ্রমই সার হয়।

আত্মসমর্পণের অর্থ—নিজেকে প্রদান করা। অতএব ভগবানে আত্মসমর্পণ বলিলে ইহা বুঝাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান, তাঁহাপেক্ষা বড় অপর কেহ নাই। তাঁহার সমান কেহ নাই। তিনি স্বাধীন পুরুষ, তাঁহার ইচ্ছায় অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। জীব তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার সেবা করাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবের কোন কার্য্য হইলেই অর্থাৎ তাঁহার সেবা ভুলিয়া নিজে কর্ত্তা বা ভোক্তা সাজিলেই তাহাকে ভগবদ্দাসী মায়া সংসারে নিক্ষেপ করিয়া নানারূপ দুঃখ প্রদান করিতে থাকেন।

যখন জীব সংসারে পুনঃ পুনঃ ক্লিষ্ট হইয়া সাধুগণের কৃপায় নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে শিখে, তখনই সে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে,—হে ভগবান, আমি নিজে ভোক্তা সাজিয়া কামক্রোধাদি রিপুগণের সেবায় কত কাল না অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাদের কতই না দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি,

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

অর্থাৎ

কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে
শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেবঋষিপিত্রাদিকের
কভু নহে ঋণী॥

হরিভজনের উদ্দেশ্যে যদি কোন ভাগ্যবান জীব নশ্বর ক্ষুদ্র সংসারের মোহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের বিশাল সংসারে প্রবিষ্ট হন, তবে তাঁহার মাতাপিতাকে লিপ্ত হওয়া ত দূরের কথা, তিনি ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষগণের সহিত পরম পরমাগতি লাভ করিয়া ধন্য হন।

যে কুলে বৈষ্ণব হয়
সে কুল উদ্ধারে।
স্বর্গে নৃত্য করে আর
পিতৃলোক তরে॥

তবু আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল না [illegible] আমারও [illegible] করিল না। যে প্রভো, সম্প্রতি জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার নিকট আসিয়াছি, আমাকে নিজদাসে [illegible] করুন।

ভগবানে আত্মসমর্পণ [illegible] আমাদের উপাসনীয় [illegible] দেবের চরণে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] আলোচনা [illegible]

[illegible]

আলোকে পার হইয়া শ্রীকৃষ্ণ [illegible] নিবেদন করিয়া [illegible] অভিমান [illegible]

[illegible]

দাস্যে বিপদে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
বৈকুণ্ঠ [illegible] গাহে মন॥
মুক্তিমুক্তি [illegible]
[illegible]
জনক জননী [illegible]
[illegible]
বিনোদ-[illegible]
[illegible]

আত্মনিবেদন [illegible]

[illegible] আত্মনিবেদনপূর্ব্বক [illegible] রাজ্যের [illegible] আত্মার [illegible] না করিলে [illegible] আত্মসমর্পণ [illegible] চিন্তা, [illegible] করিবার [illegible] তাহার [illegible] [illegible] মঙ্গলামঙ্গল [illegible] হইবে। [illegible] মন্দ [illegible]

হইলে [illegible] অভিনিবেশ [illegible] তাহাকে মুগ্ধ বা [illegible] করিতে পারিবে না।

যে পর্য্যন্ত জীবের [illegible] অভিমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার [illegible]

বৈকুণ্ঠধাম কিরূপ?

[illegible] কোন একটী [illegible] মনে করা উচিত নয়। [illegible] প্রভৃতি [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] [illegible] অতিক্রম করিয়া [illegible]

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]

[illegible]

[illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] কৃষ্ণবিমুখ [illegible] অভিমান [illegible] কৃষ্ণের [illegible] [illegible]

[illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible]

[illegible]

জড়জগৎ ও দুঃখ

আমরা যে জগতে বাস করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ জড় [illegible] এখানে [illegible] সুখ [illegible] [illegible] এখানে সমস্তই দুঃখময়। [illegible] [illegible] আহারাদির [illegible] পীড়া [illegible] [illegible] প্রয়োজন [illegible]

[illegible] অনিত্য বস্তু [illegible] সুখ বলিয়া মনে করে। [illegible] আমাদের [illegible] পরমেশ্বর [illegible] শ্রীহরির [illegible] কর্ত্তব্য।

ঈশ্বর-ভজনের কাল ও প্রয়োজনীয়তা

যে সময়ে মানবের জ্ঞানোদয় হয়, সেই সময় হইতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই [illegible]। এ সম্বন্ধে [illegible] শ্লোকে দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশে আমরা জানিতে পারি,—প্রহ্লাদ কহিলেন, "হে [illegible]! এই মনুষ্যজন্মে কৌমারকালেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করা উচিত; তাহার কারণ এই যে, মানব-জন্ম অতি দুর্ল্লভ, কদাচিৎ লাভ হয়, তাহাও আবার স্থির থাকে না। অতএব এই জন্মে [illegible] বিষ্ণুর [illegible] [illegible] ঈশ্বর এবং সুহৃদ। হে দৈত্যতনয়গণ। ইন্দ্রিয়জন্য সুখ, [illegible] দুঃখের ন্যায় [illegible] দেহের [illegible] অদৃষ্ট-বশতঃ বিনা যত্নেই লব্ধ হইয়া থাকে। তদর্থ প্রয়াস করিলে [illegible] তাহার [illegible] প্রয়াসে [illegible] পরমায়ুর [illegible] মাত্র। [illegible] মুকুন্দ চরণ-সেবন দ্বারা [illegible] কল্যাণ প্রাপ্ত [illegible] [illegible] তাহারই [illegible] [illegible] কর্ত্তব্য।"

অতএব আমরা [illegible] বৃদ্ধাবস্থায় [illegible] কহিব,—এরূপ মনে করিলে [illegible] না। কারণ এই মুহূর্তে [illegible] হইবে না, তাহার কোন [illegible] নাই। বাল্যকালে পরমেশ্বরের [illegible] না, এরূপ মনে [illegible]। আমরা ইতিহাসে দেখিয়াছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ [illegible] শৈশব [illegible] পরমেশ্বরের [illegible] লাভ করিয়াছিলেন। [illegible] কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ [illegible] তবে মানব মাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা [illegible] স্বভাব-স্বরূপ হইয়া পড়ে। [illegible] হইতে ভগবদ্ভজনে যত্নবান হইলে [illegible] সঙ্গে আমাদের [illegible] দূরীভূত হইতে থাকিবে এবং ক্রমে ক্রমে আমরা নিজ নিজ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া আমাদের স্বরূপের নিত্য-বৃত্তি ঈশ্বর-ভজনে [illegible] নিয়োগ পূর্ব্বক [illegible] সার্থকতা লাভ করিতে পারিব।

শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] শ্লোকের এই

একখানি গুপ্তপত্রের প্রকাশ্য উত্তর

পত্র

ওঁ শ্রীকৃষ্ণ

চট্টগ্রাম, ৯।১।২৯

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু! প্রিয় যতীন, আশা করি বেশ শান্তিতে আছ। শ্রীগৌর-ভজনে তোমার নবানুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক। বহুজনের মুখে শুনিতে পাই, তুমি নূতন গুরু লাভ করিয়া এবং নূতন ভজন পাইয়া নিজকে খুবই ভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছ! বাস্তবিক গৌরব করিতে হয়, ত' শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গৌরব করা ভাল। আর যে প্রেমধন লাভ করিয়াছে, সেই-ই পরম ভাগ্যবান। অন্যথনের ধনীকে ভাগ্যবান বলি না। আমরা তোমার ভাগ্যে আনন্দিত হইয়াছি। কারণ তুমি আমাদের নিজজন। তোমার পাশ ধরিয়া আমরা অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইব। শুনিয়াছি, একজন বৈষ্ণবে এক চতুর্দ্দশ গ্রাম পবিত্র করিতে পারে। তোমার নিমন্ত্রিতার কথা শুনিয়া [illegible] হইয়াছি। ভগবান্ তোমার মানবাকুল্যার্থী পথে তোমার উন্নতি করুন! তবে আমরা পতিত, অন্ধ ও কৃপাবিহীন বলিয়া ও বৈষ্ণবের মত আমাদিগকে তুচ্ছ করিও না, বা ঘৃণা করিও না। বরং মহাজনের ন্যায়—পতিতপাবন বৈষ্ণবের ন্যায় মনে প্রাণে ইচ্ছা করিও এবং তোমার গৌরের নিকট বলিও, যেন এজন্মে পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি। মানবজন্মে জীবের রুচি যদি বিভিন্ন হয়, তার জন্য তোমার দোষ নাহি। যুগে ভগবান যার যে প্রকার ভজন, সে যদি একান্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, ভগবান তাকে নাকি তদনুযায়ী ফল দান করেন। যে যাহা চায়, কৃষ্ণ তাহাকে তাহাই দেন। উদ্দেশ্য ঠিক রাখিয়া ও লক্ষ্যস্থান ঠিক রাখিয়া যে যে পথে থাকুক না কেন, দু'দিন আগে আর পরে, সরল বা বক্রপথে, সুখে বা দুঃখে একদিন না একদিন সে পৌঁছিবেই, এইটী আমার বিশ্বাস। তোমাদের ন্যায় বৈষ্ণবের সদিচ্ছাই আমাদের সাহস ও সম্বল। সুতরাং ভাই আমার অকৃতজ্ঞ [illegible]

নারদশ্চ আমাদের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন,—"অনেক জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পরম-কল্যাণলাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।

ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য অভিশাপ দিও না, বরং কৃপা করিও। [illegible] বারের কেমনে একটী ভাল বস্তু পাইলে সকলকে দিবার আশা। আমারও ভাই তাই আশা। তোমার গৌর—পতিতপাবন! তোমরাও তাই হও!! ইতি—

বৈষ্ণবকৃপাকাঙ্ক্ষী

দীন—"——

উত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ জয়তঃ

কলেজ হোষ্টেল

ময়মনসিংহ।

[illegible] নিবেদন এই,—[illegible] কবি আপনি [illegible]। কিছুদিন পূর্ব্বে—[illegible] আপনার নিকট একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলাম। কিন্তু [illegible] উত্তর [illegible] [illegible]

[illegible] কেমন [illegible] আপনার [illegible] কিছু [illegible] না [illegible]। [illegible] আমার [illegible] কিরূপ [illegible]। [illegible] যেকে [illegible]

সমাধান [illegible]। কিন্তু [illegible] প্রথম [illegible] উপলব্ধি [illegible]। [illegible] আমাকে লিখিয়াছেন—"পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু!" চিঠিখানি খুব সম্ভবতঃ আপনি দেখিয়াছেন। চিঠিখানিতে আদ্যোপান্ত আমার প্রতি এইরূপ [illegible] আছে। আপনাকে আত্মীয় মনে করিয়া আমার সত্য-বিশ্বাস [illegible] জানাইতেছিলাম। আপনি [illegible] প্রদর্শনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ [illegible] আনন্দিত [illegible] উত্তরটা [illegible] উপর [illegible] আমি [illegible] পাইয়াছি, আমাকে [illegible] কেন?

আপনি আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিকটেই সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। বর্তমানেও একটী [illegible] ব্যবসা করিতেছেন। অতএব শাস্ত্র কি বস্তু, ইহার প্রামাণ্য ও [illegible] বেদ ও [illegible], তাহা আপনি জানেন ও বুঝেন। অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি আপনার নিকট সহজেই আশা করা যাইতে পারে—[illegible] আপনাকে নাস্তিক নহে। ইংরাজী শিক্ষিত বা' [illegible] মধ্যেই নাস্তিক—[illegible] শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না। বিশেষতঃ ডাক্তারগণ—তাহারা [illegible] কিনা—[illegible], অপ্রাকৃত জগৎ ও [illegible] শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া [illegible] খড় বস্তু [illegible] পুরুষ বিশেষজ্ঞগণের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য ও প্রয়োজনীয়তা নাই? আপনি কি প্রাচীন শাস্ত্রাদি একেবারে বাদ দিয়া, অধ্যয়ন ও অনুশীলন না করিয়া, শুধু আপনার মনের খেয়াল ও [illegible] শিখিতে [illegible] করিতে পারেন? এবং যদি করিতেন, তাহার ফল, বৈজ্ঞানিকতা, বিশ্বাস ও উপলব্ধি কি পরিমাণ হইত বলুন দেখি? যদি [illegible] [illegible]

[illegible], তবে কি শুধু ইন্দ্রিয়াতীত [illegible] শাস্ত্রের কোনও উপযোগিতা নাই? জিজ্ঞাসা করি—শাস্ত্র এবং মহাজনগণের বাক্য [illegible]

[illegible] কি? আপনি হয়ত অবশ্য বলিবেন যে, এই [illegible] সকল [illegible] হইয়াছে, [illegible] আর কোথায়ও [illegible] বিকাশ নাই। [illegible] শাস্ত্র ও মহাজনগণের কথা [illegible] ভগবত্তত্ত্ব ও [illegible] আর অন্য [illegible]

[illegible] বারা [illegible]

[illegible]"

আপনি হয়ত বলিবেন যে, সকল শাস্ত্র [illegible]। [illegible] প্রমাণ [illegible] [illegible] জানা আছে যে বৈষ্ণব [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible]

[illegible] আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র [illegible] কথা [illegible] পূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible] প্রেম [illegible] নাম [illegible] প্রচার, এবং বেদ-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতের অমলোক্ত প্রামাণ্য পুনঃসংস্থাপন করিবার জন্য যিনি স্বয়ংভগবান গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্র ও সিদ্ধমহাজনগণ তারস্বরে প্রচার করেন, সেই সকল শাস্ত্র ও মহাজনগণের [illegible] উপদেশ না মানিলে কৃষ্ণ-[illegible] হইতে পারে কি? তাহা কি শুধু [illegible] বা [illegible] পরিণত হয় না? যদি [illegible] ভগবদ্ভজন হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, উহা কল্পনা-[illegible] এবং [illegible] নাস্তিক। কিন্তু যাঁহারা—ভগবান ও তাঁহার নাম-[illegible] তিনি এবং তাঁহার সমস্ত [illegible] মন ও বাক্যের অগোচর। ভগবান ও তাঁহার নামরূপাদি কাল্পনিক নহে,—[illegible]

[illegible] শুধু নিজ নিজ মনের [illegible]—অতীন্দ্রিয় বস্তু [illegible] ভজন বা সেবা করিবেন—এরূপ [illegible] বুদ্ধি বা নাস্তিকতা [illegible] খোঁজা যায় না এবং আমিও [illegible] প্রত্যাশা করি নাই। যদি [illegible] ও আস্তিকতা সম্বন্ধে [illegible] একটুও সন্দেহ থাকিত, তবে [illegible] কাছে [illegible] কখনও [illegible]। ঠিক আমি [illegible] ডাক্তারের [illegible] কোন দিন ঐ সকল কথা [illegible] আমি জানি যে নাস্তিক, শাস্ত্র ও সিদ্ধমহাজনে তাহার শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকিতে পারে না। তাহার মনোভাবের, [illegible] পোষণ ও সমর্থন [illegible], [illegible] তাহার মনঃ-কল্পনাকে চুরমার করিয়া দিবে না, [illegible] তাহার শাস্ত্র ও মহাজন! [illegible] শুধু [illegible] কল্পনাবাদী। [illegible] জড় [illegible] বা কোন বস্তু [illegible] জানিতে পারে না [illegible] ইন্দ্রিয়[illegible] পরিপূর্ণ, একমাত্র [illegible] বস্তুকে [illegible] কেমন করিয়া হয়?

আপনি কি একটুও ভাবিয়া দেখিয়াছেন না যে, আমার মত ক্ষুদ্রতম [illegible] কাহাকেও বর বা অভিশাপ দেওয়ার শক্তি আদৌ থাকিতে পারে কিনা? আমার কথা [illegible] কি [illegible] কিছু? [illegible] সাধুসঙ্গ ও [illegible] না হইলে, অত [illegible] সহিত বিচার করিবার সাহস বা বুদ্ধি সম্ভব কিনা, [illegible] সকল বিচার করিবার পরিবর্ত্তে আপনি [illegible] কিনা—ডাক্তারের কাছে [illegible]!

আদীন কৃষ্ণভজনই করুন, বা কাজ ভজনই করুন,—নাস্তিকই হউন, বা আস্তিকই হউন; তাতে আমার কি আসে যায়? জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই ত নাস্তিক ও ভগবদ্ভজনবিমুখ। [illegible] কি অতি মুগ্ধ হইয়েছে? [illegible] বহুদিন থেকে আপনাদের সঙ্গ [illegible] [illegible] [illegible] দিন অল্প সময়ে [illegible] যায়। [illegible] আপনার [illegible] বলিয়া মনে হয়। [illegible] কর্তব্যের পথের সংবাদ নিয়ে অনেক [illegible] পথ [illegible] বলিয়া আপনাদিগকে [illegible] জানাইয়াছি মাত্র। [illegible] দায়কালের পরিচয়ের মধ্যে [illegible] বর্তমানে কিছু বলিয়াছি কিন্তু [illegible] সময়ে সময়ে যাহা [illegible] অবিশ্বাসের [illegible] [illegible] দিয়াছে [illegible] পড়ে না।

আপনার ও আমার মধ্যে [illegible] বাঙ্গালীর [illegible] কোনই সম্বন্ধ নাই, [illegible] কাজে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে নানারকম [illegible] কাল্পনিক [illegible] কথা বলতে হয়, এবং আপনাও বলিয়া থাকেন—[illegible] কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার সেরকম ব্যবসায়ী [illegible] কোন প্রয়োজন হয় নাই। [illegible] [illegible] সম্বন্ধে আলাপ করিতে [illegible] তাহাকে [illegible] [illegible]

[illegible]

প্রাপ্ত পত্র

(১)

[illegible] বৈশাখ, ১৩৩৬

কাটোয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে [illegible] গৌড়ীয় [illegible] প্রচারের [illegible] গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় [illegible] [illegible] [illegible] বৈশাখ আমাদের গোপালপুর গ্রামে শুভাগমনপূর্বক গোপাবাটী [illegible] ঘণ্টাকাল ব্যাপী বহু গবেষণা ও [illegible] ভাবে শ্রীনামের স্বরূপ ও নামভজনের প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বহুকাল হইতে এই সময়ে গোপাবাটী গ্রামে মনোহর দাসের মেলা উপলক্ষে বহুসংখ্যক প্রাকৃত সহজিয়া, বাউল, নেড়া-নেড়ী, প্রভৃতি স্ত্রীসঙ্গিগণের সমাবেশ হওয়া আসিতেছে। এই কর্তাভজা, [illegible], তথা-কথিত মুরশিদী বাবাজীর মেলা [illegible] সময়ে গোপাবাটী গ্রামে [illegible] [illegible] সংখ্যক-সংখ্যক হইয়া থাকে। আমাদের দেশের সৌভাগ্যক্রমে [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] মহোদয়ের [illegible] [illegible] নিকট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল। [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible]

আমি আছি [illegible]
শ্রী[illegible], বি এ
[illegible], [illegible]
[illegible]

(২)

[illegible], বর্দ্ধমান
[illegible] বৈশাখ, ১৩৩৬

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীনামের [illegible] [illegible] [illegible] স্বরূপ [illegible] [illegible] নিকট বর্ণন করেন। [illegible] [illegible] নামাপরাধের বিষয় এবং তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যের [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] আমাদের [illegible] প্রার্থনা, যেন তিনি কৃপাপূর্বক মধ্যে মধ্যে এরূপ [illegible] প্রেরণ করিয়া এই পতিত দেশের [illegible] করেন। ইতি—

প্রণত
শ্রী[illegible] বক্সী, [illegible]
[illegible]

নৈমিষারণ্য-সংবাদ

নৈমিষারণ্য শ্রীমঠের মঠের বর্তমান কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁহার সহকর্মী শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত সীতাপুর ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শ্রবণ করিতেছেন। [illegible] একটী ভাগবত পাঠশালা আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষা করিতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কৃপায় [illegible] [illegible] [illegible]—"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"—শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আনন্দের [illegible]।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র

শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম পুরী পুরুষোত্তম মঠে ও [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং [illegible] [illegible] [illegible] নিকট শ্রীচৈতন্য [illegible] কথা কীর্তন করিতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্থানে গৌরকথা প্রচার করিতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদর করিয়া থাকেন।

নানা কথা

বামনপুকুর দাঙ্গার জের

খন্দকার সাহেব ৫০০৲ জামিনে খালাস

গত [illegible] এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ণে নবদ্বীপ থানার সুযোগ্য সাবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মনোজকুমার গুপ্ত বি, এ, মহাশয় বামনপুকুর দাঙ্গার তদন্তে আসিয়াছিলেন। বে-আইনীজনতা করিয়া অপরের জমীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ঘর কাটিয়া উড়ান' এবং বন্দুক, ইট, লাঠি, দা, সড়কি প্রভৃতি দ্বারা মারপিট-দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতির প্রমাণ লইয়া এই দাঙ্গার প্রধান আসামী খন্দকার সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সাবইনস্পেক্টর বাবু তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। বর্তমানে তিনি ৫০০৲ টাকার জামীনে খালাস আছেন; আরও তদন্ত চলিতেছে।

ভীষণ মড়ক

চারিদিকে জলকষ্ট

বাঙ্গালা মফঃস্বলে ভীষণ মড়ক আরম্ভ হইয়াছে। গত ২ সপ্তাহে বাঙ্গালাদেশে কলেরায় ১১৫১ জন [illegible] [illegible] জনের মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] [illegible] আছে, কিন্তু জলকষ্টই বোধ হয় মৃত্যুর সর্বপ্রধান কারণ। বিশুদ্ধ জলের অভাবে পল্লীবাসিগণ দূষিত জল পান করিয়া ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধিপীড়িত হইয়া পড়ে। প্রতি বৎসরই যেন মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। নদীয়া জেলার বহুস্থানে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামবাসী দরিদ্র প্রজাবৃন্দকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্বাগ্রে জলকষ্ট নিবারণ জন্য নব নব কূপ খনন ও পুরাতন কূপগুলির সংস্কার বিষয়ে সরকার বাহাদুরের মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

লণ্ডনে বসন্তের আতঙ্ক

লেডী বার্ণহামের টীকা

লণ্ডন, ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, "[illegible]" জাহাজ বহুসংখ্যক যাত্রী লইয়া প্লাইমাউথে উপস্থিত হইলে ডাঃ তাহাদিগকে পরীক্ষা করেন; মার্শেল বন্দরের পরীক্ষায় বসন্তের আশঙ্কা হওয়াতে বাহারা যাত্রীদিগকে নির্দেশ করা হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে তাহারা জলবসন্ত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়। এখান হইতে ১৪ জন যাত্রীকে বাড়ী যাইতে দেওয়াছে বটে, তবে তাহাদের ঠিকানা লওয়া হইয়াছে। অতঃপর ডাক্তার গিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন।

সাইমন কমিশনের অন্যতম সদস্য লর্ড বার্ণহাম ও তাঁহার পত্নী লেডী বার্ণহামও এই জাহাজের যাত্রী ছিলেন। লেডী বার্ণহামকে জাহাজেই টীকা দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে যাইবার পূর্বেই লর্ড বার্ণহামের টীকা হইয়াছিল।

[illegible] বন্দরে গিয়া সমস্ত যাত্রীদিগকে অবতরণ করিতে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই বৈশাখ, শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশে অবৈষ্ণব কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর সাত্বত-ধর্ম্মোপদেশ বিস্তৃত করিয়া বলিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া সংক্ষেপে শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসারদীপিকা নামক দুই খানি একায়নপদ্ধতিগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এখন যে শতাব্দী চলিতেছে, আবার যাহাতে সেই সকল কথা পুনরুজ্জীবিত হয়, সেই একায়ন-পদ্ধতি যাহাতে পুনঃ সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য যত্ন করা প্রয়োজন।

এক অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই আমাদের একমাত্র অয়ন বা গতি, দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকেই একমাত্র সর্ব্বসেব্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বর প্রভুজ্ঞানে তাঁহার সেবাবিধানই একায়নপন্থা। এই একায়নপন্থা বা ভক্তিপন্থা অনুসরণ ব্যতীত জীবের কখনও পরমমঙ্গল লাভ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই একায়নপন্থা উপদেশ করিয়াছেন—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" (২।৪১)

হে কুরুনন্দন, ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একাশ্রয়-বিশিষ্টা বা এক বিষয়-নিষ্ঠা, কিন্তু অব্যবসায়িলোকের বুদ্ধি বহুশাখাময়ী ও অনন্তকামনালক্ষিণী। অব্যবসায়িগণ তাহাদের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন জড়াতিরিক্ত তত্ত্ব নাই—এরূপ সিদ্ধান্ত করে, বেদবাদে রত হয় অর্থাৎ বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত থাকে, কাম্যকর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বর্গপ্রার্থী হয়, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ক্রিয়া-বাহুল্যদ্বারা ভোগৈশ্বর্য্য সুখলাভের জন্য লালায়িত হয়। এইরূপ ভোগৈশ্বর্য্য-সুখে অত্যন্ত আসক্ত, অবিবেকী মূঢ় জনগণের সমাধি অভাবে শ্রীভগবানে একনিষ্ঠতা বুদ্ধি হয় না, বেদের আপাত শ্রবণমনোমুগ্ধকর পরিণাম বিষময় মধুপুষ্পিত বাক্যদ্বারা তাহাদের বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। অব্যবসায়িগণ এইরূপ শ্রেয়ঃকামী হইয়া বহুকামনাবশতঃ বহুশাখাবলম্বী হয় বলিয়া তাহাদিগকে বহ্বয়নশাখী বলা হয়, কিন্তু শ্রেয়স্কামি ব্যবসায়িগণের একমাত্র সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবৎপাদপদ্মের সেবাভিলাষ থাকায় তাঁহারা একায়নপন্থী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূলতাৎপর্য্যই হইতেছে—একায়ন পন্থানুসরণ। ইহ, না বুঝিয়া অর্থাৎ ভক্তিযোগ ছাড়িয়া যাহারা কর্ম্মজ্ঞানাদিকে বহুমানন করিতে চাহেন, তাহারা বহ্বয়নশাখী হইয়া গীতোক্ত ভগবদাদেশের বিরুদ্ধাচরণই করিয়া থাকেন। বদ্ধজীব তাহার ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাযুক্তা অন্তঃকামনাময়ী বুদ্ধি দ্বারা গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র বিচার করিতে গিয়া পাছে এইরূপ বহ্বয়নশাখী হইয়া যান, সেইজন্য তাঁহাদিগকে মহাজনগণ "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণবচরণে॥"—এই শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীগীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ", "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া একায়ন পন্থাই উপদেশ করিয়াছেন। মহাপ্রভুও তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারা একায়ন পন্থা উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীসৎক্রিয়া-সারদীপিকা ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস—কোন গ্রন্থেই একায়নপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া বহ্বয়নপন্থানুসরণের উপদেশ দেওয়া হয় নাই। সৎক্রিয়া-সারদীপিকাগ্রন্থের দুইটী অংশ। প্রথমাংশে গৃহ্যসূত্র অর্থাৎ পরমার্থানুকূল গার্হস্থ্যবিধান এবং সংস্কার-অংশে শ্রৌতসূত্র অর্থাৎ ত্যাগীদিগের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রৌতসূত্র বর্ণিত আছে। সাধারণ গৃহ্যসূত্রের বিষয় কতকগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে, আর কতকগুলি গ্রহণ করা হয় নাই। হরিভক্তিবিলাসে পাঞ্চরাত্রিক বিধানে সংস্কারের কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব স্মার্ত্তগণ যে সকল গৃহ্যসূত্রের বিধান করিয়াছেন, তাহাতে জীবগণের কেবল কর্ম্মপ্রবৃত্তি বাড়িতে হয়, কিন্তু সৎক্রিয়াসারদীপিকা গ্রন্থে যে সকল [illegible] আছে, তাহা দ্বারা স্মার্ত্ত অবৈষ্ণব প্রবৃত্তির আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। শ্রীগীতার 'যেঽপ্যন্যদেবতা' শ্লোকানুসারে শ্রীগোপাল ভট্ট পাদ পিতৃদেবাদ্যর্চ্চনাদি কর্ম্মকাণ্ডের আদৌ প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রীভট্টপাদোক্ত গৃহ্যসূত্রানুসরণকালে জীব গৃহস্থোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একায়নাশ্রিত হইয়া বাস্তব বৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবৎপাদপদ্মসেবার যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে প্রথমে [illegible] কথা সকল বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে একান্তগণের বিষয় বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে ঐকান্তিক ভক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আপনা হইতেই শক্তি প্রবর্ত্তিত হয়। [illegible] বারা তাহাদের কি হইবে!"

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে অধিকারী হিসাবে বর্ণাশ্রমাদির কথা থাকিলেও, তাহা বহ্বয়নপন্থার নির্দ্দেশক নহে; পরন্তু একায়নপন্থানুসরণই নিগম সাত্বত শাস্ত্রের একমাত্র উপদেশ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসারদীপিকাগ্রন্থের সকল প্রচারক্রমে জীবের বহ্বয়নশাখাশ্রয়ের প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংসিত হইবে।

—

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন দে মহাশয় বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ ও শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের বহুভাবে আনুকূল্য করিয়া থাকেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাইলাম, তিনি অচিরেই শ্রীধাম-মায়াপুরে ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে একটী সেবকখণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া অনেকের ধামবাসের সুযোগ করিয়া দিতেছেন। আশা করি, তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প শীঘ্রই যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য তিনি যত্ন করিবেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা তাঁহার এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য [illegible] ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার [illegible] বি, এ মহাশয়ের হরিকথা-প্রচার [illegible] এবং [illegible] বিপুল উৎসাহ [illegible] বিশেষ [illegible] বিশেষ [illegible] সম্প্রদায়কে [illegible] প্রশংসনীয়। [illegible] ও সরলতাপূর্ণ [illegible] প্রশংসনীয়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

[illegible] শ্রীগৌর[illegible] কোন একটী স্থানে গৌর[illegible] আকাঙ্ক্ষা করিতে [illegible] হইয়াছেন। [illegible] তিনি [illegible] দেবদেবালয়চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা তাঁহার এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

বারশাল নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের শ্রীধামমায়াপুর ও বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [illegible] বর্ষের পূর্ব্বে একদিন শ্রীচৈতন্যপ্রভুর [illegible] অনুসন্ধান করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন। তিনি পূর্ব্বে [illegible] নিকট [illegible] জানিয়াছিলেন যে, [illegible] গঙ্গাগর্ভে [illegible] হইয়াছে, কিন্তু [illegible] বলিয়া দিলেন, [illegible] কখনও গঙ্গাদেবী বিনষ্ট করেন না [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের কথা [illegible] তাঁহাকে [illegible] বলিলেন, [illegible] সমুদ্রোপরি [illegible]। [illegible] মহারাজ শ্রীমদ্ভাগ[illegible]

[illegible] দ্বারকা[illegible] বৃন্দাবন[illegible] জলপ্লাবিত করিলেও শ্রীমদ্ভাগবত, —এ স্থানে ভগবান্ মধুসূদন [illegible] যাদবগণের [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের চতুর্দিকে [illegible] আসিতে পারিবে। যে স্থান [illegible] হইয়াছে, [illegible] লোকের বাসস্থান ছিল, কিন্তু এ স্থানে ভগবান্ মধুসূদন নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন, যাহা স্মরণ করিলে সমুদয় অশুভ বিনষ্ট

বঁধ, যাহা [illegible] স্বরূপ, সেই নিত্য [illegible] প্রবাহিত হইতে পারে না। [illegible] শ্রীমায়াপুরের [illegible] শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠিত [illegible] মহা- [illegible] তিনি [illegible] মন্দির [illegible] প্রকাশ [illegible] নিত্যযুক্ত [illegible] তাঁহার [illegible] দুই স্থান [illegible] পারে না। নবদ্বীপবিদ্বেষী [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] শ্রীমায়াপুরের [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] করিয়াছেন।

রাজর্ষি [illegible] পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন [illegible] মহোদয়ের শ্রীশ্রীমায়াপুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [illegible] মাতৃদেবীর একান্ত ইচ্ছায় ও [illegible] শিবকৃষ্ণরাজের দেশে এবার শ্রীমায়াপুর

বা গোরুঠাকুরের একটি নূতন পাকা গৃহ নির্মিত হইয়াছে। [illegible] মহাত্মার [illegible] বিশেষ ধন্য- বাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] সেবা [illegible] করিতেছেন।

[illegible] শ্রীধাম [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] শ্রীমন্দিরের [illegible] শ্রীনবদ্বীপ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দাস [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দাস [illegible] প্রধান [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দাস ও শ্রীযুক্ত [illegible] দাস [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সহায়তা [illegible] হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

মেঠো বৈরাগীর বৈরাগ্য

বৈরাগি মহাশয়ের বৈরাগ্যের অবধি নাই! বৃদ্ধকালেও শ্রীশ্রীমায়াপুরের [illegible] ছাড়িতে পারেন না, বরং নিজেকে '[illegible]' বলিয়া পরিচয় দিতে [illegible] একটা পাড়াতে [illegible] করিয়া, মহাপ্রভু যাহার মুখ দেখিতে পারুন আর না পারুন, তাঁ'তে আর তাঁ'র যায় আসে কি? এতদ্বারা বৈরাগ্যের আদর্শ [illegible] কয়েকখানি [illegible] ও [illegible] কাগজপত্র বগলে করিয়া সং- কাণ্ডিৎ পুরুষের ন্যায় হাটে ঘাটে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর [illegible] বলিতেছেন,— "এই দেখুন [illegible] 'মায়াপুর' না দেখে যাবেন না, যদি বিদ্যমান মায়াপুর দেখিতে চা'ন, আমাকে [illegible] করুন"। [illegible] কি [illegible] চৈতন্য! মহাপ্রভু যাহাকে "[illegible]" করে [illegible]। [illegible] না পারে! মুক্তি [illegible] বলিয়া তাহার মুখদর্শন পর্যন্ত করিতে চাহেন না, সেই বৈরাগ্যের [illegible] বিনা দামে বিকাইতে [illegible]! [illegible] নাই। [illegible] বলে—"[illegible] ত্রিভুবন [illegible] [illegible], কাহারও দেখে [illegible]"।

আবার শুধু [illegible] বাবাজীর মাথা খারাপ, তাহা নহে, যে সমস্ত লোক উহাঁর ঐ [illegible] সমর্থন করিতে চা'ন, তাঁহারাই বা কেমন [illegible] লোক? সাধু-শাস্ত্র-মহাজনবাক্যের কি কোনদিনই আদর হইবে না? স্বেচ্ছাচারিতা ও [illegible] কি [illegible] জারিয়া যাইতে হইবে? [illegible] আমাদের [illegible] কি এ জগতের [illegible] কোন [illegible] নাই? [illegible] চিনিয়া লইতে পারিবে? [illegible] লোকেরা হইবে নাম [illegible]? এই [illegible] নাম ও ধাম? কখনই নহে।

মানুষ যদি সৎসঙ্গ ও কুটীনাটি ছাড়িয়া একটু নিরপেক্ষভাবে [illegible] কথা চিন্তা করিবার অবসর করিয়া লইতেন, যদি [illegible] বা [illegible] অবলম্বন করিবার [illegible] তাহা হইলে আর [illegible] এমন করিয়া [illegible] দৈবজ্ঞ বা [illegible] মহা [illegible] প্রবৃত্তি পোষণ করিতে হইত না। তাঁহারা বুঝিতেন [illegible] শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, [illegible] শ্রীল গৌর- কিশোর দাস গোস্বামি মহারাজ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় মহাজন-প্রদর্শিত স্থানই প্রকৃত শ্রীধাম

যোগপীঠ মায়াপুর, তদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থান সমস্তই জড় মায়াপুর। জানিনা জগৎ মহাজনমুখ [illegible] আর কবে নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত সত্য দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

মহাপ্রভু [illegible] পাষণ্ড রূপ [illegible] আদর্শ বৈরাগীর উপরই শ্রীধাম [illegible] স্থান নির্দেশের আদেশ দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহার প্রিয় [illegible] তাঁহার প্রকট-স্থল নির্দেশের ভার দিয়াছেন। যাহাদের [illegible] অভাব; যাহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া নামাপরাধ, সেবাপরাধ ও ধামাপরাধ ব্যতীত আর কিছুই করে না, যাহাদের [illegible] হইয়াছে—মাটীর নিম্ন হইতে জাল গোপাল [illegible] বাহির করিয়া [illegible] মন্দিরের নিদর্শন বলিয়া প্রচার করা, গঙ্গার [illegible] মনগড়া [illegible] অনুযায়ী [illegible] করিয়া ম্যাপ আঁকা, লোকের কাছে [illegible] করিয়া, লোকের হাতে পায়ে ধরিয়া সহানুভূতি প্রার্থনা করা, [illegible] জমীর মূল্য বৃদ্ধির জন্য [illegible] করা, গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ সুপ্রাচীন গৌড়পুর শ্রীধাম মায়াপুরের [illegible] দর্শনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা প্রভৃতি [illegible] করিবে ধাম নির্ণয় আর শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্বিচারে হইবেন তাহার সহায়? ইহাই কি শিক্ষিত [illegible] শিক্ষার পরিণাম আর [illegible] কি [illegible]? শ্রীধামের ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক অতীত স্থানের [illegible] কেন যে মহাপ্রভুর [illegible] অপরাধ করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। মহাপ্রভুর লীলাভূমির [illegible] শিক্ষা [illegible] মহাপ্রভুর। [illegible] বিরোধ [illegible] কি তাহাতে [illegible] যাইবে?

যাহারা [illegible] কখনও [illegible] মাটীর [illegible] করেন নাই, তাঁহাদের নিকট [illegible] কাঁদাকাটি করিয়া আর ম্যাপ ও কাগজপত্র দেখাইয়া তাঁহাদিগকে [illegible] পারিলেই কি তাঁহারা [illegible] বিচারক হইয়া পড়ি- বেন? কলিকাতায় বা মুর্শিদাবাদে বসিয়া [illegible] কি শ্রীধাম নির্ণয় হওয়া সম্ভব? শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া সত্যের [illegible] প্রত্যক্ষ করিলেই ত' হয়! প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা হইয়া থাকে। সেই পরিক্রমায় যোগদান করিয়া মহাজন- নির্দিষ্ট মহাপ্রভুর লীলাস্থানগুলি দেখিয়া গেলেই ত' চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটিয়া যায়?

সরল পন্থার দিকে না গিয়া কেবল কুটিলতা ও সংকীর্ণতার পক্ষ লওয়া এবং বৈরাগ্যের নামে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া কি সাধারণ নাস্তিকেও উল্লঙ্ঘন করা নহে?

মিশ্র সমাজ কি আমাদের এ সমস্ত কথায় কর্ণপাত করিবার কোনই প্রয়োজন [illegible] বুঝেন না? কাঁদিয়া ফিরিতেছি, কি প্রকৃত পক্ষে নির্ণয় করা হইবে— ভগবানের অনীচ বৈষ্ণব হওয়া উচিত? [illegible]-নির্ণয় কার্য্যে কি শ্রীরূপসনাতনের আনুগত্যের কোনই আবশ্যক নাই? বাঙ্গালীর ও [illegible] কি সমাজ-নির্ণয়ের প্রধান অবলম্বন হইবে? সমাজ-নির্ণয়কারিগণের [illegible] 'ভক্ত' বলিয়া কি কোন পরিচয় দিবেন না? কেবল প্রমাদি দোষযুক্ত [illegible] স্ব-কপোল-কল্পিত [illegible] কি সুধী সমাজ [illegible]? [illegible], শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, [illegible], [illegible] মহাজন [illegible] গ্রন্থাবলীর কি কোন মূল্য নাই? [illegible] সভা আহ্বান করিলে কি তাঁহাদের [illegible] হইবে? [illegible] বিচার কি সমাজ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইবে? [illegible]?

মোটকথা [illegible] [illegible] বিরোধ [illegible] নূতন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুসন্ধান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

একখানি গুপ্তপত্রের প্রকাশ্য উত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই পর্য্যন্ত আপনার উপর শুধু [illegible] [illegible] রাখিলাম। [illegible] [illegible] আচ্ছন্ন করি নাই, [illegible] মাত্র করিয়া [illegible] [illegible] করিবার আছে যে, [illegible] অসম্ভব। [illegible] [illegible] শুনিবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] প্রকৃত সহানুভূতি [illegible] নাই। আপনি ত শুধু আপনার [illegible] কথা [illegible] শুনাইবার জন্য উদ্গ্রীব। [illegible] সরল ভাবে শুনিবার আগ্রহ ও মনোবৃত্তি আপনার প্রায় নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন বুঝিতে পারিতেছি—[illegible] কিছু বলিতে যাওয়াটাই আমার অন্যায় হইয়াছে। এইরূপভাবে বলা শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ। সেইবারে কাজে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলাম বলিয়া এত অনর্থ ঘটিয়াছে।—আপনি রাম বুঝিতে শ্যাম বুঝিয়াছেন। এবারও হয়ত তাহাই হইবে। তবুও যখন আলোচনা বাধিয়াছে— সংক্ষিপ্ত জানাইব। বিস্তারিত জানিতে যদি ইচ্ছা হয়, সাক্ষাতে হইবে।

'নূতন [illegible] নূতন [illegible]' কল্পনা প্রসূত কোন অভিনব বস্তু নহে। ইহা চির পুরাতন, নিত্য নবীন, একমাত্র সত্য সনাতন বস্তু। [illegible] নূতন নহেন। তিনিও নিত্যধামের নিত্য সিদ্ধ [illegible]। [illegible] [illegible] ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভজন দেন না। তিনি কৃষ্ণ ভজন দেন, [illegible] [illegible] দেন না। [illegible] [illegible] হইবার [illegible] [illegible] নাই, কৃষ্ণকে নিয়া [illegible] করিবার [illegible] নাই [illegible] সাধুগণ [illegible]। [illegible] [illegible] কৃষ্ণ বা [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শাস্ত্র তাহাদিগকে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] কৃষ্ণ ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] সিদ্ধ, [illegible] কৃষ্ণসেবাকারী [illegible]— তিনিই [illegible], তিনিই [illegible], তিনিই [illegible] [illegible] অধিকারী। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি। কৃষ্ণই এক মাত্র [illegible] বস্তু, কৃষ্ণভিন্ন আর সমস্তই মায়া বা [illegible], অতএব জড় (স্থূল সূক্ষ্ম উভয়ই)। ভক্তি বলিতে কৃষ্ণ-ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাকেই বুঝায়— [illegible] [illegible] অর্থাৎ দেহ মনের তর্পণ বা ভোগকে বুঝায় না। তাহা [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] নহে, এই ভক্তি আত্মার নিত্য বৃত্তি বা ধর্ম্ম, [illegible] জীবাত্মামাত্রেরই একমাত্র ধর্ম্ম। ইহা নিত্য সনাতন, সার্ব্বজনীন। ইহা জড় মন ও দেহের বৃত্তি নহে— [illegible] [illegible] ও [illegible] নহে। ইহা [illegible] বা [illegible] নহে। [illegible] অহঙ্কার বা আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে,—আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে প্রকৃত আত্মবৃত্তি লাভ করা যায় না। [illegible] লাভের পর উদ্বুদ্ধ [illegible] মাত্র। তৎপূর্ব্বে [illegible] আত্মবৃত্তি বা ভক্তির উন্মেষের চেষ্টামাত্র।

কৃষ্ণপ্রেম সুখের কথা,—মনের খেয়াল নহে, ইহা অতি দূরের [illegible] বস্তু। মনের খেয়াল ও ভাবুকতার দ্বারা মনো-গ্রাহ্য মায়া বা জড়ের সেবা হয় মাত্র— কৃষ্ণসেবা হয় না। এবং [illegible] নহে—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উভয়ে সম্পূর্ণ [illegible] এবং একথা আমার অবজ্ঞা-কল্পিত কথা নহে— শাস্ত্র ও মহাজনের কথা—ইহা স্মরণ রাখিবেন। ভক্তি ও ভাবুকতার—আত্ম-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের ভেদ বুঝিতে কিছু দীর্ঘ সময় লাগিবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োজন [illegible] হইবেই না। সাধু-সঙ্গই সকল সিদ্ধির মূল। [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible]। [illegible] সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

আপনারা আমার [illegible] [illegible], আমার [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] মুক্ত হইবেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাকে উপহাস করিবার জন্য [illegible] [illegible] মাত্র। [illegible] [illegible] না [illegible], [illegible] [illegible] উত্তর, অন্য পাতেই আসিত।

একজন বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারে—ইহা অতি সামান্য কথা। [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদ্ধার করিবার শক্তি ধারণ করেন। [illegible] মনোবৃত্তি [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]— [illegible] [illegible] [illegible]—

আমার নিয়মনিষ্ঠার কথা শুনিয়া ডাক্তার [illegible] আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এই 'নিয়মনিষ্ঠার' কথা লইয়া ডাক্তার আমাকে আর একবার খোঁচা দিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] বাসায় ঠাকুর [illegible] করে, তার কিছুদিন পরে [illegible] [illegible] সংবাদ দিতে গিয়া লিখিয়াছিল—'আমার বাসা আছে, আর তাতে ঠাকুর দিয়ে আনন্দ [illegible]। নিয়মনিষ্ঠা [illegible] [illegible] নাই।' [illegible] [illegible] 'অতি [illegible] [illegible]'। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বাধীন-ভাবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বটে—কিন্তু মহামায়ার [illegible]। যাহারা, তাদের [illegible] [illegible] ও [illegible] ভিন্ন, 'নিয়মনিষ্ঠা' ভিন্ন আর উপায় কি? দূরের কথাত বলি কেন,—এই [illegible] সমাজেই যাহারা 'নিয়মনিষ্ঠা', বিধিবিধান অবজ্ঞা করিয়া, উল্লঙ্ঘন করিয়া চলে, লোকে তাহাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] উচ্ছৃঙ্খল বলে। তারা সমাজের [illegible] নহে [illegible], [illegible] বিশেষ। [illegible] [illegible] বলেন,

'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।
[illegible] [illegible]
[illegible]?'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'বৈধী'? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার মতো [illegible] [illegible] বিদ্যমান। [illegible] [illegible] ও [illegible] হওয়া [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible]। [illegible] জীবনে [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণপ্রেম [illegible]? [illegible], [illegible] [illegible] ভগবান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'নিয়মনিষ্ঠা' [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথায় কাণ দিবেন না।

এইখানে আর একটী কথা জানাইয়া রাখি। বৈষ্ণব ধর্ম্ম—[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই।

(ক্রমশঃ)

মানব ও পশু

([illegible] [illegible] [illegible] [illegible])

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদ্ভব। লৌহ যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। ঈশ্বরের শক্তিতে প্রকৃতি

নতুন জৈব জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঈশ্বর অনাদি, তিনি এই বিশ্বের নিয়ামক ও পালক। তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবের [illegible] প্রত্যেক জীবহৃদয়ে [illegible] বর্তমান। [illegible] কেন [illegible] একটা [illegible] আছে [illegible] আছে। [illegible] পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, [illegible] শরীর [illegible] এই পঞ্চভূতে [illegible] কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি [illegible] [illegible] প্রবৃত্তি [illegible] আহার, নিদ্রা, [illegible] প্রকৃতি নিয়মের [illegible] এই [illegible] প্রাকৃতিক নিয়মের [illegible] মানব [illegible]

[illegible] আছে। [illegible] মানব [illegible] আমরা [illegible] কি হইবে, এই [illegible] নাই, [illegible] মানবের [illegible] এই [illegible] শব্দ, মানবগণ ঐ [illegible]

[illegible] আহার, নিদ্রা, [illegible] চতুষ্টয়-দ্বারা [illegible] মানব [illegible] নামের [illegible] চিন্তা করেন, "কে আমি, কেন [illegible]" "কে আমি" [illegible] [illegible] সৃষ্টির [illegible] মানবজীবনের [illegible] সময় [illegible] জন্ম পর জন্ম [illegible] মানব জীবন শুধু "আহার নিদ্রা [illegible] ও নরকে [illegible]" এক জন্ম নহে। বহু জন্মের পর দুর্লভ মানব জন্ম লাভ

[illegible] বিশ্ব-স্রষ্টা সচ্চিদানন্দময় ভগবানের [illegible] না করিলে নর-জীবনের [illegible] কোথায়? [illegible] নরতত্ত্ব [illegible] [illegible]

ভগবানের সৃষ্ট সকল [illegible] [illegible] মানব [illegible] [illegible] [illegible] মানব [illegible]

নরতত্ত্ব [illegible] [illegible] [illegible] পর্যন্ত [illegible] [illegible] কোন ভাগ্যে কোন জীবের লক্ষ [illegible] তবে সেই জীব মানুষ জন্ম হয়।

[illegible] মানবজন্ম লাভ করিয়া মানব যদি [illegible] না করিল, তাহা হইলে তাহার [illegible] মত [illegible] পশু-জীবন যাপন করা [illegible] মাত্র। অতএব হে মানব! [illegible] মত আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনে [illegible] না থাকিয়া বিবেকের আশ্রয়ে [illegible] মুক্তির [illegible] কর, 'প্রকৃত মানব' নামের যোগ্যতা অর্জন কর।

নানা কথা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভঙ্গ

২২শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতা গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় বাঙ্গালার লাট নিম্নলিখিত ঘোষণা করিয়াছেন:—

ভারতীয় শাসনবিধির ৭২ (খ) ধারার [illegible] সর্বপ্রথম অনুশাসন অনুসারে আমাকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, সেই ক্ষমতাবলে আমি ২২শে এপ্রিল তারিখ হইতে ব্যবস্থাপক সভা ভঙ্গ করিবার আদেশ প্রদান করিতেছি।

দারোগা হত্যার মামলা
আসামীর প্রাণদণ্ডাদেশ

বরিশাল বাবুগঞ্জ [illegible] দারোগা শ্রীযুক্ত [illegible] হত্যার অপরাধে [illegible] অভিযুক্ত হয়। গত ২২শে এপ্রিল বিচারকালে জুরীগণ প্রথমে সকলেই বাদীকে [illegible] প্রাণদণ্ড না হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু জজ [illegible] এক অপরাধকে [illegible] ও [illegible] মনে করায় জুরীদের [illegible] একমত হইতে না পারিয়া আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তবে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সরকার ইচ্ছা করিলে [illegible] দণ্ডের [illegible] পরিবর্তন করিতে পারেন। [illegible] বালককে [illegible] শিয়ারায় পাড়ী করিয়া বেড়ে লইয়া যাওয়া হয়। বালকের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। [illegible] থানার অধীন [illegible] তাহাদের বাড়ী।

ঢাকা হইতে পদব্রজে শিলং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সেন, শ্রীযুক্ত [illegible] দাস, শ্রীযুক্ত [illegible] নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় পদব্রজে শিলং যাত্রা করিয়াছেন। গত ২১শে এপ্রিল তাহারা [illegible] উপনীত হইয়াছিলেন।

মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ

মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্যারিসে বিশেষজ্ঞদের এক বৈঠক বসিয়াছিল। তাহাতে জার্মাণ প্রতিনিধিগণ যে প্রস্তাব দেন, তাহা অগ্রাহ্য হয়। ফলে সমস্ত ব্যাপার একরূপ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। তবে মীমাংসার আশা এখনও কিছু কিছু আছে।

জার্মাণ প্রতিনিধিকে বার্লিনে আসিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে আসিয়া তাহারা মন্ত্রী সভার সহিত পরামর্শ করিয়া অতিশীঘ্র প্যারিসে যাত্রা করিবেন।

বাঙ্গলার শাসন

পরিষদে স্যার এ, কে, গজনভী

"দার্জিলিং, ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, নবাব নবাবআলি চৌধুরীর মৃত্যুতে বাঙ্গালার শাসনপরিষদের যে সদস্যপদ শূন্য হইয়াছিল, স্যার এ, কে, গজনভীকে সেই পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ভাড়াটে বিমান-পোত

বিলাতের লোককে আকাশ পথে ভ্রমণ [illegible] করিবার জন্য [illegible] হইতে ১২ মাইল দূরে [illegible] দুইটি বিমান পোতের [illegible] হইবে। একটি মাটিতে নাচঘর [illegible] টেনিস ক্রোকে খেলিবার জায়গা থাকিবে [illegible] ভাড়াটে বিমান-পোত পাওয়া যাবে। সেখানে মাইল হিসাবে [illegible] ভাড়া ধার্য্য করা হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

নারায়ণগঞ্জ ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] এক ভীষণ মোটর-দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। [illegible] একখানি বাস [illegible] এক পুকুরে গিয়া পড়ে। উহাতে [illegible] জন যাত্রী ছিল, কিন্তু [illegible] পাওয়া গিয়াছে। সরকারী উকিল [illegible] এবং [illegible] আরও কয়েক ব্যক্তি আঘাত পাইয়াছেন। চালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

স্পেনে ভীষণ দাবানল

[illegible] ২১শে [illegible] সংবাদে প্রকাশ, স্পেনের দাবানল অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে বটে, তবে সীমান্তে অবস্থিত [illegible] নিকটবর্তী স্থানে এখনও প্রবল আগুন জ্বলিতেছে। [illegible] নিকট যে আগুন এখনও জ্বলিতেছে, তাহার উত্তাপ ১০ মাইল দূর হইতে পর্যন্ত অনুভূত হইতেছে।

সম্রাটের আরোগ্যলাভ

লণ্ডন, ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, সম্রাট [illegible] জানাইতেছেন,—দীর্ঘ দিন রোগ-শয্যায় শায়িত থাকার জন্য যে সমস্ত সহানুভূতিসূচক সংবাদ সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাহার উত্তর দিতে মনস্থ করিয়াছেন। খুব সম্ভব তিনি "সাম্রাজ্যবাসীর নিকট আমার নিবেদন" এইরূপ হেডিং দিয়া একখানি পত্র প্রচার করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই বৈশাখ, শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

জীবাত্মার অভিধা বা সহজ-সরল স্বভাবই কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট; আকর্ষক ও আকৃষ্টের মধ্যে যে স্বাভাবিক আকর্ষণধর্ম্মটী বর্ত্তমান, তাহার নামই ভক্তি। জীব কৃষ্ণাকৃষ্ট, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণেই হইতেছে, জীবের অকৃত্রিম কৃষ্ণপ্রীতি, নিষ্কপট কৃষ্ণসেবা; যেখানে সেই কৃষ্ণাকর্ষণের অনুভূতি নাই অথচ কৃষ্ণে প্রীতি বা সেবার বাহ্য অভিনয় মাত্র দৃষ্ট হয়, সেখানে জীব সহজ-সরল স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট মিথ্যাচারী কপট। "কৃষ্ণ আমার বন্ধু, আমিও কৃষ্ণের বন্ধু, আমাকে কৃষ্ণ প্রীত করুন না করুন, কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করাই আমার ধর্ম্ম, তাহাতে কোন 'হেতু' নাই, আমি কৃষ্ণের সেবা করিতেছি কি না জানি না, তবে কৃষ্ণই আমার যথাসর্ব্বস্ব, তাঁহারই প্রীতি বিধান করিবার জন্য আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়—ইহাই জানি জানি" এইরূপ সরল বুদ্ধি-সম্পন্ন জীবের ও কৃষ্ণের মধ্যে কোন অন্যাভিলাষ কিম্বা ভুক্তি মুক্তি-মূলক আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ-বাঞ্ছা কামের ব্যবধান নাই। কিন্তু যেখানে লক্ষণা বা কষ্ট-কল্পনা দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতি অর্জ্জন বা কৃষ্ণভজনপ্রয়াস, সেখানে তাদৃশ ব্যবধান বিশেষরূপেই লক্ষিত হইয়া থাকে। জীব তদবস্থা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া যতই না কেন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গ যাজন করুন, তিনি কৃষ্ণের দিক হইতে কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

জীবাত্মার সহজ-সরলভাবের বাতায়ই কপটতা বা 'প্রাকৃত সহজিয়া'-বাদ।' এই প্রাকৃত-সহজিয়া ধর্ম্মধ্বজিদলের ব্যভিচার-স্রোতে জগৎ আজ ভাসমান। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শাস্ত্র হইতে ভজন-বিজ্ঞ অপ্রাকৃত সাহজিকগণের অপ্রাকৃত চেষ্টাসমূহ শ্রবণ করিয়া লোকের নিকট হইতে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহেচ্ছায় তাহার এমনভাবে অনুকরণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া লোকে শাস্ত্রোক্ত ভজনক্রম অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন হইতেছে, ফলে সরলতার নকল করিতে গিয়া কপটতায় ভরপুর হইয়া নানারূপ অহঙ্কারে প্রমত্ত হইতেছে। আবার তাহাতে আর একটী সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে যে, লোকে ক্রমে ভক্তের অপ্রাকৃত ভাব বা প্রেমলক্ষণসমূহেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। প্রাকৃত-সহজধর্ম্মদৃষ্টে অপ্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্মের ধারণা লইতে গিয়া অনেক অজ্ঞ সাহিত্যিক মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের বৈরাগ্য সম্বন্ধে নানারূপ অবৈধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। আসলের নকল হইতে পারে বলিয়া যে শেষে আসলকেই অবিশ্বাস করিয়া বসিতে হইবে, এমন কোন কথা নহে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতের অনধিকারচর্চ্চা করিতে গিয়া অধুনা বহুলোকের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। বদ্ধজীব তাঁহাদের অপ্রাকৃত সহজ কৃষ্ণভজনপ্রয়াস বুঝিতে না পারিয়া জড়দেহমনের প্রীতিকেই কৃষ্ণপ্রীতিজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে কত যে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল প্রাকৃত সহজিয়াদল অতুৎকট কৃষ্ণপ্রীতি নিবন্ধন শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাগানুগ হইতে গিয়া কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই ত্রিবিধ নরকদ্বারের সমীপবর্ত্তী হইতেছে। শ্রীগীতা (১৬।২৩) উহাদিগকে তারস্বরে সাবধান করিয়া বলিতেছেন—

'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে
কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং
ন পরাং গতিম্॥"

—যিনি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করেন, তিনি বস্তুসিদ্ধি বা সুখ বা পরাগতি লাভ করিতে পারেন না।

ইংরাজী রিডিং পড়িতে শিখিয়াই যদি কাহারও এম, এ ক্লাসের পাঠ্য পড়িবার সাধ হয়, তাহা হইলে তিনি কতদূর লাভবান হইবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি সত্য-সত্য কৃষ্ণসেবা লাভ করিবারই ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে একটু ধৈর্য্য ধারণ করিতে হয়। পরবিদ্যাপীঠে ভর্ত্তি হইতে না হইতেই যদি রাসপঞ্চাধ্যায়, জয়দেব-গীতা, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি শুনিবার সাধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহা বিশুদ্ধ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা কাম বা অকালপক্কতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই অকালপক্ক দলের জনৈক খ্যাতনামা ভাগবত-পাঠক গোস্বামিক্রবের শ্রীধাম-বৃন্দাবনে প্রীতিসন্দর্ভ পাঠের কথা আজও সর্ব্বজন সুবিদিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ এইরূপ অজিতেন্দ্রিয় গোস্বামিক্রবগণ অদ্যাপি সগর্ব্বে রসগ্রন্থ আলোচনা করিবার স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেবগীত, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের সহিত অতি নিভৃতে বসিয়া আলোচনা করিতেন, সেই সুগোপ্য বস্তুটী অনধিকারী ভাগবতপাঠকগণ কেবল কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠার লোভে কেমন করিয়া কোন প্রাণে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করিতেছে, আর তাহার পরিণাম কিরূপ বিষময় হইতেছে, তাহা হৃদয়বান্ সজ্জনগণ ব্যতীত কে বুঝিবে? রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ভজন-রহস্য প্রাকৃত মন দ্বারা বুঝিতে গিয়া মানুষ কেমন করিয়া রক্তমাংস-লোলুপ হইয়া পড়িতেছে, তাহা আর বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না। গোস্বামিক্রবগণ যেমন তাহাদের গোস্বামিত্ব ঘৃণিত শুক্র-শোণিতে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, রস-সিদ্ধান্তকেও সেইরূপ তাহাদের কামানলের ইন্ধনস্বরূপ করিতে ত্রুটী করে না। এসকল কথা নিরপেক্ষভাবে ভাবিবার ও বিচার করিবার সৎসাহস জগতে আর কাহারও হইবে কি না জানি না। জগতে সত্যানুরাগী সরল প্রাণ সজ্জনের কি এতই অভাব হইয়া পড়িয়াছে?

"সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে।" অসরল প্রাকৃত সহজিয়াগণ মহাপ্রভুর শিক্ষা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণেই যথাসর্ব্বস্ব করিয়া লয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগাল-ভক্ষ্যে॥"

"যাঁহারা নিষ্কপটে সর্ব্বাত্মদ্বারা ভগবানের আশ্রিত, তাঁহাদিগকেই ভগবান্ দয়া করিয়া অপ্রাকৃত সম্বন্ধে নিজজন বলিয়া স্বীকার করেন। সেই বৈষ্ণবগণই দুস্তরা দৈবমায়া অতিক্রম করিয়া থাকেন। আর কপটতা ক্রমে যাঁহারা কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণব-সঙ্গের নাম মাত্র করিয়া ভক্তস্বর বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে মায়া ছাড়িয়া না দেওয়ায় বস্তুতঃপক্ষে ভগবানের ভক্তিলাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না।

সুতরাং কপটতা ছাড়িয়া সদ্গুরু-প্রদর্শিত অপ্রাকৃত সাধুসঙ্গে ভজনক্রম অবলম্বন করিলেই জীবাত্মার আত্মবৃত্তি উন্মেষিত হইবে, প্রাকৃত সহজিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইবে, নতুবা জীবের নরকগমন অবশ্যম্ভাবী।

—

সজ্জন—সর্ব্বোপকারক

জগতের মানবগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত,—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। প্রথমতঃ অন্যাভিলাষী—যাঁহারা কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তিযোগ স্বীকার না করিয়া নিজ রুচিমতে চালিত হইয়া যথেচ্ছ আচরণ করেন এবং তাদৃশ আচরণ দ্বারা নিজ সুখান্বেষণকেই পুরুষার্থ বলিয়া জানেন।

দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মানুষ্ঠক—যাঁহারা সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিজ সুখভোগ উদ্দেশে চালিত হইয়া পুণ্য সংগ্রহ করেন। পিতৃশ্রাদ্ধ, স্বর্গভোগ, মহঃ-জন-তপঃ-সত্যলোক লাভেচ্ছায় চেষ্টাবান, জীবের মঙ্গলের পুণ্যের উদ্দেশে জৈবিক চেষ্টাবিশিষ্ট, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অশ্বত্থ প্রতিষ্ঠা, পথ নির্ম্মাণ, জলদানাদি ইষ্টাপূর্ত্ত, ব্রাহ্মণ-ভোজন দরিদ্রের ভিক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পুণ্যসংগ্রহ পূর্ব্বক তত্তৎ সৎকর্ম্মের পরিণাম ফলস্বরূপে নিজ প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বা নিজের জড়েন্দ্রিয় তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর। উঁহারাই লোকের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভ নামক ত্রিবর্গসিদ্ধি বাসনা করেন। কর্ম্মানুষ্ঠাতাগণ অনিত্য ফলভোগ কামনায় জগতের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ নহেন। পুণ্যবান কর্ম্মীর চেষ্টা ও বৈদিকানুষ্ঠানগত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি আলোচনা সৎকর্ম্ম বুদ্ধি, অন্যাভিলাষীর যথেচ্ছাচার হইতে অপেক্ষাকৃত সৎ।

অন্যাভিলাষী অপেক্ষা সৎকর্ম্মপর মানব অনেকের অনিত্য আংশিক উপকার করিতে সমর্থ, কিন্তু সর্ব্বোপকারক নহেন।

[illegible]

[illegible]

মন্ত্র ভোগবাসনা হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, [illegible] [illegible]

[illegible]

যে, যখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশে আমরা [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছিলাম, তখন [illegible] মহামান্য নবীন মহারাজের নিকটেও শ্রীচৈতন্যদেবের ঐ বাণী বহন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মহামান্য মহারাজ বাহাদুর পরিবারবর্গসহ [illegible] মহারাজের নিকট বিনম্র কথা অতীব মনোযোগ, আগ্রহ, ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধা সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম [illegible] সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, বিশেষতঃ মহামহাবদান্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া-প্রচারের [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] মহারাজ বাহাদুর [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে নিযুক্ত [illegible] দিয়াছেন।

মিঃ [illegible] খাঁ বাহাদুর, [illegible] [illegible] এ. কে. [illegible] ডি. এম. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সার্ব্বজনীন [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] [illegible] প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রচারকগণের [illegible] সুবিধা করিতে [illegible] হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আলেখ্য দর্শন করিয়া [illegible] বলিয়া প্রচারকগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য-প্রিয়জন আচার্য্যের

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

[illegible]

(পৌষমাস [illegible])

([illegible])

[illegible] প্রচারিণী সভার [illegible] শ্রীধাম [illegible]

[illegible]

প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

মহামান্য ভারত-সম্রাট প্রতিনিধি বা বড়লাট সাহেব বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ সি, কানিংহাম, সি, আই, ই,-ও, বি,ই, আই, সি, এস, এবং সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ডব্লিউ এস, বি, ইগাটন, আর, সি, এস, মহোদয়দ্বয় [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহোদয়ের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] এবং বর্ত্তমান গৌড়ীয়সম্প্রদায়সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] যাবৎ শ্রবণ করিয়া [illegible] তাঁহারা [illegible] বাহাদুরের নিকট [illegible] করিয়াছেন এবং [illegible] দৈনিক [illegible] করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা মহামান্য ভারত-সম্রাট প্রতিনিধি মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীদ্বয়ের [illegible] শ্রীধামকে [illegible] বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

[illegible] মহারাজাধিরাজ সাহেবের [illegible] অফ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের [illegible] বিশেষ [illegible] করিয়াছেন এবং [illegible] শ্রীধাম-প্রচারিণী [illegible] সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

[illegible] মিঃ [illegible] মিলিটারী সেক্রেটারী টু হিজ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে [illegible] সম্মান ও অভিনন্দন প্রদান করিয়া এবং প্রচারকগণের জন্য [illegible] করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] প্রচারকগণের প্রতি সৌজন্য [illegible] শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

[illegible] সাহেবের [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে অতীব সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বিশেষ মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের নিকট হইতে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। মাননীয়া মহারাণী সাহেবা তাঁহার প্রাসাদে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত শ্রোতার সম্মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন ধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ তদনুসারে [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীমতী [illegible] প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্য [illegible] প্রচারিণী সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কর্ণেল [illegible] দাস, মিলিটারী সেক্রেটারী টু হিজ মহারাজ সাহেব [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রতি নানাপ্রকারে সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের মুখে [illegible] করিয়াছেন [illegible] শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা [illegible] আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

একখানি গুপ্তপত্রের প্রকাশ্য উত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"তোমার গৌড়, তোমার গৌড়" [illegible] একটা [illegible] গৌড় গৌড় [illegible] করিয়া [illegible] নিজের [illegible] আত্মা [illegible] করিয়া [illegible] কৃষ্ণপ্রেম [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] গৌড়ীয় [illegible] করিয়াছেন [illegible] বলিয়া [illegible]

কৃষ্ণপ্রেমে [illegible] বা কৃষ্ণকে [illegible] পথ [illegible] নিজেদের [illegible] গোস্বামী [illegible] করিয়া [illegible] হইবে। [illegible]

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] শ্রীরূপ [illegible] গোস্বামী [illegible] নিত্য [illegible] করিবে [illegible] বলিয়া [illegible] ব্যাকুলতা এবং চেষ্টাও থাকিবে।

[illegible] জীবের [illegible] ভগবানের [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] প্রেম [illegible] বিপ্রলম্ভ [illegible] তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-

প্রশ্ন পায় না। [illegible] সকলেরই [illegible] কারী—[illegible] প্রচুর ভোগকারী। [illegible] [illegible] [illegible] মুসলমান [illegible] মুসলমান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপরাধের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারণ [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অথবা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

নানা কথা

আবহাওয়া

কয়েক দিন যাবৎ আকাশ প্রায় মেঘাচ্ছন্ন থাকে, মধ্যে মধ্যে একটু আধটু বৃষ্টি হয়। গত কল্য প্রাতঃকাল হইতে [illegible] নিবিড় মেঘজালে আচ্ছন্ন ছিল—সূর্য্যদেবের দর্শনের [illegible] নাই। [illegible] বৃষ্টিকার [illegible] হইতে টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টিপাত হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে। [illegible] [illegible] অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।

নদীয়া-কেন্দ্রে নির্ব্বাচন

কৃষ্ণনগর [illegible]

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বরসম্পাদকের নির্দ্দিষ্ট [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] কংগ্রেস-কমিটীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় কং-

[illegible] [illegible] প্রার্থনা করেন নাই, [illegible] কংগ্রেস-কমিটি তাঁহাকে মনোনীত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ব্যবস্থাপক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া মনে করেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

[illegible] [illegible] [illegible] অন্তর্গত [illegible] এক অদ্ভুত [illegible] ব্যাপার [illegible] [illegible] [illegible] দিন [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ গাছের একটি উচ্চ উচ্ছিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছে। প্রথমে সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিনের মধ্যে [illegible] [illegible] পরিমাণ গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং ক্রমেই [illegible] কৌতূহল নিবারণার্থ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার স্বাদ [illegible] ন্যায়। [illegible] সকলে ইহা কোন দৈব ব্যাপার মনে করিয়া [illegible] পূজা অর্চ্চনা ও সংকীর্ত্তনাদি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

তথ্যানুসন্ধানের জন্য গ্রামবাসী এ বিষয়ে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন—বাংলার কথা।

পেশোয়ারে ভীষণ হত্যাকাণ্ড

পেশোয়ার, ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] জমিদার [illegible] আমেদখান অদ্য রাত্রে যখন মসজিদে নামাজ পড়িতেছিলেন তখন এক ব্যক্তি গুলী করিয়া তাঁহাকে সাংঘাতিকরূপে জখম করে, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ [illegible] হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়—কিন্তু [illegible] [illegible] তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। নিকটস্থ [illegible] [illegible] হইয়াছে; বর্ত্তমানে সে পুলিশের হেফাজতে আছে।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা

জামীনের প্রার্থনা আবেদন অগ্রাহ্য

প্রকাশ, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্য দলের সদস্য অধ্যাপক [illegible] [illegible] পক্ষ হইতে জামীনের আবেদন করা হইয়াছিল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আবেদনকারীর পক্ষ হইতে পণ্ডিত [illegible] শর্ম্মা জামীন মঞ্জুরের পক্ষে কারণ প্রদর্শন করেন, পূর্ব্বেও [illegible] আবেদন সম্পর্কে যে সকল কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছিল, তিনি তাহার পুনরুল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিচার সবে আরম্ভ হইল, আইনের রীতি অনুসারে আসামী সকলেই এই প্রকার দাবী করিতে পারে। যদি বিচার আরম্ভ হইতে দেরী হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা যদি করিতে হয়, তবে আসামীকে অধিক দিন কিছুতেই হাজতে রাখা যাইতে পারে না। আসামীর পদ ও সামাজিক মর্য্যাদার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার পক্ষে পলায়ন করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. অধ্যাপক এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। তিনি অহিংসা নীতিতে দৃঢ় আস্থাবান ও সরকারের উচ্ছেদমূলক কোন সংগ্রাম-নীতির সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট নহেন।

সরকার পক্ষের কাউন্সেল মিঃ সি, পি, মিত্র আবেদনের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, আসামী যুক্ত-প্রদেশের কৃষক ও শ্রমিকদলের সহকারী সভাপতি, মস্কোর কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এই দেশে সোভিয়েট শাসন প্রবর্ত্তনই ঐ দলের উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত আসামী মিঃ স্প্রাট, [illegible] [illegible], [illegible] মিঃ যোশী, কেদারনাথ সাইগল, ডাঃ মুখার্জ্জী এবং পূরণচাঁদ যোশীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্টভাবে মিশিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জামীনের আবেদন নামঞ্জুর করেন।

বড়লাটের পদে লর্ড গশেন

বোম্বাইয়ে কার্য্যভার গ্রহণ

মাদ্রাজ, ২১শে এপ্রিলের সংবাদ সপত্নীক মাদ্রাজ লাট লর্ড গশেন সোমবার উতকামণ্ড হইতে মহীশূরে শিকার করিতে ও মাছ ধরিতে যাইতেছেন। তাঁহারা ২৮শে তারিখে উতকামণ্ড ফিরিয়া আসিবেন।

লর্ড গশেন ২৮শে জুন তারিখে সদলবলে সিম্লা যাত্রা করিবেন। লর্ড গশেন সম্ভবতঃ বোম্বাইয়ে লর্ড আরউইনের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

নরহত্যার দ্বীপান্তর

মুলতানের ২২শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, নরহত্যার অভিযোগে মীজ্জা নামক এক জন মুসলমান অভিযুক্ত হইয়াছিল। মুলতানের দায়রা জজ আসেসারগণের সহিত একমত হইয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। নিহত ব্যক্তির নাম আল্লাদাদ। সে সম্প্রতি আফগানিস্থান হইতে আসিয়া মুলতানে বাস করিতেছিল। প্রকাশ, আসামীর স্ত্রীর সহিত নিহত ব্যক্তির অবৈধ সংস্রব উদ্ভব হওয়ার সন্দেহে আসামী প্রতিহিংসাবশে তাহাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে।

ত্রিচিনাপল্লী ষড়যন্ত্র মামলা

মাদ্রাজের ২২শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিচিনাপল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় ২ জন অ্যাসেসর রায় দিয়াছেন, ষড়যন্ত্র হয় নাই। তৃতীয় অ্যাসেসর বলিয়াছেন, ৪ জন আসামী রেলওয়ে আইন অনুযায়ী অপরাধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। বিচারক এখনও রায় দেন নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা নির্ব্বাচনের তারিখ

মঙ্গলবার অপরাহ্ণে কলিকাতা গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, লাট, বঙ্গীয় নির্ব্বাচন-নিয়মের ২১ বিধানের (২) উপধারা অনুযায়ী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় নির্ব্বাচন কেন্দ্রকে উক্ত নিয়ম অনুসারে, আগামী ২০শে জুনের মধ্যে সদস্য নির্ব্বাচন করিতে আহ্বান করিতেছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন

আমরা অবগত হইলাম যে, বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় হুগলী জেলার গ্রাম্য নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদপ্রার্থী হইয়াছেন।

৩টি শিশু জীবন্ত দগ্ধ

আমেদাবাদের ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গর্দ্দন মিলের প্রাঙ্গণে দোলনায় ৩টি শিশু শায়িত ছিল। দোলনাগুলি গাছের ডালে বাঁধা ছিল। হঠাৎ সেখানে শুক্‌না পাতায় আগুন লাগিয়া ৩টি শিশুই মারা গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই বৈশাখ, সোমবার—১৩৩

সাময়িক-প্রসঙ্গ

উড়িয্যার নিরীহ অধিবাসিগণের উপর কুলিয়ার চড়ানাম-কীর্ত্তনকারী প্রাকৃত সহজিয়া সখিভেকিদল বেশ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। কাহাকে বলে শ্রীনাম, কেমন করিয়া সেই শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলে নামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়, গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য কি, গৌর-নাগরবাদ কাহাকে বলে, নামাপরাধ কাহাকে বলে, ভজনের ক্রমপন্থা কি, বৈষ্ণব কাহাকে বলে, আর অবৈষ্ণবতাই বা কি, এ সকল কথা বিচার করিতে ভগবানকারি বাবাজীর দল নাকি জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দেন, বিচারহীনতাই তাঁহাদের মতে নাকি বৈষ্ণবতা! অথচ তাঁহাদের বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে আমাদের নিকট যে সকল রিপোর্ট আসিতেছে, তাহা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়! ব্যভিচারের নামকেই কি মহাপ্রভু বৈরাগীর ধর্ম বলিয়া গিয়াছেন? স্বেচ্ছাচারিতার নামই কি বৈষ্ণবতা? বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সহিত দেখা শুনা নাই, কেবল গলায় মালা ও কপালে তিলক দিয়া গীত, নৃত্য, বাদ্যাদিতে উন্মত্ত হইলেই কি মহাপ্রভুর আচার বিচার পালন করা হইবে? গীত, নৃত্য, বাদ্য যদি শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে যে তাহা তৌর্য্যত্রিক মহাব্যসন-মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা প্রাকৃত সহজিয়াগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখেন কি? যদি কামেন্দ্রিয়-তোষণের নামই ভজন হয়, তবে কৃষ্ণ তুষ্ট হইতেছেন কি, না হইতেছেন, তাহার কি বিচার করিতে হইবে না? নামাপরাধ কীর্ত্তন করিলে ত' কোন জন্মেই মঙ্গল হইতে পারে না। ছড়াগানকারিগণ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে আদর করেন না বলিয়া স্বকপোল কল্পিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট ছড়ানাম গাহিয়া অপরাধের চূড়ান্ত করিতেছেন ও বহু নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখে যে দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক মহামন্ত্র-শ্রীনাম জীবমাত্রকেই কীর্ত্তন করিবার বিধি দিলেন, মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ গোস্বামিবর্গ যে নাম মহা কীর্ত্তন করিলেন, এতকাল যাবৎ মহাপ্রভুর ভক্তগণ মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে যে নাম কীর্ত্তন করিয়া আসিলেন, সে নাম-কীর্ত্তন ছাড়িয়া কি না জানি কোন্ উৎকট গৌরপ্রীতি মূলে নবীন কীর্ত্তনীয়াদল এক নূতন ঢঙের কীর্ত্তন বাহির করিলেন! বিশেষতঃ দীর প্রায় সকলেই পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের পক্ষপাতী কিনা; মহাপ্রভুর উপরেও মহামহাপ্রভু গিরি করিয়া একটা নূতন কিছু জাহির করা চাই'ত'? তাই নূতন ধরণের নিদের চূড়া ও দাড়ী গোঁফ কামান' পুরুষের স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া নূতন ঢঙের ভজনসাধনপন্থা আবিষ্কার হইল! "স্ত্রীহেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণেও, না করিল বিদিত সংসারে॥" শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের এ সকল কথা অন্ধকারের মধ্যেই থাকিয়া গেল, এক্ষণে স্ত্রীলোক হইল কিনা ভজনের অঙ্গ প্রধান! পুরুষের বেশ ধরিয়া স্ত্রীলোকের সহিত অবাধে আলাপ ব্যবহার করা অনেকের অভিপ্রায়। কিন্তু স্ত্রীলোকের বেশে সেটার বিশেষ কোন অসুবিধা নাই, বলিয়া পুলিশেরও কোন ভয় করিতে হয় না, ইহা কেবল ... অচিন্ত্য প্রকা ব্যাপার—কেবল ... নহে কি? ইহার ... প্রাকৃত সহজিয়াবাদ অর্থাৎ জীবাত্মার সহজ সত্তাভাব উদিত না হইতেই, দেহে আত্মবুদ্ধি রূপ অনর্থ থাকিতে স্বস্থানেই মুক্তানর্থের সাধ্য কৃত্রিমভাবে সহজ-ভজন-প্রয়াস। মহাপ্রভুর কোন ভক্ত এরূপ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন কি? বৈষ্ণবের শ্রৌতপন্থা বা মহাজনানুগত্য ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা ত' কিছুই নাই? তবে এ সকল নবীন সাধন-প্রণালীর আবশ্যক কি, ভাই ভজনের নামে এমন করিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোক বঞ্চনা করিয়া লাভ কি, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণা করিয়াই উঠিতে পারি না।

নিতাই গৌর বা রাধাশ্যাম আমাদের নিত্যআরাধ্য বটে, কিন্তু নিজের মনগড়া মত সেই নামের ছড়া বাঁধিতে কোন্ মহাজন অনুমতি দিয়াছেন? নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া করিতে গিয়ে যে ভয়ঙ্কর অপরাধ ঘটিয়াছে, তাহা কি বুঝিবার শক্তি কাহারও হইবে না? রাধাশ্যামের বিলাস সময়ে গৌরসুন্দরের উপস্থিতি কোন্ রসশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত? মহাজনানুগত্য পরিত্যাগ করিলেই এইরূপ সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিবার উপলব্ধি হয়।

সাপ্তাহিক পত্রে এ সকল বিষয়ে বিশদরূপে আলোচনা হইয়াছে।

সরলপ্রাণ উড়িয়াবাসী স্থানের অধিবাসিবৃন্দের প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যদি সত্যই মহাপ্রভুরই কৃপাপ্রার্থী হন, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালে প্রাকৃত ছড়ানামাপরাধ কীর্ত্তন ও নামাপরাধকারীর নামে প্রাণ উৎসর্গ করিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন করুন। ভগবান মায়ামুগ্ধ বদ্ধজীব কখনও গঠন করিতে পারে না। ... নৈষ্কপট্য ... ভগবান গৌরসুন্দরই মহামন্ত্র ... করিতে পারেন। "নিতাই" "গৌর রাধেশ্যাম" এই বিকৃত ছড়া কীর্ত্তন করিবার প্রয়োজন ... পরমহংসকুল ... দর্শী গোস্বামিবর্গ তাহার ব্যবস্থা দিতেন। অতএব ... হইয়া, কাল্পনিক নূতন বিধান কখনই ... বলিয়া স্বীকার্য্য নহে ও ... থাকিতেই যে কীর্ত্তনীয়া ... জনমনোরঞ্জন হইতে পারে কিন্তু ভক্তচিত্তরঞ্জন হয় না বাবেন—

"গৌর বিহিত কীর্ত্তন শুনি
আনন্দে হৃদয় নাচে।"

শক্তিবিবর্জ্জিত কীর্ত্তন শুনিয়া, যে বিষয় পূর্ব্বে কোন মহাজন কীর্ত্তন করেন নাই, তাহার কীর্ত্তন কেন করিতে হইবে? ছড়াগানকারিগণ কোন্ মহাজনের নিকট ছড়ানাম-শ্রবণ করিলেন যে, তিনি ... গোকসমাজে কীর্ত্তন করিতে সাহসী হইলেন? জগদ্গুরু লীলাবিস্তারকারী মহাপ্রভু শাস্ত্র ছাড়া ত একটা কথাও কীর্ত্তন করেন নাই, তবে কি তিনি মহাপ্রভু অপেক্ষাও বেশী বুদ্ধিমান হইলেন? যদি এ সব ছড়াগানের প্রয়োজন থাকিত, তাহা হইলে পরবর্ত্তিগণের মহাপ্রভুর ভক্তগণ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাজনগণও তাহার অনুরূপ কিছু আভাস দিয়াও যাইতে পারিতেন? তবে এ সাহসী করিবার আবশ্যক কি, যাঁহারা মানেন না অপোনি ... সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ... যে উহার নিবেদন করিয়াছে, ... কি উহাদের ভাবে দয়ার পাত্র?

... নদীয়াপ্রকাশ ... বাহিরে ... বিশ্লেষণ ... নাই ... বিচার ... শাস্ত্রে ... যদি কাহারও গৌর- ... ভজন ... তবে ... বিদ্যাভূষণ ... কৃষ্ণ ... মহাজন ... কীর্ত্তন দিবার ... অসম্ভব ... যায়, ... করিবার ... কথা ... নিত্য ... উদিত ... যায়।

...

ইহা শ্রীশ্রীগুরু ও গৌরাঙ্গের কৃপা ...

পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ

যাঁহারা শ্রীকৃপাবানের নিষ্কপট, তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ... এই জগতে ... হন। কর্ম্মজড়বাদী ... উৎকল ... বিষয়ে ... শ্রীনবদ্বীপের ... হইয়া ... সকল ... শ্রীরূপানুগ ... গণের ... জোড়াবাগানের মঠে, বাহ্ণকেও ... দর্শন। ... শ্রীরূপপাদের ...

করণসমূহ ভোগনেত্রে দর্শন, করিয়া অপরাধী। কিন্তু শ্রীভগবানের অভিন্ন উচ্চ ভাগবতগণের এমনই সুদর্শন যে, তাঁহাদিগের দর্শনের সঙ্গে জীবের অনাদি কালের কুদর্শন চিরকালের জন্য [illegible] হইয়া প্রেমাশ্রুনচ্ছুরিত [illegible] হয়।

পাপ ও পুণ্য [illegible] পুণ্য লাভের জন্য [illegible] গমন করেন। [illegible] বা পরকালে [illegible] ভোগের [illegible] হয়। কিন্তু ভোগবাসনা [illegible]

[illegible]

কিন্তু [illegible]

[illegible]

শ্রীভগবানের [illegible] আমরা [illegible] শ্রীচৈতন্যরূপে [illegible] অবস্থান করিয়া আমাকে দর্শন দিয়া, আমার মধ্যে সেবা-মন্দির সংস্কৃত করিয়া আমাকে তাঁহার

নিত্য সুশীতল পাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য হাত, আমি কিনা সেইক্ষেত্রে [illegible] প্রতিষ্ঠিত থাকিলাম।

আমাদের এ দুর্দশা কে বুঝিবে? [illegible] আমারই, [illegible] অবস্থা বুঝিবেন কি? না কখনই না। [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] কেবল আমাদের দুর্গতি [illegible] তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

[illegible]

শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible]

[illegible]

সারকথা

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের স্বরূপ

[illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible]।
[illegible] নিত্যানন্দ॥
[illegible]।
গৌড়দেশে পূর্বশৈলে করিলা উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৮৫ ৮৭)

দুই ভাইর কার্য্য

সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি কৈল তত্ত্ব-বস্তুদান॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৮৮ ৮৯)

অজ্ঞান-তমের সংজ্ঞা

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥

নিতাই গৌরের কৃপার ফল

[illegible]
[illegible] করে তত্ত্বের প্রকাশ॥
[illegible]
[illegible] প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৯৮-১০০)

চৈতন্য চরিতামৃতের প্রতিফল

[illegible] দুরে করিব [illegible]।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাবে সন্তোষ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তি নাম প্রেমরসতত্ত্ব॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্ব সার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।১০৩-১০৫)

ঐকান্তিক শ্রেয়োলাভের উপায়

[illegible] নৈমিষারণ্যে [illegible] সহস্র বৎসরব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করত: [illegible] ছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা দৈনন্দিন [illegible] শেষ করিয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে লোমহর্ষণতনয় মহাভাগবত উগ্রশ্রবা সূত তথায় উপস্থিত হইলেন। [illegible] তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সৎকার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"সূত, আপনি মহাভারতাদি ইতিহাস এবং [illegible] সকল শাস্ত্রই অবগত হইয়াছেন। শুধু অধ্যয়ন কেন, ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। ভগবান বেদব্যাস এবং অপর পরাবরজ্ঞ মুনিগণ ব্রহ্মের স্বরূপ যাহা জানেন, আপনি ও গুরুকৃপায় তৎসমুদয়ই জ্ঞাত আছেন, অতএব সেই সেই অধীত শাস্ত্রসমূহে মানবগণের সম্বন্ধে একান্ত কল্যাণজনক বলিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে বলুন। কারণ এই কলিযুগে অধিকাংশ মানবই অল্পায়ুঃ, তাহাতে আবার পরমার্থ-চেষ্টারহিত অলস, তাহাতে অল্পবুদ্ধি; তাহাতে আবার নিয়ত ব্যাকুল, সাধুসঙ্গহীন এবং রোগাদি ত্রিতাপ-প্রপীড়িত। জগতে বহু বহু অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম এবং শ্রবণযোগ্য বহু শাস্ত্র বর্ত্তমান, তন্মধ্যে যাহা সার তাহা অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ বলিয়া আপনি স্থির করিয়াছেন, তাহা কলিহত জীবগণের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে বলুন।"

মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীসূত গোস্বামী [illegible] মুনিগণকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে ঋষিগণ, আপনারা যে লোকমঙ্গল প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা অতি সাধু। যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণের [illegible] কথাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি [illegible] ঐকান্তিকী আত্যন্তিকী নিরপেক্ষা ভক্তি লাভ হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হয়, আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। অধোক্ষজ ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলেই শীঘ্র বৈরাগ্য এবং বিষয়ভোগবাসনা এবং মোক্ষাভিসন্ধানরহিত শুদ্ধজ্ঞানের উদয় করায়। অতএব সকলেরই [illegible] শ্রীহরির কথা শ্রবণ, গুণনাম কীর্ত্তন, তৎস্মরণ ও পূজা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতীব অপ্রাকৃত বস্তু ও [illegible] মানবগণের হৃদয়ে চৈত্য-গুরুরূপে [illegible] বাসনা সমূলে ধ্বংস করেন। [illegible] বৈষ্ণবসেবা ও ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন [illegible] করিতে কৃষ্ণপাদপদ্মে [illegible] শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তির উদয় হয়। তখন আমাদের চিত্ত [illegible] হইয়া শুদ্ধসত্ত্বে [illegible] প্রসন্নতা লাভ করে। অতএব সকলেরই ভগবানের সেবাই জীবগণের একান্ত শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৯ সংখ্যার পর)

মিঃ [illegible], এম, পি, অফ [illegible] মহোদয় কুরুক্ষেত্রে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এ [illegible] গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে

অতীব মনোযোগ সহকারে দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—'আমি পূর্ব্বে কখনও এরূপ অকৃত্রিম সাধু দেখি নাই, অন্ততঃ সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে এরূপ খাঁটী সাধু আমার চক্ষে পড়ে নাই।' শ্রীধামপ্রচারিণী সভা কারনালের পুলিশ সাহেব মহোদয়ের শ্রীমহাপ্রভুর কথার প্রতি শ্রদ্ধা ও আচার্য্য-গুণগ্রাহিতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

মিঃ কৃপালিনী, কালেক্টার অফ কারনাল মহোদয় গত সূর্য্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারে নানাবিধভাবে সহায়তা এবং উক্ত প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের বিচারপতি গোকর্ণনাথ মিশ্র বাহাদুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে তাঁহার নিজ ভবনে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বসারে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত মত, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে হরিকথা প্রচারে যে প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

নাকাশীপাড়ার জমিদার সজ্জনবর শ্রীযুত বিরেন্দ্রনাথ [illegible] রায় মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার শোভাযাত্রায় শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে বহন করিবার জন্য তাঁহার একটী হস্তী প্রদান করিয়া তাঁহার বংশোচিত হরিপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার একদিকে যেমন মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি তিনি শ্রীধাম-সেবার ঐরূপ আনুকূল্য করিয়া নিজ মানবজন্ম এবং তাঁহার আশ্রিত হস্তীরূপ পশুটীর জন্মও সুকৃতিবিমণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহার সজ্জনতা ও মহত্ত্বের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

সীতাপুর রোড [illegible] স্পেশাল ম্যানেজার মিঃ ডব্লিউ, ই, জি, ড্যান, মহাশয় নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠের প্রচারকগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারে বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। তিনি [illegible] মনিষ্ঠ পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ও মহাপ্রভুর কথার অনুরাগী। হুসেনগর রাজকোষ হইতে তিনি নৈমিষারণ্য মঠে আনুকূল্য প্রদানের সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা উক্ত মহাত্মাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

মহোনের মহারাজ বাহাদুর নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের একটী গৃহ নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথাপ্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বলরামপুর এষ্টেটের ওয়ার্ড কোর্টের স্পেশাল ম্যানেজার কুমার যশবীর সিং মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে শ্রীমহাপ্রভুর কথা প্রচারে আনুকূল্য করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সাময়িক সভার অন্যতম সম্পাদক সর্ব্বগুণসমন্বিত পরমভাগবত দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর রায় সাহেব পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধী অদৈবাশ্রমগত [illegible] [illegible] ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারকগণকে নানাবিধভাবে আনুকূল্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। সত্যের প্রতি, শ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমি গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ শ্রীধামমায়াপুরের প্রতি তাঁহার যে অগাধ শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম প্রীতি, অদম্য সৎসাহস ও একান্তিকী নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং তিনি যেরূপ তাঁহার বংশমর্য্যাদার বৈষ্ণববংশোচিত আদর্শ বৈষ্ণবতার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, তথা, ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীবিষ্ণুযুক্ত হইয়াও তিনি যেরূপ বৈষ্ণবাচার্য্য ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার আদর্শ দেখাইয়াছেন তজ্জন্য শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ গোরাশীর্ব্বাদে বিভূষিত, বিপুল ধন্যবাদে বিমণ্ডিত এবং বহু সম্মানে অলঙ্কৃত করিতেছেন।

একখানি গুপ্তপত্রের প্রকাশ্য উত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জগতে সর্ব্বত্র অবিমিশ্রক কৃষ্ণপূজার [illegible] থাকে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবা অতি বিরল। লোকে কৃষ্ণ সেবার পরিবর্ত্তে মায়ার সেবা চায়,—সেবার পরিবর্ত্তে ভোগই চায়। কৃষ্ণও তাহাকে মায়া অর্থাৎ ভোগ দিয়া নিজকে গোপন রাখেন। যারা সেবার ছলনায় ভোগ্যরূপে কৃষ্ণকে ভোগ করিতে যায়, কৃষ্ণ তাহাদিগের কাছে [illegible] দেন না। যেহেতু কৃষ্ণ কাহারও ভোগ্য নহেন, তিনি একমাত্র ভোক্তা, একমাত্র সেব্য। তাই তিনি ভোগীর (জ্ঞাতই হউক আর অজ্ঞাতই হউক, প্রচ্ছন্নই হউক আর প্রকাশ্যই হউক) নিকট মায়াকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ যেমন এক অদ্বয়বস্তু, একমাত্র আরাধ্য, তাঁহাকে পাইবার পথও তেমনি মাত্র একটী। যেখানে বহুপথ বা বহুমত স্বীকৃত ও অনুসৃত, সেখানে সেই সকল বহুপথ কৃষ্ণেতর বস্তুতে নিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। আমাদের দেশের প্রচলিত 'মহেশ্বরী'র সেবার পথে যারা ভজন করে, তাদের সেবা চিল শকুন কুকুর প্রভৃতিও গ্রহণ করে, কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। তাদৃশ সেবাকারী কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে মহেশ্বরীর সেবাই পায়,—ভূত প্রেতের সেবাই পায়। দেহ-মনের বৃত্তির দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় বলিয়া যারা বিশ্বাস করে, তাহারা দেহ-মনের সেবাবিগ্রহ জড়বস্তুর সেবাই করে। অনর্থযুক্ত আত্মার নিষ্কিঞ্চন দ্বারা সেবা—শুদ্ধ ভক্তির পারা [illegible] চিন্ময়ী সেবা পায় না। দেহ ও মনের দ্বারা মায়ার সেবা অর্থাৎ ভোগ হয় [illegible] কোথায়ও একেবারে শ্রবণদেবের দ্বারে কৃষ্ণভোগ, কোথায়ও বা কৃষ্ণ মনের দ্বারা কাল্পনিক মানস ভোগ। সমাধিতে বৈকুণ্ঠবাসের আলোক বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে, এই মনের ধামে মায়িক [illegible] আবদ্ধ থাকার অগ্র। কেমন করিয়া সেবা করিতে হয়, সেই সেবাকৌশল বা অভিজ্ঞতা ভজনবিজ্ঞ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট অতি যত্নের সহিত শিখিবার। কাযটী অতি গুরুতর, অতি কঠিন। মায়িক জগতের কিছুরই সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। কেবল নিজ বুদ্ধি কল্পনায় তাহা বুঝিতে বা শিখিতে পারা যায় না। নিজমনের কল্পনায় যা সম্যক্‌ ধারণা পারা যায় বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া যেখানে কাছে, সেখানে মায়া প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণসেবা তথা হইতে অন্তর্হিত।

আমাদের মনের বিশ্বাসও কত-রকমেরই হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অতএব যে কোন বিশ্বাস সত্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। অজ্ঞলোকের ও বালকের বিশ্বাস—সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। তা' বলিয়া উহা সত্য হইতে পারে না। অন্ধের বিশ্বাসের কোন মূল্য নাই। বস্তুতঃ উহা বিশ্বাসপদবাচ্যও নহে—কল্পনামাত্র। সত্য জ্ঞান, বাস্তববস্তু হইতেই "বিশ্বাস" বলা যায়। [illegible] [illegible] অভাবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব, সদ্গুরু প্রভৃতি বা কৃষ্ণকামের অর্থাৎ মায়া ও মায়িক বস্তুর স্বরূপ বিচার ও সম্যক্‌ জ্ঞান নাই, সেখানে সত্য, বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবাও নাই। মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্ত-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেবাকে 'প্রকৃত সত্য কৃষ্ণের সেবা' বলা যায় না। অসত্যের উপর সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। লক্ষ লক্ষ জন্মজন্মান্তরের ভোগময় সংস্কারটা জীবের একটী প্রবল [illegible] সেই ভোগটা নষ্ট হইয়া যাইবে, নিজ নিজ মানস কল্পনা-রচিত [illegible] স্থায়ী হইয়া যাইবে, এই ভয়ে লোক সত্য কথা শুনিতে চাহে না। ইহা মায়ার [illegible]—মায়ার ছলনা। কেহ সত্য কথা বলিতে আসিলেও লক্ষ হস্ত দূর হইতে তাঁহাকে উচ্চ উচ্চ [illegible] করিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। আমাদের [illegible] আছে, [illegible] [illegible]—এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকে। আমি [illegible] [illegible] সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিয়াছি [illegible] যে বাহিরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—ইহা [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],—[illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] কি [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] আমাদের [illegible] ও [illegible]। সুতরাং ভাই [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible]? সুতরাং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা হইত, [illegible] আমার, [illegible] [illegible] একটু বুঝিয়া [illegible] [illegible] [illegible] আমি যেখানে [illegible] শ্রীমায়াপুরে এই সকল শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যের [illegible] [illegible] করিয়াছি, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] জীব বাঁচে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটুও [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible], বিশেষভাবে আপনাকে এই [illegible] [illegible] [illegible] ও আলোচনা করিবার জন্য, [illegible] [illegible] প্রকাশিত ও প্রচারিত [illegible] [illegible] [illegible] করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াছি। [illegible] আপনাদের [illegible] [illegible]-লোক [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। পাছে [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible] [illegible] হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্বেষী, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাহারও [illegible] [illegible] করে না।

(ক্রমশঃ)

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফালেন

[illegible]। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। একদাগেই প্লীহা, লিভার কম হয়। [illegible]।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না।

[illegible] একটী জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। [illegible]

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং [illegible] লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত [illegible]

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

দাম ৩ আনা [illegible]

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা—

[illegible] উপাদানে খাঁটী কাঁচা [illegible] তৈলে মৃগনাভি, [illegible], চামেলী, হেনা, চন্দন, [illegible], প্রভৃতি মূল্যবান [illegible] দ্রব্য [illegible] প্রস্তুত [illegible] গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। [illegible] সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক [illegible] দূর করিয়া থাকে।

[illegible] ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, [illegible], বাতক, [illegible], মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, [illegible], নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] মহৌষধ।

[illegible], ইহা একমাত্র [illegible] তৈল যে, পাগল [illegible] যে কোন স্থানে তৈল [illegible] উপর [illegible] যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল [illegible] দোকানদার [illegible] নকল তৈল বিক্রয় [illegible]। স্মরণ রাখিবেন [illegible] বিক্রয় করিয়া [illegible]।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই বৈশাখ, মঙ্গলবার—১৩৩৬

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

—:*:—

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

কলিকাতা চোরবাগানের খ্যাতনামা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের পুরীর বাড়-বাটীতে যে মাসের প্রথম হইতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্থানান্তরিত হইবে। উহা 'পোড়াকুটী' নামক প্রাচীন স্থানে 'বড় বাটী' নামক কুটী। ২৮শে বৈশাখ হইতে সেখানে পুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক-উৎসব আরম্ভ হইবে। প্রাসাদটী সুবৃহৎ, সুতরাং বহু ভক্ত তথায় পাঠ-কীর্ত্তনাদি মহোৎসবে যোগদান করিতে সমর্থ হইবেন। প্রাসাদটী সমুদ্রের উপকূলে এবং স্বর্গদ্বার, চক্রতীর্থ শ্রীমন্দিরের পথের মধ্যস্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সন্ধ্যা-আরতির পর প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। আদি লীলা হইতে ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরি-কথা শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিতেছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি, অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক বি-এল, অবসরপ্রাপ্ত প্লীডার শ্রীযুক্ত সুধীর-চন্দ্র ভাদুড়ী বি-এল, শ্রীযুক্ত হরিচরণ মহান্তি অধ্যাপক সংস্কৃত-কলেজ পুরী প্রভৃতি বহু লোক শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন।

—

শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোক

শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে পাণ্ডাগণের আপত্তি। প্রাচীনতা সংরক্ষণই তাহাদের আলোকের অন্তরায় হইয়াছে।

—

জগন্নাথ-মন্দিরে বৈষ্ণব-সঙ্ঘ

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি সম্প্রতি জগন্নাথ মন্দিরের বড়ভুজ মহাপ্রভুর নিকটে 'বৈষ্ণব-সঙ্ঘ' স্থাপন করিয়াছেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

অধুনা যে শুদ্ধি-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একটি সম্প্রদান অবলম্বন হইয়াছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্র। নিরপেক্ষভাবে সত্যের আশ্রয় লইতে হইলেই বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আনুগত্য ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু সম্প্রদায়বাদ নিষ্কপটভাবে সেই শাস্ত্রানুগত্যের অভাবে সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়া লোকে হিতে বিপরীত ঘটাইয়া বসে। শুদ্ধি আন্দোলনকারিদল কতকটা নিরপেক্ষ হইয়া উদারতা দেখাইতে চাহিলেও শাস্ত্র-তাৎপর্য্যবোধে তাঁহাদের নিতান্তই লাঞ্ছিত হইতেছে। কেন না তাঁহারা তাঁহাদের শুদ্ধি-বিচারের অনুকূল জ্ঞানে যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিতেছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও জীবের গুণ এবং কর্ম্ম-বিচার দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায় তাহার অপব্যবহারই হইতেছে। শৌক্রজাতি সামাজ্যবাদীর দল ত' স্বার্থবশে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাই করিয়াছেন। ফলে ভারতে ভয়ঙ্কর বর্ণ-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। শৌক্রব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য দেখা যাইতেছে। যোগ্যতা বিচার পূর্ব্বক বর্ণনিরূপণকারী সুযোগ্য মধ্যস্থের অভাবে জাতিব্রাহ্মণগণ 'ব্রাহ্মণ' নামের নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও যেন তেন প্রকারেণ শৌক্র-সম্মান বজায় রাখিবার জন্যই ব্যস্ত, আবার ব্রাহ্মণেতর জাতিও ব্রাহ্মণোচিত কোন গুণ-লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়াই উচ্চবর্ণাভিমান প্রাপ্তির জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। অধিকার নিষ্ঠা উঠিয়া গি। অনধিকারচর্চ্চা-ফলে ভারতে নানাবিধ অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে পরস্পরে সহানুভূতি বলিয়া ব্যাপারটী উঠিয়া গিয়া তৎস্থলে সংঘর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। অধিকারী অনধিকারী-নির্ব্বিশেষে উত্তমাধম একীকরণের নামই হইয়াছে আজকালকার সমন্বয়বাদ। সেই সমন্বয়বাদই জগতের সর্ব্বনাশ করিয়া দিল। মহাপ্রভু-পাদিত 'নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য; সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার'—এই বিচার অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি আধুনিক সমন্বয়বাদিগণের আদৌ নাই।

ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণ সাম্যবাদিগণ ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্রাহ্মণত্ব পাইবার দাবী করিয়া নজীর দেখাইতেছেন—শ্রীচৈতন্যদেব না হয় নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি অনেক ব্রাহ্মণের হাতেই খাইতেন না; কিন্তু তাঁহার লীলাসহচর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য কি করিয়াছেন, তাহা বিচার করিতে হইবে। নিত্যানন্দ সুবর্ণবণিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির পাচিত অন্নাদি গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য যবন হরিদাসকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র দান করিয়াছেন। সুতরাং বর্ণাশ্রম-বিচার উঠিয়া গিয়া সবই একাকার হউক, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, জলাচল—সব এক হউক, অশুদ্ধতা বা অস্পৃশ্যতা বিচার উঠিয়া যাউক। ইহাতে শৌক্র-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া যুক্তি দেখাইতেছেন,—মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্ত ও মহাপাপীদের সাক্ষাৎ মুখে যতই না কেন কীর্ত্তন করুন, তিনি কাহারো কিন্তু বিপ্রগৃহ ব্যতীত অন্যত্র অন্নপানাদি কিছুই গ্রহণ করেন নাই, শৌক্র-বিচার পদ্ধতি যথাযথ মানিয়া চলিয়াছেন; তবে যদি বল, মহাপ্রভু না করিলেন, তাঁহারই অভিন্ন নিত্যানন্দপ্রভু ত' ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত লোকসমূহের গৃহে অন্নপানাদি গ্রহণে দ্বিধা বোধ করেন নাই, তাহাতে আমরা বলি—নিত্যানন্দ প্রভু সমর্থ ব্যক্তি, তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সাধারণের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য নহে। আবার যদি বল ব্রাহ্মণ-শিরোমণি অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু শ্রাদ্ধপাত্র দানের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইয়া যবনকুলোদ্ভূত নামাচার্য্য হরিদাস-ঠাকুরকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র দান করিয়াছিলেন, তাহাতে বলি—শ্রাদ্ধের অগ্রদান কোনও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণই গ্রহণ করেন না, অগ্রদানী নামক পতিত ব্রাহ্মণেরাই গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং হরিদাসকে শ্রাদ্ধ-পাত্রদান-কার্য্য দৃষ্টান্তে আচার্য্য অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক শৌক্রবিচারকে উল্লঙ্ঘন করেন নাই। ঠাকুর হরিদাসের সহিত শ্রীচৈতন্যদেব একসঙ্গে ভোজন করিতেন না। শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য-১৯শ অধ্যায়ে লেখা আছে—অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন্দ সঙ্গে। চলিলা ভোজনগৃহে শিষ্যের সঙ্গে ভোজনে বসিয়া তিন প্রভু ... বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ, আচার্য্য গোসাঞি॥ এ তিনের বলি ভোজন বদলে হরিদাস।' ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে হরিদাসকে তিন প্রভুর সহিত একত্র ভোজন করিতে দেওয়া হয় নাই, তাঁহাকে দূরে বসিয়া ভোজন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং হরিদাস মহাসাধু হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাকে কতকটা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে।"

আমরা এই উভয় পক্ষীয় উক্তির সমাধান করিতে গিয়া দেখিতে পাই, উভয়েই নিজ নিজ স্বার্থানুকূলভাবে বিচারগুলি এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বসিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নিত্য-পার্ষদ শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহার হস্তপাচিত অন্নপানাদি গ্রহণ এবং শ্রীমন্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ঠাকুর হরিদাসকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে শ্রাদ্ধ পাত্র দান করিলেন যে শুদ্ধিবাদিগণকে বুঝিতে হইবে, তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উচ্ছেদ করিবার জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নহে। আবার ধর্ম্ম-সংস্থাপক সাক্ষাৎ ভগবান মহাপ্রভুও যে নিজের জাতি-কুল-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া অদ্বৈত ও নিত্যানন্দাদির দ্বারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম উৎসাদন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয়জনগণ সকলেই দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংস্থাপক।

পরমৌদার্য্যলীলাময় বিপ্রাং সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম-প্রচারক মহাপ্রভু বেদ-বিরুদ্ধ কোন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম-মত প্রচার করিতে পারেন না। যেখানে বেদবাক্যের সহিত মহাপ্রভুর বাক্যের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে, হয় গ্রন্থের লিপিতে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, না হয় তাহা আদৌ মহাপ্রভুরই বাক্য নহে। যেহেতু শ্রীমন্-মহাপ্রভু স্বয়ং বেদ-বক্তা হইয়া বেদবিরুদ্ধ কার্য্য স্বয়ং করিতে বা তাহার প্রশ্রয় দিতে পারেন না, তাঁহার যাহা কিছু বাণী, তাহা সমস্তই বেদ-বিহিত। শাস্ত্রের সহিত মহাজন কখনও বিরোধ করেন না। মহাপ্রভু যখন শব্দ বা বেদকেই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ রূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষানুমানাদি সেই শব্দ-প্রমাণের অনুগত হইলেই স্বীকার্য্য বলিয়াছেন, তখন তাঁহাদের কোন মূল্য নাই, সেই মহাপ্রভু ও তাঁহার নিজজনগণ জীবগণকে কখনও কোন স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হন নাই। মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত মহাপ্রভুর কোন প্রিয়জন ভক্তি-সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনের নিকট শ্রবণ করিলেই মহাপ্রভুর আচার বিচার সম্বন্ধে যাবতীয় সংশয় ও কুধারণা দূরীভূত হইয়া চিত্তে চমৎকারিতা লাভ হইতে পারে। নিজ নিজ

আলালনাথের মন্দিরের সংস্কার আরম্ভ

দুই তিন মাস হইতে স্থানীয় পাণ্ডাগণের চেষ্টায় আলালনাথ মন্দিরের নূনাধিক সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিয়া এই কার্য্য সমাধা হইতেছে। আলালনাথের মন্দির অতি প্রাচীনকাল হইতে অবস্থিত। এখানে অনবসরকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বাস করিতেন। সেইস্থানে সম্প্রতি 'ব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ' স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর অনবসর-কালে এখানে মহাসমারোহে মহামহোৎসব হইয়া থাকে।

শাস্ত্রানুযায়ী এক এবং অন্য এক এক ভাবে মুক্তাপ্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] বিষম [illegible] সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। [illegible] [illegible]

[illegible]

বৈধী ভক্তির সাধারণ বিচার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

…যতস্থায় প্রণয়াধি পুরুষ উমাদেবীর পূজা করেন। শ্রীপদ সকাম পুরুষ উত্তমাপ্রাকসংক বিষ্ণুর যজ, সন্তান প্রার্থাকাঙ্ক্ষী জনে পিতৃযজ্ঞ, রক্ষাকাম লোকে যক্ষযজ্ঞ, বলকাম ব্যক্তি মরুদ্গণের যজ্ঞ করিতে অনুরাগী হইয়া থাকেন। আমিও শক্তির মনঃকামি পুরুষে রাক্ষসের পূজা করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তাঁহার কোন কামনা নাই থাকুক অথবা সকল বিষয়েই অভিলাষ থাকুক, কিম্বা মোক্ষে স্পৃহা হউক, তিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে নিরুপাধি পুরুষরূপ পরমেশ্বরেরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপে উপাসনা সময়ে সাধুসঙ্গ দ্বারা ভগবান শ্রীহরিতে অচলা ভক্তি লাভ হইলে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, ইহাই সকলের মঙ্গল।"

আর্থিক ও পারমার্থিক ধর্ম্মের পার্থক্য

যে পথ বা ধর্ম অর্থকে মাত্র উদ্দেশ করে, সে পথ বা ঐ ধর্ম আর্থিক বলিয়া অভিহিত হয়। যখন ঐ ধর্ম পরমার্থ পর্যন্ত উদ্দেশ করে, তখন ঐ ধর্মের নাম পারমার্থিকধর্ম। আর্থিকধর্মের অন্যতর নাম নৈতিক বা স্মার্তধর্ম। পরমার্থিক বৈধধর্মের নাম—সাধনভক্তি। [illegible]

[illegible]

নিষ্ঠাগত। নিরীশ্বর, নৈতিক ও কর্ম্মপ্রিয় স্মার্তগণ কেবল নৈতিক নিষ্ঠাকে প্রধান জানিয়া বৈধ আর্থিক ধর্ম্মের সীমা খর্ব্ব করত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম পর্যন্ত সীমা দিয়া ঐ ধর্ম্মকে ত্রৈবর্গিক আকার প্রদান করিয়া থাকেন। বৈধপারমার্থিক ভক্তগণ বৈধ আর্থিকধর্ম্মের ফল যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, তাহাকে অপবর্গ ও তদন্তরে নিরুপাধিক প্রীতিরূপ অপর্য্যাপ্ত ফল যোজনাদ্বারা তাহার সীমাবৃদ্ধিপূর্ব্বক তাহাকে যে আকার প্রদান করেন, সে আকার সুতরাং পৃথক বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ নৈতিকধর্ম্ম পারমার্থিক ধর্ম্মের ক্রোড়ীভূত খণ্ডবিশেষ। বৈধধর্ম্ম যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহা মুখ্যাবিনিঃসংজ্ঞা লাভ করত পারমার্থিক ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] শ্লোকে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত গোস্বামী বলিয়াছেন,—"হে মুনিগণ, যাহা হইতে ভগবানের প্রতি ফলাভিসন্ধান-রহিত অবিদ্যা ভক্তি জন্মে, তাহাই পরম ধর্ম্ম, কেননা সেই ভক্তিযোগেই চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু ভগবান বাসুদেবে ভক্তি হইলে আশু বৈরাগ্য এবং জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যে জ্ঞানে শুষ্ক তর্কাদি থাকিতে পারে না।"

আর্থিক বৈধধর্ম্মকে উন্নত করিলে পারমার্থিক বৈধধর্ম্ম হয়। [illegible]

[illegible]

নির্য্যাণ

[illegible]

একখানি গুপ্তপত্রের প্রকাশ্য উত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গৌর-কৃষ্ণ-ভক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনগণের সদিচ্ছাই যে প্রাকৃত জীবের ভরসা ও সম্বল—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। জীব [illegible] চাহে না, কৃষ্ণসেবা চাহে না,—সে ত আনন্দভ্রমে অনন্ত দুঃখকেই বরণ করিয়া আছে। কিন্তু গৌর-প্রেষ্ঠ, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পরম কারুণিক মহাজনগণ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাকে সত্যের কথা, কল্যাণের বার্ত্তা জানাইতে এবং নিত্য কল্যাণের পথে লইতে আসেন। ইহাতে তাঁহাদের নিজের কোন স্বার্থ নাই। ইহা তাঁহাদের বিশ্বকল্যাণব্রত। এই কল্যাণ-চেষ্টা সামাজিক [illegible] নহে, ইহা নিত্য পরম [illegible] অমন্দোদয়া দয়া। জীব [illegible] দূর হইতে [illegible] ভাগ্যে [illegible] অশঙ্কায়! [illegible] মহাপ্রভুর অনুগত [illegible] জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে সত্যের সন্ধান দিতে, কল্যাণের পথে টানিতে, শুদ্ধ কৃষ্ণসেবা [illegible] দিতে [illegible] বদ্ধপরিকর। কিন্তু লোক [illegible] [illegible] দূরে দূরে থাকিয়া মুখে মাত্র বলে—বৈষ্ণবের কৃপাই সম্বল। কৃপা গ্রহণ করিবার জন্য [illegible] হয় না।

[illegible] বৈষ্ণবোক্তি বলিয়াছে, তাহা কতদূর সত্য জানি না। কিন্তু [illegible] গোঁড়ামী, যে [illegible] এই ধারণা [illegible] মনে হয় না; যদি থাকিত, তবে সে আগ্রহ পূর্ব্বক জ্ঞানের সন্ধান করিত, অজ্ঞান দূর করিবার চেষ্টা করিত। সত্য কথা শুনিয়া চটিত না, বরং প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার ও জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। সে যে পরমহংস, [illegible], কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদ! তাই ত সে [illegible] পূর্ব্বক নিজে স্বতন্ত্রভাবে স্থানে স্থানে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, আপনার অধিকার ত ডাক্তারের চেয়ে কিছু কম নহে। আপনিও এর আদর্শ অনুসরণ করেন না কেন?

এই স্বতন্ত্রতার ও প্রতিষ্ঠার আস্বাদ বড়ই লোভনীয়—বড়ই মাদকতাকারী। ইহা অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে এমনি মায়াজাল বিস্তার করে যে, তাহা বুঝিতে পারাও অতি কঠিন হইয়া পড়ে। পরিণামে ইহা কৃষ্ণ হইতে বহু বহু দূরে লইয়া গিয়া পাষণ্ড-কুঞ্জ হইতে অন্ধগহ্বরে নিক্ষেপ করে। কিন্তু তখন সেই বঞ্চিত ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে না। কারণ সে নেশায় বিভোর থাকে। ডাক্তারের কথা ত অতি সামান্য, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও ভাগবতের তাৎপর্য্যের সন্ধান পায় না। ভাগবত-তত্ত্বজ্ঞ, কৃষ্ণসেবা-[illegible] বৈষ্ণব আচার্য্যের নিকট, [illegible] গ্রহণ পূর্ব্বক নিষ্কপট সেবামুখে ভাগবত শ্রবণ, অধ্যয়ন করিলে, তবে বৈষ্ণবের কৃপায় ভাগবতে কিছু অধিকার জন্মিতে পারে। নচেৎ কিছুতেই নহে। ভাগবত সাক্ষাৎ কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ— ছাপাখানার কাগজ কালির সমষ্টি [illegible] মাত্র নহেন। শ্রীনাম যেমন জগতের সাধারণ শব্দ নহেন, এবং [illegible] বিদ্যায় উদিত হন না, [illegible] কৃষ্ণের [illegible] অবতার, [illegible] প্রকাশ করেন না। ইহা [illegible] কেবলমাত্র নহে, [illegible]

পরম জ্ঞান, [illegible] গুরু সেবা [illegible]। [illegible] সেবা যেমন শিক্ষণীয়, ভাগবত [illegible] তেমন শিক্ষণীয়। ইহা [illegible] সিদ্ধান্ত-বাধাঁধ। যে সিদ্ধান্ত সর্ব্বজীব [illegible] সকল গ্রহণ করে না। সিদ্ধান্তে [illegible] [illegible] সিদ্ধান্তে [illegible] ভাগবতের [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] ও [illegible] ও [illegible] করিতে হয়। নিজ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা ভাগবত [illegible] আম্নায়প্রাপ্ত অর্থাৎ সদ্‌গুরু-[illegible] জ্ঞান [illegible] ইহার [illegible] হইতে পারে, এই জন্যই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য। এক গৌড়ীয়ই নিত্যসিদ্ধ স্থবিদিত চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত। অতএব বিশুদ্ধ ভাগবত সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবতা এক গৌড়ীয় মঠেই আছে। অন্যত্র কেবল [illegible] আস্ফালন, মনোবিকারের প্রলাপ।

সর্ব্বশেষ আবার একটু [illegible] চিঠির পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে। "[illegible] পতিত পাবন। [illegible] হও।" গৌর যে পতিতপাবন, ইহা অতি নিশ্চিত কথা। কিন্তু গৌরের [illegible] 'পতিত', [illegible] উদ্ধার করিবেন? তাঁরা উদ্ধার [illegible] সাধারণের উদ্ধার করিয়াছিলেন, পতিত হইয়া পরম বৈষ্ণব হইয়া ছিলেন, [illegible] জগাই মাধাই [illegible] চরণে 'পতিত' হইয়া শরণ নিলেন, তখন। [illegible] নহে। আমি [illegible] উন্নত মস্তকে তালগাছের মত দণ্ডায়মান থাকিব, আর গৌর তাঁর চরণ দু'খানি আমার মস্তকে ঐ অবস্থাতেই ছুঁয়াইয়া দিবেন—ইহা কখনও হয় না। আমি গৌরকে মানি না, তা' তিনি কৃপা করিবেন কেমন করিয়া? বলিরাজ যখন নিরুপায় হইয়া নিজে নিজ মস্তক পাতিয়া দিলেন, ভগবান্ বামনদেব তখনই তাঁর মস্তকে নিজ চরণ স্থাপন করিলেন। আগে 'পাতিত্য' চাই, গৌরের চরণে "পতিত" হইয়া কাতরে কৃপা-ভিক্ষা চাই,—তাঁর চরণে আশ্রয়-ভিক্ষা চাই। তখন তিনি কৃপা করিয়া তাঁর প্রেষ্ঠজন, নিত্যানন্দ-বিগ্রহ, ভক্তশ্রেষ্ঠ ভাগবত শ্রীগুরুকে প্রেরণ করিয়া শ্রীগুরুর চরণে আশ্রয়গ্রহণ করান। ইহাই গৌরের অশেষ করুণা, [illegible]। তখনই [illegible] প্রথম অনুসন্ধান মিলন হয়।

[illegible] মায়ার কণ্টক-বনে ছুটাছুটি [illegible] [illegible] শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের [illegible] সকলকে [illegible] ইচ্ছা [illegible] তাঁহাদের অন্য কোন [illegible] নাই। কিন্তু মায়াগ্রস্ত—দুঃস্থ। লোক [illegible] তাঁহাদের [illegible] জাতিভুক্ত হইয়া পড়ে—[illegible] বিস্ময়ের কথা।

[illegible] [illegible] [illegible] পরিবারের, আত্মীয় বন্ধু [illegible] সকলকে [illegible] আস্বাদন [illegible] [illegible] [illegible] কথা তাঁর শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] [illegible]—ইহা মনে করিয়া গ্রহণ করিবেন। এই সকল আমার নিজস্ব মত [illegible]

[illegible] নিত্যকাল মহাজনই [illegible]— [illegible] করিব না। [illegible] হইয়া কথা বলিতে আমাদের গুরুদেব শিক্ষা দেন না। দলের [illegible], জগতের বিচারে [illegible] লোক [illegible] হউক না কেন—[illegible] [illegible] [illegible] নহে—ইহা [illegible] বুঝিতে পারি। [illegible] "[illegible]" বলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] করিবেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পথ [illegible] [illegible]। আমি [illegible] চাহিয়াছিলাম, এখনও [illegible]!

ইতি—আপনার

[illegible]

(ময়মনসিংহ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক)

নিমাই

(ডাক্তার শ্রীকুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সংসারের কাজ কর্ম্ম সব সেরে পাড়ার মেয়েরা রোজ যেমন সনাতন মিশ্রের বাড়ী বেড়াতে আসে, আজও তেমনি সব এসেছে, আজ আবার সনাতন মিশ্রের [illegible], [illegible], মাসী এরাও সব দেখা শুনো করবার জন্য সনাতন মিশ্রের বাড়ী এসেছে। অনেক কথা হ'য়ে গেল, কার [illegible] কেমন [illegible], কে কেমন নিমন্ত্রণ পান, [illegible] কত [illegible] পাওনা হয়, এত সব কথা হ'তে হ'তে [illegible] [illegible], [illegible] সনাতন মিশ্রের মাসী বল্লেন [illegible] সব মেয়েরা এবছর [illegible] [illegible], আমার নিজুরোলার [illegible] [illegible] আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি। [illegible] বল্লেন, [illegible] [illegible]—আমরাও তাই ভাবি। সনাতন মিশ্রের মাসী বল্লেন, [illegible] [illegible] পাওয়া [illegible] না, [illegible]।

[illegible] নিয়ে [illegible] হবে [illegible] বাজনা [illegible]।

[illegible] সনাতন মিশ্রের একটু [illegible] আর কি! [illegible] পণ্ডিতের [illegible]—[illegible] রাজাদের বাড়ে [illegible] [illegible] আসছে,

[illegible] বসে বসে [illegible] করছে, হঠাৎ সনাতন [illegible] [illegible], গিন্নী [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] মেয়েরাও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] গিন্নী [illegible] বল্লেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছি, [illegible] তুমি এখানে [illegible] কেন?

সনাতন। [illegible] আছে।

গিন্নী [illegible] তোমার [illegible] একটু [illegible] করতে হয়?

সনাতন। [illegible] একটা সম্বন্ধ আছে তাই।

(ক্রমশঃ

পর-বিদ্যাপীঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ।

সম্প্রতি পরবিদ্যা শিক্ষার্থীর অধ্যাপনের [illegible] স্থাপিত হইয়াছে

আসনের নাম—

১। সাংখ্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভাক্তশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য — ত্রিংশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ
ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপ হইতেছে।

নবম খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ১০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

[illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ [illegible] পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা [illegible] সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; [illegible] এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ হিসাবে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	৲
৩।	আচার ও আচার্য্য	।/০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃত (প্রথম চারিখণ্ড)	২৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্চ্চনপদ্ধতি ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৩৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩।০
১২।	প্রেমবিবর্ত্ত	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিশ্বনাথ, বলদেব-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	
১৪।	গীতার মধ্বভাষ্য	।০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃত (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৬

অর্থ ও অনর্থের বিচার

মানবের রুচি ও বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অর্থ ও অনর্থের মীমাংসায়ও ভেদ দেখা যায়। অন্যাভিলাষীর অর্থ কর্ম্মী ও জ্ঞানীর অর্থের সহিত এক নহে; আবার ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর সহিত এক হইতে পারেন না। তাঁহার ধারণা অভক্তগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেও অসমর্থ।

সাধুগণ বলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবমাত্রেরই অর্থ। কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুর ধারণা মায়িক, সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তুই অনর্থ। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র অর্থ হইলেও তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীবলদেব এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়, কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী, মৎস্যকূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার সমূহ বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও অর্থ। কৃষ্ণের বিলাস-সহচর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ, গোলোকাদি ধামসমূহ, কৃষ্ণের রূপ লীলাদি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদসমূহও অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

যেখানে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ-সম্বন্ধ নাই, সেখানে অনর্থ বা অর্থাভাব পরিদৃষ্ট হয়। তাহাই জীবের বিষয় বলিয়া অভিহিত। বিষয়ের মধ্যে অর্থ বা বস্তু নাই, আবার যেখানে বস্তু বা অর্থ থাকেন, তথায় অর্থ বা বিষয় নাই। কৃষ্ণবিমুখ জীব অর্থহীন হইয়া বিষয়রূপ অনর্থের সেবায় দিনাতিপাত করেন। কৃষ্ণপ্রেম—রত্নসদৃশ মহাধন, বদ্ধজীবের বিষয়—অনর্থ বা অধন। জীব কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইলে অনর্থে প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিজ ভোগকেই বহুমানন করেন। সাংসারিক অনর্থবিজড়িত জীব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন না; মঙ্গলের জন্য ধাবিত হইয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ায় কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যান এবং নানারূপ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন।

সংসারদাবানল-সন্তপ্ত জীব ত্রিতাপ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে অসংখ্য প্রকার যত্ন করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সফল-প্রয়াস হন না। যে কাল পর্য্যন্ত না তিনি কৃষ্ণের শরণাগত হন, তৎকালাবধি তাঁহার অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা নাই। এই জীব কখনও সুখান্বেষী হইয়া যাহাতে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমি প্রকম্পিত করিতে ত্রুটী করেন না; কখনও বা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমুষ্মিক সুখান্বেষণে কর্ম্মিনীর শরণাগত হন, স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সেবা করেন এবং নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে বাসনা করেন। কোন সময় জীব বেদান্তাদি শাস্ত্রকুশল হইয়া কৌপীন-গ্রহণপূর্ব্বক যতিধর্ম্মে অবস্থিত হন এবং আপনাকে নির্ব্বিবাদী জীবন্মুক্ত মনে করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় মনোনিবেশ করেন। এত করিয়াও তাঁহার স্বরূপবিস্মৃতি, অসত্তৃষ্ণাদি অনর্থ চতুষ্টয় নিবৃত্ত হয় না।

কর্ম্মবাদের আশ্রয়ে জীবগণ কোন সময় পরোপকার, বন্ধুবর্গের চিকিৎসা, পশুবর্গের অহিংসা, বিদ্যাদানের আনুকূল্য প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাহাতেও বিষয়ের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। তাই ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

"অসতে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥"

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নাম গুণ-রূপ লীলাদি কীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধমসংসারের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেমলাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধুসঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌর-কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে কপটতা-ধর্ম্ম-ক্রমে অনর্থকে অর্থ বোধ হয়, সেখানে কোন মঙ্গলই নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিষয়াবিষ্ট জীবকে বিষয় হইতে স্বীয় অহৈতুকী করুণাধারা উত্তোলন করিলে জীব বিষয়মুক্ত হইয়া গৌরকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন।

জীবের অনর্থ বিদূরিত হইলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশলাভ ঘটে। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমিতে অনর্থ কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে কেবল গৌরসেবা, উহাই জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বহুসম্পদ শ্রীনবদ্বীপধামের এক রজঃকণের মূল্য দিয়া উঠিতে পারে না। বিরজার পরপারে অবস্থিত ব্রহ্মলোকের সমগ্র জ্যোতিঃ শ্রীনবদ্বীপের পথ স্পষ্টরূপে আলোকিত করিতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ, সত্য, মহঃ, জন ও তপোলোকবাসী সাধুগণ, স্বর্গলোকবাসী দেবগণ নিজ নিজ ধনাগারের প্রভূত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরচরণরূপ অর্থ লাভ করিতে কোন দিনই সমর্থ হইবেন না। নিষ্কিঞ্চন, অনর্থনিবৃত্ত, কৃষ্ণসেবাপর, গৌরভক্তের চরণাশ্রয় করিলেই সর্ব্বসম্পৎ ধামে বাস ঘটিবে এবং অন্যত্র কোন লোক কিছুই করিতে পারিবেন না। তাই শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন,—

"যে গৌরসুন্দরের কৃপা-কটাক্ষ সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিগণের কৈবল্য বা ঈশ্বরসাযুজ্য নরকতুল্য, সমগ্র স্বর্গাধিষ্ঠাতার সম্পত্তি বা ইন্দ্রের অমরাপুরী আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষদন্ত অহিকুলের মত, পরিদৃশ্যমান বিশ্ব পূর্ণ সুখময় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা ইন্দ্রাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।

প্রত্যক্ষ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বি, এ।)

প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের বাৎস্যায়ন ভাষ্যে এই প্রত্যক্ষ শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—'অক্ষস্য অক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্।' অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব বিষয় ব্যাপারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই প্রত্যক্ষ ষড়্বিধ, যথা—ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পার্শন এবং মানস। ইহাদের আবার নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পকভেদে প্রত্যেকেই দ্বিবিধ। নির্ব্বিকল্পক [illegible] এবং সবিকল্পক মনোগ্রাহ্য। [illegible] আলোচন [illegible] করণ এবং [illegible] সবিকল্প।

[illegible] আমাদের নাসিকা, জিহ্বা, [illegible] নামক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় [illegible] বাহ্যপদার্থের পৃথক্ পৃথক্ [illegible] এক একটী [illegible], স্পর্শ, শব্দ, [illegible], বিষয় ও [illegible] সংযোগে [illegible] যথা [illegible] একবিধ [illegible] বা [illegible] কর্ণেন্দ্রিয়ের সংযোগে [illegible]

[illegible] কৃষ্ণনীল [illegible], [illegible] পিচ্ছিল, মৃদু [illegible] জাগতিক [illegible] চক্ষুঃ প্রত্যক্ষ [illegible]। শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণ-[illegible], শীত, সুখ, দুঃখ, [illegible] এই দশবিধ [illegible] সহিত [illegible] সংযোগে [illegible]। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, জ্ঞান ও [illegible] মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়।

বৈশেষিকগণ [illegible] প্রমাণ অর্থাৎ [illegible], অনুমান, উপমান, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি [illegible] প্রমাণ [illegible] উল্লেখ [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু [illegible] আবার প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও ঐতিহ্য এই চতুষ্টয়ের [illegible] করিয়াছেন। আবার অনুমান [illegible] একোদ্ধ অশুদ্ধ [illegible] প্রকারান্তরে শব্দবিশেষ [illegible] বিবেচিত হওয়ায় সকলগুলি [illegible] শব্দ এবং প্রত্যক্ষ [illegible] বস্তুজ্ঞান বা [illegible] বিষয়ে [illegible] প্রতীত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ [illegible] উদ্ভূত [illegible] প্রত্যক্ষ বিষয়ে [illegible] ও কর্ণপাতিত [illegible] ব্যাখ্যা [illegible] থাকে [illegible] প্রত্যক্ষ [illegible] মানুষের [illegible] রাজ্যপালন, [illegible]

লোকান্তরিত পুণ্যপুরুষগণের পরিচয়, অপর-লোকের অন্তঃকরণব্যাপারজ্ঞান, ভূতোন্মাদ [illegible] কোন কারণে এক-মুহূর্তের জন্য চলিতে পারে না। সুতরাং এই পৃথিবী একটী জড়পিণ্ডের তুল্য পরিদৃষ্ট হইবে। অতএব কেবল প্রত্যক্ষের প্রমাণতা বিষয়ে যাঁহারা [illegible], তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। [illegible] কোন [illegible] ভাবগ্রাহী [illegible] হইতে [illegible] বাধ্যবশে জীবন যাপন করিয়া থাকে।

[illegible] আকাশ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, [illegible] এই বিশ্বের মধ্যভাগে চন্দ্র, সূর্য, [illegible] পঞ্চভূতের নানাবিধ সংমিশ্রণ হইতে মাতার গর্ভে [illegible] হঠাৎ চৈতন্যের উদয় হয়। অতএব চৈতন্যের বিনাশ হয় [illegible] সিদ্ধান্তে এই পঞ্চমহাভূতের মিলনে নানাবিধ বৃক্ষ লতা তৃণ শস্য ফল পুষ্প ফল মূল [illegible] মদ্যাদির ন্যায় [illegible] দেহাকারে পরিণত হইয়াছে। এই দেহমধ্যের উপাদানবিশেষের সংযোগে চৈতন্যের প্রাদুর্ভাবে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, পান, ভোজন, স্পর্শন, গ্রহণ, গমন, মলমূত্রত্যাগ, সঙ্কল্প, স্মরণ, নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, লোভাদির প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। দেহ হইতে উপাদানবিশেষের [illegible] পুনরায় দেহ, বৃক্ষলতাদির আকার [illegible] হইতেছে। অতএব জীব নিত্য নহে, [illegible] কোন কাল্পনিক [illegible] স্বকপোলকল্পিত এবং স্বর্গ, নরক, পাতাল, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি একেবারেই মিথ্যা, [illegible] লোকসকলের [illegible] এই সকলের অস্তিত্ব থাকিলে নিশ্চয় আমরা এই ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। অতএব বিধি-নিষেধ, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, [illegible], কর্তব্যাকর্তব্য এ প্রকারের বিচার করিবার আবশ্যক নাই। ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদায়ক ব্যবহারই আমাদের সর্বতোভাবে অনুষ্ঠেয়! যখন পরকাল অসিদ্ধ বা আকাশকুসুম তুল্য, তখন পাপপুণ্যাদির নিরর্থক কল্পনা হইতে নিরস্ত থাকিয়া যথেচ্ছ আহারবিহারাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের তর্পণকার্যে রত থাক। বর্তমান জীবনসংগ্রামে যে যত অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিজ শরীরের পোষণে সমর্থ হইবে, সেই তত অধিক দীর্ঘায়ু সমৃদ্ধ ও প্রভুত্বশালী হইতে পারিবে। দেহের সংরক্ষণেই সর্বতোভাবে [illegible], ঘৃতাদি পদার্থদ্বারা [illegible] আয়ুর বৃদ্ধি [illegible], অতএব ঋণ করিয়াও ঘৃত পান কর।

আধুনিক জগতের মধ্যে সকল দেশের, সকল বর্ণের, আশ্রমের, নিখিল জগতের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইরূপ মতাবলম্বী দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরলোক বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারকারী লোকের সংখ্যা অতীব বিরল, আবার তাহার মধ্যে মৌখিক আস্তিক্যাভিমানীর সংখ্যাই অধিক। জগতের এইরূপ অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ আমাদিগের ন্যায় মূঢ়গণের নিস্তারের বহু আক্ষেপের সহিত শ্লোকবদ্ধে বলিয়াছেন—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(চৈঃ চঃ [illegible])

আরও বলিয়াছেন—

[illegible]
[illegible]

(চৈঃ চঃ [illegible])

[illegible]

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার
অধিবেশন-বিবরণী
(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্বপ্রকাশিত [illegible] সংখ্যার পর)

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় কোলদ্বীপ পরিক্রমাকালে [illegible] ভক্তবৈরিগণকে দমন ও শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বরাবরই ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে নিরবচ্ছিন্ন হরিকথা শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার নদীয়ার ডি. এম., [illegible] মহাশয় কোলদ্বীপ পরিক্রমায় শান্তিরক্ষা ও নবদ্বীপ ভক্তিবৈরিগণকে দমন করিয়া পরিক্রমা-সম্প্রদায়ের আন্তরিক কৃত্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কুরুক্ষেত্র-সংস্কারসমিতির সেক্রেটারী লালা দেওয়ানী রাম বি, এ, মহোদয় কুরুক্ষেত্রে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের কথা প্রচারে প্রচারকগণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে কুরুক্ষেত্রে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিতগণের দীর্ঘকাল অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া পঞ্জাব-প্রদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের সার্বজনীন ধর্ম প্রচারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহার এই সজ্জনতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

রায়সাহেব পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপন-কার্যের জন্য আনুকূল্য করিয়া গৌরভক্তগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তিনি বহু বৈষয়িককার্যে নিযুক্ত থাকিলেও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার আন্তরিক পিপাসা প্রদর্শন করিয়াছেন। গতবৎসর [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের মানভূম অঞ্চলে হরিকথা প্রচারকালে তিনি বিপুল উৎসাহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং এমন কি, [illegible] সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে [illegible] সঙ্কীর্তন প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহৃদয়তার জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরমভাগবত বর্ধমানের শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র-নারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের সুযোগ্য [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] পাল মহাশয় শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপনের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহার মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতি, মহাপ্রভুর ভক্তগণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, দৈন্য, অমায়িকতা প্রভৃতি গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন।

[illegible] পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় মহাশয় শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের প্রাঙ্গণ নির্মাণ-কার্যে বিশেষ দক্ষতা ও পরিশ্রম সহকারে সেবা করিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ [illegible] বদান্যবর জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ধর্ম-পরায়ণ, সজ্জনাতিথেয়কার্যে অগ্রণী, শ্রেষ্ঠীকুলগৌরব, মহাপ্রাণ রায় বাহাদুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর জন্মবাসরে মহোৎসবের আনুকূল্য এবং শ্রীধামাগত যাত্রিগণের বাসস্থানের জন্য ৭৫০০, সাড়েসাত হাজার টাকা ব্যয়ে একটী বৃহৎ ধর্মশালা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি করিয়া যে মহতী কীর্তি ও অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয় করিলেন, তাহা স্বর্গের মহেন্দ্রাদি দেবতাগণেরও দুর্লভ। আজ রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ এত মহৎকার্য করিয়া মহেন্দ্রনারায়ণরূপে অক্ষয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে গৌরাশীর্বাদ প্রদান করিতেছি। সভার সভাপতি প্রভুপাদ, পরমভাগবত রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণের ললাটে প্রসাদী চন্দন দ্বারা তিলক অঙ্কিত করিয়া দিলেন এবং হস্তে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের নির্মাল্য তুলসী প্রদান করিয়া মহাপ্রভুর পরিধেয় বসনের দ্বারা রায়বাহাদুরের মস্তকে পাগড়ী বন্ধন পূর্বক গৌরাশীর্বাদ প্রদান করিলেন। বাগবাজারনিবাসী পরমভাগবত সজ্জনাগ্রণী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত ও [illegible] মিত্র মহাশয়দ্বয়কেও প্রভুপাদ মহাপ্রভুর চন্দন নির্মাল্য তুলসী গৌরাশীর্বাদস্বরূপ প্রদান করিলেন।

অনন্তর শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে [illegible] গোস্বামী প্রভু [illegible] জোড়াবাগানবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র বাহাদুরকে তাঁহাদের পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে শ্রীগোরা-কুণ্ডের তীরে সুবৃহৎ ধর্মশালা ও ভক্তিসঙ্ঘ [illegible] নির্মাণের আনুকূল্য করায় তাঁহাদিগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গৌরাশীর্বাদ প্রদান করেন।

পরমবদান্যবরা শ্রীযুক্তা বিজয় বসন্ত দাসী শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে বহন করিবার জন্য একটী হস্তী সংগ্রহার্থ ৪৫০০ সাড়ে চার হাজার টাকা দান করিয়া যে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন ও ভগবৎসেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্বাদ প্রদান করিতেছেন।

বদান্যবরা শ্রীযুক্তা [illegible] দাসী শ্রীচৈতন্যমঠে একটী বৈষ্ণবগৃহ নির্মাণের জন্য ৪০০০, চারি হাজার টাকা প্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন। এইরূপ সৎকার্যে অর্থদান করিয়া তিনি অর্থের সার্থকতা করিলেন। তাঁহার কীর্তি দেবতাগণেরও কাম্য। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহার এই মহৎকার্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্বাদ প্রদান করিতেছেন।

বদান্যবরা শ্রীযুক্তা গিরিবালা দাসী শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীআশ্রমকুটীর পুনর্নির্ম্মাণকল্পে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দান করিতে প্রস্তুত হইয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তিসূচক সেবা-কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধাম প্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরা-শীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

বদান্যবরা শ্রীযুক্তা চরিমণি দাসী শ্রীব্রজ-পত্তনে শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট নির্ম্মাণকল্পে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দানে অগ্রসর হইয়া, যে অক্ষয় কীর্ত্তি সংগ্রহ ও মহতী সুকৃতিসঞ্চয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

পরমভাগবত বদান্যবর মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার সরদার মহাশয় শ্রীধামাগত যাত্রিগণকে পানীয়জল বিতরণের সুব্যবস্থার জন্য গৌরকুণ্ডের সংস্কার এবং ভগবদ্ভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীপাটে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের অর্থানুকূল্য করিয়া মহতী সুকৃতি ও দেব-দুর্লভ কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। শ্রীধাম প্রচারিণী সভা তাঁহার এই মহদনুষ্ঠানের জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

সুসংবাদ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সুবহুল প্রচার-ফলে কুলিয়ায় একদল মৎসর লোক যেমন জর্জ্জরিত হইতেছে এবং নানাভাবে প্রচারের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, আর একদল সত্যানুসন্ধিৎসু সুজন তেমনই শত মুখে নদীয়া প্রকাশের প্রশংসা করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে বিঘোষিত নিরপেক্ষ বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কুলিয়াবাসী বহু সজ্জন শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মস্থলী, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীচৈতন্যমঠ প্রভৃতি দর্শনার্থ আগমনপূর্ব্বক আপনাদিগের সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিতেছেন। কুলিয়ার ভেট প্রথা, ছড়া-নাম-কীর্ত্তন, বাবাজীবেশেষের কীর্ত্তিকলাপ, 'গৌরনাগরী'বাদ প্রভৃতির উপর তাঁহারা হাড়ে হাড়ে চটা। ইহাতেই বুঝা যায়—মিথ্যা আপাততঃ বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেও সত্যেরই চিরকাল জয় হইয়া থাকে। মৎসরতা-বশে নিত্যযুক্ত বাস্তব সত্যের প্রচারকে আর কতক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখিবে, তাই সত্যের বিজয় ডঙ্কা আপনিই বাজিয়া উঠিতেছে।

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যার আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। পাঠের আরম্ভে ও শেষে গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান বাঞ্ছনীয়।

নিমাই

(ডাঃ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

গিন্নী। কেনলা তোমার সম্বন্ধ! তোমার ওসব সম্বন্ধ আমি চাইনে, একি!

গিন্নী বড় চটে গিয়েছেন দেখে সনাতন মিশ্রের মাসীমা বল্লেন, বৌমা চটো কেন? ছেলে কি বলে আগে তাই শোন, তারপর যা হয় বোলো।

গিন্নী। শুনবো কি? উনি ঐ ভাবের সব কথা। কখন এসে বলেন, আজ একটা সম্বন্ধ এয়েছে, ছেলেটা দেখতে শুনতে ভাল, কাব্য পড়ছে। আবার একদিন কোথা থেকে এক সম্বন্ধ জুটিয়ে এনে বল্লেন ছেলে বেশ, এদের হাজার বারশ ঘর শিষ্য আছে, আর পড়ছে এবে দাক্ষরে। মাসীমা, আপনি বলছেন বটে, এসব কি সম্বন্ধ? পিসীমা আপনিই এর বিচার করুন, আমার একটা মেয়ে—বিষ্ণুপ্রিয়া আমার বড় সোহাগের—সেই মেয়েকে আমি যার তার হাতে দিতে পারি? এমন ছেলের হাতে দেওয়াও যা, আর জলে ফেলে দেওয়াও তাই। পিসীমা আপনিই বলুন! যাও যাও তোমার ওরকম সম্বন্ধ চাইনে।

না-না এ তা নয় এ বেশ ভাল ছেলে।

গিন্নী। তোমার পছন্দ তো? ওসব ছেলে আমার দরকার নেই।

সনাতন মিশ্রের পিসীমা বল্লেন আঃ! বৌমা পাগল হলে যে? কার কথা বলে আগে শোন না কেন? ছেলে ভাল না হয় আমরাও তাতে মত দেবো না। কথা না শুনলে বুঝবে কেমন করে? আগুন ঝাঁপা হলে কি কাজ হয় মা? সনাতন তুমি বল, বৌমা না শোনে আমরাতো শুনি? কার ছেলে, কি করে, কে কে আছেন, পড়া শুনোয় কেমন বল?

সনাতন। ছেলে আর কেও নয়, নিমাই পণ্ডিতকে জানেন তো? সেই নিমাই পণ্ডিত।

নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনে গিন্নী একেবারে নেচে উঠলেন, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, বল্লেন হাঁ, নিমাই পণ্ডিত!! নিমাই পণ্ডিত কি আমার বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করবে!! হাঁ নিমাই পণ্ডিত! এতক্ষণ বলনি কেন? তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। এখুনি যাও, মত দাওগে, এ সম্বন্ধ যেন না ভাঙ্গে। কে, খবর এনেছে কে? তাকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে এসোগে, মিষ্টিমুখ করিয়ে দিতে হবে। যাও, শীগ্গির যাও, দেরি ক'রো না।

সনাতন মিশ্রের পিসী, মাসী, মামী, পাড়ার আর আর যত গিন্নী বন্নী ছিল, নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনে সকলেই মনে মনে বড় খুসী হোলো, বল্লে যাও, এ সম্বন্ধ যাতে না ভাঙ্গে তাই করগে। এমন ছেলে কি আর পাওয়া যাবে? নবদ্বীপের মধ্যে বড় পণ্ডিত বলে নাম বেরিয়েছে! বয়সও তো বেশী নয়, এটুকু ছেলে এবার নবদ্বীপের মান রেখেছে—ও ছেলে না হলে নবদ্বীপের নাম ডুবে যেতো—দোষেহরে হোতো, তাই কি হোতো? শুনে সনাতন মিশ্রের মন আরও খুসী হোলো—মনের আহ্লাদে চলে গেলেন। যাবার সময় গিন্নী আবার বল্লেন, কাশীনাথকে নিয়ে এসোগে একটু মিষ্টিমুখ করাতে হবে, এমন সুখবর—যাও।

সনাতন মিশ্র গিয়ে বল্লেন, হাঁ, মেয়ে মহলে সকলেরই মত হয়েছে, এতে কারো অমত নেই। এখন যে রকম হয় তাই করে দিন। চলুন—একবার বাড়ীর ভেতর চলুন মাসীমা, পিসীমা, মামীমা, আরও অনেকে আছেন আপনার মুখে শুনবেন চলুন।

(ক্রমশঃ)

মেঠো বাবাজী

কাঁকড়া মেঠো বাবাজীর কীর্ত্তিকলাপ দেখিলে হাসিও পায় দুঃখও হয়। মেঠো বাবাজী আমাদের লোকজনকে নদীয়া-প্রকাশ প্রচার করিতে দেখিলে অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলেও বাহিরে ভালমানুষটী সাজিয়া আমাদের অনেক প্রশংসা করে ও একখানি কাগজ চাহিয়া লয়, শেষে আমাদের লোক যেমন তাহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হন, অমনই পশ্চাতে আমাদের নিন্দা আরম্ভ করিয়া দেয়। এমনিই নিন্দুক স্বভাব! বৃদ্ধ হইয়া মরিতে চলিয়াছে, তবু তাহার স্বভাব যায় না! তাহারই বা কি দোষ, সে একজন বেতনভোগী চাকর মাত্র! তবে বাহাদুরী দিতে হয় তা'র কর্ত্তৃপক্ষদের! তাঁহারা যে একটী মহান্ বৈষ্ণবচরিত্রের কলঙ্ককারী অশিক্ষিত ব্যক্তিকে নিচু করাইয়া একটী বাস্তব পরমসত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে-ছেন, তাহাতে তাঁহাদের কি কিছুমাত্র লাভ হইতেছে? তাঁহারা কি কেবল নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধেরই আবাহন করিতেছেন না? সত্যানুসন্ধানের নাম কি এইরূপ মৎসরতা? সত্য যদি জানিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে সজ্জনগণ যেরূপ যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাই অনুসরণ করা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে? প্রতীচ্যের ক্ষুদ্রমস্তিষ্কপ্রসূত [illegible] যুক্তি তর্কের মূল্য কতটুকু? তাহা দিয়া এ জগতে বাহাদুরী মহলে সত্যগতে কি বাহাদুরী [illegible] যাইবে? সুতরাং আর কেন, মৃত্যু আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এখনও একটু অপরাধের ভয় রাখা ভাল নহে কি?

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ জিলার বিভিন্ন স্থানে সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও পাঠ করিতেছেন। স্বামীজীর কয়েক দিনের অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্বামীজী ১২ই এপ্রিল হইতে ১৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পাঁচ দিবস বেলডাঙ্গায় মাড়োয়ারী মহোদয়গণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এবং হিন্দি ভাষায় [illegible] সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

১৭শে এপ্রিল মুর্শিদাবাদস্থ গৌর নিতাই মন্দিরে স্বামীজী তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় সনাতন ধর্ম্ম প্রেক্ষে একটী দীর্ঘ [illegible] বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃ মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে তাঁহার চিত্তমর্ষিণী [illegible] কথা শ্রবণ করিয়াছেন। ১৮শে এপ্রিল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ করেন।

স্বামিজী ১৯শে এপ্রিল মুর্শিদাবাদের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করেন।

২০শে ও ২১শে এপ্রিল দিবসদ্বয় মুর্শিদাবাদের 'প্রাণকৃষ্ণ' সাধারণ গ্রন্থাগারে এম্ এ, [illegible] শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভার বিপুল জনতার [illegible] শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে স্বামীজী জীবনের উদ্দেশ্য ও ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অতীব চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবর্গ তাঁহাদের শ্রবণ-পিপাসা নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া আরও অধিক শ্রবণের উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু সময় অধিক হওয়ায় স্বামিজী তাহার বক্তৃতা বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

উপরি উক্ত জমিদার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় মহোদয় এবং শুদ্ধভক্তি-প্রচারক-গণকে স্বগৃহে বাসস্থান প্রদান করিয়া শুদ্ধভক্তির প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই উদারতার নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি

অধ্যাপকের [illegible]

[illegible]

১। [illegible], ২। শ্রীচিত্তাসন,
৩। [illegible]ভাসন, ৪। ভক্তিগ্রাসন,
৫। [illegible]গ্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। [illegible]।

শ্রী[illegible] রায় বি. এ. [illegible], বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের [illegible] টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় দশমস্কন্ধ

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০.। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৸০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

[illegible] ছাপা হইতেছে। [illegible] ভিক্ষা ১১, অগ্রিম [illegible] ৮১।

[illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিখ্যাত চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] ১০ টাকা ভিক্ষায় [illegible] সংস্করণ ৪ [illegible] উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। [illegible] গ্রন্থ [illegible] অগ্রিম ৫১ টাকা দিয়া [illegible] প্রাপ্ত হইবে। [illegible] পূর্ণ হইয়া আসিলে [illegible] দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮১ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫১

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।।০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যান্মাসিক ১।।০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	শ্রীচৈতন্য[illegible] (২য় সংস্করণ)	[illegible]
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	[illegible]
৩।	[illegible] ও আচার্য্য	[illegible]
৪।	[illegible]	[illegible]
৫।	শ্রীচৈতন্য[illegible]	[illegible]
৬।	[illegible], প্রেম[illegible], অর্থপঞ্চক ও [illegible] —মোট	[illegible]
৭।	[illegible] (সপ্তম সংস্করণ)	[illegible]
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়	[illegible]
৯।	[illegible]	[illegible]
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	[illegible]
১১।	[illegible] শ্রীচৈতন্য[illegible]	[illegible]
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	[illegible]	[illegible]
১৩।	[illegible] ও বঙ্গানুবাদসহ	[illegible]
১৪।	[illegible]	[illegible]
১৫।	[illegible]	[illegible]
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	[illegible]
১৮।	[illegible]	[illegible]

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২১ টাকা। শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে ১।।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া।

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance. *Indian* Rs. 3/4/-; *Foreign* 6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

নরজীবনের ক্রমোন্নতির সোপান

মানুষ কি প্রকারে পঞ্চম-পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া জীবনের চরম উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপগোস্বামীর প্রতি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের শ্রেণী বিভাগ করিয়া নিম্নলিখিত ক্রমোন্নতি-প্রথা উপদেশ করিয়াছেন,—

"তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর ভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটিকর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

বৃক্ষাদি স্থাবর সকল আচ্ছাদিত-চেতন। তির্য্যক, জলচর এবং স্থলচরগণ সঙ্কুচিত-চেতন। পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি বন্যজাতীয় মানবগণ এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও সভ্যতাপন্ন ম্লেচ্ছগণ নীতিশূন্য। বৌদ্ধ প্রভৃতি নিরীশ্বর মানবগণ কেবলনৈতিক। যাহারা বেদ মুখে মানে, তাহারা কল্পিত-সেশ্বরনৈতিক। ধর্ম্মাচারিগণ বাস্তব সেশ্বরনৈতিক। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞাননিরত। অনেক তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে কেহ কেহ জড়বুদ্ধিমুক্ত। কোটী কোটী জড়বুদ্ধিমুক্তের মধ্যে কেহ বা ভক্তি স্বীকার করেন। সেশ্বর নৈতিকদিগের মধ্যে যাঁহারা ভোগরূপ কর্ম্মফল, মুক্তিরূপ জ্ঞানফল বা সিদ্ধিরূপ-যোগ-ফলকে স্বীকার করেন, তাঁহারা অশান্ত। কৃষ্ণভক্তই কেবল শান্ত বলিয়া অভিহিত হন।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরির বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বন্য-নরগণ সভ্য ও জ্ঞানপরায়ণ হউক, পরে নীতি স্বীকার করুক, তৎপর ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধর্ম্মাচারী হউক। ধর্ম্মাচারিগণ ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিরূপ অবান্তর ফলে আবদ্ধ না হইয়া কৃষ্ণভক্তি অঙ্গীকার করুক। ইহাই নরজীবনের ক্রমোন্নতির বৈধ সোপান। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের নির্ম্মল বিধান ও নিশ্চয় সুফলজনক বর্ত্ম।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের ৫২ সংখ্যার পর)

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পঞ্চত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ উপসংহারে সমবেত সভ্য ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। নিম্নে তাহার চুম্বক প্রদত্ত হইল,—

রাত্রি অধিক হ'য়েছে। অনেকক্ষণ ব'সে থেকে সকলে ক্লান্ত হ'য়েছেন। আপনারা সকলে কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন, এত অধিক কাল ধরে এসকল কথা আলোচনা বা কতকগুলি লোকের প্রশংসা করার প্রয়োজন কি? তার উত্তর—এটা বার্ষিক অধিবেশন। সম্বৎসর যাবৎ গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণ কে কি কার্য্যানুষ্ঠান ক'রেছেন, তাঁদের কথা আলোচনা ক'রলে আমাদের ভগবৎসেবায় উৎসাহ বাড়ে। গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে আমরা কয়েকজনকে হারিয়েছি,—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ এ প্রপঞ্চ হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'রেছেন। (২) মধুরভঞ্জ পাশ্চাত্য-প্রদেশের অধিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গ চন্দ্র পাল মহাপ্রভুর সেবাকার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। পাশ্চাত্যপ্রদেশে যা'তে ভগবৎকথা প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁ'র খুব যত্ন ছিল। কৃষ্ণকথা-বিরোধী মৎসরদল তাঁকে তাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্নজনক জেনে একেবারে হত্যা ক'রেছে। তিনি গৌরপ্রিয় কার্য্য করেছেন, সুতরাং মহাপ্রভু তাঁর মঙ্গল ক'রবেন। (৩) আর একজন একনিষ্ঠ সেবককে আমরা হারিয়েছি, তাঁর নাম শ্রীনন্দদুলাল দাস অধিকারী। তাঁ'র তিতিক্ষা গুরুগৌরাঙ্গ সেবায় নিষ্ঠা আদর্শ-স্থানীয়। (৪) আর একজন মঠ-সেবক শ্রীধামসেবক ব্রহ্মচারী এ জগৎ হ'তে বিদায় নিয়েছেন। তিনি পুরুষোত্তম মঠ ও ভাগবত আসনে বহুদিন সেবা করেছিলেন। (৫) শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী নামক আর একজন সেবককে হারিয়েছি। তিনি গত বৎসর শ্রীধামপরিক্রমায় বহু সেবা করে প্রপঞ্চ ত্যাগ করেছেন। (৬) আর একজন অকৃত্রিম বান্ধবকে আমরা হারিয়েছি। তাঁহার নাম—রেবতীমোহন রায়চৌধুরী, তিনি বালিয়াটীর একজন বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী; বহু ঐশ্বর্য্যশালী হয়েও তিনি দৈন্যভূষণে ভূষিত ছিলেন। আমরা তাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেই অবস্থায় তিনি আমাদের নিকট যেরূপে হৃদয়ের ভাব জ্ঞাপন করেছিলেন, তাতে জানা যায় যে, তিনি আমাদের উপর যথেষ্ট প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে সত্যই আমাদের [illegible] স্থগিত হয়েছে। তাঁর অভাবে আমরা আজ বিশেষ দুঃখিত। (৭) উমানাথ ভৌমিক নামক আর একজনকে আমরা হারিয়েছি। তিনি শাস্ত্রদর্শী ও পরমার্থবিষয়ে অনুরক্ত ছিলেন। আমরা তাঁর জন্য আজ দুঃখিত।

আমরা নবদ্বীপের সর্ব্বকালের নানাস্থানের লোক আজ আমাদের একমাত্র প্রভু বিশ্বম্ভরের জন্মস্থানে মিলিত হ'য়েছি। আমাদের পরস্পরের অনেক বলবার ও শুনবার বিষয় আছে। এক বৎসরের অনেক কথা একনিঃশ্বাসে বলতে হ'চ্ছে ব'লে আপনাদের অনেকটা সময়ের উপর হস্তক্ষেপ ক'রতে হ'ল। আজ ভগবদ্ভক্তের সংকীর্ত্তন বহুমুখে শুনবার সৌভাগ্য লাভ হ'লো। সাধুদের গুণকীর্ত্তন সাধারণের শ্রবণ সাধ্যায়ত্ত হয় না। এ সকল দৃষ্টান্ত আমাদের সকলের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার আদর্শরূপে কাজে লাগবে।

সমস্ত আরাধনা হ'তে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, তা' হ'তেও আবার বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের আরাধনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গুণকীর্ত্তন আমাদের ভজনের উন্নতি বিধান ক'রে থাকে। অপরের আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি আমাদের অনুসরণীয়, অনুকরণীয় নহে।

ভগবদ্ভক্ত কাকেও ভণ্ড বলেন না। যাঁ'রা তাঁদের হিতোপদেশকে ভণ্ডামি ব'লে শুনে থাকে, তা'রা নিতান্তই দুর্ভাগা। সাধু কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না। তবে তাঁরা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান, তা' ভূতগণের পক্ষে পরম মঙ্গলেরই হেতু।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

চৌদ্দ-পনর বছর আগে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অনুকরণ ক'রে তার প্রতিযোগিতা ও প্রতিকূলাচরণ ক'রবার জন্য 'বৈষ্ণব সাম্মলনী' নাম দিয়ে যে ভক্তবিরোধিদলের সাম্মলনী সৃষ্ট হয়েছিল, যা'তে আউল, বাউল, প্রাকৃত সহজিয়া, ভক্তিবিরোধী জাতগোঁসাই প্রভৃতি ভক্তিবিচারে দুঃসঙ্গের একত্র সমাবেশ ছিল, আমরা তার সঙ্গ ক'রতে পারি নাই। যেখানে ধর্ম্মের নামে বাবাজীগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে রত, সেখানে ভাগবতের ঐ 'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য' বাক্য লঙ্ঘন ক'রে তাঁদের সঙ্গ ক'রতে পারি না, আমাদের কোন বন্ধুবান্ধবেরই সেই সকল দুঃসঙ্গের সঙ্গে যোগদান ক'রতে ব'লতে পারি না। একটী পিপীলিকা হ'তে আরম্ভ ক'রে যে সকল প্রাণী রয়েছে, তাদের ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব, এমন কি দেবতাদেরও পর্য্যন্ত সেই সকল জীবের কাহারও মঙ্গল হয়, তজ্জন্যই আমি মহাপ্রভুর বাণী ভাগবতের বাণী—'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্'—[illegible] এই দৈন্য আমার শিরে ধারণ করে, আমার সমস্ত বন্ধুবর্গকে আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সৎসঙ্গ করবার জন্য কাতরস্বরে বলতে থাকবো। আমি ত [illegible], আমার গুরুর আদেশ অনুসরণ করছি। আমার শ্রীগুরু প্রভুর আদর্শ—[illegible]। শুদ্ধভক্তিবিরোধিদল যত বড়ই প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হউক না কেন, শুদ্ধভক্তির প্রচার যতদিন থাকবে, যতদিন আমাদের একটী লোকও থাকবে, ততদিন আমরা তাদের বলতে থাকবো—উহা সর্ব্বনাশ—বিষয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণ—বাণিজ্য—ব্যভিচার—লোকের মনোরঞ্জন—মনুষ্যকে বঞ্চনা করা মাত্র। উহা কলির ধর্ম্ম। আমরা ভাগবতের বাণী অনবরত কীর্ত্তন করতে করতে বলব যে—লোকপাল, গুরু, আচার্য্য কখনই কামপালকের সেবক হন না। সহজিয়া সম্প্রদায়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ সম্প্রদায়, [illegible] হয়ে যে সকল সাধুতার ভাণ করে, তা দেখে আমরা কখনও ভুলবো না, বরং সকলকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলব—[illegible]—প্রলম্ব অঘাসুর—বকাসুর-সেবা কখনও কৃষ্ণসেবা নহে, তাঁদের ভোগে ভুলো না।

আমাদের এখন বিশ্রাম করবার সময়; আমাদের বহুদিন নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেছে। যারা এজগতে চিরদিন পাপকে পুণ্য মনে করে এসেছে, তারাই লোকবঞ্চনা করুক। কিন্তু তারা কি চিরদিনই ঐরূপ মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে চালিয়ে লোকবঞ্চনা করতে পারবে? মানুষ এতই নাস্তিক—এতই দুর্ভাগা হবে যে তাদের ঐ সকল লোক ভুলান কথা শুনে চিরকালই মুগ্ধ হবে? ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের প্রিয়কার্য্য ক'রতে না পারার মত দণ্ড আর কিছু নেই, এরূপ দণ্ড যেন মনুষ্যজাতির না হয়।

আমি আজ (২৭) বৎসর যাবৎ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার সুযোগ পাচ্ছি। তা'তে শ্রীভগবানের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের কথা ভিন্ন অন্য কথা আলোচিত হ'বার আবশ্যক হয় না। কিন্তু আজ অপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের কথা ব'লে একটু অপ্রিয় কার্য্য ক'রতে বাধ্য হ'তে হচ্ছে।

[illegible] —বিরোধিগণও [illegible] করে [illegible] অর্থ, কাম ও [illegible] কর্ম [illegible] ভগবৎ [illegible] তাঁহাদের [illegible] আমরা [illegible] আমাদের [illegible] জানিয়ে দিব [illegible]

[illegible] কাছে আবেদন—

একটা [illegible] কিন্তু আমার [illegible] একটা

[illegible] একটা দল। [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণের [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible] অধিকারী [illegible] আবশ্যক। [illegible] উহাদের হরিকথা মহাকথা—[illegible] নহে, কেবল অর্থলাভ। উহাদের হরিকীর্ত্তন 'কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কীর্ত্তন'। [illegible] ভগবানকে বঞ্চনা করে [illegible] আত্মহবে [illegible] আত্মস্বার্থ [illegible] বিশ্ববাসী [illegible] জানিতে [illegible] ভগবৎপ্রেমসেবা [illegible]

[illegible] করে কোটি কোটি সত্যবিরোধী জীব [illegible] মাতোয়ারা [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] নামে [illegible] জীব [illegible] ব্যভিচারের [illegible] বেশ-ভূষা [illegible] সাজে, [illegible] মধ্যে— [illegible] নারী —[illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] ভাইগণের [illegible] ভগবৎসেবার [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবকে [illegible] জানে [illegible] ভগবৎসেবার [illegible] একটা [illegible] রঙ, অপরটী [illegible] বর্জ্জন। [illegible]

বর্জ্জন না করিলে সঙ্গ হয় না। তাই [illegible] বলিয়াছেন—

[illegible]

কৃপিষ্যন্।

[illegible]

[illegible]।"

অতঃপর শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] পীঠের [illegible] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] বেদান্ত- [illegible] মহাশয় [illegible] প্রকাশ [illegible] শ্রীশ্রী [illegible] গীতা [illegible] সমাপ্ত হয়।

কামদা-একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

শ্রীযুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন —হে বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার করি। এক্ষণে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি [illegible] বলুন।

[illegible] পূর্ব্বে [illegible] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন [illegible] চৈত্রের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর নাম কামদা। ইনি [illegible] এই একাদশীর ব্রত [illegible] পালন [illegible]

প্রাচীনকালে [illegible] নামে [illegible] পুণ্ডরীক নামে নাগরাজ [illegible] ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে [illegible] ললিত নামক গন্ধর্ব্ব ও ললিতা [illegible] ছিল। [illegible] নিজকর্ম্মে [illegible] থাকিত। [illegible] এবং [illegible] একাকী [illegible] গান [illegible] অকস্মাৎ [illegible] হইয়া [illegible] করিলেন। [illegible] আমার সম্মুখে গানসময়ে [illegible] রাক্ষস হও। [illegible] শাপপ্রভাবে সে তৎক্ষণাৎ বিকটবদন, বিরূপাক্ষ, দৃষ্টিভয়ঙ্কর

রাক্ষসে পরিণত হইল। তাহার দেহ বহু যোজন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল। মুখ গিরি-গহ্বরবৎ, নেত্রযুগল চন্দ্রসূর্য্যতুল্য দীপ্তিময়, গ্রীবাদেশ পর্ব্বততোরণ, নাসারন্ধ্রদ্বয় বিবর-সদৃশ, ওষ্ঠাধর অষ্টযোজন বিস্তার এবং শরীর অষ্টযোজন উচ্চ হইল।

ললিতা আপন পতিকে বিকটাকার রাক্ষস হইয়া আত্মকর্ম্মফল ভোগ করিতে দেখিয়া অতীব দুঃখিত অবস্থায় চিন্তা করিতে লাগিল। পতি পাপপীড়িত হইয়াছেন, অতএব কোথায় যাই, কি করি? এইরূপ সতত স্মরণ করিয়া সে মনোমধ্যে সুখলাভ করিত না এবং সেই গহন অরণ্যমধ্যে পতির সহিত বিচরণ করিত। সেই কামরূপী নির্ঘৃণ, পাপাসক্ত বিরূপ, পুরুষাদ রাক্ষস দুর্গম কাননমধ্যে সতত ভ্রমণ করিত, পাপপীড়ায় অহোরাত্র তাহার স্বাস্থ্য ছিল না। পতিদুঃখে অতীব আকুল হইয়া সরোদনে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন তাপসের আশ্রম এবং শান্ত ঋষি-বরকে দেখিয়া আত্মপরিচয় নিবেদনপূর্ব্বক বলিল,—মুনে! আমি বীরধন্বা নামক গন্ধর্ব্বকন্যা ললিতা। আমার দয়িত ললিত নামক গন্ধর্ব্ব পাপহেতু শাপপ্রভাবে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতীব উৎপাত ও দৌরাত্ম্য করিতেছেন। তাঁহার সেই আকার দেখিয়া আমার নিদ্রাও সুখ হইতেছে না। প্রভো! ব্রহ্মন্! কোন প্রকার পুণ্য-সুফলের দ্বারা তাঁহার শাপবিমুক্ত ঘটিবে, তাহার উপায় বিধান করুন।

ঋষি বলিলেন—এক্ষণে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ চলিতেছে। ইহার এক দশমী কামদানাম্নী। তুমি মৎকথিত বিধানে এই ব্রতদশমীর পালন করিয়া ইহার পুণ্য তোমার পতিকে অর্পণ কর। সেই পুণ্য প্রাপ্ত হইলে শাপদোষ দূরীভূত হইবে। মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা আনন্দচিত্তে সেই একাদশীর যথাবিধানে উপবাস পালনপূর্ব্বক দ্বাদশীর প্রভাতে বাসুদেব ও ব্রাহ্মণের সম্মুখে নিজপতির ত্রাণার্থ বলিতে লাগিলেন—আমি কামদা একাদশীর উপবাস পালনে যে পুণ্য পাইয়াছি, তদ্দ্বারা, প্রভাবে মৎপতির পিশাচত্ব মুক্ত হউক।

ললিতার বাক্যাবসানে মাত্রেই সেই ললিত সদ্যই রাক্ষসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দিব্য গন্ধর্ব্বদেহ লাভ করিল। একণে স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া ললিতার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। ঐ কামদার প্রভাবে সেই দম্পতী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবান্ হইয়া বিমানে আরোহণ করত অতীব শোভা প্রাপ্ত হইল।

অতএব হে রাজশার্দ্দূল যুধিষ্ঠির! এই একাদশীর এরূপ প্রভাব জানিয়া সম্বন্ধে [illegible] পালন করা একান্ত আবশ্যক। সংক্ষেপের হিতার্থে আমি আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। এই স্তবের জগন্মাত্মক ত্রিভুবন মধ্যে ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশক, পিশাচত্ব সংহারক এতদপেক্ষা অন্য কোন পুণ্য নাই। এর মাহাত্ম্য পঠন ও শ্রবণ দ্বারা বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

শক্তিতত্ত্ব বিচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

অচিন্ত্যানন্ত শক্তি-সমন্বিত [illegible] পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণ। শাস্ত্রে উক্ত শক্তি-সমূহকে প্রধানতঃ ত্রয়ে বিভক্ত করিয়া থাকেন, যথা,—অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি। বৈদান্তিকগণ পরমেশ্বরকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলেন এবং তাঁহাতে সজাতীয় বিজাতীয় স্বগতভেদাভাব লক্ষ্য করেন।

পরমেশ্বরে সজাতীয়াদি ভেদ না থাকিলেও তদীয় শক্তির অচিন্ত্যত্ব হেতু স্বরূপভূত সৎ-চিৎ-আনন্দ বৃত্তিত্রয় পৃথক পৃথক ভাসমান হইয়া সন্ধ্যাদি—বৈশিষ্ট্যরূপ স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

সৎ, চিৎ ও আনন্দই পরমেশ্বরের শক্তি, এই শক্তি এক হইয়াও অনন্ত, একই শক্তির আনন্ত্যে অচিন্ত্যত্বই কারণ। স্বরূপলক্ষণে সত্ত্ব চিত্ত্ব ও আনন্দত্ব এই শক্তিত্রয় লক্ষিত হইলেও উপলক্ষণে বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিদ্বয়ও লক্ষিত হইতেছেন।

তটস্থা শক্তি স্বরূপ শক্তিরই অণুরূপ অংশ এবং বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তিও উক্ত স্বরূপশক্তির ছায়ারূপ অংশ বা বিকৃত প্রতিফলন; সুতরাং অংশীর লক্ষণে অংশের উপলক্ষণ স্বাভাবিক, অতএব তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তিও গৌণভাবে পরমেশ্বরের শক্তিত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেছেন। তবে যে তটস্থা ও মায়াশক্তি স্বরূপ-লক্ষণে গণিত [illegible], তাহা উক্ত শক্তিদ্বয়ের গৌণত্ব সম্বন্ধে জানিতে হইবে। কারণ জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে স্বরূপশক্তির বহির্ভূত বলিলে তাঁহার অদ্বয়ত্বে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি ভগবৎস্বরূপে আশ্রিত না থাকিলেও এক শক্তিত্বহেতু তদীয় স্বরূপলক্ষণ [illegible]।

সত্ত্ব, চিত্ত্ব ও আনন্দত্ব পরমেশ্বরের মুখ্য শক্তি এবং জীব ও মায়া তাঁহার গৌণ শক্তি। যাহা সাক্ষাৎ স্বরূপের পরিচয় প্রদান করে তাহাই মুখ্য এবং যাহা পরম্পরায় স্বরূপের পরিচায়ক, তাহাই গৌণ। মুখ্য শক্তি পরমেশ্বরে অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া [illegible] সাক্ষাৎপরিচয় প্রদান [illegible]

করেন এবং গৌণীশক্তি তাঁহার স্বরূপ হইতে বিভিন্নভাবে থাকিয়া কার্য্য দ্বারা পরম্পরায় তদীয় স্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন।

শক্তি শব্দের অর্থ কার্য্য-ক্ষমত্ব। এই কার্য্যক্ষমত্বরূপা শক্তির দুইটি অবস্থা। একটি কারণাবস্থা, অপরটী কার্য্যাবস্থা এবং শক্তির কার্য্যাবস্থার নাম বৃত্তি। কারণরূপা শক্তি ও তৎকার্য্যরূপা বৃত্তির নাম বৈভব। স্বরূপ শক্তি ও তৎকার্য্যরূপা বৃত্তির নাম স্বরূপ বৈভব, তটস্থাশক্তি ও তৎকার্য্যরূপা বৃত্তির নাম তটস্থাবৈভব এবং মায়াশক্তি ও তৎকার্য্যরূপা বৃত্তির নাম মায়াবৈভব।

দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ-রহিত বস্তুই সংশব্দ-বাচ্য। যাহা দেশতঃ পরিচ্ছেদ শূন্য— তাহা বিভু, যাহা কালতঃ পরিচ্ছেদ-রহিত তাহা নিত্য এবং যাহা বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ-রহিত, তাহা পূর্ণ; সুতরাং সৎ শব্দে বিভু, নিত্য ও পূর্ণ বস্তুকে নির্দ্দেশ করেন। পরমেশ্বর সৎ শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়া থাকেন অতএব তিনি বিভু, নিত্য ও পূর্ণ বস্তু। স্বপ্রকাশ বস্তুকে চিৎ বলা যায়। যাহার প্রকাশ অন্যাপেক্ষ, তাহা জ্ঞান, সুতরাং চিৎ শব্দে জ্ঞানকে বোধিত হয়েন। সুখকেই আনন্দ বলা যায়— প্রসাদরূপ জ্ঞান বিশেষই সুখ-শব্দ-বাচ্য—অতএব প্রসাদরূপ জ্ঞান-বিশেষই আনন্দ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দই এই শক্তিত্রয়ের সাধারণ নাম স্বরূপশক্তি।

পরমেশ্বর সৎ স্বরূপ (অর্থাৎ বিভু, নিত্য ও পূর্ণ) হইয়াও যদ্দ্বারা সত্তাধারণ ও স্থাপন করেন, তাহাই তাঁহার সৎ; ঐ সত্ত্বের নাম সন্ধিনী শক্তি। পরমেশ্বর চিৎ (অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ ও জ্ঞানস্বরূপ) স্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা জ্ঞান লাভ ও জ্ঞানদান করেন, তাহাই তাঁহার চিত্ত। ঐ চিত্তের নাম সম্বিৎ শক্তি।

পরমেশ্বর আনন্দ (অর্থাৎ সুখ-স্বরূপ, বা প্রসাদরূপ জ্ঞান বিশেষ স্বরূপ) হইয়াও যদ্দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন ও আশ্রিতগণকে আনন্দানুভব করান, তাহাই তাঁহার আনন্দত্ব, ঐ আনন্দত্বের নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তিত্রয়ের সাধারণী বৃত্তির নাম শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধ সত্ত্বের আবার দুইটি রূপ, একাংশ-প্রধান আর যুগপৎ সর্ব্বপ্রধান, তন্মধ্যে একাংশ-প্রধান রূপটি, সন্ধিংশ, সম্বিদংশ ও হ্লাদিন্যংশ-প্রধান ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে সন্ধিন্যংশ-প্রধানে সত্তার প্রকাশক, সম্বিদংশ-প্রধানে জ্ঞানের প্রকাশক, হ্লাদিন্যংশ প্রধানে জ্ঞানবিশেষ বা আনন্দ-প্রকাশক। আর যুগপৎ সর্ব্বপ্রধান শুদ্ধসত্ত্ব পরমেশ্বরের শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশক। যুগপৎ সর্ব্বপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে বসুদেব বলা হয়, শুদ্ধস্বরূপ বসুদেবে বাসুদেব প্রকটিত হয়েন

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

স্বরূপ শক্তির ছায়া বা বিকৃত প্রতিফলনই মায়াশক্তি একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহার দ্বারা বস্তুসকল মিত বা পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহার নাম মায়া। পরিচ্ছেদ ত্রিবিধ,—দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ। দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদের কারণ, সুতরাং দেশ, কাল ও বস্তুই মায়া। দেশকাল-রূপ কার্য্য বস্তুরূপা মায়ার নাম জীবমায়া এবং বস্তু রূপা মায়ার নাম গুণ মায়া। জীবমায়া কালাত্মিকা, সুতরাং শক্তিরূপা এবং গুণ-মায়া কার্য্যাত্মিকা সুতরাং বৃত্তিরূপা। জীব পরমেশ্বরের স্বরূপবৈভব নহেন, অথবা স্বরূপ বৈভবের ছায়ারূপা মায়াও নহেন। জীবের মায়াকৃত পরিচ্ছেদ সম্ভবপর। মায়াপরিচ্ছিন্ন জীব স্বরূপ-বৈভবরূপে পরিগণিত হইতে পারেন না, আবার জীব মায়াও নহেন। একণে প্রশ্ন হইতেছে যে, তবে জীবের স্বরূপ কি? অচিন্ত্যভেদাভেদই জীবের স্বরূপ। জীব স্বভাবতঃ পরমেশ্বর-বিমুখ বলিয়া জীবকে তটস্থবৈভব বলা হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায়, তিনি যে শক্তিমৎ-বিগ্রহ, এবং বিবিধ অচিন্ত্য-শক্তি সমন্বিত ভগবানই যে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব, এবং তিনি পরিপূর্ণ কাম হইয়াও তাঁহার স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে স্বাভাবিক আনন্দের হেতু নিত্য চিদ্বিলাসময় হইয়া থাকেন জানিতে পারি। সুতরাং শক্তিতত্ত্বালোচনা দ্বারাই আমরা চিদ্বিলাসী শ্রীভগবানের স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

"কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাই কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥"

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ

গত ৮ই বৈশাখ (১৩৩৬ ২২শে এপ্রিল (১৯২৯), রবিবার গোধূলি-লগ্নে দিবা... ঘটিকার সময় পরমভাগবত প্রেষ্ঠশ্রী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় প্রদত্ত বাগবাজারস্থ ভূখণ্ডে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও আশ্রয় ভবনের কার্য্য যথাবিধি সঙ্কীর্ত্তন-মুখে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবর্ত্তক আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সহিত উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সর্ব্বাগ্র-সঙ্গীত সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ক্রমোন্নতি প্রথায় নিয়মাগ্রহ পরিত্যাজ্য

ক্রমোন্নতি-বিধি সম্বন্ধে জীবের কর্ত্তব্য এই যে, আপাততঃ যে জীবনেই অবস্থিত হউন, সেই জীবনের উচ্চজীবনে প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। স্বভাবের গতিতে এমন কোন মঙ্গলবীজ আছে, যদ্দ্বারা জীবের স্বভাবতঃ কালক্রমে উচ্চগতি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বিলম্ব এত বেশী যে, সেই স্বাভাবিক ফলের অনেক স্থলেই সম্ভাবনা হয় না। অতএব যাঁহারা উচ্চগতি বাসনা করেন, তাঁহাদের উপায়ের জন্য সর্ব্বদা জাগ্রত থাকা কর্ত্তব্য।

এক জীবন হইতে অন্য জীবনে পদার্পণ করিতে হইলে মানবের দুইটি বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথম বিষয় এই, যে জীবনে আমি স্থিত আছি, তাহাতে দৃঢ়পদ হইবার জন্য নিষ্ঠার প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, যে জীবনে আমি দৃঢ়পদ হইয়াছি, তাহা হইতে উচ্চজীবনে পদার্পণ জন্য পূর্ব্বনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইবে একটি পদ এক সোপানে দৃঢ় হইলেই তবে আর একটি পদ নিম্ন সোপান হইতে উঠাইয়া উচ্চতর সোপানে অর্পণ করিতে হয়। প্রতিক্ষণে একটি সোপানে নিষ্ঠা-ত্যাগ ও অন্যসোপানে নিষ্ঠা প্রাপ্তি যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। বিশেষ না হইলে পড়িয়া যাইতে হয়; বিশেষ নিষ্ঠা না থাকিলে কার্য্যফল দূরে পড়িয়া যায়। বন্যজীবন, সভ্যজীবন, কেবলনৈতিকজীবন, কল্পিত-সেশ্বরনৈতিকজীবন, বাস্তবসেশ্বর নৈতিক-জীবন, সাধনভক্তজীবন—এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতি-বিধিক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেমমন্দিরে যাইতে হয়। কোন সোপানে বাস্তব ঘটিলে নিম্ন দ্বারা নিম্নে পড়িতে হয়; কোন সোপানে বিলম্ব হইলে আলস্য আসিয়া উন্নতি রোধ করে। অতএব বাস্তব ও বিলম্ব উভয়কে দূর মনে করিয়া প্রয়োজনমতে যথাযোগ্য নিষ্ঠাগ্রহণ ও নিষ্ঠা ত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ জীবকে উচ্চসোপানে আরোহণ করিতে হইবে।

অনেকেই ভুল করিয়া থাকেন যে, আমার কি জন্য কৃষ্ণভক্তি হয় না? কিন্তু কৃষ্ণভক্তিসোপানে উঠিবার জন্য তাঁহাদের সম্যক চেষ্টা দেখা যায় না। তাঁহারা হয় ত অসভ্য, অনাচার, নর সভ্যতা ও অনুবিদ্দোলে, বা নিরীশ্বর-নীতিতে বা সেশ্বরনীতিতে অকারণ আবদ্ধ হইয়া উন্নতির চেষ্টা করেন না। এক সোপানে থাকিলে কিরূপে উচ্চসোপান বা প্রাসাদ-চূড়া লাভ হইতে পারে? অনেকে বৈধভক্ত ভাব পাইবার চেষ্টা করেন না, অথচ তাহাদের হইতে যথেষ্ট দুঃখ করিয়া থাকেন। অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বর্ণধর্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাবপ্রেমাদিলাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন; তাহাতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়।

যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে শ্রীচৈতন্য শিক্ষা-মৃত লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উন্নতি অতি শীঘ্র হয়। এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই সামান্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনিষ্ঠা হইতে নিরুপাধিক প্রেমনিষ্ঠা সহজেই লাভ করেন। যাঁহারা যথার্থ ক্রমোন্নতিবিধি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের প্রায়ই জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। যাহারা মৃতমৎস্যের ন্যায় ভাগ্যের স্রোতে আপনাদের সত্তাকে বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা এক জন্মে ভাসিতে ভাসিতে কখনও জোয়ারে অগ্রসর এবং ভাঁটার পশ্চাদগত হইতে হইতে কদাচ অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিতে পারেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

রংপুর

রংপুর, ২২।৪।২৯

গতকল্য রংপুর ধর্ম্মসভা রাধাকৃষ্ণবিহারী সমিতির উদ্যোগে রংপুরে একটী মহতী সভা আহূত হয়। রংপুরের উকিল্ শ্রীযুক্ত মি এ, এম, আহম্মদ বি, এ, এল (অসরীন) বারএটল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সতীশ এম, এ, বি, এল, ডি-লিট্ (প্যারিস) মহোদয় বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাভঙ্গ হওয়ার পূর্ব্বে সভাপতি উকিল্ জজ মহোদয় স্বামীজীর বাগ্মিতা ও প্রচারকগণের সুগভীর জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্বামিজী মহারাজ এবং সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক শ্রীগৌড়ীয়ের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু রংপুরের বিভিন্ন স্থানে ভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী মহাশয় এবং অন্যান্য অনেক স্থানে তাঁহারা বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীমুখে কথা শুনিয়া রংপুরবাসী সামীজী ও ভক্তিপ্রদীপ-স্বামী প্রভৃতি শ্রোতৃমণ্ডলী বহু প্রশ্ন করিতেছেন এবং সন্তুষ্ট তাঁহাদের কথায় ...

তারকেশ্বর

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তারকেশ্বরে তারকেশ্বর বাবার মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকিয়া, বহুস্থানে প্রভৃতি স্থানে জীবের নিত্যধর্ম্মের কথা, প্রচার করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে [illegible] শিক্ষণীয় [illegible] অধ্যাপনের [illegible] [illegible] আবেদন [illegible]।

১। [illegible]সন, ২। [illegible]সন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। [illegible]সন,
৫। তত্ত্বপারাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় [illegible], [illegible], বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩০, ত্রিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রথম খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০.। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৮/০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১. অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা [illegible]।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪. টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য [illegible] আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে
কলিকাতা, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্ হইতে
হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩. দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /০
সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	•
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ) গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	৲
৩।	আচার ও আচার্য	./০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৭৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অপশকক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	•
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৬।০
১২।	জৈবধর্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে সাধাই, বকবধী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	শ্রীকৃষ্ণ মাধ্বভাষ্য	।০
১৫।	শ্রীগৌরকৃষ্ণ [illegible]-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২.

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/-/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন মনোজ্ঞরূপে ভাবে পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল অব্দ:

৩০শে বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৩

সজ্জন—কৃষ্ণৈকশরণ

বৈষ্ণবের যে ২৬টী গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা ভিন্ন অপর ২৫টি গুণ তটস্থ বলিয়া লক্ষিত। কৃষ্ণৈকশরণতাই স্বরূপ বা মুখ্য গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণতা যাঁহার নাই, তাঁহার অপর পঞ্চবিংশ গুণের সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য তটস্থগুণ লক্ষিত হইলেও এই গুণের অভাবে ঐ গুলি নিত্যভাবে অবস্থান করিতে পারে না। অন্যান্য গুণ কপটতা করিয়া অসাধুগণ অপরকে প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু অনুক্ষণ কখনই কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারে না।

সজ্জন একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণ। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ইহা মূল কথা; তাহা হইতেই বলদেব প্রভৃতি বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ, পুরুষাবতারত্রয় এবং নৈমিত্তিক অবতারাবলী উদিত হইয়াছেন। জীবের প্রভুর চারিত্রের জ্ঞান হইলেই তিনি প্রাপঞ্চিক জগতের সকল বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং বৈকুণ্ঠ নগর অবলম্ব উপলব্ধি করিয়া 'নিত্যানিত্য তাঁহার ধন্য' ইহা জানিতে পারেন। সর্ব্বাশ্রয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্ব কারণ কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র শরণ। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবের অন্য কোন প্রকার গতি নাই। যে জীব সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদ, কর্ম্মকাণ্ড, অন্যাভিলাষ, নিত্য অন্তিতে কালক্ষেপ করেন, তিনি কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারেন না। আবার মুখে কৃষ্ণৈকশরণ বলিলেই যে কৃষ্ণবিমুখতা ছাড়িয়া যায়, এরূপ নহে। যিনি অকিঞ্চন, তিনিই কৃষ্ণৈকশরণ। অকিঞ্চন বলিলে মায়াবাদীকে বুঝায় না, কর্ম্মকাণ্ডী সন্ন্যাসীকে বুঝায় না বা অন্যাভিলাষীর ন্যায় প্রাকৃত দরিদ্রতাদেও বুঝায় না। শরণাগত বা অকিঞ্চনের লক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণ হইলেই জীব কৃষ্ণের মায়ার হস্ত হইতে মায়াতে উদাসীন হন। সেইরূপ মায়ার বরণ হইতে দূরে থাকি, প্রতিষ্ঠার জন্য ভক্ত পূজিত পাইতে করেন। যাঁহার বর্ণাশ্রমবল প্রবল আছে, তিনি অকিঞ্চন বা শরণাগত হইতে পারেন না। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণৈকশরণ হওয়া যায়। শরণের লক্ষণ ছয় প্রকার—১। আনুকূল্যের সঙ্কল্প, ২। প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন, ৩। কৃষ্ণ ভিন্ন আমার কেহ নাই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, ৪। কৃষ্ণই গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ, ৫। কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া তৎসেবা ব্যতীত অন্য চেষ্টা রাহিত্য, এ জন্য সকল প্রকার অভিমান ছাড়িয়া নিজেকে নিতান্ত দীনবুদ্ধি। এই ছয় প্রকার শরণের লক্ষণে লক্ষ্যান্বিত হইয়া সজ্জন কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন।

কৃষ্ণৈকশরণ সজ্জনের কৃষ্ণৈকশরণতা ব্যতীত বস্তুর শরণ গ্রহণে প্রবৃত্তি নাই। তবে, যাঁহারা বৈষ্ণবাপরাধী কামুক, তাহাদের জন্য কপটতা করিয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া পরিচয় দেন এবং ভক্তের শুদ্ধভক্তির অভাব পূর্ব্বক নিজ প্রতিষ্ঠার কারণে কৃষ্ণৈকশরণতা জানেন, তাঁহারা মিছাভক্ত বা কপটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ভক্তের স্বভাবে পরনিন্দা নাই, অন্যের প্রতি ঈর্ষা নাই, পরহিংসা নাই, মৎসরতা নাই। যাহা সজ্জনে নাই, সেই গুলি মিছাভক্ত কপটীর বৈষ্ণব-পরিচয় তলে অবস্থিত ও সম্প্রতিষ্ঠিত। অধোক্ষজ ভগবান্ ও শুদ্ধভক্তের বিদ্বেষ করাই স্বভাবজাত ধর্ম্ম। উহা কৃষ্ণৈকশরণতা নহে, কৃষ্ণবহির্মুখতা মাত্র। কপটী মিছাভক্ত যখনই কৃষ্ণৈকশরণ হন, তৎকালে হরিগুরু বৈষ্ণব-সেবিতার অপকারিতা উপলব্ধি করেন এবং স্বীয় অবৈষ্ণবোচিত দুষ্টস্বভাবের হস্ত হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হন। হরিবিমুখ জীবের কৃষ্ণৈকশরণতা দুর্ল্লভ হইলেও সাধুসঙ্গক্রমে সজ্জনের এই মূল গুণ বা স্বরূপলক্ষণে দৃষ্টি পড়ে। তিনি মৎসরতা ও কপটতা ছাড়িয়া ক্রমশঃ সজ্জনের আদর্শে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করেন।

পাপমোচনী একাদশী

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনূদিত,
বি, এ।

[illegible]

[illegible]

অতএব কোটি কল্পার্জ্জিত পাপসমূহ এই ব্রত প্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে অনেক অন্তরিক্ষ প্রাপ্তির যোগ্য হয়ে থাকেন।

নাম-সাধন সুলভ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপলীলায় ও নীলাচলে উচ্চ নামের সংকীর্ত্তন দ্বারা জগতের জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত সকলেই শিক্ষাষ্টকের অনুসরণ করিয়া ভজন করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোক এই,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
(চৈঃ চরিতামৃত)

তাৎপর্য্য এই যে, হে ভগবন্! আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া নামসমূহের বহু সংখ্যক প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামের নামীর সকল প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনাম স্মরণ করিবার কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই, অর্থাৎ ভোজন, শয়ন, নিদ্রা কোন কালেই নাম স্মরণ করিবার অসুবিধা বিধান করেন নাই। কিন্তু আমার এতই দুর্ভাগ্য যে, শ্রীনামসমূহে কোন অনুরাগ জন্মিল না। 'বহুপ্রকার' বলিতে ভগবানের মুখ্য ও গৌণ নামসমূহ বুঝায়। মাধুর্য্যবিগ্রহ—কৃষ্ণ, রাধারমণ, গোপীজনবল্লভ; ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ—বাসুদেব, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি মুখ্য নাম। ভগবদ্বিভিন্ন অংশ বা অসম্যক্ আবির্ভাবাত্মক ব্রহ্ম পরমাত্মাদি নামসমূহ ভগবানের গৌণ নাম। ভগবানের মুখ্য নামসমূহ নামীর সহিত অভিন্ন, তাহাতে সকল শক্তি একাধারে সমাপিত আছে, গৌণনামসমূহেও বিবিধ শক্তি আংশিকভাবে রহিয়াছে।

জীব উপাস্যবস্তু-বিস্মৃতিবশতঃ নশ্বর মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। ভগবৎ সেবা-বিমুখতাই দুর্দ্দৈব। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি হওয়ায় তাঁহার দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। অন্যাভিলাষবশে তিনি ঐহিক সুখলাভে প্রমত্ত, সকামভাবে স্বর্গাদি-সুখপ্রাপ্তি এবং ভোগত্যাগেচ্ছায় হীন নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতে নিরত। কৃষ্ণ-সেবেচ্ছা জীব-স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম, তাহা উপাধিযুক্ত ত্রিবিধ পথের অনুশীলনায় আচ্ছাদিত হওয়ায় জীবের স্বভাবের কাম হইয়াছে। ফলে তিনি কখনও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম নামক ত্রিবর্গ সংগ্রহে ব্যস্ত হওয়ায় অথবা অপবর্গ বা কামনার অঙ্কুশ দ্বারা তাড়িত হইয়া দশবিধ অপরাধের আবাহন পূর্ব্বক নাম সেবা করিতে গিয়া অপরাধ করিতেছেন। সেই ভাবে তিনি যে নাম গ্রহণ করেন, তাহা শুদ্ধ নাম গ্রহণ নহে, পরন্তু নামাপরাধ।

যখন বদ্ধজীব নিজের অপরাধভাব অতিক্রম পূর্ব্বক সাধুসঙ্গোদ্দেশে ভুক্তি-পিপাসায় চালিত না হইয়া এবং নিজ মঙ্গলের জন্য সম্বন্ধজ্ঞানে উদাসীন হইয়া নাম গ্রহণ করেন, তখন নাম-সেবনে তাঁহার আত্মমঙ্গল উদিত হয় অর্থাৎ সেই সময় তাঁহার নাম গ্রহণ হয় না, নামাভাসমাত্র হয়। নামাভাসের ফলে তিনি প্রপঞ্চ-জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমুহূর্ত্তে নামসেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। তদনন্তর পুরুষোত্তমগণই শুদ্ধ নাম-গ্রহণে সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমলাভের অধিকারী হন।

সংসারাসক্ত জীবের দুর্গতি দর্শনে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম-ভজন-প্রণালী শিক্ষা দিতে গিয়া অনুরূপ অভাবরূপ দুর্দ্দৈবের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ দুর্দ্দৈব মধ্যেও ভগবৎকৃপা বর্তমান। নামাপরাধের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে পরিত্যাগ এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলে অপরাধের অবসর হয় না। নামাভাসে মুক্তি হয় অর্থাৎ নিখিলবিঘ্ন ধ্বংস হয়, পরেই শ্রীনামগ্রহণে জীবের অধিকার হয়। এই সকল সুযোগ ভগবানের দয়ার পরিচায়ক। শুদ্ধনাম গ্রহণ-প্রভাবে জীবের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ ঘটে। কালের বিধি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে
অহর্নিশ কৃষ্ণনাম বলহ বদনে॥"
"সঙ্কীর্ত্তন বহি ইথে বিধি নাহি আর।"

শ্রীচরিতামৃতে,—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধ

বিগত মঙ্গলবার বৈশাখ, ১৩৩৬ যশোহর জেলান্তর্গত মাধবপুর ...বাসী শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস দেবশর্ম্মা ... মহাশয় তদীয় ... শ্রাদ্ধ সমাজে শ্রীগৌড়ীয়মঠে সম্পন্ন করাইয়াছেন।

কল্পিত 'ছড়া' কীর্ত্তন নিষিদ্ধ কেন

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্বর্ণকানি হি
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌতপারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘনঃ॥
তত্ত্ববিরোধ-সম্পৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা॥"
(অনন্ত সংহিতা)

অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এই ষোল-নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া, দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা 'কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে' পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রৌত-পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান্ নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরুলঙ্ঘনকারী। আত্মহিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধ-পূর্ণ সেই সব দুর্জ্জনের মত (দুঃসঙ্গ জ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবেন।

শাস্ত্রযুক্তি জ্ঞানশূন্য, তত্ত্বজ্ঞান-রহিত কতকগুলি ব্যক্তি আজকাল আপনাদিগকে গুরু-সংজ্ঞায় সজ্জিত করিয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" প্রভৃতি কল্পিত ছড়াকে 'মহামন্ত্র' 'মহানাম' প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করিতেছে। এইরূপ কল্পিত পদ যে সুসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট, তাহা সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক 'গৌড়ীয়'-পত্রে ও 'নদীয়া-প্রকাশে' বহুবার শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রমাণিত করা হইয়াছে। যাহারা উপরি উক্ত 'কলিসন্তরণোপনিষৎ' 'অনন্তসংহিতা' ও পুরাণাদির বাক্য, ব্রহ্মানারদাদি মহাজনগণের উপদেশ এবং কলিযুগপাবনাবতারী জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী লঙ্ঘন করিয়া এবম্বিধ স্বকপোলকল্পিত অপরাধপূর্ণ ছড়াকে মহানাম বলিয়া কীর্ত্তন বা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা শাস্ত্রানুসারে দুর্জ্জন বা অসৎ নামে পরিচিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত শুদ্ধভক্তগণ ইহাদিগকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ, সাধুগুরু বৈষ্ণববেশধারী রাবণ-কালনেমী অঘ-বক-পূতনাদি তুল্য, প্রতারক রূপে দর্শন করিয়া ইহাদের নিকট হইতে শত যোজন দূরে অবস্থান পূর্ব্বক 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার' প্রতিপালন করেন।

হে ভ্রাতৃগণ! আপনারা যদি সত্য সত্যই আত্মকল্যাণ লাভ করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে উপরিউক্ত শাস্ত্রাদেশ, মহাজন-বাক্য এবং কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শিরোধার্য্য করিয়া দুর্জ্জনের মত দুঃসঙ্গ জ্ঞানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কপট শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন,—অচিরেই আপনাদের যাবতীয় অনর্থ নিবৃত্ত হইতেছে এবং আপনারা ক্রমশঃ এক অনির্ব্বচনীয় নিত্যানন্দময় ধামের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

নামাপরাধ

সাধুনিন্দা

পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন

শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিরন্তর এক আদেশটিই শ্রবণ করা যায়—দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীহরিনাম জপ কীর্ত্তন করিতে হয়। নামাপরাধীর অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা নাই। পুনরায় স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকিয়া অপ্রমত্তাবস্থায় নিরন্তর গৃহীত নামই, যে সকল অপরাধ ক্ষয় করিয়া থাকেন। অবিশ্রান্ত অর্থাৎ অব্যাহত ভাবে, শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে তাদৃশ নামোচ্চারণ ফলেই অভীষ্ট সিদ্ধ ঘটে। অর্থাৎ ক্রমশঃ নৈরন্তর্য্যাবস্থায় নামাভাস ফলে অনর্থ নিবৃত্তি এবং তদনন্তর শুদ্ধ-নামোদয়-ফলে কৃষ্ণপ্রেমোদয় হয়। প্রত্যেক নামাশ্রয়কারী সাধকের দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা থাকা আবশ্যক, নতুবা অজ্ঞাতসারে নানাবিধ নামাপরাধ উপস্থিত হইয়া নামগ্রহণকারীর ভজনোৎসাহ বিনষ্ট করিয়া দেয়। আমিও আজ শ্রীগুরু বৈষ্ণবের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া নিজ কল্যাণ লাভেচ্ছায় নামাপরাধ

হইতে মুক্ত হওয়ার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীগুরু বৈষ্ণব চরণে উহাই প্রার্থনা—সিদ্ধান্তের বাহিরে অপ্রসঙ্গ হওয়ার দুর্দৈব যেন আমার উপস্থিত না হয়। তাঁহাদিগের শ্রীচরণ-প্রসাদে আমিও যেন নামাপরাধ মুক্ত হইয়া বাস্তব পক্ষে নামাশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি।

যাঁহারা নামপরায়ণ সাধু অর্থাৎ যে নাম-পরায়ণ সাধু হইতে এ জগতে শ্রীকৃষ্ণ-নাম মহিমা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই সাধুনিন্দা শ্রীনাম প্রভু কখনও সহ্য করেন না। সুতরাং নামপরায়ণ সাধুর চরণে অপরাধ থাকিলে কখনই শ্রীনাম প্রভুর কৃপা হয় না। সাধুনিন্দা প্রধান নামাপরাধ। সাধুতে অসাধু বুদ্ধি; অসাধুতে সাধুবুদ্ধি অর্থাৎ নামাপরাধ-কীর্ত্তনকারীকে নামপরায়ণ সাধু ও শুদ্ধ-নামকীর্ত্তনকারীকে অসাধু পর্য্যায়ে বিচার করা উভয়ই সাধু-নিন্দারূপ নামাপরাধ। যে পর্য্যন্ত সাধু অসাধু জানিবার সৌভাগ্য না হয়, সদ্গুরু-পদাশ্রয় না ঘটে, সে পর্য্যন্ত সাধু-নিন্দারূপ নামাপরাধ অনিবার্য্য। কারণ জগৎ মুক্তি মিশ্র একদল। কিনিতে শিখিয়া, বাহ্য বেষ ভূষা দর্শনে আপ্তকরণক ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ী নামাপরাধ-আশ্রিত-গণকেই সাধু মনে করিয়া সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধবিবর্ত্তে পতিত হইতেছে। নামাপরাধীর নিকট শ্রীনাম প্রভু থাকেন না; সুতরাং তাহাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত মনগড়া নাম-মন্ত্র-বীজ নামক নামাপরাধ কোথায়ও উপ্ত হয় না।

"নাশ্চর্য্যমেতদ্যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সেৰ্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্॥"
(ভাঃ ৪।৪।১৩)

"যাহারা এই জড় দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ পুরুষ-গণ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও মহা-পুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পদ-রেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দ-কের তেজো নাশ করিয়া থাকে। অতএব অসতের মহৎ বিদ্বেষ শোভনীয়; কারণ তাহা দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রায়শ্চিত্তই প্রাপ্তি হইয়া থাকে।" "কৃষ্ণ-স্বভাব ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে;"

সাধুনিন্দক অর্থাৎ বৈষ্ণব নিন্দকের মুখে নাম কীর্ত্তিত হয় না বা ভগবান্ তাহার পূজা গ্রহণ করেন না।

"—বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন মরণ॥
বিদ্যা-কুল-তপ সব নিষ্ফল তাহার
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠজন॥
শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপি নাশ পায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥"
(চৈঃ ভাঃ)

এই প্রকার সাধু-নিন্দকের দুর্দ্দশার কথা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরা-নাদিতে ভূরি-ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। তাহার সমস্ত প্রমাণ উদ্ধার করিতে হইলে অনেক-গুলি মনুষ্যজন্মের কাল 'নযুক্ত হইলেও সমাপ্ত হইবে কি না সন্দেহ।

কেবল যে বৈষ্ণব-নিন্দাকারীই দোষী তাহা নহে। যিনি বৈষ্ণব-নিন্দা-শ্রবণ করেন, তাঁহারও অপরাধ হয়।

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥"

ভগবান্ বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি স্থান ত্যাগ করেন না, সেই ব্যক্তিও সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন।

"কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চেজ্
জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥"
(ভাঃ ৪।৪।১৭)

অতএব ঈশ্বর-বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করি-বার বিধি শাস্ত্রে বিহিত আছে। বিদ্বেষি-জনে উপেক্ষা অর্থাৎ অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণবের আচার। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

'বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি॥'

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বলেন—
'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।'
'যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ।'

শ্রীনামপরায়ণ ব্যক্তিকে সাধু নিন্দা-শ্রবণের সম্ভাবনীয় ছিদ্রগুলি বিশেষ প্রকারে বন্ধ করিতে হইবে। নতুবা নাম-কীর্ত্তন-অপ শুধু নামাপরাধেই পর্য্যবসিত হইবে।

নিমাই

(ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এই ব'লে সনাতন মিশ্র কাশীনাথকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর ভেতর রেখে গেলেন। গিন্নী কাশীনাথকে দেখে বড় খুসী হলেন, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নিজ হাতে একখানা 'আসন এনে কাশীনাথ মিশ্রকে বসতে দিলেন, বল্লেন কাকা! আমার বিষ্ণু-প্রিয়ার কথা কে তাদিগে বল্লে, কি রকমে তারা জানতে পারলে?

কাশী। কে বলে থাকবে, আর না হয় তো ঘাটে পথে কোনখানে মেয়ে দেখে থাকবে। অমন মেয়েতো আর হবে না। রূপে লক্ষ্মী গুণে লক্ষ্মী। ও মেয়ে দেখলে কি আর কেও আয়ত্ত করে?

গিন্নী। আপনাকে কে পাঠালেন?

কাশী। না পাঠান নি কেও, আমিই একবার বেড়াতে বেড়াতে তাঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম। বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা তুলতেই বল্লেন, দেখ তা যদি হয়, তো ভালই হয়।

গিন্নী। কাকা! খবর শুনে আমরা খুব খুসী হলাম। এখন যে রকমে হয়, তাই করুন।

কাশী। তা দেখি চেষ্টা করে, আমার সাধ্যমত কসুর করবো না, যাতে হয় তো করাবই।

গিন্নী। হাঁ কাকা। আপনি না হলে হবে না। আমার বিষ্ণুপ্রিয়ার যদি কপাল ভাল হয়—আমার বিষ্ণু কমলার চরণে ফুল জল দিয়ে থাকে, সে হবে। যাতে হয় আপনি সে চেষ্টা করে।

নিমাইয়ের পিসী বল্লেন, কাশী তোমার খবর শুনে তো বড় এমন যাতে করে কাজটা হয়, তা তোমাকে করতেই হবে। তোমার মুখের কথায় সকাল মধ্যে যায় বাপু! বিষ্ণুপ্রিয়া তো তোমার পর নয়।

নিমাইয়ের মামী বল্লেন, কাশীনাথকে আপনারা কম একজন মনে করেন নাকি? আহা মুখের কথা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, কাশীনাথ বল্লে নিশ্চয়ই হবে। কাশীনাথ হতেই তো এ সম্বন্ধ জুটেছে। তা যাতে করে কাজটা তোমাকে করতেই হবে। তুমি যাতে খুসী হও সে কাজ করবো।

আর আর যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কাশী-নাথকে এইভাবে অনেক কথা বলতে লাগ-লেন। গিন্নী উঠে গিয়ে ঘরে থেকে একখান রেকাবী পুরে সন্দেশ আরও অন্য অন্য কত রকম মিষ্টি জিনিষ নিয়ে এসে বল্লেন কাকা! যে খবর এনেছেন, তাতে একটু মিষ্টি মুখ না করে গেলে অকল্যাণ হবে, উঠে আসুন। এই বলে একখানা পিঁড়ে পেতে দিয়ে কাশীনাথকে খেতে দিলেন। কাশীনাথ সেই গুলি সব খেয়ে, বল্লেন আপনারা জানেন না, যে রকমে হয় তা করবো। পাড়ার মেয়েরা কাছে থেকে দেখে গিয়েছে এরকম দেখিনি, তবে এখন ভগবান্ কি করেন, বলতে পারিনে। সম্প্রদা আপনারা নিশ্চয় জানেন আমাই কাল, শেষ করবে। এই বলে বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সনাতন। কেমন, মেয়েদের মতামত বুঝলেন তো? এখন আপনারই হাতে।

কাশী। না সে জন্য ভাববেন না। একটা দিন স্থির করে দিন। পারিতো সেইদিন সাতপাক ঘুরিয়ে দেব। বিলম্ব করায় দরকার কি?

সনাতন। ভাল, ভাল, বড় শুভ। শুভস্য শীঘ্রং। বেশ, বেশ। আপনি যখন এতে হাত দিয়েছেন, তখন আর কিছু ভাবিনে।

এখুনি কাশীনাথ বাড়ীর ভেতর গেলে পরই বলদেব জ্যোতিঃসম্রাট নাম করে একজন গণক সনাতন মিশ্রর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, সনাতন আর কাশীনাথ মিশ্রের কথা শুনে বল্লেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল নাকি?

সনাতন। হাঁ, স্থির হওয়াই—ইনি যখন বলছেন তখন আর অন্যথা হবে না। আপনি একটা ভাল দিন বলে দিন, উনিও বলছেন—সেইদিনই বিয়ে হয়ে যাক।

বলদেব দিন শুনে বল্লেন বাঃ! এই সামনে বৃহস্পতিবার তো বেশ ভাল দিন দেখছি! বুধুলগ্ন অশ্বিনীযুক্ত যোগে বিয়ে দিয়ে দিন, অতি উত্তম দিন। মেয়ের ঠিকুজীখানা একবার দিন, কেমন যোটক হয়েছে দেখি?

সনাতন। মেয়ের ঠিকুজী পেলে তো হবে না, ছেলেরটা পাচ্ছেন কোথা?

বলদেব। ছেলের ঠিকুজী আমার জানা আছে, আপনি মেয়ের খানা দিন। সনাতন মিশ্র তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঠিকুজী এনে দিলেন, বলদেব ঠিকুজী দেখে বল্লেন বা! বাঃ! রাজ যোটক হয়েছে। আর কিছু দেখবার দরকার নেই। আজই সম্বন্ধ বাদাবাদী করে ফেলুন।

সনাতন মিশ্র বলদেব আচার্য্যের কথা শুনে কাশীনাথকে বল্লেন, শুনলেন তো? আপনি এখন আর বাড়ী যাবেন না, বরাবর নিমাই পণ্ডিতের মায়ের কাছে গিয়ে কথাটা শেষ মাসাস্ত করে আমাকে খবর দিয়ে কেমন, তা পারেন না।

কাশী। তা আর বলছেন? এখনি, কাজ শেষ করে, আপনাকে খবর দিয়ে তবে বাড়ী যাব। আপনারা যখন থেকে ছেন, তখন আর ছাড়ছেন না।

সনাতন। বেশ, বেশ, তবে যান আর দেরি করবেন না? এ দিকে সন্ধ্যা হোলো—যান।

ক্রমশঃ

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নাম্নাপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

১। [illegible] ২। [illegible]
৩। [illegible] ৪। [illegible]
৫। [illegible] ৬। [illegible]
৭। [illegible]

[illegible]

[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

[illegible] প্রভৃতি সহ

[illegible] প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

[illegible]

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০৲। [illegible] গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

[illegible] ভিক্ষা [illegible]

[illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিখ্যাত চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

[illegible]

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।। টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড

হাতে লইতে পারিবেন।

[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা পাওয়া যায়; ষাণ্মাসিক ১।।০; সাপ্তাহিক [illegible]

[illegible] গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	[illegible]	[illegible]
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible] ৩য় সংস্করণ) গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	[illegible]
৩।	[illegible] ও [illegible]	[illegible]
৪।	[illegible] (প্রথম পরিচ্ছেদ)	[illegible]
৫।	[illegible]	[illegible]
৬।	[illegible], অর্থাভিধান ও [illegible]	[illegible]
৭।	[illegible] (নূতন সংস্করণ)	[illegible]
৮।	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	[illegible]
১০।	[illegible]	[illegible]
১১।	[illegible] গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	[illegible]	[illegible]
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible] টীকা ও [illegible]	[illegible]
১৪।	[illegible]	[illegible]
১৫।	[illegible]	[illegible]
১৬।	[illegible]	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of [illegible]*	[illegible]
১৮।	[illegible]	[illegible]

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীমায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-: *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন [illegible] ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইজন মায়া পাশে পুরি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে বৈশাখ, শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

"শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রগৃহ ব্যতীত অন্যত্র অন্নপানাদি গ্রহণ করেন নাই'—এই কথায় সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া জাতিব্রাহ্মণ ও জাতিগোস্বামিগণ যে মহাপ্রভুকে একজন তাঁহাদেরই দলের শুক্রশোণিতাভিমানী জাতিগোস্বামিবাদী করিয়া তুলিতে চান, ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধের কথা আর কিছু হইতে পারে না। মহাপ্রভু ব্যবহারিক বিপ্রকুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তির হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু তিনি পারমার্থিক বা বৈষ্ণবদীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণববিপ্রের হস্তপাচিত দ্রব্যই গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু যে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈধসন্ন্যাসীর আচারলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দুইটি উদ্দেশ্য আছে—একটী উন্মুখতোষণ, আর একটি বিমুখমোহন। বিমুখগণ দেখিয়াছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায় রামানন্দের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অন্যত্র ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, কাশীতে চন্দ্রশেখর-গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ না করিয়া তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি ব্যবহারিক পান-ভোজনাদি বিষয়ে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করেন নাই। কিন্তু উন্মুখগণ দেখিতেছেন—প্রাকৃতসহজিয়াগণের ঐরূপ বিচার সম্পূর্ণ মাৎসর্য্যমূলক। প্রসাদগ্রহণাদি ব্যাপারকে মহাপ্রভু কখনও কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা মায়াবাদীর ধারণানুসারে 'ব্যবহারিক কার্য্য' বলেন না, উহাকে সম্পূর্ণ পারমার্থিক কার্য্যই বলিয়া থাকেন। ব্যবহারিকের সহিত পারমার্থিকের সমন্বয় চেষ্টাকে মহাপ্রভু ও তদনুগগণ কখনই প্রশ্রয় দিবেন না। মহাপ্রভু বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকেন। অবৈষ্ণবের কোন বস্তু তিনি গ্রহণ করেন না, যথা—

"নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।"

—(চৈঃ চঃ ম ৮,৪৯)

প্রসাদাদি সেবন বা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টগ্রহণ যদি ব্যবহারিক বা সামাজিক বিচারের অধীন কর্ম্মকাণ্ড হইত, তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামী বারবার বলিতেন না যে—

'এ'তে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি' ঘৃণালাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তা'তে বার বার কহি, শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তা'তে সাক্ষী কালিদাস॥

(চৈঃ চঃ অ ১৬।৫৮-৬১)

ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান—ভক্তের মর্য্যাদা বর্দ্ধনকারী ভগবান্ তাঁহার ভক্তের সহিত কপট ব্যবহার করিবেন, ব্যবহারিক বিচারে ভক্তকে ব্যবহারিক জগতের নিকট লঘু করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। মহাপ্রভুর বিচারে কোন সাহসের অভাব নাই। মহাপ্রভু কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত গুরুব্রুবগণের মত তাঁহার ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ভক্তগণকে পতিত রাখিয়াই পতিতপাবন সাজিয়া বসেন না যে, আমি পারমার্থিক মতে তোমাদিগকে 'ভক্ত' বলিয়া স্বীকার করিলেও ব্যবহারিক মতে তোমাদিগকে 'ভক্ত' বলা দূরের কথা, সামান্য ব্রাহ্মণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না অর্থাৎ তোমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিলে! জাতিগোস্বামি গুরুব্রুবগণ অর্থের লোভে পতিতপাবন সাজিয়া শূদ্র কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে শিষ্য করেন বটে, কিন্তু জাতি যাওয়ার ভয়ে তাহাদিগকে সাবিত্র ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র দিতে পারেন না, তাহাদের জলও স্পর্শ করেন না; শুধু শিষ্যগণকে বলেন—"তোমরা ভক্তিসহকারে আমাদিগকে যে সকল অন্নপানাদি অন্তরে অন্তরে নিবেদন করিয়া দিবে, আমরা তোমাদের অলক্ষ্যে আসিয়া পারমার্থিক বিচার-মতে অন্তরে অন্তরে তাহা সব ভক্ষণ করিব কিন্তু ব্যবহারিক মতে তোমাদের হাতের জলটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, কেন না তাহাতে আমাদের জাতি যাইবে। তোমাদিগকে ব্রাহ্মণশিষ্যের ন্যায় স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র দিতে পারি না। তবে তোমরা জানিও এ সকলই আমাদের ব্যবহারিক লীলা।" মহাপ্রভুর এরূপ কপটতাবতার নাই। যাঁহারা নিজেরাই পাতিত্যভয়ে ভীত, তাঁহারা আবার কোন্ সাহসে পতিতপাবন সাজিতে চান? জগতে এইরূপ কত বঞ্চনা যে চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শিষ্যের বিত্তাপহারক ব্যতীত সন্তাপহারক গুরু জগতে বড়ই দুর্লভ। তাই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটি প্রধান কার্য্য পড়িয়াছে—ব্যবসায়ি গুরুব্রুবগণের যাবতীয় কপটতা লোকের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ করিয়া দেওয়া। জগৎ আর কত দিন অন্ধ থাকিবে? যাহাকে নিজ বৈষ্ণব সন্তানরূপে স্বীকার করিবে, তাহাকে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাধিকার দেওয়ার কথা দূরে থাক, তাহার হাতের জলটুকু পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে জাতি যাইবে, অথচ পতিতপাবন গুরু—এ গুরুগিরি জগৎ হইতে যত শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করে, ততই মঙ্গল—জগজ্জঞ্জাল দূর হয়।

ভগবৎ-সম্বন্ধীয় সমস্ত অনুষ্ঠানই পারমার্থিক। দীক্ষাদান, দীক্ষাগ্রহণ, অর্চ্চন, প্রসাদ-সেবন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারই পারমার্থিক; যেখানে ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানে অন্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হউক, তাহাতে আমাদের বলিবার কোন কথা নাই। কিন্তু পারমার্থিকের সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে ব্যবহারিকতা চালান' বিশুদ্ধ কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈষ্ণবদীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণবের সন্তান ব্যবহারিক মতে এক প্রকার হইবে আর পারমার্থিক মতে অন্য প্রকার হইবে—এরূপ ধারণা অত্যন্ত অপরাধমূলা। সর্ব্বমৌলাচার্য্যবিগ্রহ মহাবদান্য মহাপ্রভুর আচরণ কোন সঙ্কীর্ণ সামাজিক-নীতির পরিপোষক নহে। মহাপ্রভু বৈষ্ণবব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিলেও শৌক্রব্রাহ্মণব্রুবগণ তাহাই তাঁহাদের শুক্রশোণিতের বড়াই রাখিবার একটি নজীর বলিয়া যেন লাফাইয়া না উঠেন। মহাপ্রভু অবৈষ্ণব অত্যন্ত কুলীন ব্রাহ্মণেরও জল স্পর্শ করেন না। শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামী প্রভুকে মহাপ্রভু যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি অবৈষ্ণব মাত্রেরই হস্তপাচিত অন্ন কুক্কুর-মাংসতুল্য পরিত্যাজ্য জানিতে বলিয়াছেন, যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯।১০৯)—

"অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংসসদৃশং
ভবেৎ॥"

অন্যত্র—

"বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং
বৈষ্ণবৈঃ সদা
অবৈষ্ণবানামন্নন্তু পরিবর্জ্যমমেধ্যবৎ॥"

আবার এক্ষণে জানা এই যে-'বৈষ্ণব' বলিতে কেবল মালাতিলকধারী অসৎসঙ্গ-লোলুপ ব্যভিচাররত সাধারণ বা গোস্বামিব্রুবগণকে বুঝিলে চলিবে না। যাঁহারা কৃষ্ণৈকশরণ হইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ, তাঁহারাই বৈষ্ণব। সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষযুক্ত 'বৈষ্ণব' নামধারীর হাতের জল মহাপ্রভুর সেবায় লাগে না। ভক্তের দ্রব্য মহাপ্রভু কাড়িয়া কাড়িয়াই খাইয়া থাকেন। শ্রীধরের ফুটা লোহপাত্রে জল খাইতে মহাপ্রভু বড় ভালবাসেন, কিন্তু বিদ্যা ধন-কুলমদমত্ত ব্যক্তির রত্নপাত্রও মহাপ্রভু স্পর্শ করেন না।

মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামীকে উপদেশ দিয়াছেন, যে, "নর সংস্কারে দৈক্ষী দীক্ষা-প্রভাবে পারমার্থিক বিপ্রত্ব সাধিত হয়।" শ্রীল ভট্টপাদ এই বিষয় তত্ত্বসাগরোক্ত "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥" শ্লোক-প্রমাণদ্বারা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। শ্রীমৎ সনাতনগোস্বামিপাদও উহার টীকায় আরও স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে—"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা।" মহাপ্রভু যে শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে "স্বামীকে যে না মানে, তারে বেশ্যা মধ্যে গণি" স্বামিটীকার মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই স্বামিপাদের "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ" (ভাঃ ৭।১১।৩৫ ভাবার্থদীপিকা)—এই টীকা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ' শ্লোকের "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ"—এই বাক্যের অর্থ পরিজ্ঞাত আছেন। যখন সনাতন গোস্বামীপাদ মহাপ্রভুর সমীপে 'নীচজাতি, নীচসঙ্গী, সুতরাং অস্পৃশ্য' প্রভৃতি বলিয়া দৈন্য করিতেছিলেন, ইতিহাস-সমুচ্চয়োক্ত বাক্যটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো
যথাহ্যহম্॥"

—অর্থাৎ চতুর্ব্বেদপাঠী বিপ্রও আমার প্রিয় নহেন, কিন্তু আমার ভক্ত যেকোন নীচকুলোদ্ভূত হইলেও তিনি আমার প্রিয়। তাঁহাকেই যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতে হইবে এবং তাঁহার নিকট হইতেও যাবতীয় বস্তু তাঁহার প্রসাদ স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; আমি যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেইরূপ পূজ্য। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও উপদেশামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং
প্রীতিলক্ষণম্॥"

অর্থাৎ বৈষ্ণবের সাহচর্য্যে দান-প্রতিগ্রহ, রহস্য বলা ও শুনা, বৈষ্ণবকে ভোজন করান ও তাঁহার প্রদত্ত প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ প্রভৃতি প্রীতিলক্ষণ সাধন করিতে হইবে। ইতিহাস-সমুচ্চয়োক্ত শ্লোকের 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং' এবং উপদেশামৃতের 'ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে' বাক্যদ্বারা 'নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট হইতে পক্ক তণ্ডুল বা কদলী ও ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট হইতে পক্ক অন্নাদি গ্রহণ করিতে হইবে' এরূপ কোন অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়োজন উপলব্ধ হয় না। শ্রীল ভট্টপাদ হরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসে বিষ্ণুপুরাণ বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণু-
স্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্বন্তি ভক্ষণে [illegible]
কুষ্ঠব্যাধি-সমাযুক্তাঃ [illegible]
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা [illegible]

—শ্রীশিব [illegible]

নৈবেদ্যই লক্ষণ [illegible] তাহাকে ভক্ষ্যাভক্ষ্য [illegible] পারে না। পুরীর [illegible] মহাপ্রসাদ আর অন্যত্র [illegible] কোনস্থানে জগন্নাথ নাই, [illegible] মহাপ্রসাদ হয় না। [illegible] প্রমাণ। [illegible] শ্রীবিগ্রহ উচ্ছিষ্ট [illegible] জগন্নাথের অন্নমন্দিরে বিরাজিত, সুতরাং সকলই মহাপ্রসাদ হয়। আবার যাঁহারা অতি-বুদ্ধিমান হইয়া স্থান-মাহাত্ম্যের কথা বলিয়া [illegible] মহাপ্রসাদে অভিলাষ [illegible] যান, তাঁহার শ্রীধাম নবদ্বীপ বা বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কি পুরীর অপেক্ষা [illegible] দর্শন করেন? যদি তাই না হয়, তবে [illegible] মাহাত্ম্য [illegible] অভিন্ন মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য স্বীকার করেন না কেন? [illegible] এ প্রকার বিচার [illegible] নিতান্ত [illegible] বাতুলতা এবং অসম্পূর্ণ বিচারের পরিচায়ক হয়।

পরিশেষে বক্তব্য [illegible] যাহারা [illegible] মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য মুক্ত [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] তাহাদের উদ্দেশে [illegible] মহাপ্রভু [illegible] বিপ্রের অন্ন [illegible] গ্রহণ করেন না, [illegible] [illegible] শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। (চৈঃ চঃ ম [illegible]) [illegible] মহাপ্রভু [illegible] বলিয়াছেন—
"[illegible] কেনে? [illegible] করিলা ভোজন॥" (চৈঃ চঃ [illegible]) মহাপ্রভু অনেক সময় ঠাকুর [illegible] এক পংক্তিতে [illegible] করাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। [illegible] আদেশ [illegible]-ব্রাহ্মণের [illegible] শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে যবনকুলে আবি-র্ভূত ঠাকুর হরিদাস ও [illegible] কুলোদ্ভূত মুকুন্দের সহিত [illegible] করি-বার আদেশ দিয়াছেন—
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন
[illegible] আচার্য্য সঙ্গে [illegible]

করিল ভোজন ইচ্ছা যে আছিল মনে
(চৈঃ চঃ ম [illegible])

মহাপ্রভু কি বিচ্ছিন্ন কার্য্য ছিলেন, [illegible] কেবল কার্য [illegible] লৌকিকতা না [illegible] ঠাকুর হরিদাসের সহিত পংক্তি ভোজন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন? মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকে অধিক সম্মান এবং [illegible] কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকে অল্প সম্মান দিয়া [illegible] আদর্শ স্থাপন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"[illegible] কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেন নহে।
[illegible] সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥"
"[illegible] জাতি [illegible] ভজনে [illegible]।
[illegible] বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
[illegible] বড় [illegible]
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥"

বৈষ্ণবতা প্রাকৃত [illegible] জাত কোন বস্তু নহে, উহা নিত্য সত্য সনাতন জীবাত্মার ধর্ম—ধাতুময় দেহধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যাহারা 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব', 'ক্ষত্রিয় বৈষ্ণব', 'বৈশ্য বৈষ্ণব' বা 'শূদ্র বৈষ্ণব' বিচারাবলম্বনে [illegible] বৈষ্ণবকে সম্মান দিতে চায়, তাহারা [illegible] 'নারকী' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। [illegible] কুলোদ্ভূত [illegible] পাদোদক মহাপ্রভুর [illegible] পান করিয়াছিলেন।
"[illegible] পাদোদক দিলে ভক্তগণ।"
(চৈঃ চঃ অ [illegible])

"মহাপুরুষের বিচার কি আমরা অবলম্বন করিতে পারি?" এরূপ একটি [illegible] বৈষ্ণবাপরাধের দোষে [illegible] [illegible] বৈষ্ণবের কৃপালাভে বঞ্চিত হন। মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের আচার বিচার অনুকরণ করা উচিত নহে বটে, কিন্তু অনুসরণ করিতে হইবে [illegible] মহাপ্রভুকে [illegible] 'লোকী' বলিবার সাহস [illegible] উৎপাত [illegible] কুলোদ্ভূত [illegible] বৈষ্ণবে [illegible] মহা-প্রভুর [illegible] মহাপ্রভুকে [illegible] প্রদান করিয়া [illegible] কি বুঝিতে হইবে মহাপ্রভু [illegible] আচার বিচার করিবার কুআদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন? [illegible] অপরাধমূলক [illegible] হইতে আর কত দিনে বিচার গ্রহণ করিবে!

মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট বুঝিতে হইলে মহা-প্রভুর ভক্তের নিত্য সঙ্গ করা আবশ্যক। আমদেরমানসে যাহা ইচ্ছা তাহা নানারূপ মতামত প্রকাশ করা কখনও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। আমরা [illegible]

নামাপরাধ

শ্রীবিষ্ণু হইতে শিব নামাদির স্বাতন্ত্র্য চিন্তন।

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীবিষ্ণু-নাম হইতে শিব-নামাদির পৃথকত্ব বোধ অর্থাৎ সকল নামই শ্রীবিষ্ণু-নামের সহিত সমান বা এক—এই বুদ্ধিতে বিষ্ণুনাম বাদ দিয়া শিবাদি অন্য দেবগণের নাম গ্রহণ করা নামাপরাধ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বিষ্ণুতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন বিষ্ণু-নাম ব্যতীত অন্যদেবতাদির যে কোন নামই গ্রহণ করুক না কেন, তাহাতে বিষ্ণু ও অন্য দেবতাদিগের চরণে অপরাধই হইয়া থাকে।

নামাপরাধাভিমানী কর্ম্মী ও পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় নিয়তই এরূপ নামাপরাধ আবাহন করিয়া থাকেন। তাহাদিগের হরির লুট দেওয়া, নাম সংকীর্ত্তন-চেষ্টা—কোনটাই নামাপরাধ-বিবর্জ্জিত বলা যাইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত "বিষ্ণুই পরদেবতা, সকল-দেবশরণ্য, দেবতাগণ বিষ্ণুর শরণাগত উপাসক মাত্র".—এই বুদ্ধি পরিপক্ব না হয়।

"[illegible]
[illegible]
বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং
ত্রিধা॥
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ
পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো
ভবেৎ"॥
(ভাঃ ১০।৮৮।৩ ও ৫)

"বৈকারিক, তৈজস ও তামস এই তিন প্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত এবং সদা মায়া-শক্তিযুক্ত হইয়া "শিব"। আর শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপ-দ্রষ্টা; তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয়। সুতরাং শিবাদি ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বিষ্ণু হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। তদ্গুণগৃহীত জানিলে নামাপরাধ হয় না।

দুঃখের বিষয় [illegible] হেতু বিভিন্নকালে বিভিন্ন কামকামী হইয়া যাহারা দেবান্তরে পরমেশ্বর বুদ্ধিতে—কলেরায় [illegible] নাম বা রক্ষা কালীর নাম, বসন্তে শীতলার নাম, বিপদে মঙ্গল-চণ্ডী বা মধুসূদনের নাম, দুঃখে দুর্গা নাম, শোকদুঃখে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের [illegible]

[illegible] ব্রাহ্মণেতর-গৃহে [illegible] গ্রহণ ও শ্রীঅদ্বৈতের ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদানের বিচার প্রদর্শন করিল।

নাম বা পূজায় লিপ্ত থাকিয়া নামাপরাধই করে, তাহারা কখনও "যথা তরোর্ম্মূল-নিষেচনেন" শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ নহে। বৃক্ষ-মূলে জল সেচন করিলে যে ডালে, ফুলে, ফলে, পাতায় পৃথক্ করিয়া জল দিতে হয় না, পেটে আহার দিলে চোখ, কাণ, নাকের জন্য পৃথক্ আহা-রের দরকার হয় না; ইহা না জানাতেই এই প্রকার নামাপরাধ-রূপ বিপদ উপস্থিত হয়। কারণ "সর্ব্বদেবময়ঃ হরিঃ"। "হরিময়াঃ সর্ব্বে দেবাঃ" নহে। হরির আশ্রিত জীব, জীবাশ্রিত হরি নহেন; হরিতে সর্ব্ব দেব শরণাগত, সর্ব্বদেবে হরি শরণাগত নহেন। সুতরাং এক হরিনাম কীর্ত্তনে সমগ্র দেবতা ও পূজ্যগণের নাম ও পূজা হইয়া যায়। একথাটী অনেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারণায় ধরে না, যেহেতু সর্ব দেবারাধ্য সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাবতারী পরব্যোমনাথ সঙ্কর্ষণ অবতারী নারায়ণ শ্রীবলদেবে অশ্রদ্ধা-নিবন্ধন তাঁহারা দুর্ব্বল ও ভীত। কি জানি কোন্ দেবতা কোন সময় অসন্তুষ্ট হইয়া ভোগের ভাতাসনটা টলাইয়া দেন, সুতরাং শনৈঃ শনৈঃ অবস্থায় যখন যাঁহার কথা স্মৃতি পথে উদিত হয় তাঁহাকে ভয় করিয়াই তাঁহার পূজা আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে আবার সকলকে সন্তুষ্ট রাখা চাই, অতএব বার মাসে তের পার্ব্বণ অনন্ত ব্রত-পালনে চেষ্টা। এরূপ ভাবে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া শেষে গাধা বেচারার মত নাকাল হইতে হয়। এরূপ ভাবের নামাপরাধের আবাহন বুদ্ধিমান্ সাধক কখনও করেন না।

সদ্গুরু ও গুরুব্রুব

(শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি, এ,)

কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
সর্ব্বসংশয়সংছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ॥
হঃ ভঃ বিঃ

পরম করুণাময়, সুসম্পূর্ণ, সর্ব্বগুণ-বিশিষ্ট, স্পৃহাশূন্য, সর্ব্বজীবের হিত সাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্ববিদ্যা-পারঙ্গত, শিষ্যের সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছেদনে সমর্থ, আলস্য বিহীন, সর্ব্বদা হরিসেবা-নিষ্ঠ পুরুষই গুরু বলিয়া কথিত হন। 'গু' শব্দে অন্ধকার, 'রু' শব্দে হরণ করা। যিনি জীবের হৃদয়স্থিত বস্মাস্বরূপ অন্ধকারকে দিব্যজ্ঞানদ্বারা দূর করিতে পারেন, তিনিই 'গুরু'।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন দ্বারা—অজ্ঞানান্ধ-কারকে দূরীভূত করিয়া—জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত

করেন, তিনিই "গুরু"। সদ্‌গুরু কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, কৃষ্ণৈকশরণ, শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত এবং তজ্জন্য প্রাকৃত কোনও বিষয়ে বশীভূত নন

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণদাস। জীবের কৃষ্ণ-দাস্য-বিস্মৃতিই সংসার-বন্ধনের হেতু। প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাসু জীব যখন কোনও অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া আর্ত্তি ও ব্যাকুলতার সহিত ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে ও স্বীয় মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহার করুণা প্রার্থনা করে, তখন পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহার নিকট গুরুরূপে উদিত হন। "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, শ্রীকৃষ্ণ জীবকে কত ভালবাসেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা জীবকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আকর্ষণ করিতেছেন। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া জীব ভোগবাঞ্ছা করত মায়ার কবলে পতিত হয়। মায়ার কবলে পতিত হইলেও শ্রীভগবান্ তাহাদের উদ্ধারের জন্য নিজে অবতার গ্রহণ করেন ও পতিত জীবের উদ্ধার করেন। বদ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি নাই। পরমাত্মা বহু শ্রুত, মেধা ও পাণ্ডিত্যাদির দ্বারা লাভ করা যায় না। স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব পরমাত্মা—সেই জীব হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে জীবাত্মা ভগবানের সেবাকাঙ্ক্ষী হইয়া—পরমাত্মার কৃপা ভিক্ষা করেন। দিনমণি সূর্য্য স্বপ্রকাশ বস্তু। জড়ীয় কোনও চেষ্টার দ্বারা অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের আলোক প্রকাশ করা যায় না। তদ্রূপ জীব নিজ প্রাকৃত, আধ্যক্ষিক ও অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রাকৃত অধোক্ষজ বস্তুর ধারণা করিতে পারে না। অতএব জ্বরার্ত্ত হইলে লোকে যেরূপ জলাশয়ের নিকট গমন করে, সেইরূপ জীব যখন জন্ম মরণাদি সংসারানলে তাপিত হয়, তখনই তাহা হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করে ও প্রাণপণে অত্যন্ত কাতরতার সহিত পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, সর্ব্বস্ব দিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেই তিনি তাহাকে আপনার করিয়া লন। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে না পারিলে তিনি ধরা দেন না। জীব নিত্যকাল ভগবানের দাস; প্রভু সেবকের সর্ব্বস্ব চান। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের প্রকাশতত্ত্ব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥" শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত শ্রীভগবানের চরণ সমীপে পৌঁছিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। সাত্বতশাস্ত্রসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীগুরুদেবই শ্রীভগবান্‌কে জানেন। তিনি কৃপা করিলেই ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি পরমাগতি লাভ হইতে পারে।

ভক্তি-লাভেচ্ছু-ব্যক্তিই পারমার্থিক গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। ধর্ম্ম জীবনের প্রথম উপায়—ভগবানের সমীপে নিষ্কপটে ও ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা জানাইলে তিনিই জীবের আর্ত্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহার নিকট মহান্ত গুরু প্রেরণ করিবেন। জীব নিজের ভোগবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া কখনও ভোগ চক্ষে সদ্‌গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিবে না। অনেক সময় আমরা শুভেচ্ছু-প্রণোদিত হইয়া সদ্‌গুরু-অনুসন্ধানপর জীবন আরম্ভ করি। কিন্তু শেষে যে ব্যক্তি আমার মনের মত কথা-বার্ত্তা বলিয়া আমাকে শ্রেয়ের পরিবর্ত্তে প্রেয়ঃ প্রদান করেন, তাঁকেই সদ্‌গুরু মনে করিয়া আমাদের জীবন বিপন্ন করিয়া ফেলি। আমি মনে মনে "আমার কপটতা নাই" ভাবিলেও আমি আমার ভোগ-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হওয়ায় বঞ্চিত হইয়া পড়ি। সরলতার একটু অভাব থাকিলেই আমাদিগকে এইরূপ ভাবে বঞ্চিত হইতে হয়। কিন্তু নিষ্কপটে সত্য সত্য শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ তৎপর হইলে তাঁহার আর চিন্তা থাকে না, শ্রীভগবান তাঁহার নিকট মহান্ত গুরুরূপে আবির্ভূত হন।

বর্ত্তমানে অত্যন্ত বঞ্চনা মূলক ব্যাপার আচার্য্যাভিমানী ব্যক্তির দ্বারা এই জগতে চালিত হইতেছে। বদ্ধজীবকুল স্বীয় স্বভাব বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বদা ভোগময় রাজ্যে বিচরণ করে। তাহারা যাহাতে তাঁদের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, সেই সমস্ত কথাই শুনিতে অভিলাষী হয়, কোনও পুরুষকে আচার্য্যরূপে বরণ করিবার পূর্ব্বে যদি একবার মাত্র চিন্তা করা যায়, কে আচার্য্য হইতে পারে—তাহা হইলে অভিমানী ব্যক্তিদের নিজ বুদ্ধি বাহির হইয়া যায়। যিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন ও অপরকে আচারে স্থাপন করেন, সেই আচারবান্ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ আচার্য্য নামে অভিহিত হন। বর্ত্তমানে আচার্য্যাভিমানী ব্যক্তিগণ সদাচার প্রতিপালনের দিক দিয়াও মাড়ান না অথচ 'আচার্য্য'-নামে অভিহিত হইয়া লৌকিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চান। এ বড়ই মজার কথা, কোনও সদ্‌গুণাবলীর থাকিবে না, অথচ সকলে আমাকে সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর আধার জানিয়া পূজা করুক এই বাসনা পূর্ণমাত্রায় থাকিবে। আজ কাল শোনা যায়, কতকগুলি গুরুক্রব রাজা ও বিষয়ীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিত্তাদি নানা উপায়ে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া নিজেরা বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করেন। উক্ত আচার্য্যক্রবগণ অর্থলোভে প্রবৃত্ত অর্থশালী বারবনিতাকেও তাঁহাদের কৃপাদানে কুণ্ঠিত নন। সর্ব্বদাই লক্ষ্য, কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করা যায়। পাঠকগণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবেন, ইঁহারা আচার্য্য নামের উপযুক্ত কিনা? জগতে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু লোকের অভাব। আমরা সেকেলে কল্পিত মনোধর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত। যে কেহ আসিয়া আমাদের মনোধর্ম্মের ইন্ধন যোগাইয়া আমাদের ভোগপর বুদ্ধিকে উদ্দাম বেগে চালাইবার সুযোগ করিয়া দিতে পারেন তাঁদের প্রতি আমাদের প্রীতি জাগিয়া উঠে। আমরা বাহিরের বস্তু লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, অন্তর্দৃষ্টি করিবার সময় ও সুযোগ একেবারে হারাইয়াছি। মুখে বলি, আমরা সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত, আমরা সত্যের সেবক, কিন্তু কার্য্যতঃ 'অসত্যেরে সত্য করি' মানিয়া নরক পথের যাত্রী হই। এই শ্রেণীর লোকগুলি বাহ্যে মালাতিলকাদি ধারণ করে, আবার তাদের কণ্ঠ-কণ্ঠিত গুরুবর্গের মুখে অর্থশাস্ত্রাদি শোধন ও জীবশক্তি করিতে রত। আচার্য্যাভিমানী ব্যক্তিগণ রাজা ও বিষয়ীকে শিষ্য করিতে গিয়া তাদেরই মন্ত্রণা স্বীকার করিয়া বসেন। তাহাদের নিকট হইতে নানাপ্রকার ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছু আদায়ের মতলবে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কাজেই ইহাদিগকে শাসন করা এই জাতীয় গুরুবর্গের সাধ্যায়ত্ত নহে।

ধর্ম্মজীবন যাপনে উৎসুক ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বদা ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করা উচিত, যাহাতে ভগবানের দয়ায় তাহাদের সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় হয়। শ্রীভগবানের কৃপা হইলে তিনি ধর্ম্মপিপাসু জীবের পরমা গতি লাভের জন্য মহান্ত স্বরূপে উদয় হইয়া অন্তর্য্যামিরূপে শিক্ষা দেন।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরু হইতে পারেন না, আবার বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইলেও গুরু হইবার যোগ্য হন।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪ সংখ্যার পর)

কাশীনাথ রুদ্ধ রথে বসে উঠে, নিমাই-দের বাড়ীর দিকে

সন্ধ্যাবেলা দিনটা শেষ হয়েছে, ঠাকুর আরতি হচ্ছে, এমন সময় কাশীনাথ নিমাইদের বাড়ী গিয়ে উঠলেন। নিমাইদের ঠাকুর-আরতি শেষে বাইরে এসে দেখলেন কাশীনাথ, বললেন, হাঁ কাশী, কি করে এলে, খবর ভাল তো?

কাশীনাথ হাঁ, খবর খুব ভাল, সব ঠিক করে এসেছি। আমি না হলে হোতো না। এ বিয়ে আমি এক জোড়া চৌধী কাপড় নোবো, আর আপনারা মনে বুঝে যা দিয়ে আমাকে খুসী করতে পারেন—নচ্ছি। কোমর করলাম, আর দেরী নেই। আগামী শুক্ল পক্ষের দিন সাব্যস্ত করে এসেছি। এখন আমি আসি, রাত্রি হয়ে গেল, এই বলে কাশীনাথ বেরিয়ে গেলেন।

বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে, দিন পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছে শুনে শচীদেবীর মনে বড় আনন্দ হতে লাগলো বটে, কিন্তু কি করে বিয়ে হবে—টাকা পয়সার দরকার—ঘরে এমন কিছু নেই যে, সব জিনিষপত্র কিনে দেবেন—বড় ভাবনা হ'তে লাগলো—ভাবনায় সমস্ত রাত্রি ঘুম হোলো না। "পূর্ব্বে যে আশা করেছিলাম, তা তো হয়েছে। এখন কৃষ্ণচন্দ্র যা করেন তাই হবে" বলে চুপ করে রইলেন।

সকাল বেলা নবদ্বীপময় রটনা হয়ে গেল, নিমাই পণ্ডিতের আবার বিয়ে। সকলেই শুনে খুব খুসী। বুদ্ধিমন্ত খাঁ—বড় মানুষ রাজা সদৃশেই হয়—বিয়ের কথা শুনে, তাড়াতাড়ি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী এলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়—তিনিও এক জন কম নন—বড় মানুষ, বিয়ের কথা শুনে তিনিও এসে হাজির। নিমাইয়ের বন্ধু-বান্ধব, শিষ্য সকলেই এসে উপস্থিত। সকলেই বড় খুসী, সকলে মিলে বিয়ের কথা নিয়ে খুব আনন্দ আহ্লাদ করতে লাগলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ বললেন, এবারে বামুন বিয়ের মত দেওয়া হবে না, বড়মানুষের যেমন বিয়ে হয়, তেমনি ভাবে জাঁকজমক করে বিয়ে দিতে হবে, যত খরচ লাগে সব আমার। কথাটা সকলেই শুনতে পেলেন, মুকুন্দ সঞ্জয় বললেন বাঃ বেশ ভাই! তুমিই সব খরচ করবে, আর আমি বুঝি কিছু খরচ করতে পাব না? আমার বুঝি কিছু নেই?

বুদ্ধিমন্ত। আচ্ছা, তবে তুমি জামাইদের সব খরচ লাগে, সব দিও।

মুকুন্দ। বেশ, তাই।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আবেদন করুন :

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

নবম খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ১০ । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাধারী

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ) গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	১৲
৩।	আচার ও আচার্য্য	৶০
৪।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৪॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৴১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়	৸০
৯।	[illegible]	০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	[illegible]	।০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৴
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২.

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 5/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcua

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে বৈশাখ, সোমবার—১৩৩৬.

মায়াবদ্ধ-জীবের মুক্তির উপায়

স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র জীবগণকে সূত্ররূপে শিক্ষাষ্টক নামক আটটী শ্লোক দিয়াছেন, তাহাই ভক্তগণের কণ্ঠমণিহার, তাহাতে তাঁহার শিক্ষা সমস্তই গূঢ়রূপে নিহিত আছে। ভক্তগণ সেই গূঢ়তত্ত্ব বিচার করিয়া দশমূল রচনা করিয়াছেন। দশমূলে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন বিচারে সাধ্য সাধন সূত্ররূপে কথিত আছে। এই দশমূলের ৭ম শ্লোকের মর্ম্ম এই,—

সংসারে উচ্চাবচ-যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরি-রসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন লাভ হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক দশা দূর হইতে থাকে—জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করিয়া বিমল কৃষ্ণপ্রেমরস ভোগ করিতে যোগ্য হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়
সাধু-সঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

বেদ বলিয়াছেন,—যখন জীব সেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পান, তখন তিনি বীতশোক হইয়া তাঁহার মহিমা লাভ করেন।

'মুক্তি' কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানিতে পারি যে, মায়া-বন্ধন-মোচনের নাম মুক্তি; তাহা সাধুসঙ্গ-প্রাপ্ত পুরুষের অবশ্যই লভ্য, কিন্তু মুক্তি হইলে জীবের যে মহিমা লাভ হয়, তাহাই অন্বেষণীয়। মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ—এই বাক্যে অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপে অবস্থিতিই প্রয়োজন। বন্ধন-মোচন যে মুহূর্ত্তে হয়, সেই মুহূর্ত্তে মুক্তির কার্য্য হইয়া গেল; কিন্তু স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের অনন্ত ক্রিয়া আরম্ভ হইল—তাহাই তাঁহার মূল প্রয়োজন। অত্যন্ত দুঃখহানিকে মুক্তি বলা যায়, কিন্তু মুক্তির পর চিৎসুখ-প্রাপ্তিরূপ একটী অবস্থা আছে, তাহা ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন,

—এই জীব মুক্তি লাভ করিয়া এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময়জ্যোতিঃসম্পন্নস্বরূপে নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে অবস্থিত হন; তিনিই উত্তম পুরুষ, তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ ক্রীড়া ও আনন্দ সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীব যখন হরিরসরসিক বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত মঙ্গলোদয় হয়। একথায় কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ ইত্যাদি শুভকর্ম্মদ্বারা কি চরমে হরিকথা লাভ হয় না?—

ভাঃ ১১।১২।১-২ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

সর্ব্ববিধ অনর্থনিবারক সাধুসঙ্গ যেমন আমাকে বশ করে, আসন-প্রাণায়ামাদি যোগ, তত্ত্ববিবেকরূপ সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাসাদি ত্যাগ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, কূপতড়াগাদি নির্ম্মাণ, সামান্যতঃ দান, চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রত, দেবপূজা, মন্ত্ররহস্য, তীর্থপর্য্যটন, নিয়ম ও যম এই সকল কিছুই আমাকে তাদৃশ বশীভূত করে না।

হরিভক্তিসুধোদয়ে বলিয়াছেন, যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ, তাহার সেইরূপ মণিস্পর্শের ন্যায় গুণ হয়। অতএব শুদ্ধ সাধুলোকের সঙ্গ দ্বারা শুদ্ধসাধু হওয়া যায়। সাধুসঙ্গই সকল প্রকার শুভদ; শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। সাধুসঙ্গ অজ্ঞাতরূপে কৃত হইলেও তাহাতে বিশেষ উপকার, যথা ভাগবতে (৩।১৩।৫৫)

অজ্ঞানক্রমে অসাধুসঙ্গ করিলেও সংসাররূপ অসৎফল লাভ হয়। সেই সঙ্গ অজ্ঞানেও যদি সাধুতে কৃত হয়, তাহাই নিঃসঙ্গ। ভাগবতের ৭।৫।৩২ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

যে পর্য্যন্ত জীব নিষ্কিঞ্চন, মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পাদরজোদ্বারা অভিষিক্ত না হন, সে পর্য্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগমস্বরূপ ভগবচ্চরণে তাঁহার মতি হয় না।

এই সংসারে অনাদি মায়াবদ্ধ জীব কখনও দেবযোনিতে, কখনও পশুযোনিতে স্মরণাতীতকাল হইতে কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছে। কখনও সুকৃতিবলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয়, সেই সময় হইতেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মতি জন্মে। ইহাই জীবের মুক্তি-লাভ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে শাস্ত্রযুক্তি মূলে বিচার করিয়াছি যে, মহাপ্রভু বৈষ্ণবে জাতিসামান্যবুদ্ধি করিয়া আসুর লৌকিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ সংস্থাপন করিয়া যান নাই, পরন্তু তিনি "সেই শ্রেষ্ঠ সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬)—এই বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ [illegible] পাঞ্চরাত্রিক বিধান মতে দৈক্ষিক [illegible] কৃষ্ণভজনপরায়ণ নরমাত্রেরই [illegible] বিপ্রতা স্বীকার করিয়া দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে বর্ণাশ্রম-বিচারই ধর্ম্মসংস্থাপক শ্রীভগবানের বিচার। লৌকিক বিচার-প্রাবল্যে দৈব বা আসুর বর্ণাশ্রম বিধান রক্ষা করিবার জন্য কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রাপঞ্চিক অবতরণ-লীলা নহে। মহাপ্রভু নিজ [illegible] কুলমর্য্যাদার [illegible] কুক্কুর মাংসভুক্ [illegible] ইতিহাস-সমুচ্চয়োক্ত "[illegible]" বাক্যানুসারে যে কোন কুলোদ্ভূত ভক্তের ভক্তাপ্রদত্ত অন্নপানাদি পরম আদরে স্বীকার পূর্ব্বক ভক্তের মানবর্দ্ধন করিয়াছেন। "নীচেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্ কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥" এ সকল বিচার [illegible] সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণেরই উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য জন্মে।

সুকৃতিহীন ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিকুলপদ মহাপ্রভুর ভক্তাবশ্যতে অন্নপানাদি গ্রহণ-লীলা দেখিয়া তাঁহাদের স্মার্ত্ত ধারণানুসারে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবে ভেদবুদ্ধি করেন—এরূপ অপরাধজনক বিচার করিয়া মহাপ্রভুকে তাঁহাদের দলে আনিবার চেষ্টা করিলেও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তির গৃহে অন্নপানাদি গ্রহণ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের যবনকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র দান-লীলার কোন ক্রমেই সমাধান করিতে না পারিয়া শেষে যেন তেন প্রকারেণ স্মার্ত্ত-সমাজপরিবর্ত্তী [illegible] বজায় রাখিবার জন্য তাহারা এক যুক্তি বাহির করিল—"নিত্যানন্দ প্রভু অবধূত অর্থাৎ বর্ণাশ্রম বিচারের অতীত পরমহংস-লীলাভিনয়কারী সমর্থ পুরুষ, সুতরাং তাঁহার আচরণ সাধারণ লোকের অনুকরণীয় নহে; আর অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু হরিদাসকে যে শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছেন, তাহাতে আর এমন কি অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, প্রভুর 'অগ্রদান' কোন নিষ্ঠ-ব্রাহ্মণই গ্রহণ করেন না, অগ্রদানী নামক পতিত ব্রাহ্মণেরাই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।"

এসকল অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ঠাকুরমার উপকথার মধ্যে স্থান পাইলেই ভাল হইত! শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্টপূর্ণকারী নিখিল-জাতীয় লোক-নিস্তারক প্রভু নিত্যানন্দের কোন স্বতন্ত্র আচার বিচার থাকিতে পারে না। জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার প্রধান সহায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর লোকশিক্ষার প্রদর্শিত কোন আদর্শের পরিপন্থী হইয়া যথেচ্ছাচার প্রবর্তন পূর্ব্বক ধর্ম্মজগতে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করেন নাই। যে আদর্শ জীবের পক্ষে অনুসরণীয় নহে, যাহা জগৎকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিবে, শ্রীচৈতন্যের জীবোদ্ধার-লীলার ব্যাঘাত উৎপাদন করিবে—এমন কোন আদর্শ শ্রীনিত্যানন্দ স্থাপন করিয়া যান নাই। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়দেশে তাঁহার মনোহভীষ্ট শুদ্ধভক্তি-প্রচারক আচার্য্যরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন।

"নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্ত করিয়া নিভৃতে। উঁহারে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে॥"
"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে। অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥"
—(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৬৫ ও ১৫।৪২)

সুতরাং লোকশিক্ষক আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী নিত্যানন্দের আচারমাত্রকেই পরমহংসের আচরণ বলিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। পরমহংসের আচরণ সাধুশাস্ত্রবিগর্হিত কোন শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আচরণ নহে, পরন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধুশাস্ত্রোক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্মত। তবে মায়াবদ্ধ সাধারণ জীবগণ তাঁহাদের সে আচরণ তত্ত্বতঃ উপলব্ধির অভাবে মূর্খতাক্রমে তাহার অনুকরণ-প্রয়াসী হওয়ায় যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে বলিয়া তাহাদিগকে [illegible] অবধূত 'পরমহংসকুলের আচরণ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে শিক্ষা করিতে বলা হয়। সদ্গুরু পরমহংস অর্থাৎ উত্তমাধিকারী হইলেও লোকশিক্ষার্থ

মধ্যমা[illegible] আচার্যের লীলাভিনয় করিয়া [illegible] পরমহংসকুলের আচরণ[illegible] অনুকরণ বা নকল নহে) [illegible] শিক্ষা প্রদান করেন। যে সকল ভাগ্যহীন জীব সদ্গুরুপাদপদ্ম অতিক্রমণ পূর্বক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু[illegible] "স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস"—[illegible] সনাতনী ভক্তিসিদ্ধান্ত[illegible] [illegible] সৌভাগ্য লাভ [illegible] আচার্য-লীলা[illegible] শ্রীনিত্যানন্দের [illegible] বলিবার [illegible] অমাদের বাহ্য[illegible] পোষণ করেন [illegible] প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সুদর্শনের [illegible] নিজ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীনিত্যানন্দের আচরণকে সদাচারকপে দেখিতে না পাইয়া বলিয়া থাকেন—

"শূদ্রের আশ্রমে যে থাকেন সর্বক্ষণে।
শাস্ত্র-মত মুঞি তাঁ'র না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

দ্রষ্টার এই সন্দেহে কোন প্রকার কপটতা না থাকিলে তিনি সদ্গুরু-সমীপে পরিপ্রশ্নদ্বারা জানিতে পারেন যে,—অধিকারী জনের আচরণ অনধিকারীর অনুকরণীয় নহে [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ পতিতপাবন, তিনি [illegible] শোকমোহাদি-গ্রস্ত শূদ্র পাতক জীবের পাতিত্য দূর করিয়া তাহাকে পরমপাবন করিতে পারেন। শ্রীনিত্যানন্দপাদের অনের পাতিত্য-দোষ থাকিতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দ শৌণ্ডিকালয়ে গিয়া শৌণ্ডিককে উদ্ধার করেন, যবন-গৃহে গিয়া যবনীকে নিজ সেবিকারূপে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু অনধিকারী সাধক জীব গুরুত্রুবের [illegible] শ্রীনিত্যানন্দের আচরণ অনুকরণ করিতে গেলে নিজে বিপরীত ঘটাইয়া বসেন, তাই [illegible] কর্তব্য—[illegible] নিত্যানন্দ-পাদের সঙ্গে নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করা। পরে নিত্যানন্দ-কৃপায় অনর্থ দূর হইলে [illegible] দেখ, তারে কত কৃষ্ণ উপদেশ। [illegible] আজ্ঞায় [illegible] তার' এই [illegible] হইতে না বাধিবে তোমার [illegible]—[illegible] নিত্যানন্দের [illegible] ক্রমে তিনি [illegible] হইতে পারেন। [illegible] বর্তমান না হইয়া প্রাকৃত [illegible] জগতে নানা প্রকার অনর্থ ঘটাইতেছে।

জীব স্বরূপ পর্যন্ত নিজ স্বরূপানন্দ [illegible] শূদ্র বা শোকমোহ-গ্রস্ত থাকেন, তাহার তাঁহার দেহ জন্মে বাহ্মণীর নহে বটে, কিন্তু যখন সেই জীব নিত্যানন্দাভিন্ন সদ্গুরুকৃপাবলে শোকমোহ-নির্মুক্ত হইয়া স্বস্বরূপোপলব্ধিক্রমে [illegible] বৈষ্ণব হন, তখন তাঁহারই সহিত আদান-প্রদান [illegible] ও [illegible] ও [illegible]—এই ষড়্বিধ সঙ্গ বিধেয় হইতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা-প্রাপ্ত [illegible] বৈষ্ণবের পুনর্বিবাহ [illegible] যাঁহারা [illegible] দৃঢ় করেন, তাঁহারা নারকী সংজ্ঞায় [illegible] করিয়া থাকেন। অদীক্ষিত ব্যক্তি বিপ্রকুলোদ্ভূত হইলেও অশুদ্ধ শূদ্র-কল্প বলিয়া তাঁহার সঙ্গ সর্বতো-ভাবে পরিত্যাজ্য, কিন্তু সদগুরু সমীপে দীক্ষিত [illegible] বৈষ্ণবের সঙ্গ পতিত-পাবনী গঙ্গার ন্যায় বাঞ্ছনীয় করিয়া থাকেন। পতিত-পাবন নিত্যানন্দ—শ্রীচৈতন্য-মনোহ-অভীষ্টপূরণকারী নিত্যানন্দের পতিতের উদ্ধার পূর্বক [illegible] পতিতের গৃহে থাক, [illegible] চিরদিন নিত্যানন্দের চিরবিলাস-পরায়ণ হওয়া [illegible] আমার অতি-দর্শনে [illegible] আচরণরূপে প্রতীয়মান হই[illegible] [illegible] একমাত্র শাস্ত্র-সম্মত কি?

অনধিকারী সাধক জীব পতিতের গৃহে গিয়া পতিতকে উদ্ধার করিবার পরিবর্তে পতিত[illegible] হন [illegible] [illegible] শ্রীনিত্যানন্দের সেবায় নিযুক্ত না [illegible] আত্মেন্দ্রিয় [illegible] প্রমত্ত হইয়া পড়েন, এইজন্য শ্রীনিত্যানন্দের আচরণ তাঁহার অনুকরণের বিষয় হইতে পারে না বটে, কিন্তু তাঁহার কৃপালব্ধ পাতিত্য-দোষমুক্ত [illegible] কোন বাধা থাকিতে পারে না, বরং তাহাতে পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং নিত্যানন্দের [illegible] [illegible] নহে"—এই বাক্যের রচনায় দৈববর্ণাশ্রম-ধর্মের বিরোধ চেষ্টা [illegible] হইয়া থাকে। আচার্য[illegible] শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আচার্য-লীলায় দৈক্ষ বিপ্র রূপে [illegible] পূর্বক দৈববর্ণাশ্রম [illegible] উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন—"[illegible] নাই জাতি-কুলাদি বিচার"—মহাপ্রভুর এই বিচার মূর্তরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। [illegible] নিত্যানন্দের পতিতোদ্ধারণলীলাই বদ্ধজীবের একমাত্র [illegible]। নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র [illegible] অনধিকারী ব্যক্তি অধিকারী হইতে পারেন। নতুবা জীবের অনধিকারিত্ব ঘুচাবার আর অন্য কোন উপায় নাই।

"নিত্যানন্দ শূদ্রের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন, কারণ তিনি [illegible]" [illegible] তাৎপর্য কি বুঝিতে হইবে নিত্যানন্দ [illegible] শোকমোহগ্রস্ত বদ্ধজীবের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন? না, তাহা কখনই নহে। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তাঁ'র চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"—এই বিচারানুসারে শ্রীনিত্যানন্দ পাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা ভক্তই নিত্যানন্দের সেবাধিকার লাভ করেন, প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃতের সেবায় লাগে না। অভক্তের পাচিত অন্ন প্রাকৃত গুণযুক্ত না হওয়ায় তাহা ভগবানের ভোগ্য হয় না। অতএব প্রদত্ত নির্গুণ বস্তুই ভগবৎসেবায় লাগে। শ্রীনিত্যানন্দ যাঁহার অন্ন-পাচিত অন্ন গ্রহণ করেন, তাঁহার শূদ্রত্ব থাকিতে পারে না, সুতরাং নিত্যানন্দপ্রভু শূদ্রান্নভোজী নহেন। যেই শূদ্র-কুলোদ্ভূত নিত্যানন্দ-সঙ্গীর শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিলেন কলিসম্ভব অশুদ্ধ শূদ্র-কল্প ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্যকুলাভিমানই দূর হইয়া ব্রাহ্মণত্বের চরমোৎকর্ষতা যে বৈষ্ণবতা, তাহা লাভ হইবে। শ্রীভগবান গৌর-নিত্যানন্দের লীলাসহচর পার্ষদবৃন্দ যে-সে-কুলে উদ্ভূত হইয়া জগদুদ্ধারকার্যে রত হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে জাতি সামান্য-বোধে হেয়জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণে বিরত হওয়ার ন্যায় মহদপরাধ আর কিছু হইতে পারে না।

"সেই ভক্তে সেই বন্ধু, অলক্ষ হীন ছার"—এই বিচারই নিখিল সাত্বত-শাস্ত্রের বিচার। এই বিচার-ভ্রষ্ট হইয়া যাঁহারা নূতন ধরণে বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন-কারক যান, তাঁহারাই ধর্মসংস্থাপক কলিযুগ-পাবনাবতারী প্রভুদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণ করেন। শুদ্ধিকে সাধক শ্রেষ্ঠ নাই, অথচ ইঁহারা কেবল প্রাকৃত ভক্তাঙ্গের সমন্বয়-প্রয়াসী, আমরা তাঁহাদেরও পক্ষপাতী নহি এবং শুক্রশোণিতাভিমানী জাতি-সামান্যবাদি ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিব্রুবগণের বিচারেরও পক্ষপাতী নহি। বর্তমান শুদ্ধি আন্দোলনকারিগণ "যেহেতু নিত্যানন্দ শূদ্রের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম উল্লঙ্ঘনকারী, অতএব সব একাকার হউক"—শ্রীনিত্যানন্দের বিচারসম্বন্ধে এই যে ভ্রান্ত-ধারণা পোষণ করিতেছেন, তাহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। প্রভু নিত্যানন্দ আসুরবর্ণাশ্রমবিচার চূরমার করিয়া দৈববর্ণাশ্রম-বিচারের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং কোন পক্ষেরই লাফাইবার কারণ নাই। জগদ্গুরু নিত্যানন্দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারিলেই বর্তমান সমাজের জীবন লাভ হইবে, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য। ভক্ত যে কোন কুলে উদ্ভূত হইলেও তিনি ব্রহ্মারও বন্দ্য—ইহা নিতাই স্বয়ং আচরণ পূর্বক নিত্যানন্দই জীবের ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, তথাপি নিত্যানন্দের এই আদর্শ অনুসরণ পূর্বক যাঁহারা নিত্যানন্দানুগ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ মহদপরাধ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টিত না হইতেছেন, তাঁহারা চিরকাল রক্ত মাংসের বিচার অথবা বিদ্বৎ-বংশের বিচারকেই প্রাধান্য

জীবস্বরূপনির্ণয়ে

অদ্বৈতবাদীর মতের সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

অদ্বৈতবাদী জীবের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব বুদ্ধ্যুপাধি-পরিকল্পিত স্বরূপ ব্যতীত অপর কিছুই নহে অর্থাৎ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত চেতন ব্রহ্মই অবিদ্যাবৃত হইলে জীবপদবাচ্য হয়েন, বস্তুতঃ জীব বলিয়া অপর কোন পদার্থ নাই। আবার ইহাদের মধ্যে জীব সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকার মতবাদও আছে। কেহ অবিদ্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকেই জীব বলেন, অন্য কেহ বলেন যে, মলিন-সত্ত্বা মায়ায় ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বই জীব, অপর কেহ বলেন যে, আভাস মাত্র জীব, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকিলেও বস্তুগত্যা জীব বলিয়া যে কোন বাস্তব পদার্থ নাই, এবিষয়ে কাহারও মতানৈক্য দেখা যায় না। মায়াবাদিগণ এই স্বকীয় কল্পনার বেদান্তগত প্রামাণ্যের নিমিত্ত 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি-কিঞ্চন,' 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য উল্লেখ করেন। জীব যখন কেবল কল্পনা মাত্র তখন তাদৃশ জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মও থাকিতে পারে না, সুতরাং ইঁহারা জীবকে বাস্তব অবস্থার প্রতিবিম্ব আভাস অথবা অজ্ঞাত অবোধ্যজ্ঞানমাত্র বাচক বলেন।

অতঃপর অদ্বৈতবাদিকল্পিত জীবের সমালোচনা মুখে বলা যায় যে, কোন মত সিদ্ধ করিতে হইলে তাহার দুই প্রকার উপায় আছে—একটি যুক্তিবাদ অপরটি শাস্ত্রবাদ। যুক্তিবাদে তর্কই প্রধান অবলম্বন। কোন কোন স্থলে শাস্ত্রকে স্বীকার করা হয় বটে, তাহা মুখ্যরূপে নহে, গৌণভাবে অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যগুলি যদি তাঁহার যুক্তিবাদ সমর্থিত হয়, তবেই তাঁহারা শাস্ত্র স্বীকার করেন। যুক্তিবাদিগণ লোকসমাজে আপনাদিগকে শাস্ত্রবিশ্বাসী এবং আস্তিক প্রমাণ করিবার জন্য যখন দেখেন যে শাস্ত্রবাক্যের মুখ্যপ্রবৃত্তি বিরুদ্ধচিত্ত অথবা দ্বারা তাঁহাদের যুক্তি রক্ষিত হয় না, তখন তাঁহারা উক্ত শাস্ত্রবাক্যে লক্ষণা কল্পনা করত নিজের যুক্তিবাদ সমর্থনে সচেষ্ট থাকিবেন। ভগবদ্ভক্তের কৃপাক্রমে ভগবৎ কৃপা লাভ আর তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না।

প্রবন্ধ বিস্তৃতি-ভয়ে আমরা অদ্য এই স্থানেই নিরস্ত হইলাম। পরবর্ত্তি সংখ্যায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্রদানের বিচার প্রদর্শিত হইবে।

হয়েন। যুক্তিবাদীর শাস্ত্রস্বীকারে কোন প্রয়োজনই দেখা যাইত না, যদি তাঁহাদের কল্পনাটী সাধারণে জানিয়া লইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যুক্তিবাদীর শাস্ত্র-মান কেবল কপটতা মাত্র। অপরপক্ষে নিত্য কৃষ্ণ বাস্তব সত্যের উপাসক পরম আস্তিক ভক্তগণ শাস্ত্রবাদকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন, শাস্ত্রপ্রমাণ বা শব্দপ্রমাণই তাঁহাদের সম্বল। শাস্ত্রবাদী শাস্ত্রই মুখ্য অবলম্বন এবং সেই শাস্ত্রের প্রকৃত আশয়ের বোধ-সৌকর্য্যার্থ তাঁহারা শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং কোন লৌকিক যুক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রের অনুগত হয়, আংশিকভাবে তাহাও স্বীকার করিয়া থাকেন, পরন্তু শাস্ত্রের প্রতিকূলে কোন প্রকার লৌকিক যুক্তিকে তাঁহারা পদাঘাতে বিতাড়ন করেন।' কারণ—শাস্ত্র তাঁরস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন, "নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া" "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ," "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

মায়াবাদিগণের বিচার কেবল তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা যুক্তিবাদ স্থাপনের জন্য বেদাদিশাস্ত্রের লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে অর্থ করিয়া থাকেন।

অতঃপর মায়াবাদীর কল্পিত জীবস্বরূপের আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ মায়াবাদী বলিয়াছেন যে, মলিন সত্ত্ব-প্রধান মায়ায় নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব; আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, হে মায়াবাদিগণ! তোমাদের ব্রহ্ম ত' রূপ-বিহীন এবং মায়াও হইতেছেন মলিন-সত্ত্ববিশিষ্ট। প্রতিবিম্ব স্ব পড়িয়া থাকে, এবং সাকার বস্তুরই প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু তুমি বলিতেছ, মায়াতে নিরূপের প্রতিবিম্বই জীব, তোমাদের এই উন্মাদ প্রলাপরূপ যুক্তি যদি সত্য সত্যই হয়, তাহা হইলে বায়ুর প্রতিবিম্ব কাচে পতিত হওয়াও উচিত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ—প্রতিবিম্ববাদ স্বীকারে, জীবন্মুক্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না, কারণ মায়াবাদী বলিয়াছেন, মায়ায় পতিত ব্রহ্ম প্রতিবিম্বই জীব, "সুতরাং প্রতিবিম্বটি হয় অন্তঃকরণে, না হয় জীবের অবিদ্যায় রহিয়াছে, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জীবের অন্তঃকরণ থাকা পর্য্যন্ত তাহার মুক্ত হইবার উপায় নাই, কারণ অদ্বৈতবাদী বলেন, অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জীবের অবিদ্যা নাশ হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত হইতে হইলে জীবের জীবিতাবস্থায় অবিদ্যার নাশ হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু অবিদ্যায় ব্রহ্ম প্রতিবিম্বকে যখন জীব বলা হইয়াছে, তখন ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা নাশ হওয়া মাত্রই জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যাইবে, সুতরাং জীবিতাবস্থায় মায়াবাদীর জীবন্মুক্ত হইবার আর কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। যদি বলা হয় প্রারব্ধরূপা কিঞ্চিৎ অবিদ্যা-বর্ত্তমানেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে, তাহা হইলে তাহাতে, তাঁহাদের স্বমতেরই বিরোধ করা হইবে, যে-হেতু তাঁহারা পূর্ব্বে বলিয়াছেন—ব্রহ্মজ্ঞান লাভমাত্রে জীবের সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যার নাশ হয়, আবার এখন বলিতেছেন—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেও কিঞ্চিৎ অবিদ্যা থাকিতে পারে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অবিদ্যা নাশের আর সম্ভাবনা থাকে না। যদি বলা হয় ভোগের দ্বারা প্রারব্ধরূপ অবিদ্যার নাশ হইবে, তাহাও সম্ভব হয় না, কারণ মায়াবাদী বলেন যে, ভোগ অজ্ঞানেরই কার্য্য, সুতরাং উহাও অবিদ্যা, অতএব ভোগরূপ অবিদ্যার দ্বারা প্রারব্ধরূপ অবিদ্যার নাশ হয় বলিলে, অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার নাশের প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা একেবারেই উপহাসাস্পদ। অপর পক্ষে শাস্ত্র শুকদেব, ঋষভদেব প্রভৃতি পুরুষগণকে জীবন্মুক্ত বলিয়াছেন এবং তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়াও তাঁহাদের জীবন-ব্যাপার নির্ব্বাহের সমুদয় ক্রিয়া করিতেন, এরূপ শুনা যায়। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধগণ, ইঁহাদিগকে কি জীবন্মুক্ত বলিবেন না? যদি না বলেন, তাহা হইলে; শাস্ত্র অস্বীকার করায় তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলা যাইবে এবং তাঁহারা যে অবিদ্যায় ব্রহ্মপ্রতিবিম্বকে জীব বলিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে, জীবের অবিদ্যা নাশ হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবত্ব নষ্ট হইবে এবং জীবত্ব নষ্ট হইলেই তাহার দেহপাত হইবে, সুতরাং তাঁহাদের স্বকীয় মত দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে জীবন্মুক্তি কিছুতেই হইতে পারে না, অথচ তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীবন্মুক্তি হয়, অতএব হয় উঁহাদের জীবন্মুক্তিবাদ অস্বীকার করিতে হইবে, না হয়, প্রতিবিম্ববাদ অস্বীকার করিতেই হইবে, এবং যদি 'জীবন্মুক্তি' অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অবিদ্যা নাশের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনেরও কোন প্রয়োজনই বুঝা যায় না, আর যদি প্রতিবিম্ববাদ অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত' বেদান্তের শুদ্ধ মত অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাংশত্ব স্বীকারই করা হইল। অতঃপর পরপ্রবন্ধে আমরা 'আভাসবাদ' লইয়া আলোচনা করিব

পাঠ-কীর্ত্তন

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর সুমধুর হরিনাম পদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। সজ্জনসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বৈষ্ণব বিধানে

শুভ অন্নপ্রাশন

(নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্র)

বিগত ৮ই বৈশাখ ময়মনসিংহ জিলায় বারহাট্টা থানার অন্তর্গত দাপতলা নামক গ্রামে শ্রীপাদ মনোভিরাম দাস অধিকারী মহাশয়ের শিশু পুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন কার্য্য শুদ্ধবৈষ্ণব বিধানে শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী এম, এ বি, এল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধিমতে শ্রীশ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বালকের মুখে অর্পণ করা হইয়াছে।

উক্ত দিবস শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমুদয় গ্রামবাসী অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত গৃহস্থের কদাচারময় অনুষ্ঠানপর এবং বৈষ্ণব গৃহস্থের শ্রীভগবৎ-সেবা ভাৎপর্য্যময় অনুষ্ঠানাদির তারতম্য প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন।

আমরা বালকের কৃষ্ণভক্তিময় জীবনের জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি। বহু সুকৃতিফলেই জীবের ভক্ত-গৃহে জন্ম-লাভ হয়। এক্ষণে বালক ক্রমে কৃষ্ণকার্ষ্ণ প্রীতি অর্জ্জন করিয়া পিতামাতার নয়নানন্দ বিধান করুন, ইহাই আমাদের আশা।

কলির মহামন্ত্র কি?

কলিসন্তরণোপনিষদে,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥"

অর্থাৎ "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষনাশকারী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।

অগ্নিপুরাণে,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
ইতি ব্রুবন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন
সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে"—এই মহামন্ত্র যাঁহারা অবহেলা পূর্ব্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সংশয় নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশ,—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥"

(চৈঃ ভাগবত)

নামাপরাধ

৩। গুর্ব্ববজ্ঞা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞান-দীপপ্রদে
গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জর-
শৌচবৎ॥"

(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

"প্রত্যক্ষ ভগবান জ্ঞান-দীপপ্রদ শ্রীগুরুদেবে যাঁহার মর্ত্ত্য জ্ঞান রূপ দুর্ব্বুদ্ধি থাকে, তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়নাদি হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।"

অধুনা অনেকেই শাস্ত্র-প্রমাণ-দৃষ্টে এবং অজামিলাদির দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিয়া নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, "আমার গুর্ব্ববজ্ঞারূপ প্রবল অপরাধ থাকিলেও কি, নামকীর্ত্তনাদি দ্বারাই ত ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে?" এরূপ মননশীল ব্যক্তিগণ গুর্ব্ববজ্ঞা লক্ষণরূপ মহাপরাধ হইতে ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হন। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাঁহাদের অপরাধ-ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিলেই (অর্থাৎ মহাভাগবত বা সাধু সঙ্গাশ্রয় হইলেই) তাঁহাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। যথা—"প্রমাণ দৃষ্টা অজামিলাদি-দৃষ্টান্তেন কিং যে গুরুকরণ-বিনৈব নামকীর্ত্তনাদিভ্যস্তেষাং যে ভগবৎপ্রাপ্তি-ভাবিনী মন্যামানস্তু গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণ মহাপরাধাদেব ভগবন্তং প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতীতি"—ভাঃ ৬।২।৯ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা।

ভজনীয় বস্তু শ্রীহরি প্রাপ্তির সাধন ভজন। সেই ভজনের উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠতম সাধু শ্রীগুরুদেব। উপদেষ্টা ব্যতীত কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ হয় না, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ভগবদ্ভজন, উপদেষ্টা বা গুরু বিনা কিপ্রকারে সম্ভবে? নিজে নিজে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া কুঁকড়ি সাধুক সাধিলে কখনও শ্রীনাম প্রভু উদিত হন না, যে-পর্য্যন্ত নামপ্রদাতা সাধুর শ্রীচরণাশ্রয় লাভ না হয়।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। একদাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারেই ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ পাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাক্সে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলীনই একটী জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥৴০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধ দ্রব্য সম্মিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অনুত্তোলম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর করিয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, স্বপ্নবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে বৈশাখ, মঙ্গলবার—১৩৩৬

স্থবির-লগুড় ন্যায়

(প্রথমানন সংঘর্ষ)

যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের বর্ণ-পরিচয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই স্থবির-লগুড়-ন্যায়ের কথা অবগত আছেন। আনাড়ি স্থানে স্বল্পদৃষ্টি বৃদ্ধগণ অসমর্থতা-পমুক নাগী স্থানে স্বীয় লগুড় স্থাপন করিতে গিয়া যেরূপে পতিত হন, সেই উদাহরণের অনুসারে এই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি তাহারই একটী দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ভক্তিবিদ্বেষী "বঙ্গবাসী" নামক সাময়িক পত্রের ১২ই বৈশাখের সংখ্যায় "সভাপতির অভিভাষণ" নাম দিয়া একটী অপরিজ্ঞাত অজ্ঞলোকের চর্বিতচর্বণের রোমন্থন প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অভিভাষণের পরিশিষ্টাংশে যে মাৎসর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার আলোচনা আবশ্যক বিধায়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্মের প্রচারক-সূত্রে "নদীয়া প্রকাশে" আমরা ঐ কথার সমালোচনা করিতেছি। আশা করি, ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বঙ্গদেশে আগত উদ্ধব, সেনাপ, বালিখিল্য, বৈনাশ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শাকদ্বীপাগত (মিশ্রান সম্প্রদায়, প্রাচীন বৌদ্ধসম্প্রদায়, শীতাঙ্কুর অক্রূরসম্প্রদায় প্রভৃতির অধস্তন হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের আধুনিক সমাজ, তথা রামমোহন রায়ের সমাজ, কুণাল আলকট ব্লাভেট্স্কির সমাজ, প্রাকৃত সহজিয়া আউলবাউল প্রভৃতির অধস্তনগণের বিচিত্র সম্প্রদায়-সমূহ—যাহারা সব লৌকিক চেষ্টা হইতেও ভক্তিবিদ্বেষকার্য্যে যথেচ্ছাচারিতাপোষণে কৃতসঙ্কল্প, সেইরূপ সমাজের সামাজিক-গণের সভাপতি-সূত্রে উক্ত 'বঙ্গবাসী'-পত্রে যে পাণ্ডিত্য প্রচার হইতেছে, তাহাতে স্থবির-লগুড়-ন্যায়ের হাস্যজনক কতিপয় উদাহরণ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জরা-জীর্ণ অবস্থার যেরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ বিমূঢ় হইয়া পুনঃ ভুক্ত খাদ্যের চর্বিত-চর্বণে ব্যস্ত হয় এবং তাহাকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া রসনাস্বাদমান স্থূল-বুদ্ধিবাদীর অনুকরণ করিতে যায়, অভিভাষণের পরিশিষ্টাংশ পাঠেও তদ্রূপ চর্বিতচর্বণের কথাটী প্রহ্লাদ-কথিত নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে আমাদের স্মরণ-পথে উপস্থিত হয়,—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃপুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্॥

মার খাইয়ামার চুরি করিতে শিখিয়াছে কপট সম্প্রদায় আবহমানকাল প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট নানাপ্রকার অপমান লাভ করিয়া লুক্কায়িত হইয়ার পরেও ভুক্ত অজীর্ণ বস্তু রোমন্থন করিবার যে কপটতা প্রদর্শন করে, তাহার চিত্রটি উপরিলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

ঐ নির্বিদ্বিয় অজ্ঞলোকগণ পুত্র-পৌত্রাদিকে নিজের উপার্জ্জিত সম্পত্তি দান করিবার উদ্দেশে যে-সকল বিপদসঙ্কুল আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা পরলোকগত রামকেশব শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভবভূতি বাবুর উদ্যম চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল।

উপরিউক্ত বহির্মুখগণ মহাজন-বাক্য কথিত "সংস্কারা যত্রাচ্ছন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যম্" প্রভৃতি বাক্য স্বীকার করিয়া বসিয়া নিজেদের গন্ধ ঢাকিবার জন্য যে ব্যর্থ-প্রয়াস করেন, তাহার পূতিগন্ধ অনাদিকাল পর্যন্ত চলে। তবে মধ্যে মধ্যে উহা চাপা দিবার চেষ্টা করিলেও অধস্তন বংশক্রমে সজ্জনদিগকে বোধে বাক্যের 'ভাবের' অপভ্রংশ বাধাইবার কথাটা অশুচি-বিদ্বেষিগণ নিজেদের অশ্রদ্ধাজ্ঞাপকতাকে যে একেবারে বিনাশ করে না, এমন নহে। আবার দুষ্টের দুর্ব্বাসনাদের গাত্র-সমীরণ লোকের তৎসম্বন্ধীয় নানা-কথার আলোচনা করে। অতএব বিদ্বেষবশতঃ নগেন্দ্রনাথ প্রবাসকালে শ্রীযুক্ত ভবভূতি বাবুর নাম 'পাষণ্ড' প্রভৃতি করিতে গিয়া বিপদে পড়েন, ইহাও প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য। কেবল পাণ্ডিত্য দিয়া আত্মরক্ষা হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। জিজ্ঞাস্য এই,—চাটুবচন করিয়া সভাপতির প্রতি আকর্ষণ করিতে যাওয়া কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়?

সনাতন ও নবীনের বিচার করিতে গিয়া চোর যদি সাধুকে বলে,—"ঐ চোর", তাহা হইলেই চোর চৌর্য্যরত্তি বা তাহার ফল হইতে পরিত্রাণ পায় না। অতএব সত্য বিচার যাঁহাদের প্রবল, তাঁহারা যাঁহাদের বিচারে 'নবদ্বীপ', এবং অসত্যের উপাসক জন্ম বাক্য করিয়া সদাচার অনাদিত্ব-তাকে যাঁহারা 'সনাতন' বলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে জনসাধারণে কুশল মনে করিলেও, তাদৃশ চাতুর্য্য অনভিজ্ঞমণ্ডলীতে যদিও বহু হইলেও বঙ্গবাসীর বিজ্ঞ-শ্রেণীর পাঠকের নিকট উহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগ ধরিয়া যে সনাতনধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিপরীত সাধন করিতে চতুর্দশ শতাব্দীর পর যদি বেদবিরুদ্ধ অভক্তগণকে 'সনাতন' বলা হয়, তাহা হইলে স্বার্থান্ধ মোটিবধারী আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

সত্যযুগের কর্দম, ত্রেতাযুগের বিশ্বামিত্র, বৈষ্ণব, দ্বাপরের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও কলি-যুগে শ্রীরামানুজাচার্য্যপ্রমুখ বিদ্বদ্বর্গ ন্যায় 'সনাতন (?) বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' এবং শ্রেষ্ঠ মুনিগণের 'আরামপ্রাসাদগণ', গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া অনভিজ্ঞ স্মার্ত্তের নাম শ্রবণকে 'অভিজ্ঞ' বলিয়া গ্রহণ করিতে যাহারা নিজেরাই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। ঐ সকলের প্রাচীনগ্রন্থগুলি যাঁহার নিকট 'নবদ্বীপ' (!) এবং এক সহস্র বর্ষের মধ্যে যিনি ঐ সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞদের বাক্যের মর্য্যাদা দিতে ইচ্ছা হয়। প্রাচীন স্মৃতি-নিবন্ধ 'হরিভক্তিবিলাস' পর্য্যন্ত যাঁহার প্রবণপথে আগত হয় নাই, তিনি বঙ্গদেশের স্মৃতি-শাস্ত্রের আদেশে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন কিনা,—আর এক জিজ্ঞাস্য বটে। অথবা ইহা কি স্থবির-লগুড়-ন্যায়েরই উদাহরণ-বিশেষ?

গ্রাম্যকথা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ—"গ্রাম্যকথা না কহিবে"। কিন্তু সেই গ্রাম্যকথা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে না পারায় আমাদের নানা-প্রকার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়। কেহ যেরূপ কথা বলা করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুকে আহ্বান করে, আমরাও সেইরূপ গ্রাম্যকথা বলিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মটী কাটাইয়া দিয়া আসিতেছি; যাহার হরিকীর্ত্তন-দ্বারাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা হয়, কিন্তু তাহা না করিয়া প্রজল্প কথা কীর্ত্তন করিয়া এই সাধনার জীবনটি নষ্ট করিতেছি। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অসৎ ভোগের কথা লইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছি—কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কামিনীর জন্য লালায়িত হইতেছি—কখনও দুঃখভোগের কথায় সময় যাপন করি—কোন সময়ে মত্ততার সহিত মদ্যপানে মগ্ন হইয়া অসৎকথায় সময় নষ্ট করিয়া থাকি—আবার কখনও বা উন্মত্ত হইয়া উৎকোচের সহিত ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা বলিয়া নরকের পথে অগ্রসর হই। বিপুল বাক্যের সঙ্গ প্রভাবে জীবনধারণের কথা বলিয়া আমার হৃদয়টী পাষাণের মত কঠিন হইয়া পড়ে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া দিবারাত্রি টাকা টাকা চীৎকার করিয়া জীবন ধর্ম্ম হরণ করিতেছি। যখন কাঞ্চন-কামিনীর বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন ক্রোধবশতঃ নানাকথা বলিতে থাকি। কোন বস্তু পাইবার আশায় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক বাক্য ব্যয় করি। স্ত্রী, পুত্রাদির মোহে আসক্ত হইয়া কত প্রকারের কত কথা যে বলিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কুলমদে, ধনমদে, বিদ্যামদে ও রূপমদে মত্ত হইয়া কত প্রলাপ-বাক্যই না বলিয়া থাকি। অন্যের ভাল দেখিতে না পারিয়া মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা বাক্য-জাল বিস্তার করি। এইরূপে ধনবান ও পুণ্যবান ব্যক্তির সঙ্গে কর্ম্মানুষ্ঠানের কথায়, কি জ্ঞানীর সহিত শাস্ত্রীয় বিতণ্ডাতে কালযাপন করি। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বাক্যই গ্রাম্যকথা—ইহার আর একটী নাম প্রজল্প। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তির ছয়টী কণ্টকের কথা বলিয়াছেন, ইহা তাহার মধ্যে একটী।

হরিকথা ও গ্রাম্যকথার স্বরূপ বিচার

একই ব্যক্তি হরি কীর্ত্তন ও গ্রাম্য কথা অর্থাৎ যুগপৎ দুই প্রকারের বিপরীত কথা বলিতে পারেন না। যখন কেহ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তখন তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি সেবোন্মুখ থাকে। সেই সেবোন্মুখ ব্যক্তির জিহ্বায় উচ্চারিত সমস্ত কথাই হরিকথা। তাহা গ্রাম্য কথা নহে, কারণ সেই কথাগুলি কৃষ্ণানুশীলনোদ্দেশ্যে মুখে উচ্চারিত হয়। মিছাভক্তগণ সাধু-সঙ্গের অভাবে হরিনামের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া বদ্ধজীবের সেবোন্মুখ জিহ্বায় উচ্চারিত শুদ্ধ কীর্ত্তনকে গ্রাম্যকথা মনে করেন আবার সেবোন্মুখ কপট ব্যক্তির প্রাকৃত শব্দ বা নামাপরাধকেই হরিকীর্ত্তন ভাবিয়া অমঙ্গল করেন। দুঃসঙ্গ-প্রভাবে স্বরূপ-বিভ্রান্ত হওয়ায় ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে নরকের পথে অগ্রসর হইতে হয়, বিশেষতঃ শুদ্ধভক্তকেই নিন্দা ভাবিয়া বৈষ্ণবাপরাধ অর্জ্জন করেন। ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে! যতক্ষণ আমরা শ্রীগুরু-দেবের নিকট শ্রীনামমন্ত্র ভাল করিয়া বুঝিবার পর সৌভাগ্য লাভ না করিব, ততক্ষণ এ দুর্দ্দিনের হাত হইতে এড়াইবার কোন উপায় নাই। মায়াবাদীর প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত নামাপরাধ গ্রাম্যকথা ছাড়া অন্য কিছু নহে, কারণ ঐ শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহারা প্রাকৃত বস্তু প্রাপ্ত হয়, তাহার ফলে দূরে থাকিলেও বুঝিবে যে, উহা হরিকথা না হারামখোরির কথা কি না?

হরিকথা

কীর্ত্তন হইতে সাতটী সিদ্ধি

শুদ্ধ কীর্ত্তন হইলে তাহার ফলে—অপরাধনাশ, ভোগ ও মোক্ষ বাসনা শূন্য চিত্তদর্পণের মলিনতা মার্জ্জিত হয়, দেহে আত্মবুদ্ধি ও দেহ-সম্বন্ধীয় বনিতা বস্তুতে মমতা বুদ্ধি এবং ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ সংসার-দাবানলাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়, কৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু ও আমি তাঁহার নিত্যদাস এইরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবা করিয়া অপ্রাকৃত আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন হয় এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়, এইরূপে সাতটী সিদ্ধি লাভ হয়। যেখানে এই সকল ফল লাভ হয় না সেখানে জানিতে হইবে যে, হরিকীর্ত্তন না হইয়া গ্রাম্যকথা আলোচিত হইতেছে মাত্র। এখন ইহাই স্থির হইল যে, অসাধুসঙ্গে উচ্চারিত নামাক্ষর ও বিষয়-কথা সকলই গ্রাম্য কথা।

প্রজল্পকারীর দুর্ভাগ্য

সাধুগণ গ্রাম্যকথা শ্রবণ করেন না, সেই জন্য প্রজল্পকারীর দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধুসঙ্গ হইবার কোন আশা নাই, অধিকন্তু গ্রাম্যকথা বলিবার জন্য অসৎসঙ্গ করিবার আবশ্যক হয়। অসৎ ব্যক্তিরাই ঐ কুকথার কথা শুনিয়া হাস্য-রহস্যাদি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং প্রজল্পকারীর বাক্‌-চাতুর্য্যের বহু প্রশংসা করিয়া থাকেন, তখন ঐ প্রতিষ্ঠা-লোলুপ প্রজল্পকারীর বাক্য-বিন্যাস-স্পৃহা আরও বর্দ্ধিত হয়। কিরূপে নিত্য নূতন কথা বলিয়া শ্রোতাদের চিত্তবিনোদন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিবেন—এই চিন্তাতেই তিনি আকুল হইয়া পড়েন, এইরূপে বুদ্ধের বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়ার বশে অভিভূত হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় এবং ভগবান্‌ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

প্রজল্পকারীর উদ্ধারোপায়

অসৎসঙ্গ-প্রভাবেই আমাদের গ্রাম্যকথা বলিবার স্পৃহা বলবতী হয়। সেরূপ কথা শ্রবণ করা যায়, সেই রূপ কথারই কীর্ত্তন হইয়া থাকে। অসৎ ব্যক্তি অসৎ কথা ভিন্ন অন্য কিছু বলেন না, সেই হেতু অসাধুসঙ্গে উহাদের কথা শ্রবণ করিয়া তাহারই কীর্ত্তন হয়। অতএব প্রজল্প সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ করাই বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য। সাধুগণ নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গে অবস্থান করিলে সেই সৌভাগ্যবান শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবান হৃৎকর্ণরসায়ন কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের মনের ব্যাসঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা ও রুচি হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ-প্রভাবে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন আমাদের সেই সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনাম স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন।

শরীরগত ভগবদনুশীলন

বৈধভক্তগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে চিত্তকে কৃষ্ণপাদপদ্মে নীত করিবার জন্য নিরন্তর যত্ন করিবেন, ইহাকেই ভক্তিযোগ বলে। বৈধভক্তগণের ভগবদনুশীলন-প্রণালী পাঁচ প্রকার যথাঃ—(১) শরীরগত অনুশীলন, (২) মনোগত অনুশীলন, (৩) আত্মগত অনুশীলন, (৪) প্রকৃতিগত অনুশীলন, (৫) সমাজগত অনুশীলন।

আজ আমরা শরীরগত ভগবদনুশীলনের কথা একটু আলোচনা করিব। শরীরগত অনুশীলন সপ্ত প্রকার। বাহ্যেন্দ্রিয়সমুদয় ইহার অন্তর্গত। ১। শ্রবণগত অনুশীলন, ২। কীর্ত্তনগত অনুশীলন, ৩ আঘ্রাণগত অনুশীলন, ৪ দর্শনগত অনুশীলন, ৫। স্পর্শগত অনুশীলন, ৬। আস্বাদগত অনুশীলন, ৭। অঙ্গগত অনুশীলন।

(ক) শ্রবণগত অনুশীলন দ্বিবিধ। শাস্ত্রশ্রবণ, ভগবন্নাম ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ এবং ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ব বিচার, ভগবল্লীলাদি বর্ণনরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র, বৈষ্ণবজীবন-চরিত্র, বৈষ্ণবসংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদি শ্রবণকে শাস্ত্র-শ্রবণ বলা যায়। বেদার্থতাৎপর্য্যানুসারে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত নিরূপণ পূর্ব্বক যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ মহাজনগণকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করা প্রধান ভগবদনুশীলন-কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। ভগবদ্‌ভক্তিই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। শাস্ত্রে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টী শাস্ত্রতাৎপর্য্য নিরূপণের লিঙ্গরূপে নিরূপিত হইয়াছে। এই ছয় লিঙ্গনির্দিষ্ট হরিভক্তিই সমস্তপ্রকার বৈদিকশাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

যে সঙ্গীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্য করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা বর্ণন-দ্বারা ভাবভক্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত বাদ্যাদি শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যে সঙ্গীত সামান্য দর্শেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ সমৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবাকালের গীতবাদ্য, বন্দনাদি শ্রবণ করা বিধেয়।

(খ) কীর্ত্তনগত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত মত শাস্ত্রকীর্ত্তন, নাম-গুণাদি কীর্ত্তন, স্তবপাঠরূপকীর্ত্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ—এই পঞ্চবিধ কীর্ত্তন। নামগুণাদি কীর্ত্তন—বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীত-দ্বারা হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার,—প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। মন্ত্রের সুলঘু উচ্চারণের নাম জপ।

(গ) আঘ্রাণগত অনুশীলনের বিধি,—ভগবদর্পিত পুষ্প, তুলসী, চন্দন, ধূপ, মাল্য, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ গ্রহণ পূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদনুশীলন করিতে হয়। অনর্পিত গন্ধ আঘ্রাণদ্বারা কেবল তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ের বিষয়-রাগ সমৃদ্ধ হয়। ভক্তি অনুশীলনকারীর পক্ষে তাহা যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা উচিত।

(ঘ) শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ, ভগবদ্ভক্ত দর্শন, ভগবত্তীর্থ, ভগবন্মন্দির ও যাত্রাদি দর্শন ও ভগবত্তত্ত্ব-স্মারক চিত্রাদি দর্শন দ্বারা দর্শনগত অনুশীলন কর্ত্তব্য। দর্শনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি জীবকে বহির্ম্মুখরূপাদি দর্শন দ্বারা বিষম বিষকূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাহা কিছু জগতে দেখা যায়, তাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ মিশ্রিত করা উচিত।

(ঙ) ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শকার্য্য হয়। বৈধভক্তজনের কর্ত্তব্য যে, বহির্ম্মুখ শরীর বা দ্রব্য স্পর্শ হইতে বিরত হইয়া সেবাকালে ভগবন্মূর্ত্তি-স্পর্শাহ্লাদ লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত-জন-স্পর্শ ও আলিঙ্গন-দ্বারা অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেন। স্পর্শেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল। তদ্দ্বারা জীবের অসৎসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি পাপ সংঘটন হয়। ভক্তজন এবিষয়ে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন যে, যে সম্বন্ধেই হউক, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত স্পর্শ করিবেন না। কেবলমাত্র শরীর সংলগ্নকে স্পর্শ বলা যায় না, কিন্তু শরীর সংলগ্ন-দ্বারা চিত্তে যে ইন্দ্রিয়-সুখোদয় হয়, তাহাকেই স্পর্শ বলে। কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্য্যে এই মীমাংসাটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(চ) স্বাদগত অনুশীলন দুই প্রকার,—প্রসাদ আস্বাদন ও শ্রীচরণামৃত আস্বাদন। ভক্তজন ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত আর কিছু আস্বাদ করিবেন না। বহির্ম্মুখ বস্তুতে আস্বাদন-বৃত্তিকে চালিত করিলে ক্রমশঃ বহির্ম্মুখতা প্রবল হইয়া পড়ে। ভগবৎপ্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তপ্রসাদ উভয়েই আস্বাদ্য ও ভক্তিবৃদ্ধির পুষ্টিকর।

(ছ) অঙ্গগত অনুশীলন দ্বাদশপ্রকার,—তাণ্ডব, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, অধিষ্ঠানস্থানে গমন, পরিক্রমা, গুরু-বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা, শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, ভগবদ্ভাবমিশ্রিত পুণ্যজলে স্নান, বৈষ্ণবচিহ্নধারণ ও হরিনামাক্ষর ধারণ। তাণ্ডব অর্থে—নৃত্য। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নতি করা উচিত। শ্রীবিগ্রহ বা ভগবদ্ভক্ত দর্শনে উঠিয়া সম্মান করার নাম অভ্যুত্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনের নাম অনুব্রজ্যা। শ্রীমন্দির, ভগবত্তীর্থ, বৈষ্ণবালয় ইত্যাদি অধিষ্ঠানস্থান; তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। উপকরণ দ্বারা ভগবৎপূজারূপ অর্চ্চন, ভগবদ্ভাবমিশ্রিত গঙ্গা-যমুনাদির পবিত্র জলে স্নান, আচার্য্যাদত্ত তিলক-মালাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ ও শরীরে হরিনামাক্ষরাদি চন্দন দ্বারা অঙ্কন করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ নানাবিধ শরীরগত ভগবদনুশীলন বৈধভক্তদিগের কর্ত্তব্যরূপে নির্দিষ্ট আছে। বদ্ধজীব শরীরী; অতএব শরীর সঙ্গে যাহাতে শরীরের ভগবদ্বহির্ম্মুখতা না ঘটে, অথচ সেই শরীরের আবশ্যক সম্পাদন জন্য যত প্রকার কার্য্য করিতে হয়, সেই সমুদয় ভগবদ্ভাব মিশ্রিত হইলে তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলনের পুষ্টি হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

নামাপরাধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

৪। শ্রুতি-শাস্ত্র নিন্দন

বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র নিন্দা নামাপরাধ। কোন্‌ কোন্‌ শাস্ত্র বেদানুগ, তাহা আমাদিগের মধ্যে অনেকের জানা নাই। সর্ব্ববেদ-পারঙ্গত শ্রীশুকদেবই এই সাত্ত্বত বেদানুগ শাস্ত্রসমূহের বিবরণ অবগত আছেন। তাঁহার কৃপায় আমরা সেই সকল কথা পরিজ্ঞাত হইলে, এই নামাপরাধরূপ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, নতুবা নহে।

পুরাণসকলের মধ্যে আমরা অষ্টাদশ পুরাণের কথা শুনিতে পাই। তাহা সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, তিনভাগে বিভক্ত।

"বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥

"মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং
স্কান্দং তথৈবচ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি
নিবোধ মে ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

১। সাত্ত্বিকপুরাণ—বিষ্ণুপুরাণ ১, নারদীয়পুরাণ ২, মঙ্গলময়-ভাগবত-পুরাণ ৩, গরুড়পুরাণ ৪, পদ্মপুরাণ ৫, বরাহ-পুরাণ ৬।

২। রাজসিকপুরাণ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ২, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩, ভবিষ্যপুরাণ ৪, বামনপুরাণ, ৫, ব্রহ্ম-পুরাণ ৬।

৩। তামসিক পুরাণ—মৎস্যপুরাণ ১, কূর্ম্মপুরাণ ২, লিঙ্গপুরাণ ৩, শিবপুরাণ ৪, স্কন্দপুরাণ ৫, অগ্নিপুরাণ ৬।

এই অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে—

"সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্য-
মধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো-
বিদুঃ ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাঞ্চ নিগদ্যতে ॥"
(তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭ সংখ্যাধৃত মৎস্যপুরাণবাক্য)

১। সাত্ত্বিক পুরাণাদি শাস্ত্রে হরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। ২। রাজসিকপুরাণে ব্রহ্মার মহিমাই অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩। তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মাহাত্ম্য অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত। ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহেই, বরং তাহাকে 'কুবর্ত্ম' বলা যায়। অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ (মধ্বভাষ্য ধৃত স্কান্দ বচন)

পঞ্চরাত্র কাহাকে বলে? রাত্র শব্দের অর্থ জ্ঞান "রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং।" জ্ঞান পঞ্চ প্রকার—"জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।" এই নিমিত্ত মনীষিগণ এই গ্রন্থকে পঞ্চরাত্র বলিয়া থাকেন। সাংখ্য, যোগ, বেদ, আরণ্যক পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাবাপন্ন অর্থাৎ একই তত্ত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে একীভূত। ঐ শাস্ত্রগুলি "পঞ্চরাত্র" নামে কথিত হয়। এই পঞ্চরাত্রের বক্তা সাক্ষাৎ ভগবান্ বৈষ্ণবপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় শম্ভু শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে জন্মমৃত্যু ও জরা-নাশক পরম তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করেন। শ্রীল নারদমুনি সর্ব্ব-শাস্ত্র সম্যগ্‌রূপে আলোচনা পূর্ব্বক অবশেষে বৈষ্ণবপ্রবর শঙ্কর হইতে এই পঞ্চরাত্র-সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া যে শাস্ত্রপ্রণয়ন করেন, তাহারই নাম নারদ-পঞ্চরাত্র সর্ব্ব-পঞ্চরাত্রশাস্ত্রসার। এই নারদ পঞ্চরাত্রই সর্ব্ববেদসার—

"সারভূতঞ্চ সর্ব্বেষাং বেদানাং
পরমাদ্ভুতম্।
নারদীয়ং পঞ্চরাত্রং পুরাণেষু সুদুর্লভম্ ॥"
(নাঃ পঃ রাঃ ১।১।৬১)

নিঃসংশয়ে অতি অল্প সময়ে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে, পাঞ্চরাত্রাধ্যয়নে বেদের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। অতএব শ্রীগুরু-মুখ-নিঃসৃত প্রমাণাবলী সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া

"গ্রন্থাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র
চাপি হি ॥" (ভাঃ ১১,৩।২৬)
নমঃ প্রমাণ-মূলায় কবয়ে শাস্ত্র-যোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায়-নমোনমঃ ॥
(ভাঃ ১০।১৬।৪৪)

"বৈদিক কোন শাস্ত্র-নিন্দা করিবে না; ভাগবত-শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্র তত্ত্বদর্শিকারীর পক্ষে উপকারী জানিয়া তাহারও নিন্দা করিবে না। প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি কবিকে প্রণাম করি। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বোধক নিগম শাস্ত্রকে প্রণাম করি।"

শ্রীগুরুদেবের চরণে এই সকল বাক্য অধ্যবসায় দ্বারা আলোচিত হইলেই শ্রুতি-শাস্ত্র-নিন্দারূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে না। নানাশাস্ত্রী সাধকমাত্রেরই এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বিবর্ত্ত ও পরিণামবাদ আলোচনাপ্রসঙ্গে পরিণামবাদ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে, যেমন পরশমণি স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া বিবিধ সুবর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্ম-স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই তদীয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন, ঐ শক্তিপরিণতিতেও তদীয় শক্তির কার্য্যক্ষমত্বের হ্রাস হয় না, উদাহরণ স্বরূপে বলা হইয়াছে যেমন একখণ্ড চুম্বক প্রস্তরের চুম্বকশক্তি বহুসংখ্যক লৌহে সংক্রামিত হইলেও মূল চুম্বকের লৌহ-সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে তাহার আকর্ষণ-শক্তি যে পরিমাণে ছিল, বহুসংখ্যক লৌহে ঐ শক্তি সংক্রামিত হইবার পরও তাহার পূর্ণ শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মশক্তি জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও সেই অচিন্ত্য শক্তির কার্য্যক্ষমত্ব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে।

অতএব আরম্ভবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। এই আরম্ভবাদ নৈয়ায়িক-গণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত। ইঁহারা বলেন, পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই ভূতচতুষ্টয়ের অপ্রত্যক্ষ পরমাণুসকল সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়া থাকে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ উক্ত পরমাণুসমূহ পরস্পর যথাযোগ্যভাবে মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুকাদি হইতে থাকে, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয় এবং যখন ঈশ্বর ঐ পরমাণু সকলের [illegible] আরম্ভ করেন, তখন উক্ত পরমাণু সকল পরস্পর বিযুক্ত হইয়া আকাশে অবস্থান করে, ইহাই প্রলয়। ইঁহারা পরমাণুসকলকে জগতের উপাদান কারণ এবং ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ বলেন।

ইঁহাদের মতে পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন নিত্য। এক্ষণে ইঁহাদের মতের সমালোচনা করা গেলে দেখা যায় যে, দুইটি পরমাণু-যোগে দ্ব্যণুক এবং তিনটি পরমাণু যোগে ত্র্যণুক প্রভৃতি হয় এবং ক্রমশঃ যত অধিক পরমাণুর সংযোগ হয়, সেই পরমাণু সমূহের মৌলিক স্থূলতা হইতে সৃষ্টি আরম্ভের যে কল্পনা করেন, তাহা কখনও শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত নহে, এমন কি লৌকিক যুক্তিরও বহির্ভূত। প্রথমতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাণুসমূহের অবস্থান নির্ণয়ে ইঁহারা বলেন যে, তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যবধান থাকে না, সুতরাং এই ব্যবধানাভাববশতঃই তাহাদের পরস্পর মিলন সম্ভবপর হইতেছে না। পরস্পরের মধ্যে দেশের ব্যবধান না থাকিলে উহাদের মিলনের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইতে পারে না, অতএব পরমাণুদ্বয়ের মিলনাভাবে যখন দ্ব্যণুকের উৎপত্তি সম্ভব নহে, তখন বহু পরমাণুযোগে সৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার উপযোগী স্থূলতা সম্পাদনও যুক্তি ও কল্পনার বহির্ভূত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ইঁহারা পরমাণুর নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াও সৃষ্টির উচ্ছেদও স্বীকার করেন, কিন্তু পরমাণুগণকে নিত্য জানায় সৃষ্টির উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, কারণ পরমাণুরূপ উপাদান-কারণ হইতে যে সৃষ্টি, তাহা পরমাণু ন্যায়ই নিত্য হওয়া স্বাভাবিক। আরও, সৃষ্ট জগৎ রূপ বিশিষ্ট বলিয়া সৃষ্টির কারণ যে পরমাণু, তাহারও রূপ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, কিন্তু পরমাণুকে রূপ-বিশিষ্ট বলিলে তাহার নিত্যত্ব রক্ষিত হয় না, অতএব তার্কিকদিগের পরমাণু কারণ বাদ রূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই যুক্তি এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ

প্রচার-প্রসঙ্গ

আম্বালা—পঞ্জাব

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

১লা মে, ১৯২৯

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাখা প্রদেশস্থ শাখামঠ কুরুক্ষেত্রের শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ যোগেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ এবং শ্রীপাদ নীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয় সম্প্রতি আম্বালা সহরে যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপাদের অমন্দোদয়-দয়া-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন। স্থানীয় ডাঃ বি, কে, মুখার্জ্জী, ডাঃ হরিনাথ মুখার্জ্জী, হিন্দুসভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত [illegible]লাল, বি, ডি, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রভৃতি সজ্জনগণ ইঁহাদের প্রচারকার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছেন এবং পঞ্জাবের শুদ্ধভক্তিকেন্দ্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের বৃদ্ধি সম্পাদনের জন্য আনুকূল্য করিতেছেন। আশা করি, ইঁহাদের দৃষ্টান্ত জনসাধারণকে শুদ্ধভক্তির মর্ম্ম গ্রহণে উৎসাহিত করিবে।

কুরুক্ষেত্রের যাত্রিগণের আশঙ্কা

কুরুক্ষেত্র, ২৮।৪।২৯

সূর্য্যোপরাগে কুরুক্ষেত্র-ভূমির মাহাত্ম্যের বৈশিষ্ট্যহেতু দূর না হইলেও গ্রহণোপলক্ষ্যে লক্ষাধিক যাত্রিসমাগমের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বিপুল মেলার উপযোগী দোকানপাট বসিবার আয়োজন হইতেছে। রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত-জন্য স্থানীয় সরকার ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দমকলিক ও অর্থবণিকগণের মুখে হর্ষচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তীর্থে বিশেষ জলাভাব। সান্নিহিত্যমাত্র স্থানে ২১ ফুট পরিমিত জল রহিয়াছে। গ্রীষ্মকাল, সুতরাং যাত্রিগণের জলাভাবে অসুবিধা অনিবার্য্য। যদিও পানীয় জলের জন্য কূপাদি হইতে ব্যবস্থা করা হইবে। অভাব তখন দেখাও যাইবে না। এই সকল কারণে যাহাতে অত্যধিক যাত্রিসমাগম হইয়া লোকের ক্লেশ না হয়, তজ্জন্য স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার মিঃ কৃপালিনী সরকার-পক্ষ হইতে বিশেষ আয়োজন হইবে না বলিয়া পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়া জনসাধারণকে সাবধান করিয়াছেন। সুতরাং কুরুক্ষেত্র-যাত্রিগণ নিরুপায়ে অবহিত হইবেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] পর-বিদ্যাপীঠ [illegible] [illegible] [illegible] অধ্যাপকের [illegible] [illegible] হইতে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন [illegible]

১। [illegible], ২। [illegible],
৩। [illegible]উপাসন, ৪। [illegible],
৫। [illegible], ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৬৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়[illegible] সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও মধ্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ [illegible] পাইয়া [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই [illegible] আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	[illegible]শিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	[illegible]
৩।	আচার ও আচার্য্য	৵০
৪।	[illegible]-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	৷৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	[illegible]
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	[illegible]-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷০
১২।	বৈষ্ণবদর্শন	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্বৎ [illegible], চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদ	২৲
১৪।	[illegible]	৷০
১৫।	শ্রীগৌরচন্দ্রপার্ষদ[illegible]-দর্পণ	৷৴
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	৷০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবদর্শনের কথা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৬

মোহিনী একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! বৈশাখের শুক্লপক্ষে একাদশীর নাম কি? তাহার ব্রতের বিধান কিরূপ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীরাম বলিতেছেন—ভগবন্! সমস্ত পাপক্ষয়কারক ও সমস্ত দুঃখনাশক ব্রতোত্তম ব্রতের বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে মহর্ষে! আমি সীতার বিরহে বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছি, অতএব কাতর ভীত হইয়া প্রশ্ন করিতেছি।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। আপনার মতি নিষ্ঠ মতী এবং আপনার নামগ্রহণেই মানব পবিত্র হয়। তথাপি লোকের মঙ্গল কামনায় সর্ব্বোত্তম পবিত্রতম ও উত্তম ব্রতের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বৈশাখের শুক্লপক্ষে সমাগত যে তিথি-নাম্নী একাদশী হইয়া থাকে। ইহার ব্রত পালনে মানব মোহপাশ হইতে ও পাতকসমূহ হইতে মুক্ত হয়। অতএব এই পাতকনাশিনী তিথিকে একাদশীর ব্রত সকল পাপের নাশকারিণী।

হে রামচন্দ্র! একাগ্রচিত্তে পাপহরা কথা একাদশীর শ্রবণ করুন। সরস্বতী নদীর তীরে ভদ্রাবতী নাম্নী মনোহর পুরীতে চন্দ্রবংশজ ধৃতিমান্ নামে নৃপতি রাজ্য পালন করিতেন। তথায় অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী, পুণ্যকর্ম্মের প্রবর্ত্তক ধনপাল নামে এক বৈশ্য বাস করিত। সেই বৈশ্য সতত প্রপা, কূপ, মঠ, উপবন, তড়াগ ও গৃহাদি প্রতিষ্ঠাপরায়ণ থাকিয়া বিষ্ণুভক্ত ছিল। তাহার সুমনা, দ্যুতিমান, মেধাবী, সুকৃত ও ধৃষ্টবুদ্ধি এই পঞ্চ তনয় ছিল। কনিষ্ঠ ধৃষ্টবুদ্ধি মহাপাপী, পারদৈরণ, ব্যসনী, বারস্ত্রীলোলুপ, অন্যায়রত, দুষ্টাত্মা হইয়া উঠিল; দেবতা, গুরু বা পিতৃগণের প্রতি ভক্তিহীন, অভোজ্যভোজী, সুরাপায়ী থাকিয়া সতত চতুষ্পথে ভ্রমণ করিতে দৃষ্ট হইত। সে পিতার দ্বারা গৃহ হইতে নিষ্কাশিত এবং বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। নিজদেহের অলঙ্কারাদি ক্ষয় করিয়া ধনহীন হওয়ায় গণিকাগণও তাহাকে নিন্দাসহকারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। এতদ্ অবস্থায় বস্ত্রহীন, ধনশূন্য ও ক্ষুৎপীড়িত হইয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল—আমি কি করি, কোথায় যাই এবং কি প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করি? অনন্তর সে পিতৃনগরে চৌর্য্যনিরত হইয়া রাজপুরুষ-কর্ত্তৃক বদ্ধ হইলে পিতার গৌরবে মুক্ত হইল। কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐরূপ পাপাচরণ করায় দৃঢ়-নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া কশাঘাতে তাড়িত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। অতঃপর সেই ব্যক্তি নিজের আয় মৃগ, শূকর, চিত্রমৃগ প্রভৃতির মাংস আহারপূর্ব্বক অরণ্যেই বাস করিত। সে হস্তে ধনু ও পৃষ্ঠে তূণ লইয়া বনচর পক্ষী, মৃগ ও চকোর, ময়ূর, কঙ্ক, তিত্তির, মূষক ও অন্যান্য প্রাণিগণের বধসাধন করিত। এইরূপে সে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপহেতু দুঃখ ও শোকে অভিভূত থাকিয়া অহোরাত্র পীড়া পাইতেছিল।

একদা দৈবে পূর্ব্বকৃত পুণ্যফলে বৈশাখ মাসে সে কৌণ্ডিন্য ঋষির আশ্রমে সমাগত হইল। কৌণ্ডিন্য ঋষির আশ্রমে ঐ শোকপীড়িত ধৃষ্টবুদ্ধি উপস্থিত হইল। ঐ ঋষির বস্ত্রবিন্দুস্পর্শে তাহার পাপ নিষ্ট হওয়ায় সুবুদ্ধির উদয়ে সে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল,—হে ব্রহ্মন্! যে পুণ্যবলে মুক্তি হয়, আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাহা বর্ণন করুন।

কৌণ্ডিন্য উত্তর করিলেন,—হে বৈশ্য, যাহাতে তোমার সমুদয় পাপক্ষয় হইবে, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি আমার বাক্যানুসারে শুদ্ধচিত্তে বৈশাখের শুক্লপক্ষীয় মোহিনী নাম্নী একাদশীর ব্রত পালন কর। ইহাতে জীবগণের বহুজন্মের সঞ্চিত মেরুতুল্য পাপসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই ধৃষ্টবুদ্ধি মুনির বাক্য শ্রবণান্তর প্রসন্নচিত্তে তাঁহারই উপদেশানুসারে যথাবিধি ঐ ব্রত পালন করিল। হে রাঘব! সেই ব্যক্তি ঐ ব্রতপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ পাপশূন্য হইয়া দিব্যদেহ লাভপূর্ব্বক সমস্ত উপদ্রবশূন্যভাবে গরুড়ে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিল। হে রামচন্দ্র! মোহিনী ব্রত ঈদৃশ। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবনমধ্যে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্যজনক কিছুই নাই। যজ্ঞ, তীর্থক্রিয়া এবং দানপ্রভৃতি ইহার এক কলারও তুল্য নহে। এই মাহাত্ম্য পঠন ও শ্রবণের ফল সহস্র গোদানের সদৃশ।

বরূথিনী-একাদশী

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—হে বাসুদেব আপনাকে নমস্কার। বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম কি? তাহার মাহাত্ম্যই কিরূপ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজন্! বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী 'বরূথিনী' নামে বিখ্যাত; ইনি ইহলোকে এবং পরলোকে সৌভাগ্যদাত্রী। ইঁহার ব্রতপালনে সর্ব্বদা সুখ প্রাপ্তি ও পাপহানি হইয়া থাকে। কোন নিতান্ত দুর্ভাগাও এই ব্রত দ্বারা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইনি সকল লোককে ভোগ, মোক্ষ প্রদান করিয়া তাহার পুনর্জ্জন্মবন্ধন হইতে মুক্তিদান করেন। এই ব্রত পালন করিয়া মান্ধাতা, ধুন্ধুমার প্রভৃতি রাজগণ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ ত্র্যম্বক মহাদেব ব্রহ্মকপাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন। মানব বরূথিনীর ব্রতপ্রভাবে দশ সহস্র বর্ষের তপস্যার ফল প্রাপ্ত হয়। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই ব্রত পালন করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে অভিলাষিত বস্তু প্রাপ্ত হন। হে নৃপসত্তম! এই একাদশী পবিত্রা, পাবনী, মহা পাপনাশিনী এবং ভুক্তি-মুক্তি দায়িনী। মহারাজ! অশ্বদান অপেক্ষা গজদান, গজদান অপেক্ষা ভূমি, তিল, স্বর্ণ ও অন্নদান উত্তরোত্তর অধিক ফলদ। অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান হয় নাই ও হইবে না। দেবগণ, পিতৃগণ ও মানবগণের অন্নেই তৃপ্তি হইয়া থাকে। কবিগণ কন্যাদানকে তাহার তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভগবান স্বয়ং ধেনুদানকেও তৎসম বলিয়াছেন। এই সমস্ত দান অপেক্ষা বিদ্যাদান বিশিষ্ট। মানব বরূথিনীর পালন করিয়া তত্তুল্য ফল প্রাপ্ত হয়। কন্যার ধন দ্বারা যে পাপাত্মা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, প্রলয়ান্ত সে যাতনাময় নিরয়ে পতিত হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কন্যাবিক্রয় পরিহার করিবে। যিনি যথাশক্তি উত্তম অলঙ্কারযুক্তা কন্যা দান করেন, তাঁহার পুণ্যের সংখ্যা করিতে চিত্রগুপ্তও অক্ষম। মানব বরূথিনী পালনে তাদৃশ পুণ্য প্রাপ্ত হয়। ব্রতী বৈষ্ণব দশমীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মসূর, চনক, কোদ্রব, শাক, মধু, পরান্ন, পুনর্ভোজন ও মৈথুন এই দশ বর্জ্জন করিবে। একাদশীতে দ্যূতক্রীড়া, নিদ্রা, তাম্বূল, দন্তধাবন, পরাপবাদ, পৈশুন্য, চৌর্য্য, হিংসা, মৈথুন, ক্রোধ ও মিথ্যা ভাষণ পরিহার করিবে এবং দ্বাদশীতে কাংস্য, মাংস, সুরা, মধু, তৈল, পতিতভাষণ, ব্যায়াম, প্রবাস, পুনর্ভোজন, রতি, ও মসূর পরিত্যাগ করিবে। হে রাজন্! এই বিধিক্রমে বরূথিনী পালনপূর্ব্বক রাত্রিতে জাগরণ করিয়া মধুসূদনের অর্চ্চন করিলে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব পাপভীরু মানবগণ রবিতনয় (যমরাজ) হইতে ভীত হইলে অবশ্যই সর্ব্বপ্রযত্নে বরূথিনী একাদশীর ব্রত পালন করিবেন। এই মাহাত্ম্য পঠন এবং শ্রবণ হেতু সহস্র গোদানের ফল পাইয়া সর্ব্ব পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হন।

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টী,)

"বাণী" নামক আসামীয় মাসিক পত্রিকার গত বৎসরের ৬ষ্ঠ আশ্বিন সংখ্যায় বেজবরুয়া মহাশয় আমাদের "চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া" নামক গ্রন্থের সমালোচনার তৃতীয় কিস্তি "সাম্প্রদায়িক সহীপোষ" শীর্ষক প্রবন্ধে বাহির করিয়াছেন। এবারকার প্রবন্ধের বিশেষত্ব এই যে, তিনি শাস্ত্রযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়াস প্রদর্শন করিয়াছেন। অনুমানী বেজবরুয়া মহাশয় শাস্ত্রযুক্তির অজুহাতেও যে বাগ্‌বৈখরী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই স্তম্ভিত হইবেন। একটা সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান গ্রহণ করিয়া এইরূপ বাচালতা প্রদর্শন না করাই তাঁহার পক্ষে উচিত ছিল। তিনি মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে ওকালতি করিতে আসিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সম্প্রদায়ের প্রভূত অনিষ্ট সাধনই করিয়াছেন বলিতে হইবে। গোলাঘাটের শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার এই অজ্ঞতার জন্য বিশেষ অসন্তুষ্ট দেখা যায়। তাঁহার যদি কোন দিন প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ লোকের নিকট শাস্ত্রযুক্তি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলে তিনি তাহার তথাকথিত শাস্ত্রযুক্তিসমূহের অসারতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি তখন বুঝিতে পারিবেন যে তিনি যে সমস্ত যুক্তিতে চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন, ঠিক সেই সমস্ত যুক্তির অবলম্বনতায় তাহার সম্প্রদায় নিন্দ্য প্রমাণিত হইবে। তিনি শাস্ত্র নিমাই চৈতন্য-প্রচারিত ভাগবত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে তাহার এত বিলম্ব হইতেছে। যে ধর্ম্মের পরমোপাদেয়তা ভারতের ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন, সে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে না গিয়া একটিবার তাহা তাহার সম্প্রদায়ের কোন অভিজ্ঞ মহাত্মার নিকট শ্রবণ করা বেজবরুয়া মহাশয়ের উচিত

ছিল। আবার যে মতের আলোচনা করিতে যাওয়া হয়, তাহা একবার ভাল করিয়া সেই মতাবলম্বী ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করা উচিত। বেদবক্তৃয়া মহাশয়ের কেবিচ্ছিন্ন চিত্তে এই সামান্য যুক্তি পর্য্যন্ত স্থান লাভ করিতে পারে নাই। "পাণ্ডিত্যং সকলং ..." এই ন্যায়েই তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে বলিয়াই বোধ হয়। কেন না, তিনি তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে আমাদিগকে তাঁহার সম্প্রদায়ের মতের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমরা বোধ হয় অতি শীঘ্র কালী কলম লইয়া মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আমাদের মত প্রকাশ করিতে বসিব। আমরা তাঁহার সম্প্রদায় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা তাঁহার এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্যগণের মুখে শুনিয়াই লিখিয়াছি। কিন্তু উপদেষ্টা হইয়াও তিনি কেন চৈতন্যধর্ম্ম সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে আসিয়া উক্ত নীতির ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন, তাহা আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। বিদ্যাভিমানী বেদবক্তৃয়া মহাশয় মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহাই কিছু ধারণা করিয়া থাকুন না কেন, তিনি জানিয়া রাখিবেন যে, উহা আনচেঞ্জেবল এণ্ড আনচেলেঞ্জেবল ট্রুথ। মহাপ্রভু ভাগবত-ধর্ম্মের অদ্বিতীয় বক্তা—তিনি পূর্ণ ভাগবত। ভাগবত রসময় কৃষ্ণের পূর্ণ অভিব্যক্তি এবং মহাপ্রভু এই রসের একমাত্র আস্বাদনকারী। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম ভাগবত-ধর্ম্মের পারমার্থিক। যতদিন পর্য্যন্ত মানবজগতে ধর্ম্মলাভের প্রচেষ্টা পরিদৃষ্ট হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয় নিশান জগতের গগনমণ্ডলে সগৌরবে উড্ডীয়মান থাকিবে। পৃথিবীর যে যে স্থানে ভাগবত-ধর্ম্মের প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচার করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই এই নিশানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে, সকলকেই তাঁহারই প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতিধ্বনি করিতে হইবে। তাঁহার উচ্চ মঞ্চোপরি ধর্ম্ম-বক্তার আসন অলঙ্কৃত করিবার যোগ্যতা আর অন্য কিছু দ্বারা নিরূপিত হইবে? পারিবে না। যিনি তাঁহার উপরে কলম ধরিবার ধৃষ্টতা হৃদয়ে পোষণ করিবেন, তিনি শয়তানের কবলে পতিত হইয়াছেন, জানিতে হইবে।

বেদবক্তৃয়ার বাচালতাকে প্রত্যেক সরল সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন সন্দেহ নাই। তথাপি এইরূপ বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধপাঠে কোমলমতি সরল, অল্পশ্রদ্ধ জনগণের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হইতে পারে আশঙ্কায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রত্যুত্তর দিতে অগ্রসর হইলাম। যে শ্রেণীর পাঠকের জন্য ইহা লেখা হইল, তাঁহারা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের অতিক্ষুদ্র চেষ্টাকে সেবা বলিয়া গ্রহণ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বেদবক্তৃয়া মহাশয় কখনও সত্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। মৎসরতা-চণ্ডাল-অধ্যুষিতচিত্ত কখনও সত্যে আকৃষ্ট হইতে পারে না, উহার ধারণা ত' দূরের কথা। 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং'—ভাগবতের এই শ্লোকের বিচারে জানা যায় যে, ভাগবতের-ধর্ম্ম—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি কৈতবশূন্য পরম ধর্ম্ম এবং উহা নির্ম্মৎসর ব্যক্তিগণের জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বেদবক্তৃয়া মহাশয় এই সমুদয় বুঝিয়াই শ্রীচৈতন্যদেবের মতের আলোচনা করিতে বসিয়াছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে যে চিন্তাশক্তি লইয়া 'শঙ্করদেব' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তিনি আজও আলোচনাকালে সেই বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন। অপরাধময়চিত্ত বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু ধারণা করিতে পারে না। তাঁহার পূর্ব্বাপর সমস্ত চিন্তন এই অপরাধময়। সেইটি স্বাভাবিক। সুতরাং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগ্রহণে সামর্থ্য বর্ত্তমানে তাঁহার নাই। তিনি যদি সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কপটে বৈষ্ণবের পাদাশ্রয়ে উপনীত হইয়া অপরাধ স্বীকার করেন ও তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে অহৈতুক কৃপাময়—বৈষ্ণব ঠাকুরের উপদেশে তাঁহার এই দুর্ব্বিপাক বশতঃ বৈষ্ণবী-মায়া উন্মোচিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যাঁহার কৃপায় জ্ঞান লাভ হয়, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন চেষ্টাতে কাহার কবে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, বা হইবে? জ্ঞানের অভাবে কে কবে বস্তু নিরূপণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন বা হইবেন? উপনিষদে যে অধোক্ষজ জ্ঞানের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহা লাভ করিবার যে উপায় উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, যিনি সেই উপায়কে উপেক্ষা করিয়া ভাগবত আলোচনা করিতে অগ্রসর হন, ভাগবত কি সেইরূপ আনাড়ীক জ্ঞানাভিমানীর আলোচ্য বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? বেদবক্তৃয়া মহাশয় যে অক্ষজ বিচার-প্রণালী লইয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তত্ত্বের ভগবান চৈতন্য চরিত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, ঐগুলি কি এরূপ বিচার-প্রণালীর অধিগম্য বস্তু? "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।" "আমি ত' দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি। মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥" প্রভৃতি মহাজন বাক্যে বৈষ্ণবচরিত্রের যে দুর্ব্বগাহত্ব সূচিত হইয়াছে, তাহা কি উপেক্ষার বস্তু? আমাদের মত কতকগুলি ভুয়োলোক যদি বৈষ্ণবকে চিনিতে পারিবে, তাহা হইলে উঁহাতে বৈষ্ণবতার অভাবই বুঝিতে হইবে। তিনি যে বিচার-প্রণালী অবলম্বনে মহাপ্রভুকে তাঁহার গ্রন্থে এপিলেপ্টিক (মাথাপাগলা) প্রভৃতি কত বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, বৈষ্ণবের বিচারে ঠিক সেই বিচার প্রণালীই তাঁহাকে উক্ত বিশেষণে বিশেষিত হইবার যোগ্যতা বিধান করিয়াছে। শঙ্করদেবকে তিনি বৈষ্ণব বানাইতে বসিয়াছেন—ভাল কথা। জীব মাত্রই "জানে বা না জানে সবে কৃষ্ণদাস।" কৃষ্ণদাসকে আমরা কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত দেখিলে পরমানন্দিত হই। আমাদের প্রচারের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা উপেক্ষা করিয়া কি তিনি শঙ্করদেবকে বৈষ্ণব বানাইবেন? বৈষ্ণবতত্ত্ব কি কখনও দুই কথা বলেন, যাহার একটি বাদ দিয়া একটি ধরিতে হইবে? মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব তালিকা হইতে বাদ দিয়া, তিনি কোন বৈষ্ণব চরিত্রের আদর্শে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবতা নির্দ্দেশ করিবেন? মহাপ্রভু ত্যাগাঙ্কিত হইলে তিনি ব্রহ্মা, শিব, কপিল প্রভৃতি হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত জগতে প্রকটিত কোন বৈষ্ণব-তত্ত্বেরই আশ্রয় পাইবেন না। শ্রীমহাপ্রভুর বৈষ্ণবতা নিষ্কপটতা একবারে স্বীকার না করিয়া কাহারও ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই।

সদাচার

মানবের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানকে সাধারণতঃ আচার বলা হয়। মানব যথেচ্ছাচারী হইলে তাঁহার আচার, সৎকর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলে তাঁহার আচার, জ্ঞানী হইলে তাঁহার আচার, পরস্পর যেরূপ ভিন্ন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের আচার ও অভক্ত-দলের আচারে ভেদ আছে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আচরণ ভক্তের আচারের সহিত এক নহে যেহেতু ভক্তের আচার নিত্য এবং অভক্তের আচার অনিত্য। ভক্তের আচারে তাঁহার এবং জগতের সকলের শ্রেয়োলাভ হয়; অভক্তের আচারে নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ হয়। অভক্তগণের আচরণ অনিত্য বলিয়া তাঁহাদের আচার কখনও সদাচার বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন;—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে প্রাকৃত জগতের প্রবৃত্তি মূর্ত্তিমতী যোষা কৃষ্ণদাসকে স্বভোগ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করান। জীব যোষিৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া যোষিৎ সেবায় ব্যস্ত থাকেন। ইহাই জীবের প্রাকৃত উন্মুখক্রমে অসদাচার। আমরা যোষিৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইলে অভক্ত-যোষিৎ-সঙ্গ জীবও অসদাচারী হইয়া পড়েন।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই তিন প্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজনের ভাব মাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে শুদ্ধ-ভক্তগণ মিছা ভক্ত বলেন।

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—'কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত'। যিনি অন্তরে বুভুক্ষু, বাহিরে কৃষ্ণভজনভাব প্রদর্শনকারী, তিনি মিছাভক্ত। আবার যিনি অন্তরে মুমুক্ষু, বাহিরে ভজন-ভাবমাত্র প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত, তিনি মিছাভক্ত। মিছাভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বাহ্যদর্শনে এক হইলেও, ভক্ত আসল, মিছাভক্ত মেকী।

সকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণেতর সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত। কেবল লোক-বঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। মুমুক্ষুর উদাহরণ-স্বরূপ রামদাস বিশ্বাস, বুভুক্ষু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণ দাস ও বল্লভ ভট্ট শ্রীমহাপ্রভুর লীলায় সদাভজনপথাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা সেবকপ্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপদসঙ্কুল, তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈতপুত্রানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুচরগণ, আতবড়ী জগন্নাথ দাস প্রভৃতি গৌরপুরুষদাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগাভিমানিগণ শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া ভক্তিতর কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন।

এই সকল দলের আশ্রিত সেবকগণ যদি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে, শ্রীনিবাস আচার্য্য

প্রভুকে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং কবিরাজ গোস্বামীকে শুদ্ধাভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধি জ্ঞানে তাঁহাদের নিজ নিজ অসমীচীন গুরু-প্রভৃতি অপরাধেরসম্ভাবনা হইয়াছে জানিয়া মহাজন-পদাঙ্কগমন-বৃত্তি ত্যাগ করেন, তাহা হইলে, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিতাই, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রকৃত আশ্রিত ভক্তগণের শুদ্ধাভক্তির প্রতিই দিন দিন শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে, খর্ব্ব হইবে না। যদি তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়াশ্রিত সহজিয়া, বাউলিয়া প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ের যাজক গুরুগণের তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে শুদ্ধভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ গুরুভক্তপদাধীন অভক্তগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তগণ কোনদিন প্রাকৃত ক্ষোভে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিয়া সদাচার ত্যাগ করিবেন না। শঠ গুরুপাদেশে যদি কেহ ব্রণ-চিকিৎসককে অস্ত্রাঘাতকারী বলিয়া অভিযুক্ত করেন, গুদায় মৃত সংস্কারকারীকে নরহত্যাপরাধে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে—

নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহার তাদৃশ অসদাচরণকে কখনই সমর্থন করেন না। আমরা শুনিয়াছি ভাগবত বলেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্॥

"কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস;
চৈতন্যের দাস মুক্তি তাঁর দাসের দাস॥"

এই অদ্বৈতপ্রভুর বাণী শুদ্ধভক্তগণের কর্ণে সর্ব্বদা সংকীর্ত্তিত হইতেছে। যখন জগদানন্দ ভবানন্দ নিত্যানন্দ দম্ভাহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে করিতে আস্ফালন করিয়াছিলেন এবং পরমদয়াল শ্রীহরিদাসানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দয়ালু প্রভুদ্বয় মদোন্মত্ত অভিমানী দাম্ভিকদ্বয়কে ক্ষমা করিয়াছিলেন, যখন শ্রীগৌরসুন্দরকে পড়ুয়াগণ আক্রমণ করেন, তখন তিনি নবদ্বীপ নগর ত্যাগ করিয়া অভক্তকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি পাশ্চাত্য প্রদেশেও পারমার্থিক সত্য প্রচার করিতে গিয়া সাধুহৃদয় যিশুখৃষ্ট মহাবোলাস্তি নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণবের ভূষণ। যখন শ্রীরামানুজকে চোলরাজ নির্য্যাতনকল্পে বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎসাদনে যত্ন করেন, তখন বৈষ্ণবাচার্য্য কিরূপ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য পূর্ণাচার্য্য এবং কুরেশাচার্য্য কিরূপ সহিষ্ণুতার আদর্শ বৈষ্ণব। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিদ্বেষী, বৈষ্ণবদ্বেষী নিজে নিজে স্বকর্ম্মফল-ভোগ করিয়া থাকেন। তাদৃশ আদর্শ দেখিয়া সুকৃতিসম্পন্ন জীব সাবধান হউন।

"যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥"

এই সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া আমরা যেন কোনও দিন পরম দয়াল নিত্যানন্দ পাদপদ্ম ছাড়িয়া না যাই, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ যেন সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ থাকে ;—"সকল মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদ।"

নামাপরাধ

৫। শ্রীহরিনামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অথবা শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে প্রশংসা-বাক্য বলিয়া চিন্তন নামাপরাধ। ভুবনমঙ্গল হরিনাম সর্ব্বার্থসিদ্ধিদ, চিত্তরূপ-দর্পণের মলীনতা দূরীকরণে সমর্থ, ভবমহা-দাবানল নির্ব্বাপণে পরম দক্ষ, পরমানন্দনিধি শ্রীনিত্যানন্দ দানে একমাত্র হরিনামই সমগ্র শক্তিধর। এই সমস্ত প্রমাণ-শিরোমণি পরম বাস্তব কথাকে প্রশংসা-বাক্য বলিয়া চিন্তন নামাপরাধ।

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিত-মতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"
(ভাঃ ৬।৩।২৫)

"(নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারাই যদি মুক্তি সুলভা হয়, তবে বিধানগণ কর্ম্ম যোগাদির উপদেশ করেন কেন? তদুত্তরে শ্রীযমরাজ বলিতেছেন—) ভাগবতধর্ম্ম-তত্ত্ব-বেত্তা দ্বাদশ মহাজন (স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতি-নন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুবমনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি যম) ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী মায়ায় অতিশয় বিমোহিত হওয়ায়, তাঁহারা এই নাম-সংকীর্ত্তন-রূপ পরম ভাগবত-ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্ যজুঃ, সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি দ্বারা মনোহর বাক্যেই জড়ীভূত। তাই তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান, ও মন্ত্রাদি-দ্বারা বিস্তৃত "অশ্বমেধ দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্য ফলপ্রদ কর্ম্ম-যজ্ঞেই প্রবৃত্ত হয়াছেন, এবং সুখসাধ্য অথচ উৎকৃষ্ট কোটী পরমার্থ ফলপ্রদ নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই।"

নাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ বলিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া কর্ম্মকাণ্ডের ক্ষয়িষ্ণু ফলে আকৃষ্ট-চিত্ত হইলে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীনাম-চরণে অপরাধই কৃত হয়।

৬। অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত সমজ্ঞান

অন্য শুভকর্ম্ম—বিবাহ, অন্নপ্রাশন, গর্ভাধান, মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, কার্ত্তিক, গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর অর্চ্চনের সহিত হরিনামকে তুল্য বোধ নামাপরাধ। তাহাতে হরিনাম তো হয়ই না, পক্ষান্তরে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীহরির অভিন্ন নামপ্রভুর সহিত সম জ্ঞানে দেবদেবীগণ রুষ্টই হন। তাহার প্রমাণ স্বয়ং দেবতাগণই ব্যক্ত করিয়াছেন—"অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥" (ভাঃ ৬।৯।২২) অর্থাৎ (দেবতাগণ কহিলেন)—দ্বিতীয় অপূর্ব্ব-বস্তুর অসদ্ভাব হেতু যিনি একান্ত বিস্ময়-রহিত, যিনি নিজ ক্রিয়া-ভূত লাভ দ্বারাই নিজে পরিপূর্ণ কাম, অতএব যিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন, চিত্ত-ক্ষোভ-রহিত—এইরূপ পরমেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত যে ব্যক্তি শরণ গ্রহণ করিবার জন্য অপরের নিকট গমন করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই অজ্ঞ, যেহেতু সে কুকুরের পুচ্ছ ধরিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। যে প্রকার সুদৃঢ় ভেলা ব্যতীত সমুদ্রোত্তরণ সম্ভবপর নহে, কুকুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া কখনও সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তদ্রূপ বিষ্ণু ব্যতীত অপর দেবতাগণের আশ্রয়ে বাসনা-শত-পরিপূর্ণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে।

নারদ কহিলেন—মানুষের যে জন্মদ্বারা বিশ্বাত্মা শ্রীহরি সেবিত হন, সেই জন্মই জন্ম; যে কৃত্য দ্বারা শ্রীহরির সেবায় কৃত্য হয়, সেই কৃত্যই একমাত্র "কৃত্য"; যে আয়ু দ্বারা শ্রীহরির সেবা হয়, তাহাই "পরমায়ু" সেই মনই শুদ্ধমন, সেই বাক্যই প্রকৃত বাক্য—যাহা দ্বারা পরমেশ্বর বিশ্বাত্মা শ্রীহরি সেবিত হন। মানুষের জন্ম ত্রিবিধ—বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে উৎপত্তির নাম "শৌক্র" জন্ম; উপনয়ন দ্বারা 'সাবিত্র' জন্ম, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনারূপ যজ্ঞদীক্ষা দ্বারা 'যাজ্ঞিক' বা 'দৈক্ষ্য' জন্ম। কিন্তু শ্রীহরির সেবা ব্যতীত এই জন্মত্রয়ে কি ফল? আর হরি-সেবা ব্যতীত বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মসকল ও দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ুতেই বা কি ফল? (ভাঃ ৪।৩১।৯-১০)

৭। নামবলে পাপ প্রবৃত্তি

হরিনামেই যখন যাবতীয় পাপ ধ্বংস হয়, তখন যত বড় বড় পাপই হউক না কেন, হরিনাম থাকিতে আর পাপের ভাবনা কি? পাপও করি, হরিনামও করি, সকল ক্ষয় হইয়া যাইবে দুইটা সমান থাকিব। সারাদিন অন্যায় কার্য্য করিব, সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় বসিয়া একটু চক্ষু মুদিয়া থাকিব, অথবা ঠাকুরের বেদীর সামনে "ঠকাস দে ঠকিস না" বলিয়া গোটা মালিকার ঘুরাইব, তবেই পাপের বাবা পর্য্যন্ত আমার কাছে থাকিতে পারিবে না। আবার অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমান যাহারা, তাহারা অন্যায়ীদের কথায় মিল জুটাইয়া অধিকারের অপেক্ষায় হরিনাম শুন বা নীরব কার্য্যটী ঝুলুনী রাখিয়া সরল ঠকামী বাউলামী সুপ্রসিদ্ধ নিগূঢ় পাপাচরণ আছে, সবই শেষ করিতে পারেন; কোনটিই বাদ যায় না। কিন্তু অন্যায় মূর্খ বিবেকহীন ইহা উপলব্ধি হয় না যে, অনাদিকালের পাপাসক্তি কখনও অধিককালে আপনি ত্যাগ করিয়া হরিনামাশ্রয় গ্রহণ করিতে দেয় না।

ইহারা সকলেই কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তের অনুসরণে হরিনাম গ্রহণ ব্যবস্থা করিতে চাহেন; তাহাতে নামাপরাধই আবাহন হইয়া যায়।

'ক্বচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জর-শৌচবৎ॥'
(ভাঃ ৬।১।১০)

অর্থাৎ লোকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কদাচিৎ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও বা প্রায়শ্চিত্তের পরেই সেই সকল পাপ পুনরায় করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত হস্তীস্নানের ন্যায় নিরর্থক ব্যাপারই মনে হয়।

ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, হরিনাম-গ্রহণকারীর পাপপ্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে, পাপপ্রবৃত্তি থাকাকালে হরিনাম হইতে পারে না।

শ্রীভাগবত জনানন্দমঠে মহোৎসব

নিজ নিজ নারায়ণপুর,
[illegible]।

আগামী ২৮শে [illegible] ১৩৩৬ সাল, ১২ই মে শনিবার [illegible] দিবস শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে ইষ্টগোষ্ঠী হরিকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহা মহোৎসবে সকল ভাগবতগণের যোগদান প্রার্থনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

১। [illegible]   ২। [illegible],
৩। [illegible]   ৪। ভক্তি[illegible],
৫। [illegible],   ৬। [illegible],
৭। একায়নাসন।

[illegible]

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম [illegible] ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের [illegible] অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮্।

[illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। [illegible] ১০্ টাকা [illegible] তৃতীয় সংস্করণ ৪্ [illegible] সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। [illegible] ১০্ [illegible] কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা [illegible] গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; [illegible] হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্, দিলে বৎসরে ৫্ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সকলদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	•
২।	[illegible] ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	•
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	[illegible]
৩।	আচার ও আচার্য্য	/০
৪।	বৈষ্ণব[illegible] (প্রথম [illegible])	৩্
৫।	[illegible] (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	[illegible], [illegible], [illegible]-চন্দ্রিকা, [illegible] ও নবদ্বীপ শতক—মাত্র	।/০
৭।	[illegible] (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	•
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৮০
১১।	[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ[illegible]	৮্
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	[illegible]	২্
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], [illegible]-টীকা ও [illegible]	১্
১৪।	[illegible]	।০
১৫।	[illegible]	।
১৬।	[illegible]	।
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-[illegible] (প্রথম [illegible])	২্

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া।

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance—*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*—6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta.

VAISHNAVISM [illegible] REAL & APPARENT

[illegible] ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

জাতিসামান্যবাদী ব্রাহ্মণ ও গোস্বামি ব্রুবগণ নিজেদের লৌকিক অভিমান বজায় রাখিবার জন্য যে কত প্রকারেই শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া 'হয়' কে 'নয়' এবং 'নয়'কে 'হয়' করিবার চেষ্টায় আছেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। সর্বাবিতারবাদী অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের মনোভীষ্টপূর্ণকারী স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ অপার করুণা-পরবশ হইয়া জগজ্জীবকে বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধিরূপ অত্যন্তকর বৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে নিস্তার করিবার জন্য যে আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, তাহা অনুসরণ করা দূরের কথা, বরং ... পূর্ব্বক "উক্ত পরমহংসের আচরণ আমাদের অনুসরণীয় নহে" এই জনরবাদ্বারা অদ্বয়জ্ঞান নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রকারান্তরে দৈবৰ্ণাশ্রম-মর্য্যাদাসম্মাননাকারী সুতরাং শ্রীচৈতন্য-বিরোধী বলিতেও ত্রুটি করিল না। অতএব নিত্যানন্দের অবাঞ্ছিত করুণা গ্রহণ করিল না, নিত্যানন্দ চরণে অপরাধ করিল, শ্রীনিত্যানন্দের অপরাধনিবন্ধন শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভে তাহারা বঞ্চিত হইল, কিন্তু তাহাতে জগতের কি ... কি? ... অধঃপতিত হইল।

প্রভাতঃ মহাবদান্য গৌরনিত্যানন্দের অন্ত-রঙ্গ দান জাতিবাদীগণ গ্রহণ করিতে পারে! এমনই দুর্দ্দৈব জগতের! তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ বড় আক্ষেপ করিয়াই বলিয়াছেন—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥

* * *

(কিন্তু) মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা' সবারে ছুঁইতে নারিল॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭ম)

পতিতপ্রায় জগৎ আজ তাহার অতি বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতাহেতু ভগবান ভক্ত-বৎসল ভগবানের প্রিয়ভক্তে জাতিবুদ্ধি অথবা সেই ভক্তেরই গর্হিত অভক্তকে সম্মান বুদ্ধি করিয়া ভগবানের বক্ষে শেলাঘাত করিতেও পশ্চাৎপদ নহে! শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী যে গোবিন্দকুলের নিকট চৌষট্টিজন-মান্য কৈবল্য বা ঈশ্বরসাযুজ্য নরকতুল্য, সকাম কর্ম্মচক্র যাঁহাদের অবৈষ্ণবগণ বাঞ্ছিত স্বর্গাদি লোক খপুষ্পের ন্যায় অলীক, যাঁহাদের সর্ব্বত্র ... দন্তহীন সর্প, পরিপূর্ণ-বিশ্ব পুরুষোত্তম ধাম অর্থাৎ প্রাপ্যবস্তু, এবং ... অৰ্দ্ধবাহ্যে দেখাইয়া কীটাদি ..., শুক, প্রহ্লাদ, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি ভক্তের ... কৃপাকটাক্ষপ্রার্থী, সেই ভক্তের সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য যদি দুর্ম্মতি ... উক্ত ভক্তকে ... সে ভক্তসম্মান ... ভক্তগণের ... আর কোন ... অধ্যবসায় ... সম্পাদন ... বা ... কেবল মাত্র যাহারা সাধন ভজন করেন, তাঁহারাই কি ... পাদপদ্মে অপরাধী হইয়া কি নরকে ... গোবিন্দের পরিচারক বলিতে হইবে? ... তবে উক্ত ... কাহারা ... কি সেই ভক্তগণকে উপহাস করে, ... অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত অনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ... সেই জীব, তাঁহার সম্মান ... কারণ ... করিয়া কোন ... অভক্ত ... প্রাপ্ত ভক্তকে ... উক্ত ... অন্যের মন ... অদ্বৈত ... করিতে ... গোবিন্দের ... অধিকার ... বা অন্যান্য ... তাঁহাদিগকে অভক্তদিগের হীন বলিয়া অসম্মান করিলে কোন্ শাস্ত্রে শাস্তি প্রদান করিয়াছে? ... ভক্তের সম্মান আছে বলিয়া অভক্তকেও সেইরূপ সম্মান দেখাইতে হইবে, ইহার বা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? জাতি-বুদ্ধির ফলে যেমন বৈষ্ণবে অপরাধ সাধিত হয়, ভক্তের সহিত অভক্তকে সমপর্য্যায়ে গণনা বা চিন্তা ও অপরাধজনক। তাহার ... সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে ... বৈষ্ণব ... বুদ্ধিবিবর্জ্জিত বিষয়ী ... দৈত্যকুলে, বানরকুলে হনুমান ও ... বিভীষণ, রাক্ষসকুলে ... কারিবার জন্য ... তাঁহাদিগকে জাতিসামান্যবুদ্ধিতে হীন জ্ঞান করিতে হইবে? অথবা কুলবর্জ্জিত দৈত্য, বানর ও রাক্ষসকুলকে প্রহ্লাদাদির সমশ্রেণীক জ্ঞানে সম্মান করিতে হইবে? এইরূপ বাহ্যপরিচয়াদিনিবন্ধন বৈষ্ণব এসকল বিচারে উদাসীন প্রকাশ করে বলিয়াই গৌর নিত্যানন্দের, ভক্তগণের চরণে নানাবিধ অপরাধ সঞ্চয় করি-থাকে। যে উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অঃ), শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে যিনি "সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ" বলিয়া কীর্ত্তিত, যাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ... দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গোপাল ... গৌরভক্তগণ সম্মান করেন, ... যিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত একত্র ... ...
উদ্ধারণ দত্ত মহা ভাগবত ...

চতুর্দ্দশ ... ... ।
বড় বড় লোক ... ... ॥

* * * * *

... ।
... ॥

... ...

যিনি মহেশ্বরের ... ...। ... ...

... ...

... ...

বৈষ্ণব বালয়া ... ...। কিন্তু ... ... মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ, ... জাতিসামান্যের ... ... নিত্যানন্দ ... ... শ্রীনিত্যানন্দ ... ... অপরাধ ... ... করিয়া প্রেমসম্পদ দান করেন নাই? ... ... বলিয়াছেন—... ... ... জ্ঞান করা কেন, ... মহাপ্রভুকে মানিব না ... ... মহাপ্রভুর বিচার নিষ্কপটে গ্রহণ করিতে হবে, কপটতা করিলে চলিবে না।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বহু অনুগত জন ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত আছেন। এ জন্য ... বিচার পূর্ব্বক সমাজের ... বিহিত হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের ...

শ্রীধাম পুরী

শ্রীধাম পুরী ... শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসব এবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ... বৈশাখ (১৩৩৮) ... ... "... ..." নামক এক বৃহৎ বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত ও সঙ্কীর্ত্তন সহ মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে। ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-লীলাস্থলে। মহাপ্রভু প্রথম ২৪ বৎসর গৃহস্থ ... ..., শেষ ২৪ বৎসরের প্রথম ... ... ভারতে প্রচারকল্পে ... শেষ ১৮ বৎসর আস্বাদনরূপ অন্ত্যলীলা। ... শেষ ১৮ বৎসর ধরিয়া মহাপ্রভুর কেবল নীলাচলে অবস্থান—

... ... ।
... ... ।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥

... ... নীলাচলে ... ... শ্রীহরিদাস গোস্বামী ... ... মহাপ্রসাদ বিশ্বাসের আদর্শ প্রদর্শন করায়, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবের ... ...।
... ... প্রভু কৃপা-দৃষ্টি॥

অথবা মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হেতু ... ... মহাপ্রভু ... ... বিচার ... ... করিতে ... ... কিন্তু ভক্তের জাতি বিচার ... ... বৰ্ণ ... ... নিষেধ ... ...।

শ্রীল ... ঠাকুর হরিদাসকে ... ... আলোচনা করিতে ... পূর্ব্ব ... বিষয়ের পুনরালোচনায় পাঠকগণের অনেক সময়ের প্রয়োজন ... ... । আশা করি, পাঠকগণ ... ... পুস্তক ... ... আমরা আপাততঃ ... করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

'সুতরাং শ্রীগৌরবিপ্রলম্ভবিজ্ঞ বলিয়া শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বড় আদরের স্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধুনা এখানে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট নামাপরাধ-কীর্ত্তনকারী বহু প্রাকৃত সহজিয়া দুর্বৃত্ত মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিকথা প্রচারের বহু বিঘ্নোৎপাদন করিতেছে। [illegible] শিবানন্দের [illegible]— এখানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের স্বরূপদামোদর ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কোন গ্রন্থকে প্রশ্রয় দেন না। [illegible] উচ্চগান করুন, উচ্চ [illegible] হউন, উত্তম গ্রন্থ [illegible] প্রদর্শন করুন, স্বরূপদামোদর [illegible] সিদ্ধান্তসম্মত ও রসাভাসাদি নির্দ্দুষ্ট না দেখিলে কখনই মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে [illegible] করিবেন না। যদি কেহ শ্রীল স্বরূপদামোদরের—'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥" এই চরম উপদেশ পালনে সমর্থ হন, তবেই তাঁহারা এই ধামবাসে যোগ্যতা লাভক্রমে মহাপ্রভুর কৃপালাভে সামর্থ্য ঘটিবে। মহাপ্রভুর কৃপা হইলেই শ্রীরাধাভাব [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] দর্শনসৌভাগ্য লাভ হইবে। [illegible] মনুষ্য কল্পিত [illegible] শত জন্ম [illegible] গান করিলেও নামাপরাধ দূর হইবে না, সুতরাং মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভলীলা আদৌ উপলব্ধির বিষয় হইবে না।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ [illegible] দিকে আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-মুখে মহাপ্রভু এবং তাঁহার বেরাগ্য-প্রধান ভক্তগণের অপ্রাকৃত [illegible] ভাবের যে অনুকরণ করিতে যান, [illegible] [illegible] উৎকৃষ্টপাদি [illegible] কীর্ত্তন [illegible] নামাপরাধী [illegible] প্রসাদ [illegible] তাঁহাদের [illegible] কার্য্য [illegible]।

শ্রীভগবান [illegible] আত্ম-[illegible] মহাপ্রভু [illegible] [illegible] হয় না। [illegible] ক্রমেই [illegible] [illegible] মহাপ্রভুতে ও প্রাকৃত বুদ্ধি, [illegible] দেবের [illegible] মূর্ত্তিতে প্রাকৃত [illegible] বুদ্ধি, নামকে শব্দ সামান্যবুদ্ধি ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি মহা-অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম বাসের উদ্দেশ্য কেবল সমুদ্র দেখা, হাওয়াখাওয়া প্রভৃতি প্রাকৃত স্বার্থোদ্দেশ্যপরতাবিশিষ্ট হইলে, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। অপ্রাকৃত শ্রীপুরুষোত্তম ধামাদি দ্বারা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া ও ধামের [illegible] নিত্য সিদ্ধির আর কিছু থাকিতে পারে না। শ্রীধামে যাইবার উদ্দেশ্য শ্রীদামোদর [illegible] শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে থাকিয়া শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] শ্রবণ করা। [illegible] নাম-[illegible] কে দিবেন? সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে নামাপরাধী অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তসঙ্গে শ্রীপুরুষোত্তমবাসের [illegible] নিত্যমঙ্গল লাভের জন্য যত্নবান হউন।

'হরির লুট'

শুদ্ধ পারমার্থিকগণের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তখন মুক্তাভিমানী হইয়া নানাপ্রকার দেহ ও মনোধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, কাজেই নিজ সম্প্রদায়ে সেই সকল দেহ ও মনোধর্ম্ম অতি সহজেই প্রচলিত হইয়া পড়ে। অনেক সময় বহির্ম্মুখ সমাজে শাস্ত্রীয় সদাচার প্রচলন করিতে পারমার্থিকগণকে যে বেগ পাইতে হয়, স্বেচ্ছাচারী বহির্ম্মুখ নীতিবিহীন [illegible] অশাস্ত্রীয় যথেচ্ছ আচার প্রচলন করিতে সেরূপ কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কারণ দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মি-সমাজ [illegible] [illegible] সহজ [illegible] পারমার্থিক আচার [illegible] [illegible] [illegible] মনে হয় না। কাজেই তাহারা সেইসকল ব্যাপারকে সহজে গ্রহণ করিয়া ফেলে।

এইরূপে বহির্ম্মুখ-সমাজে অনেক আচার [illegible] [illegible] [illegible] প্রবল [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে যে, সেই সকল অশাস্ত্রীয় আচারের বর্ত্তমান [illegible] শাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আর প্রকৃত শাস্ত্রীয় প্রথাগুলি নূতন বলিয়া মনে হইতেছে, কেননা, শাস্ত্রীয় আচার প্রচারের গ্রাহক ও আচরণকারীর সংখ্যা অতি কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেরূপ জাতিগোস্বামিবাদ বা জাতি-বৈষ্ণববাদ। মহাপ্রভু বা তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণ কিম্বা কোন শাস্ত্র কখনও কি এই জাতীয় মত সমর্থন করিয়াছিলেন? কিন্তু বর্ত্তমানে বহির্ম্মুখ-সমাজে উহা এতদূর প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে যে, এই অশাস্ত্রীয় মতের প্রতিকূলে শাস্ত্রীয় কোন বিচার করিলেই আমরা অপাংক্তেয় হইয়া পড়ি।

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের কোন প্রামাণিক লীলাগ্রন্থে বর্ত্তমানে প্রচলিত হরিরলুটের ব্যবস্থার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পরবর্ত্তিকালে বিদ্ধ সম্প্রদায়ে যেমন কর্ত্তাভজাদলের সতীমার সমাজের মহোৎসবাদিতে বা আউল বাউল দলের যথেচ্ছ আচারাদিতে এইরূপ হরির লুটের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবোলা-দলে কোন স্ত্রীলোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ভূমিষ্ঠকালে বাতাসা ও মিষ্টান্নাদি 'হরিরলুট' দিয়া কামাপুষ্প [illegible] সংস্কার সমাধা করিবার ব্যবস্থা আছে; কর্ত্তাভজা দলের [illegible] সম্প্রদায়েও এইরূপ আচার দেখিতে পাওয়া যায়; [illegible] উৎসবাদিতে বা সঙ্কীর্ত্তনান্তে এইরূপ বাতাসা নিবেদন করিয়াও 'হরিরলুট' দিয়া থাকেন।

কিন্তু পারমার্থিক শিক্ষাহীন গ্রাম্য লোকের [illegible] [illegible] আচার বিশেষ বিদ্ধসম্প্রদায়ে, গ্রাম্য-আচার যদি মনোধর্ম্মি-সমাজে প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পারমার্থিকগণ তাহাকে শাস্ত্রীয় সদাচার বা শুদ্ধাঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। কোন দ্রব্য ভগবানের [illegible] নিবেদিত হইলে [illegible] অথবা [illegible] শ্রীতুলসী দ্বারা ভগবানে নিবেদিত হইলে সেই প্রসাদ সকলকে [illegible] মধ্যে নিক্ষেপ করিলে অনেকের পদদেশে পতিত হইতে পারে। অথবা অনবধানতাবশতঃ ভূমিনিক্ষিপ্ত প্রসাদ পদধারা মর্দ্দিত হইতে পারে। প্রসাদকে শিরে ধারণ করাই কর্ত্তব্য, তাহা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অতিভক্তি বা প্রেমোন্মত্ততা দেখাইতে গেলে নানাভাবে মহা-অপরাধেরই আশঙ্কা; কাজেই শুদ্ধ পারমার্থিকগণ প্রসাদকে [illegible] নিক্ষিপ্ত করিতে দিয়া অপরাধের প্রশ্রয় দেন না।

প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে অনুকরণপ্রথাই প্রবল। অপ্রাকৃত ভক্তগণ প্রেমোন্মত্তভাবে লুটোপুটি করিয়া প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাকৃত কামাসক্ত লোকগণ ভোগবুদ্ধ হইয়া অনুকরণ দ্বারা ভক্তিতে সেইরূপ উন্মত্ততা দেখাইতে গেলে তাহা কখনও 'প্রেম' বলিয়া গণ্য হইবে না। ভক্তি আত্মার সহজবৃত্তি, উহা অনুকরণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

প্রসাদ প্রত্যেকের হস্তে প্রদত্ত হইতে পারে। কোন বিষয় কামনা করিয়া হরিরলুট প্রভৃতি দেওয়ার প্রথা সম্পূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, উহা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতা। কারণ, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার নাম—বৈষ্ণবতা, আর আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি কামনার নাম—অবৈষ্ণবতা। ঐ সকল গ্রাম্য আচার ব্যবহার—যাহা বিদ্ধসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে—বাজারে যাহা বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া বিকাইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তগণ কখনও সেই সকল আচার ব্যবহারের প্রশ্রয় দেন নাই। পারমার্থিকগণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

নামাপরাধ

৮। অশ্রদ্ধাবানে নামোপদেশ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রদ্ধাহীন—যাহারা বিষ্ণু বৈষ্ণবের নাম গুণ শ্রবণে অনিচ্ছুক ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির নিকট নামোপদেশ নামাপরাধ। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিতে করিতে কহিলেন—

"মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-স্তেজঃ প্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ। নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা, তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়॥" অর্থাৎ ধন, সৎকুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজঃ, প্রতাপ, শরীর-বল, পৌরুষ, প্রজ্ঞা এবং অষ্টাঙ্গ যোগ—এই দ্বাদশ গুণও পরম পুরুষের আরাধনার যোগ্য হয় না, যেহেতু গজযূথপতির (শ্রদ্ধাজাত) ভক্তিতেই ভগবান তুষ্ট হইয়াছিলেন। (অর্থাৎ দীনব্যক্তির শ্রদ্ধাই তদারাধনার যোগ্য)

উল্লিখিত দ্বাদশ গুণে যাহারা নিজেকে অর্থাৎ দেহ মনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিরন্তর তাহাতেই নিবিষ্ট তাহারাই অশ্রদ্ধাবান্। অতএব উদরম্ভরিগণ অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত [illegible] শায় অর্থগৃধ্নু হইয়া যত তত্র ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন ব্যবসাদারী, কত বড় নামাপরাধ তাহা প্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যেই বিদ্যমান। কেন যে পেটুক সমাজ নরকের যাতনাদির [illegible] জন্য এত লালায়িত পড়িয়াছে, কোন ভাল কথাই তাহাদিগের কাণে প্রবেশ করিতেছে না, তাহারা যে অতি দীন! সাধুগণ তাহাদিগের কর্ণমূলে এ কথাটি পুনঃ পুনঃ পৌঁছাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কার্য্য করিতেছে না। তাহার উপায় কি? ব্যবসাদারী বৃত্তিটা পরিত্যাগ করিলে নিজেরও, মঙ্গল জগতেরও মঙ্গল। বৃত্তি দ্বারা কখনও পারমার্থিক উন্নতি হয় না। এই ব্যবসাদারের তাণ্ডবনৃত্যে [illegible] সমাজে আরও অধিকতররূপে হরিনামে শ্রদ্ধাহীন হইয়া নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদকেই বরণানন করিতেছে। জগতে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের বড়ই দুর্ভিক্ষ। তদ্ভাব শুদ্ধ-হরি-কীর্ত্তন-শ্রোতার আরও দুর্ভিক্ষ যেহেতু ব্যবসাদারের নামাপরাধে লোকের অশ্রদ্ধা আনয়ন করিয়াছে।

৯। শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও শ্রীনামের প্রতি অপ্রীতি

যাঁহারা শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানে আলস্য-বিক্ষেপাদি দ্বারা নামে জ্ঞানপূর্ব্বক হেলা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত গাহিয়াছেন—

"অস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥" (ভাঃ ২।২।৩৬)

"(যাহা হইতে অন্য নির্ব্বিঘ্ন পথ আর নাই, সেই ভক্তিযোগ যাহা হইতে উদিত হয়,) মনুষ্যমাত্রেরই সমস্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সংযত করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বসময়ে সেই ভগবান্ শ্রীহরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।"

অধুনা আমরা অনেক স্থলেই হরিনাম-গুণলীলা শ্রবণ করি বটে, কিন্তু উহা কীর্ত্তনকারীর অযোগ্যতা-নিবন্ধন অর্থাৎ কীর্ত্তনকারী স্বয়ং নামে শ্রদ্ধালু নহেন, শুধু কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের নিমিত্ত পণ্যদ্রব্যের ন্যায় নামটীও একরূপ পণ্য বিশেষ মনে করিয়া বিপণি খোলার নাম প্রভু কখনও সেইরূপ দোকানে আবদ্ধ থাকেন না; পরন্তু মায়াই ছদ্ম নামরূপে সেই কীর্ত্তনকারীর অন্তরে বাহিরে থাকিয়া প্রাকৃত শ্রোতৃমণ্ডলীর আপাত সুখ বর্দ্ধন করিতেছে। সুতরাং মায়ার আপাত মনোরম সুখের পরিমাণ যত বেশী, তৎপরবর্ত্তী দুঃখের পরিমাণও তদনুরূপ বলিয়া, পুষ্প বস্তুতে পুরাতন বোধে অশ্রদ্ধা আনয়ন করিয়া থাকে। সেইজন্য তারকব্রহ্ম নাম-কীর্ত্তনে অনেকের রুচি টানিয়া যাওয়ায় পুনরায় নূতন নূতন ছড়া বাহির করিয়া সুর-তান-লয়ে মিশাইয়া প্রাকৃত শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণ রসায়ন করা হইতে বোধ হইতে জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করিতেছে। ইহাতে জনসমাজ অনেকও আধ্যাত্মিকরূপে নাম-মাহাত্ম্য অবধারণে অযোগ্য হইয়া ... করিয়া ভীষণতম নামাপরাধে ... হইতেছে। যদি নাম গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কিছু মঙ্গল লাভের আশা থাকে, তবে বাস্তব নাম-পরায়ণ সাধুর চরণাশ্রয়ে নামাপরাধ-সমূহগুলি ভুলিয়া যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

১০। অহং-মমভাব নামাপরাধ

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"যিনি এই কুণপশরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি মূর্ত্তি-বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থ বুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজাবুদ্ধি ও তীর্থ বুদ্ধির মধ্যে কোনটাই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।"

অর্থাৎ, এই কুণপশরীরে আমি-বুদ্ধি—আমার এই শরীরটা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ ইত্যাদি বুদ্ধিতে দেহের সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের উপরে আমার বুদ্ধি, আমি মাটী, কাঠ, পাথর ও ধাতু প্রভৃতির মূর্ত্তিতে যদি ঈশ্বর বুদ্ধি করি, তবে তাহারা ঈশ্বর হইয়া যান, আবার তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে আমাদের উপস্থিত হয়, অনেক গৃহাশ্রমগমন-বিমুখ আড়ম্বরে ও কার্পণ্য-দোষসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুর্ভাগ্যবশে বলিয়া থাকেন, "মন চাঙ্গা তো কাঠোয়ামে গঙ্গা" অর্থাৎ মনে চিন্তা করিলে নাকি কাঠের খোলায় আবদ্ধ জলও মনোধর্ম্মিগণের গঙ্গা হয়, এরূপ তদ্বুদ্ধিপরায়ণ মহাপরাধ অর্ব্বাচীন সমাজের গণসংখ্যার প্রসাদে আজকাল ত ... স্থলে ঝাড়ে, জঙ্গলে, খালে, পুকুরে, ডোবায়, বিলে, নর্দ্দমাতে, এমন কি কূপে, নূতন নূতন তীর্থের আমদানী দেখা দিতেছে। ইহাদিগের ধারণা ইহা, পয়সা ব্যয় ও শারীরিক কষ্টসাধন করিয়া এত দূরদেশে তীর্থস্থানে যাইবার প্রয়োজন কি? "জমিদার বাড়ী, ঘরের পাশে হেঁটে যাই।" সুতরাং ঘরে বসিয়া গঙ্গাস্নানের বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া ভাল। ছোট বেলায় একটা গল্প শুনিয়াছিলাম—কোন একজন সন্ন্যাসী সাধু শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড-স্নানে গমন করেন, তখন ত' আর এখনকার মত রেল ছিল না, তাই পদব্রজে যাইতে অনেক দিন লাগিত, রাস্তার বিশ্রাম লইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইত, ইতোমধ্যে রাস্তায় সন্ন্যাসী মহাশয় তাঁহার কোন শিষ্যের কন্যার সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। কন্যাটির নাম রাধারাণী, সুতরাং উভয়ে বহু কাল প্রতীক্ষা হইয়া সাধকটি একটী মাটির খোলার পার্শ্বে 'এস রাধে' বলিয়া ডুব দিতে লাগিলেন, স্থানীয় সজ্জন ও ভদ্রমণ্ডলী সাধুর অসভ্যতা দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজি! একি করিতেছেন?" উত্তর—রাধাকুণ্ডে স্নান। ভদ্রলোক—এ কেমন রাধাকুণ্ডে স্নান? বাবাজী—মন চাঙ্গা তো কাঠোয়ামে গঙ্গা, আমি যদি মনে করি ইহাই রাধাকুণ্ড, তবে কি ইহা রাধাকুণ্ড না হইয়া পারে? বিশেষতঃ মহাপ্রভু ও সনাতন গোস্বামী এইরকম ধান্যক্ষেত্রে মাথা গুঁজিয়াইত রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আর আমি রাধারাণীকেও এখানে অবগাহন করিয়াছি, সুতরাং নিশ্চয়ই এটি রাধাকুণ্ড হইল। আপনারাও ইহাতে স্নান করুন রাধাকুণ্ড স্নানের ফল হইবে।

ভ। আপনার পত্নী কি করিয়া রাধারাণী হইল? মানুষ কি প্রকার রাণী?

বা। অজামিলের পুত্র যদি নারায়ণ হয়, তবে আমার রাধারাণী রাধা হইবে না কেন?

আধুনিক মনে করা জগৎটা কি এইরূপই অপরাধময় ধারণায় পূর্ণ নহে? সেজন্য নূতন নূতন মত, নূতন নূতন পথ, নূতন নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইয়া অহং-মম ভাবের পরিপুষ্টি হওয়ায় হরিনাম, ধাম, ভক্ত, গঙ্গা তুলসী, ভাগবতাদির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অন্যপ্রকার অর্থ কল্পনা, তাই দিন দিন নামাপরাধে নিমজ্জিত হইয়া রসাতলের অতলতলে যাওয়ার বন্দোবস্ত হইতেছে?

বর্ত্তমানে এই দশবিধ নামাপরাধ বহু শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া নূতন নূতন ফল প্রসব করিতেছে। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় আমাদের ভাগ্যাকাশ সুপ্রসন্ন হওয়ায় নামনামী অভিন্ন শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রকটিত হইয়া জীবের যাবতীয় অপরাধরূপ আবর্জ্জনা ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনাদি বহির্ম্মুখ জীব আমরা, প্রাকৃত সহজিয়া মতের আবাহন করিয়া পুনরায় কলিসম্বলিত ব্যবহারে শুধু নামাপরাধই করিতেছি।

এ পর্য্যন্ত আমরা নীরবিচ্ছিন্ন নিরপেক্ষভাবে নামাশ্রয়কারী নামপরায়ণ সাধুর চরণে প্রসন্ন হইয়া সর্ব্ববিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে পরিপূর্ণরূপে আলোচনার অবকাশ না পাইব, সে পর্য্যন্ত—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন॥ হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥ তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥"

অনূচানমানীর বাগ্ বৈখরী

(পণ্ডিত শ্রীনিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বেক্তকথা মহাশয় দম্ভের সহিত বলিয়াছেন—"শঙ্করদেবের মতে যাহা আছে, ভাগবতে তাহা আছে এবং ভাগবতে যাহা নাই শঙ্করদেবের মতেও তাহা নাই। কিন্তু ভাবুক চৈতন্যভাগবত ছাড়া বহু কথা বলিয়াছেন।" বেক্তকথা মহাশয়ের ভাগবত সম্বন্ধে এক কাণাকড়িরও জ্ঞান নাই, ইহা তাঁহার শাস্ত্রালোচনার পদ্ধতি হইতেই বেশ জানা যাইতেছে। তিনি কি প্রকারে জানিলেন ভাগবতে কি আছে, যাহা শঙ্করদেবের মতে আছে? তিনি যাহা ভাগবতে ও শঙ্করদেবের মতে দেখিতে পাইতেছেন, তাহা ভাগবতের মত নাও হইতে পারে? একই ভাগবতের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তপর ভাষ্যও বহু রহিয়াছে। তাহা হইলে প্রত্যেক খানিতে ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলা নিশ্চয়ই ভুল। যাহার তাৎপর্য্য কোন্ খানিতে ব্যাখ্যাত রহিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আবার ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাসদেব স্বয়ং সম্যক্ অবগত আছেন কিনা ইহাতেও মহাদেব সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—

"অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥"

এবং শ্রীধরস্বামীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥"

এই জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামীর ভাগবত ব্যাখ্যাকে অঙ্গীভূত করিয়া মহাপ্রভুর ভাগবত ব্যাখ্যা অবস্থিত। মহাপ্রভুর ব্যাখ্যাতে ভাগবত-তাৎপর্য্যের অধীন প্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব ইহার অসম্পূর্ণতা তাঁহার ব্যাখ্যাতে নাই। বেক্তকথা মহাশয় বৈষ্ণবের আনুগত্যে যত্নই হইয়া আলোচনা করিলে, তবেই এই সত্য উপলব্ধি করিবেন যে বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত সমূহ শ্রবণ না করিয়া, অথবা দম্ভে আত্মাভিমান-বশতঃ তাহা উপেক্ষা করিয়া, যে আধ্যক্ষিক জ্ঞানের আলোকে শঙ্করদেবের মতে ভাগবত দর্শন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, ঠিক ঐ জ্ঞানে শঙ্করদেব ও ভাগবত হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থিত রহিয়াছেন বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু যে সমস্ত সিদ্ধান্ত শঙ্করদেবের মুখনিঃসৃত বলিয়া ভাগবত-সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, শাস্ত্র-যুক্তিমূলে তাঁহার তথা-কথিত প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অসারত্বই প্রতিপন্ন হবে। তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রত্যেকটির প্রবেশ আলোচনা হইতে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, শঙ্করদেব ভাগবতের আলোচনা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে আদৌ করেন নাই। আর বেক্তকথা মহাশয়ের ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদোষ ক্ষালনে চেষ্টিত না হইয়া ইহাঁর প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণ করিবেন নিশ্চয়। শঙ্করদেব মাধবদেবও প্রবীণ বেক্তকথার মত এত ... গোস্বামি প্রভুর সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা,— গুরুচরিতে—

(ক্রমশঃ

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] আবেদন [illegible]

১। [illegible] ২। প্রতিভাসন,
৩। [illegible] ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible] ৬। বেদান্তাসন,
৭। [illegible]।

[illegible]

[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, [illegible] ছাপা হইতেছে

[illegible] নদীয়াপ্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] ১০। [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

[illegible] ছাপা হইতেছে। [illegible]

[illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

[illegible] ছাপা প্রায় শেষ হইল। [illegible] তৃতীয় সংস্করণ ৪ [illegible] হইয়াছিলেন। [illegible] অগ্রিম ৫ টাকা [illegible] প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; [illegible] দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক [illegible]

সকলেই গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী:

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) [illegible] গ্রাহক পক্ষে	[illegible]
৩।	[illegible]	/০
৪।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	[illegible]
৫।	[illegible] (আদিখণ্ড)	[illegible]
৬।	[illegible], প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, [illegible] ও [illegible]—একত্রে	[illegible]
৭।	[illegible] (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	[illegible]
১০।	শ্রীনামভজন প্রণালী	[illegible]
১১।	[illegible] গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	[illegible]	[illegible]
১৩।	[illegible], [illegible] ও [illegible]	[illegible]
১৪।	[illegible]	[illegible]
১৫।	[illegible]	[illegible]
১৬।	[illegible]	[illegible]
১৭	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	[illegible]	২

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় [illegible] কথা এমন [illegible] ভাবে পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে বৈশাখ, শুক্রবার,—১৩৩৬

স্থবিরলগুড় ন্যায়

(দ্বিতীয়ানন্দ-সংহার্য্য)

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ হইতে আসামিয়াজীদল কাথিওয়ার প্রদেশে অভ্যুদিত। শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও বহুকাল পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যবংশের আদিপুরুষ বিজয় পাণ্ড্যের সমসাময়িক শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ, তৎপরে গোরমহেন্দ্রের শ্রীলক্ষ্মণ দেশিকাচার্য্যপাদ ও ইঁহার পরমগুরু শ্রীযামুনাচার্য্য মুনি সাত্ত্বত সনাতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে সকল শাস্ত্র-বিচার আলোচনা করিয়াছেন, তাহা "গোরো-ধাণ্যের শাদের অংশ গ্রহণ"-প্রভাবে কল্পিত তথা-কথিত সনাতন ধর্ম্মের আশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভূতাকাশে পূর্ব্বের প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে, সেই প্রাণাধার কাহার দোষজ্ঞাপক ?— ইহাই প্রশ্ন। নবীন কাব্য অমেধ্যগ্রাণ শিক্ষা করিয়া স্বীয় অজ্ঞতা অতুলনীয় বলিয়া মনে করিলেও প্রাচীন লোক কাকের অবরাটীনই বুঝিয়া উহার ব্যাকারবে কোন দিনই কর্ণপাত করেন না। জিজ্ঞাসা করি—অপায় দীক্ষিতের 'পরমল' কি বিপ্রলিপ্সাদি দোষাশ্রয় অনুচানমানী বৃদ্ধের আলোচনার বিষয় হয় নাই ? ত্রিদণ্ডী গুরু ও সান্দীপনীর বিচার-প্রণালী বা কাশ্মীরীগণের আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ না করিয়া বাঙ্গালাদেশে থাকিয়া কূপমণ্ডুক বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই কি প্রাকৃত অভিজ্ঞতার চরম সীমা লাভ হইল ?

অনভিজ্ঞ মৎসর সমাজে যে যত জ্যাঠামী বোকামী করিতে পারিবে, সে ততই 'পণ্ডিত'! আর যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, শাস্ত্রনিষ্ঠ ও সমুদার-বুদ্ধি, তাঁহারাই 'পণ্ডিত নামধারী' বলিয়া উপহাসাস্পদ হইবেন, আর পাণ্ডিত্য-বিহীন চপল বহুভাষী ব্যক্তিই বহুজ্ঞ পণ্ডিত (!) বলিয়া "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" নীতি বা কলিযুগোচিত "পাণ্ডিত্যং চাপলং বচঃ" ধর্ম্ম যে অবলম্বিত হইবে,—ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় না থাকিলেও আমাদের কিন্তু তাদৃশ পণ্ডিতাভিমানীর কথার উত্তর দিতে গিয়া বহুমূল্য সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই।

উৎকলী কায়োদ্ভূত বর্ণিষ্ঠগোষ্ঠীয় নবজাত কায়স্থগণ যে মুদ্রাঙ্কন শালার লিপিকার কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাহাও উৎকল দেশীয় করণ সম্প্রদায়ের বিচার-পুষ্ট। পূর্ব্বে লিপিকারগণ 'কায়স্থ' বলিয়া পরিগণিত হইতেন এবং সেই দুই বংশে তাঁহাদের শব্দাভিমান হইত। উদরোপস্থ সারণার্থ আধুনিক কায়স্থ লিপিকারের কার্য্য যদি শাস্ত্র প্রকাশক ছাপাখানাওয়ালার পক্ষ সংশোধনের করণবৃত্তির স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু পরমার্থ প্রচারকের ছাপাখানার পণ্ডিতগণ লিপিকার-বৃত্তিজীবীর অভূতক-সূত্রে কোন দিনই কায়স্থ নহেন। কায়স্থবৃত্তিজীবী কায়স্থ ও কায়স্থ ভূতাবগ কখনই শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা নহেন, পরন্তু লিপিকার মাত্র।

অনেকে কায়স্থ শাস্ত্র বিক্রয় করিয়া উদর পূরণ করেন, কিন্তু পরমার্থানুশীলনকারী বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণব কায়স্থের ন্যায় লিপিকারোপজীবী না হইয়া যে সকল শাস্ত্র প্রকাশ করেন ও শাস্ত্র-প্রকাশ-বিষয়ে যে সকল আনুষ্ঠানিক বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণবতাই সিদ্ধ হয়।

এক্ষণে নবজাত কায়স্থগণের অবিচ্ছিন্ন সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণকুলে জাত হইবার পরিচয় থাকিলেও শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহাদিগকে 'নবজাত কায়স্থ' বলিয়া, তাঁহাদেরই মুখে প্রকাশ করিয়া দেন। আর "অতঃ শাক্যো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" নীতি অবলম্বন করিয়া বাদরায়ণ সূত্রের শাঙ্করপর ব্যাখ্যার রোমন্থন কার্য্যে নিযুক্ত নবজাত উৎকলী-কায়োদ্ভূত কায়স্থ-সম্প্রদায় পাঁচথুপীর অধিকারী-বংশীয় পুলিশ কর্ম্মচারীর বিচারানুসারে যে 'পঞ্চাত্মক' ন্যায়াবলম্বনে মূঢ়তা ও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাহাতে পুরাণের সনাতন বিধিসমূহ শুনিবার অবকাশ তাঁহাদের থাকে না। ঐ সকল নবজাত কায়স্থ সম্প্রদায় পঞ্চোপাসনায় অবস্থিত কেহ লক্ষ্যের কোন সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহাদের রোমন্থনকার্য্য প্রাকৃত সহজিয়া স্মার্ত্তকুলের অনুমোদিত হইলেও সনাতন বেদবিরুদ্ধ, সন্দেহ নাই।

'শূদ্রকমলাকর' নামক গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধে নাট ও বরাড়ের সমশ্রেণীস্থ কায়স্থ, চান্দ্রসেনী কায়স্থ ও বঙ্গকায়স্থ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থের কথা দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা শূদ্র, কেহ বা ক্ষত্রিয়, আবার কেহ বা ব্রাহ্মণ আছেন। দ্বাদশ প্রকার কায়স্থের মধ্যে 'কায়স্থ বৈষ্ণব' নামক কোনও সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু শৌরসেনী, মাগধ, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ কায়স্থের উল্লেখ আছে। উশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রে এক শ্রেণীর কায়স্থের অপকারেরও কথাও উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শ্রেণীর কায়স্থগণের ভূতত্ব অঙ্গীকার করিয়া যাঁহারা নিজেদের অসৎ সম্প্রদায়-মর্য্যাদা বিস্তার পূর্ব্বক প্রাণধারণ করেন, সেই সকল বিভিন্ন কায়স্থপর গোত্রের শ্রেণীর কায়স্থগণও, দেখিতেছি, নিখিল ব্রাহ্মণকুলগুরু বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন !!! উৎকলদেশেও এইরূপ, কায়স্থ বা করণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর কায়স্থজাতি আছে।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞানকারীর 'কায়স্থ' শব্দপ্রয়োগ ব্রাহ্মণেতরত্বেরই পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। ব্রাহ্মণেতরগণের যে লোকবঞ্চন-সূত্রে লৌকিক ব্রাহ্মণাভিমানপ্রদর্শন, তদ্রূপ ব্রাহ্মোপাসনার নামে বৈষ্ণবতার পঞ্চোপাসনা-সূত্রে অবৈষ্ণববর্ণাশ্রম-বিধির অন্তর্গত। সুতরাং এই প্রকার নবজাত কায়স্থ সম্প্রদায়ের তথাকথিত বৈষ্ণবতার সহিত বৈদিক একায়ন সম্প্রদায়ের পারমার্থিক সমাজের কোন দিন কোনও প্রকার সম্বন্ধগন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

মিঃ নিকল্ ম্যাক্‌নিকল এম, এ, ডিলিট সাহেবের 'ভারতীয় ঈশ্বরবাদ'-বিষয়ক গ্রন্থের পঞ্চানন ভক্তিপ্রকরণে যে সকল অপ্রাসঙ্গিক কটাক্ষ স্থান পাইয়াছে, তাহা ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ কখনও স্বীকার করেন না। কিন্তু নবজাতকায়স্থ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আপনাদিগকে ঐ সকল কটাক্ষ হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য সনাতনধর্ম্মী বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা নিতান্ত নবীন বা আধুনিক ও মাৎসর্য্য প্রসূত মাত্র, নিৰ্ম্মৎসর বৈষ্ণবধর্ম্ম উহা নহে।

জরাজীর্ণ জরদ্গবগণ আপনাদিগের জরদ্গবত্ব ঢাকিবার জন্য নানাবিধ বচনবিন্যাস প্রদর্শন করেন, তাহা চর্বিতচর্ব্বণকারী গৃহব্রতধর্ম্মেরই অবস্থিত। তাই বলি,—স্থবিরলগুড়-ন্যায়াবলম্বনে কখনও পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু অপদার্থতাই প্রতিপন্ন হয়। জরা-জীর্ণ জরদ্গবগণ প্রকৃত প্রস্তাবে নবজাত হইবার চেষ্টায় বিরত থাকেন। ইহাই দ্বিতীয়ানন্দ-সংহার।

শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মের নির্য্যাস

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব নিজচরিত্রে ও স্বীয় নিত্য আচার ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি সুষ্ঠুভাবে জগতকে প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু কালপ্রভাবে তাহা বিকৃত হইয়া, অন্যাকার ধারণ করিয়াছে। তাহার নামে 'প্রেমের দাবী' নামে, 'অপ্রাকৃত বিগ্রহ' অর্চনে, 'সেবা বৃত্তি' ভোগপ্রবৃত্তিতে 'দাস্য' কুটিনাটিতে, 'আচার' বাগাড়ম্বরে, 'ভজন' ভোজনাদি ভোগে পরিণত হওয়ায় সকল কথাই বিপরীত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত অবিমিশ্র বৈষ্ণবধর্ম্মটি সংক্ষেপে এই—

(১) মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অপর নাম 'সনাতন ভাগবতধর্ম্ম।' তাহা জীবমাত্রেরই অহৈতুকী আত্মবৃত্তি, অতএব একমাত্র সার্ব্বজনীন-ধর্ম্ম।

(২) তাঁহার প্রচারিত বিমলধর্ম্মে কোন প্রকার ব্যভিচারাদি অসচ্চেষ্টা নাই; স্ত্রীসঙ্গিগণের প্রতি দণ্ডলীলা তাহার সাক্ষ্য।

(৩) তিনি শ্রীবিগ্রহ ও ভাগবতকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিগ্রহ বা ভাগবতাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম।

(৪) মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবানকে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করিতে বলিয়াছেন। যাহারা বৈষ্ণবকে কোন প্রকার অসম্মান

করিবে, তাহার মহাপ্রভুর মতে নিরয়গামী। মহাপ্রভু বলেন, বৈষ্ণব-নিন্দার মত আর অপরাধ নাই, সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর সেই অপরাধের ক্ষমা নাই।

(৫) মহাপ্রভু বৈষ্ণবের ব্যবহারিক [illegible] মধ্যে গণ্য করেন না। যাঁহারা বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক জাতিবুদ্ধিতে অন্তর্গত মনে করেন তিনি অপরাধের চরমসীমা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসকে প্রত্যহ [illegible] আসন ও স্বয়ং রায় রামানন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন, শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে অদ্বৈতাচার্যকে ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দের সহিত একত্র ভোজনের আজ্ঞা প্রদান, ঠাকুর হরিদাসকে অদ্বৈত প্রভুর শ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান প্রভৃতি আচার দ্বারা শ্রীয় বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার অদীক্ষিত অবস্থার পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না, বৈষ্ণবী-দীক্ষা-বিধানের দ্বারা নরমাত্রেই দ্বিজত্ব লাভ করেন।

(৭) মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই বৈরাগ্য-প্রধান। তাঁহার গৃহত্যাগী ভক্তগণই 'গোস্বামী' নামে পরিচিত। ষড়্‌ গোস্বামী তাহার সাক্ষ্যস্থল। 'গোস্বামী' উপাধিকে তিনি জাতিগত বা শৌক্রবংশগত বিচার করেন নাই।

(৮) মহাপ্রভু জীবকে বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। মহাকুলপ্রসূত পাণ্ডিত্যযুক্ত ব্যক্তিও যদি কৃষ্ণ শরণ না লন, তাহা হইলে তিনিও গুরু হইবার যোগ্য নহেন। [illegible] লৌকিক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া [illegible] বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

(৯) মহাপ্রভু [illegible] [illegible] বলিয়াছেন। [illegible]
[illegible] (১) [illegible]
[illegible]

(১০) মহাপ্রভু [illegible] নিষেধ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] মহাপ্রভু [illegible] তাঁহার [illegible]।

(১১) মহাপ্রভু বিষ্ণুকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, শক্তিকে জগৎকারণ বলেন নাই।

(১২) মহাপ্রভু দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম স্বীকার করিয়াছেন, তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্মের আদর করেন নাই। "[illegible] যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"—ইহাই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

(১৩) মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে এক মাত্র অমলপ্রমাণ, এবং শ্রীনামভজনকে জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।

(১৪) মহাপ্রভু 'মায়াবাদ' ও 'নাস্তিক্য' হইতে [illegible] বিচার করিয়াছেন।

(১৫) মহাপ্রভু 'জীবদয়া' প্রচার করিয়াছেন এবং সর্বপ্রকার [illegible] নিষেধ করিয়াছেন।

(১৬) মহাপ্রভু সকল [illegible] [illegible] আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু [illegible] নামে অপ্রাকৃত [illegible] বা [illegible] করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৭) মহাপ্রভুর উপদেশে প্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই প্রেম জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পৃথক।

[illegible] [illegible] [illegible] উক্ত [illegible] বৈষ্ণবধর্মে [illegible] [illegible] হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] অপ্রাকৃত কার্যকারীর 'শ্রীগৌড়ীয়' শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, প্রভৃতি [illegible] প্রচার-কেন্দ্র এবং [illegible] [illegible] বৈষ্ণবগণের [illegible] স্থাপন করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাণীর [illegible] [illegible] হরিনামামৃত [illegible] [illegible] [illegible] প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহারা সর্বত্রই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবার [illegible] [illegible] [illegible] হয় না। যাঁহারা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, সর্বসাধারণে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিলে সমাজের উন্নতি ও সুখ সম্পাদিত হয়।

শ্রীনৈমিষারণ্য—পরমহংসমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম [illegible] পরমহংসমঠের প্রচারক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী মহোদয় নিমসার, [illegible], লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর-প্রচারিত সার্বজনীন প্রেম ধর্মের কথা প্রচার করিতেছেন। ব্রহ্মচারীজীর শান্ত সৌম্যমূর্তি দর্শনে এবং কৃষ্ণকথামৃত-মধুর [illegible] শ্রবণে সজ্জনগণ পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

শ্রীভাগবত পাঠশালা

শ্রীপরমহংসমঠের ভাগবত পাঠশালার অন্যতম বিদ্যার্থী বালক [illegible] তাহার স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠে শিক্ষিত [illegible] ব্যক্তিদের সম্মুখে [illegible] কীর্তন করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্ধন করিতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বালকের মুখে [illegible] শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। অনেকেই ভাগবত পাঠশালার উন্নতি কামনা করিতেছেন, অনেক বিদ্যার্থী [illegible] পরমহংসমঠে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন করিবার বাসনা করিতেছেন, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিতেছেন না। [illegible] [illegible] শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রচারিত শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কথা বিশেষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাভ করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচার্যের অভাবে লোকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সার্বজনীন [illegible] [illegible] [illegible] তাহাকে একটা সাম্প্রদায়িক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] তাহাদের [illegible] [illegible]। তাঁহাদের [illegible] [illegible]। ইঁহারা তথাকথিত গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা করিয়া বসিয়াছেন। বিশেষতঃ পশ্চিমদেশের হিন্দু-গণ বঙ্গদেশবাসীকে মৎস্য মাংসভোজী জানিয়া আন্তরিকভাবে ঘৃণা করেন। বঙ্গদেশীয় অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের অনাচার [illegible] ব্রাহ্মণেতর [illegible] পর্যন্ত ঐ ধারণার বশবর্তী হইয়া [illegible] করেন না। তাঁহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে যতই না কেন প্রমাণ প্রদর্শন করা যায় যে সকলেই যে কদাচার-রত, অমেধ্যভোজী হইবে, তাহার কি অর্থ আছে? তদুত্তরে তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কয়েকজন নামজাদা গোসাঁইর কথা প্রমাণ স্বরূপে বলেন যে, 'আমরা প্রত্যক্ষ যাহা দেখিয়াছি, তাহাকে কি আপনারা অবিশ্বাস করিতে চাহেন?' যাহা হউক, বাঙ্গালী কদাচারী বলিয়া তাঁহাদের একটা ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকিলেও তাঁহারা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধগৌরভক্তপ্রচারকগণের সদাচার সম্বন্ধে, বিশেষ আস্থাবান্ এবং তাঁহাদের মুখে মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া তাহাই যে একমাত্র সার্বজনীন সনাতন ভাগবতধর্ম, তাহা যে কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ মাত্র নহে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী, অযোধ্যা, ফৈজাবাদ, কাণপুর, সীতাপুর, নিমসার প্রভৃতি অঞ্চলের অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তি মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করিবার জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার নিকট হইতে সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাদি লইতেছেন। ইহা মহৎ সম্প্রদায়ের উদার্যবাচক সংবাদ হইলেও নিরপেক্ষ গৌরপার্ষদগণের পক্ষে বড়ই আনন্দজনক সংবাদ, সন্দেহ নাই। সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থান হইতেও অনেক সজ্জন শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে উক্ত সভার নিকট জিজ্ঞাসু হইতেছেন। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিশ্ব ব্যাপিয়া প্রচারকার্য দেখিয়া হৃদয় [illegible] উৎফুল্ল হয়—অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববাসী সকলেই গৌরকথা-কীর্তনোন্মত্ত হবে, বিশ্ব সুসমৃদ্ধ হইবে।

জগতের লোক সাময়িক কোলাহল ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে স্থিরচিত্তে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] অনুসন্ধান করিবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিবেন। মহাপ্রভুর কথা আলোচনা না করিলে [illegible] [illegible] [illegible], উৎকট ত্যাগী, [illegible], [illegible] অহংগ্রহোপাসক [illegible] [illegible] চেষ্টার উপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবনের জন্য [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্ব [illegible] মগ্ন হইবে, কোন আমিষ [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible] হায় হায়!"

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব

আগামী ২০শে বৈশাখ (১৩৩৬) শনিবার [illegible] দিবসীয় প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ ঢাকা [illegible] শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে ইষ্টগোষ্ঠী, হরিকীর্তন ও [illegible] হইবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট প্রচারকবর্গ উপস্থিত থাকিয়া উৎসবকার্য সুসম্পন্ন করাইবেন। সর্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিবর পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌর-গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী গ্রামে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, গিরীভজা, নেড়ানেড়ি, গৌর-নাগরী প্রভৃতি ভক্তমতবাদ নিরাসপর শুদ্ধ-ভক্তিতত্ত্ব বক্তৃতা-মুখে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর-ভাবে প্রচার করিয়া তদ্দেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ধর্ম্মধ্বজি ভক্তমতবাদি ভক্তবিটেলগণের বিটলামি, অবতার গড়িয়া তোলাবাদিগণের গড়িয়া তোলামি এবং পাগলবাদিগণের পাগলামি ছুটিয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগকে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে বাকি আপাততঃ পাগলামি আর মজা নাই। স্ত্রীসঙ্গী গিরীভজা ও তথা-কথিত বাবাজিগণ রাস্তায় বলাবলি করিতে যাইতেছে যে, সাংবাজির সহিত আর গলা-গলি লেনাদেনা করে অভিসারের মত সাঙ্গ করে চলাচলি করা গৌড়ীয় মঠের ঠেলায় ক্রমে তার হবে উঠিল দেখছি। আর কেহ বা তুলিতেছে গান সম্মানিত হয়ে তাহার সাধারিক দ্বারা বারণি দুঁটি সংবাদ করাইতে করাইতে বলছে "ভাই, তাই বলে কি গৌড়ীয় মঠের [illegible] ঠেলায় প্রকৃতি ছাড়বো ও দিনের তিন-কারে কি দিনকে দিন দিনে শুধু পালাই হাতে করে ফিরে যাব? তা হবে না, তাকে ছাড়বো বরং নিজেকে ছাড়তে পারবো না! আমাদের চক্ষে মহাজন কারবার, গৌড়ীয় মঠের কেবল বিজ্ঞেপন তার বুঝবে কি? আবে ভাই যাদের পায়ে ও জেটা লাগে, তাদের কথা হয়; কেহ বা বলছে—'না হে না, শেষে কি লোক দিনে ভুক্ত যাবে? এবার না হয় 'মনোহর মেলায়' আসবার সময় সাংবাজিগুলোকে রেখেই আসবো। এই গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীর দল অর্থাৎ মঠবাসী সকলেই আমাদের পাছে লেগেছে। নাকি ছিল বাঁকুড়া জেলা, এই সোনা-মুখীতেও এসে আমাদের পেছন লেগেছে। আবার কেমন দিয়ে দিয়ে বলে দেশের লোকগুলোকে মাতিয়ে দিচ্ছে দেখনা! বলছে কি—"আপনাদের সাধারণ গ্রাম পায়েপড়া অর্থের দ্বারা এই সকল পরনারী সঙ্গিগণ ও পরপুরুষ সঙ্গিনীগণ পুষ্ট হইয়া আপনাদের বক্ষে আরোহণপূর্ব্বক আপনা-দের দাড়ি ছিঁড়িতেছে। আপনাদেরই প্রদত্ত অন্নে ইহারা পালিত হইয়া আপনা-দেরই পুত্র কন্যা মাতা ভগিনী পৌত্রী পুত্র-বধূ প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে গৃহের বাহির করিয়া এই অসৎপথে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যেন কল পাতিয়া কুটনী হাতী পুষিয়াছে। এই সকল ধর্ম্মধ্বজিগণ ধর্ম্মের বেশের আবরণে প্রচ্ছন্ন-প্রায় হইয়া ধর্ম্ম-বিশ্বাসী আপনাদের ধর্ম্মসমাজে কি ভয়ানক গ্লানির না উপস্থিত করিয়াছে। আপনাদের দেহের কোন অঙ্গে পূযরক্ত গ্লানিময় স্ফোটক উৎপন্ন হইলে সে গ্লানি দূর করিবার চেষ্টা অন্যে করে না আপনারাই করেন, কেননা তাহা আপনারই অঙ্গ। পরম পবিত্র সনা-তন ধর্ম্মাবলম্বী আপনি আপনার সেই জগদ্বিখ্যাত পরম পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের উপর এই যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি ব্যতীত আর কে দূর করিবে? অতএব আর কালবিলম্ব বিলম্ব করিবেন না— উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। এ গ্লানি দূর করিবার অন্য কোন আয়োজন আপনাদিগকে করিতে হইবে না, পথে ঘাটে আহার্য্য দ্বারা শারীর গ্লানি দূর হয়, আপনাদের সাধারণ ধর্ম্ম দ্বারে পড়া অর্থের দ্বারা এই সমস্ত ধর্ম্মধ্বজিগণের ও অসৎপ্রসঙ্গের ইন্ধন স্বরূপ দানকার্য্য ও সাধক দরবারে আর যোগাইবেন না। এইটুকু মাত্র করিলেই বিনা উদ্যোগ আয়োজনে এই ধর্ম্মবিদ্বেষী অপসারিত হইবে। ভিক্ষা কণি দ্বারা আর এই সমস্ত ভাবাদর্শ পোষণ করিবেন না।"

উক্ত ভক্তদিগের ঐরূপ পরস্পরের ও বিরাট জনসংঘের মধ্যে প্রচার করিয়া এবং স্বয়ং সভামধ্যে শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভুর বক্তৃতাদি শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় মঠের সদাচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আকৃষ্ট ও শিক্ষা-প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবে এবং শ্রীযুত বিশ্বম্ভর প্রভুর বাসায় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দেব বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করা আমরা প্রচারক মহোদয়কে আমাদের দেশে প্রচারকার্য্যে আহ্বান করিবার প্রার্থনা করিলে তিনি আমার নিকট প্রার্থনা কৃপাপূর্ব্বক আমাদের দেশ বর্দ্ধমান জেলার আউসগ্রাম গ্রামে উপ-স্থিত হইয়া নিকটস্থ গ্রামাদি, বেরুগ্রাম প্রভৃতি গ্রামসমূহে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। এতদ্দেশের জনসাধারণ শ্রীনামাপরাধ কাহাকে বলে এবং তাহার অবস্থা কি, শ্রীগুরু সম্বন্ধে কোন সন্ধান অবগত ছিল না। নামাভাস বৈষ্ণবগণ গুরুর নিকট যে নামাপরাধ মাত্র পাইয়া থাকে, তাহা ও তাহারা শুনিয়া বুঝিয়াছে।

প্রচারক মহোদয় এতদ্দেশের প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া এরা যে মানভূম জেলার শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ কেন্দ্রের প্রচার্য্য স্থান-সমূহে প্রচারার্থ সঙ্গী ভক্তগণসহ গমন করায় আমরা তাঁহাদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হওয়ায় দুঃখিত হইয়াছি। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক প্রভু আমাদের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে এরূপ ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ দ্বারা এদেশের পারমার্থিক মঙ্গল-বিধান করেন, এই প্রার্থনা। ১

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"এক গোটা অপরাধ রয়েছেন মনে।
রূপ সনাতনে ধর্ম্ম কাড়ে বিষমে।
আজিও প্রমাণ আছে সেই প্রদেশেতে।
দণ্ড কাড়িয়া ধর্ম্ম আমি সমস্তে॥
দেখি এরে একে যদি সমতা কোয়।
আমার মন ও জেনে সংশয় ছুটয়॥
শুনিয়া মাধব দেবে নিক্ত শাবিলম্ব।
বাম রায়ক সম্বোধিয়া বাক্য বুলন্ত॥
ন যাইবো গকুলে বুঝিলোতো সন্ন্যাসে।
ভুলে যারে সাধিলেক তোমার বচনে॥
রূপ সনাতনে দেখ নয়ে প্রবন্ধাই।
শঙ্করদেবের মত নিসবে রাখয়।
শঙ্করদেবক জেনে মানিবে লাগয়॥
শঙ্করের মত তারা মনে নরাখয়।
শঙ্কর দেবক লাজ আনিবে লাগয়॥
আছে যাইবো মনক গোচর এই ভবে।
বাঙ্গতার বচন আমিসব ধরু শুনে॥

এখানে রামরায় কি দোষের কথা বলিলেন যাহার জন্য তিনি মাধব দেব কর্ত্তৃক এইরূপ ভাবে তিরস্কৃত হইলেন? তিনি বলিয়াছেন যে বৃন্দাবনে গমন করে শঙ্করদেব যদি রূপ সনাতনের নিকট বিচার করেন তাহার মত গোস্বামিগণ মানিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোন সন্দেহ থাকে না। প্রথম মুখে শিষ্যের গুরুবাক্যে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, গুরু-হইতে কি জ্ঞান লাভ করিলেন, তাহা অপরাপর সাধুর সহিত আলোচনা করিয়া দেখিবেন এবং তজ্জন্য শিষ্যকে এ সুবিধা প্রদান করিবেন। বৈষ্ণবগণ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, যথা-

"সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ অভিলাষ।
শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশ॥"

পরিশেষে নদীয়া প্রকাশের [illegible] গ্রাহকগণের নিকট আমার করজোড়ে প্রার্থনা, যে, যেন এরূপ ধর্ম্মধ্বজিদিগকে তাহাদের বাড়ীতে স্থান দান করিতে না দেন বা ভক্তমতবাদিগণের সংসর্গ না করেন। তাহা হইলেই অপকলঙ্ক-বর্জ্জিত হিন্দুসমাজের গ্লানিকর কপট বেশধারী স্ত্রীসঙ্গী অপসম্প্রদায়সমূহ আপনা আপনি অন্তর্হিত হইবে। ইতি- ২রা মে ১৯২৯।

প্রণত—

শ্রীভুলালচন্দ্র দাস

পোঃ আউশ বেরুগ্রাম, বর্দ্ধমান।

গুরু, সাধু ও শাস্ত্রের বাক্যের সহিত নিজ বাক্যের ঐক্য প্রদর্শন করিবেন, নতুবা তিনি কি বলিয়া শিষ্য-কর্ত্তৃক সদ্-গুরু বলিয়া বিবেচিত হইবেন? অন্ধ-বিশ্বাসে গুরুর পেছন শিষ্যের কয়টা দিনের জন্য থাকিতে পারে? সেই সে-অন্ধবিশ্বাসের বীজ মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ে রোপিত হইয়াছে, তাহা আজ অঙ্কুরিত হইয়া এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। ভাগবত ভক্তির নামে এই সম্প্রদায়ে কেবল অন্ধবিশ্বাসের কথাই শ্রুতি-গোচর হই-তেছে। আরোপসিদ্ধা ভক্তিই আজ এই সম্প্রদায়ের ভাগবত-ভক্তি। কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞান-নিষ্ঠা ভক্তি যাহা ভাগবত নিন্দা করিয়াছেন, আর তাহাই এই সম্প্রদায়ে শুদ্ধভক্তি আখ্যা লাভ করিয়াছে, আজ এই অন্ধবিশ্বাস বেজবরুয়া মহাশয়ের ভিতর মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যায়—।

"সাধনসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

ইনি কিন্তু গাছে না উঠিতেই এককাঁদি ভাগবতগ্রন্থ শ্রবণ না করিয়াই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি এক জ্ঞান লইয়াই ভাগবত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

"ক চিনিতে নারে যে।
ভাগবত বাখানে সে॥"

বেজবরুয়ার হাতে ভাগবত-প্রণালী দেখিয়া আমাদের উপরিউক্ত প্রবাদ বাক্যটি মনে পড়ে। তিনি কিরূপ ভ্রম প্রমাদ লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার নমুনা স্বরূপ এ স্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়াস পাইব। তিনি উপরিউক্ত প্রবন্ধের একস্থলে আমাকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন—

"আপুনি বাঁহ বেড়ে বুদ্ধি দেখ ভাল।" ভাগবতের টীকা [illegible], ইহা এ ক্ষেত্রে শ্রীধরকে অস্বীকার করিলেন না। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ এই সূক্তি বলা হইয়াছে। ইহা জীবের যে কোন অব-স্থায় উপলব্ধ প্রকাশ পাইতে পারে। এই আত্মার স্বরূপ-বুদ্ধি অতএব আশঙ্কা নাই। বেজবরুয়া এই শব্দের বিকৃতার্থ স্থাপন করিয়া অক্রুরের জ্ঞান তিরস্কার-ভাবপূর্ণ জ্ঞান অপেক্ষা কিছু কম ছিল বলিতে হয়। বোধহয় এই জন্য হিরণ্যকশিপুর বিচার-প্রণালী তাহার হৃদয়ে আধিপত্য আদায় করিয়া প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের জীবন-চরিত্র পাঠে এইরূপ ধরণের একটি গল্প পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অধ্যাপকের [illegible] হইয়াছে—[illegible]

আবেদন [illegible] :

[illegible],	১। শ্রীভক্তিশাস্ত্র,
সম্প্রদায়বৈভবাসন,	২। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
তত্ত্বশাস্ত্রাসন,	৬। বেদান্তাসন,

এক[illegible]সন।

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২০, । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের [illegible] ১২, অগ্রিম সাহায্যের পক্ষে ৮, ।

২০ অধ্যায়ের [illegible] সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও মধ্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অতীব [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আর কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য : ষাণ্মাসিক ১॥০ : সাপ্তাহিক /০

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী :

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড [illegible]	[illegible]
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	[illegible]
৩।	আচার ও আচার্য্য	./০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি ([illegible])	[illegible]
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অষ্টশ্লোক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	[illegible]
৯।	[illegible]	[illegible]
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	[illegible]
১১।	ভাষ্যাদি-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮,
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬।০
১২।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	[illegible]
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], বক্তব্য-টীকা ও [illegible]	[illegible]
১৪।	[illegible]	[illegible]
১৫।	শ্রীগৌড়ীয়[illegible]দর্পণ	[illegible]
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি ([illegible])	[illegible]

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থী-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-: *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সম্পূর্ণরূপ ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে বৈশাখ, শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিপ্রলিপ্সায় জগৎ পরিপূর্ণ। জগতের প্রায় সকলেই চাহে নিজে বঞ্চিত হইতে ও তৎসঙ্গে অপরকে বঞ্চনা করিতে। শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিয়া নিজে লাভবান হইয়া অপরকে লাভবান করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোকসংখ্যা জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, যেটি আমাদের নিজমঙ্গলের কথা, সেই কথাটির প্রতিই আমরা অত্যন্ত পরাঙ্মুখ। আমরা আপাতসুখের মোহে পড়িয়া নিত্য শাশ্বত সুখ চাহি না। দোহাই আমাদের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষি-সাধুগণ আমাদিগকে অযাচিতভাবে যে সকল হিতকথা শুনাইতে আসেন, আমরা সে কথার প্রতি ত' কর্ণপাত করিতেই চাহি না, বরং তাঁহাদেরই ছিদ্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। সাধুগণের বিচারে কোন দোষ না থাকিলেও, তাঁহাদের সমস্ত বিচার ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা-সম্মত হইলেও তাহা আমার ইন্দ্রিয়তর্পণানুকূল না হওয়ায় পর ছিদ্রানুসন্ধিৎসু ভ্রমাদি দোষযুক্ত আমি তাঁহাকে নানারূপ ভ্রম প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করি। ফলে সাধুনিন্দা নামক ভীষণ নামাপরাধের আবাহনপূর্ব্বক অনন্ত নরকভোগের যাত্রী হই।

পরের সুখ সহ্য করিয়া উঠিতে না পারারই নাম মৎসরতা। মৎসর লোকেরা নিজেরাও সুখী হইতে পারে না, অপরকেও সুখী দেখিলে হিংসায় তাহাদের বুক ফাটিয়া যায়। তজ্জন্য সাধুনিন্দা-প্রবৃত্তি। আমরা দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা জগতের প্রায় সর্ব্বত্র মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সাময়িক পত্র প্রচার, ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার, শ্রীগ্রন্থ-পাঠ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি দ্বারা 'সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন দেখিয়া মৎসর লোকসমূহ তাহাদের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় মাৎসর্য্যানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-আচরিত ও প্রচারিত নিত্য শুদ্ধ সনাতন সার্ব্বজনীন সত্যই তাঁহাদের প্রচার্য্য বিষয় হওয়ায় তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া মৎসর সম্প্রদায় "যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা" ন্যায়াবলম্বনে—'সাধু কেন আহার করেন, সাধু কেন নিদ্রা যান, সাধু কেন গাছতলায় না থাকিয়া দালানে থাকিবেন, সাধু ল্যাংটা না থাকিয়া কাপড় পরিবেন কেন, সাধু পায়ে না হাঁটিয়া গাড়ী ঘোড়া চড়িবেন কেন, সাধুর আবার সাইকেল, মোটর, প্রেস, বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা ইত্যাদি থাকিবার প্রয়োজন কি, সাধু কি ঐগুলি আমাদের ভোগে লাগাইতে পারে না?' ইত্যাদি প্রশ্ন প্রচারদ্বারা নিরীহ নির্ব্বোধ লোকগণের সাধু-প্রচারিত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু নিষ্কপট সাধুগণের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার উপর হস্তক্ষেপ করে, কাহার সাধ্য? পরম বাস্তবসত্যের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে, এমন স্পর্দ্ধা কাহার আছে? সাধুগণ অবন্তীদেশীয় ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর ন্যায় পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশ ধরে মুকুন্দসেবন ব্রত ধারণপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ-জনসমাজের সমস্ত অত্যাচারকে ভগবানেরই কৃপাজ্ঞানে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে সত্য-প্রচারে ব্রতী হন। সাধুগণ ঠাকুর হরিদাসের আদর্শে বলিয়া থাকেন—

'খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তথাপি না বদনে ছাড়িব হরিনাম॥'

সাধুরা বলেন—

কর্ণীক্তে জ্ঞানমানেহপি ক্ষুদ্রমানে সুপুরুষৈঃ।
বৃক্ষস্য সারমেয়াশ্চ কা ক্ষতিস্তত্র জায়তে॥

নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বীরপুরুষ নাই, যিনি সত্যের অপ্রতিহত গতিকে বিন্দুমাত্র রোধ করিতে সমর্থ। সত্যান্বেষিজনগণ সাধুর বিমল বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। কিন্তু অসত্যকে সত্যভ্রমে সত্যের অপলাপকারিগণ দিন দিন প্রবলবেগে মহারৌরবের নিকটস্থ হইতেছেন দেখিয়া সাধুগণ তাহাদিগকে সাবধান করিয়া বলেন—হে বন্ধুগণ, 'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি' 'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়' প্রভৃতি মহাজন-বাক্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৈষ্ণবের আচার বিচার সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু মতামত প্রকাশপূর্ব্বক বৈষ্ণবাপরাধ বরণ করিও না। অবশ্য বৈষ্ণববেষধারী কপট ধর্ম্মধ্বজিগণের আচার বিচার শুদ্ধভক্তসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা সম্পূর্ণরূপে গর্হণীয়; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা কি ভাবে করিয়া আনন্দ পাইতেছেন, তাহা তাঁহাদের নিকটই একবার তর্কপন্থা ত্যাগ করিয়া পরিপ্রশ্ন দ্বারা জানিয়া লওয়া ভাল নহে কি?

প্রাকৃত সহজিয়াগণ যেমন লোকের নিকট জড়প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির আশায় নানারূপ মর্কটবৈরাগ্য অবলম্বন করে, ভক্তগণ তাদৃশ জড়প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক না হওয়ায় ঐরূপ তুচ্ছ বা ফল্গু মর্কট বৈরাগ্যের আদৌ পক্ষপাতী না হইয়া যুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তাঁহাদের বিচার—

'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥'

অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় মহাপ্রসাদরূপে গ্রহণ হইতে কৃষ্ণসম্বন্ধে যে আগ্রহ জন্মে, তাহার নাম প্রকৃত বৈরাগ্য।

'যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া॥'
"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

অর্থাৎ মুমুক্ষু জনগণ লোকের নিকট বৈরাগী বলিয়া প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির আশায় হরিসম্বন্ধি বস্তু (মহাপ্রসাদ)-কেও যে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে ত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য দেখাইতে যান, তাহার নাম ফল্গু বা মর্কট বৈরাগ্য।

যাহারা মর্কট বৈরাগী, তাহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ কিছু হইল কিনা হইল সেদিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া লোকে তাহাদিগকে ভক্ত বলিতেছে কি না, তাহাদের লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা কিছু বাড়িয়া যাইতেছে কি না—এইদিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখে। কিন্তু যুক্তবৈরাগ্যবান্ সাধুগণের লক্ষ্য কেবল মাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ থাকায় লোকে তাঁহাদিগকে কি বলুক, না বলুক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় তাঁহাদের আদৌ নাই। তাঁহারা মহাপ্রসাদে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি না থাকায় তাহাতে ভুক্ত না করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণজ্ঞানে সেবা করিয়া কৃষ্ণসেবায় নবনবায়মান উৎসাহ লাভ করেন, নিদ্রাকে কৃষ্ণসেবার অনুকূলজ্ঞানে করেন, দালান কোঠায় থাকা, যানারোহণ করা প্রভৃতি তাঁহাদের যাবতীয় আচরণ সমস্তই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপর। তাঁহারা এই ক্ষণভঙ্গুর অথচ পরমার্থপ্রদ সুদুর্লভ মানবজীবনের সময়ের মূল্য ও তাহার সদ্ব্যবহার জানেন, তাই তাঁহারা যাহাতে কোন সময়টী, কোন উদ্যমটী বৃথা বাহির না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় যে সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা তাঁহারা কৃষ্ণসেবানুকূল জ্ঞানেই অনাসক্ত চিত্তে স্বীকার করিয়া থাকেন, বিলাসিতা তাঁহাদের লক্ষ্যীভূত বিষয় নহে। পায়ে হাঁটিয়া যে স্থানে যাইতে ৫ দিন লাগে, বাষ্পীয় যানযোগে যদি সেস্থানে ১ দিনে যাওয়া যায়, তাহা হইলে জীবনের এই ৪টী দিন কি লাভ করা গেল না? এই ৪ দিনে ত' কত হরিসেবাকার্য্য করা যায়? আর লোকের নিকট বৈরাগ্য দেখাইতে গেলে আমার জীবনের এই ৪টী দিন যে বৃথা চলিয়া যায়, তাহার মূল্য কে দেয়! সাইকেলে চড়িলে যদি কয়েকের বিষয়-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহা হইলে না হয় তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণসেবানুকূল হইলে তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যক কি? মোটকথা—

'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম'-নাম॥'

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছামূলে যাহা কিছু আচার করা যায়, তাহাতে আর কামগন্ধ থাকে না। শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহাই বৈধী ভক্তি। শুদ্ধভক্তসঙ্গক্রমে তাহাই ক্রমে রাগাত্মিকা ভক্তি হইয়া থাকে। এসকল বিচার না বুঝিয়া বৈষ্ণবের ত্রুটী খুঁটী অনুসন্ধান করা অত্যন্ত হীন হৃদয়ের পরিচায়ক। ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবৃত্তি কেবল বৈষ্ণবাপরাধেরই আবাহন করিয়া থাকে। বৈষ্ণবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু কৃষ্ণসেবা-বহির্ম্মুখ আমার ন্যায় বদ্ধজীবের বাঁচিয়া থাকার কি লাভ আছে? কেবল [illegible] বৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই কি নহে? সাধুগণ ভোগিগণের ন্যায় বিলাস-দ্রব্য ব্যবহার করিতে দৃষ্ট হইলেও উভয়ের ব্যবহার কখনও এক জাতীয় বা এক-পর্য্যায়ের হইতে পারে না। সাধুরা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণভোগ্য বা কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করায় তদ্দ্বারা কৃষ্ণসুখসম্পাদন-চেষ্টা ব্যতীত অন্য কোন অভিপ্রায় তাঁহাদের চিত্তে স্থান পাইতে পারে না, কিন্তু জগতের প্রাকৃতজনগণ তাঁহাদেরই ভোগ্যরূপে দর্শন করেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট ঐ গুলি ত্যাগ করার নামই বৈরাগ্য, তাই তাঁহারা সাধুদিগকে ঐগুলি একেবারে ত্যাগ করিতে না দেখিলে কিছুতেই তুষ্ট হইতে চাহেন না। কিন্তু সাধুগণ ত' তাঁহাদের মত নির্ব্বোধ নহেন, তাঁহারা দেশ, কাল ও পাত্রের সদ্ব্যবহার জানিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন।

সাধুগণ যে সমস্ত আচার ও বিচার প্রদর্শন করেন, তাহা বৈষ্ণব সংস্কারে অনুশীলন না করিয়া '[illegible]' [illegible] 'ছিদ্র' ভাবে যাঁহারা কেবল সাধুর দোষানুসন্ধানে ব্যস্ত, তাঁহারা তাঁহাদের দোষদুষ্ট দর্শন দ্বারা সাধুকে যে যে বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করিতে চাহেন, অনাধ্যক্ষিক সুজনগণ সেই সেই বিষয়ে সাধুর কৃষ্ণৈকশরণতাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অধোক্ষজের অক্ষজ-জ্ঞানবাদী, কৃষ্ণৈকশরণতা-শূন্য অথচ ভক্তের ভাণকারী, গুরুলোভাভিমানী,

অন্ধবিশ্বাসীর প্রতি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] মৌলিক [illegible])

'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।
বিশ্বাস করিয়া জয় যে জন চতুর॥'

—ভাই, তোমার এ [illegible] খুব সুন্দর, এ বিষয়ে কোন [illegible]। কিন্তু ভাই, তুমি উহার অর্থ [illegible] বুঝিয়া রাখিয়াছ, তাহা তোমার [illegible] তুমি যে বলিতেছ,—

ঠিক [illegible]
[illegible] কথায় কিবা আসে যায়॥

[illegible] অনেক বড় উচ্চ কথা [illegible] বলিয়া বোধ হয়। [illegible] শাস্ত্র [illegible] অবিশ্বাস [illegible] বরণ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ভাই, একটু অপেক্ষা করিয়া বিচার করিলে বুঝা যায় যে, শাস্ত্র তোমাকে [illegible] ও ভগবদ্বিশ্বাসী [illegible] দর্শন করিতে নিষেধ করেন। [illegible] বিশ্বাস [illegible], তুমি [illegible] হইবে, [illegible] করিতে, [illegible]

ঠিক [illegible], যদি ঠিক [illegible] যুক্তির দ্বারা [illegible] বলিবে—ঠিক [illegible] কোন একটা [illegible] একটা কিছু [illegible] করিতে [illegible]

[illegible] সাধুগণের [illegible] বিশ্বাস [illegible] সজ্জনগণের [illegible] একটা [illegible] কথামৃতেরই [illegible]

[illegible] শ্রীনামের নিকট [illegible] যে সকল নামাপরাধ [illegible] হইতে জগতে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, শ্রীনামপ্রভু সেই [illegible] সাধুনিন্দা কেমন করিয়া সহ্য করিবেন?

নিরাকার, বৃহৎ, চিন্ময় ব্রহ্ম-ধ্যানের শক্তি লাভ করিলে, তখন ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু ভাই, তোমার ঐ কথা কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ঠিক [illegible] একটা কিছু [illegible] করিতে পারে, [illegible] তুমি [illegible] ব্রহ্ম-ধ্যানের [illegible] নিরাকার, বৃহৎ [illegible] নহে, [illegible] প্রকৃতির একটা মানসিক ছবি মাত্র। [illegible] নিরাকার, বৃহৎ, চিন্ময়বস্তুর ধ্যান করা মনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। [illegible]

[illegible] শিক্ষা করিতে করিতে ক্রমশঃ [illegible] লাভ করা [illegible] না। [illegible] থাকে। [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীভগবানের [illegible] ভক্ত [illegible] সর্ব্বসিদ্ধি [illegible] প্রাপ্ত হইয়া [illegible]

[illegible] একমাত্র ভক্তযুক্ত জনেই সর্ব্বসিদ্ধি হইতে পারে। তোমার তথাকথিত মোক্ষপদ হইতে যখন জীবের পতনই হয়, তখন উহা মোক্ষপদ-বাচ্য নহে।

তুমি ভাই, যদি স্থির হইয়া শোন ত বলি—দেখ, বিশ্বাস দুই প্রকার—অন্ধ-বিশ্বাস এবং প্রকৃত বিশ্বাস। অন্ধবিশ্বাসে কোন লাভ নাই। পথে একটি রজ্জু পড়িয়া আছে তাহাকে যদি তুমি সর্প বলিয়া বিশ্বাস কর এবং খুব [illegible] রোমাঞ্চিত হইয়া পলাইয়া যাও, তথাপি ঐ রজ্জু কখনও সর্প হইবে না, উহা রজ্জুই থাকিবে, তুমি শুধু নিজ অজ্ঞতা হেতু খানিক কষ্ট পাইবে। সুতরাং তুমি ঐরূপ বিশ্বাস করিয়াও চতুরতার পরিচয় দিতে পারিলে না। মহাজনগণ শাস্ত্রে সাধন সম্বন্ধে যে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় ও বিধিব্যবস্থাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে তোমার প্রকৃত বস্তুতে বিশ্বাস করা হইবে এবং তদনুযায়ী সাধন দ্বারাই তুমি প্রকৃত 'চতুর' হইতে পারিবে—অন্যথা নহে।

দেখ, শ্রীভগবানের নামে অনন্ত মাধুর্য্য, তাঁহার রূপের তুলনা নাই, তাঁহার গুণ অসীম, তাঁহার অনন্ত লীলা চিত্তের মনোমোহনকারী, তাঁহার ধাম চিদানন্দ [illegible] সৌন্দর্য্য পূর্ণ, তাঁহার পারিষদগণ অত্যুৎকৃষ্ট স্বভাব-সম্পন্ন। এই সকল বিষয় নিরন্তর সাধুমুখে যথাশাস্ত্র শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীভগবানে চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাতে চিত্ত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয়। সাধন দ্বারা [illegible] বা প্রেম-মহাধন লাভে কৃতার্থ হন। উত্তম বস্তুর আস্বাদ পাইলে নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি লোভ থাকে না। [illegible] শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে জীবগণের ইতর বস্তুর প্রতি পিপাসা দূরীভূত হইয়া থাকে। ঠিক এমন কোন মাধুর্য্য নাই, যদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া জীবগণ অন্যান্য বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিতে পারে।

আবার শোন—শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কোন পথ তুচ্ছ করিলে, তাহা বুঝিবার সুযোগ হারাইও না। ঐরূপ করিলেও তুমি চিরকালের জন্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট থাকিবে। সাধুগুরুচরণে প্রণত হইয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিবার যত্ন করিতে হয়। হায়, বড়াই করিয়া বৃথা তর্ক করিলে তোমার চতুরতার পরিচয় পাওয়া যাইবে না। চতুর-ব্যক্তি [illegible] নিমিত্তই সর্ব্বদা চেষ্টা বিশিষ্ট হইয়া থাকেন, বৃথা তর্ক করিয়া নাম বড়াই ভাব প্রকাশ করেন না। বালক যেমন মূল্যবান [illegible] বুঝে না, অজ্ঞ ব্যক্তি সেইরূপ সত্য বস্তু পাইলে অনাদর করিয়া থাকে। ঠিক মুক্তি-দায়িনী বিশ্বাস করিলে, তুমি চতুরতার পরিচয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বসিবে এবং ঐরূপ বিশ্বাস করিয়াও তুমি নাস্তিকগণ অপেক্ষা অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

অনুচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টী,)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

একদিন শ্রীরামানুজাচার্য্যের গুরু শ্রীযামুনাচার্য্য দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কোলাহল নামক সেই দেশের রাজপণ্ডিতের সহিত শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে বালকজ্ঞানে শুধু একটি শব্দের বানান, সন্ধি ও সমাস জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, ইহাতে যামুনাচার্য্য বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি ভাবিয়াছিলাম আমি একজন পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্র-বিচার করিতে আসিয়াছি। কিন্তু তিনি আমাকে যেরূপ শরীরের আয়তনের ভিতর দিয়া দেখিতে চাহেন, ইহাতে মনে হয়, তিনি একটি ছাগকে নিজাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী মনে করিবেন।" আমরা লেখক-মহাশয়কে যামুনাচার্য্যের উপরিউক্ত শ্লেষ বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি। আবার—বয়োবৃদ্ধ [illegible] লেখকমহাশয়ের নিজের জ্ঞানের যে বিকাশের পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহাতে জ্ঞান লাভের জন্য বয়সের প্রতি আস্থা স্থাপনে কাহাকেও অনুরোধ করিতে পারিতেছি না।

লেখকমহাশয়ের এই সমস্ত বাগ্‌বৈখরী তাঁহার সমশ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়াগণ-কর্তৃক [illegible] বিবেচিত হইলেও বৈষ্ণবগণ এইরূপ জ্ঞানকে অজ্ঞানের পরিসীমা বলিয়াই জানেন। তিনি জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত নহেন বলিয়াই ভাগবত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন [illegible] নহে। ভাগবতে যে জ্ঞানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে লেখকমহাশয় সম্ভ্রমে ভাগবত হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থান করিতেন।

লেখকমহাশয় যে কয়েকটি বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছেন, তাহা এই—

১। মায়াবাদ, ২। ঈশ্বরতত্ত্ব, ৩। জীবাত্মতত্ত্ব, ৪। শ্রীনামতত্ত্ব, ৫। রস-তত্ত্ব ৬। মুক্তিতত্ত্ব ও ৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত ও আচার। আমরা ক্রমশঃ সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য প্রয়াস পাইব।

১। মায়াবাদ

এতৎপ্রসঙ্গে বহু কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। আমাদের গ্রন্থেও মায়াবাদের বিচার সংক্ষেপে অনেক করা হইয়াছে। ঈশ্বর-তত্ত্ব ও মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার মত আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া মনে হইতেছে তিনি ইহা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। তথাপি নিজ ত্রুটী স্বীকার পূর্ব্বক প্রতিপক্ষকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছেন না। ইহা তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি বহু 'শ্লোকের' পদ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, শঙ্করদেব সাকারবাদী এবং তিনি ভগবানে লীন না হইয়া তাঁহার দাসভাবে অবস্থিত থাকিয়া নিত্যকাল তাঁহার সেবাই করিতে চাহেন। অতএব আমি তাঁহাকে মায়াবাদী বলিতে পারি না; তিনি গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন শঙ্করদেবকে কেবলমাত্র একটী কারণে মায়াবাদী বলা হয় নাই। মোটামুটি তাঁহাকে যে কয়টি প্রধান কারণে মায়াবাদী বলা হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) যে মতে গুরুপ্রণালী স্বীকৃত হয় নাই, তাহাই মায়াবাদ। গুরুপ্রণালী স্বীকারই সনাতন রীতি ও ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। মায়াবাদী সম্প্রদায় গুলিতে গুরুকরণের প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু তাঁহারা গুরুপ্রণালী স্বীকার করেন নাই। গুরুপ্রণালীর অস্বীকারে সম্প্রদায় অস্বীকৃত হয়। সৎসম্প্রদায় হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র মনঃকল্পিত বলিয়া বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে। গুরুপ্রণালী স্বীকারই ভাগবতসম্প্রদায়ের মূল অঙ্গ। শ্রীধর স্বামী ভাগবত ধর্ম্মের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

যেন হি ভাগবতসম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ।
একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ ব্রহ্ম-
নারদাদি-দ্বারেণ।
অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার-
সাংখ্যায়নাদি-দ্বারেণ।

শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনৎকুমার—এই আদিবৈষ্ণবগণ শ্রীনারায়ণের মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া উহা জীবের নিকট ব্যক্ত করেন। তাঁহারাই ভাগবতের আদি শ্রোতা এবং বক্তা। তাঁহাদেরই নারদাদি-শিষ্যগণ চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া চারিটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবাহগুলি আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছে। এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নামে অভিহিত।

সাম্প্রদায়িক গুরু অস্বীকৃত হইলে শ্রুতিসমূহের আম্নায় রক্ষিত হয় না। এবং আম্নায় রক্ষিত না হইলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে কাহারও অধিকার জন্মে না। যথা—

আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্ম বল্লোকি
বিশ্রুতঃ।
গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ বিশ্ব-কর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ॥

শ্রুতিগণের ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোনটি শ্রুতিগণের প্রকৃত তাৎপর্য্য, যাহা সেই বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং জীবের জন্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং সিদ্ধ-গুরুপারম্পর্য্যে যে অর্থ আমাদিগের নিকট প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহা গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিমাত্রই শ্রুতিসমূহের বৈষ্ণব যুক্ত অর্থ ছাড়া আর সমস্ত প্রকার অর্থকেই বর্জ্জন করিয়াছেন।

শঙ্করদেব কোন গুরু স্বীকার করেন নাই; এক্ষণে যদি বিচার-স্থলে ধরা হয় যে, তিনি ঠিক ঠিক বৈষ্ণব-বিচার ও আচার নিজ সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না? উত্তরে শাস্ত্র ও বৈষ্ণবগণ বলিবেন—'না'। মন্ত্র গুরুমুখ বিগলিত না হইলে অর্থ প্রকাশ করে না। গুরুমুখে শ্রবণ ও তাঁহার সেবা ব্যতীত অধিরোহ-চেষ্টায় মত্ত জ্ঞান-লাভ অসম্ভব বলিয়াই সাধু ও শাস্ত্রগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে দুটি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
(গীতা ৪।৩৪)
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

এই দুইটী শ্লোকেই বলিতেছে যে, সেবোন্মুখী শিষ্যের হৃদয়ে গুরুশক্তি জ্ঞান অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং যিনি অধো-পর্য্যন্ত বাস্তব শক্তিসমূহের আলোচনা করেন, তিনি একজন নকলনবীশ মাত্র, গুরু নহেন। নকল আসল নয়, অনুকরণ ধর্ম্ম নহে। অনুকরণে প্রস্তুত বস্তু মাত্রই মেকি বলিয়া উপেক্ষিত হয়। মেকির প্রতি যাঁহাদের আদর দৃষ্ট হয়, তাঁহারা নিশ্চয় খাঁটির সন্ধান পান নাই অথবা খাঁটিকে অগ্রাহ্য করেন বলিতে হয়। আবার যাঁহারা মেকির আদর্শে গঠিত হইতে চাহেন, তাঁহারা মেকিরও মেকি। "সাত নকলে আসল খাস্তা"—এই ন্যায়ানুসারে মোক্ষ গুরুপরম্পরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া একটা বাদের সৃষ্টি করেন মাত্র। তাঁহাদের মতবাদ একটা বাদ মাত্র, অন্য কিছু নহে। উহাতে বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয় না। আজ বৈষ্ণবব্রুবা মহাশয় ও এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্য্যগণ শঙ্করদেবের মত সম্বন্ধে যে কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহাদের এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি। তাঁহারা যে চতুর্দ্দিক লইয়া শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সত্য অন্বেষণের জন্য নহে—সত্য আবরণের জন্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যে মহামূল্য শ্লোকটিতে সত্য লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা বৈষ্ণবব্রুবা মহাশয়ের বিচারের জন্য এইখানে তাহার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

বাস্তবিক শাস্ত্রবিদ্ মাত্রেই জানেন— যথা জাত্যন্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে তথা গুরূপদেশেন বিনা কল্পকোটিভিঃ তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে।

(২) যে মতে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাহাই মায়াবাদ। ভক্তির নিত্যত্ব স্থাপন করিতে হইলে ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্থাপন করিতে হইলে উভয়কে নিত্য সবিশেষ প্রমাণ করিতে হয়। যাঁহারা শ্রীভগবানের নির্ব্বিশেষত্ব কল্পনার পক্ষপাতী, তাঁহারা সবিশেষ ধারণাকে নির্ব্বিশেষত্ব লাভের একটা উপায় বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের বিচারে ভগবান বস্তুতঃ *Impersonal*; এই *Impersonality of God-head* উপলব্ধি করিবার জন্য ভক্তি বা সাকার উপাসনা একটা *medium*; ইহাই শঙ্করাচার্য্যের বিচার। এই আধ্যাত্মিক বিচারই আধ্যাত্মিক বিচার-নিপুণ জনসমাজে আদর লাভ করিয়াছে। শঙ্করদেব ঠিক এই বিচারই প্রচারণ করিয়াছেন। অতএব শঙ্করদেবের বক্তাবলীর আর কোনরূপে সমন্বয় সাধন করা যায় না। শঙ্করদেবের আচার্য্যগণ ও আধুনিক মতবাদিগণও ঠিক এই বিচারেরই কথা বলিতেছেন। আমরা এতদিন শঙ্করদেবকে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় শঙ্করের অবতার বলিয়া শুনিয়া আসিতেছিলাম। গত কার্ত্তিক মাসে 'সৌরভ' পত্রিকায় অনেক আসামী লেখক 'শঙ্করদেবকে' শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রচারক বলিয়া আমাদিগের নিকট প্রমাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে শঙ্করদেবকে বৈষ্ণব বানাইতে গিয়া। 'বৈষ্ণব ও বিষ্ণু-পূজক' গ্রন্থ যখন শঙ্করদেবের তথা কথিত বৈষ্ণব-মতকে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণপতি ও সূর্য্য—এই পঞ্চোপাসনার অন্তর্ভুক্ত স্মার্ত্ত অদ্বৈত মত বলিয়া প্রমাণিত করিলেন, তখনই বঙ্গ-বিদ্বেষী বৈষ্ণবব্রুবা মহাশয় ও তাঁহার অভিন্ন সহকর্ম্মী কোন চৈতন্য-ভক্তাভিমানীর নিকট হইতে যে সত্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া নানা রকম চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক লেখকগণকে ক্ষুব্ধ করিবার মানসে শঙ্কর ও চৈতন্যের মতের বৈশিষ্ট্যালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, কখনও চৈতন্যের চরিত্রের আলোচনা, কখনও তাঁহার ভক্তের চরিত্রের আলোচনা, কখনও তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ প্রভৃতি অবান্তর কথার উত্থাপন করিয়া, তীব্র চৈতন্য-বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। চৈতন্যমীমাংসা পুস্তক হইতেই ইহাদের নিজের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব ও [illegible] প্রকৃত পরিচয় পাওয়া [illegible] [illegible] আক্রমণে বিক্ষিপ্ত [illegible] না হইয়া, [illegible] দেশীয় [illegible] [illegible] সম্বন্ধ [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] পরাঙ্মুখ নহেন। [illegible] [illegible] উপদেষ্টা [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

পাঠ ও কীর্ত্তন

আগামী [illegible] শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার [illegible] ঠাকুর [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible] সন্ধ্যা আর- [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্য- [illegible] পাঠ হইয়া থাকে। পরমার্থ প্রার্থী সজ্জনবৃন্দের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়ের জন্য অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সত্যগ্রন্থাচৈতন্যাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগোড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১৲, অগ্রিম সাহায্যের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায় পর্যন্ত প্রথম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও মধ্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১৮৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ খানায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	•
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ) গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	৲
৩।	আচার ও আচার্য্য	৶•
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷•
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অষ্টপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶•
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵১•
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸•
৯।	সাধককণ্ঠমণি	•
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸•
১১।	ভাষ্যসহ-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৬৷০
১২।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে টীকাই, বলদেব-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	১৲
১৪।	শ্রীহরি নামের ভাবনা	।•
১৫।	শ্রীগৌর-পার্ষদ-অভিধান	।•
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।•
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।•
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (৫ম সংখ্যা হইতে)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থী-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math;

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে বৈশাখ, সোমবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা শ্রীশ্রীনদীয়া প্রকাশ পত্রের ৫১, ৫৫, ৫৬, ও ৫৯ সংখ্যায় 'সাময়িক প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধ-চতুষ্টয়ে শাস্ত্রযুক্তি ও প্রমাণমূলে আলোচনা করিয়াছি যে,—কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের আচরণাদি দ্বারা মহাপ্রসাদে সাধারণ অন্ন-সামান্য বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-সামান্যবুদ্ধি বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণবে একীকরণ বুদ্ধিরূপ নামাপরাধ করিবার কোন আদর্শ স্থাপন করিয়া যান নাই; তাঁহারা অদৈব বর্ণাশ্রম-বিচারের কোন প্রকার প্রশ্রয় না দিয়াই দৈববর্ণাশ্রম-বিচারের সার্ব্বাঙ্গীন সুষ্ঠুতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু—যিনি একজন আদর্শ বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ গৃহস্থের অভিনয় করিয়াছেন—ভক্তিশংসন-হেতু যিনি আচার্য্য বলিয়া প্রকীর্ত্তিত, তিনি তাৎকালিক নদীয়ার বিখ্যাত কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে থাকিয়াও শত শত উৎকৃষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণ থাকিতে যবনকুলোদ্ভূত এক ব্যক্তিকে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র দান কেন করিলেন আর মুকুন্দ হরিদাসকে লইয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাতে একত্র বসিয়া স্বচ্ছন্দভাবে মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজনই না করিলেন কেন—ইহার বিচার প্রদর্শন করিব।

শৌক্র জাতি-সামান্যবাদী ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিবর্গ মহাপ্রভুর বিমুখ-বিমোহন-লীলা-তাৎপর্য্য উপলব্ধির অভাবে মহাপ্রভুকে তাঁহাদেরই দলের একজন আদর্শ শৌক্রবর্ণাশ্রমাভিমানী মনে করিবার স্পর্দ্ধা করিলেও জগদ্গুরু নিত্যানন্দের আচরণ ভাষ্যস্বরূপ হওয়া মহাপ্রভুর যাবতীয় আচার বিচার সুষ্ঠুরূপে বিশ্লেষণপূর্ব্বক তাঁহাদের সকল কপটতার মূলদেশ উৎপাটন করিতে যায় দেখিয়া মহাদক্ষ তাঁহারা এক অদ্ভুত যুক্তি বাহির করিলেন, "নিত্যানন্দ অবধূত—বিধিগোচর, তিনি বৈষ্ণবের জাতি-কুলাদি বিচার না করিয়া যে কোন কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের হস্তপাচিত অন্নপানাদি গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নামক অপরাধ হইতে আমাদিগকে সাবধান করিলেও আমরা সমাজের ভয়ে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিতে না পারিয়া বৈষ্ণবাপরাধকেই বরণ করিব।" আবার নিত্যানন্দপ্রভুকে অবধূত বলিয়া নিস্তার পাইবার চেষ্টা করিলেও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র দান-লীলাটীর আর কোন সমাধান হয় না, বিশেষতঃ তাঁহাদের কল্পজড়স্মার্ত্ত বিচারকে একেবারে নাকচ করিয়া দেয় দেখিয়া তাঁহারা ভয়ঙ্কর প্রমাদ গণিলেন, শেষে অনেক গবেষণা করিয়া এক অদ্ভুতপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বাহির করিলেন যে—অদ্বৈতাচার্য্য শ্রাদ্ধের অগ্রদানই ঠাকুর হরিদাসকে দিয়াছিলেন, সেই অগ্রদান কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেই গ্রহণ করেন না, অগ্রদানী নামক পতিত ব্রাহ্মণেরাই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে যদি ব্রাহ্মণই জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে পতিত অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহাকে হীন জ্ঞান করিয়াই আমাদের স্মার্ত্ত সম্মান বজায় রাখিয়াছেন, সুতরাং বৈষ্ণবে জাতিসামান্য বুদ্ধিরূপ বৈষ্ণবাপরাধকে আমাদের বরণ করিতেই হইবে। আগে সমাজ, পরে ধর্ম্ম"! আর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঠাকুর হরিদাসকে লইয়া ভোজন-লীলাও তাঁহারা স্বীকার করিতেই চান না। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (মধ্যখণ্ড ৯ম অঃ) অদ্বৈত-গৃহে মহাপ্রভুর ভোজন-লীলা-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন্দ সঙ্গে।
চলিলা ভোজন গৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে॥
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য্য গোসাঞি॥
দ্বারে বসি ভোজন করেন হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ॥"

উপরিউক্ত পয়ারে যেমন "দ্বারে বসি" শব্দটী পাওয়া, অমনিই আর স্মার্ত্ত মহাশয়দের নৃত্য দেখে কে! তাঁহারা তখন উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—এই ত স্পষ্টই বুঝা গেল, হরিদাস মহাসাধু হইলেও হীনজাতি বলিয়া তাঁহাকে তিন প্রভুর সহিত ভোজনে বসিতে দেওয়া হয় নাই, তাঁহাকে দ্বারে বসিয়াই ভোজন করিতে হইয়াছিল অর্থাৎ মহাপ্রভু পারমার্থিক বিচারে মনে মনে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি না করিলেও ব্যবহারিক বিচারে বাহিরে সেই অপরাধটীর প্রশ্রয় দিয়াছেন?" হায় রে, ভ্রান্ত জগৎ! এমন করিয়াই কি শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া তোমরা বিষ্ণুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিবে? ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া হে জড়ীয় মধুপুষ্পিত-বাক্য-বিতান-মুগ্ধ জগৎ, তোমরা আজ যে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছ, ভক্ত-প্রাণ ভগবান্ তোমাদের সে সমাজকে কি বিন্দুমাত্রও আদর করিতে পারেন? যে সমাজে ভক্তের সম্মান নাই, ভক্তপদধূলি ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষ যে সমাজের সাধনবল নহে, সে সমাজ কেন আগুনে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায় না! শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুত্রয়ের আচরণ যে সম্পূর্ণরূপে দৈববর্ণাশ্রম-বিধানের সমর্থক, তাহা আমরা ক্রমে বিচার করিতেছি।

(১) 'অগ্রদান' শব্দটীর কোথা হইতে আমদানী হইল? আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (আদি ১০।৪৪, অন্ত্য ৩।২২০ ও ১১।৩০)—এই তিন স্থানে কেবল 'শ্রাদ্ধপাত্র' শব্দেরই উল্লেখ দেখিতে পাই—'শ্রাদ্ধপাত্রদান' ব্যাপারটী কি, তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুস্মৃতি বলিতেছেন—

"দ্রব্যজাতমশেষেণ কল্পিতাঃ
পরিকল্পনাঃ।
এতান্ বিবর্জ্জয়েদ যত্নাৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি
পাঙ্‌ক্তেয়াঃ॥"

শৌক্র ব্রাহ্মণ-সমাজও ইহার অর্থ ব্যক্তি পঙ্‌ক্তিদূষক ব্যক্তিদিগকে শ্রাদ্ধপাত্র দিবে না। শ্রাদ্ধদিবসে গৃহস্থ দৈবান্ বিপ্রের শ্রাদ্ধনিবেদন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার খাদ্য বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার বিধান আছে। আদর্শ বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব-গৃহস্থের লীলাভিনয়কারী ব্রাহ্মণকুলমুকুটমণি অদ্বৈতাচার্য্যের সংসারে সেইরূপ শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধপাত্র শুদ্ধবিপ্রের প্রাপ্য জানিয়া শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু দৈববিপ্র ঠাকুর হরিদাসকেই তাহা ভোজন করাইলেন! দৈন্যের মূর্ত্তবিগ্রহ অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ-গুরু হরিদাস যদিও দৈন্য করিয়া বলিলেন,

—"গোসাঞি করি নিবেদনে।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ' কোন্ প্রয়োজনে॥
মহামহাবিপ্র এথা কুলীন-সমাজ!
আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ!
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়!
সেই কৃপা করিবা,—যাতে তোমার রক্ষা হয়॥"

অর্থাৎ হরিদাস দৈন্য করিয়া কহিতেছেন,—প্রভো, যাহাতে ব্যবহারিক লোক-সমাজরক্ষা বা সামাজিক লজ্জা-নিন্দাদি হইতে পরিত্রাণ পাও, যাহা শাস্ত্র-সম্মত, এরূপ কার্য্য কর। এখানে মহা মহা শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ আছেন, সুতরাং আমার জন্য তোমাকে যাহাতে এই ব্রাহ্মণ সমাজে অপদস্থ না হইতে হয়, এমন আচরণ কর। ঠাকুর হরিদাসের এবম্বিধ দৈন্যোক্তি শ্রবণে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নিরপেক্ষ সাত্বত শাস্ত্র সম্মত উত্তর প্রদান করিলেন,—

আচার্য্য কহেন,—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২১৬-২২১)

যে অদ্বৈতাচার্য্য বলিতে পারেন, আমি শাস্ত্রানুসারে আচরণই করিয়াছি, ব্রাহ্মণ-কুলধ্বজ নামাচার্য্য তোমাকে খাওয়াইলে 'কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন' হয়, সেই অদ্বৈতাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে সামান্য একজন অগ্রদানী পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করিলেন, ইহা কোন্ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত? নিত্যানন্দ প্রভু ঠাকুর উদ্ধারণের গৃহে ভোজন করায় তাঁহাকে না হয় অবধূত বলিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া গেল, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের এই শ্রাদ্ধপাত্রদান লীলার বিরুদ্ধে কোন প্রবল যুক্তি প্রদত্ত হইতে পারে? এ জায়গায় কি আর গোঁজামিল চলে? সুতরাং কি পরমার্থে কি ব্যবহারে কোথাও বৈষ্ণবে জাতি-সামান্যবুদ্ধিরূপ মহদপরাধের স্থান নাই। সোনার পাথরবাটী কথাটি যেমন নিরর্থক, ব্রাহ্মণকুলগুরু বৈষ্ণব অমুক জাতি বলাও তেমনই নিতান্ত সিদ্ধান্ত-বিরোধ।

(২) শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রভৃতি কেবল জাতি যাইবার ভয়ে ঠাকুর হরিদাসকে সহসা একত্রে ভোজন করেন নাই—এরূপ কারণও স্থাপন সার্থকতা দৃঢ় হয় না। ঠাকুর দৈন্য করিয়া দ্বারে বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার সহিত ভোজন করিতে ডাকেন নাই, ইহার কি কোন শাস্ত্র-প্রমাণ আছে? মহাপ্রভু কি ঠাকুরের সহিত কপট ব্যবহার করিতেন যে, মুখে লৌকিকতা দেখাইয়া অন্তরে তাঁহার 'সঙ্গ'ত্যাগ করিয়াছিলেন? মহাপ্রভুই স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে 'দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্' বাক্য উচ্চারণ করিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামীকে আদান প্রদান, গুহ্য কথা বলা ও শ্রবণ করা, খাওয়া ও খাওয়ান এই ষড়্‌বিধ সঙ্গের কথা উপদেশ করিলেন আর তিনিই শেষে অন্তরে বাহিরে দুই প্রকার হইবেন, ইহাই নাকি বিচার? ইহাতে কি মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ সঞ্চিত হইতেছে না? মহাপ্রভুর অনুগামী হইয়া কি তথাকথিত বিচারক মহোদয়গণ মহাপ্রভুর মনোগত ভাব সমস্তই বুঝিয়া লইয়াছেন?

অদ্বৈত ভবনে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনা-তিথি উপলক্ষ্যে যে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তগণকে লইয়া একসঙ্গে ভোজন করার কথা আছে। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৪র্থ অধ্যায়ে—

"নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস।
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস॥
এই মত সর্ব্বদিন নাচিয়া গাহিয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া॥
তবে শেষ আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত আচার্য্য।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্বকার্য্য॥
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।

"ভোজন করেন প্রভু সর্ব্ব ভক্ত লৈয়া ॥"

এস্থলে 'হরিদাস' কি 'সর্ব্ব ভক্তের' অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন নাই? অতঃপর সহৃদয় পাঠকগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ৩য় পঃ) শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতভবনে ভোজনলীলা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশ কি উল্লিখিত আছে, তাহা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করুন। মহাপ্রভু ভোজন সমাপ্ত করিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে কহিলেন—

"মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥"
"তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥"

এস্থলে দেখা যাইতেছে, মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে মুকুন্দ ও হরিদাসের সহিত একত্র ভোজনের আদেশ দিলে, শ্রীঅদ্বৈত যে তাহা কেবল মহাপ্রভুর অনুরোধে পড়িয়া পালন করিলেন, তাহা নহে। শ্রীঅদ্বৈত পূর্ব্ব হইতে মনে মনেও তাহাই অভিলাষ করিয়াছিলেন। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষকারিগণের বলিবার কি আছে? এখানে তাঁহারা কি প্রকার গোঁজামিল দিতে চাহেন? ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের সহিত একরূপ ব্যবহার এবং শূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের সহিত অন্যরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, বৈষ্ণবের সহিত এরূপ কাপট্য আচরণ কোন সাত্বত শাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য নহে। ব্যবহারে পরমার্থে উভয়তঃ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে হইবে না—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। ভক্তের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ভগবান্ কখনও সহ্য করেন না। যে সমাজ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের জাতিবিচার করিতে বলে, সে সমাজের অধঃপাতে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিতে নাই বলিয়া বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবে সমন্বয় করিবার দুর্বুদ্ধিকে আমরা কখনও প্রশ্রয় দিয়া দৈববর্ণাশ্রমবিধি উল্লঙ্ঘন করিতে চাহি না। গুণ ও কর্ম্ম বিভাগানুসারে সাত্বিক ব্রাহ্মণাদি সদ্‌গুরু-কর্ত্তৃক বর্ণ এবং আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হউক, তবেই সমাজের মঙ্গল, নতুবা সমাজের মৃত্যু অনিবার্য্য। অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

[illegible] যে হরিবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি
বর্জ্জয়েৎ ॥

যাহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করেন, তাঁহারা সদ্বংশোদ্ভূত কুলীন ব্রাহ্মণ হইলেও অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত; শাস্ত্র এমন কি অন্ত্যজ-চণ্ডালেরও তাঁহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শ নিষেধ করিয়াছেন।

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে ॥

মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস দরশনে সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥
কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহ বলে যেন প্রহ্লাদের পরকাশ ॥
সর্ব্বমতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস ॥
ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছে হরিদাস হেন সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥
হরিদাস স্পর্শবাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ ॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য, কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম ॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম পঃ)

শ্রীশ্রীপুরীধাম দর্শন

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, এম, এ।)

আমি শ্রীশ্রীপুরীধাম দর্শনের জন্য পুরীতে আসিয়াছি। এখানে যাহা প্রধান দ্রষ্টব্য, তাহা দেখিয়াছি। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ দেখিয়াছি; ঠাকুর হরিদাসের সমাধি ও সাগরতীর্থ দর্শন হইয়াছে। আমি এখানে যাহা দেখিবার জন্য আসিয়াছিলাম তাহা তো দর্শন হইল। হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় বিচিত্র সুস্বাদু প্রসাদ অল্পমূল্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবন করিয়া ধন্য হইয়াছি। পুরীর প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্বাস্থ্যবর্দ্ধক সুস্নিগ্ধ সামুদ্রিক বায়ু, বহু বিদেশাগত যাত্রীদিগের পবিত্র মহাপ্রসাদ-মণ্ডল ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নির্ম্মল আনন্দের অতৃপ্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যাহার বিন্দুমাত্রও আস্থা নাই, সেরূপ ব্যক্তির হৃদয়ও পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করিলে অপার্থিব শান্তি অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। অনুভব করিতে পারিয়াছি, ইহা অতিরঞ্জন নহে। যাহাদের ভাগ্যে একবারও পুরীদর্শন ঘটিয়াছে, তাহারা সকলেই একবাক্যে ইহা সমর্থন করিবেন। ইহাই শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্যের পরম ঔদার্য্য।

শ্রীশ্রীপুরীধাম শান্তরসের মূর্ত্তবিগ্রহ। কত ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত নরনারী শ্রীশ্রীপুরীধামের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া সংসারের সর্ব্বপ্রকার অশান্তির হস্ত হইতে চিরদিনের মুক্ত হইয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ? যিনি একবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীধাম দর্শন লাভ করিয়াছেন, তিনি আর কখনও ইহার মঙ্গলময় স্বরূপ ভুলিতে পারিবেন না। ইহা ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তির একমাত্র শান্তিপ্রদ স্থানরূপে বৈকুণ্ঠ হইতে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া নীলাম্বুধির তটদেশে চিরবিরাজিত রহিয়াছে। নীলাম্বুধির তটস্থিত নীলাচল ধামের মহিমা অত্যন্ত কপট ও বিষয়ী ব্যক্তিও অস্বীকার করিবেন না।

সহৃদয় পাঠক মহোদয় আমার আনন্দলাভের সংবাদ শ্রবণ করিয়া উহার অংশভাগী হইবেন, এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া লেখনী ধারণে ব্রতী হইয়াছি। তবে শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রের মহিমা না দেখিলে কাহারও উপলব্ধি হইতে পারে না।

আমি একজন ঘোর বিষয়ী। শ্রীধামের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, ইহা আমার ন্যায় বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটকেও বিমল আনন্দের আভাস প্রদান করিতে সমর্থ। পুরী মহাতীর্থ। তীর্থ দর্শন, তীর্থসেবা প্রত্যেক বিষয়ী লোকের একান্ত কর্ত্তব্য। পাণ্ডাদিগের অকথ্য উপদ্রব সত্ত্বেও তীর্থের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারা যায়। তীর্থমাত্রই আত্মকাম সর্ব্বপ্রকার পাপাচরণের প্রকৃষ্ট স্থানরূপে সর্ব্বজনবিদিত হইলেও তথাপি উহা অবশ্য সেবনীয়।

তীর্থে আসিয়া যাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, কিংবা পাপাচরণের উদ্দেশ্যে যাহারা তীর্থে আগমন করে, তাহাদেরও কি শান্তিলাভ হয়? কাশীতে দেহত্যাগ হইলে মুক্তিলাভ হইবে, ইহা সার্ব্বজনীন বিশ্বাস। কিন্তু কাশীতে পাপাচরণ করিলে সে পাপীর কস্মিনকালেও মুক্তি নাই ইহাও শোনা যায়। কাশীতে অসংখ্য পাপীর বাস। যাহার অন্য কোথায়ও গতি নাই, কাশীই তাহার একমাত্র গতি। যে পাপীর অন্য কোথায়ও বাস করিবার সম্ভাবনা নাই, সেও কাশীতে সুখে বাস করিতেছে। যে পাপের অনুষ্ঠান অন্যত্র কুত্রাপি সম্ভব নয়, তাহা কাশীতে অনায়াসে সম্পাদিত হইতেছে। কি ক্ষেত্রের মহিমা বলিতে হইবে? পাপীর পাপাচরণের আনন্দ কি আনন্দ নহে?

পুরীতে আসিয়া আমার এত আনন্দের হেতু কি? শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া যে আনন্দ তাহাও কি অন্যায়? শ্রীঠাকুর হরিদাসের সমাধি প্রাঙ্গণের ধূলিতে অভিষিক্ত হওয়াও কি পাপানুষ্ঠানের মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য? মাদৃশ বিষয়ী ব্যক্তির তীর্থদর্শনাদিও কি বিষয়েরই সেবা মাত্র? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কয়জন এরূপ অনাসক্ত ব্যক্তি এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান আছেন, যাঁহাদের পক্ষে তীর্থদর্শন পাপানুষ্ঠান নহে? পাপীর উদ্ধারের জন্য তো তীর্থ? পুণ্যবানের আবার তীর্থ-পর্য্যটনের প্রয়োজন কি? সেরূপ ব্যক্তি যেখানে থাকেন, সেই স্থানই তো তীর্থ।

সুতরাং শ্রীশ্রীপুরীধাম দর্শনে আমার আনন্দ আমার পক্ষে পরম কল্যাণপ্রদ, ইহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য যদিও আমি কোন বিশেষ পাপাচরণের অভিপ্রায়ে পুরীতে আগমন করি নাই।

আমার আনন্দ তাহা হইলে জড়ানন্দ নহে? শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া কাহার না আনন্দ হয়? শ্রীমন্দির দর্শনে সকলেরই মনে বিমল আনন্দের উদ্রেক হয়। শ্রীমন্দির দর্শন ও আমার বসতবাটী দর্শনের মধ্যে কি কোনই প্রভেদ নাই? যদি কোন পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে শ্রীমন্দির দর্শনের আনন্দ জড়ানন্দ নহে। ঐরূপ আনন্দের দ্বারা কোন অকল্যাণ হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীক্ষেত্রবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু-আনুগত্য-অভিমানি ব্যক্তিগণের কি তাঁহার আচরণ যথাসম্ভব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে? তিনি কিরূপ ভাবে তীর্থবাস অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত শ্রীহরিদাসঠাকুরের শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অবস্থানের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীঠাকুর হরিদাস মূল নামাচার্য্য। শ্রীনামভজন কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। সুতরাং নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর হরিদাসের শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানের বিষয় আলোচনা দ্বারা শ্রীনামভজনকারীর আচার অবগত হইতে পারা যায়।

শ্রীহরিদাসঠাকুর যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি দৈন্যভরে শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে গমন করিতেন না, পাছে তাঁহার স্পর্শে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক ব্রাহ্মণগণ অশুচি বা অস্পৃশ্য হয়েন এবং তদ্দ্বারা পাছে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার ব্যাঘাত হয়। তিনি দূর হইতে শ্রীমন্দিরের শিখরস্থিত চক্র দর্শন করিতেন। তিনি প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। তিনি মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের আচার্য্যরূপে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের নিত্য কৃত্য ও অপ্রাকৃত চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। যদি শ্রীহরিদাসঠাকুরের আচার গ্রহণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করিবার আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুযায়ী হয়, তাহা হইলে আমার আচরণের সহিত উহার কোনরূপ ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি কি?

শ্রীমন্মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভের নিকট হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ দর্শন করিতেন। শ্রীবিগ্রহের নিকটে যাইতেন না। তিনি দ্বাদশবৎসর কাল কৃষ্ণবিরহ দুঃখে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন। ছয় বৎসর কাল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণের 'স্মৃতি'র অনুশীলন।

এ জগতে কেহ কৃষ্ণকে দেখিতে পায় না। ইহাই এ জগতের একমাত্র দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ আমরা সুখ বলিয়া মনে করি। এ জগতে কৃষ্ণের 'স্মৃতি' আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশকর ব্যাপার বলিয়া উপলব্ধ হয়। আমাদের যাবতীয় 'আনন্দ' 'আত্যন্তিক ক্লেশ' মাত্র। অড়ানন্দই ক্লেশের চূড়ান্ত। কৃষ্ণেতর বিষয়ে যাহার আনন্দ, তাহার ক্লেশের সীমা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখানে আনন্দ লাভ হয় না, আনন্দের সন্ধান লাভ হইতে পারে। কৃষ্ণই আনন্দস্বরূপ। আনন্দের সন্ধান পাওয়া আর আনন্দ লাভ হওয়া একই ব্যাপার নহে। যাহাদের এ জগতে আনন্দ লাভ হইয়াছে, তাহারা প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পায় নাই। যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র পরানন্দের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা জড়ানন্দের ভ্রম ও ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণান্বেষণ তাঁহার একমাত্র কৃত্য ছিল। নিজের আচরণ দ্বারা কিরূপে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে হয়, তাহা অপরকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহারা নিজেরাই কৃষ্ণের সন্ধান জানে না, কৃষ্ণের সন্ধান করে না, তাহারা কৃষ্ণের সন্ধান অপরকে কিরূপে দিতে পারে?

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র সাক্ষাৎ ভগবদ্ধাম। এ জগতে কেহ শ্রীধাম দর্শন করিবার অধিকারী নহে। ভগবদ্ভক্ত এজগতের জীব নহেন। আমি যেরূপ শ্রীধামকে ইহজগতের স্থান বিশেষ মনে করিয়া ভ্রান্ত হই, তদ্রূপ ভগবদ্ধামের সন্ধান-প্রদাতা ভগবদ্ভক্তকেও মর্ত্ত্যজীববিশেষ ধারণা করিয়া একই প্রকার ভ্রমে পতিত হই। এই জগতে শ্রীধাম দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ অদর্শনজনিত দুঃখ। এই বিরহদুঃখ উপলব্ধির উপায়ের সন্ধান-প্রদাতার নাম ভগবদ্ভক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ-লীলার অভিনয় করিয়া জগতে প্রকৃত ধাম-সেবার আদর্শ জানাইয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীধামের অদর্শন দুঃখ আমার উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না কেন? ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর ক্লেশ কি হইতে পারে?

পাঠক মহোদয়! আমার আনন্দ ও আমার দুঃখ উভয়ই কপটতা। যাহা শুনিতেছি, তাহাই টিয়াপাখীর ন্যায় আবৃত্তি করিয়াছি। ইহাতে কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। অবশ্য আপনাকে আমার কপটতার অংশী হইতে অনুরোধ করি না। আমার কপটতা প্রকৃত উপলব্ধি করিয়া আপনি সতর্ক হইলে আমার কপটতা নিবেদনও সার্থক হইবে। আমি নিজে কখনও সতর্ক হইতে পারিব—এরূপ ভরসা আমার নাই। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'।

অনুচানমানীর বাগ্‌ বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শঙ্কর মাধবের গ্রন্থ হইতেও তাঁহাদের সম্প্রদায়াচার্য্য-গণের কোন প্রণালী হইতে শ্রীভগবানের নির্ব্বিশেষত্ব জ্ঞাপক কয়েকটি মাত্র বাক্য প্রমাণ স্বরূপে এখানে উদ্ধৃত হইল :—

দুখারেজে দেশে বিবিধ পরিচ্ছেদ।
স্বরূপে তোমার নাহিক কিছু ভেদ॥
চৈতন্য স্বরূপে ব্যাপী এক নিরঞ্জন।
তোমাক ভুলিবে দৈত্ত কোন অঞ্জন॥

(কীর্ত্তন ঘোষা)

ভকত কৃপালু, কৃষ্ণে এই বুলি,
ভুলাহা সবারো মায়া।
নিজ ব্রহ্মরূপ, পরিল প্রকাশ
সবারো পুকাইল কায়া॥

(দশম)

শঙ্করদেব উপরিউক্ত দুইটি পদে কৃষ্ণ, নারায়ণ প্রভৃতি সবিশেষ রূপকে মায়িক বলিয়া কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের অতিরিক্ত নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে পরতত্ত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন।

অব্যক্ত ঈশ্বর হরি; কি মতে পূজিবা তাক
ব্যাপক ত কিবা বিসর্জ্জন:
ততোবস্তু মূর্ত্তিশূন্য, কেনমতে চিন্তিবাহা
রাম বুলি শুদ্ধ করা মন॥

(নাম ঘোষা)

এই বাক্যে মাধবদেব তাঁর পদে পরমতত্ত্ব বস্তুকে নির্ব্বিশেষ বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন।—

সৃষ্টির কারণে স্থূলরূপ নারায়ণ।
নমো নিরাকার প্রভু তোমার চরণ॥

(বৈষ্ণবামৃত)

উপরিউক্ত বাক্যে শঙ্করদেবের একজন প্রধান আচার্য্য অনন্তকন্দলী নারায়ণ প্রভৃতি রূপকে স্থূলরূপ বলিয়া এক-নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে পরতত্ত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন।—

নামক নামে ভজে, নামক নামে যজে
নামক নামে করে সেউ।
নিজ নাম লৈ জীব তরি যায়
ইহাক না জানে কেউ॥

—উপরিউক্ত কবিতে শঙ্কর দেবের একজন বড় ভক্ত ঠাকুর আতা বলিতেছেন যে, জীব যে নিজের নাম লইয়াই উদ্ধার পায়, এ সত্য কেহই জানে না। ইহা প্রকৃষ্ট সোঽহং বাদ।

'সাকার উপাসনা দ্বারা নিরাকার পর-ব্রহ্ম প্রাপ্তিই এই পন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য?'

শ্রীঅমৃত ভূষণ অধিকারী।

'কৃষ্ণের উপাসনা ছাড়িয়া কেবল ব্রহ্মের উপাসনাতে ধর্ম্মের হানি কি?'

শ্রীদেবরাম মহন্ত।

'ভক্তি ও মূর্ত্তি নিম্নস্তরে অবস্থিত লোকের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঐ গুলিই এই পন্থের চরম উদ্দেশ্য নহে।'

শ্রীডিম্বেশ্বর নেওগ।

'কৃষ্ণাদিরূপ সাকার অতএব তাঁহাদিগের প্রতি অর্পিত ভক্তি কি প্রকারে নিত্য হইতে পারে?'

বরপেটার সত্রাধিকার।

বেজবরুয়া মহাশয় তাঁহার প্রত্যেক প্রবন্ধে নিরাকার উপাসনার পক্ষপাতিত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। 'শঙ্করদেব' নামক গ্রন্থে তিনি বহু বাক্য শঙ্কর দেবকে নিরাকার উপাসনার প্রবর্ত্তকরূপে প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

'মানুষ সাকার উপাসনা করিতে করিতে যখন মন রাজ্যের উচ্চতম স্তরে আরোহণ করে, তখনই নিরাকার উপাসনার আরম্ভ হয়।'

শঙ্করাচার্য্য পাঁচটি কল্পিত দেবতার অর্চ্চা মূর্ত্তির অর্চ্চন সমর্থন করেন; কিন্তু বেজবরুয়া মহাশয় তাঁহার নবগৃহীত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ছাঁচে মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মকে গড়িতে গিয়া শঙ্করদেব মূলতঃ মূর্ত্তিপূজার বিরোধী—কিন্তু দেশীয় রাজন্যবর্গের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য তিনি নিজ সম্প্রদায়ে মূর্ত্তি পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য তাঁহাতে আরোপ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি তাঁহার রচিত 'শঙ্করদেব' নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"প্রতিমা পূজাতো যদিও তেওঁ বিশ্বাস নকরিছিল তথাপি দেশীয় রজার কোন উদ্রেক, আরু বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলোর আরু ব্রাহ্মণ সকলকে আদি করি সর্ব্বসাধারণের বিদ্বেষ বহ্নি উদ্রেক নকরিবলৈ ভেওঁ জগন্নাথ মূর্ত্তি আরু তেওঁর স্থাপিত সত্রবোরতো কৃষ্ণের আন আন মূর্ত্তি আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থাপনা করি রাখিছিল; কারণ তেওঁ জানিছিল যে দেশীয় রজার আরু লোকর বিদ্বেষ অনল প্রজ্বলিত করিলে আরু দেশ কাল পাত্র বুজি নচলিলে তেওঁর আচল উদ্দেশ্য নিরাকার ঈশ্বরর উপাসনা আরু ভক্তি-মূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারত ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটিব।"

আহা, বেজবরুয়া মহাশয়ের আপনগাম প্রতি কি প্রগাঢ় ভক্তি! তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে কি উৎকৃষ্ট ধারণা! তাহা না হইলে কি তিনি আজ মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক ধর্ম্মবক্তারূপে মনোনীত হইতে পারিতেন? বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলে সমস্বরে—"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী গুরুষু নরমতি র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি যস্য বা নারকী সঃ"—পদ্মপুরাণের এই বাক্যে উপরিউক্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট লোককে নারকী আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। প্রতিমা পূজা করিলেই পৌত্তলিক এই অভিযোগ লইয়া বেজবরুয়া মহাশয় মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ও ব্রাহ্ম কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেও বৈষ্ণবগণের তিনি উপেক্ষারই পাত্র থাকিবেন। তাঁহারা প্রতিমাদিকে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের অর্চ্চাবতার বলিয়াই পূজাদি করেন। অর্চ্চামূর্ত্তিতে কাষ্ঠ মাটী পাথর বুদ্ধি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা মায়াবাদিগণের ন্যায় অর্চ্চাতে আবাহন বিসর্জ্জনাদির অনুষ্ঠান করেন না। অবশ্য যাঁহারা ভগবানকে নিরাকার বলিয়াই জানেন, তাঁহাদের ভগবানের মূর্ত্তির কল্পনা ও প্রতিমারূপে সেই কল্পিত মূর্ত্তির অর্চ্চন বন্দনাদি কার্য্য পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের এইরূপ অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেন।

হরমোহন দাস মহাশয় তাঁহার নিজ রচিত 'মহাপুরুষ' নামক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে শঙ্করদেবকে অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন। তিনি বলেন -

"কৃষ্ণর সাকার রূপ আরাধনা করোঁতে করোঁতে যেতিয়া ভকত সকল নিগুণ তত্ত্বত উপনীত হয় তেতিয়া ত্রৈলোক্য ব্রহ্মত লীন হয়। সেই অবস্থা ভকতে আন্তর আনন্দ প্রকাশ করিব নোয়ারে। এই ... প্রবর্ত্তক সকল অদ্বৈতবাদী।"

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বরদলৈ মহাশয় গন্ধর্ব্ব হদায় গোস্বামী ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা কালে অতি সাবধানের সহিত পারমহংস্যেতর অর্থ শব্দ-উচ্চারণ স্বীকারকে 'কনসেপসন অফ দি ইনপারসন্যালিটি'র একটা মিডিয়াম বলিয়াই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা গৌড়ীয় পত্রিকার ৫ম খণ্ডে যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। (৫ম খণ্ড ১৩শ সংখ্যা)

বরপেটার শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বি. এ. মহাশয় নিরাকার বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই শঙ্করদেবকে আমাদিগের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

এইরূপে এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেক গ্রন্থ প্রমাণে ও শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর বাক্য প্রমাণে শঙ্করদেবকে নির্ব্বিশেষবাদের প্রচারক বলিয়া ধারণা করিতে কোন কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। উপরিউক্ত প্রত্যেক বাক্যে ... ভগবান্ অস্বীকৃত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। একদাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাক্সে বোতল ২ বিষের ঔষধ খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পড়ে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলীনই একটী জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥/০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও আদি। শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲ ডিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, স্বপ্নবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার—১৩৩৬

সজ্জন—অকাম

যে কালে জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ থাকেন, তখন তিনি অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকার কামনা করেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম শূন্য হইয়া যে কামনা, তাহার নাম যথেচ্ছাচার। পুণ্যময় কামনাকে সৎকর্ম্ম এবং কামনাত্যাগকে মোক্ষকাম বলে। কামনা-যুক্ত জীব ত্রিবর্গের অনুসন্ধান করেন এবং কামনা-মুক্ত জীব স্বীয় অপবর্গের জন্য যত্ন করেন। ত্রিবর্গকামী অথবা চতুর্থ বর্গ মোক্ষ-কামী উভয়েই নিজ নিজ মুখ্য কামের দাস। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কামনা বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারা সজ্জন না অকাম হইতে পারেন না। সজ্জনই একমাত্র অকাম। সজ্জন এই পৃথিবীর কোন দ্রব্যের কামনা করেন না। জাতি বর্ণ ও আশ্রমসমূহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণ। চতুর্দ্দশ ভুবনে এমন কোন লোভনীয় বস্তু নাই, যাহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া লোভে লুব্ধ হইয়া সজ্জন কামনা বিশিষ্ট হইবেন। শ্রীকৃষ্ণই সজ্জনের একমাত্র কাম্যবস্তু এবং শ্রীকৃষ্ণকামে তাঁহার সকল কামনা পর্য্যবসিত। নিজেন্দ্রিয় প্রীতিকাম সজ্জনের আদৌ থাকিতে পারে না। সজ্জনের সকল ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত, সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তুর কামনায় তাঁহার অবকাশ নাই।

ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত॥

মিছাভক্ত বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষা করিলেও তিনি কাম-দাস। মিছাভক্ত কর্ম্মজ্ঞানাবৃত হইয়া যথেচ্ছাচারের উদ্দেশে কামনাহীন হইতে পারেন না। ভাড়াটিয়া ভক্ত, বাস্তাশী ভেক-ধারী ও অবৈষ্ণব মিছাভক্ত সকলেই কামনাময়। সজ্জনেরও কামনা থাকে বলিয়া মিছাভক্তের ধারণা, কিন্তু মিছাভক্ত ও বৈষ্ণব এক জাতীয় নহে। দেব পিতৃ কামী, জড়সেবাব্রত স্বার্থ-হৃদয়, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, পুণ্য-সঞ্চয়ী, শৌক্র-জাত্যভিমানী মিছাভক্ত অকাম নহেন। ভক্তসহ অভক্তের সাম্য-প্রয়াসী অসৎকামী নিষ্কাম ভক্তের স্বরূপ বুঝিতে পারে না।

আমার ব্রাহ্মণতা

শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুপাদাশ্রয়কে উপনীত হওয়া কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষাদিগ্রহণের কোন ক্লেশ স্বীকার করিব না, গুরুকৃষ্ণ-সেবার জন্য আমার কোন চেষ্টা থাকিবে না, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেতর বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত থাকিব অথবা কৃষ্ণসেবার বাহ্যচেষ্টা কিছু থাকিলেও তাহা আমার স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ ব্যতীত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে সাধিত হইবে না অথচ সমাজে আমার ব্রাহ্মণ বা গোস্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠাটি যথাযথ বজায় রাখিতেই হইবে! নহেৎ লোকে যে পয়সা দিবে না? সেটি চাকরী যে বন্ধ হইয়া পড়িবে? পয়সা থা উপার্জ্জন থাক আর না থাকি, তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু ব্যবহারে প্রতিপত্তিটুকু যোল আনা বজায় রাখা চাই। কথায় বলে—"নিৰ্গুণ পুরুষের তিন গুণ বাড়ে"। ইংরাজীতেও একটা *Proverb* আছে—"*Empty Vessels sound much*" আমার মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত কোন গুণ থাকিলে আমাকে অশ্রদ্ধা করিলে আমি চটিয়া যাইতাম না, কিন্তু তা' যখন নাই, তখন আমার মুখবাণিই সম্বল না করিলে আর চলে কি করিয়া? আমি লোকে একবারে পরিশ্রম না করিয়া জগৎকে ভয়ে পরিণত করিয়া ফেলিতে চাই, কিন্তু চাহিলে কি হইবে, আমার যে বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় তা ত' আমি জানি, তাই বড় বেশী লোকের নিকট প্রকাশ করিতে যাই, নচেৎ গলাবাজী করিয়াই প্রাণপণে কম্পমান বাড়ি। ব্রাহ্মণতা বা গোস্বামিতা বজায় রাখার আর কোন উপায় না দেখিয়া শেষে শুক্রশোণিতের দোহাই দেওয়াই একমাত্র উপায় করিয়াছি। কিন্তু লোকে যে এখন টিকিতে চাহে না! বৈষ্ণবের সুদর্শন অস্ত্রের নিকট আমাদের অভিমান-যুক্ত তেজোহীন ব্রহ্মাস্ত্র যে একেবারেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। তাই ত' এখন উপায় কি? ক্রমে ক্রমে শৌক্র ব্রাহ্মণতা ও গোস্বামিতাটুকু ও যে বজায় রাখা দায় হইয়া দাড়াইতেছে! এখন শিষ্যেরাও তেমন মানিতে চাহে না, বিদায় আদায় কমিয়া গেল, ইংরাজী লেখাপড়াও কিছু শিখি নাই যে রাজসরকারে কোন চাকুরী পাইব, এদিকে আবার

অশ্রদ্ধ-প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া সম্মানটীও বজায় রাখিতে হইবে। বড় মুস্কিলেই পড়িতে হইল দেখিতেছি!

কতকগুলি বৈষ্ণব-গোস্বামী আছেন, তাঁহা-দিগকে সহজেই আমাদের মত আত্মীয় করিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু আর কতকগুলি কেবলানুগ বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের কাছে ঘেঁসা যায়। তাঁহারা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, ঘরের খবর কি জানি কেমন করিয়া সব-গুলি জানিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট গেলেই উল্টা ফল হইয়াছে। তাঁহারা বলেন,—"ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা কোন জাতিগতের আবদ্ধ নাই, প্রাকৃত শুক্রশোণি-তের সহিত অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? গুরুপাদাশ্রয়ে থাকিয়া শাস্ত্রপাঠ, পারত্রিক ও সেবাবৃত্তি গুরুদেবের নিকট শিক্ষা না করিয়া ভাগবত-শ্রবণ করিবে না, বেদশাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহা জানিবে না, কতকগুলি বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে গুরুদেবের একটু সহ নমুনা করিলেই কি ব্রাহ্মণ হওয়া যাইবে? শাস্ত্র বলেন—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

ব্রাহ্মণের কার্য্য যজন যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—এই ষড়্বিধ বৃত্তি ও বা অশ্রোত্রিয়ত্বপ্রাপ্ত নহে। ঐ সকল কার্য্য যদি ব্রাহ্মণের ও তাঁহার ভক্ত ব্রাহ্মণের কৃষ্ণসন্তোষোদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হইয়া অন্যাভিলাষপর হয়, তাহা হইলে আর ব্রাহ্মণতা বলিয়া কিছুই থাকে না। মনুসংহিতা (২।১৬৮) বলেন—

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া—ব্রহ্মজ্ঞ হইবার চেষ্টা ছাড়িয়া পাঠ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভগবদিতর বিষয়ে শ্রম স্বীকার করেন, তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। সুতরাং এরূপ বেদাধ্যয়ন-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণের পুরোহিতাদির উপনয়ন নিষিদ্ধ।

বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার উচ্চতম সোপানে অবস্থিত। মালাতিলক ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণ-ভক্তি নাম করিয়া ব্যভিচারক হওয়ার নাম বৈষ্ণবতা নহে। কৃষ্ণৈকশরণ হইয়া কৃষ্ণসুখ-নিমিত্তই সর্ব্বোদ্যমে কৃষ্ণানুশীলন করার নাম বৈষ্ণবতা। ব্রহ্মজ্ঞতায় ভগবানের অসম্যগ্ আবির্ভাব, কিন্তু বৈষ্ণবতায় ভগবানের সম্যগ্ আবির্ভাব। ব্রাহ্মণে ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ভয়ঙ্কর নামাপরাধ। প্রাকৃত শৌক্রজাতিমাত্রে ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা আবদ্ধ করিবার চেষ্টাকে শাস্ত্র সম্পূর্ণ রূপে গর্হণ করিয়া থাকেন। যাহাদের প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত বা বৈষ্ণবোচিত গুণ নাই, তাহারাই প্রতিষ্ঠালাভের জন্য শৌক্রজাতিমাত্রবাদের পক্ষপাতী। বিষ্ণু-যামল বলেন কলিসম্ভূত অশুদ্ধ শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে শুদ্ধতা নাই, পাঞ্চরাত্রিক বিধানে সদ্গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত হইলেই তাহারা শুদ্ধতা লাভ করিতে পারেন। যিনি প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণাদের সেবক, তিনি অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি বৈষ্ণব'—এরূপ অহঙ্কার করেন না। সভাসমিতি করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা বজায় রাখিতে হয় না। সুগন্ধি বনপুষ্প লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও যেমন তাহার গন্ধ প্রচার পূর্ব্বক লোকের নিকট তাহার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে, তদ্রূপ নিষ্কপটের গুণরাশি স্বতঃ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত কীর্ত্তন করিয়া লোককে জানাইয়া দেয়। যোগ্যতা কমির পূর্ণপ্রাপ্তির পরেই লোকে অধিক করিয়া আধ্যাত্মিক অবনতির সাধ্যপূর্ব্বক যাহার চেষ্টা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবাভিমানী হইতে চায়, কোন বাস্তব অলৌকিক বস্তু-বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে নিষ্কপটে কেহ স্বীকার করিতে চাহে না, তাই তাহাতে আত্ম ও বর্ণ-নিন্দা উঠিয়াছে।'

এমন কথার উপরে আমাদের আর কিছু না থাকায় কেবল কোলাহল ব্যতীত আমাদের আর প্রত্যুত্তর কি? কিন্তু এ গোলমালেও এখন যে আর কুলাইতেছে না। ভাগ্যক্রমে ভক্তের মহাশয় অত্যধিক, তিনি যে এখন প্রত্যেক বাক্যে হইতেছেন! কাজেই কথাটা যে, আর বলিয়াই পাইতেছে না। নির্ভীক বাক্যের শক্তিতে মানিতেই লোকে ভয়ায়, কিন্তু এখন যে তাহাতেও জোর নাই! তবে আর কেন? এখন একবার পর-কালের চিন্তা করিলে হয় না কি? যে পাঠ, পূজা, প্রতিষ্ঠা-জন্য ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া নরকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, চক্ষু বুজিলে কে পাঠ, পূজা প্রতিষ্ঠা-সম্পদ কে ভোগ করিবে, তাহা এখনও আমার ভাবিবার অবকাশ হইল না, ধন্য আমার ব্রাহ্মণতা! ধন্য আমার বৈষ্ণবতা বা বেদোজ্জ্বল বুদ্ধি! কিন্তু আমার বুদ্ধি হইয়াছে সংসারে আর তাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, নিজে ত ভগবদ্ভজন করিবই না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অন্য কেহ ভগবদ্ভজনে রত হইলে তাহা কিছুতেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারি না। এমনই মৎসরতাপূর্ণ কুটিল হৃদয় আমার। নিরন্তর এই মায়ার চড়াদের দাস, করিয়া আমি যাই ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা জাহির করি! দিক্ আমার ব্রাহ্মণতায় আর দিক্ আমার বৈষ্ণবতায়!!

প্রকৃত বন্ধু কে ?

([illegible])

[illegible] দীর্ঘ [illegible] বন্ধুরা [illegible] শ্রেষ্ঠ [illegible] তাহারা একমাত্র [illegible] প্রত্যেক [illegible] স্বভাব [illegible] সর্বদা [illegible] নিকট [illegible] স্বজ্ঞ আপনার [illegible] মানব নিজ স্বভাবানুসারে [illegible] মহানন্দে [illegible] আত্মি পায়, [illegible] হইলে [illegible] মহিত [illegible]

প্রকৃত বন্ধু [illegible] সাধনে [illegible] স্বভাব [illegible] বিষয়সেবিগণ [illegible] অনুসন্ধান করিয়া [illegible] শ্রীত্ত আমাদের [illegible] অভাব পায়, [illegible] করিয়া থাকে, [illegible] মনের সমুদ্র [illegible] নক্ষত্র নানা [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] দিগকে [illegible] নিজ [illegible] এবং [illegible] আমাদিগকে [illegible] বিপদকে [illegible] আমাদের [illegible] শ্রীশ্রীগুরুদেবরূপী [illegible]

[illegible] কথিত আছে—
[illegible]
[illegible]
রাজদ্বারে শ্মশানে চ
[illegible]

[illegible] পারমার্থিক [illegible] ভগবানের [illegible] আমাদের [illegible] কোন [illegible] আমাদিগকে [illegible] সমস্ত [illegible] ভক্তিবিনোদ [illegible] মহাপ্রভু [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] তিনিই প্রকৃত বন্ধু। [illegible] আমাদের [illegible] আমাদের [illegible] তাঁহার [illegible] প্রকৃত বন্ধু [illegible] আমাদের [illegible] তাঁহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু নন। এমন কি পিতা,মাতা,পতি, দেবতা প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন, যদি তাঁহারা আমাদিগকে হরি-সেবৈকধর্মসেবার উপদেশ না দিয়া কর্মমার্গে বা জ্ঞানমার্গে বাধা দেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

[illegible]
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
[illegible]
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

ভাঃ ৫।৫।১৮

[illegible] শিক্ষা-গুরুগণকে প্রকৃত বন্ধুর সহিত পরিগণিত করিবে। যিনি হরিকথার উপদেশ দ্বারা সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, তিনি গুরু,আত্মীয়, পিতা, জননী, দেবতা ও পতি হইতে পারেন না। কেবলমাত্র সাংসারিক দুঃখক্লেশ দুঃখ করাই একমাত্র প্রকার প্রয়োজন [illegible] কোন সাংসারিক গুরু হইলেও তাঁহার নিকট হইতে [illegible] লাভ করা যায় না। [illegible] গুরু শিষ্যের [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] দেবীর [illegible] করিয়াছিলেন। কিন্তু বলিরাজ গুরু [illegible] উপেক্ষা করিয়া বামনদেবকে দান করিয়াছিলেন। [illegible] প্রহ্লাদ [illegible] পিতা [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

"[illegible] কেহ কাহারো শত্রু মিত্র নয়।
ব্যবহারে শত্রু মিত্র পরিচয় হয়॥"

কেহ কেহ বলেন—"বিদ্যা সমান মিত্র নাই।"

এখানে বিদ্যা অর্থে যদি পরাবিদ্যা বা অপরাবিদ্যা [illegible] হয়, তাহা হইলে [illegible] প্রকৃত বন্ধু হইতে পারে না। [illegible] ভক্তিবিনোদ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা শ্রেষ্ঠ ?" তখন শ্রীরামানন্দ রায় বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণভক্তি বিনা আর বিদ্যা নাহি।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, [illegible] নিত্য [illegible] আমার [illegible] [illegible] সুতরাং ভগবদ্ভক্ত প্রকৃত বন্ধু। [illegible] শ্রীগুরুর [illegible] দাস [illegible] হয়। ভগবানে ভক্তিই জীবের একমাত্র কৃত্য। ভক্তিপথের উপদেশ একমাত্র ভক্তগণ নিকটই পাওয়া যায়। ভক্ত সর্বদা [illegible] কথা উপদেশ দেন। এইরূপ [illegible] কারী বন্ধু দুর্লভ হইলেও [illegible] একরূপ বন্ধু আছে, তিনি অতি বড় ভাগ্যবান। ভক্তবন্ধু ব্যতীত আমরা নিজ [illegible] বন্ধু [illegible] লাভ করিতে পারি না। শ্রীভগবানকে একমাত্র ভক্তেরই অধীন।

তিনি নারদকে বলিয়াছেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ জ্ঞানকেই একমাত্র কৃত্য বলিয়া জানেন। ভগবান ভক্তবৎসল। তিনি ভক্তের ডাকে না আসিয়া থাকিতে পারেন না!

শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তিলাভই জীবের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। সুতরাং পরমার্থ জ্ঞানদাতা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণই প্রকৃত বন্ধু।

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী
বি, এ, বি, টি,

[illegible] অনুর্গত। এই [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] বিষয়ে আলোচিত হইল। এক্ষণে তাঁহার প্রচারিত [illegible] একটি আলোচিত হইবে। [illegible] নামে [illegible] এই সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] দেন না এবং ইহাতে [illegible] আছে, উহা গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে লিখা আছে,—

"শ্রীগুরুরে [illegible] বলো ইচ্ছা হৈল। [illegible] জানা [illegible] নহে, উহা আমি [illegible] যাহার [illegible] অতি [illegible] করিবা, উহা [illegible] করিবা [illegible] আছে। [illegible] কে ঈশ্বর [illegible] কর্তা আমি যাহা অধমে বলিল জীব পরমাত্মা কাকে বলে, কোন স্থানে আছে আর কোন স্থানে কোন রৈছে তাকে কহিবা। [illegible] বস্তু জ্ঞান [illegible] জানা [illegible] [illegible] কথা। গুরুর বিশ্বাস [illegible] রাখিবা। [illegible] মধ্যে এক [illegible] আছে, তার উত্তর পার্শ্বে জীবাত্মা আছে, তার

উত্তরে কালীয় হ্রদ আছে তাতে পরমাত্মা আছে। বুঝিবা কেমন স্বরূপ পরমাত্মা, কি বর্ণ ?—ইন্দ্রের বর্ণ—শ্যাম, পরিধান পীত-বস্ত্র। বুঝিবা জীবের কেমন স্বরূপ? জীব বায়ুর স্বরূপ। পুনঃ নাভির উপর যে ঈশ্বর পুরুষ আর ভকতি কি তাহা কহিব। পুনঃ শঙ্কর কহে বড় পিঙ্গলা এই দুই নাড়ী মনে সহিত বাস করে ব্যক্ত করিব ; তুমিনি গঙ্গাতে স্নান করিব।

* * * নারায়ণ, বৈকুণ্ঠে জীব আত্মা স্থিতি করিব। দামুরে অমুজ তুলসী গঙ্গা কাক বলে, নারায়ণ ; বৈকুণ্ঠ কাকে বলে। শঙ্করে কহে রাম নামে দেহ, হরিনামে মুখ, গোবিন্দ নামে নাক, ক্রমনামে স্কন্ধ, নারায়ণ নামে তিলক, বৈকুণ্ঠ ললাটক বলে, অনন্ত নামে কর্ণ এই পঞ্চ নামের পরিচয়।"

ইহা পাঠ করিলেই গোরখধান্দা বই যোগীর কথা মনে না হইয়াই পারে না। কৃষ্ণ নামাদির এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা কেবল মাত্র এই শ্রেণীর কুসাম্প্রদায়িক করিতে পারেন, অন্য কেহ পারে না। সিদ্ধগুরুর লক্ষণ প্রকাশ করিয়া অনন্ত-ধর্মী বলেন,—

"পঞ্চতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান জানে যেজন।
আত্মে জানি তাকে জ্যোতি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান ॥"

এই পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা নানারূপ শুনা যায়, কিন্তু সেগুলি প্রকাশযোগ্য নহে। যাহাতে পঞ্চনামের যে ব্যাখ্যা হইল, উহাতে পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞান বলিয়া অনুমান হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিকে 'অপরোক্ষ' বলিয়া অভিহিত করিবার প্রথা এখনও মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ নাম দান প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তু নিত্যকে প্রাকৃত বস্তু দ্বারা নির্দেশ দৈবাতাযোগিত নহে। এই সমস্ত আলোচিত ব্যক্তিগণ ভক্তিপথায়ে পারমার্থিক পথের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না।

কীর্ত্তন-ঘোষার 'উরবা বন্দ' এ গানে আলোচনায় কর্ম্ম-বিদ্ধা ভক্তির কথা বহু পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া "কলি পাবক নাম না লাগে; নিয়ম সংযমে ভবে।" প্রভৃতি বাক্যে যে কর্ম্ম-প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কর্ম্ম-ষড়-আদ্রের বিচার-প্রণালীকে প্রমাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। বস্তুতঃ বর্তমানে মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ে যে কর্ম্মাগ্রহের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় এবং তৎফলে অস্পৃশ্য-ভাববর্জ্জিত যে সমস্ত আচার ও নিয়ম এই সম্প্রদায়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই ভক্তির প্রতিকূল বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) যে মতে শাস্ত্রোক্ত ভগবানের নিষেধ নাই এবং ইহা মন্ত্র-বিধি প্রয়োগ নারায়ণ হয়, তাহাই তুলাবৃত্ত। "সর্বদাহ প্রাণে ইতি মন্ত্র।" অর্থাৎ যাহা মনন-কারী ব্যক্তিকে আন্তরিক প্রদান করে তাহাই মন্ত্র—ইহাই 'মন্ত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। কিন্তু যিনি মনন্যযোগী হইয়া সাধুগণের আস্বাদন মতের কল্পনাই আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার নিরাকারের মতেই ভক্তির পথে যাইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? নিরাকারের আকার অসম্ভব, সুতরাং তাঁহার নামও নাই। যাহারা নিরাকারের যে মতজ নাম ও রূপের কল্পনা পূর্বক উহাদের ভজনাদিকে মায়াবাদাশ্রয় বলিয়া নির্দেশ করি, আমার এই সমস্ত কারণ উপায় প্রাকৃত ব্যবধান বশতঃ সেই অপ্রাকৃত বস্তুর নির্দেশক নাই হইতে পারে। অপ্রাকৃত বস্তুর নির্দেশক অপ্রাকৃত বস্তু ছাড়া অন্য আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং ভগবানই ভগবানের একমাত্র উপায় নির্দেশক। তাঁহার শ্রীমুখের বাণীর শাস্ত্ররূপে আমাদের সম্মুখে অবস্থিত। শাস্ত্র-নির্দেশ উপেক্ষাকারী ব্যক্তি ভগবানের অসম্মানই করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণ ভগবানের নাম উদ্ধারের অযোগ্য জ্ঞান করেন।

(ক্রমশঃ)

— —

শ্রীপুরুষোত্তম
প্রচার-প্রসঙ্গ

পুরী, 'পোতারুদী' ৬ বৈশাখ

গত ৫ই মে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের বিশেষ অভ্যর্থনায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম প্রবেশ করেন ... শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে ... শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব উপলক্ষে একটি বৈষ্ণব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গোস্বামি প্রভুপাদের সত্যপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক মাধুর্য্যের পরম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস প্রভু ও শ্রীগুরুসেবকগণ মঠের সেবকবৃন্দ বক্তৃতার আদি ও অন্তে কীর্ত্তনাদি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভায় বহু বৈষ্ণব ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীজীবের দক্ষিণ দরজার প্রসিদ্ধ মহান্ত বিরক্ত রামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবোচিত সম্ভাষণ করেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে একটি ... মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

———

প্রচার প্রসঙ্গ

হাওড়া

প্রাপ্ত

গত ... বৈশাখ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সপার্ষদ ... উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত নবদ্বীপের ... মহোদয়গণ সহ আসিয়াছিলেন। আমাদের এই পল্লী পারমার্থিক কথাবর্জ্জিত গ্রামে শুদ্ধ-ভক্তির প্রচার আমাদের মত প্রাকৃত ব্যক্তিগণের নিকট ... শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় ... দিন ... করেন, তাহা শ্রোতৃবৃন্দের অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

ইতঃপূর্বে আমার বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা ছিল, অধুনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবটী গ্রহণ করিলাম। এই ঘোর কলিকালে ... মানবগণের একমাত্র নিত্য মঙ্গলপ্রদ মহাপ্রভুর কথা কেহ এরূপ সাত্বিক ভাবে প্রচার করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করিলেন, ইহা আমার ধারণাই ছিল না। হরিকথা কীর্ত্তনে এইরূপভাবে প্রচার না করিলে আমাদের মত বিষয়াসক্ত জীবগণের আর উদ্ধারের উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে এরূপ হরিকথার প্রচার করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিলে, ইহাই প্রার্থনা।

বিনীত

শ্রী ... রায়, মাষ্টার
ভগবতী ষ্টেট,
গ্রাম ... পোঃ ...,
হাওড়া।

———

মানভূম

... , মানভূম
... ৩৬

গত ... শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাভূষণ মহোদয় ... উৎসব ... কলিকাতা ... সহিত ... নিমন্ত্রণ প্রদান করেন। ... দিন ... নিবাসী ... শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল রায়, ... শ্রীযুক্ত বাবু ... প্রভৃতি ... শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ... কীর্ত্তন ও ... সমস্ত ... শ্রীচৈতন্যদেব ... হরিকথা ... করিয়াছেন। ... দিন ... তন্মধ্যে কর্ম্ম এবং ... অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা ... মূল ... প্রত্যেক ... নিত্য ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম, অর্থাৎ ... সকল জীবের নিত্য ... শ্রীমদ্ভাগবত ... দ্বারা সকলকে বুঝাইয়াছেন।

উক্ত উপলক্ষে ... প্রশংসনীয়। গত বৎসর শ্রীল প্রভুপাদ ... ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ... শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী ... কীর্ত্তন ... প্রভৃতি ... এখানে প্রচারিত হইতেছে। ... সকল ... মহাপ্রভুর ... সম্প্রদায়ের ... প্রচারিত ... শ্রীযুক্ত বাবু ... ধন্যবাদ ... প্রশংসনীয়।

— — —

...

প্রাচীন ... শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ ... শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ... নিমন্ত্রণ ... শ্রীচৈতন্যদেবের ... শ্রীপাদ ... পরমার্থপ্রার্থী ... উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি [illegible] নিম্নলিখিত [illegible] অধ্যাপকের [illegible] হইয়াছে—[illegible] আবেদন [illegible]

১। [illegible]াসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। [illegible]বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
[illegible]াসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী[illegible] বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০, । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

[illegible] ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের [illegible] ১১, [illegible] গ্রাহকের পক্ষে ৮,।

[illegible] সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও মধ্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, অন্ত্য প্রায় শেষ হইল। [illegible] কয়েক [illegible] ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, [illegible] না পাইয়া [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের জন্যই [illegible] ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে পাইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০ : সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	[illegible]
৩।	আচার ও আচার্য্য	/০
৪।	বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-[illegible] (প্রথম [illegible])	২,
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, সর্ব্বপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়	৸/
৯।	[illegible]	০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসংবলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮,
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬।০
১২।	বৈষ্ণব[illegible]	২,
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], বলদেব-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২,
১৪।	[illegible]	।০
১৫।	শ্রীগৌড়ীয়[illegible]	।১০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপ[illegible]	।/
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা [illegible]	২,

যুক্তিগত সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। বিদ্যার্থি ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable, in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সহজবোধ্য ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা সাধু ও শাস্ত্রের কঠোর শাসনবাক্যগুলি শুনিবামাত্রই ভয়ে অস্থির না হইয়া একটু স্থির ধীরভাবে যদি তাঁহাদের বাক্যগুলি পালন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হই, তাহা হইলে প্রথমে যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়, পরিশেষে তাহাই আবার অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। আমরা কৃষ্ণোন্মুখতা ত্যাগ করিয়া বহুদিন হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতায় অভ্যস্ত হইয়াছি বলিয়া এক্ষণে সে অভ্যাস ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে যেন না জানি কত বড়ই একটা কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা আমাদের নিত্য ধর্ম্ম—জীবাত্মস্বরূপের একমাত্র সহজ সরল স্বভাব, তাহাই এখন হইয়াছে পরধর্ম্ম—নিতান্ত কষ্টসাধ্য কঠিন ভাব। সাধুসঙ্গে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শাস্ত্রানুশীলনই আমাদের এই স্বভাবের অভাব দূরীকরণের পরমোপায়। সদ্গুরূপদিষ্ট না হইয়া নিজে নিজে শাস্ত্রানুশীলন পূর্ব্বক অনেকে যে ধার্ম্মিক সাজিতে চাহেন, তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিয়া বসে। 'ধার্ম্মিক' বলিয়া একটা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হৃদ্দেশ অধিকার করে, শাস্ত্রের যাহা প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে, তাহাকেই তাৎপর্য্য-ভ্রমে বিপথে চালিত হইতে হয়, তাহাতে শুধু নিজে নহে, সঙ্গে সঙ্গে অনেককে লইয়া ভগবৎকৃপা লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। অসদ্গুরুর কবলে পড়িলেও ঐ দশাই হয়। সত্যানুসন্ধানই যদি জীবনের মুখ্য কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে অসত্যের মায়া সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া সত্যের জন্য পাগল হইয়া ছুটিতে হইবে। সত্য জানিবার জন্য হৃদয় যদি সত্য-সত্যই ব্যাকুল হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ তত্ত্বোপদেষ্টা মহান্তগুরুরূপে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া সত্যের অনুসন্ধান বলিয়া দিবেন।

সত্যানুসন্ধানের জন্য আবশ্যক একটী বস্তুর—তাহা সরলতা। কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতার নাম সেই সরলতা নহে। কপটতা ত্যাগের নামই সরলতা। কপটতা কাহাকে বলে ?—

বাস্তবতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অজ্ঞানতমের নামই কপটতা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং কৃষ্ণভক্তির বাধক যাবতীয় শুভাশুভ বা পাপ-পুণ্য কর্ম্মের নামই কপটতা বা কৈতব। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

"অজ্ঞানতমের নাম
কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বাঞ্ছা আদি
এই সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা
কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি
হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত
শুভাশুভ-কর্ম্ম।
সেই এক জীবের
অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।২ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় শ্রীল স্বামিপাদ "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" বাক্যের অর্থ—"প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" এইরূপ লিখিয়াছেন। অতএব আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর ফলাভিসন্ধি-লক্ষণাত্মিকা যাবতীয় কামনাই অজ্ঞান-তমোধর্ম্মের অনুগত কপটতা।

জীব যতক্ষণ না প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি সহিত সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে কেবলা ভগবৎসেবা-লক্ষণাত্মক, কপটতা-শূন্য, হাপরয়োন্মূলক, নিত্যমঙ্গলপ্রদ, বাস্তব বস্তু-তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রকাশক পরমধর্ম্মের অনুশীলনপর হইতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিষ্কপট বা সরল হইবার উপায় নাই এইরূপ সরলতা অবলম্বনের নামই নির্ম্মৎসরতা বা সাধুতা, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই পরম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাই অনর্পিতচর স্বভক্তিসম্পৎ প্রেমধনপ্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। সুতরাং সরলতাই মহাপ্রভুর শিক্ষা উপলব্ধির একমাত্র উপায়। মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ জগদানন্দ বলিয়াছেন—

যদি ভজিবে গোরাচাঁদ
সরল কর মন।
কুটীনাটি ছাড়ি' ভজ
গোরার চরণ॥
মনের কথা জানে গোরা
ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হলে গোরার শিক্ষা
বুঝিয়া লইবে।

কপটতা দ্বারা কখনই শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ লাভ করা যায় না,—

গোরার আমি গোরার আমি
মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার
লইলে ফল ফলে।
লোক দেখান' গোরা ভজা তিলক
মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার
গোরা ধরে চুরি॥
অধঃপতন হবে ভাই কেলে
কুটিনাটি।
নাম-অপরাধে তোমার ভজন
হবে মাটি।

সারল্যের আবরণে যে কপটতা, তাহা প্রকাশ্য কপটতা অপেক্ষাও আরও ভীষণ নামাপরাধ। ইহার অপর নাম প্রাকৃত সহজিয়াবাদ সুতরাং তাদৃশ কাপট্যাচরণ দ্বারা কোন শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিরই আত্মবঞ্চিত হওয়া ও লোকবঞ্চনা করা কর্ত্তব্য নহে।

আমরাই
লক্ষ্মীজনার্দ্দন সেবক-সমিতি

উক্ত শ্রীযুক্ত রমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্মণবংশীয় ভদ্রমহোদয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনের সেবা সুষ্ঠু সম্পাদনার্থ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমরাই গ্রামে লক্ষ্মীজনার্দ্দন সেবক-সমিতি নামে একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। সমিতির সভ্যগণ সকলেই উচ্চ বংশোদ্ভূত ও সুশিক্ষিত। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শাস্ত্রকীর্ত্তন-মুখে হরিকথা আলোচনাই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। গত রবিবার দিন সেবক-সমিতির আগ্রহাতিশয্যে গৌড়ীয় মঠের স্থানীয় ভক্তবৃন্দ এই গ্রামে শুভাগমন করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ গৌর-বিহিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরম আনন্দিত হন এবং গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দের শ্রীমুখে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। গৌড়ীয়মঠের স্থানীয় ভক্তবৃন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আনুগত্য ব্যতীত কেহই কোন দিন ভগবৎসেবা শুদ্ধরূপে করিতে সমর্থ হইবেন না—কথাটী বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছেন। চৈতন্যচরিত অমৃত সরোবর। কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্ত সেই সরোবরের পদ্মবন, ভক্ত হংসগণ সেই পদ্মবনেই নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। সেবক-সমিতির সভ্যগণ সকলেই শুদ্ধভক্তানুগত্যে চৈতন্যচরিত অমৃত সরোবরে অবগাহন করিয়া সমগ্র জগতের কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

গ্রামের কতিপয় পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি নিজ নিজ বর্ণাভিমানে প্রমত্ত হইয়া ভগবৎসেবা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিশেষ জ্ঞানে হরিকথা আলোচনায় বিরত আছেন। সেবক-সমিতি ভক্ত ও ভগবানের নিকট তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

আগামী সোমবার সেবক-সমিতির আগ্রহে গৌড়ীয় মঠের স্থানীয় ভক্তগণ আমরাই গ্রামে আগমনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিবেন স্থির হইয়াছে, তজ্জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে সাদরে আহ্বান করা হইতেছে।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
বিনীত শ্রীরমানাথ চট্টোপাধ্যায়
সাং আমরাই

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ

(আমরাই লক্ষ্মীজনার্দ্দন সেবক-

অনুকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধভক্তি। অনুকূল ভাবে বলায় প্রতিকূল বর্জ্জনের কথাও ব্যতিরেক ভাবে বলা হইয়াছে। প্রতিকূল অসংখ্য প্রকার হইলেও পূর্ব্ব মহাজনগণ উহাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন. একটী ভোগ, অপরটী ত্যাগ; জড় জগতে পরিদৃশ্যমান বস্তুগুলির মধ্যে যে গুলি আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়ক হয়, সেই গুলি ভোগ্যজ্ঞানে আমরা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করি এবং যেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির বিরোধী, সেই গুলি পরিত্যাগ করিয়া থাকি। ভোগপ্রবৃত্তি হইতে অকর্ম্ম বিকর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ডের এবং ত্যাগপ্রবৃত্তি হইতে জ্ঞান কাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। শাস্ত্রে অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অন্যাভিলাষী;

সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মী এবং জ্ঞানীদিগকে জ্ঞানী সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

নারদপঞ্চরাত্র বলেন—অপরা প্রকৃতি প্রসূত দেহ ও মন পরাপ্রকৃতি জীবাত্মার উপাধি। জীবাত্মার ঐ উপাধিদ্বয়ের সহিত অনিত্য সম্বন্ধ। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চারিটী স্থূল উপাধি দেহের এবং সঙ্কল্প বিকল্প সূক্ষ্ম উপাধি মনের ধর্ম্ম। সর্ব্ব উপাধি দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবানের সেবাই জীবাত্মার নিত্য ধর্ম্ম। জীবাত্মা যখন স্বস্বরূপের অপব্যবহার করিয়া স্বরূপ বিস্মৃতিক্রমে নিজ সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তৎকালেই তিনি জড় জগতে আসিয়া সুখ দুঃখের অধীন হইয়া পড়েন এবং আপনাকে ভগবানের নিত্যদাস বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে কখন কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী কখনও বা শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য বলিয়া পরিচয় দেন ও অজ্ঞতাবশে কৃষ্ণানুশীলনকে সাম্প্রদায়িক মতবাদ মাত্র মনে করিয়া তদনুশীলনে বিরত হন। এই সকল মায়ামুগ্ধ জীবগণ জড় জগতে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরম সুকৃতি লাভ করিয়া ভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণসেবোন্মুখতা লাভ করেন, তখনই তাঁহার যাবতীয় দুঃখের অবসান হয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই যাবতীয় ক্লেশের মূল।

কৃষ্ণভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডে বাহ্য আকারগত পার্থক্য নাই। স্মার্ত্তসমাজে কুলগুরুর দীক্ষা, শাস্ত্রানুশীলন, সদাচার, লক্ষাধিক নাম গ্রহণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান সমূহ যথাযথ লক্ষিত হয়, তথাপি তাঁহারা ভক্তকোটীর মধ্যে গণিত হন না; তাহার কারণ তাঁহারা তৎসমস্ত কৃষ্ণে সমর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে কর্ম্মাধীন জ্ঞানে স্বকীয় সুখ আত্মসাৎ করিবার জন্যই ব্যস্ত, "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম; কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে"—এই সকল মহাজন বাক্য মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন না বলিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াও তাঁহারা কর্ম্মী।

বৈকুণ্ঠ বস্তুকে লোকে জ্ঞান অর্থাৎ সাধু, শ্রীমূর্ত্তি, শালগ্রাম, ভক্ত আমার ভোগ্য বস্তু, অতএব বিচারবলে, আমি তাঁহাদের স্বামী ও ভোক্তা, সুতরাং এতৎ প্রকারে শান্তি প্রভৃতি নিজ স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইব, তাঁহাদের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইব, এরূপ জ্ঞানই কর্ম্মকাণ্ড। ভক্তগণ বলেন—"গুরুদেব! আগতের চৈতন্যের মনোভীষ্ট সাধনই ভক্তি। চৈতন্যকে দিয়া নিজ মনোভীষ্ট পূরণ করাইবার চেষ্টাই কর্ম্ম। ভুক্তিমুক্তিকামী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী হওয়া যেরূপ ভগবানের মনোভীষ্ট নহে, অপর দিকে সেরূপ আউল, বাউল, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, জাত গোঁসাই গৌরনাগরী, সখীভেকী বা জড় যোগে উদাসীন হওয়া নিষ্কিঞ্চন-ভজনানন্দী হওয়াও গৌরসুন্দরের বাঞ্ছনীয় নহে। স্বয়ং ভগবান শচীনন্দন গৌরসুন্দর সকল জীবকে উপদেশ করিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে বৈষ্ণব ত্রিবিধ। উত্তম বৈষ্ণব বা মহাভাগবতগণের বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও অন্তর্দশা ভেদে ত্রিবিধ দশা। স্বয়ং মহাপ্রভু নিজ অন্তর্লীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্তর্দশায় বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ হইয়া নিত্যসমাধিকাল, অর্দ্ধবাহ্যদশায় তাহারা রসে নিমগ্ন আস্বাদন এবং বাহ্যদশায় বৈধসদাচারে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান। কনিষ্ঠাধিকারে ও মধ্যমাধিকারে অনর্থ প্রবল থাকে বলিয়া তাঁহারা বাহ্যদশায় শ্রীহরিনাম করিতে করিতে সর্ব্ব অনর্থ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবেন। সুতরাং আমি যাহা এই অনর্থের ... উচিত।

[illegible] ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত গ্রহণ ও অপরকে নাম-উপদেশই শ্রীগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট বা আজ্ঞা। যাহারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট সাধনে উদাসীন হইয়া প্রাকৃত সহজিয়ার অনুগত হইয়া দেহকে রাগমার্গের অনধিকার অবস্থায় রাধাকৃষ্ণের রসলীলা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের চেষ্টা কখনই ভগবৎসেবোন্মুখিনী নহে।

সমসাময়িক জগৎ মহৎ লোক চিনে না

(শ্রীযুক্ত বিশ্বগোবিন্দ বিদ্যাবিনোদ)

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

(শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীগুরুদেবাষ্টক)

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই গুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্বামতিতরাম্
অয়ে স্বান্ত ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥

তদাপি ক্রমতপনঃ সেবা বৈকুণ্ঠসেবা চ
বরোপদিষ্ট নিত্যং দেবদেবো
অনাদিনঃ॥
([illegible])

কুণ্ঠধর্ম্মরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর (অথবা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠের) প্রাপ্তির সত্য-স্বরূপ মহদ্ ব্যক্তিগণের সেবা অল্প সুকৃতিমান্ ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ। বৈগুণ্য জগৎ মায়ার ছলনায় সাময়িক উত্তেজনার আপাত মোহে সত্যের আবরণে অসত্যের মানন করিতে গিয়া প্রায় পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়। সেই জন্য গুরুজন-সমাজেও "মহতাং পরং ভূতভাবন ভগবান্" মিথ্যা কীর্ত্তিত হন।

পরিণামবাদপূর্ণ এই চলিষ্ণু জগতে মানব-সমাজ মধ্যে যিনি প্রকৃত যোগ্যতায় যত অধিকারী তিনিই মহৎ-পদবাচ্য। মহদ্ ব্যক্তি যোগ্যতার অনুকূল যাহা, তাহা গ্রহণ করেন, যাহা প্রতিকূল অর্থাৎ মানবচরিত্রের বিরূপতা, তাহা পরিত্যাগ করেন, যাহারা অসৎ বা মর্ত্ত্য, তাহারা মহতের ঐ সকল আচরণকে নব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বা উদ্ধত নিজ কার্য্য মানব-সমাজ-মধ্যে অনোচিত্যের পরিচয়ে প্রদর্শনীয় কার্য্য সকলে দোষ দেখাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে। অসতেরা এরূপ আচরণে তাৎকালিক মানবেরা মহতের কার্য্যাদর্শ নিজেদের অহিতকর মনে করিয়া উহা স্বমতের অনুপযোগী মানাইয়া করে।

মঙ্গলময় বিশ্বপাতার নিকটের জন্য যাহা পারমার্থিকতার সহিত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক হিতের অনুকূল, তাহা মহদ্ ব্যক্তিরা সকলকে বুঝাইতে শিখাইতে উদ্যোগী হইলে অসতেরা তাহাদের বিঘ্ন জানিতে পারিয়া উহার প্রতিকূল মত অজ্ঞ সমাজে প্রচার করে। অজ্ঞ সকল অসতের উপদেশ সম পরিমাণে আচরণ-ক্ষম বলিয়া, উহাই গ্রহণ করে। এরূপ লোকের আধিক্য-বশতঃ মহতের বাক্য মূর্খ সকলকে উদ্বোধিত করিতে ক্ষম হইলেও তাৎকালিক বৈষম্য উহা বিফল করে, তথাপি মহদ্গণ দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য স্বকার্য্যের বিঘ্ন ভয়-মনোযোগ না হইয়া স্বীয় সচ্চরিত্রতার গুণে অসৎ-জনগণকে শিক্ষা দিতে পশ্চাৎপদ হন না; চিরকাল সত্যের জয় করিয়া কপট ও বঞ্চকগণ মহতের কার্য্যে দোষ দেখাইয়া থাকে।

এখন মানব-সমাজে নব্যভাবের প্রবাহ চলিতেছে। তাহাতে জগতে প্রত্যেক বিষয় বা প্রত্যেক বস্তুর বিচারক হঃ প্রকাশ হইয়াছেন। পাশ্চাত্য প্রবীণ ও অভিজ্ঞগণ কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে বিচার করিলে অজ্ঞ, নবীন ও অনভিজ্ঞেরা অনধিকারী হইয়াও উহাতে সদর্পে আপাত-সুখ-ছল-বঞ্চক প্রলোভনবাক্য নিজেদের অযোগ্য মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সুযোগ্য বিচারকের সিদ্ধান্ত সাধারণে 'অসাধারণ' মনে করিলেও উহা কার্য্য-কারণের সম্পূর্ণ বিচার।

জগতের জ্ঞান-সংগ্রহে নবযুগের আদর্শ ব্যক্তি মহামতি সার আইজাক নিউটন বিজ্ঞানের উন্নত প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াও মানব জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা আছে বলিয়া "আমি অনন্ত সমুদ্র-তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র" বলিয়াছিলেন। মানব যে কোন কারণে নিজ জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা (ও "শ্রুতেক্ষিত পথে" গুরুত্ব) না বুঝিতে মহৎ-পদবাচ্য হইতে পারে না।

জগতের লোকসকলের জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির ক্রমোন্নত আচরণ পন্থায় জীবন্মুক্তির পথ নির্দ্দেশক। এই সংসারে কর্ম্ম করিতে জ্ঞানের সহায়তা আবশ্যক, যেহেতু কর্ম্ম ভাল মন্দ নিয়মিত করিতে জ্ঞানের সহকারিতা নিত্য। কিন্তু কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ভক্তি-সাপেক্ষ, ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানের মুক্তি দেওয়ার কোন সামর্থ্যই নাই। ভক্তি নিরপেক্ষা, অহঙ্কার-শূন্য, নিষ্কাম মন, অকিঞ্চন, বিশ্বমঙ্গলকামী, জীবে দয়াবান্, সত্যৈকদর্শী, সাম্য, মৈত্রী, স্বরাজ, নিত্য স্বাধীনতা ও দৈববর্ণাশ্রমোপজীব নিত্য কৃষ্ণদাস" বৈষ্ণবস্বরূপ জাতীয়তা প্রচারক। ভক্তি একায়নপন্থী বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে মুকুন্দ বৈষ্ণবের সহিত ভগবৎ সেবায় আনন্দলাভের জন্য; উহাতে ভোগবিলাসী, বিষয়ী, মর্য্যাদাকেন্দ্রী গুরু, পুরোহিত শ্রীনামবিক্রেতা (পাঠক, গায়ক) ও শ্রীবিগ্রহের সাময়িক (অষ্টপ্রহরাদি) নিয়ন্তা করিয়া, কলিস্থানপক্ষকের মাননকারী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশিগণ (অহৈতুক অবস্থায়) যোগদান করিতে পারেন না।

গণ-গড্ডালিকা-প্রবাহে সাময়িক উত্তেজনায় সমসাময়িক জগৎ অজ্ঞানে নিজেদের অযোগ্য মত প্রকাশ করে, কিন্তু পারমার্থিকগণ সতত বিশ্বজনের মঙ্গল চিন্তা করিয়া সর্ব্বাংশে নিরহঙ্কারী "মহতাং মিত্র" গায়ত্রী প্রচারক। এরূপ (উভয়বিধ) কারণ পরম্পরায় বিমুখ জগৎ মহৎ লোক চিনে না।

অনুচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এ সি, বি, টি,)

শঙ্কর দেবের প্রবর্ত্তিত নাম মন্ত্রাদি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নহে, কল্পিত। ঠাকুর আজা একটি ফাঁকিতে বলিয়াছেন—

"এক নাম নহয় ভাই আরো নাম আছে।
লক্ষ কোটি নাম তার ফুরে পাছে পাছে॥"

ইহার সরলার্থ এই যে, রূপ-বিবর্জ্জিত বস্তু অনন্ত নামের দ্বারা নির্দ্দেশিত হইবার যোগ্য। সুতরাং তাঁহাকে যে সে নামে ডাকা যায়। ইহা তাঁহার নাম, উহা তাঁহার নাম নহে—এইরূপ তর্ক উত্থিত হইতে পারে না। বঙ্গদেশীয় মায়াবাদিগণের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি ঠাকুর আজার উপরিউক্ত ফাঁকির প্রতিধ্বনি মাত্র। যথা,—

"কালী, কৃষ্ণ, ভানু, শিব, বিঘ্নবিনাশন রাম।
বদন ভরে বল রে তারির নাম।"
"পাঁচ পথ আছে, এক পথে ভাই
চলে গিয়ে লও মোকাম।"

নামের স্বরূপের অসম্যক্ ধারণা হইতেই তাঁহার শ্রীনাম-মন্ত্রাদিতে শব্দ-সামান্য বুদ্ধি প্রসার লাভ করিয়াছে। এই জন্য পদ্ম পুরাণ এই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তির ভজন প্রণালীকে নিরয়-প্রাপক বাক্যেই অভিহিত করিয়াছেন। যথা,—

"শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে।
শব্দ-সামান্যবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ॥"

অর্থাৎ সকল কলুষ-বিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্য বুদ্ধি যাহার সে নারকী।

মায়াবাদিগণ শব্দ ব্রহ্মে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়াই শ্রীভগবানের নাম-করণে নিযুক্ত থাকেন। শঙ্করদেব এক সম্প্রদায় গঠন করিয়া উহাতে যে নাম প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাঁহার হরিদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাঁহার সম্প্রদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া উহাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রবর্ত্তন করিলেন। আবার শ্রীনামের অনিত্যত্ব কল্পনা হইতেই সম্প্রদায়ের অনিত্যত্ব কল্পিত হয়। মায়াবাদিগণ সৎ সম্প্রদায় স্বীকার করেন না বলিয়াই উহার নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রাদির সনাতনত্ব ও সারবত্তা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যাহা অসৎ ও অসার তাহাই মায়া। এই মায়াবাদীর মন্ত্রাদিকে গ্রহণ করিয়া পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি-পাবনাঃ॥

(৫) যে মতে অর্চ্চাবতার স্বীকৃত হয় নাই, তাহা মায়াবাদ। বৈষ্ণবগণ দীক্ষান্তে অর্চ্চনাধিকার লাভ করত শালগ্রাম প্রভৃতি অর্চ্চামূর্ত্তিতে তুলসী, পুষ্প, অন্ন, পানীয় প্রভৃতির দ্বারা অর্চ্চন সম্পাদন করেন ইহাই পঞ্চরাত্র বিধি। অদ্যাবধি বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিগণই এইরূপ আচার অনুষ্ঠান করেন। এবং অদ্যাবধি প্রত্যেক অর্চ্চাবতারের রূপের বৈশিষ্ট্য অপরিবর্ত্তিত ভাবে বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চা যে রূপ-বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়া সেবকের নিকট সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, প্রাকৃত চক্ষে উহা নিতান্ত কদাকার হইলেও কোন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত সেই রূপ-বৈশিষ্ট্যের অংশ-সাধনে মনোযোগী হন নাই। যদ্যপি কোন ভক্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চার অর্চ্চনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ঐ রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কৃষ্ণমূর্ত্তি, শালগ্রাম, তুলসী প্রভৃতি অর্চ্চাবতার সম্বন্ধেও একই যুক্তি অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ে এই নিয়মের বহু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। প্রথম কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-কালে শঙ্করদেব কারিগরকে তাঁহার মুখের অনুরূপ কৃষ্ণের মুখ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ-দ্বারাই এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠান কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। তৃতীয়—তিনি কিম্বা তাঁহার কোন শিষ্য অর্চ্চনাদি কার্য্য করেন নাই। চতুর্থ—হরি নৈবেদ্য স্বরূপে পক্বান্নের পরিবর্ত্তে চাল, কাঁচা ডাল, গোটা মুগ, মাস, গুড় ও কলা প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চম—তুলসী-বিবর্জ্জিত নৈবেদ্যের ব্যবস্থা এই সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। ইহা বঙ্গীয় সহজিয়াগণের হরি-লুট অনুষ্ঠানের অনুরূপ।

উপরিউক্ত ব্যভিচারনিচয় অর্চ্চাবিগ্রহে শিলাধী, গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি হইতেই প্রসূত। লেখকগণ মহাশয় শঙ্করদেব মূর্ত্তিপূজার বিরোধী বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, উহা শঙ্করদেবেতে আরোপিত বলিয়াই বোধ হয়। তিনি শঙ্করদেবেতে যে ক্রুদ্ধোক্তির আরোপ করিয়াছেন, তাহা শঙ্করদেবেতে ছিল না বলিয়াই মনে হয়। মায়াবাদী শাঙ্কর বৈদান্তিকগণের বিচারে নিরাকারে সাকার মূর্ত্তির অর্চ্চন ব্যবস্থিত রহিয়াছে। লেখকগণ মহাশয়ের আরাধ্য-পূজ্য রামকৃষ্ণদেবও মূর্ত্তিপূজা বর্জ্জন করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর দিয়া শঙ্করের মত আলোচনা করিতে গিয়াই তাঁহার মতকে মূর্ত্তিপূজার বিরোধী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন নিশ্চয়। 'ভক্তিরত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রতিমা পূজার যে বিধান দৃষ্ট হয়, তাহা পাঠে মনে সহজেই উদিত হইবে যে, তিনি মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ছিলেন না। রমানন্দ-লিখিত 'গুরুচরিতে' তিনি ভগবান মূর্ত্তক কি অমূর্ত্তক এই প্রশ্নের উত্তরে রামরায়দেবের প্রত্যুত্তরের ন্যায় ভগবানকে মূর্ত্তকই বলিয়াছেন। এই গুরুচরিতে প্রতিমা পূজার বিধান নিম্নে লিখিত প্রকারে লিখিত আছে। যথা,—

শঙ্করদেব মাধবদেবের প্রতি—(গুরুচরিত)
গুরুদীক্ষা লৈয়া নিতে করিবে পূজন।
উপাস্য মূর্ত্তি রবি করিবেক আসন॥
কোনো প্রমাদত যদি নহি পায়।
ত পুষ্পত ভোজন করিবে ন পারয়॥
পূজা নকরিয়া যদি করয় ভোজন।
পড়িবে নরকে তাৰ নাহি নিবারণ॥

উপরিউক্ত বচন প্রমাণ-দ্বারা বর্ত্তমানে ম[illegible] সম্প্রদায়ে প্রচলিত পূজন-[illegible] প্রণালী সমর্থিত হয় না বলিতেই হয়। লেখকগণ মহাশয়ই এই সমস্ত বচন-প্রমাণে পরিদৃষ্ট বিচার-প্রণালীর সহিত বর্ত্তমান মহাপুরুষীয়ার আচারের সমন্বয় সাধন করিবেন।

(৬) যে মতে কৃষ্ণ-নৈবেদ্যই জীবের একমাত্র আহার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেই মতই মায়াবাদ।

বৈষ্ণবের অভিধেয় চেষ্টা কৃষ্ণসেবানুকূল-পর্য্যবসায়ী। তিনি কৃষ্ণের জন্য পুষ্পাদি চয়ন করিবেন এবং তজ্জন্য অন্নাদি পাক করিবেন, এবং পাচিত অন্ন কৃষ্ণে নিবেদন-পূর্ব্বক নিজে সেবা করিবেন। তিনি এক বিধি অতিক্রম করিয়া জিহ্বার লালসে অন্নাদির আয়োজন করিবেন, কিম্বা তৎকাল দ্বারা অসংখ্য প্রাণিহত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইবেন। পুষ্প, অন্ন, পানীয় প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী। তাঁহাদের হত্যা প্রীতির ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব এই সমস্ত মহাপাপী বৈষ্ণব নহে। ইহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুদূরপরাহত।

"জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

বিষ্ণুর নৈবেদ্য ব্যতীত সাত্ত্বিক নিরামিষাহারও অমেধ্যাহার, উহা গ্রহণে ভক্তির হানি হয়। বৈষ্ণবের লক্ষণ নারদপঞ্চরাত্রে নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যক্ত রহিয়াছে, যথা—

"শালগ্রামশিলাচক্রে করোতি কৃষ্ণপূজনং
ভুঙ্‌ক্তে পাদোদক-নৈবেদ্যং নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে
চ যঃ পুমান্।
স বৈষ্ণবো মহাপূতশ্চাণ্ডালোঽপি [illegible]
পুনাতি পুরুষান্ শতকং জন্মনাবধি
সনৎকুমার॥"

অতএব মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য কৃষ্ণ-নৈবেদ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না, অতএব উহা বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিগণের পরিত্যাজ্য। যাহারা নিজের উদরের জন্য এ সমস্ত প্রাণীর হত্যাকার্য্যে লিপ্ত, তাঁহারা হরিদ্বেষী, অতএব হরিসেবা-তাৎপর্য্যময় ভাগবত-ধর্ম্ম-যাজনে নিতান্ত অযোগ্য এবং যাহারা ভাগবত ধর্ম্ম যাজন করিয়াও এরূপ ব্যবহার করেন তাঁহাদের পতন অনিবার্য্য। যথা ভাগবতে,—

পবিত্রস্থ পরকায়েষু আত্মানং হরিমীশ্বরং।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ॥

রামকৃষ্ণ-প্রমুখ মায়াবাদিগণ গৌড়ীয় জ্ঞানীদের ন্যায় মৎস্যাদি অমেধ্য গ্রহণ প্রশস্ত বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং গ্রহণ করেন; কিন্তু বৈষ্ণবেরা তাঁহারা অমেধ্য গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন। ভক্তগণ একমাত্র [illegible] স্বীকার করেন না, এবং তজ্জন্য বিষ্ণুনৈবেদ্য ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ভোজন অনুমোদন করেন না।

শঙ্করদেব ও তাঁহার অনুগগণ মৎস্যাদির ব্যবহার অনাদর করিয়াছিলেন এবং [illegible] এই সম্প্রদায়ে এই প্রথা প্রচলিত আছে। শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তগণ যে মৎস্যাদি ভক্ষণ করিতেন তাহা এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ স্বীকার করেন এবং উহারা আচারপ্রণালী যে শঙ্করদেবের আদেশে মৎস্যাদি খাইতে দিয়াছিলেন এবং আহারও করিয়াছিলেন, তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। রমানন্দ-লিখিত গুরুচরিতে পাওয়া যায় যে বুড়া খাঁ শঙ্করদেবের জন্য মৎস্যাদি রন্ধন করিয়াছিলেন। যথা;—

(শঙ্কর বুড়াখাঁর প্রতি)
জানিয়া শঙ্করদেবে, তাঁয় করি পুজনঙ্ক,
যাব না রান্ধিলা আছে ঘরি।
মৎস্যাদি ব্যঞ্জন সব, কেতমতে রান্ধিবেক,
দিয়া বর্ণ লোকিক কারণ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীধামপুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহোৎসব

১৯ই মে শনিবার শ্রীধামমায়াপুরস্থ [illegible] শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মাসদ্বয়ব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎসব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উল্টারথ পর্য্যন্ত চলিবে। প্রত্যহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যা, জিজ্ঞাসুগণের সর্ব্ববিধ প্রশ্নের সদুত্তর দান, পদাবলী কীর্ত্তন ও সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ বিশেষতঃ গৌড়দেশ হইতে শতশত সহস্র ভক্ত আগমন করিয়াছেন ও হইতেছেন। পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উৎসবের তিন মাস কাল শ্রীমঠে অবস্থান করিয়া সকলকে দর্শন দান ও হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের সুপ্রসিদ্ধ [illegible] নামক স্থান শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহোৎসব নিমিত্ত গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীযুত [illegible] মহাশয় সর্ব্বসাধারণকে এই উৎসবে যোগদান ও সাধুসমাগম দর্শনার্থ আহ্বান করিতেছেন।

—দৈঃ বসুমতী

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন :

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদাস্ত্রাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়পতিঃ কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ নারায়ণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাহায্যদের পক্ষে ৮্।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	॥০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ) গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	১্
৩।	আচার ও আচার্য্য	✓০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অষ্টাদশক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮্ ৬৷০
১২।	প্রেমবিবর্ত্ত	২্
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিশ্বনাথ, বলদেব-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	১্
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	।০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	১্

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

মৃত্যু যে আমাদের অতি সম্মুখে তাহার করাল বদন ব্যাদান পূর্ব্বক আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার লোলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছে, কোন্ মুহূর্ত্তে আমাদের এজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার যে কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই, তথাপি আমরা এখনও যে কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাল যাপন করিতেছি, এজগৎকে আমাদের চিরবাসস্থলী জানিয়া এজগতের অতিতুচ্ছ নশ্বর লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য কেন যে আমাদের জীবনের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেছি, কেনই বা গুর্ব্ববজ্ঞা, সাধুনিন্দা প্রভৃতি শাস্ত্রনিষিদ্ধ গুরুতর নামাপরাধের ভয়াবহ পরিণাম আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ভীতির সঞ্চার করিতে পারিতেছে না, তাহা কে বলিবে!

উপাসনার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে ভক্তপাদাদি নৌকারোহণে দুস্পার সংসার-সাগর-বক্ষে কাম-ক্রোধাদি নক্রমকরকবলীকৃত হইয়া নিরাশ্রয় আমরা আজ, তথাপি হে ভগবন্, তোমার অভয় পাদপদ্মাশ্রয় লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে একটুও ব্যাকুলতা নাই! আমরা এখনও এই সুখলেশহীন সংসারে সুখের আশায় বুক বাঁধিতেছি! আমাদি ইন্দ্রিয় অধিপতি সুলক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গকে তোমার ভোগ্য জগৎ ভোগ করিবার উৎসাহ দিতেছে। সেই ভোগ-লালসাক্রান্ত মত্ত হইয়া আমরা না করিতেছি এমন দুষ্কর্ম্ম নাই। যে সংসারে জন্মমরণ-জরা পরিপূর্ণ থাকিয়া সর্ব্বদাই আমাদের ভোগসুখাকাঙ্ক্ষার জীবন কাটাইতেছে, যে জন পরিবারাদিকে 'আমার' বুদ্ধিতে ভোগ করিতে গেলেও যাহারা আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাহাদের নশ্বরতা জ্ঞাপন করে অথবা আমাকেও চিরতরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়, যে সংসারে শারীরিক রোগ, ভোগাভাবে মানসিক অশান্তি, ধনজনাদির বিয়োগ-নিবন্ধন শোক অহর্নিশ জীব-চিত্তকে ছারখার করিয়া দিতেছে, যেখানে অমিশ্র আনন্দ বলিয়া কোন বস্তু নাই, অথচ কেবল আনন্দের প্রহেলিকা, অতি ভীষণ নিরানন্দ, সেখানে সুখের আশায় উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে কুহকিনী মায়ার মোহজালে আবদ্ধ হইয়া কেন যে আমরা মায়ার দাস হইয়া পড়িতেছি, সামান্য অর্থের লোভে পরমার্থ ধন হারাইয়া ফেলিতেছি, তাহা আমাদিগকে আজ কে বলিয়া দিবে আর বলিলেও বা শুনিবার কর্ণ আছে কাহার? দু'দিনের জগতে আসিয়া, দু'দিনের 'আমার'কে 'আমার' বলিতে গিয়া আমরা শেষে আমাদের নিজ 'আমি ও আমার' সম্বন্ধ-জ্ঞানে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা কে বুঝিবে?

যে ভগবদভিন্ন অপ্রাকৃত শ্রীভগবদ্ধাম-বস্তু একমাত্র চিদিন্দ্রিয় গোচরীভূত হইবার যোগ্য, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্গের যাহাতে কোন মতেই প্রবেশাধিকার হইতে পারে না, সেই শ্রীধাম-বস্তু বলিয়া সেখানে আধ্যাত্মিক স্থান-সম্পর্কে কতকগুলি কুপথাবলম্বী গৃহমেধি ভাব ও যোষিৎসঙ্গী বৈরাগীগণের যে কীর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া দিয়াছে, তাহা কি নিতান্ত আপত্তি-জনক কার্য্য নহে? শ্রীধাম-নির্ণয়ের কি ইহাই পন্থা যে কতকগুলি গৃহাসক্ত, যোষিৎসঙ্গী বাবাজী বৈরাগীর দল হইবেন শ্রীধাম-নির্দ্দেষ্টা? শ্রীধাম কি প্রাকৃত কোন স্থান-বিশেষ যে তাহা প্রাকৃত ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত হইবে? শ্রীভগবানের লীলাশক্তি শ্রীধাম-নির্ণয়-কার্য্যে শ্রীধাম-চরণে আত্মসমর্পণকারী শ্রীধাম হইতে অভিন্ন ধামবাসিগণেরই একমাত্র কৃপা আছে। শ্রীধামবাসী সাধুগণের আনুগত্যেই শ্রীধামের অপ্রাকৃত ধূলি-ধূসরিত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়। অধুনা যে সমস্ত লোক উক্ত লৌকিকভাবে কোন প্রকার আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন না, তাহারা কেবল মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসিগণের চরণে যে ভয়ঙ্কর অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন, তৎফলে তাঁহারা যে কোন্ ভয়ঙ্কর নরকানলের দিকে চলিয়াছেন, তাহা এখনও তাঁহাদের একবার চিন্তা করিয়া দেখিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে পরমার্থবিরোধ কখনই সজ্জনানুমোদিত পন্থা নহে। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণের উচ্ছিষ্টমাত্র গ্রহণ করেন না, অথবা যাঁহারা 'ভক্ত' সাজিয়া তত্ত্ব দম্ভধারী কপট, তাহারা যাহাকে শ্রীধাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাই হইয়া যাইবে শ্রীধাম? লোকের বিশ্বাসেরও বলিহারী যাই! তাই বলিতেছিলাম মৃত্যু সম্মুখে থাকিয়া মানব এখনও ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকে দৃক্পাত করিতেছেন না, যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই বলিয়া যথেচ্ছাচার প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! শ্রীধাম কৃপাপ্রার্থী ভক্তবৃন্দ ইহাকে আদৌ অনুমোদন করেন না।

শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধিদল রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ার মাঠকে 'মায়াপুর' বলিয়া প্রচার করিবার অজুহাতে এমন কি শাস্ত্র প্রমাণ দেখাইতে পারিতেছেন, যাহা দ্বারা রামচন্দ্রপুর মায়াপুর হইয়া যাইবে? দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের ত' রামচন্দ্রপুরকে মায়াপুর বলিবার কোন প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় নাই? তবে পরবর্ত্তি সময়ে রামচন্দ্রপুর কেমন করিয়া মায়াপুর হইয়া যাইতেছে? ইহা কি মনঃকল্পনার আশ্চর্য্য শক্তি বলিয়া মনে করিতে হইবে না? জাল মায়াপুর ও জাল কাগজপত্রই কি মায়াপুর-নির্দ্দেশক? শ্রীধাম-নবদ্বীপ বাজারে ভক্তিদেবীর কি কোন কার্য্যই নাই? অথবা যোষিৎসঙ্গ ও গৃহাসক্তির নামই ভক্তি? যেখানে যত অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, যত অসৎ লোক ভক্তিদানের দাবী করা হয়, সেখানেই কি শ্রীধাম অবস্থিত? যেখানে দ্যূত (অবৈধ ক্রীড়া), পান (পান, তামাক, গাঁজা, আফিং, মদ্যাদি সেবন), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি), সূনা (জীবহিংসা)—এই চতুর্বিধ অধর্ম্ম বর্ত্তমান, সেই স্থানের নাম যদি শ্রীধাম হয়, তাহা হইলে আমরাও অবলীলাক্রমে কাঁকড়ার মাঠকে 'শ্রীধাম মায়াপুর' বলিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কলির আড্ডাকে শ্রীধাম বলিতে ত' কোন শাস্ত্র উপদেশ করেন নাই? জগতের সকলে মিলিয়া যদি মহাপ্রভুর অননুমোদিত স্ত্রীসঙ্গীগণকে বৈরাগী বলেন, আর সেইরূপ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিও যদি হন ধাম-প্রকাশক, আর জগতের সকলেই যদি একবাক্যে তাঁহাদের স্থানকে বলেন—মহাপ্রভুর স্থান, তাহা হইলেও আমরা সে স্থানকে কখনও মহাপ্রভুর বসতিস্থল বলিতে পারি না—পারিবও না। বদ্ধজীবগণের ভোগের আড্ডা কখনও শ্রীধাম নহে। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকামী নিখিল জগতের তাহা প্রিয়স্থান হইলেও, গৌরভক্তগণ কখনও সে স্থানের ধূলিতেও পদার্পণ করেন না। সুতরাং সভাসমিতির সিদ্ধান্তে গৌরভক্তগণ ভীত নহেন। তাঁহারা নির্ভয়ে নিত্যকাল সজ্জন-সমীপে সত্যের বিজয়বাক্য ঘোষণা করিতে থাকিবেন। জগৎ গড্ডালিকাপ্রবাহে ভাসমান হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া বরণ করিলেও গৌরভক্তগণ জগৎকে সত্যের আদর করিবার জন্যই আবাহন করিতেছেন। জগৎ, এখনও সাবধান হউন, অসত্যের আদর করিবার জন্য গুর্ব্ববজ্ঞা, সাধুনিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা প্রভৃতি নামাপরাধের প্রশ্রয় দিবেন না।

জীবস্বরূপ নির্ণয়ে আভাসবাদের সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে অদ্বৈতবাদীর জীব-স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রতিবিম্ববাদের সমালোচনা-মুখে প্রতিবিম্ববাদের অযৌক্তিকতা সুস্পষ্টরূপেই প্রদর্শন করিয়াছি, অতঃপর উঁহাদের কল্পিত আভাসবাদের আলোচনা করা যাইতেছে।

তাঁহারা এই আভাসবাদ স্থাপন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"ন যথা প্রতিবিম্বঃ [illegible]

[illegible] চন্দ্রাদিরাভাস [illegible]

অনেক [illegible] * * * ইতি।"

অর্থাৎ একমাত্র চন্দ্র বা দীপ অনেক সমুদ্রের নিকট গিয়া দৃষ্ট হইলে যেমন বহু চন্দ্র বা দীপ বলা যায় প্রকৃতি অন্যে, কিন্তু দীপ বা চন্দ্র প্রত্যক্ষে সে স্থলে একাধিক নহে, তদ্রূপ অবিদ্যার সম্বন্ধদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই বহু জীবরূপে প্রতীত হয়েন।

অতঃপর এই আভাসবাদের সমালোচনা-মুখে প্রথমতঃ বলা হয়, আচ্ছা, এই অবিদ্যার সম্বন্ধটী কাহার হইয়াছে বলিতে পার?

যদি বল যে, স্বয়ং ব্রহ্মই অবিদ্যা-সম্বন্ধ-লাভে জীবরূপ অনুভব করিতেছেন, তাহা হইলে তোমাদের স্বমতেরই বিরোধাচরণ করা হয়, কারণ ব্রহ্মস্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে তোমরাই ব্রহ্মকে বিশুদ্ধ চিদাত্মক ও জ্ঞানরূপ বলিয়াছ, আবার এক্ষণে তোমরাই বলিতেছ যে, সেই বিশুদ্ধ চিদাত্মক ও জ্ঞানরূপ ব্রহ্মই অবিদ্যা-যুক্ত হইতেছে, ইহা ঠিক 'সোণার পাথর বাটী' বলার ন্যায় অসঙ্গত দোষযুক্ত হইতেছে। আর যদি বল যে, ব্রহ্ম অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃ নিজেকে একটা আলাদা জীব মনে করিতেছে, এখন কথা হইতেছে যে, জীবের এইরূপ ব্রহ্মাভাস বোধ করার স্থলে আভাসের কিছু নিদর্শন থাকা প্রয়োজন, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি—সেই আভাসটি কি?

আভাসবাদ কল্পনাকারী আচার্য্যগণ চন্দ্র ও দীপাভাসের যে উদাহরণ দিয়াছেন, সেই দৃষ্টান্ত দ্বারাও তাঁহাদের মনোমত স্বীয় সিদ্ধান্ত কখনই স্থাপিত হইতে পারে না, যেহেতু, ঐ উদাহরণে তিনটি বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে,—একটা চন্দ্র রহিয়াছেন, অন্যটির সমুদ্রে যে চন্দ্রাভাসটী দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও রহিয়াছে এবং ঐ চন্দ্র এবং চন্দ্রাভাসের দ্রষ্টাও রহিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মাভাস কল্পনাকারী তাঁহার দৃষ্টান্তে এইরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই; তাঁহার দৃষ্টান্তে চন্দ্রের স্থলে ব্রহ্মকে পাওয়া যাইতেছে, আভাসের স্থলে জীবকেও পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু দ্রষ্টার স্থলে ত অন্য

কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। জীবকেই যখন ব্রহ্মাভাস বলা হইয়াছে, তখন সেই ব্রহ্মাভাস জীবের দ্রষ্টা কে? দৃশ্য স্বয়ং কখনও দ্রষ্টা হইতে পারে না এবং দ্রষ্টাও স্বয়ং কিছু দৃশ্য নহে, সুতরাং মায়াবাদীর কল্পিত ব্রহ্মাভাসরূপ দৃশ্য বস্তুর কেহ দ্রষ্টা না থাকায় দৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

আরও অবিদ্যার সম্বন্ধ আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মাভাস দৃষ্ট হইতেছে সেই সম্বন্ধটী অনাদি কিনা? 'পঞ্চদশী' প্রভৃতি মায়াবাদের প্রক্রিয়াগ্রন্থে এই সম্বন্ধটী অনাদি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনাদি, অবিদ্যা অনাদি, এবং অবিদ্যার যে সম্বন্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মাভাসরূপ জীব দৃষ্ট হইতেছে, সেই সম্বন্ধটীও অনাদিরূপে সিদ্ধ হইতেছে এবং এই সম্বন্ধটি অনাদি হওয়ায় ব্রহ্মের সহিত জীবের অভিন্নতার যে বিচার, তাহাও অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং অবিদ্যাসম্বন্ধাবলম্বনে ব্রহ্মের সহিত জীবের বিভাগ-ব্যাপারে অবিদ্যাসম্বন্ধ এবং জীব-বিভাগ এতদুভয়ের কার্য্য কারণ ভাবও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু আভাসবাদী এই কার্য্যকারণভাব কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যেহেতু, 'কারণ' চিরকালই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কার্য্য কারণের পশ্চাদবর্ত্তী, এস্থলে উক্ত দুইই অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় কার্য্য কারণের সমকালিকত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ, অতএব ব্রহ্মাভাস কল্পনাকারী ওহে যুক্তিবাদিগণ! অতঃপর আর তোমাদের যুক্তিসকলকে শাস্ত্রবাদী ভক্তসমাজে পাঠাইবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাদিগকে তত্ত্বমসিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি সুখলাভের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয় না কি?

সঙ্গ ত্যাগ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি. এ)

শ্রীভগবান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিলে ভগবদ্ভজনের পথ সুগম হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন, কারণ সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারা হৃদয়ের চিত্তের মলিনতা নষ্ট করিয়া দিয়া কোটী কণ্টকশূন্য ভক্তিপন্থায় আরোহণ করিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। যাহারা অসৎ, তাহারা সর্ব্বদা নিজ দিগকে সাধু বলিয়া চালাইবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং ধর্ম্মজীবন প্রবেশের পথে সরলমনা ব্যক্তিগণের অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। নতুবা কপটীদিগের ছলনায় প্রতারিত হইতে হয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।" অথচ জাগতিক বিচারে দেখা যায় ভ্রমাত্মিকা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সরলপ্রাণ ব্যক্তিগণ অসাধুকে সাধু মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গ করেন, পরিশেষে সাধুসঙ্গের প্রকৃত ফল না পাইয়া যথার্থ সাধুদিগকে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন না। প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইলে ত' সুফল পাওয়া যাইবে? নিম্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া অমৃত ফলের আস্বাদন পাইবার আশা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। যে সকল মহাত্মাগণের আদৌ বিষয়তৃষ্ণা নাই, জড়াভিমান নাই, যাঁহারা জাতিমদ, বিদ্যামদ, ধনমদ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া, ভুক্তি, মুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহার করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবাপর কার্য্যে নিরত, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু। তাঁহাদের সঙ্গ-প্রভাবে ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ—ভক্তিপথারূঢ় হইতে পারেন। যাঁহারা উপদেশ দেন, গৃহস্থও ভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু কার্য্যতঃ গৃহস্থ হইতে না পারিয়া গৃহমেধী হইয়া পড়েন, গৃহাদিতে গৃহিণীর মনোরঞ্জনই যাঁহাদের মন্ত্র, গৃহিণীর সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট পুত্র কন্যাগণের সেবাতেই যাঁহারা রত, তাঁহাদের ভরণ পোষণ ও সাজ-সজ্জাদির জন্য যাহাদের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয়িত হয়, আর কিছু জড় প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় কিছু-কিছু লোক দেখান মিছা ভক্তি আচরণ করেন, তাঁহাদিগকে সাধু-ভ্রমে আশ্রয় করিলে কোনও মঙ্গল হইবে না। অনেকেই এই প্রকার আচরণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন ভাবিয়া নিজে নিজে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করেন ও নিজেদিগকে চতুর ভাবেন। একবার ভ্রমেও চিন্তা করেন না যে, এই চতুরতাই তাঁহাদের দুর্ব্বুদ্ধিতা। নির্ব্বোধ লোকেরাই হরিভজন হইতে বিরত থাকে। জগতে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী' এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

যে সকল ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত আচরণ করেন, তাঁহারা সকলেই স্ত্রীসঙ্গী। যাহারা অবৈধ স্ত্রীতে আসক্ত সাধারণ লোকে তাহাদিগকে ঘৃণা করে। কেবল তাহারা নহে, যাহারা স্ত্রীর পদলেহী অর্থাৎ স্ত্রৈণ, যাঁহারা ভাগবতাদি পাঠকে অর্থাগমের উপায় মনে করেন ও সেই প্রাপ্ত অর্থ হইতে কামিনীর প্রীতি সাধনের দ্রব্য-সম্ভার আহরণ করেন, তাঁহারাও স্ত্রীসঙ্গী। লোক দেখান সন্ধ্যাবন্দনাদি কেবল ব্যবসা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। তাহারা অন্তরের আচার গুলির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বাহ্য নিষ্ঠা দেখাইতে তৎপর ও তদ্দ্বারা নির্ব্বোধ লোকগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এইরূপ অসৎ প্রকৃতির লোকের সঙ্গ করিলে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাদের সঙ্গ ফলে ভক্তিপথ হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। ইহারা কৃষ্ণবঞ্চনা করিলেও কৃষ্ণাভক্ত; মায়াবাদী, সোহহংবাদিগণও কৃষ্ণাভক্ত, যাহারা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ বাঞ্ছা করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণাভক্ত। এই সকল অভক্তের সঙ্গ-ফলে কোটি কল্পেও কৃষ্ণভক্তির উদয় হয় না। যাঁহারা নিজেরা কোনও দিন কৃষ্ণের সন্ধান পান নাই, তাঁহারা অপরকে সে সন্ধান কিরূপে দিতে পারেন? পরম ভাগবত প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন "গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত কোন প্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয় সেইজন্য পুনঃ পুনঃ ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিয়া থাকে"

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ব্যতীত শ্রেয়োলাভের আর অন্য উপায় নাই। অতএব হে জগদীশ, আমাদের হৃদয়ে বল দিন, যেন আমরা আপনার শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া অসৎ সঙ্গ বর্জ্জন করিতে ও সৎসঙ্গ গ্রহণ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হই। অবশেষে আপনাতে যেন অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি।

প্রচার-প্রসঙ্গ

জীবপ্রভু শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি বড়ই কৃপাময়। যদিও তিনি সকলজীবেরই প্রভু এবং সকলেরই প্রতি তিনি সমকৃপালু, তথাপি ব্রহ্মাবলোকধিষণাযুক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরতনুই সেই কৃপা উপলব্ধি করিবার একমাত্র যোগ্যপাত্র।

শ্রীভগবান সকল জীবকেই তাঁহার প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই প্রদান করেন। ভগবানের অদেয় এমন কিছুই নাই, যাহা কেহ কোন দিন নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু তিনি সর্ব্বসম্পৎ-প্রদাতা হইয়াও সর্ব্বাকর্ষক। তিনি কাহাকেও বাহ্যবস্তুতে আকৃষ্ট থাকিবার সুযোগ দেন না। যে কোন প্রকারেই হউক, তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু তিনি জাগতিক দস্যু তস্করের ন্যায় সর্ব্বাপহারক নহেন, তিনি জীবের বিষয়াসক্তির মূল শিকড় অবিদ্যা হরণ করিয়া নিজের কোটীচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্ম দান করেন। এককথায় তিনি জীবের সর্ব্বস্ব লইয়া আত্ম-বিক্রয়ী।

শ্রীভগবানের আত্মদান লীলাটী প্রতিযুগেই প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বলাবণ্য, সর্ব্বমাধুর্য্যের আধার প্রভুর লীলাবিলাসগুলিও অনন্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি পরিপূর্ণ। 'বহির্ম্মুখ আমরা, আমাদের একমাত্র অভীষ্ট বস্তু তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি তাঁহার উদারতায় কৃপণতা করেন না।'

শ্রীভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহাদি, এমন কি, তাঁহার লীলাখেলায় সর্ব্বোত্তমলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলা অপেক্ষা ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরাবতারটী অনর্পিতপূর্ব্ব অমন্দোদয় দয়া-বিতরণাবতার। এবারে তিনি নিজভজন নিজে বিতরণ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। কলিহত জীবের বিষয়াসক্তি রোগটির চরমাবস্থা অবলোকন করিয়া—

এবে পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।

শুধু তাহাই নহে—যাহাকে দেখিতেছেন তাহাকেই এই কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য ডাকিতেছেন—

একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যাঁরে তাঁরে॥

প্রভুর এই আদেশটীর ভিতর গভীর-তত্ত্ব নিহিত আছে। সর্ব্বারাধ্য হরি আজ আরাধকের বেশে আচার্য্যের বেশে, যে জীবোদ্ধার-লীলাটী করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সেবোন্মুখচিত্তে বিচার না করিলে বুঝিবার কোনও উপায় নাই। জীব স্বীয় দম্ভ, বিদ্যাদির বলে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সন্ধান পায় নাই—শাস্ত্র-সকল তারস্বরে ইহাই কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলার উদ্দেশ্যই অচৈতন্যে প্রধাবিত চেতন জীবতত্ত্বের চেতনের সন্ধান প্রদান। আবার এই চেতনতাই পূর্ণ চেতনের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার এবং তদীয়ের সেবা। সুতরাং শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পথে জীবের নিজোন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরের উন্নতিও সন্নিহিত আছে। অর্থাৎ স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা এবং জাগতিক কোন অর্থকামনা না থাকায় নিঃস্বার্থপরতার অপূর্ব্ব মধুর সম্মেলন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভীষ্ট-প্রচারক তদীয় অভিন্ন-তনু শ্রীগুরুদেবই এই সকল তত্ত্বপারদর্শী। তৎপ্রসাদে তদীয় অনুগত জনগণের নিকটও এই গূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। অর্থলোলুপ আত্মঘাতী পরদ্রোহী গুরুনামধারী লঘু ঘৃণ্য মায়া-চরণাম্বুচরগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের এই অপ্রাকৃত লীলোপলব্ধির দ্বার চিরতরে রুদ্ধ। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ শ্রীগুরু-দেবের শ্রীআজ্ঞাশীর্বাদ হৃদয় মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী—'বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা' ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচার করিতেছেন। এই প্রচার কার্য্যে তাঁহারা নিজের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং পরোপকার—অপরকে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করান' কার্য্যদ্বয় এককালেই সাধন করিতেছেন। তাঁহারা জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া বলিতেছেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥
অতএব—কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ।
(সবার) চরণে ধরিয়া বলি কৃষ্ণে দেহ মন॥

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এ সি, বি, টি,)

(৭) যে মতে পাঞ্চরাত্রিক বিধি উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহাই মায়াবাদ। পঞ্চরাত্র নারদ শিব হইতে শিষ্যসূত্রে লাভ করিয়াছেন এবং ভাগবতগণের জন্য ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ ভাগবতানুগ এবং বৈষ্ণবগণের একমাত্র স্মৃতিগ্রন্থ। ভাগবতে এই সাত্বত তন্ত্রের উল্লেখ এইরূপ ভাবে রহিয়াছে।—

"তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥"
(ভাঃ ১।৩।৮)

অর্থাৎ তৃতীয় ঋষিসর্গে দেবর্ষির [illegible] নারদরূপ গ্রহণ করিয়া পঞ্চরাত্র নামক বৈষ্ণবতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পঞ্চরাত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—

"সাত্বতং বৈষ্ণবতন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমং আচষ্ট।"

এই সাত্বত ধর্ম্ম ভাগবতধর্ম্ম নামে অভিহিত। সুতরাং যাঁহারা ভাগবতধর্ম্ম যাজন করেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের ইহা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। এই স্মৃতির অবমাননাকারী দ্বাদশ বৈষ্ণবের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করেন নাই বলিতেই হইবে। ইহার লঙ্ঘন একটা উৎপাত বলিয়াই বৈষ্ণবগণ মনে করেন। যথা—

"পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি-রুৎপাতায়ৈব কল্পতে।"

শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে পাঞ্চরাত্রিক কোন বিধিই অবলম্বিত হয় নাই। পূর্ব্বে ইহা উল্লঙ্ঘনের বহু প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। এইখানে আরও দুই একটি প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতেছে।—

(ক) বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি,—শঙ্কর সম্প্রদায়ে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রবল এবং এই জাতিবুদ্ধি বশতঃই এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ কেহ কাহারও হাতে খান নাই, শালগ্রাম পূজনাদি করেন নাই, প্রতিমা প্রতিষ্ঠাদি স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণাদি দ্বারাই করাইয়াছিলেন ইত্যাদি। বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার অভাব নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না এবং বৈষ্ণবতা ব্যতীত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না। 'তথা দীক্ষা-বিধানেন নৃণাং দ্বিজত্বং জায়তে' — [illegible] সিদ্ধ-মেব—বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ইহাই সিদ্ধান্ত এবং রামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই সিদ্ধান্তানুযায়ী আচার নিজ নিজ সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে বেদজ্ঞবর্য্য মহাশয়কে 'গৌড়ীয় মঠ' হইতে প্রকাশিত "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বৈষ্ণব মাত্রই ব্রাহ্মণ, অতএব তাঁহাকে জাতিসামান্য বুদ্ধিতে দর্শন করিতে নাই। এইজন্য পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—

"বৈষ্ণবে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥"

বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার অভাব আছে বলিয়াই শঙ্করদেব নিন্দা করিয়া ও স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কার্য্য করাইয়াছিলেন। যথা শঙ্করচরিতে,—

"কর্ম্ম করি বিপ্রে প্রেত কাহাক করয়।
প্রেতের বস্ত্র মানে সমস্ত আনয়॥
সিতো কর্ম্ম বিপ্রর নিন্দিত তাকো জানি।
ভোগ করে প্রেতর উচর্গা-বস্ত্র আনি॥
এতেকে অধর্ম্ম সিতো পরম উন্মাত।
ইহ পরলোক তার নাই নাই গতি॥
তাতে সে তোমাত কৈলা ইসব আমা।
ইতো তিনি জনর শরণ নাহি কর।"

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই সব ব্রাহ্মণের কৃষ্ণদীক্ষা লাভ করিবার যোগ্যতা নাই। যখন ব্রাহ্মণ-সমাজ শঙ্করদেবের কোন কার্য্যে যোগদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দানের লোভ দেখাইয়া তাঁহাদিগের দ্বারা বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। যথা,—

বুলিলা শঙ্করদেবে সেহি সময়ত।
ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ্যে শুনিও বিপ্র যত॥
করাইবাক লাগি মূর্ত্তি প্রাণ প্রতিষ্ঠাক।
আহ্বান করিয়া আনি আছো তোমাসাক।
করাও প্রতিষ্ঠা যেন শাস্ত্রের নির্ণয়।
মূর্ত্তি দেখি লোকে যেন হরিক জানয়॥

অবশ্য এইখানে প্রতিষ্ঠা-কার্য্য স্মার্ত্ত-বিধি অনুসারেই সম্পাদিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

(খ) দেহাত্মবাদ—বৈষ্ণবগণ কখনও দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিবেন না। দেহাত্মবুদ্ধি হইতে প্রেতশ্রাদ্ধাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তি ভক্তির বাধক। বৈষ্ণব কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ব্যতীত ভক্তির বাধক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কখনও করিবেন না। তাঁহাদের এইরূপ করণে সেবাপরাধ ও নামাপরাধ-রূপ দুইটি অপরাধ ঘটে। প্রেতশ্রাদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম উপনিষ্টিক কর্ম্ম-শ্রেণীভুক্ত। বৈষ্ণবের প্রেতশ্রাদ্ধ এবং বৈষ্ণব-দ্বারা প্রেতশ্রাদ্ধ উভয়ই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অবশ্য বৈষ্ণব মৃতকের প্রতি বিষ্ণুনৈবেদ্য দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে পারেন। শঙ্করদেব, মাধবদেব ও অনন্তকন্দলীর গ্রন্থে এইরূপ শ্রাদ্ধবিধিরই কথা উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। এই মত-পোষক আমাদের গ্রন্থে বহুবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে এই বিচার-প্রণালী সমর্থক দুই একটি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। পদ্মপুরাণে—

"মন্মন্ত্রোপাসকানাঞ্চ বৈষ্ণবানাং
শ্রাদ্ধং দানং পূজনঞ্চ যথা চৈব তু চক্রিণঃ॥"

স্কান্দে—

"সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং পিতৃদেবাচ্চ-নাদিকং।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেৎ কুর্য্যাৎ কুশ-ধারণং॥"

কূর্ম্মে—

"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভাগবতে অর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥"

রামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত,—

"শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রেণ দীক্ষিত বর্ণাশ্রমাদি-শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদি [illegible]-কানাং শরণ বর্ণাশ্রম সঙ্কল্পাঙ্গাদীনাং গৃহস্থানাং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং [illegible] বেদে লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রাগমস্মৃতিপুরাণাদৌ চ নাস্তি এতেষাং তৎকৃতে সন্তাপ সেবা নামাপরাধো জায়তে। (কর্ম্মবিপাক)।

কিন্তু শঙ্কর মাধব উপদেষ্টা হইয়াও কেন এই নীতির অনুধাবন করেন নাই, ইহা বুঝা যায় না।

প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহাদেশে পিতার প্রেতকার্য্য বৈষ্ণববিধি অনুসারেই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন মনে হয়। বেদজ্ঞবর্য্য মহাশয় শঙ্করদেবের যুক্ত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইহার অন্য কোন অর্থ কল্পনা করিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি বৈষ্ণব-বিধি অনুসারে কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে বেদ-উল্লঙ্ঘনকারী বলা চৈতন্যবিদ্বেষী বেদজ্ঞবর্য্য মহাশয়ের অভিপ্রেত হইলেও নিরপেক্ষ সমালোচকের নহে। বেদজ্ঞবর্য্য মহাশয় যদি ভাল করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন, তাহা হইলে তিনি অপসিদ্ধান্তে এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। আমি এ সম্বন্ধে এখানে নামঘোষা হইতে একটি মাত্র বাক্য উদ্ধার করিয়া বেদজ্ঞবর্য্য মহাশয়ের ভ্রম প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইব।

যথা,—

"হেনয় কৃষ্ণের ভক্ত নহে,
ভক্তির অবিরোধী কর্ম্ম করে,
কৃষ্ণভক্ত যায়ে লোপজয়;
যেবে দেখা কৃষ্ণকথা-রত,
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম আদি যত,
ভক্তির বাধক জানি সবকে তেজয় ॥"

সুতরাং কৃষ্ণকথায় রত ব্যক্তি যদি শ্রাদ্ধাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাদির আবাহন না করেন, তাহা হইলে কি তিনি বেদজ্ঞবর্য্য মহাশয়ের বিচারে অবৈদিক প্রতিপন্ন হইবেন? আবার যিনি কৃষ্ণকথায় রত বলিয়া অভিমান করিয়াও এই সমস্ত কর্ম্মের আবাহন করেন, তাঁহাকে কি বেদজ্ঞবর্য্য মহাশয় বৈদিক শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিবেন? বেদজ্ঞবর্য্য মহাশয় বেদ কাহাকে বলে জানেন কি?

(ক্রমশঃ)

মোটর আরোহণে

কলিকাতা হইতে পুরী

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ৩রা মে রাত্রি শেষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মোটর যোগে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্যারীমোহনজী এবং ব্রহ্মানন্দজী শ্রীধাম পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নানাদেশ, জনপদ এবং ২০।২৫টী নদী ও খাল অতি কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া গত ৮ই মে বুধবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় শ্রীধাম পুরী পুরুষোত্তম মঠে উপনীত হইয়াছেন। পথিমধ্যে কোন স্থানে না থামিয়া একেবারে সোজাসুজি কলিকাতা হইতে মোটর যোগে পুরী যাত্রীদের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথম।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠ

শ্রীধাম-পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠের মহোৎসব গত ২৮শে বৈশাখ হইতে মহাসমারোহে আরম্ভ হইয়াছে। দেশদেশান্তর হইতে বহু ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিতেছেন। প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তনাদি যথারীতি হইতেছে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত [illegible] [illegible] অধ্যাপকের [illegible] [illegible] হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন [illegible]।

১। [illegible],　　২। [illegible],
৩। [illegible],　　৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible],　　৬। [illegible],
৭। [illegible]।

[illegible] রায় বি, এ, [illegible], বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ [illegible] পক্ষে ১০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাপ্তাহিকের পক্ষে ৮৲।

[illegible] সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। [illegible] [illegible] [illegible] ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ [illegible] [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। [illegible] ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ [illegible] [illegible] অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৬
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	১৲
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম [illegible])	[illegible]
৫।	শ্রীচৈতন্য ভাগবত (আদিখণ্ড)	[illegible]
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—একত্র	[illegible]
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৬
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৬০
১১।	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৪॥
১২।	[illegible]	[illegible]
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্যেভূষণ, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২
১৪।	[illegible]	॥
১৫।	[illegible]	[illegible]
১৬।	[illegible]	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা [illegible])	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-: *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সম্যক্রূপে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

অসদ্ব্যক্তি মনে করে, সে অপরের চোখে ধূলি দিয়া গোপনে যে সকল অসৎকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা বুঝি আর কেহ ধরিতে পারিবে না। অপরকে ফাঁকি দেওয়া কৌশলটী জানিবার জন্য সে নিজে নিজে বড়ই গর্ব্ব অনুভব করে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা হৃদয়ের মধ্যে গোপন রাখিয়া সে কখনও ব্রাহ্মণের বেশ, কখনও বৈষ্ণবের বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যত্ন করে। তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সংগ্রহের নিমিত্ত সে লোকের নিকট এত ভাল-মানুষ হয়, এমন সাধুটী সাজিয়া থাকে, লোককে এত ভালবাসিবার ভাণ করে যে, লোকে তাহাকে ভাল বলিয়াই পারে না। শেষে সেই লোক-প্রিয়তার সুবিধাটি লইয়া সে ক্রমে ক্রমে তাহার গুপ্ত অভিসন্ধিগুলির সিদ্ধি করিয়া লইতে থাকে। তাহার গতি-বিধি সন্দেহ-জনক হইলেও লোকে ভালবাসার খাতিরেই হউক অথবা তাহাকে 'ভাল' বলিয়া যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা হইতেই হউক তাহার কোন দোষ দেখিয়াও দেখেন না।

কিন্তু হা দুরদৃষ্ট! লোককে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে, বিশ্বতশ্চক্ষু ভগবান্ বিষ্ণু যে তাঁহার সুদর্শন দ্বারা জীবের হৃদয়গুহার অতি নিভৃত প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে সমর্থ হন, তাহা সে নির্ব্বোধ অসদ্ব্যক্তি কিছুতেই বুঝিতে পারে না। দুষ্টগণ ভগবানের উপর চতুরতা করিতে গেলেও ভগবান্ তাহাদের অপেক্ষা কোটিগুণ সুচতুর হইয়া তাহাদের সমস্ত কপটতা লোকসমক্ষে প্রচার করিয়া দেন। ভগবানের অপেক্ষা ভক্তগণ আরও সুচতুর; কেন, না ভগবান্ যেমন সর্ব্বান্তর্যামী, ভক্ত তেমন আবার ভগবানেরও অন্তর্যামী। নতুবা ভক্ত শ্রীভগবানের মনোভীষ্ট না জানিলে কেমন করিয়া সেই ভগবানের আনন্দ-বিধান করিবেন? সুতরাং দুষ্টগণ ভগবানের চোখে যেমন ধূলা দিতে পারে না, ভক্তের চোখে ধূলা দেওয়াও তাহাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব।

একদা নিদাঘ কালে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ ব্রজবালকগণের সহিত বৃন্দাবিপিন-মধ্যে গোচারণ করিতেছেন, এমন সময় প্রলম্বনামে এক অসুর রাম-কৃষ্ণকে হরণার্থ গোপরূপী হইয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে সংহার-মানসে সখাভাবে তাহার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীভগবান গোপবালকগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হে গোপগণ, আমাদের আজ এক নূতন খেলা খেলিতে হইবে। আমরা বয়স ও বলাদি অনুসারে দুই দল হইয়া বিহার করিব। ক্রীড়ায় যাহারা পরাজিত হইবে, তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত জেতাদিগকে বহন করিবে আর জেতারা পরাজিতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বেড়াইবে।" তদনুসারে গোপবালকগণ গোধন-সমূহকে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দিয়া একদল কৃষ্ণের পক্ষ, আর একদল রামের পক্ষ হইয়া নানাবিধ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। গোপগণ এইরূপে ক্রীড়া করিতে করিতে ভাণ্ডীরক নামক বনসমীপে উপস্থিত হইল। যখন বলরামের পক্ষে শ্রীদাম প্রভৃতি জেতা হইলেন, তখন অপরপক্ষে কৃষ্ণ প্রভৃতি তাহাদিগকে বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর বাহক ও বাহ্য হইয়া বিহার করিতেছেন, এমন সময় প্রলম্ব হারিয়া গিয়া বলরামকে বহন করিতে করিতে কৃষ্ণের দৃষ্টি পরিহার মানসে নির্দ্দিষ্টস্থানের বহুদূরে গমন পূর্ব্বক তাহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। বলদেব তাহার সমস্ত দুষ্টামি বুঝিয়া রোষপূর্ব্বক দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে এমন এক আঘাত করিলেন যে, সেই এক আঘাতেই অসুরের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিল।

যে সকল ভণ্ডের দল উক্ত প্রলম্বাসুরের ন্যায় 'ভক্ত' সজ্জায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ও তাঁহার প্রিয়জনগণকে ভালবাসিবার ছলে স্বকার্য্য সাধন করিতে চায়, নিখিল বলাধার শ্রীবলদেব এক মুষ্ট্যাঘাতে তাহাদের সমস্ত দুষ্টামিই ঘুচাইয়া দেন। সুতরাং অসাধুগণ, এখনও সাবধান হও। তোমাদের যাবতীয় অসাধু চেষ্টার কথা শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রিয়জন-গণের কিছুমাত্র অবিদিত থাকে না। প্রলম্বের ন্যায় তৎক্ষণাৎ দণ্ড পাইবার সৌভাগ্য না পাইলেও তোমরা মনে করিও না যে, শ্রীগৌরসুন্দর তোমাদের চুরি ধরিতে পারিবেন না।

লোক দেখান গোরা ভজা
তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার
ধরে চুরি॥

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

ভক্তপ্রবর নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নকে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা-সম্ভার সংগ্রহে অনুমতি প্রদান করিয়া উপস্থিত দেবগণকে কহিতে লাগিলেন—হে দেবগণ! আমার পরমায়ুর পূর্ব পরার্দ্ধে ভগবান নীলকান্তমণিময়রূপ ধারণ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় পরার্দ্ধে শ্বেতবরাহ কল্প আরম্ভ হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথদেব পৃথিবী মধ্যে দারুব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। আমার পরমায়ু শেষ পর্য্যন্ত এইরূপে অবস্থান করিবেন। তপস্যা, যাগ, ধারণা ও ধ্যান ব্যতীত কেবলমাত্র দর্শন-দ্বারা জীবকুলকে মায়ামুক্ত করিবার জন্যই অনন্ত অপার লীলাময় ভগবানের এই অর্চ্চাবতার লীলা। এই নরপতি-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবানের প্রতিষ্ঠা-সেবার জন্য আমি যাত্রা করিয়াছি। রাজা দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য অগ্রে গমন করিবে, তোমরা সকলেই তাহাকে সাহায্য কর।

পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবগণ ও পদ্মনিধির সহিত ভূলোকে নীলপর্ব্বত-শিখরদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক মন্বন্তর কাল অতীত হইলেও ঈশ্বরের কৃপায় শ্রীমন্দির পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন আন্দোলন উপস্থিত হইতেই দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। নরপতি তাঁহার কৃপা-প্রার্থী হইলেন।

শরণাগত নরপতির প্রতি কৃপালু হইয়া শ্রীনারদ শাস্ত্রদৃষ্টে তালিকা লিখিয়া প্রদান করিলেন। রাজা সেই তালিকা পদ্মনিধিকে অর্পণ করিলে তিনি বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে অনতিবিলম্বে আবশ্যক দ্রব্যাদি উপস্থিত করিলেন। দেবর্ষি নারদের আদেশে তিন খানা রথ প্রস্তুত হইল। দেবদেব শ্রীজগন্নাথের জন্য ষোড়শচক্রযুক্ত, ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত ও নানালঙ্কার-বিভূষিত করিয়া তদুপরি গরুড়ধ্বজ স্থাপিত হইল। শ্রীসুভদ্রাদেবীর জন্য দ্বাদশচক্রযুক্ত, দ্বাদশ-হস্ত বিস্তৃত রথ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি পদ্মধ্বজ চিহ্নিত হইল এবং চতুর্দ্দশচক্রযুক্ত চতুর্দ্দশহস্ত বিস্তৃত তালধ্বজ-শোভিত রথ বলদেবের জন্য প্রস্তুত হইল। শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথ নৃসিংহমন্ত্র দ্বারা, শ্রীবলদেবের রথ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা এবং শ্রীসুভদ্রা দেবীর রথ দশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎপরে বেদধ্বনি, মঙ্গলনিনাদ ও নানাবিধ বাদ্য-মধ্যে গগন-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া ছত্র, চামর, ব্যজন, ধূপ, দীপ ও পুষ্পবৃষ্টি-সহকারে দেবত্রয় আনীত রথোপরি স্থাপিত হলেন। বিষ্ণুভক্তগণ রথ টানিলেন।

তৎকালে দেবত্রয়ের রথারোহণ করিয়া মন্দির নিকটে পৌঁছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা মণিমাণিক্য-খচিত এক বিশাল দেবশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঘৃত, দধি, দুগ্ধাদি প্রতিষ্ঠোপকরণ ও ভোগ-উপকরণাদি সংগৃহীত ছিল। বহুবিধ গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি আরম্ভ হইল।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুপস্থিতি-সময়ে গালমাধবের গাল নামক রাজা উৎকল দেশ শাসন করিতেছিলেন। তিনি শ্রীমাধব নামক এক বিষ্ণুমূর্ত্তি স্বনির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন এক নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে শ্রীমাধবের সেবা স্থাপন করিলেন, (ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের কূলে গালমাধব শ্রীমূর্ত্তি আছেন লিখিত।) গাল রাজা এই সংবাদে ক্রোধান্বিত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু নীলাচলে উপস্থিত হইয়া দেব-চতুষ্টয়ের মর্ত্ত্যলোক-দুর্লভ প্রতিষ্ঠাসম্ভারাদি দর্শন করিয়া যুদ্ধাশা ছাড়িয়া নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদ্যুম্ন আনন্দিত চিত্তে বলিলেন—"লোকপিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবকে শ্রীমন্দিরে স্থাপন করিবেন। তৎ-পরে আমি শ্রীভগবানের সেবা আপনার উপর অর্পণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব। শ্রীব্রহ্মার নির্দ্দেশ মত শ্রীমন্দিরে পূজোপচার, যাত্রা, উৎসব আপনা-কে করিতে হইবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা গাল প্রফুল্ল বদনে ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে বিবিধ সেবা করিলেন। এইরূপ আয়োজনাদি করি সকলে চামরের অপেক্ষা করিতে ছিলেন।

একদা দিব্য দুন্দুভি, শঙ্খবাদ্যধ্বনি-সহিত এক জ্যোতিরাশি গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইল। জ্যোতিরাশি দ্বারা প্রথমে

সকলেরই দৃষ্টি রুদ্ধ হইল, পরে দেখা গেল যে, দেবগণ-পরিবৃত হইয়া বিমানারোহণ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় আবির্ভূত হইলেন। দেবর্ষি শ্রীনারদের অনুরোধে নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ও পাল প্রভৃতি সকলেই পিতামহকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

পিতামহ ব্রহ্মা বিমান হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের রথ সমীপে যাইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া স্তব করিলেন,—

নমো নমস্তে জগদেকনাথ
সুরাসুরৌঘার্চ্চিত-পাদপদ্ম।
নমো নমস্তাপদৈন্যৈক চন্দ্র
নমো নমঃ সাধুসুখোল্লসাব্ধে ॥

তৎপরে শ্রীবলদেবের রথ-নিকটে উপস্থিত হইয়া বিধিমতে প্রণাম করিয়া বন্দনা করিলেন,—

ফণামণিকণাকার ক্ষিতিমণ্ডলধারিণে
নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় সত্যায় দায় তে নমঃ ॥

অনন্তরে সুভদ্রাদেবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেবীকে ও পার্শ্বস্থিত সুদর্শনকে প্রণাম পূর্ব্বক স্তুতি করিলেন,—

জয় জগদ্ধাত্রি সুভদ্রে ত্বং মহেশ্বরি শুভ-
দায়িনি।
জগদানন্দরূপা ত্বং ভবকারিণি
নমোঽস্তু তে ॥
সুদর্শন মহাজ্বাল কোটিসূর্য্যসমপ্রভ।
অজ্ঞান-তিমিরান্ধানাং বৈকুণ্ঠমার্গ
প্রদর্শক ॥

তদন্তে পিতামহ ব্রহ্মার আদেশানুসারে কশ্যপমুনি ভক্ত নরপতি মহামুনিকে বরণ করিলেন। মুনিবর প্রাসাদের সকল কার্য্য শেষ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। দেবগণের সহিত ব্রহ্মা রথের নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবানকে রথ হইতে অবতরণ করাইয়া প্রাসাদ-নিকটবর্ত্তী মণ্ডপোপরি স্থাপন করিলেন। সম্মুখে চারিদিকে বেদ পাঠ হইল। দেবতাগণকে প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধোপন, মুদ্রাযুক্ত ভোগাদির দান, গন্ধমাল্য-নিবেদন প্রভৃতি করাইয়া সিংহাসন প্রতিষ্ঠা হইল। বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে পুষ্যা নক্ষত্রে একবারে শুভ প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

প্রতিষ্ঠা-মণ্ডপে উপস্থিত সমস্ত দেবতা ও নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীজগন্নাথকে উগ্র নৃসিংহরূপে দর্শন করিলেন; দেবর্ষি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন—ভগবানের মূঢ় লোকসকল সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী শ্রীজগন্নাথদেবকে দারু-ময়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অবজ্ঞা করে—এই নিমিত্ত শ্রীবিগ্রহের ঐরূপ দর্শন হইয়াছে। অনন্তর ব্রহ্মা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে নৃসিংহমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে রাজা শ্রীজগন্নাথদেবকে উগ্র নৃসিংহ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে মনোহর প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিলেন। কিন্তু চারিটী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না হইয়া একটী শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা বলিলেন—ভগবানের আদিমূর্ত্তি শ্রীনৃসিংহাকৃতি। এই দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি, পরব্রহ্মস্বরূপ। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে কোনপ্রভেদ নাই। বলরাম ঋগ্বেদ মূর্ত্তি, নৃসিংহ সামবেদ মূর্ত্তি, সুভদ্রা যজুর্ব্বেদমূর্ত্তি, এবং সুদর্শন অথর্ব্ববেদমূর্ত্তি; সমুদ্রের অক্ষয়বটমূলে নীলাচলবাসী দারুময় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া অখিল জীব অনায়াসে আত্মমুক্ত হইবে।—

"অক্ষয়বটমূলে কুণ্ডলেন সিন্ধোনীরাতে
স্থিতং।
দারুব্রহ্মীকৃতং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বা মুচ্যেত
সংশয়ঃ ॥"

অদৃষ্ট মন্দ

সে কত দিনের কথা মনে হয় না যখন আমি আমার প্রভুর সেবা ছাড়িয়া ভোগবাসনায় মত্ত হয়েছিলাম। তবে শাস্ত্র ও সাধুমুখে শুনিতে পাই যে, অনাদিকাল হইতে আমার এই বহির্ম্মুখতা। আমার এ বহির্ম্মুখতার পূর্ব্বে আমি আমার নিত্য প্রভুর, আমার একমাত্র আরাধ্য নন্দনন্দনের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি আমার সর্ব্বস্ব তাঁহারই পাদপদ্মে নিবেদিত করিয়া তাঁহারই চরণাম্বুজরূপে কাল কাটাইতাম। প্রভুও আমার আত্মনিবেদন প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া কত না সুখী হইতেন এবং কত না আদরে, স্নেহে আমাকে প্রতিপালন করিতেন। কিন্তু জানিনা কোন অশুভ মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ে ভোগপ্রবৃত্তি আমার অজ্ঞাতসারে নিজের স্থান নির্দ্দেশ করিল। ক্রমে ক্রমে সুপ্ত দশা প্রবল হইয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তখন আমি আমার প্রভুর সেবায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। প্রথমমুখে এই অসন্তোষ অন্তর্যামী প্রভুকে গোপন করিয়া কপট ভক্তি দেখাইতে লাগিলাম। পূর্ণ সত্য পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দের নিকট কি কপটতা করা চলে? আমার ভাগ্যাকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হইল। আমি আমার প্রভুর অভয়পাদপদ্ম হইতে দূরে সরিয়া পড়িলাম। হায় অদৃষ্ট!

পরব্যোম হইতে পতিত হইয়া আমি ইতর যোনিতে আসিয়া পড়িয়াছি। কখন বৃক্ষ, কখন গুল্ম, কখন নদী, কখন নির্ঝর, কখন পশু, কখন পক্ষী, কখন কীট, কখন পতঙ্গ, কখন দেবতা এবং কখন মানব হইয়া ত্রিতাপপূর্ণ সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যে সুখের আশায় নিত্যানন্দ-স্বরূপের পদসেবা ছাড়িয়াছিলাম, সেই সুখই আমাকে পদে পদে অসহ্য দুঃখ এবং অশান্তি প্রদান করিতেছে। আমি সুখের আশায় দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াও সেই দুঃখপ্রদানকারী সুখকে ছাড়িতে পারিতেছি না। কেননা আমারই কর্ম্ম, আমারই দুর্ম্মতি নষ্ট করিয়া আমাকেই কুম্ভীপাক-নরকে ফেলিয়া দিতেছে। একেই বলে 'অদৃষ্ট মন্দ'!

দুর্ব্বুদ্ধিতায় আমার এই রাজ্যে পতন হইয়াছে। অকৃতজ্ঞ আমি, নেমকহারাম আমি, আমার প্রভু-সেবা ছাড়িলেও তিনি আমাকে ছাড়েন নাই। আমি তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। আমি তাঁহাকে ঘুমাইয়া পড়িলে অবিনাশী বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিলেও তিনি আমার অজ্ঞাতে আমারই অন্তরে অন্তর্যামীরূপে বিরাজিত; আমি মনে করি, শ্রীভগবানের অজ্ঞাতসারে সকল কার্য্য করিব; কিন্তু তিনি আমার ত্রিকালের সাক্ষীস্বরূপে সকল কথা আমার ভাবনার পূর্ব্বেই জানিয়া লইতেছেন। হায়! হায়! এমন নহিলে কি তাঁর নাম গোবিন্দ হয়?

প্রভু-আমার আমাকে সুখভ্রমে দুঃখের পশ্চাতে প্রধাবিত দেখিয়া এই বিশ্বের চতুর্দ্দিকেই দুঃখপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমার সঞ্চিত কর্ম্ম যেন দুঃখ দুঃখের বস্তুই সংগত করিয়াছি, অথবা তাহার ভাবী অভাব-চিন্তা আমাকে একক্ষণও শান্তিতে থাকিতে দেয় না এবং অবশেষে বহু যত্নে সঞ্চিত বিত্ত, ঐশ্বর্য্য ও সকলের পার্থিব বস্তু আমাকে আমার সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ করাইয়া শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ দুঃখ, ভয় ও শোকাদি দ্বারে অপরাধী আমি আমাকে সাধ্য দিয়া স্বীয় চিরশান্তি-নিকেতন অশোক, অভয় পাদপদ্মে টানিয়া লইতেছেন। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'র ন্যায় আমিও বাহিরে ঘাড় নাড়িয়া মুখে মুখে তাঁহারই দয়া স্বীকার করিলেও মন কিন্তু সেই দুঃখ ভয় শোকাদিরই কাঙ্গাল! আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই এরূপ বিচার।

নিষ্কামে উদাসীন আমি, আমার প্রতি আমার প্রভু এত দয়া বিতরণ করিলেও আমি লই না দেখিয়া তাঁহার সকরুণ হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে! তিনি তখন ইহাতে সৌভাগ্য ক্ষান্ত না করিয়া স্পষ্ট কৃপা করিবার জন্য তাঁহার অভিন্ন-তনু নিজজনকে আমার কেশে ধরিয়া লইবার জন্য পাঠাইয়াছেন। প্রভুপাদ আমার বৈকুণ্ঠবার্ত্তা লইয়া ভোগবার্ত্তা-প্রাণ-বাগ্ম আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রভুদর্শকারী মুকুন্দশ্রেষ্ঠ।

সুতরাং জড়বিষয় হইতে মুক্তি-প্রদান করিয়া জ্ঞানি-যোগিমৃগ্য-মুক্তি-তুচ্ছকারী প্রেমানন্দ-প্রদানকারী মুকুন্দের সম্যক্ কীর্ত্তনে সতত নিযুক্ত। আমার কাছে আসিয়া আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি তাঁহার অতিমর্ত্ত্য স্বভাবে আমাকে জোর করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করাইতেছেন। সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রভুপাদ গুরুশিক্ষকরূপে আমার ন্যায় দুষ্ট, অশান্ত বালকের হাতে ধরিয়া কি করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয় শিক্ষা দিতেছেন। এমন ভক্তি-বিনোদ দয়ার অবতার কোনও যুগে হয় নাই, হইবেও না। আমি মুখে মুখে তাঁহাকে খুবই সম্মান করি; বাহিরে কপট ভক্তির অভিনয়ও দেখাই; কিন্তু পাছে আমার ভবরোগ চিরতরে নিরাময় হয়, আমার সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়—এই ভয়ে হৃদয়ে বিষয়-সেবাই করিতেছি। হায় অদৃষ্ট! তুমি আমাকে এমন করিলে কেন? হায় মন! তুমি কাহাকে ফাঁকি দিতেছ? চিকিৎসকের নিকট রোগের কথা গোপন রাখিলে তোমাকেই যে রোগ-ভোগ করিতে মন! সব জেনেই তোমার কথায় চলিয়া আসিতেছি। আমাকে এবারের মত ছাড়িয়া দাও; আর পতিতপাবন প্রভো! অন্তর্যামি প্রভো! আমার কপটতা সবই ত তুমি জান। আমাকে, উক্ত কৃপা করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তম-প্রদেশের কপটতা দূর করিবার ক্ষমতা দাও। প্রভো! সত্য সত্যই আমি একমাত্র দয়ার পাত্র! জগতে সকল, নিষ্কপট বহু ভাগ্যবান্ জন তোমার সেবা করিয়া তোমার দয়ার পাত্র হইয়াছেন, হইতেছেন এবং হইবেন। কিন্তু আমার ন্যায় বুদ্ধিহীন, তোমার দয়া, যে দয়ায় কৃষ্ণ পাওয়া যায়—সেই দয়া অবজ্ঞা করিতেছে। এহেন মূর্খ, নীচ, পতিতের প্রতি যদি, তুমি উদাসীন হও, তবে প্রভো! আমাকে আর দয়া করিবে কে? পতিতোদ্ধারণ প্রভো! পতিতকেই উদ্ধারের জন্য তোমার মর্ত্ত্যে আগমন আমার এত আশিও কপটতা-পরিপূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু প্রভো! তুমি ত সর্ব্বজ্ঞ, চতুর, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের অন্তর-জ্ঞাতা। সুতরাং নিজগুণে আমাকে শোধন করিয়া নিজজনের সেবায় নিযুক্ত কর। প্রভো! আমার যে আর কেহই নাই। 'বহু আত্মীয় আমার আছে' বর্ত্তমানে অজ্ঞতায় স্বীকার করিলে আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

প্রাপ্ত পত্র

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় শ্রীশ্রীচরণেষু।

প্রভো,

আমরা দীনচেতা গৃহস্থ হইলেও আপনারা পতিতপাবন অধমতারণ। অথবা স্বকার্যে উদাসীন থাকিলেও আপনাদের নিরন্তর কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আমাদিগকে উন্মুক্ত করিতেছে। আমরা বিরহমরুতে তাপক্লিষ্ট হইয়া মৃতপ্রায় হইলেও আপনাদের করুণাকণা অমৃতধারায় বর্ষিত হইয়া আমাদিগকে সুশীতল করিয়া দিতেছে। এহেন করুণাবারিধি আপনারা, আপনাদের গুণাম্বুধির এককণাও স্পর্শ করিবার যোগ্যতা মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের না থাকিলেও আত্মশোধনের জন্য কিছু না বলিয়া নীরব থাকিতে পারিতেছি না।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বতন্ত্রজনমুদা সংকীর্তনের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন। অভিন্ন-তনু দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়দেশে, শ্রীরূপসনাতন প্রভুদ্বয়কে মথুরাতে পাঠাইয়া এবং স্বয়ং দক্ষিণদেশে গমন করিয়া প্রেমদানলীলার স্বষ্ঠু অভিনয় করিয়াছিলেন। সেকথা আমরা, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর অপ্রাকৃত ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাইতেছি। কিন্তু চারিশত বর্ষ পরে আপনারাই পুনরায় সেই কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আপনাদিগকে শ্রীল নিত্যানন্দগণ ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি না।

গত ১৭ই বৈশাখ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ আমাদের গ্রামে সগণে উপস্থিত হন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বক্তৃতা ও সৌর্যবিহিত কীর্তন হইয়াছে। শাস্ত্রের দুর্বোধ্য ও সুকঠিন তত্ত্বগুলি সাধারণের সহজবোধগম্য করাইয়া দিতে আমরা আর কখনও শুনি নাই। প্রচারকগণ যে সকলেই শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগত, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে পরানুরক্তি থাকিলে যে অনুগত শিষ্যের হৃদয়ে সমস্ত শাস্ত্র স্ফূর্তি লাভ করে তাহার জলন্ত উদাহরণ সন্ন্যাসী মহারাজদ্বয়ে দেখিলাম। আমরা বিষয়ী, বিষয়ে এত মুগ্ধ যে, সর্বদা ক্লেশদায়ক বিষয় ছাড়িয়া মুহূর্তের জন্যও শ্রীহরিকথা শ্রবণের পিপাসা হয় না। কিন্তু আপনারাও আবার এত দয়াল যে অনভীপ্স ও অন্ধ আমাদিগকে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বে হরিকথামৃত পান করাইতে ছাড়িতেছেন না। রোগী যেমন রোগনাশক ঔষধসেবনে অনভিলাষী কিন্তু সবৈদ্য জোর করিয়া যেমন সেই রোগীর মঙ্গলের জন্য ঔষধ পান করান, তেমন ভবরোগাক্রান্ত আমাদিগকে আপনারা হরিনামৌষধ পান করাইতেছেন। আমরা গৃহব্রতী, অস্থায়ী গৃহের উন্নতির জন্য সর্বত্র ছুটাছুটি করি বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের সেবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। আপনারা আমাদিগকে এতদূর স্নেহ ও কৃপা করেন যে, আমাদিগেরই গৃহে আসিয়া আমাদিগের কর্ণে নামসুধা ঢালিয়া দেন। আপনারা আমাদের আরাধ্য, আপনাদিগের সর্বক্ষণ সেবা করা আমাদিগের কর্তব্য কিন্তু আমরা তাহা করি না দেখিয়া পরমার্চনীয় আপনারাও আমাদিগের গৃহে আতিথিরূপে উপস্থিত হন। অতিথি-সৎকারচ্ছলে আমরা আমাদিগের কিছু করিলাম বলিয়া মনে করিলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আপনারাই আমাদিগের প্রদত্ত অন্নাদি শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া সেই দোষরহিত অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদ দিয়া আমাদিগের অজ্ঞাতসুকৃতি-সঞ্চয়ের সুযোগ করিয়া দেন।—বাহিরে আমরা আপনাদিগের অনেক উপকার করি বলিয়া অভিমান করিলেও বাস্তবিকই আপনারাই আমাদিগের পরমার্থ সংগ্রহের অনেক সাহায্য করেন। বাহ্য দৃষ্টিতে সর্বাসমস্যাধাক হইলেও প্রাণি-জগতের বড় উপকারক তাহা অজ্ঞের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। আমরা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সেবায় পরাঙ্মুখ দেখিয়া আপনারা নিজে সেইভাবে দ্বারা সেবা আচরণ করিয়া আমাদিগকে আপনাদিগেরই সঙ্গী করিয়া লইতেছেন। ভাই বালক যেমন শতকিয়া পড়িতে চায় না, আর মঙ্গলার্থী শিক্ষক যেমন বালকের অনুগ্রাহিগণনার আছিলায় বালকের অজ্ঞাতসারে শতকিয়ার পারদর্শী করেন, তেমনি সুশিক্ষক আপনারাও আমাদিগের ন্যায় ধর্মজগতে যাইতে অনিচ্ছুক ভণ্ড বালকগণকে কত না আছিলায় ধর্মশিক্ষা দিতেছেন।

আপনারা অপার করুণাময়। আপনাদিগের করুণা লৌকিক মাতা, পিতা, শিক্ষক, গুরুবর্গের ন্যায় নহে। আপনাদিগের কৃপা সংসারাসক্তির জন্য নহে, কৃষ্ণাসক্তির জন্য। সুতরাং আপনাদিগের কৃপা অনুগতচিত্তে বিচার করিলে নিত্য নব নব ভাবে চমৎকারিতা আনয়ন করে।

আমরা সন্ন্যাসী মহারাজদ্বয়ের দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমে মহামহোৎসবে যাইবার জন্য বার বার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। হৃদয়ে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও আপনাদিগের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া মনোরথ সফল হওয়া সুকঠিন। সুতরাং প্রার্থনা যেন শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করিয়া দেবদেব শ্রীজগন্নাথদেবের কথা শ্রবণ করিতে পারি।

আপনাদের কৃপাপ্রার্থী
শ্রীমানকেতু দাস
রাধানগর, নগ ভঞ্জ

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি, এ বি, বি, টি,)

গুরুচরিত পাঠে জানা যায় শঙ্করদেব কৃষ্ণকথায় রত থাকা সত্ত্বেও গয়াতে শ্রাদ্ধাদি করিতে গিয়াছিলেন। মাধবদেবও শঙ্করদেবের আদেশে রাম রাম গুরুকে সঙ্গে লইয়া মাতৃ অস্থি গঙ্গাতে বিসর্জন করিবার উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। যথা—

'মাধবে মাতৃর অস্থি সমর্পিলে প্রীতি।
গঙ্গাতীরে যাইবে লাগি করিলন্ত মতি॥
রাম রাম গুরু সঙ্গে আনো বিপ্র বৃন্দ।
মাধব লইলা আজ্ঞা দৈয়া শঙ্কর ভ।"

তারপর যখন শঙ্করদেবের মৃত্যু হইল মাধবদেব শঙ্করদেবের পুত্র রামানন্দ দ্বারা তাঁহার প্রেতশ্রাদ্ধ স্মার্তবিধি অনুসারে সম্পন্ন করাইয়াছিলেন অনুমিত হয়। যথা—

'মাধবদেবে শঙ্করগৃহে আসিলন্ত।
গ্রামবাসী লোক যত সবে আসিলন্ত॥
রাম রাম গুরু বুঝিলন্ত হাতে ধরি।
অঞ্জলির অগ্রে তুমি কুশ দিয়া ধরি॥
হেন শুনি রামানন্দ কুশ লৈয়া হাতে
শ্রাদ্ধ করাইলন্ত রাম রাম বিধিমতে॥
পিণ্ড জলাঞ্জলি দিলা তীর্থর ভাবি।
পাপিলন্ত রামানন্দে তিন কুশ ধরি॥
করিলন্ত দ্বাদশ দিন বিধির নিয়ম।
অনন্তরে গৃহক গৈলন্ত রাম রাম॥'

রাম রাম গুরু শুনি বর্তমান বড় পেটার সত্রাধিকারের আদি পুরুষ জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি স্মার্ত পুরো ছিলেন। তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন কিনা ঠিক বলিতে পারা যায় না। কিন্তু শঙ্করের আদেশ অন্যকে বিষ্ণু মন্ত্র দীক্ষিত করাইয়াছিলেন, এ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জন্য তাঁহার বর্তমান বংশধরগণ শূদ্র শঙ্করদেবকে রাম রাম গুরুর দীক্ষা-গুরুরূপে স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন। সে যাহা হউক তিনি যে একজন স্মার্ত ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বলিয়াই বোধ হয়। তিনি মাধবদেবকে বলিতেছেন,—

'অন্যদেব পূজিবাক মোর নাহি মন।
যজমানে নেড়ে কাজে করো লো পূজন॥"

গুরুচরিত

আর যদি ধরা যায় যে, তিনি বৈষ্ণবাভিমানী ছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহার বৈষ্ণবতা কিছুই ছিল না বলিতে হয়।

(গ) শ্রীনামে শব্দসামান্য বুদ্ধি :— শঙ্করদেব পঞ্চরাত্রোপদিষ্ট মন্ত্রাদি গ্রহণ না করিয়া কল্পিত নামের কীর্তনই নিজ সম্প্রদায়ে প্রচলিত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের গ্রন্থে বহু আলোচনা করা হইয়াছে এবং এখানেও পূর্বে কিছু করিয়াছি।

(ঘ) মায়াবাদ-দুষ্ট আচারের প্রবর্তন ;—আচার হিসাবে যে সমস্ত কল্পিত মত এই সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রায় সকলই মায়াবাদ-দুষ্ট। আমাদের গ্রন্থে এ বিষয় কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভাগবত-সম্মত কোন আচার এই সম্প্রদায়ে অবলম্বিত হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে কিছু ভাগবতের আচার আছে বলিয়া বোধ হইলেও, সূক্ষ্মালোচনায় প্রত্যেক আচার মায়াবাদ-দোষ-দুষ্ট দেখা যায়। শ্রীভগবান্ গুরুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার ভজন-প্রয়াসী জনগণকে এইরূপ ভাবে বিপদাপন্ন করিয়া থাকেন। 'হেন এই গোবিন্দ ভজে। সে পাপী নরকে মজে॥'

(ঙ) মুকুন্দ নামের পূর্বে ঈশ্বরাভিমানী পুরুষ নাম ;—এই সম্প্রদায়ে মুকুন্দ নামের পূর্বে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার প্রচলিত আছে। মোক্ষবাদ হইতে এই চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন। মুক্ত ব্যক্তি ঈশ্বর হইয়াছেন, এই বলে তাঁহার নামের পূর্বে চন্দ্রবিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হয়। জীব নিত্য সেবক, তিনি কখনও ঈশ্বরত্ব লাভ করেন না। অতএব কাহারও নামের পূর্বে এই চিহ্ন ব্যবহার করিবার অধিকার নাই।

(চ) অন্যান্য অপসিদ্ধান্ত।—

(ক) বৈকুণ্ঠে সাযুজ্য-স্থান নির্দেশ—যথা কীর্তনে— শঙ্করে বুলিলে

কার স্থান বৈকুণ্ঠ॥

ব্রহ্মা মহেশ্বর উপরে প্রকাশে

বিষ্ণুর নিজ বাস।

কোটি সূর্যসম প্রকাশ করয়

আছয়েক জ্যোতির্ময়॥

সাযুজ্য মুক্তি সবারে আছ

দেব রূপে ঈশ্বর।

ভক্ত নারায়ণ সবে সন্নিধান

লোকে অতি সুন্দর।

(কীর্তন)।

পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সাযুজ্যমুক্তি নির্বিশেষব্রহ্মে লীন, তাহার স্থান বৈকুণ্ঠ-বাহিরে ব্রহ্মলোকে। যথা,—

"ব্রহ্মলোকস্তু ওমসঃ পারে যত্রবসন্তি হি ;
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ
হরিণাহতাঃ।"

এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার আমাদের গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিবরসূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

দশম খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ১০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার ঐ বিরাট গ্রন্থ আর কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আখ্যাধারী

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ১০।

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	১৲
৩।	দ্বীপ-নিদর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধকপ্রমাণ	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥
১২।	জৈবধর্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধান্তবাদী, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	প্রাকৃতরসশতদূষণী	॥
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন নয়নমনসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মানবকুল কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া দিয়া অধুনা কেবল জাতিমাত্রে প্রাধান্যলাভে চেষ্টিত হইয়াছেন। 'যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার"—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই বিচারটী ভাগ্যহীন মানবগণের আদৌ বুঝিবার অবকাশ হইতেছে না। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে দেখিয়া মৎসরতা-বশে ব্রাহ্মণোচিত কোন যোগ্যতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই গলদেশে কার্পাস-সূত্র লম্বমান করিবার জন্য ব্যস্ত হন, আবার ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তির ব্রাহ্মণোচিত কোন যোগ্যতা না থাকিলেও কার্পাস-সূত্রগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উচ্চবর্ণাভিমান প্রচারে বদ্ধপরিকর হন। মূল ব্যাপারের দিকে কাহারও কিছুমাত্র লক্ষ্য হইতেছে না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। সভাসমিতি করিয়া পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণতা রক্ষা আর কতদিন চলিবে?

মানবের শুক্র ও শোণিত প্রাকৃত বস্তু, তজ্জাত দেহও প্রাকৃত, সেই প্রাকৃত দেহের অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণত্ব কেমন করিয়া সিদ্ধ হইবে? জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও প্রাকৃত ত্রিধাতুক কুণপকে কখনও ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। বজ্রসূচিকোপনিষৎ বলিতেছেন—"* * কো বা ব্রাহ্মণো নাম। কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং জ্ঞানং কিং কর্ম্ম কিং ধার্ম্মিক ইতি। * * * যঃ কশ্চিদাত্মানম্ অদ্বিতীয়ং জাতি-গুণ-ক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মি-ষড়্ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং * * কামরাগাদি দোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণঃ।"

ব্রাহ্মণ কে? জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম, ধার্ম্মিক—ইহারাই কি ব্রাহ্মণ? বিচার—(১) অতীতানাগত অনেক দেহগণের মধ্যে জীবের একরূপত্ব-হেতু, এবং সর্ব্বশরীরগণের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-হেতু 'জীব' ব্রাহ্মণ নহেন। (২) আচণ্ডাল যাবতীয় নরগণের পাঞ্চভৌতিক দেহের একরূপত্ব এবং সমস্ত দেহের জরা-মরণ-ধর্ম্মশীল হওয়ায় আর ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ—এইরূপ কোন নিয়ম না থাকায় 'দেহ' ব্রাহ্মণ নহে। দেহ ব্রাহ্মণ হইলে মৃত পিতাদির শরীরদহনে সন্তান ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপযুক্ত হইতেন। (৩) তাহা হইলে কি জাতিই ব্রাহ্মণ? না, তাহাও নহে। ব্রাহ্মণেতর জাতি হইতে অনেক মহর্ষি উৎপন্ন হইয়াছেন। যেমন মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানপ্রতিপন্ন অনেক মহর্ষি আছেন, অতএব জাতিই ব্রাহ্মণ নহে। (৪) জ্ঞানও ব্রাহ্মণ নহে। যেহেতু ক্ষত্রিয়াদি জাতিও অনেকে আত্মজ্ঞ পরমার্থদর্শী হইতে পারেন। (৫) 'কর্ম্ম'ও ব্রাহ্মণ নহে। সকল প্রাণীর প্রারব্ধ-সঞ্চিত আগামি কর্ম্ম-সাধর্ম্ম্য আছে। কর্ম্মাভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সুতরাং কর্ম্মও ব্রাহ্মণ নহে। (৬) তাহা হইলে কি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ? না তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদি কেহ হিরণ্যদানাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে দেখা যায়। সুতরাং যিনি আত্মাকে অদ্বিতীয় জাতি-গুণ-ক্রিয়াহীন, ষড়ূর্ম্মি ষড়্ভাব ইত্যাদি সর্ব্বদোষ-রহিত সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপ—কামরাগাদি দোষশূন্য, শমদমাদি-বিশিষ্ট ভাব, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণাশা, মোহাদিরহিত এবং দম্ভাহঙ্কারাদিদ্বারা অসংস্পৃষ্টচিত্ত হইয়া বাস করেন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমে ১১।৩৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীনীলকণ্ঠ বলিতেছেন—"এতেষাং শমাদিকং যদি শূদ্রেঽপ্যস্তি তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ * * শূদ্রলক্ষণ-কামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽপি নাপি ব্রাহ্মণলক্ষণ শমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।"

অর্থাৎ এইরূপ শমাদি লক্ষণ যদি শূদ্রেও থাকে, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কামাদি শূদ্রলক্ষণ ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না, আবার শমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্রে থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত … যদি কামাদি গুণ-যুক্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই … শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি শমাদি গুণবিশিষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ।

শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ।" (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

শাস্ত্রে এইরূপ গুণ-কর্ম্মবিভাগানুসারে দৈববর্ণাশ্রমবিধানানুকূল বহু শ্লোক পাওয়া যায়। শ্রীমহাভারতে "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ", "ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥" "বৃত্তেস্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি" প্রভৃতি বহু বহু শ্লোক দৃষ্ট হয়। মনুসংহিতাও মানবমাত্রেরই ত্রিবিধজন্মের কথা স্বীকার করেন, যথা—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-
চোদনাৎ॥

শ্রুতিতে কথিত হয়—মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মের শৌক্রজন্ম, পরে উপনয়ন হইলে তাঁহার দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম লাভ হয়; তৎপরে যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তাঁহার তৃতীয় যাজ্ঞিক বা দৈক্ষ্য জন্ম হয়।

তত্র যদ্ ব্রহ্মজন্মাস্য মৌঞ্জীবন্ধন-চিহ্নিতম্।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য
উচ্যতে॥

এই তিন জন্মের মধ্যে মৌঞ্জীবন্ধন-চিহ্নিত উপনয়ন-সংস্কাররূপ দ্বিজগণের যে ব্রহ্মজন্ম, তাহাতে মাতা গায়ত্রী এবং পিতা আচার্য্য হন।

"শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন
জায়তে॥"

অর্থাৎ যতদিন না দ্বিজের ব্রহ্ম-জন্ম-লাভ হয়, ততদিন দ্বিজগণ শূদ্রের সমান থাকেন। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজোচ্যতে।" • • •

এ সকল কথা নিরপেক্ষভাবে বিচার না করিয়া কেবল জাতিমাত্রের অহঙ্কার শিষ্টসমাজে আর কতদিন গৃহীত হইবে?

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরোধী নহেন; তবে তাঁহারা আসুর বর্ণাশ্রমের ভয়ঙ্কর বিরোধী বটে। তাঁহারা চাহেন, আবার গুণ এবং কর্ম্মের বিচারানুসারে উপযুক্ত আচার্য্য দ্বারা জীবের দৈব বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্ম বিহিত হউক। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া জীব 'নারকী' সংজ্ঞালাভে বিরত হউন। সমাজ সাধু ও সাত্বত শাস্ত্র দ্বারা অনুশাসিত হউক। তাহা হইলে জীব নিষ্কপট-চিত্তে পুরোহিতগণের জন্য যত্নবান্ হইবে, অপকর্ম্ম দ্বারা কুপথে হইতে সাহসী হইবে না। কলিতে অর্থাৎ বিবাদতর্কযুগে অশুদ্ধ শূদ্রকল্প যে ব্রাহ্মণগণের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানেরও কখনও শুদ্ধতা নাই, পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি। যদি উচ্চ ব্রাহ্মণাভিমানি ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিকে ভগবৎ-পূজার অধিকার নাই বলিয়া কেবল ঘৃণাই করেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আর উন্নতি লাভ করিবেন কি করিয়া? আবার যে সকল 'ব্রাহ্মণ' …
করেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণতাই বা কোথায় থাকে? 'বুঝিয়াও বুঝিব না' ব্রাহ্মণগণের এইরূপ মতলব থাকিলে তাঁহারা কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। যদি নিজ নিজ মঙ্গল চাহেন, তাহা হইলে

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

দ্বাদশ বৈষ্ণবরাজের অন্যতম শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি চতুষ্টয়ের সেবা প্রকাশ করিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের, দ্বিষড়ক্ষর মন্ত্রদ্বারা শ্রীবলদেবের, শক্তিমন্ত্রদ্বারা শ্রীসুভদ্রাদেবীর এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা শ্রীসুদর্শন চক্রের পূজা করিলেন। দেশ-কালানুসারে কি কি ব্রাহ্মণাচারে ভক্তগণ শ্রীভগবান্ পূজিত হইবেন—ব্রহ্মা এই কথা শ্রীভগবানের শ্রীমুখাজ্ঞা জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলে দৈববাণী হইল—ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ পর্য্যন্ত আমি শ্রীদারুময়মূর্ত্তিতে বিরাজ করিব। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় আমার আবির্ভাব হওয়ায় উক্ত দিবস আমার স্নানোৎসব হইবে। অক্ষয় বটের উত্তর দিকে সর্ব্বতীর্থময় এক কূপ আছে। তাহা পরিষ্কার করিয়া তাহার জল দ্বারা উক্ত দিবস শ্রীমূর্ত্তিচতুষ্টয়কে বিধিমত স্নান করাইবে। স্নান শেষে শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিবে। অঙ্গরাগ-বিহীন শ্রীমূর্ত্তি কেহই পঞ্চদশদিবস পর্য্যন্ত দর্শন করিবে না। আষাঢ়মাস শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীমূর্ত্তি-চতুষ্টয় রথারূঢ় করাইয়া আমার প্রথম আবির্ভাব স্থান মহাবেদী গুণ্ডিচা-মণ্ডপে মহাসমারোহে লইয়া যাইবে। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির আমার জন্মস্থান। নয়দিন বাস করিয়া পুনঃ স্বস্থানে ফিরিব। মহাবেদীর নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সরোবরে পৃথিবীর সার্দ্ধকোটি তীর্থ বর্ত্তমান। তাহার তীরে আমি সপ্ত দিবস অবস্থান করিব। মাঘ শুক্লা পঞ্চমী, চৈত্র শুক্লাষ্টমী, পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্তা আষাঢ়-শুক্লা-দ্বাদশী আমার নবোৎসবের প্রশস্ত কাল। উত্তরায়ণে আমার পূজা, পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং উত্থান যাত্রা করিবে। অগ্রহায়ণে প্রাবরণ, পৌষ পূর্ণিমায় পুষ্যাভিষেক, ফাল্গুন দোলযাত্রা, চৈত্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে কামদেব পূজা এবং বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়ায় গন্ধ, চন্দন বিলেপন দ্বারা … মহোৎসব করিবে।"—শ্রীমন্ত্র-বর্ণে শ্রীভগবান এই আজ্ঞা প্রদানে শ্রীপ্রভুর ভাগ্যবান্ লোকগণকে পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন করাইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ব্রহ্মা স্বলোকে গমন করিলে … শ্রী … শিরোধার্য্য করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন … জ্যৈষ্ঠ স্নানাদি সমস্ত মহোৎসব মহাসমারোহে বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিলেন।

নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রালোচনা সদ্গুরুপাদপদ্মে থাকিয়া আলোচনা করুন, অচিরেই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইবেন। নতুবা মাৎসর্য্যানলে চিরকাল জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখের আদেশানুসারে সেই অবধি মহামহোৎসবাদি রীতিমত চলিয়া আসিতেছে। ফাল্গুন পূর্ণিমা সম্বৎসরের আদিদিন। উক্ত দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানের বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশ নামানুসারে দ্বাদশমূর্ত্তি ভক্তসকল সাম্বৎসরিক ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই ব্রতের নাম মুক্তি-পঞ্চক। যে যে মাসে যে যে পুষ্প ও ফল দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করা হয়, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল,—

মাস	শ্রীমূর্ত্তি	পুষ্প	ফল
ফাল্গুন	গোবিন্দ	অশোক	দাড়িম্ব
চৈত্র	বিষ্ণু	মল্লিকা	নারিকেল
বৈশাখ	মধুসূদন	পাটলী	আম
জ্যৈষ্ঠ	ত্রিবিক্রম	কদম্ব	
আষাঢ়	বামন	করবী	
শ্রাবণ	শ্রীধর	অতিমুক্ত	কুষ্মাণ্ড
ভাদ্র	হৃষীকেশ	মালতী	প্রাচীনামলক
আশ্বিন	পদ্মনাভ	পঙ্কজ	তিন্তিড়ী
কার্ত্তিক	দামোদর	উৎপল	নাগরঙ্গ
অগ্রহায়ণ	কেশব	বাসন্তী	ক্রমুক
পৌষ	নারায়ণ	কুন্দ	নামরঙ্গ
মাঘ	মাধব	পুন্নাগক	আতিফল

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভগবন্নিবেদিত অন্ন শ্রীমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে প্রচারিত আছে। শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ বিষ্ণুতুল্য নির্বিকার। তাহাতে স্পর্শ-দোষাদি নাই এবং যিনি মহাপ্রসাদ স্পর্শ-সৌভাগ্য লাভ করেন, তিনিও পবিত্র হন।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল-

বিচারণা॥

দেহাত্মবাদী শৌচাশৌচবিচারে মহাপ্রসাদ সেবনের কালাকাল আছে, কিন্তু সেই মাটিয়া বুদ্ধি বিধ্বস্ত করিবার জন্য জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেব একদিন অতি প্রত্যুষে ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য তখনও নিদ্রিত, প্রভুর আগমন-শব্দে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া অভীষ্ট দেবের চরণ-প্রান্তে … হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে … দর্শনবার … মহাপ্রসাদ প্রদান করি।

প্রসাদান্ন … …

… হৈল

স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন যদ্যপি … হৈল॥

চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব … গেল।

শ্লোক পড়ি … অন্ন ভক্ষণ … ॥

দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাপ্রভুর মন।

প্রেমাবেশে হৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥

তবে মহাপ্রভু বলিলেন,—

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।

আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ॥

আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।

সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥

সার্ব্বভৌমকে প্রভুর আশীর্ব্বাদ—

আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।

কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈল সদয়॥

আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।

আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥

আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন।

বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

ভক্তপ্রবর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কিছুকাল শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করিয়া গালরাজার হস্তে সেবাভার অর্পণ করিয়া দেবর্ষি নারদের সহিত ব্রহ্ম-লোকে গমন করিলেন। শ্বেতগঙ্গা ইন্দ্রদ্যুম্নের আদেশে বংশপরম্পরা ক্রমে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। তদবধি উৎকলের রাজা শ্রীজগন্নাথদেবের প্রধান সেবকস্বরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে পূজ্য হইয়া আসিতেছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র … বিষ্ণু-স্বরূপ। যেখানে শ্রীজগন্নাথ শ্রীমূর্ত্তিরূপে নিত্য-বিরাজিত। বৈকুণ্ঠ হইতে এই ধাম এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মায়াতীত শ্রীধাম মায়ারাজ্যে আসিয়া সর্ব্বদা মায়া-নিঃশেষে মায়াতীত লীলাক্ষেত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সেবোন্মুখ চিত্তে শ্রীধামের কৃপায় এই সকল তত্ত্ব ভাগ্যবান্‌ জীবের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। আমরা বারবার ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীধামে এবং শ্রীধামবাসী শ্রীভাগবতগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের শ্রীচরণে আমাদের অকপট রতির উদয় হয় এবং জন্মে জন্মে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি।

জীবস্বরূপনির্ণয়ে অধ্যাসবাদের সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

মায়া-বিমোহিত মায়াবাদী বলিয়াছেন যে, যুষ্মৎ প্রত্যয়গোচর দেহ এবং অস্মৎ প্রত্যয়গোচর আত্মা আলোক অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবিশিষ্ট, অতএব এই উভয়ের অন্যোন্যভাবও অযৌক্তিক এবং তাহাদের ধর্ম্মেরও অন্যোন্যভাবত্ব যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় যে আত্মা, তাহাতে যুষ্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় যে দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহার অধ্যাস মিথ্যা এবং উহাদের একের ধর্ম্মে অপরের ধর্ম্মের অধ্যাসও মিথ্যা। অতথায় তদ্বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট কোন কিছুর কল্পনাকেই অধ্যাস বলা যায়। রজ্জুতে সর্প ভ্রম বা শুক্তিতে রৌপ্যের ভাণ এই অধ্যাসের উদাহরণ, উহা অবিদ্যা বা অজ্ঞানেরই ক্রিয়া। এই অধ্যাসরূপ অবস্থার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভপূর্ব্বক বস্তুর স্বরূপ-নির্ণীত হওয়াই বিদ্যা বা জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। শুক্তির শুক্তিত্ব বা রজ্জুর রজ্জুত্ব দর্শনই বস্তুর স্বরূপ দর্শন। যতদিন না অবিদ্যা নাশ হয়, ততদিন অধ্যস্ত বস্তুকেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া বোধ হয় এবং সেই কারণেই আত্মা-নাত্ম বস্তুর পরস্পরের অধ্যাসবশেই যাবতীয় লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার চলিতেছে। দেহেন্দ্রিয়ে 'আমি আমার' এই অধ্যাস সংস্পর্শরহিত আত্মার প্রমাতৃত্ব থাকিতে পারে না, উহা কেবল জ্ঞানস্বরূপ কিন্তু জ্ঞাতা নহে। একমাত্র আত্মা ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর যে অনুভূতি, তাহা অধ্যাস মাত্র, সুতরাং জীবও অধ্যাসমাত্র। সৃষ্টি-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহও এই অবিদ্যা-কল্পিত ঈশ্বররূপ—নিমিত্ত ও উপাদান কারণের অজ্ঞানকল্পিত সৃষ্টিই প্রতিপাদন করিয়াছেন ইত্যাদি।

অতঃপর অধ্যাসবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে, অবশ্য জড়াভিনিবেশ বশতঃ জীবের যে আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মনুষ্য, আমি পশু ইত্যাদি ব্যবহার, সে কেবল অধ্যাসরূপেই চলিতেছে, একথা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাই বলিয়া প্রমাণ, প্রমেয়, বেদ, শাস্ত্র, জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি সমুদয়ই অধ্যাসমাত্র, একথা বলা কেবল বাগ্‌বৈখরী মাত্র। মায়াবাদভাষ্যে—"যুষ্মদস্মৎ প্রত্যয় গোচরয়োঃ * * * তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যা ইতি মন্যন্তে" এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রযুক্তিসম্মত—একথা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু তৎপরেই যে বলা হইয়াছে যে, 'তমবিদ্যাবিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি'।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, হে মায়িকরূপগণ! তোমাদের এই যুক্তিটী কোন বেদাদি প্রমাণবলে পাইয়াছ বলিতে পার? তোমরা বলিয়াছ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং শাস্ত্রাদি সমস্ত অবিদ্যাবিদগের জন্য হইয়াছে। অধ্যাসবাদের মূল ধরিয়া যদি একথা বলিয়া থাক, তবে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ, তাহাও কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? অধ্যাসের সংস্কারবশে জীবের মিথ্যা জ্ঞান হইতেছে বলিয়া শাস্ত্রাদি সমুদয় মিথ্যা হইয়া পড়িবে ইহার হেতু কি? কেহ যদি কদলী বৃক্ষকে তেঁতুল বৃক্ষ বলিয়া ভ্রম করে এবং কদলীর মিষ্টত্বাদি ধর্ম্ম তেঁতুলের ধর্ম্ম বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লয়, তাহা হইলে কি সত্য সত্যই কদলী ও তেঁতুলের স্ব স্ব স্বরূপের ধর্ম্ম মিথ্যা হইয়া যাইবে? এস্থলে লোকে ভ্রমকারীকেই প্রমাদগ্রস্ত বলিবে, কিন্তু বৃক্ষদ্বয়কে কখনই মিথ্যা বলিবে না।

আরও মায়াবাদ-ভাষ্যে যে বলা হইয়াছে—'ন আত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে' ইহাতে মাত্র কল্পনারই প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কারণ আত্মার প্রমাতৃত্বধর্ম্ম অস্বীকার করিলে, জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হওয়াও কোন প্রকারে সম্ভব হইতেছে না এবং আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে জীবের অবিদ্যাধ্বংসও হইতে পারে না এবং অবিদ্যানাশ না হইলে মোক্ষ-প্রসঙ্গেও কোন প্রকারেই উত্থাপিত হইতে পারে না, অথচ শাস্ত্র বলিতেছেন আত্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক অবিদ্যানাশ হইলেই জীবের মোক্ষ হয়। অবিদ্যাগ্রস্ত আত্মারই যখন মোক্ষবিদ্যালাভ হয়, তখন আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম, অর্থাৎ আত্মাকে প্রমাতা বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেইজন্য সূত্রকার ব্যাসদেব 'জ্ঞোঽত এব' সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। অতঃপর মায়াবাদিগণ আপনাদিগকে শ্রৌতপন্থী বলিয়া বাজারে জানাইবার জন্য শ্রুতি অঙ্গীকারের ছলনা করিয়া যে কৌশলে শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত আশয় ত্যাগ করিয়া অনিষ্টরুচিগত অর্থ-কল্পনা করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ মায়াবাদী যে সকল শ্রুতি-বাক্যে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা কল্পিত অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক জড়মুক্তিবাদ বা মায়াবাদ স্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা যে উক্ত শ্রুতিসমূহের প্রকৃত আশয় নহে, তাহা বলা যাইতেছে। মায়াবাদিগণের উপনিষৎসাগর হইতে কয়েকটি শ্রুতি মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক এবং তাহারও আবার কল্পিত অর্থ করিয়া অবশিষ্ট শ্রুতি সকলকে অসঙ্গতজ্ঞানে পরিত্যাগ করা কখন প্রমাণের আধার বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। শ্রুতিমাত্রেই যখন অপৌরুষেয় তখন তাহার মধ্যে কখন পরস্পর বিরোধ থাকিতে পারে না। নিজেদের যুক্তিবাদী অপবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত এবং শাস্ত্রবাদী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য অদ্ধকুক্কুটী ন্যায়াবলম্বনে যে শ্রুতি অঙ্গীকারের ছলনা, তদ্দ্বারা কখনও তাঁহারা নিজদিগকে শ্রৌতপন্থী বলিয়া প্রচার করিতে পারেন না।

মায়াবাদী ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ কল্পনা করত 'অস্থূলমনণু' ইত্যাদি শ্রুতিবলে জীবকেও প্রমাতা বলেন না। কিন্তু উক্ত শ্রুতিবলে ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চ প্রতিপাদিত হয় না, পরন্তু প্রাকৃত দৃষ্টিতে ব্রহ্মে যে সকল ধর্ম্মের প্রতীতি হয় তাহার নিষেধই এই শ্রুতি উপদেশ, কিন্তু অন্য শ্রুতিতে ব্রহ্মের যেরূপ ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে, কেবল তদ্রূপ ধর্ম্মই স্বীকার্য্য, তাহা না করিলে বেদবাক্যকে প্রমত্ত প্রলাপ বলিতে হয়, কিন্তু একথা কোন ভগবদ্ভক্ত আস্তিক ব্যক্তি বলিবেন না, প্রচ্ছন্ন নাস্তিক বা মায়াবাদীর মুখেই এই প্রকার উক্তি শোভা পায়।

অপর শ্রুতির 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা' প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্মব্যতীত অন্য কোন দ্রষ্টা বা শ্রোতার নিষেধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা জীবের দ্রষ্টৃত্বের ও শ্রোতৃত্বের বাধা হইতেছে না, কারণ 'নাম রূপ-নির্দ্দেশঃ' এ কথার অর্থ তাহাই

ধনুর্দ্ধর হইলেও রাম ব্যতীত আর কেহ ধনুর্দ্ধর নাই, একথা বলা যায় না, কিন্তু ঐ বাক্যের প্রকৃত আশয় এই যে, রামের মত আর কেহ ধনুর্দ্ধর নাই, সেইরূপ উক্ত শ্রুতিতে যে ব্রহ্মেরই সজাতীয়ত্ব কথিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ব্রহ্মাংশজীবের পরিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা অপ্রতিপন্ন হইতেছে না। অতঃপরও যদি মায়াবাদী বলেন যে, জীবের প্রমাতৃত্ব না থাকার কল্পনা যাহা তাঁহারা করিয়াছেন উহা শ্রুতিসিদ্ধ, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বেদবিরোধী নাস্তিক বা বৌদ্ধ বলা ব্যতীত আর কি বলিব?

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এ পি, বি, টি,)

(খ) বৈকুণ্ঠ গমনে নৌযানের কল্পনা,—নারায়ণ বৈকুণ্ঠ নৌকা লইয়া শঙ্করদেবকে বৈকুণ্ঠে নিতে আসিলে শঙ্কর দেব বলিতেছেন,—

"ভকতক এড়িয়া যাইবাক ন পারো।
তোমাসাক এর পরা হাত যোড় করো॥
হেন শুনি ভক্ত সবে মন দৃঢ় করি।
নৌকা লৈয়া গৈলা পাছে বৈকুণ্ঠ
নগরি॥"
(গুরু-চরিত)।

ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানুমোদিত নহে। "স্বরূপেতে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"—এ সিদ্ধান্তানুসারে স্বরূপে সকলেই গোলোকেতেই অবস্থিত আছেন। প্রাকৃতাবস্থানেরই জ্ঞান তিরোহিত হইলেই বৈকুণ্ঠাবস্থিতি জ্ঞান স্বতঃই উদিত হইবে।

(গ) মাধব দেবের প্রয়াণের ব্যাপারে মায়াবাদ—

"দৈব্য দরি মাধবদেবে মন স্থির করিলন্ত।
কণ্ঠে মালা জাপ্য করি নামক থাপন্ত॥
এক নাম নিয়া আত্মাত থাপিলা।
আত্মাক নিয়া পাছে অনন্তত থাপিলা॥
অনন্তক নিয়া পাছে অণ্ডকোষত
থাপিলা।
অণ্ডকোষক নিয়া নিজ নামত থাপিলা॥
নিজ নাম নিয়া পাছে ভূমিত থাপিলা॥
বিজুলি চমক মারি মাধব দেব গৈলা॥"
(গুরু-চরিত)।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুর কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য! বৈষ্ণবগণ এইরূপ সামঞ্জস্য—এইরূপ চিজ্জড় সমন্বয়-বাদ আদৌ সমর্থন করেন না।

এইরূপ আরও বহু অসৎ সিদ্ধান্ত এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীতে দৃষ্ট হয়, মোটের উপর বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদিতে নাই বলিলেই হয়।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, শঙ্করদেবের মতকে শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিধ্বনি বলিয়া ব্যাখ্যা না করিলে তাঁহার আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির সামঞ্জস্য কিছুতেই করা যাইবে না। সাকারে ফাঁক রাখিয়া নিরাকারে মুক্তি স্থাপন করিলেই তাঁহার সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য হইবে। তাঁহাকে বৈষ্ণব মতের প্রচারক বানাইতে গেলে কোন পণ্ডিতই তাঁহার বিরুদ্ধ বাক্য সমূহের সামঞ্জস্য করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়গুলির আলোচনা করিতেছি।

২। ঈশ্বর-তত্ত্ব

বেজবরুয়া মহাশয় মায়াবাদ সম্বন্ধে যে ভ্রান্তি পোষণ করিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে যৎসামান্য চেষ্টা করিব। অবশ্য নিরীশ্বর মায়াবাদীর সহিত ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাওয়া বৃথা বিড়ম্বনা। ইহাতে বিতণ্ডারই সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাস্তবিক বেজবরুয়া মহাশয় যদি বৈষ্ণব সাজিতে প্রয়াস না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত এইরূপ আলোচনা বহু পূর্ব্বে বন্ধ করিতে হইত। এক্ষণে তাঁহাকে প্রকৃত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী দর্শন করিলে সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মায়াবাদ-প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, শঙ্করদেব-প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ে নির্ব্বিশেষ সিদ্ধান্তপর বিচার-প্রণালীর সমাদর লাভ করিয়াছে। বেজবরুয়া মহাশয়ও কিছু পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ মত সমর্থন করিয়াও উহাতে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবতা অপ্রমাণিত হয়, ভয়ে সম্প্রতি সবিশেষ সিদ্ধান্তের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে যাইতেছেন। বড় ভাল কথা। জীব মাত্রই স্বরূপে বৈষ্ণব; কৃষ্ণদাস্যই তাহার স্বভাবগত ধর্ম্ম। আমরা প্রত্যেককে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত দেখিলে পরমানন্দিত হইব। বেজবরুয়া মহাশয় 'ঠাকুর রাখিব, কি বৈষ্ণবকুল রাখিব' ইত্যাকার সন্দেহদোলায় আর অধিককাল দোদুল্যমান না থাকিয়া বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ বৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনে অতিবাহিত করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের সকাতর নিবেদন।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বাপর সিদ্ধান্ত যথাঃ—

(১) "বৈকুণ্ঠর অধিপতি যদিও নিরাকার, নির্ব্বিকার তথাপি তেওঁ ভকতর অর্থে যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। ধরিছা মূর্ত্তি ভকতর পদে।" (কীর্ত্তন-ঘোষা) "শঙ্করদেব" (৬০ পৃষ্ঠা)

(২) "মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, দ্বারকার কৃষ্ণ পরমব্রহ্ম পরমতত্ত্বর মনুষ্যরূপে অবতার। পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ *'idea'*, আরু অবতার কৃষ্ণ *Its expression.* অবতার কৃষ্ণ *Divine and human*। মনুষ্যরূপে তেওঁ ঈশ্বরর পূর্ণ প্রকাশ। তেওঁ নর, কিন্তু নরোত্তম আরু সেই দেখিয়েই নারায়ণ।" বাঁহী ১৩শ বৎসর, ৭ম সংখ্যা।

(৩) "নারায়ণই বস্তু কৃষ্ণ তাহার মনুষ্যরূপ।"—বাঁহী ৬ষ্ঠ আশ্বিন সংখ্যা ১৩৩৫। ইহা আমাদের গ্রন্থ "বৈষ্ণব ও বিষ্ণু-পূজক" এর সমালোচনাস্থলে লিখিত। তিনি তাঁহার উপরি উক্ত সিদ্ধান্তগুলির সমর্থনের জন্য তিনটি শাস্ত্রবাক্য ও একটি শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্যের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

(ক) প্রবিষ্টং মানুষং দেহং সকং
প্রপশ্যামহম্।

(খ) যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি।
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥
ভাঃ ৩।৯।১১

(গ) ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার।
(চৈঃ [illegible])

(ঘ) পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশান্মায়াময়ং
রূপং সাধকানুগ্রহার্থং।
—শারীরক ভাষ্য।

(৪) ভক্তই মুক্তি লভি বা ভক্তি করি তার আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপে মুক্তি লভিও ঈশ্বরত লয় যাবলৈ প্রার্থনা নকরে, ঈশ্বরর সমীপ লাভ দাসরূপে তেওঁর চরণ-সেবা-সুখ লভিবলৈ হে আকাঙ্ক্ষা করে।

উপরি উক্ত মত-চতুষ্টয়ের কতক নির্ব্বিশেষ সিদ্ধান্তপর আর কতক সবিশেষ সিদ্ধান্তপর। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ সিদ্ধান্তদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞানের অভাবই যে এইরূপ উক্তিবিভ্রমের উৎপাদক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি যে পরস্পর বিরোধাত্মক আমরা তাহাই প্রথমে প্রমাণ করিব।

তাঁহার (২) সংখ্যক সিদ্ধান্তে যদি পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ নারায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথম তিনটি সিদ্ধান্তই সমাধান বোধক। তিনি বলিতে চাহেন যে নারায়ণও পরতত্ত্ব, কৃষ্ণ তাঁহার পূর্ণ মনুষ্যরূপ এবং এই নারায়ণ নিরাকার ও নির্ব্বিকার। কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্তের সহিত (৪) সংখ্যক সিদ্ধান্তের বিরোধ হইতেছে। কারণ সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত যদি পরতত্ত্বে নির্ব্বাণ লাভ না করিয়া সেবক ভাবে স্বীয় পৃথক্ অবস্থান বজায় রাখেন, তাহা হইলে তৎকার্য্য দ্বারা শ্রীভগবানের প্রভু হিসাবে পৃথক্ অবস্থান সিদ্ধ হয়। সুতরাং যাঁহার অবস্থিতি আছে, তাঁহার বিশেষত্বও আছে। তিনি নিরাকার নহেন, সাকার; আবার নিরাকার ও নির্ব্বিকার তত্ত্বের রূপধারণ নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি তিনি ভক্তের জন্য রূপধারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাতে রূপধারণ সম্বন্ধে জ্ঞান, রূপধারণের জন্য ইচ্ছা ও রূপধারণরূপ ক্রিয়া, এই তিন শক্তির অবস্থান স্বীকৃত হয়। শক্তিমান তত্ত্ব মাত্রই সাকার।

বেদে শ্রীভগবান্ সাকার ও নিরাকার সগুণ ও নির্গুণরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। সাকার ও সগুণ এই বিশেষণদ্বয় শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতরূপ ও গুণব্যঞ্জক এবং নিরাকার ও নির্গুণ এই বিশেষণদ্বয় তাঁহার প্রাকৃতরূপ ও গুণ নিষেধক। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে কোন অপূর্ণতা বা হেয়তা নাই।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
ভাঃ ১।২।১১

তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন। তত্ত্বতঃ ভগবান্ বিষ্ণু ব্যতিরেক চিন্তাশীল জ্ঞানিগণ তাঁহাকে জড়ের দিক্ হইতে দেখিতে গিয়া এবং তাঁহাকে জড়ের বিপরীত অবস্থায় লক্ষ্য করিয়া, 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম নিঃশক্তিক ও নিরাকার। শাঙ্কর বৈদান্তিকগণে এই চিন্তাস্রোতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যোগিগণ সেই তত্ত্বকে জগতের ভিতর দিয়া দেখিতে গিয়া তাঁহাকে পরমাত্মরূপে দর্শন করিয়াছেন। এই পরমাত্মা জগদন্তর্গত তত্ত্ব বিশেষ। এই দর্শনদ্বয়ে ভগবত্তত্ত্বের দুইটী দিক্ দৃষ্ট হইয়াছে মাত্র, ইহাদের প্রত্যেকটিতে দর্শনের অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভক্তের দর্শনে এই অপূর্ণতা নাই। তিনি ভগবৎকৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে 'সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুঃ।' তিনিই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা ও ভক্তের ভগবান্। তিনি জড়ের বিপরীত অবস্থায় লক্ষ্য হইয়া নিঃশক্তিক, নির্দ্ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও শক্তিমান ও সগুণ। তিনি জড়ের ভিতর দিয়া লক্ষিত হইয়া বিশ্বাত্মরূপে প্রতিপন্ন হইলেও, নিত্য শুদ্ধ, চিত্তত্ত্ব। তিনি ভগবান্, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী—; সগুণ হইয়াও পূর্ণ এবং সাকার হইয়াও অনন্ত। যথা ভাগবতে (২।৯।৩৪)—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত দেবতির্য্যগাদি উচ্চ নীচ ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও যেরূপ অপ্রবিষ্টভাবে অবস্থান করে, আমিও সেইরূপ সর্ব্বভূতে (সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট হইয়াও পৃথক্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান থাকি।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে [illegible] বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের [illegible] নূতন [illegible] হইয়াছে—নিম্নলিখিত আসন [illegible]

১। [illegible]াসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]শাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

[illegible] মূল্য ৪০্ চৌত্রিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ
ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ৩০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮্।
[illegible] সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিখ্যাত চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

[illegible] হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল যাঁহারা [illegible] ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই [illegible] গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে [illegible] গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ পাওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে
হাতে লইতে পারিবেন

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	১্
৩।	দীপ-[illegible]	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	[illegible]
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	[illegible]
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৴১০
৮।	গৌড়ব্রজোদয়:	৸
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
১১।	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮্
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	[illegible]	১্
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible] চক্রবর্ত্তী-টীকা ও [illegible]	২
১৪।	[illegible]	॥
১৫।	শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-[illegible]	[illegible]
১৭।	শ্রী[illegible]	।০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম খণ্ড)	১্

রাস্তসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/-/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সহজবোধ্য ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজ ও ছাপা সুন্দর। ভিক্ষা ।০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভাগ্যহীন মানবকুল পাপপুণ্যে বিজড়িত এবং কৃষ্ণভক্তিগন্ধ-শূন্য। কেহ অতি ঘৃণ্য পাপাচরণ, কেহ বা পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অহর্নিশ কেবল ইন্দ্রিয়বিষয়-ভোগেই প্রমত্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। যাহাতে ঐ বিষয়-ভোগেচ্ছারূপ ভবরোগ দূর হয়, এরূপ কৃষ্ণভক্তির সামান্যগন্ধমাত্রও তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে।

কেহ পাপ, কেহ পুণ্যে করে
বিষয়-ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে
যায় ভবরোগ॥
(চৈঃ চঃ আ ৮।২)

পাপ এবং পুণ্য উভয়েরই পরিণাম যে এই জড়ীয় ব্রহ্মাণ্ডে গতাগতি, তাহা কেহই বুঝিতে চাহেন না। সাধারণ চক্ষে পাপকর্ম্মটী বড় খারাপ দেখায় বলিয়া অনেকে তদ্বিপরীত পুণ্যকর্ম্ম অবলম্বন, কেহ বা জ্ঞানাবলম্বক হন; কিন্তু পাপের ফল যে নরক ও পুণ্যের ফল যে দেবলোক, ক্ষীণ-পাপ বা ক্ষীণপুণ্য হইলে যে আবার ঘুরিতে ঘুরিতে সেই মর্ত্ত্যেই আসিয়া পড়িতে হয়, তাহা কাহারও চিন্তার বিষয় হয় না। জগতের এইরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দর্শনে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিলেন—

পাপে না করিহ মন,
অধম সে পাপিজন,
তারে মন দূরে পরিহরি
পুণ্য সে সুখের ধাম,
তার না লইও নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি॥

পাপী এবং পুণ্যবান্ উভয়েই ঋগ্‌যজুঃসামোক্ত কর্ম্মকাণ্ডাসক্ত আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর কামকামী, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সম্বন্ধজ্ঞান, কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্তি ও ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যাবলম্বন ব্যতীত তাঁহারা কখনও শুদ্ধ-কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর ভক্তিপন্থারূঢ় হইয়া জন্মমরণমালার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। জীবগণ নিত্য-প্রাপিকা গতির আদর না করিলেও যতদিন ফলভোগানুসন্ধানপর কর্ম্ম ও নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য না পাইতেছেন, ততদিন তাঁহারা শুদ্ধকৃষ্ণভক্তগণের কোন বিচারই গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পাপ-পুণ্যবিচারপরায়ণগণের বুদ্ধি প্রাকৃত ভূমিকায় বিচরণ করে বলিয়া তাঁহারা শ্রীভগবানের অনন্যশরণ নিত্যাভিযুক্ত ভক্তগণের যোগক্ষেম-বহনলীলায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, কামকামনা-মূলে নানা দেবোপাসক হইয়া দেবতান্তরে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিরূপ নামাপরাধ করেন, অবর কুলোদ্ভূত ভগবদ্ ভক্তকে পাপী অথচ কামকামী ব্রাহ্মণব্রুবকে পুণ্যাত্মা জ্ঞানে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর নামাপরাধের আবাহন করেন। পাপ ও পুণ্যের সঙ্কীর্ণবিচার-প্রমত্ত জনগণ শ্রীভগবদ্গীতোক্তি-

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি
স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি
যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা
ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য।
ভজস্ব মাম্॥"

—এই সকল বাণীর তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিতে পারেন না যে, সম্বন্ধজ্ঞানশূন্যাবস্থায় জীবের ভদ্রাভদ্র, ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সদসৎ, শুভাশুভ বা পাপপুণ্যবিচার সমস্তই কৃষ্ণভক্তিবাধক সংসার প্রাপক। শ্রীভগবচ্চরণে একান্তভাবে শরণাগত হইলেই পাপপুণ্য [illegible] হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। [illegible] শ্রীভগবান্ কহিতেছেন—সহজদুরাচার অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিত স্ত্রীসকল তথা বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণও আমার অনন্যভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে আমি সদা সদাই তাহাদের দুষ্কৃত্যারম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহ বিধুনন করাইয়া তাহাদিগকে পরমগতি প্রদান করিয়া থাকি। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের জাতিবর্ণাদি-সম্বন্ধীয় কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই। অন্ত্যজজাতি-সকলও যখন আমার বিশুদ্ধ ভক্তির অধিকারী এবং তাঁহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণভক্তির বাধক হইতে পারে না, কেন না ভক্তিদেবীর আবির্ভাবে তাঁহাদের চিত্তের সমস্ত পাপপ্রবৃত্তি অতিশীঘ্র প্রশমিত হয়, তখন 'পুণ্যবান' বলিয়া অভিমানী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেরও যে স্বরূপগত ভক্তিসম্বন্ধীয় আচার দ্বারা পুণ্যফলরূপ অমঙ্গল শীঘ্র দূরীভূত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং এই অনিত্য ও অসুখময় লোকে পাপপুণ্যের বিচার-মুক্ত হইয়া নিত্য অনন্তানন্দস্বরূপ আমাকে লাভ করিয়া আমারই নিরবধি ভজন কর।"

শ্রীগীতার এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক অতঃপর আর কেহ "পাপী ঘৃণার্হ, সুতরাং ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ অযোগ্য পাত্র আর পুণ্যবানই পূজ্য, সুতরাং ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তির যোগ্য" এরূপ মৎসরতামূলক বিচারের পক্ষপাতী হইবেন না। পাপপুণ্যবিচারাতীত ভগবদ্‌ভজনকারীই 'বড়', তদ্ভিন্ন সকলেই ছোট, সুতরাং বড়'র ঘৃণাপাত্র না হইয়া কৃপাপাত্র—ইহাই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সিদ্ধান্ত। স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র—ইহারা সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে কৃষ্ণানুশীলনপর হইলেও যে ইহাদিগকে জাতি-সামান্য বুদ্ধি করিতে হইবে, তাহা কোনও সাত্বতশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে।

ভক্তি অন্যাপেক্ষা-রহিতা, তিনি নিখিল সদাচার বা পুণ্যের জননী। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে জীবের আর কোন কদাচার বা পাপ থাকিতে পারে না। তবে ভক্তি উদিতা হইলে যে পরিমাণে জীবের কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর রুচি কমিতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও ইতররুচি বলপ্রকাশ পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করিলেও তাহা সাধুসঙ্গক্রমে অচিরেই দূরীভূত হয়, তজ্জন্য ভক্তি দূষিতা হন না। শ্রীভগবানের অনন্যভক্তিপথারূঢ় জীবের কখনও বিনাশ হয় না। সুতরাং ভগবদ্ ভক্তকে কখনও পাপপুণ্যবিচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহাতে কখনও জাতিবিচার প্রয়োগ করিতে হইবে না। বৈষ্ণবে জাতিবিচারই হইয়াছে আমাদের যত সর্ব্বনাশের মূল। গীতা, সকলেই স্বীকার করি বলি, অথচ গীতোক্ত গুণ-কর্ম্ম বিভাগানুসারে বর্ণাশ্রমবিধান কেহই স্বীকার করিব না, কেবল প্রাকৃত শুক্র-শোণিতাভিমান বজায় রাখিবার জন্যই আমাদের যত চেষ্টা পড়িয়া গিয়াছে। মৃত্যু আমাদের নিকটবর্ত্তী। যমদূতগণ কেহ আমাদের জাতিবিচার করিয়া সম্মান দিবেন না। তাই কোন মহাজন গাহিতেছেন—

মনরে কে আর কর অভিমান।
মরিলে পাতকী হয়ে
যমদূতে যাবে লয়ে
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর
স্বর্গভোগ অতঃপর
তাতে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুই জনে
দণ্ড পাবে একসনে
জন্মান্তরে সমান বিধান।
তবে কেন অভিমান
লয়ে তুচ্ছ বর্ণমান
মরণ অবধি যার মান।
উচ্চবর্ণ দর্প ধরি
বর্ণান্তরে ঘৃণা করি
নরকের না কর সন্ধান॥
সামাজিক মান লয়ে
থাক ভাই বিপ্র হয়ে
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হয়ে
বিবাদ জাহাজ লয়ে
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান।
তবে যদি কৃষ্ণভক্ত
সাধ তুমি যথাশক্তি
সোনায় সোহাগা পাবে স্থান।
সাধক হইলে সুত
সর্ব্বলাভ ইহামুত্র
দেবে করিবে স্তুতি-গান।

নীলাচলে—চন্দনযাত্রা

বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া হইতে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উৎসব বা শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে নৌকাবিহার লীলা হয়। এই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয় বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোবিন্দদেব নর্ত্তন-গীত-বাদ্য-জয়ধ্বনি উত্থিত মহাসমারোহের সহিত নরেন্দ্রসরোবর তটে প্রত্যহ শুভাগমন করিয়া লোকাবোধে জলকেলি করিয়া থাকেন। এই সময় যখন গৌড়ীয় ভক্তগণ গৌড়মণ্ডল হইতে "রাঘবের ঝালি" সহ শ্রীক্ষেত্রে

[illegible]

… ভাবের যখন শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে আসিয়া জগন্নাথদেবের উপস্থিত হইল, তখন তথায় গৌরগোষ্ঠীর সুপ্রাচীন শ্রীল [illegible]পাদ ও গৌরভক্তগণ এবং উৎকলবাসীগোষ্ঠী একত্র মিলিত হইয়া এক অনির্বচনীয় [illegible] আনন্দস্রোতের উত্তাল প্রেম-

[illegible]

আত্ম-কাহিনী

[illegible]

উচ্চ হউক বা নীচ হউক বিষয় ভোগ সকল জন্মেই সমান। বরং মনুষ্যগণ প্রাকৃতিক নিয়মে ভোগে অন্য প্রাণী অপেক্ষা অধিক ভোগকামী [illegible] সুখভোগে প্রমত্ত জীব সকলই উদ্বিগ্ন।

দেবজন্মে মানববাঞ্ছিত ভোগেও তাহাতে ভোগাভিনিবেশ অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। আর প্রাণিজন্ম মানবজন্ম হইতে নিকৃষ্ট ত বটেই, অধিকন্তু বিবেকভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সুতরাং মানবজন্মের বিশেষত্ব দেবজন্ম অথবা ইতর জন্মে লাভ হয় না।

[illegible]

এ জগতে আমার অনেক [illegible] আছেন [illegible] আত্মীয়-স্বজন [illegible]

[illegible] আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আমার ভোগ-লালসা বৃদ্ধি পায়, তাই তাঁহাদিগের মায়া মমতা ত্যাগিয়া বেশ গ্রহণ করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়ি।

এখন আমি সন্ন্যাসী। আমার সঙ্গে এখন আর কেহই নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমি বাহিরে নিঃসঙ্গ হইলেও আমার বিষয়-সঙ্গ যে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িতেছে না। বিষয় আমাকে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমার চক্ষুটী আমার খুবই প্রিয় কিন্তু সে সর্ব্বক্ষণ রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রূপজ মোহগ্রস্ত। কর্ণটী শব্দ শ্রবণ করিয়া নিজেকে সুখেরই দাস করিয়া দিতেছে। এইরূপ আমি আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারে বিষয়ের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত আছি। জাগ্রত অবস্থায় বিষয় গ্রহণ ত করিয়াই থাকি এমন কি নিদ্রাঘোরেও তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছি না।

আমি অনেক সময় মনে করি যে, [illegible]

[illegible]

নির্য্যাণ

[illegible] বুধবার অপরাহ্ন [illegible] সময় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] সেবাপরাধ [illegible] দাস বাবাজী মহাশয় [illegible] নাম গ্রহণ করিতে করিতে সজ্ঞানে শ্রীযোগপীঠে [illegible] লাভ করিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় উক্ত বুধবার প্রাতেই তাঁহার স্বধাম প্রয়াণের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দেহরক্ষার পূর্ব মুহূর্ত্তেও তাঁহাকে কয়েকবার 'ঐ যে প্রভু আসিয়াছেন' একথা বলিতে শুনা গিয়াছে। শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ বাবাজী মহাশয়কে স্নান করাইয়া তাহার দ্বাদশাঙ্গে তিলক সেবা করিয়া এবং প্রসাদী পুষ্পমাল্যাদি মস্তকে ও বক্ষে দিয়া উচ্চ নামসংকীর্ত্তনের সহিত তাঁহার দেহকে শ্রীনামভজনে লইবার ব্যবস্থা করেন এবং তৎপর শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা-ধৃত সংস্কার দীপিকোক্ত বিধানানুসারে তাঁহার বক্ষে সমাধিমন্ত্র লিখিয়া যথারীতি নাম সংকীর্ত্তন মুখে মুহুর্মুহুঃ গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির সহিত সমাধি প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীযোগপীঠের প্রায় সমুদয় ভক্ত ও পারিষদপীঠের ছাত্রবৃন্দ—এই সমাধি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

অনুচানমানার বাগ বৈখরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত [illegible])

শাঙ্কর বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মকে নিরাকার ও নির্বিকার বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। নিরাকার ও নির্বিকার এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা তাঁহারা নিজ মত [illegible] করেন। [illegible]

[illegible] ঘটিয়াছে। [illegible] তাকে কতক্ষণ এই ভেদ-দর্শন থাকিবে; কিন্তু মায়ার [illegible] ভেদ-দর্শন আর সম্ভবপর হয় না। তখন কেবল মাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে, এবং জীব নিজকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করিয়া চির-কালের জন্য ভেদদর্শনের হাত হইতে নির্ব্বাণ লাভ করেন। শঙ্কর দেখেন—

'মায়াতে যে দেখয় বিবিধ সম্বন্ধ।

* * *

তোমাক বুঝিবে হেন কোন অজ্ঞ জন ॥'

'ভকত কৃপালু, কৃষ্ণ এই বুদ্ধি,

ঘুচালা সবারে মায়া।

নিজ ব্রহ্মরূপ [illegible] করিল প্রকাশ,

সবারো লুকাইল কায়া ॥'

প্রভৃতি বাক্যে এই সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে। মায়াবাদ প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখকবর্গ মহা-শয়ও 'নিরাকার ও 'নির্বিকার এই বিশেষণ দ্বয় এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন অনুমিত হয়। কেন না, তিনি শাঙ্কর বৈদান্তিকের মত ও বৌদ্ধমত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন— "পণ্ডিতগণ বলেন শঙ্করাচার্য্য নিরীশ্বরবাদী নহেন বরং তার বিপরীত। বৌদ্ধমত ও নির্গুণব্রহ্মবাদ দুইটি পৃথক বস্তু নহে। গুণের দিক্ হইতে দেখিলে নির্গুণ ব্রহ্ম শূন্য। এইটি বৌদ্ধের লক্ষ্য। আবার অনন্তের দিক্ হইতে দেখিলে ব্রহ্ম পূর্ণ। এইটিই বৈদান্তিকের লক্ষ্য।" তাঁহার পূর্ব্বাপর

সমস্ত গবেষণাতেই ভগবান্ অমৃতক বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তিনি [illegible]

[illegible] বলিতে হইবে। এক্ষণে বেদব্যাস মহাশয়ের [illegible] পরিচয় [illegible] কিঞ্চিৎ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। তিনি বলিতেছেন যে, নির্বিশেষ [illegible] এবং তিনি এক অনির্বচনীয় [illegible] করিয়াছেন। যথা,—

[illegible] ভগবতো মায়া [illegible]

[illegible] বাধ্য যুজ্যেত নিগুণস্য বৃহতঃ

ক্রিয়াঃ ॥

প্রথম, এই শ্লোকটী পূর্ব্বপক্ষ প্রক-রণের অন্তর্গত, সিদ্ধান্ত প্রকরণের অন্তর্গত নহেন। তিনি কি প্রকারে ইহা সিদ্ধান্ত-রূপে গ্রহণ করিতে পারেন? ইহা একটি প্রশ্ন। বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ চিন্মাত্র। তিনি মায়াতীত হওয়ায় নির্বিকার, এবং প্রাকৃত গুণাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট। সুতরাং তাঁহার পক্ষে গুণ-ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া সত্তাদিগের অভিনয় কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? উত্তরে মৈত্রেয় মুনি বলিতে-ছেন—

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।

ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্ ॥

জড় বন্ধন হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ভগবানের জড় বন্ধন তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, ভগবানের স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত যোগমায়া দ্বারা এইরূপ বন্ধন সম্ভবপর হয়।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় হইতেছে শ্রুতি—

১। শব্দব্রহ্ম বস্তুতঃ কি নির্বিশেষ?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিচারশীলো [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] শেষ সীমায় কল্পনা করেন, [illegible] শ্রুতিকে অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকে প্রতি-পাদন করেন। নির্বিশেষ ও সবিশেষত্ব— ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,— ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রধান হইয়া উঠে, কেননা জগতে সবিশেষ তত্ত্ব অস্পৃষ্ট হয় না।

শব্দের দুইটি বৃত্তি—অভিধা ও লক্ষণা। অভিধা বৃত্তির দ্বারাই বেদের মুখ্যার্থ উপলব্ধ করা যায়, লক্ষণায় শব্দের বিপরীত অর্থ উপলব্ধ হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও শ্রুতি এই প্রমাণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণই প্রমাণ-শিরো-মণি, অন্যান্য প্রমাণ শ্রুতির অনুগত হইলেই প্রমাণ-মধ্যে গণ্য, স্বতন্ত্র নহে। শ্রুতি-বাক্যের অভিধা-বৃত্তিলব্ধ যে অর্থ, তাহাই মুখ্যার্থ; তাহাই প্রমাণ। ইহার লক্ষণা করিতে গেলেই ইহাকে অনুমানের অধীন করিয়া ইহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। শ্রুতিবাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজকৃত সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের

মুরারি [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

(ক্রমশঃ)

মহামহোৎসব

চুরুকোন্দা [illegible]

[illegible]

[illegible] সংকীর্তনবিশা-রদ [illegible]। শ্রীনামসংকীর্তন [illegible]। [illegible] ভক্তের প্রসাদবিতরণপূর্ব্বক শ্রীমৎ প্রসাদ সেবনকালে 'জয় শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কি জয়' নামের বিপুল কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়াছিল। [illegible] অভিরামভাবে এই মহামহোৎসব পরম সমারোহে সমাপ্ত হইবে, সজ্জনগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ইতি—

শ্রীমহাদেব দেবশর্ম্মা

চুরুকোন্দা, মানভূম ॥

শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠ

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত [illegible] প্রসিদ্ধ শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠে গত [illegible] বৈশাখ হইতে [illegible] বৈশাখ পর্য্যন্ত দিবস চতুষ্টয় মহাসমারোহের সহিত শ্রীপাদ ভাগবতদাস ব্রহ্মচারী মহোদয়ের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সংকীর্তন, পাঠ, বক্তৃতা ইষ্টগোষ্ঠী অনুক্ষণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফালীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। একদাগেই প্লীহা লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয়

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে লোপ হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার ম্যারফালীনই একটী জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।/০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও জাল
শিশি ৮০ আনা, ডজন ৮
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, স্বপ্নবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই ... মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

মানুষের ভোগ-লালসা এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহাদের ভগবদনুশীলনের নামে যাহা কিছু, তাহাতে একমাত্র আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপরতা, ব্যতীত আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থের যেখানে সুবিধা, সেইখানেই মানুষের ভজনোল্লাস, যেখানে তাহা নাই, সেখানে তাঁহাদের অভজনও নাই। ভাগবতের পাঠক, বক্তা ও কীর্ত্তনীয়ার ভাবোন্মত্ততা, ব্রাহ্মণ গোস্বামী বৈরাগীর বদনের ব্রাহ্মণত্ব, গোস্বামিত্ব ও বৈরাগ্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির আধিক্য এবং ন্যূনতানুসারেই লক্ষিত হয়। ভক্তাঙ্গের বাহ্যানুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নাই, অথচ অক্ষুণ্ণ ভক্ত্যনুকূল কোন বিচারেরই পক্ষপাতী নহে। যদি আর মানবসমাজের ভক্ত্যনুকূল বিচার গ্রহণ করিবার মত সৌভাগ্য ও সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে সত্যের আদর করিতে গিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষাকেই সর্ব্বোচ্চতম আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার ও তাঁহার নিজজনগণের আনুগত্য ব্যতীত বিন্দুমাত্রও বিপথে চালিত হইতেন না, নির্ম্মৎসর হইয়া শ্রীগৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তসিদ্ধান্তবাণীর আদর করিতে পারিতেন। জগৎ বুঝিতেন, কাহাকে বলে ভক্তি আর কাহাকে বলে ভুক্তি—একই ভক্ত্যঙ্গযাজন একজনের পক্ষে কিরূপে ভগবদনুশীলন হয়, আর অন্যের পক্ষেই বা তাহা কিরূপে তদিতরবিষয়ানুশীলন হইয়া পড়ে। ভুক্তি ও ভক্তির পার্থক্য বুঝিতে না পারা পর্য্যন্ত মানুষ যত কিছুই ভক্তিচেষ্টা প্রদর্শন করুক না কেন, তাহা কখনই ভক্ত্যনুকূল হইতে পারে না। এবং তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গ বহুজন্ম ধরিয়া যাজন করিলেও কোন লাভ হইবে না।

শ্রীধাম স্বয়ংরূপ শ্রীভগবানের স্বয়ং-প্রকাশবিগ্রহ মূলসঙ্কর্ষণ-প্রকটিত শ্রীভগবল্লীলাক্ষেত্র—শুদ্ধসত্ত্বৈক্য, লীলা বা লীলাশক্তি। তিনি ভক্তিপথারূঢ় জীবের সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয়। অভক্তগণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ চেষ্টাদ্বারা তাঁহাকে যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রকট করিবার চেষ্টা করিলেও ধৃষ্টতাবাদাদি-প্রদান করিয়াই ব্যতীত তাঁহাদের প্রকটন কখনও সম্পাদন হইবে না। প্রাকৃত ঐতিহাসিক ও ভোগোলিকের বিবদমান সিদ্ধান্ত কখনই শ্রীধাম-নির্ণয়ের পক্ষে অনুকূল নহে। শ্রীধাম যদি কোন প্রাকৃত স্থানবিশেষ হইত, তাহা হইলে আমরা না হয় তন্নিরূপণকার্য্যে প্রাকৃত মানবকল্পিত বিচারাদি স্বীকার করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা যখন নহে, তখন তাহাতে কোনপ্রকার প্রাকৃত বিচার প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা বহু বহু প্রবন্ধে আরোহপন্থিগণের বিচারে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের বর্ত্তমানতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার অসারবত্তা প্রমাণ করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি না করিয়া আমরা বর্ত্তমান শ্রীধামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি নামক মহাপরাধ হইতে সাবধান হওয়ার জন্য আধ্যক্ষিক বিচার-প্রমত্ত ধামনির্ণয়কারিদলকে অনুরোধ করিতেছি। মহৎসঙ্কাশে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী সার্ব্বভৌম মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রমুখ মহাজনগণের নির্দ্দিষ্ট সত্যের অবমাননা কখনই ভক্ত্যনুকূল বিচার-পুষ্ট নহে, উহাকে ভক্তিপ্রতিকূল বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যপর বিচার ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। ভক্ত-বাক্যসত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর তাঁহার ভক্তবাক্যের উল্লঙ্ঘন কখনও সহ্য করেন না।

হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
(কিন্তু) ভক্তস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥

সংবাদ

গৃহি-বাউল সমিতি খুলনা ও যশোহর হইতে কয়েক বৎসর হইল শিয়ালদহে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সেই ঘরপাগলা-সমিতির ভক্তি বিদ্বেষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী-সভা নামে প্রাকৃত সহজিয়ার দলে আদৃত হইত। সেখানে অনেক ভক্তক ধারি-গোস্বামী মধু-ভোগবাদীর সাহচর্য্যে ক্যাকড়ার মেঠোদলের নায়কের গান শুনিতেছেন!

গৃহি-বাউলদিগীতে সিদ্ধ ক্যাকড়া মেঠোদলের, নেতা ঘরপাগলা মতের পোষক-সম্প্রদায়ের নিকট যে সকল আবোলতাবোল কথা বলিবেন, তাহা ঘোষঘাট-দলের কাগজে কলমে স্থান পাইবে। কিন্তু ঘর-পাগলাদল গৌর-বিরোধী।

সত্যের বিরুদ্ধে দল পাকাইলেই যে তাহাদের বুদ্বুদ্-ফেনা স্থায়ী হইবে, তাহা নহে। তুবড়ীর মত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের দাপে মত্ততা প্রকাশ করিয়া গৌর-সেবা-বিমুখতাই তাহাদের চরমলভ্য হইবে। সুতরাং তের প্রকার অপ-সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা-নিবন্ধন চৌদ্দ নম্বর পুরাণ'র অঙ্গ গৃহি-বাউল দল। ক্যাকড়ার মেঠোদল গৃহিবাউলগণের লক্ষমান স্কন্ধে তিব্বত-দেশীয় প্রাণী বিশেষের কথার উদ্দীপন করান।

অদ্বৈতপ্রভুর চিত্রে দাড়ি-সংযোগ ঘোষ-ঘাটে প্রলুব্ধ সম্প্রদায় অনেক দিন হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ভোগ-বাউলদিগের বিচার-প্রণালীতে শ্রীগোপাল ভট্টপাদের সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা-পদ্ধতির আদর নাই। আদর আছে প্লেনচেটের, ভূত-প্রেতবাদের, আদর আছে মায়াবাদের।

কয়েক বৎসর আগে ঘরপাগলা সম্প্রদায় জাতি-গোস্বামি সম্প্রদায়কে অযথা অনেক কুবাক্য প্রয়োগ করিত। এখন তাহাদের ধামাধরা হইয়া মৌভোগে মধু ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। মৌয়াফল অদ্ভুতত্তা উৎপন্ন করে বলিয়াই মৌভোগী ওখানে ঋদ্ধে পাইয়াছে।

প্রাতঃ-স্মরণীয় ভক্তবর পাঁচথুপীর সিংহজী যে শুদ্ধভক্তির কথা আলোচনা করিতেন, সেই কথা নাশ করিবার জন্য সেই গ্রামের মাদক-দ্রব্যের পক্ষপাতি সম্প্রদায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মধ্যে প্রবেশাকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলে আফিম, গাঁজা, তামাক ও রসগান ছাড়িতে হইবে।

প্রাকৃত-সহজিয়ার দুর্ব্বুদ্ধি নাশ করিবার জন্য গোস্বামী-বটুক একাদশ বৃন্দাবনে গাছতলায় বসিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের অনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া যে সকল ঘরপাগলা-সম্প্রদায় এক বুঝিতে আর বুঝিতেছেন, তাঁ'রাই বলেন, ব্যভিচার না করিলে বৈষ্ণব সিদ্ধ হয় না। এরূপ বৈষ্ণবের বালাই লইয়াই মরি।

সব আশাকত একাট্টা হইয়া যদি শিক্ষার অনাদর করে, তাহা হইলে সুশিক্ষা উঠিয়া যাইবে না, যদি উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে ঐ একাট্টা ওয়ালা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে ঘরপাগলামার পুকুরে কাদা মাখাইয়া ফেলিতে পারিত। ভাগবতগ্রন্থখানি পেটিকা-বদ্ধ হইত। কিন্তু আজও ঐ সকল গ্রন্থের আদর আছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ঘরপাগলাগণের মলিন জলে তলাইয়া যায় না। পরন্তু ঐ রকম গেঁড়োদল মহাকরে আসিয়া পড়িলে, কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়ে, আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সেরূপ ভক্তিবিদ্বেষী পাপপ্রবৃত্তি, মহাভাগবতের নিকট মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না।

আনন্দ

বিশ্বের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, দেখা যায়, সকলেই ছুটিতেছে। পশু বলুন, পক্ষী বলুন, কীট বলুন, পতঙ্গ বলুন—সকলেই ছুটিতেছে,—মানবের ত কথাই নাই! সকলেই নিজ নিজ ভাব গোপন করিয়া, যতদূর পারা যায় অপরের অলক্ষ্যে অজানা ভাবে ছুটিতেছে।

একটু স্থির হইয়া যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায় অথবা নিজের মনের অন্তঃস্থলে অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যায় বা বুঝিতে পারা যায় যে, সকলেই ছুটিতেছে আনন্দের জন্য!

আনন্দ কি? না অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি। অভীষ্ট বস্তু কি?—তাহার নিশ্চয়তা নাই। কেননা বহু জীবের অভিলষিত বস্তু বহু। আবার একই জীব বিভিন্ন বস্তুর অভিলাষী। এ বিশ্বে কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, আমার মাত্র এই কয়টি বস্তুর প্রয়োজন। বাসনার ভাণ্ডারযুক্ত মন, যে মন সর্ব্বদা চঞ্চল, যে মন বাসনার পক্ষদ্বয়ে আরোহণ করিয়া অনন্ত, অসীম আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, সেই মনের কি বাসনার শেষ আছে? পথশ্রান্ত পথিক শ্রান্তি দূর করিবার জন্য যদি চঞ্চল মেঘের ছায়াকে অবলম্বন করে, আর সেই জন্য যেমন তাহার শ্রান্তি দূর না হইয়া উত্তর উত্তর বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ আনন্দ-পিপাসু জীবকুল অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতে ক্ষণিক আনন্দ লাভ করিল বলিয়া মনে করিয়া পরিণামে নিরানন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকে।

বিশ্বপতির বিশ্ব-প্রকাশ কার্য্যটী বিশেষ চমৎকারিতা-পরিপূর্ণ। এখানে জীবকুল যে আনন্দকে জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা জ্ঞান করিয়াছে, সেই আনন্দ-পিপাসা প্রথমে জীবহৃদয়ে জাগরূক হইয়া তাহাকে প্রমত্ত করে। আনন্দ লাভের জন্য সে ছুটাছুটি করিতে থাকে, কিন্তু অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির অন্তরায়, বাধা বিপত্তি এবং অপ্রাপ্তি তাহাকে প্রথমমুখে নিরানন্দের পূর্ব্বাভাস দেখাইতে থাকে। আবার বহু কষ্টে যদিও অভীষ্ট বস্তু লাভ হয়, সেই বস্তু চিরদিন থাকে না, থাকাকালে অপরের লোভ উৎপাদন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপ ভোগবাধা উপস্থিত করে এবং অবশেষে আশাযুক্ত জীবকে নিরাশার দৃশ্যটী ভালভাবে দেখাইয়া দেয়। কিন্তু বিশ্বপতির মায়াশক্তি মায়াদেবীর এমনই কুলান-কৌশল যে, নিরাশান্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তি সেই অন্ধকারেই আশার আলোক-লাভাশায় পুনরায় ছুটিতে থাকে।

সারা বিশ্বে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বিশ্ববাসীর জগাটী এই ভাবে পতিত।

[illegible] কই ছুটিলা! এই [illegible] কোন দোষ নাই। [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ। ইহা জীবের [illegible] ফল।

এমন একটা মোহ জীবকুল মগ্ন যে, [illegible] অনাদি [illegible] প্রেম আনন্দের পশ্চাতে ছুটি [illegible] ভোগ করিয়াও [illegible] ছাড়িতে পারিতেছে না। এখানে এমন একজন নাই যে, [illegible] বুঝিয়া সতর্ক হয় এবং [illegible] সাবধান করে। এ বিশ্বে যে, [illegible] দেখতে দুটী চক্ষু সকল প্রাণীর আছে বটে; কিন্তু সে চক্ষু [illegible] তাই অন্ধের [illegible] কেবলিই।

ওহে বিশ্ববাসি! আর কতকাল [illegible] এই ভাবে ছুটিবে? আর কতকাল [illegible] তোমরা আনন্দের সন্ধানে [illegible] করিবে? তোমরা কি কেহই [illegible] স্থির চিত্তে চিন্তা করিবে না যে, এ বিশ্বে কেহ আনন্দ পাইতেছে না? [illegible] অতীত [illegible] আশায় জীব [illegible] অনাদিকাল হইতে ছুটিতেছে [illegible] কিছুই [illegible]—কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা।

ওহে বিশ্ববাসি! আর কেন? আমাদের পূর্ব পূর্ব যুগে এবং বর্তমানে সকলেই [illegible] উপার্জ্জক [illegible] জীবন, [illegible] করিয়াছে। কিন্তু কেহ সফলকাম না হইয়া [illegible] করিয়াছে, তখন আমরা আর সে [illegible] ছুটিব না।

বিশ্বের কেহই আমাদিগকে [illegible] দিতে পারে না; বিশ্ব [illegible] [illegible] পার্ষদগণের এই উপদেশ। [illegible] মালিক ছিলেন, চরাচর [illegible] সকলের আদি, মূল এবং সকল কারণের কারণ তিনি আর কেহই নহেন—সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান! তিনিই [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] নাই!

এহেন [illegible] আবার এত কৃপালু যে, তিনি [illegible] ঘোর কলি-যুগে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ। তিনি করুণার অতল সমুদ্র। তিনি উত্তম, অধম বিচার না করিয়া, [illegible] হউক, [illegible] হউক, যে হউক সে হউক, [illegible] দয়া করেন। [illegible] যেমন [illegible] কিছু [illegible] তিনি মূল [illegible] সকল [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] [illegible]

সব কালে [illegible] অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ রায়ের শ্রীচরণে অনুরক্ত হও। [illegible] মিলিয়া আমাকে কৃপা কর যেন [illegible] নিত্যকাল [illegible] শ্রীপাদপদ্ম ছায়ায় জীবন [illegible] পারি।

অপরা একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

শ্রীল [illegible] কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণৈকাদশীর মাহাত্ম্য [illegible] [illegible] তুমি [illegible] উত্তম প্রশ্ন আমার নিকট উত্থাপন করিয়াছ। এই একাদশী 'অপরা' নামে [illegible] করিয়াছে। ব্রহ্মহা, গোহত্যা, [illegible], পরনিন্দা, পরস্ত্রী-গমন, কূটসাক্ষী, [illegible], কূটলেখক [illegible] একাদশীব্রত [illegible] হইতে নির্মুক্ত হয়। [illegible] [illegible] বিদ্যাদান [illegible] নিজ [illegible] অপরা [illegible] সমস্ত [illegible] হইলে প্রয়াগে [illegible] স্নানের [illegible] অথবা কাশীতে [illegible] উপবাস দ্বারা, [illegible] ভোজনাদি [illegible] কেদার-তীর্থ দর্শনে, [illegible] এবং [illegible] দানে [illegible] পুণ্য-[illegible] একমাত্র অপরাব্রতপালনে [illegible] লাভ হয়। ইহা পাপদ্রুমের কুঠার, [illegible] দাবাগ্নি, [illegible] এবং [illegible] কেশরী। [illegible] এবং [illegible] কেবল মনুষ্যই [illegible] হয়। অতএব অপরা [illegible] [illegible] বিষ্ণুলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী ভক্তি [illegible])

[illegible] অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর পুরুষ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] দেখিতে [illegible] পাপ-পুণ্য-[illegible] [illegible] করিয়া নিস্তার ও [illegible] [illegible]।

"[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible]।
[illegible]"
—— (শ্রীভাঃ [illegible])

সেই পুরুষ ধর্ম্মের প্রভু অর্থাৎ স্বামী। তিনি [illegible] প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই জগতের [illegible] সর্বদোষ-নির্মুক্ত [illegible] বাধা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি লোক-[illegible] [illegible] মূর্তিমান [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] নাই।

[illegible] সম্বন্ধীয় [illegible]। [illegible] [illegible] ॥ (শ্রীভাঃ [illegible])

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ শ্লোক "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" এবং দশম স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোক "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" [illegible] কীর্ত্তন করেন।

"কৃষ্ণ"—এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
দেহ কান্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বর্ণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে পীতবরণ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৩৩ ও ৩৬)

অতএব সাত্ত্বতীয় শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত [illegible] বিপ্রলম্ভরসাত্মক পরিপূর্ণ বিগ্রহ। এই বিগ্রহ একমাত্র শ্রীপারমার্থিক [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] [illegible] [illegible] পণ্ডিতগণ জগতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভাব [illegible] পাপের বাহুল্য হেতু নিগূঢ় মহাবদান্যতা [illegible] [illegible] অক্ষম থাকেন। তবু শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ শ্রীল বাসুদেব সার্বভৌমের মত [illegible] [illegible] ছিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-কটাক্ষ ব্যতীত শাস্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয় না। তাঁহার সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—

"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥"
(ভাঃ ৭।৯।৩৮)

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি এই [illegible] নর, তির্য্যক, ঋষি, দেব, মৎস্য [illegible] লোকসকলকে পালন কর এবং জগৎ-বিরোধী [illegible] বিনাশ কর; হে মহাপুরুষ! [illegible] যুগানুরূপ ধর্ম্মকে [illegible] কলিতে [illegible] নাম [illegible] কেননা [illegible] কেবল [illegible] প্রকাশ করেন নাই।

[illegible] জ্ঞান [illegible] [illegible] [illegible]—
"[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible]।
[illegible]॥"

[illegible] [illegible] কীর্ত্তিত [illegible]—

"[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible]॥"

[illegible] শ্রীভগবদ্বচন—"অহমেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥"

শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ তত্ত্বসন্দর্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে [illegible] লিখিয়াছেন—"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্। কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল মহাপ্রভুর উক্তি—"তুমিয়া আছিনু জীব সাগর ভিতরে। [illegible] [illegible] হুঙ্কারে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "ধর্ম্মসেতুর ব্রাহ্মণ-[illegible]" শ্লোকে এবং "[illegible] কৃষ্ণ অবতারী [illegible]। [illegible] চৈতন্যরূপে [illegible] অবতার॥ অতএব চৈতন্য গোসাঞি [illegible]॥" [illegible] শাস্ত্রীয় [illegible] প্রকট থাকিতে [illegible] না দেখে [illegible] [illegible] না দেখে [illegible]॥" [illegible]

[illegible] অভক্ত-[illegible] [illegible] চৈতন্যচন্দ্র [illegible] [illegible] চৈতন্যদেবের মতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদিগের [illegible]। [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] বস্তুকে [illegible] [illegible] [illegible] কাল, [illegible] আচ্ছন্ন [illegible] করিতেছে, [illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরকে [illegible] [illegible] বিচরণ করিয়া থাকেন। [illegible] কটাক্ষ ভিন্ন [illegible] হয় না।

শ্রীচৈতন্যের [illegible] [illegible] না করিয়া শুধু সংসার-দেহের [illegible] সদা [illegible] পালক হওয়ার বাসনা ছাড়া আর কিছুই নহে। অনেকে মনে করেন, [illegible] যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কনক-কামিনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মধ্যভাগে উপস্থিতির বিজ্ঞাপক। প্রচুর পরিমাণে তুর্ক [illegible] দ্বারা নিরন্তর চর্বিতচর্বণই সংসার-সুখানুসন্ধান ও [illegible]নের হেতু। একমাত্র শ্রীগৌরভজন ব্যতীত ইহা প্রকৃষ্ট রূপে কেহই অবগত নহেন।

'বৈরাগ্যাদি গুণো যাদৃগ গৌরভক্তেষু দৃশ্যতে।
তাদৃশ গুণলেশোঽপি কাপ্যন্যত্র ন দৃশ্যতে'॥

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এস্‌, বি, টি,)

২+ ঈশ্বরতত্ত্ব

শঙ্করাচার্যকে বৈষ্ণবাচার্যগণ মহাদেবের অবতার বলিয়াই জানেন। বেজ-নক্ষা মহাশয় তাঁহাকে আর অন্য কিছু বলিতে জানুন ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। তাঁহার প্রচারিত মত যে কল্পিত মত তাহাতে বৈষ্ণবাচার্যগণের মতদ্বৈধ নাই এবং ইহাতে শঙ্করদেবেরও এক মত। 'আমার বলে তুমি কেন কার-[illegible]। শাস্ত্র করি মধ্যস্থ লোক [illegible]-[illegible]' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা তিনি এতৎ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। "'গুরু-ভক্তি গোবিন্দ ভজ' লোকে বেজনক্ষা মহাশয়ের শ্রদ্ধা। সুতরাং তিনি এতৎসম্বন্ধে শঙ্করদেবের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া আরও অন্য কোন পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত শ্রবণে প্রয়াসী হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ'—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে শঙ্করাচার্য পরম বৈষ্ণব। তিনি অসুর বিমোহনের জন্যই মায়াবাদের প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু নিজে মায়াবাদী নহেন। "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌ করণে॥"—প্রভৃতি 'চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্র' তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাব ব্যক্ত করিতেছে। "তাঁহার উপরে মহাপ্রভুর ক্রোধ নাই, ক্রোধ তাঁহার মত-প্রচারীর উপরে"—কথা তিনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের নিন্দা দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধ অর্জন করিতে উপদেশ তিনি কাহাকেও করিতে পারেন নাই। সত্ত্বর এবার প্রচারের জন্য অসত্যের আবির্ভাবের প্রয়োজনকেও তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা মতের [illegible] না হইয়া অসৎ অভক্ষণ [illegible] প্রবৃত্তি [illegible] পরিচয় প্রদান করেন, তিনি তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন। [illegible]

আচার্যের দোষ নাহি তিঁহ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ।"

অদ্যাবধি শঙ্করাচার্যের মতকে পণ্ডিত বলিয়া গর্ব করিয়াও, কুট মতবাদ-বাচক সমস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। বর্তমানে যাঁহারাই ঐকে একান্ত করিয়া, 'ব্রহ্মমার্গে চৈতন্য-কৃষ্ণ অনুভূতি বিচার চাই'—এই অহঙ্কারে মনঃপ্রাণ ন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই পরিণামে অশেষ অতল জলধিতলে নিমজ্জিত হইয়াছেন। ভাগবতের—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

—এই বাক্যে উক্তই আরোহপন্থীর অধোগতি স্পষ্টতঃ সমর্থন করিয়াছেন। বেজনক্ষা মহাশয়ও তদ্রূপ চেষ্টা অনাদর করিয়া বৈষ্ণবমত আলোচনা করিতে গিয়া ঠিক একই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি যে প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া বৈষ্ণবমত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে তিনি যে তাহাই ধরিবেন, তাঁহার সেই [illegible] আলোচনা করিতে চাহেন, তাহা একটিবার জ্ঞান করিয়া তাঁহার মুখে শুনিয়া লওয়া তাঁহার কর্তব্য ছিল। তিনি এই নীতি লঙ্ঘন করিয়া সাধারণ যুক্তিরও বাহিরে গিয়াছেন বলিতে হইবে।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥
(শ্বেঃ ৩।১৯)

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
(ঈশোপনিষৎ ৫ম মঃ)

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
(শ্বেঃ ৬।৮)

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥
(তৈঃ ২।৭)

উপরি উক্ত শ্রুতিবচন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রীভগবান্ প্রাকৃত হস্ত-পদাদি-বর্জিত হইয়াও অপ্রাকৃত রূপবিশিষ্ট। তিনি অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট এবং সর্ব রসের আকর রসময় ভক্তি দ্বারা তিনি প্রাপ্য হইয়া ভক্তকে আনন্দ প্রদান করেন এবং তিনিও পরানন্দের অধিকারী হন।

(২। এই গৌরতত্ত্বকে, কৃষ্ণ না নারায়ণ?)

উঁহারা সকলেও পুরুষ।
[illegible] ভাগবতে [illegible] ব্রহ্ম [illegible]॥
শ্রীমতে ভগবৎ প্রোক্তং [illegible]
উপাসতে॥

শ্রীঃ [illegible]

এই ভাগবত সর্ব আদিতে কল্পে ভগবান্ ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন সুতরাং ইহাকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য না বলিয়া ব্রহ্মসূত্রকে ইহার সূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিলে ভাগবতের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শিত হয়। আধুনিক আমাদের সূত্র ও সূত্রের ভাষ্য [illegible] ভাষা বৈদিক ভাষার তুলনায় আধুনিক বলিয়া যদি উহার আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ভাষার আধুনিকত্বে শাস্ত্রের গৌরব কিছু অপ্রমাণিত হয় না। মনুষ্যের ভাষার পরিবর্তনের সহিত শাস্ত্রেরও ভাষার পরিবর্তন অনিবার্য হইতে পারে। ইহাতে বৈষ্ণবাচার্যগণের মতদ্বৈধ নাই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা [illegible] একমাত্র বৈষ্ণবগণের বিষয়। পুনঃ এ গৌরহরি কৃষ্ণ ও তাঁহাদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, ইহার গৌরবময় মহিমাও প্রোথিত রহিয়াছে।

'অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে [illegible]॥'

বৈষ্ণবাচার্যগণ কৃষ্ণকেই অদ্বয় জ্ঞান বলিয়া জানেন। কৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলা, ধামাদি নিত্য [illegible] প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] বিশিষ্ট কৃষ্ণের মহিমা [illegible] বলিতেছে। এই রূপ [illegible] তাঁহার অদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই [illegible] মায়াবাদীর অপরাধময় চিন্তা [illegible] জ্ঞানের চমৎকারিত্ব উপলব্ধি [illegible] সমর্থ হয় না।

একই কৃষ্ণ বিভিন্নরূপে [illegible] নিকট প্রকটিত প্রকট [illegible] ভক্তের স্বরূপগত রতি [illegible] বৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ। [illegible] পঞ্চ প্রকার যথা,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কৃষ্ণ এই পঞ্চরসের দ্বারা উপাসিত হন। দাস্যের আবার দুইভাগে বিভক্ত—গৌরব দাস্য ও [illegible] দাস্য। যাঁহাদের স্বরূপে শান্ত ও গৌরব-দাস্যরসের মধ্যে কোনটির একটি প্রকাশিত থাকে, তাঁহারা সাধারণতঃ ঐশ্বর্যপ্রধান নারায়ণ বিগ্রহের সেবায় আকৃষ্ট হন। সনকাদি ঋষিগণ শান্তরসের ও হনুমানাদি ভক্তগণ গৌরবদাস্যরসের [illegible]। ইঁহারা কখনও কৃষ্ণের মাধুর্য [illegible] করেন। আবার যাঁহাদের স্বরূপে [illegible] দাস্য রস হইতে মধুর রস পর্যন্ত যে কোনটির বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা কৃষ্ণ-রূপে প্রীতি প্রকাশ করেন। নারায়ণের [illegible] তাঁহাদের [illegible] সম্বন্ধ [illegible]। বৃন্দাবনের চিত্রক, পত্রক, [illegible] প্রভৃতি দাস্যরসের রসিক, [illegible] সখ্য [illegible] [illegible] বাৎসল্য [illegible] মধুর রসের রসিক ও [illegible] [illegible]

কৃষ্ণ নিত্য দ্বিভুজ ও গোলোকধামে তদ্রূপ নারায়ণ চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠপতি হন অথচ কৃষ্ণই নারায়ণরূপে বৈকুণ্ঠে প্রকাশিত রহিয়াছেন। এইজন্য শাস্ত্রে কৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ। এই কৃষ্ণ ও নারায়ণ বিগ্রহ নিত্য সাকার, নিরাকার নহে। শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত চতুর্ভুজ নারায়ণরূপকে [illegible] নিজের বাক্যের উক্তি ছাড়া আর অন্য কিছুই নহে এবং বেণু-[illegible]-শোভিত দ্বিভুজ শ্যামরূপকে, যাহা কৃষ্ণ স্বরূপে প্রকট করাইয়াছেন, মনুষ্য [illegible] [illegible] [illegible] হইতেই [illegible] হয়।

এরূপ শাস্ত্র-প্রমাণ-দ্বারা উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে যৎসামান্য প্রয়াস করিব। অবশ্য এরূপ প্রবন্ধে শাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর হইবে না। আমরা [illegible] দিগ্‌দর্শন করিব মাত্র।

'একমেব [illegible] পরমতত্ত্বং'। [illegible] পরতত্ত্ব এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হন। যথা কঠে (৩।২।২)—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]॥

[illegible] 'তত্ত্বং' [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

ব্রহ্মসংহিতার উপরি উক্ত বাক্যে 'পরম' ও 'ঈশ্বর' এই দুই বিশেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্যনিরপেক্ষ ঐশ্বর্য [illegible] বাঞ্জিত হইয়াছে, অন্যথা কেবল 'ঈশ্বর' বলিলেই হইত। আবার কৃষ্ণের বিগ্রহ যে সচ্চিদানন্দময়, ইহাও উক্ত বাক্য দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে। বেজনক্ষা মহাশয় [illegible] উক্ত সংখ্যায় এই শ্লোকটির এক তরফ [illegible] করিয়াছিলেন।

"[illegible] কৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"—(গোঃ তাঃ পূঃ ২০) 'একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি'—[illegible] (১।২।৩) '[illegible]'—ভাঃ ১০।৮৬।৭

—[illegible] উপরি উক্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে [illegible] কৃষ্ণের বহুরূপে প্রকাশ প্রমাণিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

[illegible] এই [illegible] নাই। [illegible] কাঁদে [illegible]।

এমন একটী [illegible] জীবকুল মধ্যে [illegible] প্রেম আনন্দের পশ্চাতে ছুটি [illegible] জানিয়া, ভোগ [illegible] নিত্যানন্দকে ছাড়িতে পারিতেছে না। [illegible] এমন একজন নাই যে, [illegible] বুঝিয়া সতর্ক হয় এবং [illegible] সাবধান করে। এ বিশ্বে যে, সকলেই [illegible]। দেখিতে দুটী চক্ষু সকলেরই আছে বটে; কিন্তু সে চক্ষু [illegible] দৃষ্টিশক্তিহীন, তাই অন্ধের [illegible] অন্ধের যেমন পথপ্রদর্শক [illegible] হয় না, সেরূপই।

ওহে বিশ্ববাসি। আর কতকাল [illegible] এই ভাবে ছুটিবে? আর কতকাল [illegible] তোমরা আনন্দের সন্ধানে [illegible] কাটাইবে? তোমরা কি [illegible] একবার স্থির চিত্তে চিন্তা করিবে না যে, এ বিশ্বে কেহ আনন্দ পাইয়াছে কি? [illegible] অভীষ্ট প্রাপ্তির আশায় জীব [illegible] অনাদিকাল হইতে ছুটিতেছে [illegible] অভীষ্ট বস্তু আর কিছুই নহে—কেবল কামিনী ও কাঞ্চন।

আহ বিশ্ববাসি! আর কেন? [illegible] যুগ যুগ যুগে এবং বর্তমানে সকলেই সেই উপার্জ্জিত [illegible] বিষয়ের জন্য [illegible] জীবন, জন্ম না পাত করিয়াছে। কিন্তু কেহই [illegible] না হইয়া [illegible] করিয়াছে, তখন আমরা আর ঐ কার্য্যে ব্রতী হইব না।

বিশ্বের কেহই আমাদিগকে এরূপ [illegible] দেয় নাই বা দিবে না সত্য, কিন্তু বিশ্বাতীত রাজ্য হইতে [illegible] পার্ষদগণের এক উপদেশ। আনন্দের মালিক [illegible] আছে, মুগ্ধ [illegible] কারণ। তিনি আর কেহই নহেন—সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান শ্রীহরি [illegible] নাই।

এহেন সানন্দস্বরূপ আবার এত কৃপালু যে, তিনি আমাদের জন্য এই ঘোর কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ। তিনি করুণার অবতার। তিনি উত্তম, অধম বিচার না করিয়া, যোগ্য হউক, অযোগ্য হউক, যে যেখানে [illegible] প্রেমদান করিয়াছেন। [illegible] যেমন [illegible] কেহ বাকী রাখিয়া [illegible] কিছু [illegible] করেন। তিনিই মূল গুরুতত্ত্ব। সমস্ত [illegible] জীবকে ভক্তি [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible]

সব কাল [illegible] অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে অনুরক্ত হও। [illegible] মিলিয়া আমাদের কৃপা কর যেন [illegible] নিত্যকাল সেই কোটীচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্ম ছায়ায় জীবন [illegible] রহিতে পারি।

— —

অপরা একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

শ্রীল [illegible] কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে [illegible] একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। হে যুধিষ্ঠির, জগতের কল্যাণপ্রদ তুমি যাহা উত্তম প্রশ্ন আমার নিকট উত্থাপন করিয়াছ। এই একাদশী 'অপরা' নামে প্রসিদ্ধ [illegible]। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, ভ্রূণহত্যা, পরনিন্দা, পরস্ত্রীগমন, মিথ্যা সাক্ষী, কূটসাক্ষী, [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] এক অপরার সেবন দ্বারা [illegible] হইতে মুক্তি লাভ করে। [illegible] নিজ নিজ [illegible] বিষ্ণুপূজন হইলে অপরা সেবন-ফলে [illegible] লাভ করে। [illegible] হইলে [illegible] মানবের [illegible] দুর্গতি [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] কেদার [illegible] দর্শন, [illegible] এবং [illegible] সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে স্নানের সঙ্গে [illegible] দান দ্বারা [illegible] পুণ্য [illegible] একমাত্র অপরা একাদশীতে মানব [illegible] লাভ হয়। ইহা পাপ রূপ বৃক্ষের কুঠার, পাপ রূপ [illegible] দাবাগ্নি, [illegible] সূর্য্য এবং [illegible] [illegible] একাদশীর সহ [illegible] কেবল [illegible] জানিবে। অতএব অপরা উপবাস করিয়া [illegible] বিষ্ণুর আরাধনা [illegible] বিষ্ণুলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তি [illegible])

[illegible] কৃষ্ণবর্ণ পুরুষই গৌর-অঙ্গ-দ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর যে-কালে [illegible] দেহ [illegible] বিগ্রহ [illegible] কর্তৃকে দেখিতে পান, তখন [illegible] অপর লৌকিকী বুদ্ধি-প্রসূতা [illegible] নিষ্ঠার [illegible] [illegible] হয়েন।

[illegible] কৃষ্ণবর্ণং [illegible] পুরুষং ব্রহ্মযোনিম। [illegible] বিদ্বান [illegible] পুণ্যপাপে বিধূয় [illegible] ... (মুণ্ডক ৩।৩)

সেই পুরুষ মহান প্রভু অর্থাৎ স্বামী। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই [illegible] নির্মল [illegible] শান্তিলাভ হইয়া থাকে। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, মূর্ত্তিমান অব্যয়; [illegible] তাঁহার কারণ নাই।

[illegible] পুরুষ: সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তক:। সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়:॥ (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১২)

শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] স্কন্ধ [illegible] অধ্যায়ে [illegible] শ্লোক—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈ: সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস:॥" এবং [illegible] স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায়ে [illegible] শ্লোক "আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূ:। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত:॥" [illegible] কীর্তন করেন।

"কৃষ্ণ"—এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে। অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥ দেহ কান্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বরণ। অকৃষ্ণ বরণে কহে পীত বরণ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৩৩-৩৬)

অতএব সর্বশাস্ত্র শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, [illegible] ইহাই প্রতিপাদন, [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরই [illegible] নিত্য [illegible] একমাত্র [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible]। [illegible] [illegible] কারণ [illegible] [illegible] [illegible] মহাপ্রভু [illegible] পার্ষদ শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-কটাক্ষ ব্যতীত [illegible] [illegible] হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয় না। তাহার প্রমাণ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—

"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-র্লোকান বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্ন: কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥" (ভাঃ ৭।৯।৩৮)

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি এই প্রকারে নর, তির্য্যক, ঋষি, দেব, মৎস্য [illegible] লোকসকলকে পালন কর এবং জগদদ্রোহীদিগকে বিনাশ কর; হে মহাপুরুষ! [illegible] যুগানুবর্ত্তী ধর্ম্ম [illegible] কলিযুগে ছন্ন [illegible] ত্রিযুগ নাম [illegible]। [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] নাই।

মহাভারতে দান ধর্ম্মে ১৪৯ অধ্যায়ে প্রমাণ দিতেছেন—"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছম: শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ:॥"

অগ্নিপুরাণোক্ত শ্রীভগবৎ [illegible] "[illegible] নিতান্ত প্রচ্ছন্ন [illegible]। [illegible] রক্ষামি [illegible]॥"

শ্রীগরুড়পুরাণে স্বয়ং ভগবৎবচন—"অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহ:। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥"

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে [illegible] দিয়াছেন—"অন্ত:কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্। কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈ: স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতা:॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল মহাপ্রভুর উক্তি—"লুকাইয়া আছিনু জীব সাগর ভিতরে। নিদ্রা ভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার হুঙ্কারে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "আপনি করি ভক্ত-ভাব" [illegible] এবং [illegible] কৃষ্ণ অবতারী [illegible]। অপরে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥ অতএব চৈতন্য গোসাঞি [illegible]॥" [illegible] না দেখে [illegible] না দেখে [illegible] (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৪)

[illegible] প্রকার [illegible] চৈতন্যকে [illegible] [illegible] চৈতন্যদেবের [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে [illegible] যে অনুগ্রহকে দুই দেবের ন্যায় যে বস্তুকে [illegible] বা [illegible] কাল, কর্ম্ম, স্বভাবগত [illegible] করিতেছে, [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible] গোস্বামী [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] [illegible] বিবরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৃপা-কটাক্ষ ভিন্ন শ্রীচৈতন্য [illegible] হয় না।

শ্রীচৈতন্যদেবকে [illegible] বা অবজ্ঞা অথবা সংসার-বৈভব বৃদ্ধি [illegible] আচার্য্যের পাদপদ্ম [illegible] [illegible] ছাড়া আর কিছুই নহে। অনেকে মনে করেন, [illegible] [illegible] [illegible] নিত্য [illegible] [illegible] কামিনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাটাইয়া [illegible]

সম্বন্ধাভাব উপস্থিতির বিজ্ঞাপক। প্রচুর পরিমাণে মুক্তি তাহা নিরন্তর ভবিষ্যমুখাপেক্ষী সংসার-সুখানুসন্ধান ও [illegible]দের হেতু। একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত ইহা প্রকৃষ্ট রূপে কেহই অবগত নহেন।

"বৈরাগ্যাদি গুণো যাদৃগ্ গৌরভক্তেষু দৃশ্যতে।
তাদৃশ গুণলেশোঽপি ক্বাপ্যন্যত্র ন দৃশ্যতে॥"

অনূচানমানীর বাগ্ বৈখরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এস্, বি, টি,)

২— ঈশ্বরতত্ত্ব

শঙ্করাচার্যকে বৈষ্ণবাচার্যগণ মহাদেবের অবতার বলিয়াই জানেন। বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয় তাঁহাকে আর অন্য কিছু বলিতে চাহেন ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। তাঁহার প্রচারিত মতে যে কল্পিত মত তাহাতে বৈষ্ণবাচার্যগণের মতদ্বৈধ নাই এবং ইহাতে শঙ্করদেবও একমত। 'আমার বচনে তুমি কেন করিয়োক। শাস্ত্র করি মনুষ্য [illegible] লোক নষ্টলোক॥' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা তিনি ঐতত্ত্ব সম্বন্ধে পদ্মপুরাণোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। "'শুক-ঋড়ি গোবিন্দ ভজ' গোত্রে বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয়ের জন্য। সুতরাং তিনি একপক্ষে শঙ্করদেবের সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া আরও অন্য কোন পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়াসী হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু'—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে শঙ্করাচার্য পরম বৈষ্ণব। তিনি অসুর-বিমোহনের জন্যই মায়াবাদের প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু নিজে মায়াবাদী নহেন। "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥" —প্রভৃতি চর্পটপঞ্জরিকার বাক্য তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাব ব্যক্ত করিতেছে। "তাঁহার উপরে মহাপ্রভুর ক্রোধ নাই, ক্রোধ তাঁহার মত-প্রচারীর উপরে"—ইহা তিনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের নিন্দা দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধ অর্জন করিতে উপদেশ তিনি কাহাকেও [illegible] করিতে পারেন নাই। সত্যের সম্যক্ প্রচারের জন্য অসত্যের অধিষ্ঠানের প্রয়োজনকেও তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা সত্যের গ্রহণে না হওয়ায় অসৎ প্রলম্বন [illegible] [illegible] [illegible] পরিচয় প্রদান করেন, তিনি তাঁহাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible]

আচার্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ।

শঙ্করদেব শঙ্করাচার্যের মতকে বর্জিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াও, এই মতবাদ-বাহুল্য করণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক যাঁহারাই শঙ্করকে বেদের করিয়া, 'জন্মমাত্রে ঈশ্বর কথা আপনি বিচার চাই'—এই অহঙ্কারে মন্দমাত্র যত্ন করিয়াছেন, তাঁহারাই পরিণামে অত্যেষ অতল জলধিজলে নিমজ্জিত হইয়াছেন।—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

—এই বাক্যে উদ্দিষ্ট আরোহপন্থীর অধোগতি সুষ্ঠুভাবে সমর্থন করিয়াছেন। বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয়ও শুদ্ধ ভেদ অনাদর করিয়া বৈষ্ণবমত আলোচনা করিতে গিয়া ঠিক একই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি যে প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া বৈষ্ণবমত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে তিনি যে ডালই ধরিবেন, তাঁহার সেই ডালই ভাঙ্গিবে। যাঁহার মত তিনি আলোচনা করিতে চাহেন, তাহা একটিবার ভাল করিয়া তাঁহার মুখে শুনিয়া লওয়া তাঁহার কর্তব্য ছিল। তিনি এই নীতি লঙ্ঘন করিয়া সাধারণ যুক্তিরও বাহিরে গিয়াছেন বলিতে হইবে।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥
(শ্বেঃ ৩।১৯)

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
(ঈশাবাস্য ৫ম মঃ)

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
(শ্বেঃ ৬।৮)

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥
(তৈঃ ২।৭)

উপরি উক্ত শ্রুতিবচন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভগবান্ প্রাকৃত রূপবর্জিত হইয়াও অপ্রাকৃত রূপবিশিষ্ট। তিনি অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট এবং সর্ব রসের আকর রসময়ী ভক্তি দ্বারা তিনি লোভ্য হইয়া ভক্তকে আনন্দ প্রদান করেন এবং ভক্তও পরানন্দের অধিকারী হন।

(২। এই পারমার্থিক, ইহা না নারায়ণ হয়)।

[illegible] [illegible] [illegible]
প্রাত [illegible] [illegible] [illegible] ব্রহ্ম-
[illegible]

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গোবিন্দ [illegible]
উপাসক॥
[illegible]

এই ভাগবত সর্ব আদিম কল্পে ভগবান্ ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন সুতরাং ইহাকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য না বলিয়া ব্রহ্মসূত্রকে ইহার সূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিলে ভাগবতের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শিত হয়, [illegible] [illegible] সূত্র [illegible] [illegible] [illegible] তাহা বৈদিক ভাষার তুল্য। [illegible] বলিয়া যদি উহার আধুনিকত্ব সমর্থন করিতে চেষ্টা হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ভাষার আধুনিকত্বে শাস্ত্রের পৌরাণিকত্ব অপ্রমাণিত হয় না। যুগদেবের ভাষার পরিবর্তনের সহিত শাস্ত্রেরও ভাষার পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে। ইহাতে বৈষ্ণবাচার্যগণের মতদ্বৈধ নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একমাত্র কীর্তনীয় বিষয়। মুখ্য ও গৌণভাবে কৃষ্ণই এ ভাগবতের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, ইহার পদে-পদে সর্বশাস্ত্রে [illegible] রহিয়াছে।

'অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম [illegible]'

বৈষ্ণবাচার্যগণ কৃষ্ণকেই অদ্বয় জ্ঞান বলিয়া থাকেন। কৃষ্ণের নাম [illegible] বিলাস, বসুদেবাদিরূপে প্রকাশ, [illegible] নৃসিংহাদিরূপে অবতার [illegible] বিশিষ্ট কৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার অদ্বয়ত্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপরাধমাত্র [illegible] [illegible] জ্ঞানের [illegible] [illegible] সমর্থ হয় না।

এক কৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] নিজ রূপবৈভব প্রকট [illegible] [illegible] ভক্তের অনুরাগত [illegible] [illegible] [illegible] একমাত্র [illegible] [illegible] পঞ্চ প্রকার যথা,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কৃষ্ণ এই পঞ্চরসের দ্বারা উপাসিত হন। দাস্যের আবার [illegible] বিভক্ত—গৌরব দাস্য ও প্রেম দাস্য। যাঁহাদের স্বরূপে শান্ত ও গৌরব-দাস্যরসের মধ্যে কোনটির একটি প্রকাশিত থাকে, তাঁহারা সাধারণতঃ ঐশ্বর্যবাদী [illegible] বিগ্রহের সেবায় আকৃষ্ট হন। সনকাদি ঋষিগণ শান্তরসের ও হনুমানাদি ভক্তগণ গৌরবদাস্যরসের [illegible] [illegible] [illegible] কখনও কৃষ্ণের মাধুর্য্য [illegible] নহেন। আবার যাঁহাদের স্বরূপে প্রেমদাস্য রস হইতে মধুর রস পর্যন্ত যে কোনটির বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা কৃষ্ণরূপে প্রীতি [illegible] করেন। নারায়ণের [illegible] তাঁহাদের [illegible]

কৃষ্ণ নিত্য দ্বিভুজ ও গোলোকগত তত্ত্ব নারায়ণ চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠগত তত্ত্ব। অবশ্য কৃষ্ণ নারায়ণরূপে বৈকুণ্ঠে প্রকাশিত রহিয়াছেন। এইজন্য বাহিরের ক্রমের বিলাস-বিগ্রহরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কৃষ্ণ স্বরূপ। এই কৃষ্ণ ও নারায়ণ বিগ্রহ নিত্য সাকার, নিরাকার নহে। শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী [illegible] চতুর্ভুজ নারায়ণরূপকে [illegible] [illegible] [illegible] বাদের [illegible] [illegible] আর অন্য কিছু নহে এবং বেণু-বেত্র-[illegible] দ্বিভুজ স্বরূপকে, যাহা কৃষ্ণ [illegible] প্রকট করাইয়াছিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতেই [illegible] [illegible]।

এক্ষণে শাস্ত্র-প্রমাণ-দ্বারা উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে যৎসামান্য প্রয়াস করিব। অবশ্য এরূপ প্রবন্ধে শাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর হইবে না। আমরা শাস্ত্রপ্রমাণ-সমূহের দিগ্দর্শন করিব মাত্র।

'একমেব [illegible] পরমতত্ত্বং'। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রূপে প্রকাশিত হন, যথা [illegible] ([illegible])—

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]॥

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]—([illegible]) ও [illegible] [illegible] [illegible]—([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপেক্ষা [illegible] [illegible]

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

ব্রহ্মসংহিতার উপরি উক্ত বাক্যে 'পরম' ও 'ঈশ্বর' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], অথবা কেবল 'ঈশ্বর' বলিলেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সচ্চিদানন্দময়, [illegible] উক্ত বাক্য [illegible] প্রমাণিত হইতেছে। বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয় [illegible] উক্ত সংখ্যার এই শ্লোকটি [illegible] বলিয়াছিলেন।

[illegible] সমস্ত কৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] ২০) '[illegible]'—বিঃ পুঃ ([illegible]) '[illegible]'—ভাঃ ১০।৪।১৭

—[illegible] [illegible] উপরি উক্ত শ্রুতি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রমাণিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম আবেদনের পক্ষে ৮৲।

২৩ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	১৲
৩।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	২৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৴১০
৮।	গৌরহরেরুদয়ঃ	৸০
৯।	মানককণ্ঠম্	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	প্রেমবিবর্ত্ত	০
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধান্ত, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মর্ম্মভাষা	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	Life & Precepts of Mahaprabhu	।০
১৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/4/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—১৩৩৬

অসিদ্ধ, অর্দ্ধসিদ্ধ ও সিদ্ধ

তণ্ডুল যখন জলের সহিত মিলিত হইয়া অগ্নিশিখার উপরে ন্যস্ত হয়, তখন পক্কাবস্থার পরিমাণ নিরূপণ করিতে গিয়া অসিদ্ধ, অর্দ্ধসিদ্ধ বা সিদ্ধ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়।

পরদ্রব্য-হরণ-কার্য্যেও অসিদ্ধ, অর্দ্ধসিদ্ধ ও সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ হয়। পরদ্রব্যাপহরণ-কার্য্যে সিদ্ধ, অসিদ্ধ ও অর্দ্ধসিদ্ধ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রতারণায় সিদ্ধ, অসিদ্ধ ও অর্দ্ধসিদ্ধ ভাবত্রয়ের ভাষাও আমাদিগকে মানবজন্মের নিদর্শন প্রদান করে।

মানুষ যখন কাহারও পক্ষ হইয়া ওকালতী বা মোক্তারী করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তখন তাহার পক্ষাপক্ষের বিচার প্রবল হয় না। যে পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ওকালতনামা বা মোক্তারনামা স্বাক্ষরিত হয়, সেই পক্ষের মঙ্গল সাধন করা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিরুদ্ধ পক্ষের সত্যবাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে গেলে অধর্ম্ম উপস্থিত হয়। গৃহী বাউল বা ঘরপাগলা সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' মনে করে এবং গৃহী বাউল বা ঘরপাগলাই স্থাপন করিতে গিয়া দিক্‌বিদিক্ শূন্য হয়। মক্কেলের "ঘোষপাট" নিৰ্ম্মাণ, বিধবা বিবাহের সভা, 'কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে'-সমর্থন, স্বগ্রামবাসীর দুরাচার সমর্থন ও নানাপ্রকার কদর্য্যভাবসমূহের গ্রহণ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা নাশ করা তাদৃশ ব্যবহারজীবীর ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। আবার নৈতিক চরিত্রের শিরোভাগে অবস্থিত পুণ্যশ্লোক বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার উকীল মহাশয়ের কথা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের কথা অবগত আছেন, তাঁহারা গৃহিবাউল বা প্রাকৃত সহজিয়া পক্ষের ওকালতনামা গ্রহণকারীর পারলৌকিক গতির চিন্তা করেন। পরলোকগত বাবু নরেন্দ্রনাথ কোনও মিথ্যাপক্ষের ওকালতনামা গ্রহণ করিতেন না। বাবু রামতনু কখনও মিথ্যা শিক্ষার শিক্ষকতা করিতেন না। ইঁহারা আপনাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় না দিলেও তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লোহিত আছে।

গৃহিবাউলদলের উকীলের ওকালতনামায় স্বাক্ষর জগতে কলুষ উৎপন্ন করে। যে কোনও পক্ষের কথা ওকালতী করিবার জন্য যাহারা প্রস্তুত, তাহারা অসিদ্ধকে 'সিদ্ধ' বানাইতে সিদ্ধ হস্ত। আর সিদ্ধকে 'অসিদ্ধ' বানাইতেও তাহাদিগকে বিমুখ হইতে দেখা যায় না। 'বাবা ঠাকুরের' আনুগত্য-ক্রমে গৃহিবাউল ধর্ম্ম সিদ্ধি লাভ করিয়া যাবতীয় প্রাকৃত সহজিয়াগণকে চৈতন্যবিরোধী স্থানিবার পরিবর্ত্তে আচারের প্রচ্ছন্ন শত্রু জানিয়া শুনিয়াও যদি সিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আর দ্বিতীয় তালুকাণার উদাহরণ কোথায় পাওয়া যাইবে! মধুভোগ গ্রামে বাস করিয়া মধুভোগের আস্বাদ পাইলে মানুষ কি তাহা ছাড়িয়া অন্য গ্রামে যায়? বৈদেশিক কেনেডি প্রভৃতির তীব্র প্রতিবাদ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচ্ছন্ন শত্রুতার মানসে যদি "চাল্‌তা বাগানে" মৌমাছির চাক খোলা যায়, তাহা হইলে তাহাতেও টকগন্ধ নাতির হয়! 'চাল্‌তা' চিরদিনই টক। তবে মধুভোগে বিভোর হইলে চাল্‌তা-কাননে মৌচাক গড়া যায়।

ভোগে সিদ্ধি লাভ করিলে 'মৌ-ভোগ'-সিদ্ধ ব্যবসায়িগণকে অসিদ্ধ বা কালোয়াৎ বলিবার পরিবর্ত্তে মৈরেয়পানে সিদ্ধ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা লোকবিচারকে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। তবে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—

'যোষিৎসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর'

কাজ—কাল; সুতরাং যো সঙ্গী গৃহিবাউল ও ত্যাগী বেশধারী প্রাকৃত সহজিয়াকে কুযোগী বলিবার পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণবতায় সিদ্ধ বলিয়া মহিলার অঙ্কলগ্নগণ বহুমানন করিলে উহা কখনই আদরের বিষয় হয় না।

শ্রীচৈতন্যের প্রচ্ছন্ন শত্রুগণ আপনাদিগকে গৌড়ীয়রূপ পরিচয়ে পরিচয় দিলে সুনামাত্র কখনই তাহাদিগকে সাধু বলিবেন না। বাবাবাজিগণ সময়সহলে তাহাদিগকে সিদ্ধ সাধু বানাইলে ঘোষপাট হইতে পারিবে, বিধবা-বিবাহ, চৈতন্যানুমোদিত সাব্যস্ত হইবে। প্রচ্ছন্ন চৈতন্যশত্রুগণের 'সিদ্ধ' আখ্যা হাসির বিষয়!

সাময়িক প্রসঙ্গ

অধর্ম্মরাজ কলিস্থানপঞ্চকের উপাসক সম্প্রদায় বর্ত্তমানে ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির মহারাজের "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—এই সাধূপদেশ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যে সকল প্রাকৃত যুক্তিতর্কের বহুমানন করিয়া তাহাদিগকেই অকাট্য প্রমাণ স্বরূপে চালাইতে চাহেন, আমাদের তাহাতে কোনও প্রকার সহানুভূতি নাই। আমরা আধ্যক্ষিক জ্ঞানাহঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া একমাত্র মহাজনানুগত্য স্বীকার করাই সত্য-নির্ণয়ের পক্ষে একমাত্র অনুকূল পন্থা বলিয়া জানি। যে সকল মানব ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষ-চতুষ্টয়ে সর্ব্বক্ষণ দুষ্ট, তাহাদের কোন প্রমাণেরই সারবত্তা স্বীকৃত হইতে পারে না, সজ্জনগণ শ্রৌতসিদ্ধান্ত দ্বারা তাহাদের সকল যুক্তিকেই খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিতেছেন এবং দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছেন। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষকারিদল পদে পদে অপদস্থ হইয়া শেষে 'নাচ না পাইয়া ছিপে কামড়' —এই প্রাকৃত ন্যায়াবলম্বনে সজ্জনগণকে অসভ্য-ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরস্ত্রী-সম্ভাষণকারী বলিয়া শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যাহাদের মুখদর্শন পর্য্যন্ত করেন না, সেই সকল অসম্ভাষ্য অস্পৃশ্য দুশ্চরিত্র ব্যক্তি যে কোন্ সাহসে শ্রীভগবানের অতি প্রিয়জন পরমহংস-বৈষ্ণবগণের জাতি-কুল বিচার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অসম্মান করিতে স্পর্দ্ধান্বিত হইতেছে, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না।

"জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
"যে তে কুলে বৈষ্ণবের
জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥"
"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের
জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে
ডুবি মরে॥"
"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা
নারকী সঃ॥"

—এই সকল মহাজনবাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি নিজেরা গৌরভক্তের কাছ-কাছিয়া গৌরজনের জাতি-বিচার-পূর্ব্বক অসম্মান করিতেছে, তাহারা কি সেই ভক্তপ্রাণ গৌরহরির চরণেই অপরাধী হইতেছে না? ভগবান্ ত' তাঁহার ভক্তাবমাননা—ভক্তদ্রোহ কখনই সহ্য করিতে পারেন না? জানি না, সে সকল বৈষ্ণব-নিন্দকের জন্য কি ভয়ঙ্কর নরকের ব্যবস্থা হইতেছে!

নিখিল ব্রাহ্মণকুলগুরু নামাচার্য্য যে ঠাকুর হরিদাসকে স্বয়ং মহাপ্রভুর অবতার শ্রীভগবান্ অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু "তোমাকে খাওয়াইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন" বলিয়া শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইলেন, সেই ঠাকুর হরিদাস ব্রাহ্মণেতর যবন কুলোদ্ভূত বলিয়া যাহারা তাঁহাতে ব্রাহ্মণতার অভাব আছে বলিবার স্পর্দ্ধা করে, তাহারা কি চরিত্রের লোক, তাহাই অগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যাহাদের দৃষ্টি কেবল প্রাকৃত ঘৃণিত শুক্রশোণিতের উপর, সেই সকল সঙ্কীর্ণদৃষ্টি শুক্রশোণিতাভিমানীই কেবল বৈষ্ণবের জাতিদোষ খুঁজিয়া বেড়ায়। যদি জাতির গর্ব্বই করিতে হয়, তবে উর্ব্বশীনন্দন বশিষ্ঠাদিবংশগণ কি বলিয়া গর্ব্বান্বিত হইতে চাহেন?

কতকগুলি লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থহানিই যদি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ নিরয়প্রাপক অপরাধের হেতু হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে এখনও সাবধান হওয়া ভাল।

"শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর" ন্যায়াবলম্বী শ্রীধাম-নির্ণয়কারি দলের বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব ক্রমে এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহারা এখন সাধারণ ভদ্রতার সীমাকেও অতিক্রম করিতে ত্রুটী বোধ করিতেছেন না। যে স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎসঙ্গ বর্জ্জনকেই মহাপ্রভু একমাত্র বৈষ্ণব সদাচার বলিয়াছেন, সেই অসৎসংসর্গে থাকিয়া তাঁহারা কোন সাহসে অপ্রাকৃত ধামের সন্ধান লইবার দুরাশা পোষণ করেন এবং কোন্ সাহসেই বা নিখিল সজ্জনকুলবরেণ্য পরমহংস বৈষ্ণবাবতার প্রস্তুত হইতেছেন, আমরা তাহার কৈফিয়ৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। যে সকল ব্যক্তি নিত্যনির্ণীত অপ্রাকৃত শ্রীধামকে তাঁহাদের প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা পুনর্নির্ণয়ের (?) স্পর্দ্ধা করিতেছেন, তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ে কাহার কতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহা দূরের কথা সামান্য নৈতিক চরিত্রবলও বা কাহার কতটুকু আছে, তাহা আমরা জানিতে চাই। কতকগুলি জাল ম্যাপ, কাগজপত্র, উড়ো কথা, কিম্বদন্তী, বিদেশীয় লোকের বিকল্পিত সিদ্ধান্ত দিয়াই যদি শ্রীধাম নির্ণয় করা যাইত, তাহা হইলে আর কথা ছিল না। নিজ নাই কুলোপনা চক্র দেখাইয়া সাধারণ নিরীহ লোককেই ঠকান

যায়। সজ্জন সুচতুর, তাঁহারা কৃষ্ণসঙ্গী নৈষ্কৈবল্য ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর উপাসক, তাঁহারা কপটের সমস্ত চাতুরী—সমস্ত কপটতা ধরাইয়া দিতে পারেন। অসৎ শুদ্ধ লোক একজোট হইয়া জন্মনা করিয়া সভাসমিতি করিলেও সাধুদের ভ্রূভঙ্গি বিন্দুমাত্র কম্পমান করিতে সমর্থ হয়েন না। আমরা বৈষ্ণবনিন্দক ভেকধারী বৈরাগীদলের একটা প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করি। অনেকে সজ্জন সম্প্রদায় বৈষ্ণব-নিন্দকগণের ঘৃণিত আচার ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেও আমরা তাহা রক্ষা করিতে না পারিয়া সবিনয়ে বলিয়া থাকি।—

"বৈষ্ণব চরিত্র সর্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।
বিনোদ-সেবক না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

"সবারে করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥
শূলপাণি সম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ (ভাঃ ৪।৪।১৭)

তথাপিহ শীঘ্র মরে॥
কেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত
সর্বশাস্ত্রে কহি॥
সর্ব-মহাপ্রায়শ্চিত্ত
যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ
না মিলায়ে ত্রাণ॥"

সুতরাং শ্রেয়ঃকামিগণ বৈষ্ণব-নিন্দাপরাধ হইতে সাবধান হইয়া যদি সৎসঙ্গেই শ্রীভগবানের নাম-ধাম-মাহাত্ম্য জানিতে চাহেন, তাহা হইলে বদ্ধজীবের প্রমত্ত অনুমান, প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া একমাত্র মহাজন-পন্থা অবলম্বন করিলে সত্য জানিতে পারিবেন। • শ্রীশ্রীপাদ সেই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহারই অনুসন্ধানে হেতু তাহা হইলে তাঁহারা শাস্ত্রপ্রমাণবর্জ্জিত অসজ্জন প্রণীত গ্রন্থাদির আশ্রয় না লইয়া গঙ্গার পূর্ব্বতটবর্ত্তী শ্রীধাম মায়াপুরে আগমনপূর্ব্বক শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তগণের নিকট প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তিসহ শ্রীধামের কথার জিজ্ঞাসু হউন। নতুবা কএকটী নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তির কতকগুলি মনগড়া শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে গিয়া সত্যভ্রষ্ট হইবেন না। সত্যকে জানিতে না পারিয়া দুঃখ পাওয়া অপেক্ষা অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণা অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। প্রবন্ধান্তর্গত কথাগুলি দুর্জ্জনমুখচপেটাঘাতস্বরূপ হইলেও সহৃদয় সজ্জন পাঠকবর্গ ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

ভাড়াটিয়া পাঠক

পণ্ডিত শ্রীপাদ ভবরক্ষক্ দাসাধিকারী

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম প্রভাবে গত কিছু কাল যাবৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে এক প্রকার লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা পারিশ্রমিক লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রোতৃগণকে উদ্ধার করিতেছেন। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বেশ একটু প্রতিযোগিতার ভাবও দেখা যায়। অনেক সময় দালালগণও তাঁহাদের দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করেন। পাঠকগণের মধ্যে যিনি যত অধিক পরিমাণে ভাবভঙ্গীর দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, তাঁর পসারও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ পসার-যুক্ত ভাগবত ব্যবসায়িগণ যখন একই সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে পাঠের নিমন্ত্রণ পান, তখন তাঁহাদের একটী মরশুম উপস্থিত হয় ও অমনি তাঁহারা নিজ-দিগকে নীলামে উঠাইয়া দেন, যিনি উচ্চ দর দিতে পারেন, তাঁকেই জন-মনো-রঞ্জন-কুশল পাঠক মহাশয় কৃপা করেন। তিনি কৃপা-বিতরণে পরাঙ্মুখ নহেন, তবে অর্থ না হইলে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সুকঠিন এই জন্য প্রণামী হিসাবে জড় ভোগিকুলের মুক্তিকামী হইয়া তাহাদের পথ কিয়ৎ পরিমাণে সৎপথে বাহিত হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। এইরূপ পাঠকবর্গের করুণা অপার। সর্ব্বদা বঞ্চনা দ্বারা অর্থাগমের সন্ধানে রত। যদি কোনও সময়ে এককালীন দুই তিন স্থান হইতে পাঠের আহ্বান পান, তখন উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া ঘাড় ধরিয়া কিছু আরম্ভ করিয়া দেন ও এখানে প্রায় সেটা অন্তত একবার্টা এইরূপ ভাবে পারি-শ্রমিকের মাত্রানুসারে ব্যবস্থা ঠিক করিয়া লন। কেহ কেহ এই পাঠ ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী হইতে না পারিয়া অল্প পারিশ্রমিকেই সন্তুষ্ট থাকেন ও নিজেদের মন্দ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। আজ কাল আবার ইঁহাদের মধ্যে পড়াশুনার একটা সাড়া পড়িয়াছে। কারণ অনেক স্থলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজদিগকে শিক্ষিত বলিয়া চালাইতে চান; যে স্থানে শ্রোতৃবর্গ ভাবভঙ্গী পছন্দ করেন, সে স্থানে পাঠক মহাশয় নানাপ্রকার ভাবকালী, অঙ্গপ্রক্ষালন প্রভৃতি দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তবিনোদনে প্রয়াস পান। এইরূপে নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী ও কণ্ঠ-নৈপুণ্য, ভূতক পাঠক মহাশয়গণ অভ্যাস করিতে বাধ্য হন। কারণ তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রতিপত্তি ও পসার সাধারণ লোকের চিত্তবিনোদন করিবার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। নানা-উপায়ে অর্থাগমের প্রাচুর্য্য সম্পাদন জন্য প্রত্যেকেই নিজেদের যোগ্যতাস্বরূপ জাড্যে যোগার্ত্ত অর্জ্জনে রত, কাজেই পরমার্থ-চেষ্টা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান। পরমার্থ না ভুলিলে স্ব স্ব জড়ভোগার্থ অর্থ-সংগ্রহচেষ্টা কখনও বলবতী হইতে পারে না। ভগবান ও ভক্তের একমাত্র সেবাই "পরমার্থ"। ইহা ব্যতীত অন্য সকল বিষয় জড়ভোগময় ইন্দ্রিয় তর্পণ। যেখানে জড়ানন্দ-প্রযুক্ত অর্থসংগ্রহ নিমিত্ত জড়াবদ্ধার্জ্জন যত প্রবল, সেখানে পরমার্থ-চেষ্টা সেই পরিমাণে শিথিল। যেমন দিনমণির আলোক-প্রাচুর্য্যে অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয় এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইলে আলোকের অভাবই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ হরিভক্তবৈষ্ণব-সেবার আধিক্যে ভোগের অস্তত্ব এবং ভোগবৃত্তির আধিক্যে হরিসেবার অস্ততা-বাচক। যেখানে অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টা বলবতী, সেখানে পরমার্থ-চেষ্টার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না।

আজ কাল পরমার্থ-বিষয়েও ভেজাল চলিয়াছে। জাগতিক লোক তথাকথিত বৈষ্ণবগণের এই প্রকার অধঃপতন দেখিয়াও কেন যে তাহাদের দ্বারা পঠিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুনিতে ব্যস্ত হন, তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারা যায় না। সত্য সত্যই যদি তাঁহারা প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইয়া যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি দেখার মত তথাকথিত বৈষ্ণবদিগের দ্বারা সাত্বত গ্রন্থাদি পাঠ করান ও তদ্দ্বারা তাহাদের ভোগমুখী প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইয়া নিজেদের বিলাসিতা বৃত্তির প্রাচুর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃপথ পরিত্যাগ করিয়া, অসত্যকে সত্য বোধে আশ্রয় করিয়া, নরকে যাইবার পথ প্রশস্ত করে, তাহাতে অন্যের কি আপত্তি থাকিতে পারে? নৈতিক চরিত্র উন্নতির জন্য যদি থিয়েটার বায়স্কোপ সার্কাস প্রভৃতি বিলাসিতার রঙ্গভূমিগুলি শতশত চেষ্টাও করে, তাহা হইলেও তাহা খপুষ্পের ন্যায় নিরর্থক হইবে। যে বস্তুর ভিত্তি অসত্যের উপর স্থাপিত,তাহা হইতে কোনদিনও একমাত্র সত্য বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। জগতের প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়-তোষণ বৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া ছুটিতেছে। তাহারা যদি তাহাদের ভোগ-তৃষ্ণা মিটাইবার পন্থাকে পরমার্থ লাভের সহায়ক মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত হইবে। ভাড়াটিয়ার মুখে পাঠ কীর্ত্তনাদি শ্রবণ দ্বারা অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল লাভ কোন মতেই সম্ভবপর নহে। কারণ যাহারা নিজেদের মঙ্গল কি,তাহা জানে না,তাহারা অপরের মঙ্গল লাভের ব্যবস্থা কিরূপে করিতে পারে? অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ ভৃতক-পাঠকের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন শুনিয়া মানবগণ প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খায়।

শুক শৌনকাদি ঋষিকুলের আচার ও প্রচার আলোচনা-দ্বারা জানা যায়, যথার্থ ধর্ম্মবক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে পার্থিব আদান প্রদানের কোনও চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-কালে ও তৎপরবর্ত্তি সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাতা শ্রীল গদাধর পণ্ডিত,ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ প্রভৃতিও এরূপ ধর্ম্ম-গ্লানিকর কুৎসিত আচরণ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। শ্রীভগবানের দেহ শ্রীভাগবত-ভিন্ন উভয়েই অভিন্ন বস্তু। ইহারা কখনও পণ্যদ্রব্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারেন না। যাহারা শ্রীভগবানের নাম-গুণ-রূপ-লীলা-বর্ণনকে পণ্য দ্রব্যে পরিণত করিয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করে, তাহারা মহাপরাধ সঞ্চয় করে, ও ভক্তি-পথ হইতে দূরে, অতিদূরে বিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ ভৃতক পাঠকের মুখে শ্রীশ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-ব্যাখ্যা শুনিলে দুঃসঙ্গক্রমে শ্রোতৃগণেরও সমূহ অমঙ্গল সাধিত হয়। এরূপ স্থলে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের শ্রেয়ো লাভার্থ দুঃসঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সাধুদিগের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। অতএব হে সাধব! ভাড়াটিয়াগণের বাগ্‌বৈখরীতে না ভুলিয়া সাধুসঙ্গ-কৃপাবলে যাহাতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য যত্ন লউন।

"হে সাধব, সকলমেব বিহায় দূরাৎ
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

'শ্রৌত বাণী'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীশ্রীনারায়ণ-কথিত বাণী যাহা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও শুক-প্রমুখ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরু-বর্গ ক্রম-পন্থায় শ্রবণ করিয়া নিরস্ত-কুহক সত্য বাণী বলিয়া নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন ও অধস্তনগণকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা দান করিয়াছেন, তাহাই বেদবাণী বা বেদান্তত্ত্বসার শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী শ্রৌত-বাণী। দেহমনোধর্ম্মে গঠিত যে বাণী, তাহা অশ্রৌত বাণী মায়া-কিঙ্করী বাণী বা অপস্বার্থী বাণী। এরূপ বাণী শ্রবণে অনন্ত কোটী কাল্যবধি, অনন্ত কোটী জীবকুল মায়া-বিচরণ-ক্ষেত্র সংসার-প্রাঙ্গণে নষ্ট ভূমিকায় বিচরণ করিতেছে আর ত্রিতাপে তাপিত হইয়া নিরন্তর সংসার দাবানলে দগ্ধ হইতে-কোনই সুবিধা হইতেছে না। কিন্তু শ্রৌত-বাণী বৈকুণ্ঠাগত বাণী আম্নায়-পারম্পর্য্য সূত্রে যাহা শ্রৌতাম্নায় মহাজন শ্রীরূপানুগ-গণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত, তাহা যে কোন জীব শ্রবণ মাত্রেই অনাদি কালের বহির্ম্মুখতা হইতে ছুটি লাভ করিয়া শ্রীস্বরূপ-সেবার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অন্যা-ভিলাষ ও আত্মবঞ্চনা প্রভৃতি অজ্ঞান-সমূহ শ্রৌতবাণী শ্রবণ-কারীকে আর আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হয় না।

আরোহ পন্থায় শ্রৌত বাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তন হয় না। একমাত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আনুগত্যেই শ্রৌতবাণী শ্রুত ও কীর্ত্তিত হন। জাগতিক কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লুক্কায়িত ভাবে থাকিলেও শ্রৌতবাণী শ্রবণ-পুটে প্রবিষ্ট হন না। যদিও বা ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-রূপা পিশাচী-গুলি অন্তরের অন্তঃস্থলে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিতে চায় তথাপি শ্রীরূপানুগ সাধুগণের নিকট শ্রৌতবাণী শ্রবণে পিশাচীর তাণ্ডব নৃত্যও স্তম্ভীভূত হইয়া যাইতে দেখা যায়।

জগতে বাজার চলতি মন্ত্র, ভাগবত, রস-কীর্ত্তন প্রভৃতি হরিকথা নামে যে সকল ভেল, ব্যবসাদারী, ভেল্কী বুজ-রুকী চলিতেছে, উহা কখনও আম্নায়-পারম্পর্য্য-সূত্রে শ্রৌতপন্থায় শ্রৌত বাণী নহে! নহে!! নহে!!! ইহা মায়ার বাণী, বিষয় কীর্ত্তন, ভূতের কোলাহল ও জগজ্জঞ্জাল বর্দ্ধক মাত্র, আর কিছুই নহে।

যাহারা এত কথা শুনিয়াও, তথা-কথিত ব্যবসাদারদিগকে শ্রৌতপন্থী সাধু মনে করিয়া বরণ করত হলাহল অশন করিতে চাহেন, তাহাদিগকে সুদূরে অতি দূরে থাকিয়া দণ্ডবৎ বিধান করাই শ্রেয়ঃ। যাহারা এসকল সত্য কথা শ্রবণে অশ্রদ্ধালু তাঁহাদিগকে উপদেশ নামাপরাধ মাত্র।

একমাত্র শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনকারী শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ সাধু জনেরই শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করা ব্রহ্মাণ্ড-বাসী প্রত্যেক জীবের কল্যাণপ্রদ। শ্রৌত বাণীই সাধুসঙ্গ, সাধু-সেবা, গুরু-সেবা, ধাম-নির্ণয়, ধাম-বাস, ধাম-সেবা, নামসেবা, বৈকুণ্ঠ-বাস ও শ্রীবিষ্ণু-সেবা দানে সমর্থ।

অনূচানমানীর বাগ্ বৈখরী

২। ঈশ্বরতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এস্‌সি, বি, টি,)

আমাদের গ্রন্থে পরতত্ত্ব কৃষ্ণ নারায়ণাদিরূপে বিভাজিত হইয়াছে মনে করিয়া বেঙ্কবরুয়া মহাশয় প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভব করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ বেদনার অনুভবকে কৃষ্ণতত্ত্বের মহিমার উচ্ছেদ-সাধন-কল্পে বিশিষ্ট প্রয়াস বলিয়াই গণ্য করেন। তাঁহারা বলেন,—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈঃ চরিতামৃত,

কৃষ্ণ নিত্য দ্বিভুজ। কিন্তু দ্বিভুজ হইয়াও তিনি চতুর্ভুজ, অষ্টভুজাদিরূপে প্রকাশিত হন। এ সম্বন্ধে গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-

কচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্।
অতঃ প্রকাশ এব স্যাৎ তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চ॥
সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥"
(গোঃ তাঃ পূঃ ১০)

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে "দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাস-মণ্ডলে।" কৃষ্ণ দ্বিভুজরূপে গোলোকে বিরাজমান থাকিয়াও, শ্যামশ্চতুর্ভুজঃ শঙ্খো বনমালা-বিভূষিতঃ।" শ্যামচতুর্ভুজরূপে বৈকুণ্ঠে বিরাজ করেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।"—এই বাক্যে নরাকৃতিরূপই পরমব্রহ্মরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে—'বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ' (১০।৩।৪৬)—এই বাক্যে নরাকৃতিই ব্রহ্মরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'প্রাকৃতঃ' শব্দের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'প্রকৃত্যা স্বভাবেন ব্যক্তঃ'—এই অর্থ করিয়াছেন।

শ্রীআনন্দ-সংহিতায়—"স্থূলমষ্টভুজং প্রোক্তং সূক্ষ্মঞ্চৈব চতুর্ভুজম্। পরন্তু দ্বিভুজং প্রোক্তং তস্মাদেতৎ ত্রয়ং যজেৎ॥" এই বাক্যে দ্বিভুজরূপ চতুর্ভুজরূপ হইতে শ্রেষ্ঠ সূচিত হইয়াছে। বস্তুভেদাভাবাৎ 'ত্রয়ং যজেৎ' বাক্যটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।

শ্রীযামলে 'কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥' এইস্থানে যশোদানন্দন বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ দেবকী-নন্দন দ্বারকা-মথুরা-বিহারী কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যশোদানন্দন কৃষ্ণ অপ্রকট লীলায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই অবস্থান করেন।

দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ নিত্য দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি গোপীসহ নিত্যকাল বৃন্দাবনে ক্রীড়া করেন।

কৃষ্ণের প্রকট লীলাকে তাঁর অপ্রকট লীলা হইতে পৃথক্ দর্শন করিতে গিয়াই বেঙ্কবরুয়া মহাশয় যত গণ্ডগোল করিতেছেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া জগদ্গত বৃন্দাবনে যে লীলা প্রকট করাইয়াছিলেন, উহাই লোকচক্ষুর অন্তরালে বৈকুণ্ঠগত বৃন্দাবনে নিত্যকাল প্রকটিত রহিয়াছে। লীলাময়ের প্রকটাপ্রকট সমুদয় লীলাই নিত্য এবং অপ্রাকৃত।

'প্রবিষ্টো মানুষং দেহং সর্ব্বং প্রপঞ্চমাত্মম্' বেঙ্কবরুয়া মহাশয়-কর্ত্তৃক ধৃত এই বাক্যে কোন দোষ নাই। তিনি এই বাক্য দ্বারা কৃষ্ণের জন্ম ব্যাপারটী প্রাকৃত মনে করিয়াই ভুল করিতেছেন। যদি নরাকৃতি কৃষ্ণরূপকে প্রাকৃতরূপ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত গীতার 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" এই বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণ পূর্ব্বে ছিলেন না, সম্প্রতি মানবরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত বুদ্ধিহীন লোকেরাই আদর করিয়া থাকেন। ভাগবতে কৃষ্ণের জন্ম ও জন্মের কারণ এইরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে।

স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥
(৩।২।১৫)

স্বীয় শান্তরূপ বসুদেবাদি ভক্ত, কংসাদি ইতর তত্ত্ব দ্বারা পীড়্যমান হইলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লোকের অধীশ্বর দয়ার্দ্রহৃদয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি প্রকাশের ন্যায় প্রপঞ্চে প্রকটিত হন। সুতরাং কৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্ম সমস্ত অপ্রাকৃত। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

কৃষ্ণের মনুষ্যলিঙ্গ ভাগবতের এই বাক্য দ্বারা অপ্রাকৃত প্রমাণিত হইতেছে।—

ত্বমেক নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে।
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥
(১০।১৪।২২)

উপরিউক্ত বাক্যে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, ভগবন্! তুমি অনন্ত এবং নিত্যানন্দ বিগ্রহ ও নিত্য জ্ঞানময়। এই জগৎ তোমাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব জগৎ যদিও মায়া হইতে উদ্ভূত সুতরাং নশ্বর, তথাপি তুমি যখন উহার অধিষ্ঠান, অধিষ্ঠানভূত তোমারই গুণে উহা সৎ বা সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥
(১০।৯।১৩—১৪)

(ক্রমশঃ)

ভাগবত-পাঠশালা

নিমসার ১৮।৪।২৯

পূতসলিলকল-নাদিনী গোমতী-উপকূলে পরমহংসকুল চূড়ামণি ব্যাস শুক প্রভৃতি দ্বারা সেবপূজিত সর্ব্বতীর্থ-আকর নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র অবস্থিত। শৌনকাদি-প্রমুখ ষষ্টিসহস্রমুনি বৃন্দের দ্বারা যে স্থান নিয়ত অপ্রাকৃত সাম-গানে নিনাদিত হইত, আজ কলিযুগ-প্রভাবে সেই স্থান সহস্র সহস্র পশু ও মনুষ্যগণের কোলাহলে মুখরিত হইতেছে। তাই পরদুঃখ-দুঃখী করুণাবতার যুগাচার্য্য ঠাকুর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার কল্পে কৃপাবেশে অমল চেষ্টা-বিশিষ্ট নিষ্কপট-চিত্ত সেবকবৃন্দের দ্বারা ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশে নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠে ভাগবত পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। ভাগবত পাঠশালার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ইহাই লক্ষ্য হয় যে, সৎসম্প্রদায়ভুক্ত শুদ্ধচিত্ত আদর্শ বৈরাগ্যে মুক্তসঙ্গ একান্ত হরিভজনে প্রয়াসী সেবক মাত্রই যুগপৎ স্বার্থপরতা, নিঃস্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা শিক্ষা লাভ করিয়া সত্যসঙ্কল্প হইতে কখনও বিচ্যুত না হইয়া বাস্তবিক জগন্মঙ্গলকর কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই প্রকার সদনুষ্ঠানের জন্য সজ্জন মাত্রেরই প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাঁহার যাহা কিছু আছে, তাহা নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

হরিজন-কিঙ্কর
শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী
পরমহংসমঠ, ভাগবত-পাঠশালা
পোঃ নিমসার, জিঃ, সীতাপুর।

পরং-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	জীব-নির্দ্দেশন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৴১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৴
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	প্রেমবিবর্ত্ত	১৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধান্তসার, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার সারভাষ্য	।০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	১৲
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	১৲
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা বহু)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভক্ত্যুন্মুখি সুকৃতিশূন্য অথবা অল্পপুণ্যবান্ জীবগণের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব—এই চারিটী বস্তুতে কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চাহে না। বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিবলে তবে উহাতে একটু বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। সেই বিশ্বাস প্রথমে কোমল অবস্থায় থাকে, সাধুসঙ্গ-প্রভাবে তাহা সুদৃঢ় হইলে সদ্গুরু-পাদাশ্রয় লাভ হয়, তখন গুরুপদিষ্ট ভজনক্রিয়াবলম্বনফলে অনর্থনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভজনোন্নতি হইতে থাকে। সাধুসঙ্গই ভজনোন্নতির একমাত্র মূলীভূত কারণ। তাহা না হইলে জীব অসাধুসঙ্গক্রমে ভজনচ্যুত, এমন কি ভজনবিরোধী পর্য্যন্ত হইয়া পড়েন। কেননা যাঁহাকে লইয়া ভগবদ্ভজন, তাঁহার সঙ্গই যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর 'ভজন' বলিয়া কি থাকিতে পারে? ভজনের বহিশ্চেষ্টা কিছু দেখা গেলেও তাহা দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। দাম্ভিকগণ সজ্জন দুর্জ্জন বা বৈষ্ণব অবৈষ্ণব বিচার পূর্ব্বক সজ্জন বৈষ্ণব-চরণাশ্রয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া যে মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ ও নামব্রহ্মসেবায় আগ্রহ-বিশিষ্ট হইতে যান, সেরূপ সেবাগ্রহ তাঁহাদের উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। সমস্ত সাত্বতশাস্ত্রই ভগবদ্ভজনপ্রয়াসীর সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবসদ্গুরু পাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কৃষ্ণভক্ত সাজিতে চাহেন, তাঁহারা কোনক্রমেই ভক্তপদবী লাভের যোগ্যতা পাইতে পারেন না; অধিকন্তু 'কৃষ্ণভক্ত'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া দুঃসঙ্গবিধায় বর্জ্জনীয় হন!

বৈরাচারীর দল সদসদ্ বিচারে অসমর্থ হইয়া পরস্ত্রীসঙ্গী মেঠো-বাবাজী বৈরাগীগুলিকে সজ্জনের ন্যায় সম্মান করে ও তাহাকেই, তাহাদের 'উদারতা' বলিয়া 'লোক-সমাজে প্রচার করে; কিন্তু শুদ্ধ-নামপরায়ণ কৃষ্ণকার্ষ্ণসর্ব্বস্ব সজ্জন-গণকে তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করা দূরের কথা, নানাভাবে অসম্মানই করিয়া থাকে। সজ্জনের সাধুচেষ্টাগুলিকে গর্হণ করিবার জন্য তাহারা তাহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতি যাহার যাহা কিছু আছে, তাহার সমস্তই নিয়োগ করে। কিন্তু মূর্খেরা বুঝিতে পারে না যে, সজ্জন-গণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ভক্তি-প্রতিকূল চেষ্টাকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভক্ত্যনুকূল কার্য্যই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সাধু-চেষ্টায় বাধা দিতে গিয়া নিজেদের পায়েই কুঠারাঘাত করিতে হয় অর্থাৎ বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া জন্ম-জন্মান্তরের জন্য নরকবাসেরই ব্যবস্থা করিতে হয়!

যদি কেহ বলেন, "আমরা ত' আর বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বুঝি না, আমাদের বিচারে যাঁহারা অবৈষ্ণব বলিয়া প্রমাণিত হন, আমরা তাঁহাদিগকেই নিন্দা করিয়া থাকি।" তাহাতে আমরা বলি—আমরা জড় বিষয়-মদিরামত্ত হিতাহিত-বিবেকশূন্য বদ্ধ-জীব, আমাদের বিচার সর্ব্বক্ষণই ভ্রমাদি দোষদুষ্ট, সুতরাং আমরা কোন যুক্তিবলে আমাদের ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বুঝি না' বলিয়া আমরা ভালমানুষ সাজিতে চাহিব, অথচ নিন্দা করিবার সময় বৈষ্ণবকেই নিন্দা করিয়া বসিব, —এরূপ ধৃষ্টতা বৈষ্ণবেরা ক্ষমা করিলেও ভগবান্ কখনও ক্ষমা করিতে পারেন না। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে নিজে বৈষ্ণবদাসানুদাস হইতে পারিলে তবে কে বৈষ্ণব, কে অবৈষ্ণব জানিয়া কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা জানা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত আপনাকে নিষ্কপটে বৈষ্ণবদাসানুদাস অভিমান করা না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত অনধিকারচর্চ্চা-দ্বারা হিতে বিপরীত ঘটাইতে যাওয়া আদৌ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলেও যাহাদিগকে পরস্ত্রীসঙ্গী জড়বিষয়াসক্তরূপে দেখা যায়, যাহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই কৃষ্ণেতর বিষয়চিন্তায় রত থাকে, যাহাদের বেশ বা ভেক ধারণ বা ভক্তসজ্জাগ্রহণ, শ্রীধামবাস, শ্রীধাম-নিরূপণচেষ্টা প্রভৃতি সমস্তই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা, তাহারা কেমন করিয়া কোন শাস্ত্রপ্রমাণবলে বৈষ্ণবোচিত সম্মানলাভের যোগ্য হয়? জগাই মাধাই উত্তম ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও না করিয়াছিলেন এমন পাপকার্য্য ছিল না; কিন্তু তাঁহাদের গুণের মধ্যে একটী প্রধান গুণ ছিল—তাঁহারা কোন দিন কোন বৈষ্ণবনিন্দা করেন নাই। করুণা-বতার গৌরহরি তাঁহাদের এই গুণগ্রাহী হইয়াই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। অন্যদিকে অন্তঃ নিবৈষ্ণবও স্পর্শ করিলে যেমন তা বিক্রম প্রকাশে সে করে সেইরূপ অজ্ঞতাবশে কুত্ বৈষ্ণবাপরাধে তাহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না। তবে দু'দিন পূর্ব্বে আর দু'দিন পরে—এইমাত্র বিভেদ।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার নিরন্তর কৃতক বাস্তব সত্য প্রচারফলে কতকগুলি ব্যক্তির স্বার্থসাধন-কার্য্যে ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা নানাপ্রকারে উক্ত সভার সভ্যগণের নিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "ভাগবত পাঠ করিয়া ও শ্রীবিগ্রহ দেখাইয়া পয়সা লইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে নাই, বৈরাগী হইয়া স্ত্রীসম্ভাষণ করিতে নাই, স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎ-সঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণব-সদাচার, দশবিধ নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ভয়ঙ্কর বৈষ্ণবা-পরাধ, অপ্রাকৃত শ্রীনাম, শ্রীধামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহেন, বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণতার অভাব যোষিৎ-সম্ভাষণকারী মেঠো বৈরাগীর সহিত শ্রীভগবানের কোন সম্পর্ক না থাকায় শ্রীধাম নিরূপণকার্য্যে তাঁহার কোন যোগ্যতাই নাই" ইত্যাদি কয়েকটী কথা স্বার্থান্বেষিদলের বক্ষে শেলসম বাজিয়া উঠায় তাঁহারা ত্রিজগদ্বরেণ্য মহানুভব নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবগণেরও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। ভোগিকুল আমাদের সাত্বত শাস্ত্র-সম্মত কোন কথার জবাব দিতে না পারিয়া শেষে সিদ্ধমহাত্মা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী সার্ব্বভৌম মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস-গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি মহাজন-প্রচারিত নিত্যসত্য শ্রীধাম-মায়াপুরকে রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ার মাঠে স্থানা-ন্তরিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন! কিন্তু শ্রীধাম-মায়াপুরের চতুঃসীমানায় না ঢুকিতে পারিয়া এখন নিতান্ত অসভ্য অশিক্ষিতের ন্যায় শ্রীধাম-মায়াপুরকে 'মিঞাপুর' বলিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতেছেন। তাহাতেও জ্বালা জুড়ায় না, বরং আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে দেখিয়া বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবোচিত সম্মানের সহিত সম্ভাষণ না করিয়া নিতান্ত অভদ্রভাবে সম্ভাষণ দ্বারা নীরবের বা বাহাদুরীর পরিচয় দিতেছেন। বৈষ্ণবাবজ্ঞা-ফলে শ্রীনাম, শ্রীধাম যে তাঁহাদের নিকট হইতে চিরতরে বিদায় লইয়াছেন, তাহা তাঁহারা অদ্যাপি বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। মায়া-পুরকে যাবনিক ভাষার সাহায্যে 'মিঞা-পুর' বলিলে বা বৈষ্ণবের জাতিবিচার করিয়া বৈষ্ণবকে অভদ্রভাবে সম্ভাষণ করিলে ধামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ বৃদ্ধি পাওয়া ব্যতীত শ্রীধাম বা তদ্-ভিন্ন বৈষ্ণবের কৃপা কখনও লাভ হইবে না। অতএব বৈষ্ণবাপরাধের ভীষণ পরিণাম স্মরণ করিয়া এখনও সতর্ক হওয়া ভাল।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিবিভূ)

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৭।৭৬ সংখ্যাধৃত বৃহন্নারদীয় বচন)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
(চৈঃ চঃ শিক্ষাষ্টক ২০ অঃ ৩য় শ্লোক)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা হইতে আমরা ইহাই অবগত হই, এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীভগবন্নাম গ্রহণেই জীবের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" —এই বাক্যের "সদা" শব্দটী দ্বারা কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন-বিরতির পক্ষে মুহূর্ত্ত অবকাশ আদেশ হয় নাই।

পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে কিম্বা নিশীথে ও কোন সময়-বিধি বিশেষে কীর্ত্তন প্রশস্ত, অন্য সময় প্রশস্ত বা অন্যান্য কার্য্য করিতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা "সদা" শব্দ দ্বারা নিরাস করা হইয়াছে। [illegible] নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সম্বন্ধ কীর্ত্তন [illegible] ভক্তদিগের [illegible] সময় ভাব-প্রবণতা [illegible] হরিকীর্ত্তন হয়, [illegible] কীর্ত্তন-কারীকে [illegible] আহার, [illegible] করিতে একটু [illegible] হইবে, অথবা [illegible] নিমিত্ত [illegible] চেষ্টা করিতে হইবে, "সদা" শব্দটী দ্বারা [illegible] প্রশ্ন [illegible]।

[illegible] শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে [illegible] করেন, তাহারই [illegible] করিয়া, [illegible] আদর্শ দ্বারা [illegible] করিয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধ শিক্ষা-সেবাফল [illegible] যে 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা' হরি-বাক্যের মর্ম্ম [illegible] হয়, তাহা [illegible] এর মাধুর্য্য [illegible]।

[illegible] প্রবল আন্দোলন হইয়া [illegible]। শ্রীমৎ [illegible] কহেন [illegible] করিতে [illegible]। [illegible] আদেশ [illegible] অবাধে [illegible] কীর্ত্তনকারী [illegible] ব্যাপার (প্রকাশ্য [illegible]) [illegible] চারী হইতে [illegible] সময় [illegible] কলি [illegible] সম্প্রদায় [illegible] নাম কীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] নিত্যানন্দ [illegible] প্রকৃতি [illegible] দেখা যায় [illegible] সহ [illegible] আশ্রম [illegible] কহিয়াছেন—"[illegible] সমাজে শুদ্ধ-ভক্তের [illegible] নাই, সে সমাজ কেন আগুনে পুড়িয়া [illegible] হইয়া যায় না!" —এই বাক্য [illegible] যদি পারমার্থিক [illegible] [illegible] প্রত্যেকটী [illegible] হয়।

[illegible] আজন্মকাল [illegible] হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] কোন কথাই শোনেন নাই। [illegible] যদি মহাপ্রভুর [illegible] আচার্য্য হন, [illegible] শ্রীগোস্বামীর [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] হন তাহা [illegible] আমরা [illegible] হইব! [illegible] প্রত্যেক

হরি-কীর্ত্তনকারীকেই 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই বাক্যের 'সদা' শব্দটী আদরণ করিবার নিমিত্ত নিরন্তর হইতে হইবে। যাহারা কীর্ত্তনের ক্রমটী [illegible] বিষয়-ভোগ [illegible] করিতে প্রস্তুত, [illegible] অধিবেশ [illegible] কীর্ত্তন [illegible] [illegible] সমাজের কল্যাণের [illegible] দিয়া, নাম-কীর্ত্তনের অমুধার [illegible] করা মঙ্গলের বিষয়। [illegible] শ্রীকৃষ্ণনামেরও শরণ-[illegible] 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বাক্যের যাথার্থ্যতা বরণে সমর্থ। জানি না, শ্রীকৃষ্ণ দেবের এরূপ কৃপার শুভক্ষণ কত দিনে পরিপূরণে উপলব্ধ হইবে!

বিরহ-মহোৎসব

([illegible] শ্রীপাদ [illegible]নাথ চক্রবর্ত্তী)

গত ২৮শে বৈশাখ ও ২৯শে বৈশাখ দুই দিবস মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের [illegible] শ্রীভাগবত [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত-[illegible] প্রভুর [illegible] বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব বিরাট ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, [illegible] অরণ্য মহারাজ ও [illegible] বৈভব সাগর মহারাজ এই মহামহোৎসব [illegible] পরিচালনা করিয়া অপূর্ব্ব ও আদর্শ-স্থানীয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারীপ্রভু ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ অক্লান্ত সেবার দ্বারা এই [illegible] সুসম্পন্ন করিয়াছেন। [illegible] ও ভগবানের [illegible] মহোৎসবাদি জগতের বিবাহোৎসব, [illegible] প্রভৃতির ন্যায় নহে। জগতের উৎসব [illegible] ও অনিত্য, আর [illegible] ভগবানের [illegible] [illegible]। এই উৎসবে নিত্য নূতনতা, নবনবায়মানতা [illegible] আছে। এই পারমার্থিক উৎসবের [illegible] বিরুদ্ধ [illegible] জগতের লোক [illegible]। যে দিন আমরা এই সমস্ত [illegible] অধিকার, [illegible] আনন্দোৎসবে [illegible] করিয়া [illegible] আনন্দোৎসবে মগ্ন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব সেইদিনই আমাদের চির মঙ্গল হইবে। এইজন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভক্ত-গণের সহিত নিত্য মহোৎসবাদির অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ইহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাগবত উৎসবাদিতে আমাদের

বহির্মুখ জনসঙ্গ হয়, কৃষ্ণেতর বিষয়ের আলোচনা হয়, অমেধ্যাদি ভোজন করা ও অপরকে করান হয়, আর ভক্তগণ ও ভগবানের উৎসবে সাধুজন সঙ্গ হয়, সাধুর সহিত আদান প্রদান হয়, বৈষ্ণবের নিকট হরি সম্বন্ধীয় নিজ গোপনীয় কথা বলা ও শুনার অবসর হয় আর ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের প্রসাদান্ন উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়, সুতরাং পারমার্থিক উৎসবটী সর্ব্বমঙ্গল। শ্রীমদ্ভাগবতানন্দ প্রভু জগতে আবির্ভূত হইয়া প্রকটকালে কত শত পতিত জীবকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করিয়াছেন। আর আজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াও অনুগত ভাগবতজনগণের হৃদয়ে আনন্দ স্ফূর্ত্তিকারী রূপে থাকিয়া জগতের জীবকে বিশুদ্ধভক্তির সেবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। জগতের লোকের বিরহ বিষাদময়, তার সাধু ভাগবতগণের বিরহ আনন্দময় ও বোধময়। শুদ্ধভক্তগণ আজ ভাগবতানন্দ প্রভুর বিরহ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া কত শত সহস্র বহির্মুখ দুর্ভাগা জীবকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া কত না সুকৃতি উৎপন্ন করিয়া দিতেছেন। পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগণের এত অনুষ্ঠানাদির একমাত্র জীবে দয়ার আদর্শ। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যাদির দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া মেদিনীপুর [illegible] আজ ধন্য, শুধু মেদিনীপুরবাসী কেন, বিশ্ববাসী সকলেই আজ ধন্য। মেদিনীপুর জেলাবাসী বহু ভক্তিমান বিশিষ্ট সজ্জন ও শিক্ষিত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শুক্রবার দিবস সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর অবিরাম কীর্ত্তন হয়, শনিবার প্রাতঃকালে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। অপরাহ্নে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। কীর্ত্তনান্তে আরাত্রিক পরে বক্তৃতা আরম্ভ হয়। ভক্তি সুধাকর ব্যাসাসনে ও বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার আনুগত্যে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ তাঁহার সুললিতস্বরে বৈষ্ণবের বিরহ-মহোৎসব সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন, তদনন্তর শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী প্রভু তাঁহার আবেগময়ী সরল ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ও ভাগবতজনানন্দ প্রভুর কৃত "বন্দুক" প্রবন্ধটী পাঠ করেন। পরে কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। তৎপর ধনী, নির্ধন, জমিদার, প্রজা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলশ্রেণীর ব্যক্তিকে অকাতরে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য পেয়, রসময় বহু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপর দিবস প্রাতে শ্রীল ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য

মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন, অপরাহ্নে আর একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী সরল ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে আরাত্রিক হয়, পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতজনানন্দ প্রভুর গুণ কীর্ত্তন মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ গভীর গবেষণা ও সিদ্ধান্তপূর্ণ একটী বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী সংকোচের সহিত উপদেশপূর্ণ ও বহু শাস্ত্র-যুক্তিমূলে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতান্তে ... [illegible] পর সভাভঙ্গ হয় ও অন্যান্য দিবসের ন্যায় আগন্তুক সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অনুচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

২। ঈশ্বরতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এস্‌, বি, টি,)

অন্তর্বহিঃশূন্য পূর্ব্বাপর-রহিত যিনি জগতের অন্তর্বহির্দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন এবং যিনি জগন্ময়, যশোদা সেই অব্যক্ত অধোক্ষজ নরাকার শ্রীকৃষ্ণকে আত্মজ-বোধে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। এইখানে নরাকার কৃষ্ণরূপের প্রাকৃতত্ব নিষেধিত হইয়াছে।

"সুদর্শনমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।"—গীতার এই বাক্যেও কৃষ্ণরূপ অপ্রাকৃত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অন্যান্য শাস্ত্রেও কৃষ্ণ সপার্ষদ নিত্য বলিয়াই কীর্ত্তিত রহিয়াছেন। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে ব্যাস-অম্বরীষ-সংবাদে ব্যাস কিরূপে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অম্বরীষের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।

"পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদ-গোপিতম্।"—কৃষ্ণ ব্যাসকে বলিলেন আমি তোমাকে আমার বেদ-গোপ্যরূপ দর্শন করাইব, দেখ।

ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভং।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ।
কদম্বমূলমাসীনং পীতবাসসমদ্ভুতম্॥

তখন হে রাজন্! কিশোর-মূর্ত্তি, নবঘনশ্যাম, গোপীগণ পরিবৃত, গোপবালকদিগের সহিত হাস্যপরায়ণ, কদম্বমূলে সমাসীন, পীতবসন গোপরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিলাম।

ততোঽব্রবীৎ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্বয়ম্।
যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং
সনাতনম্।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দ-
বিগ্রহম্।
পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম॥

তদনন্তর বৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ সুমধুর হাস্য করিতে করিতে আমাকে বলিলেন, তুমি অলৌকিক সনাতন, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পূর্ণ ও পদ্মপলাশ-লোচন, এই যে আমার রূপ দর্শন করিলে, ইহার পর আর তত্ত্ব নাই। ইহাতে গোপরূপী কৃষ্ণই পরতত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রীবৃহদ্ বৈষ্ণব-পুরাণে—

নিত্যাবতারো ভগবান্
নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো
নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ॥

জগৎপতি ভগবানের অবতার, মূর্ত্তি, রূপ, গন্ধ, ঐশ্বর্য্য, সুখ এবং অনুভব সকলই নিত্য। এখানে কৃষ্ণাবতার নিত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

অনাদেরস্যৈব রূপং ভগবতো হরেঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবাবস্যোক্তৌ
গ্রহ মোচনে॥

ভগবান শ্রীহরির রূপ অনাদেয় এবং অত্যাজ্য। উহার আবির্ভাব ও তিরোভাবই গ্রহণ ও মোচন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের নিত্যরূপের প্রাকট্যাপ্রাকট্য প্রাকৃত জন্ম মৃত্যু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীকূর্ম্ম পুরাণে—

বিষ্ণোঃ কলেবরত্যাগো ভূত্যাগো হ্যস্য
ন বিদ্যতে।
কলেবর ত্যাগোঽন্যেষাং পঞ্চত্বং
সমুদীরিতম্॥

বিষ্ণুর কলেবর ত্যাগ ভূত্যাগ ছাড়া অন্য আর কিছু নহে। অন্যের কলেবর ত্যাগ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি-অর্থে বুঝিতে হইবে। শ্রীভাগবতে—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্॥ (৩।২।১২)

উপরিউক্ত বাক্যে ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়া নাম্নী শক্তির আশ্রয়ে মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিকে লোকে প্রকট করাইয়াছিলেন, [illegible] আশ্রয়ে নহে। কৃষ্ণরূপই মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী, নারায়ণরূপ নহে। শ্রীকূর্ম্ম পুরাণে—

"দেহ দেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে
বিদ্যতে ক্বচিৎ॥"

প্রাকৃত-সৃষ্টিতে দেহ দেহীর ভেদ বিদ্যমান থাকিলেও অপ্রাকৃত ঈশ্বরতত্ত্বে এই ভেদ স্বীকৃত হইতে পারে না। ঈশ্বর ও তাঁহার দেহ অভিন্ন চিদ্বস্তু। শ্রীপদ্মপুরাণে (পাতালখণ্ডে)—

"প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং
দ্বিধোচ্যতে।"

লীলাময় কৃষ্ণের লীলা চিন্ময়, উহা প্রকটাপ্রকট হিসাবে দ্বিবিধ। শ্রীপদ্ম-পুরাণে—

সদানন্দৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ
স দীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ
জগদন্তরে।
সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে
হরিঃ॥

শ্রীভগবান্ যখন প্রপঞ্চে লীলা বিস্তার করেন, তখন উহা প্রকট এবং যখন উহা সংবরণ করেন, তখন উহা অপ্রকট। কিন্তু এই অপ্রকট লীলায়ও তিনি অন্য জগতে তদ্রূপভাবে নিজ পরিজন-সহিত ক্রীড়াশীল থাকেন। সুতরাং আমি দেখি আর নাই দেখি, তাঁহার লীলা অপ্রতিহত ভাবে চলিতেই থাকে।

কৃষ্ণের এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি সম্বন্ধে কেবলমাত্র ভক্তই সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন, অন্যে নহে। এই মূর্ত্তি কেবলমাত্র ভক্তই দেখিতে পান। যাঁহাদের ভক্তের চিহ্ন পুষ্ট হইতেছে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, তাঁহারা এই ভক্তি লাভের অধিকারী নহেন। কৃষ্ণরূপের নিকট প্রপত্তি স্বীকারই উহার সাক্ষাৎকার লাভের যোগ্যতা বিধান করে। যথা— শ্রীবাসুদেবোপনিষদে (৩৫)—

মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি
চাব্যয়ম্॥

আমার আদি মধ্যান্ত-শূন্য, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দ, অব্যয় এবং অদ্বয় ব্রহ্মরূপ ভক্তির দ্বারাই বিদিত হইয়া থাকে। শ্রীপদ্ম-পুরাণে—

সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽ-
ধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্
দর্শয়েৎ প্রভুঃ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সুতরাং অধোক্ষজ (অচাক্ষুষ) হইয়াও স্বীয় শক্তি-প্রভাবে ভক্তের নয়নে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশ তত্ত্ব। তিনি স্বেচ্ছায় স্বয়ংপ্রকাশ শক্তি দ্বারা নয়নে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু নেত্রের বিষয় বলিয়া নেত্রে অভিব্যক্ত হন না। এই জন্য অপ্রাকৃত দর্শনাভাবে যাঁহারা কৃষ্ণের জন্ম মরণ লীলাকে প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য বলিয়া মনে করত কৃষ্ণকে মানব জ্ঞানে অনাদর করেন, গীতায় তাঁহারা কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক মূঢ় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং
তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত
মহেশ্বরম্॥

এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা, তাঁহার পরতমতা ও কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে নারায়ণরূপ হইতে কৃষ্ণরূপের উৎকর্ষতা প্রদর্শনকল্পে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইবে। অবশ্য এ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক ভাবে অনেক প্রমাণ উপরি উক্ত বাক্য-সমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী কিছু না বলিলেও চলে। আমরা মাত্র দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। আমাদের গ্রন্থে শ্রীনারায়ণরূপকে কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ নারায়ণ ও কৃষ্ণ একই বস্তু। কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই তত্ত্বের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য ভেদে বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কৃষ্ণ মাধুর্য্য বিগ্রহ ও নারায়ণ ঐশ্বর্য্য বিগ্রহ। কৃষ্ণরূপই স্বয়ংরূপ।

ভাগবত 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই বাক্যে কৃষ্ণকেই পরতত্ত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন। আবার,—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
(ভাঃ ১০।৪৪।১৪)

এই বাক্যে অসমোর্দ্ধ ও 'অনন্যসিদ্ধ', এই দুই বিশেষণের প্রয়োগ দ্বারা কৃষ্ণ-রূপের পরমোৎকর্ষতা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ তচ্চাপি
সত্যং ন তবৈব মায়া॥
(ভাঃ ১০।১৪।১৪)

এই বাক্যে নারায়ণ কৃষ্ণের অঙ্গ (অংশ) রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥
(ভাঃ ১০।১৬।৩৬)

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপাদায় শুদ্ধ শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়াছেন। প্রত্যহ স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও গৌরবিহিত হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সুকৃতিমান্ বহু সজ্জন কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছেন। প্রাচীন গৃহস্থভক্ত, সদাচার আদর্শ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র, [illegible] মহাশয় এবং [illegible] শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস ভ্রাতৃদ্বয় প্রচারকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিতেছেন। [illegible] সকলেরই তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণীয়।

গত ১৭ই বৈশাখ হইতে চারিদিবস কাল শ্রীল ভারতী ও গিরি মহারাজদ্বয় ময়ূরভঞ্জের বালানুকা গ্রামে বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত দীনকেতনদাস মহাশয়ের উদ্যোগ ও আনুকূল্যাদি বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৯

বিষ্ণুবৈষ্ণবপাদপদ্মেষু নিবেদনম্—

২৮শে বৈশাখ ১৩৩৯ সাল, ১১ই মে শনিবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের (শ্রীশ্রীল রাধামদন-মোহন ও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের) **শ্রীচন্দন-যাত্রা** ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৩১শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার শ্রীজগন্নাথদেবের **পুনর্যাত্রা** পর্য্যন্ত মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। **২১শে আষাঢ়**, ৬ই জুলাই শনিবার নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের** সাংবৎসরিক **বিরহ-মহোৎসব** হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবত-ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্ট-গোষ্ঠী হইতেছে। **সাত্বত-শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্ব-মানবধর্ম্ম-সমন্বয়-কারিণী শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারিত হইবে।** **অনবসর-কালে** বিশ্বাসে **আলালনাথ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠে** শ্রীগৌরাঙ্গগণের অনুষ্ঠানরূপে **মহামহোৎসব** হইবে। মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব।

শ্রীবৈষ্ণবানুদাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,**

" **শ্রীভক্তিহৃদয় বন,**

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়

(ভক্তিসারঙ্গ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়চয়ের অধ্যাপকের আসন সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। ভক্তশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য ও অনুবাদ সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার ঐ বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র-গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /০

সকলদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	৲
৩।	ধাম-দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	৴০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	⁄১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷০
১২।	জৈবধর্ম	৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাংলা, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও সরলানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।/
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'—বা আমি কৃষ্ণদাসানুদাস—এই জ্ঞানের নামই সম্বন্ধ-জ্ঞান, স্ব-স্বরূপোপলব্ধি বা বৈষ্ণবতা। এই জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কখনও আপনাকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণাভিমানী, কখনও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমান্তর্গত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। তাহাতে একটি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। গুণ-কর্ম্মবিভাগানুসারে বর্ণ এবং আশ্রমবিধান বদ্ধজীবের স্বরূপজ্ঞান বা বৈষ্ণবতা উপলব্ধির প্রথম সোপান-স্বরূপ হইলেও তাহা জীবের একমাত্র প্রাপ্য নহে, ইহা না বুঝিলে [illegible] পর্য্যন্ত মনুষ্যসমাজের বিশৃঙ্খলতা অপসারিত হইবে না। "বৈষ্ণব" সম্বন্ধে অনেকেরই একটি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ধারণা আছে। কেহ কেহ মনে করেন, 'বৈষ্ণব' বলিয়া ব্রাহ্মণাদির ন্যায় বুঝি একটি পৃথক সম্প্রদায় আছে, আধুনিক বাঙ্গলার অনেক লোকই বোধ হয় সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ মানিতে চাহেন বা না চাহেন, জীবমাত্রই যে স্বরূপতঃ 'বৈষ্ণব', [illegible] নাম বৈষ্ণবতা নহে, বৈষ্ণব যে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্লভ—এইসকল আলোচনা খুব সীমাবিষ্টসংখ্যক লোকেই করিবার সৌভাগ্য পাইতেছেন।

বিষ্ণু শব্দ হ'তে বা বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বস্তুই বৈষ্ণব। বিষ্ণুসম্বন্ধ-বিস্মৃত জীবই আপনাকে বৈষ্ণবেতর সম্বোধনে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত হন। তবে বর্ত্তমানযুগে তথাকথিত 'বৈষ্ণব' নামধারিগণের আচার-বিচারাদিই যদি 'বৈষ্ণবসম্প্রদায়' বলিয়া একটী পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টির কারণ হয় এবং সেই কারণেই যদি জীবের বৈষ্ণবতালাভের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে তাহাতেই জীবের বিচারহীনতারই পরিচয় পাওয়া যাইবে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—এই সম্বন্ধ-জ্ঞান বা বৈষ্ণবতা প্রদানের জন্যই স্বয়ং বৈষ্ণবভাব অঙ্গীকার করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইলেন। সেই মহাপ্রভুর শিক্ষায় অনাদর প্রকাশ পূর্ব্বক বৈষ্ণবতায় অনাদর কখনও জীবের পক্ষে সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। মালা তিলকাদি ধারণের ব্যভিচার দৃষ্ট হইলেও তাহা অনাদৃত্য বলিয়া ত্যাজ্য নহে। এসকল কথা আমরা পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিলেও পাঠকগণের পুনর্ব্বার জন্য মধ্যে মধ্যে পুনরালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। [illegible] কলেবর বিষয়-সেবায় মত্ত হইয়া কত না অর্থনিধান মধ্যে পড়িয়াছি, এ সকল কথা কি একবার আলোচনা করিলেই সমাপ্ত করা যায়? প্রত্যেক দিন আমাদের দুর্দ্দিনের কথা আলোচনার জন্যই দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের অবতরণ। সহৃদয়-সজ্জন পাঠকগণ নদীয়াপ্রকাশের এই চেষ্টা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দ পাইয়া থাকেন ইহাতেই আমাদের আনন্দ।

"এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দবিশেষ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার আদিব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন (মধ্য ২২শ),—

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায় ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও ভক্ত—এই চারিটী কৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ স্বরূপ, কাহারা বৈষ্ণব বস্তু। ইঁহাদের পূজা না করিয়া যে কৃষ্ণপূজার অভিনয়, তাহা কেবল দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"মোর ভক্ত না পূজে আমারে পূজে
মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥"
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৭ম।)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন (মধ্য ২২শ অঃ)—

"তদীয়—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥"

তুলসী, গঙ্গা, মথুরা, ভাগবত ও তদ্ভিন্ন ভক্ত বা বৈষ্ণবের পূজা না করিলে কৃষ্ণকৃপা লাভের কোন আশাই থাকিতে পারে না। সুতরাং এই বৈষ্ণবের বিষয় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটু স্থির-মস্তিষ্ক হওয়া আবশ্যক। যে বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝিতে পারেন না, সেই বৈষ্ণবের আচার বিচার সম্বন্ধে নিজের মনের খামখেয়ালমত যাহা ইচ্ছা, তাহা বলিয়া ফেলা অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়।

বৈষ্ণবের ঠাঁই যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তার প্রেমবাধ॥
যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥

প্রতীপ জনরঞ্জন ও কৃষ্ণজন-রঞ্জন এক নহে

শুনিলাম, সম্প্রতি নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত 'নবদ্বীপ' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার ২য় সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইল। নবদ্বীপের অন্যতম আলোচ্য বিষয় শ্রীধামের ও নদীয়ার [illegible] পরিচয় দেখা যাইতেছে। বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] অনুমোদন করিতে পারিবেন না। [illegible] কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জন-মনোরঞ্জন করিবার [illegible] মনোরঞ্জন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমরা [illegible] কোন সাময়িক [illegible] বিচার সম্বন্ধে কটাক্ষ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা [illegible] পারি না। তিনি তাঁহার [illegible] জনসাধারণের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকিতে পারেন, বৃন্দাবনবাসীদের নিজ [illegible] অসমর্থ হইয়া অন্যাভিলাষময়ী [illegible] প্রাকৃত নায়কনায়িকার কার্য্যকলাপ [illegible] আনন্দোপভোগ করিতে পারেন, সাহিত্যসেবী [illegible] 'স্বাধীন বৈষ্ণব' মহাশয়ের কুঞ্জে [illegible] দিনের সঙ্গে [illegible] মন আবির [illegible] আনন্দ পাইতে পারেন, ছড়া-নাম-কীর্ত্তনাদি বাবাজী [illegible] 'কাঁকড়া' [illegible] চীৎকারের দ্বারা [illegible] চেষ্টা করিয়াছেন, [illegible] হইতে পারে বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কি দেখিয়া তিনি আনন্দ পাইবেন? বহির্ম্মুখ জনমনোরঞ্জনের কিছুই যে তাঁহাদের নিকট নাই, তাঁহারা যে অকালপক্কতার কোন প্রশ্রয়ই দেন না, তাঁহাদের প্রভু—"পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়", সেই প্রভুর বাণী—"পাষণ্ডদলন আর প্রেম প্রচারণ", প্রভু নিত্যানন্দের [illegible] তাঁহাদের হস্তে—পাষণ্ডদলন-পতাকা, বাক্যে—পাষণ্ডগণকে ধিক্কার, [illegible] দিবারাত্র মহামন্ত্র হরিনাম, [illegible] উচ্চৈঃস্বরে [illegible] শাস্ত্রপাঠ, [illegible] পাষণ্ডগণের [illegible] বল, [illegible] তাঁহাদের কৃপাবলে জীবের [illegible] দূর না হওয়া পর্য্যন্ত জীব ইঁহাদের আচার বিচারের মধ্যে কেমন করিয়া আনন্দের অনুসন্ধান লাভ করিবেন? কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-বস্তুর অনাদিকে [illegible] অমঙ্গলে শ্রীল [illegible] নারি, তাঁ'র চরণ [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরবাসী শ্রীগুরুদেবের কোন [illegible] সঙ্গে সম্বন্ধ হইতে পারেন না। [illegible] কি আছে?—

কি [illegible] ঠাঁই
[illegible] নাহি।
[illegible]
[illegible]।

'যুক্তবৈরাগ্য' ও 'ফল্গুবৈরাগ্য' সম্বন্ধে [illegible] আলোচনা পাইলে তিনি শ্রীমায়াপুরের [illegible] বিচার সমীচীনই হইয়াছে বুঝিতে পারিতেন। [illegible] প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফল্গুবৈরাগ্য [illegible] স্বীকার করেন না [illegible] তাঁহারা অনাসক্তচিত্তে যাবতীয় বিষয়কে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ [illegible] যুক্তবৈরাগ্যবান্ [illegible] প্রাকৃত [illegible] শ্রীধাম-পরিক্রমা [illegible] মায়াপুরে [illegible] তিনি [illegible] বলিতে পারেন না। [illegible] শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ হয় [illegible] জনরঞ্জন বাবুর ন্যায় [illegible] গৃহ-পরিক্রমা ছাড়িয়া [illegible] পরিক্রমার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতেছেন? শ্রীভগবান [illegible] বিপ্রলম্ভলীলার [illegible] শ্রীগৌর[illegible] প্রকট করেন নাই? [illegible] জ্ঞান—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-[illegible] সৌভাগ্য আছে। [illegible] সেইভাবে শ্রীধাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে পারেন। [illegible]

ধর্ম্মই চৈতন্যের নাম, রূপ, গুণ, বিলাস বৈশিষ্ট্য ও লীলা প্রচার করা। [illegible] মাধুর্য্য-ভজন কেন আসি [illegible] দ্বারা কুনাট্য বিস্তার করিবেন [illegible] বিপ্রলম্ভ-মাহাত্ম্য, [illegible] তাহা উল্লাস নাই, [illegible]। অসঙ্গত হইবে [illegible]। গৌরভজনগণ [illegible] স্থানে পরিত্যাগ [illegible]।

শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] আদর্শ [illegible] থাকিবেন [illegible] চৈতন্য [illegible] জীবকে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] একান্তভাবে [illegible] প্রদান করেন। জীব [illegible] শ্রীনাম [illegible] ক্রমে ভগবদুপলব্ধি লাভ করিতে [illegible]। ভগবদ্ভক্তিকে [illegible] পর্য্যালোচনা বিষয় [illegible] প্রভৃতি পাকা প্রেমভক্তি [illegible] কোন অপেক্ষা না রাখিয়াও [illegible] নির্ম্মল জল বর্ষণে [illegible] আকুল থাকে, [illegible] পূজা ও কৃষ্ণনামকীর্ত্তন [illegible] যায় না। [illegible] লোকের [illegible] পুরুষ যুগপৎ অবস্থান থাকিলে [illegible] অনধিকারী পুরাণাদি [illegible] গাইয়া কৃষ্ণনাম হইতে [illegible] আর কি বলা যাইতে পারে? [illegible] পাওয়ার জন্য একান্ত [illegible] যে সকল অনর্থ আসিয়া সাধককে [illegible] করে, কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক তাহা দূর করিয়া সাধককে তাঁহার পদপ্রান্তে [illegible] থাকেন। [illegible] হইতে।" "কৃষ্ণ তোমার [illegible] একবার। মায়াবদ্ধ [illegible] হতে পারে॥" [illegible] কৃষ্ণকে [illegible] ভক্তিদ্বারা [illegible] বিভ্রম [illegible] আমাদের [illegible] প্রস্তুত [illegible] হয়। কিন্তু [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] কি [illegible] পূজা [illegible] দ্বারা [illegible] তাদৃশ [illegible] করেন।"

[illegible] কথা এই—আমরা [illegible] বাবুকে [illegible] ও [illegible] জানি। [illegible] মাধ্যমিকের [illegible] শ্রীদাম-মায়াবাদীদিগের বিচার [illegible] নিকট বিনীত বিপক্ষরূপে আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের

নির্জ্জলৈকাদশী

পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর
কাব্যতীর্থ, বি, এ।

শ্রীল পাণ্ডবশ্রেষ্ঠের জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বাসুদেব শ্রীবেদব্যাসমুখে নৈর্জ্জলা শুক্লা একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণার্থে যোগদান করিলেন। তিনি অতীব বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন— হে পদ্মপলাশলোচন দ্বৈপায়ন! আমি মানবধর্ম্মাদি শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে বৈষ্ণবধর্ম্ম যথাযথ কীর্ত্তন করুন। ব্যাসদেব বলিলেন—শ্রীমৎ বৈদিক মানবধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হইলেও, কিন্তু কলিযুগে নানা বিঘ্ন-হেতু [illegible] পালন একান্ত অসম্ভব। অতএব সর্ব্বপ্রকার সুখোপায়, অল্পব্যয়, ঈষৎ ক্লেশ, [illegible] এই প্রকার কথা বলিতেছি, [illegible] সমুদয় পুরাণের সারভূত। উভয় পক্ষের একাদশীতেই আহার বর্জ্জন করিবে। দ্বাদশী তিথিতে পবিত্র হইয়া পুষ্পাদি দ্বারা কেশবার্চ্চন সমাপনান্তে অগ্রে বিপ্রগণের ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। জননাশৌচে, মরণাশৌচেও একাদশীতে ভোজন করিবে না; অতএব ইহাই প্রতিপাদিত হয়, মানব নিঃসন্দেহে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত এই ব্রত পালন করিবে। পাপিষ্ঠ দুরাচার অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণও একাদশীর পালনে কদাপি যমমন্দিরে প্রবেশ করিবে না।"

মহাদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নমুখে এই বাক্য শ্রবণান্তর মহাবাহু ভীমসেন অশ্বত্থপত্রবৎ কম্পমান-কলেবরে বেদ গুরুর [illegible] কহিলেন, হে পিতামহ [illegible], আমার জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, জননী কুন্তী, দ্রৌপদী, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহারা কদাপি একাদশীতে ভোজন করেন না। আমাকেও একাদশীতে ভোজন-বিষয়ে [illegible] নিষেধ করেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকি যে, আমার ক্ষুধা অতীব

. . . . . .

সম্বন্ধে শ্রীগীতার সমস্ত [illegible] আছে [illegible] আশা করি। [illegible] আর বৈষ্ণবান্দার [illegible] বিরোধী [illegible] হইবে না [illegible] বিশ্বাস। এত সম্বন্ধে [illegible] মানব জীবন [illegible] করিয়া [illegible] জীবের কথা।

নবদ্বীপের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত '[illegible] না' শীর্ষক প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে [illegible] সাপ্তাহিক পত্র ও [illegible] প্রকাশিত।

([illegible])' শীর্ষক প্রবন্ধটী আলোচ্য।

তাহা অতএব একাদশে কেশবের পূজান্তে [illegible] দানাদি সমাচরণ করিব।

শ্রীভীমসেনের একথা শ্রবণান্তে ব্যাসদেব বলিলেন—যদি স্বর্গে তোমার অভিলাষ থাকে এবং নরক অশুভ বোধ কর, তবে উভয়পক্ষের একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করিও না।

তখন ভীমসেন পুনরায় বলিলেন—হে পিতামহ! আপনার সমক্ষে বলিতে কি, আমি একবার মাত্র ভোজন দ্বারাও ক্ষুধা সহনে সমর্থ নহি, উপবাসের কথা কি? আমার উদরস্থ বৃক নামক বহ্নি সর্ব্বদা ক্রমে ভোজনহেতু উপশমিত হইয়া যায়। যাহা হউক আমি একটী মাত্র উপবাস পালনে সমর্থ হইতে পারি। অতএব যাহার দ্বারা স্বর্গ-গমন [illegible] কল্যাণ-লাভ করিতে পারি, তাহা নিশ্চিতরূপে উপদেশ করুন।

ব্যাস বলিলেন—হে পাণ্ডব! জ্যৈষ্ঠ বৃষরাশিস্থ কদাপি বা মিথুনস্থ হইলে, জ্যৈষ্ঠী শুক্লা একাদশী তিথিতে যত্ন সহকারে নির্জ্জলোপবাস পালন করিবে। কেবল গণ্ডূষ ও আচমন ব্যতীত অন্য উদক বর্জ্জন করিবে, অন্যথায় ব্রতভঙ্গ হইবে। উদয় কাল হইতে পুনর্ব্বার উদয়কাল পর্য্যন্ত অহোরাত্র সময় জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলে মানব অনায়াসে দ্বাদশ দ্বাদশীর ফলপ্রাপ্তি করিয়া থাকে। অনন্তর দ্বাদশীর প্রভাতে স্নানান্তে দ্বিজদিগকে জল ও সুবর্ণাদি দান করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত ভোজন করিবে। হে ভীম! এই প্রকারে সম্বৎসর মধ্যে যাবতীয় একাদশীর ফল লাভ হইবে। শঙ্খ, চক্র, গদা-পদ্মধারী কেশব স্বয়ং আমাকে একথা [illegible] প্রদান করিয়াছেন যে—যিনি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণাগত হইয়া একাদশীতে নিরাহার ব্রত পালনে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে। কলিযুগে দ্রব্যশুদ্ধির অভাবে স্মার্ত্ত সংস্কার নাই, আবার এই কলিযুগে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব হে বায়ুপুত্র! অধিক বলিব কি? জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষের একাদশীতে জলবর্জ্জিত উপবাসের দ্বারা পূর্ণ বৎসরের সমস্ত একাদশীর পুণ্য সাধিত হইবে। ইনি ধন, ধান্য, পুত্র, আরোগ্য, মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে [illegible] নাই। ব্রতী নরের নিকটে অঞ্জন [illegible] উপাসক মহাকায় কৃষ্ণবর্ণ মুদ্গরহস্ত যমদূত আগমন করিতে পারে না। কিন্তু অন্তকালে পীতাম্বরধর, সৌম্যমূর্ত্তি, চক্রহস্ত, মনোগতি বিষ্ণুদূতগণ সেই বৈষ্ণবকে শ্রীবৈকুণ্ঠপুরীমধ্যে লইয়া প্রবেশ করেন। অতএব যত্নসহকারে উদক বর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ একাদশী পালন করিয়া জল ও ধেনু দান দ্বারা সমগ্র পাতকরাশি হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

নর বা নারীর অর্জ্জিত মেরুমন্দারতুল্য পাপপুঞ্জ একাদশীর প্রভাবে ভস্মীভূত হইয়া যায়। জলধেনু প্রদানে অসমর্থ ব্যক্তি সকাঞ্চন বস্ত্রযুক্ত ঘট প্রদান করিবে। মানব ঐ তিথিতে স্নান, দান, জপ বা হোমাদি যাহা করিবে, তাহার অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইবে। নির্জ্জলৈকাদশী ব্যতীত অন্যধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন কি? নিশ্চয়ই ইহার উপবাস দ্বারাই বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইবে।

একাদশী দিনে অন্নভোজী মানব পাপই ভোজন করে; ইহলোকে চণ্ডালত্ব লাভ করিয়া মরণান্তে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মহা, মদ্যপায়ী, চোর, গুরুদ্বেষী, মিথ্যাবাদী ব্যক্তিগণও একাদশীর উপবাসে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। হে কৌন্তেয়! বিশেষতঃ নির্জ্জলৈকাদশী দিনে নরনারীগণের কর্ত্তব্য শ্রবণ কর। শ্রদ্ধার সহিত জলশায়ী কেশবের পূজাবিধান পূর্ব্বক সদক্ষিণ জলধেনু অথবা ঘৃতধেনু নানাবিধ মিষ্টান্নের সহিত দান করিবে। বিপ্রগণকে সর্ব্বপ্রযত্নে তুষ্ট করিবে, তাঁহারা তুষ্ট হইলে শ্রীহরি মোক্ষ দান করিবেন। ইহাতে অবহেলাকারিগণ নিশ্চয়ই পাপাত্মা, দুরাচার ও আত্মদ্রোহী হইয়া থাকে। ব্রতী নর অতীত ও আগামী শতপুরুষ বাসুদেবের নিলয়ে প্রেরণ করে। উপবাসী ব্যক্তিগণ শান্ত, দান্ত, দানশীল, বিষ্ণুপূজাপরায়ণ মানবদিগের সহিত রাত্রি জাগরণ করিবে। দ্বিজাতিদিগকে অন্ন, বস্ত্র, ধেনু, জল, শয্যা, আসন, কমণ্ডলু ও ছত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য। যিনি সৎপাত্রে পাদুকা দান করেন, তিনি সুবর্ণময় যানারোহণে স্বর্গলোকে গমন পূর্ব্বক পূজা পাইবেন। এই মাহাত্ম্যের শ্রোতা ও কীর্ত্তনকারী উভয়েই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। অমাবস্যায় দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা লভ্য সমুদয় ফল শ্রোতা প্রাপ্ত হয়েন।

দশমীদিনে দন্তধাবন পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিবে—আমি একাদশীতে নিরাহার ও আচমন ব্যতীত জলবর্জ্জিত থাকিয়া কেশবের প্রীতি-হেতু ব্রতাচরণ করিব। দ্বাদশী দিনে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা শ্রীত্রিবিক্রমদেবের অর্চ্চন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবেন—দেবদেব, হৃষীকেশ, সংসারার্ণব-তারণ! এই জলকুম্ভ প্রদান-হেতু আমাকে শ্রেষ্ঠ গতি প্রদান করুন।

হে ভীম! জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লৈকাদশীতে নির্জ্জল ভাবে উপবাস করিয়া মানব শ্রেষ্ঠ বিপ্রাদিগকে উদকুম্ভ দান পূর্ব্বক বিষ্ণুনিকটে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে যে ব্যক্তি পাপনাশিনী এই দ্বাদশী পালন করে, সে সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া নিরাময় লোক লাভ করে। তদবধি মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন ঐ মঙ্গলময়ী একাদশীর ব্রত পালন করিতেছিলেন। এই হেতু ঐ

জগৎস্বরূপ নির্ণয়ে অদ্বৈতমতের সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমরা বেদান্তসূত্রের 'তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ' (২।১।১৪) সূত্রে জগৎ যে ব্রহ্মের পরিণাম, একথা আমরা জানিতে পারি। অনিরোধপর তার্কিকগণ 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' এই শ্রুতিবাক্যের [illegible] প্রকৃত আশয় বুঝিতে অক্ষম হইয়া যদ্যপি উক্ত শ্রুতিবাক্যে অন্যরূঢ় বুদ্ধি কল্পনা করত অর্থবিপর্যয় করেন, সেইজন্য পাঠকগণ ভগবান্ ব্যাসদেব তদীয় বেদান্তসূত্রে ঐ শ্রুতির বাস্তব অর্থ কি তাহা আলোচনাপূর্ব্বক সূত্রাকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মোহগ্রস্ত মায়াবাদী বেদান্তের দোহাই দিয়া তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত মায়াকলুষিত দুষ্ট মতবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক সভ্য আস্তিক সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইবার দুষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইহারা 'বাচারম্ভণ' এই শ্রুতি সম্বন্ধে বলেন যে, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্—ইহাতে যে নিশ্চয়াত্মক 'এব' শব্দ আছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে, কারণরূপ মৃত্তিকাই সত্য—কার্য্যরূপ মৃন্ময়ঘটশরাবাদি মিথ্যা সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একমাত্র কারণস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য, কার্য্যরূপ জগৎ মিথ্যা।

কপটাচারী লোককর্ত্তৃক [illegible] আস্তিক-এর ভণ্ড মায়াবাদিগণ আপনাদিগকে শ্রুতিসম্মানকারী শ্রৌতাত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্বীয়যুক্তিকে পূর্ব্বপক্ষ উপাপন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-পক্ষীনর্দেশে যে বেদান্তসূত্রে প্রদর্শনের ছলনা করিয়াছেন, তাহা অতঃপর আলোচিত হইতেছে।

মায়াবাদী বলিতেছেন যে, যদি কেহ এরূপ বলেন যে সূত্রে অনন্যত্ব এবং অভেদত্ব-বাচক শব্দ থাকায়, কারণকে সত্য বলা হইতেছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু মৃত্তিকার ও ঘটাদিতে যেমন অভেদত্ব, বৃক্ষ নানা শাখা উপশাখায় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও যেমন একই বৃক্ষ থাকে, তদ্রূপ সূত্রের ঐ অভেদবাচক শব্দটিও কার্য্য ও কারণের একত্ব প্রতিপাদক—পূর্ব্বপক্ষকারীর একথা নিতান্ত অসঙ্গত ও যুক্তিহীন, কারণ জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যরূপ জগৎ কারণরূপ বৃক্ষের ন্যায় সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগৎ সত্য নহে মিথ্যা, কার্য্যরূপ জগৎকে সত্য বলিলে শ্রুতির নিশ্চয়াত্মক এব শব্দের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে, অধিকন্তু ছান্দোগ্যেও যে 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যম্' ইত্যাদি বাক্যে যে একমাত্র পরমকারণ ব্রহ্মকেই সত্য বলা হইয়াছে, তাহার সহিতও কোন সঙ্গতি হয় না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ বাক্যের কারণরূপ ব্রহ্মই সত্য এবং কার্য্যরূপ জগৎই অস্তিত্বহীন ও মিথ্যা এই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা উপযুক্ত হইয়াছে।

আচ্ছা, এক্ষণে মায়াবাদী যে শ্রুতিবাক্যে নির্ভর করিয়া জগৎরূপ কার্য্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই শ্রুতিটি অতঃপর বিশেষরূপে আলোচনা করা যাইতেছে। উক্ত শ্রুতিটি এই—

'যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥'

এস্থলে [illegible] বলেন, মায়াবাদিগণ 'মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' শ্রুতির এই শেষাংশের সত্য শব্দটিকে যে মৃত্তিকা শব্দের বিশেষণরূপে অর্থ করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, কারণ সত্য শব্দ মৃত্তিকা শব্দের বিশেষণ হইলে উহা ক্লীবলিঙ্গ না হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইত এবং ইতি শব্দের ব্যবধান থাকিত না, এবং যদি তাহা হইত, তাহা হইলে উক্ত বাক্যাংশের 'মৃত্তিকৈব সত্যা' এই আকার ধারণ করিত। অতএব সত্য শব্দ যখন ক্লীবলিঙ্গ, তখন উহা উক্ত শ্রুতির [illegible] যে [illegible] শব্দ আছে, তাহারই বিশেষণ—ইহাতে শ্রুতির অর্থ হইতেছে যে—ঘটাদি সকল কার্য্য মৃত্তিকারূপ না হইলেও উহা কার্য্য সত্য, মিথ্যা নহে, সুতরাং জগৎরূপ কার্য্য ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন না হওয়ায় এবং ব্রহ্মই তাহার উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হওয়ায় [illegible] তাহা সত্য, মিথ্যা নহে।

পূর্ব্বপক্ষের মায়াবাদিগণের অনুসরণ করিলে, শ্রুতি যে একের বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা রক্ষিত হয় না। যেমন কারণরূপ সুবর্ণের জ্ঞান হইলেই কার্য্যরূপ কুণ্ডল বলয়াদির সত্যস্বরূপ অর্থাৎ তাহারা যে সুবর্ণাত্মক তাহা জানিতে পারা যায়, সেইরূপ একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমকারণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই কার্য্যরূপ জগতের জ্ঞান, অর্থাৎ জগৎ যে ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মেরই শক্তিপরিণতি এই উপলব্ধি হয়। কিন্তু মায়াবাদী বলেন যে সত্যজ্ঞান হইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। বেদ যেখানে একের বিজ্ঞানে সকলের বিজ্ঞান হয় বলিতেছেন, ইহারা সেখানে একের বিজ্ঞানে সকলের অবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত, অথচ ইঁহারা আপনাদিগকে বেদানুগ বলিয়া পরিচয় দিবার ধৃষ্টতা করেন।

আচ্ছা, তোমরা যে ব্রহ্মরূপ-কারণকে সত্য এবং জগৎরূপ-কার্য্যকে মিথ্যা বলিতেছ, তখন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, সেই কারণরূপ ব্রহ্ম কিসের কারণ, বলিতে পার? তিনি কি আকাশকুসুমের কারণ? অথবা কার্য্যাভাবের বা শশশৃঙ্গাদির কারণ? আর যদি ব্রহ্ম কিছুরই কারণ নয় বল, তবে বেদান্তশাস্ত্রবচন, তাহা হইলে,

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'
'স আত্মানং স্বয়মকুরুত'
"জন্মাদ্যস্য যতঃ"
'পিতাহমস্য জগতঃ'

প্রভৃতি শ্রুতি, স্মৃতি, বেদান্ত যে সমস্বরে ব্রহ্মকে জগৎরূপ কার্য্যের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, তাহার কি হইবে? হে মায়াবাদিন্! তোমাদের সাধ্য কি যে ইহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রের যুক্তপ্রমাণ [illegible] কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পার? কেবল কি কল্পনা ও লৌকিক যুক্তিবলেই জিতিয়া যাইবে! তাই, তোমার যুক্তির বিচারই করা যাইতেছে।

মায়াবাদী যে অধিষ্ঠানবশতঃ জগৎ স্বরূপতঃ না থাকা সত্ত্বেও আছে বলিয়া ভ্রম হয় বলিয়াছেন, আচ্ছা তাহা হইলে ত' উক্ত [illegible] না থাকা সত্ত্বেও আছে বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। অধিষ্ঠানরূপ [illegible] দোষ যদি জগৎ[illegible] সম্বন্ধে হওয়া [illegible] তাহা হইলে সেই কারণদোষে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও হইতে পারে। [illegible] নিজ যুক্তি দ্বারা স্বমতই খণ্ডন করিয়াছেন। আবার শিষ্যগণকে অবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে অবিদ্যা বা মায়া সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া তাহা অনির্ব্বাচ্য,—আচ্ছা, যে অবিদ্যা বা মায়া অনির্ব্বাচ্য, তাহার পরিচয় আচার্য্য শিষ্যকে কি প্রকারে দেন? অনির্ব্বাচ্য বলিলে তো কেহ বুঝাইতে পারে না, আর না বুঝিলেও ব্যবহার চলে না, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও [illegible] প্রতিপন্ন হইতে পারে না এবং শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণদ্বারাও [illegible] প্রতিপাদক যে কোন [illegible] হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বেদান্তসূত্রের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' 'তত্তু সমন্বয়াৎ' 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' প্রভৃতি সূত্রে সর্ব্বজ্ঞ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জগৎ কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যেমন অন্ধকারস্থলে রজ্জু দর্শন করিয়া লোকে সর্প বলিয়া ভ্রম করে, পরে আলোক সাহায্যে তাহাকে রজ্জু বলিয়া অবধারণ করে, সেইরূপ ব্রহ্ম দর্শন হইলে জগৎকে আর ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক্ অস্তিত্ববান্ বলিয়া বোধ হয় না। দৃষ্টবস্তু মিথ্যা নহে, তাহাকে রজ্জু হইতে ভিন্ন সর্প জ্ঞানই মিথ্যা, তাহা রজ্জু জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়, সেইরূপ দৃষ্ট জগৎ মিথ্যা নহে, তাহাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে যে বোধ তাহাই মিথ্যা, তবে যে কোথাও কোথাও জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে দেখা যায়, তাহা কেবল জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্যই বুঝিতে হইবে, [illegible] বদ্ধাবস্থায় জীব জগৎকে যে ভাবে দর্শন করেন সে দর্শন সত্য নহে। অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় জীব [illegible] হইয়া, জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বোধ না করিয়া ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র [illegible] বোধ করেন, [illegible] জন্য শাস্ত্রে কোথাও কোথাও জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে; তাহা [illegible] প্রতিপাদনোদ্দেশে কথিত হয় নাই, যদি তাহা হইত তাহা হইলে শ্রুতিতে সুবর্ণ ও কুণ্ডল বলয়াদির অথবা মৃত্তিকা ও ঘট শরাবাদির যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব, প্রকৃত বা ভগবদ্ভক্তগণ জগৎকে কিরূপে দর্শন করেন, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাভাগবতের জগৎদর্শন প্রসঙ্গে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা হইবেন স্ফূর্ত্তি।" স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ যে ভগবানের বিলাস ভূমিকা বা সেবোপকরণ, এই যে উপলব্ধি ইহাই জগৎ সম্বন্ধে সত্য-জ্ঞান—ইহা ব্যতীত যে জ্ঞান তাহাই মিথ্যা। যেহেতু জগৎ মিথ্যা নহে—ব্রহ্ম যখন বাস্তব সত্যবস্তু তখন তাঁহার আশ্রিত জগৎও সত্য; সত্য কখনও মিথ্যার আশ্রয় হইতে পারেন না—বা মিথ্যার উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না। ইহার নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই সত্য—তখন তাহা হইতে পরিণত জগৎও সত্য, তাহা বলা বাহুল্য,—অতএব মায়াবাদীর মায়াবাদের কল্পনা যে নিতান্ত যুক্তিহীন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অবৈদিক মনোবিকারমাত্র তাহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইল।

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী

গত ৯ই মে বৃহস্পতিবার শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী দিবসে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠ, শ্রীব্রজপত্তন, [illegible] ও শ্রীযোগপীঠে [illegible] বিদ্যাপীঠের [illegible] উপবাস, [illegible] শ্রীনৃসিংহদেবের [illegible] করিয়াছেন। [illegible] নবদ্বীপ পাঠ হয়, পাঠের পূর্ব্বে ও অন্তে কীর্ত্তন হইয়াছিল

তিনি পাণ্ডব-দ্বাদশী নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর [illegible] নিম্নলিখিত বিষয়ের [illegible] অধ্যাপকের [illegible] স্থাপিত হইয়াছে [illegible] আবেদন [illegible]।

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]বৈষ্ণবাসন,
৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]শাস্ত্রাসন,
৬। [illegible]
৭। [illegible]

শ্রীনন্দলাল [illegible], ৫, [illegible]

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিবরসূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

নবম খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৮৸৵০ [illegible] পক্ষে ২০, । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় । নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, , অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮, ।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত [illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

“শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার [illegible] আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০ : সাপ্তাহিক ৴০

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামামৃত[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-নিরূপণ	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩,
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপশতক—একত্রে	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৴১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়	৸৵
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনরোত্তমের গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যভূষণসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮,
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৷৷০
১২।	প্রেমবিবর্ত	২,
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্বৎ-টীকা, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও রসিকরঞ্জন	২,
১৪।	[illegible]	৷৷০
১৫।	শ্রীগৌড়ীয়[illegible]	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা খণ্ড)	২,

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সরলসুন্দর ভাবে পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—১৩৩৩

সাময়িক প্রসঙ্গ

বঞ্চক ও বঞ্চিত প্রাকৃত-সহজিয়ার দল সত্যকে অসত্যে ও অসত্যকে সত্যে পরিণত করিবার জন্য যে কত চেষ্টাই করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শিক্ষিত ভদ্রসমাজের নিকট বসিবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি না থাকায় তাহারা সাধুর বেষ লইয়া তাঁহাদের নিকট অবাধে যাতায়াত করিতেছে এবং 'কতই না ভজনানন্দী সাধু' এইভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবার চেষ্টায় আছে। যাঁহারা অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারে অত্যন্ত অধিক ব্যস্ত থাকা-নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন বিশেষ সন্ধান রাখিতে পারেন না, অথচ ধর্ম্মভীরু-প্রকৃতির ভদ্রলোক, তাঁহারা ঐ সব সাধুদের তাৎকালিক ভাব-প্রবণতা দেখিয়া ভুলিয়া যান এবং ক্রমে সেই ভ্রান্তি তাঁহাদের হৃদয়ে এমন বদ্ধমূল হইয়া বসে যে, শেষে নিজেরাও ভণ্ডামি করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়েন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, অর্থ-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের কাহার কোথায় দুর্ব্বলতা আছে, সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া কাহাকে কেমন করিয়া বশ করিতে পারিবে, তাহা উত্তমরূপে জানিয়া রাখে এবং সময় বুঝিয়া তাঁহাদের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লয়। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজকে আমরা এ সমস্ত বিষয়ে বিশেষরূপে অনুসন্ধিৎসু হওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি সত্য কথাই বলিতে হয়,—তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে বলিব, একমাত্র তাঁহাদেরই অবিমৃশ্যকারিতার ফলে আজ ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ ব্যভিচারের রঙ্গমঞ্চ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারাই অসাধুগণকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের স্পর্দ্ধা অত্যধিক বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তি ব্যাপারটি যেন তাহা অকর্ম্মণ্য-জীবিগণের একটি প্রধান জীবনোপায়-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু 'ভক্তি' ব্যাপারটি কি এতই অবহেলার বস্তু? ভক্তির অপর একটা নাম—অধোক্ষজ দর্শন। জড়-দর্শন-বিদ্যায় মানুষ যতই না কেন পাণ্ডিত্য লাভ করুন, যতই না কেন তিনি মেধাবী বলিয়া নিজে নিজে গর্ব্বানুভব করুন, অধোক্ষজ বস্তু ভগবৎকৃপা ব্যতীত সেই অধোক্ষজ-দর্শনের কোন কথাই তিনি জানিতে সমর্থ নহেন। শিক্ষিত সমাজ ভক্তিতত্ত্বকে মূর্খ অলস লোকের আলোচ্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য না করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে তাহা আলোচনা করিবার জন্য যত্ন করুন, দেখিবেন, মহাপ্রভু কত বড় একটি উন্নত দর্শন মানবজাতির আলোচ্য করাইবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আর কতকগুলি মূর্খ কামুক লোক তাহার কিরূপে বিপরীতার্থ করিয়া জগৎকে কি ভয়ঙ্কর ব্যভিচারময় করিয়া তুলিয়াছে! দার্শনিকগণ জগতে দার্শনিক বলিয়া গণ্য হইবেন তখন, যখন তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট অধোক্ষজদর্শন শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচনা করিতে পারিবেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত যথার্থরূপে শ্রুত, পঠিত ও বিচারিত হইলেই ধর্ম্মধ্বজিগণের কপটতা ধরা পড়িবে—জগৎ আর ব্যভিচারের রঙ্গভূমি থাকিবে না। শিক্ষিত সমাজ "বিদ্যা ভাগবতাবধি", "সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥", "পড়ে শুনে লোক কৃষ্ণভক্তি লভিবারে। তা' যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥", "যে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চাপরা চ। যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে সা চ পরা" ইত্যাদি মহাজন-বাক্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাপ্রভুর কথা আলোচনা-দ্বারা বিদ্যা-শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন করুন এবং ধর্ম্মজগৎ হইতে ধার্ম্মিকব্রুব কপটিগণের তাণ্ডবনৃত্য যাহাতে একেবারে অদৃশ্য হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ হউন। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 'ভক্ত' বলিবার পরিবর্ত্তে নিষ্কপট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন, তৎপরে গুরূপদিষ্ট মত ভক্তি ভক্তের ... পরায়ণ হইবেন তাহা না হইলে ভক্তকে অভক্ত বা অভক্তকে ভক্ত বলিয়া ভক্তের মর্য্যাদা হানি করা হইবে—ভক্তচরণে অপরাধ সঞ্চিত হইবে। বহিরশ্রু-পুলকাদিই ভক্তির বিদ্যমানতা-জ্ঞাপক নহে। আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ।

প্রাপ্ত পত্র

শ্রীযুক্ত নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত ১১ই মে ২৮শে বৈশাখ শনিবার দিবস দৈনিক বসুমতীতে ১১ নং আপার সার্কুলার রোডস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সভায় এক অধিবেশনের সংবাদ দেখিতে পাই। ঐ সভাতে সিদ্ধ (?) ব্রজমোহন দাস বাবাজী ও বিজয় বিহারী গোস্বামী ভাগবতরত্ন মহাশয়দ্বয়ের বক্তৃতার বিষয় প্রচারিত থাকায় বিশেষ আগ্রহভরে আমি কয়েকজন সঙ্গীসহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—সভাস্থলটী দি, নন্দী ডাক্তারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ডিস্পেন্সারী. তথায় মাত্র দুই তিন খানি চেয়ার ... ও তিন চারিটী ছোকরা কীর্ত্তন করিতেছে সভার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, বক্তা ও পাঠক উভয়েই অকস্মাৎ কিম্বা পরোপলক্ষে অন্যত্র গমন করিয়াছেন।

এইরূপ ভাবে পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়া নাম জাহির করা এবং অনর্থক ভদ্রলোকদিগকে কষ্ট দেওয়া কি তাঁহাদের ন্যায় সত্যসেবী সিদ্ধ বাবাজী (?) ও গোস্বামীর (?) ভদ্রতা ও সদাচারের পরিচয়?—জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী

[সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে-পারে পড়িয়া একটি অতি সামান্য নগণ্য ব্যাপারকে প্রকাণ্ড বলিয়া লোকসমক্ষে প্রচার দ্বারা প্রতিষ্ঠার ঢক্কাবাদন আজকালকার একটা রীতি হইয়া পড়িয়াছে। কাগজে কলমে সিদ্ধ বা গোস্বামী হইলেই কি আর সিদ্ধ বা গোস্বামী হওয়া যায়? তবে পরদারহরণ, পরদ্রব্যাপহরণ, প্রতারণা প্রভৃতি কার্য্যে সিদ্ধ হওয়া বা কুক্কেন্দ্রিয় তর্পণপরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোগণের স্বামীর ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-রত হইয়া গোস্বামিত্ব করা কিছু অস্বাভাবিক কার্য্য নহে এবং তাদৃশ সিদ্ধ বা গোস্বামী হইবার পক্ষে আমাদের, জীবের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশের কিছু থাকিলেও আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু 'সিদ্ধ' ও 'গোস্বামী' শব্দের প্রকৃত অর্থ যাহা পারমার্থিক ... লক্ষিত হয়, তাই আমাদের শ্রৌত ... শাস্ত্রে প্রতিবাদ করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। পরস্ত্রী-সম্ভাষণ ও সদাজন-প্রতিষ্ঠিত সংস্কার মর্য্যাদালঙ্ঘন বা শ্রীবিগ্রহ-শ্রীমদ্ভাগবত-নাম লইয়া ব্যবসায় দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণ ও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ যদি সিদ্ধ বা গোস্বামীর লক্ষণ হয়, তাহা হইলে কোন্ সত্যানুরাগী সজ্জন তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন? আমরা জানি—অনেক ... গণের স্ব স্ব যোগ্যতানুযায়ী প্রাপ্য 'সিদ্ধ', 'গোস্বামী', 'বাবাজী', 'বৈরাগী', 'পরমহংস', 'মহাত্মা', 'আচার্য্য', প্রভৃতি সম্মান-সূচক উপাধিগুলি অপাত্রে ন্যস্ত হইতে দেখিলেও যাঁহাদের হৃদয় একটুও বিচলিত না হয়, তাঁহারা প্রকৃত মহাজনগণকে উপহাসই করিয়া থাকেন। যাহাদের সামান্য নৈতিক জীবনেরও অভাব, তাহারা কোন্ সাহসে আপনাদিগকে 'সিদ্ধ', 'গোস্বামী', 'ভাগবতরত্ন' প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হয়, আর কোন্ সাধুযুক্তিবলে জগৎ অম্লানবদনে তাহার অনুমোদন করিতে চাহেন, তাহা আমরা ধারণাই করিয়া উঠিতে পারি না। সিদ্ধ-গোস্বামিব্রুবগণের অকর্ত্তব্য ... পূর্ব্বক ভাগবতপাঠাদি বা সভাসমিতির অভিনয় করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ বা অভিন্ন পুণ্য-সঞ্চয়ে ব্যস্ত হওয়া ব্যতীত আর কি কার্য্য থাকিতে পারে! সুতরাং উহাদের নিকট প্রতারিত হইতে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিশেষতঃ শাস্ত্র,—বেষোপজীবী, শাস্ত্রব্যাখ্যোপজীবী আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকামী অবৈষ্ণবের মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা শ্রবণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যথা—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।"

"অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।

শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

সাধুর মহাপ্রভুর আদেশে লোকদের হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আহ্বান করেন, তাঁহারা লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-প্রার্থী না হইলেও লোকে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠা দেয় দেখিয়া অসাধুরা সাধুর অনুকরণে সংবাদপত্রাদির সাহায্যে নিজেদের নাম জাহির করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের সুযোগ করিয়া লয়। উহাদের বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শিক্ষিত সমাজ আর প্রতারিত না হন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। অসাধুগণও সাধু হইতে চাহিলে বেষ, হিংসা, মাৎসর্য্য-মূলে আত্মতর্পণ ও লোকবঞ্চনার

দূরে ছাড়ি, যাঁর অনুগত হউন।' কপটতা দ্বারা সত্য গোপন পূর্ব্বক লোক ঠকাইবার চেষ্টা নিরর্থক; ভগবানের কিছুই অজানা থাকে না।

"মনের কথা গোঁসাই জানে কাঁদি [illegible]

সরল হ'লে গোরার শিক্ষা [illegible] হইবে॥

কোন স্থলে বক্তৃতা, [illegible] পাঠ বা কীর্ত্তন প্রভৃতি হইতেছে শুনিয়াই লাফাইয়া উঠা কর্ত্তব্য নহে; কে বক্তা, পাঠক বা কীর্ত্তনীয়া—পূর্ব্বেই তাহার অনুসন্ধান লওয়া চাই। যাঁহারা ভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে থাকিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কোন আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা শাস্ত্রতাৎপর্য্য আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের কোন কথাই শ্রোতা ভাগবতগণের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে, [illegible] বিপত্তি ঘটিয়া বসিবে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-প্রিয় ব্যবসাদার কথক, পাঠক, বক্তা, কীর্ত্তনীয়ার দলের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে নামাপরাধ কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোন কীর্ত্তন থাকিতে পারে না।

"অসাধু সঙ্গে ভাই 'নাম' নাহি পাবিবায়।

নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥

যদি কারবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥"

—[illegible]

ভক্তির স্বরূপ বিচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের সাক্ষাৎকার লাভের ভক্তিই একমাত্র উপায়। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী সম্প্রদায় [illegible], সুতরাং [illegible] অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের সম্যক্ অনুভূতি লাভে অসমর্থ হয়েন। অধিকারের তারতম্যে সেই পরতত্ত্বকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে অনুভব করেন, কিন্তু [illegible] ভক্তের নিকটে অপ্রাকৃত [illegible] পরতত্ত্ববস্তু ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ [illegible] প্রতীত হয়েন।

ভক্তের প্রেমভক্তি [illegible] হে ভগবান [illegible] তাঁহা [illegible] দ্বারা প্রদর্শিত [illegible] যথা—

[illegible] আমাদিগকে [illegible] শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ। বিগ্রহ [illegible] যে দেখিতে সমর্থ, তাহা শ্রুতিবাক্য দ্বারাও দেখান যাইতেছে। যথা—

'সচ্চিদানন্দ, [illegible] নিরবচ্ছিন্নম্

[illegible] ভজনীয় [illegible] ভাবয়েৎ।'

(গোপাল-তাপনী উপনিষদ)

[illegible] শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, যথা—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি

ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী॥'

অর্থাৎ [illegible] ভগবদ্ধামে আনয়ন করিয়া শ্রীভগবদ্দর্শন করায়। শ্রীভগবান ভক্তির [illegible] ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন।

শ্রীগোপাল তাপনী [illegible] কথিত হইয়াছে:—

'বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।' অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দঘন শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ ভক্তিযোগেই অবস্থিত।

অতঃপর ভক্তি কাহাকে বলে এবং তাহার স্বরূপ লক্ষণ কি, এতদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

শাণ্ডিল্য সূত্রকার ঈশ্বরে পরানুরক্তিকেই ভক্তি বলে সংজ্ঞিত করিয়াছেন, যথা 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। টীকাকার [illegible] সূত্রের অনুরক্তি শব্দের অর্থ করিয়াছেন, অনু—পশ্চাৎ, রক্তি—আসক্তি, অর্থাৎ সাধুমুখে শ্রীভগবানের [illegible] গুণাদির মাহাত্ম্য শ্রবণান্তে তাঁহার প্রতি যে রতি বা আসক্তির উদয় হয়, তাহাই ভক্তি শব্দবাচ্য।

শ্রীনারদভক্তিসূত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—

'সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেমরূপা', 'সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা' অর্থাৎ শ্রীভগবানে পরম প্রীতিই ভক্তি, এই ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি হইতে অধিক।

ভক্তিরসায়ন নামক গ্রন্থে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন যে, যাঁহার চিত্ত ভগবদ্গুণাদি [illegible] দ্রবীভূত হইয়াছে, তাঁহার মনোবৃত্তি [illegible] ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্বিষয়ে একাগ্র হয়, তাহাই ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যথা—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মণাম্।

সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥

(ভাঃ ৩।২৫।৩২)

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের শ্রীগুরূপদিষ্ট বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানক্রমে শুদ্ধ মনোবৃত্তি শ্রীভগবানে যে নিষ্কামা স্বাভাবিকী যে বৃত্তি, তাহাই ভক্তি, উহা [illegible] হয়।

[illegible] ভক্তি [illegible] শ্রীব্রহ্মার এই [illegible] যথা—

[illegible] জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।

[illegible]

শ্রীল জীব [illegible] সন্দর্ভে ভক্তি [illegible]

শব্দের ব্যবহার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

এবার শ্রীবাসপূজায় আচার্য্য-আরতিকালে, "শব্দ" সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। শব্দ বস্তুটী কি, সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য [illegible] "শব্দ" শব্দের [illegible]

[illegible] এক ভক্তিকে শ্রীতে বা লক্ষ্য [illegible] করিয়াছেন, যথা—ঈশ্বরে ভগবৎ শ্রীতিভক্তিশব্দেনোচ্যতে—পরমেশ্বর-নিষ্ঠা [illegible]

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্ন শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে, যথা—

'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।

হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"

সর্ব্ববিধ স্বার্থাভিসন্ধিময় উপাধিবিবর্জ্জিত এবং শ্রীভগবৎপরায়ণতায় নির্ম্মল ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবাই ভক্তি বলিয়া কথিত হয়।

উত্তমাভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই। যথা—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অর্থাৎ [illegible] জ্ঞানকর্ম্মাদিরূপ [illegible] অনাবৃত এবং অন্যাভিলাষিতা শূন্য হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ।

ভজ [illegible] সেবা অর্থেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অভিধানে ভজ বিশ্রাণনে, [illegible] ধাতুর দান অর্থেও প্রয়োজন আছে। 'ভজ্ সেবায়াম্' এই ধাতু হইতেই ভক্তি শব্দের নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অনুশীলন শব্দটী শীল ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, শীল ধাতু [illegible] এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কায়মনোবাক্যের চেষ্টাকেই প্রবৃত্তি [illegible] ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে [illegible] যাবতীয় চেষ্টানুকূল [illegible] যায়।

অতঃপর শ্রীমদ্রামানুজ স্বামী [illegible] ভক্তি শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন, [illegible] ভগবৎস্মৃতি [illegible] আশ্রয় থাকাকেই [illegible] ধ্যান বলে, ধ্যান—নিদিধ্যাসন [illegible] যথা শ্রুতিবাক্যে—

'ধ্যানং চ—তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্তান রূপম্—[illegible]

এবং [illegible] ভক্তি শব্দে [illegible]।" (ক্রমশঃ)

অর্থ বিশিষ্ট-বর্ণিত নাম, ধ্বনি, [illegible] শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, অর্থ-বোধক ধ্বনি, খ্যাতি, যশঃ প্রভৃতি অর্থ আভিধানিকগণের মতে প্রকাশিত। আমরা সাংখ্য শাস্ত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারি আকাশ হইতে শব্দের উৎপত্তি। উহা আকাশের গুণ বা বিষয় যাহা দেহধারী জীবমাত্রেই শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক মধ্যে যেটী যে ভূতের ও যে বিষয়োপাদানে গঠিত, সেই সেই ভূতের সেই সেই গুণ বা বিষয়গ্রহণ করিতে সমর্থ। সুতরাং কর্ণেন্দ্রিয় আকাশের গুণ শব্দ-বিষয়টী গ্রহণের শক্তিধর।

ভূতরাজ্যে আকাশ যেরূপ আদিভূত, গুণ ও বিষয়-রাজ্যে শব্দই তদ্রূপ আদি গুণ ও বিষয়। এই বিষয় গ্রহণকারী শ্রবণেন্দ্রিয়ের আসনও দেহ রাজ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে স্থাপিত। বিশ্ববাসী সর্ব্বাগ্রে সকলেই শব্দের সাধনা করেন, কেহবা আরোহ পন্থায় ও কেহবা অবরোহ পন্থায়। এই শব্দই দুর্জ্জনকে ভ্রান্ত করে, শব্দই সাধুকে অসাধু করে, অসাধুকে সাধু করে; শব্দই হাসায়, শব্দই কাঁদায়, শব্দই সংসারে শান্তি আনয়ন করে, শব্দই সংসারে বিপ্লব উপস্থিত করিয়া দেয়, শব্দই প্রণয় উৎপাদি করে, শব্দই যাবতীয় গোলমাল থামাইয়া দেয়, শব্দই মরণাশঙ্কিত রোরুদ্যমান সেনাদলকে রণ-উন্মদ করে, শব্দই স্নিগ্ধ শোণিত উত্তপ্ত করে, শব্দই হতাশকে মাভৈঃ আশ্বাস দেয়, শব্দই দুর্ব্বলকে সবল করে, শব্দ না জানিলে পারে কি? শব্দই অনন্ত শক্তিযুক্ত।

ব্যবহারিক জগতে শব্দ ব্যবহারের উচ্চাবচ হিসাবে নানাবিধ আকার ধারণ করে। শব্দসমষ্টি-দ্বারা চরিত্র প্রকাশই সত্যই চিত্রলিপি। যাঁহারা শব্দ-কুবের হইয়া রহেন শব্দের অপব্যবহারে, কুচরিত্র চিত্র অঙ্কিত করেন, তাঁহারা শব্দের কোন মর্য্যাদাই জানেন না।

শব্দ সাধনা দ্বারা, শব্দের মূল শব্দ ধাতু (চৈতন্য শব্দ) সৎ প্রকার (বিশ্বাস)-যোগে চেতনের মূল মালিক অর্থাৎ শব্দের মূলাধার-শব্দী—চেতনসর্ব্বস্বগ্রহে প্রভুর সেবা-নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তিত না হইলে, সেই শব্দসমষ্টি "শব্দকাণ্ড" নামে অভিহিত হয়। অধুনা শব্দরাজ্যে শব্দচোরগণও [illegible] উপস্থিত করিতেছেন। শব্দ-সমষ্টি মুক্তিনাদ চৈতন্যশক্তিযুক্ত, এই শব্দপ্রয়োগ দ্বারা যদি নিজেন্দ্রিয়-তোষণপর ভোগময় চেষ্টা হয়, তাহা হইলে পাড়াগাঁয়ে দাদাবাবার ভাণ্ডার ন্যায় অবস্থা হইয়া যায়। যে শব্দগুলি আমার তোষার্থে ভোগময় ভূমিকায় বসিয়া আনে, সেই শব্দগুলি নিরুপাধিক আকাশ ভূতেই বিলীন হইয়া যায়; সুতরাং তেমন ভোগময় শব্দাবলী শূন্যময় স্থান এইজেই ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যে সবিকল্প শব্দ

দ্বারা নাম স্বামী অভিন্নাত্মা শ্রীচৈতন্যরূপ-বগ্রহের পূজা হয়, সেই শব্দ ভূতাকাশে বিলীন হওয়ার বস্তু নহে আর উহা ভূতাকাশ হইতে আগতও নহে। বৈকুণ্ঠনাথের সেবোপকরণ বৈকুণ্ঠেরই সম্পত্তি। এ ভূতময় জগতের যাবতীয় বস্তু ও গুণ নিচয় যদি বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণু-সেবোপকরণ হয়, তবে সবই অবিনশ্বর বৈকুণ্ঠ বস্তু।

আমাদের স্বতন্ত্রতা যেমন আমাদিগকে বৈকুণ্ঠনাথের সেবা হইতে ছুটি করাইয়া এই ভূতময় সংসারে পাতিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেই প্রকার আমরাও সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার দ্বারা বৈকুণ্ঠনাথের সেবোপকরণ গুলি ভোগময় গণ্ডীতে ফেলিয়া অনিত্যত্ব উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিষ্ণু সেবোপকরণগুলি যিনি যত বেশী নিজের সেবায় নিয়োগ করিতে পারেন, তিনি জাগতিক বিচারে তত বড় লোক ইহাই দেখিতেছি। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে অপরাপর বিষয়গুলির আলোচনা বাদ দেওয়া হইল। একমাত্র শব্দ বস্তুটির আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অপরাপর প্রাণিগণের শব্দ ব্যবহারের সহিত মনুষ্য-জাতির শব্দ ব্যবহারে পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য কোথায়? শুধু আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি ব্যাপারে শব্দ-প্রয়োগে অপরাপর প্রাণীর সঙ্কেত বাইরে মনুষ্য জাতির পার্থক্য লক্ষিত হইলেও, সে পার্থক্য মনুষ্যোচিত নহে। মনুষ্য জাতি যাবতীয় শব্দ দ্বারা শব্দী বস্তুর (ভগবানের) সেবা করিবেন—এইটিই একমাত্র শব্দ বা ভাষা প্রয়োগের সার্থকতা। যিনি শব্দের দ্বারা নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন, তিনি জাগতিক সাধারণ মনুষ্যাতীত নিত্যকাল জগদ্বরেণ্য হইয়া থাকেন।

আমরা অনেকেই অনেক সময় বলিয়া থাকি—"গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশের শব্দগুলি আমাদের বোধগম্য নহে।" তাহার কারণ অন্য কিছুই নয়, বহুকাল ধরিয়া হরিবিমুখ জগতে, হরিবিমুখতা-জনিত ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া বৈষয়িক-ভোগময় ভাষার ও শব্দে অভ্যস্ত হইয়াছি, বাস্তব মনুষ্যজাতির উপযুক্ত ভাগবতীয় ভাষা বা শব্দ হইতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ গৌড়ীয়, নদীয়া প্রকাশের শব্দগুলি আমাদিগের নিকট কট মট বোধ হয়, মস্তিষ্কে স্থান পায় না। তাহার প্রমাণ কোন এক বাঙ্গালি শৈশবকাল হইতে স্বদেশবাসী ছাড়িয়া বিদেশীর সহিত বহু দূরদেশে বাস করেন, তবে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জন্মস্থানের মাতৃভাষায় অনেক কথা বুঝেন না। তখন মাতৃভাষাগুলিও তাঁহার নিকট কট-মট বোধ হয়; সেই প্রকার আমাদের স্বরূপের স্বদেশ-বৈকুণ্ঠ ও স্বদেশবাসী

প্রচার-প্রসঙ্গ

বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৯শে মে রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ সেবাতুন্দো প্রভু কলিকাতা ৭৫ নং গড়পাররোডস্থ "...সভায়" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ... ও হরি-সংকীর্ত্তন করেন। পাঠের ... ও অন্তে শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী প্রভুর সুললিত কীর্ত্তন গানে সভা... মুখরিত হইয়াছিল

পাঠের বিষয় ছিল—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ দুই ভাইর কার্য্য"। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার-কার্য্য অন্যান্য অবতার এমন কি, অবতারী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও গমধিক ... অন্যান্য অবতারে দুষ্কৃত দমনের জন্য ... বাণকে ... করিতে হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বিনা অস্ত্রে কাহাকেও প্রাণে বধ না করিয়া পাষণ্ডী, পড়ুয়া, মায়াবাদী প্রভৃতি সকলকেই ব্রহ্মাদির দুর্লভ প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু-সেবক ছাড়া হইয়া কত লক্ষ লক্ষ জন্মাবধি এই সংসার-বিদেশে, বিদেশীর সহিত বিদেশী ভাষায় অভ্যস্ত থাকায় স্বদেশের ভাষা ভাগবতের ভাষা ভিন্ন ... নদীয়াপ্রকাশের ভাষা কট মট বোধ হইতেছে। অতএব স্বদেশবাসী বিষ্ণু-সেবকদিগের নিকট স্বদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে হইলেই সুবিধা হইবে। নতুবা শব্দ অপব্যবহারে আর জগৎ কোন্ দিকে ধাবিত? বাস্তব সেবা বস্তুর সেবা শব্দ-দ্বারা না হওয়া, দেহ-মনোধর্ম্মীদিগের কুচরিত্রে হৃদ্‌য়ন যোগান শব্দের যথার্থ ব্যবহার নহে। যে শব্দ গুরু, বৈষ্ণব শিক্ষানি আচার্য্য—শব্দই প্রচারক, শব্দই বেদ, শব্দই ভাগবত, পুরাণ, শব্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণশিরোমণি, শব্দই আত্মা, শব্দই সাধ্য সাধন, শব্দ সর্ব্ব বিজ্ঞানের আকর; শব্দই সৃষ্টিস্থিত্যাদি হইতে বৃন্দাবন আনয়ন করিতেছে। শব্দ বা মন্ত্র দ্বারাই শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে পৌঁছান যায়, সুতরাং শব্দের মর্য্যাদা সর্ব্বোপরি। এই শব্দ দ্বারা ভোগ বর্দ্ধন গুরুতর অপরাধ। যিনি যত বড় শব্দ সম্রাট হউন না কেন, তাঁহার শব্দ ভাণ্ডারের প্রত্যেকটী শব্দ যদি, বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে নিযুক্ত হয়, কেবল জগজ্জনের মনোরঞ্জনে শব্দ যোজিত হয়, তবে তিনি শব্দ ব্যবহার কৃপণ। ... নিজের ও জগতের অকল্যাণ ... করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। ... শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ... ব্যবহার ... অবতার নহেন।

শ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ দুই ভাইর কার্য্য,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্বজগৎ আনন্দ॥
সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি করে বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান॥

সূর্য্যচন্দ্র যেরূপ বাহিরের অন্ধকার বিনাশ করিয়া বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ দুই ভাইর কৃপা জীবের অজ্ঞান তমো নাশ করে। এই 'অজ্ঞান তমের' সংজ্ঞায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী জানাইতেছেন,—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমো ধর্ম্ম॥
যাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই ভাই—সূর্য্যচন্দ্র স্বরূপ। তাঁহারা উদিত হইয়া জীবের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করেন। উপর্যুক্ত পদ্যগুলির তাৎপর্য্য এই যে, জীব—চিৎস্বরূপ বস্তু। তাহার স্বধর্ম্ম—কৃষ্ণভক্তি। শুভকর্ম্ম (পুণ্য), অশুভকর্ম্ম (পাপ), এবং মোক্ষ ভিসন্ধি—সকলই জীবের স্বধর্ম্ম ... আবৃত করিয়া তাহাকে তমোগুণময় করিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব অর্থাৎ ছল, অতএব তমোধর্ম্মের অন্তর্গত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উদয়ের পূর্ব্বে সেই তমোধর্ম্ম জীবের হৃদয়কে দূষিত করিয়াছিল। জীবসকল কর্ম্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে রত ছিল। দুই ভাই উদিত হইয়া ... চিত্তগুহা হইতে সেই তমোধর্ম্ম দূর করিয়া বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং চতুর্থ পুরুষার্থকেও তুচ্ছীকৃত করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠতা জানাইয়াছেন।

তত্ত্ববস্তুর পরিচয়,—

তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নামসংকীর্ত্তন সব আনন্দস্বরূপ॥

তত্ত্ববস্তুর কথা বলিতে হইলে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীসনাতন শিক্ষার সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই ত্রিবিধ বস্তু জানা আবশ্যক, সম্বন্ধ কৃষ্ণ, অভিধেয় কৃষ্ণভক্তি এবং প্রয়োজন প্রেমরূপ। সেই অভিধেয়ই শ্রীনাম সংকীর্ত্তনরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তদ্ব্যতীত কলিকালের জীবের ... গতি নাই।

পূর্ব্বে ... শ্রীকবিরাজ প্রভুকে সূর্য্যচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া পুনরপি তাঁহাদের তদপেক্ষা বহুগুণে উপা

দেয়তা বর্ণনে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র;
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥

উল্লিখিত পদ্যগুলিতে এই বুঝা যায় যে, ভগবানের কৃপা পাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের আশ্রয়ই একমাত্র সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহাদের কৃপা হইলে তাঁহারা দুই ভাগবত অর্থাৎ গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবত এই দুই দ্বারে জীবগণকে ভক্তিরস প্রদান করিয়া তাহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া থাকেন।

অতঃপর বক্তা দুই ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তনান্তে পাঠ সমাপ্ত করেন।

হারদই ১৭-৫-২৯

গত ১৫ই মে তারিখে শ্রীশ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দজী ও হরিদাসজী এবং উক্তমঠস্থ ভাগবত-পাঠশালার বিদ্যার্থী শ্রীমান্ রঘুনাথজী হরদই জেলার অন্তর্গত ... রাজবাটীতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। কুমার সাহেব শ্রীযুত ... এবং বাহাদুর সিংজী মহোদয় ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ হরিদাসজীর মাত্র ... ৩ ঘণ্টা কাল বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং বিদ্যার্থী শ্রীমান রঘুনাথজীর মুখে ভজন স্তোত্রাদি শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার অগ্রজ রাজা বাহাদুর মহেশ্বর বক্সসিং পাপাড় হইতে আসিয়া ... শ্রীনৈমিষারণ্য ভাগবত-পাঠশালার উন্নতি করে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার আশা দিয়াছেন। স্থানীয় অধিবাসী ভক্ত ... কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির ... অধিক শ্রদ্ধা ... না ... ব্রহ্মচারীগণের নিকট ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শুনে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ... পাইয়াছে, ... শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ... ব্রহ্মচারিগণ যেরূপ ... কঠোর পরিশ্রমের সহিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারে মনোযোগ দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তাঁহারা "...সেবার ... হয়" ... সার্থক নাম ... করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য-সম্বলিত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদেশকারি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দীপ-নির্দ্দেশিকা	।৶০
৪।	বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা (পঞ্চম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬।০
১২।	প্রেমবিবর্ত	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	।০
১৫।	শ্রীগৌড়ীয় ভজনপ্রক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।/
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা বাহির)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*—6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta.

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় গুরুবৈষ্ণবধর্মের কথা এরূপ সমালোচনার ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুই নাশ করে। পুনঃ সেইমত মাগ্য পাপে দুঃখ ভোগে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

মানব মাত্রেরই যে হরিভজনে অধিকার আছে, এ বিষয়ে কাহারও কোন মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ হরিভজন করিবেন, আর তদিতর বর্ণ হরিভজন করিতে পারিবেন না—এমন কোন কথা কোন সাত্বত-শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। সেই হরিভজনে অধিকার লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের অত্যাবশ্যকতাও শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

যে কোন কুলোদ্ভূত-ব্যক্তিরই উত্তম-শ্রেয়ো জিজ্ঞাসা থাকিতে পারে, জিজ্ঞাসু হইলেই তিনি গুরু-পাদপদ্মে প্রপন্ন হইতে পারেন। গীতায় শ্রীভগবানও স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—যাহারা প্রপন্ন হইতেছে, তাহারাই মায়ামুক্ত হইতেছে। সুতরাং শ্রীভগবানের অভিন্নবিগ্রহ গুরুদেব তাঁহাতে প্রপন্ন শ্রেয়োজিজ্ঞাসু শিষ্যের জাতি-কুলবিচার করিয়া শ্রেয়ঃ উপদেশ করিবেন, এরূপ কোন কথা শাস্ত্র উপদেশ করেন নাই। গীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
(গীতা ৯।৩২)

—অর্থাৎ "হে পার্থ! অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিত স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য ভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে পরাগতি অবিলম্বে লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি সর্ব্ব-সম্বন্ধীয় কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই।

সুতরাং সদ্গুরু-পাদপদ্মে শ্রেয়োলাভার্থী মনুষ্যমাত্রেরই প্রপন্ন হইয়া বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার অধিকার আছে এবং সদ্গুরুও নিরপেক্ষভাবে শ্রেয়ঃ প্রার্থিমাত্রকেই দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। দীক্ষাধিকার নির্ণয়-সম্বন্ধে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসোদ্ধৃত শাস্ত্রোক্তি যথা—

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াং॥

—তান্ত্রিক মন্ত্র সকলে এবং দীক্ষায় সাধ্বী স্ত্রী ও উত্তম-বুদ্ধি অর্থাৎ বিপ্রসেবাদি-পরায়ণ শূদ্রাদিরও অধিকার আছে। বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রও বলিয়াছেন—

অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্।
যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা॥
গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে যত্রাধিকারিণঃ॥

—অনন্তর দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদ কৃষ্ণমন্ত্র-সকল বর্ণন করিব, যে সকল মন্ত্র অবগত হইয়া মুনিগণ অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং যে সকল মন্ত্রে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী, স্ত্রীজাতি ও শূদ্র ইত্যাদি সকলেরই অধিকার আছে। মনুষ্যমাত্রেরই যে দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এবিষয়ে স্কান্দে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্ন লব্ধা হরেদীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥"

অর্থাৎ যে সকল নর বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিতে পারে নাই অথবা জনার্দ্দনের পূজা করে নাই, তাহারা লোক মধ্যে পশু, তাহাদের জীবন ধারণ করায় ফল কি? ঐ স্কন্দপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে তথা বিষ্ণুযামলেও উক্ত হইয়াছে—

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরহিতো জনঃ॥

—হে বামোরু! অদীক্ষিত ব্যক্তির সমুদয় কর্ম্মই নিরর্থক। যে ব্যক্তির দীক্ষা লাভ হয় নাই, সে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে হইলে মনুষ্যমাত্রকেই যে সদ্গুরু-পাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, সদ্গুরুও প্রপন্ন শিষ্যকে যথাশাস্ত্র দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করিবেন প্রমাণিত হইলেও যাঁহারা দীক্ষিতের পূর্ব্বপরিচয়ানুসারে সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহেন—তত্ত্বসাগর তাহাদের ভ্রম ভাঙ্গিয়া বলিতেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

ঐ শ্লোকের শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর দিগ্দর্শনী টীকা, যথা—

নৃণাং সর্ব্বেষামেব, দ্বিজত্বং—বিপ্রতা।

অর্থাৎ রসবিধানানুসারে কাংস্য যেরূপ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধান দ্বারা মনুষ্য মাত্রেরই বিপ্রত্ব লাভ হইয়া থাকে। তত্ত্বসাগরের এই শ্লোক অনাদর করিবার উপায় নাই; কেননা যে স্মার্ত্তরঘুনন্দনের স্মৃতিগ্রন্থ লইয়া স্মার্ত্ত সমাজ বৈষ্ণব বিরোধী হইতে চাহেন, সেই স্মার্ত্তপ্রবরই এই তত্ত্বসাগর গ্রন্থের বহু শ্লোক প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যেখানে বেগতিক, সেখানে চুপ করিয়া থাকা অবৈষ্ণব স্মার্ত্তগণের পক্ষেই শোভনীয়। সদ্গুরু সকাশে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিহিত হন, তদ্ব্যতীত সকলেই অবৈষ্ণব, যথা পদ্মপুরাণে—

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈ রিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

—এই বৈষ্ণবে যাঁহারা জাতিবুদ্ধি করেন, তাঁহারা 'নারকী' সংজ্ঞা লাভ করেন। যথা ঐ পদ্মপুরাণে—

"* * বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-নারকী সঃ।

এই সকল শাস্ত্রোক্তির প্রতি দৃষ্টি না [illegible] যে সকল শুক্র-শোণিতাভিমানী ব্রাহ্মণকুল অধঃস্থ জাতিকে [illegible] [illegible]নাধিকার হইতে [illegible] করিতে চাহেন, [illegible] [illegible] কখনও 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য নহেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজে যাহা আচরণ করিয়া আদর্শ স্থাপন করিবেন, অন্য ব্যক্তি সেই আদর্শানুসরণ করিয়া শ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

ব্রাহ্মণ নিজে ব্রহ্মণ্যদেবের সেবারত হইয়া অন্য সকলকে সেই ব্রহ্মণ্যদেবের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন, উহাই তাঁহার ব্রাহ্মণতা—শ্রেষ্ঠতা বা উদারতা। তাহা না করিয়া যিনি কেবল নিজে বড় থাকিয়া অন্যকে ছোট রাখিবার জন্য সচেষ্ট, তিনি ব্রাহ্মণাপসদ বা ব্রহ্মবন্ধু—মাৎসর্য্য চণ্ডালের ভৃত্য। ভগবদ্ভক্তি-গন্ধশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মম্ভরিতা-প্রকাশ অসৎ শূদ্রোচিত কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রুতি এবং কর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রম কখনও বর্ণাশ্রম বিরোধ নহে। তবে গুণ-কর্ম্ম-বিচারকের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। শৌক্রবংশপরম্পরায় বর্ণনির্দ্দেশের ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" গীতার 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং,' মহাভারতের "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং" প্রভৃতি, ছান্দোগ্য শ্রুতির সত্য কামজাবালাগৌতমো-পাখ্যান, সামসংহিতার "অক্ষরং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ" বিষ্ণুযামলের "অন্ত্যজাঃ শূদ্র-কল্প বৈ" বজ্রসূচিকের 'যথা কাঞ্চনমাদ্যাদি' প্রভৃতি বহু শাস্ত্রের বহু বহু শ্লোক দ্বারা নিরাস হইয়াছে। তবে যে সকল ব্রাহ্মণেতরব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত যোগ্যতার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া কেবল গলদেশে সূত্র লম্বমান করিয়া ব্রাহ্মণাভিমানী হইবার জন্য ব্যস্ত, তাহাদিগকে কখনও অনধিকারচর্চ্চা করিতে অবসর দেওয়া উচিত হবে না। তাহাতেই এবং সমাজ-বিশৃঙ্খল হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যোগ্যতানুসারে সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইবে না, কেবল শৌক্রবংশ দেখিয়া সম্মানের বিচার হইবে, ইহা 'ব্রাহ্মণগণ মধ্যে না কেন শাস্ত্রযুক্তির মর্য্যাদা স্থাপনপ্রয়াসী হউন, মাৎসর্য্যপরি-চালনে তাঁহাদের যে সকল শক্তিকে সর্ব্বক্ষণ পর্য্যবসিত করিয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন।

[illegible] অব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত [illegible], হইবে [illegible] আবার ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য শৌক্রজের অপেক্ষা রাখিতে হইবে, এ [illegible] নিতান্তই মাৎসর্য্যমূলক, কেবল [illegible] [illegible] চেষ্টা ব্যতীত

কটক-প্রসঙ্গ

[illegible] হইতে এ বিশ্ব উদিত হইয়া তাঁহাতেই ধৃত রক্ষিত হইতেছে। সুতরাং বিশ্বপতি, বিশ্বনাথ [illegible] সর্বত্র অবস্থিত। কেবল [illegible]

আর কিছুই নহে। [illegible] ২,২৬০ শ্লোকে [illegible] দেখা এই [illegible] না, যাঁহারা [illegible] শ্লোকের ভাবার্থ [illegible] বৈষ্ণব [illegible]"—এই কথার অর্থ [illegible] না, ইঁহারাই ভগবৎ-সম্বন্ধীয় 'কর্মাকাণ্ডাপেক্ষা' শব্দে লোকাপেক্ষার ধুয়া ধরিয়া বসিয়া থাকেন, আর 'মুর্খাবধান' বলিয়া নিজের মুর্খতা জ্ঞাপন করেন। না বুঝিয়া অমঙ্গলচেষ্টা করিয়া [illegible] 'মুর্খবধান' [illegible], তাহা সাজিয়া মহাপ্রভুর [illegible] কুলোদ্ভূত [illegible]গণকে [illegible] অপেক্ষায় [illegible] যে [illegible] বোকাকে [illegible] অপেক্ষায় রাখিয়া দেয়, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নহে কি? মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামী পরিচয়ে পরিচিত হইয়া কোন বৈষ্ণবে আত্মপদাবলোকনপূর্ব্বক মহাপ্রভুর—[illegible] জাতি নহে কুল-লক্ষণে অযোগ্য। সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য। যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।" প্রভৃতি বিচার উল্লঙ্ঘন করার তাৎপর্য্য কি হয়, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ সুবিচার [illegible] বৈষ্ণব বিচারকে উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিবে, আর স্বাভাবিকতঃ হওয়া আমরা [illegible] মানিয়া লইব, এতদূর কাপুরুষতা [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] নাই। মহাপ্রভুর [illegible] বুঝিতে পারেন নাই। [illegible] তাঁহারা [illegible] বলিয়া জানেন। [illegible] সমাজ তাঁহাদের [illegible] থাকুন, [illegible] কিছুই নয়, কিন্তু তাঁহারা [illegible] যাইয়া [illegible] বিধানের [illegible] সমাজকে এক বা [illegible] করিয়া তুলিতে না চাহেন, ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব।

নহে, প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্যামী রূপেও বিরাজিত।

শ্রীভগবান্ সর্বদেশে, সর্ব নগরে, লোকনয়নের অগোচরে অবস্থান করিলেও স্বীয় অপার করুণাময় স্বভাব-বশে জীবোদ্ধারের জন্য এই বিশ্বে বিরাটরূপ এবং অপ্রাকৃত শ্রীগোলোকবিহারী [illegible] প্রকট করান; সুতরাং বিশ্বপতির বিশ্বের যে দেশে এই অবস্থা হয়, সে দেশ ধন্য অতিশয়। এই অবতারলীলায় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আমার লীলাময় বিগ্রহ হইয়া ভক্তসঙ্গে যে দেশে যে নগরে গমন করেন, সে দেশ বা সে নগর নিশ্চয়ই প্রভুপ্রিয়। সেই স্থানের দর্শনের কথা দূরে থাকুক, স্মরণেও জীবের পরম-মঙ্গলোদয় হয়।

প্রভুপ্রিয় স্থানসমূহের মধ্যে কটক সহর অন্যতম। এই স্থানে ভক্ত ভগবানের অপূর্ব্ব ভক্তের লীলায় [illegible] হইয়াছে। তাহা ছাড়া কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনকালে এবং তথা হইতে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে [illegible] পথে এই কটক নগরে কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছেন এবং এমন কি ভক্তরাজ রামানন্দ [illegible] রাজধানী এই নগরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং এ কটক নগরে প্রভুর গৌড়ীয় ও উড়িয়া ভক্তসমাজের নিত্য প্রিয় স্থান।

প্রভুপ্রিয় কটক নগরে প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা যাহাতে আচারবান্ আচার্য্যের দ্বারা আচারিত হইয়া দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হয়—এই অপার প্রভুর অন্তরঙ্গ করুণাময় শ্রীল সচ্চিদানন্দ দাসের হৃদয়ে এক সময়ে জাগরিত হইয়াছিল। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীভগবানের কৃপায় সেই আশাবীজ আজ নবশাখাভরণে বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়াছে। জীবকল্যাণকল্পতরুর সেই সুশীতল ছায়ায় বহু ত্রিতাপ-দগ্ধ জীব পরমশান্তি লাভ করিতেছেন। আর সেই প্রেমময় তরুর মনোহর-হরণকারী প্রস্ফুট পুষ্পমধু [illegible] দিগ্‌দিগন্তে নীত হইতেছে। [illegible], এই কল্পতরুর পাদমূলে বহু ধর্ম্মহীন অপ্রাকৃত [illegible] হইয়া আশ্রয় করিয়া [illegible] চরণাশ্রয়ীগণের দ্বারা বিশেষ [illegible] করিতেছেন। কলিকালে [illegible] বহু [illegible] মায়াবাদী, কর্ম্মজড় [illegible] আজ সমস্ত-সমাজ আসন সকলের [illegible] বুঝিয়া সাবধান হইতেছেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশ নদীয়া-

ভক্তির স্বরূপ বিচার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

এই প্রাতিকুল্য ও নিবৃত্তাত্মক উভয় [illegible] আবশ্যক। প্রাতিকূল্যভাবেও কায়মনোবাক্যে চেষ্টা [illegible] হইতে পারে বটে, কিন্তু [illegible] প্রাতিকূল্যচেষ্টাকে ভক্তি শব্দে উল্লেখ করা যাইবে না, অনুকূলানুশীলনই ভক্তি শব্দবাচ্য। অধিকন্তু এই অনুকূল অনুশীলন ও অন্যাভিলাষ অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাদি শূন্য এবং জ্ঞান ও কর্ম্মানাবৃত হওয়া চাই।

পূর্ব্বে যে অন্যাভিলাষ-শূন্যত্বের কথা বলা হইল, তাহা ভক্তিতাৎপর্য্যরূপ অপ্রাকৃত অভিলাষের নিষেধ কথিত হয় নাই। আবার [illegible] কর্ম্মে সমাবৃত থাকার কথা অর্থে নিষিদ্ধ [illegible] যে কেবল জ্ঞান তাহারই নিষেধ উক্ত হইয়াছে। পরন্তু ভক্তজীবের কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানরূপ যে বিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ জ্ঞান, তাহা অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং কর্ম্ম শব্দে স্মৃত্যাদি-কথিত নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মের বাধা দেওয়া হইয়াছে—পরন্তু ভজনীয় বস্তুর পরিচর্য্যাদি কর্ম্মের নিষেধ কথিত হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে, কারণ ভগবৎপরিচর্য্যাদি কর্ম্মকে কায়িক অনুশীলন বলা যায়।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভক্ত ঠাকুর দুইটী অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। এক [illegible] অর্থে [illegible] হয় আর [illegible] প্রয়োগ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সেবাত্মক শ্রীগৌর ভক্তির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ভক্তিরসের [illegible]

প্রকাশ [illegible] কথা [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] জগতের [illegible] নবদ্বীপ ও [illegible] লীলার [illegible] দিতেছে।

গত [illegible] বৈশাখ [illegible] শ্রীচন্দন [illegible] উপলক্ষে [illegible] এক বিশেষ আয়োজন করেন। [illegible] পাঠ, [illegible] ও [illegible] কীর্ত্তনান্তে [illegible] সজ্জনগণকে বিশেষ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। [illegible] শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] মনোনিবেশকারী [illegible] ও [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible], শ্রীহরিকথা [illegible] ও কীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ সেবনে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

দানতাৎপর্য্যাগত অর্থের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগবৎপাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ সম্পর্ণও ভক্তি শব্দে কথিত হয়। ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর
অর্পিলুঁ তুয়াপদে নন্দকিশোর"

ইহা শুদ্ধাভক্তি, অতএব ভক্ত ঠাকুর দানতাৎপর্য্যাগত অর্থও সার্থক হইয়াছে।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু বলেন, শুদ্ধসত্ত্বগত জ্ঞানই ভক্তি, সর্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিৎ বা জ্ঞানাখ্য বৃত্তিই শুদ্ধসত্ত্ব; এই ভক্তি হ্লাদিনী ও সম্বিতের সার, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির্ব্বৃত্তি, ইহা প্রেমস্বরূপ অংশুমালী অর্থাৎ প্রেম প্রতিকৃতি।

শ্রীশ্রীলবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ভক্তি জ্ঞানস্বরূপ বিশিষ্ট, সুতরাং ভক্তিও জ্ঞান বিশেষ। এই জ্ঞান বিদ্যা ও বেদন ভেদে দ্বিবিধ। কেহ কেহ এই বিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া থাকেন। ইহা তম পদার্থস্বরূপ স্বরূপ। বেদন অপারোক্ষিক স্বরূপ, ইহারই নামান্তর ভক্তি।

ভক্তির স্বরূপ-বিচার-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ভক্তি যে ভগবদ্বশীকারিণী শক্তি ও শ্রুতি-প্রমাণে তাহা জানা যায়। এখন এই শক্তির স্বরূপ কি, তাহাই বিচার্য্য, এই ভক্তি কি প্রাকৃত সত্ত্বে যে জ্ঞান ও আনন্দ আছে, তাহারই বৃত্তি, অথবা শ্রীভগবৎস্বরূপের জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা উভয় শক্তির সমবেত জ্ঞানানন্দরূপা, কিম্বা হ্লাদিনী সম্বিৎসার সমবেত স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা?

প্রথম পক্ষটির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, তিনি কখনই মায়ার বশীভূত হন না, সুতরাং ভক্তিকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলা যায় না।

দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত বোধ হয় না, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে আনন্দাধিক্য অনুভব করেন; সুতরাং ভক্তি যদি ভগবৎ জ্ঞানানন্দরূপা হয়েন, তাহা হইলে ভক্তের ভক্তিতে পরিপূর্ণানন্দ ভগবানের আনন্দাধিক্যানুভব সম্ভবপর হয় না।

তৃতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না, তাহাতে হেতু এই যে, জীবের অণুজ্ঞান ও অণুআনন্দ কখন বিপুল জ্ঞানানন্দ স্বরূপ, [illegible] ভক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে না, অতএব চতুর্থ পক্ষ স্বীকার করিতে হইতেছে। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই ভক্তিতে ভগবান্ বশীভূত থাকেন, শ্রুতি বলিয়াছেন, "[illegible]"— সেই পরম পুরুষ তাঁহার একমাত্র ভক্তিতেই বশীভূত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে যে

যাঁহারা জ্ঞানের প্রয়াসকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রৌতপথে প্রবিষ্ট, সাধুমুখবিগলিত বৈকুণ্ঠ-কীর্তনকেই (যাহা সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপা) কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্বক জীবন ধারণ করেন, হে অজিত! আপনি ত্রিলোক মধ্যে অন্যান্য সকলের কর্তৃক অজিত হইলেও তাঁহারা আপনাকে জয় ও বশীভূত করিয়া থাকেন।

এই যে শুদ্ধাভক্তি, ইহা ভগবদ্ধামে তদীয় নিত্য পরিকরগণে অবস্থান করেন এবং গুরু-আম্নায়-পারম্পর্যে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, সুতরাং ইহা প্রপঞ্চান্তর্গত কোন বস্তু-বিশেষ নহেন। শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

বাস্তবিক ভক্তি নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তবে যে সাধনের দ্বারা সাধ্য বলা হয়, তাহার হেতু এই যে, জীবের ভগবদ্বৈমুখ্যতা-বশতঃ মায়াবদ্ধ হইয়া—চিত্তদর্পণ মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য তাহার আত্মবৃত্তিতে শ্রীভগবানের হ্লাদিনী ও সম্বিৎসার-সমবেত স্বরূপশক্তির যে ক্রিয়া তাহা তিরোভূত হয়, শ্রীগুরুমুখপদ্মবিগলিত চিত্তদর্পণ-মার্জনকারী শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন শ্রবণ-ফলেই শুদ্ধ-সত্ত্বে বা আত্ম-বৃত্তিতে উক্ত স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ যে ভক্তি, তাহা পুনঃ প্রকটিত হয়েন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'ভক্তি' ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়াই ইনি তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে অর্থাৎ ভগবান একমাত্র তাঁহার স্বরূপশক্তির সেবা দ্বারাই বশীভূত হয়েন।

মা-কাল ফল

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, লিখিত)

শিশুকালে এই ফলগুলিকে অতি আদরের সহিত বন হইতে কুড়াইয়া আনিয়া গৃহে রাখিতাম। অনেকের বোধ হয় এই ফলগুলির সহিত অল্প বিস্তর পরিচিত আছেন। ফলগুলি সুপক্কাবস্থায় বাহ্যতঃ দেখিতে যেরূপ সুন্দর, তেমন সুন্দর ফল সচরাচর নয়নগোচর হয় না। ইহা এক প্রকার লতা জাতীয় উদ্ভিদের ফল। ইহারই মূলের নাম ভূমিকুষ্মাণ্ড বা ভুঁই-কুমড়া। এই ভুঁই কুমড়া অনেক ঔষধে লাগে, কবিরাজ মহাশয়েরা ভুঁই কুমড়ার গুণ কদর জানেন।

যখন উপরের চাকচিক্যময় সৌন্দর্য্য দৃষ্টেই ফলগুলি খুব ভাল বলিয়া মনে করিতাম, তখনই মাকালফলের আদর ছিল, কিন্তু যেদিন বিজ্ঞ অভিভাবকগণ আমার ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায়, সেই দুর্গন্ধপরিপূর্ণ বাহ্যসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বিষপূর্ণ ফলটী ভাঙ্গিয়া আমাকে তাহার বাস্তব স্বরূপ জানাইলেন যে, ভিতরে মার্জারের বিষ্ঠার ন্যায় কতকগুলি দুর্গন্ধ মাখান একটা শাঁস ঢোলা দ্বারা আবৃত, তখন বুঝিলাম উহা মনুষ্য কেন কোন প্রাণীরই আদরের বস্তু নহে। উহার সুন্দর প্রলোভনীয় ফল তাহার বিপরীত। ইহার ফল হইতে গাছ জন্মিতেও শোনা যায় না। মূল অর্থাৎ ভুঁইকুমড়া হইতেই ভুঁই কুমড়ার লতা হয়। সুতরাং মূলই মূলের জনক, ফল নহে। তদবধি হইতে প্রয়োজনানুসারে ভুঁইকুমড়ার অনুসন্ধান করি, মাকাল ফলগুলির প্রতি সাধারণ দৃষ্টি পতিত হয় না।

সেইরূপ সংসারে কতকগুলি ভুঁই-কুমড়া ফল জাতীয় সাধু, বৈষ্ণব ও মহাত্মা বংশ জন্মিয়াছে, যাহারা, মাকাল ফলের ন্যায় বাহ্য চাকচিক্য দেখাইয়া, বহুগুণবিশিষ্ট জনসমাজের নিকট আদর পাইতেছে এবং নিজেকে সাধু বংশজ সাধু অথবা তাহাদের সাধুর জনক এরূপ বুদ্ধিতে প্রকাশ করিতেছে, প্রকৃত সাধুদিগের নিকট মাকাল বৎ অপদার্থ। তাহারা জানেন, লোক সমাজে সুগন্ধশীলেরাই সাধুতার জনক। এই অসাধু ফলগুলি নহে।

অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি?

(এ)

আমরা অনেক সময় ভজন-প্রয়াসী হইয়া শাস্ত্র দর্শনে নিরাশ হইতে বাধ্য হই। যে নিমিত্ত অনেকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন বাদ দিয়া ব্যাকরণ কথা বাজে কথা মনে করিয়া, নাটকের কেবল স্থুল কাহিনী আটিনা করি, মুক্তি মিশ্রিত জ্ঞানের আড়ে সাধু অসাধু সেবায় নিযুক্ত হই এবং সাধারণ শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবন প্রভৃতি ধাম দর্শন করিতে যাই। কিন্তু আমি বদ্ধজীব ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষ-চতুষ্টয় আমার মজ্জাগত অভ্যাস। সুতরাং নাম করি—নামাপরাধ হইয়া যায়। অর্চ্চন করি—সেবাপরাধ লাগিয়াই রহিয়াছে। বৈষ্ণব সেবা করিতে যাই—অবৈষ্ণবসেবা জুটিয়া বসে। ধাম দর্শন করিতে যাই, তাহাও প্রাকৃতবুদ্ধি থাকাতে ধামাপরাধ। যাই কোন্ পথে?

ভজন করিব মনে করিয়া যেন, কতকগুলি বিপদের আমন্ত্রণ করিয়া বসিলাম। কোন দিকেই যখন অপরাধের কবল হইতে নিস্তার পাই না, চতুর্দ্দিকে কেবল অপরাধই আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তখন ভজন সাধনের নামটী না করাই ভাল ছিল। ভারি গোলমাল! এত হাঙ্গামে আবশ্যক কি? বরং যাহারা ভজন করে না তাহারাই বেশ সুখে ভাতে খায়, সুখে থাকে, কোন প্রকার অপরাধের ধার ধারে না, ইত্যাদি নাস্তিকতা পরিপূর্ণ নানা মতবাদ তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইয়া মনুষ্য জীবনটাকে অসার করিয়া দেয়।

এই সমস্ত কথার জবাব শ্রীগীতা শাস্ত্রে স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন, হে অর্জুন, তুমি বর্ণাশ্রম ধর্ম, দেহধর্ম, প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। এই সকল ধর্ম ত্যাগের জন্য অনুশোচনা করিও না। সকল পাপ হইতে আমিই তোমাকে মুক্ত করিব।—গীঃ ১৮।৬৬

অর্থাৎ বাস্তব বস্তুনিষ্ঠ সদ্গুরু আচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয়ে ভজন-চেষ্টা-দ্বারাই যাবতীয় অপরাধ হইতে মুক্ত থাকা যায়। নিজের স্বতন্ত্রতা শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছার সহিত মিশাইয়া দিলে ভ্রম, প্রমাদাদি দোষ উপস্থিত হওয়ার অবকাশ থাকে না। সেই জন্য ইহ সংসারে বুদ্ধিমান জন সদ্গুরুর শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া, শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট কার্য্য দ্বারা নিত্য মঙ্গলের পথা গ্রহণ করিয়াছেন। অপরাধ বাধার কোন কথা তাঁহাদিগের নিকটে নাই। তাঁহারা একমাত্র অপরাধ বিনির্ম্মুক্ত সাধু। জানি না, আর কত জন্ম পরে এহেন সাধুগণের শ্রীচরণ পরাগ শিরে ধারণ করিয়া অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির বুদ্ধি উপস্থিত হইবে!

প্রচার-প্রসঙ্গ

ঝাড়গ্রাম

গত ১৯শে হইতে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌর গোবিন্দ বিদ্যাভূষণমহোদয় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম নগরে পরম ধার্ম্মিকবর শ্রীযুক্ত ভাগবত চরণ বর্ম্মন, বি, এ, (ভূম্যধিকারী ও কোলিয়ারি প্রোপ্রাইটার) মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা গৌরাবির্ভাব শুদ্ধাভক্তি প্রচার করিতেছেন। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর সদালাপ ও শ্রীনাম এবং নামাপরাধের পার্থক্য ব্যাখ্যা শ্রবণে সভাস্থ বিজ্ঞমণ্ডলী চমৎকৃত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন। সপ্তমী সভায় সভা-সংরক্ষক শ্রীযুক্ত ঝাড়গ্রাম রাজের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত চক্র সিদ্ধান্ত, শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ভূম্যধিকারী), ক্যাপ্টেন পি এম, ঘোষ এম্, ডি, শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সিংহ বি, এল; ডাঃ বলদেব চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায়, কবিরাজ শ্রীবনমালীকান্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন বিদ্বান শ্রোতৃগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শ্রীনামতত্ত্ব শ্রবণের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদনে পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। এবং পুনঃ পুনঃ আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষায় স্থান দিয়াছেন আর একটি বিরাট সভার আয়োজন করিয়াছেন। নামবিরোধী কোন সমাজের এক পাশ্চাত্য ভারতীয় লেখক শ্রীনাম ও শ্রীনামাশ্রিতগণের প্রতি অযথা আক্রমণ করিলেও বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সযৌক্তিক বিনীত মধুর বাক্য আক্রমণকারী নিজ কৃত অসাধুতা স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীনামতত্ত্বের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও শ্রীনামভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, মৌলিকত্ব ও অনাদিত্ব স্বীকার পূর্ব্বক গৌড়ীয় মঠের প্রচারের পরম সহায়কের প্রতি আত্মদান হইয়াছেন। সভাস্থ সভ্যগণ তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

উড়িষ্যা

'পুরুষোত্তম পুরোত্তমাৎ'—কালকালে শ্রীপুরুষোত্তম ধাম হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের কথা প্রচারিত হইবে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্পাদন করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্থাপন করিয়া চৈতন্যের বাণী প্রচার শ্রীচৈতন্যের নিকটে পঠিত হইবার জন্য সাধারণ শ্রীচৈতন্যবাণী নিজ চরণাশ্রিতগণকে বিশেষ ভাবে দিতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীচন্দনযাত্রা হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত বহু-দিবসব্যাপী এক বিরাট মহামহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে শ্রীহরিকথা আলোচিত হইতেছে। তাহা ছাড়া ব্রহ্মচারীগণ উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ ভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি রক্ষক গিরি মহারাজ, কটক রেভেন্স কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ মহোদয় সম্প্রতি ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা ও কীর্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সনাতন ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। ঢেঙ্কানলের রাজা, রাজপরিবারবর্গ ও রাজকর্ম্মচারী সকলেই পারমার্থিক কথা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। সর্ব্বত্রই শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রতি লোকের আগ্রহ বর্ত্তমান না থাকিলেও, কিন্তু আচার্য্যের প্রচারকের মুখে শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণে সকলেরই প্রাণে চেতনের সাড়া পড়িয়াছে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষার্থ নিয়মিতভাবে অধ্যাপকের ও সমস্ত্রে সংস্থাপিত হইয়াছে—শিক্ষার্থিগণ আবেদন করুন।

১। ... ...াসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। জ্যোতিঃশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন যথাক্রমে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড প্রান্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদর্শ

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৬৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৷৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	⁄১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷৷০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৷৷০
১১।	অন্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷৷০
১২।	প্রেমবিবর্ত	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাধাই, চক্রবর্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	
১৪।	গীতার মাহাত্ম্য	৷৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।/
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইহাতে শুদ্ধ ভক্তবৈষ্ণবগণের কথা এমন সরলসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ ভগবদ্ভক্তিকে অপ্রতিহতা নিরপেক্ষা থাকিতে যে তাঁহাদের অতীব ঘৃণিত শুক্রশোণিতবিচারানুগত্য করিতে চাহিবেন, সাত্বত শাস্ত্রানুগগণ তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না। ভক্তিকে প্রাকৃত জাতিবর্ণের অধীন করিয়া রাখিলে জগতে ভক্তের আর কোন সম্মান থাকে না। ভক্তবৎসল ভগবান্ যে-ভক্তের পূজাকে তাঁহার পূজা হইতেও অধিক বলিলেন, সেই ভক্তকে বিষয়ি-কামুকের কাছে আমরা জাতি-কুলবিচারে সম্মান প্রদর্শন করিব, ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের আর কি হইতে পারে? স্মার্ত্তরঘুনন্দনের অনুগত ভক্তরত্ন, প্রায় সকলের দল বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া 'নারকী' সংজ্ঞা লাভের জন্য ব্যস্ত দেখিয়া ভক্তভাবঅঙ্গীকারকারী কলিযুগপাবনাবতারী ভক্তাকারসত্ত্বাকারী প্রভু বিশ্বম্ভরের অনুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গোস্বামিকগণও কোন্ সাহসে সেই স্মার্ত্ত-পদাবলেহনপূর্ব্বক বৈষ্ণবাবমাননা-দ্বারা মহাপ্রভুর প্রচার-বৈশিষ্ট্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রস্তুত, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। স্মার্ত্তগণ চিরকাল বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের মুখ হইতে বৈষ্ণবের জাতিকুল-বিচারের কথা বাহির হওয়া কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে; কিন্তু বৈষ্ণব গোস্বামী পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর দল কোন্ বিচারে, কোন্ সাহসে, কোন্ প্রাণে সেই সকল বৈষ্ণবাপরাধীর কথার কোন প্রতিবাদ করা দূরের কথা, নিজেরাও বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া আনন্দ পাইতেছেন—মহাপ্রভুর বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছেন, তাহার যথাশাস্ত্র কৈফিয়ৎ দিবেন কি? বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণত্বের অভাব—একথা কোন্ শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন? শ্রীমন্মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ১৪৩ অধ্যায়ের ৪৬, ৫০ ও ৫১ শ্লোকে কি কথা বলিয়াছেন, তাহা কি কেহ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন? ঐ শ্লোকত্রয়ে বলা হইয়াছে—

"নিম্ন কুলোদ্ভূত শূদ্রও আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজসংস্কার লাভ করেন। জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি একৈকের কিছুই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্ত অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড ৪৩ অঃ) শ্রীব্রহ্মবাক্য যথা—

সচ্ছোত্রিয়কুলে জাতো অক্রিয়ো নৈব পূজিতঃ।
অসৎক্ষেত্রকুলে পূজ্যো ব্যাসবৈভাণ্ডকৌ যথা॥
ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতো বিশ্বামিত্রোঽস্তি মৎসমঃ।
বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অন্যে সিদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ॥
যস্য তস্য কুলে জাতো গুণবানেব তৈ গুণৈঃ।
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো বিপ্রঃ পূজনীয়ঃ প্র[illegible]

—অর্থাৎ সচ্ছ্রোত্রিয় কুলে জাত হইলেও সদাচার-রহিত ব্যক্তি কখনও পূজিত নহেন। কিন্তু অসৎক্ষেত্র বা কুলে আবির্ভূত ব্যাস ও বৈভাণ্ডক ঋষি পূজ্য। ক্ষত্রিয়কুলে জাত বিশ্বামিত্রও মৎসম। স্বদেশী উর্ব্বশীর ক্ষেত্রে উদ্ভূত বশিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগুণোপেত অন্য ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ বলিয়াই সিদ্ধ। যে সে কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, গুণবান্ তাঁহার গুণসমূহ দ্বারাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ব্রাহ্মণ; তাঁহাকে বিশেষ যত্নের সহিত পূজা করা কর্ত্তব্য। ভাগবতগণ যে শূদ্র নহেন, তৎসম্বন্ধে পদ্মপুরাণ আরও বলিতেছেন—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

সদ্‌গুরু-পাদাশ্রিত শ্রীভগবৎসেবা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ শূদ্রকুলোদ্ভূত হইলেও 'শূদ্র' নহেন, তাঁহারা 'ভাগবত' বলিয়াই কীর্ত্তিত হন। জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে তিনি যে কোন বর্ণোদ্ভূত হউন না কেন—শূদ্র বলিয়াই গণিত হন। আনন্দতীর্থ মধ্বমুনিকৃত ছান্দোগ্য ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"শুচাদ্রবণাচ্ছূদ্রঃ। রাজা পৌত্রায়ণঃ শোকাচ্ছূদ্রেতি মুনিনোদিতঃ। প্রাণবিদ্যামবাপ্যাস্মাৎ পরং ধর্ম্মমবাপ্তবান ইতি পাদ্মে।" অর্থাৎ যিনি শোকদ্বারা দ্রবীভূত, তিনিই শূদ্র। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের বশবর্ত্তী হওয়ায় রৈক্বমুনি-কর্ত্তৃক শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই রৈক্বমুনি প্রাণবিদ্যা লাভ করিয়া পরম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে ভগবন্মায়াদ্বারা আত্ম-ভিন্ন স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয় এবং সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ স্মৃতি ধ্বংস হয়। অদ্বয়জ্ঞান হইতে পৃথক্ হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে ভেদবুদ্ধি হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়। এরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার নামই শূদ্রতা। যদি কোন জীব সাধুসঙ্গক্রমে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া এই শূদ্রতা অপসারিত করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহা হইলেও যে তাঁহাকে 'শূদ্র' বলিতে হইবে, ইহা কোন্ শাস্ত্রযুক্তিসম্মত বাক্য? শ্রীমদ্ভাগবত জীবমাত্রেরই পরম ধর্ম্মনির্ণয়ে বলিতেছেন,—"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥" অর্থাৎ "অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই জীবমাত্রের পরধর্ম্ম, তাহাতেই জীবাত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করেন।" 'নৃদেহমাদ্যং' শ্লোকে বলিতেছেন—ভজনের মূল নরদেহরূপ তরণী, সদ্‌গুরুরূপ কর্ণধার এবং শ্রীভগবানের কৃপারূপ অনুকূল বায়ু পাইয়াও যে ব্যক্তি ভবসমুদ্রপারের জন্য চেষ্টা না করে, সে আত্মঘাতী। 'লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং' শ্লোকে বলিতেছেন—বহু যোনিভ্রমণের পর এই সুদুর্লভ নশ্বর অথচ পরমার্থপ্রদ মনুষ্যজন্ম লাভ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই কালবিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরম মঙ্গলের জন্য যত্ন করিবেন। জড় বিষয় ভোগের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। জড় বিষয় ভোগ সমস্ত জন্মেই পাওয়া যাইবে। এরূপ ভূরি ভূরি শ্লোকে জীবমাত্রকেই হরিভজনের কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন। জীবগণ যদি সাধুমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল উপদেশ-বাক্য শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ভগবদ্‌ভজন করিবার জন্য নিষ্কপটে গুরুপাদাশ্রয় করিতে চাহেন, গুরুদেব কি তাঁহাদিগের আর্জ্জব লক্ষণ দেখিয়া জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষা প্রদান করিবেন না? গুরুদেব কি ইঁহার দীক্ষিত শিষ্যের জাতিকুল বিচার করিয়া তবে তাঁহাকে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ যজনে অধিকার দিবেন? ভক্ত্যঙ্গযাজনে অধিকার যদি নরমাত্রের থাকে, তাহা হইলে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীভগবদর্চ্চনাঙ্গ যজনাধিকার কি দীক্ষিত ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শিষ্যকে দেওয়া হইবে না? কোন্ শাস্ত্র এরূপ পক্ষপাতদোষদুষ্ট বিচারের পক্ষপাতী? শাস্ত্র-দত্ত অধিকার হইতে জীবগণকে বঞ্চিত করা কি ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বিত দলের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইতেছে?

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পাষণ্ড, কৃষ্ণদ্বেষী সদ্‌গুরুর অনুমোদনব্যতীত শূদ্র কেন, ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তিরও প্রণব ও বেদোচ্চারণে অধিকার নাই। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধানে দীক্ষিত না হইয়া কলিসম্ভূত অশুদ্ধ শুক্রজাত কোন ব্রাহ্মণ "আমি প্রণবোচ্চারণ ও বেদপাঠ করিতে পারি"—একথা স্পষ্ট করিতে পারেন? আমি সাধারণ লোকের কথা বলা হইতেছে না, শাস্ত্র-সম্মত পথা ধরিতে গেলে অদীক্ষিত কাহারও উহা করিবার অধিকার নাই। অদীক্ষিত কদাচারযুক্ত শূদ্রের প্রণব ও বেদে অধিকার আছে, একথা আমরাও বলিতেছি না।

তবে সাধুসঙ্গক্রমে শূদ্রের অনাচারলক্ষণ দূর হইলে সে তাঁহাদের মত ব্রাহ্মণাবস্থায় (বেদ) দিতে কেন অধিকার থাকিবে না? যদি বল,—না, তাহা হইবে না, তুমি সাধুর মাহাত্ম্য—নামের মাহাত্ম্য—কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষার কিছুই স্বীকার কর না। তুমি সাধুনিন্দক, নামাপরাধী, সুতরাং ভগবদ্বিদ্বেষী, তুমি ব্রাহ্মণাভিমানী হইলেও তোমার সঙ্গ অসৎসঙ্গবিধায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ব্রাহ্মণ ও গোস্বামী নামধারী গুরুব্রুবগণ কপটতা করিয়া ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে যাহাতে প্রণবযুক্ত মন্ত্র না দিয়া পাতিত্যদোষ হইতে বাঁচিতে চাহেন। তাঁহাকে আমরা বলি, হে ব্রাহ্মণব্রুব বা গোস্বামিব্রুব, যদি তোমরা তোমাদের শিষ্যের শূদ্রত্ব না ঘুচাইতে পারিলে, শিষ্যের সহিত তোমাদেরই কপটতাই করিতে হইল, তাহা হইলে তোমাদের গুরুত্ব বা কোথায় থাকিল? আর শিষ্যের শিষ্যত্ব বা কেমন করিয়া বজায় রহিল? তোমরা কপট হইয়া ত' শূদ্রাধম হইয়া গেলে! তোমরা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লোভে শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণকে দীক্ষা দিবার সময় জাতি যাইবার ভয়ে তাহাদের অন্নটুকুই না গ্রহণ করিতে পারিলে, তাহা হইলে তাহাদের গুরু বা কিরূপে সার্থকতা লাভ করিল আর দীক্ষাপ্রিয়দের কর্ত্তব্যই বা কেমন করিয়া বজায় রহিল? এরূপ শিষ্য-সম্বন্ধটী কি কেবল বণিগ্‌বৃত্তি? উহাতে কি পারমার্থিকতার নাম গন্ধও নাই? হা ভগবন্! সমাজের বক্ষে এ কপটতা আর কতদিন অভিনীত হইতে থাকিবে? হে সত্যানুসন্ধিৎসু মানব-সমাজ, তোমরা কি এসকল কথা একটু নিরপেক্ষ হইয়া আলোচনার অবসর করিবে না?

পরমার্থ-শূন্য সংসার

পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং অর্থ শব্দের তাৎপর্য্য প্রয়োজন। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাইবার বস্তু যাহা, তাহাই পরমার্থ। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন বা পরমার্থ। তাহা যে সংসারে নাই, সেইটীর নাম পরমার্থ-শূন্য সংসার। ঐরূপ সংসারে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা 'সার' বাদ দিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া 'সং'কেই সার বলিয়া গ্রহণ করেন। সং শব্দে অনিত্য বস্তুকে বুঝায়। নিত্য বস্তু ছাড়িয়া অনিত্য বস্তুর জন্য চেষ্টা মায়ামুগ্ধ জীবই করিয়া থাকেন। কারণ মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান নাই অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণদাস্যই যে নিত্য সেবা" একথা তাঁহারা জানেন না।

সেই জন্য [illegible] হৃষীকেশের সেবা না করি। অনর্থের [illegible] রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হন। ইহাতে আপাত মধুর ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় মাত্র, কিন্তু পরিণামে অনন্ত দুঃখ আনয়ন করে—[illegible] আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক [illegible] ত্রিবিধ তাপে জর্জ্জরিত করে। [illegible] সংসারে কোন প্রকার শান্তি নাই, সেখানে আছে কেবল শোক, [illegible] মৃত্যু। এরূপ সংসারের [illegible] অনিত্য বস্তু পাইবার জন্য কাহারও [illegible] বা সম্পত্তি আনিতে [illegible] ছয় [illegible] পাওয়া যায়, তাহা নিরন্তর পরিবর্তনশীল [illegible] দায়ক হয়। সেখানে আছে পুনঃপুনঃ অনর্থ। সেই অনর্থ চারি প্রকার: স্বরূপ-ভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ।

স্বরূপ ভ্রম

পরমার্থ-শূন্য সংসারে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের স্বরূপ জ্ঞান নাই। 'আমি কে?' এই কথাটিই তাঁহারা জানেন না। আমি যে আত্মবস্তু ভগবানের নিত্যদাস, ইহা ভুলিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি [illegible] হয়। তখন জীব আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র ইত্যাদি অভিমানে মত্ত হইয়া পড়ে—ইহার নাম কুলমদ। [illegible] আমি ধনী, অমুক ব্যক্তি দরিদ্র এইরূপ বিচার হয়—ইহাকে ধনমদ বলে। আবার [illegible] আমি পণ্ডিত, সে মূর্খ এই প্রকার জড়ীয় বিদ্যামদে জীবকে উন্মত্ত করে। আর একটী মদ আছে, তাহার নাম রূপ-মদ। এই [illegible] প্রকার মদমত্ত জীবই [illegible] দর্শন করিয়া থাকে, কাজেই তাহারা ছোট বড়, ধনবান দরিদ্র, ভাল মন্দ, শত্রু মিত্র এইরূপ বিভিন্ন দর্শন করেন। তাঁহারা [illegible] আত্মীয়স্বজন পরিবারের [illegible] বিবাদ কলহ, কলহ, শান্তি না [illegible] উৎপত্তি হয়। [illegible] সঙ্গে [illegible] অশান্তির [illegible] না [illegible] নিজের [illegible] মনে হয়, তখন স্ত্রীকে [illegible] মাতাকে [illegible] স্বরূপ [illegible] রূপ [illegible] কিন্তু [illegible] কারণে [illegible] আমরা [illegible] পরিবারের [illegible] উপস্থিত হয়। [illegible] পরমার্থ জীবসংসারে প্রবেশ করিতে [illegible] কারণে দুর্ভাগ্যক্রমে [illegible] অবগত

না হন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা পুনঃ পুনঃ [illegible] হন, তবে ভগবান্ জীব [illegible] নিষ্কপট [illegible] হইয়া পরমার্থ শূন্য সংসার ছাড়িয়া গুরুর সংসারে অবস্থান করেন। কোন মহাজন বলিয়াছেন—

এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব, না পায়
দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' হরিভজে যদি, তবু তার
দূরে ক্লেশ॥
বিষয় অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে
বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি' লয় কৃষ্ণনাম, অনলে
পড়ে জল॥
নিতাই চৈতন্য চরণ কমলে, আশ্রয়
লইল যেই।
ভকতিবিনোদ বলে, জীবনে মরণে, আমার
আপন সেই॥

অসত্তৃষ্ণা

পরমার্থ-শূন্য সংসারে কাহারও সদ্বস্তুর জন্য পিপাসা নাই, কারণ তাঁহাদের অন্তঃকরণে নানা অনর্থ আছে। কেহ পুত্রের অভাবে [illegible] বশীভূত হইয়া পুত্র পাইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করেন—কেহ দেবদেবীর উপাসনা করিয়া পুত্র লাভ করেন; কিন্তু যাহা পাইলেন, তাহা অসৎ অর্থাৎ অনিত্য, তাই সেটী কিছুদিন পরে আবার চলিয়া যায়। তখন এই ব্যক্তির [illegible] পুত্রটী লাভ করাতে ক্ষণিক আনন্দ দিয়াছিল তাহাই আবার অনন্ত দুঃখের কারণ হইল। কেহ বা বিষয় লাভের জন্য [illegible] দিন [illegible] দিবারাত্র [illegible] পরিশ্রম করেন, তাহার ফলে বহু অর্থ সঞ্চয় করেন বটে, কিন্তু পাছে চোর, দস্যু আসিয়াই [illegible] অপহরণ করে, [illegible] নিদ্রা হয় না—নানা প্রকার অশান্তি উপস্থিত হয়, আবার হয়ত একদিন [illegible] আসিয়া [illegible] একদিনে সমস্ত অর্থ লইয়া যায়। এই জন্যই আমরা এইরূপ শত শত [illegible] দেখিয়া বা শুনিয়াও আমাদের [illegible] অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। সাধুসঙ্গের অভাবই ইহার কারণ। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে সাধুসঙ্গ করিলে জীবের অসত্তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। তাই সাধুগণ কীর্ত্তন করেন:—

একবার ভাবমনে, আশাবশে ভ্রমি কেথা
পাবে কি সুখ জীবনে॥
কে তুমি কোথায় ছিলে,
[illegible] দেহ, [illegible] কাজ করে গেলে
[illegible] কোথা শরীর পতনে।
কেন [illegible], অবশেষে মমতাময়,
তুমি [illegible],

ক্রোধ হিংসা দ্বেষ অজ্ঞজনে।
বিনোদ-সেবক কয়, করি গোরা পদাশ্রয়,
চিদানন্দ-রসময়, হও রাধাকৃষ্ণ-নাম-গানে॥

হৃদয়দৌর্ব্বল্য

পরমার্থ-শূন্য সংসারে সকলেই বহির্মুখ, সুতরাং সেই [illegible] হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। [illegible] বাক্যের বেগ-রূপ বাক্যবেগ, অসৎচিন্তারূপ মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, [illegible] জিহ্বাবেগ, [illegible] উদরবেগ, উপস্থবেগ অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গ-লালসা—এই ছয় প্রকার বেগ বাড়িয়া যায় এবং ছয়টী দোষও দেখা যায় অর্থাৎ সঞ্চয় [illegible] অত্যাহার; ভক্তি-বিরোধি চেষ্টা বা প্রয়াস; [illegible] ও [illegible] কথালাপ [illegible]; [illegible] নিষ্ঠা [illegible] নিয়মে আগ্রহ; কৃষ্ণভক্তের [illegible] শ্রীতি বা জনসঙ্গ এবং লৌল্য অর্থাৎ নানা মত-গ্রহণ-লালসা আমাদের উপস্থিত হয়। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-দশাতেই এই ছয়বেগ ও ছয়দোষ দমন করিতে পারা যায় না। অহির [illegible] শ্রীগুরুদেবের কৃপাতে [illegible] বলীয়ান, সেই বৈষ্ণব ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত হৃদয়-দৌর্ব্বল্য নামক অনর্থ দূর হয় না। আকুল বৈষ্ণব-চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে হইবে—

বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এদাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া শোধহ আমারে
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি ছয় দোষ শোধি,
ছয়গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহহে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ধাই তব পাছে পাছে॥

অপরাধ—১। সেবাপরাধ

পরমার্থ-শূন্য সংসারে [illegible] করিয়া অনেকে সেবার অভিনয় করেন বটে, কিন্তু তাহা সেবা না হইয়া সেবাপরাধ হয়। সেই সেবাপরাধ পাঁচ প্রকার। (১) [illegible] যত্নাভাব—অর্থ আছে অথচ নিত্য [illegible] নিয়মিত উৎসবাদি না করা। ভগবানের স্তব, বন্দনা, দণ্ডবৎ আদি না করিয়া অনাহুত হওয়া। প্রদীপ না জ্বালিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ করা। এই প্রকার [illegible] যত্নাভাব হইতে হইয়া থাকে।

(২) অবজ্ঞা—যানারোহণ বা পাদুকা ব্যবহার পূর্ব্বক ভগবদ্গৃহে গমন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম না করা, এক হস্ত দ্বারা প্রণাম, অঙ্গুলি দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি নির্দ্দেশ, শ্রীমন্দির সম্মুখে প্রদক্ষিণ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধনে বসিয়া স্তবপাঠ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন ভোজন ইত্যাদি [illegible] কথা, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, বিষয়ান্তর চিন্তায় রোদন, কলহ, অন্যব্যক্তির বিষয় আলোচনা, [illegible] পরিত্যাগ, [illegible] দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবন্নৈবেদ্যে অর্পণ, শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, অকালে শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন। এই প্রকার কার্য্যসকল সেবা-সম্বন্ধে অবজ্ঞা।

(৩) অপবিত্রতা,—অশুচিদেহে ভগবন্মন্দিরে গমন, [illegible] বস্ত্রাদির সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবাকরণ, পূজা-সময়ে থুৎকার, সেবা-সময়ে অন্য বিষয় চিন্তা ইত্যাদি নানা প্রকার অপবিত্রতা।

(৪) নিষ্ঠাভাব—ভগবৎ সেবার পূর্ব্বে অন্ন গ্রহণ, অনিবেদিত অন্ন জলাদি গ্রহণ, নিত্য শ্রীমূর্ত্তি ও [illegible] দর্শন না করা, নিত্যপ্রিয়বস্তু ও কালোচিত [illegible] অর্পণ না করা, হরিবাসর না করা এই সকল নিষ্ঠাভাব।

(৫) গর্ব্ব—সেবাকালে আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়া অভিমান বা আপনার প্রশংসাকীর্ত্তন করার নাম সেবাকালীন গর্ব্ব।

২। নামাপরাধ

পরমার্থ-শূন্য সংসারে নাম করিলে শুদ্ধনাম উচ্চারণের অধিকার হয় না, তাহা নামাপরাধ মাত্র। নামাপরাধ দশ প্রকার,—(১) সাধুনিন্দা। (২) শিবাদি দেবতাকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধি; একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য। (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা। (৪) বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্র নিন্দা। (৫) হরিনামের মহিমাকে প্রশংসামাত্র বলিয়া জ্ঞান। (৬) নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি। (৭) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামের তুল্যতা জ্ঞান। (৮) অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে হরিনামোপদেশ। (৯) অনবধান অর্থাৎ নাম গ্রহণ কালে ঔদাসীন্য ভাব, জাড্য বা আলস্য কতক্ষণে শেষ হয় এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ সংখ্যা মালার দিকে দৃষ্টি, বিক্ষেপ অর্থাৎ অন্যচিন্তা। (১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অপ্রীতি।

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবুত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস সদাই নাম-অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ।
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ, লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রাতিকূল কর পরিহার॥
জ্ঞান-যোগ-চেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ॥
মর্কট বৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহ-রঙ্গ॥
তবে ত' পাইবে ভাই নাম-প্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর নদে' আগমন॥

একটী কথা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধারমণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীশ্রীনদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক অনুগ্রাহক পাঠক অনুপাঠক সকলের নিকট আমরা একটী কথা উপস্থিত করিলাম। কথাটী কোন বেদবেদান্ত উপনিষদের জটীল সমস্যাযুক্ত নহে। অতি সরল কথা, যাহা নিতান্ত বালকেও ইহার নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। নিরপেক্ষ বিচারে স্ব স্ব অভিব্যক্তি প্রকাশ দ্বারা জগতের প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে। নদীয়াপ্রকাশ স্বয়ং নিরপেক্ষ প্রচারক এবং নিরপেক্ষ আহ্বান-দাতা।

মনে করুন—কোন এক স্থানে কতকগুলি ব্যক্তি, মধ্যে মধ্যে কার্য্যানুরোধে সম্মিলিত হন। অধিকাংশ সময় স্ব-স্ব কার্য্যোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন। কেহ বা উদরের চিন্তায় ছুটাছুটি করেন, (অধিকাংশই এই প্রকারের) কেহ বা কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য দেশ বিদেশে বিচরণ করেন, কিন্তু সকলেরই গৃহ গৃহিণী পুত্র কোলাহল আছে। কাহারও বা নীতিপূর্ণ শাস্ত্রসম্মত বৈধ-গৃহিণীর পাণি গৃহীত হইয়াছে। আবার কেহ বা নীতিশূন্য ভাবে পাশবাচারের ন্যায় অবৈধ গৃহিণী (বিধবা সধবা) লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, ও কনক পঞ্চবিধ কলিস্থান অর্থাৎ অনর্থ পোষণেও প্রায় সকলের চেষ্টা রহিয়াছে, এই প্রকার সাত পাঁচ মিশালি জনসংখ্যাদিকে যদি একটা দল গঠিত হয়, আর উঁহারা ছয়কে নয় করিয়া ও নয়কে ছয় করিয়া, কতকগুলি কথা জন-সমাজে প্রচলন করিবার প্রয়াস পান, তবে জনসমাজ কি উহাদিগকে বাহবা দিয়া নির্ব্বিচারে উঁহাদিগের বাক্‌চাতুরীকে অকাট্য প্রমাণ বোধে গ্রহণ করিলে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবেন? না—

যাঁহারা জাগতিক যাবতীয় বিষয়কে থুৎকার করিয়া, এমন কি গৃহ-গৃহিণী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, প্রভৃতি সকলের স্নেহ-বন্ধনকে অতি তুচ্ছ বোধে, নিরন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা-তৎপর, যাঁহাদের মমতা বা পক্ষপাতিত্ব বলিয়া কোনও পুতিগন্ধ অণু পরিমাণেও অঙ্গ স্পর্শ করে না, যাঁহারা জাগতিক কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাকে লোষ্ট্র, শৃগালী ও শূকরের বিষ্ঠা-জ্ঞানে কটাক্ষপাতও করেন না, যাঁহাদের নিজ সুখৈষণার লেশ মাত্রও নাই, যাঁহাদের চরিত্রে অনর্থের গন্ধ মাত্রও পাওয়া যায় না, তাঁহাদিগের কথাই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

একথাটীর অবতারণার অনেক কারণ আছে। আজ কাল কতকগুলি লোক নিজে নিজে বড় বুজদার সাজিয়া কোনও দিন যাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই অথবা জীবনে ২।১ দিন দেখা, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞান লাভ না করিয়াই, মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া, প্রায়ই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন জারি করিতে যাইয়াও "ধান ভানতে শিবের গীত" বিরক্ত বৈষ্ণব উপাধিকে [illegible] বোধ করেন না, শুধু তাহাই নহে, এতদ্ব্যতীত সজ্জন-বিদ্বেষের উদ্দামতাটীও যে বাদ পড়িয়াছে, তাহা নহে। এই বুজদার মহাশয়ের বিকৃতির বৈষম্য নিজের চক্ষুতে না ফেলিয়া একটু নিরপেক্ষ আলোকে দেখিলেই সকল বিরক্ত ব্যক্তির [illegible] অতিরিক্ত লাভ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে নিজেরও মঙ্গল সাধিত হইত। এ কলিকাল! কেবল তামাসা ভাল লাগে [illegible], পতি ছাড়িয়া নারী পুনরায় বিরক্ত বাবাজী বা বৈষ্ণব-পাত্রে পাত্র সুশোভিত তামাসাই বটে।

একথাগুলি কি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার লোক জগতে এতই কম! পরন্তু সত্য কথা চাপা দেওয়ার লোকের অভাব হইতেছে না। অবশ্য গোটা জগৎ সত্য চাপায় ব্রতী হইলেও সত্য কখনও চাপ পড়িবার বস্তু নহে, সত্য—নিত্যমুক্ত কিন্তু আমরা কি চিরদিন দুর্ভাগাই থাকিব? সত্য গ্রহণে বিমুখতা কি আমাদের মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা? একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণে নিষ্কপটে প্রার্থনা করিলেই যদি সত্য বা সনাতন বস্তুর সন্ধান মিলে, তবে কি আমরা তাহাও পারিব না? নিষ্কপটতা বা সরলতা কাহাকে বলে তাহা কি মানব জাতির বোধগম্য হওয়ার বিষয় নহে? সুতরাং সুধীমণ্ডলী বিচার করুন। নিরপেক্ষ বিচার করুন। সম্পূর্ণ বিচার করুন। গোঁজামিল না দিয়া শ্রীভগবচ্চরণে সরল ভাবে শরণাগত হইয়া বিচার করুন। তাহা হইলেই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা দূর হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কালুগাছান ১৬।৪।২৯

ডুমুর কৌদা শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের বার্ষিক উৎসব সমাপনান্তে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীমদ্ প্রাণ গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় কালুখালি, [illegible], পাংশা, রাজবাড়ী প্রভৃতি স্থলে বক্তৃতামুখে গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, শ্রীনামতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়া তত্রদেশবাসিগণের কুলক্রমাগত বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত করিতে যত্ন করিতেছেন, তাঁহার সযৌক্তিক শাস্ত্রসঙ্গত সরল বাগ্মিতায় শ্রোতৃবর্গ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীগুরু যে কুলক্রমে আবদ্ধ নহে, পরন্তু কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই মাত্র আচার্য্য, তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, কুরুক্ষেত্র।
পাঞ্জাব, ২০।৫।২৯

পঞ্জাবস্থিত শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীকুরুক্ষেত্র ও অনতিনিকটবর্ত্তী সহর এবং গ্রাম সমূহে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত শুদ্ধসনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বক্তৃতাদ্বারে, হিন্দী, উর্দ্দু ও ইংরাজি ভাষায় কীর্ত্তিত হইতেছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ রমেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রহ্মচারী মহাশয়, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে গত ১৪ই মে তারিখে [illegible] নামক সহরে স্থানীয় সনাতন ধর্ম্মসভার সম্পাদক লালা হুকুমচাঁদ মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বাণীত্ব সম্বন্ধে উর্দ্দু ও ইংরাজি ভাষায় ২ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দেন। অনেক আর্য্যসমাজমতাবলম্বী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীগুরু-বন্দনা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং সনাতনধর্ম্মের জয় ঘোষণা হইয়াছিল।

সনাতনীগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে এরূপ ভগবৎ-কথা শ্রবণের নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। সভান্তে সমাজিবুদ্ধি বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তির কতিপয় প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তরে সকলেই প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের আদর ও সত্য কথা শ্রবণে আগ্রহ দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এ অঞ্চলে আজকাল ক্রমশঃ তীব্র গ্রীষ্ম অনুভূত হইতেছে। বেলা ১২টার পর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বাহিরে থাকা, অনভ্যস্তদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। তথাপি [illegible] তা' সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করেন না; এই নিদারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও [illegible] সেবা এবং পরিশ্রমসহকারে মহাপ্রভুর কথা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে অল্পকালের মধ্যেই যে সমগ্র ভারত শ্রীচৈতন্যের জয় গানে মুখরিত হইবে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

মুর্শিদাবাদ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত বহরমপুরের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

স্বামীজী গোরাবাজার [illegible] স্থানে এবং [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] অধিকারী [illegible] সেন, উকীল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরাবাজারের জমিদার শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় বৃন্দের আলয়ে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে মে দিবসত্রয় [illegible] আমার কুটীরে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল। এই সময় [illegible] ও ভদ্রমহোদয়গণ আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর হৃদয়গ্রাহিণী ব্যাখ্যাসমূহ শ্রবণ [illegible] হইয়াছিলেন যে, [illegible] নিরপেক্ষভাবে অকপটভাবে তাঁহার [illegible] সমূহ শ্রবণ করিতেছেন এবং [illegible] স্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। স্বামীজী যে প্রকার সরল ও হৃদয়ের আবেগ [illegible], যে [illegible] সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সেই পরম [illegible] কোমল হৃদয়ে প্রবেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছি। আবার দুই দিবস, স্বামীজী [illegible] উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত [illegible] গমন করেন, [illegible] কৃতকার্য্য হইবেন।

নিঃ
শ্রী[illegible] মজুমদার
[illegible], মুর্শিদাবাদ।
বহরমপুর, ২৬শে মে, ১৯২৯

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

নিম্নলিখিত বিষয়ের

অধ্যাপকের [illegible] সম্বোধিত [illegible] —[illegible]

আবেদন করুন।

১। [illegible]আসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩০্ ত্রিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রথম খণ্ড হইতে নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৬৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৪০ অধ্যায় পর্যন্ত দশম স্কন্ধ ছাপা হইয়াছে

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-নির্দ্দেশন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	[illegible], গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—সমষ্টি	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	⁄১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮্ ৬৷০
১২।	[illegible]	২্
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্যাভূষণ, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও [illegible]	২্
১৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	[illegible]
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম খণ্ড)	২্

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance—*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign* 6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—১৩৩৯

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে কপিল-দেবহূতিসংবাদে 'যন্নামধেয়' শ্লোকোক্ত "শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন তথা শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার বিধান ও তাঁহার স্মরণকারী শ্বপচ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরও সদ্য সদ্য সোমযজ্ঞাধিকার লাভ হয়"—এই বাক্য দ্বারা জীবের দুর্জ্জাত্যারম্ভক প্রারব্ধ পাপের সদ্য সদ্য বিনাশ স্পষ্টরূপে সূচিত হইলেও কতকগুলি মৎসর-হৃদয় অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত উহাতে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতিসম্পন্ন জীবগণকে ভগবদ্দত্ত নামাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন। শ্রীধর স্বামিপাদ ঐ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকায় লিখিলেন—

"যন্নামধেয়স্য শ্রবণানুকীর্ত্তনক তস্মাৎ। শ্বানমত্তীতি শ্বাদঃ শ্বপচঃ সোঽপি সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে।"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ দুর্গম-সঙ্গমনী টীকায় উহার অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে—

'ব্রাহ্মণ-কুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবন-যোগ্যতায় পুণ্যবিশেষময় সাবিত্রজন্ম সাপেক্ষত্বাৎ। শ্বতশ্চ (অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য) সবনযোগ্যত্বপ্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ (অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য) দীক্ষাং বিনা সাবিত্রং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণ-কুমারাণাং সবন-যোগ্যত্বাভাবাবচ্ছেদক-পুণ্যবিশেষ-ময় সাবিত্রজন্মাপেক্ষাবদস্য (অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য) (সাবিত্র) জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ কুমারগণের শৌক্র-জন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সোমরসপানযোগ্যতা লাভের জন্য যেমন পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা থাকে অর্থাৎ শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়াও উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন ব্রাহ্মণবটুর সবনাধিকার লাভ হয় না, (যেহেতু শাস্ত্র বলেন—জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে), তদ্রূপ চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির নামোচ্চারণমাত্রে সবনযোগ্যত্ব-প্রতিকূল দুর্জ্জাত্যারম্ভক প্রারব্ধপাপ বিনষ্ট হইলেও তাহার পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধান ব্যতীত সাবিত্র-জন্ম লাভ হয় না, যেহেতু অদীক্ষিতের সাবিত্র-সংস্কারগ্রহণ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ-বটুর যেমন সবনযোগ্যতা নির্ণায়ক পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র জন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামকীর্ত্তন মাত্রে) ব্রাহ্মণত্ব বা সবনযোগ্যত্ব লাভ হইলেও সাবিত্রজন্মের অপেক্ষা থাকে।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুপাদও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ([illegible]) দিগ্দর্শিনী টীকায় ঐ শ্লোক সম্বন্ধে বলিলেন—

"সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা।"

এই সকল স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকিতেও যাঁহারা মাৎসর্য্যমূলে উহাদের কদর্থ করিয়া শূদ্রকুলোদ্ভূত নামগ্রহণকারীর দৈক্ষ্যসাবিত্রজন্মান্তরাপেক্ষার পরিবর্ত্তে শৌক্রজন্মান্তরাপেক্ষায় প্রবৃত্ত হন, তাহারা শাস্ত্রোক্ত শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি বিবেচনায় তাহাতে অবিশ্বাস রূপিত নামাপরাধে অপরাধী হন। "সাবিত্রজন্মাপেক্ষাবদস্য জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত" এই বাক্যে শুদ্ধ-কুলব্রাহ্মণবটুর সবনযজ্ঞাধিকার লাভার্থ শৌক্রজন্ম হইতে যেমন সাবিত্রজন্মান্তরাপেক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ অদীক্ষিত শ্বপচেরও শৌক্রজন্ম হইতে সাবিত্রজন্মান্তরাপেক্ষা করিতে হয়, আর একটি যোনিজন্মের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। জন্মান্তর বলিতে যদি আর একটা শৌক্রজন্ম উদ্দিষ্ট হইত, তাহা হইলে 'বৎ' শব্দের কোনও সার্থকতা থাকিত না। যদিও অদীক্ষিত শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি শ্রীনাম-কৃপা-প্রভাবে সবন-যজ্ঞাধিকার লাভ ত' দূরের কথা, সাক্ষাৎ ভগবৎপাদপদ্মের সেবাধিকার পর্য্যন্ত লাভ করেন, তথাপি শিষ্টাচারের অভাবহেতু তাঁহাকে সদ্গুরু-পাদপদ্মে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া সাবিত্র সংস্কার লাভ করিতে হয়।

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"'শিষ্টাচারাভাবাৎ' শব্দ অদীক্ষিত শূদ্রের পক্ষে জানিতে হইবে। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত জনগণের দীক্ষার অন্তর্গত শৌক্র-সংস্কার শিষ্টাচার-সম্মত। তাদৃশ শিষ্টাচারের অভাবই অদীক্ষিত কুক্কুরভোজীর সম্বন্ধে জানিতে হইবে। শ্বপচ-কুলোদ্ভূত দীক্ষিতের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধানানুসারে শ্রৌতসংস্কার গ্রহণকালে ব্রাহ্মণকুমারগণের ন্যায় সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। তবে একায়নশাখিগণ ঐ প্রকার সংস্কারগ্রহণকে নিম্ন কর্ম্মাধিকার জানিয়া তাহা হইতে বিরত হন। কিন্তু যে স্থলে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া কর্ম্ম-পাষণ্ডগণ তাঁহাদের অনধিকার নির্দ্দেশ করেন, সে স্থলে বাজসনেয় শ্রৌত-পন্থা গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। তাদৃশ শাখার অন্তর্গত কাত্যায়নাদি সূত্রাবলম্বনে যে ব্রাহ্মণাভিষেক হয়, তাহা দীক্ষিত নামগ্রহণ-কারীর দৈক্ষ্যের পরিচায়ক মাত্র। বৈকুণ্ঠাধিকার প্রাকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারের সহিত কখনই তুল্য নহে। কিন্তু দৈন্যবশতঃই বৈকুণ্ঠাধিকারী মায়িক কর্ম্মকাণ্ডের আদর দেখাইয়া স্বয়ং কর্ম্মকাণ্ড হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন। জীব বৈকুণ্ঠ-সেবা-প্রভাবে ভগবদ্ভজনে সমর্থ হন আর মায়াবদ্ধ কর্ম্মী উচ্চাবচ কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া গুণময় রাজ্যে অহঙ্কার-বিমূঢ় হয়।

শাস্ত্রে শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধজন্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মফলে শৌক্রজন্মলাভ ঘটে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথাবিহিত পালন করিলে পর পর জন্মে শ্রেষ্ঠ বর্ণ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রমলাভের কাল উপস্থিত হয়। কর্ম্মরাজ্যে অবস্থান-কালে যাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ লাভ করেন, তাঁহাদেরও প্রারব্ধ ক্ষীণ না হওয়ায় পুনরায় শৌক্রজন্মের আবশ্যকতা থাকে। কিন্তু ভক্তগণের সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠ প্রতীতির উদ্গমে ইহজীবনেই দীক্ষাকালে অপ্রাকৃতানুভূতি লাভ ঘটে। এরূপ দীক্ষার সহিত তাঁহার চিদানন্দময় দেহ লাভ হওয়ায় তদ্দ্বারা তিনি হরির নামকীর্ত্তন ও স্মরণাদি করিতে সমর্থ হন। সবিতৃমণ্ডলে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে উপনয়নেই তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্তি ঘটে। এই দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্তিতে পাপসমূহের সম্যক্ ক্ষয় হয়। এই দৈক্ষজন্মে অবশ্যই সাবিত্র-জন্ম অন্তর্হিত। যে প্রকার সাবিত্রজন্মের পূর্ব্বে শৌক্রজন্ম অবস্থিত, এখানে সাবিত্র-জন্মের পূর্ব্বে দৈক্ষজন্মলাভও সেই প্রকার বিপরীত ভাবে অবস্থিত। কালবিচারে অগ্রে শৌক্রজন্ম, পরে সাবিত্র জন্ম। দৈক্ষ বিচারের পরবর্ত্তী সাবিত্র জন্ম—তাহা বহির্দর্শনে তাঁহার অগম্য জ্ঞানবিমূঢ় জনগণেরও। প্রাচীন দর্শের মধ্যে তাদৃশ আদর্শ প্রয়োজনীয় বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্থান আছে। বাজসনেয় শাখা প্রভৃতিতে বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দৈক্ষ জন্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালে সাবিত্রজন্মের প্রথা প্রচলিত আছে। একায়নশাখিগণ সেই প্রথার পরিবর্ত্তে পাঞ্চরাত্রিক চত্বারিংশৎ সংস্কার, চতুশ্চত্বারিংশৎ সংস্কার ও অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার প্রভৃতি করিয়া থাকেন। পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে যে সকল প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতে ভগবৎ-সেবাধিকার পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ অধিকার কেবলমাত্র পাপ-পুণ্যের অন্তর্গত নহে, তাহা অপবাদের অতীত ব্যাপার।"

'যন্নামধেয়' শ্লোকে ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত নামগ্রহণকারীর সবনযজ্ঞাধিকার লাভের জন্য পুনরায় পুণ্যময় শৌক্রব্রাহ্মণ-জন্মান্তরাপেক্ষা উদ্দিষ্ট হইলে উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী—"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্" শ্লোকে 'তেপুঃ', 'জুহুবুঃ' 'অনূচুঃ' প্রভৃতি পরোক্ষবাচি লিট্ প্রয়োগ রাখিবার প্রয়োজন হইত না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—নামোচ্চারণকারীর সদ্য সবনযজ্ঞাধিকার লাভ হয়, ইহা আর কতটুকু কথা, সোমযাগকারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও তিনি অধিকতর শ্রেষ্ঠ। অহো, নাম-গ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার এক প্রান্তে এক 'কৃষ্ণ' নাম একটী বারের জন্যও উচ্চারিত হন, সম্পূর্ণবিশুদ্ধ সম্পূর্ণোচ্চারিত বহু নামের ত' কথাই নাই, তিনি শ্বপচকুলে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম। তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই হইয়াছে, কারণ তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য,—যথা, সর্ব্বপ্রকার

তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব-বেদাধ্যয়ন ও সর্ব্বশাস্ত্রের সমাপন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।

[illegible] আদিপাদ বলিতেছেন—[illegible] দোষে [illegible] [illegible] অনেক [illegible] [illegible] অতোহস্মাদেব [illegible] [illegible] আছ। [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] সন্ধ্যা-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূজাহৈবা [illegible] [illegible] শুদ্ধোদোষাপি [illegible] [illegible] মহাভাগোহিরাণিনাং [illegible]"

অতএব নামাশ্রয় [illegible] পারমার্থিক [illegible] অতঃ [illegible] [illegible] ভগবৎসেবাধিকারী হইতে [illegible] [illegible] পুণ্যময় শৌক্র ব্রাহ্মণ-জন্মাস্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। [illegible] বলিয়াছেন—

[illegible] দীক্ষাতে [illegible] [illegible]

ক্রমশঃ

এইরূপ ভূরি ভূরি শাস্ত্রপ্রমাণ-দ্বারা অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণাপেক্ষা [illegible] বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [illegible] [illegible] শালগ্রাম শিলাপূজার [illegible] সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের [illegible] শ্লোকের দিগ্দর্শনী টীকা পাঠ করিলে সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ অনেক সত্যের অনুসন্ধান পাইবেন। আমরা প্রবন্ধান্তরে ক্রমে তাহা সুধীগণের আলোচনা করিবার বাসনা করিতেছি।

[illegible] [illegible] [illegible] সদ্গুরুপদাশ্রিত বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার অধিকার আছে। দীক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীক্ষিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্রাহ্মণ-জন্মের [illegible] [illegible] এইরূপ সিদ্ধান্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] তাঁহার সেবাধিকার প্রদান করেন, [illegible]

[illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] উদ্ভূত হইয়া জীবোদ্ধার [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] কেবল [illegible] কল্পে জানিতে হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] জীবের স্ব স্ব অধিকার হইতে [illegible] করিবার চেষ্টা করেন [illegible] কাহা নহে। [illegible] [illegible] সম্পর্ক নাই, অথচ কেবল ব্যবহারিক বা লৌকিক প্রতিষ্ঠার জন্য যাহারা [illegible] গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগের কার্য্যকে আমরা দাম্ভিকতা বা অনধিকার-চর্চ্চা ব্যতীত আর কিছুই বলিতে চাই না। [illegible] ব্যবহারিক সমাজের সহিত [illegible] পারমার্থিক সমাজ এক নহে— [illegible] [illegible] জাগতিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা দৈবাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিচার [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] স্থাপন করিবার জন্য [illegible] প্রস্তুত আছি।

"সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্।"

সমাজ-সংস্কারে গোড়ায় গলদ

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible]

অধুনা দেশময় রব উঠিয়াছে সমাজ সংস্কার করিতে হইবে; তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমাজ-সংস্কারক নেতা অপেক্ষা বর্ত্তমান নেতার সংখ্যা অনেক গুণে বেশী। প্রাচীন-যুগে নেতাদিগের মধ্যে [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] হইত না, অধুনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বা বৈশিষ্ট্য; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেশময় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দ্বারা [illegible] সমাজ-সংস্কারক [illegible] লাভ করেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোথাও সমাজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমাজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মনে করেন।

কেহ বলেন ভারতবর্ষে সকলের এক সমাজ, সুতরাং ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ [illegible] সকলের [illegible] [illegible] ভারতকে স্বাধীন করিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবে। এতদ্ব্যতীত বহু বহু নেতার মতবাদও দেখা যায়। যত নেতা তত মতেরও অভাব নাই। ইঁহাদিগের মতেই যত মত তত পথ পরিকল্পিত হইয়া, আধিক জগতে থাকিয়াও পারমার্থিক তত্ত্বানুসন্ধানে তন্দ্রালসাবেশ।

কেহ বলেন চরকা কাটিলে বা বিলাতি বস্ত্র-যজ্ঞ করিলেই ভারতউদ্ধার ও সমাজ সংস্কার হইবে। কেহ বলেন নারীজাতির জাগরণ অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, লাঠি ছুরিকাখেলা ও নাচ-গান শিক্ষা, পুরুষের সমানাধিকারে [illegible], ব্যবসায় বাণিজ্যে অর্থোপার্জ্জন, বেশভূষায় লজ্জা প্রভৃতিতেই দেশোদ্ধার ও সমাজ-সংস্কার হইবে। আবার কেহ বলেন, বিবাহ বন্ধন [illegible] বা [illegible] [illegible] হইতে একটা আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লইতে পারিলেই ভারত-সমাজের উন্নতি হইবে।

কেহ বলেন, আর্য্য-সমাজ বা হিন্দু-সমাজের উন্নতি বিধান করিতে হইবে, সুতরাং অন্যান্য সমাজকে অস্পৃশ্য জ্ঞানে বর্জ্জন কর। আবার কেহ ইহার বিপরীত ভাবে অস্পৃশ্য বর্জ্জন না করিয়া, সকলের শ্রীবৃদ্ধি করিতে চান। কেহ বলেন হিন্দু সমাজকে বড় করিতে হইবে, অন্যান্য সমাজ হইতে লোক সংগ্রহ কর; আবার কেহ বলেন [illegible] সমাজের বল বৃদ্ধি করিতে হইবে সুতরাং যাকে পাও তাকেই কল্মা পড়াইয়া ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত কর, কেহ বলেন খৃষ্টান সমাজ করিতে হইবে সকলকে খৃষ্টান হওয়ার উপদেশ দাও, এইরূপ গোল দেশময় সমাজের গোলমাল।

তারপর কেহ বলেন, আমরা বাঙ্গালী সমাজ, আমরা দ্রাবিড়ী সমাজ, আমরা হিন্দুস্থানী সমাজ, আমরা মহারাষ্ট্রী সমাজ; এইরূপ আরও নিজ নিজ সমাজোন্নতি সাধনে সকলেই তৎপর। ইহার ভিতরে আবার শৌক্র জন্মগত ব্রাহ্মণ সমাজ, ক্ষত্রিয় সমাজ, আবার কেহ বৈশ্য ও শূদ্র সমাজ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপন আপন স্ব স্ব দাবী-দাওয়ার বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যে কত অসংখ্য সমাজ ও নেতা, তাহার অন্ত নাই।

এত সকল সমাজ-সংস্কারের বিচারে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর সংকীর্ণতাই লক্ষিত হয়। সমগ্র জগদ্বাসী মনুষ্য মাত্রেই যে একটা জাতি বা সমাজ, এরূপ উদারতা ও বিশালতা সমাজ-সংস্কারক আধুনিক জগতে কেন, কোন কালেও দেখা যায় না; এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যতীত। ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে যখন শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইয়া বিশ্ববাসীকে সমাজ-সংস্কারের গোড়ার কথা শিক্ষা করাইয়াছিলেন, তাঁহার কথা মোহ নিদ্রাগত মানব সমাজ এত অল্প দিনের মধ্যেই স্বপ্নের ন্যায় ভুলিয়া গিয়াছে।

মহাপ্রভুর বেদবাণী "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" উক্তি দ্বারা সমগ্র বিশ্ববাসী স্ব স্ব স্বরূপ উদ্বোধনে চেতনতা প্রাপ্ত হইয়া, দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, অনন্ত কোটী বিশ্বসাম্রাজ্যের সম্রাট্ শ্রীবিশ্বম্ভর প্রভুর সেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধন এবং প্রত্যেক জীবকে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক-বিশ্বব্যাপকতা বস্তুর কুটিলতার কথা আর কুত্রাপি শ্রুতি-গোচর হয় না। যে দেশে যে সমাজে এরূপ বিশ্বপ্রেমদর্শের কথানুশীলন হয় না, সে সমাজ প্রাণহীন, অচিরস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর।

মনুষ্য জাতির গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—বর্ণ-চতুষ্টয় সমগ্রজগতে বিদ্যমান। এই চারি বর্ণই স্ব স্ব গুণ-বিচারে আশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করিবেন, আশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার বা আশ্রমীর সেবা ব্যতীত বর্ণধর্ম্মরক্ষা হয় না। শৌক্র-বিচারে বর্ণধর্ম্ম একটা প্রচলিত কথা মাত্র। এরূপ প্রচলিত কথা আধিক অর্থাৎ জাগতিক প্রাকৃত সমাজে ন্যূনাধিক প্রতিষ্ঠা পাইলেও, সার্ব্বজনীন নহে, বলিয়া অতি সত্য। পারমার্থিক সমাজে শৌক্র-বর্ণধর্ম্মের কোনও নামগন্ধও নাই।

আশ্রম চারিটি—ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ সন্ন্যাস। সমস্ত বর্ণকেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অর্থাৎ প্রথমাশ্রম স্বীকার করিতে হয়। ইহা নর জাতি মাত্রেরই আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অর্থে সমস্ত বেদ-পাঠের যোগ্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরু বা আচার্য্যের গৃহে শিক্ষার্থী অবস্থায় বেদাদি সচ্ছাস্ত্র পাঠ। আধুনিক কথা ও বিকৃত অর্থে ছাত্রাদিগের ন্যায়, শুধু বিদ্যা-শিক্ষাকেই বিশেষ্য বলে না। কৌমারাবস্থায় গুরুগৃহবাসে গুরু-সেবাকালে একপ অপ্রাসঙ্গিক কোন কথার অবতারণা বাহুল্য মাত্র। কারণ গুরুসেবার সঙ্গে ইহা আনুষঙ্গিক ভাবে অর্থাৎ সংযম-প্রভাবে প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। ইহার নিমিত্ত পৃথক কারণ কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না।

গুরুগৃহে অবস্থানের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে স্ব স্ব অধিকারানুসারে কেহ বা প্রবৃত্তি পথায় দার-পরিগ্রহ করিয়া বৈধভাবে গৃহস্থাশ্রমী হইবেন; কেহবা নিবৃত্তি পন্থায় বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে থাকিয়া যাইতে পারেন।

ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় উপযুক্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া অধ্যয়নই বাস্তব মনুষ্য জীবন ও সমাজ গঠনে সমর্থ। ইহাতে চেতনানুসন্ধান থাকায় প্রাণ-সম্পন্ন ব্যক্তি-সমষ্টি দ্বারা অবরোধ একায়ন-পন্থী সমাজ গঠিত হয়। ইহাই হইল দৈব-

বর্ণাশ্রম-সমাজ। তদ্ব্যতীত অদৈব আশ্রমময় সমাজ কখনও প্রাণ-বিশিষ্ট নহে। চেতনের কোনও সাড়া তাহাতে নাই। অদৈব সমাজ বহুবয়ন-পন্থী হওয়ায় নিত্য-বিরোধ আনয়ন করে। তাহাতে সমাজ-গঠনের বদলে খণ্ডাকারে ছত্রভঙ্গই প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। শুধু চেঁচামিচি করিয়া পিত্ত বৃদ্ধি হয় মাত্র। সমাজের বা দেশের অথবা জগতের কোনই উপকার সাধিত হয় না।

যে সমাজ ও দেশ যেদিন শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের দয়ার বিচার করিবার জন্য, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র-ভক্তানুগ হইবেন, সেই সমাজ, সেই দেশ, সমগ্র জগদ্বরেণ্য হইয়া অবিরোধে নিত্য শান্তিময় রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকিবেন। তখন আর সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিচার—গণ্ডীবদ্ধ দেশ ও সমাজোদ্ধারের কথা লইয়া গণ-সমষ্টি মধ্যে দণ্ডায়মান হইতে অতিশয় লজ্জা বোধ হইবে। তখনই তিনি জানিতে পারিবেন, তিনি কত বড় কথা—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়ার কথা জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভ্রাতা বন্ধু জ্ঞানে আলিঙ্গন দিতে উৎসুক।

যে বিচারে সমগ্র জৈব জগৎকে আহ্বান করা যায় না, মনুষ্য জাতির তেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচারে আবদ্ধ থাকা উচিত নহে। তাহা হইলে মাৎসর্য্য বা হিংসা দম্ভের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাতে মনুষ্য-জাতিতে মনুষ্যেতর স্বভাব বিশিষ্ট হওয়ায় সংসারে একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দৈববর্ণাশ্রম-বিশ্ব সমাজ-সংস্থাপনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার অধস্তন শ্রীগৌড়েশ্বর শ্রীধাম গোস্বামি পাদ-পীঠস্থ বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, সেই সুপ্রাচীন গৌড়পুর শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে পরাবিদ্যাপীঠ এবং চারি আশ্রমের আশ্রম সংস্থাপিত করিয়া পুনঃ দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশ্ববাসী সকলে তাহাতে যোগদান করুন।

মায়াবাদাভিমত শ্রীমূর্ত্তির মায়িকত্ব খণ্ডন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

বেদান্তদর্শনের শঙ্করোপাধিই মায়াবাদ বা সোঽহংবাদের সংক্ষেপতঃ মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম এক। ব্যষ্টি মায়ায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব এবং সমষ্টি মায়ায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়েই মায়িক উপাধি মাত্র, অতএব ভগবন্মূর্ত্তি মায়িকমূর্ত্তি।

মায়াবাদীর এই স্বকপোলকল্পিত কল্পিত মতবাদ খণ্ডনের জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শাস্ত্রযুক্তি-রূপ [illegible] কল্লোল-কোলাহলে পাষণ্ডীদের বিতণ্ডা সম্পূর্ণরূপেই নিরস্ত করিয়াছেন। এবিষয়ে সবিশেষ জানিতে হইলে শ্রীভাষ্য, বেদান্তপারিজাত-সৌরভ, অণুভাষ্য, মধ্বভাষ্য, ষট্‌সন্দর্ভ, [illegible], [illegible], বেদান্তকৌস্তুভ, সিদ্ধান্তজাহ্নবী প্রভৃতি মূল গ্রন্থ আলোচ্য।

মায়াবাদী প্রথমতঃ নিরাকার, নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম স্থাপন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আকার সম্বন্ধে ভীষণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। 'অপাণি পাদ' 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য তাঁহারা প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, ঐ সমস্ত [illegible] অনন্ত মহত্বকে আমাদের [illegible]। কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির নিত্যত্ব অপ্রমাণ হইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার অপ্রাকৃত দেহ শ্রীমূর্ত্তির প্রতিপন্ন হইতেছেন, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রাকৃত নহে, সুতরাং উহা প্রাকৃত দৃষ্টির অবিষয়ীভূত। মায়াবাদীর মায়াকল্পিত প্রাকৃত নেত্রে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না বলিয়াই কি শ্রীমূর্ত্তি অস্বীকৃত হইবেন? উলূককে সূর্য্য দেখিতে পায় না বলিয়াই কি সূর্য্যের অস্তিত্ব লোপ পাইবে? ব্রহ্ম ব্যাপক বস্তু, তাঁহাকে সকাকারশালিত্ব শক্তি অস্বীকার করিতে পারে না। শ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছেন যে, ভগবান ভক্তগণের ভক্তিনেত্রের বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃৎসরোজ।
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্ বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥

এবং শ্রুতিতেও বেদের কোনও 'অনন্তরূপং' 'সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ', 'মনস্তু নন্দ সর্ব্বপুরুষো' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

অপিচ নির্বিশেষবাদিগণ 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রমাণ দ্বারা সাকারত্বের খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই সকল শ্রুতিবাক্য দ্বারা সাকারত্ব দৃঢ়রূপেই সংস্থাপিত হইয়াছে। যেহেতু, জবনশীল, দর্শনশীল, গ্রহণশীল ও শ্রবণশীল, বিশিষ্টজন বস্তুকে কখনই নির্বিশেষ ও নিরাকার বলা যাইতে পারে না, তবে যে অপাণি-পাদ বলা হইয়াছে, উহা কেবল মায়াবদ্ধ জীবের [illegible] সম্বন্ধে যে প্রাকৃত পাদ আছে, তাহার নিষেধে বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীভগবান অধোক্ষজ বস্তু, সুতরাং তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিও অধোক্ষজ, অতীন্দ্রিয় শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ং উদ্দিষ্ট হয়েন, অতএব তাহার শ্রীমূর্ত্তি প্রাকৃত না হওয়ায় প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের দৃশ্য নহে।

অধিকন্তু মায়াবাদী যে "অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥"—কঠোপনিষদের এই বাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক তাঁহার অশরীরত্ব ও অরূপত্ব নির্দ্ধারণ করেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা এ বচন কেবল ভৌতিকশরীরের মাত্র নিষেধক, ইহা দ্বারা তাঁহার আনন্দঘন শ্রীমূর্ত্তির অভাব সাধিত হইতেছে না। শ্রুতিতে তাঁহাকে সর্ব্বত্রই অনন্তরূপ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা" "আকাশ শরীরং ব্রহ্ম" ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই বাক্যসমূহ নিরাকারত্বের বাধক, অপিচ "যস্যাত্মা শরীরং", "সর্ব্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং", [illegible] প্রভৃতি বহু বহু শ্রুতিবচন শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির [illegible]। শ্রীভগবান শ্রীমূর্ত্তির অপ্রাকৃত নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তদীয় সন্দর্ভগ্রন্থে ভাগবতের একটী শ্লোক উল্লেখ করিয়া শ্রীমূর্ত্তির নিত্যত্ব অপ্রাকৃতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

[illegible] ভুবন মহিমা গুণস্য তে
[illegible] নিরোদ্ধমাত্মসুখানুভূতিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্তবোধানুভবাত্মনো বা ॥

এই শ্লোকের টীকা শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যান [illegible]

[illegible] ভগবদ্বিগ্রহ [illegible] বলিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ হে ভূমন্, তুমি অরূপ হইতে [illegible] অতএব [illegible] ভগবানের [illegible] শ্রীমূর্ত্তি নিত্য হয়।

উক্ত শ্লোকে যে 'অরূপতঃ' শব্দ আছে, তাহার ব্যাখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, 'অবিদ্যমানং প্রাকৃতরূপং যস্য' অর্থাৎ তাঁহার প্রাকৃতরূপ আবিষ্কৃত হয় নাই, তিনিই 'অরূপ' শব্দ বাচ্য, উহা দ্বারা তাঁহার নিরাকারত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না। মায়াবাদীগণ এই অরূপ শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা ব্রহ্মকে নিরাকারত্বে সীমাবদ্ধ করেন অর্থাৎ তাঁহারা অরূপ শব্দে রূপলেশ-বিবর্জ্জিত,—এইরূপ অর্থ করেন।

ইহার বিপক্ষে সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, শ্রুতি প্রমাণবলে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সদসদ্বিবেকবিবর্জ্জিত [illegible] অবশেষ আলোচিত হইল না। তবে ইহাদিগের সিদ্ধান্তের সারমর্ম্ম শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত [illegible]

ব্রহ্মে বা ব্রহ্ম কহে 'শ্রুতি'
[illegible] পরিপূর্ণ পরতত্ত্ব-ধাম।
সকল ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান সম্বন্ধ।

তাঁরে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥

বিজ্ঞানানন্দ শ্রীমূর্ত্তি [illegible] তিনি আনন্দ ও [illegible] 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্" তিনি রূপস্বরূপ তাঁহার স্বরূপই তাঁহার বিগ্রহ, তিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। শ্রীধর স্বামিপাদ ঘন শব্দের 'মূর্ত্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীবরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"[illegible] প্রাকৃতা বুদ্ধিমেদমজ্জাদি সম্ভবা।
ন [illegible] দেহো [illegible]
[illegible]"

অর্থাৎ [illegible] মেদমজ্জাদি-সম্ভবা প্রাকৃত মূর্ত্তি নহে, শ্রীভগবান নিত্য-স্বরূপ, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি [illegible]। বেদান্ত দর্শনে কথিত হইয়াছে—[illegible] অর্থাৎ [illegible] একরূপ নহেন, সুতরাং তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ, এই জন্য তাঁহাতে দেহদেহিভেদ কল্পনা করিতে পারে না, তাঁহার স্বরূপ এবং শ্রীবিগ্রহ অভিন্ন হইতেছে [illegible] যে প্রকার [illegible] হইয়া [illegible] সেইরূপ ব্রহ্ম [illegible] হইয়াও জ্ঞান ও [illegible]

[illegible] যেরূপ অর্থ গ্রহণ করেন, সেইরূপ অর্থ গ্রহণে বৌদ্ধিক [illegible] প্রশ্রয় পায়।

[illegible] উক্ত হইয়াছে—
"[illegible]
[illegible]।

অমৃতমাদ্যন্তো মুক্তো মুক্তানন্দোচ্যুতোঽব্যয়ঃ
অদ্য [illegible] নিগ্রহঃ।
[illegible] ব্রহ্ম [illegible] নতঃ ॥
[illegible] বিচারতঃ।
[illegible] হেতুজো বিধিঃ।

অর্থাৎ [illegible] আনন্দ স্বরূপ, [illegible] মহানন্দ এবং যেই ব্রহ্মানন্দ অচ্যুত স্বরূপ, আর যিনি অমৃত, তিনি পরমাত্মা আনন্দময় ব্রহ্ম, ইহাই মাধুর্য্য-সম্পদ। বিচার করিয়া দেখিলে মুক্ত ও অমৃত স্বরূপ একই, কিন্তু [illegible] [illegible] এক হইলেও [illegible] সেইরূপ মুক্তানন্দ [illegible] ব্রহ্ম শ্রীবিগ্রহের অনুভূতি প্রকাশ [illegible]। [illegible] শক্তিকে স্বীকার করিয়া শক্তির আশ্রয়কে অস্বীকার করে, তাহারা একদেশদর্শী মাত্র। সেইজন্য চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, "অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি"।

নির্বিশেষবাদী অনন্তশক্তির [illegible] নির্বিশেষত্ব সংস্থাপন করিতে পারেন না। তাঁহারা [illegible] আত্মান্বেষণে যে যাবৎ অনুসন্ধান [illegible], তাহা কখন পরিপূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান নহে। মায়াবাদীর এক [illegible] বিহীন হওয়ায় অপূর্ণ, সুতরাং শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ পরতত্ত্ব। অতএব ভগবদ্বিগ্রহকে মায়াবাদীগণ যে মায়িক মূর্ত্তি [illegible], তাহা শ্রুতি, যুক্তি ও [illegible] দ্বারা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইল। পরিশেষে আমরা শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃত সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে [illegible] হইয়াছে, [illegible] উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ [illegible]

[illegible] দেখি, নাম রূপ [illegible] নাহি ভেদ।
জীব [illegible] ভেদ ॥
[illegible] বিলাস।
প্রাকৃত [illegible] স্বপ্রকাশ।
নাম বিগ্রহ [illegible] একরূপ।
[illegible] কর।
[illegible]
[illegible] অপরাধ [illegible] হয় দণ্ড ॥

[চৈঃ চঃ মধ্য লীলা]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর [illegible] অধ্যাপকের [illegible] আয়োজন [illegible]

১। [illegible]আসন, ২। [illegible]আসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]আসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

[illegible] রায় বি, এ, [illegible],

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়াপত্রিকা [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম আবেদনের পক্ষে ৮৲।

৪০ [illegible] সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া. পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০ ; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ দিগ্দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	২৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপশতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	⁄১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
১১।	অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্বৎ টীকাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও রসিকরঞ্জন	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷০
১৫।	শ্রীগৌরভজনাবলী-দর্পণ	৵০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কুলিয়া সহর নবদ্বীপের কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ গুণ্ডা চণ্ডাল-প্রকৃতির ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিক্রব আজকাল বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার নিরপেক্ষ সত্যপ্রচারফলে উঁহাদের পাপচিক আচার-ব্যবহার যতই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, উঁহারা তাঁহাদের প্রতি ততই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে। শাস্ত্র মানিতে গেলে, উঁহাদের বামনাই বা গোঁসাইগিরি থাকে না বলিয়া উঁহারা শাস্ত্র মানিতে চাহিবে না। পরমার্থ-বিষয়ের কোন আলোচনাই উঁহাদের মধ্যে নাই, অথচ পারমার্থিক-সম্মানটা বজায় রাখিবার জন্য উঁহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট, উদ্দেশ্য প্রাকৃত অর্থ-সংগ্রহের সুবিধা। পারমার্থিকগণ উঁহাদের সে অনধিকার-চর্চ্চার প্রশ্রয় দিতে চাহেন না বলিয়া পারমার্থিকগণের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতেও উঁহারা বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহে। শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয় মঠের লোকের নাম শুনিলেই উঁহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে ও কি করিয়া তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিবে, এই চিন্তাই প্রবল হয়। শাস্ত্র-বিচারে মূর্খ গুণ্ডার দল উক্ত মঠবাসীদের সহিত পারিয়া উঠিবে না বুঝিয়া শেষে পাশবিক বল প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাদের অনিষ্ট-সাধন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু গুণ্ডাদের জানিয়া রাখা ভাল যে, ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ সুদর্শন-চক্র দ্বারা তাঁহার ভক্তগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। মঠবাসী শুদ্ধভক্তবৃন্দের কেশাগ্র স্পর্শ করে, এমন ক্ষমতা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন দুষ্টলোকেরই নাই

গত শনিবার অপরাহ্ণে কুলিয়ার জনকয়েক চাঁড়ালে বামুন ও গোঁসাই পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধানে-দীক্ষিত ও বাজসনেয়িশাখান্তর্গত কাত্যায়নাদি গৃহ্যসূত্রাবলম্বনে সাবিত্র-সংস্কারপ্রাপ্ত জনৈক গৃহস্থ বৈষ্ণবকে একাকী পাইয়া আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা প্রথমে তাঁহার নিকট 'ব্রাহ্মণেতরকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবে আবার ব্রাহ্মণতা কোথায়?' এই বাদ উঠাইলে, "তিনি শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা জীবমাত্রেরই শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জন্ম তথা পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধানানুসারে দীক্ষিতের শ্রৌত-সংস্কার-গ্রহণ-কার্য্যে শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণ-বটুর সাবিত্র সংস্কারের ন্যায় সাবিত্র-সংস্কার-গ্রহণ যোগ্যতা আছে, তাহা প্রমাণ করিতে চাহিলে মূর্খের দল তাঁহাকে কতকগুলি অসভ্য-ভাষায় গালি দিয়া বলে—"আরে রেখে দাও তোমার ত্রিবিধ জন্মের কথা। আমরা ত' জানি জন্ম একটা মাত্র, তা' পিতা-মাতা হ'তেই পাওয়া যায়। সাবিত্র-জন্ম, দৈক্ষ-জন্ম—এই সব জন্ম কোথা হ'তে পাও হে বাপু? সব চালাকী! সনাতন গোস্বামী হরি-ভজনের জন্য শিখা-সূত্র ছেড়ে দিলেন, আর তোমাদের বুঝি শিখা-সূত্র না হ'লেই হবে না। হরি ভজন ক'রতে আবার পৈতা লাগে নাকি?" এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গেলেও 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' ন্যায়ানুসারে তাহারা তাঁহাকে নানাভাবে অপদস্থ করিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িল।

কথায় বলে,—"নির্গুণ পুরুষের তিন গুণ ঝাল।" "বিষ নাই কুলপণা চক্র।" উঁহাদের দশাও তাই। গায়ের জোরে বামনাই আর গোঁসাইগিরি কত দিন রাখিবে হে বাপু? 'ব্রাহ্মণ' 'গোস্বামী' প্রভৃতি শব্দগুলির সার্থকতা ঘৃণিত শুক্র-শোণিতে মাত্র পর্য্যবসিত হয় নাই। সাত্বত শাস্ত্রকারগণ তত্তদ্গুণোপেত ব্যক্তিগণকেই তত্তদুপাধিবিমণ্ডিত করিয়াছেন। শুক্র-শোণিতের দোহাই দিয়া অবৈধ স্মার্ত্ত-সমাজ এতদিন যে জুয়াচুরী করিয়া আসিতেছিলেন, পরকে ফাঁকি দিয়া নিজেদের শৌক্র-গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন, এখন হইতে আর সে জুয়াচুরী চলিবে না। যুগাচার্য্য মহাজনগণ শাস্ত্র-বিচার প্রদর্শন করিয়া লোকের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন। লোক এখন আবার শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত-কথিত বৃত্তাবচারের পক্ষপাতী। বর্ণাভিব্যঞ্জক যাঁহার যে লক্ষণ বর্ত্তমান সেই লক্ষণানুসারে তিনি যে কোন কুলেই উদ্ভূত হউন না কেন, লক্ষণানুরূপ বর্ণ-পরিচয় লাভ করিবেন। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবত্ভক্তি ও সত্য এই কয়েকটী ব্রাহ্মণ-লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য,—এই কয়টী ক্ষত্র-লক্ষণ। দেবতা, গুরু, অচ্যুতভক্তি, ত্রিবর্গ-পরিপোষণ, আস্তিক্য অর্থাৎ বেদে বিশ্বাস, উদ্যম ও নৈপুণ্য,—এই কয়েকটী বৈশ্য-লক্ষণ। সজ্জনে নতি, শৌচ, নিষ্কপটে স্বামিসেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য, গোবিপ্ররক্ষা—এই কয়েকটী শূদ্র-লক্ষণ। (ভাঃ ৭।১১।২১-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তকে মহাজনগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগুরুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি কোটি কোটি সর্ব্ববেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণের গুরুদেব। অবশ্য লম্পট, বেশ্যাসক্ত কদাচাররত মালাতিলকধারিগণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হইতেছে না। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১৭৭ সংখ্যাধৃত গারুড় বাক্য, যথা —

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো
বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো
বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তপারদর্শী শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ এবং তাদৃশ সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। একান্তী ভক্তই 'গোস্বামী' বা 'পরমহংস' শব্দবাচ্য। গোস্বামী,—বাক্য মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ—এই ছয়টীর বেগ অর্থাৎ যাবতীয় চেষ্টাকে যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ-ভজনানুকূল করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনকারী মহাত্মাই গোস্বামী। উক্ত বেগ ষট্‌কের হস্তে অবস্থিত ব্যক্তি 'গোদাস' শব্দবাচ্য। গোদাস গোভূপবাহী গর্দ্দভ বা গোধরগণই রক্ত, মাংস, পুরীষাস্থি-বিনির্ম্মিত দেহ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুতে আত্মবুদ্ধি করে, ইহারাই শুক্রশোণিতের দোহাই দিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিতে চায়। উঁহারাই ব্রহ্ম বা বেদবিৎ না হইয়াও ব্রাহ্মণাভিধান পাইবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং সুজন বা বিষ্ণুভক্তের প্রতি হিংসা করে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন তাই বলিলেন—

এই সকল রাক্ষস 'ব্রাহ্মণ'-নাম-মাত্র
এই সব লোক যম-যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥
এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

'ব্রাহ্মণ' বা 'গোস্বামী' পরিচয় দিতে চায়, অথচ মনুসংহিতার (২.১৬৯) "মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥"—এই সকললোক প্রসিদ্ধ শ্লোকটী জানে না, এমন লোককে যে কোন্ প্রমাণ বলে ব্রাহ্মণ বা গোস্বামী বলিয়া সম্বোধন করা হয়, তাহা আমরা বুঝি না। শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৩।৩৯ শ্লোকের 'ত্রিবৃৎ' শব্দের ভাবার্থদীপিকায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম।" এইস্বামিবাক্য যাহারা না মানে, তাহারা মহাপ্রভুকথিত "স্বামীকে যে না মানে, তারে বেশ্যা মধ্যে গণি" এই বাক্যানুসারে 'বেশ্যা' ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বেশ্যারা যেমন সতী সাধ্বীর বেষ ধারণ করিয়া সতী সাধ্বীর ন্যায় স্বামীর মনোরঞ্জন করিবার পরিবর্ত্তে পরপুরুষের মনোরঞ্জন করিয়া বেড়ায়, তথাকথিত ব্রাহ্মণ বা গোস্বামিব্রুবের দলও সেইরূপ বিষ্ণুভক্তের চিহ্নাদি ধারণ করিয়া বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে মায়ার ইন্দ্রিয়তর্পণরত হয়। এইরূপ কপট চিহ্নধারী ব্রাহ্মণ বা গোস্বামিব্রুবগণের পরিণাম সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ
প্রজায়তে॥

অর্থাৎ চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়াও তত্তচ্চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক তদ্বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপাপে তির্য্যগ্ যোনি লাভ করে।

যে সকল ব্রাহ্মণ নিজ জন্মপরিচয় জানে না, তাহারা কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহা আর ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইবে না। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কতিপয় প্রবন্ধে ভূরি ভূরি শাস্ত্রযুক্তি-মূলে প্রমাণ করিয়াছি যে, জীবমাত্রেরই স্বস্বরূপোপলব্ধিক্রমে ব্রাহ্মণতা স্বতঃসিদ্ধ। তবে ব্রাহ্মণবটুর সাবিত্রসংস্কার-লাভ শিষ্টাচারসম্মত, আর অদীক্ষিত ব্রাহ্মণেতর কুলজাত ব্যক্তির অধিকার ব্রাহ্মণবটুর অপেক্ষা অনেক উন্নত হইলেও শিষ্টাচারাভাব-হেতু বাজসনেয়ি শাখার বিধানানুসারে তাঁহাকে দৈক্ষসংস্কারের পর সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করিতে হয়। তজ্জন্য নিখিল ব্রাহ্মণ-গুরু বিষ্ণুভক্তে যাহারা ব্রাহ্মণত্বের অভাব লক্ষ্য করে, তাহারা গুরু এবং ভগবচ্চরণে অত্যন্ত অপরাধী। বৃহদারণ্যক শ্রুতি (৩।৯।১০) পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন—

—"এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স এব ব্রাহ্মণঃ," অর্থাৎ হে গার্গি, যিনি সেই অচ্যুতত্ত্বকে অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

শ্রীমহাভারত (শান্তিপর্ব্ব ১৮৯।২-৩) বলেন—মহর্ষি ভরদ্বাজের 'ব্রাহ্মণ কে?' প্রশ্নোত্তরে মহর্ষি ভৃগু উত্তর করেন—'জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। বেদাধ্যয়ন-সম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥ শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ। নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" অর্থাৎ যিনি জাতকর্ম্মাদি অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারসমূহ দ্বারা সংস্কৃত এবং শৌচসম্পন্ন, বেদাধ্যয়নরত, যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ, শৌচাচারস্থিত, গুরুর সম্যগ্ উচ্ছিষ্টভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, তাঁহাকেই 'ব্রাহ্মণ' বলা যায়। এইরূপ

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈষ্ণবই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎসম্বন্ধে পাদ্মোত্তর খণ্ডে ৩৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—

বিপ্রাণাং যজ্ঞো হ্যাসীৎ কৃষ্ণ বৈষ্ণব [illegible]।

সর্ব্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ [illegible] উচ্যতে॥

অর্থাৎ [illegible] বৈষ্ণব 'বৈষ্ণব' নামে [illegible] হন। সকল বর্ণের মধ্যে [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] উক্ত হইয়াছেন।

[illegible] পরমহংস বৈষ্ণব [illegible] নিজ [illegible] বাহিরে [illegible] আছে? বৈষ্ণব [illegible] ধারণ না করিলে কাম সন্ন্যাসী [illegible] তাঁহাকে [illegible] করিয়া [illegible] প্রকাশ করিবে, [illegible] কি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ চিহ্ন [illegible] ধারণ করিবেন না?

[illegible] শিখা সূত্র ত্যাগ সম্বন্ধে [illegible] কোন [illegible]

কাশীতে [illegible] মিলিত হন, তখন [illegible] তাঁহার [illegible] দাড়ি [illegible] ছিল [illegible]। [illegible] বলিয়া [illegible] ছিলেন। শ্রী [illegible] মধ্য [illegible] অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"প্রভু কহে,—[illegible] কর [illegible],

চন্দ্রশেখরের প্রভু বহে [illegible]।

এই [illegible] দূর কর নাহি [illegible] দেখা॥

ভদ্র করাঞা [illegible] গঙ্গাস্নান করাঞা।

শেখর আনিল [illegible] নূতন বস্ত্র দিয়া॥"

এখানে শিখাসূত্র [illegible] কোন কথা দেখা যায় না, কেবল [illegible] অর্থাৎ বৈষ্ণ- [illegible] কথাই আছে। অবশ্য পরমহংস বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের [illegible] কোন আশ্রম-চিহ্ন ধারণ না করিয়া [illegible] হইয়া বিচরণ করিতে পারেন। [illegible] দাস [illegible]

[illegible] বস্ত্র [illegible] [illegible] মৌলীর [illegible] [illegible] মুখ্য [illegible] [illegible] ধারণ [illegible]

[illegible] নিজপুত্র, মিত্র, [illegible] বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, শিষ্য, গুরু, [illegible] লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসকল [illegible] এক ব্রহ্মাণ্ডে [illegible] নিষ্ঠাত [illegible] কেবলমাত্র [illegible] নিজের শরীররক্ষা এবং জগজ্জীবের উপকারার্থ কৌপীন, দণ্ড, আচ্ছাদন-বস্ত্র গ্রহণ করিবেন; এই সকলও তাঁহাদের মুখ্য গ্রহণীয় বস্তু নহে। পরমহংস দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত, যষ্টিকাদি গ্রহণ না করিয়াও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন।

পরমহংসের আচরণ নিম্নাধিকারীর অনুকরণই করিতে হবে, ইহা কি কোন শাস্ত্র মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছেন? না, [illegible] অধিকারোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়া পরমহংসকে অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। নিম্নাধিকারিগণ কোন সাহসে স্ব স্ব আশ্রমাধিকার ত্যাগ করিয়া উচ্চাধিকারী সাজিতে যাইবেন? এক মাত্র আশ্রমাতীত অবস্থার পরমহংস বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমী বৈষ্ণবই আশ্রমচিহ্ন ত্যাগ করিয়া 'এ চোচে' [illegible] হইতে পারেন না। বৈষ্ণবেরা মায়াবাদি সন্ন্যাসীর মত 'একদণ্ড' ধারণ করেন না, তাঁহারা ত্রিদণ্ড ধারণ করেন। যথা মনুসংহিতায় (১২।১০)—

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ড-

স্তথৈব চ।

যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি

স উচ্যতে॥

ত্রিদণ্ডি বৈষ্ণবগণের শিখা,সূত্র ও কাষায় বস্ত্র ধারণশাস্ত্রসিদ্ধ। যথা, স্কন্দপুরাণ সূত- সংহিতা-বচনে—

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী

সকমণ্ডলুঃ।

স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ

সদা॥

—অর্থাৎ ত্রিদণ্ডিগণ শিখা, যজ্ঞোপবীত ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন, কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবেন ও পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন।

[illegible] অব- [illegible] শাস্ত্রসকলের কোন আবশ্যকতা না বুঝিয়া যে সকল মূর্খ অনুকরণকারী সাজিতে চায়, তাহাদের [illegible] কোন কথার জবাব দিতে [illegible] পরিশ্রম হইতেছে [illegible] জনগণের জ্ঞাতার্থ এই সকল শাস্ত্রবিচার উত্থাপন করা হইল। [illegible] পরবর্ত্তী প্রবন্ধসমূহে এ সকল বিষয়ের আ [illegible] আলোচনা করিব।

শ্রীনাম

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী)

বেদ, [illegible] অর্জিম [illegible] [illegible], নিখিল সাত্বত পুরাণ শাস্ত্র ও [illegible] মহাজন শ্রীনামকে জীবের একমাত্র [illegible] বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন আশ্রয়ণীয় সেব্য বস্তু নাই বলিয়া জগতে স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ স্বীয় নামেই তাঁহার (নামীর) সর্ব্বপ্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীনাম স্মরণ করিবার কোন স্থান পাত্র বা কালের বিচার রাখেন নাই। তিনি নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা জগতে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের সময় বালক,বৃদ্ধ,যুবা সকলের মুখেই হরিনাম উচ্চারিত হইয়াছিল।

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।

সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম—এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব

গতিরন্যথা॥

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।

নাম হইতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥

—প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্য হইতে জানা যায় যে শ্রীনাম-ভজনই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। শ্রীনামী অভিন্ন-শ্রীনাম স্বরূপে জগতের জীব সমূহকে কৃপা করিবার জন্য ইহ জগতে ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বায় অবতীর্ণ। শ্রীনাম গ্রহণ ব্যতীত বিশ্বের কোনও জীবের অন্য কোনও সাধনোপায় বা সাধ্য তত্ত্ব নাই। শ্রীনামই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন। অবশ্য বর্ত্তমান যুগের মনোধর্ম্মী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী ব্যক্তিগণ সমগ্র শাস্ত্র, আচার্য্যগণের বাক্য ও কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবানের আদেশ ও আচরণ পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া থাকিবেন যে কেবল শ্রীহরি-নামই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইতে পারে না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতির ন্যায় নাম গ্রহণও একটী পুণ্য বা উপায় মাত্র। কিন্তু শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে এইরূপ কল্পনাকারী ব্যক্তিগণকে নামাপরাধী বলিয়া বিচার করিয়াছেন। নশ্বরমায়িক জগতের চিন্তাস্রোতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এই অপ্রাকৃত শব্দশক্তি-মাহাত্ম্য, তাই তাহারা অপ্রাকৃত শব্দ যে শব্দীর সহিত অভিন্ন হইতে পারে না—ইহা তাহাদের বুদ্ধির বাহিরে। প্রাকৃত জগতের নামী ও নাম ভিন্ন। শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু পৃথক। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যে সেরূপ নহে। সেখানে নাম নামী, শব্দ ও শব্দী অভিন্ন। বৈকুণ্ঠরাজ্যে কোন রূপ কুণ্ঠা বা ব্যবধান নাই, কৃষ্ণনাম বৈকুণ্ঠ বস্তু বলিয়া বাস্তব বস্তু কৃষ্ণের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। নাম ও নামী অভিন্ন, বলিয়া বাস্তব বস্তু কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্য রসবিগ্রহ এবং অপ্রাকৃত চিন্তামণি, বৈকুণ্ঠ নামও তদ্রূপ! সেই বৈকুণ্ঠ বস্তুর অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য অদ্বয় জ্ঞানে অবস্থিত। তাই নামের স্বরূপ বিচারে শাস্ত্র বলেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম

নামিনোঃ॥

শ্রীভগবানের নাম রূপ গুণ ও লীলা সকলেই অপ্রাকৃত। সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় নহে। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" শ্রীল রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন:—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্য-

মিন্দ্রিয়ৈঃ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

জড় বস্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গৃহীত হয় কিন্তু ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজত্ব।" ইন্দ্রিয়-জগতের বিষয় নহেন বলিয়া সেবা প্রবৃত্তিক্রমেই তাঁহা হইতে তাঁহার নামাদি-গ্রহণ সম্ভব হয়। সেবোন্মুখ জিহ্বাই ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতে পারেন, সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত চক্ষুই ভগবানের অপ্রাকৃতরূপ দর্শনে সমর্থ, সেবোন্মুখ কর্ণই ভগবানের লীলা ও গুণ সমূহ শ্রবণ করিবার যোগ্য। সর্ব্ব সাত্ত্বিক সম্প্রদায় স্বীয় বৈষ্ণবত্বাভিমানে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত শ্রীনামকীর্ত্তনের প্রয়াস করেন। তাহার ফলে নাম নামীতে ভেদবুদ্ধি থাকিয়া যায় ও শুদ্ধনামোচ্চারণের পরিবর্ত্তে নামাক্ষর বা অপরাধযুক্ত নাম হইতে থাকে। নামের ফল প্রেম লাভ না হইয়া প্রাকৃত কাম লাভ হয় ও নামাভাসের ফল সংসার-মুক্তি না হইয়া সংসার-বন্ধন আসিয়া জুটে।

অতএব শুদ্ধ নাম করিতে হইলে সেবোন্মুখ হওয়া একান্ত আবশ্যক। বদ্ধানুভূতিতে ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটি বৃত্তির উৎপত্তি। মুক্তানুভূতিতে ভগবৎ সেবারূপ আত্মার নিত্যবৃত্তির উদয় হয়। ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটী সম্পূর্ণ আর ভগবৎসেবাই নির্গুণ। প্রাকৃতগুণযুক্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বদ্ধজীবের সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত ভোগ ও ত্যাগ রূপ উপাধিক বৃত্তিদ্বয় দূরীভূত হইয়া আত্মার অপ্রাকৃত নিত্য সেবা-বৃত্তির উন্মেষের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। আত্মার বৃত্তি জাগরিত না হওয়া পর্য্যন্ত শুদ্ধ নাম হয় না। নিরন্তর নিষ্কপটে শ্রীগুরু-সেবায় আত্ম-চেষ্টা হইতে পারিলেই আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত হয় এবং জীব শুদ্ধ নাম করিবার যোগ্যতা লাভ করে। বদ্ধজীব গুরু সেবার ফলে দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করেন। তৎকালে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া অধোক্ষজের সেবায় প্রবৃত্ত হন। নাম নামী অভিন্ন—এই দিব্য জ্ঞান লাভের আনুষঙ্গিক ভাবে প্রকৃত প্রস্তাবে অবস্থিত হইতে পারিলেই নামকীর্ত্তনকারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সেবা লাভ করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে জ্ঞানমিশ্র ও কর্ম্মমিশ্র বিদ্ধভক্ত বলিয়া

কল্পনা করিয়া আমাদের নিরয়গামী হওয়া উচিত নহে। বদ্ধজীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ভক্তি ব্যতীত শুদ্ধভক্তি যাজন হইতে পারে না, সর্ব্বক্ষণ সেবাদি দ্বারা শ্রীগুরুসেবা ও শাস্ত্রাদি শ্রবণ ও বিচার ফলে আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়। নাম নামী যে অভিন্ন বস্তু তাহা মায়াপ্রমাদ-রহিত জনের একমাত্র জ্ঞেয়। ইহাই গুরুপাদপদ্ম হইতে লব্ধ দিব্য জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভ না করিয়া যিনি নিজ দর্পে চালিত হইয়া 'আমার নামে রুচি হইয়াছে' বলিয়া গুরুসেবা ছাড়িয়া দেন, তাঁহার মঙ্গললাভের কোন আশা নাই, অথবা নাম-সংকীর্ত্তনই যখন কোন জীবের নিত্যধর্ম্ম, তখন আর গুরু-সেবার আবশ্যকতা কি?—এই বলিয়া যিনি গুরু-সেবায় শৈথিল্যপ্রদর্শন করেন, তাঁহার জিহ্বায় কোন দিন নাম উদিত হন না। আবার বলিয়া যে গুরুসেবা করিলে আর নাম করিতে নাই ইহাও নহে। গুরুসেবা ব্যতীত অপর সময় সংখ্যা নাম করাই একান্ত কর্ত্তব্য। নিরন্তর গুরু সেবা-ফলে স্বস্বরূপের উপলব্ধি ও সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধনামে রুচি হয়, তখন নামের সহিত নামীর দর্শন হয়।

তাঁতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

সৎসংসর্গ

(শ্রীমদ্ ভজনবন্ধু [illegible] দাসাধিকারী বি, এ,)

নীতিশাস্ত্রবিদগণ বলিয়াছেন 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।' সংসর্গ হইতে দোষ ও গুণ উৎপন্ন হয়। যে সংসর্গ হইতে দোষ জন্মে, তাহাকে অসৎ সংসর্গ ও যে সংসর্গ হইতে গুণ জন্মে ও উৎকর্ষ লাভ করে, তাহাকে সৎ সংসর্গ বলে। এই জড় জগতে প্রত্যেক জীবই সংসর্গ সূত্রে আবদ্ধ। বহির্জগতের যেরূপ পদার্থনিচয়ের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে অন্তর্জগতেও সেইরূপ আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে। জীব অসৎসংসর্গে আসিয়া তাহার জীবন কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে ও স্তরে স্তরে নরকের পথে নামিয়া যাইতেছে। আবার সৎসংসর্গে সহবাস করিয়া আত্মোন্নতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। সুতরাং একটা জীবন প্রবাহের স্রোত যেন জগতে নিরন্তর চলিতেছে। জীবকুল নিজ সুকৃতি বা দুষ্কৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সংসর্গের প্রভাবে অভিভূত হইতেছে। যে সকল ব্যক্তি সৌভাগ্যবশতঃ সাধুসঙ্গে সহবাস করিয়াছেন, তাঁহারা চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করিয়া এই দুস্তর ভবসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতেছেন। আবার কেহ নিজেদের দুর্ভাগ্যক্রমে কুসঙ্গে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণভজনবিমুখ হইতেছেন ও অনন্ত নিরয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই জন্যই জীবকুলকে অনর্থ মুক্ত করিয়া ভক্তিপথে চালিত করিবার জন্য শাস্ত্রবিদ্গণ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

অতএব হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করুন। সাধুগণ সাধু উপদেশ দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা দূর করিয়া ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

সাধুসঙ্গ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই 'সাধু কে?' তাহা জানিবার বাসনা প্রবল হয়। যিনি অকপটে সর্ব্বান্তঃকরণে নিত্যসত্য-বস্তু শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সাধু। একমাত্র ভগবদ্ভক্তই সাধু। তিনি সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিত, অসদ্গুণাবলী তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মানবগণের চিত্ত কোনও সময়ে শূন্য থাকিতে পারে না। একটা না একটা চিন্তাস্রোত সেখানে প্রবাহিত। প্রাকৃত বিষয়ে রত ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয়রসে নিমগ্ন, সুতরাং তাহার হৃদয়ে অপ্রাকৃত বিষয়ের স্মরণ কখনও সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার অনন্যভক্তি বিদ্যমান, যিনি অন্যাভিলাষশূন্য, তাঁহারই ভক্তিভাবিত চিত্তে ভগবানের রূপগুণলীলার স্ফূর্ত্তি হয়। অতএব 'বৈষ্ণবসঙ্গ' সম্প্রদায়ের মূল লক্ষণ সাধু সঙ্গ বলিতে বৈষ্ণবসঙ্গই বুঝায়। বৈষ্ণব বলিলে যিনি আপনাকে কৃষ্ণের নিত্যদাস বুঝিয়া সর্ব্বদা নিজ প্রভুর সেবন করিয়া থাকেন তাঁহাকেই বুঝায়।

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-
কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু উত্তমা ভক্তির এই লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কৃষ্ণানুশীলন করেন। তাঁহার মন বাক্য হস্ত পদ কর্ণ নাসিকা চক্ষু প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ই কৃষ্ণ সাধনে 'নিযুক্ত'। তিনি সর্ব্বদা শ্রীহরিসেবায় রত। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে অনন্যা ভক্তিলাভই চরম কল্যাণ। সাধুসঙ্গ-প্রভাব ব্যতীত কৃষ্ণসেবা লাভ করিবার অন্য পন্থা নাই। প্রভু কীর্ত্তন করিয়াছেন,

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বদ্ধজীব নিজের স্বরূপ-বিস্মৃতিক্রমে দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার গৃহ ইত্যাদি মনে করিয়া নিজে-ভোক্তা সাজিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে একমাত্র ভোক্তা ও অন্য সকলই তাঁহার ভোগ্য একথা ভুলিয়া গিয়াছে। 'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।' এই বৈষ্ণববাণীর বশবর্ত্তী হইয়া নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে একমাত্র সাধুসঙ্গই প্রয়োজন। নতুবা এই দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আর কোনও উপায় নাই। বিষয়াসক্ত বদ্ধজীব কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া মায়া-সমুদ্রে নিরন্তর হাবুডুবু খাইতেছে। নিজের সম্বন্ধজ্ঞান লাভ অর্থাৎ কৃষ্ণদাস্য এই সুকৃতির উদয় সৎসঙ্গ অর্থাৎ সদ্গুরু, শুদ্ধবৈষ্ণব ও সংশাস্ত্র-সঙ্গ ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। বদ্ধজীবের সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভবসমুদ্র পারের উপায় নাই। কারণ যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই অন্ধকে পথ দেখাইতে সমর্থ। যে নিজে অন্ধ, সে অপরকে কি উপায়ে পথ দেখাইবে? সুতরাং হে মোক্ষার্থীন, যদি নিত্যমঙ্গল অভিলাষ কর, তাহা হইলে সদ্গুরুকে আশ্রয় কর। পদ্মপত্রে স্থিত জলের ন্যায় জীবন ক্ষণভঙ্গুর। সাধুসঙ্গই একমাত্র তরণী, তাহার সাহায্যে ভবসাগর পার হয়।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু মানবমাত্রকে একান্ত সাধুসঙ্গ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥'

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের এই বাক্য সম্যক্ স্মরণ রাখিলে জীবের নিত্যকল্যাণ লাভ হয়। এই সংসারসাগরে সাধুসঙ্গই একমাত্র সম্বল। সাধুসঙ্গের অসীম মহিমা কে অনুধাবন করিতে পারিবে? মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদাস ঠাকুরের সঙ্গবলে পাষণ্ড নরনারী কৃষ্ণ কৃপা লাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। পাষণ্ড-প্রধান জগাই মাধাই শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর সঙ্গ লাভ করিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। অতএব হে জীবগণ, সকলে সাধু কৃষ্ণভক্তের প্রতি আশ্রয় গ্রহণ করতঃ সাধুসঙ্গে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতে করিতে জীবন সার্থক করুন। চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
(১১।৯।২৯)

ধাম অপরাধ

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবানুগত্যে নামাপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। শ্রীনামপরায়ণ ভজনশীলের পক্ষে যেরূপ নামাপরাধগুলি সবিশেষ আলোচ্য, সেই প্রকার ধামদর্শনেচ্ছু ও ধামবাসেচ্ছুর পক্ষেও ধামাপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখপদ্ম হইতে ধামাপরাধসম্বন্ধে যে সকল কথা শোনা যায়, আজ অযোগ্যতা সত্ত্বেও সেই সকল শ্রৌতকথার কীর্ত্তন করিবার আশা রহিল। শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে কোনরূপ সিদ্ধান্ত-বিরোধদোষ-দুষ্ট অপরাধ উপস্থিত না হইলেই মঙ্গল।

১। ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর আবশ্যকতা

আমরা অনেকে অনেক সময় মনে করি, টাকা হইলেই টিকিট কাটিয়া রেল গাড়ীতে চড়িয়া যে কোন ধামে গেলেই ধাম দর্শন হইবে, অথবা ধামবাসাভিমানী পাণ্ডাদের সঙ্গে গেলেই তাঁহারা ধাম দর্শন করাইতে পারেন, তাঁহাদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান করিলে [illegible] হইবে। এই [illegible] অভ্যাসীকে দেখা যায় [illegible] নিজেদের প্রতারিত হইয়া সাধারণ লোকের ধাম-অপরাধ করিবার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? আমরা যে সকল পারমার্থিক [illegible] আশ্রয় [illegible] তাহারা [illegible] আমরা কেবল মুখে আড়ম্বর [illegible] বিশ্বাস [illegible] এই বিশ্বাস [illegible] কি? [illegible] শাস্ত্রকারগণ বিশ্বাস নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার কি কোন সন্ধান আমরা রাখি?

ধাম-প্রদর্শক—শ্রীগুরুদেব। [illegible] তত্ত্ব [illegible] নদীয়া প্রকাশ ও [illegible] উপদেশ [illegible], [illegible] শ্রীগুরুদেব। [illegible] আমাদের [illegible] না। সাবধান! [illegible] সকল [illegible] তাহা বুঝিতে [illegible] না। শুধু উদর পূর্ত্তির [illegible] ধাম [illegible] নাই। [illegible] অনুসরণ ব্যতীত ধাম দর্শন ও ধামে গমন ঘটে না। তিনি ধাম-অপরাধ হইতে সর্ব্বতোভাবে [illegible] তাঁহার [illegible] না থাকায় [illegible] বৈকুণ্ঠ ও গোলোক দর্শন করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ [illegible] দর্শন করেন [illegible] তাঁহার নাই। তিনি [illegible] বৃন্দাবন, নদী মাত্রে কালিন্দী, [illegible] গোবর্দ্ধন দর্শন করেন। তিনি মহাভাগবত [illegible] অধিকারী। এমন শ্রীগুরুদেবের [illegible] ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরু [illegible]। সর্ব্বাগ্রে ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করিলে, সর্ব্ববিধ ধাম-অপরাধ দূর হইয়া [illegible] পদে পদে ধাম-অপরাধ [illegible]।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে
• কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে
হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	৷৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	৷০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	অন্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷৷০
১২।	প্রেমবিবর্ত্ত	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে নীতাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মধ্বভাষ্য	৷৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	৷০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	৷০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST.

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—১৩৭৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমাদের চিত্ত যখন পাপাসক্ত হয়, তখন আমাদের নিকট যত ভাল কথাই লইয়া যাওয়া যাউক না কেন, আমরা তাহা কখনই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। ভাল কথা শুনিবার বা বলিবার প্রবৃত্তি পূর্ব পূর্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি-ফলেই হইয়া থাকে। আমরা আমাদের পাপমলিন চিত্তদ্বারা সদসৎ বিচার করিতে গিয়া প্রায় অধিকাংশ স্থলেই অসৎকে 'সৎ' বা সৎকে 'অসৎ' ধারণা করিয়া বসি। আবার অনেক সময় মনে করি, আমারই চিত্ত যখন পাপ প্রবণ, তখন জগতে বোধ হয় 'ভাল' বলিয়া আর কিছুই নাই, সকলেই পাপাসক্ত। কিন্তু ব্যাপার তাহা নহে। অসৎ ব্যতিরেক ভাবে সৎএরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অন্ধকার দেখিলে কেবল-অন্ধকারই আছে, ইহা মনে করা অদূরদর্শিতার পরিচয়। অন্ধকার আলোকের মাহাত্ম্যই জীব হৃদয়ে পরিস্ফুট করিয়া দেয়। তাই বলিয়া অন্ধকারের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না। বিচার-ভ্রান্তি দোষে আমরা প্রায় সকলেই এক একটা খামখেয়ালি মতের অনুবর্ত্তী হইয়া জীবনটাকে নানা ভাবে বিপন্ন করি। ভগবান্ ও জীবের সহিত কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে জ্ঞানাভাবকালে আমাদের ভদ্রাভদ্র বা ভাল মন্দের বিচার কখনই দোষ-বিমুক্ত হইতে পারে না। আমি হয়ত যাহাকে 'ভাল' বলিয়া বিচার করি, অন্য আর একজন আসিয়া সেইটিকেই 'মন্দ' বলিয়া স্থাপন করিলেন। সুতরাং সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন অবস্থায় নিজ নিজ মনোধর্ম্মের বিচারানুসারে কাহারও চলা কর্ত্তব্য নহে। আমার বিচার যখন পদেপদেই খণ্ডনীয় অপূর্ণ থাকিয়া যায় দোষ, তখন আমাকে এমন একটী অতিমর্ত্ত্য বিচারের অপেক্ষা করিতে হইবে, যাহা কোনও মর্ত্ত্যবিচার দ্বারা খণ্ডনীয় হইতে পারে না। ইহার নাম শ্রৌতপন্থা, এই পন্থাবলম্বনে মানব তর্কপন্থার অসারবত্তা উপলব্ধি পূর্ব্বক নাস্তিকতা হইতে পরিমুক্ত হইয়া মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস-পরায়ণ হইতে পারেন এবং সেই বিশ্বাস-ক্রমেই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবারত হইয়া জাগতিক খণ্ডনীয় বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন।

আমরা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিসম্পন্ন হইয়া যখনই কৃষ্ণবাক্যে একটু বিশ্বাসপর হই, আমাদের অনভিজ্ঞতার জন্য আমরা এতদিন যে সকল অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহা স্মরণে অনুতপ্ত হই, তখনই শ্রীভগবান্ আমাদের সম্মুখে সাধুগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের বিচারের যাবতীয় ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন। "আমরা আমাদের গত জীবনকে ধিক্কার দিয়া শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট-সম্পাদনে যত্নবান হই আর ত্রিদণ্ডাগ্রণী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের আনুগত্যে বলিয়া থাকি—

ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো
ধিক্ চ যমিনঃ।
ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্
জড়মতীন্।

কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোহপ্যহহ মিলিতঃ গৌরমধুনঃ
—নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসক্ত কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণকে ধিক্, উৎকট কৃচ্ছ্রসাধ্যতপস্যা-পরায়ণ তপস্বিগণকে ধিক্, অষ্টাঙ্গ যোগিগণকে ধিক্, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্যের উচ্চারণমাত্র করিয়াই মুক্তাভিমানে প্রফুল্ল-বদন অহংগ্রহোপাসকগণকেও ধিক্, ইহারা সকলেই যথার্থ পরমার্থানুসন্ধানে ব্যস্ত না হইয়া প্রাকৃত ও নশ্বর সুখলেশানুসন্ধানে ব্যস্তমতি। এই সকল নরপশুর জন্য কি শোকই বা করিব? হায়! তাহাদের মধ্যে কেহই গৌরপাদপদ্ম মকরন্দের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হইল না।

মনে মনে যতই নাস্তিকাবাদের কথা চিন্তা করা যাইবে, ততই মায়াদেবী আমাদিগকে যত প্রকারে নাস্তিক হওয়া যায়, অর্থাৎ কৃষ্ণবিমুখতা করা যায়, তাহার সন্ধান দিতে থাকিবে। আর আমরা ভগবানকে না মানার দরুণ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কামাদি রিপুর নানাপ্রকার দুর্নির্দ্দেশ পালনে ব্যস্ত হইব। কেবল ভোগাসক্ত হইয়া ভোগের ইন্ধন সংগ্রহে ব্যস্ততা-নিবন্ধন অশান্তি আর আমাদের ঘুচিবে না। যাহাকে এই মুহূর্ত্তে শান্তি বলিয়া ধরিতে যাইব, সে-ই আবার পরমুহূর্ত্তে অশান্তিরূপে আসিয়া অট্টঅট্টহাস্য-সহকারে আমাদিগকে উপহাস করিবে। আমরা সাধ করিয়া কেন যে এরূপ অশান্তির অনলে দগ্ধ হই, তাহা কে বলিবে! কেবল 'জেদ' বা একগুঁয়েমি বা 'গোঁয়ারতামি'ই আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। আমার মনের খেয়ালটী কিসে জয়লাভ করিবে, ইহাই হয় আমার যত অনর্থের মূল। শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে বিশ্বাস ছাড়া আর এ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্তি নাই, তাহাও ভাগবৎকৃপা-সাপেক্ষ। আমরা যদি কোনদিন আমাদের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের যাবতীয় অহঙ্কার দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহৎপাদপদ্মে অভিষিক্ত হইতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল। নতুবা এমন করিয়া কত জন্ম কাটাইব, তাহার কিছুই স্থির নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা।
অনেকজন্মজনিত পুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥"

অর্থাৎ "যেকালে হৃদয় পাপরাশিতে মলিন থাকে, তৎকালে শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের মহাসুকৃতিফলেই সৎসঙ্গ ও শাস্ত্র-শ্রবণ হইতে প্রেমলাভ হয়।"

জানিনা আর কবে আমাদের সাধুশাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে, আমরা কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের বাণী 'নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়'—ইহা উপলব্ধি করিয়া গোলোকের প্রেমধন শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবে আমাদের অবিদ্যা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ অনর্থ দূরীভূত হইবে। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনাই একমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় জানিলে আমাদের অসজ্জ্ঞান-গরিমা আর আমাদিগকে পরাভূত করিয়া মোহকূপে নিমগ্ন করিতে পারিবে না। কিন্তু হায়! ভক্ত্যুন্মুখি সুকৃতি ব্যতীত কাহারও নামে প্রীতি সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং সাধুসঙ্গই আমাদের উদ্ধারের একমাত্র পন্থা। তাঁহাদের বাণী আপাতপ্রীতিদায়িনী না হইলেও পরিণামে অত্যন্ত হিতকারিণী, আমার যাবতীয় অনর্থাববন্ধিনী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্য বস্তু জানিবার জন্য আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেই শ্রীভগবান্ সত্য জানাইবার জন্য আমাদিগের নিকট তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ সাধুকে প্রেরণ করেন। আত্মম্ভরিতা বা সবজান্তা অভিমান ছাড়িয়া তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলেই আর ভয় থাকে না; আমাদের জীবন কতই না সুখ শান্তিময় হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগা আমরা, যাহা শ্রেয়ঃ, তাহার দিকে যে আমাদের চিত্ত আদৌ আকৃষ্ট হইতে চাহিবে না, প্রেয়ঃ লইয়াই যে মত্ত থাকিবে!

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
মদ, অভিমান-সহ
আপনা আপনা স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ, বিপথ নাহি জানে॥
না লইনু সৎমত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
এ অধম দাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়
তরাইয়া লহ নিজ পাশ॥"

সত্য বিশ্বাস

(শ্রীপাদ ভবসিন্ধু দাসাধিকারী বি, এ)

এই বিশ্বে মানব মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কাল যাপন করে। বিশ্বাস স্থাপন না করিলে তাহাদের এক মুহূর্ত্তও চলে না। শিশু পিতামাতাকে স্বীয় আশ্রয়স্থল জানিয়া তাহাদের উপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে, স্ত্রী স্বামীকে তাঁহার পালন-কর্ত্তা ও রক্ষক জানিয়া স্বামীর উপর পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেন, স্বামীও স্ত্রীর উপর বিশ্বাস রাখিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ-জন্য তাঁহাকে জীবন-সঙ্গিনী করেন. প্রজাগণ রাজাকে রক্ষক ও পালক জানিয়া তাঁহার উপর আত্মনির্ভর করে, রাজাও প্রজাগণকে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী জানিয়া তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। জড় জগৎ চিৎ জগতের হেয় প্রতিফলন। জড় জগতে পরস্পরের উপর বিশ্বাস-স্থাপন ব্যতীত একদণ্ডও চলে না, তখন ভগবানের সেবা লাভ করিতে হইলে তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিলে কিরূপে চলিবে? ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন না হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ- ... বলিয়াছেন—বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।

কেবল বিশ্বাস দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়, তর্ক দ্বারা পাওয়া যায় না। প্রাকৃত বুদ্ধি-সম্পন্ন মানবগণ তর্ক-দ্বারায় প্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের সিদ্ধান্ত প্রাকৃত তর্ক দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। অচিন্ত্য ভাবসকল তর্ক-দ্বারায় জানা যায় না।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহাকে প্রাকৃত চক্ষে দেখা যায় না। তিনি অপ্রাকৃত দিব্য নেত্রে দৃষ্ট হন। জড় জগতে কোন স্থানে যাইতে হইলে, যে ব্যক্তি সেই স্থানে গিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে পথ ঘাট জানিয়া লইতে হয়, কিম্বা তাঁহাকে সঙ্গে লইতে হয়, সেইরূপ ভগবদ্ধামে যাইতে হইলে যাঁহারা সেই অপ্রাকৃত ধামে একবারও গিয়াছেন, কিম্বা কোন জানা সাধু লোকের নিকট হইতে রাস্তা জানিয়া লইয়া কিম্বা তাঁহার উপদেশ লইয়া চলিতে হয়। নিজ অনুমান দ্বারা অথবা যে ব্যক্তি সেই ধামের কোনও সন্ধান রাখে না, তাহার উপদেশ দ্বারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছান যায় না। একজন অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ অন্য অন্ধ ব্যক্তিকে কোনও স্থানে লইয়া যাইতে পারে না, যাইলে উভয়েরই গর্ত্ত মধ্যে পতিত হইবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ

অপ্রাকৃত রাজ্যে যাইতে ইচ্ছা করিয়া মনোধর্ম্মী লোকদের সহায়তা গ্রহণ করিলে বিবর্ত্ত-বিষ্ট-গর্ত্তে পতন ব্যতীত অন্য কিছুই আশা করা যায় না।

বিশ্বাস দুই প্রকার—সত্য বিশ্বাস ও অন্ধ বা ভ্রান্ত বিশ্বাস। সৎশাস্ত্র, সদ্গুরু ও শুদ্ধ ভক্তে বিশ্বাস স্থাপনের নাম সত্য বিশ্বাস, অসৎ শাস্ত্র, অসদ্গুরু ও অসাধুতে বিশ্বাস স্থাপন ভ্রান্ত বিশ্বাস। সত্য বিশ্বাসকারী ব্যক্তি ভাগ্যবান। যেমন চক্ষু-সাহচর্য্যে মনুষ্য দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ সত্য বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভগবানকে লাভ করা যায়। ভ্রান্ত বা অসত্য বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনন্ত কাল চেষ্টা করিলেও ভগবৎ-প্রাপ্তির আশা ফলপ্রদ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান যুগে সদ্গুরুর অভাব হয় নাই, অসদ্গুরুর অভাব নাই। ধর্ম্ম-জীবনযাপনার্থী ব্যক্তির নিত্য মঙ্গল লাভ করিবার বাসনা থাকিলে অসদ্গুরুর কুহকে না পড়িয়া সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করা প্রয়োজন। শিষ্যের বিত্তাপহারক অসদ্গুরু জগতে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু শিষ্যের প্রকৃত মঙ্গলকামী সন্তাপ-হরণ সদ্গুরু মিলা ভার। যিনি আধ্যক্ষিক বাদকে নিরাস করিয়া অবরোহ পন্থাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উদ্ধরেতদুর্ব উর্দ্ধরেতা পদ্ধতিতে ভজন-পিপাসু শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই সদ্গুরু। সদ্গুরুতে বিশ্বাস স্থাপনের নামই সত্য বিশ্বাস।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সদ্গুরুর লক্ষণে বলিয়াছেন

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সাধুগণে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে ভগবানকে লাভ করা যায় না, কারণ ভগবান্ ভক্তেরই ধন এবং ভক্তের অধীন। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন, মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ ব্যতীত ভগবানকে লাভ করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণ-সেবা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব-শাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

শ্রীভক্তিরসামৃতে সাধুগণের লক্ষণ

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অনেকে সাধু বা ভক্ত চিনিতে না পারিয়া আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ প্রভৃতি অসৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত অভক্ত-সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের কুশিক্ষার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কু-পথে চলিয়া যাইতেছে। এই সকল অভক্তের কথায় বিশ্বাস করার নাম অন্ধ বা ভ্রান্ত বিশ্বাস। যে শাস্ত্রে ভাগবত-গণের বর্ণনা আছে, যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে শ্রদ্ধাসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত মানবগণ ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করে, তাহাই সৎশাস্ত্র।

যাঁহার সত্য বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তিনি নামনামীতে অভেদ দেখেন। তাঁহার শাস্ত্রবাক্যে অটল বিশ্বাস। সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে, সেই শ্রদ্ধা পুষ্ট হইলে নামাপরাধ দূর হয়। নামাপরাধ দূর হইলে প্রকৃত অপ্রাকৃত নাম জিহ্বায় নৃত্য করে, তখনই নামীর উদয় হয়।

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ।"

ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করিয়া—সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অনবরত শ্রীহরিনাম করিলে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে উদ্ধার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, একমাত্র শ্রীহরিনাম হইতেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের এই আদেশের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিলেই তিনি আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিবেন। শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজ, শ্রীভগবানে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান্ তাঁহাকে অনলে, হস্তিপদতলে, সর্পদংশনে, বিষান্ন ভোজনে, সাগরগর্ভে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ব বিপদবারণ শ্রীহরিকেই নিজের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা জানিয়াছিলেন, কারণ তিনিও তাঁহার ভক্তিবাধা বিনাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। হে ভগবন্, তুমি আমাদের নিত্যপ্রভু। আমরা বিষম বিষয়-পাশে আবদ্ধ, তুমি অসীম দয়া প্রকাশ করিয়া আমাদের হৃদয়ে অচলা বিশ্বাস বিতরণ কর ও তোমার অধম অকৃতি দাসগণকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর।

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

২। ঈশ্বরতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭১ সংখ্যার পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এস্, বি, টি,)

এই বাক্য দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণে নারায়ণাপেক্ষা রসাধিক্য বিদ্যমান; এজন্য নারায়ণ-বক্ষ-বিহারিণী লক্ষ্মী কৃষ্ণ-সঙ্গ প্রাপ্তির জন্য আদৌ তপশ্চাচরণ করিতেন না। পদ্মপুরাণে পাওয়া যায় যে, লক্ষ্মী কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বর-প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইয়া প্রথমে বৃন্দাবনে গোপীরূপে তাঁহার সেবা প্রাপ্তির বর-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা অতি দুর্ল্লভ বলিয়া অন্য বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

'স্বর্ণ-রেখেব তে নাথ! বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি।'

হে নাথ! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় হইয়া বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। লক্ষ্মীর এইরূপ প্রার্থনাতে নারায়ণ-রূপ হইতে কৃষ্ণরূপেরই উৎকর্ষ ব্যক্তিত হইয়াছে।

শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু
যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ
প্রযচ্ছতি॥

এই বাক্যে নারায়ণ নামাপেক্ষা কৃষ্ণ-নামের মহিমাধিক্য অভিন্নরূপে কথিত হইয়াছে। এই সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা গোস্বামিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'পরম-বৈকুণ্ঠনাথোঽপ্যস্য বিলাসকঃ।' শ্রীনারায়ণ কৃষ্ণের বিলাস।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে উদিত হইলেও প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। তাঁহার পূর্ব্বে রূপ ছিল না, সম্প্রতি হইয়াছে, এইরূপ ধারণা অশাস্ত্রীয় এবং উহা জড়ীয় কুতার্কিকগণেরই সিদ্ধান্ত। জড়ীয় ন্যায়াবলম্বনে চিত্তত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ঐ তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহারই কৃপাসাপেক্ষ। তাঁহার অনুগৃহীত জনগণের সিদ্ধান্তকে সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইয়া উহার কীর্ত্তন দ্বারা ভগবৎ-সেবা করা আর অন্য কোনরূপে উহা সম্ভবপর হয় না। সাধু-শাস্ত্র উহা একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ ভক্তের জন্য রূপ ধারণ করেন। ইহা সত্য। ভক্তের সুখদ্যে তিনি অবতীর্ণ হন। এইস্থলে 'রূপ ধারণ' 'রূপ প্রকাশ' অর্থেই বুঝিতে হইবে। ভক্তের জন্য কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার। এ সিদ্ধান্ত কোন দোষাবহ নহে। কৃষ্ণের প্রত্যেক অবতারের ভক্তই একমাত্র হেতু।

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

গীতার এই বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতার ৪।৮ শ্লোকে 'সৃজাম্যহম্' ও উপর্যুক্ত ৪।৭ শ্লোকে 'সম্ভবামি' বাক্যদ্বয়ের প্রয়োগ দ্বারা কৃষ্ণরূপের পূর্ব্বসিদ্ধত্বই সপ্রমাণিত হইতেছে।

ভাগবতের ৩।৯।১১ শ্লোকটির প্রথম দুই চরণ বাদ দিয়া বেদব্রতা মহাশয় অর্থ করিতে গিয়াছেন। তিনি শ্লোকটীর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, অনুমিত হয়। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই— —

ত্বং ভাবযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং।
যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

হে নাথ (গুরুমুখে) ত্বদীয় কথা শ্রবণানন্তর লোকে আপনার সেবা-প্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজজনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। হে উত্তমঃশ্লোক, ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব (নির্দ্দোষ ভাবগত) ভাবনানুসারী যে সকল নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।

ধামাপরাধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভাক্তিরত্ন)

২। শ্রীধামকে অনিত্য বোধ।

শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি ধামকে অনিত্য বোধ অর্থাৎ এই গমনশীলজগতে কিছুদিন পূর্ব্বে এই সকল ধাম ছিল না, আবার কিছুকাল পরেও থাকিবে না অথবা পদ্মাবতী স্বীয় প্রখর স্রোতে যেমন রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া নিজেই কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিতা হইয়াছেন, সেই প্রকার শ্রীবিষ্ণু-পাদোদ্ভবা যমুনা বা গঙ্গাদেবীও নিজ নাম জারী করিবার নিমিত্ত, স্বীয় প্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীবৃন্দাবন ও নবদ্বীপ প্রভৃতি ধাম ভাঙ্গিয়া স্বীয় শক্তির গৌরব প্রদর্শন করিবেন এবং জগদ্বাসীকে শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের সার্থকতা শুধু গঙ্গা-স্নান ও যমুনা-স্নানেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, এরূপ গর্হিত ধারণা নিতান্ত ভাগ্যহীনতা হইতে প্রসূত। এতৎসংসারে আমরা জড়ে প্রচুর পরিমাণে যখন অভিনিবিষ্ট হই, তখন চিদ্বস্তু ধামেও জড়বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া অনিত্য বোধে আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে। এরূপ জড়বুদ্ধি-প্রণোদিত হওয়াতেই বর্ত্তমান জগতে ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞাজনিত অপরাধ-ক্রমে সর্ব্ববিধ ধাম অপরাধ অর্জ্জনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। 'যত্র ভূয় গণসংখ্যাধিক্যের ভোটেই ধাম-নির্ণয় হইতে পারে' বলিয়া সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছে। অবশ্য এটা কোন নূতন কথা নহে, সত্য মিথ্যা নিত্যকাল আছেই, থাকিবেও। তবে যাঁহারা বাস্তবিক বুদ্ধিমান্ তাঁহারা কখনও সত্যাপলাপীদলের প্রশ্রয় দিয়া জঘন্য ধামাপরাধে পতিত হন না।

৩। শ্রীধামবাসী ও শ্রীধাম ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতি-বুদ্ধি

যাঁহারা শ্রীধামে বাস করেন, তাঁহারা কৃষ্ণৈকশরণাগত বৈষ্ণব।

"কৃপালু, অকৃত-দ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্‌, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥"

—এই সমস্ত গুণ-সমন্বিত জন কখনও হিংসার বস্তু নহেন। এতদ্বিপরীত স্বভাবযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত এমন অসমৃদ্ধি সম্ভূত ধরণীর রত্নসদৃশ ধাম-বাসী বৈষ্ণব-গণকে কোন্ অতি বড় কৃতাধম হিংসা করিবে? তাহা কোন বুদ্ধিমানের মস্তিষ্কে স্থান পায় না।

এরূপ নিত্য ভজনপ্রয়াসী সাধুগণই, ধামবাসী ও ধামভ্রমণকারী বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত। ইঁহারা যে-কোন কুলের পবিত্রতা বর্দ্ধনের জন্য, যে কোনও কুলে আবির্ভূত হইলেও শ্রীগুরুমুখে ধামবাস, ভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্যকালে চিন্ময়ের চেতন রজঃ স্পর্শে, গ্রামবাসীদিগের অচেতনতা অর্থাৎ জাড্যভাব তিরোহিত করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণরেণু পরশমণি দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া তাঁহারা সত্য সত্যই অনর্থ হইতে মুক্ত।

এহেন ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি, হিংসা ও জাতিবুদ্ধি ধামবাস ও ধাম দর্শনের অন্তরায় এবং ধাম-অপরাধ। যাঁহারা ধামবাসের অভিনয় করিয়াও এরূপ অপরাধের অবকাশ দেন, তাঁহারা ধামেরই অবজ্ঞা করেন।'

৪। ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান

বর্ত্তমান কালে উক্ত অপরাধটী ব্যবসায়ে দাঁড়াইয়াছে। গ্রামে বসিয়া অনেক সময় বিষয়-কার্য্য জুটে না, বিশেষতঃ স্বেচ্ছাচারী হইলে, সমাজের কশাঘাত উপস্থিত হয়; সুতরাং প্রত্যাশী হইয়া, যে কোন ধামে বা তীর্থে আড্ডা করিতে দেখা যায়। গ্রামের জমি জমা বিক্রয় করিয়া অথবা চাকুরীর পেন্সনের অর্থ পুঁজি লইয়া, ধান, চাউল খরিদ করিয়া গোলাজাত করিয়া রাখিলে সময়ান্তে বেশ ব্যবসা হয়। কোথায়ও বা টোল বিদ্যালয় খুলিয়া অধ্যাপক সাজিয়া, চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া কিছু রোজগারের পন্থা আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে পরিবার-পোষণ, গঙ্গাস্নান, গঙ্গাজল পান, ঠাকুর দর্শন প্রভৃতি ইহ-পরকালের সকল কর্ম্ম যুগপৎ সম্পাদিত হইয়া যায়।

এরূপ জঘন্য চেষ্টা থাকিলে কখনও ধামে বাস হয় না। বরং গ্রামের ন্যায় ধামকে দোহন করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের পরিবর্ত্তে, নিজেন্দ্রিয় তোষণ ও পোষণ হইয়া যায়। বাস্তব ধাম-বাস-যোগ্যতা-লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ, কখনও এরূপ বিষয়াদির চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন না। নির্বিষয়ী হইয়া সর্ব্ববিষয়-ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধন-চেষ্টাই বাস্তব ধামবাসীর উদ্দেশ্য। ধামে বসিয়া বিষয় কার্য্যাদির অনুষ্ঠানরূপ ধাম অপরাধ করা বাস্তব ধামবাসীর উদ্দেশ্য নহে; হইতেও পারে না।

৫। শ্রীধামসেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন

শ্রীধামে বাস করিয়া শ্রীনামবিগ্রহের সেবা, শ্রীধামপরিক্রমা, শ্রীধামে ভ্রমণ পরিক্রমাকারীর বা ধামবাসীদিগের সেবা করাই ধাম-সেবা। ধামভ্রমণকারীদিগের শ্রীবিগ্রহ দেখান, গঙ্গাস্নানাদি করান, ধামপরিক্রমায় যথাসাধ্য সহায়তা করা এবং পরিক্রমা ও দর্শনার্থীদিগকে আহার্য্য ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া, তাঁহাদিগের নিকট শ্রীনাম-মাহাত্ম্য ও ধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা অর্থাৎ শ্রীহরি-কীর্ত্তন শ্রবণ করানই বাস্তব ধামসেবা। তদ্বিনিময়ে শুল্ক স্বরূপে কিঞ্চিৎ অর্থাদিগ্রহণ করিয়া স্বোদর পূজা ধামসেবা নহে।

যাত্রিগণকে ঠাকুর দেখাইয়া ভেট আদায়, ধাম পরিক্রমা করাইয়া কিছু বেতন আদায়, তাঁহাদিগের আহার সম্বন্ধে কোন খোঁজ না লওয়া, বাড়ীভাড়া সংগ্রহ করিয়া যাত্রী পীড়ন করা, প্রভৃতি দ্বারা বর্ত্তমানে একটা প্রবল ব্যবসা খাড়া হইয়াছে। এই ব্যবসাদারের দল কখনও ধাম-সেবক নহেন। পরন্তু শ্রীধামসেবার ছল পাতিয়া, শ্রীনামবিগ্রহকে বিপণির পণ্য মনে করিয়া অর্থোপার্জ্জন ও ব্যবসা দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধাম অপরাধ করিয়া বাস্তব ধামসেবা হইতে ছুটী পাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে

৬। জড় বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড় দেশের অথবা অন্য দেব-তীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা

আমরা অনেক সময় গ্রামের সহিত ধামের তুলনা করিয়া থাকি। ধামের জল-বায়ুর সহিত গ্রামের বা অপরাপর নগরের জল বায়ুর তফাৎ কি? যদি ধামের জল-বায়ু ভাল অর্থাৎ স্বাস্থ্যের অনুকূল বোধ হয়, তাহা হইলে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুদিন ধামবাস করিতে ইচ্ছা হয়। অবশ্য যে দেহের সুস্থতা বিধানের জন্য চেষ্টাশীল, সেই দেহ দ্বারা যদি শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-চেষ্টা থাকে, তবে সে স্বাস্থ্য বিধানের যাবতীয় অনুকূল ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যে দেহ কেবল নিজেন্দ্রিয়-তোষণ-চেষ্টায় নিযুক্ত, সে দেহের স্বাস্থ্যানুসন্ধান কেবল স্বেচ্ছাচারিতা-দ্বারা ধাম-অপরাধ অর্জ্জন ছাড়া আর কিছুই নহে।

ধাম কখনও গ্রাম-সাম্যে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। গ্রামে যথেষ্ট ভোগোপকরণ জুটিলেও, ধামে তাহার অভাব থাকিলেও, গ্রাম কখনও ধামের সমান বা ধাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। এরূপ ধারণা অতিশয় নিন্দনীয় বুদ্ধির পরিচায়ক।

শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, দ্বারকা হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি বিষ্ণুক্ষেত্রের সহিত, অন্যান্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান বা পরিমাণ-চেষ্টা ধাম-অপরাধ। বিষ্ণু-ক্ষেত্র মাত্রই চিন্ময় বৈকুণ্ঠ ধাম। তথায় অপাশ্রিত মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ক্রিয়া জন্য থাকায় কুণ্ঠা ধর্ম্মের অবকাশ নাই। দেব-তীর্থে মায়াদেবীর লীলা অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের বিচার ও পরিমাণ থাকায় তাঁহা কখনও বিষ্ণু-ক্ষেত্রের সমতা প্রাপ্তির যোগ্য নহে। সুতরাং ধামের সহিত কোন দেবতীর্থ বা জড় দেশের তুলনা হইতে পারে না।

৭। শ্রীধাম-বাসচ্ছলে পাপাচরণ

অধুনা পাপাচারী জন-সংখ্যা গ্রামাপেক্ষা ধামেই বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিশেষভাবে নিরপেক্ষানুসন্ধানে জানা যায়, যাহারা গ্রামে সমাজ-শাসন প্রভৃতির কবলে আসিতে প্রস্তুত নন, বেশীর ভাগ সেই প্রকারের জনগণই স্বৈরাচার চালাইবার নিমিত্ত ধামবাসের ছল পাতিয়া বসেন। অবশ্য বলা বাহুল্য, সকলেরই ইচ্ছা এরূপ অসৎ নহে, তবে অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বৈরাচারী। ইহারা না করিতে পারে এরূপ অন্যায় কার্য্যই নাই। ইঁহারা ধামবাসের অভিমান বশে আর দয়াকে সরা জ্ঞান করিয়া, কাল্পনিক অধর্ম্মের সেবক পূর্ণমাত্রায় থাকিয়াও গঙ্গাস্নানে পরিধৌত হইতেছেন মনে করেন। অবশ্য গঙ্গাস্নানে পাপ বিধৌত হয় কথাটী বাস্তব সত্য, কিন্তু ইহা যে ভক্তিসাপেক্ষ।

বাস্তব ধামবাস যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তিনি কখনও নিষিদ্ধ পাপাচারে লিপ্ত হন না। নিষিদ্ধ পাপাচারে নিযুক্ত জন ধামে বাস করিয়া নরক বাস করিবার আয়োজন করেন। ধাম মাটিয়া বস্তু নহে যে, আমার মাটিয়া দেহটা ধামে রাখিতে পারিলেই, বৈকুণ্ঠ লাভ হইতে পারিবে। এটাতো আর টাকা পয়সা নহে যে, প্রচুর রোজগার করিতে পারিলে খরচও তদনুপাতে হইতে পারে? পাপপুণ্য সমান চেষ্টা করা ভয়ানক অপরাধ। বিন্দুমাত্র পাপবাসনা ধামবাসের সমস্ত সুকৃতি বিধ্বংস করিয়া দেয়। অবশ্য ধামবাসে কেন, ধামের নামোচ্চারণেই যাবতীয় পাপ দূরীভূত হয়। কিন্তু ধাম-বাসচ্ছলে পাপাচরণ অর্থাৎ পাপও করিব, ধামবাসও করিব, পাপ করিবার জন্যই ধামবাস করিব, এরূপ বুদ্ধি নিতান্ত গর্হিত ধাম-অপরাধ।

৮। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদ-জ্ঞান

শ্রীনবদ্বীপ-শ্রীবৃন্দাবন অভিন্ন বস্তু। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকাসহ মধুররসাস্বাদনকারী নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী আর শ্রীনবদ্বীপ সেই শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত নবপ্রেমবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী। উভয়ই অভিন্ন গোলোকস্বরূপ। নিত্য চিন্ময়ধাম জীব-কল্যাণপ্রদ হইয়া ভূতলে প্রকটিত। চিদ্দর্শনকারী সাধুজন নবদ্বীপ-বৃন্দাবন একতত্ত্ব দর্শন করেন। তাঁহারা চিদ্বিভূতিবাদী প্রাকৃত সহজিয়াদিগের ন্যায় প্রাকৃত বস্তুবিচারে বদ্ধ হইয়া নবদ্বীপকে বেতনের ও বৃন্দাবনকে খাওয়াপরার স্থান জানিয়া সদ্য সেই ভোগে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়া থাকিয়া, অপর স্থানে না ছুটিয়েই এক কাঁদি পাইতে আশা করিয়া, দৌড়া উড়াইয়া ঘাস খাওয়ার প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করেন না।

শ্রীবৃন্দাবনের বাহ্যভূখণ্ডজন যদি কল্পিত জাতের মত বোধ হয়, তাহা হইলে সেই বৃন্দাবনের শ্রীনবদ্বীপাভ্যন্তরে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে আবির্ভূত হইয়া আচার্য্য লীলাভিনয়ে শ্রীবৃন্দাবনের স্বীয় স্বরূপ স্বয়ংই প্রকাশ করিতেন না।

নবদ্বীপে যার নিষ্ঠা নাই, বৃন্দাবনে তাহার উৎকট প্রীতিরই পরিচয়। যথায় কৃষ্ণ, তাহাই বৃন্দাবন,—তাহাই নবদ্বীপ,—তথায় সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্বধাম বিরাজিত; যথায় শ্রীগৌরসুন্দর, তাহাই নবদ্বীপ—আবার বৃন্দাবন, সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্বধাম তত্র বিরাজিত। গৌর কৃষ্ণোদয় ধাম-প্রকাশের কারণ ভেদ বুদ্ধি সর্ব্বনাশের মূল। শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের কৃপা-কটাক্ষ ব্যতীত কোন ধামেরই দর্শন হয় না। তিনি এবং তাঁহার অনুগত জনই ধাম-প্রদর্শক-গুরু বা আচার্য্য। তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবনের একটি ভূমিকণাও দর্শন হয় না। প্রাকৃত দর্শনে ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন :

১। সাংখ্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তর্কশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রদর্শিত ক্রমানুসারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাহায্যপ্রদের পক্ষে ৮্।

৪০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

“শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০ ; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	⁄১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যাদি-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮্
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷০
১২।	বৈষ্ণবদর্শন	২্
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্বৎ বিনোদ, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২্
১৪।	শ্রীহরি নামভাষ্য	৷০
৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলের কমা-দর্পণ	৷০
৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।১
৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২্

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা বলি, আমরা সত্য কথা শুনিব, মিথ্যা কথা শুনিতে চাহি না, কিন্তু সত্য কথা শুনিবার মত সাহস বা হৃদয়ের বল আমাদের কোথায়? সত্যকথা শুনিতে হইলে আমাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা, লাভ, পূজা প্রভৃতি অনেক প্রকার সংসার-সুখকে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তথাকথিত অনেক বন্ধু আত্মীয়স্বজনের বিরাগভাজন হইতে হয়, দেশ ও সমাজের বন্ধন শিথিল করিতে হয়, বর্ণাশ্রমাভিমান ছাড়িতে হয়, আধ্যক্ষিক জ্ঞান-প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রোত্রিয় পরব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরু-পাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি-সহ গুরুকৃপাপ্রার্থী হইতে হয় অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টা করিতে হয়। সত্যকথাও শুনিতে চাহিব, অথচ সাধু-গুরু-শাস্ত্রানুশাসন মানিতে চাহিব না, শাস্ত্রের 'গোখর' 'কুণপাত্মবাদী' 'জীবন্ধু' 'শবজীব' 'পশুঘ্ন' 'আত্মহা' 'যোষিৎক্রীড়ামৃগ' প্রভৃতি তিরস্কার-বাক্য শুনিলে ক্রোধোদ্রেক হইবে, সাধুর অনর্থবিধ্বংসী মনোব্যাসঙ্গোচ্ছেদন-কারী শাস্ত্রবাক্যরূপ শস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে পারিব না, আমার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে বাধা দিলে সাধুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত হইব, যাহারা আমাকে সমুপেত মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারে না,—যাহারা আমার কৃষ্ণভজনের আনুকূল্য না করিয়া নানাভাবে প্রাতিকূল্য করে, তাহাদিগকেই আমার আত্মীয় জানিয়া সাধুসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইব—এরূপ হইলে কি আর সত্য কথা শুনা হয়?

সাধুকে বলিব—সত্য কথা বলুন, কিন্তু সাধু আমার মনের খেয়ালানুযায়ী কথা না বলিলে বাহিরে ভদ্রতার খাতিরে অথবা সত্যানুরাগিতা দেখাইয়া তাহা শ্রবণ করিলেও সাধুর কথায় আমি আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। মুখে বলি —আমি সত্য কথা শুনিতে চাই, কিন্তু কার্য্যে দেখাই অন্যরূপ, অর্থাৎ যে সাধু আমার মনমত কথা না বলিবেন, সে সাধুর সাধুত্ব আমি স্বীকার করি না। কিন্তু সাধুর কার্য্য শ্রেয়ঃ-কামী আমাদের পক্ষে বর্ত্তমানে অপ্রিয় হইলেও তাহাই যে একমাত্র শ্রেয়ঃপথপ্রদর্শন, তাহা আমরা বুঝিতে চাহি না। সাধু কর্কশভাষী হউন আর মিষ্টভাষী হউন, তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সাধুর ভাষণটি কি, তিনি কি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিবার ধৈর্য্যধারণ করাই প্রকৃত সত্যানুরাগিতা। তিনি বজ্রাদপি কঠোরই হউন, আর কুসুমাদপি মৃদুই হউন, তাঁহার উপদেশ যদি আমারই মঙ্গলার্থ হয়, তবে তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। দোষও করিব, অথচ সাধু-শাস্ত্রের শাসন মানিতে চাহিব না, এরূপ ঔদ্ধত্য-প্রকাশ কখনই নিত্য-মঙ্গলপ্রার্থী জীবের কর্ত্তব্য নহে।

অনেক অপরাধী আছেন, তাঁহারা আপনাদের অপরাধ মুখে স্বীকার করিলেও সাধুর ভর্ৎসনাপর সুতীব্র-শাসন-বাক্য শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া শেষে সাধুর উপরই সাধুগিরি করিতে প্রবৃত্ত হন, বলেন—'সাধুর কথাগুলি সত্য বটে, কিন্তু তিনি বড় কর্কশ-ভাষী, তাঁহার ভাষা আর একটু মৃদু হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ তিনি আমাদের অন্যায় কার্য্যগুলির তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া আমাদিগকে একটু খোসামোদ করুন, তাহা হইলে আমরা আরও প্রশ্রয় পাইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশটা ভাল করিয়া করিতে পারি। গুরুদেবের ভুল ধরিবার দুর্ব্বুদ্ধি না করিয়া নিজের ভুল সংশোধন করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। শিষ্যের কার্য্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহ গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইয়া 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' এবং গুরুদেব তাঁহার কার্য্য কৃষ্ণেতরোপদেশ করিবেন, আর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার কার্য্যের ভালমন্দ বিচার করিবার স্পর্দ্ধা অথবা আমাদের মঙ্গলবিধান-কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহাকে সন্দেহ করা নরকের পথ পরিষ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনাদি বহির্ম্মুখ জীব আমরা সাধুশাস্ত্রশাসন না মানিলে কেমন করিয়া সংশোধিত হইব? অবশ্য সাধুগুরুরূপের সজ্জায় অনেক লোক থাকিলেও বুদ্ধিমান্ জীব তাহাদের কপটতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কৃষ্ণৈকশরণতাই সাধুর স্বরূপ লক্ষণ, তাহা থাকিলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি হয়, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ-চেষ্টা ব্যতীত অন্য চেষ্টা থাকে না। অসাধু যাহারা, তাহারা কখনও সত্যকথা বলিতে চাহিবে না, তাহারা লোকের ইন্দ্রিয়-তোষণপর কথা বলিয়া লোকের নিকট হইতে দক্ষিণাদি সংগ্রহ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করে। সত্যকথা শুনিয়া লোকে চটিয়া গেলে ত' আর তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না? বুভুক্ষু সাধুকবগণের দুটা মিষ্টকথা শুনিয়া তাহাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া আমাদের লাভ কি হইবে? সুতরাং সাধু আপাতপ্রীতিকর কোন কথা না বলিলেও নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের সাধুমুখনিঃসৃত পরম সত্যবাণী-শ্রবণে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীভগবান, তাঁহার ভক্ত ও ভক্তিই একমাত্র নিত্য সত্য, সেই সত্যানুসন্ধানই আমাদের একমাত্র মঙ্গলোপায়।

অনূচানমানীর বাগ্ বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮ সংখ্যার পর)

৩। শ্রীরাধাতত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, টি, এ, টি।)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ১। মায়াবাদ ও ২। ঈশ্বরতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মহাশয়ের ভ্রান্তি-নিরসনের প্রয়াস পাইয়াছি। এক্ষণে ৩। শ্রীরাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্তি প্রদর্শনের জন্য সামান্য চেষ্টা করিব।

তাঁহার শ্রীরাধা-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণাগুলি যথাক্রমে,—

১। শ্রীরাধার অস্তিত্ব ভাগবতে নাই, অতএব ইহা অলীক।

২। অন্যান্য গোপী হইতে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব ভাগবতে অপ্রমাণিত।

৩। কৃষ্ণ পূর্ণকাম, সুতরাং তিনি রাধাভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক গৌরাঙ্গরূপে নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিবেন, ইহা ভাগবত-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ।

৪। রাসক্রীড়াতে কৃষ্ণের কোন প্রয়োজন সাধিত হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, বেজবরুয়া মহাশয় অতি দম্ভ-সহকারে সমালোচনার একস্থানে বলিয়াছেন যে,—'যাহা ভাগবতে আছে, তাহা শঙ্করদেবে আছে, আর যাহা ভাগবতে নাই, তাহা শঙ্করদেবে নাই।' কিন্তু তাঁহার রচিত 'কীর্ত্তনঘোষা' এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে ভাগবত ছাড়াও পদ্মপুরাণ, বামনপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের কথাও গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করদেব নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, যথা,—

'শুন সভাসদ, ভাগবতপদ,
কথা একাদশ স্কন্ধ।
ক্রমে যেনে মতি, নিজ মনপ্রীতি,
বিরচিলোঁ পদবন্ধ॥
দিলা প্রস্তাবত, আনো শাস্ত্রমত,
দিলোঁ কিছু ঠাঁই ঠাঁই।
তাক নিনিন্দিবা, বিচারি দেখিবা,
শাস্ত্র পূর্ব্বাপর চাই॥

সুতরাং দেখা যায় যে, শঙ্করদেবের বহু কথা আছে, যাহা ভাগবতে নাই। বস্তুতঃ ভাগবত সিদ্ধান্তের পরিপোষক পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রও অস্বীকার করিলে শাস্ত্রের একদেশ-দর্শনরূপ-দোষে দূষিত হইতে হয়।

কারণে 'দশমে' শঙ্করদেব রাধার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বেজবরুয়া মহাশয় ও নেওগ মহাশয় ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, যদি ভাগবতে রাধা-নাম না থাকে, তবে শঙ্করদেব ইহা কোথায় পাইলেন? তিনি যেখানে রাধাকে পাইয়াছেন, সেখানে তাঁহার বিশেষত্বও কীর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন।

সমালোচকদ্বয় বলিতে চাহেন যে, শঙ্করদেবের রাধা দশমের ভিতরে একজন এবং অন্যান্য গোপী হইতে ইহার কোন বিশেষত্ব নাই। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে,—

"এহক নেগে নেষ্ঠ আমাসবাক এরি।" গোপীগণের শ্রীরাধা-সম্বন্ধে এই উক্তির সার্থকতা কোথায়? এই যে শ্রীরাধিকা ভজনে অন্যান্য গোপী হইতে শ্রেষ্ঠা, তাহা—"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"—ভাগবতের এই বাক্যে প্রমাণিত হইয়াছে। 'অনয়া' বা 'একা' শব্দ যে রাধাকে নির্দ্দেশ করে, তাহাও অন্যান্য শাস্ত্র-বাক্য-দ্বারা পূর্ব্বে প্রমাণিত করিয়া দেখান হইয়াছে।

এক্ষণে তাঁহার তৃতীয় সন্দেহটীর বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। তিনি—

ভজন্তোপি ন [illegible] দুষ্প্রাপ্যশ্চরঃ কুতঃ।
আত্মারামাঃ আপ্তকামা অতৃষ্ণা ভক্তপ্রিয়ঃ ॥

[illegible] এই শ্লোকের অর্থ অনু-মোদন করেন যে, তুমি পূর্ণকাম সুতরাং [illegible] আত্মারাম, আপ্তকাম, অতৃষ্ণ [illegible] শ্রেণী এই চারিশ্রেণীর ব্যক্তির [illegible] ভজন-কারীকে ভজিবার [illegible] প্রয়োজন থাকিতে পারে [illegible] রাধাদিরে নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার আমন্ত্রণ বর্তমানে [illegible]। কৃষ্ণ পূর্ণকাম নিশ্চয়। [illegible] আত্মারাম [illegible] লীলাময়তা ভগবত্ত্বের দুই দিক। নিত্য-লীলাময়ের লীলাতে কোন অভাব পূরণের সম্ভাবনা উঠিতে পারে না। তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই তাঁহার লীলার একমাত্র কারণ জানিতে হইবে।

"লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ।" ভাগবতের [illegible] অন্তর্গত যে উপরিউক্ত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া বেজবরুয়া মহাশয় কিছু পূর্ব্বে ক্রিয়াহীন ভগবানের ক্রিয়াশীলতা সপ্রমাণ করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে কেন প্রয়োগ করিতেছেন না?

তিনি ভাগবতের দশমের শ্লোকদ্বয়ে ভজনা করেন এবং ইহা তাঁহার স্বপক্ষে। যথা,—

"মরা পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥"

কৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন, আমি অপরোক্ষে তোমাদিগকে ভজনা করিবার জন্য অর্থাৎ আমার বিষয়ে তোমাদের অনুবৃত্তির সম্বন্ধের জন্য তিরোহিত হইয়াছিলাম। পরম প্রিয় আমাকে তোমরা অসূয়া করিবে না। অতএব—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং [illegible]

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা
তৎপরো ভবেৎ ॥"

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে [illegible]
বলিয়াছেন। যথা—

"[illegible] প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব
ভজাম্যহং।"

[illegible] ভক্তের [illegible] পরিতোষের জন্য, [illegible] বলিয়া [illegible] ভক্তভাব [illegible] 'ভাগবত-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ' [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] হইতে [illegible] তাঁহার উক্তির দোষদর্শন করা কি বড় ভক্তের কার্য্য হইল? [illegible] ভগবত্তা এমন কোন বিধি নিষেধের গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ নয় যে তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য তিনি বেজবরুয়া মহাশয়ের এজলাসে কৈফিয়ৎ দিতে দণ্ডায়মান হইবেন; যদি হন, তাহা হইলে একরূপ ভগবত্তার উপাসক বৈষ্ণবগণ নহেন জানিবেন।

মহাপ্রভুর ভগবত্তা শাস্ত্র-প্রমাণিত। ইহার সম্বন্ধে চৈতন্য-বিদ্বেষী বেজবরুয়া মহাশয়ের সন্দেহ থাকিলেও অন্য কাহারও নাই। কৃষ্ণের রাধাভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক গৌরাঙ্গরূপে অবতার সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রানুমোদিত। তিনি জৈমিনি ভারতের নারদ-উদ্ধব-সংবাদ পাঠ করিলেই ইহা দেখিতে পাইবেন। তিনি চতুর্থ সংখ্যক অসং সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য—

"ব্রীড়, শরিষ্যমাণানং যাবতী
গোপযোষিতঃ।
রেমে তাবতাং গত্বা ততঃ আত্মারামোহপি
লীলয়া ॥"

—ভাগবতের এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও যত গোপী তত রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়াছিলেন। বিহারের আবশ্যক কাহার? আত্মারাম কৃষ্ণের, না গোপীসকলের? না উভয়ের? রাসক্রীড়া দ্বারা গোপীগণ মোহিত হইলেও কাম-জয় কৃষ্ণ মোহিত হন নাই।

আমরা বলি, রাসলীলা কৃষ্ণ-তোষণ-ব্যাপারে গোপীদিগের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় ছিল। অধিকন্তু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ-বার্তা বলিয়া কৃষ্ণেরও তৎকার্য্যে প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাইবে না। বস্তুতঃ কৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ গোপীগণ সকলেই আত্মারাম ও আপ্তকাম। নিজ নিজ স্বরূপের অন্তর্বৃত্তিই তাঁহাদিগকে কেবল লীলাকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ, তাহা নিত্যসিদ্ধ। এই অনুরাগের বর্ত্তমানতায় কৃষ্ণের কিম্বা গোপীগণের কামভাবের অভাব উচিত হয় না। ভগবত্তার আস্বাদনীয় অভিন্নতা [illegible] দাঁড়াইলে [illegible] সুখ কোথায়? ভগবৎস্বরূপের প্রতি জীবস্বরূপের যে স্বাভাবিকী আসক্তি, তাহাই ভক্তি, তাহাই প্রেম। যদি কৃষ্ণ গোপীপ্রেমে মোহিত না হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে—

"দৈব কান্তকুম্বা গোপরনারী:
কান্তা দৈবা শ্রুবা কুমারী ॥"

প্রভৃতি বেজবরুয়া মহাশয়-কর্তৃক শঙ্করদেব নামক গ্রন্থে গত কীর্ত্তন-ঘোষার বাক্যাবলীর সার্থকতা কোথায়? তিনি এস্থলেও তাঁহার গুরুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া "[illegible] গাম থাওয়ার' দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে 'নাম-ঘোষা' তাঁহার গুরুপ্রদত্ত নিম্নলিখিত উপদেশ-বাক্যটি অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে বলি। যথা—

"না জানে শাস্ত্রের মর্ম্ম,
মোহ জানে তাকে
বেদবিধি ন পালে সংশয়।
গুরু বোলাই উপাধিতো
করিয়া লোকের মাঝে
মাত্র সংস্কার খুঁজি যায় ॥"

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

গত ২৮শে বৈশাখ হইতে শ্রীধাম পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। তদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী ও প্রসাদ বিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণের জন্য শ্রীমঠে প্রত্যহ বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক সমবেত হইতেছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে 'রায় রামানন্দ'-সংবাদ পাঠ করিতেছেন, সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক-পত্র 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যার 'নোট' রাখিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গকালের বর্ত্তমান ক্ষেত্র শ্রীআলালনাথের পথ-সংস্কারের জন্য আবেদন, শ্রীমন্দির-সংস্কার, প্রাকার নির্ম্মাণ, সিংহদ্বার নির্ম্মাণ, শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন স্থাপন, আলালনাথের চন্দন-পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি সেবাকার্য্যে শ্রীল প্রভুপাদ হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তমঠের শিক্ষকগণ "শ্রীল আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে, সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে ॥" এই গান করিতে করিতে আলালনাথ, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল কোনারক প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়াছেন।

কোণার্ক বা কনারক

কোণারক তীর্থটীর দৃশ্য বড়ই মনোরম। ইহা গোপন-দ্বারপুর স্থান। ইহার উত্তর অক্ষাংশ ১৯°৫' ২৫"; পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্রতট-স্থিত। ত্রয়োদশ শকশতাব্দীর প্রারম্ভে এস্থানে স্থাপত্য-নৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন রক্তপ্রস্তরময় সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণের প্রমাণ হয়। সেই মন্দিরে নবগ্রহ খোদিত ১৯টী মূর্ত্তি মমুষ্যেটের ন্যায় অতি যত্নে সংরক্ষিত করা হইয়াছে। গত ২২শে মে উক্ত মন্দিরে গমনকালে পথমধ্যে নিমাপাড়া ডিস্‌পেন্‌সারীর সম্মুখে শ্রীমঠের মোটর ৩০ মিনিটের জন্য থামান হইয়াছিল। উহা পুরী হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। সেই ডিস্‌পেন্‌সারীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর পট্টনায়ক মহোদয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার সেবকগণের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ডাব ও পানীয়জল-দ্বারা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। পুরী হইতে কোণার্ক-মন্দিরে যাইতে হইলে প্রথমে ৫২ মাইল মোটরে যাইতে হয়। তৎপরে রাস্তা অত্যধিক বালুকাপূর্ণ থাকার দরুণ ১॥ মাইল রাস্তা হাঁটিতে হয়, সেই দেড় মাইল যাতায়াতে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল।

ধামাপরাধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধারমণ গোস্বামী ভাগবতভূষণ)

৯। শ্রীধামমাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্র-নিন্দা

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, শ্রীবিষ্ণু-মাহাত্ম্য, শ্রীভক্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন যেরূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, সেই প্রকার ধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনও শাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। উহা যেমন মাহাত্ম্যশালী, তেমন মহিমাকীর্ত্তন করিবার শক্তি, জগতে কাহারও নাই, এমন কি শিব পঞ্চমুখে, ব্রহ্মা চতুর্মুখে, শেষ সহস্রমুখে কীর্ত্তন করিয়াও শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, শ্রীধাম-মাহাত্ম্যের সীমা পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং এতাদৃশ-মহিমাময় ধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন যে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়, আত্মমঙ্গল-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ সেই শাস্ত্রকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ বিধান করিয়া ধামমাহাত্ম্য শ্রবণ কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ আমাদের প্রতি পরম কৃপালু হইয়া ধামমহত্ত্ব-সূচক "ভক্তিরত্নাকর", "শ্রীনবদ্বীপ-ধামমাহাত্ম্য", ও বর্ত্তমান মহাজন "দ্বীপ-দিগ্দর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা দ্বারা কতই না মঙ্গল-বিধান করিতেছেন। এই সকল সচ্ছাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা নিবন্ধন বর্ত্তমানে বহু প্রকারের জঞ্জাল উপস্থিত হইতেছে।

ধামমাহাত্ম্য-মূলক গ্রন্থ কখনও নিন্দনীয় নহে, পরন্তু নিত্য অর্চ্চনীয়। যাহারা মৃত্যুকে ভুলিয়াছেন; পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া, সংসার বা নরক বাসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য নিয়তই প্রস্তুত, তাহারাই শ্রীধাম মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্র অপ্রমাণ বা গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন। তদ্ব্যতীত অন্য কেহ একরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে সাহসী হইতে পারেন না।

১০। ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস-মূলে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান

ধাম মাহাত্ম্য শুনিয়া অবিশ্বাস। নিজ প্রাবল্যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হওয়ায়, অনেক সময় মনে করি—'ধাম-মাহাত্ম্য-মূলক কথা-গুলি অতিরঞ্জিত কবির কল্পনা, অলৌকিক ঘটনার অবতারণা মাত্র। উহার কোনও মূল্য নাই। সমস্ত ধাম ভ্রমণ করিয়া, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিবেণী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীর কোনটির স্নান বাদ দেই নাই, তবুও যখন আমার পূর্ব্ব স্বভাব ঘুচিল না, কোনই উপকার বুঝিতেছি না, শুধু অর্থই নষ্ট করিলাম, তখন ধামের কোন মাহাত্ম্য নাই। সুতরাং ধাম-মাহাত্ম্য-গুলি বাজে কথা বা গোঁড়ামী।"

এই সকল বিপদ উপস্থিত হওয়ার মূলীভূত কারণ প্রথমোক্ত ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞাজনিত ধামাপরাধ। দ্বিতীয়তঃ ধামকে অনিত্য বোধ, তৃতীয়—ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, চতুর্থ—ধামে বসিয়া বিষয় কার্য্যে রতদিগের সঙ্গ, পঞ্চম—শ্রীধাম সেবাচ্ছলে শ্রীনামবিগ্রহের ব্যবসায়ী ও অর্থোপার্জ্জনকারীদিগের সেবা, ষষ্ঠ জড়-বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের ও অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান, সপ্তম ধামবাসচ্ছলে পাপাচারীর সঙ্গ, অষ্টম—নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, অথবা ভেদজ্ঞানকারীদিগের সঙ্গ, নবম—শ্রীধামের মাহাত্ম্য শ্রবণে অশ্রদ্ধা।

যাঁহারা ধাম-প্রদর্শক গুরুপাদপদ্মে ধাম-দর্শন ও ধাম বাস করেন ও করিবেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ ধাম অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত আছেন ও হইবেন। নতুবা অপরাধ পদে পদে, দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের চরণ-শরণ ভিন্ন কোনও শুভ বা ভাল কার্য্য নির্দ্দোষ নহে, সবই সাপরাধ। তাই এই সমস্ত অপরাধ বিচারদ্বারা শাস্ত্র বা আচার্য্যগণ আমাদিগকে ভজন-যোগ্যতা দেওয়ার জন্য সাবধান করিতেছেন। অপরাধও করিব, ভজনও করিব এরূপ কোন সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে নাই। সর্ব্বাগ্রে অপরাধ নির্ম্মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা, তৎপর ভজন-যোগ্যতা। জানি না, কত দিনে অপরাধ মুক্ত হওয়ার জন্য শ্রীগুরুচরণে শরণাগত হইতে পারিব।

মাণিক্যভাস্কর

দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি ভাস্করাখ্য আচার্য্য জন্মপরিগ্রহ করেন; তন্মধ্যে ভট্টভাস্কর, নিম্বভাস্কর এবং মাণিক্যভাস্কর বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য নামক যে গ্রন্থখানি বর্ত্তমানকালে প্রচারিত, ইহা কোন্ ভাস্করের রচিত, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে ভাস্করভাষ্যকার বৈষ্ণব বা শৈব সম্প্রদায়ের কোন পরিচয় না দিয়া বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈতপর বিচারমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্বভাস্করের বেদান্তভাষ্য 'পারিজাত' নামে প্রসিদ্ধ। তাহার টীকাকার শ্রীনিবাস পারিজাত-সৌরভ রচনা করিয়া নিম্বভাস্করাখ্য ভাষ্যকের প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাস্কর ভাষ্যের লেখনী হইতে তাঁহাকে ত্রিদণ্ডিস্বামী বলিয়া জানা যায়। ভট্টভাস্করের বেদান্ত বিচারে রামানুজ যে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা নিম্বার্কের অথবা ভাস্করভাষ্যের বিচার-দোষ নহে। সুতরাং তাঁহাকে তৃতীয় বিচারক বলা যাইতে পারে।

মাণিক্যভাস্কর শৈব সম্প্রদায়ের আচার্য্য। তাঁহার উদ্ভবকাল ডাক্তার গোপের বিচার-মতে সপ্তম বা অষ্টম খ্রীষ্টীয় শতাব্দী। আধুনিক বিচারে দশম বা একাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নিরূপিত হন। তিনি যে লিঙ্গায়ৎগণের সম্প্রদায়ভুক্ত, একথারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কথিত হয় যে তিনি পাণ্ড্যবংশের জনৈক নৃপতির প্রধান সচীব ছিলেন। তিরুবাসকম্ নামক তামিল পদ্যগ্রন্থের রচনাকারীরূপে তিনি তামিলমণ্ডলে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। শৈবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার নসংকোচ। তাঁহা হইতে ক্রমশঃ বাসব নামক কল্যাণের নরপতি বিজ্জলদেবের মন্ত্রী ছিলেন। বাসব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে শৈবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবপরাক্রমনিষ্ঠ বাকানী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং মাণিক্য ভাস্করের নিমিত্ত পত্রাবলম্বী।

মাণিক্যভাস্করের বাদ, আর একখানি গ্রন্থও তামিলভাষায় প্রতিপাদন করিয়াছে। উহা সংগ্রহ গ্রন্থ হইলেও শিববাক্যম্ 'নাম' প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যেরূপ বিষ্ণুবিচার স্থাপন-মানসে ব্রহ্মসূত্রাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে শৈবাচার্য্যগণ উপাস্যবিচারে শিবভক্তি-প্রাধান্য স্থাপনকল্পে সমধিক প্রয়াসবিশিষ্ট। শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি শৈবগণের ভাষ্যে শিবাদ্বৈতপরায়ণ একবাক্যতা স্থাপিত হইলেও শিবের নিত্যাস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। মুক্তিকালে সেব্যসেবক ভাবের সংরক্ষণ স্পষ্ট আলোচ্য বিষয় হয় নাই। বিশিষ্টাদ্বৈত শৈবদর্শনে উপাস্যের নিত্যত্ব সম্বন্ধে কোন বিচার উদ্ভাবিত হয় নাই। মাণিক্যের জীবনবৃত্ত এবং তৎসম্পর্কীয় কিম্বদন্তী সমূহে প্রকাশ এই যে, শিব তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গ সহ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া প্রভূত কৃপা করিয়াছিলেন, তদবধি তাঁহার শিবভক্তিপ্রচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাধিকার হইয়াছিল।

বৈকাণ্ডারের "শিবনামবোধম্" গ্রন্থ মাণিক্যভাস্করের পরিবর্ত্তিকালে রচিত গ্রন্থ হইলেও তাহার প্রবল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মাণিক্যভাস্করের দ্বারা সমাদৃত গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধির ব্যাঘাত হয় নাই।

"তিরুবাসকম্" গীতির ভাবসমূহ শিবভক্তিতে এরূপ আপ্লুত যে, খ্রীষ্টীয় হৃদয়ও বিগলিত হয়। শৈবাচার্য্য মাণিক্যের শিবভক্তিতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদ সমর্থিত। শৈবসম্প্রদায়ের পারম্পর্য্যক্রমে অহংগ্রহোপাসনা বল লাভ করিয়াছে। অনেক খ্রীষ্টমতাবলম্বী ব্যক্তি শিবের সৌম্য মূর্ত্তি ও ক্রিয়াকলাপের পক্ষপাতী নহেন। যদিও বিষ্ণুর অবতারাবলীর বিচারানুকরণে শিবমূর্ত্তির তাৎকালিক অবস্থান শৈবগণ স্বীকার করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যূনাধিক নির্বিশেষবাদই স্থান লাভ করে। 'তিরুবাসকম্' শব্দ তামিলভাষায় 'দেববাণী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। শৈবাসক্ত শিবভক্তগণের অন্তরস্থ ভাবের প্রকাশক।

—

শরণাগতি

ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া,
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা॥
জননী-জঠরে, ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধনপাশে
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে॥
তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি মায়া-জালে,
না হইল জ্ঞান-লব॥
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে,
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী স্নেহেতে ভুলিয়া,
সংসার লাগিল ভাল॥
ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া,
খেলিনু বালক সহ।
আর কিছুদিনে, জ্ঞান উপজিল
পাঠ পড়ি অহরহঃ॥
বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি দেশে দেশে,
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন, করি এক মনে,
ভুলিনু তোমারে হরি॥
বার্দ্ধক্যে এখন, বিনোদ-সেবক,
কাঁদিয়া কাতর অতি
না ভজিয়া তোরে, দীন বৃথা গেল,
এখন কি হবে গতি॥
বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল,
পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু,
এখন শরণ তুমি
পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল,
সে জ্ঞানে অজ্ঞান জানি॥
জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥
সেই গাধা হ'য়ে, সংসারের বোঝা,
বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন, শকতি অভাব,
কিছু নাহি লাগে ভাল॥
জীবন যাতনা, হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল॥
তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন,
সংসারে না আছে আর
বিনোদ-সেবক, জড়বিদ্যা ছাড়ি'
তুয়া পদ করে সার॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা জীবের ভক্ত্যুন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় করাইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজদ্বয় এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তিসুধাকর প্রভু কটকের অন্তর্গত ধানকানা রাজবাটী প্রভৃতি স্থানে, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা দ্বারা জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

— —

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে শ্রীধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার কথা ও জীবমাত্রের ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

———

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ হাবড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

———

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য

সম্প্রতি পর বিদ্যা ... শিক্ষণীয় বিষয়-চয়ের অধ্যাপকের সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। ... ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। ...তত্ত্বাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। ...শাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্যন্ত প্রথম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আধিকারিক

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৸০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠে সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর ... পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৴০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৴০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৸০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৶০
৮।	গৌরস্মরণমঙ্গল	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৬৸০
১২।	...	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্যাভূষণ, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মর্ম্মকথা	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা খণ্ড)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৸০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

চৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ... কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

*২০শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—১৩৩৬

"বুঝিয়াও বুঝিব না"

গত ১৬ই চৈত্র (১৩৩৫) তারিখের সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পত্রে ব্যবসায়ী কথক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের হিন্দুসভার অভিভাষণ সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া "বুঝিলাম না" বলিয়া যে একটী চা'ল চালিয়াছেন, তাহা যে কোন নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কথক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধটীর নাম "বুঝিলাম না" না দিয়া "বুঝিয়াও বুঝিলাম না" বা "বুঝিয়াও বুঝিব না" নাম প্রদান করিলে তাঁহার [illegible] আর্জ্জব বা সরলতার পরিচয় পাওয়া যাইত। কপটতা 'ক' কখনই বৈষ্ণবত্ব বা গোস্বামীত্ব নহেই, কপটতায় ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত নাই বা শূদ্র ও অন্ত্যজগণেই কপটতা-বৃত্তি দৃষ্ট হয়।

কথক গোস্বামী মহাশয় 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকার লেখককে শ্রীল জীব গোস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করায় তাঁহার 'ভ্রম' হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার লিখিত বিষয়ে ও বিচারে ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয়ের অন্যতম 'বিপ্রলিপ্সা' নামক দোষ প্রবেশ করিয়াছে, কথক মহাশয় মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের ২ শ পৃষ্ঠায় লিখিত 'জাতিমাত্রগত ব্রাহ্মণ্যবাদীর' কুমত প্রচারের পক্ষপাত-দোষদুষ্ট হইয়াছেন। শুনা যায়, গোস্বামী মহাশয় গৌর-সেবা-বিরোধী অদ্বৈত-সন্তানব্রুব স্মার্ত্তগণ সমাজের মুখপত্র-স্বরূপ গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের অপব্যাখ্যায় পরম নিপুণ। আরও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তিনি গোস্বামি ও আচার্য্যগণের সম্মানিত সাত্বত পঞ্চরাত্র মানেন না। এই গোস্বামী মহাশয়েরই গুরুদেব মঃ মঃ শ্রীকৃষ্ণভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় 'ভারতবর্ষ' নামক গ্রামাবার্ত্তাবহে (১৩৩২ ভাদ্র সংখ্যা) গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের বিচারে ভ্রম (?) দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! এইরূপ গোস্বামি-মত-বিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজের মুখপত্র এবং গোস্বামি-সিদ্ধান্তবিরোধী গুরুর শিষ্য হইয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের দুর্গমসঙ্গমনীর সিদ্ধান্ত কতটা বুঝিতে পারিবেন বা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিবেন না, তাহা নিরপেক্ষতার সহিত বিচার করিলে অনেক অমুদ্ঘাটিত রহস্যের উদ্ঘাটন হইয়া পড়িবে।

কথক শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় 'বঙ্গবাসী'র পণ্ডিত মঃ মঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের [illegible] দেবের বিরুদ্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলির কোন প্রতিবাদ করিবার সৎসাহস না দেখাইয়া মঃ মঃ তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের চাতুর্য্য ও কাপট্যপূর্ণ সমালোচনা করিতে অগ্রসরই বা হইলেন কেন? ইহাদ্বারা গোস্বামী মহাশয়ের হৃদয় যে [illegible] বিরোধে এবং কতটাই বা [illegible] স্মার্ত্ত মৎসরতায় পরিপূর্ণ, তাহা যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

কথক গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতকে যখন তাঁহার কল্প-[illegible] ব্যবসায়ের সম্বল করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই শ্রীমদ্ভাগবতের স্বাধ্যায়ের [illegible] পরিচিত আছেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি [illegible] দেখিয়াছেন, জন্ম একটী নহে, কিন্তু তিনটি। শাস্ত্রগণের প্রামাণিক পুস্তক মহাভারতেও তিনি দেখিয়া থাকিবেন, জন্ম তিনটী, দুর্গমসঙ্গমনীর মধ্যেও তিনি শৌক্র এবং সাবিত্র্যজন্মের কথার প্রমাণ [illegible] করেছেন, অথাপি তাঁহার স্বকপোল-কল্পনাবলে জন্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা কি বিপ্রলিপ্সা বা 'বুঝিয়াও বুঝিব না' নীতি নহে? নিদ্রিত মানুষকে জাগান যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি নিদ্রার ভাণ করিয়া জাগিয়া রহিয়াছে, তাহাকে আবার কিরূপে জাগান যাইবে? গোস্বামী মহাশয় যদি সত্য সত্য [illegible] ও মেধাবুদ্ধির সহিত "বুঝিলাম না" [illegible] পরিপ্রশ্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বিপ্রলিপ্সার আশ্রয়ে আমরাই যেন বলে "বুঝিয়াও বুঝিব না" বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কস্মিনকালেও সত্য কথা বুঝান যাইবে না।

গোস্বামী মহাশয় 'গোলে হরিবোল' দিবার নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক স্বামি[illegible] শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের কথিত জন্মান্তরা[illegible]পেক্ষা শব্দের অকদর্থ করিয়া যে শৌক্র জন্মান্তরাপেক্ষা বাক্য বলিয়াছেন, তাহাই যদি গোস্বামি-সম্মত ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে গোস্বামি-সম্মত ব্যাখ্যা আর কিরূপ? শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—গোস্বামিগণই ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া শৌক্র-সংস্কারের আবাহন করিয়া থাকেন। গোস্বামিগণ [illegible] যোষিৎসঙ্গ ছাড়া [illegible] কোন উন্নত বিচার স্থান পায় না। কিন্তু গোস্বামিগণ যেরূপ যোষিৎসঙ্গী বা যোষিৎসঙ্গ বিচারের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বিবিধরূপে ত্রিবিধ জন্মই স্বীকার করেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্য 'অক্রোধরক্ষক [illegible] [illegible] ভাবার্থদীপিকার [illegible] "শৌক্র, সাবিত্র, দৈক্ষ্যমিতি ত্রিবিধং জন্ম" এই বাক্যে ত্রিবিধ জন্মই স্বীকার করিয়াছেন এবং 'জাতিমাত্রগত ব্রাহ্মণ্যবাদী'গণের কুমত খণ্ডন করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও স্বয়ং তদ্ধ সংক্রান্ত টীকায় "দীক্ষাতঃ [illegible]" প্রভৃতি বাক্যে দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য জন্মের কথা স্বীকার করিয়াছেন। 'দীক্ষা' শব্দ যখন দিব্য-জ্ঞানকে বুঝায় এবং গোস্বামি-মতে আধ্যাত্মিকজন্মাত্মককে বুঝায় না, তখন পণ্ডিত রাধাবিনোদ কি প্রকারে জন্মান্তরাপেক্ষা বিচার করিতে গিয়া তাঁহার বিরোধী স্মার্ত্তদিগের ন্যায় কেবলমাত্র শৌক্রজন্মকেই লক্ষ্য করিলেন? [illegible] কি বলিতে চান, শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ন্যায় কপটতামূলে দৈক্ষ্য-জন্মের কথা জানিতেন না? গোস্বামীদের বিচারানুসারে ভগবদ্ভক্তের পুনরায় শৌক্রজন্ম ঘটিবে, এইরূপ তাৎপর্য্য কখনও গোস্বামি-সিদ্ধান্তবিদের সম্মতিপর হইতে পারে না। 'ভগবৎসেবক চণ্ডাল-কুলে আবির্ভূত হইলেও তাঁহাকে ভগবৎসেবনকালে [illegible] থাকে,—এরূপ কথায় যাহারা বিশ্বাস করেন, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি শৌক্র-জন্মের দ্বারা [illegible] হয়। 'অক্রোধ পরমানন্দ', 'সোনার পাথরবাটী', 'বুঝিয়াও বুঝিলাম না', এ জাতীয় ভাষার 'কপটতা' লোকের অনভিজ্ঞ সমাজে আদরের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু তাৎপর্য্য ভক্তের পাবনত্ব [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের "[illegible] এব ভগবান" ([illegible]) শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে। [illegible] পরিণামে [illegible], নামোচ্চারণকালে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশপূর্ব্বক শৌক্র শরীর ধারণ—তাহাদের গোস্বামি[illegible] সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হইয়াছে, [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] পান করিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] তিনি শৌক্রজন্ম [illegible] গোস্বামি-সিদ্ধান্ত বা [illegible] বুঝিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়াই "বুঝিলাম না" বলিবার [illegible] আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের 'যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ' এই শ্লোকটীর দুর্গমসঙ্গমনীর 'জন্মান্তরাপেক্ষা' শব্দটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কুপ্রথাবাদী কর্ম্মজড় [illegible] 'বিকৃত ও অপ্রাকৃত' অর্থ করিতে উদ্যত হইয়া পড়িয়াছেন, সেই [illegible] করিলে [illegible] [illegible] [illegible] হইলেও [illegible] [illegible] একবার [illegible] ভগবানের [illegible] হইয়াছে' [illegible] নাম দূরে থাকুক, নামাভাস পর্য্যন্ত [illegible] হইয়াছে, তাঁহারা '[illegible] ব্রহ্মাণ্ডজুষ্ট'—তাঁহারা পূজ্য [illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible], সর্ব্বোত্তম [illegible], সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং [illegible] পারলৌকিক ব্রাহ্মণাধিকার [illegible] [illegible] সম্মানপূর্ব্বক [illegible] [illegible] গ্রহণ করিতেছেন। এক স্থানে [illegible] [illegible] লিটের [illegible] চণ্ডালকুলে আবির্ভূত নাম [illegible] [illegible], সদাচারেও, [illegible] প্রভৃতি ব্রাহ্মণাধিকারোচিত [illegible] [illegible] শৌক্রজন্মান্তরাপেক্ষা নিবারিত হইয়াছে। নামাভাসমাত্রেই যখন মুক্তি হয়, তখন সেইরূপ মুক্তপুরুষ আবার মাতৃকুক্ষিতে শৌক্রজন্ম [illegible] সাধারণ যুক্তি ও ন্যায় পর্য্যন্ত স্বীকার করিবে না। সে সকল কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত ও [illegible] [illegible] [illegible] অর্থ [illegible] তাহারাই। চণ্ডালকুলে আবির্ভূত নামভজনকারীর আবার শুক্র-শোণিত-সম্ভবা ব্যবহারিক আত্মপ্রজা আছেন অন্য [illegible] শৌক্রজন্ম অপেক্ষা আছে বিচার [illegible]। চণ্ডালকুলে আবির্ভূত ব্যক্তির [illegible] [illegible] [illegible] উদিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার আর কর্ম্মজড়স্মার্ত্তদের মত মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না, তবে যাহারা ঐরূপ নামাপরাধী ও ভাগবত-বিদ্বেষী [illegible] [illegible] মনে করেন, শ্রীনামের [illegible] [illegible] অপরাধ বিনাশ করিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্যই [illegible] দূর করিবার [illegible] [illegible]—তাহারা '[illegible] [illegible]'—তাহাদের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না, সেই সকল কর্ম্মজড় ও [illegible] ভাগবতব্যবসায়ী অপরাধী [illegible] [illegible] উদ্ধারণের [illegible] [illegible] ব্যক্তিগণেরই অপরাধ [illegible] নানাপ্রকার যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী [illegible] টীকায় জানাইয়াছেন যে, নামভজনকারীকে কখনও মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিতে হয় না, কিন্তু কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ আপনাদিগকে [illegible] ও শাস্ত্রজ্ঞ পুণ্যময় [illegible] মনে করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিতে হয়—

"[illegible] নামাভাসবৈভবমিদং [illegible] [illegible] বৈকুণ্ঠঃ [illegible] [illegible] [illegible] আচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহবো নাম-

প্রাকৃতিপোহপ্যর্থবাদবশ্রুত্যাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্নোতু।"

সুতরাং নামাপরাধী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের পক্ষাবলম্বন করিও [illegible] ভাগবতব্যবসায়ী পণ্ডিত রাধাবিনোদ মহাশয় আপনাকে এবার স্পষ্টভাবেই 'সেই দলের [illegible]' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] এতদিন তাঁহার 'অন্তঃ[illegible] বহিঃশৈব সভামধ্যে বৈষ্ণবো মতঃ' [illegible] বিপ্রলিপ্সামূলা নীতি ধরিতে পারেন নাই, তাঁহারাও তাঁহার 'বুদ্ধিমান' প্রবন্ধে তিনি এবার যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বুঝিয়া লইবেন।

[illegible] সম্পাদক কেবলমাত্র অন্তর্ভুক্ত সমাজের জন্য উক্তি, এরূপ নহে। পরন্তু অনর্পিত সমাজের জন্যই শ্রীজীবপাদ 'ব্রহ্মসংহিতার টীকায় ও শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবত মূলের টীকায়' যে কথা লিখিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার কথা 'বুদ্ধিমান না' প্রবন্ধের লেখকের ঘটে নাই। শ্রীল সনাতনের দিগ্দর্শিনী টীকা তিনি ভুলিয়াও দেখেন নাই। অন্যথায় [illegible] লৌকিকবিচার পরায়ণ স্মার্ত্তগণেরও যে প্রামাণিক গ্রন্থ, এরূপ পণ্ডিতমহাশয়ের জানা নাই বলিয়া অন্যথায় [illegible] বিচারে 'দীক্ষিত' 'অদীক্ষিত' [illegible] কোন কথা নাই—এরূপ অনভিজ্ঞতামূলা উক্তি করিয়াছেন। 'তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্' এই সনাতন-বচন একাস্ত শ্রৌতবিবাহক সংস্কারের কথা। [illegible] আচার্য্যের নিকট উপদেশ লাভ না করায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের অধিক প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না। তাঁহার গুরুদেব [illegible] কালিভূষণ তর্কবাগীশ যদি তাঁহাকে শ্রীহরিভক্তিবিলাস অধ্যয়ন করাইতেন, [illegible] বৃত্তিগণের নিত্য-গ্রন্থ আগম-প্রামাণ্য পড়াইতেন, তাঁহা হইলে [illegible]—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"

—প্রভৃতি [illegible] শিক্ষা দিতেন, শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতকে বিকৃতভাবে [illegible] করাইতেন, তাহা হইলে [illegible] 'শ্লোক' শ্লোকটির সহিত [illegible] লাভ করিয়া ভক্তিবিদ্বেষী [illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগোপাল [illegible] শ্রীশ্রীপাদ [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্যগণের [illegible] বুঝিতে পারিতেন। দীক্ষাবিধানের [illegible] পরিচিত হইয়া কেবল মাত্র [illegible] ভক্তগণের [illegible] ভক্তগণের চরণাশ্রয় পরিত্যাগেচ্ছাই [illegible] শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়কে বিপথে চালিত করিয়াছে।

আর একটী কথা এই যে, দিবাজ্ঞানলব্ধ [illegible] পুলচন্দ্রবক্ষের বাহ্যতীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ইষ্ট জন্ম ও পর লোকক্রমে কর্মকাণ্ডের আবাহন করিবেন—[illegible] শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুগতগণ বিচার করিয়া থাকেন। তবে কেন গোস্বামী মহাশয়ের এরূপ বিপ্রলিপ্সার উদয় হইল? ভগবদ্ভক্ত কখনই চণ্ডাল নহেন, স্মার্ত্তের চর্ম্মবিচারের কারণানাব [illegible] তিনি গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় মায়াবাদ [illegible] লৌকিক ভক্তি-বিরোধী 'স্বপ্নবাদী' [illegible] আত্মনিয়োগ করিবেন। [illegible] পুত্রাদি কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ-সমাজে আদরের বস্তু! ভগবদ্ভক্ত কখনই কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা করেন না, [illegible] তাঁহাকে গোস্বামী ব্রাহ্মণ-[illegible] কল্পনা করায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের [illegible] করা নহে। অথবা কর্ম্মনিপুণ একাধারে ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যে কেহই বৈষ্ণব [illegible] পরিগণিত হইবার জন্য কোন দিন চেষ্টা প্রকাশ করেন না, পরন্তু দশটি কর্ম্মের [illegible] পবিত্র সন্মানে বিভূষিত হইবার জন্যও প্রয়াস করেন না, কিন্তু নবকোলেন্দ্রের [illegible] অন্তর্ভুক্ত হইয়া নির্ব্বিবাদে [illegible] বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ নামে নির্দিষ্ট হন। বাদরায়ণসূত্রের ব্যাখ্যাকার শ্রীবলদেব-[illegible] শ্রীব্রহ্মসূত্রের [illegible] 'ব্রহ্ম' শব্দকে আবশ্যিক কল্পনাপর নিরপেক্ষে আবদ্ধ বলেন, [illegible] 'ব্রহ্ম'-শব্দ বিষ্ণুপর্য্যায়ত্বে একমাত্র 'বিষ্ণু' শব্দেরই অভেদত্ব প্রতিপাদন করে। আমরা বলি,—পণ্ডিত-মহাশয় বিষ্ণুকান্ত গোস্বামীমহাশয় সিদ্ধান্তশাস্ত্র বৈষ্ণবদের নিকট আলোচনা করিয়া ভক্তের [illegible] প্রাণ হইতে বিরত থাকিলে [illegible] বঙ্গবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার আর কৌতূহল প্রকাশ করিবেন না।

পরবিদ্যার আলোচনা বিষয়, অপরবস্তুর [illegible] দর্শন সম্ভব নহে, [illegible] তিনি শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে [illegible] 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' শ্লোকের [illegible] লৌকিকদৃষ্টি নিরপেক্ষভাবে [illegible] শিখিবেন, তখনই [illegible] তিনি [illegible] 'পাণ্ডিত্যকুশলের' গোস্বামী হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখিতে পাইবেন না।

বোষ্টম পার্লামেণ্ট

(জনৈক [illegible])

[illegible] বর্ত্তমান বোষ্টমনামধারী সম্প্রদায়ের [illegible] প্রকৃত প্রস্তাবে [illegible] কথা [illegible] পড়িয়াছে, অতএব আমরা আউল বাউলাদি ১৩ প্রকার অপসম্প্রদায় একত্র মিলিত হইব এবং আমাদের একটী পার্লামেণ্ট গঠন করিব। আমাদিগের অন্তর্গত নানা শাখা উপশাখায় অবস্থিত বোষ্টমগণের নির্ব্বাচন প্রথায় এই পার্লামেণ্টে সকল কথা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এই পার্লামেণ্টের গঠনপ্রণালী কিরূপভাবে হইবে, তাহা আমরা একত্র মিলিত হইয়া স্থির করিব। তোটপ্রথাই সকল কার্য্য হইবে, যেহেতু ঐকথাগুলির সহিত আমরা সকলেই সহায়। শাস্ত্র-গুরুবাক্য প্রভৃতির একাধিপত্য আমরা চাই না। আমাদের মূল উদ্দেশ্য—শুদ্ধভক্তি, ঐকান্তিকতা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিশেষত্বের নষ্ট করিবার প্রচারে যাহাদের উৎকণ্ঠা আছে, তাহাদিগকেই আমরা দমন করিব। যাহাতে অধোক্ষজসেবা একেবারে উঠিয়া যায় এবং যাহাতে আমরা ভোগ করিয়া সম্ভোগবোধে করিতে পারি, সে বিষয় আমাদের উচিৎ দৃষ্টি রাখা উচিত। যাহাতে আমাদের কেশ কেহ স্পর্শ করিতে না পারে, তজ্জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ এবং যাহা যাহা করা উচিত সেই সকল ভাল করিয়া স্থাপন করিয়া ভুক্ত, পান, স্ত্রী, পুত্র, টাকা প্রভৃতি যাহাতে ৬৪ প্রকার ভজনাঙ্গ অধিকার করিতে পারে এবং ঐ ভজনাঙ্গ গুলিকে পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত করিতে পারে, সে বিষয় চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। অপাতত: ১৩ প্রকার দলের এক এক দলের সভানির্ব্বাচন হওয়া আবশ্যক এবং প্রত্যেক দল হইতে ১০০ করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আমরা শতমুখী হইয়া মার্জ্জন আরম্ভ করিলে ভক্তের ক্ষেত্রে জঞ্জালের রাশি রাশি কুসুম সংস্থাপিত হইতে পারিবে, তাহা হইলে আর ভগবানের আসিবার আবশ্যক হইবে না তিনি আমাদের হৃদয়দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইবেন। যে যে উপায় অবলম্বিত হইবে সেই সেই বিষয়ে আলোচনার জন্যই সমবেত চেষ্টাদ্বারা অচিরেই পার্থিব ভোগভূমিকা হইতে বৈকুণ্ঠ দূতগণকে অপসারিত করিবার উদ্যোগ হইবে। মাধুরীর কনক, দ্রবিণ ও অলঙ্কার, সকলই আমাদের দিকে। আমাদের নিকট চরিত্র তৃণ প্রণালী সকলেই আছেন। প্রাকৃত সাহজিকগণ যে পাণ্ডিত্যকে শুষ্ক বিজ্ঞান করেন, তাহাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, সুতরাং আমরা পরমসাধু, কনক বিশিষ্ট হইয়া রাজর্ষি জনক, জনকের জনক, প্রতিষ্ঠার জনক, কামিনী ও প্রভৃতি ভাবাক্রান্ত হ'য়পাগলা সম্প্রদায়। আমরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে অহঙ্কারে, ঐশ্বর্য্যে, অজ্ঞতায়, মর্কটতায় লাভ করিয়াছি। আসমুদ্র হিমাচল কেহই আমাদের তুল্য হইতে পারে না। আমরা সীতাহরণ প্রস্তাব সমর্থন করিব। অযোবক-পুতনা প্রভৃতি অষ্টাদশ অসুরের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগকে অবতারণ করাইব সুতরাং আমাদের একটী বোষ্টম-পার্লামেণ্ট হওয়া আবশ্যক।

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭৯ সংখ্যার পর)

৪। শ্রীধামতত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

শ্রীধামতত্ত্ব-সম্বন্ধে বৈষ্ণবস্বরূপ মহাশয় আমার সিদ্ধান্ত ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণকে কেবলমাত্র গোলোক ও বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়া বৈকুণ্ঠের কৃষ্ণকে পৃথক করত গোলোক মায়াতীত ও বৈকুণ্ঠ মায়িক এবং বিনাশশীল, এইরূপ অসারকথা বলিয়া নিজের অজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্যের গ্লানি করা ছাড়িয়া দাও।"

গ্রন্থে আমি এইরূপ কোন কথা লিখি নাই। আমার বিশ্বাস অতি উত্তেজিত অবস্থায় গ্রন্থ-পাঠকালে তিনি এই প্রমাদ করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের ৪০শ হইতে ৪৩শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন, আমি লিখিয়াছি—"যদিও বৈকুণ্ঠ গোলোকাদির সাধারণ নাম তথাপি শ্রীনারায়ণ-ধাম বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণধাম গোলোকাদির উৎকর্ষ শাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। * * * মহাবৈকুণ্ঠের বাহিরে ব্রহ্মলোক * *। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জীবের পতন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। * * কিন্তু বৈকুণ্ঠ হইতে জীবের পতন নাই।"

সর্ব্বাবস্থানে নিরস্তত্বে তথাপি পরমং মম। সুতরাং বৈকুণ্ঠ মায়াতীত। গোলোক বৈকুণ্ঠেরই একটী প্রকোষ্ঠ-বিশেষ। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বিচারে দুই প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্য প্রকাশ ও বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ। মাধুর্য্য প্রকাশে কৃষ্ণ নিত্য দ্বিভুজ ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশে কৃষ্ণ নিত্য চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজ প্রকাশে কৃষ্ণ নারায়ণ নামে অভিহিত হন। নামের বৈচিত্র্য কৃষ্ণের প্রকাশ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিত্য অন্বিত। কৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশ। তিনিই কারণসমুদ্রে কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ও ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণু। তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, শাস্ত্রে যাহা দেখিতে, পাই তাহাই আমি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তিনি পুরাণগুলিকে নাটক বা কবিতা পুস্তক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। আবার নিজের সুবিধা অনুযায়ী তাহাদের কোন কোন বাক্য প্রমাণরূপে গ্রহণও

করিতে পারেন। আমরা সুবিধাবাদীর বাদকে মতবাদ বলিয়াই উপেক্ষা করিতে থাকিব। ভারতের কোন বৈষ্ণবাচার্য্যই পুরাণের শাস্ত্রত্ব অস্বীকার করেন নাই। ভাগবত ও পুরাণের মধ্যে অন্যতম। ভাগবত ব্যাখ্যা-কালে তাঁহারা অন্যান্য পুরাণের বাক্যকে প্রমাণ রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। নিজের মতের সঙ্গে না মিলিলে পুরাণ নাটক হয় বা তার বাক্য প্রক্ষিপ্ত হয় এইরূপ বিচার, সুবিধাবাদীর অভিপ্রেত হইলেও শাস্ত্রজ্ঞের নহে। নিজের মত পোষণের জন্য শাস্ত্রে হস্তার্পণ করিলে শাস্ত্রের অবমাননা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। শাস্ত্রজ্ঞই মাত্র শাস্ত্রের মর্ম্ম জানেন।

"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, যেবা আসে
তাকে কয়,
ছেদিবারে নাপারে সংশয়।"

—আমরা এইরূপ গুরুর গুরুত্ব স্বীকার করিতে পারি না। প্রথমমুখে শাস্ত্র দ্বারাই গুরুর বিচার করিবার কথা। সেই শাস্ত্রই যদি নাটক, নভেল, কবিতাপুস্তক, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উপেক্ষিত হয় তাহা হইলে গুরুগিরি করিয়া শিষ্যবঞ্চনা কার্য্য চলিলেও শিষ্যের উদ্ধার সাধিত হইল না বলিতে হইবে।

"যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।"—সত্য। কিন্তু আমরা কাহার যুক্তিতে শাস্ত্র বিচার করিব—বৈষ্ণবের না অবৈষ্ণবের? বুদ্ধদেব যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বেদের শাস্ত্রত্ব অস্বীকার করিলেন শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন যুক্তির দ্বারা বেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। আবার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আরও অন্য প্রকার যুক্তি অবলম্বনে শঙ্করাচার্য্যের মতকে কল্পিত মত বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্থানে সবিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমরা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের যুক্তিরই পক্ষপাতী, ইঁহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যায় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ, উদার এবং সমীচীন। বেদান্তরত্ন মহাশয় কাহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন জানি না। তিনি যাহা খুসী তাহাই করুন। তবে তাঁহার নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে প্রতিপক্ষ যাহা বলিয়াছে তাহার জন্য তিনি যত হউক ভাষায় পারেন তাহাকে গালি দিন, কিন্তু সে যাহা বলে নাই তাহা উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাকে সাধারণের নিকট হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস নিশ্চয় কাপুরুষতা। গালি দেওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম তাহা আমরা জানি। এবং তাহা এতাবৎকাল আমরা উপেক্ষাই করিয়া আসিতেছি। কিন্তু মিথ্যা প্রচার দ্বারা প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার প্রয়াস নিশ্চয় তাঁহার মত লোকের অমার্জ্জনীয় দোষ।

মায়াবাদিগণের বিচারে বৈকুণ্ঠ মায়িক এবং ভগবদ্বিগ্রহও মায়িক এ কথা আমরা অবশ্য এক স্থানে বলিয়াছি। তাঁহারা বলেন—"যতক্ষণ ভ্রম, ততক্ষণ সর্প; ভ্রমের অপনোদনে উহা রজ্জু।" রজ্জু দর্শন কালে সর্পদর্শন অসম্ভব এবং সর্পদর্শন কালে রজ্জুর দর্শন অসম্ভব। যতক্ষণ কৃষ্ণ ততক্ষণ বৈকুণ্ঠও আছে, এবং আমি ভক্তও আছি কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে এই দ্বৈতভাব তিরোহিত হয় তখন নির্ব্বিশেষত্বই আমার স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন আর কৃষ্ণ নাই, বৈকুণ্ঠ নাই, আমি ভক্তও থাকি না। তখন আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব, ব্রহ্ম। আমরা বলিয়াছি, শঙ্করদেব এই যুক্তিরই পক্ষপাতী; এবং ইহা এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থে ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বাক্যের দ্বারাই সপ্রমাণিত হইতেছে।

ধর্ম্ম বহুবিধ হইল কেন?

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম্ম আদৌ দুই প্রকার হইয়াছে; ১। সোপাধিক, ২। নিরুপাধিক। জড়োপাধিপ্রাপ্ত জীবের দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে প্রকৃত-পার্থক্য-ক্রমে সোপাধিক ধর্ম্ম দেশ বিদেশে সকলের পৃথক্ হইয়া পড়ে। "উপাধিক" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—"স্বভাবম্ রূপাৎ হইতে ভিন্ন," ইহার সাক্ষত বর্ত্তমান, যাহা অর্থাৎ জীবের বিপরীত সত্ত্ব দেহ মনোধর্ম্ম তাহাই উপাধিক নামে অভিহিত। এই দেহ-মন যেরূপ কাল-ধর্ম্ম, দেশ... দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার যোগ্য, সেই প্রকার দেহ মনের স্বভাব বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন ভাবে অবস্থিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং সোপাধিক ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে দেশ দেশান্তরে বিস্তার লাভ করত নানা ধর্ম্ম নামে প্রমাণিত হয়।

জীব যতই উপাধি হইতে পরিত্রাত হন, অর্থাৎ সাধু-সঙ্গ প্রভাবে দেহ-মনের খোলসটী খসিয়া যায়, ততই তাঁহার ধর্ম্ম নিরুপাধিক হয়। এই নিরুপাধিক ধর্ম্ম কোন প্রকার দেশ কাল পাত্র ভেদে অবস্থান্তরিত হন না; কারণ তাহা নিত্য। নিত্য বস্তু অব্যয়, শাশ্বত, সনাতন নামে কথিত।

জীব যখন স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ ধর্ম্ম বিস্মৃত হন, তখনই জড়-বন্ধতা নিবন্ধন স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপে অবাস্তব রূপ আরোপ করিয়া সোপাধিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট হওয়ায় দেশ, কাল, পাত্র ভেদে প্রাকৃতিক নিয়মাধীন হইয়া পড়েন, সুতরাং বহু ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপ ধর্ম্মগুলি ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয় বটে কিন্তু সোপাধিক বলিয়া নিত্য বস্তু সনাতন বস্তু দানে সক্ষম হয় না তাই জীব বাস্তব বস্তুর সন্ধান না পাইয়া ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে থাকেন ও ধর্ম্ম বহু বিধ কল্পনা করিয়া শুধু কল্পনা রাজ্যেই বিচরণ দ্বারা পণ্ডশ্রম হইতে থাকেন। এই প্রকার বিরুদ্ধ মনোবৃত্ত হওয়ায় বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়া আরও বহু বহু কল্পিত ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি?

(ঐ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিরুপাধিক অবস্থায় সকল জীবেরই এক নিত্য ধর্ম্ম জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই ধর্ম্মের নামই "বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম।"

অর্থ, যশঃ, প্রতিপত্তি, আচার্য্যাভিমান প্রভৃতি কোন প্রকার অনর্থ মহাপ্রভুর শিক্ষায় নাই। ইহা অভিনব কাল্পনিক কোন ব্যক্তিগত মত নহে। ইহা সমগ্র জৈব জগতের জৈব ধর্ম্ম, স্বরূপে বাস্তব। ইহা জীবের সহজ ধর্ম্ম। ইহা ব্যতীত সমস্ত প্রাকৃত ধর্ম্ম। প্রকৃতি বা জড়বাদী অথবা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের প্রকৃতিসম্ভূত দেহ মনোধর্ম্ম।

প্রকৃতি বা তজ্জাত জড়বস্তু কখনও স্বয়ং বিষ্ণু বস্তু নহেন। সুতরাং প্রকৃতি বাদে কখনও বিষ্ণুকে জানা যায় না বলিয়া প্রাকৃতসহজিয়াবাদ কখনও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে।

বিষ্ণুস্মরণপ্রণালী মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক জীববৃন্দকে শিক্ষা দিয়া, জৈব জগতে পরাশান্তি ও আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন। উহা লৌকিক বিচারে অনুভূত না হইলেও কৃতবিদ্য পুরুষেরা অন্য ধর্ম্মের (অসনাতন ধর্ম্মের) প্রচারকগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবশেখর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষা

মহাপ্রভুর শিক্ষায় সমগ্র জগত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে বাস্তব সভ্যতা, ঔদার্য্য, মৈত্রী, একতা, বিশুদ্ধতা লাভে লাভবান হইয়া নিত্যানন্দধামে কোটিচন্দ্রসুশীতল ছায়া প্রাপ্ত হওয়া, পরাশান্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সংকীর্ণচেতা মহাপ্রভুবিরোধিগণের সকলের কল্পিত মতবাদ প্রচার ফলে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলের জন্য সৌভাগ্যাকাশ উন্মুক্ত নহে।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

আমাদের কর্ত্তব্য কি?

আমরা যদি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞান লাভ করিয়া স্বপ্ন-স্বপ্নের পথ পরিষ্কার রাখিবার প্রয়াসী হই, তাহা হইলে আমাদিগকে গোস্বামীদিগের সমগ্র গ্রন্থাবলীর সারাংশ সর্ব্বতত্ত্ব মীমাংসার আকর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ খানা শ্রীচৈতন্যরূপ শিক্ষাপ্রদ মহাজন শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট অধ্যয়ন করিতে হইবে।

নিত্য ভক্তগণের সঙ্গলাভে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা মুখেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

একটু বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা না করিলে এই গ্রন্থরাজ বোধগম্য হয় না। ইহা নাটক, নভেল, কাব্যালোচনার ন্যায়, কোন রূপক বা কল্পনামিশ্রিত কথা নহে। শ্রদ্ধাসহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে সাধুসঙ্গে সমালোচনা পূর্ব্বক ধীরে ধীরে পাঠ করিলে বা শুনিলেই এই সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষাই মানব জাতির সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। এই শিক্ষা দ্বারা সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। বেদ শাস্ত্র এই তত্ত্বত্রয় পুনঃ পুনঃ তারস্বরে গাহিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও তাহাই।

বেদ যাহা বলেন তাহাই সত্য। বেদশাস্ত্রের অনুগত হইয়া চলা সাধুগণের (প্রত্যেক মানব জাতির, মানুষ মাত্রের) পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষীর কর্ত্তব্য।

আমরাও যদি মানুষ হই, সাধু হইতে চাই, তাহা হইলে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মানুসন্ধান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রচার-প্রসঙ্গ

এখানে শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্যমঠের কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ ... মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার বাখরাবাদে হরিকথা প্রচার করিয়া কেদিয়াড়ীতে যাত্রা করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। একদাগেই প্লীহা লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। চার দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে না যায়, [illegible] প্রকৃত ঔষধ কি ক্রয় উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ নিয়ের [illegible] সেরে [illegible] পড়ে মরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটী জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥/০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্স্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ৩ আনি

শিশি ৮০ আনা, ডজন ৮

ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা—

[illegible] উপাদানে খাঁটী তিল তৈলে সুগন্ধি [illegible] চামেলী, হেনা, চন্দন, [illegible], বেলা প্রভৃতি মূল্যবান [illegible] সংমিশ্রণে শ্লেষ্মা, বায়ু, পিত্ত এই তিন দোষের সমভাবে [illegible] উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই [illegible] তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক [illegible] থাকে।

[illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible] ধাতুস্থ [illegible], জটিল ব্যাধি, [illegible], প্রমেহ, প্রদর, [illegible], বাধক, অগ্নিমান্দ্য, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৬

প্রাচীন নবদ্বীপ

আধুনিক সহর নবদ্বীপ যে স্থান প্রদর্শিত হইতেছে, উহা সর্ব্ববাদি-সম্মত প্রাচীন নবদ্বীপ নহে। নবদ্বীপ চলিত ভাষায় 'নদীয়া' শব্দে অভিহিত হয়। নদীয়া গঙ্গার পূর্ব্বতটে অবস্থিত। এজন্য গঙ্গার পূর্ব্বতটস্থানসমূহই নদীয়াজেলার অন্তর্গত হইয়াছে। যে প্রধান নগরের নাম হইতে বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিচিত হয়, সেই নগরটি নদীর যে পারে থাকে, সেই পারেই জিলার নাম হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ ও নির্গত আসাম প্রদেশ হইতে বহু ব্যক্তি গঙ্গাস্নানের উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী নবদ্বীপ নগরে আসিয়া গঙ্গাবাস ও গঙ্গাতীরেই উপনিবেশ স্থাপন করেন।

বর্ত্তমান গৌড়দেশের মধ্যে বিদ্যাদান কেন্দ্র বলিতে মালদহকে বুঝায় না। মালদহে সহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাসের কথা উল্লিখিত হয় না। ইদানীন্তন কয়েক শতাব্দী হইতে ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কিছু কিছু শাস্ত্রচর্চ্চা লক্ষিত হয়। মূলাজোড়, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রীয়গ্রন্থের আলোচনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন নবদ্বীপকে পূর্ব্বগৌড়দেশের সারস্বতপীঠ বলিয়া কয়েক শতাব্দী হইতেই পরিগণনা হইতেছে। নবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসসমূহ মধ্যযুগে সারস্বতসেবার যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার ক্ষীণরশ্মি এখনও বঙ্গের সুদূর প্রান্তের অধিবাসিগণের দ্বারা গীত হয়। ভগদত্তের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এবং তদঞ্চল শ্রীহট্টাদি প্রদেশ হইতে প্রাচীন নবদ্বীপে বহু পরিবার এবং বহু পণ্ডিত সমাগত হইতেন। চট্টগ্রাম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নগর গ্রামাদি হইতেও শ্রীনবদ্বীপে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে প্রাচীন নবদ্বীপ নগরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিবার জন্য বহু বহু পণ্ডিত আসিতেন। গঙ্গার তটে নবদ্বীপ হইতে কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে শান্তিপুর নামক একটি নগরের উল্লেখ মধ্যযুগীয় ইতিহাসে অপ্রতুল নহে। সেখানেও সভ্যসমাজ ক্ষৌলিক-কুলের শিল্পবিস্তারের শোভায় সুশোভিত ছিলেন। আসাম, চট্টগ্রাম, পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্নস্থান হইতে পশ্চিম বঙ্গে গঙ্গাতীরে বাসোপলক্ষে অনেকেই আসিয়া গঙ্গার পূর্ব্বকূলে বাস্তব্য স্থাপন করেন। গঙ্গার পশ্চিম প্রদেশ বঙ্গের রাঢ়প্রদেশ বলিয়া খ্যাত। অর্থাৎ বঙ্গ (নিজ) ভূমি গঙ্গার পূর্ব্বতটে, গঙ্গার পশ্চিম উপকূল সুহ্মদেশ, বনবিষ্ণুপুর, ঝারিখণ্ড প্রভৃতি প্রদেশের সর্ব্বপ্রাণ জনগণ গঙ্গার পশ্চিমেও বাস্তব্য স্থাপন করিয়াছেন। কাটোয়া, যাজিগ্রাম, উদ্ধারণপুর, পূর্ব্বস্থলী, মামগাছি সমুদ্রগড়, কুলিয়া, ত্রিবেণী প্রভৃতি নগর গ্রামসমূহ রাঢ়প্রদেশের অধিবাসিগণ গঙ্গাতটে বাসোপলক্ষে সম্বর্দ্ধন করেন।

প্রাচীন নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানগুলি গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত থাকায় গঙ্গা পার হইয়া কাহাকেও নবদ্বীপে যাইতে শুনা যায় নাই। পরন্তু নবদ্বীপের অধিবাসিগণ কাটোয়া যাইতে হইলে নিদয়া গ্রাম পার হইয়া পারুলিয়া, মামগাছি, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি গণ্ডগ্রামের ভিতর দিয়া বর্দ্ধমান প্রান্তে নবীননগর সমূহে যাতায়াত করিতেন। রাজা মাধা পশ্চিম দেশ হইতে বর্দ্ধমানে আগত হইয়া পূর্ব্বস্থলীতে গঙ্গা পার হইয়াই বাগোয়ান পরগণার নবদ্বীপ নগরে প্রবিষ্ট হন। উখ্‌ড়া পরগণার কুলিয়া সেই কালে নবদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ ছিল না। গোড়াদহ নামক গঙ্গার প্রাচীন খাত, অলকানন্দা নাম্নী নদীর খাত, চামটার বিল হইয়া যে কালে জলঙ্গী, গঙ্গাবাস প্রভৃতি স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত, সেইকালে কতকটা অংশ বর্দ্ধমান উখ্‌ড়া এলাকায় অবস্থিত ছিল। গাদিগাছা গ্রামের কিয়দংশ এখন উখ্‌ড়া পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ইসলামপুর পরগণা ও উখ্‌ড়া পরগণার খণ্ড খণ্ড ভূমি, বাগোয়ানের সংলগ্ন থাকায় ঐগুলি বাগোয়ান পরগণা হইতে বা নদীয়া পরগণা হইতে তাৎকালিক মালিকগণের বৃহৎসম্পত্তির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। গোপালগ্রাম কুলিয়ার সহিত একত্র সংশ্লিষ্ট থাকায় সত্বাধিকারীর সম্পত্তির অন্তর্গত বলিয়া উহার নাম সাতকুলিয়া হইয়াছে অর্থাৎ উহা প্রাচীন নবদ্বীপের সংশ্লিষ্ট ভূমি হইলেও কুলিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পরগণা নদীয়ার অন্তর্গত বাগোয়ান নামে কিছু দিন ভূম্যধিকারিগণের বাসস্থান থাকায় নবাবী আমলের থাকায় নদীয়া হইতে বাগোয়ানকে স্বতন্ত্র পরগণায় গণিত হইয়াছে।

প্রাচীন নবদ্বীপের উল্লেখ মুখে আমরা দেখিতে পাই যে, গঙ্গানগর শ্রীধাম মায়াপুর (যেখানে বর্ত্তমান কালে বল্লাল সেনের ভগ্নপ্রাসাদস্তূপ বর্ত্তমান কবিরাজ পল্লী, যে স্থানে বর্ত্তমান যোগপীঠের শ্রীমন্দির) শ্রীবাসঅঙ্গন প্রভৃতি স্থান অবস্থিত। অধুনা যে স্থান খালসেপাড়া বা খাদীসী পাড়া বলিয়া কতিপয় মুসলমানের বাস হইয়াছে, কাজীপাড়া বলিয়া যে স্থান একণে বর্ত্তমান বল্লালদীঘির পাড়, যে স্থান মুসলমান জমিদারগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্ত্তমানে মোল্লাপাড়া নামে খ্যাত ঐগুলি সকলই প্রাচীন নবদ্বীপের স্থান। গঙ্গাধারার বিপর্য্যয়ে রামজীবনপুর কারবাটি তারণবাস, মেধারচর কৃষ্ণনগর, চরকাষ্ঠশালী প্রভৃতি স্থানগুলি প্রাচীন নবদ্বীপের স্থান হইতে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। নদীমাতৃক দেশের গ্রাম, পল্লী, নগরাদি কালে কালে জঙ্গমতা লাভ করে। অধিবাসিগণের বাসযোগ্যতার্থে গ্রাম নগরাদি, সুতরাং তাহাদের স্থাবরত্ব, জঙ্গম বিবিক্তেই প্রতিষ্ঠিত। পুরাতন মালদহ হইতে নবীন মালদহ বিক্ষিপ্ত। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ বিক্ষিপ্ত। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে নিদয়া গ্রাম বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার প্রাচীন নবদ্বীপের স্মৃতি লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান কুলিয়া সহর নবদ্বীপ যাহা আমাদ কোল, গদখালির কোল, কোলের গঞ্জ, তেখরেপাড়া, ছিনাডাঙ্গা, ব্যাধরাপাড়া প্রভৃতি স্থানে বসিয়াছে। সেই স্থানের বর্ত্তমান অধিবাসিগণের প্রপিতামহের স্থান নিরূপণ করিতে গিয়া তাহারা নূতন চড়া, দেওয়ানগঞ্জ, ক্যাকড়ার মাঠ, শ্রীরামপুর বাবলারি, প্রাচীন মাদ্রাসা, রাধিকুলীর ঢিপি প্রভৃতিকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া থাকে, কিন্তু ঐগুলির প্রাচীনতা অতিশয়োক্তি অলঙ্কার অবলম্বন করিলেও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাগ্‌ভাগ আক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

আজ যদি কুলিয়ার বর্ত্তমান অধিবাসিগণের প্রপিতামহগণ, যে স্থলে নবদ্বীপে বাস করিয়াছেন, সে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া শপথপূর্ব্বক বলিতেন যে, ক্যাকড়ার মাঠ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কথিত প্রাচীন নবদ্বীপ নহে, তাহা হইলে আধুনিক চলতকর্ম্মপ্রিয়, সত্যনির্ণয়কারী আগন্তুক জনৈক সারুটিয়াবাসীর প্ররোচনায় প্রাচীন নবদ্বীপের স্থান বিষয়ে জন সাধারণ ভ্রান্ত হইতেন না। বর্ত্তমান শঙ্করপুর, যে স্থলে নদীয়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ শঙ্কর স্থাপন করিয়া রুদ্রপাড়ার পত্তন করিয়াছিলেন সেই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাচীন নবদ্বীপের স্মৃতিগৌরব নষ্ট করিয়া এই সারুটিয়াবাসী আধুনিক কুলিয়ার চড়ায় বা ক্যাকড়ার মাঠের চড়ায় প্রাচীন নবদ্বীপত্ব স্থাপন করিতেন না। তাহাদের কালগত ধারণায় বিপ্রলিপ্সা প্রবেশ করায় গোলে হরিবোল দেওয়া বুদ্ধিতে সারুটিয়ার দেশদ্রোহীর পশ্চাদ্ধাবন কোনও বুদ্ধিমানের অনুমোদিত নহে।

মহামারী প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি নগরের বহু অধিবাসীকে আক্রমণ করিলে তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় প্রাচীন ও নবীন মায়াপুরে ব্যবধানগত ভূমিসমূহ আসিয়া পড়িয়াছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অধিবাসী অষ্টাদশ শতাব্দীর নূতন চড়া ক্যাকড়ার মাঠকে তারতম্য-বিচারে প্রাচীন বলিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের পিতামহ, প্রপিতামহগণ যে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর অধ্যায়ের ক্ষেত্রকে প্রাচীন বলেন—উহা ইদ্রাকপুর, গজের ডাঙ্গা, নিদয়া প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বা প্রপিতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহগণ যে সময় প্রথমে প্রকটিত ছিলেন, তাহারা যে প্রাচীন নবদ্বীপের কথা বলেন, সেই শ্রীধাম মায়াপুর, গঙ্গানগর, শ্রীনাথপুর, বল্লালদীঘী, বামনপুকুর, তারণবাস প্রভৃতি স্থান।

রঘু রায়, রুদ্র রায় প্রভৃতি কৃষ্ণচন্দ্র-নরপতির পূর্ব্বপুরুষগণ যে স্থানে প্রাচীন নবদ্বীপ দেখিয়াছেন, উহাই বর্ত্তমানকালের প্রাচীন শ্রীমায়াপুর বা বামনপুকুর। এখন বামনপুকুরের নাম আর শ্রীধাম মায়াপুর নাই। কাজীপাড়ার নাম আর শ্রীধাম মায়াপুর নাই, বল্লালদীঘী, হাতিকাটা পল্লী, কবিরাজ পল্লী, বেরাগীডাঙ্গা প্রভৃতির শ্রীধাম মায়াপুর নাম বিলুপ্ত হইয়াছে আজ ১৫০ বৎসর। ভগবৎকৃপায়, শুদ্ধ ভাগবতগণের কৃপায়, ঐকান্তিকগণের কৃপায় ব্যভিচারগত দুঃসঙ্গপরিত্যাগকারী মহাভাগ্যবান জনগণের কৃপায় শ্রীধাম মায়াপুর পুনঃ প্রকটিত হইয়াছেন আজ ৪২ বৎসর যাবত শ্রীধাম মায়াপুরের স্থান লোকসমাজে প্রভূতভাবে আলোচিত হইতেছে। তাহারও ৪০ বৎসর পূর্ব্বে স্মার্ত্ত অধ্যাপকচয় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়, সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস-প্রমুখ সাধুগণের দ্বারা পূজিত ভূমি শ্রীধাম মায়াপুর বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তাহার কারণ এই যে তথাকার অধিবাসী মুসলমানগণ শালিগ্রাম হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে হাতীকাটা পল্লী, বৈরাগী ডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বাস্তব্য-স্থাপন করিতে গিয়া মায়া শব্দ উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া শ্রীমায়াপুরকে মিয়াপুর শব্দে আহ্বান করিত।

শালিগ্রামের জমিদার বর্ত্তমান ব্রাহ্মণপুষ্করিণী বা কাজীপাড়ায় বাস্তব্য স্থাপন করায় সেই প্রজারায়তসূত্রে রমজান মণ্ডল বৈরাগীডাঙ্গা, হাতীকাটা, কবিরাজ পল্লীর প্রান্তভাগে বাস্তব্য স্থাপন করেন। বাকের বিশ্বাস প্রভৃতি কৃষিজীবী মণ্ডলগণ সেই স্থানে বাস্তব্য স্থাপন করায় তাহাদেরই বংশ এবং কুটুম্বগণের দ্বারা একাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন নবদ্বীপ এখানেই অবস্থিত ছিল।

ইলিসমেশ প্রভৃতি কল্পিত নামের প্রতি কেহই কোন প্রকার আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। উহা কাহার কল্পিত এবং কি ভাবে কল্পিত প্রবন্ধান্তরে সেবিষয় আলোচিত হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুরের প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে যে সকল সন্দেহমূলক কাল্পনিক বিচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কোন আধ্যাত্মিক সত্যও নাই। ইহা বিদ্বেষমূলে উত্থিত হইয়াছে। প্রবন্ধান্তরে সেই সকল স্তরভাবে ধারাবাহিক আলোচিত হইবে। যাহারা লোকচক্ষুকে আবরণ করিবার মানসে সস্তা জয় করিবার জন্য নানা কাগজ-পত্র এবং মিথ্যা কল্পনা করিতে গিয়া নিজ কপটতা আবরণ করে, ঐ সকল কথা প্রকাশিত হইলে তাহাদেরও পলাইবার পথ থাকিবে না। *Bealgioub Ebiis* প্রভৃতি ঈশ্বরবিদ্বেষী নাস্তিক সম্প্রদায়ের উদ্যমে লোক-প্রতারণাকল্পে যে সকল কামক্রোধাদি সংসার সম্বর্দ্ধন করিবার প্রয়াস করে অধোক্ষজ-পূজা নাশ করে অহমাদ্য দম্ভকোদি ... কল্পে যে সকল চেষ্টা করে, কার্য্য সাধনের বিরুদ্ধে মহাভাগবত গুরু ... সেইরূপ মিথ্যাকল্পনাকারিগণের কপটতামূলে দুর্ভিসন্ধি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগের ময়ূর-পুচ্ছ-ভূষিত কাকস্বরূপ সত্যানুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিপথে পতিত হইবে না। প্রাচীন নবদ্বীপের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত কল্পনাপ্রিয় চক্রান্তকারিগণের দুর্নিবার্য্য দুরাত্মা আলোকিত হইবে না। আমরা প্রবন্ধান্তরে ঐতিহ্যমূলে প্রাচীন নবদ্বীপের কথা আলোচনা করিব কিন্তু তদ্দ্বারা প্রচ্ছন্ন-শাক্ত বৈষ্ণববিদ্বেষী দুর্নামাক্ত ও যণ্ড-মর্কটী-সম্প্রদায়ের অযথার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ইহাই পরিতাপের বিষয়।

অনুচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যার পর)

৫। রস-তত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এসি, বি, টি,)

বেদান্তবিদ্ মহাশয় প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার প্রসঙ্গে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন দেখা যায়। তিনি শঙ্করদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত তুলনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—"চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তি-ভাব গোপীর প্রেমভক্তি ভাব, বিশেষভাবে রাধিকার প্রেমভক্তি ভাব। আর শঙ্করদেবের প্রেমভক্তি ভাব কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম-ভক্তিভাব। উদ্ধবের ভক্তিই শঙ্করদেবের ভক্তি। দাস্য ভাবই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইমাত্র শঙ্করদেব চৈতন্যদেব হইতেও বড় বৈষ্ণব। চৈতন্যদেব কৃষ্ণদাসের প্রতি একটা *lipdip lovaity* বা মৌখিক শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকিলেও তিনি শৃঙ্গার রসেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

শৃঙ্গার রসের অপকর্ষ তিনি নানা উক্তর ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরপুরীই প্রথম শৃঙ্গার রসের প্রবর্ত্তক। তাঁহার নিকট হইতে চৈতন্য ইহা গ্রহণ করেন। ভাবপ্রবণ চৈতন্যে সেই বীজ পতিত হইয়া একটা বৃহৎবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

রস পঞ্চপ্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর রসের অপর নাম শৃঙ্গার রস। শ্রীভগবান রসময়। তিনি ভক্ত কর্ত্তৃক উপরিউক্ত যে কোনটীর রসের দ্বারা সেবিত হইয়া থাকেন। এই সেবা রসময়ী ভক্তি আখ্যা লাভ করিয়া থাকে। দাস্যাদি চারি ভক্তি ভাবভক্তি বা প্রেমভক্তি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই ভক্তি চতুষ্টয়ের আশ্রয় জীবের স্বরূপ এবং বিষয় শ্রীনন্দনন্দন। জীবের সিদ্ধস্বরূপে এই ভাবভক্তির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার আর এক নাম কৃষ্ণ-প্রেম।

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

চৈ: চ:

—কৃষ্ণপ্রেম স্বপ্রকাশ বস্তু, সাধনের ইতরের নহে। দেহে আত্মাভিমানমূলে যে সমস্ত অনর্থ বদ্ধজীবের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃতি না হইলে এই প্রেমা উদিত হন না। শ্রবণাদি ভক্তির যাজনফলে সিদ্ধস্বরূপে এই প্রেমা প্রকাশিত হয়।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-
ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ
ক্রমঃ॥"

—সাধু ও শাস্ত্র উপরিউক্ত বাক্যে এই প্রেম প্রকাশের ক্রমপন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ক্রমের ব্যতিক্রম সাধককে প্রাকৃত-সহজিয়ার ভূমিকায় অবস্থান করাইবে। রাগানুগা ও বৈধী ভেদে ভক্তি আবার দুই প্রকার। দাস্যাদি চারি-ভাবভক্তি রাগানুগা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। অসিদ্ধাবস্থায় শ্রবণাদি বৈধী ভক্তির যাজন প্রশস্ত। অনর্থাবস্থায় রাগাত্মিকা-ভক্তির যাজনে জীবের অনর্থ নিবৃত্তির আশা একবারে তিরোহিত হয়। কারণ সিদ্ধ-স্বরূপে বিরাজমানে ভক্তি-বিকশিত হইবে তাহা অসিদ্ধাবস্থায় নির্ণয় করা চলে না। আমরা পঞ্চরসের একটার যাজন করিব এরূপ কথা বলা যায় না। যাহার স্বরূপে যে ভাবের উদয় হবে তাঁহার পক্ষে সেই ভাবই শ্রেষ্ঠ। তিনি অপর কোন ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন না। অবশ্য তটস্থ হইয়া বিচার করিলে রসগুলির মধ্যে তারতম্য-নির্ণয় আছে দেখা যায়। শান্তের মমতারাহিত্য ভাব দাস্যে মমতাধিক্যে পরিপুষ্ট হয়। উক্ত সখ্যাদি রসের ভিতর দিয়া মমতার উৎকর্ষের সহিত প্রকাশিত হইয়া মধুরেতে পূর্ণ মমতায় পরিপুষ্ট হয়। সেব্যের উপর মমতাধিক্যে মধুর রস অন্যান্য রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার একটি রসের গুণ পর পর রসে অন্তর্নিহিত থাকে। দাস্যের বৈশিষ্ট্য সখ্যরসের বৈশিষ্ট্যের সহিত সখ্যরসে বর্তমান আছে; এবং এই প্রকারে বাৎসল্যে দাস্য ও সখ্যরসের বৈশিষ্ট্যের সহিত বাৎসল্য রসের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রহিয়াছে। মধুরেতে নিজ বৈশিষ্ট্যের সহিত আর তিনটি রসের বৈশিষ্ট্যেরই বিদ্যমানতা আছে। দাস দাসের কার্য্য করেন; সখা দাস ও সখার কার্য্য করেন; পিতা দাস, সখা ও পিতার কার্য্য করেন; কান্তা দাস, সখা, পিতা ও কান্তার কার্য্য করেন। এই হিসাবেই মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কৃষ্ণৈকসেব্যত্ব সমস্ত রসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সকল রসেই কৃষ্ণ সেবিত হন। কোন রসেই সেবার বিরুদ্ধতা নাই। মধুর রসেই কৃষ্ণ সেবা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য রসে প্রকাশিত দাস্যের অপূর্ণতা মধুর রসে নাই।

শান্তরসে বৈকুণ্ঠের মহা ঐশ্বর্য্যশালী বিগ্রহ শ্রীনারায়ণই উপাসিত হন; কিন্তু অন্যান্য চারিটীরসে ব্রজের মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ উপাসিত হন। বদ্ধাবস্থায় যে বৈধভজন প্রণালী চলিতে থাকে তাহা শ্রীনারায়ণেরই ভজন, শ্রীকৃষ্ণের নহে। সাধক এইরূপ অবস্থায় শান্তরসের রসিক ভক্ত থাকিয়া যান। যুগলসেবোপাসককেও অসিদ্ধাবস্থায় এই পর্য্যায়েই গণ্য করিতে হইবে।

জীব তিন প্রকার—মুক্ত, নিত্য-মুক্ত ও বদ্ধ। বদ্ধের কৃষ্ণপ্রেমের যাজন একটা অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নহে। গোলোকাগত মুক্তগণ ও সাধনসিদ্ধগণ এই প্রেমের যাজন জগতে প্রকটিত করিয়া ভগবদ্ভজনের সম্পূর্ণতা বিধান করেন এবং বদ্ধ জীবের হৃদয়ে ঐরূপ ভজন প্রণালী লাভের জন্য একটা লুব্ধতা সৃষ্টি করেন। শ্রদ্ধাবান জনগণের নির্মল হৃদয়ে তাঁহারা এই প্রেমার উদ্বোধনও করিতে পারেন। সিদ্ধগণের প্রেমদানের ক্ষমতা আছে। এই প্রেম প্রকাশ ও দানের কার্য্য অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট ঐতিহাসিক যুগে—মহাপ্রভুর পূর্বে এই প্রেম প্রকাশ ও দানের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছু পূর্বে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি জয়দেব, মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি কতিপয় মহাভাগবতগণের ভিতরে এই প্রেম প্রকাশের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা ইহার সন্ধান জীবে প্রচার করেন নাই। মহাপ্রভু এই প্রেমদান কার্য্য অতি অদ্ভুতভাবে সম্পাদন করেন। তিনি অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্যবলে এই ভক্তির সন্ধান আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

"নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান, বৃথা তার সে ছাড় জীবনে।"

—ঠাকুর নরোত্তম

—তাঁহারই শিক্ষা প্রভাবে আজ মহাজনের উপরিউক্ত শ্লেষ-ব্যাক্যের তাৎপর্য্য লোকে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত জগতে যত লোক ভক্তির যাজন করেন বলিয়া অভিমান করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই এই প্রেমার প্রাপ্তি অন্যই হইতে হইয়াছে। উপযুক্ত বক্তা এবং শ্রোতার অভাবে চৈতন্যের এই দানকে শ্রেষ্ঠ দানরূপে সমস্ত জগতে প্রচারিত করিতে না পারা গেলেও উদার পক্ষপাতশূন্য শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিদ ব্যক্তিমাত্রকেই চৈতন্যের ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচারের অপূর্ব্বতা একবাক্যে স্বীকার করিতে হইতেছে। বর্তমানে আমাদের বহু গৌড়ীয়গণের বক্তার অভাব এক প্রকার বিদূরিত হইলেও শ্রোতার অভাব বশতঃ ইহার প্রচার যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপ হইতেছে না। গৌড়ীয় অন্তরে প্রেমক আমাদের অজ্ঞাতসারেও এতদূর প্রবল যে আমরা কেহ আজ ভক্তিসিদ্ধান্তের বাণী শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছি না। হরিভজন কিছু সকলে করিবে না। জীবের নিত্যাভিলাষ কৃষ্ণভক্তগণের এই ভোগ অনিবার্য্য। অতএব এক প্রকার নিত্য উপাসকগণের মধ্যে যেরূপ অপসিদ্ধান্ত প্রবেশ করিতেছে তাহাতে মনে হইতেছে, ইহা অচিরকাল-মধ্যে সমস্ত গৌড়ীয়ত্ব ছাড়াইয়া পড়িবে।

শান্তরসের রসিক ভক্ত সনক, সনন্দ প্রভৃতি মুনিগণ, দাস্যরসের রসিক ভক্ত চিত্রক, পত্রক, রক্তক, প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ সখ্যরসের রসিক ভক্ত শ্রীদাম, সুদাম, প্রভৃতি ব্রজ রাখালগণ, বাৎসল্য রসের রসিক ভক্ত নন্দ, যশোদা প্রভৃতি কৃষ্ণ-পিতৃ-মাতৃগণ ও মধুর রসের রসিক ভক্ত শ্রীরাধাপ্রমুখ গোপীগণ। কৃষ্ণদাসগণের প্রেম সেবা, রাখাল বালকগণের উচ্ছিষ্ট ফল প্রদান, নন্দ-যশোদার তাড়ন ভর্ৎসন ও গোপীগণের প্রেমালিঙ্গন বিধি নিষেধের অতীত। বদ্ধজীবের ঐরূপ আচরণে দোষ অনিবার্য্য। প্রাকৃত সহজিয়াগণ অনর্থাবস্থায় অনুকরণে এই সকল ভক্তির আরোপ করিতে গিয়া চৈতন্য-প্রচারিত ধর্মে গ্লানি আনয়ন করিলে তাহাতে আর বিচিত্র কি? আর শাস্ত্র তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদি ইহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া মহাপ্রভুর মতে দোষারোপ করেন, তাহাকে

তাঁহার পাণ্ডিত্যেরই বা বাহাদুরী কি? পাণ্ডিত্য কখনও পরমুখে ঝাল খাইতে যান না। আবার যাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার প্রণালীকে ভক্তির বিচার বলিয়া ভ্রম করেন, তাঁহারাও তৎশ্রেণীভুক্ত বলিতে হয়।

শুদ্ধানুগত্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। যে সমস্ত মহাভাগ সিদ্ধভজন প্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ রসোপযোগী এই সমস্ত ব্রজজনের আনুগত্যে সেই সেই রসে কৃষ্ণভজন করেন। আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণ ভজন মনোধর্ম্মী বা প্রাকৃত সহজিয়ার অভিপ্রেত হইলেও বৈষ্ণবের নহে।

শঙ্করদেব উদ্ধব প্রভৃতি কৃষ্ণ-সখার আনুগত্যে সখ্যরসের দ্বারা কৃষ্ণ ভজন করিয়াছিলেন এইরূপ কোন প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

"শ্রীরূপমঞ্জরী পদ, মোর ধন সম্পদ" বলিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাভাগবতগণ নিজ নিজ সিদ্ধ ভজন প্রণালীর গুরু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বরচিত গ্রন্থে শুদ্ধানুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্করদেবের কোন গ্রন্থে এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার প্রণালী অবলম্বনে তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধবের নাম দেখিয়াই তাঁহার ভজন প্রণালীকে উদ্ধবের ভজন প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় তাহা হইলে তাঁহাকে শৃঙ্গার রসের সাধকও বলা যাইতে পারে, কেননা বেজবরুয়া মহাশয় কর্ত্তৃক ধৃত কীর্ত্তন ঘোষার বাক্যে প্রমাণিত হয় যে শঙ্করদেব উদ্ধবদ্বারা গোপীগণের পদধূলি গ্রহণ করাইয়াছেন। যথা—

"উদ্ধবে গোপীর দেখিয়া জ্ঞান।
বিস্ময় হয়া শিহরাইলা গাও॥
নন্দর ব্রজে যত গোপীঝাক।
শিরে বন্দো তান পদধূলাক॥" কীর্ত্তন ঘোষা।

অন্যত্র শঙ্করদেব বলিতেছেন—

"ধরিছা লীলাতনু কেন হরি।
শুনা কথা তাক সংশয় এরি॥
জগৎ অন্তর্যামী নারায়ণ।
তান কোন পরদারা গমন॥
শৃঙ্গার রসে যার আছে রতি।
আক শুনি হৌক নিষ্কল মতি॥"

ইহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হইতেছে যে শৃঙ্গার রসের উপর শঙ্করদেবের কোন বিদ্বেষ নাই। উপরি উক্ত বাক্যদ্বয়ে তিনি ইহার পরভক্তাই স্বীকার করিয়াছেন। বেজবরুয়া মহাশয়—শৃঙ্গার রসের প্রতি বহু বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিজ গুরুর প্রতি অবজ্ঞাই প্রদর্শন করিতেছেন দেখা যাইতেছে।

রসের অহৃদয়ে রসের কথা কীর্ত্তন বা শ্রবণ মহাপ্রভু নিষেধ করিয়াছেন। রসিক ভক্তগণকে তিনি অন্তরঙ্গ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। "অন্তরঙ্গের সঙ্গে কর রস আস্বাদন, বহিরঙ্গের সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন॥"—এই উপদেশ করিয়া তিনি রসভজনের অপ্রাকৃতত্ব জগতে ঘোষণা করিয়াছেন।

নিজেও পণ্ডিত নহি এবং মহতের নিকটও শ্রবণ করিব না, এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া ধর্ম্মবক্তা সাজিলে এইরূপ প্রমাদ আমাদের অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। বেজবরুয়া মহাশয়কে মাধবদেবের, নিম্নোদ্ধৃত উপদেশ বাক্যটি আমরা অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে বলি।

"আপন পণ্ডিত, ত্যজি মহন্তক
সোপাসনে কদাচিত।
তথাপিতো গুরু, বোলাওয়ে কৃষ্ণর
মায়াত্রে হয়া মোহিত॥"

বোষ্টম্ পার্লামেন্টের

সদস্য নির্ব্বাচনে

আবেদন পত্র

সম্পাদক মহাশয়,

সম্প্রতি আপনার প্রকাশিত 'বোষ্টম পার্লামেন্ট' সংগঠনের সংবাদে আমরা যে কি প্রকার আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি তাহা সামান্য লেখনী মুখে প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। শুদ্ধভক্তগণ অতর্কিতভাবে বৈকুণ্ঠ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া আজ বিরাট বিদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের প্রাকৃত বর্ম্মাবৃত হৃদয়ে যে অপ্রাকৃত শেল বিদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন তাহা কখন সফল হইতে পারে না। অবশ্য তাঁহাদের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বর্ত্তমানে আমরা কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি মাত্র। কোন কোন স্থলে হয়ত আমাদের স্বার্থহানির লক্ষণও দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ হয়ত কিছু নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আজ আপনার বোষ্টম পার্লামেন্ট সংগঠনের প্রচেষ্টারূপ সমবেত-শক্তি-সাহায্যে আশঙ্কার সমস্ত কারণ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

শুদ্ধভক্তগণ অপ্রাকৃত জগতে অবস্থান করেন। তাঁহাদের নিকট শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু। কাজেই তাঁহারা প্রাকৃত জগতের মর্ম্ম কিরূপে বুঝিবেন? আমাদের দয়াল ঠাকুর নরলোকের দুঃখে কাতর হইয়া নররূপে নরবেশে নরভাবে যে নরলীলা প্রকট করিয়া প্রেমের জলন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহা যে কেবল প্রেমপিপাসার্ত্ত নরনারীর ভোগতৃপ্তির জন্য সে কথা শুদ্ধভক্তগণ কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না—আর বুঝিতে না পারিয়া অনর্থক ভোগজগৎকে বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন।

আমাদের দয়াল ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহার বড় আদরের নরনারী কঠিন বিধি বিধানের আতঙ্কে প্রেমরসাভাবে একেবারে শুখাইয়া যাইতেছে। তাই তিনি নাগর-কান্ত রূপে জগতে প্রেমলীলার ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। তটিনী যেমন উন্মত্ত হইয়া সাগর পানে ছুটিতেছে, নরনারি, তোমরাও তেমনই ভাবে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়। এখানে বিধি নাই—নিষেধ নাই—শাস্ত্র নাই—বিচার নাই—এযে প্রেমের জগৎ।

শুদ্ধ ভক্তগণের দুরাকাঙ্ক্ষার কথা তিনি খুবই জানিতেন, তাই তিনি এই প্রেমের স্বরূপ সরল সহজ ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"যুবতী মানুষের কোল,
মাগুর মাছের ঝোল,
আর হরি হরি বোল॥"

এখানে ভাষ্য অনুভাষ্যের বালাই নাই, টীকা টিপ্পনীর বিড়ম্বনা নাই. হে জীব তুমি ভোগের রাজত্বে আকণ্ঠ-ভোগ করিয়া যাও—ভোগের খেলায় মাতিয়া থাক; একমাত্র হরি-নামোচ্চারণে তুমি সকল দায়ে খালাস। তোমার সঙ্গ দোষ নাই, তোমার নামাপরাধ নাই।

তাই আমাদের নিবেদন—ভাই শুদ্ধভক্তগণ অপ্রাকৃত তত্ত্বের সন্ধানে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই। অথ যখন আমাদের করতলগত তখন আর অন্য প্রচেষ্টা কেন? অপ্রাকৃত কল্পনা-প্রসূত। অপ্সরার-নয়ন বিমোহন নৃত্য তথায় নাই—শ্রবণ মধুর কিন্নরী কণ্ঠ কোথায় শুনিবে? মলয় অনিলে কুসুম সুরভির সন্ধান তোমায় কে দিবে? কত মধুর রসাস্বাদে রসনা তোমার চিরবঞ্চিত থাকিয়া যাইবে।

স্থূল সূক্ষ্মের অতীত বস্তু যদি কিছু থাকে তাহা দেহনারীর জন্য নহে। স্থূলের ভোগের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মের যে পরিণতি তাহারই মাঝে আমাদের প্রেমের পতি আছেন। তাই, ভাবুকতায় ভুলিও না। প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য তোমার চক্ষের সমক্ষে। প্রেমের ঠাকুর প্রেমের জগতে প্রেমময় নরনারীকে প্রেমের খেলা খেলিতে পাঠাইয়াছে। ভক্তগণ ইহাকে কাম বলেন। সে কথা মনেও স্থান দিও না।

লাল জলের নেশায় মাতিয়া উঠ, দুহাতে ব্যসনে জীবনটাকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেল—এ প্রেমের হাটে অন্য কিছু নাই। যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ কর। স্বার্থ সিদ্ধির সকল বাধা ছলে বলে কৌশলে দূর করিতে থাক। কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় তোমার হৃদয়-পাত্র পূর্ণ করিয়া রাখো আর উচ্চৈঃস্বরে খুব উচ্চৈঃস্বরে মুখে বল হরিনাম।

বোষ্টম পার্লামেন্ট সর্ব্বতোভাবে তোমাকে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ-সুখ প্রদান করিবে।

নির্ব্বাচনপ্রার্থিনী বাইবাসী।
নেড়ী সম্প্রদায়-বিলাস মঠে

(২)

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু

আপনার শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত "বোষ্টম পার্লামেন্টের" সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে আমার আবেদন পত্র খানি পেশ করিবেন। প্রবাসে—পাপের মাঝে বসিয়া সময়াভাবে সংক্ষেপে এবং ভাল কলমের অভাবে পেন্সিলে লিখিয়া পাঠাইলাম। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

শ্রীমলিনা বালা দাসী
১৭-৫ ২৯

বাস্তব বস্তু

বাস্তব বস্তুর বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথম আমাদের বস্তুর জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। 'বস্' ধাতুতে সংজ্ঞার্থে 'তু' প্রত্যয় করিয়া 'বস্তু' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং যাহার অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে, তাহাই বস্তু। বস্তু দুই প্রকার—বাস্তব ও অবাস্তব। অবাস্তব বস্তু দ্রব্যগুণাদি রূপ। ইহার অস্তিত্ব কেবল মাত্র প্রতীত হয়; এই প্রতীতি কোন স্থলে সত্য, কোনও স্থলে ভ্রম মাত্র। পক্ষান্তরে বাস্তব বস্তু পরমার্থ-ভূত-তত্ত্ব এবং ইহার অস্তিত্ব আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকের "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং" এই বাক্যে বাস্তব বস্তু একমাত্র পরমার্থ—ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। বিভুচিদ ভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু। এই বস্তুর পৃথক্‌অংশ 'জীব' এবং শক্তি 'মায়া'। অতএব ভগবান্, জীব ও মায়া—এই তিন তত্ত্ব বস্তু শব্দবাচ্য লক্ষীভবা বিষয়। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে এই তিন তত্ত্বের সম্বন্ধ জ্ঞানই শুদ্ধ জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। এই তিন তত্ত্বের বহুবিধ প্রতীতি আছে তাহা অবাস্তব বস্তুর মধ্যে পরিগণিত। কণাদাদি বৈশেষিকগণের দ্রব্য ও গুণ সংখ্যা কেবল অবাস্তব বস্তুর আলোচনা মাত্র, বাস্তব বস্তুর যে বিশেষ গুণ তাহাই তাহার স্বভাব জীব একটা বাস্তব বস্তু। জীবের যাহা নিত্য বিশেষ গুণ তাহাই তাহার নিত্য স্বভাব বা নিত্য ধর্ম। জীব এই নিত্য ধর্মে উদ্বুদ্ধ হইলেই পরানন্দ বা কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সাগরে ভাসমান হইবেন সন্দেহ নাই।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে [illegible] অধ্যাপকের [illegible] সংস্থাপিত হইয়াছে [illegible] আবেদন করুন।

১। [illegible]সন, ২। [illegible]সন,
৩। [illegible], ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible], ৬। বেদান্তাসন,
৭। [illegible]সন।

শ্রী[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায় পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে
হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
৩।	দ্বীপ-নিরূপণ	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৭৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠহার	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষাভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে টাকা, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-: *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার—১৩৩৬

সজ্জন—নিরীহ

শ্রীমদ্ভাগবতে সজ্জনের জীবনে, নৈষ্কর্ম্মের আবিষ্কার কথিত হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্ম বলিলে কর্ম্ম-চেষ্টারাহিত্যকে বুঝায়। ফল-লাভের চেষ্টাই কর্ম্ম-চেষ্টা। ভগবদ্ধর্ম্মে কর্ম্মচেষ্টা নাই, সুতরাং সজ্জন নিরীহ।

ফলভোগবাসনাই কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। জীবের সূক্ষ্ম শরীরে ও স্থূলদেহে ফলভোগ করিবার অবসর হয়। যে কালে জীব বদ্ধাভিমানে ফলকামী হইয়া জীবন যাপন করেন সেই সময় তাঁহার কর্ম্মমার্গই একমাত্র অবলম্বনীয়। বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা অচিদ্বস্তু ভোগ করেন। চিদ্বস্তুরই অচিদ্ভোগকেই কর্ম্মকাণ্ডীয় স্থূলভোগ বলে। সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা অচিতের সূক্ষ্মাংশ ভোগ ও কর্ম্ম-বাসনা। সজ্জন বদ্ধাবস্থায় স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা কর্ম্মফল স্বয়ং ভোগ করিবার পরিবর্ত্তে স্বীয় আত্মানুশীলনপর অপ্রাকৃত মনদ্বারা কর্ম্ম-ফল-ভোগ-বাসনা হইতে মুক্ত থাকেন। তখন বদ্ধাবস্থায় সজ্জনকে অপ্রাকৃত বা জীবন্মুক্ত অভিমানে সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

ঈহা শব্দের অর্থ চেষ্টা। পঞ্চ-কারের অন্তর্ভুক্ত স্থূল ও অচিৎপর মন যে অনুষ্ঠানের আবাহন করেন তাহাই ভুক্তিমার্গ। আবার তৎ-পরিহার চেষ্টায় কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও উহা মুক্তিমার্গ। ভুক্তি ও মুক্তি এই ফলদ্বয়ের উদ্দেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় সকল গুলিই বদ্ধাভিমানে চেষ্টা অথবা অনাত্ম চেষ্টা। যাঁহারা ভুক্তি ও মুক্তিকে শেষফল জ্ঞান করেন না তাঁহারাই হরিপরায়ণ বা সজ্জন। 'ভগবান্ হরি নিত্য ও অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার লীলা নিত্য ও সেবক নিত্য। কর্ম্ম-কাণ্ডীয় চেষ্টায় ফলভোগ কামনা থাকায় হরির উদ্দেশ-সূত্রেও ঐ চেষ্টা নির্ম্মল নহে। যে কালে কেবলমাত্র ভগবানের উদ্দেশে জীবের চিন্ময় প্রবৃত্তি উদয় হয় তাহা সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহে প্রকাশমান হইয়া কর্ম্মি বা জ্ঞানিগণের ক্রিয়ার সহিত সম-ভাবে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তাদৃশ কার্য্য বিচার করিলে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর চেষ্টার সহিত সজ্জনের চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর চেষ্টা চির-দিনই সজ্জনের হরিসেবা চেষ্টার সহিত পার্থক্য আছে।

সজ্জন নিরীহ এরূপ ভাব প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে যে সজ্জনের কৃষ্ণেতর কোন চেষ্টা নাই, কৃষ্ণ চেষ্টাময় সজ্জন জড়ে উদাসীন। তাঁহার অখিল চেষ্টাতেই সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই লক্ষ্যের বিষয়। সেই জন্য সজ্জনের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা একটী প্রধান সেবার অঙ্গ। কায়মনো-বাক্যে সকল অবস্থাতে কৃষ্ণের জন্য নিষ্কপট চেষ্টা হইলেই তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বা অপ্রাকৃত সজ্জন বলা যায়। সজ্জন নিরীহ এই কথা বলায় তাঁহার কৃষ্ণ-চেষ্টায় বাধা দেওয়া হয় নাই, প্রাকৃতরাজ্যের চেষ্টায় তাহার অধিকার নাই, এই কথাই বলা হইল। অন্বয়ভাবে অচিদ্ বস্তুর অনুশীলনই কর্ম্ম চেষ্টা এবং ব্যতিরেকভাবে অচিদ্বস্তুর প্রতি উদাসীন হইলে উহাই জ্ঞান চেষ্টা বা বৈরাগ্য। বিরক্ত পুরুষ যেস্থলে হরিসেবা-বিমুখ হইয়া ভোগফল-নিরসনে ব্যস্ত, সেই সময়ে তিনি মুমুক্ষু বা হরিসেবা-ধর্ম্ম-রহিত, স্বার্থপর, অতন্নিরসনরত, ভক্তিবিমুখ চেষ্টা-যুক্ত। সজ্জনের এই সকল চেষ্টা কোন দিন নাই ও তাদৃশ চেষ্টা তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে। হরিবিমুখমুক্ত ও হরিসেবক উভয়েই কর্ম্ম-চেষ্টা রহিত। হরিবিমুখের আলস্য ও নির্ব্বিশেষভাব তাঁহাকে ভগবানের চরণে অপরাধী করাইয়াছে সেইজন্য তিনি জড়ালস্যকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া হরিসম্বন্ধি বস্তুমাত্রকেও প্রাপঞ্চিক বোধে হেয় জ্ঞান করেন। এইরূপ ভক্তি-বিমুখ-চেষ্টা মুমুক্ষুর আছে বলিয়া তিনি জড়ে চেষ্টা বিশিষ্ট অচিদ্বস্তুতে উদাসীন হইতে পারেন নাই। জ্ঞানীর অতিরিক্ত জ্ঞান-চেষ্টা বা নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান তাঁহার জ্ঞানকে পরম উপাদেয় ভগবদ্জ্ঞান হইতে হরি-বিমুখশক্তি মায়া কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত করাইয়াছে। এইরূপ মায়িক চেষ্টা সজ্জনের নাই বলিয়া তিনি নিরীহ। মুমুক্ষু কর্ম্ম চেষ্টাবলম্বনে অচিদ্-রাজ্যের সহায়তায় মুক্ত হইতে সচেষ্ট কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ কোন মায়িক চেষ্টার আবাহন করেন না।

অন্যাভিলাষী, যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মফলভোগী এবং কর্ম্মফলত্যাগী জ্ঞানী সকলই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের চেষ্টায় বিব্রত কিন্তু সজ্জন তাদৃশ বৃত্তি মায়ার উদ্দেশে পরিচালনা না করায় তিনি নিরীহ। আবার আত্ম-চেষ্টায় নিত্য হরিসেবাপর অনুষ্ঠান দেখা গেলেও তিনি জড়ে উদাসীন।

সত্যের আদর

কাল্পনিক ছড়ার অবসান

পরমারাধ্যতম

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-পত্রিকার

সম্পাদক মহোদয়ের

শ্রীশ্রীচরণাম্বুজেষু

প্রভো,

আমরা প্রত্যহই আপনার নদীয়া-প্রকাশের কথা পাঠ করিয়া মগ্ন হইয়েছি। আমরা আমাদিগের নিজকার্য্যে উদাসীন হইলেও পরদুঃখদুঃখী আপনারা আমাদের নিত্য মঙ্গলের জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত। আপ-নারা জাগতিক জড়পিণ্ডাদের সম্পর্কে ত'দিনের আত্মীয় না হইলেও আমাদিগের যে নিত্যারাধ্য এ বিষয়ে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে গ্রীষ্মের অবকাশ। ভাবিয়া-ছিলাম কর্ম্মাবসরে কিছুদিন দেহ মনের আরাম করিয়া লইব। কিন্তু অনাদিকাল হইতে যে দেহ মনের সুখসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসি-তেছি পুনরায় চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ন্যায় কার্য্যে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; আমার অন্তর্যামী, আমার নিত্য-মঙ্গলদাতা আপনারা আমার বাসের জন্য এমন একটী ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তাহা গ্রহণ করিতে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধাভাব আসে নাই।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র উত্তম পুরুষ শ্রীভগবানের নিত্য বিহারস্থলী। এই জড় জগতে জীবের প্রতি অতি সদয় হইয়া জগন্নাথ শ্রীধামসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং এ'জগতের মায়া-কবলিত জীব-গণের উদ্ধারকর্ত্তা এবং নিত্য আরাধ্য শ্রীক্ষেত্র। আপনারা সেই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের বিহার স্থলীতে বিনা ব্যয়ে, নিজ চিন্তায় আত্মীয় স্বজন লইয়া বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু তাহাও নহে, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত দেবদেব শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ সেবন করিবার সুযোগ দিয়া পরমার্থ বিষয়ে উদাসীন আমাদিগের নিত্য প্রভুর কথা প্রভুপাদ ও তদনুগজনগণের শ্রীমুখে সর্ব্বদা শ্রবণ করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আমাদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছেন। সংসারে এমন ভাবে জীবের কেহ কোন দিন দেখিবার সুযোগও পান নাই, স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই।

কলেজ বন্ধের পরই শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের চরণান্তিকে বাস করিয়া শ্রীহরি কথা শ্রবণ করিতেছিলাম। এমন সময় আমার সৌভাগ্যোদয়ে প্রচার-কার্য্যে যাইবার আদেশ পাইলাম। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি মহারাজ ও সহবাসী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতিগণের নিকট গমনার্থী হইয়া প্রথমে ঢেঙ্কানল রাজবাটীতে উপ-স্থিত হইলাম। তথায় পরমভক্তিমতী রাজ-মাতার বিশেষ আয়োজনে ছয়দিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছে। তাহাতে রাজা সাহেব, পট্টায়েৎ সাহেবগণ (রাজভ্রাতৃগণ) ও অন্যান্য অনেকে যোগদান করিয়াছেন। প্রচারকগণের মুখে শুদ্ধ হরি-কথা শ্রবণে তাঁহারা এতদূর মুগ্ধ হইয়াছেন যে, নিজরাজ্যে হরিকথা প্রচারিত হইবার পর ষ্টেট্‌মোটর যোগে আমাদিগকে নিকট-বর্ত্তী আটগড় রাজ্যে পাঠাইয়া দেন।

আমরা গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার বেলা ১২টার সময় আটগড় উপস্থিত হইলাম। তখনই *minorchief* আমাদিগকে সাগ্রহে প্রাসাদে লইয়া আমাদিগের পরিচয় ও আগমন কারণ জানিয়া বাস স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেই রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইল। পরদিন রবিবার ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং গোস্বামী সন্ন্যাসী মহারাজদ্বয়ের বক্তৃতা হয়। রাজাসাহেব, রাজমাতাদ্বয়, অন্তর্গনিবাসী শাসন ব্রাহ্মণ সমাজের নেতৃগণ, রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ এবং জনসাধারণ বহু ব্যক্তি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

বিগত পাঁচ ছয় বৎসর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় অহোরাত্র হরিকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছেন। রাজাসাহেব প্রমুখ সর্ব্বসাধারণের বিশেষ অনুরোধে সন্ন্যাসী মহারাজগণ উক্ত উৎসবে উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। সর্ব্বসাধারণের

এবং রাজাসাহেবের কর্তৃত্বাধীনে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে [illegible] স্টেটের বিশিষ্ট স্থানের প্রধান প্রধান কীর্ত্তন মণ্ডলী এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। কটকের [illegible] হইতেও কীর্ত্তনীয়াগণ [illegible] এখানে আগমন করিয়া [illegible]। [illegible] অষ্টপ্রহর [illegible] কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল [illegible] একটি আধুনিক [illegible]। এই ছত্রাগানটি [illegible] বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রচলিত [illegible]। কিন্তু ইহা ইতিমধ্যে [illegible] নানাস্থানে প্রচলিত হইয়া [illegible]। ছত্রাগানটী এই, [illegible] নিতাই রাধে শ্যাম। [illegible] হরে রাম রা' ইহা নামসংকীর্ত্তন [illegible] না উঠিয়া। ইহা প্রথমে চরণদাস বাবাজী নামক একজন বৈরাগীর দ্বারা প্রথম প্রচারিত হয়। এই চরণদাস বাবাজীর ফটো অষ্টপ্রহর উৎসব উপলক্ষে গৌর নিতাই এবং রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির সহিত এক সঙ্গে পূজিত হয়েছিল। অতএব কীর্ত্তনও সম্ভবতঃ চরণদাস বাবাজীর স্বকপোলকল্পিত অনুষ্ঠান। ইহা কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এই অষ্টপ্রহর উৎসবের অঙ্গস্বরূপ অনেক দুর্নীতি *ritual* ও উপাসনার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা দুর্নীতি প্রকাণ্ড আগাছা এবং ইহার শাখাপল্লব শ্রীশ্রীমন্ চৈতন্যমহাপ্রভু-প্রেরিত মূল কীর্ত্তনযজ্ঞ তরুটীকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

সন্ন্যাসী মহারাজগণের অহৈতুকী কৃপায় রাজাসাহেব এবং অষ্টপ্রহর সমিতির অধিবাসী [illegible] এই অষ্টপ্রহর নামক [illegible] বৎসরের অবিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত কীর্ত্তন-[illegible] আমূল সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। রাজাসাহেব [illegible] ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের [illegible] আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট সংস্কার প্রস্তাব বিচারের নিমিত্ত উপস্থিত করেন। [illegible] নিম্নরূপ [illegible] অনুমোদিত হইল।

১। [illegible] বাবাজীর ফটো কীর্ত্তন-[illegible] উঠাইয়া লওয়া হইবে।

২। [illegible] মহাপ্রভু-প্রচারিত মহামন্ত্র "হরে কৃষ্ণ [illegible] হরে কৃষ্ণ হরে হরে। [illegible] রাম রাম হরে হরে।" [illegible] কীর্ত্তিত হইবে।

৩। [illegible]

[illegible]

৪। [illegible] পরিবর্ত্তন [illegible] হইতে ব্রাহ্মণগণ [illegible] নির্ব্বিশেষে [illegible] যোগদান করিতে সমর্থ হইবেন। অষ্টপ্রহর [illegible] প্রণালীতে বিশেষ সম্মানের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। সকলেই সন্ন্যাসী মহারাজদিগের কৃপায় [illegible] পারিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত [illegible] চরিতামৃত প্রভৃতি মূল গ্রন্থের [illegible] অপ্রচলন হেতু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু [illegible] শাস্ত্রীয় প্রেমধর্ম্মের শিক্ষা অনেকের অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত [illegible] মূল প্রামাণিক গ্রন্থাদির এবং [illegible] মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষার সন্ধান পাইয়া [illegible] ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, [illegible] বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অনন্তকৃপা [illegible] আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। [illegible] এই [illegible] দিনের মধ্যে [illegible] এরূপ অদম্য [illegible] সন্ধান আমাদের নিকট [illegible] বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। অষ্টপ্রহরবাসী [illegible] আমার কথার প্রত্যেক বর্ণের [illegible] সত্যতা [illegible] করিবেন।

পুনঃ প্রবন্ধে এই অলৌকিক ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

রাজাসাহেব সন্ন্যাসী মহারাজগণ এবং [illegible] সঙ্গী ব্রহ্মচারিগণকে মোটরযোগে [illegible] টিগিরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। [illegible] ঐকান্তিক চেষ্টায় টিগিরিয়ার [illegible] রাজাসাহেব টিগিরিয়ার অধিবাসিদিগের একটী মহতী সভার আহ্বান করিয়াছিলেন। রাত্রি [illegible] হইতে ১২টা [illegible] তিনশতের অধিক ব্যক্তি সন্ন্যাসী-মহারাজদিগের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্মের সংবাদ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। টিগিরিয়ার প্রাচীন ধর্ম্মপ্রাণ রাজাসাহেব সন্ন্যাসী মহারাজদিগের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের [illegible] আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

[illegible] কৃপাপ্রার্থী
[illegible] (এম, এ)
প্রফেসার র‍্যাভেন্স কলেজ, কটক

আমি সত্য চাই না

(শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার সরকার)

অহো! আমি [illegible] কত উৎসাহের [illegible] যে কেহ আমাকে সত্য বুঝাইতে পারেন, তা' হলে আমি অম্লানবদনে [illegible] তা গ্রহণে সমর্থ [illegible], [illegible] আমি, কোথায় আমার [illegible] ইচ্ছা। আজ যে বৈষ্ণব-[illegible] আমাকে সেই পরম [illegible] অনুসন্ধান দিতে এসেছেন—কিন্তু [illegible] নিতাইয়া উঠিতেছি কেন? কারণ আমি যাহা চাহিতে-ছিলাম, ইহা তাহা নহে—"আমি খাঁটি সত্য চাই না।"

আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, আমি ইতঃপূর্ব্বে যে "সত্য চাই" "সত্য চাই" বলিতাম উহাতে আমার একটু কেমন বলিব বিশেষ স্বার্থ ছিল—সেটী প্রাপ্তীচ্ছা। আমি এতদিন বাহাদের সমীপে আমার সত্যানুসন্ধিৎসা ব্যক্ত করিয়া আসিতে-ছিলাম তাঁহারা আমাকে সত্যের অনুসন্ধান না দিয়া কিছু ভোগের সুবিধা করিয়া দিতেছিলেন, তাই আমার সত্যানুসন্ধিৎসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু আজ দুর্ভাগ্য বশতঃ বড় মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছি, পরম চতুর বৈষ্ণব ঠাকুর আজ আমার সত্যানুসন্ধিৎসায় [illegible] ব্যাকুলতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। ধরিয়া ফেলিয়া বলিতেছেন, যদি প্রকৃত সত্য চাও, তা' হ'লে এস, শুন, তোমাকে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান বলিয়া দিব। তোমার সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিব। তুমি যাহা খাঁটি সত্য তাহাই জানিতে পারিবে। আমি কিন্তু সেই পরম করুণাময় বৈষ্ণব-ঠাকুরকে আমার পরম যত্নের প্রতিষ্ঠা-ভঙ্গকারী জ্ঞানে সেই হতভাগ্য বুড়ীর যম সদৃশ দেখিতেছি এবং বুড়ীর যেমন মাথায় বোঝা উঠাইয়া লইবার অজুহাতে যমের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল আমিও সেইরূপ নানা অজুহাতে বৈষ্ণবঠাকুরের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিতেছি ও বলিতেছি, আমি তো বাবা [illegible] সত্য কথা চাই নাই। আমি যাহা চাহিতাম তাহার নাম ভোগ—কিন্তু এ যে দেখিতেছি একেবারে ভোগবৃদ্ধির ছুটি। ওরে যদি সত্য হয়—"আমি সত্য চাই না"। এস্থলে পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য বুড়ীর আখ্যায়িকাটী বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"কোন সময়ে এক অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধা (যাহার আপনার বলিতে ত্রিকুলে কেহ ছিল না) কাষ্ঠ সংগ্রহে দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত এবং সেই কষ্টকর জীবনের অবসানের নিমিত্ত প্রায় প্রত্যহই যম-রাজের নিকট কাতর প্রার্থনা করিত। একদিন যমরাজ বৃদ্ধার কপট ক্রন্দন পরীক্ষা দেখিবার মানসে যখন বৃদ্ধা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া একাকিনী উঠাইতে না পারিয়া এবং সাহায্যের জন্য নিকটস্থ স্থানে কোন লোক না পাওয়ায় অতিশয় অধীর হইল বলিতেছিল, "যম, তুই কি আমাকে চোখে দেখিস্ না?" সেই সময়ে যমরাজ স্বয়ং বৃদ্ধার সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া নিজের পরিচয় দিয়া বৃদ্ধাকে তাঁহার সহিত যাইবার আদেশ করিলেন। তখন বৃদ্ধা নিজের ভোগের দিন ফুরাইয়াছে জানিয়া অতিশয় ভীতা হইয়া কাম্পিত-কলেবরে অতিশয় কাকুতি করিয়া বলিল "আমি তো [illegible], ওকথা বলি নাই। বোঝা তুলতে পারছিলাম না, তাই লোক ডাকছিলাম। তবে যখন দয়া করিয়া এলেছ বাবা, দেখ করেছ আমার এই কাঠের বোঝাটা উঠাইয়া দেও, আমি বাটী যাই।"

আমার অবস্থাও ঠিক আজ ঐরূপ। আমি যে 'সত্য চাই, সত্য চাই', বলিতাম তাহা শুধু নিজের কিছু সুবিধার জন্য, এখন দেখিতেছি তাহার বিপরীত অতএব—"আমি সত্য চাহি না"।

"আমি সত্য চাই না কেন" তাহা পরে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮১ সংখ্যার পর)

৬। মুক্তি তত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এস্, বি, টি,)

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা "মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকরূপী মহাশয়ের ভ্রম প্রদর্শন করিবার জন্য কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইব। তিনি সাযুজ্য মুক্তি সম্বন্ধে বলেন—"সামীপ্য মানে কৃষ্ণের সমীপে অবস্থিতি। কৃষ্ণের সামীপ্যের অর্থ ভগবান্ ও মুক্ত জীবের ভিতরে ব্যবধান রাখিতাবস্থা; ব্যবধান থাকিলে *Strictly* সামীপ্য হইতে পারে না। পঞ্চম সাযুজ্যমুক্তি অপর চতুর্ব্বিধ মুক্তির *logical sequence* সাযুজ্য না একত্ব নহে কি? যদি কোন একজন লোক কৃষ্ণের সহিত এক জায়গায় থাকে, দেখিতে কৃষ্ণের মত হয়, এবং কৃষ্ণের মতই সমান গুণ বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে সেই মানুষ ও কৃষ্ণের ভিতর প্রভেদ কি থাকে? যদি দুইটী বস্তুর ভিতরে কোন ভেদ না থাকে, তাহা হইলে দুইটী বস্তু এক হইল না কি? এই একত্বই চৈতন্যের ভীষণ সাযুজ্য। বস্তুতঃ দ্বৈত-বাদ, মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? সমস্ত বাদই সত্য। সমস্ত বিরুদ্ধ বাদের সমন্বয় হয় ঈশ্বরে।" তিনি স্বমত স্থাপনের জন্য বহু শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করিলাম।

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"
(ভাগবত)

"মত্তঃ পরতরং কিঞ্চিন্নান্যদস্তি ধনঞ্জয়।"
(গীতা)

"অরিষ্টিরে ভগবতি তদিদং
বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীত মায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ॥"
(ভাগবত)

"মায়িনন্তু মহেশ্বরঃ।" শ্বেতাশ্বতর

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবা-
ভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব-
মনুপশ্যতঃ॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে
তদনন্তরম্
(গীতা-১৮।৫৫)

'মুক্তি', 'লীন', 'প্রবেশ', 'সাযুজ্য' প্রভৃতি শব্দের অর্থ লইয়া বৈষ্ণবগণ কাহারও সহিত আভিধানিক ঝগড়া করিতে চাহেন না। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয়ের মাধ্যে লইয়াই মুক্তির স্বরূপ নির্ণীত হয়। জীবসত্ত্বার বিলোপ-কারিণী সেবা-রহিতা মুক্তির উপরেই বৈষ্ণবগণ-বিতৃষ্ণ। মুক্তিশ্চ সেবা-রহিতা ভক্তঃ সেবা-বিবর্দ্ধিনী। ভক্তিমুক্তি-স্বরূপাঃ চ মুক্তিঃ শ্লাঘতে বৈষ্ণবাঃ॥ শাঙ্করী মুক্তিকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেন নিন্দা করিয়াছেন তাহা জানিতে হইলে শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মায়াবাদের আচার্য্যগণ এই মুক্তির অর্থ কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা জানা দরকার। পূর্ব্ব পক্ষের অভিপ্রায় অবগত না হইলে উত্তর পক্ষের অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায় না। আমি যাহা বুঝি তাহা পূর্ব্ব পক্ষের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া উত্তর পক্ষকে খণ্ডন করিতে যাওয়া পণ্ডিতের কার্য্য নহে। বেদান্তরত্ন মহাশয় প্রতি পদে ন্যায়কে উপেক্ষা করিয়া আসিতে-ছেন। এই বাহাদুরী তাঁহার সমশীল ব্যক্তিগণ আদর করিবেন সত্য, কিন্তু পণ্ডিতগণ উহা উপেক্ষাই করিবেন। তারপর তিনি যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের সবিশেষপর ও নির্ব্বিশেষপর উভয় ব্যাখ্যাই রহিয়াছে তিনি কোনটী গ্রহণ করিবেন বা করিয়াছেন?

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচার-যোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"
(২য় খণ্ড—পূর্ব্বভাগ)

যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বি-শেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতিই অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্ব্বিশেষ ও সবি-শেষ ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য—তথা বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। ব্যতিরেক চিন্তায় ভগবান্ নির্ব্বিশেষরূপে প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ তিনি তাহা নহেন। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে নিত্য বিশেষ সম্পন্নই দেখিতে পান। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পঞ্চরাত্রেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ব্যাস-সূত্র মুখ্যার্থে ভগবানের সবিশেষত্বই সপ্রমাণ করে। মায়াবাদ-প্রচারক শঙ্করা-চার্য্য উহার গৌণার্থ কল্পনা করিতে গিয়া ভগবানকে যে নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপন করিয়াছেন ইহা অন্যায়। শঙ্করদেবও শঙ্করাচার্য্যের মস্তকে কল্কিত বলিয়া 'কীর্ত্তন ঘোষায়' উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা বেদান্তরত্ন মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন দ্বৈতবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, মায়াবাদ সব সত্য বলিয়া প্রচার করেন, তখন কি তিনি গুরুর উপর গুরুগিরি করিলেন না? তিনি বোধ হয় সাম্প্রদায়িকতা পছন্দ করেন না বলিয়াই এইরূপ বলিতে-ছেন। তাহা হইলে তিনি সাম্প্রদায়িক বিবাদে প্রবেশ করিয়া এক পক্ষ সমর্থন করিবার প্রয়াস দ্বারা নিজের উদারনীতিকে বিপদাপন্ন করিতেছেন কেন?

উপরি উক্ত তত্ত্বত্রয় সম্বন্ধে আমাদের গ্রন্থে সবিশেষপর আলোচনা অনেক করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের—১। মায়াবাদ প্রসঙ্গেও এবিষয়ে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে সুতরাং ইহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল প্রসঙ্গক্রমে এইখানে উভয়ের বিচার প্রণালীর মূল পার্থক্য একটু দেখান যাইতেছে।

নির্ব্বিশেষ বা মায়াবাদিগণ বলেন যে, জীবই ব্রহ্ম। কেবল মায়াতে সে নিজকে জীব বলিয়া ভ্রম করিতেছে। যতক্ষণ এই ভ্রম বর্ত্তমান থাকে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই জগদ্ বৈচিত্র্য সত্য বলিয়া তাহার ধারণা হয়। এই মায়াগ্রস্ত ব্রহ্ম তখন আর একটি সমজাতীয় মায়িক সত্ত্বাকে—ভগবান্ এবং নিজ হইতে অধিকতর শক্তিশালী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবাতে রত হন। এই সেবা বা ভক্তি তাৎকালিক; যেহেতু মায়িক সত্ত্বাই মিথ্যা, যেই মাত্র এই ভ্রম অপসারিত হইবে—বেদাধ্যয়নের দ্বারাই হউক বা ভক্তির দ্বারাই হউক—তখনই এই ভক্তি তিরোহিত হইবে। দ্বৈতরাহিত্যে আর কে কাহাকে ভক্তি করে? এই মুক্তির নাম সাযুজ্যমুক্তি বা ব্রহ্মের সহিত একাত্ম বোধ। এই মুক্তিতে জীবের সত্ত্ব ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে সেবা-বৃত্তির লোপ হয় বলিয়া ইহা অতি সর্ব্বনাশকর এবং বৈষ্ণব-গণ এই মুক্তির বিরোধী।

"জ্ঞানান্মুক্তিঃ জ্ঞানাদ্বন্ধশ্চ।"

জ্ঞানে মুক্তিও হয় এবং জ্ঞানে বন্ধও হয়। নিরুপাধিক দ্বৈতজ্ঞান দ্বারা জীবের স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ মুক্তি সিদ্ধ হয়। এই মুক্তিতে জীব নিজের বৈশিষ্ট্য হারায় না পরন্তু সে স্বরূপে ভগবানের সেবায় নিত্য নিযুক্ত থাকে। কিন্তু জ্ঞান যখন বিষয় জ্ঞান বা নাস্তিক সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হয়, তখন ঐরূপ জ্ঞানের দ্বারা জীবের বন্ধন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে 'নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ' (ভাঃ ৩।২৫।৩৬)—ভাগবতের এই বাক্যে কপিল ভগবান ঐকাত্মতা স্পৃহাকে ভক্তির প্রতিকূলাচরণ-রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

"যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"
(ভাঃ ১

—শুকদেব গোস্বামী এইবাক্যে এই-রূপ মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর পতন ব্যক্ত করিয়াছেন। যদি বৈষ্ণবী মুক্তি ও মায়াবাদীর মুক্তি একার্থবোধক হইত তাহা হইলে ভাগবতে এইরূপ অনুশাসন দৃষ্ট হইত না।

বৈষ্ণবী মুক্তিতে উপাস্য উপাসকের ভেদ নিত্য স্বীকৃত রহিয়াছে। উপাস্য উপাসকের ভেদ নাশক ঐকাত্ম্য প্রাপ্তি বৈষ্ণবী মুক্তির স্বরূপ নহে। বেদান্তরত্ন মহাশয় সামীপ্য ও সাযুজ্যমুক্তির যে ব্যাখ্যা করিয়া বৈষ্ণব ও মায়াবাদীর লক্ষ্যকে এক পর্য্যায়ে গণ্য করিতেছেন তাহা ভাগবত-সম্মত হইবে না। মুক্তি লাভের পর জীবও ভগবান্ সমধর্ম্মবিশিষ্ট ও সমগুণসম্পন্ন হয়—এ সিদ্ধান্ত তিনি কোথায় পান? বেদান্তে চিত্তত্ত্বের স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ বৈচিত্র্য স্বীকৃত রহিয়াছে। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধের নিত্যত্বের স্বীকারে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়। তখন মুক্তি নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়। তখন মুক্তিলাভের পর ভক্তি অপ্রতিহত থাকে। কিন্তু প্রভু ও ভৃত্য সমধর্ম্মী ও সমগুণবিশিষ্ট হইলে এক-জনের পক্ষে আর একজনের সেবা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে গুণ ও ধর্ম্মগত পার্থক্য নিত্য বলিয়াই উল্লিখিত আছে। বেদান্তরত্ন মহাশয়ও স্বরচিত 'শঙ্করদেব' নামক গ্রন্থের ৬৪শ পৃষ্ঠায় শঙ্করদেবে উপাস্য উপাসকের ভাব প্রবল বলিয়া ভক্ত ও ভগবানের নিত্য বৈশিষ্ট্যগত ব্যবধান স্বীকার করিয়াছেন দেখা যায়।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ
সনাতনঃ।"
(গীতা-১৫।৭)

—গীতার এই বাক্যে জীব নিত্য কৃষ্ণের অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং অংশী ও অংশ চিত্তত্ত্বে সমানধর্ম্ম বিশিষ্ট হইলেও অর্থাৎ উভয়ই চিৎ হইলেও সমভাবে তাহা হয় না। জীব নিত্যকাল সেবক এবং ভগবান্ নিত্যকাল প্রভু। অংশ নিত্যকালই ক্ষুদ্র এবং অংশীর অধীন। জীব কখনও ভগবান্ হইবে না। সে নিত্যকাল ভগবান্ কর্ত্তৃক মোহিত হইবার যোগ্যতা রাখিবে।

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং।"
(কঠ-২।২।১৩)

—শ্রুতির এই বাক্যে ভগবান্ নিত্য-গণের মধ্যেও নিত্যরূপে অবস্থিত হইয়া জীবরূপ নিত্যদাসগণের উপরে নিজ প্রভাব সর্ব্বকাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

সামীপ্যের অর্থ যদি ব্যবধান রাহিত্য বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে ঐকাত্মতা আসিয়া পড়ে দেখা। তাহা হইলে মুক্তি-লাভের পর জীবের কৃষ্ণ কীর্ত্তন অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং বেদান্তরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মুক্তির-পর-ভক্তি জ্ঞাপক ঘোষার পদগুলি সব অর্থ শূন্য হয়। যদি সাযুজ্যের অর্থ ঐকাত্মতা না হয় তাহা হইলে সামীপ্যের অর্থও ব্যবধান রাহিত্য হইবে না। তাহা হইলে মুক্তি-লাভের পর মুক্তগণ শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি ভগবানের নিত্যপার্ষদগণের সহিত নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগত অধিকার লইয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যোগদান করিতে পারিবেন। কেবল মাত্র এইরূপ স্থলে তিনি নিষ্কপটে—"মুক্তিতো নিস্পৃহ যিটো সেহি ভকতকো নমো"—পদটী কীর্ত্তন করিতে পারেন। আবার যদি শাঙ্করী মুক্তি ও বৈষ্ণবী মুক্তিতে কোন পার্থক্য না থাকে তাহা হইলে কীর্ত্তন ঘোষায় শঙ্করাচার্য্যের মস্তকে কল্কিত মত বলিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? অথবা শঙ্করদেব শঙ্করাচার্য্যকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়া যে পাপ অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন বেদান্তরত্ন মহাশয় কি তাঁহার সেবকসূত্রে আচার্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইতেছেন? ধন্য গুরু-ভক্তি!

বস্তুতঃ সাযুজ্যমুক্তির অর্থ এইরূপ নয়, যাহাতে জীব ও ভগবান্ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারায়। উভয়ের পরস্পরের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিলে ব্যবধান স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া তখন অদ্বৈতসাধন কথা সুদূর পরাহত হয়।

বেদান্তরত্ন মহাশয় একদিকে সাযুজ্য-মুক্তি ঐকাত্মতা-অর্থে গ্রহণ করিয়া ঐকা-ত্মতা প্রতিপাদক অনেক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার বলিতেছেন, শঙ্করদেবের মুক্তির মানেও আত্মবিলোপ নহে এবং বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ মানেও আত্ম-বিলোপ নহে। মায়ের পেটে প্রবিষ্ট সন্তা-নের আত্মবিলোপ ঘটে না বলিয়া যে মায়েতে লীন থাকে ভক্তদাসভাবে সেবা করিয়া থাকে, তাহাতেও 'অর্থতে মুক্তর' পায় প্রবেশ করিয়াই আছে।

(ক্রমশঃ

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। দর্শনাদিশাস্ত্রাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তর্কশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। পঞ্চরাত্রাসন।

শ্রীসুন্দরানন্দ রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩০৲ ত্রিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যদানের পক্ষে ৮৲।

২০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

চৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক —প্রতি	।৴০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৶১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৴
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible] ৬॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে ব্যাখ্যাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবপাত্রক্রম-দর্পণ	[illegible]
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৴
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

চৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

পথিকের সম্বল

কাল কাল তাই ভক্তিপথটী কোটী কণ্টকরুদ্ধ, এহেন দুর্গম পথে আমার মত সম্বল হারা পথিকের অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব। পথে অগ্রসর হইবার জন্য এক পা বাড়াইলেই দুরত্যয়া মায়া আমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য আমার নিকট নানাপ্রকারের মিছা সম্বল লইয়া আসে,—তখন আমাকে ডাকিয়া বলে—এস, এস, পথিক কোথায় যাইতেছ? তোমার সঙ্গে ত কোন সম্বল নাই। বহুদূরের পথ যাইতে হইবে সুতরাং আমার নিকট কিছু সম্বল লইয়া যাও, তাহা হইলে সুখের মধ্যে তোমার কোন বিঘ্ন হইবে না;—সম্মুখে অনন্ত পথ দেখিয়া দিশেহারা হইবে, না;—আমার প্রদত্ত এই সম্বলই তোমাকে প্রকৃত পথে লইয়া যাইবে। আমিও তাহার আপাতমধুর বঞ্চনাময়ী বাক্যে মুগ্ধ হইয়া—তাহাকেই আমার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহার প্রদত্ত সম্বল আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করি। কিন্তু সেই সম্বলটী যে আমাকে বিপথে লইয়া যাইবে পথ চলিতে চলিতে পিপাসা নিবারণের জন্য যতই বিষয় হলাহল পান করিব ততই আমার প্রাণটী জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে—শত শত আশা পাশে যে অনন্ত ক্লেশ দিবে, কাম ক্রোধ ইত্যাদি বাটপাড় আসিয়া ভয় দেখাইবে—কর্ম্মরূপঠগ্ বা জ্ঞানরূপ ঠগ্ আসিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়া ভবসিন্ধু জলে যে ফেলিয়া দিবে তখন তাহা মূর্খ আমি বুঝিতে পারি না। সেই সম্বলের মধ্যে একটীর নাম—

—ভোগ বুদ্ধি

ভোগবুদ্ধিরূপ সম্বল লইয়া যে পথে অগ্রসর হই, সেই পথটীর নাম ভোগের পথ বা মিছাভক্তির পথ। ঐ পথটি আমার নিকট খুব ভাল লাগে কারণ মনোধর্ম্মী আমি, আমার মন যাহা চায় তাহা সেখানে ষোলআনা আছে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা কোনটীরই অভাব, নাই, সব ভরপুর আছে। কেবল মুখে বলি—

"তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

কিন্তু যখন সাধুগণ মাধবের সেবার জন্য আমার নিকট আসিয়া ভিক্ষার ঝুলি পাতেন তখন আমি বলি—কৃষ্ণের সংসারে অর্থের বড়ই অভাব হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাচীর বেষ্টিত কল্পিত কৃষ্ণের সংসারে যে কয়েকজন কৃষ্ণদাস আছেন, তাহাদেরই সেবা করিতে পারিতেছি না বা সেই স্বজনাখ্য দস্যুগণের ভোগের ইন্ধন পূর্ণমাত্রায় যোগাইতে পারিতেছি না, কাজেই এখন কিছু দিতে অক্ষম হইতেছি বা এই যৎ কিঞ্চিৎ দিতেছি। এইরূপে কনকের দ্বারা সাধুর আনুগত্যে মাধবের সেবা না করিয়া স্বয়ংও তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ি। আবার অনেক সময় গান করি—

"কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।"

কিন্তু ঐ কামিনীকে কৃষ্ণকান্তারূপে দেখার পরিবর্ত্তে তাহাকে ভোগের বস্তু
ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হই।

আর বাদও বা'দ—

"শূকরের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব।"

তাহা জেনেও সেই প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি। এইরূপে ভোগবুদ্ধিরূপ সম্বল লইয়া চলিতে চলিতে গৃহব্রত হইয়া অনন্ত নরকে হাবুডুবু খাই। আর একটী সম্বলের নাম—

ত্যাগ বুদ্ধি

আবার যখন ভোগের পথে বিচরণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হই, তখন মায়াদেবী ত্যাগীর বেশে আসিয়া বলে—আমি তোমাকে ত্যাগবুদ্ধিরূপ সম্বল দিতেছি, ইহা লইয়া তুমি ত্যাগের পথে অগ্রসর হও। তখন দৃশ্যবস্তুগুলি কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ না করিয়া সেই গুলিকে ত্যাগের বস্তু মনে করিয়া ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হই ও ফল্গুবৈরাগী হইয়া পড়ি। তৎকালে নিজেকে শ্রেষ্ঠ অভিমান করিয়া ভোগীকুলকে ঘৃণা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে যুক্তবৈরাগী বা শুদ্ধভক্তগণকেও ভোগীর অন্যতম ভাবিয়া বৈষ্ণবাপরাধ অর্জ্জন করি। আমার অক্ষজজ্ঞানের চসমায় শুদ্ধভক্তের লোকানুকরণ কার্য্যকে গৃহব্রতগণের অভক্তমনবুদ্ধিবিশিষ্ট বিষয় কার্য্যের সহিত এক ভাবে দর্শন করি। এইরূপে প্রাকৃত দর্শনে বৈষ্ণবকে দেখিয়া—বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিচার করিয়া রৌরবের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া বঞ্চিত হই। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানাযোনী সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

পথিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বলের নাম 'নিষ্কিঞ্চনী মতি' বিশেষ ভাগ্যবান ব্যক্তি ভক্তিদেবীর নিকট এই সম্বলটী প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। দৈবী মায়া অতিশয় দুরত্যয়া সবসময়েই নানাপ্রকার উপচার লইয়া সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার হাত হইতে সহজে এড়ান যায় না, তবে যিনি অতিশয় ব্যাকুল হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ ক্রন্দন করিতে করিতে ভক্তিদেবীর শ্রীচরণে শরণাগত হন, তিনিই তখন মায়ার হাত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তখন তাঁহার ভোগবুদ্ধি ও থাকে না এবং ত্যাগবুদ্ধিও থাকে না, আর ভোগের পথ ও ভাল লাগে না এবং ত্যাগের পথও প্রীতিপ্রদ হয় না; কেবল তিনি সেই একমাত্র পথ শুদ্ধভক্তির পথে ছুটিতে থাকেন। তাঁহার "নিষ্কিঞ্চনী মতি" সম্বল থাকে তাই তাঁহার তখন অন্য কিছুই ভাল লাগে না, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী, মৎসরতা প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী ভাব বা বৈষ্ণবাপরাধ রূপ মত্ত হস্তী তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। তিনি কেবল ক্রন্দন করিতে করিতে ইহাই নিরন্তর কীর্ত্তন করেন—

অনাদি করম ফলে, পড়ি ভবার্ণব জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এবিষয় হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশা পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি, বেলা॥
জ্ঞান-কর্ম্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এহেন সময় বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদপদ্ম ধুলি করি,
দেহ বিনোদ সেবকে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হয়ে আছি দয়াময়॥

বোষ্টম পার্লামেণ্ট

(দ্বিতীয় ইস্তাহার)

আমাদের ইস্তাহার বোষ্টম জনসাধারণ সকলেই সাবহিত চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার অনুমোদন কল্পে স্থানে স্থানে নির্ব্বাচন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এখন ভাল ভাল লোক আমাদের পক্ষসমর্থনে যাহারা অধিকারী সেই সকল লোক নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। আদিম ইস্তাহার পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, কিঞ্চিন্ন্যূন শতবর্ষের পূর্ব্বে একটী পন্থীর দল ছিল, তাহাতে কে কত ইস্লাম ধূম্র পান করিতে পারিত তাহার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হইত। যিনি ১০০ ছিলিম উৎকট তাম্রকূট সেবানিপুণ ছিলেন, তাহাকে গরুড় পদবীতে স্থাপিত করা হইত। আর ৩ ছিলিম মাত্র টানিতে সমর্থ ব্যক্তিকে চড়াইপাখী নাম দেওয়া হইত। এই সকল দলের অবশেষ কলিকাতায় খুঁজিলে এখনও পাওয়া যায়। এই দলের অন্যতম হইতেও আমাদের পার্লামেণ্টের মুখ্য নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। কানাই ঘোষী দলের নায়ক হইতে বর্ত্তাভজাদলের অন্যতমগণের মধ্য হইতেও আমাদের পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিলে বড়ই ভাল হয়। স্ত্রী পুরুষ অন্ধকার ঘরে চোখ বুজিয়া মিষ্টান্ন ভোজনের সম্প্রদায়গণেরও আমাদের প্রয়োজন আছে। কাঁদে বাড়ি বলরাম, তুমি রাধা আমি শ্যাম, সম্প্রদায়ের অন্যতমেরও আমাদের প্রয়োজন। টিক কাটা দলের অন্যতমগণও এই পার্লামেণ্টে সভ্য নিযুক্ত হইলে আমাদের আদরের বিষয় হয়। ভক্তিকে যাহারা কাম ক্রোধের সহিত সমজাতীয় জ্ঞান করেন, সেই দর্শনাপাধ্যায়দলের অন্যতমগণও এই পার্লামেণ্টের সভ্য হইতে পারিবেন। কমলাকর রঘুনন্দন প্রভৃতির ছায়ায় পুষ্ট ব্যভিচারের অন্যতমগণও এই পার্লামেণ্টে যোগদান করিতে পারেন। মোটের উপর যাহারা শুদ্ধভক্তির আদর করেন না, বিদ্ধভক্তি না থাকে হরিবোল দেওয়া দল সকলকেই আমরা বিশেষ আদর করিতেছি। কুচক্রী, একগুঁয়ে ও শুদ্ধভক্তগণ যেন একটী লোকও না পান, তাহাদিগকে এইরূপ সমুচিত শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। প্রকৃত বৈষ্ণবগণ যাহাতে তাহাদের গন্তব্য স্থানে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান এবং আমাদিগকে জ্বালাতন না করেন, সেইরূপভাবে তাহাদিগকে নিষ্ক্রিয় করিতে পারিলে ভাল হয়। এক সময়ে একাবংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করা সত্বেও নিষ্কুৰ চন্দ্রবংশের সেবা ব্যাপার ছিল। যাদব পাণ্ডবকুল সনন্তরকে অভিভাবক জানিয়া নিষ্ক বৈষ্ণবগণের সহিত যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করেন উহাই মৌভারতেরযুদ্ধ। ইন্দ্রপ্রস্থে বৈষ্ণবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যাঘাতকারী দুর্ব্বা কৌশলা আশ্রিত সম্প্রদায় যে প্রকার ভাগবত বিরোধ করিয়াছিল তথাপি আজও ভাগবতের ধারায় শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে প্রবাহিত থাকায় উহা প্রাক্তন বিচারানুসারে ধ্বংস করাই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়। একদিন সমীকের গলদেশে মৃত সর্প আরোপ করিতে গিয়া শ্রীভাগবত প্রচার এবার ৭ দিনের জন্যই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। অধিক দিন প্রচার করিতে পারে নাই। কিন্তু হে বিদ্ধভক্ত সাধুগণ! তোমাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, সেই ভাগবত-ধারা শেষভক্তগণের নিকট গৌড়ীয় আজ ৭ বৎসর কাল ভাগবত কথা চালাইতেছে এবং আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে সুতরাং সকল

দলবদ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্য বিরো সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি জানাইয়া তাহাদিগকে এই গুরুশাসককে যত প্রকারে পারস্য দমন করিবার সঙ্কল্প করে। অন্তটা সার্বিক ঐতিহ্যের উপর যে শ্রীধাম মায়াপুর প্রতিষ্ঠিত যাহার ... কাটাতে আশ্রয় করিয়া ... আমাদের ভাবি পা... সাহায্য করিতেছেন, ... বিদ্বু ৫টেমেন্ট নির্বাচন ... পারিলে রাষ্ট্র কাকুর ... চালাইতে পারিব। ... দাস, বাঁধা, ছন্দো ... সাহায্য একমাত্র আমাদের নিজে আবশ্যক হইবে। যাহাতে বৈদিক সেবার কথা জগতে কাহারও কানে প্রবেশ না হয়, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নতুবা বৌদ্ধ সমাজ অধঃপাতে যাইতে চলিল। যদি সনাতন ধর্ম প্রবর্তা লাভ করে, তাহা হইলে আমাদের সনাতন বৌদ্ধ ধর্মে আর আর লোকে আঁকিতে পারিবে তাহা হইলে আমাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভ আশাকল্প বৌদ্ধধর্ম প্রচার লাভ না করিয়া মুখড়াইয়া যাইবে। লোকে আমাদের অপপ্রচার সকল ধরিয়া ফেলিবে। এই সকল কার্য যাহাদের সাহায্য আমরা বাঙ্গলাদেশে ও অন্যান্য দেশে কয়েক বৎসর হইতে পাইয়া আসিতেছি তাহারা যেন আমাদের ১৩০০ সংখ্যা পুস্তকের জন্য পশ্চাৎপদ না হয়। একদিন বীরভদ্র প্রভুর সময়ে ১২০০ ন্যাড়া ও ১৩০০ নেড়ী বৈষ্ণবধর্মের পোষাকে সনাতন ধর্ম উন্মাদিত করিয়াছিল। আমরাও এখন এই ১৩০০ লোক যোগদান করিলে আমাদের ১৩০০ ন্যাড়া ও ১২০০ নেড়ী থাকিয়া যাইবে। আমরাও একটা শুদ্ধ-ভক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য আবরণ করিতে পারিব। সুতরাং ভাই ... সকল ও নবদ্বীপে অগ্রসর হও, আমরা একটা বৌদ্ধ পার্লামেন্ট করিয়া ... তাহাদিগকে জব্দ করিব, ... সাহায্য করিব ও তাঁহার

ভক্তজীবনী

এই অলৌকিক পুণ্য ... স্বর্গধামনি এক বৈরাগ্য-মণ্ডিত মহাজনের পবিত্র জীবনের কাহার মধ্যে কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র। ... ভক্তপ্রসিদ্ধ লোকের লেখনী হইতে দিনাজপুর নৃপচন্দ্র স্বনাম প্রসিদ্ধ বাবু ... রায়বাহাদুরের চরিতকথা হইতে সম্পাদক কর্তৃক একত্র গ্রথিত হওয়ায় এই পুস্তকাকার লাভ করিয়াছে, আমরা এই জ্ঞানযুগে অলক্ষিতপূর্ব এতাদৃশ প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষির পুণ্যকাহিনী দ্বারা পবিত্রীকৃত এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। আশা করি, প্রত্যেক উন্নতিকামী ব্যক্তি এই গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আত্মচরিত্র গঠনের উপাদান প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইবেন।

বর্তমানকালে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজ চরিত্র সংরক্ষণ পক্ষে একান্ত উদাসীন, এমন কি, শতকরা প্রায় শত জনই এই প্রকার অপবাদের আসামী হইবার যোগ্য হইয়া পড়িতেছেন। সংকুলে জন্ম, বিপুল সম্পত্তির অধিকার সদ্‌বিদ্যা এবং প্রভুত্ব প্রভৃতি বিষয়ের একটী মাত্র পাইয়াই উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক হওয়া আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। এই রাজর্ষি প্রবরে তাহার সমস্তগুলির সমধিক প্রভূত পরিমাণে সংঘটিত হইলেও শাস্ত্রোক্ত যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ দেখাইয়া কলিহত জীবগণের মঙ্গল কামনায় তিনি দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গীতোক্ত অনাসক্তির মূর্তবিগ্রহস্বরূপ রায় সাহেব একান্ত কৃষ্ণৈকচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদবোধে প্রজারঞ্জন ও বৈদিক গৃহস্থোচিত কার্যাবলীর গুরুভার সানন্দচিত্তে বহন পূর্বক মহাজন চরিত্রের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার যৌবনেই ভোগাবকাশ, অলৌকৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও অমায়িকতা, সৌজন্য, আশ্রিত-বাৎসল্য, সুকৌশলে প্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা প্রজানির্বিশেষে প্রকৃতিরঞ্জন, দেবদ্বিজ-অতিথিসেবা, প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা পরিহরি লোকহিতে বদান্যতা সর্বোপরি বহুবাদিত্ব পূণ্য কার্য্যে অক্লান্তভাবে নিয়োজিত থাকিয়াও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ কথিত নব বিধা ভক্তির অনুষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। তাহাতেও আবার তিনি কেবল গোঁড়ামি করিয়া কেবল প্রাচীনকালের অনাবশ্যক আচারেই আবদ্ধ ছিলেন না। আধুনিক সময়োপযোগী ব্যবহারগুলি কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া জগতের বহু উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

সংসারের সর্বপ্রকার আবিলতার মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার সদ্বৃত্তি নিচয়ের দৃষ্টান্ত আধুনিক কালে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। তিনি ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণের একমাত্র আধার ছিলেন। নিতান্ত বালকের নিকটেও তাঁহার তৃণাদপি সুনীচ ভাব ও প্রত্যেক আগন্তুকের প্রতি বিনয় যোগ্য সম্মান প্রদান ও তাহার সহিত সবিক সদালাপ প্রধান লক্ষ্য বিষয়। একবাক্যে তিনি আদর্শ চরিত্র প্রদর্শনার্থই এই নরধামে সপ্তসপ্ততি বর্ষকাল বর্তমান থাকিয়া লোকসমক্ষে ঐহিক ও পারত্রিক কর্তব্যানুষ্ঠানের গৌরব উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি লোকশিক্ষার্থ কুলধিশেষ অঙ্গীকার করিলেও সকলেরই শিক্ষকরূপে বরণীয়।

আমরা তদীয় সুযোগ্য আত্মজদ্বয়ের নানা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে তদনুরূপ গুণাবলীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া আরও সুখলাভ করিতেছি। শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাঞ্জ এম, এ মহোদয়ও তদীয় জনকের গুণাবলীর অনুশীলন দ্বারা অত্যধিক উজ্জ্বল্য সাধন করিতে যে প্রকার যত্নশীল হইয়াছেন তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শুভ আকর্ষণে ক্রমশঃ তিনি মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সফলতা মণ্ডিত করিতে পারিবেন।

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্বপ্রকাশিত ৮১ সংখ্যার পর)

৬। মুক্তি তত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এস্‌সি, বি, টি,)

মাতৃগর্ভে সন্তানের অধিষ্ঠানে সন্তানের আত্মবিলোপ ঘটে না বটে কিন্তু সন্তানের মাতৃসেবারূপ ধর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। সন্তান মাতাকে আর সেবা করিতে পারে না। অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিলে তাহাকে ঘৃতের আত্মবিলোপই সাধিত হয় এবং সেবা বন্ধ হয়। এই উভয়বিধ মুক্তিতেই জীবের স্বধর্ম কৃষ্ণসেবা বাধা প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণবগণ এইরূপ মুক্তির কামনা করেন না, যাহার প্রাপ্তিতে জীবের স্বরূপবৃত্তির লোপ হয়। বৃত্তির নাশেই সত্তার নাশ সূচিত হয়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কিন্তু এইরূপ কোন অর্থে 'প্রবেশ' 'লীন' প্রভৃতি শব্দের অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (গীতা—১৮।৫৫) —শ্লোকের 'বিশতে' শব্দের ব্যাখ্যায় বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য রচয়িতা বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—'বিশতে মযা সহ যুদ্ধ্যতে পুরং প্রবিশতীত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে ন তু পুরস্বাত্মকত্বম্।' একটী লোককে দূর হইতে কোন গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলে মনে হয় যে গৃহ হইয়া গেল, বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নয়। সেইরূপ মায়িক জগৎ হইতে একটি মায়ামুক্ত জীবকে দৃষ্টি করিলে মনে হয় তাঁহার সত্তার বিলোপ হইল, বস্তুতঃ তাহা নহে; তিনি সেই অপ্রাকৃত রাজ্যে গমন করিয়া কৃষ্ণের পার্ষদরূপে তাঁহার সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকেন। "মাং বিশতে" শব্দে চিজ্জগতে প্রবেশই বুঝিতে হইবে।

"অহমেবাসমেবাগ্রে————

(ভাঃ ২।৯।৩২) চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ একবাক্যে সৃষ্টির পূর্বে ভগবানের সপার্ষদ বর্তমানতা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—"ভগবানেব আসেদম্।" "অত্র বৈকুণ্ঠতৎপার্ষদানামপি তদুপাঙ্গত্বাদহং পদেনৈব গ্রহণং রাজাসৌ প্রয়াতীতিবৎ। অতস্তেষাঞ্চ তদ্বদেব স্থিতির্বোধ্যতে।

শ্রীধর স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা—"তত্র প্রলয়ে ইমং পরমেশ্বরং শয়ানং পরমেশ্বরং শয়ানং রাজানমিব চামরগ্রাহিণঃ কে উপাসীরন্ কে বা তমনুশেরতে শয়ানমনুস্বপন্তু" ইত্যেষা।

কাশী খণ্ডেঽপ্যুক্তং—"ন চ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ॥

'অহমেবাসম্' বাক্যে একাকী ভগবানের অবস্থিতি বুঝায় না। প্রলয়েতেও তাঁহার ভক্তের লয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং "ঐ রাজা যাইতেছেন" বলিলে যেমন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রক্ষী, ভৃত্য, পার্ষদ ও অমাত্যাদিরও গমন বুঝায়, সেইরূপ "ভগবান্ ছিলেন" বলিলে তাঁহার সহিত তাঁহার ধাম বৈকুণ্ঠ এবং পার্ষদ ভক্তগণেরও অবস্থান বুঝিতে হইবে 'আসমেব' এই পদে ভগবানের সৃষ্টি কার্য্য প্রতিষিদ্ধ হইলেও তাঁহার নিত্য পার্ষদগণের সহিত বিহাররূপ অন্তরঙ্গ লীলা প্রতিষিদ্ধ হইল, তাহা নহে।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।" ছাঃ ৬।২।১ শ্রুতির ব্যাখ্যায় মায়াবাদিগণ 'অদ্বিতীয়' শব্দ দ্বারা সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদশূন্য ব্রহ্মের নির্দেশ করাতে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য "ইত্যত্রাদ্বিতীয়পদেন সজাতীয়াদি ভেদশূন্যাঙ্গীকারে কথং তাদৃশস্য জগদ্ব্যাপারঃ" বলিয়া এক আপত্তি উঠাইয়া অসীম পাণ্ডিত্যবলে, মায়াবাদীর এরূপ নির্বিশেষ সিদ্ধান্তকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন।

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ' 'একত্বমনুপশ্যতো' প্রভৃতি বাক্যে অদ্বয়জ্ঞানেরই কথা বলা যাইতেছে। ভগবান্ শক্তিমান্ এবং জীব জগৎ তাঁহার শক্তির পরিণাম। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই শ্রুতি বাক্যানুসারে সদসৎ যাহা কিছু সব তিনি। এই অদ্বয়জ্ঞান লাভ করিলেও জীব শোক ও মোহ প্রাপ্ত হয় না। জীব জগৎ সৃষ্টিরূপ শক্তির পরিণাম কার্য্যে শ্রীভগবান্ অনুগত করিয়াও স্বীয় সত্তা অবিকৃত রাখিয়াছেন। ইহাতেও "জীবই ব্রহ্ম" রূপ ঐকাত্ম্যতা সূচিত হইতেছে না।

মায়িনন্তু মহেশ্বরঃ' শ্বেতাশ্বতরঃ অর্থাৎ
"যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ॥"

বেজবরুয়া মহাশয় এই অর্থে উপরোক্ত শ্রুতিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কোথায় এই ব্যাখ্যাটী পাইলেন লিখেন নাই। এই অর্থগ্রহণে বিষ্ণুকলেবরে প্রাকৃত বুদ্ধি আসিয়া পড়ে। ভগবান্ নির্গুণ মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়া সগুণ হয়, ইহা ভাগবতের সিদ্ধান্ত নহে। বেজবরুয়া মহাশয় কিন্তু বরাবর নন্দনন্দন কৃষ্ণের কলেবরকে প্রাকৃত জ্ঞান করিয়া অপর এক অপ্রাকৃত কৃষ্ণের কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। ঈশতত্ত্বের বিচারে আমরা তাঁহার এই ভ্রম অপনোদনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে এইমাত্র বলি যে, মায়া শক্তি দুই প্রকার, জড় শক্তি ও চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তির অপর নাম যোগমায়া। শ্রীভগবান্ প্রাকৃত রূপবিবর্জ্জিত হইয়াও নিত্য অপ্রাকৃত রূপবিশিষ্ট। মোক্ষধর্ম্মে শ্রীভগবান্ নারদকে বলিতেছেন,—

"রূপীতি হেতোর্দৃশ্যেত যথৈব প্রাকৃতজনঃ।
তথাসৌ দৃশ্যত ইতি ত্বয়া মাস্ম বিচার্য্যতাম।

অর্থাৎ রূপী বলিয়া যেমন প্রাকৃত ব্যক্তির নয়ন গোচর হয়, তদ্রূপ ভগবানও দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকেন, তুমি এইরূপ নিশ্চয় করিও না। ভগবান্ এই কথা বলিয়া রূপবান্ থাকিতেও আপনার অদৃশ্যত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর এতদ্দ্বারা স্বীয় স্বরূপের অপ্রাকৃতত্ব ও দেখাইয়াছেন।

মায়াশব্দেন কুত্রাপি চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে' অর্থাৎ কোনও কোনও স্থলে চিচ্ছক্তি বা যোগমায়ার অর্থেও শাস্ত্রকারগণ মায়া শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায়। যথা—

'স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ।
অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি
সনাতনম্॥'

চতুর্ব্বেদশিখা উপনিষদ বাক্য মায়ানাম্নী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি দ্বারা যুক্ত বলিয়া সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় বলা হয়।

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।' (ভাঃ ৩।২।১২)।

শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি গোলোকগত তত্ত্ব। গোলোকে ইহা আত্ম বা যোগমায়াবলে নিত্য প্রকটিত রহিয়াছে' এবং মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী এই মূর্ত্তিকে সেই মায়াবলেই প্রপঞ্চ জগতে প্রকটিত করা হইয়াছে। এই মায়াবলেই আবার এই মূর্ত্তি এই প্রপঞ্চ জগৎ হইতে অদৃশ্য হইবে ঈশ্বরে দেহ দেহীর ভেদ নাই

"ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ দেহী ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিচ্ছেদ॥"
(চৈঃ চরিতামৃত)

যে কৃষ্ণকে বেজবরুয়া মহাশয় মায়িক বলিতেছেন, সেই কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠের কৃষ্ণ। এইরূপে 'মায়িনন্তু মহেশ্বরঃ' বলিতে প্রাকৃতরূপবিশিষ্ট মহেশ্বর বুঝিতে হইবে।

'নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্' ভাঃ ২।৬।৩১—তিনি এই শ্লোকের বিবৃতি করিতেছেন—"ব্রহ্মের দুইটি *aspect* সগুণ ও নির্গুণ। মায়াতীত অবস্থা নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ এবং মায়া উপাধি অঙ্গীকার পূর্ব্বক যে প্রকাশ তাহা সগুণ বা সবিশেষ।" মায়াবাদিগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন সত্য, কিন্তু বেজবরুয়া মহাশয় ভাগবতে এইরূপ ব্যাখ্যার সমর্থক শ্লোক কোথায় পাইলেন? তিনি এই শ্লোকের পরের শ্লোকটির অর্থ বিচার করিলে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। শ্লোকটি যথা—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি
ত্রিশক্তিধৃক্॥"

—দুইটী শ্লোকের অর্থ এইরূপ। ব্রহ্মা সেই বিরাট পুরুষের বিভূতি কীর্ত্তন প্রসঙ্গে নারদকে বলিতেছেন,—হে নারদ, ভগবান্ নারায়ণেই এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত; ভগবান্ স্বতঃ অগুণ (প্রাকৃতগুণ-বর্জ্জিত) থাকিয়াও সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাদিরূপে মায়ার দ্বারা মহৎগুণসকল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হরির নিয়োগমতে আমি সৃজন করি, তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া শিব এই বিশ্বের সংহার করেন, ত্রিশক্তিধর (ত্রিগুণ মায়া শক্তিধর) সেই হরি পরমাত্মারূপে বিশ্বকে পালন করেন

এখানে তিনি কোথায় বিশেষত্ববর্জ্জিত ব্রহ্মের সন্ধান পাইলেন? যিনি ব্রহ্মা হইতে পারেন সেতু হইতে পারেন, তিনি কি কখনও বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইতে পারেন? এইরূপ বিশেষত্ব বর্জ্জিত ব্রহ্মের ভক্তি মুক্তি লাভের পর বেজবরুয়া মহাশয় কিরূপে করিবেন? ভগবানের সহিত ভক্তের নিত্য বর্ত্তমানতা কি ভগবানের নিত্য সবিশেষত্ব সপ্রমাণ করে না? বেজবরুয়া মহাশয় কষ্ট কল্পিত ব্যাখ্যায় সাধারণ বুদ্ধিরও বাহিরে যাইতেছেন। যিনি ইচ্ছাময়, ক্রিয়াময় তিনি নিত্য বিশেষসম্পন্ন। ভাগবতে কি কোন শাস্ত্রে তিনি নির্ব্বিশেষ ভগবানের সন্ধান পাইবেন না স্থির জানিয়া রাখুন যদি তিনি মুক্তিলাভের পর ভগবান্ খোঁজেন তবে সেই ভগবান্ নিত্য সবিশেষ তত্ত্ব প্রাকৃতরূপ ও গুণবিবর্জ্জিত হইয়াও অপ্রাকৃত রূপগুণ বিশিষ্ট। আর যদি ভগবানের নির্ব্বিশেষত্ব কল্পনা করেন, তবে গোস্বামীজি ভাগবতের পবিত্র অঙ্গে অধিককাল হস্তার্পণ না করিয়া নিজকে মায়াবাদী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবার সৎসাহস প্রদর্শন করেন। ভাগবত বৈষ্ণবের পাঠ্য, মায়াবাদীর নহে।

শঙ্করদেব প্রকৃষ্ট নির্ব্বিশেষবাদী ও ঐকাত্ম্যতা মুক্তি কামী। ইহা তাঁহার এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের বাক্য দ্বারা সপ্রমাণিত হইবে। আমরা এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছি। এইখানে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব

ভকত কৃপালু, রঙ্গে এই বুলি,
ঘুচাবা সবাকো মায়া।
নিজ ব্রহ্মরূপ, পাইল প্রকাশ,
সবাকো লুকাইল কায়া॥"
(কীর্ত্তন ঘোষা)

—এই পদে ঐকাত্ম্যতারূপ সাযুজ্য মুক্তির কথা স্পষ্ট। কৃষ্ণের এইরূপ ছাড়া আরও একটি রূপ আছে, তাহা ব্রহ্মরূপ মায়া মুক্ত জীবের ব্রহ্মভাবে অবস্থান স্বীকার না করিলে "কায়া লুকাইল" পদের অর্থ হয় না।

নামক নামে সঙ্গে, নামক নামে লাজ,
নামক নামে করে সেই;
নিজনাম লই, কীর্ত্তি তার গায়,
ইহাক না জানে কেউ॥'

শঙ্করদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত ঠাকুর আতার এই উক্তিতে ঐকাত্মিকা মুক্তি যে এই সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না; উক্তিটির অর্থ এই—জীব যতক্ষণ আপনাকে জানিতে পারে না যে, সে ব্রহ্ম। সে ব্রহ্ম হইয়াও ব্রহ্ম নাম জপ করে এবং অন্তে ইহার দ্বারাই মুক্তি লাভ করে।

মুক্তি ব্রহ্মভাবে অবস্থান ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং 'লীন,' প্রবেশ, মুক্তি, যত শব্দ এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাদের অর্থ ঐকাত্ম্যতা বা সাযুজ্যমুক্তির অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি বলা হয় যে, মুক্তির নিন্দাও তো এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থে দেখা যায়। ঠিক, থাকিবেই তো। ভক্তির সাধনকালে ভক্তির ব্যভিচার আশঙ্কায় শিষ্যবর্গকে মুক্তির কামনা বা অন্য কোন কামনা করিতে মায়াবাদিগণ নিষেধ করিয়া থাকেন। যদি বলা হয় তাঁহারা তো বৈকুণ্ঠে ভক্তির অবস্থান স্বীকার করেন? ইহাও ঠিক। তাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে প্রপঞ্চজগৎ পর্য্যন্ত প্রকটিত সমস্ত সত্ত্বার ও নামের মায়িকত্ব কল্পন করিয়া এক বিশেষত্ববর্জ্জিত নির্গুণ ব্রহ্মের অবস্থান কল্পনা করেন, যিনি কোন ধামবাসী বা গুণবিশিষ্ট বলিয়া চিহ্নিত হইবার যোগ্যতা রাখেন না। এইরূপ বিশেষত্ববর্জ্জিত অবস্থায় আমি প্রভু, এ আমার দাস, আমাকে সেবা করে এবং আমি তার সেবা গ্রহণ করি, এই ত্রিপুটির বিনাশ সাধিত হয়; কেননা এই ত্রিপুটীর বর্ত্তমানে, কোন সত্তাই বিশেষিত হইবার যোগ্যতা হারায় না। এই ত্রিপুটির বিনাশকেই সোঽহং ভাব বলে। ইহারই নাম নির্ব্বিশেষবাদ, ইহারই নাম মায়াবাদ, ইহাই শঙ্করদেবের বাদ, ইহাই বেজবরুয়া মহাশয়ের বাদ। শঙ্করাচার্য্যের বাদ যে ন্যায়ে কাল্পনিক প্রমাণিত হয় ঠিক সেই ন্যায়ে শঙ্করদেবের বাদও কাল্পনিক প্রমাণ হইবে। একটু নিরপেক্ষ আলোচনার প্রয়োজন।

প্রচার প্রসঙ্গ

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার এবং ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের কলিকাতা শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ যথাক্রমে বেলেঘাটা এবং বালিগঞ্জে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই উভয় স্থানের শ্রোতৃমণ্ডলী পাঠ শ্রবণে অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছেন। বালিগঞ্জের শিক্ষিত সম্প্রদায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ তত্ত্বপূর্ণ পাঠ জীবনে কখনও শুনেন নাই। স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্নিহিত সত্যবাণীসমূহ তাঁহাদের নিকট সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

হরি হে!

আমি অপরাধী জন, সদা দণ্ড্য ভয়ঙ্কর,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
ভীম ভবার্ণবোদরে পতিত বিষম ঘোরে,
গতিহীন গতি-অভিলাষী॥
হরি! তব পাদপদ্মে, শরণ লইনু ভয়ে,
কৃপা করি কর আত্মসাৎ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই,
তুমি তার রক্ষাকর্ত্তা নাথ॥ ২॥
প্রতিজ্ঞাকে করি' ভর ওহে নাথ প্রাণেশ্বর!
শরণ লইল এই দাস
সেবক-বিনোদ গায়, তোমার যে রাঙ্গা পায়,
দেহ দাসে সেবার বিলাস॥

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। ভক্ত্যাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ১০, । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, , অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮, ।

৪০ অধ্যায়পর্যান্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল ; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত
শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য ; ষাণ্মাসিক ১॥০ ; সাপ্তাহিক ৴০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩,
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৵৩, ৬॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২,
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২,
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়ীয়ভজনপারক্রম-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃত (পত্র সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২,

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcua

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৬

বিষয়িগৃহে সাধু

আমরা লোকশিক্ষক আচার্য্যলীল শ্রীমন্মহাপ্রভুর গম্ভীর চরিত্র মধ্যে দেখিতে পাই, তিনি প্রতি পাদক্ষেপে জীবগণের প্রতি করুণা অশেষবিধ উপদেশ প্রকটিত করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়া অবস্থানকালে তাঁহার মহান যশঃসৌরভে আকৃষ্ট সুবৃহৎ উড়িষ্যা প্রদেশের মহারাজ সম্রাট্ গজপতি শ্রীল প্রতাপরুদ্র দেব অতীব বিনম্রভাবে একবার মাত্র দর্শন প্রার্থনা পূর্ব্বক শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত হইয়াও সশঙ্কচিত্তে অন্য প্রার্থনাপূর্ব্বক জগন্নাথ-সেবক জনৈক নরপতির সেবকরূপে প্রত্যাশা জ্ঞাপন করিলে তিনি কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া 'নারায়ণ' স্মরণ করিলেন। অতঃপর সুদৃঢ়স্বরে সার্ব্বভৌমকে উদ্দেশ করিয়া লোকশিক্ষার্থ বলিলেন, 'বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন। স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥' 'আবার ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইতে যাহাদের একান্ত অভিলাষ রহিয়াছে, অতএব ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন; তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ীর অবলোকন ও যোষিৎসঙ্গদর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষাও গর্হণীয়। বিষয়িগণ কালসর্প সদৃশ; যেরূপ কাষ্ঠময়ী নারীপ্রতিমা স্পর্শ করিলেও চিত্তের ক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে, তদ্রূপ ভক্তোত্তম হইলেও রাজ-দর্শনে বিরক্ত ব্যক্তিরও অনর্থ জন্মিতে পারে।' অতএব ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে। কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে॥'—স্বতন্ত্র ঈশ্বরের এই বাক্য শ্রবণে ভট্টাচার্য্য অতীব শঙ্কিত হইলেন এবং সংচিন্তাকুলে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

জীবগণ অনাদিভোগবাসনাক্রমে কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া নিরন্তর উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমিত হইতে হইতে দৈবাৎ ভগবদ্ভজনের মূলস্বরূপ সুদুর্লভ নরদেহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পশ্বাদি ইতর প্রাণিগণ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিলাভ করিয়া চৈতন্যের দুর্ব্বলতার ফলে নানাবিধ কল্পিত ভোগে অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন মাতৃগর্ভে অসহ্য যন্ত্রণাভোগকালে অঙ্গীকৃত ভগবদ্-ভজনের কথা একান্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। তন্মধ্যে যাঁহাদের কিয়ৎ পরিমাণ সুকৃতি সঞ্চিত থাকে, তাঁহারা ভগবদ্ভজনের পর্য্যায় সোপানস্বরূপ ব্রাহ্মণাদি স্বভাব প্রাপ্ত হন। তত্তৎস্বভাবানুযায়ী বর্ণসেবানুকূল কর্ম্ম করিয়া তাঁহারা ক্রমে কর্ম্মফলের বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিলে ভগবদিচ্ছায় ক্রমে নিত্যধামে নিত্যসেবা লাভ করিয়া ধন্য হন। কিন্তু ভোগবাসনা যাহাদিগকে যে পরিমাণে পরাভূত করিয়া ফেলে, তাহারা সেই পরিমাণে বিষয়াসক্তির সহিত কর্ম্ম, যোগ, বা জ্ঞানের চেষ্টা করিয়া বিমুখমোহিনী মায়াদেবীর দ্বারা অনন্তকাল ত্রিতাপের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে থাকেন। স্বর্গাদির সুখভোগের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় যোগৈশ্বর্য্য বা জ্ঞানের ফল ব্রহ্ম-সাযুজ্যাদিও কৃষ্ণভক্তি [illegible] কোনো আচরণীয়া স্বরূপশক্তি [illegible]; বরং অনর্থ কর্ম্মদ্বারা নৈষ্কর্ম্মলাভ করিলেও কদাচিৎ সাধুকৃপায় উত্তমশ্লোক ভগবানের আশ্রয় করিয়া বহুকালেও স্বরূপ-সম্প্রাপ্তি দ্বারা নিত্য-সেবানন্দের সাগরে অবগাহনের সুযোগ আসিবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাহারা ভোগপরায়ণ বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সাযুজ্য-প্রয়াসী জনগণ প্রকৃত মার্গের অত্যন্ত বিপরীত ভাবে ধাবিত হওয়ায় তাহাদের উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত হইয়া যায়।

এবংবিধ মানবগণ কেহ বা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মফল-প্রয়াসী হইয়া শাস্ত্র-শাসনে চালিত হন, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সর্ব্বদা স্মৃতিপথে না থাকায় নিরন্তর মার্গভ্রষ্ট হইতে থাকেন। কালপ্রভাবে নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তিতাড়নে ক্রমে অকর্ম্ম, বিকর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলে তাঁহাদের অবর-যোনী প্রবেশের সোপান লাভ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আবার বহির্ম্মুখগণের মধ্যে অধিকসংখ্যক শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পাপাচারের ফলে লোকসমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়া অনন্তকালের জন্য কঠোর শাসন-প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া পড়েন। ভুবনে বিশৃঙ্খলা-হেতু নানাপ্রকার বিপত্তিতে অভিভূত হইয়া জীবপুঞ্জ ভীষণ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে থাকিলে তাহা হইতে মুক্তির উপায় দেখিতে না পাইয়া অসত্তে সদ্বুদ্ধি দ্বারা আরও অধিকতর দুঃখের আহ্বান করিতে থাকে। এই প্রকারে ধরিত্রী সমস্ত জীবের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক ধরিত্রীর এই প্রকার অবস্থায় এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার উপায় কি? শ্রীভগবান স্বমুখে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মপথে গ্লানি দ্বারা জীবগণের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া বা আমার নিজজন সাধুগণকে অবতারণ করাইয়া তাহাদের দুরবস্থা মোচন করিয়া থাকি। এই সাধুগণই জগতের পতিত জনগণের প্রকৃতমার্গনির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় করিয়া থাকেন। অন্য প্রকার অভিলাষ না থাকায় এবং একমাত্র ভগবানকেই রক্ষকরূপে বরণ করায় তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই শান্ত ও [illegible] হন। তাঁহাদের [illegible] সংরূপে পরমেশ্বর সঙ্গ রহে, সুতরাং সাধারণ বদ্ধজীবের ন্যায় অশান্তি কোথায়? তথাপি যে বিষয়ীর অন্নাদির সঙ্গে মুক্তির পথে অন্তরায় স্বরূপ পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, তাঁহারা সেই বিষয়ীর গৃহে সঞ্চরণ করেন কেন? শাস্ত্র বলেন—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণবিমুখ গৃহব্রত ব্যক্তিগণ সমগ্র ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিপতি ভগবানের আশ্রয় অঙ্গীকার না করায় অতীব দীনচিত্ত হইয়া থাকে। তাহারা সতত নানা ক্লেশে অভিভূত হইয়া নিশ্চিত শ্রেয়ঃ নিত্যমঙ্গল কি প্রকারে, অধিকন্তু তাহা খুঁজিয়া পায় না। তাহাদের শ্রীকৃষ্ণমার্গের মধ্যে ক্লান্তি নির্দ্দেশ করিয়া সৎপথে চালিত করিবার জন্য সাধুগণ তাহাদিগের গৃহে গমন-ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। সাধুগণ মুক্তপুরুষ, তাঁহাদিগের পতনাশঙ্কা নিতান্ত অসম্ভব ভগবৎপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য প্রকার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হৃদয় কলুষিত না করায় অন্য কোন কারণে তাঁহারা লোকালয়ে গমন করেন না। শ্রীচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে—

মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

এই দীনবৎসল সাধুগণ সর্ব্বদা শ্রৌত-বাণী শ্রবণ দ্বারা আত্মকল্যাণ গ্রহণ করাইতে নানাবিধ প্রয়াস করিলেও প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অধর্ম্মরত থাকিয়া ক্লেশভোগী মানবগণ দুর্বুদ্ধির প্রেরণায় মনে করে, সাধুগণ তাহাদের ন্যায় অপেক্ষাযুক্ত অতএব কোন প্রকার স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে তাঁহাদের এই প্রকার প্রয়াস। অতএব তাহা শ্রবণ করিতে তাহারা সাধুগণের নিকট আগমন করিতে আদৌ চেষ্টা করে না। কিন্তু কৃপাপারাবার শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্ত পুরুষগণ এই প্রকার দীনচেতা জীব-বর্গের ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া নানা প্রকার অসুবিধাসত্ত্বেও তাহাদের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিত্যকল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রথমে পরীক্ষণ করেন যে, মানব সর্ব্বনাশক ধর্ম্মপথ কতদূর ধারণ বা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। পরে তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া শ্রেষ্ঠমার্গ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারাই সাধুগণের উদ্দেশ্য ধরিতে পারিয়া তৎ-প্রদর্শিত মার্গে আত্মকল্যাণ অন্বেষণ করিতে ধাবিত হন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদিগকে চিনিতে না পারিয়া নিজবুদ্ধির পরিচয়স্বরূপ বক্রদৃষ্টিযোগে তাঁহাদের উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহারা অন্ধতামিস্র প্রভৃতি স্থানে যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হন।

দৈববাণী

(প্রথম বিভাগ)

মানবমাত্রেই যিনি যেখানে আছেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অসংখ্য সুকৃতিবলে জীবনের কোন এক অংশে **হরিভজন জিজ্ঞাসাটা কি?** [illegible] তদ্বিষয়ক সুকৃতির পরিমাণানুযায়ী চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেই চেষ্টা বা ভাগ্যানুযায়ী কেহ বা সৎ সাধুর দর্শন, সঙ্গ বা কৃপা লাভ করেন। আবার কেহ বা সুকৃতির অভাবহেতু রাবণের ন্যায় সাধুর বেশধারীর দর্শন, সঙ্গ বা তদনুরূপ কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় রাবণের ন্যায় সাধু বেশধারীর দর্শন বা সঙ্গ যাহাদিগের লাভ হয়, তাহাদিগের কথা সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ বাড়াইবার বিশেষ আবশ্যক হইবে না। কারণ যাঁহারা সত্য সত্য সাধু ও বুদ্ধিমান, তাঁহারা কপট ও সাধুবেশ-ধারীর দর্শনমাত্রেই তাহাদিগের ক্ষুদ্র মলিন অন্তরের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া ও নিজের সময়ের মূল্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদিগের মহামূল্য ভজনের সময়ের সদ্ব্যবহার নিমিত্ত কপট সাধুবেশধারীদিগকে তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষিত বাহ্যিক প্রতিষ্ঠা দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বিদায় দিয়া থাকেন। কিম্বা কখনও উক্ত কপট সাধুবেশধারীদিগের প্রতি বহু কৃপাপরবশে তাহাদিগের ভাগ্যদোষে শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং যাহারা কপট সাধু বা অসাধু, তাহারা তাহাদিগের নিজেদের কথা ত' বুঝিতেই পারে; পরন্তু তাহাদিগের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট অসৎ লোকদিগের দর্শনেও তাহাদিগকে সমজাতীয় বলিয়া বুঝিতে পারে। চোর যেমন চুরি করিবার সময় উপলব্ধি করিতে পারে যে, আমি সৎকার্য্য করিবার পরিবর্ত্তে অসৎ কার্য্য করিতেছি, তথাপি যেমন সে তাহার চৌর্য্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না বা অপর একটী চোরকেও দেখামাত্রই তাহাকে চোর বলিয়া সাধুর নিকটে ধরাইয়া দিতে সাহসী হয় না, কারণ সে জানে সেই চোরটীকে ধরাইয়া দিতে গিয়া সে যদি নিজে ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহারই স্বার্থের ব্যাঘাত হইবে। সেই-

হেতু তাঁহাকে [illegible] দিবার পরিবর্ত্তে তাহারই সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া যেমন সে আনন্দ ও সুখ অনুভব করে, সেইরূপ তথাকথিত সাধুবেশধারীর অভিনিবিষ্ট জীবকুল নিজ নিজ পাণ্ডিত্য দোষ জন্য থাকিয়াও সাধুর নিকটে স্ব স্ব স্বরূপ-পরিচয় গোপন করিয়া সাধুর অভিনয়ে অপরাপর ভজনোন্মুখ জীবসমূহকে ঐরূপ দোষে দুষ্ট করিবার-পথ না হইয়া থাকে!

এইরূপে [illegible]র ভজন-প্রয়াসী জীবসমূহ সাধুর আশ্রয়ে ভজন করিতে আসিয়া একটী সিঁড়ি উঠিতে না উঠিতেই তন্মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগের দুর্দ্দৈববশতঃ নিজেকে খুবই বুদ্ধিমান বা ধ্যাড়ভাঙ্গাড় সাধু বলিয়া গর্ব্ব করেন। যেমন সংকীর্ত্তন ঢাকের শব্দ শ্রবণমাত্রই সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তক হইয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে আমরা যখন একবার সাধু বলিয়া জগতের ব্যবহারিক লোকে প্রতীয়মান হইয়াছি, তখন আমরা যাহাই কিছু করি না কেন, তাহাই সাধুকার্য্য অতএব আমরা যতই অসতের সঙ্গ করি না কেন আমরা তাহাদিগের দ্বারা কিছুতেই অধঃপাতিত হইব না; বরং সেই অসৎ ব্যক্তির যাবতীয় মনের কথা আমি বাহির করিয়া জগতের সম্মুখে বাহাদুর সাজিব। এইরূপে সেই দুর্দ্দৈব বদ্ধ জীবকুল নিজের প্রাতিস্বিক পরিচয় না জানিয়া বা সাধুর সাধুতা বুঝিতে না পারিয়া স্ব স্ব ভাগ্যদোষে দুষ্ট হইয়া নিজের ভজনোন্নতির পথকে নিজেই কণ্টকদ্বারা আবৃত করিয়া থাকে; কিন্তু সাধুসঙ্গ যে কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময়েই আমি উন্মত্ত অবস্থা হইতেই সাধুর নিকটে থেকেও [illegible] স্বহস্তে রান্না করিয়া তাঁহাকে [illegible]করিয়াছি বা তাঁহার অথর্ব অবস্থায় তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছি বা তাঁহার মল মূত্রাদি আমি স্বহস্তে স্থানান্তরে ফেলিয়া দিয়াছি কিম্বা সেই সাধু বড় কৃপাপরবশে যখন আমাকে তাঁহার নিকটে থাকিয়া সঙ্গ দান করিয়াছেন, তখন আমা হইতে জগতে আর বড় সাধু থাকিতে পারে? কিম্বা আমি যখন দীর্ঘকালব্যাপী সাধুসঙ্গে অবস্থান করিয়াছি—সাধুর ক্রিয়ামুদ্রা দেখিয়াছি, তখন আমি নিশ্চয়ই সাধুর বাহ্যাচরণ দেখিয়াই তাঁহার সাধুত্ব নিজ অণুজ্ঞানের মাপকাঠিতে মাপিয়া লইয়াছি,—কারণ আমিও একটি যে কোটী নই ইত্যাদি অভিমান দোষে দুষ্ট হইয়া এক শ্রেণীর লোক পতিত হইয়া থাকে।

সাধু যেমন অসৎসঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বা তাঁহার ভজনের মঙ্গল বাঁচাইবার জন্য চৈতন্যগতের বদ্ধজীবকুলকে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠাদানে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, তেমনি আমরাও সাধুর মহিমা লেশমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সাধুকে তাঁহার সম্মুখে মাত্র আমার কপট বক্তৃতা বা প্রীতিপ্রদর্শন দ্বারা নিজ নিজ ব্যাকুলতা বা ভাবুকতার পরিচয় দিয়া সাধুকে বঞ্চনা করিয়া জগতের পতিত জীবসমূহের সম্মুখে পচা শুষ্ক বা ফাঁপা বুকখানি ফুলাইয়া, বাহাদুর সাজিয়া স্ব স্ব ভজনোন্নতির পথে কুঠারাঘাত করিয়া থাকি।

কোন এক সময় একটী *Club House*এ কতকগুলি লোক বন্ধুভাবে আবদ্ধ হইয়া বাস করিত। তন্মধ্যে কোন একটী বন্ধু *Phthisis* রোগে আক্রান্ত হইয়া *Bed-ridden* হইয়া পড়িয়াছিলেন, যাহার নিকটে অন্যান্য বন্ধুগণ ভুলক্রমেও কখন যাইতেন না; কারণ তাঁহাদিগের ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল যে, যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বন্ধুর সমীপে যান, তাহা হইলে তাঁহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তাঁহারাও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইবেন; সেই সময়ে উক্ত বন্ধুদিগের মধ্যে কোন একটী বন্ধু নিজের সরলতাবশতঃ অপরাপর বন্ধুবর্গের নিষেধ বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া সেই যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বন্ধুর সঙ্গপ্রভাবে তাঁহারই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট বন্ধুরা একটু সাবধান হইলেন। কিন্তু তন্মধ্যেও একটী বন্ধুর উক্ত রোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার শরীরের লালিত্য বা পুষ্টতা দর্শন করিয়া তাঁহার রোগের কথা বুঝিতে না পারিয়া—অনায়াসে হাসিয়া খেলিয়া তাঁহারই সঙ্গ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কোন একটী হিতৈষী বন্ধু (যিনি উক্ত রোগ বুঝিতে পারেন এমন একজন ডাক্তার *Phthisis specialist*) হঠাৎ দূরদেশ হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার নিষেধবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ও তাঁহার উপদেশকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া তাহাদিগের মূর্খতাবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গসুখে মত্ত হইয়া থাকিতেন। এইরূপে ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া উক্ত ক্লাবের বন্ধুবর্গ যেমন যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছিলেন, তেমনি কোমলশ্রদ্ধ বদ্ধজীবকুল আত্ম-কল্যাণকথা বুঝিতে না পারিয়া—কিম্বা সাধুর উপদেশকে উক্ত হিতৈষী ডাক্তার বন্ধুর প্রদত্ত উপদেশের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া জীবিতাবস্থাতেই জগতে যত কিছু কঠিন রোগ আছে, তাহা হইতেও কঠিনতর অপরাধরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া ভেকের ন্যায় স্ব স্ব মৃত্যুকে অতি আদরের সহিত আহ্বান করিয়া থাকেন।

কাহারও শরীরে কোনও স্থানে *Gangrene* রোগে আক্রান্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে সেইস্থান বা তৎসংলগ্ন স্থান অস্ত্রোপচার দ্বারা নিরাময় না করিলে যেমন তাহার সর্ব্বশরীরে উক্ত রোগ বৃদ্ধি পায়, তেমনি কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি-সকল অসৎ লোকের অপরাধময় সঙ্গ দ্বারা চিরজীবনের তরে পতিত হইবার পূর্ব্বে সাধুর উপদেশে অপরাধীর সঙ্গ সম্যক্ প্রকারে থুৎকারের বা মলমূত্রের ন্যায় পরিত্যাগ না করিলে তাহাদিগেও ঐরূপ *Gangrene* রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন যে—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু
সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি
মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
ভাঃ ১১।২৬।২৬

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮২ সংখ্যার পর)

৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত ও প্রচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী
বি, এস্‌সি, বি, টি,)

শ্রীচৈতন্যের মত ও প্রচারকে গর্হণ করিয়া বেজবরুয়া মহাশয় বলেন—

(ক) চৈতন্যের মত কেবলমাত্র ভাগবত ও গীতার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। তিনি রাধাভাবের অবতারণা করিয়া ভাগবতের বাহিরে গিয়াছেন। রজোগুণাত্মক শাস্ত্র—যেমন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ প্রভৃতি তাঁহার প্রধান অবলম্বন; অদ্বৈতবাদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার মত এক নূতন বৈষ্ণবী অদ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে।

(খ) সম্প্রদায়ের স্বীকার ভাগবত-বিরুদ্ধ। কৃষ্ণজ্ঞান কোন সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহঁনি সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া ধর্ম্মের নামে গুরুগিরি বা দোকানদারীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহা সঙ্কীর্ণতা।

(গ) চৈতন্য বেদপথ উল্লঙ্ঘনকারী, কেননা তিনি স্ত্রী, শূদ্রাদিকে শালগ্রাম ও বেদপাঠে অধিকার প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রৌতকার্য্যাদি বৈদিককর্ম্ম নিষেধ করিয়াছেন।

(ঘ) কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ ভাগবতের এই মত। শঙ্করদেব কলিতে সন্ন্যাসের বিরোধী, কিন্তু চৈতন্য সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিয়াছিলেন।

(ঙ) চৈতন্যের 'দ্বারে দ্বারে নাম দান' কার্য্য অশ্রদ্দধানে নাম-দান-রূপ নামাপরাধের অন্তর্গত।

(চ) বৈষ্ণব অভিমানশূন্য, তিনি কোনরূপ প্রতিষ্ঠার কামনা করেন না। চৈতন্য কিন্তু ইহার বিপরীত। তিনি কেবল অন্যের নিন্দার দ্বারা নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

(ছ) চৈতন্য চপলচিত্ত প্রকৃতির লোক। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া একটা যা তা করিয়া বসিতেন। হরিদাসের প্রতি দণ্ডবিধান এবং রামানন্দের একই প্রকার কার্য্যে সহানুভূতি তাঁহার এই প্রকৃতির নিদর্শন।

সত্যালোচনায় বেজবরুয়া মহাশয়ের প্রবৃত্তি আদৌ নাই। ক্ষুদ্র স্বদেশপ্রীতির আবরণের ভিতর দিয়া সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, বাগ্‌বৈখরীর সাহায্যে অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচার দ্বারা অনভিজ্ঞ সমাজকে আরও অধিক অন্ধকারে লইয়া যাইবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন দেখা যায়। তিনি যদি নিজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলিও একবার ভাল করিয়া পাঠ করিতেন, তাহা হইলেও তিনি এই বৈষ্ণব ও বিষ্ণু নিন্দারূপ মহাপাপ করিতে সাহসী হইতেন না। অভিসন্ধিমূলে অনভিজ্ঞ জনের প্রবৃত্তি-তাড়নায় বৈষ্ণবাগমশাস্ত্র এইরূপে বিড়ম্বিত হওয়া স্বাভাবিক। বেজবরুয়া মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রালোচনার পদ্ধতি দেখিয়া আমরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি। উত্তরপক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিব, তাহা তাঁহার বিচারে সব প্রক্ষিপ্ত এবং তাঁহার উদ্ধৃত বাক্যসমূহের তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত অর্থ সর্ব্ব সত্য। এইরূপ বিচারে সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত না হইয়া রুদ্ধই হয়। বিচারে তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষতা আশা করিতে না পারিলেও সত্যের প্রচারকগণের দাসত্বে আমরা এই সমস্ত অসৎসিদ্ধান্তের ভ্রান্তি প্রদর্শনে যৎসামান্য চেষ্টা করিব।

(ক) মহাপ্রভুর মত ভাগবতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই ভাগবত বেদ-কল্পতরুর পক্ক ফল। ভাগবত সর্ব্ববেদান্ত সার। যথা—

'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবত-
মিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ
ক্বচিৎ॥'
(ভাঃ ১২।১৩।১৫)

ভাগবতে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা বর্দ্ধিত। যথা গরুড় পুরাণে—

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-
বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।'

অষ্টাদশ পুরাণই বেদার্থ বিস্তার করিতেছে কিন্তু ভাগবত বেদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছে। এই পুরাণনিচয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হিসাবে ত্রিধা বিভক্ত। কতকগুলি হরির মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তন করে বলিয়া সাত্ত্বিক, কতকগুলি ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তন করে বলিয়া রাজসিক, আবার কতকগুলি অগ্নি, শিব ও দুর্গার মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তন করে বলিয়া তামসিক, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং হরিভজনের পক্ষপাতী লোক হরির মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কোন কথা রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাইয়া যদি গ্রহণ করেন, তাহাতে দোষ কি? কোন্ শাস্ত্রের উপর চৈতন্যের মত প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা আমরা জানি না। হরিভক্তি যদি বেদের তাৎপর্য্য হয় এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগণ যদি বেদার্থের বিবৃতি হয়, তাহা হইলে যেখানে হরিভজনের কথা দৃষ্ট হইবে, সেইখানেই চৈতন্যের মত রহিয়াছে বলিতে হইবে। চৈতন্যের মতকে কোন শাস্ত্রবিশেষে আবদ্ধ করিলে তাঁহার মতের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করা হইবে।

তিনি চৈতন্যদেবের নূতন বৈষ্ণবী অদ্বৈতবাদ প্রমাণ করিতে গিয়া নিজ সম্প্রদায়ের "কীর্ত্তন খোষা" হইতে নিম্নোদ্ধৃত পদটীর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"কতোজনী কৃষ্ণ হয়া বাজায়ে বংশী
তুলি।
কৃষ্ণময় হয়া কতো আনন্দেতে চলে॥
নকরিবা ভয় বুলি কতো গোপী মাতে।
মই কৃষ্ণ আছো কি করিব দুষ্টিগাতে॥

ইহা অদ্বৈতবাদ নয় আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। যদি বেজবরুয়া মহাশয়ের অর্থেই এই পদটি শঙ্করদেব রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অদ্বৈতবাদের প্রচারক প্রমাণিত হন। আমাদের বিশ্বাস গোপীর এই প্রেমোন্মাদে অদ্বৈতসিদ্ধির গন্ধ শঙ্করদেব পান নাই। অদ্বৈতবাদের প্রচারক শঙ্করাচার্য্য ভাগবতে অদ্বৈতসিদ্ধির কোন কথা পান নাই। বেজবরুয়া মহাশয়ের তাঁহাকে সাহায্য করিতে যাওয়া বৃথা।

মহাপ্রভুর "অচিন্ত্যভেদাভেদ" বাদ অদ্বৈতবাদ নহে। এবং 'ভেদ' 'অভেদ, এই সমস্ত শব্দ সাধারণ রূঢ়িতে *Contradictory* বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক বলিয়া বোধ হইলেও বিদ্বদ্রূঢ়িতে তাহা নয়। জীব ও ঈশ্বর চিৎ হিসাবে একই জাতীয় বস্তু, অতএব অভেদ, কিন্তু ধর্ম্মে উভয়ই পৃথক—একজন প্রভু আর একজন দাস—এই হিসাবে ভেদ। এই ভেদাভেদ নিত্য এবং ইহা প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর বলিয়া অচিন্ত্য। সুতরাং এখানে 'উপাস্য উপাসক ভেদ-রাহিত্যজ্ঞাপক জীবই ব্রহ্মবাদ রূপ অদ্বৈতসিদ্ধির কোন কথা থাকিতে পারে না। সাকারে ভক্তি এবং নিরাকারে, ঐকাত্ম্যতারূপা মুক্তির কথা এখানে নাই।

(খ) গুরুবাদ। বেজবরুয়া মহাশয়ের আধ্যক্ষিক বিচারে দোকানদারীরূপে পরিগণিত হইলেও অধোক্ষজবিচারে এইরূপ হয় না। গুরুবাদই বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য; গুরুবাদই ভাগবতের অভিমত, শ্রুতির অভিমত, সর্ব্বশাস্ত্রের অভিমত। অপ্রাকৃত রাজ্য সম্বন্ধে জ্ঞান শব্দের সাহায্য ব্যতীত আর কোন প্রকারে মানুষ লাভ করিতে পারে না। শ্রুতির নানা অর্থ সম্ভব, কিন্তু কোনটি উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহা নির্দ্ধারণ করা দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট জনগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। উদাহরণ স্থলে বলা যায় যে, বেজবরুয়া মহাশয় হনুমান অর্থে বানর বুঝিয়াছেন, কিন্তু ভক্ত হনুমান্ অর্থে একজন মহা বৈষ্ণব বুঝিবেন এবং তাঁহার প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন বা তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া কাহাকেও ঠাট্টা করিতে সাহসী হইবেন না। সুতরাং কৃষ্ণভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি কাহার অর্থ গ্রহণ করিবেন? ভক্তের না অভক্তের? শ্রবণ ব্যতীত শ্রুত্যর্থবোধ কি প্রকারে হইতে পারে? আবার যার তার নিকট শ্রবণে শ্রুতির তাৎপর্য্য বোধ অসম্ভবও হইতে পারে! সুতরাং গুরুপারম্পর্য্য স্বীকার-ক্রমে শ্রুতির প্রকৃত অর্থ অবিকৃত রাখিবার জন্যই গুরুকরণের ব্যবস্থা সর্ব্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহাতে কোন সঙ্কীর্ণতার কথা উঠিতে পারে না, বরং গুরুকরণে উচ্ছৃঙ্খলতাই জীবের প্রবৃত্তি পুষ্ট হইয়া সত্যধর্ম্মকে বিপদাপন্ন করিবে। ধর্ম্মপক্ষে যাঁহারা *liberal* বা উদার-নৈতিক সাজিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই সনাতন ধর্ম্মকে বিপদাপন্ন করিয়াছেন জানিবেন। শ্রুতিসকলের অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মা এই ব্রহ্মবিদ্যার আদি-শিক্ষক। তাঁহা হইতে গুরুপারম্পর্য্যে এই পঠন পাঠন চলিয়া আসিতেছে। গুরুপারম্পর্য্য স্বীকৃত না হইলে আম্নায় রক্ষিত হয় না। যথা—

আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মবিদ্যেতি
বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরপ্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্ত্তুর্হি
ব্রহ্মণঃ॥"
(প্রমেয়রত্নাবলী)

ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে এই আম্নায় রক্ষার জন্য গুরুকরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপ-
শমাশ্রয়ম্॥
(ভাঃ ১১।৩।২১)

চারিটী সৎসম্প্রদায়ে গুরু-পারম্পর্য্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি তৎ তৎ সম্প্রদায়ের আচার্য্য হইতেই গুরুপ্রণালী নির্দ্দেশ করেন। যেমন আমাদের মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায় শঙ্করদেবকে আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করত তাঁহা হইতে গুরুপ্রণালী নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু শঙ্করদেব সে সত্য কোথায় পাইলেন, তাহা অনুসন্ধান করেন না, এবং শঙ্করদেবও বলেন না—শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ে যে সিদ্ধগুরু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই সদ্‌গুরু। এই সদ্‌গুরুকে স্বীকার করাই প্রকৃত উদারতা, প্রকৃত নিরপেক্ষতা এবং প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা।

গুরুবাদ দোকানদারী—বেজবরুয়া মহাশয়ের এইরূপ অসৎসিদ্ধান্ত—"গুরুমানি শুশ্রূষা করিব ভালমতে।" "গুরু এরি গোবিন্দ ভজে। সি পাপী নরকত মজে॥" প্রভৃতি শঙ্করদেবের বাক্য দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। আবার যার তার কাছে উপদেশ লওয়া যায়—বেজবরুয়া মহাশয়ের এই অসৎ সিদ্ধান্ত ও নিম্নোদ্ধৃত শঙ্কর মাধবের বাক্য দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে।

"শাস্ত্রর বিচার, সন্ধানে ডকিছি,
পরমার্থ অতিগূঢ়।
হরি কথা ছাড়ি, কর্ত্ত কুমন্ত্র,
কহয় কারয়া গূঢ়॥"
(কীর্ত্তন খোষা)

"আপুনি বিময়া, হয়া যিটো নরে,
বিমুখীক গুরুমানে।
যেন অন্ধালোক, অন্ধে উপদেশে,
শিক্ষক যিটো না জানে॥"
(কীর্ত্তনখোষা)

সৎ-সম্প্রদায়ের সদ্‌গুরু হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রই মন্ত্র, অন্যত্র মন্ত্র কল্পিত, অতএব অসৎ। মন্ত্র গুরুর অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং অসদ্‌গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সৎমন্ত্র গ্রহণ করিলেও সেই মন্ত্রের সাধন শিষ্যের নিকট বেদার্থ প্রকাশ করিবে না। যথা,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা
গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥"
শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩

বেজবরুয়া মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত উপার উক্ত নাম ঘোষার বাক্যে ও "কুমন্ত্রক মন্ত্র বুলি করয়ে বিশ্বাস ..." ভক্তি ঘোষার বাক্য দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে।

"গুরু বিনে সংসারত কোনে দিবে দান।
মূলমন্ত্র প্রদাতাক গুরুর লক্ষণ॥"
(বৈষ্ণবামৃত—অনন্ত কন্দলী)

যদি 'মূলমন্ত্র'—দানই গুরুর লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে এই 'মূলমন্ত্রের' মূল *trace* করিয়া কি শঙ্করদেবকে থামিতে হইবে, না আরও উপরে যাইতে হইবে? শঙ্করদেবের মন্ত্রের অবস্থিতি যদি শাস্ত্রে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি সেই মন্ত্রকে কি প্রকারে 'মূলমন্ত্র' বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? লোক শঙ্করদেবকে 'মহাগুরু' 'মহাবৈষ্ণব' বলুক তাহাতে আমার কি? আমি যখন বদ্ধজীব, আমি তো প্রথম তাঁহাকে শাস্ত্রের ভিতর দিয়াই দেখিব? তিনি ও প্রথম শাস্ত্রের ভিতর দিয়াই আমার সমস্ত সংশয় ছেদন পূর্ব্বক গুরুরূপে দর্শন দান করিবেন; যদি নবীন মন্ত্রই মূলমন্ত্র হয়, তাহা হইলে বেজবরুয়া মহাশয়, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে *seedless guava* বা বীজহীন পেয়ারা প্রস্তুতের অনুকরণে, মন্ত্রকে বীজ শূন্য করিবার প্রয়াস করেন কেন? মন্ত্র ভগবানের প্রতিচ্ছবি; সুতরাং ইহা ভগবানের ন্যায় নিত্য। মন্ত্রের অনিত্যত্ব কল্পনা করিয়া উহার পরিবর্ত্তন সাধন পূর্ব্বক মানবসমাজের সর্ব্বনাশ করিতে যাওয়া কি সত্যের বিনাশের চেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবে না?

অজামিলের আদর্শে তিনি দীক্ষাগ্রহণ প্রথাকে বাহ্যভ্রান্তি বলিয়া দূষিয়াছেন। তাহা হইলে শঙ্করদেব ইহা বুঝিতে না পারিয়াই কি গুরুকরণের প্রথা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন? বেজবরুয়া মহাশয় অজামিলের অনুকরণে স্বেচ্ছাচারী হইবেন, না শঙ্করদেবের আনুগত্যে তাঁহার দোকানে কারবার করিবেন? গুরু-আজ্ঞাহ বলবৎ নহে কি? অজামিল কিরূপে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের একবার শোনা উচিত। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, তিনি নারায়ণ নামোচ্চারণে বিষ্ণুদূত লাভ করিয়া পরজন্মে গুরুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরুলাভই জীবের উদ্ধার বলিয়া শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

বেজবরুয়া মহাশয় বলেন—শঙ্করদেব দল পছন্দ না করায় উদারতাই দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে তিনি একটা শরণপ্রণালীর ব্যবস্থা করিয়া দল পাকাইতে গেলেন কেন? আবার বেজবরুয়া মহাশয়ই বা তাঁহার লিডারশিপ বা নেতৃত্ব স্বীকারক্রমে তাঁহার দলভুক্ত হইতে অস্বীকার করিয়া উদারতা দেখাইতে পারেন না কেন? তিনি সকলের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন, কেবলমাত্র চৈতন্যের নিকট নহে, ইহা কি তাঁহার মত একজন লিবারেল থিঙ্কার বা উদার নৈতিক লোকের কার্য্য? শাস্ত্রের বিচারে বৈষ্ণব ছাড়া আর সকলে এক একটা দল, সকলেই এক একটা মতবাদী। এইরূপ দল পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও হইবে। কিন্তু প্রত্যেক দলেই কৃষ্ণজ্ঞান আবদ্ধ আছে, কথা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যতীত আর কেহ বলিবেন না।

মহাপ্রভু শাস্ত্রে ও মহাজননির্দ্দিষ্ট পন্থায় হরিভজন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। ইহাতে গুরু স্বীকার করিতে হয়, করিতে হইবে; দল বাঁধিতে হয় বাঁধিবে। বদ্ধজীব স্বয়ং নিজ মুক্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিতে কখনও পারিবে না। তাঁহার মহাজনের আনুগত্য ব্যতীত গত্যন্তর নাই। (ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি ৫ ... অধ্যাপকের ... আবেদন ...

১। ...সন, ২। শ্রৌতাসন,
৩। ...সন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। ...সন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। ...সন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়পীঠ ... খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠার নবমস্কন্ধ
ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ ... সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রী ... ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ... শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৵০।
সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	... (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	৷৷
৩।	দীপ-নিদর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্চনাষ্টক ও নবদ্বীপ শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	...-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...৲ ৩॥০
১২।	প্রেমবিবর্ত্ত	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্বৎ ..., চক্রবর্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়ীয়গৌরনামস্মরণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৴
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম খণ্ড)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—
M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

জীবের আপাতসুখকর ভোগসুখ প্রদানকেই ভোগিকুল আমরা 'জীবে দয়া' বলিয়া জানি। পুত্র রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাতরভাবে মাতার নিকট কোন কুপথ্যের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছে, মাতা যদি পুত্রের সেই প্রার্থনানুসারে তাহাকে কুপথ্য প্রদানপূর্ব্বক পুত্রবাৎসল্য দেখাইতে চান, তাহা হইলে তাহা সাধুব্যক্তিগণের বিচারে কখনই পুত্রস্নেহ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। মাতার কর্ত্তব্য পুত্রের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ব্যাধি অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা। তাহাতে তাঁহাকে পুত্রের নিকট আপাততঃ অপ্রীতিভাজন হইতে হইলেও পরিণামে তিনি পুত্রের নিকট যথেষ্ট প্রীতিভাজন হইতে পারিবেন। জীবগণ বর্ত্তমানে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে ভবরোগে প্রপীড়িত হইয়া যে কৃষ্ণভোগ্য-জগৎকে ভোগ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে, ভবরোগের মহৌষধি কৃষ্ণনাম-সুধারসপানে বিরক্তি-জ্ঞাপন করিতেছে, কৃষ্ণ-সুখ-চেষ্টা ছাড়িয়া নিজ-সুখ-চেষ্টাতেই তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে নিযুক্ত করিয়াছে, কৃষ্ণ-দাস্য না করিয়া মায়ার দাস্য করিবার আবদার জানাইতেছে, তাহাদের সেই অন্যায় আবদারমত যাঁহারা তাঁহাদিগকে মদ যোগাইয়া চলিতে চাহেন, তাঁহারা যতই না জীব-হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিগকে জীবের শত্রু বলিয়াই জানি।

নিজে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া জীবগণকেও কৃষ্ণোন্মুখী করাই প্রকৃত জীবহিতাকাঙ্ক্ষা। যিনি তাহা পারেন না, পরন্তু নিজেই অন্যাভিলাষ, কুটীনাটী, অর্থাভিলাষ ও নামাপরাধরূপ অনর্থচতুষ্টয়ে প্রপীড়িত, তাঁহার পক্ষে পরহিত চেষ্টার পূর্ব্বে অগ্রে আত্মহিতচেষ্টা করাই সাধু-শাস্ত্র-সম্মত ব্যবস্থা। যাঁহারা নিজের মঙ্গল বুঝেন না, তাঁহারা কখনও অন্যের মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিতে সমর্থ নহেন।

ভবরোগ-প্রপীড়িত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকুলের শ্রীচৈতন্যপ্রেষ্ঠ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাস্বাদন-প্রয়াসই রোগ প্রশমনের একমাত্র উপায়; নতুবা জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

বর্ত্তমান জগৎ

বর্ত্তমান জগতের ধারণা কি? তদুত্তর এই যে, আমরা প্রত্যক্ষবাদী। নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে যেন তাহার কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। কাজে কাজেই আমরা নাস্তিক, চার্ব্বাকপন্থী হইয়া পড়িয়াছি। আমরা ভয়ে পড়িয়া, বিপদে পড়িয়া, অভাব অসুবিধার হাতে পড়িয়া মাঝে মাঝে 'ঈশ্বর' 'হরি' 'ভগবান' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিলেও বাস্তবিক পক্ষে আমাদের অধিকাংশ লোকের, অধিকাংশ কেন, শতকরা শত জনেরই ধারণা যে, 'ভগবান' বলিয়া কেহ নাই। যদি থাকিতেন, তাহা হইলে কি তিনি কাহারও নজরে পড়িতেন না? আর যদি বা কেহ বাস্তবিকই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি কেন অন্যকে—আমাদের ন্যায় অবিশ্বাসী গোঁড়া মূর্খকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন না? তাহা হইলেই ত' আমাদের সকল সংশয় সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইত?

কিন্তু কথা হইতেছে যে, 'ঈশ্বর' থাকুন আর নাই থাকুন, তাতে আমাদের আসে যায় কি? ঈশ্বরের নিকট আমাদের কি আবশ্যক? হাঁ, তবে তাঁহাকে মাঝে মাঝে বা দুই একবার আবশ্যক হয় কিছু অসুবিধা ঘটিলে। তা' তিনি যদি তখন আমাদের সে অসুবিধাটুকু দূর না করেন, তাহা হইলে কি আর তাঁহাকে অমনি অমনি ছাড়িয়া দিব? বেশ দুচারটী গালাগালি দিয়া তবে নিরস্ত।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, আমাদের ঈশ্বরকে ডাকার আবশ্যকতা কি? আমাদের ধারণার আবশ্যকতা এই যে, আমরা ভোগী. ভোগের ষোল আনা সুবিধা যাহাতে হয়, তাহারই চেষ্টা আমাদের সর্ব্বক্ষণ; যখন নিজের চেষ্টায় সেটুকু পাইতে পারি, তখনই নাস্তিকতা বেশী বৃদ্ধি পায় এবং তখন আমরা মনে করি যে, ভগবানের সাধ্য কি যে আমাকে দুঃখ দেন? আমার ভোগে ইন্ধন না যোগাইলে কি আর তাঁহার নিস্তার আছে? যদি 'ভগবান্' বলিয়া কেউ থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইতে বাধ্য এবং আমি যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে দু'একবার ডাকি, অথবা তাঁর পূজা করি, সেইটাই তাঁর ভাগ্য। আবার যখন ভোগের অসুবিধা কিছু বেশী বাড়িয়া উঠে, তখন খুব করিয়া কালী, দুর্গা, মনসা, চণ্ডী, ঘেঁটু, মাকাল, কাল, সত্যনারায়ণের পূজায় মনোযোগ দিয়া লোককে ভক্তির ঘটা দেখাইয়া থাকি। লোকে তখন বলিয়া থাকে, "হাঁ, অমুক ব্যক্তি একজন ভক্ত বটে! কোন ঠাকুরকে বাদ দেয় না, সকলের উপর সমান ভক্তি।" কিন্তু তখন যদি কেহ আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুসন্ধান করেন যে, সেই ভক্তির কারণ কি, তখন দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের ভোগবাঞ্ছাটী সেখানে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভোগবাঞ্ছাই আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত ধন; তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সংসারের যাবতীয় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দান, ধ্যান, পূজাচারব্রত প্রভৃতি বর্ত্তমান। ভোগটা পূর্ণরূপে লাভ করা চাই, কিন্তু আমরা ত এত চেষ্টা করিয়াও তাহা পাই না। ধনীর অতুল সম্পদ, কিন্তু তিনি তাহা ভোগ করিতে অক্ষম; বেশ সবল সুস্থ ব্যক্তির এমন কোন ব্যাধি জন্মিয়াছে, যাহাতে বাধ্য হইয়া সব ভোগই ত্যাগ করিতে হইয়াছে. আবার কেহ হয়ত ভোগ পাইবার জন্য লালায়িত; কিন্তু অদৃষ্ট দোষে সে নিঃসম্বল। এ সকলের কারণ কি? তাহার প্রধান কারণ হইতেছে যে, আমাদিগকে এইরূপে অভাব অসুবিধায় ফেলিয়া, ভোগ না দিয়া মায়াদেবীর ব্যতিরেকভাবে আমাদের প্রতি কৃপা দর্শিত হয়, আমরা তাহা না বুঝিয়া খুব ঘটা সহকারে তাঁহার পূজা করিতে করিতে প্রার্থনা করিতে থাকি,—

"রূপং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

হায়রে ভোগ, তুমি এমনি করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছ?

সুরুচির রুচি

কথাটী বড়ই শ্রুতিমধুর। বিচিত্রতা পরিপূর্ণ জগতে জগদ্বাসী ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি হইলেও সুরুচির রুচিতে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু এজগতের শ্রুতিমধুর অনেক কথা বা সুন্দরদর্শন অনেক বস্তু প্রথমমুখে কর্ণ ও চক্ষুর আনন্দদায়ক হইলেও পরিণামে অপ্রিয় ও অদৃশ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের মনোহারী বাহ্যচাকচিক্যময় বস্তু-পরিপূর্ণ এই বিশ্বাপণি মাঝে বিচার না করিয়া হঠাৎ কোন বস্তু লইতে পারিলাম না। কারণ আমরা বহুবার বস্তুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হওয়ায় অশেষ ক্লেশাদি লাভ করিয়াছি।

পুরাকালে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। প্রবৃত্তিমার্গে পথিকগণের মধ্যে অন্যতম হইয়া তিনি দুইটী পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় পত্নীরই পুত্রাদি ছিল। কিন্তু ভোগাদেওয়া জগতে যে লোকদিগকে বেশী ভোগা দিতে পারে, বাগজাল বিস্তার, রূপ-ডোরে বন্ধন এবং ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে, সেই ব্যক্তিই লোকপ্রিয় হইতে পারে। আমাদিগের কথিত রাজমহিষীদ্বয়ের মধ্যে স্বকীয় বুদ্ধিমতী সুরুচি, উত্তানপাদের রুচির অনুকূলে স্বীয় কায়-মনোবাক্য নিয়োগ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীর হৃদয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় পত্নী সুনীতি, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সরলপ্রাণে স্বামী-সেবা করিলেও বঞ্চিত হইবার জন্য বাধ্য, রাজা উত্তানপাদের ভোগোপকরণের মধ্যে নির্দিষ্ট হইতে পারিলেন না।

একদিন রাজা রাজসিংহাসনে বসিয়া সুরুচির পুত্র উত্তমের সহিত বাৎসল্যরসের অভিনয় করিতেছিলেন। সুনীতি-পুত্র ধ্রুব, তাহাকে পিতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট দেখিয়া নিজেও তথায় বসিবার অভিলাষ করিলেন। রাজা বাৎসল্যভাবে বিভাবিত হইয়া ধ্রুবকে ক্রোড়ে বসাইবার অভিলাষ করিলেও তাঁহার রুচিকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূতকারিণী সুরুচির ভয়ে বাহিরে ধ্রুবকে আদর করিতে পারিলেন না। রাজপ্রিয়া মহিষী সুরুচি অনুগত স্বামীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সপত্নীপুত্রকে বলিলেন—বৎস! তুমি রাজপুত্র হইয়াও রাজাসনারোহণে বসিবার যোগ্য নও, কেননা আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই। তুমি অন্য মহিষীর গর্ভসম্ভূত, অতএব বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সিংহাসনে বসিবার আশা তোমার পক্ষে দুরাশা মাত্র। যদি রাজসিংহাসনের অভিলাষ কর, তবে তপস্যাদ্বারা পরমপুরুষকে আরাধনা করিয়া তৎকৃপায় আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর।"

পাঠক মহোদয়গণ! সুরুচির এই রুচিতে আপনারা একমত হইতে পারেন কি? আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, আপনাদের ন্যায় সুবুদ্ধিমানেরা কখনও সুরুচির রুচিকে সুরুচি বলিতে পারিবেন না। সাধারণ বিচারেও দেখা যায় যে, সুরুচির বিচারটা মনগড়া মেয়েলী বিচার। কেননা রাজপত্নীগণের মধ্যে তাঁহারই গর্ভসম্ভূত পুত্রই যে রাজা হইবে, এরূপ বাক্যের ভিত্তি কোথায়? রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনে অধিকারী, সুতরাং বহু ভাগ্যের মধ্যে তাঁহার যে সময়ের পুত্রসন্তান লাভ করিবেন এবং সেই পুত্রটী যে অন্ধাদি, বধিরাদি না হইয়া জীবিত থাকিয়া অন্য মহিষীতনয়গণের জ্যেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, এই পরিবর্ত্তনশীল, মরণশীল জগতে তাঁহাকে এরূপ স্থিরতামূলক আশ্বাস দিয়াছে কে? এই ত গেল বর্ত্তমানস্থ পুত্রের সিংহাসন প্রাপ্তির অধ্যায়, তারপর সুরুচির অন্য রুচির বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় সুরুচির অন্য সুরুচিতেও পরিপূর্ণ।

সুরুচি ধ্রুবকে তপস্যা করিয়া তাহার গর্ভে আসিবার জন্য বলিল। কিন্তু সুরুচি কি ভাবিয়া দেখে নাই যে, ধ্রুবের পুনর্জন্ম-

প্রলয় পর্য্যন্ত সে মর্ত্যধামে থাকিবে কিনা? আর যদি থাকে, তবে যে বৈধব্যযাতনা তাঁহাকে ক্লেশ দিবে না তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? আর প্রথমে প্রাকৃত জীবের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য, তাঁহাকে বা তাহাকে [illegible] কে? এবম্বিধ বহু [illegible] পরিপূর্ণ ঘটনার মধ্যে নারীজনোচিত [illegible] সুরুচির পক্ষে শুদ্ধাশীর [illegible] পরিচর্য্যাকারী সমাজে আদর্শ [illegible] বিচারকগণের নিকট [illegible] ব্যাপার মাত্র।

পাঠক মহোদয়গণ! [illegible] অভিনয় যুগাতীত [illegible] বর্ত্তমানে এরূপ [illegible] অভাব নাই। এখন কলিকাল পড়িয়াছে, সুতরাং কাজেকাজেই পুরুষসকল স্ত্রীজিত হইবে বলিয়া শাস্ত্রে দেখা যায়। তাই এখন মেয়েলী শাস্ত্রের প্রাধান্য! কেননা [illegible] রুচির ন্যায় বর্ত্তমানে [illegible] শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণগণ [illegible] বর্ণগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া বলেন যে, অনাকুলোৎপন্ন ব্যক্তিকে ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিতে হইলে ব্রাহ্মণজন্ম অপেক্ষা করিতেই হইবে। রমণী সুরুচির ন্যায় তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাস নয়, কথা বার্ত্তায়, হাব ভাবে, বক্তৃতায় বক্তব্য এই যে, লৌকিক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম ব্যতীত ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীভগবানের সেবা লাভ অসম্ভব। এস্থলে বিনীত নিবেদন এই যে, ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন সকলেই ভগবদ্ভক্ত? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও ত ব্রাহ্মণ, [illegible] বিষম দর্শন তাঁহাদের থাকিতে পারে না। কেননা ভগবদ্দর্শী সমদর্শী; [illegible] ইতি [illegible] ভগবান [illegible]। আর যদি ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবাবিমুখতাই লাভ হইয়া থাকে, [illegible] সে কুলের আকাঙ্ক্ষিতা কোথায়?

[illegible] দেহের বৈশিষ্ট্য কোথায়? [illegible] ব্রাহ্মণদেরও যাহা, শূদ্রেরও তাহা। সুতরাং [illegible] 'আমি বুদ্ধিবিশিষ্ট [illegible] 'গোখর' 'কুণপাত্মবাদী' [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন শাস্ত্র বলেন;—

[illegible]

শ্রী[illegible] হরিভক্তি[illegible]॥

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ সহপাঠীগণকে বলিলেন—হে অসুরনন্দনগণ! দ্বিজত্ব দেবত্ব ঋষিত্ব অথবা অসুরত্ব কিম্বা সজ্জনতা কিছুই মুকুন্দ-প্রীতির সমর্থ হয় না। অপর দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত এ সকলও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে। কেবল নিষ্কাম ভক্তি দ্বারাই তিনি প্রীত হন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সকল নাট্য মাত্র।

উদাহরণ স্বরূপে,—

দৈতেয়া যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ॥

হে দৈত্যগণ! যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, ব্রজৌকস এবং পশু পক্ষ্যাদি বহু বহু পাপজীবও ভক্তিযোগে অচ্যুতত্ব অর্থাৎ অচ্যুত তুল্য চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই শ্লোকে [illegible] চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—[illegible] লোকে নিন্দাস্তু পরিণীয়তে॥

এবম্বিধ বহু শাস্ত্রবাক্য, যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা [illegible] সম্প্রদায়ের মনগড়া শাস্ত্র বা একগুঁয়েমী বিশেষভাবে বিধ্বংস করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, সাত্ত্বিক ভগবদ্ভক্তে অধিকারী।

ভক্তাগ্রণী ধ্রুব যেমন সুরুচির রুচিকে কুরুচি প্রতিপন্ন করাইয়া জগতে [illegible] শুধু রাজ্য নয়, ধ্রুব লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হরিভজন-প্রয়াসী নিষ্কপট জনগণও সেইরূপ [illegible] সম্প্রদায়ের মনগড়া বিচারকে উপেক্ষা করিয়া নিজ নিত্যারাধ্য দেবের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। কুলের গৌরব কেবল রৌরব—এই বিশ্বাসটী ভাল ভাবে দিবার জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

মন তুমি কেন আর বর্ণ অভিমান।
মরিলে পাতকী হবে, যমদূতে যাবে লয়ে
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল জন্ম কর, স্বর্গলোক অতঃপর
তাতে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেতে এক স্থানে [illegible]
[illegible] সমান বিধান॥
তবে কেন অভিমান [illegible]
[illegible]
উচ্চ বর্ণপদ ধরি, বৈষ্ণবেরে ঘৃণা করি
নরকের না কর সন্ধান॥
সামাজিক মান লয়ে, থাক ভাই বিপ্র হয়ে
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
[illegible]
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি সাধ তুমি যথাশক্তি
সোনায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র [illegible]
বিনোদ কহিছে [illegible]।

রথ দেখা ও কলা বেচা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী)

যাঁহারা বুদ্ধিমান্ লোক, তাঁহারা এমন কোন কাজই করেন না, যে কাজ সুফল প্রসব না করে। [illegible] লাভে কেহ কাল চাষ করে না অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজস্বার্থপরবশ হইয়া নিজের দিকে ষোল আনা বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারিলেই নিজেকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করে।

যাহারা সুদক্ষ ব্যবসায়ী, তাহারা প্রত্যেক কার্য্যেরই লাভ ও লোকসান এই দুইটী দিক বেশ করিয়া লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; কারণ প্রত্যেক বিষয়েরই উত্থান ও পতন আছে। ইহা তাহারা বেশ সুন্দররূপে বুঝিয়া সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যে তৎপরতা করে এবং ক্রমশঃ উত্থান পতনের ভিতর দিয়াও আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয়। বোকা লোক জগতের মধ্যে কোন কার্য্য করিয়াই উন্নত বলিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে না, পারমার্থিক জগতের কোন খবরই সে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না।

এতদিন বহু প্রকার দ্রব্যাদির ব্যবসায় করিলাম আর এখন বয়সও অধিক হইয়া আসিয়াছে; ব্যবসায় দ্বারা পাপস্থানেও বহুপ্রকার ব্যাধিও আক্রমণ করিয়াছে এখন শেষ সময়ে একটু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে পূর্ব্বকৃত পাপ ধ্বংস হইয়া যায় এবং পরকালের জন্য [illegible] সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত থাকিতে সমর্থ হওয়া যায়।

মনে করিয়াছি, এবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে গমন পূর্ব্বক তীর্থক্ষেত্রাদি দর্শন করিয়া কৃত পাপজনিত মলিন চিত্তকে পুণ্য বারি-সেচনে আপ্লুত করিব। শ্রীক্ষেত্রে যাইতে হইলে কিছু টাকার সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন আছে এবং সেই অর্থটা যাহাতে বৃথা ব্যয় হইয়া না যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও আবশ্যক, অতএব এখান হইতে কিছু পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইলে তদ্দ্বারা অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং অর্থটাও আর অনর্থক হাত ছাড়া হইয়া যাইতে পারিবে না।

শ্রীধামে আসিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী মনোরম বাটী ভাড়াই স্থির করিলাম, যদিও ইহাতে ব্যয়াধিক্য, কিন্তু শরীরটার প্রতিও ত লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সুতরাং এসকল বিষয়ে মিতব্যয়ী কৃপণতা করিলে চলিবে কেন? এতদ্ব্যতীত বহুদেশ দেশান্তর হইতে আগত যাত্রী পরিপূর্ণ স্থানে একেবারে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে নিজেরই সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা; সুতরাং এমন একটা কিছু করার দরকার, যাহাতে বেশ দুইপয়সা লাভও থাকে, সমুদ্রতীরে দুইবেলা মুক্তবায়ু সেবন ও সমুদ্র স্নান, একাধারে পুণ্য সঞ্চয় ও শারীরিক স্বাস্থ্য-সাধন দুইই হইবে। আমরা কি ঠকিবার জন্য কিছু করি? আমরা রথও দেখিব আবার অপর দিকে কদলী বিক্রয় পূর্ব্বক অর্থাগমেরও চেষ্টা করিব। আর শাস্ত্রেও বলে—'রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে'; সুতরাং এতাবৎ সঞ্চিত পুঞ্জীভূত পাপাদির জন্য আমাকে আর কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে না। যদি হয়, তবে বুঝিব শাস্ত্র মিথ্যা।

আমরা এতদ্রূপ জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া ঐহিক সুখসুবিধার নানা প্রকার আশা-প্রবৃত্তি যে সকল আপাত-সুখকর কার্য্যের সহিত পারত্রিক অর্থাৎ নিষ্কাম ভগবৎ-সেবাপর কার্য্যকে সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু বেদোক্ত মহাজনগণের নিকট আম্নায়-পরম্পরায় যে সকল কথা শ্রবণ করা যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সাধারণ জড়-কর্ম্মফলবাদীদিগের সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাৎকালিক ভোগানন্দ উদ্দিষ্ট হয়, আর চিন্ময় ক্ষেত্রে বিচরণকারী নিষ্কাম শুদ্ধভক্তগণের উদ্দেশ্যস্বরূপ আত্মার বৃত্তিতে শ্রীভগবানের প্রতি অনন্তকালের জন্য সেবা-পারিপাট্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং 'রথদেখা' ও 'কলাবেচা' এই দুইটী কার্য্য অবশ্য সাধারণ ভাবে বিচার করিলে দুইটীতেই লাভের অংশে সামঞ্জস্য বর্ত্তমান, পরন্তু কার্য্যের ফল হিসাবে দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রসবকারী। এক প্রকার কার্য্যের দ্বারা তাৎকালিক সুখের সন্ধান আছে বটে, তাহাও পাপাদি-রহিত হইয়া কেবল পুণ্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গাদি চরম ভোগময় রাজ্যে অবস্থিতি লাভ করা যাইতে পারে, তাহাও অনন্তকালের জন্য নহে, যথা:—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' পুণ্যক্ষয় হইলেই পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতে হয়।

শুদ্ধভক্তগণ সুদক্ষ ও সুচতুর, তাঁহারা কখনও এরূপ ধরণের অনিত্য ফলদায়ক কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না বা কাহাকেও এরূপ ছোবড়া আস্বাদন করিবার যুক্তি প্রদান করেন না এবং দুই নৌকায় পা রাখিয়া বৃহৎ জলাশয় অতিক্রম করিবার মূর্খতা অনুমোদন করেন না। এই প্রকার কলাবেচা শ্রেণীর লোকদিগের জন্য 'রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা' প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য উদ্দিষ্ট হয় নাই, যাঁহারা মহাজনানুগত্যে ত্রিলোকীনাথ শ্রীজগন্নাথদেবের নিত্য-লীলাময় রথাদি দর্শন করেন, তাঁহারা অনিত্য ফলপ্রাপ্তির দুরাশা হৃদয়ে পোষণ

করেন নাই। ...... পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে অর্থাৎ মুখোপরি শ্রীভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ দর্শন করিলে আর মর্ত্ত্যজন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, এই শাস্ত্রোক্ত বাক্য শুদ্ধ দর্শনকারী শুদ্ধভক্তগণের জন্যই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮৪ সংখ্যার পর)

৭। মহাপ্রভুর মত ও প্রচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

(৩) শ্রীচৈতন্য বেদপথ উল্লঙ্ঘনকারী নহেন, বেদের প্রবর্ত্তক। বেদের তাৎপর্য্য যদি হরিভক্তি হয়, মুখ্য ও গৌণভাবে অনন্ত শাস্ত্র যদি হরিভক্তিকেই উদ্দেশ করে, তবে মহাপ্রভুর মত বেদকে সম্মান আর শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন কিনা ইহা আমাদের জানা নাই। মহাপ্রভু সম্বন্ধে ইহা আমাদের অতিশয়োক্তি নহে। শাস্ত্র মহাপ্রভুকেই দেখিতে পাই। তিনি মূর্ত্তিমান শাস্ত্র। যিনিই শাস্ত্র বিচার করিবেন, তিনিই মহাপ্রভুকে দেখিবেন আর যিনি তাঁহার সেবকগণের সঙ্গলাভক্রমে তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত ভক্তিসিদ্ধান্তগুলির আলোচনা করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিবেন, তিনিই তাঁহার ভিতরে শাস্ত্রগণের অবস্থিতি দেখিবেন। এক কথায় বলিতে গেলে, বর্ত্তমানযুগে মহাপ্রভুকে বাদ দিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে যিনিই যাইবেন, শিবরহিত যজ্ঞের ন্যায় তাঁহার শাস্ত্রালোচনা ব্যর্থ হইবে।

বেদ—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত। কর্ম্মীর কর্ম্মস্পৃহা, জ্ঞানীর মোক্ষাভিসন্ধি ভক্তিকাণ্ডে তিরস্কৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। বুঝিয়াও বুঝিবে না এইরূপ ক্ষেত্রে আলোচনা নিরর্থক।

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা-যোনি সদা ফিরে অশুচি ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

ইহাই মহাপ্রভুর বেদভজন। তাহা হইলে শঙ্কর মাধব এই পাপ হইতে নিস্তার পান কিরূপে? শঙ্করদেব বলিতেছেন—

তোমার পরম জ্ঞান সাধন বিয়োক মোক্ষ
যিটো দণ্ডে সুখে দুঃখে হীন।
তুমি আরাধন বিনা ... শ্রবণ-কীর্ত্তন ভক্তি
... বেদর অধীন॥
—কীর্ত্তন ঘোষা

মাধবদেব বলিতেছে—

তিনি ... যত জ্ঞান কর্ম্ম
কেবল বন্ধন-কারণ
জানি তাক তেজি ... ভকতি
তোমার কৃষ্ণচরণ॥
—নাম ঘোষা

বেজবরুয়া মহাশয় নিম্নোক্ত ঘোষা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, বৈষ্ণব কখনও বেদ-ব্যবহার লঙ্ঘন করে না। যথা—

'কৃষ্ণপদ মাত্র সেবা করে,
সমস্ত কামনা পরিহরে
বেদব্যবহার কদাচিতো ন লঙ্ঘয়।"

তাহা হইলে,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন
নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা
যাবন্ন জায়তে॥
ভাঃ ১১।২০।৯

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মাধবদেব যখন বলেন—

তেসময় কৃষ্ণের ভকত নরে,
ভক্তি অবিরোধী কর্ম্ম করে
কৃষ্ণ-প্রীতি বৃদ্ধি যাবে সুপূজয়।
যবে ভৈলা কৃষ্ণকথারত,
নিত্যনৈমিত্তিক আদি যত
কর্ম্মর বিরোধী জানিয়া সবে তেজয়॥
—নাম ঘোষা

(এখানে 'বিরোধী' অর্থে 'অবিরোধী' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে)

ভক্তির আনুকূল্য গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য বর্জ্জন সাধু ও শাস্ত্রের অভিমত; ভক্তের ইহাই বেদ-ব্যবহার বুঝিতে হইবে। যিনি কৃষ্ণভক্তির যাজক বলিয়া অভিমান করেন, অথচ কর্ম্মকাণ্ডে উপদিষ্ট ভক্তির বাধক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের আবাহন করেন, তিনিই বেদ উল্লঙ্ঘনকারী। প্রহ্লাদের কোন্ বিধিমতে পিতৃশ্রাদ্ধ ক...। উচিত—বৈষ্ণবস্মৃতি অনুসারে কি কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবিধির অনুসারে তাহা নির্ণয় করিতে বেজবরুয়া মহাশয়কে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। যদি তিনি নিজ পিতৃশ্রাদ্ধ স্মার্ত্তবিধি অনুসারে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শঙ্করদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অপরাধরূপ মায়াবাদে লিপ্ত হইয়াছেন জানিবেন। কেননা শঙ্করদেব শ্রাদ্ধের বৈষ্ণববিধি নিম্নোক্ত ঘোষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

"পিতৃর শ্রাদ্ধর দিনা আনি বিষ্ণুর অন্নক।
ভক্তভাবে দেয় যিটো পিতৃ দেবক॥"

এই শ্রাদ্ধ বৈষ্ণব করিলেও পারেন, নাও করিতে পারেন। কেননা শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য যদি পিতৃতোষণ হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণের তোষণকার্য্যে সমস্ত ভূতের তোষণকার্য্য সম্পাদিত হয়। যথা—,

"যার পুত্র শ্রীত ... হরিভক্ত শরণ নৈলা
হরিগুণ গাওয়ে ভক্তভাবে।
যদি দুগ্ধ ঘৃত মধু নদীর জল পিয়া
পিতৃগণ তৃপতিক পাওয়ে॥" (নাম ঘোষা)

বিনাতো সব কর্ম্ম দি যে কৃষ্ণত হয়ো ... ।
আছে উদ্ধি বংশ সৈতে তোমার পিতৃ পিতামহে॥

যদি মাধব দেব শঙ্করদেবের প্রেত শ্রাদ্ধ এই বিধি অনুসারে না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বেদ উল্লঙ্ঘনকারী বলিবা বেজবরুয়া মহাশয়ের এক্ষণাগে বিচারাধীন হইতে হইবে।

(খ) মহাপ্রভু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া বেজবরুয়া মহাশয়ের বিচারে শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ শঙ্করদেব ইহা জানেন, কিন্তু মহাপ্রভু জানেন না। এ অজ্ঞতার অংশীদার অনেক—শঙ্করাচার্য্যের দলের একদণ্ডী সন্ন্যাসিগণ, মধ্ব রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দলের ত্রিদণ্ডী স্বামিগণ, শ্রীধর স্বামীও বাদ পড়েন নাই। সুতরাং কলিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে যদি পাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকের ভাগে অতি সামান্যই পড়িবে। ইহা তাঁহারা সামলাইয়া লইতে পারিবেন—শাস্তি বড় জোর কর্ণের যমদণ্ড। কিন্তু যদি ইহার অকরণে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে ইহা 'শাস্ত্রজ্ঞ' শঙ্করদেবকে একাকী ভোগ করিতে হইবে এবং ইহার শাস্তিও সুতীব্র নরক দর্শন। বস্তুতঃ,—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই বাক্যে কলিতে কর্ম্মসন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়া থাকিলেও জ্ঞান ও ভক্তিসন্ন্যাস নিষিদ্ধ হয় নাই। জ্ঞান ও ভক্তি সন্ন্যাসের বিধি তিনি সর্ব্ব শাস্ত্রে পাইবেন। আমরা ভাগবত হইতে একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া ইহার বিধি প্রদর্শন করিতেছি—

"কোচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণি কেচন।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্ম্মুনেঃ॥"
১১।২৩।৩৪

তাহা হইলে কলিতে সন্ন্যাস একথাটি তিনি কোথায় পাইলেন? তিনি পাইয়াছেন—বেদেতে—এবং তিনি ইহা উদ্ধারও করিয়াছেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"তপ জপ সন্ন্যাস পরম মহাদানে।
ন পাওয়ে আমাক সখি যোগ মহাজ্ঞানে॥"

কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

ন পাওয়ে আমাক একাদশী উপবাসে।
ন কুরয় বশ্য মোক পরম সন্ন্যাসে॥ ...

এই জন্যই বোধ হয় তিনি তপ, জপ, দান-যজ্ঞ, যোগ, জ্ঞানচর্চ্চা, একাদশী ব্রত, সন্ন্যাস প্রভৃতি মুখ্য ভক্তির অঙ্গগুলির যজন একেবারে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধি-নিষেধরূপ শাস্ত্রের সম্বন্ধগণ্ডীর বাহিরে গিয়া উদার নৈতিক ভক্তির যাজনে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং অন্যে যখন উক্তগুলি যাজন করেন, তখন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বেদ উল্লঙ্ঘনকারী বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন। কি শাস্ত্রজ্ঞান! কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য!! কি অদ্ভুত ব্যাখ্যা!!! ঐ পদগুলির তাৎপর্য্য এইরূপ নয় যে, এ সমস্ত কর্ম্মের আবাহন করিতে হইবে না। যে কর্ম্ম যখন ভক্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেই কর্ম্ম জীবের শুভাশুভফল-প্রসূ হইয়া তাহার বন্ধনেরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।" ...
... মোক্ষভোগে জ্ঞানাদ্যং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥"
(ভাঃ ১।৫।১২)

ভাগবতের এই বাক্যে অচ্যুতভাবনিরর্থক জীবের এইরূপ কর্ম্মস্পৃহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার সন্ন্যাস যদি মুণ্ডনে ও গৃহত্যাগপূর্ব্বক হরিভজন হয়, তাহা হইলে মাধবদেব হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কেউরিয়াগণ পর্য্যন্ত সকলেই সন্ন্যাসী বলিতে হয়। শঙ্করদেবও অন্ততঃ গৃহত্যাগ করান, যাহার "টোলায়ালাটি" ও "জাগি" হইয়া গৃহত্যাগ করাও হয়।

(গ) স্ত্রী-শূদ্রাদির শালগ্রামসেবা ও বেদপাঠে অধিকার নাই সত্য। বোধ হয় এই জন্যই শঙ্করদেব শালগ্রামসেবা ও বেদপাঠ আদৌ করেন নাই। কিন্তু বেজবরুয়া মহাশয় শালগ্রাম সেবা হইতে নিবৃত্ত থাকিলেও, বেদচর্চ্চা হইতে এখনও নিবৃত্ত হইতে পারেন নাই। আমরা তাঁহাকে এই পাপ-কার্য্য হইতে আমি ... বিরত থাকিয়া ... মহাজন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ... শ্রী রামতীর্থ, রবীন্দ্র ঠাকুর, নিউটন প্রভৃতির নিকট হইতে বেদের উপদেশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে বলি।

বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী শূদ্র নন। শাস্ত্র তাঁহাদিগকে শূদ্র বলেন না। বেদপাঠ, শালগ্রাম সেবা প্রভৃতি পারমার্থিক বিচারের কথা। লৌকিক বিচারের পদ্ধতি সামাজিক; বিচারের একাত্তে আনিয়া মিশাইলে পরমার্থ বিপদাপন্ন হইবে। শূদ্র বা অন্ত্যজকুলে জাত স্ত্রী ও পুরুষ পারমার্থিক অধিকার লাভক্রমে বেদার্থ বিচার ও তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না—এইরূপ কথা বেজবরুয়া মহাশয়ের মত একজন উদারনৈতিক ভক্তের মুখে শোভা পায় না। বস্তুতঃ ভাগবতগণ যে যে কুলে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করুন না কেন—শূদ্র নহেন।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তর্কশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী...লাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

১০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)
৩। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৭৲
৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড) ৩।০
শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট ৵০
৭। কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ) ৷৵০
৮। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৵
৯। সাধককণ্ঠমণি ।০
শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী ৸০
ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬॥০
১২। জৈবধর্ম্ম
১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ ২৲
১৪। গীতার সম্বন্ধ ভাষ্য ।০
১৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ
১৬। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
১৭। *Life & Precepts of Mahaprabhu*
১৮। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা যন্ত্রস্থ)

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সমালোচনার ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্বপ্রকাশিত ৮৫ সংখ্যার পর)

৭। মহাপ্রভুর মত ও প্রচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে॥"
পদ্মপুরাণ

ভক্তের দ্বারাই বর্ণ নিরূপিত হয়। জাতি দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ-বিধি ভাগবতেরও নহে, আর বৈষ্ণবেরও নহে। ভাগবতের ৭।১১।৩৫ শ্লোকে দেখিতে পাই,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥"

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্‌ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।"

ভাবার্থদীপিকা

এ বিষয়ে অনেক আলোচনা আমাদের গ্রন্থে করা হইয়াছে।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু
নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ।
... ... যস্য বা নারকী সঃ॥"

পদ্মপুরাণের এই বাক্য আমাদিগকে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ নরকপ্রাপক মহাপাপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৪) যাহে তাহে নাম দিল মহাপ্রভু নির্বিশেষে প্রত্যেককে নামদানরূপ মহামন্ত্র ... করিয়াছেন,—

"নাহিকে শঙ্কা পাত্রাপাত্র, কাল।
ডাক দিয়া দেয় নামক দান॥
নামের দ্রোহী নাহি তাই পায়।"

উহার উদাহরণস্বরূপে তিনি জগাই মাধাইর প্রতি মহাপ্রভুর কৃপার উল্লেখ করিয়াছেন। জগাই মাধাই ছিল নবদ্বীপের কোতোয়াল—নবদ্বীপের রাজা। মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে তাহারা বড় অত্যাচারী ও মহাপাপী ছিলেন সত্য কিন্তু কৃপালাভের পর তাহাদের আর্ত্তি,

তাঁহাদের গঙ্গাঘাটে অবস্থান পূর্ব্বক স্নানার্থী নরনারীগণের চরণে পড়িয়া ক্রন্দন ও জ্ঞান বা অজ্ঞান-কৃত সকল পাপের জন্য ক্ষমাভিক্ষা, তারপর তাঁহাদের যাবজ্জীবন ভজনভাবে অতিবাহনে নিষ্কপটভাবে বৈষ্ণবকৃপা মহাশয় যদি কুলীনের লক্ষণ দরেন এবং শঙ্করদেবের চরণধূলা মাথায় দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে রাম রাম শুক যখন মাধবদেবকে বলিলেন—

অন্য দেব পূজিবাক মোর নাহি মন।
যজমানে নেড়ে কাগো বলোতো সুজন॥
গুরুচরিত।

—তাহাকে যদি ব্রহ্মচারীদের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে তিনি 'শূদ্র' শব্দটির অর্থ মানেন না বলিতে হইবে। 'শূদ্র'র অর্থ 'গৃহস্থ' বলিয়াই পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"যাহার মুখে না যায়ে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
সবারে নিবারি নাহি আনি দিব মাত্র॥"

চৈতন্য করিয়াছিলেনও তাই; কিন্তু ইহাতে দোষ হইল কোথায়? তিনি জাতি, কুল, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ভৌতিক প্রতিষ্ঠার দ্বারা পাত্রের বিচার করিতে যান নাই এবং তিন বার তাঁর নিকটই হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কেবল ভাগ তিন শ্রেণীর লোক তাঁহার আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই। তাহারা কুলীন, পণ্ডিত ও ধনী, যথা—

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্‌।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥"

কেন তাহারা তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন?—না তাহারা দৈন্য হইতে পারেন নাই; বরং তাহারা, তাঁহাদের নিজের পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করার উদ্ধত কামনা করেন। বিদ্বানগণ শাস্ত্র পাঠ করিয়া কয় জন নিজের পাণ্ডিত্য বুঝিতে পারে? এবং কয়জন বিনয় করিয়া শরণ যে বিশুদ্ধভক্তকে উপদেশ করিয়া প্রতিষ্ঠাদের ধন নিক্ষেপ মহাজনগণের অনুগামী হইতে পারে? স্কুতরাং শ্রীমদ্ দৈন্যের অভাব। "যাহারে ভাবে" বাক্যের অর্থে মনে হয় মহাশয় যে অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে চৈতন্যদেব ভিতরে দৈন্যের অনুসন্ধান করেন কেন?

অনুসারীদের উদ্ধারের নজীর দেখ যে বৈষ্ণবকৃপা মহাশয় গুরুদেবকে দেখাইবার বাসনায় উদ্ধার দিয়াছেন যেমন তেমন করে নাম নিলেও উদ্ধারপ্রাপ্ত হইতে উত্তম প্রকৃতির পাইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে এই সন্দেহ বাধের স্ফূর্তি দেখা পায় না। তাহা সত্য গৌরভক্তের ক্রমশ কার্য্যকলাপ

পরিচয় প্রদান করিতে যাওয়া নিতান্ত অজ্ঞের কথা।

(৮) চৈতন্য বা চৈতন্যের ভক্তগণ কেবল জড় প্রতিষ্ঠাকামী ছিলেন না। রূপ গোস্বামী প্রাকৃত পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয়াকাঙ্ক্ষী পণ্ডিতকে স্বেচ্ছায় জয়পত্র প্রদান করিয়া একরূপ জড়ীয় প্রতিষ্ঠার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্তের অবমাননা তাঁহারা কেহই সহ্য করেন নাই। মহাবাদীর অপবিদ্ধাদ্বৈত অলৌকিক প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের বৈজয়ন্তী নিশান ভাবতবর্ষে উড্ডীয়মান রাখিতে তাঁহাদের যে বিপুল উদ্যম ও চেষ্টা গ্রন্থাবলিতে হয়, তাহা তাঁহাদের গৌরবই বিস্তারিত করিতেছে। হায়! আজ তাঁহারা যদি না আসিতেন কে সনাতন ধর্মকে নানা মতবাদরাহুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিত? কে বিশুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধভক্তির প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া মায়াবদ্ধ জীবকে শুদ্ধভজন-পদ্ধতির যাজন শিক্ষা দিত? নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী ব্যতীত কে আজ তাঁহাদের স্বীয় প্রতি এত অযাচিত এবং অপূর্ব্ব দয়ার কথা স্মরণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন?

ভক্তির পরিপন্থী সিদ্ধান্তের খণ্ডন কিছু নিন্দা নহে। প্রচারকগণ ব্যক্তি ও ব্যক্তিবিশেষভাবে অধঃক্ষয়

মহাত্মাদের নাম অথবা প্রতি ভক্তি যাহা নহে, তাহা বলার নাম বাহিরের-প্রচার। উভয়বিধ প্রচারের আবশ্যকতা আছে। ... ...

... ...

মহাপ্রভুর শঙ্করাচার্য্যের মতকে খণ্ডন করিতে দেখিয়া হয়, তাহা হইলে শঙ্করদেব ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

শঙ্করদেবকে উদ্ধার করা ... ...

শঙ্করাচার্য্যের ... ...

শ্রীচৈতন্য মিশ্রণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই নিন্দা শঙ্করদেবও, কেননা তিনি বলিয়াছেন,—

"লোকে অজ্ঞানে মিটো ভক্তকে গুরুত্ব এড়ে।
তাহারেলে মঞ্জনার নরকেতে পড়ে॥"
—কীর্ত্তনঘোষ।

যদি শঙ্করদেব-প্রচারিত ধর্মকে নিন্দা করিয়া থাকেন যদি কিছু শঙ্করদেব কেহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ অন্যায় শঙ্করদেব-কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন—

"বিরক্ত ধর্ম পরিহরি। মিটো চিত্তে নাম রূপ করি। নিতান্ত কীর্ত্তন মন্ত্র করে। তারপরে থাকে মিটো নরে॥"

যদি কর্ম ও জ্ঞানীদের ভক্তিকে খণ্ডন করিয়া দেওয়ায় নিন্দিত কার্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শঙ্করদেব-কর্তৃক মহাভাগবত ... প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু দোষে দুষ্ট, যেহেতু তিনিও 'লোক কীর্ত্তন'—ভাগবতের পারায়ণের শ্লোক করিয়াছেন—স্বয়ং ... দেব বেদ ধর্মকে ... অর্পণ করিতে আজ করিয়াছেন। যদি শ্রীচৈতন্যের দাসগণের সেবককৃত কেহ শঙ্করদেবের কারণে কর্ম ও জ্ঞানবিরোধী ভক্তিকে শুদ্ধভক্তি বলিয়া প্রশংসা করিতে নিন্দিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে যে নিন্দার ভাগ শঙ্করদেবেরও প্রাপ্য, যেহেতু তিনি শঙ্করাচার্য্যের দোষায় কান্তি ও মস্তকে খণ্ডন করিয়াছেন। নিজ সম্প্রদায়ের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে গিয়া কেহ তার্কিক বলিয়া নিন্দিত হন, তাহা হইলে শঙ্করদেবও সেই আখ্যার আখ্যাত হইবার যোগ্য হবেন, যেহেতু তিনিও মাধবদেবকে ছাগ-বলিদানরূপ অসৎকার্য্য হইতে যুক্তিতর্কের দ্বারা নিরস্ত করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করিয়াছিলেন। যদি শঙ্করদেবের মতের আলোচনা বলিয়া নিন্দনীয় বিবেচিত হয়, তাহা হইলে এ বৈষ্ণবকৃপা মহাশয় এ-পীঠের শঙ্করদেব নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুকে সেন্টিমেন্টাল বা ভাবুক একজন, উন্মাদ পাগল প্রভৃতি উক্তর বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের মতালোচনার প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার চরিত্রালোচনায় ছাপ নিয়াছেন যেমন সমালোচক হইয়াছেন, তিনি ... ... বাসনা অসমর্থ হইয়া ... ... ব্রাহ্মণবাদীগণের ... ... আবদ্ধ ছিলেন ... ... গৌরব ... ... বিশুদ্ধ হন নাই, তিনি কিরূপ ... বিশেষিত হইবার যোগ্য ... তাহা তিনিই নির্দ্ধারণ করিবেন।

(৯) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবনিন্দা ইত্যাদি ... "বৈষ্ণবের ... ... না বুঝয়া" "বৈষ্ণব ... ... দেবের কর্তা।" "অতি ... ... অতি বৈষ্ণব

না চিনি। মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি।" অতএব বৈষ্ণব-চরিত্রের দুর্বিজ্ঞেয়তা [illegible] হইয়াছে। বিষ্ণুর চেষ্টা চরিত্র সেরূপ বদ্ধজীবের বিচারে আসিতে পারে না। তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে [illegible] কি লীলার অবতারণা করেন [illegible] তাঁহারাই জানেন, আর জানেন [illegible] অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ। আমরা [illegible], আমাদের সেই সমস্ত লীলার উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে [illegible]-অপরাধ সঞ্চয় করা ব্যতীত আর কিছু লাভ ঘটে না। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞান-লাভ তাঁহাদেরই কৃপাসাপেক্ষ। [illegible] [illegible] [illegible] কে কবে সেই তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন বা পারিবেন? [illegible] মোহে লোকের নিকট [illegible] কোন বাধা নাই [illegible] দোষ আছে। শুনিতে পাই, [illegible] দোষ ছিল এবং [illegible] [illegible] ছিল [illegible] বিকার পরিলক্ষিত হইয়াছিল, অপর স্থানে ইন্দ্রিয়ের বিকার লক্ষিত হয় নাই। হরিদাস [illegible] ছিলেন, তিনি গুরুর অবমাননা-জনিত দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর লীলা কে বুঝিবে? তিনি নিজ [illegible] দণ্ডযোগ্য কাজ করাইয়া এবং [illegible] জন্য তাঁহাকে দণ্ডিত করিয়া অপরকে শিক্ষা দেন। নিজজন ব্যতীত এ দণ্ড আর কে সহ্য করিবে? শ্রীপাদের [illegible] এইরূপ লীলারই অন্তর্গত। এইরূপ লীলাতে জগতের যে কি উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা একরূপ বর্ণনাতীত। [illegible] [illegible] হরিদাসের প্রতি [illegible] দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া প্রকৃতি সম্ভাষণ হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থান করেন। শ্রীঈশ্বর প্রতি শ্রীপাদের দণ্ড-প্রদান লীলায় আমরা তুলনা ও [illegible] [illegible]। [illegible] দণ্ডে হরিদাস ও [illegible] প্রভৃতির পারমার্থিক কোন ক্ষতি হয় নাই। [illegible] সেই লীলা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

[illegible] মহাশয় বলিয়াছেন যে [illegible] [illegible] কথা [illegible] নিন্দা করা তাঁহার স্বভাব নয়। বৈষ্ণব ও বিষ্ণু-পূজকের [illegible] শঙ্করদেবকে নিন্দা করিয়া তাঁহার [illegible] উল্লেখিত [illegible] বলিয়া [illegible] কথা [illegible]। অন্য-লেখক মনে করেন, যদি [illegible] [illegible] [illegible] নিন্দা [illegible] করিতে যান, তাহা হইলে [illegible] [illegible] যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নাম পাইবারই অযোগ্য, তাহা শাস্ত্র-প্রমাণে প্রমাণিত করিয়া আমরা এক [illegible] প্রবন্ধের অবতারণা করিতে বাধ্য হইবেন।

উত্তরে আমরা বলি যে, আমাদের গ্রন্থে কোন স্থানে শঙ্করদেবকে নিন্দা করা হয় নাই, কোন স্থানে তাঁহার চেষ্টা চরিত্রের নিন্দা করা হয় নাই। ইহাতে তাঁহার মতের আলোচনা করা হইয়াছে এবং অতি নিরপেক্ষ ভাবে। সেই আলোচনার সহিত আনুষঙ্গিক-ক্রমে বঙ্গদেশে প্রচলিত বর্ম্মমতের আলোচনাও সন্নিবেশিত আছে। সত্য প্রচার করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। যাঁহারা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত [illegible] আলোচনা লক্ষ্য করিতে যান, তাঁহারা নিজ ধর্ম্ম-মতের বিরুদ্ধে কোন আলোচনা শুনিতে অধৈর্য্য প্রকাশ করেন, তাঁহারাই অন্যের পক্ষপাতী—তাঁহারাই মতের 'নিজে'-সাধন-প্রয়াসী—তাঁহারা কখনই নিরপেক্ষ নহেন। [illegible] নিন্দা করা [illegible] মহাশয়ের [illegible] নয় ইহা আমরা [illegible] হইতেই [illegible]। [illegible] কালে [illegible] বোধ হয় [illegible] নাই যে, 'শঙ্করদেব' নামক গ্রন্থখানি [illegible] এবং উহা 'বৈষ্ণব ও বিষ্ণু-পূজক' নামক গ্রন্থের বহু পূর্ব্বে লিখিত। তিনি ঐ গ্রন্থে শঙ্করের যে আলোচনা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি [illegible] আলোচনায় যে রুচির প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যে শাস্ত্রে [illegible] কোনরূপ জ্ঞান নাই, [illegible] মানুষকেই স্বীকার করিতে হইবে। মহাপ্রভুর অবৈষ্ণবতা প্রমাণের জন্য তিনি কোন শাস্ত্রই পাইবেন না। ইহা তিনি স্থির জানিয়া রাখুন। মহাপ্রভু নিজেই শাস্ত্র। শাস্ত্র শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হইতে পারে না। মহাপ্রভুর বৈষ্ণবতাকে [illegible] উড়াইবার চেষ্টা করিলেন, তিনিই অবৈষ্ণব প্রমাণিত হইবেন। মহাপ্রভুকে অবৈষ্ণব প্রমাণ করিলে জগতে কেহই বৈষ্ণব থাকিবে না, শঙ্করদেব ও নহেন। মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারেন কিনা চেষ্টা করুন। মহাপ্রভুর উপরে কলম ধরিতে গেলে সব ব্যর্থ-নিষ্ফল হইবে এবং এই [illegible] [illegible] প্রদর্শন করিবে [illegible] [illegible] ব্যক্তি [illegible] [illegible] অসমর্থ। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে [illegible] [illegible] কাহারও শাস্ত্রালোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহা [illegible],—

[illegible] কর মন।
[illegible] সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

উপসংহারে আমরা লেখকের মহাশয়ের চরণে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করি যে, সত্যের খাতিরে যদি কোন কথা বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে উদ্বেগ প্রদান করিয়া থাকি, তিনি যেন তাহা সত্যের খাতিরেই ক্ষমা করেন। এইরূপ উদ্বেগ সত্য-প্রচারকগণ চিরকাল আমাদিগকে দিয়াই আসিতেছেন এবং তাঁহাদের দাস-সূত্রে আমাদের তাহা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। প্রভুর তোষণ-কার্য্যের অনুষ্ঠানই ভৃত্যের সেবা। তিনি সমালোচনার দ্বারা আমাদিগকে যে সেবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বর্ত্তমান জগৎ

বর্ত্তমান জগতের ধারণা যে, কালী, দুর্গা, শিব, মনসা, চণ্ডী, ঘেঁটু, মাকাল, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সকল দেবতাই সমান। সকলকেসমান-ভাবে অর্চ্চন করিতে হইবে, সমাদর করিতে হইবে, সকলের নিকটেই আমাদের ভোগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। তাহা হইলে আর কোন অশান্তি [illegible] থাকিবে না। যে দেবতার কাছে যে অধিকারটী আছে, তাঁহাকে পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তিনি মুক্তহস্তে তাহা দান করেন। বাস, তাহলে আর চাই কি?

আমাদের এমন ধারণায় যিনি সায় দিতে পারেন, তিনিই মস্ত বড় প্রচারক, তিনিই সাধক, তিনি পরমহংস ইত্যাদি। * * * স্বামী বলিয়াছেন, "যার যেরূপভাবে ইচ্ছা ডাকুক না কেন, যে কোন দেবতার শরণ লউক না কেন, ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহাকে কৃপা করিবেন। কর্ম্ম কর, কর্ম্ম করিতেই শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশটুকু গ্রহণ করিলেও তাহার পরের যে কথাটী বলিয়াছেন—

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ (গীতা ৪।১৭)

ঐ কথাটি আর শুনিবে না, কোন্টী কর্ম্ম, কোনটি অকর্ম্ম, কোন্টী বিকর্ম্ম—এ বিচার করিতে গেলে আর তোমার সুবিধা হইবে না। কর্ম্ম—যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম, সুতরাং নির্ব্বিচারে কর্ম্ম চালাও, ভগবানের আদেশ পালন করিলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগকে সুখে রাখিবেন। তিনি কর্ম্মফলত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন; দেশের দশের কাজ কর, স্কুল কলেজ স্থাপন কর, দাতব্য চিকিৎসাগার স্থাপন কর, অন্নদান বস্ত্রদান করিতে থাক, দেখিবে ভগবান্‌কে উপযাচক হইয়া কৃপা করিতে হইবে।"

হায়রে অন্ধ জগৎ, তোমরা কি এতই হতভাগ্য হইয়াছ যে, তোমাদের চক্ষের সম্মুখে যে বস্তুটা পড়িয়া রহিয়াছে, চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার সেটার দিকে দৃষ্টিপাতও করিবে না? মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বা যে তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত, তাহাও কি তুমি লক্ষ্য করিবে না? কৃতান্তের গ্রাস হইতে নিজেকে বাঁচাইবার কি তুমি কিছুই উপায় পাইতেছ না? একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া সম্মুখের দিকে তাকাও—স্বদেশের দিকে তাকাও—নিজ আত্মীয়, পরমাত্মীয়, পরদুঃখদুঃখী কৃপাবতারের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। অমৃতের সন্তান তোমরা, কেন মৃত্যুপথে পুনঃ পুনঃ গমন করিতেছ? পরম করুণ পরম পিতা পরমেশ্বরের অভয় পাদপদ্মে আশ্রয় লইলে আর ভয় থাকিবে না, শোক থাকিবে না, মৃত্যু থাকিবে না। অশোক অভয় অমৃত পাদপদ্মে শরণ লইলে, অভয় ধামে (বৈকুণ্ঠে) গমন করিলে শোক করিতে হইবে না, মৃত্যুর ত সেখানে যাইবারই উপায় নাই।

"সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥"

ঐ শোন, অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী মহদৃষ্টি [illegible] জন্য উদিত, সেই পুরাণ-সূর্য্যের আলোকে অবগাহন করিতে পারিলে, তাহার অভয় বাণী শ্রবণ করিলে আর ভয় থাকিবে না। একবার কৃষ্ণ-পাদপদ্মে মন নিবেশিত করিতে পারিলে, তাঁহার গুণাবলীতে অনুরাগী হইতে পারিলে যমদূত কেন, স্বয়ং যমরাজ পর্য্যন্ত সম্মুখে আসিতে পারিবেন না, সম্মুখে আসা ত' দূরের কথা, স্বপ্নেও তাঁহাদের দর্শন লাভ ঘটিবে না।

পিতা পুত্রের প্রতি স্বতঃই স্নেহশীল। পুত্র কুবুদ্ধিবশতঃ পিতার অবাধ্য হইলেও দয়ালু পিতা ত পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাই পরম দয়াল পরম পিতা পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার সন্তানগণের জন্য সকাতরে উপদেশ করিয়াছেন, জীবগণের কুবুদ্ধি দর্শন করিয়া তাহাদের সুবুদ্ধি দিবার জন্য তাঁহার অমৃতবাণী উপদেশ বর্ষণ করিয়াছেন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়া-জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি, 'হরের্নাম' উক্তি তিন বার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥

৭।

অষ্টদুর্গ (আটগড়)

প্রচার-প্রসঙ্গ

অষ্টদুর্গে শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিব্রাজকাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্মের প্রচার উড়িষ্যার বর্ত্তমান ইতিহাসের একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী এবং শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সুমহান্ লোকাতীত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বই এই মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের সফলতার মূল কারণ। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরে শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে অষ্টদুর্গের শাসন ব্রাহ্মণ সমাজের পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর রথ কবিচন্দ্র মহোদয় "স্বামিজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তির আধার, ইহা তাঁহার হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস"—এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি ষাট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং কয়েকখানি শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের যথার্থ অর্থ-সম্বন্ধে শ্রীমদের বাণী শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে ভগবৎ-কৃপায় অদ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ 'জীবকে ভগবানের সমান বিচার করা অসঙ্গত' ইত্যাদি যুক্তিদ্বারা পণ্ডিত মহাশয়কে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহার উক্তির সমর্থন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের অসাধারণ বৈদগ্ধ্য এবং সু-মিষ্ট সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় মীমাংসামূলক সিদ্ধান্তাদিকে ন্যায় প্রাপ্ত হয়েন। একাদিক্রমে ৫-৬ ঘণ্টা শ্রবণ করিয়াও শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অষ্টদুর্গের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজে স্বামীজির পীযূষবর্ষিণী ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী স্থায়ী মঙ্গলের সূচনা করিয়াছে, অষ্টদুর্গবাসী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

অষ্টদুর্গে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের নগর কীর্ত্তন স্বামীজির অলৌকিক ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। এই নগরকীর্ত্তনে রাজা সাহেব-প্রমুখ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্দ্ধন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত যোগদান করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামীজিদ্বয়ের পারমার্থিক ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এই দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম—ইহার সম্যক্ বর্ণনার শক্তি আমার নাই, প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তজ্জন্য আপনাকে ধন্য মনে করি।

অষ্টদুর্গে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাস। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত সুজিজ্ঞাসু এবং সর্ব্বদাই স্বামীজিদিগের নিকট উপস্থিত থাকিতেন। তাহার ফলে বহু অত্যাবশ্যক প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন হইয়াছিল। তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিবার শক্তি আমার নাই। সংক্ষেপে কয়েকটী সিদ্ধান্ত মাত্র উল্লেখ করিব।

শ্রীভগবানের সেবা বা ভক্তি সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণিত, সর্ব্বজীবের সনাতন ধর্ম্ম। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, ভক্তির অঙ্গীভূত না হইলে স্বতন্ত্রভাবে অবলম্বনে জীবের সংসার-বন্ধন যায় না।

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত। উহার প্রকৃত ... মাত্র সাধুদিগের নিকট ... হইতে পারা ... শ্রীভগবানের সন্ধান পান নাই, তিনি অপরকে সে সন্ধান দিতে পারেন না, সাধুগণ শ্রীভগবানের সন্ধান প্রদান করিয়া বদ্ধজীবের অজ্ঞানতা দূর করিতে সমর্থ। অজ্ঞানতা কিংবা অবিদ্যা সমস্ত অনর্থের মূল। অজ্ঞানতা দূর হইলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়। সদাচার সম্পন্ন হইয়া সাধুদিগের শ্রীমুখে শ্রদ্ধার সহিত হরি-কথা শ্রবণ করিলে বদ্ধজীবের অনর্থ নিবৃত্ত হয়। অনর্থের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইলে সদ্গুরুর কৃপায় ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে যাবতীয় কার্য্য ভগবৎ-সেবায় পরিণত হয়; ইহাই সর্ব্বজীবের একমাত্র চরম প্রয়োজন।

শাস্ত্র ভগবানের বাণী। ভগবান্ শব্দরূপে সাধুদিগের শ্রীমুখে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন। শাস্ত্র জীবের স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ নহে, অনর্থ-যুক্ত জীব শাস্ত্রের অপ্রাকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে পারে না, বদ্ধজীব স্বীয় জড় প্রতিভা দ্বারা শাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া—নানারূপ ভ্রান্ত মতের সৃষ্টি করে, তদ্দ্বারা তাহারা নিজে বঞ্চিত হয় এবং অপরকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে, সাধুগণ এই প্রকার বঞ্চক ও বঞ্চিত উভয় শ্রেণীর ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট জীবকে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবদিচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ হয়েন। সুতরাং তাঁহাদের বাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে কোন রূপ পার্থক্য হইতে পারে না। তাঁহারাই প্রকৃত জগদ্গুরু। তাঁহারা কোন নূতন মতবাদ স্থাপন করেন না। তাঁহারা শাস্ত্রীয় সনাতন ধর্ম্মের আচার ও প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত সেবা লাভ করিতে হইলে সাধু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে, অনেকে সাধুর বেশ গ্রহণ করিয়া অশাস্ত্রীয় কুমত সমূহ প্রচার-দ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া থাকে, সেরূপ বঞ্চকের সেবা—করিলে ভয়ানক অমঙ্গল হয়। প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু এবং পরোপকারী ব্যক্তির কর্ত্তব্য সকলকে সেরূপ বঞ্চকগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার নিত্য পার্ষদগণ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম হরিসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রযুক্তি এবং নিজেদের আচরণ-দ্বারা জগৎ জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা নানাঋষির নানামতের অন্যতম অসম্পূর্ণ মাত্র নহে। উহা প্রত্যেক জীবের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম। উহা কোন কপোলকল্পিত পৌত্তলিক সম্প্রদায় ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত অধিকার নহে। উহা চির পুরাতন এবং চির নূতন সনাতন সত্য, যাহা কোন জীব-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইবার যোগ্য নহে, কিন্তু যাহা সাধুদিগের হৃদয়ে কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় অচিন্ত্য স্বরূপ স্বতঃ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সাধুগণ আশাস্ত্রীয় মতের সৃষ্টি করেন না। তাঁহারা শ্রীভগবানের একান্ত ... নিজে ভগবান হইবার দুর্ব্বাসনা দেখা যাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের একমাত্র প্রবর্ত্তক। তিনি জীবকে সর্ব্বক্ষণ এবং সকল অবস্থায় "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহাই শাস্ত্রসম্মত বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম। ইহা সর্ব্বজীবের অবশ্য পালনীয় একমাত্র ধর্ম্ম। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য কোন মন্ত্র কিম্বা স্বকপোল-কল্পিত অশাস্ত্রীয় ছড়াগান কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়াস করেন, তিনি কখনই শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতে পারেন না। সনাতন ধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম, উহা অপৌরুষেয় এবং শাস্ত্র-সম্মত পৌরাণিক কীর্ত্তন চেতনের নিত্য ধর্ম্ম, উহা ভোগ্যাত্মক কিম্বা অনর্থযুক্ত জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের উপায় মাত্র নহে। পণ্ডিত-সমাজ কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বকপোল-কল্পিত অশাস্ত্রীয় কোন দিনই সনাতন ধর্ম্ম ... করিবেন না—ইহা আটগড়ের পণ্ডিত-সমাজ স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়া সর্ব্বসাধারণের অশেষ কল্যাণবিধান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, নিরপেক্ষ শাস্ত্র-বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম যে কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম,ইহা সুপ্রমাণ করিবার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জন মাত্রেরই আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক নিরপেক্ষ শাস্ত্রযুক্তির বিরোধী কোন কুমতের সমর্থন না করা আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল

কটক র‍্যাভেন্স কলেজের শিক্ষক

> 'কেবল' শব্দের পুনরপি নিশ্চয় করণ।
> জ্ঞান যোগ তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ ॥
> অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
> নাহি, নাহি, নাহি, তিন উক্ত 'এব' কার ॥

ঝরিয়া প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় প্রায় ছয় সপ্তাহ কাল ঝরিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট কোলফিল্ডে মাড়োয়ারী ও কাচ্ছী (কচ্ছদেশবাসী) ভদ্রমহোদয়গণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন, প্রত্যহ বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মোটর যানাদি সহযোগে বহু ভদ্রলোক বিদ্যাভূষণ প্রভুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ হিন্দীভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য আসিতেছেন ও তাঁহাকে স্ব স্ব গৃহে যাইবার আবেদন জানাইতেছেন। ঝরিয়া সহরে, লোদনা ও জয়রামপুর কোলিয়ারীতে প্রচারের পর বর্ত্তমান সময়ে লোদনা চোপাল পুর অর্জ্জুন সেমজী তিসরা কোলিয়ারীর প্রোপ্রাইটারের অনুরোধে তাঁহার বাগান বাড়ীতে দশ দিন অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরম ধার্ম্মিক অর্জ্জুন সেমজী বাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক বৃন্দকে সর্ব্বান্তঃকরণে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। অর্জ্জুনবাবুর সুকৃতি বর্দ্ধিত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার মঙ্গলবিধান করুন। ঝরিয়ার প্রচার উপলক্ষে শ্রীযুক্তবাবু যোগেশচন্দ্র রায় কোলিয়ারির ইঞ্জিনিয়ার এবং ক্যাপ্টেন পি' এম, ঘোষ, তারাচাঁদ ঘনশ্যামদাসের এজেণ্ট ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনলাল গোয়েঙ্কা প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণে সহানুভূতি প্রকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম দেশীয় ভদ্র মহোদয়গণ বিদ্যাভূষণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেকে বলিতেছেন, আমরা অদ্য পর্য্যন্ত বহু বহু সাধুসঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু কৃষ্ণনাম লইতে হইলে দশ অপরাধ বর্জ্জনের কথা শুনি নাই। কৃষ্ণনাম, সুতরাং যদি অপরাধ না যায় তবে আমরা এত নাম করিতেছি, আমাদের নামের ফলে কৃষ্ণদর্শন এবং কৃষ্ণপ্রেম বাড়িতেছে না কেন? বরং ক্রমে ক্রমে সংসারে প্রেম (আসক্তি) বাড়িয়া যাইতেছে। অতএব নিশ্চয়ই আমাদের কৃষ্ণনাম হইতেছে না।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের [illegible] —বিদ্যার্থিগণ আবেদন [illegible]

১। [illegible]নিধি, ২। [illegible],
৩। [illegible], ৪। ভক্তিশাস্ত্রী,
৫। [illegible], ৬। বেদান্ত[illegible],
৭। [illegible]।

শ্রী[illegible], [illegible],

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৷৶০ সাধারণ পক্ষে ১০, । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায় [illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে [illegible] গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট [illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

অধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

[illegible] পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—[illegible]

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	[illegible]চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ [illegible]	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	২৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, [illegible]-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপশতক—প্রতি	৴০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	[illegible]	৸০
৯।	সাধকজীবন	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৲ / ৩৷৷০
১২।	[illegible]	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	[illegible]	৷৷০
১৫।	শ্রীগৌর[illegible]	[illegible]
১৬।	শ্রীনবদ্বীপ[illegible]	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা খণ্ড)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থীদের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign* 6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইহাতে [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৬

সজ্জন—স্থির

আত্মার ধর্ম্ম অচঞ্চল। মন ও দেহের ধর্ম্ম পরিণামশীল। অনিত্য পরিণামশীল বস্তু কখনই স্থির নহে। পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। দেহ নিত্য নহে, মনও অনিত্য বস্তু হইতে স্বীয় অনুশীলনীয় বৃত্তি সংগ্রহ করে, সুতরাং তাহারা উভয়েই অস্থির।

তাৎকালিক বৃত্তির তাড়নায় দেহ ও মন নানাপ্রকার প্রারম্ভের আবাহন করে। চাঞ্চল্য-রহিত হইলে নিত্যধর্ম্মের স্থিরতা আত্মায় উপলব্ধ হয়। ভগবদ্ভক্ত পরিণামশীল অসদ্ বস্তুতে প্রবৃত্ত হন না। ভগবৎ-সেবায় চিত্তবৃত্তি নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে অস্থির ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না। যে কালে মনোরথ অস্থির বস্তুর সেবায় ধাবিত হয়, তৎকালাবধি তাহার নিত্যত্বের বা স্থিরতার সম্ভাবনা নাই। হরিসেবাপর সজ্জন সকল সময়েই স্থির। স্থির বস্তু ভগবান্ স্থির প্রকৃতি সজ্জনের অনুকূল অনুশীলনের বস্তু।

পতঞ্জলী ঋষির যোগদর্শন আলোচনা করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, কৃত্রিম উপায় দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইতে পারে। আবার ঈশ্বর-প্রণিধান-ফলে চিত্ত স্থির হয়। শমদমাদির অভ্যাস ফলে যে স্থিরতার উদ্দেশ করা হয়, তাহা পরিণামশীল ও অস্থিরতার পূর্ব্ববৃত্তি। বাস্তবিক স্থিরতা, নিত্যবস্তু ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হইলে অন্য অনিত্য বৃত্তির যোগে, সম্ভাবনা হয় না।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী কেহই স্থির নহেন। তাঁহারা নিজ নিজ স্বভাবে সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া সুস্থির হইবার জন্য বিভিন্ন কাল্পনিক অনিত্য অস্থিরতার আবাহন করেন মাত্র। আপনাদিগকে অভাবগ্রস্ত দুঃখী জ্ঞানে স্ব-স্ব বাঞ্ছিত বস্তু লাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়ান। বিশেষতঃ সাধন ও সাধ্যে বৈষম্য থাকিলে, অস্থিরতাই শেষ ফল হয় অর্থাৎ উপায় উপেয়ের পার্থক্য নিত্যত্বের ব্যাঘাত করে।

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥"

সকল কার্য্যের স্থিরতার প্রয়োজন আছে। ধৈর্য্য বিশিষ্ট না হইলে ভক্তি সুষ্ঠুতা লাভ করে না। অনাত্ম-ধর্ম্মে অনিত্যতা ও অস্থিরতা আছে। সজ্জনগণ তাহাতে প্রমত্ত নহেন। সজ্জনগণ সকল অনুষ্ঠানেই ধীর। সজ্জনগণকেই একমাত্র বিশ্বাস করা যায়। তাঁহাদের দৃঢ়তাই জগতের আদর্শ।

অতিবাড়ীর বাড়াবাড়ি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজ, বি, টি)

আমাদের 'বৈষ্ণব ও বিষ্ণুপূজক' গ্রন্থের সমালোচনার দ্বিতীয় কিস্তিতে লেখক মহাশয়ের অসংযত লেখনীর উদ্দণ্ড নৃত্য চরমতা লাভ করিয়াছে। মহাপ্রভুর চরিত্রালোচনাই এবারকার সমালোচনার বিশেষত্ব। মতের আলোচনাকে চরিত্রালোচনায় পর্য্যবসিত করিয়া তিনি ন্যায় শাস্ত্রের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছেন। অদৃষ্টগুণই তাঁহাকে এইরূপ ঘৃণিত কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি এবং তাঁহার সমধর্ম্মী লেখক মহাশয়ের সমালোচনায় অতিবাড়ীর বিচার-প্রণালীই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমরা তাহাদের বিষয়ে একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি।

গুরু উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কীর্ত্তনকারীকে অতিবাড়ী বলা হয়। শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন-প্রয়াসে গুরুবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না। "হৃদয় মাঝে ঈশ্বর রূপ আপুনি বিচারি চাও" বলিয়া যাঁহারা সত্যানুসন্ধানে রত হইয়াছেন, তিনিই অতিবাড়ীর বিচারের পোষকতা করিয়াছেন। সাধু ও শাস্ত্র একবাক্যে এইরূপ কীর্ত্তনকে গর্হণ করিয়াছেন। শ্রুত বিষয়েরই কীর্ত্তন হইয়া থাকে। বক্তৃভূমিকায় অবস্থিত আমাদের শ্রবণ ব্যতীত কর্ত্তৃত্বাভিমান কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তিনি আমাকে তোতা পাখী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু আমার দোষ কোথায়?

"মহতের মুখে কথা শুনে প্রথমত।
ভেবেসে পুরায়ে পাওয়ে ভকতির তত॥"

—শঙ্করদেবের এই শিক্ষা অনুসারে মহতের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছি এবং নিষ্কপটে তাহার কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা ছাড়া আমি আর কি করিতে পারি?

'বাড়ী'র ঐ সংখ্যায় 'কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী' প্রসঙ্গে লেখক মহাশয় কৃষ্ণের ঐতিহাসিক অবস্থানে সন্দিহান হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের কোন অপুরুষীয়া মহেশ্বরগণ এই কৃষ্ণনামরূপ কুল কোঁয়র ভারতী মানিনীর ফুলসিজ সোমাল?"

লেখক মহাশয় নিত্যানন্দ নিকট মহাপ্রভুর প্রকাশ ব্যাপারটীকে অবিশ্বাস করিয়া অবতার ও গুরুবাদ ধ্বংস-প্রয়াসী কোন এক ব্যক্তির একটী ইংরাজি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। লোকটির নাম দেন নাই। উক্তির মর্ম্ম সংক্ষেপে এই—আচার্য্য বা প্রেরিত পুরুষগণের অপ্রাকৃতানুভূতি শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি (*Hallucination*) ছাড়া অন্য আর কিছুই নহে। অসুস্থ মস্তিষ্কবিশিষ্ট লোকের এইরূপ ভ্রান্তি অনিবার্য্য। মস্তিষ্কের এই অসুস্থতা এক প্রকার বীজাণুজনিত বিষ (*Toxin*) অথবা ঐ জাতীয় বস্তু সেবন দ্বারা আনীত হয়। এই সমস্ত ব্যক্তি অহঙ্কারে উদ্দৃপ্ত হইয়া নিজের উৎকর্ষতা লোকের নিকট প্রচার করে এবং অর্থ সমাজ তাঁহাদিগের অবস্থা লাভের জন্য তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে 'প্রেরিত পুরুষ' 'অবতার' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করে। বস্তুতঃ যেখানে অজ্ঞতা ও বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, সেখানেই অবতারগণ নিজ মত অপরের উপর চাপাইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করেন। তাঁহাদের মতে তখন একটা অবতার হইয়া দাঁড়ায়।" তাহা হইলে শঙ্করদেবের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিধারণ ও রামানন্দের শঙ্কর-মাধবের একাত্মভাবে অবস্থান দর্শন প্রভৃতি অপ্রাকৃত দর্শনাভিমান বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক এবং লেখককর্ত্তা মহাশয়ও এইরূপ এক অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিজের মূর্খতা প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে গৌণ হয় অনুকম্প। তিনি কি শঙ্কর বিষয়ে লোকের নিকট কীর্ত্তন করিলেন, না শঙ্করদেব সম্বন্ধে অনেক অবিশ্বাস দাবী করিয়া গুরু-প্রতারণা করিলেন? ইহাতো কাহারও তুলায় প্রতিপাদিত হইতে পারে কি কাহারও নিজ বুল বলিবার অধিকার নাই! তিনি কোথায় অনুকরণে গুরু উপর গুরুগিরি করিতে গেলেন কেন? কৃষ্ণ কিম্বা চৈতন্য সম্বন্ধে শঙ্করের বিশ্বাস এবং শঙ্কর সম্বন্ধে তাঁহার সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব গুরুবর্গের বিশ্বাস কীর্ত্তন করা ছাড়া শঙ্করের পদাবলম্বিগণের আর উপায় কি?

কৃষ্ণ সম্বন্ধে শঙ্করদেবের বিশ্বাস কি ছিল, তাহা ইহারা আমাদিগকে বলিবেন। চৈতন্য সম্বন্ধে শঙ্করদেব কি বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন। শঙ্করদেব স্বরচিত পদ্মপুরাণ-গ্রন্থে চৈতন্যকে নায়ক বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যথা

মোর নিজ কৃষ্ণধর্ম্ম ভক্তি যথ আর।
শাস্ত্রমুনি যদি মই করিবো প্রচার॥
কলিতে বৈষ্ণব মূর্ত্তি মহেক ধরিবো।
তোমরা আগত মহ সমস্তে কহিবো॥
পালক বিষ্ণুর নাকি মহন্তরূপ মান।
চৈতন্য চৈতন্য নামে আন নাই করি॥
মুখত্রয় পাবহী তা কর্ম্মী ভক্তচয়।
মোক্ষল নাম জানিবেক জানিবা নিশ্চয়॥

সুতরাং বিষ্ণু তেজা চরিত্র যে অলৌকিক হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

অবতারিগণের জীবন অনেক অলৌকিক ঘটনা সমাগত। আমরা কাহাকেও উহা বিশ্বাসও করিতে বলি না, আবার অবিশ্বাসও করিতে বলি না। শাস্ত্রমত দৃষ্টে উহাদের মতের আলোচনা করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত। যদি কোন দিন তাঁহাদের লীলা চরিত্র বুঝিতে পারি বুঝিব, না বুঝিতে পারি না বুঝিব। লীলাস্বাদ কৃপাসাপেক্ষ। বিদ্বেষ-মূলে চরিত্রালোচনায় চরিত্রের কলঙ্ক দর্শন অনিবার্য্য। লেখক মহাশয় লীলার কথা পাড়িয়া মতের চরিত্র-দোষ অন্বেষণ করিতে গিয়া নীচতার প্রকাশ করিয়াছেন।

লীলানুশীলনে কাহারও আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইলে তাঁহাকে প্রত্যেকটি লীলার গ্রন্থকর্ত্তার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাৎপর্য্য কল্পনা করিলে মতের উল্লঙ্ঘন-জন্য দোষ অনুশীলনকারীকে স্পর্শ করিবে। 'ঘোড়া ডিঙ্গায়ে ঘাস খাওয়া' নীতির অবলম্বন কি মতের আলোচনায়, কি চরিত্রালোচনায় কোনটাতেই করিতে হইবে না। আবার আমাদের পক্ষের কথাগুলির অর্থ আমরা কিরূপে বুঝিয়া থাকি, তাহা প্রথম আমাদিগের নিকট জানিতে হইবে। ইহাদের স্বকপোলকল্পিত কদর্থ লইয়া প্রতিপক্ষের মতবিরোধীর সমাদরে টীকা দেওয়া করিতে যাওয়া পণ্ডিতের কার্য্য নহে। মতের আলোচনা হইতে পারিত, অবমাননা নহে। পুনশ্চ লেখক-মতের কথার আলোচনা—তিনি যত বড় প্রতিভাশালী হউন না কেন—সাধ্য নহে। অবতারে বিশ্বাসই বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য-ধ্বংস-প্রয়াসী নাস্তিকগণ, অবৈষ্ণবগণ,

বৈষ্ণবরুবগণ কি বলিবে না বলিবে, তাহাকে বৈষ্ণবের কি আসিয়া যায়।

[illegible] চরিত-লেখক শ্রীল [illegible] কবিরাজ [illegible] কৃষ্ণদাস [illegible] গোস্বামী উভয়ই মহাপ্রভুকে [illegible] বর্ণন করিয়াছেন। [illegible] কথা উল্লেখ [illegible] জগন্নাথ, [illegible] করিতে চাহেন, [illegible] উল্লেখ করিয়া [illegible] তাঁহাকে উদ্ধত, [illegible] করিতে [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] করিয়াছে [illegible]।

[illegible] বৈষ্ণবগণের [illegible] প্রেমোন্মাদ [illegible] নাম [illegible] প্রেম হয়। [illegible] অপার নাম মধুর রস এবং [illegible] পরকীয়া ভাবে [illegible]। পরকীয়া [illegible] এই রসের অধিক [illegible]। [illegible] কীর্ত্তন-প্রথায় [illegible] জীবন কলিযুগে [illegible] হইয়াছে। কলিতে মহাপ্রভুর পূর্ব্বে অনেকে [illegible] দান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু [illegible] জীবকে তাঁহারা [illegible] নাই। ভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত ইহা সম্ভব [illegible] কাহারও [illegible] নাই। [illegible] সম্ভব হয়, কিন্তু প্রেমদান-কার্যে [illegible] বিশিষ্ট অবতারের অপেক্ষা [illegible]। আজ চৈতন্যের অবতার না হইলে [illegible] বাজের মাধুর্য্যপর ভক্তির [illegible] জীবকে কে জানাইত? তিনি জগতে অবতীর্ণ না হইলে রসপুষ্ট ভাগবতকে [illegible] করিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াসই মনোধর্মী [illegible] লাভ করিত।

(২) তিনি নিমাইয়ের চাপল্যের [illegible] করিয়া [illegible] চৈতন্য তাঁহার [illegible] উদ্ধত, [illegible]।

[illegible] নিমাইর চাপল্য বর্ণনা করিতে [illegible] ঠাকুর বৃন্দাবন [illegible]—

"ভক্তি বিনা চৈতন্য [illegible]
[illegible]।
[illegible] দ্বীপে [illegible]
[illegible] ক্রীড়া করে।
[illegible] জন্মে [illegible]
[illegible] প্রভু বিশ্বম্ভর।
[illegible]॥"

[illegible] তাঁহার চাপল্য [illegible] প্রাকৃত মানব-[illegible] নহে। তাঁহার প্রত্যেকটী চাপল্যের [illegible] উদ্দেশ্য রহিয়াছে। [illegible] ব্রাহ্মণকুমারীগণের সহিত [illegible] শিক্ষা দিয়াছেন যে, কৃষ্ণ ব্যতীত [illegible] লাভ হইবে না এবং [illegible] কৃষ্ণ।

"[illegible] আমি [illegible],
আমি দিব বর।
[illegible] মোর, মহেশ কিঙ্কর॥"

[illegible]—

'[illegible] কুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চাল কলা॥'

[illegible] ব্রাহ্মণ-[illegible] তিনি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন। [illegible] উপরাধী [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] স্থাপন করিয়াছেন—

"[illegible] স্থানে।
[illegible] ত্রিভুবনে॥
তুমি [illegible] চব।
[illegible] কেন॥"

[illegible] অপরাধী ব্রাহ্মণের [illegible] —

"[illegible] মম।
[illegible] বুদ্ধি হইবার কালে।
[illegible] প্রভু [illegible] লোক [illegible]।
[illegible] বুঝিতে।

[illegible] এই কথার [illegible] বুঝিবে না, তখন আর আমাদের [illegible] আলোচনা করা কি প্রকারে [illegible] পারে?

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

([illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] শাস্ত্রী বেদান্ত-ভূষণ [illegible])

[illegible] সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে [illegible] প্রশ্নের [illegible] দেখিয়া [illegible] করিলাম। এক্ষণকার [illegible] ব্রাহ্মণের পুত্র [illegible] ব্রাহ্মণ। গোস্বামীর পুত্র [illegible] গোস্বামী। কিন্তু পূর্ব্বে জন্ম লইয়া বিচার হইত না, [illegible] গৃৎসমদ মুনির চারি পুত্র [illegible] কর্ম্মানুসারে চারিপুত্রকে [illegible] করিয়া দিয়াছিলেন—

গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥

শ্রীহরিবংশে ২৯।৭ (বোম্বাই মুদ্রিত পুঁথি)।

অন্যত্র—

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।
[illegible] বংশে সম্ভূতা বিবিধৈঃ কর্ম্মভিৰ্দ্বিজাঃ॥

বায়ুপুরাণে পূর্ব্বভাগে ৩০ ৮ (এসিয়াটিক সোসাইটী মুদ্রিত)।

অন্যত্র—

গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্য
প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।

বিষ্ণুপুরাণে (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-মুদ্রিত)

পূর্ব্বকালে ভূদেবগণের হৃদয় উচ্চ ছিল; তজ্জন্য তাঁহারা শৌক্র বিচার না করিয়া কর্ম্মাচার করিয়া জাতির নির্ণয় করিতেন—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব
বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীভাগবতে ৭।১১।৩৫।

চারি জাতির চারি বর্ণের অভিব্যঞ্জক লক্ষণ কহিলাম, সেই লক্ষণ যাহাতে থাকিবে, তাহাকে সেই জাতি বলিয়া নির্ণয় করিবে।

অন্যত্র—

শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ
ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো
ব্রাহ্মণো ন চ॥ ৮॥

—মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ১৮৯অধ্যায়ে (বোম্বাই মুদ্রিত)।

যে সকল লক্ষণ শূদ্রে থাকে এবং ব্রাহ্মণে না থাকে, তাহা হইলে শূদ্র হইলেও শূদ্র নহে এবং ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ নহে।

ব্রাহ্মণ দশ শ্রেণীতে (কর্ম্মানুসারে) বিভক্ত—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ
শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো
বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥

অত্রিসংহিতায়াং।

মৎস্যাশী ব্রাহ্মণকে 'চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ' কহিয়াছেন।

গলে সূত্র বা দণ্ড থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় না ([illegible] কলিকালের ব্রাহ্মণের লক্ষণ [illegible])।—

বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি।

শ্রীভাগবতে ১২।২।৩।

হস্তে দণ্ড থাকিলেই দণ্ডী হয় না, হস্তে বেণু থাকিলেই যতি হয় না—

বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ।

শ্রীভাগবতে ১১।১৮।১৭

যজ্ঞোপবীতধারীকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় না; ব্রাহ্মণের লক্ষণ যথা—

যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা
ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৩৩।
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৩৫

মহাভারতে বনপর্ব্বণি ২০৫ অধ্যায়ে।

পাপকর্ম্মীদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলা যায় না—

যঃ [illegible] গোমথশ্চাৰ্য্যশীলঃ
[illegible] সর্ব্বসহো নিরাশীঃ।
ঋজুর্মৃদুর্নৃশংসঃ ক্ষমাবান্
স বৈ বিপ্রো নেতরঃ পাপকর্ম্মা॥

ঐ শান্তিপর্ব্বণি ৬৩।৮

ব্রাহ্মণের দ্বাদশ ব্রত, যথা—

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপো দমশ্চ
অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
দানং শ্রুতঞ্চৈব ধৃতিঃ ক্ষমা চ
মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥

—ঐ উদ্যোগপর্ব্বণি ৪৩.৫।

সকল জাতি হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কারণ বিরাটপুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন,—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো
অজায়ত॥

ঋগ্বেদসংহিতায়াং	৮।৪।১৯
শুক্ল যজুর্ব্বেদে	৩১।১১
অথর্ব্ববেদে	১৯।৬।৬

ভগবানও ব্রাহ্মণের মান্য বাড়াইয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সকলে এক এক কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদ ধৌত করিয়া দিবার ভার লইয়াছিলেন,—

কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।

শ্রীভাগবতে ১০।৭৫।৫।

ভগবান্ কহিয়াছেন যে, আমি যজ্ঞে চরু পুরোডাশাদি অগ্নিতে যেরূপ আনন্দানুভব করি না, সেরূপ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া খাইয়া আনন্দানুভব করি—

নাহং তথাদ্মি যজমান হবির্বিতানে
শ্চ্যোতদ্ ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন।
যদ্ ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং
তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজকর্ম্মপাকৈঃ॥

শ্রীভাগবতে ৩।১৬।৮;

স্কন্দপুরাণে, কুমারিকা খণ্ডে ৪।৯০।

[illegible] সে কি মৎস্যাশী বা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে মহর্ষি নারদ, রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছেন—

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্॥
নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং
মহৎ॥

শ্রীভাগবতে ৭।১৪।৪১-৪২।

অর্থাৎ, হে রাজেন্দ্র! পুরুষের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ তপস্যা, বিদ্যা ও তুষ্টি-দ্বারা

ভগবান্ হরির মূর্ত্তি ধারণ করেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই সুপাত্র বলিয়া বর্ণন করেন।

হে রাজন্! জগদাত্মা ভগবান্ ব্রাহ্মণগণের পদধূলি দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র করেন, ইহাতেও ব্রাহ্মণগণ যে সুপাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

পুনরায় ভগবান্ কহিয়াছেন যে, আমি ব্রাহ্মণকে পরম দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকি—

ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে।

শ্রীভাগবতে ৭।১৪৩।

(ক্রমশঃ)

মেঘাবৃত অমানিশা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিবন্ধু)

একেতো অমাবস্যা রাত্রি, তাহাতে আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আলোকবিহীন বস্তুর অজ্ঞানা-পথে চলা ভীষণ বিপজ্জনক। অন্য কোনও বস্তুর দর্শন তো দূরের কথা, স্বীয়দেহের কোনও অংশ দৃষ্টি-গোচর হয় না। তখন কি মনে হয় না যে, আমি জগতে আছি কি নাই? তখন কি মনে হয় না শীঘ্রই আলোর প্রয়োজন? তখন কি ভয় হয় না যে, এই মুহূর্ত্তে যে কোন নিশাচর আমাকে আক্রমণ করিতে পারে? তখন কি আমরা ছট্‌ফট্ করি না? নিশ্চয়ই ইহার কোনটীই বাদ যায় না! বরং আরও কত প্রকার বিভীষিকা মনে উপস্থিত হয়।

ইহ-সংসারে আমরা যতগুলি জীব বিচরণ করি—ব্যবসায় বাণিজ্য, চাকুরী নকরী, কৃষি-শিল্প কত কি করিয়া যাবৎ জীবন সংসার পরিভ্রমণ করিতেছি; আমরাও ঐ প্রকার মেঘাবৃত অমানিশায় দিশাহারা পথিকের ন্যায় নহি কি? আমরাও কি আমাদিগের স্ব স্ব গন্তব্যস্থানের বাস্তব কোন পথের সন্ধান পাইয়াছি?

পথের সন্ধান তো দূরের কথা, আমি বস্তুটী যে নিত্য চিন্ময়, অবিনাশী, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট, যে আমাকে 'আমি' দর্শন করিলে প্রাপ্তি ঘটে আমি ধন্য হয়, যে আমি আমার নিত্য সম্বন্ধযুক্ত সেব্য-বস্তুতে আশ্রিত, সে সম্বন্ধে কি কোন অভিজ্ঞান আমার আছে? নিশ্চয়ই নাই। সুতরাং আমি তদপেক্ষা বিপদ্‌গ্রস্ত। আমার এই বিপদ দেখিয়াই জ্ঞানাঞ্জন শলাকা লইয়া, শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ। এই দিব্য আলোর সাহায্যে যখন স্বীয় গন্তব্যপথ দেখিলাম না, তখন আরও কত লক্ষ লক্ষ জন্ম আমার চলিয়া যাইবে, তাহার সীমা নাই।

শব্দের ব্যবহার

যেমন, অর্থের সদ্ব্যবহার না জানিলে অপব্যয় হইয়া থাকে, বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যদি প্রচুর অর্থাধিকারী হয়, তাহার সেই অর্থ যেমন অনর্থের মূল জনক অর্থাৎ পরপীড়নাদি কার্য্য ব্যতীত আর কোন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় না, সেই প্রকার শব্দ-ব্যবহারানভিজ্ঞ অন্যের নিকট হইতে সংগৃহীত শব্দ যদি অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তির মুখাদিগত হয়, তাহা হইলে সেই সকল শব্দ বদহজম হওয়া দুর্গন্ধময় উদ্গার দ্বারা স্বকীয়-পরকীয় অনিষ্টোৎপাত উপস্থিত করে। আধুনিক জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব অতি বিরল।

পাগলের হাতে দীপশলাকা বা ক্ষুর থাকিলে যেমন অনভিপ্রেত অবস্থায় অগ্ন্যুৎপাত অথবা ছেদন-ক্রিয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য, সেই প্রকার জড়ৈশ্বর্য্যাহঙ্কারোন্মদিরা পানে প্রমত্ত জন অতিরিক্ত চড় পাইয়া পান করিলে, অনুচানমানী হইয়া বিবিধ বাগ্‌বৈখরী দ্বারা পরপীড়ন আরম্ভ করিয়া দেয়। কারণ তিনি স্বয়ং পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করার দরুণ শব্দ-পণ্ডিত। শব্দানুশাসনে তাহার অধিকার না থাকায় বাস্তব শব্দ বিজ্ঞানে শব্দাভিজ্ঞান শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

ইহাঁরা কখনও শব্দের নিরূঢ়ি বৃত্ত্যবলম্বী নহেন। অরূঢ়ি অর্থাৎ অচেতনবৎ জড় রূঢ়িবাদী। ইহাদিগের শব্দ দেবী শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ায় শব্দের কোন বাস্তব বীর্য্য উপপ্ত হয় না। শব্দের চেতন ক্রিয়ার কোনও স্পন্দন না থাকায় ইহাদের শব্দে কোনরূপ স্ফূর্ত্তি আনন্দ নাই; শব্দের নিয়ম আনন্দের অনুসন্ধান ইহারা করেন না। সমস্ত শব্দে বিপুল আনন্দ থাকে না।

শব্দে যে কি বিমলানন্দ—নিত্যানন্দ তাহা ভাগবত ও তদনুগগণই জানেন। তাঁহাদিগের আনুগত্যে শব্দাভিধান আলোচিত হইলে শব্দের বাস্তব ব্যবহার জানা যায়।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, দেবাদিদেব মহাদেব, দেবর্ষি নারদ, মহামুনি বেদব্যাস, মুক্তকুলচূড়ামণি পরমহংস শ্রীশুকদেব ও "শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ" গোস্বামী ষট্ক শব্দ-দ্বারা যে একমাত্র শব্দী (শ্রীচৈতন্য), প্রভুর সেবা হয়, তাহার আদর্শ দেখাইয়া আচার্য্যাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

আজ তাঁহাদেরই প্রচারিত শব্দ-বিজ্ঞান এক অসীম কোলাহল-পরিপূর্ণ বিশ্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, একমাত্র শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যবৃন্দ বিশুদ্ধ চৈতন্যাচার্য্যগণ। যাঁহারা বিশ্বের কোলাহল হইতে শ্রবণযুগল ছুটি করাইয়া শব্দবিজ্ঞানের সেবা করিবেন, তাঁহারাই জানিতে পারিবেন শব্দের ব্যবহার।

আমি সত্য চাই না কেন?

(শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

আমি সত্য চাই না কেন, এ কথাটী আলোচনা করিতে হইলে "আমি কে" এবং "সত্য কি বস্তু" এই বাক্যদ্বয়ের বিচার করিলে আশা করি আমাদের প্রশ্নের সমাধান হইবে। (ক) আমি কে- আমরা আমাদের বদ্ধাবস্থায় যাহাকে আমি বলি, সেটী আমাদের লিঙ্গ ও স্থূল দেহ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে নির্দ্দেশ করে না; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরূপতঃ আমি আমার লিঙ্গ ও স্থূল দেহ নহি। এ দুটী ভিন্ন অন্য একটি বস্তু, তাহার নাম জীব। তাঁহার পরিচয়,—তিনি চিৎকণ এবং সেই চিৎকণ-বস্তু ভগবানের অংশ বিশেষ। ভগবান্ দাসত্ব তাঁহার স্বরূপের বৃত্তি। যথা :—

চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণে করেন আদর॥

—প্রেমবিবর্ত্ত।

এটী আমার স্বরূপের অর্থাৎ শুদ্ধ জীবের কথা, কিন্তু যে কালে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-বশতঃ আমার ভোগ-বাঞ্ছা আসিয়াছে, সেকালে মায়া-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় আমার শুদ্ধ স্বরূপ, লিঙ্গ ও স্থূলদেহ দ্বারা আবৃত হইয়াছে; এই আবরণ-হেতু পিশাচী পাইলে যেমন মতিমান ব্যক্তির মতিচ্ছন্নদশা ঘটে, আমারও তদ্রূপ ঘটিয়াছে অর্থাৎ আমি যে কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলিয়া মায়ার দাস হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন চৌরাশি লক্ষ যোনিতে নানা অবস্থায় ভ্রমণ করিতেছি। যথা :—

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥

প্রেমবিবর্ত্ত।

তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি যাহাকে 'আমি বলিতেছি, সেটী আমি নহি, যেটী পিশাচ-গ্রস্ত ব্যক্তির যেরূপ স্বরূপ-বিভ্রম ঘটে, আমারও তদ্রূপ ঘটায় অন্য একটী বস্তুকে 'আমি' বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছি। লিঙ্গ ও স্থূল দেহ প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত বলিয়া তাহাদিগকে প্রাকৃত বস্তু বলা হয়।

(খ) সত্য কি বস্তু—সত্য অর্থাৎ যাহা সদা বর্ত্তমান। যাহা অনাদি অনন্ত কাল হইতে অবিকৃত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহাকে কালের প্রভাবাদি স্পর্শ করিতে পারে না, যাহা একমাত্র ভগবান হইতে নিঃসৃত হইয়া শুদ্ধ-হৃদয়ে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ অপ্রাকৃত বস্তু।

তাহা হইলে বর্ত্তমানে যাহাকে আমি 'আমি' বলিতেছি, সেটী নিত্য 'আমি'র অনিত্য লিঙ্গ ও স্থূলাবরণ মাত্র। সেই অনিত্যাবরণে আত্মবুদ্ধি হেতু অনিত্য আমি সে অপ্রাকৃত বস্তু গ্রহণ করিতে যাই, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। কেন না "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর" সুতরাং প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত বস্তু গ্রহণে অক্ষমতা-প্রযুক্ত সেই সত্য বস্তু আমার নিকট উপস্থিত হইলেও তাহা গ্রহণ না করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি এবং যেটী সত্য নহে, আমার ঐহিক সদ-সদ্ভাব-সম্পন্ন বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত, সেটিকে গ্রহণ করিয়া লোক ভাঁড়াইয়া চতুরাদিকে পাকড়, এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পন্ন হইয়া থাকি। কিন্তু মহাজনগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য বলিতেছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
যাহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

তুমি যদি, হে মায়াবদ্ধ জীব, যদি সত্য বস্তু কি জানিবার প্রকৃত অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে প্রপন্ন হও। নচেৎ অসঙ্কোচে যেই কোন দিন ছাড়িতে হবে এবং সত্যও আর জানা হইবে না।

প্রচার প্রসঙ্গ

সাহারাণপুর

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ নৃসিংহদাস মুখোপাধ্যায় ব্রজবাসী মহোদয় শ্রীপাদ কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সহিত অম্বালা প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানে সাহারাণপুর নগরীতে আগমন করিয়াছেন। তথায় শ্রীযুত এম, এন, ভট্টাচার্য্য এম, ডি, ও, রাজেন্দ্রনারায়ণ ভাটিয়া, ইঞ্জিনিয়ার, ইউ, এন, ব্যানার্জ্জী, ব্যানার্জ্জী ডাক্তার প্রভৃতি এবং অন্যান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আসন সম্পাদিত হইয়াছে—শিক্ষার্থিগণ আবেদন করুন :

১। সাহিত্যাসন. ২। ঐতিহ্যাসন.
৩। [illegible]আসন. ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]আসন. ৬। বেদান্তাসন.
৭। একায়নাসন।

[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২০, । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৭০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় [illegible] পাইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —[illegible]

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভাগবত-গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	২,
৫।	শ্রীচৈতন্য ভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপশতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	।৶০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸৹
১১।	ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৫,
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩॥০
১২।	প্রেমবিবর্ত্ত	২,
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বোধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২,
১৪।	গীতার মাধব ভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা সমগ্র)	২,

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা[illegible] প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার—১৩৩৮

প্রয়োজন

(ভগবৎসেবা আরো কি জীবের প্রয়োজন?)

'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে' অর্থাৎ নির্ব্বুদ্ধি লোকেও কোন প্রয়োজন উদ্দেশ না করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। আমরা জীব মাত্রই কার্য্য-শক্তির ব্যবহার করিতে পারি। অতএব আমাদিগের কতকগুলি ইন্দ্রিয় ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। সংসারে যে-সকল ব্যাপার চলিতেছে, তাহা মনুষ্যগণের স্বাভাবিক বা কৃত্রিম কোন বাসনা-প্রসূত। ঐ বাসনার প্রেরক প্রয়োজন। যখন আমাদের আহারাদির বা যে কোন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিক তর্পণাদির প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখনই পূরণ অভিজ্ঞতা-প্রসূত। প্রণালীর অবলম্বনে এবং কোন প্রকারে বিঘ্ন প্রাপ্ত হইলে উদ্ধারার্থ প্রতিভার আশ্রয়ে নূতন পথ আবিষ্কার-দ্বারা ঐ প্রয়োজন সাধনে সচেষ্ট হই; আবার মানুষগণের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক বা বায়বীয় যানাদির উদ্ভাবনে জগতে আর্থিক সম্পদের কত অধিক সুযোগ হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করিতে সমর্থ। মনুষ্যগণের সমাজবদ্ধ হইয়া বাস না করিলে প্রত্যেকে তাহার সমুদয় শারীরিক অভাব-নিচয়ও দূরীভূত করিতে অক্ষম হন; সুতরাং কোন প্রণালী উদ্ভাবন দ্বারা সামাজিকনীতি পালন পূর্ব্বক পরস্পরের পোষণ ও অভাব-নাশাদি কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। এইরূপ সামাজিক নীতির পরিণতিই বর্ণাশ্রমব্যবস্থা। রাজার প্রজাপালন-মুখ্যার্থ রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ! এবম্প্রকার জগতের প্রত্যেক কার্য্যের মূল বিচার করিলে দেখিতে পাইব যে, কোন প্রয়োজন আমাদিগকে তাহাতে পরিচালন করিতেছে।

শুধু মানব-জাতি নহে, পশুপক্ষিকীট-পতঙ্গাদি দৃশ্য বা অদৃশ্য যাবতীয় প্রাণীই প্রয়োজন-প্রেরিত। তাহাদের প্রয়োজন ও আমাদের প্রয়োজনে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। যেহেতু তাহারা আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন ব্যবহার প্রভৃতি কয়েকটী দৈহিক অভাব বোধ করিলেই তৎপূরণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি মানবেতর জীবগণের মধ্যেও নানাপ্রকারে বুদ্ধি-চালনার যথেষ্ট পরিচয় নিত্যই বুঝিতে পারেন। কিন্তু সভ্যলোকে জীবসৃষ্টির চরম পরিণাম-স্বরূপ মানব তাহার ইন্দ্রিয়-দ্বারে চৈতন্যের প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছে; এই হেতুই অধুনাতন জগতে মানবের সোনার্বুদ্ধি বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রকৃতিকেও দাসীত্বে নিয়োগ করিবার স্পর্দ্ধা করিয়া ফেলিয়াছে। বিকশিত চেতন মানব যদি সত্যই তাহাদের চৈতন্যের পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবেই কেবল পার্থিব উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক জগৎকে স্তম্ভিত করিতে থাকিবে। আবার ইহা অপেক্ষা পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রকাশে ঐ সকল উন্নতির প্রকৃত প্রয়োজনত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারে।

যতক্ষণ আমরা দেহাত্মবাদী থাকি অর্থাৎ মনে চিন্তা করি যে, এই যে স্থূল দেহ, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় তত্ত্ব; ততক্ষণ এই দেহের সংরক্ষণ, পুষ্টি-সাধন, রোগাদিবারণ ইত্যাদি কার্য্যেই ব্যস্ত থাকি। আবার আমার ইন্দ্রিয়ের নানাভাবে তৃপ্তিসাধক ব্যক্তি বা প্রাণিবর্গকে আত্মীয় বোধে তাহাদেরও দৈহিক অভাব দূর করিতে প্রধাবিত হইয়া থাকি। অনাত্মীয় বা অন্য কোন জীবের ক্লেশ দেখিয়া ও সহানুভূতির সাহায্যে তাহা আপনাতে আরোপ করিয়া তাহার ক্লেশনিবারণ-দ্বারা পরোপকার বা জীবে দয়া করিবার ছলনা প্রদর্শন করি। কেহই মনে করিবেন না যে, এই প্রকার জীবে-দয়া কদাপি স্বার্থশূন্য হইয়া থাকে। পরলোকে বিশ্বাসবান ব্যক্তিগণেরও ভবিষ্যৎ ভোগাশারূপ আত্মস্বার্থই এইপ্রকার কার্য্যের প্রেরক। [illegible] প্রাকৃতাপ্রাকৃতপ্রাপ্তিরূপ অভিনিবেশ যে এই কার্য্যে প্রণোদিত করে, তাহা অনুমতি বালকও সহজে বুঝিতে পারে। একটু বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্প-মাত্র চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন, এই জগতে যাবৎ দয়া, পরোপকার, দেশ-হিতৈষণা গ্রহণ করিয়া প্রাকৃত সাহিত্য, জড়বিজ্ঞান, ইতিহাস আদিতে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা দেহাত্মবাদের প্রভাব প্রকটিত অবস্থা মাত্র।

একটু চিন্তাশীল ব্যক্তি [illegible] মনুষ্য আপনাদের নশ্বরতা ও জগতের উন্নতির বিষয় মনোনিবেশ করিয়া [illegible] হয়েন, তখন অপ্রাকৃত আত্মকল্যাণ। অর্থনিবৃত্ত প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে [illegible] পারগত হন। কখনও বা স্থূলি-কল্পিত দেবগণের আরাধনা, [illegible] পুণ্যকর্ম্মাদি [illegible] অধিকার [illegible] স্বর্গলোকাদি, অথবা মনরে প্রাণনিরুদ্ধান পরমাত্মার সহিত ঐক্য-লাভাশায়, অথবা ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুমুক্ষা-প্রণোদিত হইয়া যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ বা ধ্যানাদি মনোধর্ম্মের নানা মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তখন দর্শনশাস্ত্রাদির বিচার, নানা দেবদেবীর সাধনা-সাধন, নির্বিকল্প বা একত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি উদ্দিষ্ট আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। অতএব দেহাভিনিবেশ ত্যাগ, পরিণামে পরিত্যাগ-হেতু কর্ম্মকাণ্ডপরত্বাৎ অনাদৃত করিয়া বর্ত্তমান মনোধর্ম্মের প্রাধান্য-স্থাপনে প্রধান পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত পর প্রয়োজনের শ্রেষ্ঠতার বিচারে আমাদের কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়। সেই অবস্থায় অবস্থিত হইলে কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসার উত্তর আপনাদিগকেই প্রতিবাদিক হইয়া থাকে, অন্যোন্যদেশের অপেক্ষা নিরস্ত হয়।

কিন্তু সৌভাগ্যশালী মানব যখন সাধুকৃপাবলে আপনাকে পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ভগবানের অণুচিৎকণ অনুভূতির বিষয় করিতে পারেন, তখন তাহার জড়াভিনিবেশ বা চিদাভাসে অভিনিবেশ একান্ত পরিত্যাগ হয়। প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয় এবং তখনই প্রয়োজনও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং, অর্চনের ও প্রয়োজন নিত্যই সর্ব্বজনগণের নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। দীক্ষাগ্রহণের, বুদ্ধির অন্তর্বিকাশ-কালের প্রয়োজন কদাপি [illegible] বা [illegible] [illegible] পূর্ণ-বিকশিত চেতনের [illegible] চেনের সামঞ্জস্য করিতে পারে না। সেই আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেখিতে পায়, যে পূর্ণচেতনের সেবকরূপে অবস্থিত এবং জগতের যাবতীয় বস্তু ভগবৎসম্বন্ধ-নির্দিষ্ট হওয়ায় তদ্দ্বারা তাঁহারই সেবা একমাত্র প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে সে কদাপি আর থাকিবার উপযুক্ত বোধ করিবার কহিবে; পুনরায় পাতালে মুখ দেখিতে চাহে না। সে ক্রমশঃ শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা স্বর্গনায় হৃদয় তাহাকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় প্রাপ্তকর হইয়া।

[illegible] মায়ার বলে অবস্থা যোনি-ভ্রমণে জীব নিত্য জগৎ ভোগ করিতে হইতেছে, এক্ষণে তাহা লাভ করিলে আর কোন্ দুঃখ দেই কালে পুনরায় হইবার কোথায় কাঁদিবে? [illegible] দুঃখের পদরে দাসের আনন্দে [illegible]

[illegible]

[illegible] আহত [illegible]

হয়, তাহাদের [illegible]

কার্য্য পারিবেন [illegible] না। [illegible] পরম প্রয়োজন [illegible] প্রয়োজনসাধনে ইহার বাধা কার্য্যের না। [illegible] তাহাদের প্রয়োজন-দৈহিক বা মানসিক যাবতীয় [illegible] বা অপার্থিব ব্যাপার সমাধানেই [illegible] হইয়া যায়। তথাপি তাঁহারা তাহাদিগের প্রাপ্য কোন প্রকার প্রয়াসলেশও করেন না। বরং তাঁহারা আত্মা-সহ হইয়া সদা ভগবানের নিত্যকালের সেবা সম্পাদনে অবহিত থাকেন। এমন কি তৎকালেও নিজের আনন্দ উপস্থিত হইলেও তাঁহার সেবা যাহা পরমাত্মার নিজ-চরণে সমর্পণ করিয়া অনুমোদনের প্রার্থনা করেন।

যেমন মা যশোদা প্রভৃতি উদ্ধবের নিয়মের আশ্বাস পাইয়া তৎক্ষণাৎ [illegible] যেকেই উত্তম রস জানে [illegible] পূর্ণপুরুষ থাকি, কিন্তু উদ্ধব [illegible] একবার [illegible] নিজে দুঃখে না পড়িয়া কখনও নিজ হৃদয়ে [illegible] কহি না। আমরা একটু [illegible] করিলে দেখিতে পাই যে, দেহাত্মবোধে অবস্থিত ব্যক্তি-গণের প্রয়োজনের তারতম্য বিচারে কর্ত্তব্যের গুরুত্ব ও লাঘব দোষ অনিবার্য্য হয়। তাহার মধ্যে কাহারও অন্য কার্য্যই [illegible] হয়। সুতরাং [illegible] বা আত্মিকের বিচারে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যগুলির [illegible] ব্যক্তিগণের পরম প্রয়োজন না হওয়ায় তৎপরিহার এবং ভগবৎসেবার ঐকান্তিকতা লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব জড়ীয় বা চিদাভাসিক বিচারে ঐ ঐ কার্য্যগুলিই প্রয়োজনীয়রূপে থাকিতে পারে, আবার ভগবদনুশীলনের অনুকূল হইলে ঐ গুলিও পারমার্থিকের পরিত্যাগ হইবে না। অতএব প্রয়োজন বিচারই যখন আমাদের সমুদয় কার্য্যের একমাত্র নিয়ন্তা, তখন মনস্বীগণও বুঝিতে পারিবেন যে, ভগবৎ সেবা আর কি, অধিকারীর জীব-সেবা কোথায়?

যে সেবা নিত্যকাল স্থায়ী নয়, তাহা 'সেবা' শব্দের [illegible] যাইবে। সুতরাং আধুনিক প্রচলিত জীব সেবা ও লৌকিক ও [illegible] ভোগাভিলাষ মাত্র। [illegible] আত্মকল্যাণের প্রতি [illegible] পরিহারে কঠোর [illegible] আমাদেরও এবং বিশ্ববাসীর [illegible] নিত্য।

বর্ত্তমান জগৎ

বর্ত্তমান [illegible] রাশিয়া, গ্রীস, [illegible], [illegible], চীন, জাপান, [illegible], [illegible], মিশর [illegible] একটী [illegible] [illegible] হইতে [illegible] সন্তুষ্ট করিয়া [illegible] উপাসনা না করি, তাহা হইলে তত্ত্বাবলোকন

আমাদের স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করাইলেন। তবু যাঁহারা এই কথায় সায় দেন, তাঁহারাও বড় ধার্ম্মিক, বড় ভগবানকে অথবা সত্য-সুন্দর প্রভৃতি সত্তায় সংস্থিত হইয়া থাকেন।

অনেকের মুখেই শুনিতে পাই,—বলিয়াছেন, কালীই শিব, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, আল্লা, খোদা, গড্ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ। অতএব যার যে কোন নামে ইচ্ছা, ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যাবে।

এসব কথা যাউক, শাস্ত্রে ভগবৎ-তত্ত্বকে কিরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, যাঁহার সহস্র চতুর্যুগে একদিন হয়, তিনি আমাদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী বলিয়া তাঁর জ্ঞান আমাদের অপেক্ষা কত বেশী। তাঁর উপর আমাদের কেবল একটী মাত্র মস্তক। সেই এক মস্তকের দ্বারা গবেষণা করিয়া আমরা আপনাকে কত বড় জ্ঞানী, কত বড় একটা কোমরা চোমরা লোক মনে করি এবং সেই একটা মাথার বুদ্ধির দৌড় লইয়া আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে বিচার করিতে বাহির হইয়া পড়ি এবং কতকটা না বুঝে-গর্ব্বপূর্ণ বাক্য বলি,—'আমি ঈশ্বরের এবিষয়ে অস্তিত্ব স্বীকার করি না, ঈশ্বর নিশ্চয়ই এইরূপ নহেন, এরূপ ইত্যাদি।' আবার কেহ যদি আমার কথায় সায় না দিয়া প্রতিবাদ করেন, অমনি তাঁহাকে অকথ্য কুকথা বলিয়া গালি দিতেও ত্রুটী করি না, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বহুদর্শী পুরাতন লোকপাল ব্রহ্মা কি বলিতেছেন

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে নহি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করিতে করিতে 'শিবতত্ত্ব' যাঁহাকে আমরা 'মহাদেব' অর্থাৎ দেবতাগণের দেবতা বলিয়া আখ্যা দিই, সেই বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর বিষয় বর্ণন করিতেছেন,—

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥
শিব মায়াশক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥

ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণ রজ-তমোগুণাশ্রয়ী মায়াসঙ্গী হইলেও, বিষ্ণু সত্ত্বগুণাবতার হইয়াও মায়াগুণের অতীত বস্তু। ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি কখনও বিষ্ণুরই অংশাবতার, কখনও বা জীবতত্ত্ব। কিন্তু তাঁহারা কখনই বিষ্ণুর সমান নহেন।

আবার অন্যান্য দেবদেবীকে বিষ্ণুজ্ঞান করিয়া পূজা করিলেও বিষ্ণুপূজার ফল লাভ হয় না, ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বর্ণন করিয়াছেন,—

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্ব্বকম্॥
গীতা

অর্থাৎ যাঁহারা অন্যদেবতাকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুরই ভজনাদি করিলেও তাহা অবিধিপূর্ব্বক হইয়া যায়; সুতরাং বিষ্ণুভক্ত ফললাভ হয় না, বিপরীত হইয়া যায়। বিশেষতঃ যিনি বিষ্ণুর সঙ্গে অন্য দেবতার সাম্যজ্ঞান করেন, তিনি পাষণ্ডী মধ্যগণ্য।

এসকল শাস্ত্রীয় কথা শ্রবণ করিয়াও যদি আমরা কুবুদ্ধিবশতঃ, কোন দুর্বুদ্ধিবশতঃ, বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবদেবীর সমান জ্ঞান করি, তবে কি আমরা বড় বুদ্ধিমান?

অতিবাড়ীর বাড়াবাড়ি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীমৎ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এস, সি, টি)

নিমাই মাতা শচীদেবীর সহিত চাঞ্চল্য প্রকাশপূর্ব্বক ঘরের সমস্ত বস্তুর অপচয় করিয়া স্বল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণই জীবের একমাত্র প্রতিপালক। যথা,—

"ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকল তোমার।
অপচয় তোমার সে কি দায় আমার॥
পড়িবারে তুমি বল এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাহি কালি কি খাইবা॥
হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন।
প্রভু বলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিবে পোষণ॥"

আস্তাকুঁড়ে বর্জ্জ্যহাঁড়ির উপরে উপবেশন করিয়া নিমাই মায়ের সহিত যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-বিচারে যাহা অশুদ্ধ, ভক্তির বিচারে তাহা শুদ্ধ, ইহা শিক্ষা দেওয়া.

"বর্জ্জ্য হাঁড়ি ইহা সব পরশিলে স্নান।
এতদিন তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান॥"

—বলিয়া মাতা শচীদেবী যখন পুত্রকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলেন, তখন নিমাই বলিতেছেন,—

"তোমার দেহেতে যদি অশুদ্ধ না হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়॥
এ সব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন॥"

—এইরূপে তাঁহার প্রত্যেক চাঞ্চল্যের ভিতরে চরিত-লেখক এক একটা মহান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহা জানাইবার জন্য ঐ চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ চাঞ্চল্য অপেক্ষা গৃহস্থের গাম্ভীর্য্য অধিক সারবান বলিয়া বৈষ্ণবরুক্ষা মহাশয়-কর্ত্তৃক বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু সারগ্রাহী ভক্তগণ-কর্ত্তৃক নহে।

অথচ তারপর নিমাইর সহিত লক্ষ্মীর প্রণয় বাইরণ ও বৈষ্ণবরুক্ষা মহাশয়ের *Precocious* অর্থাৎ এঁচড়ে পাকা ছেলেদের *Oriental style of Courtship* নহে। *Courtship* ও এ প্রণয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এ প্রণয়ে যদি কোন অংশে হেয়তা থাকিত, তাহা হইলে শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর উহার উল্লেখ দ্বারা চৈতন্যের ভগবত্তা সপ্রমাণ করিতে পারিতেন না। এ প্রণয়ে প্রাকৃত প্রণয়ের হেয়তা কিছুই নাই, রূপের মোহ নাই, কামের তাড়না নাই, আছে কেবল পুরুষ-প্রকৃতি-বশতঃ দুইটী প্রাণের সেব্য-সেবক-রূপে মহামিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা দেশ, কাল, পাত্র, বয়স প্রভৃতি জড়ীয় ব্যবধান-দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় নাই; ইহা স্বাভাবিক। কৃষ্ণ রুক্মিণীর প্রণয়ই এই প্রণয়। এই প্রণয়ের স্বরূপ চরিত-লেখক এরূপ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তিনিও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

"স্বাভাবিক প্রীতি দোঁহার হইল উদয়।
বাহ্য ভাবাচ্ছন্ন তত্ত্ব হইল নিশ্চয়॥"

(গ) চৈতন্য উদ্ধৃত প্রাক্তন শ্লোক এবং এর উদ্ধৃত প্রমাণের জন্য তিনি নিম্নোল্লিখিত বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সবাজিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ॥"

কিন্তু নিমাই সকলের অজ্ঞতার পাণ্ডিত্যের অভিমান চূর্ণ করিয়া কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই কেন? তাহা তাঁহাকে চরিত-লেখকের ভাষায় প্রদান করি, যথা,—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥
মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে॥
এত বলি মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সব বন্ধ-বিমোচন॥
প্রভু বলে বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে দয়া করি॥"

তারপর অদ্বৈতের সহিত নিমাইর ঔদ্ধত্য প্রকাশ। বৈষ্ণবরুক্ষা মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অদ্বৈত মহা-বিষ্ণুর অবতার; কিন্তু তিনি চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া চিনিতে না পারিলে এবং সন্দেহ করিলে, চৈতন্য অদ্বৈতকে প্রহার-দ্বারা অদ্বৈতের মস্তকে এই পরিচয় প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন।" বৈষ্ণবরুক্ষা মহাশয় এইরূপ কল্পনা কি প্রকারে করিতে পারেন আমরা বুঝিলাম না। তাঁহার অসত্য-প্রিয়তাই এই প্রমাদের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। অদ্বৈত প্রভু ঈশ্বরের অবতার সত্য এবং তিনি চৈতন্যকে অবতারী কৃষ্ণ বলিয়া জানিতেন, ইহাও সত্য। এস্থানে কোন প্রমাদ হয় নাই। অদ্বৈত-লাঞ্ছনা-রূপ লীলা-হইতে মহাপ্রভু আমাদিগকে পাঁচটী উত্তম শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, যথা—

(ক) ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী। অদ্বৈতপ্রভু ইচ্ছা করেন যে, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে গুরুবোধে সম্মান না করিয়া ভৃত্য-বোধে সকলের সম্মুখে তাঁহার উপর ঠাকুরালী প্রদর্শন করেন, যথা—

বাহ্য হইলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে।
মহাভক্তি করেন বিশেষ অদ্বৈতেরে॥
ইহাতে অদুঃখী বড় শান্তিপুর-নাথ॥
মনে মনে গঞ্জে চিত্তে দুঃখ পায় গোসাঞি।
নিরবধি ঢোঙা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে॥
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনে যেন মোরে শাস্তি করে॥
ভক্তি বুঝাইতে যে প্রভুর অবতার।
হেন ভক্তি না মানিব এই মন্ত্র সার॥

—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীষ্মের বিপক্ষে কৃষ্ণের অস্ত্রধারণ এই লীলার সমপর্য্যায়।

(খ) জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ।— অদ্বৈত শান্তিপুরে নিজ ভবনে থাকিয়া জ্ঞান-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন এবং সকলের নিকট ভক্তি হইতে জ্ঞানের উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া অদ্বৈতকে শাস্তি দিতে আসেন, যথা—

"জানে প্রভু ক্রোধে অদ্বৈত জানিয়া।
জ্ঞান-যোগ বাখানে আধিক মত্ত হইয়া॥
জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন॥
পিড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥"

(গ) নিষ্কপট আনুগত্যই ভক্তি-লাভের একমাত্র উপায়। এই প্রহারে অদ্বৈত সেবকাভিমান ত্যাগ না করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, যথা—

"আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে।
ভ্রূকুটি করিয়া বলে প্রভুর চরণে॥
কোথা গেল এবে মোর তোমার সে স্তুতি
কোথা গেল সে সব তোমার ঢাকাতি
মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধ দাস
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥
উচ্ছিষ্ট প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলা ত' শাস্তি এবে দেহ পদ-ছায়া॥"

(ঘ) ভগবান্ ভক্তির বশ, যথা—

"এত বলি ভক্তি করি শান্তিপুর-নাথ।
পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করি কান্দয়ে নির্ভর॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ রায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি যায়॥"

(৬) শ্রীচৈতন্য স্বয়ংভগবান্ এবং অদ্বৈতের প্রভু।—সেই সময় নবদ্বীপে অদ্বৈত প্রভুর ন্যায় বৈষ্ণব আর কেহ ছিলেন না। সকল বৈষ্ণব তাঁহারই অনুগত ছিলেন এবং স্বয়ং নিমাইও তাঁহাকে গুরু-বুদ্ধি করিয়া প্রণাম করিতেন। ইহাতে অদ্বৈতের ঠাকুরালী নিমাইয়ের ঠাকুরালী হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল, এই বিশ্বাস সাধারণের হইয়াছিল। সেবক অদ্বৈত ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া নিজ প্রভুর ঠাকুরালী প্রকাশ দ্বারা সাধারণের এই সন্দেহভ্রম অপনোদন-কল্পে সুকৌশলে এই লীলার অবতারণা করাইয়াছিলেন। যথা—

"তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি দেব ভজে
বৃক্ষমূলে কাটি যেন পল্লবেরে পূজে॥
বেদ বিপ্র যজ্ঞ কর্ম্ম সর্ব্বমূল তুমি।
যে তোমা না ভজে তার পূজ্য নহি
আমি॥"

অদ্বৈত যে—নিজপ্রভুকে চিনিতেন, তাহা তাঁহার প্রভুর বাক্যেই প্রমাণিত হইতেছে, যথা—

"আরে আরে কংস যে মারিল সেই
মূর্ত্তি।
আরে নাড়া সকল জানিস্ দেখ ভত্তি॥
অজ ভব শেষ রমা করে মোর সেবা।
মোর চক্রে মরিল শৃগাল বাসুদেবা

যদি তর্কচ্ছলে ধরাও হয় যে, অদ্বৈত নিজ প্রভুকে চিনিতেন না, ইহাতেই বা দোষ কি? ব্রহ্মা, হর সকলেই কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। এইরূপ লীলাতে—অদ্বৈত ব্রহ্মা, হর প্রভৃতি ঈশ্বরতত্ত্বগণের প্রভুত্বে চেষ্টা থাকিলেও দাসত্বে চেষ্টা কোথায়?

(৪) 'চৈতন্য বায়ুরোগগ্রস্ত উন্মাদ প্রকৃতির লোক ছিলেন চৈতন্যের বাক্যরাশি বিদেশীয় লোকেরা পাগলের প্রলাপ বলিয়াই মনে করেন।' উত্তরে আমরা বলি যে, বেজবরুয়া মহাশয়ের ন্যায় ভক্তি-শাস্ত্রে অনিপুণ, শ্রৌতপন্থার বিরোধী, অনর্থযুক্ত, মনোধর্ম্মী বিদেশীয় লোকের নিকট চৈতন্যের অভূতপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, অশ্রুতপূর্ব্ব জ্ঞান, অতিমর্ত্ত্য সাধ্য-সাধনের কথাগুলি পাগলের প্রলাপরূপে অনুমিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। এইজন্যই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, তাঁহার পরমহংসকুলের নিত্যপাঠ্য সিদ্ধান্ত শিরোমণি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি যাহাতে অভক্তের হাতে না পড়ে, তাহারই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা,—

"এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥

—এই চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত মহাপ্রভুর চেষ্টা-চরিত্রসমূহকে তিনি পাগলামী বলিয়া ধরিয়াছেন। ভাবনিধি গোরার সাত্ত্বিক-বিকারকে পাগলের প্রলাপ অন্য কেহ না বলিলেও বেজবরুয়া মহাশয় অবশ্য বলিবেন; কেন না তিনি ভাগবতে গোপীগণের সাত্ত্বিকবিকারোত্থ মহাভাব-সম্বলিত বাক্যাবলীতেও উপাস্য উপাসকের ভেদরাহিত্য-জ্ঞাপিকা অদ্বৈতসিদ্ধির গন্ধ পাইয়াছেন; যথা—

"কতক্ষণে কৃষ্ণ হৈয়া বাওয়ে বংশী তুলে।
কৃষ্ণময় হৈয়া কতো আনন্দেতে চলে॥
নকরিবা ভয় বুলি কান্তা গোপী মাতে।
মই কৃষ্ণ আছো কি করিব বৃষ্টি-বাতে॥
ধরিলো মন্দর হের চাপ নিবস্তরে।"

-কীর্ত্তনঘোষা।

(ক্রমশঃ)

দশমূলতত্ত্ব

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন

আমরা সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব বিশদরূপে বিচার করিবার জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট দশটি সিদ্ধান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, জানিতে পারি—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-
কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎ প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জীবগণকে উপদেশ করিয়াছেন:—

১। আম্নায়-বাক্যই প্রধান প্রমাণ, ইহাই প্রমাণতত্ত্বের বিচার।

২। কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরম তত্ত্ব, সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রমেয় বিচার কৃষ্ণতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি।

৩। কৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিমান্, সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমেয় বিচার কৃষ্ণতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি

৪। কৃষ্ণই, অখিলরসামৃত সমুদ্র, সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমেয় বিচার কৃষ্ণতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি।

৫। জীবসকল শ্রীহরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব, সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রমেয় বিচার, জীবতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি।

৬। তটস্থ স্বভাব-বশতঃ জীবসকল বদ্ধ-দশায় প্রকৃতি-কর্ত্তৃক কবলিত, সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমেয় বিচার, জীবতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি।

৭। তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্ত-দশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত, সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমেয় বিচার জীবতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি।

৮। জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রমেয় বিচার, তত্ত্ব-ত্রয়ের সম্বন্ধ বিচার।

৯। শুদ্ধ-ভক্তিই জীবের সাধন, অভিধেয়তত্ত্ব প্রমেয় বিচার।

১০। শুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য, প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রমেয় বিচার।

অতএব বেদ-শাস্ত্রের সম্বন্ধ বিচার করিলে কৃষ্ণ-ব্যতীত আর কেহ উদ্দিষ্ট হন না। বেদ-শাস্ত্রের অভিধেয় বিচার করিলে, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। প্রয়োজন-বিচারে, কৃষ্ণ-প্রেমধন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

আম্নায়-বাক্য

"আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি
বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরা-প্রাপ্তাঃ বিশ্ব কর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ"॥

বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের আদি শিষ্য বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা নাম্নী শ্রুতি সকলকে আম্নায় বলা যায়।

মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে—বেদ, ইতিহাস, পুরাণ উপনিষৎ, শ্লোক অনুব্যাখ্যা সমস্তই হইয়াছে। বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব। ইতিহাস—রামায়ণ, মহাভারতাদি। পুরাণ—শ্রীমদ্ভাগবত-শিরস্ক অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। উপনিষৎ—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্নপ্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। শ্লোক—ঋষিগণ-কৃত অনুষ্টুবাদি ছন্দোগ্রন্থ। সূত্র—প্রধান প্রধান ঋষিগণ-কৃত বেদার্থ-সূত্রনিকর। অনুব্যাখ্যা—সেই সূত্র সম্বন্ধে আচার্য্যগণ-কৃত ভাষ্যাদি ব্যাখ্যা। এই সমস্ত আম্নায়-শব্দে কথিত। আম্নায় শব্দের মুখ্যার্থ—বেদ।

"বেদ প্রমাণ-শিরোমণি।"

বেদ স্বতঃপ্রমাণ, অর্থাৎ যে প্রমাণকে প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত অন্য কোনও প্রমাণের আবশ্যক হয় না। এই জন্যই বেদ যাবতীয় প্রমাণের শিরোদেশ উজ্জ্বল-কারী

আম্নায়-শব্দের মুখ্যার্থ যদি বেদ হয় এবং বেদই যদি স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি হয়, তবে বেদ এবং বেদানুগত যাবতীয় শ্রুতিই "আম্নায়-বাক্য"।

নিত্যধর্ম্ম এক না বহু?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

নিত্যধর্ম্ম এক। যে-ধর্ম্ম মানবের পক্ষে নিত্য, তাহা উত্তর কেন্দ্র বা দক্ষিণ কেন্দ্র-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ কখনই হইতে পারে না। মূলে নিত্যধর্ম্ম এক বই দুই নহে ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, একই বস্তু যদি সকলে ধারণ করে বা পোষণ করে, তাহা হইলে সেই বস্তুর যাবতীয় শক্তি ও শক্তি-মানের একত্ব-নিবন্ধন ধর্ম্মটী এক।

বস্তু-সম্বন্ধে আমরা জগতে খুঁজিয়া শুধু 'জীব' বস্তুই পাই। সুতরাং জীব নিত্য, তাঁহার ধর্ম্মও নিত্য। জীব চৈতন্য বস্তু এক, তাঁহার ধর্ম্ম বা স্বভাবও এক। ইহা নিরুপাধিক জীবের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচিত হইল। এই নিরুপাধিক জীবের ধর্ম্ম এক; কিন্তু সোপাধিক-জীবের ধর্ম্ম বহু।

জীব, দেহ ধারণ করিয়া বহু স্থানে বিরাজিত থাকিলেও আশ্রয়বস্তু-বিভুচৈতন্যের আশ্রয় বলিয়া এক। চেতন নিত্য, তাঁহার ধর্ম্মও নিত্য। চেতন-বস্তুমাত্রই একধর্ম্মী।

আমরা সম্প্রতি কল্পানুবন্ধে অনাত্ম বস্তু নিরীক্ষণ করায় চেতনানুসন্ধান না থাকায়, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রধর্ম্মী, স্বতন্ত্র-স্বভাব বিশিষ্ট মনে করিতেছি।

কবে এই বিভিন্ন চিন্তা-স্রোত অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বসাগরে বিলীন হইবে, যাবতীয় অনিত্য-ধারণার শেষ সীমায় পৌঁছিলে, অসীম নিত্য-ধারণায় নিত্যধর্ম্ম এক জানা যাইবে। তবে সদ্গুরুকৃপা-সাপেক্ষ।

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনে বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
প্রভু হে দয়া দেহ দাসে,
এ অধম লইল শরণ।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

আবেদন [illegible]

১। [illegible], ২। [illegible],
৩। [illegible], ৪। [illegible],
৫। [illegible], ৬। বেদান্তাসন,
৭। [illegible]।

[illegible], বি, এ, [illegible], বিদ্যাসাগর,
[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের [illegible] ৪০২ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০২। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২২, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮২।

৪০ অধ্যায়ের [illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুনির্মিত চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১২২ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪২ [illegible] পাইয়া [illegible] সংস্করণ [illegible] অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১২২ টাকার এক বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫২ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহকসংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট [illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

[illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র [illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫২
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে [illegible] টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের গৌড়ীয় গ্রন্থ

[illegible], শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ [illegible], নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় [illegible], কলিকাতা।

[illegible]

[illegible]

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬২ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০ : সাপ্তাহিক ৵০

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	[illegible]	
২।	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] খণ্ড, ৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৪।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	৩২
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	[illegible], [illegible], প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও [illegible]—মোট	।৵০
৭।	[illegible] (পঞ্চম সংস্করণ)	⁄১০
৮।	[illegible]	
৯।	[illegible]	
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮২ ৬॥০
১২।	[illegible]	১২
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], চক্রবর্ত্তী-টীকা ও [illegible]	২২
১৪।	[illegible]	॥০
১৫।	[illegible]	।০
১৬।	[illegible]	।।
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	
১৮।	[illegible] (পত্র সংখ্যা [illegible])	

[illegible] সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২২ টাকা। বিদ্যার্থীদের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীগোদ্রুমপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- : *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

[illegible] সুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]। ভিক্ষা ।০।

অন্তবা না [illegible], [illegible] করে।, পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

শ্রীআলালনাথ মন্দির-সংস্কার

আলালনাথ শ্রীমন্দিরের সংস্কার-কার্য্য প্রায় ৪।৫মাস যাবৎ স্থানীয় কয়েকজন পাণ্ডার যত্নে আরব্ধ হইয়াছিল। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার (১৩৩৬) শ্রীশ্রীজাহ্নবা-দেবীর আবির্ভাব-দিবসে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আলালনাথের শ্রীমন্দিরের সংস্কার-কার্য্য দর্শন এবং শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিবার জন্য আলালনাথে শুভ বিজয় করেন। পুরী হইতে আলালনাথে যাইবার পথ বড়ই দুর্গম। বর্ষাকালে যাতায়াত অতীব কষ্টকর। অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্য সময়েও বিপুল বালুকারাশি অতিক্রম করিয়া প্রায় ১৬ মাইল পথ পদব্রজে যাওয়া সাধারণের পক্ষে বিশেষ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। বিশেষতঃ আলালনাথে রাত্রি-বাসের উপযুক্ত স্থান নাই। সুতরাং একবার ১৬ মাইল পথ পদব্রজে হাঁটিয়া দর্শনাদি করিবার পর পুনরায় ১৬ মাইল পথ হাঁটিয়া আসা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে! গো-যানে যাইতে হইলেও অন্ততঃ ৭ ঘণ্টার কমে পৌঁছান যায় না। যাহাতে আলালনাথে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হয় এবং গৌড়ীয়গণের তথা সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরম প্রিয়স্থান আলালনাথে যাত্রিগণের অবস্থান, দর্শন ও বিশেষতঃ অনবসরকালে এক পক্ষকাল নিরুদ্বেগে থাকিয়া হরিভজন করা যায়, হরিকথা শ্রবণাদির বিশেষ সুবিধা হয়, তজ্জন্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বহুদিন হইতেই যত্ন করিতেছেন। তাঁহারই ঐকান্তিকী ইচ্ছায় আশ্রয়রহিত স্থানে আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে সেইস্থানে একটি কুটীর মাত্র বিরাজিত। জনৈক সেবাপ্রাণ ভক্তের আনুকূল্যে সেইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির নাটমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণকার্য্যের উপযোগী উপকরণ সমূহ সংগৃহীত হইতেছে।

গৌড়দেশীয় যাত্রিগণ আলালনাথে গমন করিলে অনেক সময়েই শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে আশ্রয়, মহাপ্রসাদ ও হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়া নিরুদ্বেগে দর্শনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু আলালনাথের দুর্গম পথের ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনেকেই শ্রীগৌরপদাঙ্কিত মহাতীর্থে যাইতে পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদ পুরী হইতে আলালনাথের পথ সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়া কোন্ কোন্ স্থানে পথের সংস্কার আবশ্যক, এবং সেই পথে বৈদ্যুতিক যান গমনাগমনের সুবিধা অসুবিধা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈদ্যুতিক যান লইয়া আলালনাথের পথে গমন করেন। বালুকাপূর্ণ স্থানে বৈদ্যুতিক যান সঞ্চালনের জন্য বলবান্ কাশীশ্বরের অনুগত কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। লোকনাথ মহাদেবের পথ দিয়া বৈদ্যুতিক যান চলিতে পারে না। কারণ সেই পথ বালুকারাশির স্তূপ মাত্র। মঙ্গলাঘাটের পথ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর হইলেও সেই পথটী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্ম্মিত কাঁচা রাস্তা। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে কোন প্রকারে যানাদি চলিতে পারে; কিন্তু সেই রাস্তাও অধিকাংশ স্থানেই অসম, ভগ্ন ও বালুকাপূর্ণ।

গৌড়ীয় মঠের বৈদ্যুতিক যান মঙ্গলাঘাটের পথ দিয়া বহুলোকের সাহায্যে আলালনাথের পথে চলিয়াছিল। পথের অসুবিধা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বৈদ্যুতিকযানের কষ্টপ্রদ সঞ্চালন স্বীকার এবং স্থানে স্থানে যান হইতে অবতরণ, উত্তপ্ত বালুকা ও ভগ্নসেতু প্রভৃতি পদব্রজে অতিক্রম পূর্ব্বক আলালনাথে উপনীত হন। আলালনাথে গোযানে যাইতে হইলে ৭ ঘণ্টা সময় লাগে, পদব্রজেও ৫ ঘণ্টার কমে যাওয়া যায় না। কিন্তু বৈদ্যুতিক যানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ১৫।১৬ মাইল পথ খুব বেশী ৪৫ মিনিট সময়ে যাওয়া যায় এবং পুরী হইতে বহুলোকই সেই পরম পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ পুরীর জনসাধারণ এবং ব্রহ্মগিরি আলালনাথের জনসাধারণের দ্বারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট আলালনাথের পথ সংস্কার, স্থানে স্থানে পথ ও সেতু নির্ম্মাণের জন্য একটী আবেদন-পত্র পেশ করিয়াছেন। আলালনাথের পাণ্ডাগণ ও স্থানীয় জনসাধারণ সকলেই ঐ দরখাস্তে অনুমোদনসূচক নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর হইল, আলালনাথে পুরীর শ্রীরাজা বাহাদুরের একটী স্থান হইয়াছে। ৺ইন্দ্রনাথ সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে একটী ডাকবাংলা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের জন্য ইষ্টকাদি সংগৃহীত হইয়াছে। ডাকবাংলাটী আলালনাথের শ্রীমন্দির হইতে কিঞ্চিদ্দূরে 'ব্রহ্মগিরি' নামক স্থানে অবস্থিত। এখানকার ডাকঘরের অবস্থা ভাল নহে। চিঠিপত্র প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায় এবং পত্র বিলির জন্য পিয়নের ব্যবস্থা নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরপদাঙ্কিত বিপ্রলম্ভ-ভূমি এবং ব্রহ্মগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদিগুরু ব্রহ্মার ভজনস্থান ব্রহ্মগিরিতে ব্রহ্মগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পরমোপাস্য সাবরণ বিষ্ণুপরতত্ত্ব গৌরসুন্দরের অর্চ্চাবতার ও পাদপীঠাদির শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনার্থ আলালনাথে গমন করিয়া শ্রীআলালনাথের মন্দিরের ভগ্নাবস্থা দর্শনে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন। শ্রীমন্দিরের এরূপ প্রকার অবস্থা যে, সামান্য বৃষ্টি হইলেই ভগ্ন মন্দিরের মধ্য দিয়া শ্রীবিগ্রহের উপর জল পতিত হইতেছে এবং তজ্জন্য প্রচুর বারিপাতজনিত বিশেষ আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয়তঃ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাকার বা সিংহদ্বারাদি না থাকায় কুকুরাদি জন্তু অতি সহজেই মন্দিরের প্রাঙ্গণ কলুষিত করিয়া থাকে। আলালনাথের সুপ্রাচীন শ্রীমন্দিরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের নূতন শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া এক্ষণে আলালনাথের শ্রীমন্দির-সংস্কার-কার্য্যের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন। এই প্রাচীন শ্রীমন্দির সংস্কার যাহাতে অনবসরের পূর্ব্বেই সমাপ্ত হয়, তজ্জন্য প্রভুপাদ বিশেষ যত্ন করিতেছেন। মদন মহাপাত্র নামক যে একটী স্থানীয় পাণ্ডার দুর্বল চেষ্টায় মন্দির-সংস্কার-কার্য্য অতি সামান্যভাবে নামমাত্র আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাও অর্থাভাবে অকালে স্থগিত হইয়াছে।

শ্রীমন্দির-সংস্কার, প্রাকার ও সিংহদ্বার নির্ম্মাণ, আলালনাথের পথ সংস্কার, শ্রীচন্দনপুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন স্থান প্রভৃতি সেবার ভার শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ গ্রহণ করিবেন। এতদ্বিষয়ে পাণ্ডা এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে কিনা জানিবার জন্য গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ সে আবার আলালনাথের শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে পাণ্ডা ও স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের একটি বৃহতী সভা আহূত হইয়াছিল, সভায় ব্রহ্মগিরিবাসী সকলেই এক বাক্যে শ্রীল প্রভুপাদের এই সদনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করার জন্য আন্তরিক অনুমোদন ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের অনুমোদন, সেই সময়েই তথা পরিদর্শনপূর্ব্বক সংস্কার-নির্ম্মাণাদি কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ও সুচতুর, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ত্রিদণ্ডি শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দ্বারা সমস্ত স্থানের মাপজোক ও অর্থব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া আবশ্যক উপকরণ সংগ্রহের আদেশ দিয়াছেন এবং রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, স্থাপত্যবিদ্যানিপুণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অক্লান্ত ও অতন্দ্র পরিশ্রমের ফলে গৌড়ীয় ভক্তগণ অনবসর-কালে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কানুসরণে আলালনাথে উপস্থিত হইয়া অন্ততঃ শ্রীমন্দির-সংস্কার কার্য্যটী সম্পূর্ণ দেখিতে পাইয়া হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

আশুবেই শ্রীমন্দিরসংস্কার না হইলে মন্দিরটী পড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। শ্রীমন্দির-সংস্কার, প্রাকার নির্ম্মাণ, সিংহদ্বার নির্ম্মাণ, পাদপীঠ সংস্থাপন এবং চন্দনপুকুরের পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি কার্য্যে অন্ততঃ ২০০০০৲ বিশ সহস্র মুদ্রার আবশ্যক। এরূপ পুণ্যতম কার্য্য, বিশেষতঃ মহাপ্রভুর প্রিয়তম স্থানের সেবা কার্য্যে আনুকূল্য করা জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এক বৎসরের মধ্যেই প্রাণপণে এই কার্য্য সমাপনের সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের আনুকূল্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। আশা করি, যাঁহাদের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি বিন্দুমাত্রও প্রীতি আছে, তাঁহারা এইরূপ শ্রেষ্ঠতম সেবায় যথাসাধ্য আনুকূল্য করিয়া সেবাকার্য্যের পূর্ণতা বিধান ও সুকৃতিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন। কেহ ইচ্ছা করিলে একাকী বা আংশিকভাবে যে কোন একটী কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন অথবা সংস্কার-সমিতির হস্তে তাঁহাদের অভিলষিত আনুকূল্য প্রদান করিতে পারেন। ৫০০৲ পাঁচশত টাকা হইতে ঊর্দ্ধ্ব দাতৃগণের নাম গৌরপ্রিয়তম-ক্ষেত্রের প্রস্তর-প্রাচীর-গাত্রে চিরস্মরণীয় ভাবে খচিত করিয়া রাখা হইবে।

বর্ত্তমান জগৎ

বর্ত্তমান জগতের মতে বহু দেবদেবীর অর্চ্চন করিতে হয়, নতুবা বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। তাহার কারণ কি? তাহা এই যে, আমাদের শারীরিক, আর্থিক, আর মানসিক দুর্দ্দশা ও সংসারের আনুষঙ্গিক দুর্ভাবনাগুলি ... ... আমরা কি ... এরূপ থাকিব? যদি ভগবানের উপাসনায় তৎপর হই ... করিতে না পারি, তবে আমরা ... করিব?

... মহাদেব বলিতেছেন,—

* *

... ঈশ্বর ভগবান্ মহেশ্বরঃ।

... ম সকলা বিদিতেছে।

এখন পার্বতী মহাদেবকে বলিতেছেন যে, আপনি আমার পিতাকে প্রণাম করেন নাই, তদুত্তরে মহাদেব বলিতেছেন,—[illegible] ভগবান্ বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া থাকি। তাঁহাকে প্রণাম [illegible] বাসুদেবেরও অংশরূপে [illegible] তিনিও [illegible] সমস্ত শাস্ত্রই তারস্বরে [illegible] যে, বিষ্ণুকে অর্চনা [illegible] দেবতা, ভূত, প্রেত, পিশাচ [illegible] নর, কিন্নর, [illegible] অর্চনা হইয়া যায়।

[illegible] বিষ্ণুর [illegible] শ্রেষ্ঠতা এই [illegible] নিকট কোন কামনা করিয়া তাঁহাকে একান্তভাবে পূজা করিলে, সে কামনা সিদ্ধি ত হয়ই, বরং [illegible] [illegible] অনন্ত [illegible] শ্রেষ্ঠ [illegible] বিনা চেষ্টায়, বিনা ক্লেশে এবং না চাহিলেও আপনা হইতেই [illegible] যায়। যেমন ধ্রুব উচ্চপদ প্রার্থনা করিয়া ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন। তিনি উচ্চপদ লাভ করিলেন ও বৈকুণ্ঠে [illegible] ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করিলেন, যাহা তাঁহার প্রার্থনা ছিল না। তখন তিনি কি বলিলেন? তিনি বলিলেন যে, আমি কাচ অন্বেষণ করিতে গিয়া মণিরত্ন [illegible] পাইয়াছি, আর উচ্চপদ চাই না। এত দয়াল তিনি, তাঁহাকে ভজনা না করিয়া অন্যকে ভজন করিতে যাই কেন? [illegible] পুরুষার্থকে পদাঘাত [illegible] প্রদান করেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব?

আমরা, বর্তমান জগতের লোক [illegible] কিন্তু তাঁহার পাদপদ্ম চাই না। আমরা "আমিষ, মাইট, [illegible]" [illegible] লোক। এখানে আশা চাই। [illegible] [illegible] [illegible] আকাশ কুসুম সুখের আশায় [illegible] [illegible] চাই। [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] চাড়িতে পারিব না। [illegible] আমাদের [illegible] নিকট [illegible] হবে। উক্ত [illegible] [illegible] করিব, কদাপি না, [illegible] আমাদিগের [illegible] দেখাইবার [illegible] [illegible] বাহবা [illegible] [illegible] কালের [illegible] [illegible] দিগকে একেবারে ভুক্তভোগী [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] সেদিন আমার সেই [illegible] [illegible] তখন কি [illegible] আমাদিগকে অর্থবল [illegible] প্রদান করিবে? তখন কি তাহা আমাদের বেগবানে ইন্ধন প্রদান করিতে আসিবে? [illegible] স্ত্রী, পুত্র, [illegible] লইয়া [illegible] [illegible], তাহারা আমাকে [illegible] রাখিতে পারিবে? সেই প্রাকৃতিক [illegible] কেন আমার [illegible] [illegible] কি আমার [illegible] [illegible] নিকট [illegible] তাই বলি, [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] — [illegible] শ্রীচরণ আশ্রয় করুন।

অতিবাড়ীর বাড়াবাড়ি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] [illegible] বি, এ, বি, টি)

[illegible] মহাশয় বলেন, চৈতন্য পাগল ছিলেন, [illegible] রামানন্দের নিকট তাঁহার [illegible] হইতেই প্রমাণিত [illegible] [illegible] হয় না। [illegible]—

'আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
[illegible] তোমায় আমায় হই সমতুল।'

[illegible] [illegible] তার উপরের পংক্তি কয়টিতে তিনি কি বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই বাতুলের স্বরূপ নির্ণয় করিতে তাহাকে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। তিনি বলিয়াছেন—

[illegible] কৈল [illegible] মন;
[illegible] মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
তোমার সঙ্গে আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম;

[illegible] [illegible]
[illegible] না কহিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস॥

উচ্চাধিকারের [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] উপাদান করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকার [illegible] [illegible] বিস্ময়ের কি আছে? [illegible] [illegible] তাহাতে [illegible] কিন্তু তাহার [illegible] [illegible] তবে তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লৌকিক [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] রাখি—

অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥

তিনি এই কিস্তিতে যে কিছু তত্ত্বালোচনার প্রয়াস করিয়াছেন, তাহার উত্তর আমরা "[illegible]"-শীর্ষক প্রবন্ধে দিয়াছি। এইখানে তাঁহার দুই একটি সন্দেহের নিরাসে প্রয়াস পাইব মাত্র।

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, শঙ্করদেব যে স্তরে অবস্থিত, ভাবকের অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সে স্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই, [illegible] চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, সেই স্তরটী কি? তিনি ইহা আমাদিগকে স্পষ্ট না বলিয়া থাকিলেও ইহা অনুমান করা [illegible] নহে। তিনি [illegible] "[illegible]" পদ উদ্ধৃত [illegible] বলিতে চাহেন যে, শঙ্করদেব মুক্তিকামী নহেন। যথা—

"[illegible]
[illegible] মহা মহন্ত সকল।"

তারপর কীর্তনকারী—
'[illegible], [illegible] করিয়া [illegible]'

[illegible] বলে—
"[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।'

তারপর—
"[illegible] নাম, [illegible]
[illegible] হরির পাশে।"

ইহা বৈষ্ণবী ভক্তি বটে। এই পর্য্যন্ত অন্যান্য বৈষ্ণবগণও গিয়াছেন। ইহার উপর আরও কোন স্তর [illegible] শঙ্করদেব গিয়াছেন, কিন্তু অন্য কেহ যাইতে পারেন নাই? অবশ্য নির্বিশেষবাদীগণ ইহার উপরে একটী স্তরের কল্পনা করেন, ইহা সত্য। পূর্বে বলিয়াছি যে, চতুর্ভুজ মূর্ত্তি [illegible] সাকার উপাসনার [illegible] [illegible] [illegible] মৌলিক বলিয়া মনে করেন। এই [illegible] নিরাকার [illegible] উপলব্ধি [illegible] আমরা দেখাইয়াছি যে, শঙ্করদেব "[illegible]" [illegible] বলিয়া এই স্তরের [illegible]। লেখক মহাশয়ও— "[illegible] নিরাকার নির্বিকার, [illegible] অর্থে যে মুক্তি [illegible] [illegible]"—(শঙ্করদেব ৬০ পৃঃ) —এই বাক্যে '[illegible] [illegible]"—বাক্যের শঙ্করাচার্য্য-কৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া শঙ্করদেবের মত সমর্থন করিয়াছেন। লেখক মহাশয় ভক্তি ও মুক্তিকে [illegible] স্তরের [illegible] বলিয়া শঙ্কর মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। [illegible] [illegible] সকলের অপেক্ষা অধিক স্পষ্টবাদী। তিনি 'মহাপুরুষ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মহাপুরুষীয়াগণ কৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আরাধনা করেন। কথাটী সত্য। ঈশ্বর যদিও নির্গুণ, নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ তথাপি তিনি ভক্তের জন্য সগুণ এবং সাকার। ভক্ত সগুণ এবং সাকার ভাবে আরাধনা করিতে করিতে নির্গুণ নিরাকার ভাবে উপনীত হয়। সেই জন্য [illegible] [illegible] সাকার আরাধনা দ্বারা নির্গুণ ভাবে উপনীত করিবার জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি উপাসনা করা প্রণালী আছে। কৃষ্ণের সাকার ভাব আরাধনা করিতে করিতে যখন ভক্তগণ নিগুণত্বে উপনীত হন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণে লীন হন। এই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক [illegible] অদ্বৈতবাদী।"

আমরা বলিয়াছি যে, ইহারা অদ্বৈতবাদী। ইহাতে আমাদের দোষ কি? এক্ষণে নির্বিশেষবাদীর [illegible] উচ্চ, না ভক্তের [illegible] উচ্চ, ইহা তাঁহারা নিজে বিচার করিয়া লইবেন। তবে বৈষ্ণবগণ নির্বিশেষবাদীর [illegible] একটা কপট [illegible] বলেন এবং নির্বিশেষবাদে [illegible] —শঙ্করাচার্য্যের মত যদি [illegible] হয়, তবে [illegible] এই উক্তি [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] লেখক মহাশয়ের [illegible] স্বামী [illegible] [illegible] মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ের অভীপ্সিত মুক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা [illegible] এক প্রবন্ধের উপসংহার করি। তিনি তাঁহার *Forest talk no. 5* বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"[illegible] [illegible] জীবো [illegible] নাপরঃ।"

[illegible] 'সোহং' বক্তৃতার কয়েকটি পংক্তির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

[illegible] ভাষায় *'Ham'* শব্দের অর্থ *'I'*, যদি *'H'* অক্ষরটীর পরিবর্ত্তে *'I'* অক্ষরটি ব্যবহার করা যায়—তাহা হইলে আমরা পাই—*so-am I, that am I, God am I, Divinity—am I.* এই [illegible] শরীর, যাহা তোমরা দেখিতেছ মিথ্যা; আমি ভগবান, আমি ঈশ্বর।

তিনি *Forest talk no, 2* বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

"আমি সম্রাট্ রাম। আমার সিংহাসন তোমাদের চিত্ত। যখন আমি বেদে শিক্ষা দিয়াছিলাম, যখন আমি কুরুক্ষেত্র, জেরুজালেম, মক্কাতে শিক্ষা দিয়াছিলাম, তখন তোমরা আমাকে ভুল বুঝিয়াছিলে। আমি আবার শব্দ করিতেছি। আমার শব্দ তোমাদের শব্দ। তত্ত্বমসি। যাহা কিছু দেখিতেছ—সব তুমি!"

জড়াভিনিবেশ আসে কেন ?

শ্রীচৈতন্যদেবের ভজন-প্রণালী—চেতনময়ী, শ্রীচৈতন্যভজনময়ী শ্রীচৈতন্যমঠাদি নির্গুণ স্থান—চেতনপ্রাণীতাময়, শ্রীচৈতন্য-প্রকাশ-বিগ্রহ আচার্যের অবিশ্রান্ত উপদেশ—অনর্গল চেতন-সঞ্জীবন-ঘন-বর্ষণ, শ্রীচৈতন্যভাগবত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ—অফুরন্ত চেতনবিজলী-প্রবাহ সঞ্চার। এইরূপ সর্বচেতনময় সংস্পর্শে থাকিয়াও আমার জড়াভিনিবেশ আসে কেন ?

যখন গৃহে ছিলাম, তখন সন্তুষ্ট ছিলাম না, অর্থ থাকিলেও আরও অর্থ পাইবার চেষ্টা করিয়াছি, জন থাকিলেও আরও অধিক জনের জন্য প্রার্থী হইয়াছি, বিদ্যা থাকিলেও অনেক বিদ্যা অর্জনে পোষণ করিয়াছি, কিন্তু মঠে হরিভজন করিতে আসিয়া 'ভোগ-প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তি' পরিত্যাগের উপদেশ ভুলভাবে বুঝিতে যাইয়া হরিসেবার অনুরাগ বা প্রবৃত্তিকেও নিষ্কাশিত করিয়াছি।

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুর একান্ত শিষ্য-সেবকগণের যে আদর্শ প্রতি মুহূর্তে দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যসেবার "আরও"র স্পৃহা ও প্রয়াস অনুক্ষণ এক প্রবল হইতে প্রবলতর, বিপুল হইতে বিপুলতর, তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া বর্দ্ধমান যে, অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর দ্বারা সেবা করিতে পারিলেও তাঁহাদের সেবার "আরও"র স্পৃহা শান্ত হয় না—শান্ত হওয়া দূরে থাকুক, অনন্তগুণে, অনন্ত প্রতিভায়, অনন্ত বিভূতিতে সম্প্রসারিত হইয়া উঠে।

দশাননের "আরও"র-স্পৃহা আর কতটুকু ছিল? তাহার "আরও"র স্পৃহা স্বর্গরাজ্য বা অমৃত-প্রাপ্তিতেই নিবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু জড়ের ন্যায় চেতন পরিচ্ছিন্ন, পরিমিত বা পরিণামশীল নহে বলিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচৈতন্যসেবার স্পৃহা অনন্ত চেতনরাজ্যের অনন্ত চেতন-বিস্তারভূমিকায় কোটি কোটি জড়-অবলম্বন-শক্তিকেও পরাস্ত করিয়া নিত্য বর্দ্ধমান। ইহারই নাম—প্রগাঢ় চেতনাভিনিবেশ—অনন্ত-ভিনিবিষ্টে চৈতন্যানুশীলন—নিত্যানন্দ জীবন্মুক্তি।

যেখানে ঐরূপ চৈতন্যানুশীলনের সঙ্গ ও অক্লান্ত অনুগমন নাই, যেখানে বদ্ধ ডোবার জলের ন্যায় চৈতন্যানুশীলন-প্রবাহ প্রতিহত বা রুদ্ধ, সেখানে সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতটুকু পূতিগন্ধ প্রকাশ করিয়া কিছুকাল পরেই একেবারে শুকাইয়া যাইবেই যাইবে।

জীব তটস্থ-শক্তি প্রসূত হইলেও তটে তাহার অবস্থান; তটস্থ বস্তু হয় জলে পড়িবে, না হয় স্থলের দিকে অভিযান করিবে। 'জীব হয় মায়ার রাজ্যে, না হয় কৃষ্ণের রাজ্যে অগ্রসর হইবে, মাঝামাঝি 'আপোষ' বা অবস্থান তাহার নাই।

আমি মাঝামাঝি আপোষ করিতে চাই বলিয়াই আমার জড়াভিনিবেশ আসিয়া পড়ে। মাঝামাঝি 'আপোষ' করিতে চাহিলেই তট হইতে ছিটকাইয়া গিয়া ভোগ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হয়, কৃত্রিমভাবে সাজিয়া কখনও বা অবৈধ ও প্রচ্ছন্ন ভোগ, কখনও প্রকৃতি-লয়, জড়নির্ব্বাণ প্রভৃতি বিনাশের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

যে যে দিকে আমার প্রয়াস-প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-পরিচালনার ভোগোন্মুখী বৃত্তিগুলির নৈসর্গিক গতি রহিয়াছে, আমার সেই শক্তির স্রোত ফিরাইয়া নিত্যানন্দগণের নিত্যানন্দের প্রতি উন্মুখী বা ঐ সকল প্রবৃত্তির চিরস্বাভাবিক গতি প্রকট করিবার জন্যই আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী গুরু-বৈষ্ণবগণ আমার যোগ্যতানুযায়ী সেবা সমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি কিন্তু সেই সকল সেবাকে 'কর্ম্ম' মনে করিয়া অধিকাংশ সময়েই 'বেগার' বা দেনা শোধ দিবার চেষ্টা করি। 'বেগার'—এই অর্থে আমি মনে করি, এরূপ কার্য্য করায় আমার কিছু (কণা) স্বার্থ নাই, যাহাদের জন্য কার্য্য করিতেছি, তাহাদেরই স্বার্থ; একান্ত বাধ্যবাধকতায়, চক্ষুলজ্জায় বা নানা কারণে পড়িয়া 'বেগার' খাটিয়া দিলেই আমি ছুটি পাইলাম। আর 'দেনা শোধ'—এই অর্থে আমি মনে করি, যেহেতু মঠ হইতে খাদ্যাদি আকারে আমার কিছু গ্রহণ করিতে হইতেছে, সেইজন্য বা তদ্বিনিময়ে কিছু করিয়া দেওয়া উচিত।

আবার অনেক সময় খুব মন লাগাইয়াই কাজ করিয়া থাকি। সাধারণে আমার অভিনিবেশ দেখিয়া মনে করেন, ইহার যখন সেবাকার্য্যে এতদূর মন লাগিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইহার জড়াভিনিবেশ নাই। কিন্তু আমার ঐরূপ "মন লাগা," অর্থ পরমুহূর্ত্তেই মন অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার কারণ কি? গৃহস্থের ঘরের বেতনভোগী ভৃত্য যে সকল সময়েই ফাঁকি দেয়, বেগার দেয়, তাহা নহে; অনেক ভৃত্য খুব মন লাগাইয়াও কাজ করে, অন্যান্য ভৃত্য অপেক্ষা অধিকতর নিপুণতা এবং অভিনিবেশও দেখাইয়া থাকে; তাহার উদ্দেশ্য কি? অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় কি?—কোন না কোনও প্রকার অর্থ বা পারিশ্রমিক প্রাপ্তি। কৃষ্ণই তাহাদের একমাত্র ধন, এইরূপ নিষ্কিঞ্চনগণের মঠে টাকা-পয়সার আকারে অর্থ বা পারিশ্রমিক পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা অনেক সময়ে না থাকিলেও আমার বঞ্চিত হওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনিত্য ভাগ্য-দোষে অন্যরূপে পারিশ্রমিক প্রাপ্তির পথগুলি আমি আবিষ্কার করিয়া লই। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, আমি সেই পারিশ্রমিকের জন্যই এক একটি কাজের লোক, এক অভিনিবিষ্টের অভিনয়কারী।

যেখানে অকৃত্রিম ও সহজ "আমার"-বুদ্ধি নাই, সেখানে পারিশ্রমিকের জন্য গুপ্ত বা ব্যক্ত অভিলাষ থাকিবেই। সেই পারিশ্রমিক—অনেক প্রকার। শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহাদিগকে ভক্তি-লতার উপশাখা বলিয়াছেন অর্থাৎ যে সকল সেবার ন্যায় আকৃতি বা সৌসাদৃশ্য-বিশিষ্ট হইলেও 'সেবা' নহে, সেইরূপ দ্রব্যসমূহই আমার কাম্য পারিশ্রমিক হয়—"লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ।" আমি ভক্তিক্রমে বঞ্চিত হইতে চাহিলে মায়াদেবী আমার জন্য সেই সকল পারিশ্রমিকের পসরা সাজাইয়া লইয়া সমুপস্থিত হয়। নিষ্কপটে "কৃষ্ণ তোমার হঙ", "গুরুদেব তোমার ঘরে" বলি না বলিয়াই, "অশ্বিকৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদেতোত" ভক্তোক্তকল্পক সদ্গুরুর এই উপদেশ, "শক্য অনীশ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক"—এই ভাগবতশিক্ষা হৃদয়ে ধারণা করি না বলিয়াই মায়াদেবী লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির সুসজ্জিত পসরা লইয়া আমার নিকটে হাস্যমুখে আসিতে থাকেন, আর আমি সেই কার্য্যগুলি বরণ করিয়া হরিভজনের অভিনয়, মঠবাসের অভিনয় করিতে করিতে জড়াভিনিবিষ্ট হইয়া (ক্রমশঃ)

শ্রীপুরুষোত্তম
প্রচার প্রসঙ্গ

গত ৬ই ফেব্রু সোমবার কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণানুশীলন-লীলার কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে "মানবের জীবনের সার্থকতা" সম্বন্ধে একটি হৃদয়স্পর্শিনী ভাষাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। চারি সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডিস্বামী বৈষ্ণবগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। একজনাব্যতীত বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত সাধারণ ব্যক্তিরও সমাবেশ হইয়াছিল, বহু ভদ্র মহিলা হরিকথা শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, খাঁ সাহেব শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সেন, পুরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মণিমোহন গুহ এম এ, শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অন্য মহিলাগণের মধ্যে বারাণসী শ্রীযুক্ত সুশীলা সুন্দরী দেবী ঠাকুরাণী, বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্তা আশালতা অধিকারী এম এ, মিসেস বি, সি, সেন, মিসেস আর, সি, গুপ্ত বি, টি, এস, ই, বি, আর; বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম, এ মহাশয়ের পরিবারবর্গ, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম এ মহাশয়ের পরিবারগণ ও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মল্লিকবংশের পরিবারবর্গ উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। আরতির অন্তে শ্রীপাদ ঈশানচন্দ্র দাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর গুণান্বিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তনের পর সকলকে শ্রীজগন্নাথদেবের চতুর্বিধ রসসমন্বিত বহুপ্রকার মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীধাম পুরী পুরুষোত্তম মঠে প্রায় মাসাধিক উৎসব চলিতেছে। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীরায় রামানন্দ সংবাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহারাজা শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা সিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিতেছেন। গত শুক্রবার ময়ূরভঞ্জের রাজা, পারলাকিমেডীর রাজা ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমঠে আসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীমঠের সেবক শ্রীপাদ ভাগবতদাস মন্দির সংস্কারাদি কার্য্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত ব্রতী হইয়াছেন। কার্য্যটী যাহাতে শীঘ্র সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য ভক্তিপিপাসু সুকৃতিকামী সজ্জনগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন। মঠের মহান্ত শ্রীপাদ শ্রীপাদ নরহরিদাস প্রভু তাঁহার সহিত উক্ত কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন।

আনন্দ কীর্ত্তন

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন,	২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন,	৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন,	৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।	

শ্রীনন্দলাল রায় বি,এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

২০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া তৎপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

—ও—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—ডাকে লইতে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৵
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৴১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৬॥০
১২।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্যাভূষণ, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী-কথামৃত	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign* 6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadingi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সুন্দরভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

জীবন্মুক্ত

আমরা শ্রীশ্রীগুরুদেবপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, জীবের বদ্ধতা অবস্থায় কদাপি শ্রীহরির নাম কীর্ত্তিত হইতে পারে না, যেহেতু শ্রীনাম একমাত্র মুক্তকুলেরই উপাস্য। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও নামাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বলেন—

নিখিল-শ্রুতিমৌলিরত্নমালা
• দ্যুতি-নীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

অভীষ্ট দেবের নীরাজন দ্বারা আমাদের যাবতীয় কলুষ অপনয়ন করিয়া থাকি। তদ্রূপ ঘৃতদীপসমূহ সুগন্ধি তৈল বা কর্পূরাদি যোগে প্রজ্বলিত করিয়া প্রত্যঙ্গ বীক্ষণ দ্বারা কায়িক ও মানসিক মলিনতা পরিহার করিতে না পারিলে নমস্কারাদির যোগ্যতা জন্মে না। অপরা কৈতবপূর্ণ প্রণতিচ্ছন মৎকাভ্যন্তরগামী দেব দেব জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রণাগ্রহণে অযোগ্যতা দর্শন করেন। শ্রীনামই নামীর অভিন্ন-বিগ্রহ। তাঁহার চরণ কমলের শোভাপাত্র-বিত নখরাবলী সর্ব্বদা সমগ্র বেদশাস্ত্রের সারভাগ উপনিষৎসমূহরূপ রত্নমালার প্রভা দ্বারা নীরাজিত হইতেছে। শ্রুতি-শিরোমণিগণ অর্চ্চনার নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াও যে শ্রীনামের পারদর্শী নি—কেবল মুক্তকুলেই উপাসনায় সমর্থ হন, বদ্ধজীব এই প্রকার কৈতবপূর্ণ হইয়া কি প্রকারে সেই নাম জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠিত করাইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে? অগ্রে সমুদয় সংসার-বাসনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কদনে সাগ্রহ হইলে শ্রীনাম কৃপা পূর্ব্বক তাঁহাদের জিহ্বাতে উদিত হইয়া থাকেন।

‘মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।’ বদ্ধজীব আপনাদিগের স্বরূপ ভুলিয়া, সম্বন্ধজ্ঞানচ্যুত হইয়া, কৃপাত্মবোধে নিমজ্জিত থাকায় বিরুদ্ধ সম্বন্ধ লাভ করিয়াছে। যে সেব্যবস্তুকে সেবকবোধে আপনাকে সেব্য অভিমান করিয়া একদিন শাপগ্রস্ত হইয়াছিল, অপরাধিগণের কারারক্ষয়িত্রী মায়াশক্তির হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া দুর্বুদ্ধি হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বিবিধ দেহে আবদ্ধ হইয়াছিল; সেইরূপ অপরাধ আর করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আত্মদুষ্কর্মের নিন্দার সহিত সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করিলেই শ্রীহরির অমন্দোদয় দয়া তদুপরি বর্ষিত হইবে, এবম্প্রকার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, অভিনয় প্রদর্শনার্থ একদা রাবণ-বেশে সজ্জিত ব্যক্তি যেরূপ পরিচ্ছদ-মোহে অভিভূত হইয়া আপনাকে প্রকৃত কৌশল্যাতনয় জ্ঞানে শ্রীভগবদ্ভোগ্যা শ্রীলক্ষ্মী দেবীকেও ভোগার্থ গ্রহণ করিয়া লাঞ্ছনার ফল-স্বরূপ সবংশে নিধন লাভ করিয়া থাকে, সেও তদ্রূপ অনিত্য পরিচ্ছদ মোহে মুগ্ধ থাকিয়া আত্মবিনাশই বরণ করিয়া থাকে। কিন্তু একবার ভগবদ্ভিন্নতনু মানবাকারে আবির্ভূত সাধুর ক্ষণেক নিষ্কপট সঙ্গ লাভে চিত্ত নির্ম্মল করিতে পারিলেই অন্যথারূপ পরিত্যক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত ঘটে। পার্থিব দেহে অবস্থিত হইয়াও অপ্রাকৃতরূপস্ফূর্ত্তিই জীবন্মুক্তি।

শাস্ত্র বলেন—‘ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥’ যে জীব যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুক না কেন, কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যদি শ্রীহরির সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকে, সেই জীবন্মুক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরে পরিদৃশ্যমান হইলেও নিত্যবৈকুণ্ঠবাসী। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবেই প্রতীত হইতেছে যে, জীবের স্বভাবই হইতেছে—সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তৎপতি হৃষীকেশের সেবায় নিয়োগ; কিন্তু বিকৃতাভিমানবশতঃ নিসর্গ আসিয়া স্বভাবের স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ প্রকার অভিমান পরিত্যক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হরিদাস্যাভিমানে নিয়োজিত হইতে পারিলেই তজ্জনিত নিসর্গ দূরীভূত হইয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্ব ঘটে না। সুতরাং তখন জীবন্মুক্তাবস্থা উপস্থিত হইলে সম্পূর্ণরূপে শ্রীনামগ্রহণরূপ হরিসেবার অধিকার উদিত হয়।

জীবের অণুশক্তির হেতু চঞ্চলতা স্বাভাবিক। সুতরাং জীবন্মুক্ত হইয়াও যদি সাবধান হবিসেবা পরিত্যাগ করেন, তখনই পতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে বলেন—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মালিক ভগবানের শক্তির অত্যল্পাংশও কেবল মানবের কেন, সমস্ত জীবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মারও চিন্তার অতীত বিষয়। তাঁহাকে বা তদীয় ভোগ্য নিখিল সৃষ্ট পদার্থে ভোগবুদ্ধি-হেতুক অপরাধে আত্মকৃত কর্ম্মফলস্বরূপ জীবন্মুক্তগণকেও সংসারবন্ধন গ্রস্ত হইয়া জন্মমরণমালা পরিধানে বাধ্য হইতে হয়। অস্মাদৃশ নিত্যবদ্ধ জীবের দুর্দ্দশার পরিসীমা যে কতদূর অবস্থিত, তাহার ইয়ত্তা করা মানববুদ্ধির অতীত।

কিন্তু এস্থানে অতিসাবধানে আর একটী বিষয় আমাদের প্রণিধান-যোগ্য। ভগবান্ স্বয়ং বা তদীয় নিত্যপার্ষদগণ জগতের জীবের দুর্দ্দশায় কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন। তাঁহারা অস্মাদৃশ বদ্ধ জীব বা পতনযোগ্য কোন ব্যক্তি নহেন। তাঁহাদের তত্ত্ব সাধুমুখে যথাযথরূপে জ্ঞাত না হইয়া হঠাৎ অপরাধ কৃত হইলে আমাদের অত্যন্ত সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। অজ্ঞানকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অপরাধের বিষয়ের নিকট প্রণাম হইলেই ক্রমে সুযোগ লাভ করিতে পারা যায়। অতএব সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া এই বিষয় বিচার না করিলে আমাদের অনন্তকোটিকল্প নিরয়বাস অবশ্যম্ভাবী হইবে।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ পূর্ব্বক নিত্যানন্দ লাভ করাই যদি আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয় এবং তদুদ্দেশ্যসাধনে শ্রীনামগ্রহণাদি হরিসেবা ব্যতীত যদি অন্য কোন সুগম মার্গ না থাকে, তবে অগ্রে আমাদের জীবন্মুক্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জৈব চেষ্টা কদাপি দৈবী মায়া হত করিতে পারে না। সুতরাং বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যপাদপদ্ম নিত্যকালের জন্য কায়মনোবাক্যে শরণ করিতেই হইবে এবং তদীয় কৃপায় অনর্থাপগমে আমাদের জীবন্মুক্তি হইলে তবে হরিসেবায় অধিকার পাইব

শক্তি উপাসনা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ)

আমরা শক্তির উপাসক। শক্তির সেবা না করিলে যে আমরা শক্তিহীন হইয়া পড়িব! শক্তিই—আমাদের মূলাধার, শক্তিই—আমাদের একমাত্র অবলম্বন, শক্তিই—আমাদের সর্ব্বস্ব। “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”—শক্তিহীন হইলে আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিব না।

এক্ষণে শক্তির বিচার করা আবশ্যক। যে শক্তির উপাসনা করিলে আত্মা আত্মাকে লাভ করিতে পারিব, সেই শক্তি কে? বর্ত্তমান জগৎ উত্তর দিবে,—‘মহামায়া’ জগজ্জননীই—আদ্যাশক্তি।

• • বলিয়াছেন,—“আদ্যাশক্তি লীলাময়ী সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করছেন। তিনিই কালী। যিনি মহাকাশ বা ব্রহ্মের সহিত রমণ করেন, তিনিই কালী। কালীই—ব্রহ্ম, ব্রহ্মই—কালী। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, তখন তিনি—ব্রহ্ম, আর যখন লীলাময়ীরূপে কার্য্য করেন, তখন তিনি—কালী বা শক্তি। ‘মা’ ‘মা’ বলে ডাকা খুব ভাল। কথায় বলে, মা’র টান বাপের চেয়ে বেশী। মা বড় ভালবাসার জিনিষ; মার উপরে জোর চলে, কিন্তু বাপের উপর তত জোর চলে না। মহামায়ার দয়া না হলে, তিনি দ্বার ছেড়ে না দিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না—সেজন্যই শক্তির উপাসনা।’

উপরিউক্ত মতবাদ কতদূর শাস্ত্রসঙ্গত, তাহাই বিচার্য্য। আমরা ‘শক্তি’ বলিয়া যাহাকে মনে করি, শাস্ত্রের বিচার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ‘শক্তি’ ‘আদ্যাশক্তি’ প্রভৃতি নামে যিনি অভিহিতা, তিনি শক্তিমানের অভিন্ন বস্তু। তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু সেই ব্রহ্মশক্তি মহামায়া নহেন, মহামায়া সেই স্বরূপ শক্তির ছায়া বা আবরিকা শক্তি। কোন স্বরূপকে ভুলিয়া তাহার ছায়াকে ধরিলে, ছায়ার নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে কি ছায়ার দ্বারা স্বরূপের কার্য্য হইবে? ছায়ার কি কোন শক্তি আছে? তাহা মিথ্যা বস্তু। মহামায়া বা জড়ামায়াও সেই স্বরূপ-শক্তির ছায়া বলিয়া ‘শক্তি’ বলিতে মহামায়াকে আরোপ করিলে ঐ ছায়া বা জড়ের উপাসনাই হইয়া যাইবে। সবই পণ্ডশ্রম হইয়া যাইবে।

এই ছায়া শক্তির সাধ্য নাই যে ‘মূল পুরুষ’ বা ‘ব্রহ্ম’ অথবা ‘নারায়ণ’ প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত পুরুষের নিকট গমন করিতে সমর্থা হয়। কারণ সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত (২।৫।১৩ শ্লোক) বলেন—কুলটা স্ত্রী যেমন, পাছে স্বামী আমার কপটতা ধরিয়া ফেলেন, এই ভয়ে স্বামীর সম্মুখীন হইতে লজ্জা বোধ করে, তদ্রূপ কপটাচারী মহামায়াও জীব-মোহন-কার্য্য ভগবানের প্রীতিকর নহে জানিয়া উক্ত অপকার্য্যকারিণী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সাক্ষাদ্ দৃষ্টিগোচরে আসিতে লজ্জা বোধ করে। জীবসকল ভগবানের পূর্ব্বাদেশস্থিতা মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া বিপথগামী বুদ্ধিযুক্ত হয় এবং দেহকে আত্মবোধ বলিয়া ‘আমি’ ‘আমার’—এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে।

“মায়া—দুঃখদাত্রী”। দাসীর উচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে, সে বহির্ম্মুখ জনগণকে দুঃখ প্রদান করে। অতএব এই বহিরঙ্গা শক্তি কখনই ব্রহ্মের সহিত রমণ করেন না বা করিতে পারেন না।

‘মা’ ‘মা’ বলিয়া ডাকা খুব ভাল; মা’র টান বাপের চেয়ে বেশী”—এ সকলই অলীক দৃষ্টান্ত। কৈণ পুরুষগণই স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রীর কথামত উঠে বসে, কিন্তু পরমপুরুষ মদনমোহন, যাঁহাকে মোহনাস্ত্রের দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন নাই, তিনি একমাত্র মদনমোহন-মোহিনী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার প্রেমবাধ্য, কিন্তু জড়ীয় কামবাধ্য নহেন। সুতরাং ‘মা’ ‘মা’ বলিয়া কোটিজন্ম চীৎকার করিলেও মহামায়ার কৃপায় কখনই যোগমায়া-সমাবৃত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। ‘মা’র সাধ্য নাই যে, বিরজা নদীর ওপারে গমন করেন। সুতরাং নিজেই যখন বিরজাব্রহ্মলোক

অতিক্রম করিয়া গর্দ্দোম গোলোককে গমন করিতে পারেন না, তখন তাঁর ভক্তকে কিরূপে তিনি পরপারে পাঠাইয়া দিবেন?

"মহামায়া আর না ছাড়িলে কোন জীবের দর্শন হয় না"—এখানে বুঝিতে হইবে। কেননা বলে তবে দৈবী দেবী, তারে নাহি" যদি তাহাই হইবে, তবে গীতাকে ভুল বলিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ-জ্ঞান প্রদানের অর্জুনকে তাহাতে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং

তরন্তি তে॥

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলিতেছেন—আমার গুণময়ী মায়া অত্যন্ত দুর। মায়াকে অতিক্রম করা কঠিন। কিন্তু যিনি আমাকে আশ্রয় করিতে পারেন, তাঁহার আর এ মায়াকে অতিক্রম করিবার জন্য ভাবিতে হইবে না। তিনি ভুলার মত গোষ্পদবৎ তাহার তীর বিনাশ্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যান। এখানে 'এব' শব্দটির অর্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। তাহার অর্থ এই যে, আমার শ্রীপাদ ব্যতীত আর ইতর স্বতন্ত্র দেবতাদের স্বতন্ত্র ভগবদ্‌বুদ্ধিযুক্ত পদাদিতে অর্থাৎ শিবব্রহ্মাদি ইতর দেবগণের স্বতন্ত্র ভগবদ্‌বুদ্ধিতে শরণ গ্রহণ করিলে অনন্তকাল ধরিয়া সংসারেই থাকিতে হইবে, মায়াপারে যাইতে পারিবে না।

'শক্তি' বলিতে মহামায়াকে আদ্যাশক্তি নহেন, কিন্তু আদ্যাশক্তি শ্রীরাধিকা। সেই আদ্যাশক্তির আরাধনা করিলে অর্থাৎ শ্রীরাধার অনুগত হইয়া ভজন করিলে তবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। আবার এই শ্রীরাধার অনুগত "হইতে" হইলে শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থী হইতে না হইলে শ্রীরাধার কৃপা লাভ হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা পাইবার বর্তমান যুগে একমাত্র উপায় আর কেহ নাই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের 'গৌরাঙ্গ' নিতাই শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে পারিলে তবে শ্রীরাধার কৃপা পাওয়া যাইবে। কলিকালের যুগধর্ম্ম,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব

গতিরন্যথা॥

একমাত্র শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত কলিহত জীবগণের আর অন্য গতি নাই, গতি নাই।

সিদ্ধান্তবিরোধ কীর্ত্তন

(লেখক শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

অধুনা কলি অর্থাৎ বিবাদের যুগে যত কিছু বিবাদের আয়োজন। কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা যে আছেই, উহারা প্রায় সকলকেই গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। কোন প্রকার কৌশলে কনক-কামিনীর হাত হইতে না হয় এড়ান যায়, নিষ্কিঞ্চনের বেশ গ্রহণ করিয়া তুচ্ছ বস্ত্রের আশ্রয় করিলেও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী পিছনে লাগিয়াই রহিয়াছে। তাই শ্রীপ্রভুপাদ বলিয়াছেন—"প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা"।

এই কলিযুগে তারকব্রহ্ম নাম—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" মহামন্ত্র সদা কীর্ত্তনীয়, জপনীয়। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক তারকব্রহ্ম নাম দিনে তিনলক্ষ বার জপ ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য

মুক্ত না হইয়া আধুনিক নব নবিত্রেই নব একটা ভুলাচুরি আবিষ্কারের অংশে নিজের নামটি জাহির করিবার জন্য মহাজনী আশ্রয় নাম বর্জন করিবার পরে নিজেদের মনের খেয়াল অনুসারে নিজকৃত এক একটা ছড়া তৈয়ার করিয়া কীর্ত্তন ও জপ করিতেছেন। উহাও নাকি আবার মন্ত্র আর 'মন' বুঝুক, না বুঝুক, তাহার বিচারে প্রয়োজন কি? স্বৈরাচার-প্রচারের সুবিধাই ঘটে তো।

কিছুদিন পূর্ব্বে, কপালে অশ্বস্পর্শ দোষ উপস্থিত হওয়ায় প্রায় ২৮।২৯ প্রকারের বিভিন্ন ছাঁচে বৈষ্ণবী এই প্রকার নূতন নূতন ছড়া-জাতীয় নামধারী কীর্ত্তন (যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত নহে) সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তাহাতে বেশ একটা ভুলাচুরি তৈয়ার হইয়া জনসাধনে একটু দক্ষতাও লাভ হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যে নিজের কপাল পুড়িয়া ছাই হয় নাই, সে কথা গোপন রাখিয়া দিবার প্রলয় দেওয়ার আশা রাখি না।

কপালে ভাল, তাই শ্রীগুরুদেব (বাস্তব গুরুদেব,—যাত্রার দলের সাজা নারদ নহেন) কৃপা করিয়া নানাবিধ আঘাত হইতে বাঁচাইয়া আনিয়াছেন। উহাদের সর্বতোভাবে কৃপায় যে সকল পুস্তকের দর্শন ও পাঠের সৌভাগ্য পাইয়া এরূপ কল্পিত ছড়া কীর্ত্তন সিদ্ধান্তবিরোধ নামাপরাধ বলিয়া জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, নিম্নে তাহার কতিপয় প্রমাণ অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্বর্ণকানি হি।
কলৌযুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিস্বধিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌতং পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ।
তত্ত্ববিরোধ সম্পৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা॥"

(অনন্ত সংহিতা)

অর্থাৎ—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জনপরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট পদ কখনও অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতিপরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরু লঙ্ঘনকারী। আত্মহিতকামী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধপূর্ণ সেই সব দুর্জ্জনের মত (অসৎসঙ্গ-জ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবেন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
"রটন্তি" হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥"

(অগ্নিপুরাণ)

অর্থাৎ—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" —এই মহামন্ত্র যাহারা অবহেলা পূর্ব্বকও "উচ্চারণ" করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

অতএব এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম শুধু জপ্য, কীর্ত্তনীয় নহে বলিয়া যাহারা কলি-প্ররোচিত বিবাদ উঠাইবার অভিলাষ কল্পিত ছড়াই কীর্ত্তনীয় প্রচারে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করেন, অগ্নিপুরাণ এই "রটন্তি"-শব্দ দ্বারা সেই সকল প্রলাপগুলাও সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিলেন, অতঃপর আর কোন অপপুরাণে তথা-কথিত অপসিদ্ধান্ত অপপ্রমাণে প্রমাণিত হইবে কি না জানি না।

হে বিশ্ববাসি! এই সকল শাস্ত্রবাণী লঙ্ঘন করিয়া গুরুলঙ্ঘীদিগের পরিকল্পিত সিদ্ধান্তবিরোধ ছড়াকীর্ত্তন করিয়া নামাপরাধরূপ হলাহল অশন করিবেন না। যদি বিশ্বাস না হয়, উল্লিখিত শাস্ত্রাদি অনুসন্ধান করুন। গোঁজামিল দিয়া অসত্যের প্রশ্রয় দিবেন না।

গুরু বা মহাজনবাক্য অবিচার্য্য, গুরু, বা মহাজন শাস্ত্র লঙ্ঘন করেন না বলিয়া শাস্ত্র-বাক্য ও গুরু বাক্য অভিন্ন। কিন্তু শাস্ত্র লঙ্ঘন-জনিত বাক্য গুরুবাক্য বা মহাজন-বাক্য নহে, তেমন বাক্য আমাদের, অজ্ঞতা-নিবন্ধন, প্রতিপালনের চেষ্টা থাকিলেও শাস্ত্র সর্ব্বদাই বিচার করিয়া কোন আমল দেন না। সুতরাং সিদ্ধান্ত-বিরোধ কীর্ত্তন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

জড়াভিনিবেশ আসে কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি মঠে আসিয়া ভাবনারহিত হইয়াছি। এখানে সংসারের ন্যায় অর্থের ভাবনা, দারাপুত্রাদির ভাবনা, অসংখ্য প্রকার ভাবনা ভাবিতে হয় না বা সংসারের অসংখ্য প্রকার ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয় না। যে সব ভাবনা ভাবিবে, যে সব ঝঞ্ঝাট ভুগিবার ব্যাপারটা গুরুদেবের ন্যায় মঠ রক্ষা-কর্ত্তারই উপর। মায়ার সংসারের ভাবনা ভাবিবার ঝঞ্ঝাট ভুগিবার ভাগ্যটা নিম্নতম কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর মানুষ, স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্ত সকলেরই ভাগ্যে হয়। কিন্তু কৃষ্ণ সংসারের রক্ষাকর্ত্তা হওয়ার অনির্বচনীয় সৌভাগ্য কোটিমুক্তের মধ্যে একটিও হয় কিনা সন্দেহ। তাই অত বড় ঝঞ্ঝাট ভুগিবার অধিকারটা অজ্ঞাতিভাবী অবিশ্বস্ত আমার উপর সুদূরদর্শী গুরুদেব প্রদান করেন নাই। সময়ে সময়ে কৃষ্ণের সংসারের জন্য আমি যতটুকু অর্থাদি ভাবনার অভিনয় দেখাই, সেটা অকৃত্রিমভাবে বা পূর্ণরূপে কৃষ্ণের সংসারের আনুকূল্যের জন্য নহে, অন্তরান্তর খুঁজিয়া দেখিলে জানা যায়, আমার দেহমনোভূমিকার পাকা একটা ব্যক্তিগত সংসারের পূর্ণ বা আংশিক আনুকূল্যের জন্য। আমি মনে করি, আমি যখন লোকদৃষ্টিতে সংসার ছাড়িয়াছি বা সংসার হইতে তফাৎ আছি, তখন গুরুবৈষ্ণবকে, কৃষ্ণের সংসারের রক্ষাকর্ত্তাকে আমার কপটনিঃস্বার্থপরতা ও সেবাবুদ্ধির অভিনয় দেখাইয়া ভোগা দিতে পারিব। কিন্তু আমি যে আমার দেহে ও অন্তরে একটা গুপ্ত সংসার পাতিয়াছি, তাহা অনেক পূর্ব্বেই অন্তর্দর্শী গুরুবৈষ্ণবগণ ধরিয়া

ফেলিয়াছেন। তথাপি কৃপা করিয়া যে আমাকে স্থান দিয়াছেন, উৎসাহ দিয়েছেন ইহা আমার দুর্ব্বুদ্ধি সংশোধনের জন্য তাঁহাদের কৃপাপ্রদত্ত সুযোগমাত্র। নির্ম্মৎসর শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা—পরদুঃখে দুঃখী তাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাতাপিতার ন্যায় মারাত্মক অনর্থ পীড়ায় শয্যাশায়ী আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ সুচিকিৎসার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

আজ যদি আমার দেহ ও অন্তরে পাত্রা সংসারের ভাগে কিছু না থাকিত, তাহা হইলে আমাকে কেহ এতদিন মঠে রাখিতে পারিতেন না। আমার এই আত্মবঞ্চনা রোগ আমি বৈদ্যের নিকট ব্যক্ত করিয়া আমার প্রতিষ্ঠার বাধা করিতে চাই না; কিন্তু এই সকল আত্মবঞ্চনার মঞ্চ হইতে একটুকু সরিয়া গেলেই যে আমি 'ধপ্' করিয়া পড়িয়া যাইব।

বিশ্বপ্রাণীর মঙ্গলোদ্দেশ্যে মঠাদিতে আচার্য্যের প্রবর্ত্তিত কৃষ্ণযাত্রা মহোৎসবাদির তাৎপর্য্য গুরুবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম না করিয়া উৎসবাদির বাহ্য প্রতীতির উত্তেজনা ও ধুমধামে সংসারের কর্ত্তাভার, অশান্তি অতীব অভিযোগ বা সংসার সেবার অক্ষমতা লাঘব ও আবরণ করিবার জন্য আমি অনেক সময় মঠবাস, কার্য্যনিপুণতা এবং মঠ সেবায় অভিনিবেশের অভিনয় দেখাইয়া থাকি কিন্তু আমাকে ঐরূপ বাহ্যপ্রতীতির উত্তেজনা কতদিন ধরিয়া রাখিবে? আবার অন্য কোন উত্তেজনা তাহা হইতে প্রবলতররূপে উপস্থিত হইলে ঐ প্রবৃত্তি আমাকে তন্মুহূর্ত্তেই ঘাড়ে ধরিয়া মঠের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির করিয়া দিবে।

নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষ, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, পুরী, ভুবনেশ্বর, হরিদ্বার, বদরিকা, আরও কত নূতন নূতন দেশ এমন কি বিলাত পর্য্যন্ত দর্শন ও ভ্রমণের সুযোগ ও আশা, গ্রহণ-স্নান, শিলংশৈলাদিতে বায়ু পরিবর্ত্তনের সুযোগ, সেবাপর গৃহস্থ গুরুভ্রাতৃগণের আদর-যত্ন, নীলাম্বুধির কূলে মুক্ত সমীরণ সেবন, প্রাসাদ-বাস, মোটর যানারোহণ, চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, ঘড়ি, স্যুটকেশ, সার্চ লাইট, এণ্ডির চাদর, ভাল ভাল বাঁধান পুস্তক, উৎসবাদির ধুমধাম, বহুলোকের দণ্ডবৎ-নমস্কার, প্রশংসা, অসুখ হইবামাত্র শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের স্বেচ্ছায় সসম্মানে চিকিৎসা এবং নানাবিধ রুচিকর পথ্যাদির ব্যবস্থা প্রভৃতিই আমাকে এতদিন মঠে রাখিয়াছে। শ্রীগুরুদেব, শ্রীগুরুর নিষ্কপট সেবকগণ কৃষ্ণানুসন্ধান আচার প্রচারের জন্য নিজ কার্য্য না থাকিলেও দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, আর আমি দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্ভাগ্যবশে ভোগানুসন্ধানের জন্য তাঁহাদের সঙ্গ ধরিয়াছি।

কপাল মন্দ হইলে, আত্মবঞ্চিত হইবার অভিলাষ থাকিলে এমনই দুর্ব্বুদ্ধি হয়। কেহ আত্মমঙ্গল জিজ্ঞাসার জন্য মহাভাগবত সাধুর সঙ্গ করেন, কেহ বা দাল-চাল কলা-মূলার গল্প, সংসারের গালগল্প, খাটুনীর পরিশ্রান্তির পর পাখার বাতাস উপভোগ বা আড্ডার জন্য সাধুর কাছে আসিয়া থাকেন।

একমাত্র নিষ্কপট হরিসেবকেরই হরিসেবার আনুকূল্যের জন্য অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সর্ব্বপ্রকার হরিভজনানুকূল বিষয় কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার আছে, তাহাতে সেবকের কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের গন্ধলেশমাত্র থাকে না, ফল্গু-বৈরাগীর ন্যায় কৃষ্ণসেবানুকূল বিষয়সমূহ পরিত্যাগের অভিনয় করিয়া জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের চেষ্টা আশাও হৃদয় অধিকার করে না। উত্তম বসন-ভূষণ, স্রক্-চন্দন, রাজ ঐশ্বর্য্য যেরূপ ভুক্তিকামী ব্যক্তির ভোগোৎপাদনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বহির্ম্মুখ দৃষ্টিতে যাহা ভোগের উপকরণ, তাহা কৃষ্ণসেবানুসন্ধানকারীর দ্বারা যখন কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত হয় অর্থাৎ কৃষ্ণকথা-প্রচার ও [illegible] প্রচারাদির অনুকূল হয়, তখন ঐ সকল বস্তু সেই সকল কৃষ্ণসেবানুসন্ধানিগণের পুনর্ব্বার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহার উদ্রেকে সমর্থ হয় না; কেন না, হৃষীকেশেন্দ্রিয়প্রীতীচ্ছা ব্যতীত তাঁহার পৃথক্ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি-বুদ্ধির অধিষ্ঠান নাই।

যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রৌতপন্থী একদা "ইদংসর্ব্বং"—যাহা প্রাণীজগৎ পরস্পর স্ব-স্ব ভোগার্থ গ্রহণ করিতেছিল, সেই 'সর্ব্বং ইদং'কে ঈশ-সেবায় নিযুক্ত করিবার আদর্শ-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যে কৃপাময়বর শ্রীগুরুদেব নিখিল বিশ্বকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিবার পরমনিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গুরুদেবের অকপট অহৈতুক অনুরাগ, আনুগত্য বা "আপনার বুদ্ধি" আমাকে মঠে রাখে নাই, এই দুর্ভাগ্যের কথা আমি কি দিনান্তেও একবার স্মরণ করি, আর সেই গুরুদেবের কথা, নীরবে নিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্মে অন্তরের অন্তরতমস্থল হইতে নিষ্কপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই?

মঠ-রক্ষাকর্ত্তা যে অপ্রাকৃতাশ্রয়ী আমার সেবা করিতেছেন, ইহা ত' তাঁহার গুরুদেবভক্তির পরিচয়। "কুষ্ঠি বিপ্রের রমণী, পতিব্রতাশিরোমণি, পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা"। তিনি পূর্ণ হরিভজন করিতেছেন, আর অন্যাভিলাষী আমি গুরুসেবকের দ্বারা আমার অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিয়া—আমার সর্ব্বনাশ, সদাযাজ্ঞ গুরুসেবকের দ্বারা আমার চাকুরী করাইয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছি। এই আত্মবঞ্চনা-কামনা, এই অপরাধের ফল, এই গুরুসেবা বিষয়ে অজ্ঞমন্যতা, এই আত্মমঙ্গল চিন্তার অভাব, আমাকে কিছুকাল মঠের সেবার অভিনয় করাইতে করাইতে জড়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

যদি আমার চৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদেই আসক্তি জন্মিত, তাহা হইলে মঠ-রক্ষাকর্ত্তা আমার জন্য যত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন,—যে সকল সুবিধার সহস্রাংশের একাংশও কোন যুগে কোন হরিভজনেচ্ছুকে প্রদত্ত হয় নাই, আমি সেই সকল সুবিধা হরিভজনে নিযুক্ত না করিয়া নিজের বাহ্যিক অন্যাভিলাষ চরিতার্থতায় আত্মসাৎ করিতেছি, আর চৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদের সেবা ছাড়িয়া অচৈতন্য-বাদী নিরুপমার কথিত অচৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদের জন্য আগ্রহান্বিত হই কেন? চৈতন্য-সরস্বতী-সেবায় অকপটে নিযুক্ত থাকিলে কি আর অচৈতন্য-সরস্বতীর সেবার জন্য চিত্ত ধাবিত হয়? সারস্বত-পীঠের দাস হইতে পারিলে কি আর আর্য্যবিদ্যাপীঠের অন্তঃসারশূন্য সেবকগণের সাধ হয়? সরস্বতীনাথকে পাইলে কাহার অবিদ্যাকাচ অন্বেষণে স্পৃহা হয়?

(ক্রমশঃ)

ঝরিয়া প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ গৌর গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয়, ধানবাদ কয়লাখনি-ক্ষেত্রে ঝরিয়া নগরে অবস্থান পূর্ব্বক ঝরিয়া মাইনিং ফিডারেশন হল, ভারত বিখ্যাত ধনাঢ্য শেঠ হীরা চাঁদ ঘনশ্যাম দাসের জয়রামপুর খনিজাগার কার্য্যালয়, কচ্ছদেশবাসী ধর্ম্মপ্রাণ সুকৃত ধনাঢ্য সেবানন্দ কেসরী ডোসা এণ্ড সন্স মহোদয়গণের ঝরিয়া বাসবাটি প্রভৃতি স্থলে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা প্রচারার্থ সাদরে আহূত হইয়া কৃষ্ণ-নামা ভক্তমহোদয়গণসকাশে বিশুদ্ধ গৌর-বিহিত শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন। এই প্রচার-প্রসঙ্গে শেঠ হীরাচাঁদ ঘনশ্যাম দাসের কোম্পানির শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন লাল গোয়েঙ্কা এবং কেসরী ডোসার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত বাবু অর্জ্জুন জি ডোসার আন্তরিক প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

শ্রদ্ধালু শ্রীযুক্ত অর্জ্জুনজি গৌড়ীয় মঠের প্রতি সেবোন্মাদকতা, কচ্ছদেশবাসিগণের ধর্ম্ম-প্রাণতার পরিচয় দিয়াছে। ইনি শ্রীমদ্ রত্নাদাসে [illegible] সম্মেলনকালে গৌড়ীয় মঠের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়া শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভুর পুনঃ শুভাগমন প্রার্থনা করিয়াছেন।

ভূখণ্ড মধ্যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ মৃদঙ্গ বাদ্যযুক্ত উচ্চ সংকীর্ত্তন দ্বারা ভুবিবর প্রতিধ্বনিত করিয়া ভূগর্ভস্থ জীবদুঃখের নিত্য মঙ্গল-বিধান করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক কচ্ছবাসিগণ গৌড়ীয় মঠের নিত্য সনাতন ধর্ম্ম প্রচার-বিষয়ে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ও আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবানুষ্ঠানে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

ঝরিয়া অঞ্চলে প্রচারাদি সমাপন করিয়া শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভু সদলে বেহার দারভাঙ্গা-প্রদেশে গমন করিতেছেন। তথা হইতে তিনি কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে প্রচারার্থ গমন করিবেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হওয়ায় দুঃখানুভব করিতেছি। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমৎ পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা এই যে, তিনি তাঁহার অনুগত প্রচারকগণকে পুনঃপুনঃ প্রেরণ পূর্ব্বক এই অন্ধকারময় দেশের মঙ্গল বিধান করুন।

প্রণত— শ্রী[illegible] রায়
মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, ঝরিয়া।

বালিয়াটী

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

অতিশয় আনন্দের সহিত শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি যে, শ্রীশ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা মঠ বালিয়াটী শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে গত ২৯শে পৌষ রবিবার দিবস স্থানীয় জমিদার ও পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মদন মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় একটি উৎসবের আয়োজন করেন। এতদুপলক্ষে প্রায় দেড় শত লোক শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে উপস্থিত হন। সান্ধ্য আরাত্রিক ও কীর্ত্তনাদি হইয়া গেলে উক্ত ভক্তমণ্ডলী লইয়া একটি সভা আহূত হয়। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের সেবকস্থানীয় শ্রীমান্ রাধামোহন রায় চৌধুরী বি, এস, সি, এই সভায় বৈষ্ণবের আনুগত্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের পক্ষ হইতে অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। আমরা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব চরণে প্রার্থনা করি, উক্ত শ্রীমানের সেবা-প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। শ্রীমানের সেবা-কার্য্যে আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। বক্তৃতান্তে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই শুভ উৎসবোদ্যোগী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মদন মোহন রায় চৌধুরী মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত নিম্নশ্রেণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন নূতন সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। ভক্তি-শাস্ত্রাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১২॥৵৹ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵৹।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে; যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস অভিধেয়
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে মাইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴৹।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶৹
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।৹
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵৹
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵৹
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৯।	মানবকল্যাণ	।৹
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸৹
১১।	ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥৹
১২।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, নিম্নে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্ব ভাষ্য	॥৹
১৫।	শ্রীগৌড়ীয় গুরুপারম্পর্য্য-দর্পণ	।৹
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থী-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

বাংলাভাষায় ভক্তবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সরলসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্তথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯। আষাঢ় শনিবার—১৩৩৬

সজ্জন—বিজিত ষড়্গুণ

ষড়্গুণ বলিতে ক্ষুধা, পিপাসা, লোভ, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয় বিরোধী গুণই ষড়্গুণ।

এই ছয়টী গুণ অনাত্মার ধর্ম্ম। অনাত্মা বলিতে দেহ ও মনকে বুঝায়। চেতনবৃত্তি বা আত্মবৃত্তি যেকালে জড় বা অনাত্মার অনুশীলনে প্রবৃত্ত করে, সেইকালে তাদৃশ চেতনকে মন বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। মন জড়বস্তুতে আত্মতার সংস্থিতায় মমতারোপ করিলে প্রকৃতির সাত্ত্বিক তিনটী গুণের বিক্রম দেখা যায়। গুণসমূহ হইতে সকল অনিত্য কর্ম্মের উদয় হয়। চেতনবৃত্তি গুণের দ্বারা চালিত হইলে কর্ম্মফলের ভোক্তা হন। যেকালে মন কর্ম্মফলের বাধ্য থাকে, তখন তাহাকে ষড়্গুণ-জিত বলা যায়। ফলভোগ রাহিত্যে বা কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিলে তিনি সাধু হইতে পারেন। সেকালে তাঁহার জড়ভোগস্পৃহা আদৌ থাকে না। ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ ছয় গুণের অধীন নহেন। ঐ আগন্তুক গুণগুলি অনাত্ম বস্তুর উপর বিক্রম প্রকাশ করে। সজ্জনের উপর ষড়্গুণের আধিপত্য নাই।

সজ্জন অন্যকর্ম্মফলভোগী মানবের ন্যায় জড় দর্শনে একই রকম পরিদৃষ্ট হন, কিন্তু তিনি আত্মবিৎ, কৃষ্ণাশ্রয়। বুদ্ধি দ্বারা ভোগে অসংস্পৃষ্ট। তাঁহার বৃত্তি নিত্য হরিসেবাময়ী। কর্ম্মী বা জ্ঞানী উভয়কেই ষড়্গুণের বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু সজ্জন কখনও ষড়্গুণের বাধ্য নন। সজ্জন জানেন যে, আত্মা নিত্যধর্ম্মবিশিষ্ট, আগন্তুক অনিত্য ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেহ ও মনকে যে গুণ-সমূহ বিকার উৎপন্ন করায়, তাহা সজ্জনের বুদ্ধি স্পর্শ করে না, তিনি ঐ ছয় গুণ হইতে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকেন।

যেখানে সজ্জন পরিচয়ে কাম, ক্রোধাদির বিকট নৃত্য দেখা যায়, সেখানে দ্রষ্টা সাধারণের দৃষ্টিতে দৃশ্যের প্রতি সজ্জন বিদায়া শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। আবার তাদৃশ হিংসাদ্বেষের তাণ্ডব নৃত্যের ছলনায় ভক্তদ্বেষি ফলে সজ্জনের তাদৃশ ব্যবহার বিজিত-ষড়্গুণ সজ্জনের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতকারক নহে। গুণগুলি দেহ ও মনের বিকার উৎপন্ন করে বলিয়া তাহা সজ্জনের সম্পত্তি নহে। জ্ঞানীর শান্ত অবস্থায় ঐ গুণবাতক অনাক্ষ থাকিলেও পুনঃ পুনঃ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রাকৃত বিকৃতি উৎপন্ন করে। সজ্জন কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া কোন বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তজ্জন্যই পরমহংসের গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বা পারমহংসী সংহিতা সজ্জন নিষ্কিঞ্চনগণের বিজিত-ষড়্গুণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সজ্জন বিজিত ষড়্গুণ একথা জানা হইলেই বদ্ধজীবও সজ্জন হইতে পারেন। যেকালে তিনি সজ্জনের ধারণা সংকীর্ণ বুদ্ধিতে বিচার করেন, তৎকালাবধি বিজিত-ষড়্গুণ কি অবস্থা, তিনি তাহা বুঝিতে সমর্থ হন না। বিজিত ষড়্গুণ সজ্জনগণের অমল পাদপদ্ম দেখিবার যোগ্যতা হইলে জীবও সজ্জন হন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

ভাগবত-কথা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান প্রচার-কেন্দ্র কলিকাতা নগরীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে বহু দেশ দেশান্তর হইতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বহু ব্যক্তি আসিয়া থাকেন এবং সকলেই পরম কৃপাবতার পরমহংস শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাস্তব সত্যের—নিরপেক্ষ সত্যবাণীর শুদ্ধাবচার শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই নিরপেক্ষ সত্যবাণী প্রচার করিয়া থাকেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তিত হয়। তাই করুণাবতার প্রভুপাদ এবং তদনুগগণ দিবারাত্র সেই ভাগবত বাণীই কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রত্যহই সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনের পর রাত্রি ৯॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, নাম-সংকীর্ত্তন এবং আগত ব্যক্তিগণের বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তি-সহ সদুত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। কাল পক্ষাধিক প্রধান প্রধান কলিকাতার সর্ব্বত্র স্থানে একরূপ নিরপেক্ষ ভাবে বাস্তব সত্যের কথা, নিরপেক্ষ আচার ও প্রচারের কথা, এক মাত্র নিত্য ধর্ম্মের কথা সমন্বয়করণ পরমসুকৃত পরমেশ্বরের আনন্দোদয় দয়ার কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই স্বধর্ম্মের বিষয় উপলব্ধি করিতেছেন এবং কায়মনোবাক্যে অনেকে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয় মঠবাসিগণ সকলকেই সমাগত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে হরিকথা কীর্ত্তন এবং শ্রীমহাপ্রসাদ দানে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন।

শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিগণ কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে গমন করুন; অবহেলায় বেলায় হারাইবেন না।

একজন দর্শনার্থী

জড়াভিনিবেশ আসে কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পারমার্থিক আচার্য্য ও গুরুবর্গ প্রভৃতির পীঠ আবিষ্কার করিয়াছেন, এত জড়াভিলাষী আমার মস্তকে তাঁ কোনও বিষয় হইবে না, গুরুবৈষ্ণবের নিকট তাহাদের অবস্থা শ্রবণ করিয়াও আমার পরিবর্ত্তন হইল না, তাই বাহ্যদৃষ্টিতে আমাকে পারমার্থিকের ছায়ার ন্যায় প্রদর্শন করাইয়া আমি অন্তর দিক হইতে চিরকাল ভাড়ি। পরমার্থী হইবার ভারে—চৈতন্য সরস্বতী-বিনোদ, এই চরিত্র-দাসে ভুলিয়া গিয়া আমি অহঙ্কারে দুর্ব্বল বা দুরভিসন্ধিকারণের অর্থাৎ সত্যের বিরোধে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। চৈতন্য-সরস্বতী বিনোদ কাহাকে ত' ইহারা নগ-সেবানন্দ, শ্রীচৈতন্যাশ্রিতগণই প্রবল হইত আমি আত্মাভিমান ঘটাইলে অহমিকার স্পৃহা বৃদ্ধি পরমাবস্থার ছলে আমি মায়ার বলি বাধ্যতা আমার ছলে-ভক্তি বা অদ্বৈতবাদ-কুশিনীরা-স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠে। মহাপ্রভু নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে সমগ্র-শব্দ-শাস্ত্র-বস্তুর যে উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রভুপাদের যে সর্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, শব্দশাস্ত্রের সেই বিশুদ্ধচিত্তবৃত্তি শ্রীগুরুদেব অসংখ্যবার আমার কর্ণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে পাষাণের রেখার ন্যায় আঁকিয়া দিতে চাহিলেও আমি মন্ত্রাভিলাষ করিয়া তারা আমার কর্ণধার হইতে পারিল না। আমি অভক্তিযোগ দ্বারা কর্ণবেধ সংস্কারে সংস্কৃত হইলাম না, সুতরাং কি করিয়া ভগবদ্বাণী শ্রবণ-সংস্কার নিষ্কপটের সেবার উপযোগী হইতে পারিব?

আমাকে বৈষ্ণবগণ 'পণ্ডিত', 'আচার্য্য', 'গোস্বামী', 'ভাগবত', 'বৈষ্ণব', 'ব্রহ্মচারী' প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করেন, আমাকে লক্ষ্য বা হিংসা করিবার জন্য নহে। তাঁহারা আচার্য্যগণের বা প্রাক্তন-সমাজের মৎসরতার ন্যায় মৎসর, হিংসক হইয়া ঐরূপ নামের একচেটিয়া চক্রান্ত করেন নাই। তাঁহারা চাহেন, সকলেই বেদান্ত-বুদ্ধিবিশিষ্ট পণ্ডিত হউক—সকলেই আচরণশীল আচার্য্য হউক,—সকলেই ষড়্বেগজয়ী গোস্বামী হউক,—সকলেই ভগবৎসেবক ভাগবত হউক,—সকলেই একান্ত বিষ্ণুসেবাপর বৈষ্ণব হউক, সকলেই ভবের পথ ছাড়িয়া শ্রেয়ঃ পথে চলুক। যদি আমার যোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলে আমি বিচার করিতাম, আমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে পাণ্ডিত্যাদি নামে বিভূষিত করিয়া আমাকে আমার নিত্যসিদ্ধ বেদোজ্জ্বলবুদ্ধি প্রকট করাইবার জন্যই সম্মান করিতে বলিতেছেন, আমাকে আচার্য্য হইতে উপদেশ দিয়াছেন। আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে ভোগোন্মুখ হইতে ফিরাইয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠ স্নিগ্ধ উপদেশ ও অহৈতুকী দয়ার তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া আপনাকে 'পণ্ডিত', 'আচার্য্য', 'গোস্বামী', 'বৈষ্ণব', হইয়া পড়িয়াছি। কোথায় বৈষ্ণবগণের ঐ অহৈতুকী কৃপা পাইয়াছি আমার মধ্যে মধ্যে নিজ দাস্যের শ্রেষ্ঠ করিয়া আমাকে অভিমান দিয়া 'কুটীনাটী' ও চৈতন্যের শিক্ষা প্রদান করিবে, আমাকে তাহার পথ ছাড়াইয়া শ্রেয়ঃ পথে লইয়া যাইবে, আমার জড়াভিলাষ-পূরণ জন্য আমাকে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সেবাভিলাষে প্রমত্ত করাইবে, তাহা না করিয়া আমার ভোগ লোকে কামরাজ্যের উপাদেয় নিত্য বিশ্বাস করাইয়া দিতেছে।

"আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥"

"কাহাকে কিছু করে"—এই প্রবাদানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত-গুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিষ্কপটে আমার ন্যায় বিষয়-বিষ্ঠা-ভোজনকামী গ্রাম্যকথার কর্দ্দমরতকারী কুবুদ্ধিকেও বিমুখ ও বিষ্ণু

কথা-কীর্ত্তনকারী-সুদর্শন গরুড়ের অনুগামী পদবী প্রদান করিতে চাহেন, চণ্ডালকেও বৈকুণ্ঠে আরোহণ করাইতে চাহেন, কুক্কুরকে তাঁহার বুকুর [illegible] করাইয়া রাজসিংহাসন দিতে চাহেন, কিন্তু আমি আমার পূর্ব্ব ইতিহাস, [illegible] বিষ্ঠা-ভোজন-স্বভাব [illegible] ভুলিতে পারি না। আমি [illegible] বৈষ্ণব-সেবা-সুখ [illegible] লইয়া আমার পূর্ব্বইতিহাস-[illegible] ভুলিতে পারিলাম, তাহা [illegible] ঐ সকল পদবী আমাকে উত্তরোত্তর [illegible] করিবার অধিকার প্রদান করিত। কিন্তু আমি [illegible] বৈষ্ণবগণের এ কৃপাকে—ঐ বৈকুণ্ঠ-পদবীকে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠারূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—[illegible] বৈকুণ্ঠ-সেবকাভিমান, যাহা হইতে সার্ব্বভৌমপদ ব্রহ্মপদ বা অন্য কোনও পদবীও সেই প্রতিষ্ঠিত পুরুষকে বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারে না। আমি জড়প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক বলিয়া আমাকে গুরুবৈষ্ণবগণ সর্ব্বোত্তম পদবী প্রদান করিলেও আমি পূর্ব্ব-ইতিহাস ভুলিতে পারি না।

"শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং
নাশ্নাত্যুপানহম্॥"

যখন আমার জড়প্রতিষ্ঠা-পারিশ্রমিক-প্রাপ্তির প্রচ্ছন্ন প্রবল স্পৃহা কনক-কামিনী-স্পৃহা হইতে কিছু সময়ের জন্য অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে, তখন আমি প্রতিষ্ঠার জন্য খুব 'পরিশ্রমী সেবকের' অভিনয় করি, আর যখন ঐ প্রতিষ্ঠা-স্পৃহা অপেক্ষা কনক-কামিনী-স্পৃহাটা প্রবলতর হইয়া উঠে, তখন আমি মঠ হইতে পলাইয়া যাই।

আমি খুব কাজ করি, সেবা করি, ইহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য অনেক সময়েই আমার প্রাণ আইঢাই করিতে থাকে। অনেক সময় গুরুবৈষ্ণবগণকে প্রকারে-প্রকারে জানাই, আমি এত সেবা করি যে, সেবা হইতে পৃথক্ কিছুতেই আমাকে [illegible] পাই না, শরীরের প্রতি উদাসীন হইয়া সেবা করিতে করিতে আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল, ইত্যাদি। এ সকল কথা কোন প্রকারে মঠকর্তৃপক্ষের [illegible] আসুক, ইহা আমার আন্তরিক [illegible] থাকিলেও 'আমি ঐ সকল কথা [illegible] গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট লুকাইতে চাই' এরূপ একটা 'লোক-দেখান লুকাইবার-চেষ্টা' [illegible] করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকি। অনেক সময় কপটতা করিয়া ছিন্ন কাপড় পরিধানপূর্ব্বক আমার বৈরাগ্য, অঙ্গে উদাসীনতা ও অনাসক্তির বিজ্ঞাপন প্রচার করি। আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি, আমার উপর এত হরিসেবার কার্য্যের ভার যে, আমি মোটেই গ্রন্থপাঠ বা হরিনামাদি করিবার সময় পাই না। হরিসেবায় কর্ম্মবুদ্ধি, হরিসেবা বা হরিনামে প্রাকৃত বুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি-নিবন্ধনই যে আমার ঐ দুর্ব্বুদ্ধি উদয়ের নিমিত্ত হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি গুরুদেবের [illegible] কৃপা গ্রহণ করি না। আমাকে সেবাকার্য্য হইতে একটুকু অবসর দিলেই যে আমার ঘাড়ে শয়তান চাপিবে, আমাকে হরিনামের বাহ্য আবৃত্তি দেখাইয়া অপরাধ করাইতে করাইতে ভক্তিগ্রন্থের পঠন-পাঠন বিষয় আবৃত্ত করিয়া [illegible] নামে ইন্দ্রিয়তর্পণকর নাটক নভেল পড়াইতে পড়াইতে আমাকে নরকে লইয়া যাইবে, তাহা অপারদর্শী অদূরদর্শী ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি বুঝিয়াও বুঝি না। আমি চোখ থাকিতে দেখি না যে, প্রভুপাদ যাঁহাদিগকে সকলাপেক্ষা অধিকতম স্নেহ করেন, তাঁহাদেরই উপর সেবা কার্য্যভার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম, তাঁহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার পর্য্যন্ত সময় নাই। আমি সকল দুর্ব্বুদ্ধি সম্পন্ন, তাহাতে আমার স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে [illegible] পড়িবার অবকাশ পাইলেই আমি কাটী পলাইব। অদূরদর্শী পরচ্ছিদ্রান্বেষী, [illegible] অন্তর্যামী জীবের [illegible] অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী প্রভুপাদ অন্তর্দর্শি হওয়ায় আমার দুর্ব্বুদ্ধির কথা জানেন বলিয়াই হরিসেবা হইতে পৃথক্ভাবে [illegible] করিয়া কোন প্রকার 'বক্তা বা নিপুণতা' সংগ্রহ করাইবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার শ্রৌত উপদেশ—'[illegible] ন [illegible]' 'স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ।' কারণ হরিসেবা হইতে পৃথক্ হইয়া নূতন করিয়া কিছু শিক্ষা বা সংগ্রহ করিতে করিতে যদি আমার ঘাড়ে দুর্ব্বুদ্ধি চাপিয়া বসে, 'লাঠি কাটিয়া বনের বাঘ মারিব' বিবেচনা বৃক্ষ হইতে লাঠি কাটিতে কাটিতে যদি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'রূপ অন্যাভিলাষ আমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে, তবে যে আমার মৃত্যু অনিবার্য। তাই অভিজ্ঞ গুরুদেব আমাকে বলেন, 'তুমি যেখানে আছ, যেরূপ অবস্থায় আছ, তোমার মৃত্যু পর্য্যন্ত হরিভজন ব্যতীত আর কিছু তোমাকে করিতে দিব না।' গুরুদেবের এত বড় কৃপা গ্রহণ না করিয়া আমি স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে গেলেই তাহে [illegible] হইয়া পড়ি।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অনেক সময় মনে করি, গুরুবৈষ্ণবগণ বুঝি আমাকে বিশ্বাস করেন না, সন্দেহের চক্ষে দেখেন। গুরুবৈষ্ণবগণের একান্ত বিশ্রম্ভ-ভাজন হইতে না পারা যে আমারই দোষ, তাহা কিন্তু আমি একবারও বিচার করি না। পর-অন্যদোষই আমার নিজ দোষ আমার চক্ষে পড়ে না, মৎসর বুদ্ধিতে অদোষদর্শী গুরুবৈষ্ণবগণের দোষ আছে কল্পনা করি! **অন্যাভিলাষীই—গুরুবৈষ্ণবগণের অবিশ্বস্ত, আর কৃষ্ণসেবৈকাভিলাষীই পরম বিশ্বস্ত।** আমার যতটা অন্যাভিলাষ থাকিবে, আমি ততটা কৃপালুগবর গুরুদেবের নিকট অবিশ্বস্ত থাকিব, আর আমার যতটা কৃষ্ণসেবাভিলাষের নিষ্কপটতা প্রকাশিত হইবে, আমি শ্রীগুরুদেবের ততটা বিশ্রম্ভভাজন হইব। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা-বিগ্রহের—মূল আশ্রয়-বিগ্রহের পক্ষপাতী। সেই সেবা-বিগ্রহের নিষ্কপট অনুগমন যাহার যতটা অধিক, তিনি গুরুদেবের ততটা বিশ্রম্ভভাজন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবাভিলাষী, তিনিই গুরুদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত, যাহাকে তিনি ঘরের সকল কথা বলেন, তাঁহাকে তিনি সিন্দুকের গুপ্ত চাবিটী দেন, তাঁহার উপর সমগ্র গৌড়ীয়গণের ভার সমর্পণ করেন। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ইহা বিচার না করিয়া অদোষদর্শী-গুরুবৈষ্ণবগণের পক্ষপাতিত্ব ও দুর্ব্বুদ্ধিদোষদুষ্ট-নিজের দোষরাশির বিচার করিয়া গুরুবৈষ্ণবচরণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপরাধ করিতে করিতে আমি জড়রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ি।

হাতের জল শুদ্ধি

(পণ্ডিত শ্রীবসন্তকুমার সরকার, কটক)

অনেকের ধারণা দীক্ষাদি গ্রহণ না করিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। তজ্জন্য একটু জ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষাদি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যতার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই কানে একটা ফুঁ অর্থাৎ মন্ত্র লইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে যে আমার সর্ব্ব-অনর্থ দূর হইয়া, কেবলমাত্র হাতের জল শুদ্ধ কেন, সর্ব্ববিষয়ে শুদ্ধতা-প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ সেবা পাইতে পারি, সে-বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নাই। সে জ্ঞানাভাবে আমার দীক্ষা লওয়া অভিনয়টী একটা সামাজিক বা নৈতিক আচার-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হইবেই বা না কেন, আমি যাহাকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি যে গুরুব্রুব, গুরু নহেন। তিনি যে আমারই মত একটা বদ্ধজীব। আমাকে সেবা দিতে অক্ষম হইয়া ভোগ্য নিয়াছেন। তিনি তাঁহার ব্যবসাদারীটা বজায় রাখিবার জন্য বলিয়া থাকেন, "গুরুটুকু কিছু নয় বাবা, শিষ্য যদি ভাল হয়, তা'হলে মানুষ ত' দূরের কথা, গাছ, পাথর আশ্রয় করিয়াও হরিভজন করিতে পারে, তবে একটা প্রথা চলিয়া আসিতেছে, সেইজন্য একটা গুরু করা। একলব্যের উপাখ্যান শুনাইয়া বলেন, এই দেখ একলব্য গুরু না পাইয়া গুরুর মাটীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাই বলি বাবা, শ্রীগুরু-চরণে ভক্তি থাকিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়; সদ্গুরু, সদ্গুরু করিয়া ছুটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার কোন দরকার নাই। আজকাল কতকগুলি লোক হইয়াছেন তাঁহারা কেবল জাতি-গোস্বামিগণের অন্ন মারিবার জন্য ঐ একটা ধুয়া ধরিয়াছেন।" কথাটা আমারও বড় মন্দ লাগিল না, কারণ আমি শুনিয়াছি ও বড় বড় ইংরাজি বহিতে পড়িয়াছি, আত্ম-নির্ভরতা (*self-reliance*) জীবনে উন্নতির একমাত্র উপায় সুতরাং গুরুবাক্যে আমার মনোবাক্যের সমর্থন পাইয়া, আমি ঠিক নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম এবং আমার আত্মনির্ভরতায় নিঃসন্দিহান হইয়া দীক্ষার পূর্ব্বেও যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি-তর্পণে ব্যস্ত থাকিতাম, পরেও তাহাই থাকিতে লাগিলাম ও সকাল-সন্ধ্যায় মন্ত্রোচ্চারণের অভিনয় করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান্ আর যান কোথা।

হায় আমার দুর্দ্দৈব, একথা যদি আমার মনে একবারও উদয় হইত যে, "গুরু ও শিষ্য এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি? দীক্ষা কাহাকে বলে? যদি গাছ, পাথর ভজিয়া বা আমার চেষ্টা দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়, তা'হলে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা কেন শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে?"—তা'হলে আমি বুঝিতে পারিতাম, একলব্য যাহা লাভ করিয়াছিলেন, উহা প্রাকৃত বস্তু। আর আমি যাহার অনুসন্ধানে বাহির হইয়া গুরু করিয়াছি, তাহা অপ্রাকৃত বস্তু। একটি আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানাধীন, আর একটি আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত।

যা'হোক "গতস্য শোচনা নাস্তি"—এই স্মার-বাক্য অবলম্বন করিয়া একবার কি আমি নিজ মঙ্গল-প্রার্থী হইয়া সদ্গুরু (এস্থলে যে কেবল জাতি-গোস্বামীদিগের কথা বলা হইতেছে, তাহা নহে, কারণ দেখা যাইতেছে, অনেকে কুলগুরু ত্যাগ করিয়া বুজরুকের বুজরুকীতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন) অনুসন্ধান করিব না? যদি করি, তা'হলে দেখিতে পাইব, শাস্ত্র কাহাকে সদ্গুরু বলিতেছেন। যথা—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি "শব্দ-ব্রহ্মে" অর্থাৎ শ্রুতি-শাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, "পরব্রহ্মে" নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ-অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোন ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনি সদ্গুরু।

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদঃ।
সর্ব্ব-সংশয়-সংচ্ছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ॥

অপার-কৃপাময় সুসংপূর্ণ অর্থাৎ যিনি স্ব স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যাঁহার কোন অভাব নাই, সর্ব্বগুণ-বিশিষ্ট সর্ব্ব-জীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্ব-প্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং শিষ্যের সর্ব্ব-সংশয় ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত হরি-সেবানিষ্ঠ পুরুষই "গুরু" বলিয়া কথিত হন।

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টী বেগ যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই ষড়বেগজয়ী গোস্বামী।

তাই বলিতে সহৃদয় পাঠকগণ, যদি কেহ আপনারা এ অধমের ন্যায় হাতের জল শুদ্ধ করার দলে থাকেন বা বুজরুকের পাল্লায় পড়িয়া থাকেন তা' হইলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া অচিরাৎ কুগুরু-ত্যাগ করিয়া সদ্গুরুর-চরণ-আশ্রয় করুন। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন,

লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ।
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। আবার বলিতেছেন :—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

এই নৃদেহটি সকল ফলের মূল, অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্লভ। ইহাই পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণ-কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

আশা পথে

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

আশা—শিশু-বৃদ্ধ, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ—সকলেই যাহার যাহা প্রয়োজন বোধ করি, সেমন বহু বহু আশা হৃদয় মধ্যে অঙ্কিত রাখিয়া পরিভ্রমণশীল। এই আশাই আমাদিগকে অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কেহই আশাহীন হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারি না। আশার বন্ধন শিথিল হইয়া নৈরাশ্যের ছায়া-পথে ধাবিত হইলে আমরা ক্লিষ্ট হই। এই আশাই আমাদিগকে নিয়মিত করিতেছে। আশার পরিমাণ নাই, নির্দ্দিষ্ট উপকরণ নাই, আশার পরিপূর্ত্তি নাই। আমরণ আশা-পথে বরাবর গতিশীল থাকিলেও এ'পথের শেষ সীমায় কেহ পৌছিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। জগতে এমন কোন বস্তু বা বিষয় নাই, যদ্দ্বারা আশা দেবীর সম্যক পূজা-বিধান হইতে পারে

আশা দ্বিবিধা। আমাদের বিষয়-ভোগাশা আর দিব্যসূরিগণের সদ্য বিষয়-ভোগা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাভিলাষ। যদিও উভয়ই আশা নামে কথিত হয়, তথাপি আকাশ জমিন তফাৎ। প্রথমোক্ত আশা-পথে গমনশীলের শেষ পরিণতি নরক দর্শন ও দুঃখ ভোগ; দ্বিতীয়োক্ত আশা পথের পথিকের নিত্য সেবানন্দ-সুখ লাভ হইয়া থাকে

অবাস্তব লাভাকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত জনমণ্ডলী-দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া, বাস্তব আশা-লব্ধ নিত্যানন্দ প্রাপ্তির কোন অনুসন্ধান রাখি না। সেই জন্য মরীচিকা ভ্রমোৎপাদন করিয়া অবাস্তব পথে আশা-পাশে কেবল আবদ্ধ হইতেছি। কারণ জগতে যতগুলি আশার বস্তু আমরা লক্ষ্য করি, সকলই জলবিম্বের ন্যায় অথবা মৃগতৃষ্ণিকার ছলনা মাত্র।

ছলনাময়ী আশাতে ধরিবার কোন বাস্তব বস্তু নাই বলিয়া কেবল দুঃখই পাই, আশা আর মিটে না। লৌকিক আশা-পথে আশা বাড়ে বটে, কিন্তু প্রাপ্য কিছু নাই তাই দুঃখ পাই, আর পারমার্থিক আশা-পথে অগ্রসর হওয়ার প্রারম্ভেই অপ্রাপ্য বাস্তব বস্তু লাভে আশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও ক্রমে পরমানন্দ লাভ করিয়া অবাস্তব আশা-তরুর অস্থির অশান্তিময় ছায়া হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-পদ-কমলের কোটী-চন্দ্র-সুশীতল ছায়া লাভ করি।

তাই, আমি যে দুরাশায় বদ্ধ হইয়া—

"গুরুমুখপদ্ম-বাক্য হৃদে করি মত্ত শক্য
আর না করিহ মনে আশা
শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা"॥
(প্রেঃ ভঃ চঃ)

—এহেন মহাবাক্য লঙ্ঘনে ব্রতী রহিয়াছি, সেই দুরাশা-রাক্ষসীর মুণ্ডচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত মহাজন গাহিয়াছেন—

"ওরে মন বাড়িবার আশা কেন কর।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শান্ত হও মোর বাক্য ধর॥
আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা তাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।
বাড়ে যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে
এক রাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কাল চাও,
সর্ব্ব রাজ্য কর যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি চাবে ব্রহ্মার প্রভাব॥
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া চাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হবে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্ম-সাম্য অতঃপর,
আশা করে শঙ্করানুগত॥
অতএব আশাপাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ
হৃদয় হইতে রাখ দূরে
অকিঞ্চন ভাবলয়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে
বাস কর সদা শান্তিপুরে"॥

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কিরূপে হইল?

'কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং
বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং
মদাত্মকঃ
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে ইত্যাদি
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং
পতয়স্তথা॥
এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে
মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়ো-
ঽপরে॥" (ভাঃ ১১।১৪।৩-৭)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদ-সংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপ-নিষ্ঠ বিশুদ্ধ ভক্তিরূপ বৈধ ধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদ-সংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয় কালে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায়, সৃষ্টি সময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ—সকলেই সেই বেদ সংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতিসকল সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণোদ্ভূত পৃথক পৃথক প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক পৃথক অর্থ-দ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে হে উদ্ধব! যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-ক্রমে সেই বেদ-সংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অর্থব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধমত স্বীকার করেন। অপর সকলে মত-ভেদ-ক্রমে পাষণ্ড মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

যে সকল লোক "পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ" ইত্যাদি বাক্য-ক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদুক্ত পাষণ্ডমত প্রচারক। এই পাষণ্ডমতই অধর্ম্ম নামে কথিত। আম্নায়-বাক্য স্বীকার না করাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পাষণ্ডতা। এই পাষণ্ডতাই অধর্ম্মের জনক।

যেখানে যত অধিক আম্নায়-বাক্য-অনাদর, সেখানে পাষণ্ডমত [illegible] প্রচলিত থাকায়, ধর্ম্মহীনাবস্থায় বৈরাচারে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব।

কে তুমি?

(শ্রীযুক্তা মলিনাবালা দাসী কর্ত্তৃক)

জননী জঠর হতে জনমি' জগতে
ফুটেছিনু যবে সেই কাতর রোদন।
কে তুমি আমার প্রভু করুণা আধার
ঘুচাইতে মাতৃ হৃদি স্নেহ-নিকেতন॥
জীবন-মধ্যাহ্নে পাপ প্রলোভন যত,
প্রজ্জ্বলিত বহ্নি-সম হৃদয়-কন্দরে।
বিবেকের মাঝে প্রভু বিরাজিত তুমি
অন্তর্যামী, লক্ষ্যালক্ষ্যে মানব-অন্তরে॥
সায়াহ্ন গগন যবে আঁধারে আবরি'
চারিপাশে ভাসে শুধু একা পারাবার
আকুল পরাণে জীব কাতর নয়নে
তব পানে চায়, মনে আশার সঞ্চার॥
ব্যাধির বন্ধন-ক্লিষ্ট অন্তিম শয়নে
মুমূর্ষুর আহ্বানে কাতর কামনা!
দূর দূরান্তর হতে এস ছুটে তুমি
শান্তিময় প্রেমময় জীবের সান্ত্বনা॥
অনন্ত বিক্ষেপময় বাসনার স্রোতে
নিরাশা নৈবেদ্য যবে চরণে তোমার।
অমূল্য রতন কত তুলি নিজ হাতে
রত্নাকর তুমি ভক্তে দাও উপহার॥
গহন বেদান্ত বনে ভ্রান্ত পান্থ যবে
হয়ে দিশাহারা ত্যজি বাদ অভিমান।
সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'র চরণে তোমার
নিত্য-দাস্যে তব পায় স্বরূপ-সন্ধান
অজ্ঞান আঁধারে জ্ঞান প্রদীপিকা-সম
হৃদয় কানন মাঝে একটি কুসুম।
উঠে ফুটি, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি,
দিব্যালোকে আলোকিত গতি অনুপম

প্রচার প্রসঙ্গ

মেদিনীপুর

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দিগম্বর দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমদ্বাক্যস্রুত সহজ সরল এবং গম্ভীর শাস্ত্রীয় মীমাংসা শ্রবণে দর্শপ্রার্থী সজ্জনগণ বিশেষ আনন্দলাভ করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]
অধ্যাপকের
[illegible]

[illegible]নাজ, ১। এতিহ্যাসন,
[illegible], ৩। [illegible],
[illegible], ৬। [illegible],
৭। [illegible]।

[illegible], বিদ্যাসাগর,
[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

[illegible] বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের [illegible] চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ
ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৯৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের [illegible] ১২৲, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮৲।

৪০ [illegible] সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকায় [illegible] সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ [illegible] গ্রন্থ [illegible] করেন অগ্রিম ৫৲ টাকা [illegible] হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে [illegible] হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—[illegible]—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৵০
সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্য[illegible] ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	[illegible]দর্শন	৵০
৪।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৫।	[illegible] (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	[illegible], প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও [illegible]—মাত্র	
৭।	[illegible] (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	।০
১০।	[illegible]	৸০
১১।	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	[illegible]	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible] চক্রবর্তী-টীকা ও [illegible]	২৲
১৪।	[illegible]	॥০
১৫।	[illegible]	[illegible]
১৬।	[illegible]	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	
১৮।	[illegible] (পত্র সংখ্যা [illegible])	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

৲ টাকা। [illegible] পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable, in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math
1. Ultadingi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu[illegible]

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধভক্তিধর্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা আষাঢ় সোমবার—১৩৩৬

সজ্জন—মিতভুক্

অধিক বা ন্যূন এই দুই অবস্থা না হইলে তাহাকে পরিমিত বলে। যিনি অধিক বা ন্যূন ভোজন করেন, তিনি বৈষ্ণব হইতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে সজ্জনের ভোজন হয়। সজ্জন কখন অমেধ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না, মায়াবাদীর ন্যায় তিনি ফল্গু বৈরাগ্যের আবাহন করেন না। হঠযোগীর ন্যায় প্রসাদ গ্রহণে বিরত হন না। তিনি কৃষ্ণপ্রসাদের মিতভোজী।

আত্মপ্রসাদ সেবায় অমিতভোজন নাই। সূক্ষ্ম শরীর মনের দ্বারা যে ভোজন গৃহীত হয় তাহা অনিত্য। দেহের দ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়া যে ভোজনাদি হয়, তাহা গ্রহণ করা বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ। সজ্জনের নিত্য স্বভাবের মিতভোজন একটী বিশিষ্ট পরিচয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, অত্যন্ত আসক্ত, অধিক ভোজী, এবং ভোজন-বিরত বিরক্ত উভয় অবস্থাই বৈষ্ণবের আদরণীয় নহে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ। শুষ্ক বৈরাগী যাহাকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলা হয়, তাহারা মিতভোজী নহে। শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী বলেন—

'অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥'

'জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'

জিহ্বার বেগ ও উদর-বেগ প্রত্যেক সজ্জনেরই প্রশমন কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে তিনি গোস্বামী হইতে পারেন না। অত্যন্ত লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা অধিক আহার করেন অথবা প্রতিষ্ঠার তাড়নায় যিনি প্রয়োজনীয় প্রসাদ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হন, তাঁহারাও সজ্জন হইতে পারেন না। পশু ভোজনকারী, মৎস্য কুষ্মাণ্ডাদি ভোজনকারীকে মিতভোজী বলা হয় না। মাদকদ্রব্যাদি সেবীকে মিতভোজী বলা যায় না। গোস্বামিগণ আফেন ও ধূম্রপানাদি করেন না। গোদাস অসজ্জনগণের তাহাই স্বভাব।

—

দৈববাণী

(দ্বিতীয় বিদ্যুৎ)

আমি মনে করিয়াছিলাম যে, জন্ম জন্মান্তরের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিফলে যখন ভগবান্ আমাকে বহু কৃপাপরবশে সদ্গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ করাইয়া দিয়াছেন, যখন দেবের দুর্লভ সুদুর্লভ শ্রীগুরুদেবের পদতলে আসিয়াছি, তখন এবার হরিভজন করিয়া মানব-জীবন সার্থক করিব। কিন্তু হরিভজন করিতে আসিয়া হরিভজনের কণ্টকগুলির প্রতি উদাসীন থাকায় আমার আর হরিভজন হইল না। আমি হরিভজন ত্যাগ করিয়া অন্য কিছু ভজনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ধর্ম্ম-জীবনে আত্মবঞ্চনা বা বিপ্রলিপ্সা একটী ভীষণ কণ্টক। স্বভাবতঃ মনোধর্ম্মী জীবের আত্মবঞ্চিত হইবার দিকে প্রবণতা রহি। আত্মবঞ্চনা বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত চিত্তবিনোদিনী মূর্ত্তিতে জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চনাই আত্মবিনাশের মূল। আত্মবঞ্চনারূপ কুহকীর কুহকে পড়িয়া আমি অনেক সময় আত্ম-হিংসা ও পরহিংসা করিতে [illegible] হই। আত্মবঞ্চক আমি নিজের মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়া মর্কট-বেশধারীকে সাধু বলিয়া বরণ করিলাম! আর শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গ না করিয়া এবং তাঁহার পরমার্থপোষণী বাণী শ্রবণ না করিয়া নিরন্তর বঞ্চকগণের সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। তাহারা যে আমাকে হরিভজনের পথ হইতে বিচ্যুত করাইয়া অনন্ত নরকের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা আমি একবারও ভাবিয়া দেখিলাম না। আমি জড়প্রতিষ্ঠার ভিক্ষু, যখন তাহারা আমাকে একটু প্রতিষ্ঠা দেয়, তখনই আমার হৃদয় খানি আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। আমি কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক জনসমাজে ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য মাঝে মাঝে কপট দৈন্য ও আর্ত্তির ভাব দেখাইয়া শুধু প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য লোলুপ হইয়া পড়ি। মনে করি শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ আমার এই কপটতা ধরিতে পারিবেন না। তাঁহারাও আমারই ন্যায় বদ্ধজীব বা অদূরদর্শী। শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ অন্তর্যামী; কিন্তু ও বার পারিপাট্যে তাঁহাদিগকে অন্তর্যামী মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে অপরাধাক্রান্ত হইয়া তদ্রূপ বুঝিবার কল্পনার পরিচয় দিয়া থাকি মাত্র। আমার সেরূপ সন্দেহ ও কপটতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ নিত্যকালই অন্তর্যামী থাকিয়া আমার হৃদয়ের যাবতীয় অভিসন্ধি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়া আমার অন্তরের কপটতাকে সরাইয়া দিয়া আমার আত্মমঙ্গল বিধান করেন।

আমি মনে করি, সাধু অপেক্ষা আমি বড় বেশী বুদ্ধিমান, তাই তাঁর অনুগত হইয়া থাকিবার আমার আর প্রয়োজন কি? সাধুর কাছে আসিয়া আমিও যখন সাধু (?) হইয়াছি, তখন সাধুর অনুকরণে আমি প্রতিষ্ঠা (যাহা ভজনের প্রধান শত্রু) সংগ্রহের জন্য কেন না ব্যস্ত হইব? সাধুকে যখন সকলে সম্মান করেন, প্রাণ দিয়া সেবা করেন, তাঁর দিব্য অঙ্গজ্যোতি দর্শনে মুগ্ধ হন, তাঁর শ্রীমুখ-বিগলিত মধুর বাণী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করেন, তাঁহার আদেশে তোপের সম্মুখেও বুক পাতিয়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, তখন সাধুর এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য-দর্শনে আমার বিষয়াভিলাষী হৃদয়খানি হিংসায় জ্বলিতে থাকে। রাবণের চিতানল যেমন কখনও নির্ব্বাপিত হয় না, আমার হিংসানলও তেমনি প্রবলভাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। আর তাহাতে ইন্ধন যোগায় আমার দুর্দ্দমনীয় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা। যখন আমি প্রতিষ্ঠাশা-নদী-স্রোতে [illegible] কবলিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি, যখন আমি ফল্গুবৈরাগ্য, কৃত্রিম দীনতা প্রভৃতির ছদ্ম-বেশে সজ্জিত হইয়া, [illegible], যখন আমি নিজকে ভাবুক, চিন্তাশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ও মহা-[illegible] মনে করি, তখন আমার গোড়ার গলদের কথা একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমি প্রমত্ত—উন্মত্ত—ক্ষিপ্ত; কিন্তু কেন বা কাহার জন্য আমার এই প্রমত্ততা—উন্মত্ততা—ক্ষিপ্ততা, তাহা ভাবিয়া দেখিবার জন্য চেষ্টা করি না। যদি করিতাম, তবে বুঝিতাম, এটাই আমার রোগ-লক্ষণ। আমি মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া কপটতার আশ্রয়ে আজ যাঁহাকে মহাপুরুষ, মহাত্মা, পতিতপাবন প্রভু ও আত্মা-প্রদানপূর্ব্বক নিজের বৈষ্ণবতা জাহির করি, আবার কাল তাঁহাকে আমা-অপেক্ষাও পতিত সিদ্ধান্ত করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করি!!

এই মনোধর্ম্মই আমার হরিভজনের প্রধান শত্রু। এই মন আমাকে অনাদি-কাল হইতে হরিভজন হইতে বিরত রাখিয়া ত্রিতাপের দ্বারা কতই না ক্লেশ ও উদ্বেগ দিতেছে। যখন এই মনের পরামর্শ শুনিয়া আমি বৈষ্ণবের আনুগত্য-ধর্ম্ম ভুলিয়া যাই, তখন ইন্দ্রিয়তর্পণই আমার লোভনীয় হইয়া পড়ে। আমি দেহ-মনের সেবাকেই হরিসেবা বলিয়া [illegible] কৃষ্ণ-সেবায় দেহ মনের অর্পণ নাই, কেবল কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে মনে করিয়া কপট চোরের দলে লোকদেখান কার্য্যে অহৈতুকী সেবা-ধর্ম্ম হইতে বিরত হই!

কখনও আমার কপট বৈষ্ণব সাজিয়া যে যে বস্তুকে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পারে, তদ্রূপ বস্তুগুলি স্বীকারপূর্ব্বক বৈষ্ণবাভিমানের উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বৈষ্ণব বলিয়া ঘোষণা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি বৈষ্ণবতা বা আনুগত্য হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকি। কপট বৈষ্ণব সাজিয়া দীক্ষিতের অভিনয় করিয়া আমি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হই। হায়রে মন! তুমি কত ভাবেই না আমাকে বিপথগামী করিতেছ!

আমি আবার মনে করি যে, সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়াছিলাম, সব ত্যাগ করিয়া শুধু প্রতিষ্ঠাটুকুর জন্য, আর সেইটী হইলেই যদি থাকিতে হইবে, তবে নিরন্তর ভজন বা পূর্ব্বের ন্যায় গৃহস্থ জীবন যাপন কিম্বা সন্ধ্যায় যেরূপ থিয়েটারে, নভেল পড়িয়া কালাতিপাত করিতাম, ইত্যাদিরূপে জীবন যাপন করাই ভাল। মনোধর্ম্মের তাড়নায় এরূপ চিন্তা-স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে গিয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এইরূপে আমি গীতার সংসার পাতাইয়া ক্রমশঃ বান্তাশী হইয়া পড়ি। প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হইয়া অনেক সময় গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া নিজেই গুরু সাজিয়া বসিবার জন্য ব্যাকুল হই। কিন্তু যখনই আমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আসে, তখনই যে আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, প্রতিষ্ঠাশা-কুহকিনী তাহা আমাকে বুঝিতে দেয় না। কেহ যদি আমাকে তখন আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া সাবধান করিয়া দিয়া আমাকে বলিয়া দেন যে, আমার এই চেষ্টা হরিভজনের প্রধান অন্তরায়, মূঢ় আমি, কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গের দাস আমি—আমি একটু কিছু ঐরূপ না হইলে আমার চলে না, এরূপ ধারণা করিয়া আমি সেই সাধুর উপদেশ তখনই তুচ্ছ করি এবং নিজেই নিজের মঙ্গলের পথ কণ্টকময় করি।

হে পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুরগণ, কবে আমার এই মোহ দূরে যাইবে, কবে আমি সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপটে হরিভজন করিতে করিতে সর্ব্বানর্থ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমার্থ লাভ করিব এবং কবে বা সত্য সত্যই বুঝিব যে—

হরিজন-দ্বেষ প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ
কর কেন তবে তাহার গৌরব।

বৈষ্ণবের [illegible] প্রতিষ্ঠাশা আছে [illegible] বৈষ্ণব [illegible]

[illegible]

হয়। যেহেতু—

"প্রতিষ্ঠার [illegible]

[illegible]

অতএব [illegible] বৈষ্ণবের সম্বন্ধে [illegible]

[illegible]

"[illegible]

(তুমি) রঘুনাথের [illegible]"

জড়ের সেবা

আমরা [illegible] আমরা কেবল জীব, [illegible] জড়ের প্রভু বা মালিক। অনেক সময় আমাদের অভিমান [illegible]

[illegible]

[illegible] তুমি [illegible] আমাদিগের [illegible]

[illegible]

দাবী। তোমার সেবনী-সংস্কারাদি করিয়া [illegible] শিক্ষার কথা মনুষ্য হইবার [illegible] আত্ম-প্রবঞ্চনে বস্তুতঃ জীবননাশ করিবার [illegible] তোমার আছে। পরিণাম বা প্রয়োজন [illegible] না করিয়া [illegible] অবলম্বন করিবার কি তুমি আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রচার করিতে চাও? [illegible] সমস্তলোকে, এমন কি সকলের জীবন [illegible] আত্মরক্ষা করিতে [illegible] আমাদিগকে [illegible] এক প্রকার জড়াভিনিবেশে [illegible] অভি-[illegible] থাকিয়া [illegible] অপমানিত হইবে। তোমার [illegible] একান্ত [illegible] বা [illegible] বাবহারে [illegible] হইয়াছে। তুমি [illegible] করিবে। [illegible] এক প্রকার [illegible] নিবৃত্ত হইবে না? [illegible]—[illegible] তোমার [illegible] উদ্ধারার্থ [illegible] আরম্ভ কর! [illegible] তোমার মুক্ত করিবে। আর [illegible] করিও না। সুযোগ সর্বকালে আসে না। একবার অবহেলা করিলে [illegible] সুযোগ পাইবে না।

বুদ্ধিমানের [illegible] অপরে [illegible]। [illegible] কথাগুলির [illegible] বুঝিবার সময় হইবে না কি?

জড়াভিনিবেশ আসে কেন ?

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমি কয়েকদিন, কয়েকদিন কেন, [illegible] বা অলৌকিক [illegible] কেবল [illegible] আমার [illegible] দিকে আরও হইয়া পড়ি? পূর্বেই বলিয়াছি, আমার যত কিছু [illegible] আভরণ, তাহা ঐ প্রতিষ্ঠা-পারিপাট্যের জন্ম; তাই আমার হৃদয়ে পূর্ব [illegible] চাপা [illegible] আবার

জাগিয়া উঠে। যদি বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠিত হইতাম, যদি অস্থায়িভাবে স্থিত না হইয়া স্থায়িভাবভক্তিতে অবস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার ঐরূপ [illegible] চাকলা আসিত না। নানাপ্রকার [illegible] অস্থায়িভাবে আমার স্থিতি, [illegible] আমার প্রতিষ্ঠান রচনা [illegible] ঐ সকল ভূমিকা [illegible] নিকট [illegible] চাকচিক্য হারাইয়া ফেলিল, [illegible] পরিত্যাগ [illegible] ও ঘৃণার [illegible] দেখাইয়াছিলাম। [illegible] কামকামিনীর [illegible] আমার নিকট এক [illegible] উত্তরণ [illegible] ছিল। [illegible] থাকিতে পারিলাম না। [illegible] পাইল না। আমি জড়ের [illegible] হইলাম।

[illegible] কপটতা [illegible] অনেক [illegible] কিন্তু আমার [illegible] থাকুক, আর [illegible] থাকুক, [illegible] আমার [illegible]। [illegible] অবশ্য [illegible] হইয়া থাকে [illegible] অনেক সময় [illegible] আমার [illegible] কপটতা-কথা [illegible] এবং কিছুদিন কপটতাকে [illegible] হয়। [illegible] পর [illegible] আমার [illegible] সর্বনাশ করে। [illegible] প্রথমে [illegible] ক্রমে [illegible] পরিণতির [illegible] হইয়াছে। [illegible] কথা—কপটতা, কপটতা হইতে [illegible] ও অপরাধের জন্ম। সুতরাং আমি কপট নহি, অপরাধী নহি, [illegible]—[illegible] নিশ্চিন্ত থাকিলে [illegible] না, আমাকে প্রবলবেগে জড়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে।

ব্রহ্মের সর্ব্ব-রূপত্বে মায়াবাদীর আপত্তি খণ্ডন

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের ১১শ সূত্রের মায়াবাদীয় ভাষ্যে প্রতি-মীমাংসা-দর্শন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,

"দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে নাম-রূপ-বিকার-ভেদোপাধি-বিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধি বর্জ্জিতং * * * * বিদ্যা অবিদ্যা বিষয় ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি।"

অর্থাৎ—শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব উক্ত হইয়াছে, নাম রূপাদি বৈকারিক ভেদোপাধি-বিশিষ্টরূপ এবং তদ্বিপরীত সর্ব্বপ্রকার উপাধি-বর্জ্জিত রূপ * * * ইত্যাদি বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয়-ভেদে শ্রুতি সমূহ ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

মায়াবাদিগণ এই স্থানে বলিতেছেন যে, সকল শ্রুতি ব্রহ্মের দ্বিরূপতা অর্থাৎ সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উপদেশ করিয়াছেন, মায়াবাদীর এ কথা আমরাও অঙ্গীকার করি, কিন্তু তাঁহারা যে পুনরায় বলিয়াছেন যে, বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে শ্রুতিতে ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে, বিদ্বানের নিকট তিনি একান্ত নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, অজ্ঞ এবং অবিদ্বানের নিকট তিনি সগুণ সক্রিয় [illegible] এই যে সিদ্ধান্ত—ইহা তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত মনোবিকারোত্থ [illegible] কারণ কোন শ্রুতি তাঁহাদের এই মতকে-সমর্থন [illegible] অনুকূলে কোন কথাই বলেন নাই, অধিকন্তু দেখা যায় যে, [illegible] প্রজ্ঞাযেয় [illegible] ব্রহ্মের [illegible] স্বকপোলদেশের [illegible] করিতেছে।

জীবের অবিদ্যা [illegible] দূরীভূত করিতে যখন সকল শ্রুতিই অভিপ্রায়, তখন ভ্রান্ত অবিদ্যাবান লোকের জন্য এক প্রকার উপদেশ করিয়াছেন এবং বিদ্বানের জন্য অন্য প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করিবার মত শ্রুতিবাক্য বিশ্বাসবাদী [illegible] প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

অবিদ্বান ব্যক্তি এরূপ দেখে, কিন্তু তাহা সত্য নহে, ইহা শ্রুতির উপদেশের মর্ম্ম নহে পরন্তু ব্রহ্ম হইতে ইহারা স্বতন্ত্র অস্তিত্বশালী বলিয়া যে বোধ তাহাই অবিদ্যা; শ্রেতকেতুর [illegible] অবিদ্যা দূর করিবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ [illegible] যে এককত্ব থাকিতে পারে; তাহা মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদির এবং সুবর্ণ ও বলয় কুণ্ডলাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়া, এই বিচিত্ররূপা জগৎ যে একই ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত, তাহা তাঁহার পিতা উপদেশ করিতে যাইয়া ঐ সকল শ্রুতিবাক্য বলিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবিৎ হইলে যে দুষ্টও ও [illegible] জাগতিক অনন্ত পদার্থ-নিচয়কে একই ব্রহ্মের বিভিন্নরূপ বলিয়া দর্শন হয়, তাহাই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বহুস্থলে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বৃহদারণ্যকের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম * * * সর্ব্বমভবৎ * * *

স ইদং সর্ব্বং ভবতি" অর্থাৎ ব্রহ্মই এবং দৃশ্যমান সমুদয় হইয়াছিলেন, * * * * * * তিনিও এরূপ অনুভব করেন।

এরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকটে ব্রহ্মাণ্ডের এবং সমস্ত জাগতিক বস্তুনিচয়কে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বোধ হয়, শ্রুতি ইহা বহুস্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এক ব্রহ্ম [illegible] দর্শনে, অবিদ্যা, বলা যাইতে পারে না, পরন্তু উহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়।

[illegible] ব্রহ্মজ্ঞানের আছে, এবং সেই জন্য তাঁহার বলা যাইতে না

. . . .

হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বস্তুনিচয়কে যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক সত্ত্বাশালী বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলা যায়; কিন্তু ঐ সমস্ত [illegible] ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বোধ না হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা অবিদ্যা নহে, তাহার নামই ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা।

[illegible] যে অনর্থ হয়, তাহার কারণ [illegible] দুই হইবার যোগ্য না [illegible] [illegible] জগতের [illegible] এক [illegible] দর্শন [illegible] দুই হইবার [illegible] [illegible] অনন্ত রূপে দুই হইবার [illegible] আছে এবং এই নিমিত্তই তিনি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েন, অতএব জাগতিক অনন্ত রূপকে যে [illegible] দর্শন, তাহা সত্য দর্শন, ইহা অবিদ্যাদিভিন্ন দর্শন নহে; ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া যে দর্শন, তাহাই মিথ্যা।

শ্রুতি একবারে ভিন্ন দর্শনের নিষেধমুখে নিন্দা করিয়া অনন্ত রূপকে ব্রহ্মরূপে দর্শনেরই বিধি বা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। দুই বস্তুদ্বিকে একান্ত মিথ্যা বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করেন নাই, উভ সমুদয় ব্রহ্মসত্তার অন্তর্গত এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন।

দুই বস্তুকে যদি বাস্তবিক অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা হইত [illegible] বৃহদারণ্যক উপনিষদের বামদেব ঋষি ব্রহ্মকে 'বয়ং ও সূর্য্য, মনু' প্রভৃতিকে উল্লেখ করিয়া কি নিমিত্ত বলিবেন যে এবং সমস্তই ব্রহ্ম?

যদি মায়াবাদীর কল্পিত যুক্তি অনুসারে বিদ্বানেরা পক্ষে ব্রহ্মের সগুণত্ব দর্শন নাই হয়, তাহা হইলে বামদেবের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞের "এতৎ সমস্ত" দর্শন হইয়াছিল কি প্রকারে?

যে বস্তু একান্তই অনস্তিত্বশীল, তাহাকেই অস্তিত্ব যুক্ত বলিয়া বোধ এবং তৎ-সমস্তই ব্রহ্মরূপে দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞের কি প্রকারে সম্ভবে? যদি মায়াবাদীর কল্পিত [illegible] সত্য হইত, তাহা হইলে বামদেবের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞের [illegible] "[illegible]" জ্ঞান কখনই সম্ভবপর হইত না, কারণ, মায়াবাদী পূর্ব্বেই সিদ্ধান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন [illegible] [illegible] সগুণত্ব ও [illegible] দর্শন করে, অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যে—

বামদেব প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, [illegible] পৃথিবী [illegible]

[illegible] প্রভৃতি

[illegible]

[illegible] এক ও অনন্ত হইয়া, তাহাহইতে ব্রহ্ম [illegible] বামদেব "এতৎ সমস্তং [illegible]" [illegible] পারিতেন না। যে বামদেব

[illegible] প্রকৃতিক যোগের ব্রহ্মের [illegible] [illegible] অন্তর্ভুক্ত [illegible]।

অতএব ব্রহ্মের সগুণত্বের পূর্ণতা [illegible] করিয়াছেন; [illegible] উহার উভয় [illegible] ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব বর্ণনা করিয়াছেন এবং মায়াবাদী যে তাহাকে বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে [illegible] বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত যুক্তি-বিরহিত, অবৈদিক, সংকোচিত এবং সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণ হইতেছে।

আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের উপায়

[illegible] নিমিত্ত [illegible] জিজ্ঞাসা

"[illegible] আত্মাঙ্কর যেমন পুষ্পায়ে

[illegible]

সংসারেহস্মিন্ কপালোহপি [illegible]

[illegible]

(ভাঃ ১১।২।১০)

যে কহিলেন! আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত দর্শনে দর্শন [illegible], সুতরাং আমি আপনাদের নিকট নির্ভয়ে মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ সংসারে ক্ষণ কাল মাত্র সাধুসঙ্গও মানব-

গণের [illegible] প্রদ আনন্দ-নিধি-স্বরূপ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"ভগবদ্ভক্তের সহিত [illegible] জীবের [illegible] [illegible] তাঁহার সাহিত [illegible] [illegible] বিমুক্তি ও তুলনা হয় না, [illegible] তুচ্ছ রাজ্যাদির [illegible]?

"[illegible] আশীর্ব্বাদপত্রম

(ভাঃ [illegible])

"[illegible] আত্মাভিমান [illegible] দ্বিতীয় অর্থাৎ [illegible] [illegible] দেহাদি [illegible] [illegible] ভগবান হইতে [illegible] অনন্যভক্তিসহকারে ভজন [illegible]।"

"[illegible] মুক্তিকামী [illegible] ভগবদ্ভক্তি [illegible]।"

(ভাঃ [illegible])

"[illegible]

[illegible]

[illegible]

(ভাঃ [illegible])

—[illegible] পাদপদ্মে [illegible] নারায়ণ [illegible] [illegible] উপাসনা [illegible] হয় না।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীমায়াপুর-চৈতন্যমঠ

শ্রীমায়াপুর [illegible] চৈতন্যমঠের অন্তর্ভুক্ত [illegible] উহার অন্তর্ভুক্ত [illegible] বিদ্যালয়ে [illegible]

[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত ও [illegible] হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, [illegible] নিকট [illegible] [illegible] অভিভাষণ [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] দুই সপ্তাহ হইতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি [illegible] শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অধ্যাপনের [illegible] স্থাপিত হইয়াছে—বিষয়গুলি আছে [illegible]।

১। [illegible]ভাষাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। এবং [illegible]।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
অধ্যক্ষ—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় [illegible] আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ১০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম আবেদনের পক্ষে ৮্।

২০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে [illegible] সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

'পারমার্থিক'

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়	৵/
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮্
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	জৈবধর্ম	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], চক্রবর্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	
১৪।	গীতার মাধবভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌ[illegible]-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২.

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcua

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৯

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভাগীরথীর পশ্চিম পারস্থিত সহর নবদ্বীপ পূর্বকালে কুলিয়া-নাম ছিল। সম্প্রতি উহা নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত। সেখানে কয়েক বৎসর হইল পুরাতন নবদ্বীপ বাসী কল্পিত ভিটা হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনের স্থান এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মায়াপুরের ভেকধারী নবদ্বীপের নষ্টোদ্ধার-সীমায়, কাঁচা গিয়া এই বালুচর-স্থিত প্রাচীন কুলিয়ার ভূমি হইতে তাহার মাপকাঠি লইয়া থাকে।

যাহা হউক বর্তমান সহর নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গন নামে পরিচিত স্থানটিতে কলিকাতার বেলেঘাটা-নিবাসী পরলোকগত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় এ স্থানটীর উদ্ভাবন করেন। ঐ স্থানে নানা প্রকার দ্রষ্টব্য থাকায় সেখানে সেটা প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তথা বাসীত অন্য যে সকল ভদ্রলোক তাঁহাদিগের নিকট যাইতেন, তাঁহাদিগের প্রতি সেটের কাহার কিছু আলোচনা হইত না। সেখানে সম্প্রতি একটি সভা হইয়াছে, তাহাতে বেশধারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত অনেকগুলি ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন।

সহর নবদ্বীপ শ্রীবাস-অঙ্গনের নাট মন্দিরে একটি দুষ্টা সভা হইয়াছিল গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ২৬শে মে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়। সভায় সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র গোস্বামীর পুত্র শ্রীযুক্ত চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, কুমারটুলির হরিনারায়ণ বাবুর আত্মীয় জনৈক নাথ উপাধিধারীর 'সাধনা' নাম্নী একখানা সাময়িক পত্রে লিখিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা। তাহাতে নাকি নাথ মহাশয় ১৩৩৩ সালের পৌষমাসে বৈষ্ণবনিন্দা করিয়া ফেলিয়াছেন।

নাথ মহাশয় কি লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের পড়িবার সুযোগ হয় নাই। তবে সাধনা বলিয়া যে কাগজটীতে শ্রীমায়াপুরের বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছিল, তজ্জন্য উক্ত সম্পাদক ৪র্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে যেরূপ ভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের অনুকম্পায় অব্যাহতি লাভ করেন, তাহা বোধ হয় পাঠকগণ অবগত আছেন। নাথ মহাশয়ের সেবনীয় পত্রিকা ও অপবিত্রা দুই প্রকার একাধারে স্থান পায়। তাঁহার দুই হস্ত—এক হস্ত বৈষ্ণবের গলায়, অপর হস্ত বৈষ্ণবের পায়।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, রামানন্দপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্র পাইয়া নাথ মহাশয়ের যে সাত্ত্বিক বিকার দেখা গিয়াছিল, তাহা শুদ্ধ সেবক-মণ্ডলীর বোধোদয় করিবার জন্য, কিন্তু তিনি নাথ ঐ তুলি দলের চাকরে পাইয়া শ্রীমায়াপুর-দর্শনের অনেক কুলোক বৈষ্ণবদ্বেষ পাইয়া দিয়া ফেলেন। নাথ উদ্ভাব আত্মকর্ণিক উপাধি দেখিয়া নাথমাত্রী তাঁহাকে কুলোপাচারে নিযুক্ত করিয়াছিল।

তাঁহার অপকার্যের জন্য তিনি তাঁহার আর একটী কাগজে যাহার পোষ-পুত্রকা কিছুদিন হইল লক্ষ্য করিয়া সাধনার জন্য হইয়াছে, সেই কাগজের কথাও পাঠকের অবিদিত নাই। শ্রীগৌড়ের আধবাসী একজন সাধক উক্ত মহাশয় তাঁহার সহিত একমত না হওয়ায় যোগিগণের আরাধ্য শ্রেষ্ঠ মন্ত্রদেবের সেবায় শঙ্কর-প্রেমের অবলম্বন করেন। কিন্তু সেখানে 'সোনার গৌরাঙ্গের' আনুকরণিক কেমিক্যাল গৌরাঙ্গমত প্রচারিত হইবার সুযোগ না থাকায় ঐ কাগজ উঠিয়া যায়।

যোগি-সম্প্রদায়ের সাধনা কাগজ শঙ্কর উপাসনার পরিবর্তে সংযোগিগণের বিষ্ণু উপাসনা আদর লাভ করিবে জানিয়া যোগিগণের আরাধ্য শঙ্কর প্রেমের সেবায় নিয়োগকামনে যিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সংযোগ-ঘটিত আলোচনায় যে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হইয়াছিল, তাহার প্রতিকূলে সহর নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে সভার প্রবৃত্তি।

কুলিয়ায় শ্রীবাস-অঙ্গনের সভায় শ্রীযুক্ত আনন্দ কিশোর দাস বলেন—সাধনার নিয়ামক মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবনের গোপীনাথ বাগে সম্প্রতি পরিদর্শনকালে দলিলে পিতার নামের শেষে দেবশর্মা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে দেবশর্মার পুত্র কি প্রকারে গোস্বামী হন জানিতে চাওয়ায় শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণ উক্ত নিয়ামক মহাশয়কে বর্জন করেন এবং তাদৃশ বর্জন-ব্যাপারে যেকাল পর্যন্ত না উক্ত নিয়ামক মহাশয় পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিবেন, তত দিন প্রশ্নের জবাব না পাওয়া-কালপর্যন্ত সমাজে বর্জিত থাকিবেন।

ঐ প্রশ্ন-পঞ্চকের মধ্যে শঙ্কর-প্রেমের যোগি-সম্প্রদায়ের নিয়ামক মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশজাত অথবা কিনা প্রশ্ন আছে। গোস্বামীর পুত্র গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করেন, এরূপ জাতিগোস্বামি সমাজে তিনি গোস্বামী কিনা সেই বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর পিতা গোস্বামী নহেন এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীর পুত্রের কথা শুনা যায় না। শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীর মধ্যে কেহ পিতা গোস্বামী শব্দবাচ্য নহেন, কিন্তু আচার্য-বংশ যাঁহারা গুরুর কার্য করেন, তাঁহারা জাতিগোস্বামি-সম্প্রদায়ের গোস্বামী।

যাঁহারা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের ধারণা এই যে, আচার্য-বংশোদ্ভূত না হইলে আচার্যের কার্য করিতে পারেন। যাঁহারা স্বয়ং গোস্বামী, তাহারা আচার্য বংশের গোস্বামী না হইলে তাঁহাদিগকে জাতিগোস্বামি বলিয়া স্বীকৃত করা হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী গোস্বামী শব্দ। কিছুদিন পরে সাম্প্রদায়িক নাম কিন্তু সমাজের দ্বারা জাতান্তরিত হইয়াছে, সুতরাং নিয়ামক মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দ-বংশের কোন দাবায় গোস্বামী হেতু। লাভ করিয়াছেন, ইহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। যেহেতু জাতিগোস্বামীদের মধ্যে বংশমর্যাদা নামক স্মার্ত বিধান প্রবল।

পঞ্চ প্রশ্নকারিগণের মধ্যে জাতিগোস্বামিদের বিচার প্রবল থাকায় এরূপ প্রশ্ন তাঁহাদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক স্বাভাবিক। আচার্য-সম্প্রদায় ও লৌকিক-বিচার-জন্য গুরু গোস্বামীর কার্য শিষ্য-পরম্পরাক্রমে করিতে সমর্থ, এই কথা প্রাকৃত বিচারের অসাম্প্রদায়িক অবৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে। অনুকরণে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে পরিচিত অশিক্ষিতগণ গৃহস্থ জাতি-গোস্বামি-বিচার গ্রহণ করিয়া অবৈধ স্মার্তমত পরিপোষণ করেন। পারমার্থিক চতুঃ-সম্প্রদায়স্থিত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এরূপ স্মার্ত-পদ্ধতির সম্পূর্ণভাবে আদর করিতে অসমর্থ, আম্নায়-পারম্পর্য লৌকিকপদ্ধতিতে কেবল আবদ্ধ, চতুঃ সম্প্রদায়ের কোন বৈষ্ণবই তাহা স্বীকার করেন না।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের যোগিকুল শৌক্র-পদ্ধতির বিচার বহুমানন করায় বৈষ্ণব-বিচার বর্জিত হইয়া গেল, সংযোগী এবং জাতিগোস্বামি সমাজে প্রায় শৌক্র-পদ্ধতি প্রচার করিতেছেন। জাতি বৈষ্ণবকুলের বিচার অন্য প্রকার। তাঁহারা বলেন, বৈষ্ণব জাতিগণের উপাধি গোস্বামী, উহা পারমার্থিক পরিচয় মাত্র। বংশগত পরিচয়ে তাহাকে পরিণত করিলে অবৈষ্ণব দোষ হয় এবং ঐ বৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধ জাতি গোস্বামীকে বাধ্য করে।

যোগি-সম্প্রদায় সংযোগিসম্প্রদায় এই উভয় সম্প্রদায়ের আচার্যের কার্য জাতি-গোস্বামি সম্প্রদায় করিয়া থাকেন, তজ্জন্য স্মার্ত সমাজ তাহাদিগকে সামাজিক পুরস্কারের পরিবর্তে তিরস্কারই করিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহস্থ জাতি-গোস্বামি-সমাজ সাধারণ অবৈধ বর্ণাশ্রমের অধীন হওয়ায় সংকোচপালনা, গোত্রনাম বিশ্বাসে শ্রাদ্ধাদি এবং গৃহব্রত বিচারে পরমার্থের আলোচনা করিতে গিয়া ভক্তির পথে কণ্টক আরোপ করিয়াছেন।

অশিক্ষিত যোগিসমাজ গৃহব্রত স্মৃতির বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধনা পত্রিকাকে শঙ্করমতাবলম্বী যোগিগণের পত্রিকা না জানিয়া সংযোগিগণের আচার্যের নিয়ামক-সূত্রে উহাকে ভক্তি-পত্রিকা মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের এখন চটক ভাঙ্গিয়াছে। জাতি বৈষ্ণবকুলের মহিমা যোগিসম্প্রদায়, সংযোগি-সম্প্রদায় ও জাতি-গোস্বামিসম্প্রদায় বুঝিতে না পারিয়া শৌক্রাচার যেরূপ জনসমাজে উৎপাদন করিয়াছেন, তাহাতে পারমার্থিক সমাজ সেরূপ বিচার গ্রহণ করিতে বিমুখ আছেন।

গৃহি গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের কুলপতি পরলোকগত ডাঃ প্রিয়নাথ নন্দী যে প্রেত-শ্রাদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার জনক পরলোকগত গিরিশচন্দ্র নন্দী কি পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এখনও এ দেশে সমাগত হয় নাই। এই গৃহিগৌরাঙ্গ-সমাজের কুলপতি গিরিশ নন্দী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশ নন্দী তত্ত্বজ্ঞান গুরু-কুলের বিচারে পালন করিয়াছে।

সাধনা-পত্রিকার অভীষ্ট যোগসাধনায় গৃহিগৌরাঙ্গ-সমাজ…র অনুমোদন সকলের বাসনা। ক্রোধোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, তিনি বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক বারুই কুলের সন্তান পরিত্যাগে অবস্থিত হওয়া গৃহিগৌরাঙ্গকুলপতির গদী লাভ

করেন। অবশ্য সেই দলের অন্যতম মালিক হাইকোর্টের উকীল গোবর্দ্ধন মল্লিক ঐরূপ বাবাঠাকুর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন বলিয়া আমরা জানি। তিনি গুরুগৌরাঙ্গবাদ স্বীকার করেন না।

বাবাঠাকুরের সন্তানটী কালনানিবাসী গাঙ্গটিয়ার লেখনার [illegible] মহাশয়ের নিকটে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সাধনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ মহাশয় যখন আশ্রিত হইয়াছিলেন, সেইকালে তিনি [illegible] সিদ্ধ-মহাত্মার মাহাত্ম্যার্থে দ্বারে দ্বারে অনেকের গৃহে গুরুগৌরাঙ্গ-মতের এবং কাঁকুড়ার মেয়েদের দুধ বহন করিয়াছিলেন।

সেবাদাসীর ধূপ বহন বৌদ্ধ-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গৌড়ীয়মঠগুলি [illegible] বহুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের অনুমোদন বিবেচনা না করিয়া বাবাঠাকুরের পুত্র স্মৃতি ক্রমে সিদ্ধ মহাত্মার ঝোলা বহন করেন। সেই ঝুলিতে যোষিৎ সঙ্গিসঙ্গীর কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া গুরুবাউল সম্প্রদায়ের মত প্রচারকল্পে কাঁকুড়ার মেয়েদের সভার যে সকল অবিচার ও অত্যাচারের অবতারণা করেন, তাহাও পাঠকের অবিদিত নাই।

সাধনা-পত্রিকার সম্পাদক পাড়পুর্ণার দিগ্‌দর্শনী লেখকের অতীব উদ্বেগজনক বাক্যে দুষ্ট হইয়া একদিন তাঁহাদের কাগজে প্রচুর পরিমাণে শুদ্ধভক্তের নিন্দা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কুরুচির পরিচয় প্রভাবে কুমিল্লা হইতে প্রেরিত কাগজগুলির মধ্যে নগণ্যক স্থায় বিচার স্থান পাইয়াছিল। কালনার গোপচক্র ও পাঠশুদ্ধা শৌক্র-বংশধারা প্রচারকারীর অনুগত যে সকল নর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার হস্তাক্ষর শিলা-লিপির দ্বারা জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীস্নানযাত্রা পূর্ণ হইয়াছে। উৎকলদেশে শ্রীভগবানের শ্রীচন্দনযাত্রা উৎসবের প্রচলন সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা প্রদেশে তীর্থাদিকা এবং মদনমোহনের সম্মান-হেতু শ্রীভগবানকে শ্রীমন্দিরে মলয়-চন্দন চর্চ্চিত করিয়া সরোবরে নৌকা ভ্রমণের সেবা করা হয়। শ্রীপুরুষোত্তমে, ভুবনেশ্বরে, শ্রীআলালনাথে সর্ব্বত্রই এক একটি চন্দন-সরোবর ও চন্দন-মণ্ডপ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সর্ব্বত্রই অক্ষয় তৃতীয়া দিবস হইতে শ্রীমদনমোহনদেবের শ্রীচন্দন যাত্রা মহোৎসব আরম্ভ হয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ শ্রীরামানন্দ-সংবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্থানীয় ও তীর্থযাত্রী বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন ও পণ্ডিত শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-বিগলিত অমৃত বাণামৃত শ্রবণপুটে পান করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ অহর্নিশ হরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা অনুসরণ করিয়া বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-ক্ষেত্র সম্ভোগপরাগ-লীলার উত্তরাক্ষেত্র মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির একান্ত উদ্যোগী কর্ম্মী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফলে শ্রীরামকেলি তীর্থ সংস্কার প্রতি বৎসরই বিশেষ সফলতা লাভ করিতেছে। শ্রীরামকেলির বার্ষিক উৎসব গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক মহাশয় ইংরাজী ২২শে মে তারিখে তাঁহার ৫২২২নং পত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিতকুলগৌরব, বৈষ্ণবগণের বান্ধব মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে শ্রীরামকেলির সংস্কার সমিতির বর্ত্তমান বর্ষের অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য যে অনুরোধ-পত্র প্রদানার্থ লিখিয়াছিলেন, তদনুসারে শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করিলে বৈষ্ণবগণের বন্ধু তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির পদ সাদরে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। সুতরাং আশা করা যায়, এবৎসর রামকেলির উৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী বাবুর ২৬।৫।২৯ তারিখের ৫২২৯০নং পত্রে আরও প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং নানাস্থান হইতে বহু সুধী সজ্জন ব্যক্তি রামকেলি-সংস্কার-সমিতির বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবেন। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে স্থানীয় বিদ্বজ্জন ও পূর্ণিমা-সম্মিলনী হইতে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইবে। মালদহের সদর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিষ্টার এন, ও, কাটার শ্রীসনাতনের পশ্চিমঘাটের পুনঃ সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করিবেন এবং মালদহের সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনা-অভিভাষণ পাঠ করিবেন।

শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির অক্লান্ত কর্ম্মী সম্পাদক মহাশয়ের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টায় শ্রীরামকেলির উন্নতি হইলে সকলেরই আনন্দের বিষয় হয় সন্দেহ নাই। আমরা সম্পাদক মহাশয়ের পত্রে আরও জানিলাম যে, এবার সরকার বাহাদুর সংস্কার-সমিতির নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য তিন হাজার টাকা ও জিলাবোর্ড এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। পূর্ণ উদ্যমে সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী বাবু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় ব্যস্ত থাকায় এই সময় শ্রীল প্রভুপাদের গমন সম্ভব হইবে না। সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রতিনিধি বক্তার জন্য আহ্বান-পত্র দিয়াছেন। শ্রীল রূপসনাতন প্রভুর লীলাভূমি, শ্রীমহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থের রেণু মস্তকের ভূষণ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা আশা করি, শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধমত শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক [illegible] আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের [illegible] মূল পুরুষ শ্রীরূপসনাতনের স্থানে তাঁহাদের মনোভীষ্টের কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীরূপসনাতনের দাসগণের পদাঙ্কানুসরণকারী ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ অথবা সুপ্রসিদ্ধ বক্তা আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়কে প্রেরণ করিবেন। শ্রীচৈতন্যপাদ-পদ্মরাগরঞ্জিত পরমরম্য মহাতীর্থ শ্রীরামকেলিতে যে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন সংস্থাপনের সঙ্কল্প হইয়াছে, তাহাও এক সময়ে হইতে পারিলে ভাল হয়।

শ্রীরামকেলি উৎসবের কার্য্যবিবরণী ও তীর্থযাত্রিগণের কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় উক্ত সমিতির নিদর্শনী পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল:—

৩০শে জ্যৈষ্ঠ—মালদহ ষ্টেশনে সভাপতি মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা এবং সহরে তাঁহার অভিনন্দন ও বক্তৃতা।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ—(ক) প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউর মন্দিরে সংকীর্ত্তন, বিগ্রহের সেবাপূজা ও উৎসব। (খ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীশ্রীরূপসনাতনের মিলন স্থান কেলিকদম্ব মূলে সংকীর্ত্তন, উৎসব এবং তৎপর শ্রীরামকেলি পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীরূপসনাতন-লীলা-মন্দিরের সম্মুখে সমিতির আশ্রমে বিশ্রাম। বৈকালে বেলা ৫॥ টায় বিরাট সভা।

তীর্থযাত্রীগণের জ্ঞাতব্য বিষয়:—

১। মালদহ রেল ষ্টেশনে, নারিন্দা সহর হইতে ৮॥ মাইল দূরে অবস্থিত প্রাচীন গৌড়ের সন্নিকট শ্রীরামকেলী তীর্থে মোটর-যোগে, শকটবাহনে ও অন্যান্য উপায়ে গৌড়রাস্তা দিয়া পিয়াসবাড়ী ডাক-বাঙ্গালার পশ্চিম দিক দিয়া যাইতে হয়।

২। তীর্থক্ষেত্রে ৫টী নলকূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রূপসাগর ও নলকূপের দ্বারাই জলকষ্ট নিবারিত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

৩। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য বহু জঙ্গল পরিষ্কৃত করা হইয়াছে ও সমিতির আশ্রমে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪। তীর্থযাত্রিগণের নানাবিধ কষ্ট-নিবারণ-জন্য নানাস্থান হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবকগণ সমাগত ব্যক্তিদিগের কষ্টের লাঘব করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

৫। যথাসম্ভব আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৬। সমাগত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও রামকেলী ধাম পরিষ্কারের জন্য জিলাবোর্ড হইতে বিশেষরূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৭। সরকার বাহাদুর শান্তিরক্ষা ও অন্যান্য বিষয় পরিদর্শন জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৮। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রিগণের যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শক্তি উপাসনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ)

আমরা শক্তির উপাসক, কারণ শক্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী চতুর্দ্দশ ভুবনের কর্ত্রী দেবী এবং সৃষ্ট্যাদির কারণ। কিন্তু জড়া প্রকৃতি যে জগতের মূল কারণ নহে—এ বিচার আমাদের মস্তিষ্কে আসে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকৃতির বিষয় এইরূপ বর্ণনা আছে।

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন॥
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায়॥

ঘটের কারণ চক্রদণ্ড মৃত্তিকা হইলেও তাহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তা কুম্ভকার পুরুষ না থাকিলে যেরূপ ঘটনির্ম্মাণ অসম্ভব, তদ্রূপ সৃষ্টিকার্য্যেও ভগবানের ঈক্ষণাদি ব্যত ীত

জড়রূপা প্রকৃতি কিছুমাত্র কার্য্যকারিণী হয় না। অতএব শক্তির বিচার করিতে গেলে তৎসঙ্গে শক্তিমানের বিচার করিয়া মূল কর্ত্তৃত্ব হেতু শক্তিমানের সম্মানই প্রদান করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ মায়ার পূজা না করিয়া মায়াভর্ত্তার পূজা করিলেই মায়ার পূজা হইয়া যায়।

সাংখ্যেরা বলেন প্রকৃতিই কর্ত্রী, কিন্তু পুরুষ নির্লেপ। যদি তাহাই হয়, তবে যে ঋতুসকলের নিয়মানুসারে সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পসকল উঠিয়া মেঘরূপে বায়ুর দ্বারা চালিত হয় এবং উত্তাপ উপস্থিত হইলে পুনরায় বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, আবার গন্ধক লৌহাদি ধাতুর সংযোগে পর্ব্বত-সকল ভগ্ন হয়, পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং বন্দুক হইতে অস্ত্রসকল নির্গত হইয়া বৃহদ্বৃহদ্ ব্যাপার সম্পাদন করে, এই সকল কার্য্যে চেতন-প্রেরণা কোথা হইতে আইসে? যদি বলা যায় যে, অগ্নি অথবা উত্তাপই সমস্ত সঞ্চালনের কারণ, তবে উত্তাপ কি বস্তু, তাহা জানা আবশ্যক। বিশেষ বিচার করিলে জানা যায়, উত্তাপ—গুণ। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তিবিশেষের সঞ্চালন হয়, তখনই দেহে উত্তাপ প্রকাশ পায়। সমস্ত প্রকার প্রাকৃত পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতনপদার্থের ক্রিয়ার ফল ব্যতীত আর কিছু নহে।

ভগবানের ঈক্ষণই চেতন-প্রেরণা, যদ্দ্বারা প্রকৃতির গতিশক্তি ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি অর্থে প্রধান শরীর, ঐ শরীর চেতন-বিহীন হইলে শব হয় এবং চেতনের দ্বারা চালিত হইলে কার্য্য করে। পরমেশ্বরের ঈক্ষণ দ্বারা ঐ প্রকৃতিতে যে ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই পূর্ব্বোক্ত উত্তাপরূপে বর্ত্তমান। অতএব উত্তাপকে স্বীকার করিয়া চেতন-প্রেরণা অস্বীকার করা কেবল আত্মবঞ্চনা মাত্র। ঐ ঈক্ষণের আভাস মাত্র উত্তাপ ও আকর্ষণ, যদ্দ্বারা সৌর জগতের যাবতীয় গতি ও ক্রিয়া নিয়মিত হইয়াছে।

অতএব নিত্য, শুদ্ধ পূর্ণ চেতন শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া মায়ার উপাসনা করিলে অবৈধ হইয়া থাকে।

জড়াভিনিবেশ আসে কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি দুর্ব্বলতাকে হৃদয়ে পুষিয়া কিরূপে কপটতায় অভ্যস্ত হই, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিতেছি। দুর্ব্বলতার দরুণ কোন একটী কুকার্য্য করিয়া ফেলিলে আমার প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে ভাবিয়া আমি আমার ঐরূপ কার্য্যকে গোপন করি; কখনও বা গোপন করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িলে ঐরূপ কার্য্যকে 'সাধুকার্য্য' বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করি। তখন আমার ঐরূপ কপট-ভাব সাহায্য করিবার জন্য শাস্ত্র হইতে "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" প্রভৃতি শ্লোক এবং পরমহংসগণের স্বতন্ত্র আচরণের নজির সংগ্রহ করিয়া থাকি। কখনও বা বৈষ্ণবের অসদাচারের বাহ্য অভিনয়ের সুযোগ লইয়া আমার সত্য সত্য অসদাচারকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করি। প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমাকে এইরূপ নানাবিধ দুর্ব্বুদ্ধি যোগাইয়া দেয়। 'আমি এখন মুক্ত বৈষ্ণবের সাজে অমুক ও মহা-অনর্থযুক্ত আমার মায়া-কল্পনারূপ অপরাধের ভীষণ আবর্ত্তে ঘূর্ণপাক খাইয়া আমার কপটতাটা আরও বাড়াইয়া তুলে।

আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, আমি অপরাধী নহি, দুর্ব্বল মাত্র; কিন্তু ঐ দুর্ব্বলতাই আমার ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধের ভাবী পরিণতি হইয়া দাঁড়ায় এবং আমাকে চিরতরে কল্যাণের পথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। দুর্ব্বলতা বেশীদিন একাকিনী থাকিতে পারে না। সে সর্ব্বদাই অন্য সঙ্গীর সন্ধান করিয়া বেড়ায়। দুর্ব্বল আমি, আমার সর্ব্বদাই সন্ধান থাকে, কোথায় আমার ন্যায় দুর্ব্বল বা আমা অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল ব্যক্তি আছে। সেইরূপ দুর্ব্বল সঙ্গ হইলে আমার দুর্ব্বলতার সহিত তাহার দুর্ব্বলতার একটা বেশ সন্ধি পাতাইয়া উভয়েই ঘরকন্না বিস্তার করিতে পারি এবং তখন আমরা একজাতীয় সকলে মিলিয়া আমার দুর্ব্বলতাবিনাশকারিণী সদ্গুরু-শিক্ষা কখনও বা আমার শুভানুধ্যায়িগণের শাসনকারিণী চেষ্টাকে সমষ্টি বিচার করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য নানাপ্রকার কপটতার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া ফেলিতে পারি। আর যদি আমার আরও দুর্দ্দৈববশে আমার শুভানুধ্যায়িগণের কেহ বঞ্চনা করিয়া কদাচারের কোন আপাত বাহ্য অভিনয় দেখান, তাহা হইলে আমি আমার দুর্ব্বলতা-বিষবল্লরীকে এতদিন গোপনে সভয়ে বর্দ্ধিত করিতেছিলাম, সেই ক্ষীণা দুর্ব্বলতা-লতাটিকে ভাল করিয়া ফলফুল-সুশোভিত মঞ্জুকুঞ্জ গড়িয়া তুলিবার জন্য খুব একটা বড় আদর্শ পাইয়া থাকি। তখন আমার ভয়ের পরিবর্ত্তে সাহস বাড়িয়া যায়, আমি পরমোৎসাহে আমার দুর্ব্বলতাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া আমার অনর্থের সহিত প্রণয়রজ্জুতে বদ্ধ করি। তাহার ফলস্বরূপে যাবতীয় প্রাকৃত সহজিয়া-ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। প্রাকৃত রস শব্দদূষণীকে আমার দুর্ব্বলতার সহিত অনর্থের প্রীতি সঙ্গমের প্রতিবন্ধক জানিয়া আমি দূষণীকে দোষ দিয়া থাকি কিংবা দূষণীর প্রতি বিমুখ হইয়া আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত মিলিত হই।

শ্রীগুরুদেব তাঁহার শত সহস্র পালন চিদ্রক্ত ব্যয় করিয়া আমাকে যে চেতনময়ী শ্রৌত-সরস্বতী শ্রবণ করাইয়াছেন আর সেই সকল বাক্য। বাণী হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য আমাকে জীবনে অধিকার দিয়াছেন, আমি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখোক্ত "[illegible] শ্লোকঃ [illegible] বিপুলশ্চ লোভঃ," "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে। অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ", "যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে", "[illegible]", "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা", "ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ" "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র", "যমাহ স এষ ভগবান্ দয়ায়দনন্তঃ", "[illegible]", "[illegible]" প্রভৃতি বাণী চেতনের উন্মুক্ত কর্ণে শুনিয়াছি কিনা, চেতনময় জিহ্বাদ্বারা কীর্ত্তন করিতেছি কিনা এবং আমার জিহ্বা অব্যভিচারিণী কিনা, তাহা সম্যক্ প্রমাণ করিয়া আমাকে জানাইয়া দিবার জন্য আমার নিকট নানাপ্রকার সাময়িক বিপদ আপদের অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত হয়। যদি আমি চেতনের কর্ণে, চেতনের জিহ্বায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম চেতনশক্তি আচার্য্যের চেতনবাণী শুনিয়া থাকি, কীর্ত্তন করিয়া থাকি, যদি আমি নিরলীক হই, তবে ঐ অগ্নি-পরীক্ষায় আমার ঐ অর্জিত [illegible] আরও কোটিগুণ সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

যদি অন্যাভিলাষিতা-মূলে কেবল আমার কর্ণে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চেতনশক্তির চেতনবাণী প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল চেতন বাণীর আবৃত জড়বাণী আমার জড় কর্ণ ও জড় জিহ্বা স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কৃত্রিম স্বর্ণোপম সেবাবৃত্তি সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নিপরীক্ষায় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। [illegible] গতি হইয়া সাময়িক বিপদ আপদের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে যেরূপ আমাকে কোটিগুণ বলবান্, কোটিগুণ সৌভাগ্যান্বিত এবং আমার সেবাবৃত্তিকে কোটিসুবর্ণসমুজ্জ্বলকান্তি করিয়া দেয়, অপর দিকে নিজ বাহাদুরীর উপর নির্ভরকারী আমার ঐ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে আমাকে উহা বিপরীত কোটিগুণ দুর্ব্বল, কোটিগুণ দুর্ভাগা ও কোটিগুণ সেবাবিমুখ করিয়া দেয়।

সেবোন্মুখ চিৎকর্ণে চৈতন্যসরস্বতী শ্রবণ করিয়া সেবোন্মুখ চিজ্জিহ্বায় চৈতন্যসরস্বতী কীর্ত্তন করিলে শত শত সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নিপরীক্ষা আমাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিত না। সামান্য সাময়িক দেহাত্মকৃত বিপদ-আপদ চৈতন্যসরস্বতীর নিত্য-সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার শক্তি ধারণ করিতে পারে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা। যাঁহারা নিষ্কপটে চৈতন্যসরস্বতীর সেবা করেন, জগতের ভীষণাদপি ভীষণ বিপদরাশি তাঁহাদের নিকট যেন পরমোপকারী মহাত্মগণের ন্যায় আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে আরও অধিকতর [illegible] অনুরাগের সহিত গুরুপাদপদ্মে সংযুক্ত করিয়া দেয়। তাহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ নিষ্কপট গুরুসেবকগণের চরিত্রে দেখা যায়। আমার হৃদয়ে অপূর্ণিত ভোগাভিলাষ আছে বলিয়া আমি সাময়িক বিপদ-আপদের 'অছিলা' লইয়া স্বেচ্ছায় জড়-নিশাচরীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়ি। জড়াভিনিবেশের আলেয়ার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যতই না কেন শান্তির আলোক খুঁজিয়া বেড়াই, জড়াভিনিবেশ আমাকে কখনও প্রকৃত আলোক প্রদান করিবে না।

প্রতিষ্ঠার জন্য আমি 'বিরাগী' সাজিয়া থাকি। প্রকৃত প্রস্তাবে মঙ্গলের প্রতি আমার বিরাগ নাই। আমার বৈরাগ্য নিষ্কপটতার সঙ্গে, আমার বৈরাগ্য,—আত্মার সহজ অকৃত্রিম বৈরাগ্য যে কৃষ্ণানুসন্ধান, তাহার সঙ্গে আমি নিষ্কপটে অন্তরাত্মার সহিত দিয়া—সমস্ত আত্মাখানা দিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা করিতে পারিলাম না। এই যে অন্তরাত্মার অকৃত্রিম আত্মিকরূপ আত্মন বৈরাগ্য, ইহার সহিতই আমি বৈরাগ্য করিয়াছি। তাই আমার বৈরাগ্য জড়ে বৈরাগ্য নহে, চেতনের প্রতি বৈরাগ্য। আমার বৈরাগ্য লোকদেখান মর্কটবৈরাগ্য। সেইজন্য আমি অধিকক্ষণ সংযুক্ত থাকিতে পারি না। যতদিন প্রতিষ্ঠাশাধর্ষী [illegible] আপাত সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, ততদিন স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-সংসারের প্রতি আমি উদাসীন বা বিরাগী থাকি। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠাশাধর্ষী নারী যখন তাহার নৈসর্গিক স্বভাবনিবন্ধন আমার প্রতি একটুকু উদাসীন হইয়া অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আমার শ্মশান-বৈরাগ্য ছুটিয়া যায়। ঐ দৈহিক, কৃত্রিম, অনুষ্ঠিত প্রতিক্রিয়া আমাকে কোটিগুণ বিপরীত দিকে লইয়া গিয়া আমার সমস্ত ভোগ-যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দেয় এবং আমার শ্মশান-বৈরাগ্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। যাহা আমি একদিন লোক দেখাইবার জন্য [illegible] করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম, আমি তখন সেই পরিত্যক্ত নাসা-মল পায়সান্নের ন্যায় সুমধুর মনে করিয়া উহার ভুক্তভোজন-আস্বাদন দিকে দৌড়াইতে থাকি।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

১। [illegible] ২। [illegible]
৩। [illegible] ৪। [illegible]
৫। [illegible] ৬। [illegible]
৭। [illegible]

শ্রী[illegible] এম, এ, [illegible]

[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ১০, । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা [illegible], অগ্রিম দাতাদিগের পক্ষে ৮, ।

[illegible] অধ্যায় [illegible] সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪, [illegible] না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার [illegible] আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে, সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বি-[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

[illegible]খণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—[illegible]—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০ : সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রী[illegible] ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
৩।	[illegible]	৶০
৪।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	৩,
৫।	শ্রী[illegible] (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	[illegible], [illegible], প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, [illegible] ও [illegible]—মোট	।৵০
৭।	[illegible] (সপ্তম সংস্করণ)	৴১০
৮।	[illegible]	৸৴
৯।	[illegible]	।০
১০।	শ্রী[illegible] গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮,
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	[illegible]	২,
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], চক্রবর্ত্তী-টীকা ও [illegible]	২,
১৪।	[illegible]	॥০
১৫।	[illegible]	।০
১৬।	[illegible]	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	[illegible] (পত্র সংখ্যা বহুত)	২,

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadingki Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ই আষাঢ় বুধবার—১৩২৬

আশায় নিরাশা

আমরা সাংসারিক জীব। সংসারে থাকিয়া দেহ মনের সুখ-সন্ধানই আমাদের একমাত্র কৃত্য। আমরা তাহা ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। এখানে আমরা কাহাকেও বা ভালবাসি, আবার কাহাকেও বা শত্রুজ্ঞান করি, সেও সেই সুখের অনুকূল, প্রতিকূল বিচারে।

মানব-জীবন উচ্চ এবং ইহার উদ্দেশ্য একমাত্র ভগবদ্ভজন হইলেও আমরা মুখে মুখে যে ভগবদ্ভক্তি দেখাই বা ভগবদ্ভজনের যে বাহ্য অভিনয় করি, তাহাও সেই সুখ-প্রাপ্তির জন্য। যখন আমরা নিজের প্রাণপণ পরিশ্রমে অথবা অপরের পদসেবা করিয়াও সেই আকাঙ্ক্ষিত সুখ পাই না, তখনই হৃদয়ের আশা ভগবানের সেবা করি।

আমরা সংসারে বাস করিয়া এক ঘেয়ে কাজে নিযুক্ত থাকিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ি। এখন ক্লান্তি অপনোদনের জন্য অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেখি যে, সেই একঘেয়েমির কাজ ছাড়া আর কোনও কাজ নাই। সর্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ অমরা, আমাদের বুদ্ধিও সকলের চেয়ে বেশী। তখন বেশ সাধুর ভাবকে অনুকরণ করি। গৃহকার্য্যে উদাসীনতা দেখাইয়া উদাসীন সাজিয়া বসি। লোকে দেখে যে, আমার ন্যায় সাধু আর কেহই নাই। কেন না আমি আমার আরামপ্রদ গৃহ, আমার আনন্দবর্দ্ধনকারী আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া স্বজন-বিহীন বিদেশে গমন করিতেছি। কিন্তু হায়, তাহারা কি বুঝিতেছে না যে, আমি ভোগব্যাপারে ক্লান্ত, শ্রান্ত হইয়া কিছুদিন অন্যত্র অবস্থান করিয়া একটু স্বাস্থ্যলাভ করিয়াই পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে বিষয়ভোগ করিব?

উপরিউক্ত বুদ্ধি লইয়া আমি এবার হঠাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি। গরম কালে দেশে বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর, আর এখানে সুশীতল সমীরণ। সকালে, সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে মনের আনন্দে বেড়াই। সমুদ্রকূলে শুধু হাওয়া খাই না, চক্ষু, কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর অনেক বস্তু জুটিয়া যায়। বাড়ীতে গৃহের জন্য, পরিবারভুক্ত লোকদিগের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইত, এখানে সে সব নাই। ঘরে খাদ্যদ্রব্যাদি পূর্ণ হইতেছে বা প্রত্যহ সংগ্রহ করিতে হইত এখানে সে প্রকারের ঝঞ্ঝাট নাই। সমুদ্রকূলে এমন একটী স্থান আছে, যেখানে মাসিক কিছু দিলে একটী ঘর পাওয়া যায়, সকালে বৈকালে জলখাবার ও দ্বিপ্রহরে বাড়িতে প্রসাদ পাওয়া যায়। কোনও অসুবিধা নাই।

দিনের পর দিন করিয়া কয়েকদিন এইভাবে কাটিয়া গেল। হঠাৎ সমুদ্রতীরে গোস্বামী একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আমার নিকট আসিয়া একখানি সংবাদ-পত্র দিয়া বলিলেন— "বৃথা চিন্তা না করিয়া এই পারমার্থিক পত্রখানি পড়ুন। ইহাতে আপনার নিজের অনেক কথা পাইবেন। ভিক্ষা এক পয়সা মাত্র।"

আমি তখনই কাগজ খানা লইলাম, নাম 'নদীয়া-প্রকাশ'। তারপর, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—আমাদের গৃহের কোনও পরিচয় নাই। আমরা শ্রীগুরুগৃহেই বাস করি। শ্রীগুরুদেবই আমাদের নিত্য প্রভু, তাঁহার সেবকগণই আমার স্বজন এবং তাঁহার বাসস্থানই আমাদের গৃহ। ভারতবর্ষে আমাদের প্রচার-কেন্দ্র অনেক আছে। এখানে 'শ্রীপুরুষোত্তম মঠ'। গত চন্দন যাত্রা হইতে এখানে কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে, পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত হইবে। যদিও বৎসরের সকল দিনই আমরা শ্রীগুরুদেব ও ভক্তগণের আনুগত্যে সেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকি, তবুও ক্ষেত্রে আগমনকারী যাত্রিগণের হরিকথাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ দিবার জন্য পরমহংস আচার্য্যের এক বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রত্যহ সন্ধ্যায় গুরুমহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। আপনিও তথায় গেলে আমরা আনন্দিত হইব। মঠের ঠিকানা—'সাক্ষীকুটী'।

ব্রহ্মচারী বালকের নিকট পারমার্থিক সংবাদ ত' পাইলাম, অধিকন্তু পরমার্থিক জীবন পারমার্থিকের সজ্জনাদের নিমন্ত্রণ পাইলাম। মনে করিলাম—এ সুযোগ ছাড়া উচিত নহে। শ্রীধামে আসিয়াছি। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকেও দেখিয়াছি, মহাপ্রসাদ পাইয়াছি কিন্তু ভগবানের ভক্তসাধুর সঙ্গ হয় নাই। আরও তীর্থে আসিয়া পুরাণ-পাঠাদি শুনিলে অনেক সুবিধা হয়। এই সব চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার পরেই চক্রতীর্থের পথে সদর রাস্তার পাশে রাজপ্রাসাদতুল্য বাড়ীতে ডেলাইট জ্বলিতেছে ও কীর্ত্তন হইতেছে দেখিয়া উপস্থিত হইলাম। দরজায় সেই ব্রহ্মচারীই দণ্ডায়মান; আগন্তুক লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি আসিয়াছেন, বেশ ভালই হইয়াছে। তৎপরে আমাকে উত্তম আসনে বসাইলেন। দেখিলাম তথায় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক, তন্মধ্যে এমারমঠের মহান্ত মহারাজ, পাঞ্জাবের করদ রাজ্যের রাজাবাহাদুর ও মথুরের রাজা সাহেব প্রভৃতির পরিচয় পরে পাইলাম, পাশে দরজায় চিক্ টানান আছে দেখিয়া বুঝিলাম—ভদ্র-মহিলাদিগেরও বসিবার সুবন্দোবস্ত আছে। তখন বেশ কীর্ত্তন হইতেছে। আমি কীর্ত্তনের মাঝে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং আদি হইতে শোনা হয় নাই। তবে যাহা শুনিতে পাইলাম তাহা এই;—

জননী জঠরে, ছিলাম যখন
বিষম বন্ধন-পাশে।
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে
বঞ্চিলা এ দীন দাসে॥
তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি মায়া জালে
না হইল জ্ঞান-লব॥

—ইত্যাদি

কীর্ত্তন শেষ হইলে দেখিলাম এক দিব্য মহাপুরুষ উচ্চাসনে পুরুষ আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন বসিলেন। তাঁহাকে দর্শন করা মাত্রই আমার মস্তক আপনা হইতে নামিয়া আসিল। উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্মুখে খোলা ছিল। তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল হইল। ব্যাখ্যাকারী মহাপুরুষকে দেখিলাম, ব্যাখ্যাকালে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শব্দরাশি অনর্গল বাহির হইতেছে। এমনভাবে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আমি আর কখনও শুনি নাই। অবশ্য হিন্দুর সন্তান হইয়া অধ্যাত্মিক ভক্তি-অভক্তির দেশে বাস করিয়া সেসাই মহাশয়দের পাঠ অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু এ পাঠে আর সে পাঠে—আলোক আর অন্ধকার। সে পাঠে পাঠকের কাজই হয়,—শ্রোতার মনোরঞ্জন, হাব, ভাব, অঙ্গ, চক্ষুর ভঙ্গী আর কত না কি; আর এ পাঠে শ্রোতার অন্তঃস্থলে সমস্ত লুক্কায়িত কপটতা এবং সত অসৎ বিচার কথা আছে, সেই স্থান ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া খণ্ডন করা। এ পাঠে পাঠকের বাহ্যজ্ঞান-শূন্যতা, নিজ হৃদয়ের অসামান্য ভগবদ্ভক্তি ও শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়গত কামাদি বিনাশ-কারিণী সঞ্জীবনী ঐকান্তিকী চেষ্টা। আমি আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, দেখিলাম আমাদের ন্যায় পাতিত জীবের পাতিত্য দোষ দূর করিয়া উন্নত করাই তাঁহার একমাত্র কৃত্য।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অভিমান হৃদয়ে পোষণ করিলেও দেখিলাম, তাঁহার নিকট আমাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির তুলনা সাগরের নিকট গোষ্পদবারি। বহুভাবে বহু শাস্ত্রযুক্তি দিয়া তিনি শ্লোকটির অর্থ আমাদিগের সাধারণ হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। গুরুর কৃপা হইল এবং আমি সেই কথা শুনিয়া প্রকৃত শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিলাম, অর্থ বুঝিলাম; তবে একটি কথার অর্থ আমার হৃদয়ে বিশেষ ভাবে লাগিয়াছে, তাহাই পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

মহাপুরুষ বলিলেন—বৈষ্ণব ঠাকুর বাঞ্ছাকল্পতরু। এ কথায় আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিয়া থাকি যে, যেমন কল্পবৃক্ষের নিকট যে যাহা যেরূপ ফল প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ ফল পাইয়া থাকেন, তেমনি বৈষ্ণবের নিকট যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। কিন্তু কথা তাহা নহে। কেননা যে যাহা চাহিবে, তাহাকে যদি তাহাই দেওয়া যায়, তবে সে মায়ার অধীনতাই বাড়িয়া যাইবে, মঙ্গল লাভ হইবে না। এ জগতে আমাদের কামনা বাসনার অন্ত নাই। আবার সেই কামনার তৃপ্তি নাই। হৃদয় কামনার উদয় হইলে, তাহা পূরণের পথে এবং কামনার বিনাশে সকলকেই আমাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয়। এ জগতে যিনি বা যাঁহারা আমাদিগের কামনা-বহ্নি উদ্দীপন করাইয়া দেন, তিনি বা তাঁহারা আমাদিগের অত্যন্ত আদরের ও পূজার বস্তু—যেমন পিতা পুত্রের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করিয়া পুত্রের আরাধ্য হন, রোগীর রোগবৃদ্ধিকারিণী কুপথ্যের অনুকূলে ব্যবস্থা দিয়া কুচিকিৎসক রোগীর নিকট সাময়িক সুখ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুর এরূপ বাঞ্ছা বা অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য কল্পতরু সাজেন নাই। যদিও তাঁহাদের 'কল্পতরু' নামটি আছে, কিন্তু কাজের বেলায় আমাদিগের কোন বাঞ্ছার অনুকূলে কিছুই প্রদান করেন না। এ জগতে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন, সকলেই অসৎবাসনার মধ্যে পড়িয়া আছে, সুতরাং আমাকেও সেই অভিলাষায় ফেলাইতে চায়। এ সংসারের উন্নতি-প্রদানকারী সুখকেই তাহারা বহুমানন করেন, তাহারই পশ্চাতে ছুটিয়া থাকেন এবং আমাদিগকেও তাহাদিগের অনুগত জানিয়া সেই পথের পথিক করিয়া থাকেন। কিন্তু মহামহাবদান্য বৈষ্ণবগণ সেরূপ নন। তাঁহারা জগতের কোন বস্তুরই পশ্চাৎ ধাবিত হন না। তাঁহারা অখিল ভগবানকে ভজন করিয়া নিরন্তর সেই আরাধ্য বস্তুর সেবায়ই নিযুক্ত আছেন, সুতরাং তাঁহার নিকট আগত প্রার্থিগণকে সাংসারিক

কোনও অনিত্য বস্তু প্রদান না করিয়া নিত্য বস্তুর সেবা প্রদান করিয়া থাকেন। কল্পতরুর নিকট গেলে জীবের ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়; কিন্তু বাঞ্ছাকল্পতরু বৈষ্ণবঠাকুরের নিকট গেলে শুধু ভোগপ্রবৃত্তি নয়, তাহার মূল যে অবিদ্যা, তাহারই ধ্বংস হইয়া থাকে। পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমাদিগকে সত্য বলিয়া দাবিক [illegible] পদপ্রান্তে উপস্থিত দেখিলে [illegible] দ্বারা তাহাদিগের [illegible] কল্পতরুস্বরূপ বন্ধনটাই ছেদন করেন। ইহ জগতে সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহাদিগের কোন কর্ত্তব্য নাই, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটে ভগবানের সেবা করেন, আর যাবতীয় জীবকে সেই আবার বস্তুর সেবায় নিযুক্ত করেন। বর্ত্তমানে বদ্ধাবস্থায় আমরা দেহ ও মনকে জীব বলিয়া আত্মাভিমানী হইয়াছি এবং সেই দেহ ও মনের সুখকেই জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার বলিয়া জানিয়াছি; কিন্তু আত্মারামদিগেরও সুবুদ্ধি প্রদাতা, বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমাদিগকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া আত্মার নিত্যধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু শ্রীভগবানের সেবাধিকার দান করেন। সুতরাং এহেন দয়াল দাতা আর কেহই নাই এবং এরূপ প্রকৃত বাঞ্ছাকল্পতরু আর কেহ আছেন কিনা, আমরা জানি না।

পাঠক মহোদয়গণ! মহাপুরুষের মুখে বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। নিরাশ জীবনে অনেক ভোগ-প্রাপ্তির আশা হইয়াছিল, কিন্তু পরে ব্যাখ্যা শুনিলে সে ধারণা চলিয়া গেল, তখন দেখিলাম—

আশায় নিরাশা!

দার্দ্দুরিক জিহ্বা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

শ্রীভগবান্ [illegible] কোটী কোটী ভেকের জন্ম ও [illegible] কেন করেন নাই, মনস্তত্ত্বের এইরূপ কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা না করাই গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার গগনবিদারী ধ্বনি-দ্বারা কর্ণপীড়া উৎপাদনপূর্ব্বক দর্দ্দুর নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া অতিক্রমে [illegible] আত্মবিনাশ আনয়ন করে, তাহা অতি অল্প কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও [illegible] বিষয়ীভূত হইয়াছে, এইরূপ মনে না করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। [illegible] প্রাবৃড়্দেহযোগে পোষণপূর্ব্বক [illegible] মণ্ডুক যখন [illegible] আত্মমানসকে নিজ কল্পনায় [illegible] অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় নিত্যাধিকার স্থাপন করিতে থাকে, যখন তাহার গলদেশ স্ফীত করিয়া জিহ্বাযোগে অত্যুচ্চ কোলাহলে সর্ব্বপ্রাণীর সমবেত স্বরসমষ্টিকে ধিক্কারপূর্ব্বক তদীয় স্বরলহরী বিকাশ করিতে থাকে, অহো, তৎকালে তাহাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাহাদের ঐ গর্ব্বের পুরস্কার কি পাঠকবর্গের অজ্ঞাত আছে? আমরা একটু অবহিত হইলেই উহাদের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া শিহরিয়া উঠি। উহারা ত' বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া আত্মারামরূপে নিজলীলার বিস্তার করিতেছিল; কিন্তু কোন অশুভ ক্ষণে তাহারা [illegible] প্রণোদিত হইয়া নিজ স্বরসৌন্দর্য্য প্রদর্শনে যত্নবান্ হ'ন? অমনি [illegible] ভুজঙ্গগণ অনায়াসলভ্য শিকার পাইয়া সানন্দে উদরভরণপূর্ব্বক উহাদের জিহ্বাবেগের পারিতোষিক দান এবং মহালীলার অবসান যুগপৎ সাধন করিল। করুণাময় ভগবান এই ছলে ইতর প্রাণীর দৃষ্টান্তে বিচারশক্তিশালী জীবশ্রেষ্ঠ নরগণের জন্য কি শিক্ষার উপাদান রাখিয়া গেলেন, তাহা আমরা কদাপি চিন্তা করিয়া দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি কি?

শ্রীদ্বৈপায়ন ঋষির সমাধিলব্ধ, [illegible]সার, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের শাব্দিক মূর্ত্তিবিগ্রহ, পারমহংস্য সংহিতা[illegible] শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র তারস্বরে সেই শিক্ষা বিস্তার পূর্ব্বক আমাদিগের উপর অমন্দোদয়দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করেন নাই কি? [illegible] সংবাদে মনুষ্যজন্মের উপাদেয়তা ও অপ্রাকৃত[illegible] ইতর দেবার্চ্চনাদি হইতে একান্ত বিরত থাকিয়া অধোক্ষজ শ্রীহরির লীলাকথায় লোলুপগণেরই একমাত্র জীবনকালের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় [illegible] শৌনক-প্রশ্নমুখে সূতগোস্বামীর প্রতি উক্ত হইয়াছে—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥

শ্রীশৌনকঋষি অতি দুঃখ প্রকাশ করিয়াই বলিতেছেন—নরজন্ম পৃথিবীতে একান্ত দুর্লভ। এমন কি দেবশ্রেষ্ঠগণও এই জন্ম প্রার্থনার্থ কত কোটিকল্প তপস্যাদিতে ব্যয় করিয়া থাকেন। এই জীবনে চেতনবৃত্তির উদ্বোধনক্রমে নরগণ আপনাদিগের সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা অনায়াসেই চরমশ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু হায়! হায়! সেই মানবগণের দুর্গতি স্মরণ করিলে আমাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইতে থাকে। যে মানব কর্ণযুগলে ভূরিগুণসম্পন্ন শ্রীভগবানের বীর্য্যবিষয়িণী কথা শ্রবণ করে নাই, তাহার শ্রবণপুটযুগল গ্রাম্যবার্ত্তারূপ[illegible] গহ্বর সদৃশ! কর্ণেন্দ্রিয়ের বৃত্তিই শ্রবণ; কৃষ্ণকথা শ্রুত না হইলে কৃষ্ণেতর গ্রাম্যকথায় তাহা সর্ব্বক্ষণ পরিপূরিত থাকিবেই। এই কালভুজঙ্গস্বরূপ গ্রাম্যবচনগুলি বিষতুল্য প্রভাব বিস্তার করিয়া মানবের সর্ব্বদেহের সমুদয় শক্তি একান্ত লুপ্তপ্রায় করিয়া রাখে এবং প্রতিক্ষণ অকাল-মৃত্যু ঘটাইবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত করে।

বাল্যকাল হইতে নরগণ যে সমস্ত কথা শ্রবণ করে, রসনাযোগে তাহাই কীর্ত্তন করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তদ্ব্যতীত অন্য কথা কীর্ত্তনে তাহার শিক্ষা কোথায়? সুতরাং কৃষ্ণেতর গ্রাম্যবার্ত্তা শ্রবণে যাহাদের কর্ণপটহ সর্ব্বকাল ধ্বনিত রহিয়াছে, তাহাদের তদিতর কোন কথা বলিবার যোগ্যতা কোথায়? তাহারা নিজ শ্রবণপুটে অবস্থিত কালভুজঙ্গেরই জগতে বিস্তার করিবার প্রয়াসে নিয়ত ব্যস্ত থাকে। তাহাদের ঐ ইন্দ্রিয়টী যে কেবল আত্মবিনাশ করিয়া নিরস্ত হয়, তাহা নহে; পরন্তু পরহিংসারূপ নরহত্যা কার্য্যও তাহার জ্ঞাতসারেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভেক যেমন বৃথা আত্মশ্লাঘা-স্থাপনার্থ রসনা ব্যবহার করিয়া আত্মনাশ এবং তাহার অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের ধ্বংস অতীব অল্পসময়-মধ্যে সম্পাদন করিয়া ফেলে, সেইরূপ মন্দ ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা কীর্ত্তমান শ্রীভগবানের কীর্ত্তিসমূহ গান না করিয়া নরগণ গ্রাম্যকথারূপ কৃষ্ণেতর বার্ত্তা দ্বারা তদীয় কর্ণপটহাবলে অবাস্তব কালভুজঙ্গের আহ্বান পূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুর আলিঙ্গন সুখ লাভ করে। বিশেষতঃ অসতী রমণী যে প্রকার নিজপতির গুণবর্ণনে বিরত থাকিয়া জারবার্ত্তাতেই নিযুক্ত থাকে, তদ্রূপ তাহার জিহ্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশ-গুণানুকীর্ত্তন না করিয়া সতত ইতর কথায় লিপ্ত থাকে। শীঘ্রই তাহার ফলস্বরূপ বিনাশলাভ করে।

এক্ষণে মাদৃশ মায়ামুগ্ধ মানবের এই সমস্ত সাধ্বী বাণী শ্রবণ করিয়াও কি ঐ গ্রাম্য-বার্ত্তারূপ কালভুজঙ্গ বিতাড়নের প্রয়াস হইবে না? নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ আজ প্রত্যেককে দ্বারে দ্বারে গিয়া ঐ সমুদয় ভুজঙ্গমের বিতাড়নার্থ মন্ত্র ও ঔষধ লইয়া বিতরণ করিতেছেন, আমরা কি তাঁহাদের এবম্ভূত অহৈতুকী কৃপা হইতে আত্মবঞ্চিত করিবার জন্য সর্ব্বদা পলাইয়া থাকিব? তাঁহাদের মুখে নিঃশ্রেয়সের কথা শুনিয়া আমরা শিহরিয়া উঠি কেন? তবেই কি আমরা নিজে এতদূর প্রবঞ্চিত ও আত্মবিস্মৃত? ধন্য কুহকী মায়া! তোমার হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কায় তুমি তাহাদিগকে এতই কুপরামর্শে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ যে, তাহারা সাধুর ছায়া স্পর্শ করিলে, পাছে তাহাদের হৃদয়গ্রন্থিতে আঘাত লাগে, তাহাদের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ নিরয়-দ্বার প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায় এবং মাকাল-ফলবৎ আপাত-মনোমোহকর পদার্থের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হয়, সেই জন্য তাহারা সাধুগণের কৃষ্ণকোলাহলের সামান্য প্রতিধ্বনিও যাহাতে কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য পলাইয়া বাঁচিতেছে! অহো দুর্ভাগ্য!

শ্রবণের পরীক্ষা বা ফল কীর্ত্তনেই প্রকাশিত হয়। কীর্ত্তন ব্যতীত কেবল শ্রবণ জাগতিক কোন কার্য্যেও লাগে না। সাধুমুখে শ্রবণ-মঙ্গল কৃষ্ণকীর্ত্তন মনোযোগসহকারে শ্রবণ ও তাহার অনুকীর্ত্তন করিলেই ঐ কালভুজঙ্গগুলি বিবর হইতে স্থানচ্যুত হইবে এবং আমাদের দার্দ্দুরিকা রসনাই অপ্রাকৃত চিদ্রস গ্রহণে পরিপুষ্ট হইয়া সচ্চিদানন্দের আনন্দ সম্পাদনে ব্যস্ত হইতে থাকিবে। হায়! পরমদয়াল নিত্যানন্দ কবে আমাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া সর্ব্বদাই বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক ঐ পরমৌষধ সেবনে ভবব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি দান করিবেন! আমাদের কার্পণ্য, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য তাঁহার সঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য ছল পাইয়াছে, তিনি বলপূর্ব্বক আমাদের বিমুখতা দূর না করিলে আর উপায় কোথায়? আমরা সৌভাগ্যোদয়ক্রমে এখনও এই কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিব না কি?

সত্যানুভূতির প্রতিবন্ধকদ্বয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

আমরা চেতন অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন জীব। আমাদিগের সত্তায় যে জ্ঞানশক্তি আছে, তাহার দ্বারা আমরা বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ হই।

আমার একটী বন্ধু বর্ত্তমান কালে লণ্ডন সহরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি এই মুহূর্ত্তে কি করিতেছেন, আমি ভারতবর্ষে থাকিয়া তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছি না। আবার, আমার শৈশব অবস্থার ঘটনাগুলিও আমি সুদূর বার্দ্ধক্যকালে অনুভব করিতে অক্ষম হইতেছি। এই দুইটী ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে খণ্ড দেশ ও খণ্ড কাল (*Time and Space*) আমার জ্ঞান-শক্তিকে অনুভব কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছে। যদি খণ্ড দেশ ও খণ্ড কাল বাধা দিতে না পারিত, তাহা হইলে আমার জ্ঞান-শক্তি পূর্ণরূপে চালিত হইয়া বস্তুবিষয়ক পূর্ণজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইত না।

আমার জ্ঞানশক্তি যেরূপ খণ্ড দেশ ও খণ্ডকালের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, আমার ন্যায় সাধারণ মানবগণের জ্ঞানশক্তিও তদ্রূপ বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং

[illegible] বুদ্ধের জ্ঞানশক্তিতে খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালগত বাধা অতিক্রম করিবার যোগ্যতা নাই।

কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি মুসলমান সকলেই ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন। ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলায় প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহাতে যে জ্ঞানশক্তি বর্ত্তমান, তাহার তেজ অমিত এবং খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালগত ব্যবধান সেই অখণ্ড দেশ ও অখণ্ড কালে বর্ত্তমান ঈশ্বরের অমিত-তেজঃসম্পন্ন জ্ঞানশক্তিকে অনুভূতি কার্য্যে কোন প্রকার বাধা দিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর বস্তু-কর্ত্তৃক অতি দূরস্থ বা অতি প্রাচীন ঘটনা অবাধে অনুভূত হইয়া থাকে।

যেহেতু খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালের বাধা অতিক্রম করিবার যোগ্যতা আমাদিগের জ্ঞানশক্তিতে নাই, তজ্জন্য কোন বস্তুর সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদিগের উচিত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের কৃপাকণ লাভে বলীয়ান হওয়া। ঈশ্বর যদি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অসীম জ্ঞানশক্তির কিঞ্চিৎ আলোক দ্বারা আমাদিগের অপূর্ণ জ্ঞানশক্তিকে তেজীয়ান করেন, তাহা হইলে খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালগত ব্যবধানদ্বয়ের দুর্ভেদ্য স্তর অনায়াসে ভেদ করিয়া আমরা বস্তু-বিষয়ক শুদ্ধ জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারি, অন্যথা নহে।

ঈশ্বর আমাদিগের নিত্য বন্ধু। তিনি স্বীয় অসীম জ্ঞানশক্তির দ্বারা আমাদিগকে বলীয়ান করিবার অভিপ্রায়ে আচার্য্যরূপ ধরিয়া আমাদিগের চক্ষুর গোচরীভূতরূপে পৃথিবীতে বিরাজমান আছেন। আমরা যদি সেই আচার্য্যরূপী ঈশ্বরের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতে থাকি, তাহা হইলে তদীয় অমোঘ বাণী কর্ণ-পথ দিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করত ধীরে ধীরে আমাদিগের অপূর্ণ জ্ঞানশক্তিতে বীর্য্য আধান করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন। এই বীর্য্য আধানরূপ ক্রিয়াকে শাস্ত্রকারগণ "দিব্যচক্ষুদান" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

দিব্যচক্ষু লাভ হইলে পর আমরা বুঝিব যে, আমরা ঈশ্বরের নিত্যদাস, ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সেব্য ও ঈশ্বরের সেবাই আমাদিগের একমাত্র কৃত্য। যাহাদিগের দিব্যচক্ষু লাভ হয় নাই, তাহাদিগের জ্ঞানশক্তি খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য তাহারা (১) নিজদিগকে স্ত্রী, পুত্র বা দেশের ভৃত্য, (২) স্ত্রী, পুত্র বা দেশই সেব্য বিষয় ও (৩) স্ত্রী, পুত্র বা দেশের সেবাই তাহাদিগের একমাত্র কৃত্য বলিয়া বুঝিতে থাকে। যেমন অন্ধকার রাত্রে পথিমধ্যে অবস্থিত রজ্জুকে আমরা রজ্জু বলিয়া বুঝিতে না পারিলে—উহাকে অন্যপ্রকার (যথা সর্পাদি) বস্তু বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হই,—সেই প্রকার খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালের দ্বারা, বাধা-প্রাপ্ত জ্ঞানশক্তির দ্বারা জগৎকে, ঈশ্বর ও তদীয় সেবক মণ্ডলীকে পরিপূর্ণ বস্তুরূপে অনুভব করিতে অসমর্থ হইলে, আমরা যে তৎকর্ত্তৃক উহাকে স্ত্রী-পুত্রাদি-সমন্বিত বস্তু বলিয়া অনুভব করিব, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

আমার জন্মের পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম এবং মৃত্যুর পর কি হইব তাহা জানি না। মাত্র জীবিত কালে আমি মনে করিতেছি, "আমি পুরুষ" "আমি অমুকের পতি" "আমি অমুকের পিতা" "আমি অমুক দেশবাসী" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমুদয় ধারণা কিয়ৎকাল মাত্র স্থায়ী এবং তজ্জন্য তাহা কখনও আমার নিত্য ও বাস্তব পরিচয়ের বাচক হইতে পারে না। উহা খণ্ড কালের বর্ত্তমান ভূমিকায় গ্রাহ্য। যদি ঐ পরিচয় ভূত ও ভবিষ্যৎ কালেও বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে উহা খণ্ড কালের সীমার দ্বারা আবদ্ধ হইত না। খণ্ড কাল যখন আমাদিগের জ্ঞানশক্তিকে সসীমতায় আবদ্ধ করে, তখন সে খণ্ড দেশেরও সাহায্য লয় এবং উভয়ে মিলিয়া (১) আমি ভারতবাসী, (২) ব্রাহ্মণ-কুলে জাত, (৩) মাংস-অস্থি মজ্জা বিশিষ্ট দেহধারী ইত্যাকার সসীম ধারণা আমাদিগের জ্ঞানশক্তির দ্বারা পোষণ করাইয়া থাকে।

খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালের দ্বারা দূষিত ধারণাগুলি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই শুদ্ধ ও নিত্য এবং অখণ্ড দেশ ও অখণ্ড কালের ভাব-বিজ্ঞাপক সদ্গুরুমুখ নিঃসৃত বাক্যামৃত পান ব্যতিরেকে ঐ বিমল ধারণা লভ্য নহে। সাংখ্য-বাদ, শূন্য-বাদ, নাস্তিকবাদ ইত্যাদি যাবতীয় মত জগতে প্রচলিত আছে, তাহারা রজ্জুকে সর্পভ্রান্তির ন্যায় খণ্ড দেশ-কালান্তর্গত কাল্পনিক ভাবের ব্যঞ্জক। সত্য বা অখণ্ড দেশ-কালোত্থ ধারণা ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।

জড়াভিনিবেশ আসে কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে ঢিলটি যত শক্তি লইয়া উপরের দিকে উঠে, পতিত হইবার সময় সেই ঢিলটা তাহার দ্বিগুণিত শক্তির সহিত নীচের দিকে অতি দ্রুতবেগে অবতরণ করিতে থাকে এবং যে ভূমিকা হইতে উঠিয়াছিল, সে ভূমিখণ্ডটা পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া অতলগর্ভে প্রবেশ করে। আমার প্রতিক্রিয়াশীল পতনোন্মুখতা আমাকে এমন একটা অবৈধ উত্তেজনায় উত্তেজিত করিয়া দেয় যে, তখন আমি মনে করি,—"নামিয়াছি ত' ভাল করিয়াই নামিব।" তখন আমি সেবার উদীয়মান ব্যক্তিগণের আদর্শ ভুলিয়া যাই এবং পতনশীলগণের পতনোন্মুখতার সহিত পাল্লা দিয়া [illegible] আরম্ভ করি। যে পর্য্যন্ত না আমার চিদভিনিবেশ সহজ হইবে, সে পর্য্যন্ত আমার কৃত্রিম বৈরাগ্য, কৃত্রিম ত্যাগ, কষ্টকল্পিত সাধনীয় চেষ্টা, লোকদেখান সেবার অভিনয়, লোক-দেখান গৃহস্থ-বৈষ্ণব বা মহান্ত বৈষ্ণবের অভিনয় সকলই কয়েক মুহূর্ত্তের প্রহসনরূপে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপা-বলে—অনুক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণব-চরণে নিষ্কপটে আত্মি জ্ঞাপন, অনুক্ষণ নিষ্কপটে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কার্পণ্য-বোধ, অনুক্ষণ কল্যাণকল্পতরুর নিঃশ্রেয়স ফল লাভের জন্য তীব্রতম লোভ, অনুক্ষণ অন্তরাত্মা হইতে কুটিনাটী বিদূরিত করিয়া সরলতা লাভের জন্য নির্জ্জনে গুরুবৈষ্ণবের চরণে দুঃখ নিবেদন ও ক্রন্দন-ফলে যেদিন সহজ চিদভিনিবেশ উদিত হইবে, সেইদিনই আমি জড়াভিনিবেশের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিব।

যেদিন আমি অনুক্ষণ বুঝিব, আমি নিষ্কপটে হরিভজন করিতে আসিয়াছি, আমি অন্যাভিলাষ ভজন করিতে আসি নাই, সার্ব্বভৌম সম্রাটের কাছে অকিঞ্চিৎকর ভিক্ষা করিতে আসি নাই, গৌরকৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুদেবের গৃহে কাচতুল্য কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা, জাগতিক সুখশান্তি, সাময়িক সম্মান, উত্তম খাদ্যদ্রব্য, বসন ভূষণ, নানাদেশ পরিভ্রমণ কিম্বা সংসারের ত্রিবিধ যন্ত্রণার হস্ত হইতে সাময়িক বিমুক্তিমাত্র প্রভৃতি তুচ্ছ ফল লাভ করিতে আসি নাই, আমাকে সত্য সত্য হরিভজন করিতে হইবে, আমাকে অপ্রাকৃত সহজ হইতে হইবে, আমার যাবতীয় কৃত্রিমতা, কষ্টকল্পিত ও লোক-দেখান চেষ্টা বিদূরিত করিয়া আমার নিত্য সহজ রূপটী জাগাইতে হইবে, আমাকে তীব্রতম আর্ত্তির সহিত গুরুপ্রসাদবলে সেই সিদ্ধি এখনই লাভ করিতে হইবে, সত্বর সেই সিদ্ধি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"—এই ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা হইতে কিছুতেই টলিব না, উদাসীন হইয়া কোন অন্যাভিলাষ বরণ করিব না, বহুরূপিণী মায়ার কোন পরামর্শ শুনিব না, কোন প্রকার জড়তুষ্টি, শান্তভাব, এমন কি আত্মারামত্ব পর্য্যন্ত আসিয়াও আমার সহজ চিদভিনিবেশ উদ্বোধনের তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার অনলকে নিবাইতে পারিবে না, সেইদিনই আমার হৃদয়াকাশ হইতে জড়াভিনিবেশ-মেঘটী সরিয়া যাইবে এবং সেস্থানে শ্রীগুরুপ্রসাদবলে চিদভিনিবেশ-সূর্য্য উদিত হইয়া আমার ভজনসাধনের সকল চেষ্টাকে সহজ করিয়া দিবে।

সিমলা প্রচার-প্রসঙ্গ

সিমলা পাহাড়ে গৌড়ীয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্র-সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি,এ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃপাশরণ ব্রহ্মচারী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে সকলের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের অনন্যসাধারণ উদ্যমের সহিত এরূপ মহাপ্রভুর বাণী প্রচার-চেষ্টা দেখিয়া জনৈক সহৃদয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি শ্রীযুক্ত মৃণাল-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আন্তরিক আনন্দের সহিত জানাইয়াছেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে আজ পর্য্যন্ত এরূপ বিশাল এবং সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই। বৈষ্ণব-মর্য্যাদা বিস্তারকল্পে এমন সাফল্যজনক উদ্যম বড়ই আশাপ্রদ, সন্দেহ নাই। ধন্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, আর ধন্য তাঁহার কৃপাপাত্রগণ! তাঁহাদের শ্রীচরণে আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ হইতেছে। এ কথা নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহকগণ অবগত আছেন। পরম ভাগবত শ্রেষ্ঠবর্য্য জগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত মঠনির্ম্মাণ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে শীঘ্রই শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শ্রীযুক্ত ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের প্রবল ইচ্ছা এই যে, আগামী ভাদ্রমাসের মহোৎসব নূতন গৃহে হইয়া থাকে। আমরা জগবন্ধু বাবুর সেবাচেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহার মনোভীষ্ট পূর্ণ করুন, তিনি নূতন মন্দিরে তাঁহারই প্রভুপাদপদ্মসেবা সন্দর্শন করিয়া ধন্য হউন, ইহাই আমাদের শ্রীভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা। শুভকার্য্যে বিলম্ব আদৌ কর্ত্তব্য নহে। তাই মহাজন গাহিয়াছেন-

জীবন অনিত্য জানহ সার
তাহে নানাবিধ বিপদভার
নামাশ্রয় করি যতনে তুমি
থাকহ আপন কাজে॥

দিল্লী গৌড়ীয় মঠের

স্থান-পরিবর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দিল্লী শাখা-কার্য্যালয় [illegible] হইতে ১০১নং হনুমান্ রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে। দিল্লী অফিসের কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ মহোদয় দিল্লী ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকথিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার-দ্বারা বহু জীবকে ভক্ত্যুন্মুখী করিতেছেন।

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর [illegible] [illegible] অধ্যাপকের [illegible] [illegible] হইয়াছে—নিম্নলিখিত [illegible]

আসনের [illegible]:

১। [illegible]াসন, [illegible] শ্রীভক্তিশাস্ত্রাসন,
[illegible] সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৮। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
[illegible] ভক্তিশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। [illegible]াসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, [illegible], বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩০, ত্রিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০, । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৸৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের [illegible] ১২, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮,।

[illegible] সমগ্র ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে [illegible] টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, [illegible] না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। মোট ১০, [illegible] এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে, সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য [illegible] ব্যাস [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—[illegible]—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩,
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতাবলী, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	[illegible]
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরহরিবোধঃ	[illegible]
৯।	সাধককণ্ঠহার	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮, / ৬৷০
১২।	[illegible]	২,
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিশ্বনাথ, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২,
১৪।	[illegible]	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ	।
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা খণ্ড)	২,

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৩

সাময়িক প্রসঙ্গ

সহর নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গনে ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ২৪শে মে তারিখে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় যে সভা হইয়াছিল, সেই সভার সভাপতি মহাশয় শুদ্ধবৈষ্ণবে ভক্তির কথা অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তির মধ্যে 'ভজন কুটীর বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ যখন আদর্শ বৈষ্ণব বলিয়া সম্প্রদায়ে গৃহীত হন, তখন তাঁহাদের বৈষ্ণবাদর্শকে বৈষ্ণবতা না বলিয়া অন্য প্রকার চিন্তা করা সঙ্গত নহে বলিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবের নিন্দাকারী জনগণ স্বাভাবিক কুরুচিসম্পন্ন এবং অসৎকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকারী। বৈষ্ণবের পরমহংস বেষে পশপা, শূদ্র ও বৈদ্য গৈরিক বসনাদির আদর না থাকিতে পারে, তাই বলিয়া তাঁহাদিগের নিন্দা করিতে যাওয়া কোন মতেই সঙ্গত নহে। অভক্ত শৈব যোগীর—"সাধনার" মধ্যে যদি সিদ্ধ পুরুষগণেরই মর্য্যাদা না থাকে, তাহা হইলে সেরূপ অভক্তি সাধনার সহিত বৈষ্ণবগণের কি প্রয়োজন?

সভাপতি গোস্বামী মহাশয়ের কতকগুলি বাক্য সভাস্থিত ভক্তগণের বিশেষ আদরের বিষয় হইয়াছিল। তিনি সকল উদাসীন বৈষ্ণবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"উঠ উঠ, আজি বৈষ্ণব-গোঁসাই, এসেছে সুদিন তোদের আজ" এবং নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ, শ্রম-প্রমাদ করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা তাঁহাদের স্বভাব। তাই বলিয়া বৈষ্ণবদিগকে আক্রমণ করা নিতান্ত কুরুচির পরিচয়। আমরাও শাস্ত্র-বাক্য হইতে পাঠ করি যে, বৈষ্ণবের নিন্দাকারী ব্যক্তির অধঃপতন ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গল নাই। শৈবযোগিগণ ত্যাগী বৈষ্ণবের মহিমা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তজ্জন্যই যে প্রকার বৈষ্ণবনিন্দা করিয়া বসে, তাহা উদাসীনগণ সর্ব্বতোভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন সত্য, কিন্তু তাহাতে সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হয়।

শাস্ত্র বলেন, যাহারা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ রৌরব-নরকে পতিত হয়। শৈবযোগিগণ এসকল কথা গোপন করিয়া যদি বৈষ্ণবের নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কোন দিনই মঙ্গলের আশা নাই। শৈব-যোগ-সাধনা ও ভক্তি-যোগ-সাধনা এক নহে। শৈব যোগিগণের মনস্তুষ্টির জন্য নিয়ামক পণ্ডিত মহাশয় বৈষ্ণব-গোস্বামি সজ্জায় যে সকল বৈষ্ণব-নিন্দার প্রশ্রয় দেন, তাহাও আমরা ভাল বিবেচনা করি না। ভগবান্ রুদ্র বা সুদর্শন কেহই বৈষ্ণবনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, এমন কি দুর্ব্বাসা ঋষি পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের কোপানলে একদিন ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন।

ঐ সভায় স্থির হইয়াছে যে, শৈবযোগিগণের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ও বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামীর সহিত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবানুগত মহাজনগণের কোনও সহানুভূতি রাখা উচিত নহে, যেহেতু তাঁহারা বৈষ্ণবনিন্দকের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই মধ্যে অশীতির অধিক বৈরাগী, মহান্ত, পূজারী, শাস্ত্রবিৎ, ব্রাহ্মণ, বাবাজী স্বাক্ষরিত এক ব্যবস্থাপত্রে ৫টি প্রশ্নের উত্তর লিপিয়াছেন।

সেই পঞ্চ প্রশ্নের মধ্যে লিখিত আছে যে, পণ্ডিত প্রাণ-গোপাল গোস্বামী মহাশয় জনৈক মুসলমানকে শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়া "সনাতন দাস" নাম প্রদান করিয়াছেন। উত্তরে স্বাক্ষরিত পত্রে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, পণ্ডিত প্রাণ-গোপালের ঐ ব্যবহার সম্পূর্ণ সদাচার-বিরুদ্ধ। মুসলমান-দেহে অবস্থান করাইয়া যদি গুরুর কার্য্য করাইয়া থাকেন এবং তাহাকে বিষ্ণুভক্তির উদ্দেশ্যে উন্নত করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ সদাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

যদি কেহ বৈষ্ণববিদ্বেষী 'ব্রাহ্মণ' নামধারীকে শিষ্য করিয়া তাহাকে বৈষ্ণবার্চ্চন শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে তাদৃশ গুরু ও শিষ্য উভয়ই 'বৈষ্ণব' নামের যোগ্য হন না। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, তখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে সবিশেষ নারায়ণের উপাসনায় পূজা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। ইহাকে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে "বৈষ্ণবতা" বলেন।

বৈষ্ণবের দিব্য জ্ঞানের উদয় না হইলে শৌক্রজন্মগত দোষ অপসারিত হয় না। ফলের দ্বারাই কারণের অনুমান বিচারে যিনি দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণবতা লাভ না করেন, তাঁহার দীক্ষাভিনয় বৃথা হইয়া যায়। তিনি কখনও 'বৈষ্ণব' হইতে পারেন না। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্বকে 'বৈষ্ণবতা' বলেন, তাঁহারা কোন দিনই 'বৈষ্ণব' হইতে পারেন না। ক্ষাত্র দোষ, বৈশ্যদোষ ও শূদ্রদোষ পরিমার্জ্জিত না হইলে বৈষ্ণবতার সম্ভাবনা নাই। আবার যেখানে সার্ব্বর্ণ স্মৃত্যোক্ত ব্রাহ্মণতাকে 'বৈষ্ণবতা' হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, সেখানেও 'বৈষ্ণব' অভিধানের কোন মূল্য নাই।

নিষিদ্ধনীর ছত্রিশ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সমাজের লোক তাহাদের নিজ নিজ সামাজিক বিধানকে যদি বৈষ্ণবতা মনে করে, তাহা হইলে উহাদিগকে কেহই 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকার করেন না। শৈবযোগিগণের পক্ষের নিয়ামক মহাশয় শৈব যোগীদিগকে তাহাদের শৈব-সমাজে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাই যদি বৈষ্ণবতা বলিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে মুসলমানকে 'মুসলমান' রাখিয়া দীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

মাষ্টার কৃষ্ণদাস মহান্ত আজ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় সংযোগী বৈষ্ণব-সমাজ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহারা বলেন যে, তিলি, মালী, তাম্বুলী, গোপ, নাপিত, গোছালী, কামার, কুমোর, পেটিনী—এই সব শাখ জাতির নিজ নিজ সামাজিক বৃত্তি যখন বৈষ্ণবতা নহে, তখন যাঁহারা একান্তভাবে সৎক্রিয়াসার দীপিকার পদ্ধতি অনুসারে সমাজ গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ন্যায় উক্ত নবশাখদিগকে বৈষ্ণব বলা যাইবে না। এমন কি, বৈদ্য, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণগণকেও একান্তভাবে হরিভক্তি আশ্রয় করিতে হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করিতে হইবে এবং তাঁহারা বৈষ্ণবদিগকে অসম্মান করিতে পারিবেন না।

যাঁহারা বিষ্ণুভক্তির কোনও সন্ধানই রাখেন না, এরূপ ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়া যে বৈষ্ণবাভিমান, তাহার মূল্য অতি অল্পই। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজারত হন, তাঁহাদের পারমার্থিক বিচার বৈষ্ণব-বিরোধী স্মার্ত্তের বিচারের অধীন হওয়া কখনই উচিত নহে। অন্ততঃ তাঁহারা বৈষ্ণবস্মৃতি শিরে ধারণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। নতুবা দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বৈষ্ণবতা খসিয়া পড়িবে।

বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তের তোসামোদ করিতে গিয়া যে সকল বৈষ্ণব বিপথগামী হন, তাঁহাদিগের অধিক মহিমা গান করিতে না পারিয়া আজ মঃ মঃ পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় আক্রমণের পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন।

বাবা ঠাকুরের সন্তান-সম্প্রদায়ও উঠিয়া পড়িয়া হিন্দুবাদের নামে কায়েস্থী বৈষ্ণবতা প্রচারে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 'মা গোঁসাই' বাড়ীর শিষ্য-সম্প্রদায় বিশ্বভূষণ ঘোষ মহাশয় স্বীয় মজুমদারীতে উদাসীন হইয়া যে বৈষ্ণব পরিচয় আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাতেও 'কায়েস্থী বৈষ্ণবতা' আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কবিরাজ সুরেন্দ্র গোস্বামীর ভাজন-ঘাটীয় অন্তরঙ্গণ বৈদ্য বৈষ্ণব বলিয়া লম্ফ ঝম্ফ করিলেও এই প্রকার দোষে দুষ্ট হইতেছেন।

যা'র যে জাত, সেই জাতের মাহাত্ম্যকে "বিষ্ণুভক্তি" বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় জন্মের, বর্ণের নিত্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক আধিভৌতিকী বিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। জাতির নিত্যত্ব স্বীকার করিলে ক্রমে যাঁহারও ব্রাহ্মণতার নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়। তর্করত্ন মহাশয়ের জাতিনিত্যতায় ইহাদের জাত্যন্তর খাঁ মহাশয়দিগের জাত্যন্তর হয় নাই, জানিতে হইবে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বর্ণান্তরিত হন নাই।

শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী ইহজন্মে যখন জাতি পরিবর্ত্তিত হওয়া-রূপ গোস্বামি-বিচার স্বীকার করেন না, তখন সুবর্ণবণিককুলে উদ্ভূত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয়কে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সহিত সমজ্ঞান করিতে যাইবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? সেই বিচার অবলম্বন করিলে জীবমাত্রের হরিভক্তি লাভ সম্ভবপর নয়। কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন, জীব-মাত্রেই বৈষ্ণব। তবে আচার-ভ্রষ্ট বৈষ্ণব আপনাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানে না এবং তাহাকেও কেহ 'বৈষ্ণব' বলিয়া গ্রহণ করে না।

'বৈষ্ণব' হইতে হইলে সদাচারী হইতেই হইবে। ব্রাহ্মণের সদাচার ও বৈষ্ণবের সদাচারের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তবে কর্ম্মনিষ্ঠা-প্রাবল্যে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণতা সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনাকে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মমর্য্যাদা স্থাপন করিতে ব্যস্ত হন।

বিষ্ণুভক্তই ব্রাহ্মণ, আর বিষ্ণুর গুরু সেবাধিকারের পূজক সম্প্রদায় বিকারী বস্তুর পূজা করায় নির্ব্বিকার ব্রাহ্মণ্য হইতে পার্থক্য লাভ করেন। উহাই বিষ্ণুভক্তি-রহিত ব্রাহ্মণের পাতিত্য। বিষ্ণুভক্তি থাকা কালে বৈষ্ণবকে স্বাধ্যায়-নিরত

করিয়া তাঁহার [illegible] পতিতপাবন গোস্বামি-গণের [illegible]। [illegible] স্মার্ত্তদিগকে [illegible] যে বর্ণব্রাহ্মণ-[illegible] অন্তর্ভুক্ত করিবার যত্ন করেন, [illegible] তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা [illegible]।

পণ্ডিত জীবের [illegible] সংকীর্ণ করিতে যত্ন-বিশিষ্ট [illegible] পণ্ডিত হন। শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] তাঁহার অন্তরঙ্গ-গণকে [illegible] বহন করিবার জন্য যে [illegible] তাঁহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে পাণ্ডিত্যেরই অভিজ্ঞতা বিষয়। আর কর্ম্মের কুহকে পড়িয়া তাঁহার অনন্যপরিবারভুক্তগণ স্মার্তসমাজে [illegible] চালাইবার জন্য যে [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন, উহার দ্বারা তাঁহাদিগকে শাক্তেয় মতবাদী ব্রাহ্মণগণ [illegible]দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা যদি আত্ম-মর্য্যাদা দর্শন করিয়া স্মার্তের কবল হইতে কোনও দিন নির্মুক্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে উহাদিগের সমাজ শ্রীমাধ্ব-ব্রাহ্মণ বা শ্রীরামানুজীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের ন্যায় একদিন উন্নত হইতে পারিবে—বর্ণ-ব্রাহ্মণগণের গ্লানি বিদূরিত হইবে।

আমরা সভাপতি গোস্বামী মহাশয়ের বৈষ্ণবের পক্ষ গ্রহণ করা এবং নির্ভীক ভাবে বৈষ্ণবের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। বৈষ্ণবাভ্যন্ত মহোদয়গণ [illegible] পরিবজ্জনাবাসমার তাঁহাদিগের পূজ্য পণ্ডিত প্রাণগোপাল-গোস্বামী ও পণ্ডিত [illegible] গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যেরূপ যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহা সামাজিক কলঙ্ক বিদূরিত হইবার আশার উহা জানিতে হইবে।

এই আশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রাচীন [illegible] [illegible] যে দিন গৌড়দেশবাসীর [illegible] পণ্ডিত হইবে, সেই [illegible] পরমার্থ-পথে [illegible] [illegible] নিজ নিজ অধিকার [illegible] কেবল [illegible] গৌড়ীয় [illegible] [illegible] আচার [illegible] বলিয়া যে দিন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই শুভ দিনের জন্য [illegible] প্রতীক্ষা করিতেছি।

"[illegible]প্রকাশ" [illegible] [illegible] একমাত্র পরম [illegible] [illegible] প্রেরককারী। [illegible] প্রকাশ[illegible] সামাজিক [illegible] আলোক প্রদান [illegible] জীবের [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] নিশাচরগণের [illegible] কারিয়া [illegible] প্রাচ্ছন্ন [illegible]

কথা [illegible] কথা না হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধে শুদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] আনন্দ বিধান করিবে।

প্রণব ও বেদাধিকার

সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্ম জীবগণ [illegible] মনোধর্ম্মোত্থ বিচার-মূলে শাস্ত্রের [illegible] উদ্ধৃতি করিতে গিয়া নানা [illegible] দোষপরিপূর্ণ সিদ্ধান্তের আবাহ করেন। শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-গ্রহণে লৌক-[illegible] একমাত্র প্রশস্ত না জানিয়া [illegible] নিজ নিজ আধ্যাত্মিক [illegible] যথেষ্ট বহুমানন করিতে যান, [illegible] তাঁহারা নানা নিরর্থক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মানব সমাজে এক ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। [illegible] [illegible] পূর্ব্বক অধোক্ষজ জ্ঞান-[illegible] সত্যানুসন্ধিৎসু হইবার পক্ষে [illegible] বহুবর্তী না হওয়ার সত্য আমাদের নিকট হইতে ক্রমেই বহু দূরে অবস্থান করিতেছেন, অথচ নিজেকে সত্য বলিয়া প্রচার করিবার যথেষ্ট সাহস [illegible]। এমন লোক খুবই কম দেখা যাইতেছে, যিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে [illegible] বিশুদ্ধ শ্রৌত-পন্থা [illegible] শব্দ নিরস্ত-কুহক [illegible] সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হইতে [illegible]। নিজের মনগড়া বিচারটী লোক-সমাজে প্রচার-দ্বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহই হইয়াছে বর্ত্তমান মনোধর্ম্মিগণের একটী প্রধান কার্য্য। [illegible] লোকের [illegible] অভিধা বা রূঢ়ি অর্থেও লক্ষণা আরোপ-দ্বারা শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বিকৃত করা হইতেছে।

বর্ত্তমানে দেখিতেছি, কতকগুলি বেদাধ্যয়ন-শূন্য বা অনুমিমানী [illegible] বেদ-তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণব্রুব [illegible] ব্রহ্মণ্যগর্ব্বে স্ফীত করাইয়া ব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণের প্রণব ও বেদো[illegible] অধিকার থাকিতে বা কোন [illegible] হইতে পারে না। [illegible] আমরাই একমাত্র প্রণব বেদো-চ্চারণে অধিকারী, সুতরাং আমাদের [illegible] অন্য কাহারও ভাগ বসাইবার অধিকার নাই ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আস্ফা-লন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেতর বর্ণগণও [illegible] আচার-বিচার-শূন্য ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বলেন, আমরাই বা এমন কি দোষ করিলাম যে [illegible] বেদে অধিকার পাইব না? আমরাও [illegible] ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কোন [illegible] না [illegible] প্রণব ও বেদাধি-কার [illegible] হইবে। এইরূপে দুই-দলে অধিকার [illegible] বাদ বিসম্বাদ চলি-

য়াছে। ব্রাহ্মণেতর জাতিও জোর করিয়া ব্রাহ্মণাধিকার পাইবার জন্য ব্যস্ত। ব্রাহ্মণব্রুবগণও শেষে আর কিছু না পাইয়া শুক্রশোণিতের দোহাই দিয়া কোন-গতিকে তাঁহাদের পৈতৃক সম্মানটী বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট—মোটকথা সকলেই অনধিকার-চর্চ্চায় নিযুক্ত, সাধুশাস্ত্র-সম্মত ব্রাহ্মণতার কেহই পক্ষপাতী নহেন।

জগৎ ব্যবহার-রসে মত্ত হইয়া পরমার্থ-চেষ্টা-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাই পার-মার্থিক কোন কথায় তাহার আদর দেখা যায় না। যদি পারমার্থিক ব্যাপারে জগজ্জীবের আদর থাকিত, তাহা হইলে সকলেই জীব মাত্রেরই হরিভজন-যোগ্যতা আছে জানিয়া "নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥" এই উদার বিচারের পক্ষপাতী হইতেন। জগতে ভক্তেরই সম্মান থাকিত, অভক্তগণও ক্রমে ভক্তসঙ্গক্রমে ভক্ত হইবার চেষ্টা করিত। লৌকিক বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকা পর্য্যন্ত জীব কখনও পরমার্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। 'আমি কৃষ্ণদাসানুদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপের বৃত্তি, জীবের উপনয়নসংস্কারের পূর্ব্বীকৃত সুকৃতিবলে এই স্বরূপ-বৃত্তির উন্মেষক্রমে সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষাদি লাভ হয়। সদ্গুরুপাদপদ্মে কৃষ্ণদীক্ষ শ্রীব্রহ্মণ্যদেবের সেবা পরায়ণ জীবই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য সাধনোপযোগিতাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের চরমোৎ-কর্ষতাস্বরূপ ভগবদ্‌জ্ঞানসাধপূর্ব্বক স্ব-স্বরূপ বৈষ্ণবতা প্রাপ্ত হন। যে সকল ব্রাহ্মণ কেবল জাতিমাত্রে সিদ্ধ হইতে চাহেন এবং 'আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাকার অভিমান-যুক্ত হন, তাঁহারা ব্যবহারিক ব্রাহ্মণমাত্র, সামাজিক-কর্ম্মাদি-প্রতিপাদক বেদেই তাঁহাদের অধিকার। কিন্তু ভগবদ্‌-ভজন-প্রয়াসী সদ্গুরুপাদপদ্মে কৃষ্ণদীক্ষ পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণের তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদে অধিকার। যে বর্ণ হইতেই উদ্ভূত হউন্ না কেন, শুদ্ধ-বৈষ্ণব তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। যথা বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২১)—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

—বুদ্ধিমান ব্রহ্মপুরুষ ভগবদ্বর্গকে বিশেষরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রেমভক্তি করিবেন।

পুনশ্চ (বৃহদাঃ ৩।৮।১০)—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

—হে গার্গি, এই অচ্যুতকে না

জানিয়া যিনি এই লোক হইতে চলিয়া যান, তিনি অত্যন্ত দীন বা শূদ্র।

"অথ য এতদক্ষরং বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥"

—আর যিনি এই অচ্যুত পুরুষকে জানিয়া এই সংসার হইতে প্রস্থান করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে।
বেদপাঠী ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

—মাতৃকুক্ষি হইতে জন্ম লাভ করিয়াই দ্বিজোচিত লাভ করা যায় না। উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট হইতে সাবিত্র্য-সংস্কার লাভ না করা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-বটুর শ্রবণ যজ্ঞাধিকার নাই। সংস্কৃত হইয়া যে বিপ্র বেদাধ্যয়ন-শীলতা-ক্রমে বেদতাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মনু বলিয়া-ছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে দ্বিজ উপনয়নান্তর বেদ পাঠ না করিয়া অন্যশাস্ত্রে শ্রম করেন, তিনি এই জীবিত কাল মধ্যেই সবংশে অতি শীঘ্র শূদ্রত্ব লাভ করেন।

আর [illegible] শূদ্রের প্রণব ও বেদোচ্চারণে অধিকার নাই বলিতে [illegible] শূদ্র বলিতে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া থাকেন? দ্বিজ বলিতেও কি এক ব্রাহ্মণ উদ্দিষ্ট? না ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকেন? ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ কি তাঁহাদের মতে শূদ্রের অন্তর্ভুক্ত? তাঁহারা কি কেবল জাতি-মাত্রে ব্রাহ্মণতাবাদী? শাস্ত্রে শুক্রশোণিত পারম্পর্য্যানুসারেই কি কেবল বর্ণ নিরূপণের ব্যবস্থা আছে? গুণ বিচারের কি কোন কথাই স্মার্ত্তগণের আলোচ্য বিষয় হইবে না? শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, মহাভারত, হরিভক্তিবিলাস-সমুচ্চয়, বিষ্ণুযামল, নারদ-পঞ্চরাত্র, আগম-প্রামাণ্য, পদ্মপুরাণ, বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র কি শৌক্রবংশ-পারম্পর্য্য বর্ণ নিরূপণের কোন ব্যবস্থা দিয়াছেন? শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের যে সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা কি কেবল শাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ থাকিবে? কার্য্যক্ষেত্রে কি তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইবে না?

শাস্ত্র স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধু—কাহাকেও বেদশ্রবণাধিকার দেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৪।২৫) বলিতেছেন—

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

স্ত্রী, শূদ্র ও সাবিত্রী-পতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের বেদ-

মন্ত্রের শ্রবণে অধিকার নাই। "দ্বিজবন্ধু নাং" শব্দের টীকায় শ্রীল স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ত্রৈবর্ণিকেষু অধমাঃ তেষাম্।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের মধ্যে যাহারা অধম, তাহারাই 'দ্বিজবন্ধু'। বিপ্রাচারবর্জিত নিন্দাকর্ম্মকারী কেবল জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণই ব্রহ্মবন্ধু।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন—

"অস্মৎ কুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি।" এই শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য—"হে সৌম্য অননূচ্য অনধীত্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ।"

অতএব শাস্ত্রবিচারানুসারে কলিযুগের কয়টি ব্রাহ্মণ আপনাকে প্রণব ও বেদাধিকারী বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারেন? বিষ্ণুযামল তাই বলিয়াছেন যে—"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধিন শ্রোতবর্ত্মনা॥" অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাবিধান ব্যতীত কলিসম্ভূত অশুদ্ধ শূদ্রসদৃশ ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধি নাই। সুতরাং জীব, শূদ্রত্ব, ব্রহ্মবন্ধ্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক "গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসোঽহম্" স্বরূপাভিমানে সদ্গুরুপাদপদ্মে লব্ধদীক্ষ হইয়া গুরুপারম্পর্য্য ভজনমুদ্রা স্বীকার করাই সাধুশাস্ত্রসম্মত পন্থা। জীব, শূদ্রত্ব ব্রহ্মবন্ধ্বাভিমান পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রবল রাখিয়া প্রণব ও বেদোচ্চারণের স্পর্দ্ধাকে অনধিকার চর্চ্চা ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ।" শমাদি গুণোপেত না হইয়া কেবল জাতিবিচার-বলে বেদাধিকার লাভ কোন্ শাস্ত্রমতে সিদ্ধ হইতেছে? শ্রীমহাভারত বলিয়াছেন, "নীচজাতিকুলোদ্ভবঃ শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ" অর্থাৎ নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধানে দীক্ষিত হইলে বাজসনেয়ি শাখান্তর্গত কাত্যায়নাদি গৃহ্যসূত্রাবলম্বনে বিপ্রত্ব সংস্কার লাভ করেন এবং গুরুর অনুগত্যে প্রণব ও বেদোচ্চারণে অধিকারী হন। শ্রীমহাভারত স্পষ্টই বলিয়াছেন—"ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥ সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥ এতদ্বৈ গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ। ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাদ্ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ॥" (মহাভাঃ অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়)—"জন্ম, সংস্কার বেদাধ্যয়ন ও সন্ততি দ্বিজত্বের কারণ নহে। বৃত্তই একমাত্র কারণ। স্বভাবক্রমেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ বিধান হইয়া থাকে। শূদ্রও ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অবস্থিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। যে প্রকারে শৌক্র শূদ্র ব্রাহ্মণ হন এবং শৌক্র ব্রাহ্মণ যে প্রকারে ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করে, সেই গোপনীয় কথা তোমার নিকট বলিলাম।"

সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের এই সকল সিদ্ধান্তে শৌক্র-ব্রাহ্মণগণ মাৎসর্য্যানলে দগ্ধ হওয়া ছাড়া আর কি করিতে পারেন? শূদ্রকুলোদ্ভূত পরমার্থ-প্রয়াসী সজ্জন আগম সম্পন্ন হইলেও প্রণব ও বেদাধিকার পাইবেন না—ইহা অত্যন্ত অবৈষ্ণব মৎসর স্মার্ত্তকুলেরই অভিমত। অবশ্য আমরা অদীক্ষিত শূদ্রের কা কথা, শৌক্র ব্রাহ্মণেরও বেদাধিকার স্বীকার করি না। আবার অবৈষ্ণব অসদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত ব্যক্তি মানীও বেদাধিকার থাকিতে পারে না। কেন না শাস্ত্র বলেন,—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্-
গুরোঃ॥"

প্রণব ও বেদকে যদি ইতর লোকমাত্র কোন প্রাকৃত শব্দ-বিশেষ মনে করা যায়, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণে আর বাধা কি থাকে; কিন্তু তাহা নহে বলিয়াই যত গোল বাধে। যদি কাহারও উহাতে সত্য সত্য অধিকার পাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে জাগতিক যাবতীয় অভিজ্ঞানরাশি বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুপদাম্বুজে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষাদি গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে উপদেশ দিতেছেন—

গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥

ভগবদ্বিজ্ঞানভিজ্ঞতাই মূর্খতা বা শূদ্রত্ব, গুরুদেবের অহৈতুকী-কৃপা-প্রভাবেই জীবের এই মূর্খতা বা শূদ্রতা দূর হইয়া কৃষ্ণভজনযোগ্যতারূপ ব্রাহ্মণতা লাভ হয়। কৃষ্ণভজন-প্রয়াসী লব্ধদীক্ষ পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-সজ্জনই বেদ-মন্ত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনে সমর্থ। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণগণ ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত-বাক্যাবলীতে মুগ্ধ হইয়া অনুষ্ঠানমাত্র হন মাত্র; তাহাতে তাঁহাদের হয় আয়ুঃ পুণ্য, না হয় আত্মবিনাশ লাভ হয়। উহাকে বেদাধিকার লাভ বলে না। কৃষ্ণভজননিষ্ঠ ভক্তই যথার্থ বেদাস্ত্রাধিকার লাভে সমর্থ। কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি-
বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্ত-
মোত্তমঃ॥

নারদীয় পুরাণেও বলিতেছেন,—

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো
দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো দ্বিজশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥

অতএব চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভুক্ত যে কোন বর্ণীভূক্ত ব্যক্তিই হউন না কেন, তিনি যদি নিষ্কপটে বিষ্ণু-ভক্তি-লাভেচ্ছু হন, তাহা হইলে উঁহারই একমাত্র বেদাস্ত্রাধিকার বর্ত্তমান! অভক্ত ব্রাহ্মণাদির বেদাধিকার লাভের কথা দূরে থাকৃ, অসৎসঙ্গ বিধায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

পরিমুণ্ডা নৃত্য.

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বাসুদেব গোস্বামী)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলে রথ যাত্রা সমাগত-প্রায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পুরীতে উপস্থিতির দিনে নরেন্দ্র সরোবরে শ্রীগোবিন্দ দেবের জলকেলি-উৎসব সংঘটিত হয়। ইহার পর কয়েক দিবস পরে, মহাপ্রভু একদিন প্রাতে শ্রীজগন্নাথ দেবের শয্যোত্থান লীলা দর্শনে গেলেন। যাইয়াই অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত, সত্যরাজ খান ও নরহরি এই সাত জন দ্বারা সাত সম্প্রদায় গঠন করিয়া বেড়াসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু যুগপৎ সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করেন। ভক্তগণ সকলেই ভাবেন—প্রভু আমার সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেছেন।

এখানে তর্কনিষ্ঠ নাস্তিকগণ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করেন—"মহাপ্রভুর ভক্তগণ যদি নিষ্কপট, তবে এরূপ স্বার্থপর অলৌকিক ধারণা উপস্থিত হইল কেন?" উত্তর—একমাত্র স্বার্থগতি-মহাপ্রভু। তাঁহাকে লাভ করিবার ও তাঁহার শ্রীতুষ্টিসাধন লালসাই প্রত্যেক ভক্ত জনের স্বাভাবিক প্রীতির ধর্ম্ম, এখানে নিজেন্দ্রিয়-তোষণপর অপস্বার্থ না থাকায় কে কতটুকু স্বীয় প্রভুর সেবা করিতে পারেন ও প্রভু তাহার সেবা কতটুকু গ্রহণ করিলেন, ইহাই প্রভুসেবকের সেবাগ্রহ। ঐ আগ্রহে মাৎসর্য্য-চণ্ডালীর স্থান নাই; শুধু আছে প্রভুর শ্রীতুষ্টিসাধনে ভৃত্যের অধীর চেষ্টা।

সংকীর্ত্তন-কোলাহল আকাশ ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত উত্থিত হইল সব জগন্নাথ-বাসী নর্ত্তন-কীর্ত্তন দর্শনে উপস্থিত। আনন্দ দেখে কে! মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও মহারাণীগণ দূরে থাকিয়া দর্শন করিতেছেন! কীর্ত্তন-আবেশে পৃথিবী টল মল করে, সব্ব লোক হরিধ্বনি করিতেছে। সাত দিকে সাত-সম্প্রদায় গায় বাজায়, বেড়া কীর্ত্তনে অদ্ভুত। মহাপ্রভু প্রেমাবেশে সাত-সম্প্রদায়ে নৃত্য করেন, আর "জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ" এই উড়িয়া পদ গাহিবার জন্য স্বরূপ দামোদরকে আদেশ করিলেন।

শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের মধ্যে একটী বৃহৎগৃহকে জগমোহন বলে। তাহারা একদিকে (একান্তে) গরুড় স্তম্ভ আছে। সেই জগমোহনের যেস্থানে ভক্তগণ নৃত্য করেন, তাহাকে পরিমণ্ডল বলে; পরিমণ্ডলের উৎকল-দেশীয় অপভ্রংশ "পরিমুণ্ডা"। "জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ" উড়িয়া পদটী এস্থলে সম্পূর্ণ না দেওয়ায় ভাব স্পষ্ট হয় না; এরূপ পদ প্রকৃতে উৎকলে প্রসিদ্ধ নাই; অবশ্যই কোন বিশেষ ভাবেরই সংকেত।

মহাপ্রভু স্বরূপের গান শ্রবণে ভাবে পুলকিত হইয়া "প্রেম রোম কম্প প্রস্বেদ অশ্রুদ্গম। "জ জ" "গ গ" গদ্গদ বচন॥ (চৈতন্যচরিতামৃত) মহাপ্রভুর এরূপ অবস্থা দর্শনে নিত্যানন্দপ্রভু কোন উপায় অবলম্বনে সকলের কীর্ত্তন বন্ধ করাইয়া দিলেন। প্রধান প্রধান সম্প্রদায় স্বরূপের সঙ্গে মন্দ মন্দ স্বরে গাহিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও ভক্তগণের সঙ্গ ছাড়িলা কীর্ত্তন সমাপ্তির পর সকল ভক্ত-সহ সমুদ্র-স্নানে গেলেন।

প্রেরিত পত্র

সজ্জনতোষণ শ্রীযুক্ত নদীয়া প্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, আপনারা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ বৈকুণ্ঠবার্ত্তার প্রচার দ্বারা আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত জীবগণকেও আত্মমঙ্গলপথে নিরন্তর ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রদানার্থ সমুৎসুক। কিন্তু আমাদের ন্যায় অনেক দরিদ্রের পক্ষে নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়মিত সংগ্রহ করা কঠিন। তাই, আজ একটী বিষয়ে আপনাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের পারমার্থিক অংশ সংগ্রহ করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক, কারণ তাহা পাঠ করিয়া আমরা প্রচুর লাভবান হইতেছি।

মফঃস্বলে দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রেরণার্থ প্রতিদিনের ডাকাদি ব্যয় এক বৎসরে ১২ একটাকা হয়। সপ্তাহে ৬ দিন দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হন, সুতরাং বৎসরে নদীয়া-প্রকাশের ডাকমাশুলাদির বাবদ ৬. ৬৯ টাকা পড়িয়া যায়। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের আকারে বৎসরে কেবল ডাক ১০ টাকা সমাগত হয়। এর স্থানে আমার প্রস্তাব এই যে, যদি আপনারা মফঃস্বলের দরিদ্র গ্রাহকগণের জন্য সোম, মঙ্গল ও বুধবারের প্রকাশত্রয় একসঙ্গে প্রেরণ করেন এবং বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারের প্রকাশত্রয় এক সঙ্গে রবিবারে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমাদের বৎসরে ২ টাকা ডাক-ব্যয় দিলেই নদীয়া প্রকাশ পাঠ করিতে পারি; অতিরিক্ত ৪ চারি টাকা ডাক-ব্যয় আর লাগে না। অথবা মফঃস্বলের অসমর্থ গ্রাহকগণের জন্য নদীয়া প্রকাশের সাপ্তাহিক একটী ঐচ্ছিক সংস্করণ প্রকাশ করিলে, তাঁহারা প্রকাশের ডাক ৯ নয়টাকা নির্দিষ্ট ভিক্ষার ফলে আমরা সাপ্তাহিক সংস্করণ ডাক ৫ পাঁচ টাকা বার্ষিক ভিক্ষায় উহা পাইতে পারি। অতএব ৪ চারি টাকা কম হইলে, আমার ন্যায় অনেক অসমর্থ গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ সংগ্রহ করিতে পারেন এবং উহা পাঠ করিয়া প্রচুর লাভবান হইতে পারেন। আশা করি, আমার এই নিবেদনটী নদীয়া প্রকাশের কর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে বঞ্চিত হইবে না।

বিনয়াবনত নিবেদক—
শ্রীআশুতোষ দাসাধিকারী

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

নন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০।

দশম স্কন্দ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থমালা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৵
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৴
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২..

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৸০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcua

VAISHN[illegible] REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ই আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধসমূহে বৃত্ত-বিচারদ্বারাই বর্ণনিরূপণই যে বেদবেদান্তেতিহাসপুরাণাদি সাত্বত শাস্ত্র-বিধান ; জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন ও সন্ততি দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ ; শূদ্রও ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অবস্থিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন ইত্যাদি বিষয়-সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। "দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্"—এই ভক্তিসাগরোক্ত বচনের শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকৃত "নৃণাং—সর্ব্বেষামেব, দ্বিজত্বং—বিপ্রতা"—এই দিগ্‌দর্শনী টীকা, "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং"—এই ভাগবতীয় বচনের শ্রীধর স্বামিকৃত "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ"—এই ভাবার্থদীপিকা টীকা, শ্রীমন্মহাভারতোক্ত—'শূদ্রোঽপ্যাগম-সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ', "দ্বিজত্বে বৃত্তমেব তু কারণম্" "শূদ্রে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিগচ্ছতি" প্রভৃতি বচন, মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০।২৩-২৬ শ্লোকের শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽ কামাচারে এব"—এই নীলকণ্ঠ টীকা ; "আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রে হনার্জ্জবলক্ষণঃ। গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ ॥"—এই সামসংহিতা-বাক্য প্রভৃতি রাশি রাশি শাস্ত্রবচন আমরা প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধার করিয়া মনুষ্যমাত্রেরই হরিভজন-যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছি। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি ॥"—এই ভাগবতীয় বাক্য আমাদের প্রচার্য্য-বিষয় হওয়ায় কৃষ্ণভজনবৈমুখ্যাচরণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পঞ্চোপাসকী স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ের সহিত অতি স্থূলতম শুক্রশোণিত-বিচার লইয়া সুদুর্লভ পরমার্থপ্রদ মনুষ্যজীবন অতিবাহিত করা আমাদের আদৌ অভীপ্সিত বিষয় নহে। হরিভজনের কথা ছাড়িয়া যাঁহারা কেবল শুক্রশোণিতজন্য ত্রিধাতুক রূপের শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠত্ব বিচার লইয়া প্রমত্ত থাকিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও নিরীহ জীবকুল যাহাতে মৎসর অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চাতুরী বুঝিতে অসমর্থ হইয়া শেষে কৃষ্ণভজনচেষ্টাই ছাড়িয়া না দেয়, এইজন্য তাহাদিগকে ভজনোৎসাহপ্রদানোদ্দেশ্যেই আমাদের এই সকল বিচারের অবতারণা। সারগ্রাহি-সজ্জনবৃন্দ ব্যতীত এ সকল আলোচনার সারবত্তা অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমাদিগকে রক্তমাংসের বিচারপর জ্ঞানে প্রান্ত হইবেন। কিন্তু সারগ্রাহিগণ বুঝিয়া থাকেন—বৃত্তবিচারাবলম্বনে স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া কম্মজড়স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণব্রুবপ্রমুখ আধিক জগৎ যে আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক এ জগতের কুলোদ্ভূত পরমার্থ-প্রয়াসি ভাগ্যবান্ জীবকুলকে তাঁহাদের সাধু-শাস্ত্র-সম্মত ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন, পারমার্থিক জগৎ আদর্শ সারসম্প্রদায় প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত ঘৃণার সহিতই গর্হণ করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের পরমার্থ। কৃষ্ণপ্রীতি-অর্জ্জনে জীবমাত্রেরই সমান অধিকার বর্ত্তমান। ত্রিধাতুক রূপে আত্মবুদ্ধি করিয়া কৃষ্ণোন্মুখতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে প্রবৃত্ত হওয়াতেই জীবের ভয়-শোক-মোহাদিরূপ বা শূদ্রতা আসিয়া পড়িয়াছে। সাধুশাস্ত্র-গুরুকৃপাবলে জীব যে কোন সময়ে সেই শূদ্রত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্বরূপোপলব্ধি-ক্রমে কৃষ্ণপ্রীতি লাভের জন্য চেষ্টান্বিত হইতে পারেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—এই বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রপত্তি লাভের অধিকার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রীতি অন্যাপেক্ষারহিত হওয়ায় তৎপ্রাপ্তিপথে মাংসশুক্রপুরীষঘটিত কোন প্রাকৃত বিচারের অবকাশ বা বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তকে প্রাকৃত বর্ণবিচারাপেক্ষাযুক্ত করিয়া ভক্তের জাতি-কুল-বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং "অবর বর্ণজ সদ্দীক্ষ ভক্তের প্রণবোচ্চারণ ও বেদ শ্রবণকীর্ত্তনে অধিকার নাই, উক্ত অধিকার লাভের জন্য পুনরায় শৌক্র ব্রাহ্মণ-জন্মান্তরাপেক্ষা করিতে হইবে" ইত্যাকার বিচার করেন, তাঁহারা ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব না প্রাকৃতপ্রাকৃত পাপনাশের বিচার অজ্ঞাত করিয়া ভক্তদেবীর চরণে অপরাধই সঞ্চয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিষ্ণুদীক্ষা-মন্ত্র-প্রভাবে যে জীবের যাবতীয় পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিষ্ণুযামলোক্ত দীক্ষামাহাত্ম্য অস্বীকার করায় শূদ্রকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার পূর্ব্বক মন্ত্রদানকারী বিষ্ণুর মতে পাতিত্যযুক্ত এবং ব্রাহ্মণপদ বলিয়া কথিত হন। শূদ্রযাজী যে সকল ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিব্রুব অধুনা কেহ অদ্বৈতসন্তান, কেহ নিত্যানন্দ-সন্তান প্রভৃতি বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহারা কেন অস্পৃশ্যতোয় বর্ণ-ব্রাহ্মণরূপে সংজ্ঞিত হইবেন না, তাহার শাস্ত্র-সম্মত ও যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ আমরা তাঁহাদের নিকট চাই। 'বর্ণব্রাহ্মণের জল যাহারা পান করে, তাহারাও পতিত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয়।

বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত স্কন্দপুরাণবচনে দীক্ষিত মানব মাত্রেরই শালগ্রামশিলার্চ্চনাধিকার দেখা যায়,—

(১) এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রাম-শিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ ॥

—অতএব যদি যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবৎপূজাপর হন, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি স্ত্রী, কি শূদ্র সকলেই শালগ্রাম-শিলাত্মক ভগবানের পূজা করিবেন।

শ্রীস্কন্দপুরাণের অন্যত্র শ্রীচাতুর্ম্মাস্যব্রতে শালগ্রাম শিলার্চ্চা-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

(২) "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণা-মথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন ॥"

—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইঁহাদের শালগ্রামার্চ্চনে অধিকার আছে। শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে তাঁহারও অধিকার আছে। অন্য অবৈষ্ণবগণের অধিকার নাই।

এই শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—(১) শালগ্রাম-শিলাত্মক ভগবৎপূজায় জীবমাত্রেরই অধিকার আছে। দ্বিজ বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণ বুঝিতে হইবে। যদি বল, শ্রীভগবান্ নাকি বলিয়াছেন—"আমি শুচি হউক, অশুচি হউক কেবল মাত্র জাতিব্রাহ্মণগণেরই পূজ্য, অশূদ্রের করসংস্পর্শ আমার পক্ষে বজ্রপাত-সম হইয়া থাকে।" তাহাতে বলা হইয়াছে—ভগবৎপরৈরিতি যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎ-পূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ অর্থাৎ যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবৎপূজাপর সচ্ছূদ্রগণ আমার পূজা করিতে পারেন।

(২) 'সচ্ছূদ্রাণাম্' বলিতে শূদ্রকুলোৎপন্ন সদ্দীক্ষ বৈষ্ণবের এবং 'অন্যেষাং' বলিতে অসৎ বা অবৈষ্ণবগণের কথা বুঝিতে হইবে।

বায়ুপুরাণে শূদ্রের কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—অযাচক হইবে, প্রচুর দান করিবে, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কায়কর্ম্ম করিবে এবং নিত্য পূজা প্রণাম করিবে। এরূপ হইলে শালগ্রাম শিলা পূজা করিতে পারিবে। এই মহাপুরাণের বচনের সহিত 'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং' এই বচনের বিরোধ লক্ষিত হওয়ায় শূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব শালগ্রাম অর্চ্চন করিতে পারিবে না—এ বিচার কতকগুলি মৎসর স্মার্ত্তকল্পনা মাত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর যদি উক্ত বচনের প্রামাণিকতা স্বীকার করিতেই হয়, তাহা হইলেও জানিতে হইবে—অদীক্ষিত স্ত্রী শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রাম-পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু গুরু-দীক্ষিত স্ত্রীশূদ্রাদির সম্বন্ধে পূজাধিকারই ব্যবস্থিত হইয়াছে।

যেহেতু শূদ্র কিম্বা অন্ত্যজের মধ্যে যাঁহারা একান্ত সাধনপর সজ্জন বৈষ্ণব, তাঁহারা কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত হইতে পারেন না। নারদীয় পুরাণ বলিয়াছেন—হে মহীপাল, চণ্ডালও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইলে দ্বিজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। ইতিহাস-সমুচ্চয়ে উক্ত হইয়াছে—ভগবদ্ভক্ত যদি চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত শূদ্র অথবা চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত অন্ত্যজ ব্যাধ কিম্বা চণ্ডালকুলোদ্ভূতও হন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে তত্তজ্জাতি-সামান্য-রূপে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও ভগবদ্ভক্ত হইলে তাঁহাকে শূদ্র বলা যাইবে না। কেবল যাহারা জনার্দ্দনে ভক্তিশূন্য, তাহারা যে কোন বর্ণই হউক না কেন, তাহাদিগকেই শূদ্র বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবে শূদ্রাদিরও বিপ্রসাম্য সিদ্ধ। পূর্ব্বে দীক্ষামাহাত্ম্য বর্ণনকালে "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং ॥" এই শ্লোকে এ বিষয় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে—দেবহূতি 'যন্নামধেয়' ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন—"হে ভগবন্ কুক্কুরভোজী অন্ত্যজকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন। আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই।" অতএব বিপ্র সহ বৈষ্ণবের একত্র গণনা। * * চতুর্থ স্কন্ধে পৃথুমহারাজবর্ণনে উক্ত হইয়াছে—"পৃথুমহারাজ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ডধারী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল।—কেবলমাত্র ঋষিকুল ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই।"—ভাঃ ৪।২১।১২।

আরও বলিয়াছেন—'মহাসম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণকুলের তেজ যেন তিরোহিত, ক্ষমা এবং বিদ্যা-দ্বারা স্বয়ংপ্রকাশমান পাপময় ব্রাহ্মণকুলে এবং অচ্যুত শ্রীবিষ্ণুই যাঁহাদের একমাত্র পরদেবতা, সেই বৈষ্ণবকুলে কদাপি প্রভাব বিস্তার না করে।'" —ভাঃ ৪।২১।৩৭। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু স্থানে বৈষ্ণবগণের ব্রাহ্মণগণের সহিত সাম্য সিদ্ধ হইয়াছে। আবার বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদিত্যাদি বচন দ্বারায় অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণাপেক্ষা নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের

শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। (অতএব লব্ধদীক্ষ বৈষ্ণবের শিলাপূজায় অধিকারে তিনি যে অবৈষ্ণব বিপ্রের সমান—ইহা বুঝিতে হইবে না।)

"... সুতরাং ভগবৎপূজা-পরায়ণ সকলের পক্ষেই যে শ্রীশালগ্রাম সংপূজ্য, তাহা সুস্পষ্ট বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রিয়ব্রত-নারদ-সংবাদে শ্রীশালগ্রামশিলা-মাহাত্ম্যকথা উক্ত হইয়াছে। এই আচারে সর্ব্বদেশে বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে বিবর্ণ ... পারিপাটিক হইতে দেখা যায়। বৈষ্ণবগণের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠাদিতে অধিকার আছে। সুতরাং গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষ ভগবদ্ভক্তগণ পক্ষে ... কোন বিধি-নিষেধ নাই। কেননা তাঁহারা দেব, ঋষি, ভূত, আপ্ত, নৃ ও পিতৃগণের ঋণী নহেন। কর্ম্মপরিত্যাগজনিত তাঁহাদের কোন দোষ ঘটিতে পারে না। যেহেতু 'যতদিন পর্য্যন্ত ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে।'

স্কন্দপুরাণের অক্রূরোক্তি উক্ত হইয়াছে—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ
ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং
পদমিতি॥"

অতঃপর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ স্পষ্টই বলিতেছেন—

অতোনিষেধকং যদ্যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

অতএব স্ত্রীশূদ্রাদির শালগ্রাম শিলা-পূজা বিষয়ে "ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকর-সংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥", "প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রাম-শিলার্চ্চনাৎ। ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥"—প্রভৃতি যে সকল নিষেধ-বাক্য স্পষ্ট শ্রবণ করা যায়, তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ঐ সকল নিষেধ বচন বৈষ্ণবদিগের নিমিত্ত নহে অর্থাৎ অবৈষ্ণব শূদ্রাদিরই পক্ষে।

"অবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রাদ্যৈঃ শালগ্রামশিলাস্তবৎ।" অতএব বৈষ্ণবমাত্র সকলেই প্রাণের ন্যায় শালগ্রাম শিলা ধারণ করিবেন। (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৫।২২৩-২২৬)।

সুতরাং পাঞ্চরাত্রমতে লব্ধদীক্ষ বৈষ্ণবের জাতিকুলাদি বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়াই দীক্ষিত শিষ্যমাত্রকেই প্রণবোচ্চারণ ও বেদ-পাঠাধিকার প্রদান করিয়াছেন। তবে অদীক্ষিত শূদ্রের সংস্কারাভাব-হেতু শূদ্র-স্বভাব-প্রাবল্যে তাঁহার বেদাদিতে অধিকার হইতে পারে না। অসংস্কৃত অবস্থায় প্রণবোচ্চারণ, বেদপাঠ বা শালগ্রাম-শিলার্চ্চনাদিতে অধিকার দিতে গেলে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন-জনিত অপরাধ স্পর্শ করিবে। অধিকার দাতারও দোষ ... বিচার নিজে অনুষ্ঠান না করিলে অপরাধ

বর্ত্তমান জগৎ

(শ্রীপাদ ভক্তিচ্ছিন্ন দাস্যাধিকারী বি, এ)

বর্ত্তমান জগতের বহু লোক জীব-সেবা-কার্য্য লইয়া ব্যস্ত। তাঁহাদের মতে জীবে দয়া খুব মহৎ কার্য্য। বর্ত্তমান সময়ে কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই "জীবে দয়া" করিবার উদ্দেশ্য লইয়া নানা স্থানে সভা সমিতি সংগঠনে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জীবে দয়া করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের সাময়িক দুঃখ দূর করিবার বুদ্ধি ক্ষুধাতুরকে অন্নদানে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দানে, রোগীকে ঔষধ পথ্যে পর্য্যবসিত। এই প্রকার কিছু দান করা হইলেই তাঁহারা জীবে দয়া করা হইল মনে করিতেছেন ও এই প্রকার অস্থায়ী দয়ার উদাহরণ স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে ব্যগ্র। একটুকু ধীরভাবে বিচার করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, জীবের ক্লেশের মূল উৎপাটন করিতে না পারিলে প্রকৃত জীবে দয়া হয় না। যাঁহারা মহাত্মা ও দূরদর্শী জীবের প্রতি সাময়িক দয়া প্রদর্শন করেন না, তাঁহারা জীবের সার্ব্বত্রিক ক্লেশের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করেন ও জীবকে নিত্য মঙ্গলের পথে চালিত করেন।

জীব মাত্রই আত্মা। যে দেহ দ্বারা ভোগ করা যায়, যে মন দিয়া চিন্তা করা যায়, যে বুদ্ধি দিয়া বিচার করা যায়, সে সকল 'জীব' নহে। কারণ দেহ দুদিন পরে নষ্ট হইয়া যায়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। মন সকল সময় এক প্রকার থাকে না। বালকের মন, যুবকের মন, প্রৌঢ়ের মন, বৃদ্ধের মন, পরস্পর পৃথক; এমন কি এক ব্যক্তিরই মন সকল সময় এক প্রকার থাকে না। প্রভাতের মনের সহিত দুপুরের, দুপুরের সহিত সন্ধ্যার, সন্ধ্যার সহিত রাত্রির মনের মিল নাই। আত্মা নিত্য বস্তু, কখনও মরে না বা পরিবর্ত্তিত হয় না। আত্মার বহির্ম্মুখতাই যত প্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের মূল কারণ। জীব ভগবানকে ভুলিয়া মায়ার কবলে পড়িলেই আত্মার বদ্ধ অভিমান উপস্থিত হয়। নতুবা শুদ্ধ আত্মার কোনও ক্লেশ নাই। শ্রীভগবান শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য ও সনাতন। ভগবান্ হইতে বিমুখ আত্মাকে উন্মুখ করিয়া দেওয়াই প্রকৃত জীবে দয়া। যে দয়ার দ্বারা জীবের নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না, তাহা চক্ষুদান করিবেন কিরূপে? আমরা এবিষয়ে পরবর্ত্তী সংখ্যায় আরও আলোচনা করিব।

কখনও প্রকৃত দয়া নহে। ক্ষুধাতুরকে কয়দিন অন্ন দিয়া তাহার অন্নাভাব মোচন করা যায়, বস্ত্রহীনকে কয়দিন বস্ত্র দিয়া তাহার বস্ত্রাভাব দূর করা যায়? এই প্রকার শারীরিক দয়া করিয়াও এই নশ্বর শরীর রক্ষা করা যায় না। কোনেই শরীরকে বাদ দিয়া যাহাতে আত্মার উপকার হয়, তাহা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

বর্ত্তমান জগতের লোক আমরা সকল বিষয়ের চাক্ষুষ প্রমাণ চাই। কিন্তু আমরা কি কোন দিন চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, যাহারা সর্ব্বদা চাক্ষুষ প্রমাণের পক্ষপাতী, তাহারা মূল রোগ না ধরিয়া উপসর্গ দূর করিতে চেষ্টা করিয়া বিনষ্ট হয়?

এ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। কোনও সময়ে এক কর্ম্মকারের একমাত্র প্রিয়তম পুত্র বহুদিন যাবৎ প্লীহা ও জ্বরে ভুগিতেছিল। ঐ কর্ম্মকার পুত্রকে নিরাময় করিবার জন্য একজন অভিজ্ঞ কবিরাজের হস্তে পুত্রের চিকিৎসার ভার অর্পণ করেন। কবিরাজ রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন ও তাহাতে বালকটীর জ্বর একটু একটু করিয়া কমিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কর্ম্মকার তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া নিজেই পুত্রের জ্বর কমাইবার বাসনায় সে যেমন উত্তপ্ত লৌহকে জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করে, তদ্রূপ পুত্রকে আনিয়া জলে ডুবাইতে লাগিল, ফলে ছেলেটী মরিয়া পড়িল। চাক্ষুষ-বাদীর দশাও তাই।

পাঠকবর্গ হয়ত ইহাতে মনে করিবেন না যে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে বা ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বলা যাইতেছে, এইরূপ দয়া প্রকাশের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না দিয়া মূল অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিলে তদ্দ্বারা শারীরিক, মানসিক সকল অভাবই মোচন হইয়া যাইবে। যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে ডাল পালা সবই সজীব থাকে, কিন্তু গোড়ায় জল না দিয়া শাখায় পাতায় জল দিলেও গাছ মরিয়া যায়। এই জগতে অসংখ্য জীবের অসংখ্য প্রকারের অভাব, সুতরাং কয়টী অভাব আমাদের দূর করিবার ক্ষমতা আছে? জৈব জগতের প্রত্যেক ব্যাপারটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অন্নের অভাব দূর হইলে বস্ত্রের অভাব, বস্ত্রের অভাব দূর হইলে ব্যাধি, ব্যাধির ক্লেশ দূর হইলে শোক, ভয়, অশান্তি, জরা ও মৃত্যু—এই প্রকার কত অভাব অনুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি মায়া মোহ ছাড়িয়া মূল অভাব অনুসন্ধানে তৎপর হউন ও তাহার দূরীকরণার্থ সচেষ্ট হউন। ইহাই প্রকৃত জীবে দয়া। হে বিশ্ববাসি যদি সত্যই জীবে দয়ার বৃত্তি হৃদে জাগরূক হয়, তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বাণীর প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত জীবে দয়া করুন।

'ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি, কর পর উপকার॥'

দৈববাণী

(তৃতীয় বিদ্যুৎ)

এইরূপে যাঁহারা ভজন-প্রয়াসী কনিষ্ঠাধিকারী, তাঁহারা দৈববাণীর প্রথম বিদ্যুতে কথিত *Pthisis* রোগীর সঙ্গের ন্যায় অন্যান্য অপরাধী জীবকুলের আত্মগোপন ভাবকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাব-হেতু বুঝিতে না পারিয়া তাহারই অপরাধময় সঙ্গ দ্বারা *influenced* হইয়া স্ব স্ব ভজনোন্নতির চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে সাধু বলিয়া যখন অভিমান করেন, তখন তাঁহাদিগের সেই সাধ্বভিমানী অবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপে শাস্ত্র হইতে একটী গল্প সাধারণের মঙ্গলের জন্য উদ্ধৃত করা হইল। বহুপুরাকালে সৌভরি নামক জনৈক ঋষি যমুনার জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে করিতে একদা কোন এক অত্যধিক রতিক্রিয়াসক্ত মীনরাজের নিধুবন দর্শনে তাঁহারও ঐরূপ গ্রাম্য কার্য্যে স্পৃহা জন্মে। তখন তিনি বৈষ্ণবরাজ অম্বরীষের পিতা মান্ধাতার নিকটে বিবাহার্থী হইয়া তাঁহারই একটী কন্যা প্রার্থনা করিলেন, মান্ধাতা সম্মতি দিয়া বলিলেন যে,—আমার কন্যা স্বয়ংবরে গ্রহণ করুন। তাহা শ্রবণ করিয়া সৌভরি ঋষি মনে করিলেন যে, আমি জরা-জীর্ণ, আমার কেশ পলিত, এবং আমার মস্তক স্বভাবতঃ কম্পমান, তদুপরি আমি তপস্বী, এই জন্য হয়ত রাজা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এইরূপ চিন্তা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তিনি তপঃপ্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে অতি উত্তম রাজপ্রাসাদ, অমূল্য পরিচ্ছদ, নানাবিধ বন, উপবন, নির্ম্মল সলিলযুক্ত সরোবর, ও সৌগন্ধি-যুক্ত শ্বেতপদ্মাদি নানাবিধ পুষ্পদ্বারা সুশোভিত উদ্যান প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন—সেই সময় সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি অপেক্ষাও তাঁহার নব-নির্ম্মিত সাম্রাজ্য অত্যাশ্চর্য্যভাবে সৃষ্ট হওয়ায় উক্ত মান্ধাতা রাজার পঞ্চাশৎ রাজকন্যাই উক্ত মুনির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। এইরূপে তিনি গৃহাশ্রমের বিবিধসুখে ইতস্ততঃ যাবতীয় বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘৃতবিন্দুপাতে যেরূপ অগ্নির পরিতৃপ্তি হয় না, সেইরূপ তাঁহার বিষয় পিপাসারও নিবৃত্তি হইল না। কিছুকাল পরে উক্ত ঋষি তাঁহার মৎস্যসঙ্গজনিত তপোভ্রংশের কথা উপলব্ধি করিয়া

অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন যে, যদি কাহারও সঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে একমাত্র ঈশ্বর-ব্রতপরায়ণ—সত্যের জন্য যিনি তাঁহার যাবতীয় প্রতিষ্ঠা, অবোধ বন্ধুর সঙ্গ—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারেন, এবম্বিধ সাধুরই সঙ্গ করা উচিত। এইরূপে তিনি তাঁহার পাতিত্য-দোষ উপলব্ধি করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিলেন।

তদ্দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, সৌভরি ঋষি মাত্র নিজেকে সাধুাভিমান করিবার ফলে তাঁহাকে সংসারের জ্বালায় কিছুকাল দগ্ধীভূত হইতে হইয়াছিল। যদি তিনি বৈষ্ণবের, বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা দেখিয়া হিংসানলে প্রজ্জ্বলিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি এত সহজে তাঁহার তপো-ভ্রংশের কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক ভজন-প্রয়াসী হইবার অবকাশ পাইতেন না।

যদি বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জগতের কোনও জীব হরিভজন-রাজ্যে বড় হইতে পারিত, তাহা হইলে এই জগতের জীবমাত্রই লাড্ডু সেবন করিতে করিতে বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের নিকট পৌঁছিয়া—তাঁহাকে তাঁহার *eternal* আসন হইতে আসুরিক বল-প্রয়োগ-দ্বারা অবতরণ করাইয়া—উক্ত আসন অধিকার করিতে পারিত। তাই বলি ভাই—

কৈতব কত বুকের মাঝে
রয়েছে ভরপূর।
মনে মনে বুক ফুলাচ্ছ
প্রেমিক আমি শূর॥
রাগের পথে চলছি আমি
অনুরাগী বেশ।
রাগ হলে যে বিরাগ আসবে
জানবে সারা দেশ॥
তাই বলি ভাই বিনয় ক'রে
দন্তে লয়ে ঘাস।
অসদ্ বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে
সত্তে কর আশ॥

রসনা-নিগ্রহ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি, এ)

দেহধারীমাত্রই কতকগুলি ইন্দ্রিয় লইয়া জগতে আসিয়া থাকে। ঐ ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়ে ধাবিত হইয়া স্বীয় ভোগানুকূল-বিচারে উত্তরোত্তর অধিকতর আসক্ত হইতে থাকে। ঐ করণগুলির কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ হওয়ায় উহাদের বিকাশের তারতম্যানুসারে দেহীকে নানাদিকে আকর্ষণ করিয়া নিগ্রহ করিয়া ফেলে। নেত্র, শ্রোত্র, নাসা, রসনা, ত্বক্ এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; ইহাদের সকলের অধিপতিরূপে মন অবস্থিত। এই একাদশ জনের প্রত্যেকে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া শরীরীকে সাথে করিলে তাহার কি প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষরূপে অবগত আছেন। হিরণ্যকশিপুর যথার্থ অবতীর্ণ শ্রীনরহরিকে ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋষি-পিতৃ বিদ্যাধর-প্রজাপতি যক্ষ-চারণাদি বহুবিধ স্তুতিদ্বারাও তদীয় ক্রোধ-প্রশমনে অসমর্থ হইলেন। এমন কি নিত্যকাল তদঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীদেবীও সুরগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া তাঁহার অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত রূপ দর্শনে ভীত-চিত্তে তৎসমীপে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তৎকালে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের গুণবর্ণনামুখে জীব-শিক্ষার্থ নিজ-দুর্গতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন যে—হে অচ্যুত! আমার অতৃপ্ত-রসনা মধুরাদি-রসগ্রহণার্থ একদিকে আকর্ষণ করে, আবার শিশ্ন, ত্বক্, উদর, শ্রবণ, ঘ্রাণ, চঞ্চল লোচন, পাণিপাদাদি প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। বহুপত্নীক-ব্যক্তির ভার্য্যাগণ তাহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন অভিলাষ সিদ্ধির জন্য যেরূপ তাহাকে নানা বিপরীত মুখে আকর্ষণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলে এবং সে ব্যক্তি তৎকালে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আত্মকৃত কার্য্যের জন্য চরমশোকে গ্রস্ত হয়, আমারও তদ্রূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে কেন মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালেই জিহ্বার দ্বারা রসগ্রহণে অভ্যস্ত রহিয়াছি? শরীর বৃদ্ধির সহিত ঐ জিহ্বার বেগও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ সুরসলোলুপ করিয়া উদরবেগ ও শিশ্নবেগ বৃদ্ধি করিয়া ফেলে, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ই ঐ প্রকার দেহীর অনিষ্ট-সাধনে সমর্থ হয় না। দেহের পোষণাদি আবশ্যক ব্যাপার হইলেও রসনার লাম্পট্য কদাপি প্রশ্রয় পাইতে পারে না। মুখ্য প্রয়োজন পরমার্থই যদি লক্ষ্য বস্তু হয়, তাহার অনুকূলেই আমাদের শরীরের পোষণ-হেতু রসনার ব্যবহার আবশ্যক; অন্যথায় জিহ্বার বেগ প্রভু-পদে অবস্থিত হইয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও তদাজ্ঞা নিযুক্ত করে এবং তৎসহিত উদর ও উপস্থবেগের চূড়ান্ত বৃদ্ধি-সম্পাদন আমা-দিগকে পশুরও অধম করিয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্যত্ব অর্জ্জনার্থ রসনার বেগ-দমনই যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তাহা অবি-সংবাদিত সত্য।

আমরা প্রকৃতি-প্রেরিত হইয়াই যখন বিষয়-পরিগ্রহণে বাধ্য হই, তখন আবার কেবল অনিত্য শরীর রক্ষার ব্যপদেশে অধিকতর ইন্ধন যোগাইয়া দিলে সে যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিয়া দেহীরই ধ্বংস-কারণ সৃষ্টি করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রসনার উগ্রবেগে পীড়িত হইয়া আমরা অমেধ্যাদি বিচারও পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভীষ্ট হইতে নিরন্তর দূরে সরিয়া যাইতে থাকি এবং পরিণামে অনন্তকালের জন্য অন্ধতামিস্র বাসের সুযোগ লাভ করিয়া থাকি।

শাস্ত্র বলেন—যেকাল পর্য্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় করিতে না পারা যায়, তাবৎকাল মানব সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিয়াও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। রস জয় করিলেই সকলই জিত হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গ একমাত্র রসনার অধীনতায় বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহাদের কর্তৃপক্ষের দমনেই সর্ব্বেন্দ্রিয় দান্ত হইয়া থাকে।

শ্রীচরিতামৃতেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের স্বমুখনিঃসৃত বাণীতে দেখিতে পাই—'জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥' অতএব জিহ্বাবেগের সামান্য প্রশ্রয়ই যে আমাদের ভক্তিপথের একান্ত অন্তরায়, তাহাতে আর সংশয় কি? প্রত্যেক ব্যক্তি অভিজ্ঞ হইয়া বাস্তব দ্বারা বিচার করিলেও এত ব্যাপারের সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

পরম প্রয়োজন লাভ করিতে হইলে অগ্রেই রসনাসংযমই যখন একমাত্র উপায় এবং তদ্ব্যতীত যাবতীয় চেষ্টা বিফলা হইয়া থাকে, তখন প্রকৃত সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থায় কর্ণপাত না করিয়া তদনুযায়ী ঔষধব্যবহারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক কতদিন আর আত্মঘাত করিতে থাকিব? বহির্ম্মুখতা-প্রযুক্ত বঞ্চনময়ী মায়ার কবলে পতিত হইয়া আমাদের অবস্থাতে ভ্রম হওয়ায় যাহাকে রসনার বেগপ্রশমনকর বোধ করিতেছি, তাহাই ত উহার লাম্পট্য বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। অনন্তকোটি কল্পকাল ঐপ্রকারে রসাস্বাদন করিতে থাকিলেও ঐ ইন্দ্রিয়ের অতৃপ্তিই প্রভুত্ব করিতে থাকিবে। তবে কি আমরা বিবেকবান্ শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া পুনঃ পুনঃ বিপদে লাঞ্ছিত হইয়াও চিরাচরিত মার্গলোভে সাধু বৈদ্যের ব্যবস্থার অসদ্ব্যবহার করিতে থাকিব? অবশ্য প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ বিজ্ঞব্যক্তি কদাপি এইরূপ পরামর্শে আত্মসমর্পণ করিবেন না। তাঁহারা বিচার পূর্ব্বক যথার্থ স্বার্থ মঙ্গলের মার্গস্বরূপ জিহ্বার বেগ দমনে সত্বরই অগ্রসর হইবেন।

সদ্বৈদ্যগণ সর্ব্বজীবের জিহ্বাবেগ প্রশমনার্থ সাধু আনুগত্যে শ্রীভগবানের চিন্ময় প্রসাদ সেবন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ প্রসাদ আমাদের ভোগ্যবস্তু নহেন, পক্ষান্তরে উহা পূজ্য বস্তু। ঐ বিষ্ণুবস্তু রসলোলুপ রসনাযোগে উদর মধ্যে উপস্থিত হইলে তাহার বেগ এবং তৎফল-স্বরূপ উপস্থবেগ দমিত করিয়া থাকে। তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয় হরীষ্যনুগত্যে সমাহৃত হইয়া হৃষীকেশের সেবাবিধানে নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত থাকিবে। কিন্তু এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে পাতিত্যের সম্ভাবনা খুবই বেশী। 'প্রসাদ সেবন' নাম করিয়া যদি ভোগবাসনা চরিতার্থ হইয়া যায়, তাহাতে শ্রীবিষ্ণুপদে অপরাধ করিয়া অধিকতর কঠোরভাবে মায়াদেবীর পীড়নে পড়িতে হইবে। এইজন্য সাধুগণ যাবৎ-প্রয়োজন গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরমার্থান্বেষী জনমাত্রই চিন্তা করিবেন যে, আমার অন্যদোষে সমুদয় বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়জ্ঞান লইয়া আসিতে হইয়াছে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধাদির সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ আমাকে সদুপায় দ্বারা শোধনের প্রয়াস করিতেছেন। আমি যেন আরও অধিকতর অপরাধের সঞ্চয় দ্বারা যন্ত্রণার কাল ও পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া না লই। অতএব পরমার্থচেষ্টার অনুকূলভাবে যে পরিমাণ প্রসাদ গ্রহণ আবশ্যক, সেই পরিমাণে প্রসাদ পূজাবুদ্ধিসহকারে গ্রহণ করিতে করিতে উহার প্রতি আসক্তিশূন্য হইলেই জিহ্বার বেগ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় আচার দ্বারা ইহাই প্রকৃষ্টভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। জীবশিক্ষার্থ গুরুবৈষ্ণবের আচরণ বিষয় প্রসাদাদি গ্রহণলীলার প্রত্যেক ব্যাপারেই ঐ দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সাধুগণের মুখ হইতে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইয়া আমাদের কার্য্যে প্রয়োগ করিতে আর যেন বিলম্ব না হয়।

শ্রীপুরুষোত্তম

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহোৎসব শ্রীগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন এবং চতুর্বিধ শ্রীভগবৎ প্রসাদ বিতরণ-মুখে মহাসমারোহে হইতেছে। প্রত্যহ বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রীমঠে শ্রীহরিকথা শ্রবণের জন্য আগমন করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর [illegible] শিক্ষণীয় [illegible] অধ্যাপকের [illegible] আহ্বান করা হইতেছে—[illegible] আবেদন [illegible]

১। [illegible]সন, ২। শ্রৌতিত্যাসন,
৩। [illegible]সন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]সন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। [illegible]সন।

শ্রী[illegible] রায় বি, এ, [illegible], [illegible]সাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ১০, । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৪০ অধ্যায় পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible] আদিকাব

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচি[ত]

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদি[illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible], স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible], গ্রন্থ[illegible], শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—[illegible] হইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩,
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যাদি-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮, ৩॥০
১২।	[illegible]	২,
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২,
১৪।	[illegible]	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়ীয় [illegible]-দর্পণ	[illegible]
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২,

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই আষাঢ় শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

সহর নবদ্বীপের শ্রীবাস-অঙ্গনের ১০ই জ্যৈষ্ঠের সভায় প্রশ্ন-পঞ্চকের মধ্যে, চতুর্থ প্রশ্নে দেখা যায় যে, কতিপয় গোস্বামী যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্র মানেন না, তাদৃশ গোস্বামী বর্জ্জনীয় বলিয়া তাহাদের সহিত বৈষ্ণবানুগত সম্প্রদায় অভিবাদনাদি পরিত্যাগ করিবেন। তন্মধ্যে নাকি ঢাকা-নিবাসী বর্ত্তমান কুলিয়া-প্রবাসী পণ্ডিত প্রাণগোপাল গোস্বামীও একজন। আমরা জানি না, পণ্ডিত মহাশয় গৌরমন্ত্র-পক্ষে বা মন্ত্র-বিরোধ-পক্ষে অবস্থিত, তবে প্রশ্ন-পঞ্চকের উত্তরদাতা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাঁহাকে স্বীকারোক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রবিরোধী-পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীগৌর-মন্ত্র-বিরোধ-কারণ তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় দেওয়াই কর্ত্তব্য। কেন না, শ্রীগৌরদেবতায় যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনিই গৌরমন্ত্র বিশ্বাস করিতে পারেন না।

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে অনিত্য কর্ম্মফলবাধ্য সাধক, প্রচারক মাত্র মনে করেন, কিম্বা ডাঃ দীনেশ বাবুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরমন্ত্রের বিরোধি-পক্ষ অবলম্বন করেন, শ্রীগৌরসুন্দরে দেববুদ্ধি-রহিত সেই সকল ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে চৈতন্যদেব বলিতে কুণ্ঠিত হন। দেব মাত্রের মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রের দ্বারা সেই দেবতার পূজা হয়। যাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচারে স্বীয় মননানুষ্ঠানে প্রয়োগ করেন, তাঁহারা গৌরমন্ত্র-বিমুখ। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদিগকে দিতির গর্ভজাত সম্প্রদায় ও দৈত্যগণের স্তাবক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেহই গৌরমন্ত্রবিরোধ করিয়া নরকগামী হইতে সাহস করেন না।

কয়েকবার গৌরমন্ত্র লইয়া গৌর-বিদ্বেষী ও গৌরভক্ত সমাজে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় যে, কুকর্ম্মনিরত এবং সৎকর্ম্ম-নিরত কতিপয় স্মার্ত্তবিশ্বাস পোষণকারী গৌরবিমুখ ব্যক্তি কপটতাক্রমে শ্রীগৌরসুন্দরকে দেবপর্য্যায় হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশে এবং নিজ কুমন্ত্রণা প্রচার বাসনায় গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। যাঁহারা গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত নহেন, অর্থাৎ যাঁহাদিগের মননক্রিয়া গৌর সেবার বিরোধি চেষ্টা-সম্পন্ন, সেই সকল ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যত্ব, শ্রীগৌরমন্ত্রের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং তাহাদিগকে কংস, জরাসন্ধ, অঘ-বক-পুতনা-প্রলম্বাদির ভৃত্য-সম্প্রদায় জানিয়া আমরা তাহাদের আকস্মিক দর্শনে সচেলে বৈষ্ণবচরণোদকে স্নান করিয়া পবিত্র হই।

শ্রীদামোদর-স্বরূপ গৌড়ীয়গণের আদি মূল পুরুষ আচার্য্য। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় স্বরূপ। সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাঁহার আশ্রিত। কেবল মায়াবাদী ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্মার্ত্ত সম্প্রদায় গৌরবিদ্বেষ-সংরক্ষণে ব্যস্ত হওয়ায় তাঁহার চরণে অপরাধী। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে গৌড়ীয়গণের উপাস্য বস্তু শ্রীগৌরসুন্দরকে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জানাইয়াছেন, সুতরাং যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের বিরোধী হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার বলিবেন, তাঁহাদের বুদ্ধি পরিমিত জানিতে হইবে। যাঁহারা তাঁহাকে আচার্য্য গুরু বলিবেন, তাঁহারা মায়াবদ্ধ জীব, তাঁহাদিগকে কোন দিনই শ্রীগুরুদেবের গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত করা নহে। যাঁহারা শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত না হইয়া স্মার্ত্ত-গোলামকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীগৌরমন্ত্রে আস্থা নাই; সুতরাং তাঁহাদের কুতর্কেরও অভাব হইবে না। গৌরমন্ত্র বিরোধী গৌরোপাসনা-রহিত অনভিজ্ঞকে কখনও 'গৌড়ীয়' বলা সাজে না। যদি তাঁহারা গৌরমন্ত্রে অদীক্ষিত থাকিয়া বলপূর্ব্বক আপনাদিগকে 'গৌড়ীয়বৈষ্ণব' বলিবার অভিনয় করেন, তাঁহাদিগকে বিকারী বিষ্ণু বা সূর্য্য, শক্তি, গণেশ ও রুদ্রের উপাসকের অন্যতম জানিয়া নির্ব্বিশেষবাদ-মন্ত্রে দীক্ষিত জানা যাইবে।

শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়াছেন শ্রীল রামানন্দ রায়। তিনি তাঁহার রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু দর্শন করিয়াছেন। যদি তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে পূজা করা হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধামন্ত্রে উপাসনার অভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের পূজায় অসরলতা প্রবেশ করিয়াছে, জানিতে হইবে। রাধাকৃষ্ণ-যুগল-মন্ত্রে তাঁহার উপাসনা করিলে ধ্যানকালে ঐ পদাম্ভোজদ্বয়ের কৃষ্ণ ও চম্পকাভ বর্ণ-শাবল্য ধ্যাতার অশান্তি উৎপন্ন করিবে। শ্রীরূপকথিত 'নমঃ' শব্দ-যোগে চতুর্থ্যন্ত পদে গৌরমন্ত্রের কীর্ত্তন আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই দেখিতে পাই। যেখানে প্রণবপুটিত নাই, তাহাই কীর্ত্তনীয়। আর যেখানে প্রণব বা বীজপুটিত আছে, তাহাই জপ্য মন্ত্র।

শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ে চিরদিনই এই মহামন্ত্রের কীর্ত্তন হইয়া থাকে। ওঁকার-যুক্ত এই মহামন্ত্র "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥" সর্ব্বক্ষণ জপ্য, ইহাতে অধিক বিচার নাই। যেখানে অধিকার বিচার হয়, সেখানে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের উপযোগিতার বিচার আছে। কিন্তু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ নামে এরূপ শ্রেণীর বিচার করিতে আমরা উপদিষ্ট হই নাই। যোগ্যাধিকারে প্রণবপুটিত মন্ত্র দেওয়া হয়। শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার প্রমাণ। ইহাই বৈদিকী বা বারুণী দীক্ষা নামে প্রসিদ্ধ। আর অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে শ্রীগুরুদেব যে মন্ত্র প্রদান করেন, উহাই পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র। তাহাতে বীজপুটিত আছে।

বৈষ্ণবের নিকট যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা মন্ত্রের রহস্য বিদিত থাকায় গৌরমন্ত্র-বিরোধ-সমিতিতে ঐ সকল কথা আলোচিত হইবার অবকাশ হয় নাই। সিদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট শুদ্ধ গৌড়ীয় বিষ্ণুভক্ত মন্ত্রের রহস্য লাভ করিয়া থাকেন। উহা মন্ত্রবিহীন অপসাম্প্রদায়িক সমন্বয়বাদী জাত-বিষয় নহে বলিয়া ঐ প্রকার বাতবিতণ্ডার সভা-সমূহ কল্পিত হইয়াছে। শ্রীগৌরভক্ত প্রচারমুখে গৌরবিমুখ জনগণের উন্মাদনকল্পে এত সকল বিচার উদাসীন বৈষ্ণব-সমাজে এবং গৃহস্থ বৈষ্ণব-সমাজে আলোচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তবে তৃতীয় সংস্কার ব্যক্তিই আলোচনাটী বুঝিতে পারিবেন। অপর অসংস্কৃত শূদ্রগণ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারায় মন্ত্ররহিত অদীক্ষাবশতঃ গৌরমন্ত্র-বিমুখতার পথ গ্রহণ করিয়াছেন।

'নদীয়াপ্রকাশ' নদীয়াপ্রকাশকে প্রকাশিত করিয়া গৌরমন্ত্রবিরোধী মুণ্ডিত সমাজকে প্রত্যেক গৌরবিরোধীর সহিত সাক্ষাৎকার হইলে যাহাতে তিনি বুঝাইয়া দিতে পারেন বলিয়াই এই গূঢ় রহস্যের আভাস প্রকাশিত হইল। আশা করি, নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ গৌড়ীয় ও শুদ্ধভক্তের আসনের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়া ভগবানের কৃপা লাভ করিবেন।

গৌরনাগরী প্রভৃতি জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন ভোগিসম্প্রদায়ে যে গৌরমন্ত্রাদির পক্ষপাত-গ্রহণ, উহা তাহাদের অদীক্ষিত ভজনের ফলমাত্র। তজ্জন্য তাহারা অবৈধ উপশাখাস্থিত ব্যক্তিমাত্রকে গৌরবিরোধী না জানিয়া গৌরভক্ত বলিয়া সমন্বয় করিতে বাসনা করেন। উহারা সম্প্রদায় বিহীন সুতরাং দুঃসঙ্গ বলিয়া পরিত্যাজ্য।

রায় রাধাগোবিন্দ

আজ আমরা যে মহাত্মার পূত চরিত্র সমালোচনা করিতেছি, তিনি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচথুপি গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার জন্ম-সময়, দিন, তিথি ও বৎসরকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব স্বধামগত জগৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং শেষ বয়সে ত্যাগী বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করিয়া "জয়কৃষ্ণদাস বাবাজী" নামে প্রায় ৪০ বৎসর কাল শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। উপযুক্ত পিতার এই উপযুক্ত ভাগবত পুত্র শৈশবেই দিনাজপুরের রায়সাহেব-বংশীয় পরম ভাগবত স্বধামগত কমললোচন রায়-সাহেব বাহাদুর-কর্ত্তৃক দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হন। এই রায় সাহেব এবং দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর একই বংশ-সম্ভূত।

তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি কোনও যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ বৈষ্ণবের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়া জগৎকে তাঁহার আচরণ-দ্বারা যে আদর্শ-গৃহস্থ-বৈষ্ণব-জীবন দেখি-

বার সুযোগ দেওয়া হইয়াছেন, তাহা পুত-চরিত্র [illegible] পুরুষমাত্রেরই অনু-সরণীয় এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবা-[illegible] প্রত্যেক [illegible] আলো[illegible] পরম বৈষ্ণব মহাত্মার নাম অনেকে [illegible]। ইনিই আমাদের বৈকুণ্ঠ[illegible] রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর।

রায় রাধাগোবিন্দ [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible] অর্থাৎ তাঁহার অভীষ্টদেব [illegible] কোন [illegible] কথা কোনদিন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। ১৮৮৮ সালে তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট যখন রায় উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই উপাধিকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার হৃদয়ের রাজা একমাত্র শ্রীগোবিন্দদেব,—তিনি সেই বিষয়-বিগ্রহের দাস্য-সাধীয় সেবক, অতএব এইরূপ মায়িক বিষ [illegible] তাঁহার নিকট অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়াও কোন স্থানলাভ করিতে পারে নাই। যে ভগবদ্ভক্তের হৃদয় শ্রীগোবিন্দদেব কর্তৃক অধিকৃত, সম্রাট কাম তাঁহার দুষ্প্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষণীয় তুচ্ছমাত্র এবং স্বয়ং মুক্তি তাঁহার নিকট আজ্ঞার অপেক্ষায় দণ্ডায়মানা।

সংসারে কর্মক্ষেত্র বিষয়সমূহের গভীর মধ্যে থাকিতে হইলে কতকগুলি কর্মানুষ্ঠান অনিবার্য হইয়া পড়ে, কিন্তু আমাদের রায় রাধাগোবিন্দ এই সকল কার্যকে যেরূপ ভগবৎসেবা এবং জীবসেবার অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে সত্য সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি দরিদ্রসেবার নামে বৈষ্ণবসেবার সুযোগ করিয়া লইয়াছিলেন, দানের নামে ভাগবদ্-ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তনাদিতে এবং বৈষ্ণব-জনের ভাবসেবায় সহায় হইয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠার নামে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং [illegible] নামে যৌবনেই সাংসারিক ভোগাদি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য [illegible] হইয়াছিলেন।

তাঁহার এক [illegible] আদর্শ—এই জগতের [illegible] চিরদিন সাধকের অভিত [illegible] এবং [illegible] হয়, সেইজন্য [illegible] বয়ঃক্রমের পূর্বে [illegible] এজগতে আসিবার [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] তিনি [illegible] ইহাদের [illegible] তাঁহার [illegible] সিদ্ধ হইলে, [illegible] তিনি সেই [illegible] বস্তুই [illegible] প্রাচুর্য [illegible] সত্ত্বেও তাঁহার [illegible] করিলেন। [illegible] এই ব্রহ্মচর্য [illegible] ব্রহ্মানুষ্ঠানের জন্য নহে—[illegible] হরিকথা [illegible] চঞ্চল মনের আবরণ [illegible] করিয়া শ্রীভগবৎসেবারূপ [illegible]

প্রবেশাধিকার নাই। তাই তিনি অচঞ্চল-[illegible] বকিকাটিতে অবস্থান করিয়া ভগবৎ-কথার আলোচনায় সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি বিশেষরূপে জানিতেন যে, অর্থোপার্জন-লালসা এবং বিলাসিতা জড়-বন্ধভাব [illegible] যেরূপ সহায়তা করে, তদপেক্ষা কামিনীর মোহে পতিত জীব অধিকতর জড়ভাবাপন্ন হয়। এজন্য তিনি জগৎকে সম্ভ্রমের দ্বারা [illegible] হইয়া [illegible] আলোচনা করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

আজকালকার পাশ্চাত্য সভ্যতা-মোহমুগ্ধ জনগণের ভগবৎ চিন্তার বিরুদ্ধ নাস্তিক ভাব দেখিয়া তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। পাছে লোকে দেবগণের বাহিত এই ভূতল মনুষ্যজন্মটির উচিত শ্রীভগবৎসেবাদি ছাড়িয়া জীবনযাপনকে এই জড়ভোগের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া,—মায়াদেবীর এই নির্জন-পথহীন বদ্ধ ভূলোকরূপ কারাগারে অনাদি কালের জন্য নিক্ষেপ করিয়া—একেবারে নিশ্চিন্তমনে এই জড় জগৎকে ঘরবাড়ী করিয়া লয়, এইজন্য তিনি জীবনে কোন দিন কোনও পাশ্চাত্য-সভ্যতা দ্যোতক কার্যে উৎসাহ প্রদান করেন নাই, এমন কি তাঁহার একাকে থাকাকালে তাঁহার বা তাঁহার স্ত্রীর শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দিরাদির কোনও আলোকচিত্র (ফটো) পর্যন্ত কেহ তুলিতে পারেন নাই।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীহরিসেবা কিরূপভাবে করা কর্তব্য, তাহার একমাত্র আদর্শ ত্রিপুরাধীশ মহারাজের কথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই। তাঁহারও ভক্ত-[illegible] গৃহটিকে এবং পরিবারের দ্রব্যাদির সকলকে নিজের ভোগাসক্ত জ্ঞানে ভোগ করিতে দেখি,—অন্যত্র দ্বারা [illegible] নিজেকে গৃহের কর্তা মনে করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং পরিচারক পরিচারিকা প্রভৃতি সকলকেই নিজের সেবোপকরণ জ্ঞানে তাহাদের নিকট তাহার নিজের সেই জড়ত্বকর্মফলের বিষ্কৃতরূপ সেবাটীর সেবার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে দেখি। রায় রাধাগোবিন্দ তাঁহার স্ত্রীপুত্র কন্যা এবং পরিচারক পরিচারিকাদিগকে তাঁহার অভীষ্ট সেবাধিকারী শ্রীগোবিন্দজীউর সেবক সেবিকা বলে পরিগণিত এবং সকলকে তাঁহার গোবিন্দজীর সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীগোবিন্দজীকেই গৃহকর্তার স্থান দিয়াছিলেন।

তিনি ঐশ্বর্যপ্রধান শ্রীবাসুদেবের লক্ষ্মী এবং সম্পদ্ঘর বরপুত্র হইয়াও সমৃদ্ধ-[illegible] বিগ্রহ শ্রীব্রজরাজনন্দনকে গোপীভাবে আরাধনা করিতেন। উচ্চবংশে জন্ম, ঐশ্বর্য, বিদ্যা এবং রূপ এই চারিটির অভাবেই [illegible] প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু আমাদের এই রায় রাধাগোবিন্দে তাহার সম্পূর্ণ [illegible] দেখা গিয়াছে।

জড়বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণ যেরূপ বৃন্দাবন বা নবদ্বীপে বাস করে, তিনি তাহার সমর্থন করিতেন না। তিনি জানিতেন বৃন্দাবনভূমি সেই ব্রজ-নব-যুব-দ্বন্দ্বের লীলা-বিলাসক্ষেত্র; তথায় প্রাকৃত ভোগ-ত্যাগ পরায়ণ জীবের প্রবেশাধিকার নাই। কোনও একটী লোক তাঁহাকে বৃন্দাবন বাস করিবার অনুরোধ করিলে তিনি অতি দীনভাবে তাহার এই ভ্রম অপনোদন করিয়াছিলেন, এবং রায় রাধাগোবিন্দ যে সর্বক্ষণ সেই বৃন্দাবনেই শ্রীগোবিন্দজীউর সেবায় অবস্থান করিতেছেন, তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আমার গোবিন্দজীর অঙ্গিনার কানা কুকুর, আমি আমার প্রাণের প্রাণ আরাধ্যদেবতা শ্রীগোবিন্দজীকে ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিব না। অন্যত্র কথাটির দ্বারা বেশ ভাব করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন [illegible] তাঁহার বন্ধুর অনুরোধে তিনি তাঁহার আরাধ্য সেবা বিগ্রহ তাঁহার প্রাণের প্রাণ শ্রীগোবিন্দজীর সেবা ছাড়িয়া অন্যত্র অপর কোথাও গিয়া বৃন্দাবন বাস হয়, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

তিনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরস্থিত শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার একজন সুযোগ্য আজীবন সভ্য ছিলেন। আজ তাঁহারই কৃতী পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় সেই সভার সম্পাদক।

এবংবিধ ভাগবতগণের পরম পবিত্র চরিত কীর্তনই নদীয়া-প্রকাশের ব্রত। আজ এই পরম পূত পরম পাবন পরম-ভাগবত রায় রাধাগোবিন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনকথার সমালোচনা পাঠ করিয়া নদীয়া প্রকাশের পাঠক-পাঠিকাগণ ধন্য হইবেন।

শ্রীআলালনাথ (আলবরনাথ)

শ্রীমন্দির-সংস্কার-সেবায় আহ্বান

উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র যেমন সমগ্র বিষ্ণু-সম্প্রদায়ের একটী পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, সেইরূপ পুরী হইতে প্রায় পনর মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ব্রহ্মগিরিতে শ্রীআলালনাথ (আলবরনাথ) নামে একটী সুপ্রাচীন শ্রীবিগ্রহ সুপ্রাচীন কাল হইতে বিশেষ প্রসিদ্ধির সহিত বিরাজমান। সেই পুরী তীর্থ-ক্ষেত্রে [illegible] সময়—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্রীমূর্তি দেখিবার সুযোগ অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, কারণ সে স্থানে যাইবার পথ দুর্গম।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই অধিকাংশ দক্ষিণ দেশবাসী শ্রীনারায়ণ-পরায়ণ। আচার্য শ্রীরামানুজের আবির্ভূত হইবার বহুপূর্ব হইতে বহু বিষ্ণুভক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই দিব্যসূরি বা ভগবৎপার্ষদগণ তামিল ভাষায় আল্বার বা আলোয়ার, বলিয়া উক্ত হন। এই আলালনাথ বা আলালনাথ আল্বর-নাথেরই অপভ্রংশ। শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুগত বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ এই শ্রীআলালনাথের কথা বিশেষভাবেই অবগত আছেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩২ শকাব্দার প্রথম এই আলালনাথে শুভবিজয় করেন এবং তৎপরে তাঁহার শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানকালে প্রতিবর্ষে স্নানযাত্রা হইতে রথযাত্রা পর্যন্ত এই পনর দিবস অনবসর-কালে এখানে ভক্তগণসঙ্গে গিয়া পরমানন্দে রাধাবিরহে অবস্থান করিতেন। এতদ্ব্যতীত নীলাচলে যখনই কোন অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিত, তখনই শ্রীমন্-মহাপ্রভু এই বিপ্রলম্ভ বিপ্রলম্ভের মূর্তিমান ক্ষেত্র আলালনাথে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেন।

শ্রীমহাপ্রভুর আলালনাথে শুভবিজয় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিবরণ বর্ণিত আছে—

১। অনবসরকালে শ্রীজগন্নাথ দর্শন না পাইয়া:—

"অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১।১২২)

"গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৬৩)

২। ভক্তগণের সহিত বিমনা হইয়া,—শ্রীল পরমানন্দপুরী যখন ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট আবেদন জানাইলেন, তখন মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের আদর্শের প্রশ্রয় দিতে না পারিয়া বলিলেন—

"মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাহা গোবিন্দ মাত্র সাথ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১৩২)

৩। যখন শ্রীভবানন্দের আত্মজ শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক রাজবিত্ত গ্রহণ করার দরুণ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন গোপীনাথ পট্টনায়কের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুকে রাজার নিকট আবেদন করিতে বলায় মহাপ্রভু বিরক্তি-সূচক প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন:—

"আলালনাথ যাই' তাহা নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্তা না শুনিমু॥"

চৈঃ চঃ অ ৯।৯৩

৪। দাক্ষিণাত্য যাত্রার সময়ে মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ আলালনাথ পর্যন্ত মহাপ্রভুর অনুগমন করিয়া-

ছিলেন। আলালনাথে মহাপ্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শনে অধিকতর বিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অত্যদ্ভুত প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগিরি ও আলারপুরবাসী যাবতীয় লোক এইরূপ অত্যদ্ভুত মহাপুরুষের দর্শনার্থ শ্রীমন্দিরের নিকট আগমন করিয়া প্রভুর দর্শন মাত্রে হরিনামের রোল তুলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু পুলকাশ্রু-কম্প স্বেদ-ভূষণে ভূষিত হইয়া ভক্তগণের সহিত ব্রহ্মগিরিবাসিগণের মণ্ডলী-মধ্যে নৃত্য করিয়াছিলেন। আবালবৃদ্ধ-বনিতা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে 'কৃষ্ণ' 'গোপাল' প্রভৃতি নামোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রেমের বন্যায় ভাসমান হইয়াছিলেন। লোকসংঘট্ট এবং তাঁহাদের মহাপ্রভুকে ছাড়িতে অনিচ্ছা দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে মাধ্যাহ্নিক করাইবার ছলে মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর নিজ ভক্তগণকে লইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দ্বার বন্ধ করিলেন। গোপীনাথ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন, ভক্তগণ অবশেষ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে মন্দিরের বহির্দেশে মহাপ্রভুর দর্শনার্থ বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং সকলে হরিনামের কলরব উঠাইয়া প্রভুর দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সেই প্রদেশের লোকসমূহের আর্ত্তি দর্শন করিয়া দ্বার উন্মোচন করাইলেন, তখন সমস্ত লোক মহাপ্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মহাপ্রভু ব্রহ্মগিরিবাসিগণকে সমস্ত দিবস ব্যাপী দর্শন দান করিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন এবং তথায় ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথা-রঙ্গে সেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৭ম পরিচ্ছেদে বর্ণন করিয়াছেন।

(৫) দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালেও শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন।

"আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ আদি নিজগণে বোলাইল॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৩৩৮

এই আলালনাথের সেবা পুরুষোত্তমস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার ন্যায় উড়িষ্যা-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে চিরদিন চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু প্রায় পাঁচ বর্ষ হইতে এই সেবার আর কেমন কোন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই, দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে যাহা আয় আছে, তদ্দ্বারা দৈনন্দিন সেবা নির্ব্বাহান্তে এই শ্রীমন্দিরাদির সংস্কার-কার্য্য হওয়া অসম্ভব। বহু দিন হইতে এই শ্রীমন্দিরাদি মেরামত অবস্থায় থাকায় শ্রীমন্দিরের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়াছে। এমন কি সামান্য বৃষ্টিতেও ভগ্ন মন্দিরের মধ্য দিয়া শ্রীবিগ্রহের উপরে জল পতিত হয়, শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ প্রশস্ত প্রাচীর এবং সিংহদ্বার আজ ভগ্ন-স্তূপে পরিণত। ভোগরন্ধন-গৃহ না থাকায় একটী অস্থায়ী খড়ের চালার এই শ্রীবিগ্রহের দৈনন্দিন ভোগ রন্ধন হয়। চন্দন-পুষ্করিণীটী অযত্নভাবে আজ শুষ্ক ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতি শীঘ্র এই শ্রীমন্দিরটী মেরামত না করিলে ইহাও কোন্ দিন এই প্রাচীরাদির ন্যায় প্রস্তর-স্তূপে পরিণত হইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের এবং সেবক পাণ্ডাগণের অনুরোধে এই শ্রীমন্দিরাদির সংস্কার-কার্য্যের ভার শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি এবং সেবক শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়কে শ্রীআলালনাথে অবস্থান করিয়া এই সংস্কার-কার্য্যটী সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তিনি ইতোমধ্যেই এই শ্রীমন্দিরাদির সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে রীতিমত ভাবে অর্থ-সাহায্য পাইলে তিনি এ কার্য্যটী যথা-কালে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষে বহু দাতার শিরোমণি আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যেকেই ইহার এক একটী সংস্কার-কার্য্যের সেবা-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়া নিজের নাম শ্রীমন্দিরের ইতিহাসের সহিত সংযুক্ত করিতে পারেন। আজ কাল হিন্দুর গৌরব প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি যেরূপ ভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহাতে সকলে সজ্ঘবদ্ধভাবে এই সব কীর্ত্তি সংরক্ষণে যত্নবান্ না হইলে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুর নাম হিন্দুর গৌরব ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাইবে।

চতুর্দ্দিকের প্রস্তর-প্রাচীরটী নির্ম্মাণ হইতে ৭০০০ সাত হাজার ঘন ফুট প্রস্তরের কার্য্যে আনুমানিক ৪০০০ চারি হাজার টাকা ব্যয় লাগিবে। সিংহদ্বারটীতে ৩০০০, তিন হাজার, শ্রীমন্দির সংস্কারে ১২০০, রন্ধন-শালার জন্য ২০০০, প্রাঙ্গণ সংস্কারে ১০০০, চন্দন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারে ৬০০০, ৭০০০, টাকার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত সেবার উন্নতির জন্য এবং পুরুষোত্তম হইতে এই পরম পাবন তীর্থক্ষেত্রে যাইবার রাস্তা-প্রস্তুত-কার্য্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। অর্থ অনেকেরই থাকে, কিন্তু সেই অর্থ দ্বারা ভগবানের সেবা হও এবং চিরদিনের একটী প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার সৌভাগ্য লাভ করা বহুজন্মের সুকৃতি-সাপেক্ষ। আমরা এই কার্য্যের জন্য ভারতের সমস্ত সুকৃতিমান ধনী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা তাঁহাদের সামর্থ্যানুযায়ী অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া এই সুপ্রাচীন পুণ্যতীর্থের সংস্কার-কার্য্যে সহায়তা করিয়া মানব-জীবনের এবং ধনের সার্থকতা সম্পাদন করুন, শাস্ত্রে লিখিত আছে—"মূলাদষ্টগুণং পুণ্যং জীর্ণ-সংস্কারকোক্তবেৎ"। অর্থাৎ নূতন দেবমন্দির প্রস্তুত অপেক্ষা জীর্ণ মন্দির-সংস্কার-দ্বারা আটগুণ পুণ্য সঞ্চয় হয়।

সকল প্রকার আনুকূল্যই সাদরে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে। **৫০০ পাঁচ শত টাকা বা তদূর্দ্ধ আনুকূল্য-দাতৃগণের নাম শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে মর্ম্মর প্রস্তর-স্তম্ভে খোদিত হইয়া তাঁহাদের এই মহাপ্রাণতার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।** *

[যাঁহারা যিনি যে অর্থ সাহায্য করিবেন, তাহা রীতিমত প্রাপ্তি-স্বীকৃতি-পত্র বা রসিদ লইয়া আনুকূল্য সংগ্রাহকের হস্তে অথবা শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী পোঃ (পুরী) ঠিকানায় ডাকে পাঠাইবেন।]

গঙ্গাপূজা।

গত ২রা আষাঢ় রবিবার দশহরা বা শ্রীশ্রীগঙ্গা মাতার আবির্ভাব-উপলক্ষ্যে কুলিয়া সহর নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ এবং শ্রীধাম মায়াপুরের পারে স্নান ও গঙ্গা-পূজার্থী বহু সহস্র যাত্রী সমাগম হইয়াছিল। দশহরার স্নান বিশেষতঃ নবদ্বীপের ন্যায় তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া গঙ্গাস্নান পুণ্যার্থিগণের পক্ষে একটি বিশেষ পুণ্যজনক অনুষ্ঠান। দেশবিদেশ হইতে আগত যাত্রিগণের উদ্দেশ্য ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যার্জ্জন থাকিলেও উঁহাদের মধ্যে কতকগুলি যাত্রী আবার সম্পূর্ণ অবান্তর উদ্দেশ্য-চাহারা গঙ্গাস্নানের নামমাত্র করিয়া স্নানঘাটে নানা ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে মদ্য পান, অশ্লীল ভাব উচ্চারণ, অশ্লীল সঙ্গীতাদি কুৎসিৎ অনুষ্ঠানই নাকি তাহাদের গঙ্গাপূজা! আবার আর এক দল গঙ্গাদেবীর তত্ত্বজ্ঞান-হীন মূঢ় পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাদেবীকে তামসিক ভাবে পাঁঠার রক্ত দিয়া পূজার বাহাদুরী দেখাইলেন এইরূপ গঙ্গাপূজার পুরোহিতগণের মধ্যে আবার শুনা যায় নাকি তাঁহার অনেকেই গোঁসাই! আমরা শুনিয়া ত' অবাক! যদি তাহা সত্যই হয়, তাহা হইলে উহা কিভাবের গোঁসাইগিরি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু"—সেই বৈষ্ণবরাজ শিবশম্ভু বিষ্ণুপাদোদ্ভবা বলিয়া যাঁহাকে শিরে ধারণ করেন, সেই গঙ্গাদেবীর না হয় সাত্ত্বিকভাবেই পূজা হউক, তাহা না তামসিক পূজাবিধান কোন মহাজনের অভিমত, তাহা আমরা বুঝি না। পূজ্য যাহাতে সন্তুষ্ট হন, পূজকের কর্ত্তব্য তাহাই করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করা। কিন্তু জীবহিংসা, মদ্যপানাদি, অসতী স্ত্রীলোকের সহিত রঙ্গরস করিয়া গঙ্গার কিরূপে পূজা বিধান হয়, তাহা তথাকথিত গঙ্গাপূজক সম্প্রদায় আমাদিগকে বলিবেন কি? যে নবদ্বীপে সুরধুনীর কূলে কূলে একদিন সংকীর্ত্তন-বিলাসী গৌরসুন্দর পার্ষদে কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিহার করিয়া সুরধুনীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন, আজ সেই নবদ্বীপে গঙ্গাতটে কি ব্যভিচারই না সংঘটিত হইতেছে, অথচ ইহার প্রতিবাদ করিবার লোকের নিতান্ত অভাব!

পতিত পাবনী গঙ্গাদেবী আপনাকে কৃষ্ণদাসী জ্ঞানে ধন্যা মনে করিয়া থাকেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদি কৈতব-সম্পর্ক-রহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণেই তিনি আনন্দে কলকলধ্বনি করিয়া থাকেন। অন্যাভিলাষাদি অনর্থযুক্ত কীর্ত্তনে তাঁহার আনন্দ নাই। কিন্তু আজকালকার ঠাকুর-সেবার অর্থ হইয়াছে ঠাকুরের ইন্দ্রিয় তর্পণ হউক আর না হউক, নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ ত' হউক! মানুষ কিছুতেই তাহা চাহিবে না, এরূপে বাধক হইলে তাহাদের লাভ কি? ক্ষণিক আনন্দের লোভে তাহারা যে নিত্যানন্দ হারাইতে বসিয়াছে, তাহা মায়ামুগ্ধ মানবের কি আদৌ বিচার্য্য বিষয় হইবে না! 'কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ'। "কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম॥"—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভুর এই সরল পয়ারটীর অর্থ বুঝিতে না পারা পর্য্যন্ত মানুষ হয় পাপকেই বরণ করিয়া নরক কামনা করিবে, না হয় ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যার্থী হইয়া স্বর্গসুখাদির আস্বাদ করিবে। পাপ-পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্ত্ত্যে আসিবে। এইরূপ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাহাদের গতাগতি আর ফুরাইবে না। তাই বলি মানব, গঙ্গাদেবী কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণভক্ত যাহাতে আনন্দ লাভ করেন, তাহা করাই কৃষ্ণভক্ত-ভক্তেচ্ছুর কর্ত্তব্য। আমরা যাঁহার পূজা করিব, তিনিই যদি সন্তুষ্ট হইলেন, তবে আর আমাদের পূজা কেমন করিয়া হইল? ঢাক ঢোল পিটাইয়া হৈচৈ করিলেই ত' আর পূজা হইয়া যায় না, যদি সত্য সত্যই কাহারও গঙ্গাদেবীর সেবা করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে অগ্রে কৃষ্ণসেবা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। নতুবা তীর্থযাত্রা, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কেবল শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

বর্ত্তমানে ঠাকুর সেবার একটা ছল করিয়া বহুলোকে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেছে, কেহ খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিয়া কেহ ঠাকুর দেখাইয়া, কেহ পুস্তক সাজিয়া কেহ বা ভাগবত পাঠ করিয়া পয়সা চাহিতেছে, কেবল অর্থোপার্জ্জন চাতুরী ব্যতীত তথাকথিত ঠাকুর সেবকগণের আর কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। ইহারই নাম কি ঠাকুর সেবা আর ইহাই কি ইহাদের পক্ষে বড় বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? ঠাকুরকে বঞ্চনা করিলে যে নিজেকেই বঞ্চিত হইতে হয়, ইহা কি কাহারও বিচার্য্য বিষয় হইবে না? মদের পূজা, জীব পূজা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পূজাই মানবের কি গঙ্গাপূজা! তাহা যদি না হয়, তবে কে পূজা, এখনও সাবধান হও, গঙ্গাদেবীর নিকট কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। শুদ্ধভক্তের নিকট গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ কর। গঙ্গা হরিসেবার সজ্জনের বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, কিন্তু হরিদ্রোহীর বাঞ্ছা করেন না।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ.

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নব দ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পাঠ।

অধ্যাপকের ... ... —...

আবেদন ...

১। ... ২। ...

৩। ... ৪। ...

৫। ... ৬। ...

...

...

পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

... খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩০, ত্রিংশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড প্রতি নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ১০, । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্দ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

... সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য ... ...

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	শ্রীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩,
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	⁄১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৶
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮, ৩॥০
১২।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২,
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাংলা, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২,
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।।
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২,

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই আষাঢ় সোমবার—১৩৩৬

ত্তিপূজা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

পৃথিবীর মানবমাত্রেই প্রায় যে কোন আকারেই হউক প্রতিমা পূজা করিয়া থাকেন। সাধারণ মানবগণের কেহ কেহ মুখে স্বীকার না করিলেও তাঁহারা যে প্রতিমা পূজার বিরোধী নহেন, পরন্তু পৌষিক অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। বর্ত্তমানে জগতের লোক-সংখ্যার সর্ব্বাধিক পরিমাণ সুসভ্য নামে পরিচিত খৃষ্টান বা মুসলমানগণ মূর্ত্তিপূজা স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ মৃতব্যক্তিগণের আলোক-চিত্র বা তৈল-চিত্রাদিতে পুষ্পাদি দ্বারা সম্মান-প্রদর্শন নিরন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহারা যে কোন প্রণালীতে যে ঈশ্বরত্ত্ব বা অভিমান ব্যক্তি বা মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ প্রতীকের গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা তাঁহাদের ঐ প্রকার কার্য্যের কিছুই মূল্য থাকে না। তাঁহারা যদি বাইবেল বা কোরাণ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণের নিকট আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, ভগবানেরও শ্রীবিগ্রহ স্বীকার তাঁহাদের সম্প্রদায়ের শাস্ত্র-বহির্ভূত নহে। বিশেষতঃ মূর্ত্তি ব্যতীত উপাসনা অশ্বডিম্ববৎ অলীক পদার্থ মাত্র

বন্য অসভ্য জাতির ত' কথাই নাই, সুপ্রাচীন সভ্যতার উচ্চসীমায় অবস্থিত হিন্দু নামে পরিচিত আর্য্য জাতির প্রতিমা পূজা প্রত্যেকেরই মজ্জাগত। কিন্তু ইদানীং পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায় অবশ্য নানাভাবে মূর্ত্তি পূজার নিন্দা করিয়া থাকেন। কেহ বা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার ছলনা করিয়াও মনোমধ্যে সর্ব্বক্ষণ আকার গঠন করিতে থাকেন! বস্তুতঃ তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানতারই একটা পর্য্যায় মাত্র। সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের আকার গ্রহণের শক্তি অস্বীকার করিয়া নাস্তিকতা-প্রচারেই তাঁহারা যত্নবান্। আবার এক সম্প্রদায় বলেন, 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা' অর্থাৎ কাল্পনিক মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করিলে, ইন্দ্রিয়ের বহু পদার্থে সঞ্চারণ-বিরতি হয়, তখন তাঁহারা মূর্ত্তি অনাদর করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে মনোধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেন।

এই সমুদয় ধারণাগুলির মূলে তাঁহাদের পরাঙ্মুখ-ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্মুখভাবই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জড়েন্দ্রিয় দ্বারা অতিন্দ্রিয় প্রতীতি দুষ্ট অসম্ভব হইতে তাঁহাদের চিত্তে বদ্ধমূল হওয়ায় সাম্প্রদায়িক ভ্রান্তি তাঁহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ পরিচালিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। যাঁহারা কাল্পনিক-মূর্ত্তি কার্য্যার্থ গ্রহণ ও কার্য্যশেষে বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক বা প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকবাদের প্রচারক শ্রেণীতে গণনীয় হয়েন। বিশেষতঃ লৌমে ইন্দ্রিয়ে বা লৌকিকপদার্থে পূজাবুদ্ধি-হেতু তাঁহারা সাধারণ অর্থাৎ গোড়াবাদী শক্তি-আধার শাস্ত্রানুসারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা এইপ্রকার ভূতপূজা দ্বারা ভূতলোকের গমন করিয়া নিজ জীবনের অমঙ্গলেরই আবাহন করেন।

অধিকাংশ হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত বহুসংখ্যক লোকের বাটীতে শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেখ্যা, লেপ্যা, সৈকতী বা মণিময়ী অর্চ্চা-বিগ্রহ থাকিয়া পূজিত হইতেছেন দেখা যায়। কিন্তু পূজকগণের ধারণা সম্পূর্ণ লৌকিকবুদ্ধিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের সমুদয় পণ্ড হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা জগদ্দেবের পূজা করিতে গিয়া কাষ্ঠের পূজা করিতেছেন। তাহাতে তাঁহাদের অসুবিধা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমরা যতদিন দেহাত্মবাদে অবরুদ্ধ হইব, ততদিন এইরূপ ভগবানকে মাপিয়া লইবার বুদ্ধিতেই ধাবিত হইতে থাকিব। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহ এবং তিনি স্বয়ং অভিন্নতত্ত্ব হওয়ায় মায়িক ইন্দ্রিয় তাঁহাকে পরিমাণ করিতে পারে না, এই সামান্য যুক্তিটুকুও ভ্রান্তির মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির বাধা। বালকগণের ক্রীড়াপুত্তলিকার পরিচর্য্যার সহিত অজ্ঞানের প্রতিমা-পূজার অভেদ হওয়ায় উহাও পৌত্তলিকতা নামে প্রসিদ্ধ। কোনও সামান্য জ্ঞানী ব্যক্তিও কদাপি পৌত্তলিকতার আদর করিতে পারেন নাই। পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে মায়িক পদার্থের সাম্যে, অধীন তত্ত্ব বিবেচনা করিলে পৌত্তলিকতা আসিয়া যায়।

শ্রীবিগ্রহ নিত্যচিন্ময়। জীবগণের প্রতি উরুকৃপাপ্রদর্শনার্থ স্বস্বরূপেই জগতে অবতীর্ণ হন, চিত্তদর্পণের পরিষ্কৃতিক্রমে যাঁহাদের এই শুদ্ধ চিন্ময়ভাবের উপলব্ধি ঘটিয়াছে, তাঁহারাই চিন্ময় বিগ্রহের অর্চ্চন-সামর্থ্য উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা যতদূর নিম্নে আছেন, তাঁহারা ততদূর পৌত্তলিক। অতএব নিম্নাধিকারী জড়গণের সাহায্যে ঈশ্বর ধ্যান করিতে গিয়া জড়মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া বসেন। মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে ঈশ্বর মনে করা এবং মানসে জড়মূর্ত্তির ধ্যান একই কথা।

কিন্তু প্রতিমাপূজা নিম্নাধিকারীর বিশেষ মঙ্গলকর। নিতান্ত নিম্ন ঈশ্বরপরাঙ্মুখ না হইলে কদাপি তাহার প্রতিমাপূজা হইতে বিরতি হইতে পারে না; মহাজনগণের নির্দ্দেশানুসারে অধিকৃত ঈশ্বরমূর্ত্তির অর্চ্চা নিরন্তরই ভক্তিভাবে অর্চ্চনীয়। নিম্নাধিকারী মহাজনের আনুগত্যে সেই নিত্যবিগ্রহের সেবা করিতে করিতে তাঁহার অনুকম্পায় চিন্ময় দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। গুরুকৃপা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি প্রকৃত ভগবজ্জ্ঞানের অধিকারী নহেন। কাল্পনিক বিগ্রহের পূজার আবশ্যকতা কোথায়? পরন্তু অধুনাতন কালে সদ্গুরুর অভাবে এবং মায়াবাদাদি কুসিদ্ধান্তের প্রাবল্যে অধিকাংশস্থলেই কাল্পনিক মূর্ত্তির পূজা চলিতেছে। তাঁহাদের দেবতা কখনও আহার, বিহার, গমন, শয়ন, কথনাদিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু নিত্যবিগ্রহে আবির্ভূত ভগবান্ সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমান; অতএব ঐ প্রকার শক্তির অভাব কল্পনা মনোধর্ম্মের নাস্তিকতা।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিতেছেন—যেমন চক্ষু অঞ্জনসংযোগে অতি সূক্ষ্ম বস্তুর দর্শনের সামর্থ্য লাভ করে, তদ্রূপ জীবের চিত্ত মদীয় পবিত্র লীলার পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইলে সে
অর্থাৎ আমার লীলার স্বরূপ ও মাধুর্য্য দর্শন করিতে পারে। অগ্রে হরিকীর্ত্তন দ্বারা মলাপসারণক্রমে আত্মস্বরূপলাভ, পরে চিত্তদর্পণ লাভ করিয়া চিৎ
তখনই প্রকৃত মূর্ত্তিপূজার সূচনা।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য দেখিতে পাই, "নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥ দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥ অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥" আবার গীতাতেও শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন—"মূঢ় লোকে আমার এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। এত অজ্ঞ যে আমি সর্ব্বভূতের মহেশ্বর এবং জ্ঞান ও আনন্দময়, তাহা তাহারা জানিতে পারে না।"

আমরা প্রাকৃত বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া মূর্ত্তি পূজার ছলনা করিতে গিয়াও যে কত অপরাধ সঞ্চয় পূর্ব্বক অনন্তকালের জন্য নিরয়-যাতনা-ভোগের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছি, মূঢ়তা আমাদিগকে তাহা দেখিতে দিতেছে না। 'শ্রীবিগ্রহ পূজার অধিকার নাই, অতএব অপরাধ সংগ্রহ করিতে যাইব না', ইহা বলিয়া বিরত থাকিলেও কদাপি আমাদের শ্রেয়োলাভ হইতে পারিবে না। প্রকৃত শ্রেয়োলাভ ব্যতীত যখন আমাদের পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপদহন ও অমঙ্গলকালের জন্য নানা যোনি ভ্রমণ অপরিহার্য্য, তখন উদর্ক নষ্ট করিতেছ কেন। অথচ তাহার হেতুহেতু চেষ্টাবান্ হইলে প্রকৃত শুদ্ধ, সর্ব্বময় মহাপুরুষের আনুগত্যে অতীব অভীষ্ট দেবের ওষ্ঠাদি শ্রবণ পূর্ব্বক সেবায় মনোনিবেশ করিলেই ক্রমশঃ শ্রীনন্দনন্দনের শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে চিন্ময় চক্ষু হইবে এবং আমাদের যোগ্যতা অর্জ্জিত হইলে তিনি তাঁহার অতি দুর্ল্লভ হৃদয় ধন আমাদিগকে সমর্পণ করিবেন। আমরাও সেই শ্রীগুরুর নিত্য-সেবাধিকার নিত্যকালের জন্য লাভ করিয়া ধন্য হইব।

ন্যায়তীর্থের অন্যায়ে আদর

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানন্দ কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণরত্ন)

শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ, মহাশয় "নবদ্বীপ" নামক পাক্ষিক পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ৮ম সংখ্যায় 'প্রণবে ও বেদে কাহার অধিকার' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন যে, বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র—সকল শাস্ত্রেই বেদ ও প্রণবে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার নাই, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত। স্বয়ং বেদ কি বলিতেছেন, দেখুন, বুঝুন এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। যজুর্ব্বেদ বেদমন্ত্রে গর্জ্জন করিয়া সমভাবে আচণ্ডাল সকলের জন্য [illegible] কার্য্য ঘোষণা করিতেছেন,—

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥"

যজুঃ ২৬।২

শ্রীভগবানের উক্তি:—আমি যেমন সকল মনুষ্যের জন্য এই পরম কল্যাণকারী ঋগ্বেদাদি বেদবাণীর উপদেশ দিতেছি, তোমরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, দাসদাসী ও অত্যন্ত নীচ ব্যক্তিকেও ইহার উপদেশ দিবে, অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করাইবে। এইরূপ উপনিষদ কি বলেন দেখুন। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪র্থ প্রপাঠকে বর্ণিত হইয়াছে:—"রৈক্ক ঋষি রাজা জানশ্রুতিকে শূদ্র জানিয়াও তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন।"

যাহাতে সমস্ত মানবধর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে, সেই স্মৃতি মনুসংহিতা আবার কি বলিতেছেন দেখুন।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥
২।২৩৮।

মন্ত্র [illegible] শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ কুল্লুক ভট্ট [illegible] লিখিয়াছেন ঃ ব্রাহ্মণাদি [illegible] শুদ্ধ পুরাণাদি [illegible] অবরাচ্ছ দোষ শূদ্রাদেঃ [illegible] প্রদীপ [illegible] প্রকাশ [illegible] চাণ্ডালজন্মনঃ [illegible] মাত্মজ্ঞানমাদদ্যাৎ [illegible] ক্রমে, মোক্ষ [illegible] অভিপ্রায় [illegible]

[illegible]

নিম্ন শূদ্রাদি [illegible]

করিবে, এমন কি অন্ত্যজ [illegible] পরম ধর্ম অর্থাৎ মোক্ষ পর্যন্ত আত্মজ্ঞান গ্রহণ করিবে। তবে এখন কথা এই, চণ্ডাল হইতে মোক্ষোপায় আত্মজ্ঞান কি প্রকারে লভ্য। [illegible] অভিপ্রায় কহিয়াছেন—[illegible] ক্রমে [illegible] উপদেশের [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছে। [illegible] করিয়া মোক্ষপথে [illegible] ব্রাহ্মণ হইতে, [illegible] এবং শূদ্র হইতে ও [illegible] ভাবে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। একণে আমাদের জিজ্ঞাস্য [illegible] দ্বারা কি শূদ্রদের [illegible] হইতেছে না? শাস্ত্রীয় [illegible] নিজের সামর্থ্য না থাকিলে [illegible] উপদেশ করিবে কি প্রকারে? [illegible] মহাশয় কখন পুরাণের [illegible]

"এবং শ্রীভগবান [illegible]

[illegible]

দ্বিতীয় শ্রীভক্ত [illegible]

[illegible]

শাস্ত্রীয় বিধানের [illegible] ভগবানের [illegible] নিজ, স্ত্রী শূদ্র [illegible] কথা শ্রীভগবানের অর্জুন [illegible] পূর্ব্বক শ্রী [illegible]—

"[illegible]

[illegible]

পুরুষ [illegible]

[illegible]

ভাগবত [illegible]

"বেদ-[illegible] অধিকার [illegible]

[illegible]

[illegible] সাক্ষাৎ ভগবতে [illegible] নিরপেক্ষ [illegible] সম্ভাবনা হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধানে তাহা [illegible]

[illegible]

শ্রীভগবান [illegible] বেদাধ্যয়ন [illegible] তাহা [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন, [illegible] উদ্ধৃত [illegible] উদ্ধব [illegible]

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন।

[illegible] সমন্বিত [illegible] বর্ত্তমান [illegible] দেবা! [illegible] ধারণ করিয়া [illegible] আমাকে প্রাপ্ত [illegible] প্রাপ্ত হয়, [illegible] করিয়া [illegible] তাঁহাকে আমার এই [illegible] উদ্ধবকে [illegible] বলিয়াছেন।

[illegible]

[illegible] ভগবান কহিলা এ [illegible] বাক্য [illegible] আরাধনা [illegible] বেদ [illegible] করিয়া [illegible] আমার [illegible] বেদান্ত [illegible] বেদার্থ [illegible] পুরাণে উদ্ধব [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বলিয়াছেন, "[illegible] মন্ত্র [illegible] শঙ্করাচার্য্য [illegible] শ্রুতি [illegible] কর্ম [illegible] আমি [illegible] শব্দ [illegible]"।

এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন, "[illegible] উপনয়ন না হইলে বেদাধ্যয়ন [illegible] কি [illegible] উপনয়ন [illegible] শূদ্রের [illegible] ত্রিবর্ণের [illegible] উপনীত, [illegible] "আমাকে উপনীত করুন"। [illegible] করিয়াছিলেন, "তুমি অধ্যয়ন করিবে?" [illegible] আমি [illegible] সত্য [illegible] গোত্র [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] তোমাকে উপনীত না করিয়াও আমি [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] তোমার [illegible] উপদেশ দান।

যায় তৎকালে উপনয়ন এক জীবনে কয়েক বার হইত এবং উপনীত না করিয়াও শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার পর আরও একটি কথা আছে। তৎকালে শূদ্রগণেরও উপনয়ন বিধান ছিল, পাণিনির সূত্রে করিয়া [illegible] আপস্তম্ব। "শূদ্রানামদুষ্টকর্ম্মণামুপনয়নম্। অদুষ্টকর্ম্মণাং মদ্যপান-নাহেতার্নামিতি কল্পতরুকার।" অর্থাৎ অদুষ্ট কর্ম্ম শূদ্রের উপনয়ন করা কর্ত্তব্য। মদ্যপান-রহিতকে অদুষ্ট কর্ম্ম বলা হয়, ইহা কল্পতরুকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক সময়ে মদ্যপানাদি রহিত ও সদাচারী শূদ্রগণেরও উপনয়ন দিবার বিধান দৃষ্ট হয়। [illegible] মহাশয় পুনঃ লিখিয়াছেন—আজ ইংরাজের কূটনীতিতে দেশের সত্ত্বা [illegible] সংগ্রাম, তাই শাস্ত্র ও সদাচারের বিরোধী এই আন্দোলনকে দেশের কল্যাণকর বলিয়া প্রচার করিতেছে। [illegible] শাস্ত্রোক্ত যাগ, দান, তপ, [illegible] ইহাকে অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ নিজ ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা সাম্প্রদায়িক নহে। কিন্তু কূটনীতি বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় এমন কোন নীতির বলে শূদ্রাদিগকে নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন কি? অন্যভাবে তাহারা অধিকার পাইতে পারে না কি?

সম্পাদকীয় মন্তব্য

আমরা উপরোক্ত সমালোচনা পাঠ করিলাম। শূদ্রের পক্ষে [illegible] ছিল [illegible] বাদী মহাশয় যদি মহামহোপাধ্যায় বৈষ্ণব দার্শনিক [illegible] বেদাদি [illegible] ও পুরাণাদি শাস্ত্রের মর্য্যাদা প্রদান করিতেছেন, তাহা হইলে আমরা তাহার সহিত একমত হইতে পারি না। আমরা উভয় পক্ষের বর্ণব্যবস্থার সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি, তাহা সত্যান্বেষী পাঠকের দ্বারা বিশেষরূপে আলোচ্য। [illegible] দীক্ষা-বিধানে দীক্ষিত হইয়া সংস্কার লাভ করিলে যে [illegible] বর্ণের অধিকার লাভ হয় না [illegible] পারেন, ইহাই নিখিল সাত্বত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। দ্বিজাতি ব্যতীত শূদ্রের সংস্কার নাই—ইহা সকল শাস্ত্রে বলিয়া থাকেন। সংস্কারহীন [illegible] শূদ্র। সংস্কারাভাবে শূদ্রের পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার সুযোগ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—"সংস্কার দ্বারাই [illegible] জীবের পাপ নিবৃত্ত হয়, সুতরাং সংস্কারই পাপের মুক্তি-দান প্রকাশ, তাহাদের লোকে শুদ্ধ জ্ঞান হইবার জন্য পূর্ব্বভাবে অভিব্যক্ত।"

যাঁহারা পুরুষানুক্রমে শুভকর্ম্ম-বশে প্রণবোচ্চারণ, গায়ত্রী পাঠ ও বেদপাঠাদি দ্বিজাতির নীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংস্কার গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বগুণ ও সংকর্ম হীন হইয়া পড়েন, তাঁহারাই ক্রমশঃ সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া কালযাপন করেন। "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"—এই মানব শ্লোক হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, স্বাধ্যায়-বিরত প্রণবোচ্চারণকারী ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শূদ্রাদিকার্য্য লাভ করায় তাঁহারা দ্বিজাতির অধিকার হইতে [illegible] হইয়াছেন। যতদিন তাঁহারা সেই অধিকার পুনরায় লাভ না করেন, ততদিন তাঁহাকে [illegible] শূদ্র-সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। এই অধিকার লাভের জন্য তাঁহাকে [illegible], [illegible] ও [illegible] অবলম্বন করিতে হইবে, [illegible] কৃপা করিয়া তাঁহাকে [illegible] পূর্ব্বক পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা বিধানে দীক্ষিত করিয়া সংস্কার প্রদান করেন তিনি প্রণবোচ্চারণ ও বেদপাঠে অধিকার লাভ করেন। [illegible] বলিয়াছেন—[illegible] শাস্ত্র [illegible] পাঠ করা।—

(ক) [illegible] বিষয়ান্ [illegible] ভগবদ্ [illegible] বৈষ্ণবানি [illegible] তথা তুলসী-[illegible]।"

[illegible] শ্রীমদ্‌গোবিন্দ [illegible] সম্প্রদায় [illegible] সংস্কার [illegible] [illegible] বিধি [illegible] দেখ [illegible] মহামনাদি শ্রীকৃষ্ণে [illegible] দিক।"

(খ) "শ্রীভাগবত [illegible] মহাপাতকাদ্যো বৈষ্ণবানাং মহীয়সাং।"

শাস্ত্রে কোথাও কেবলমাত্র লৌকিক বিচারানুসারে বর্ণ নির্ণয়ের ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞা নিরূপিত হইতে দেখা যায় না। পিতার বর্ণ এবং [illegible] শুক্র সংস্কারিক হইতেছে বলিয়া, একণে কোন নিশ্চয়তা নাই। [illegible] বর্ণনিরূপক শাস্ত্রসম্মত নহে। অতএব বিচারকের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তিহীন অর্থ, বিদ্যা, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি অভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তি সাধুগুরুর সজ্জা গ্রহণ করিলেও তাঁহারা দুর্দ্দৈবচালক হইতে পারিবেন না। দৈবকগণ ভগবৎশ্রেষ্ঠ জনের সমাদরে [illegible] পারদর্শী। নতুবা—

বৈছে জল্লাতন্ত্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল' 'এই মন্দ'—এই সব ভ্রম'॥

কৃষ্ণ সম্বন্ধ-জ্ঞানবাতিভ্যাবস্থায় শূদ্রাশূদ্র বিচার কখনও সম্ভব হইতে পারে না। নিজেরা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-বশতঃ শোকাদি-প্রপীড়িত শূদ্র হইয়া অন্যকে শোকমুক্ত করিবার চেষ্টা অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া পড়ে এবং তাহাতে বেদবিহিত বর্ণবিচারে বৈষম্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

বেদান্তদর্শনের অপশূদ্রাধিকরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে লক্ষণদ্বারাই দ্বিজত্ব কিম্বা শূদ্রত্ব নিরূপিত হইয়া প্রণব ও বেদাধিকার প্রদানের কর্ত্তব্যতা বিচারিত হইয়াছে। শোক সম্বন্ধ দ্বারা বর্ণনির্ণয়ের কোন আধুনিক স্বকল্পিত ব্যবস্থা আমরা বেদান্ত দর্শনের কুত্রাপি পাই না। শোক-লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি যে শূদ্র এবং সেইরূপ শূদ্রের যে বেদাধিকার নাই, উহা স্পষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। "ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে কি না?"—এই সংশয় নিরাকরণার্থ 'শুগস্য তদনাদর-শ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি'—এই সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। এই সূত্রে কথিত আছে পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি হংসবাক্য শ্রবণে শোকদ্বারা অভিভূত হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কমুনি কর্ত্তৃক তিনি শূদ্র বলিয়া আমন্ত্রিত হইয়াছেন, ইহাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানা-ভাবই যে শোকের কারণ এবং তাদৃশ শোকগ্রস্ত ব্যক্তিই যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যালাভে অন-ধিকারী, তাহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যশ্রুতির চতুর্থ অধ্যায়ে কথিত আছে—জানশ্রুতি নামে পৌত্রায়ণ গোত্রোৎপন্ন এক অতিথিপ্রিয়, অতিশয় দাতা ও বহু অন্নদাতা রাজা ছিলেন। একদা দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহার গুণে তুষ্ট হইয়া হংসবিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজধানীর উপর দিয়া গমনকালে প্রাসাদপৃষ্ঠে শয়ান সেই রাজসকাশে সমাগত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অগ্র-গামী হংসকে পশ্চাদ্গামী কোন হংস সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—অহে ভল্লাক্ষ, দেখিতেছ না, জানশ্রুতির তেজঃ দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়াছে? তোমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, সুতরাং তুমি উহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইও না। ইহা শুনিয়া সেই হংস বলিতে লাগিলেন, কি তুচ্ছ কথা, তুমি এই সামান্য লোকমাত্র জ্ঞান ব্যক্তিকে সযুগ্বা অর্থাৎ শকটবান্ রৈক্ক ব্রহ্ম-তেজঃসম্পন্ন জ্ঞানিগণশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রৈক্কের সমানরূপে নির্দ্দেশ করিতেছ? এই রাজা পরম ধার্ম্মিক হইলেও যখন ব্রহ্মজ্ঞান-রহিত, তখন ইহাঁর আর কি গুণ আছে? রাজা জানশ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানাভাব নিবন্ধন আপনার নিন্দাপূর্ণ সেই হংসবাক্য শ্রবণে শোকসন্তপ্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সদ্ভাবনিবন্ধন রৈক্কের স্তুতিপর বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসেচ্ছু হইয়া স্বীয় ক্ষত্তাকে (সারথিকে) রৈক্কের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। সারথি রৈক্কের সংবাদ লইয়া আসিলে রাজা তৎক্ষণাৎ ছয়শত গো, স্বর্ণহার ও অশ্বতরীরথ প্রভৃতি উপহার সহ রৈক্কের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন,—'ভগবন্ আপনার উপাস্য দেবতার তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন।' স্বীয় যোগশক্তি-প্রভাবে ত্রিলোক-তত্ত্ববিৎ সেই রৈক্ক ব্রহ্মজ্ঞানাভাব-নিবন্ধন হংসোক্ত অনাদর বাক্য শ্রবণে রাজার শোকাবেশ তথা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদ্গম অব-গত হইয়া এবং রাজার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যোগ্যতাও উপলব্ধি করিয়া লক্ষণদ্বারা ইহার হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরতর হইতে পারে বিবেচনায় শোকান্বিত রাজার যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অভাব, তাহা জানাইয়া তাঁহাকে 'শূদ্র' সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে শূদ্র, তোমার এ সমস্ত দ্রব্য তোমারই থাকুক, এই দ্রব্যসম্ভার প্রদান দ্বারায় লক্ষ-জ্ঞানেচ্ছায় শোকাবিষ্ট তোমার হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রোজ্জ্বলিত হইবে না। তখন রাজা আবার স্বীয় শক্তি-অনুসারে গো প্রভৃতি ধন এবং নিজ কন্যা প্রদান করিয়া উপস্থিত হইলে পুনশ্চ রৈক্ক তাঁহার উপদেশ যোগ্যতা জ্ঞাপনার্থ 'শূদ্র' শব্দে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তুমি যে এত সমস্ত দ্রব্য আনিয়াছ, এই উপায়েই তুমি আমাকে কথা বলাইতেছ।' অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে স্বীয় শক্তি অনুসারে এই সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়াছ, তাহার ফলে দাক্ষিণ্য গুণের প্রভাবেই কেবল এই উপায়েই তুমি তোমার অভীষ্ট ব্রহ্ম জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আমাকে বাধ্য করিতেছ।" অনন্তর রৈক্ক রাজাকে সংবর্গ নামক বিদ্যা উপদেশ করিলেন।

'শুগস্য' সূত্রের পরবর্ত্তী "ক্ষত্রিয়-ত্বাবগতেশ্চ' 'উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ'—এই শ্রৌত চিহ্নসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, লক্ষণদ্বারা বর্ণনির্ণয়ই শ্রৌত-বিচার প্রণালী। জানশ্রুতিকে যে 'শূদ্র' সম্বোধন করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা শোকাবিষ্ট অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানের অযোগ্যতাই সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্ক জানশ্রুতিকে 'শূদ্র' জানিয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন, ইহা ভ্রম-মূলক সিদ্ধান্ত। জানশ্রুতি দান-পতিত্ব, বহুতর অন্নদাতৃত্ব, সারথি প্রেরণ এবং বহু গ্রাম প্রদান করায় জনপদ বা প্রদেশাধি-পতিত্ব প্রভৃতি ক্ষাত্র-লক্ষণ-প্রতীতি-হেতুক রৈক্ক তাঁহাকে দ্বিজ জ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান উপ-দেশ করিয়াছিলেন। শূদ্র সম্বোধনের তাৎপর্য্য বিশেষরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক—জাতিমাত্রে বর্ণনিরূপণের ব্যবস্থা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। দ্বিজগুণোচিত গুণাভাব হেতু ব্রহ্ম-জ্ঞানাবস্থানই শূদ্রত্বের প্রতিষ্ঠা। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে জীবের সেই শূদ্রত্ব বা শোকপ্রাপ্তি শোক-বস্থার অপগমেই ব্রহ্মাবস্থায় অধিকার লাভ হয়, নতুবা শোকার্ত্ত হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যার স্থান কোথায়? ব্রহ্মজিজ্ঞাসু জীবমাত্রকেই সমিৎপাণি হইয়া সদ্গুরু পাদাশ্রকে অভিগমন করিতে হইবে, গুরু-দেব শিষ্যের সরলতা বুঝিয়া তাঁহাকে বলিবেন—"সমিধং সোম্য আহর। উপ ত্বা নেষ্যে" অর্থাৎ হে সৌম্য, তুমি সমিধ্ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনয়ন প্রদান করিব অর্থাৎ প্রণবোচ্চারণ ও বেদপাঠাধিকার প্রদান করিব। কৃষ্ণৈক-শরণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরু পাদপদ্মেই জীবের কৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয়। অনাদিকাল অশোকশক্তি সাধুসঙ্গিগণ বহু জীবন ধরিয়া 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই অভিমান করিলেও তাঁহা-দিগকে 'শোক' সংজ্ঞা দেওয়া হইবে না।

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥

নিরবচ্ছিন্ন অষ্টোত্তরশত-সংস্কারোপেত না হইয়া কেবলমাত্র শৌক্র-বিচার দ্বারা বর্ণাভিমানকে সদ্বংশজাতকারগণ কখনই বহুমানন করিবেন না। ক্ষয়িষ্ণু শুক্রঢ়-প্রমুখ ভক্তিবিরোধী বর্ণাশ্রম শ্মার্ত্ত সম্প্রদায়ের এতাদৃশ বিষয় বিবেচনায় প্রাণ না করা কর্ত্তব্য।

"জন্মে জন্মে প্রভু সেই"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ সেবারত্ন ভাগবতভূষণ)

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"॥

আমি সংসার-বদ্ধ জীব। অজ্ঞান রূপ তিমিরে অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছি। আমার এহেন দুর্দ্দশা দর্শনে যিনি স্বয়ং দয়া বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়াছেন এবং আমার অন্ধ চক্ষুতে মায়ার পটলরূপ ছানি কাটিয়া দিয়া, দিব্যজ্ঞান রূপ অঞ্জন নিক্ষিপ্ত শলাকা দ্বারা দিব্যালোকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমারই দর্শনের সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য নিরন্তর চেষ্টিত, তিনিই শ্রীগুরুদেব; আমার জন্মে জন্মে প্রভু।

এ চক্ষুরুন্মীলন কোন প্রকার কারসাজি নহে। আধুনিক জড়বাদী চিকিৎসক সম্প্রদায়ের ন্যায় চক্ষু চিরিয়া জ্যোতিঃ দর্শন করান নহে। নানাকাজ্ঞার দর্শন করিয়া জড়ো দর্শনে আনন্দ লাভ করিবার ফাঁকি নহে। অথবা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাঠ, পাথর, ধাতুতে কোন অভীষ্ট মূর্ত্তি আরোপ করিয়া ধ্যানের প্রক্রিয়া অভ্যাস নহে, আসন সিদ্ধ কোন ব্যাপার নহে।

এ চক্ষুরুন্মীলন দিব্য জ্ঞান—অর্থাৎ দীক্ষা লাভ দ্বারা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের পরিস্ফুট বিচার হৃদয়ে প্রকাশিত। কৃষ্ণ আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁহার নিত্য দাস, এই সম্বন্ধের বন্ধনী দর্শন করাইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেওয়াই দিব্য জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের প্রভুত্ব। ইহারই নাম দীক্ষাদান। এই—

"চক্ষু দান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥"

"বিঘ্নাধিষ্ঠান"

"ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥"
(ভাঃ ১০।৬।৩)

"তোমার স্মরণ হীন যে যে পাপস্থান,
তথায় ডাকিনী ভূত প্রেত অধিষ্ঠান॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৮।৮৭)

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনহীন স্থানেই [illegible] [illegible] আছে। সেই স্থানে [illegible] ডাকিনী [illegible] ভগবদ্ভক্তগণ [illegible] ইঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] স্থান [illegible] [illegible]।

শ্রীকৃষ্ণানন্দসম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক, [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] সর্ব্বাবস্থায় বিঘ্নবর্জ্জিত সুখাপ্লুত কারণ [illegible] [illegible]। এই পরম সারকথা না জানিয়া বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত আজ নানা স্থানে নানা পন্থা খুঁজিয়া বেড়াইলে বিঘ্ন বিঘ্ন আর যাবে কোথায়? তাহা দায় পুরাণে আছে যে—"যত্র যুগ্যপতো [illegible] বিষ্ণোঃ স্বকর্মসু" এই শ্লোকে আমরা বহু শাস্ত্রবাণীতেই অবগত হই, কৃষ্ণ-সেবা অথবা স্মরণই সর্ব্ব বিঘ্ননাশক, পরম শান্তিপ্রদ, সর্ব্বানর্থ নাশক। শুধু উহা বলিলেই কৃষ্ণ-সেবা বা স্মরণ মূর্ত্তি কার্য্যে প্রকাশিত হয় না। [illegible] [illegible], কৃপাকণা [illegible] [illegible] সেবা-সম্পদ লাভ ও সাধ্যোপায় (প্রেম) প্রাপ্তি।

যেই স্থানে বৈষ্ণব বিষ্ণু সেবায় বৈষ্ণবগণ অবস্থান করেন, সেখানে [illegible] [illegible] কোন বিঘ্ন নাইই, পরন্তু সে স্থানে পাপ ভূত-প্রেত, পিশাচ, দানব ডাকিনী প্রভৃতির আমল থাকে না।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

১। [illegible]   ২। [illegible]
৩। সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য,   ৪। ভক্তিশাস্ত্রী,
৫। [illegible]   ৬। [illegible]
৭। একায়নাচার্য্য।

[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৴০ সাধারণ পক্ষে ২০। [illegible] সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম [illegible] ৮৲।

[illegible] সপ্তম [illegible] হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে [illegible] তৃতীয় সংস্করণ [illegible] টাকায় না পাইয়া [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। [illegible] প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রী
হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০

[illegible] গ্রাহক হওয়া যায়।

[illegible] গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	[illegible]	./০
৪।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	৩,
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	[illegible], প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, [illegible] নবধা-ভক্তি—[illegible]	
৭।	[illegible]	/..
৮।	[illegible]	৸/
৯।	[illegible]	।০
১০।	[illegible]	৸০
১১।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷৷০
১২।	[illegible]	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], চক্রবর্ত্তী-টীকা ও [illegible]	২,
১৪।	[illegible]	৷৷০
১৫।	[illegible]	
১৬।	[illegible]	
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	
১৮।	[illegible] (পত্র সংখ্যা [illegible])	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/*/-: *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcua

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৬

আনুকূল্যের সঙ্কল্প।

(প্রয়োজন লাভের মূল)

আমরা পরমার্থ বা জীবমাত্রের স্বভাবগত পরম প্রয়োজন লাভ করিবার প্রথম সোপানেই শ্রদ্ধার আবশ্যকতা লক্ষ্য করিয়া থাকি। জাগতিক নৈমিত্তিক ধর্ম্মেও আমরা শ্রদ্ধা ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন করিতে অক্ষম; ইহা প্রতিপদে অনুভব করিতে পারি। অপরিচিত দূরদেশে গমনকালে মার্গনির্ণয়-বিষয়ে তৎস্থানাগত বা তদ্দেশাবস্থিত ব্যক্তির কথায় শ্রদ্ধা পোষণ না করিলে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা। দেহ রক্ষার্থ ভোজনের দ্রব্য গ্রহণেও পাচক, পরিবেশক প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে অনাহারে অচিরে প্রাণবিসর্জ্জনে তৎপরিকর হইয়া পড়ে। এই প্রকারে আমাদের প্রত্যেক ব্যবহারের মূলানুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব যে, শ্রদ্ধা ব্যতীত লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতেও লোকযাত্রা চলিতেই পারে না। এই শ্রদ্ধা জীবমাত্রের স্বভাবগত, এইকথা কেহ অস্বীকার করিলে তিনি তাঁহার নিজ ব্যবহারেই পীড়িত হইতে থাকিবেন।

শ্রদ্ধার সংজ্ঞা

শ্রীচরিতামৃতপ্রণেতা সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই 'শ্রদ্ধা' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণভাবে এই প্রকার সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইলেও পরমার্থলিপ্সুর শ্রদ্ধা কেবল ঐরূপ কথায় সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। ছান্দোগ্য-উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে শ্রীসনৎকুমার দেবর্ষিকে বলিলেন—জ্ঞাতব্য বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইলে পুরুষ তদ্বিষয় ধারণা করিতে চেষ্টাবান্ হয়; সশ্রদ্ধ জনই ধারণা করিতে পারেন, অশ্রদ্দধান কদাপি তাহাতে সমর্থ হন না। আদৌ শ্রদ্ধার বিষয়ই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য। এই শ্রদ্ধার অন্যান্য দিক্ পরিত্যাগ করিয়া যখন আমরা পরম শ্রেয়োমার্গের কথা আলোচনা করিতে যাই তখন উহার অর্থ এইরূপ হইয়া থাকে। সাধুর সঙ্গে শুনিতে শুনিতে যৎকালে চিত্তের এইরূপ ভাব হয় যে, সৎকর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগাদি দ্বারা জীবের নিত্য অর্থ লাভের আদৌ সম্ভাবনা নাই এবং কেবল অনন্যভাবে ভক্তিপথ আশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই, তৎকালে বেদ ও গুরুবাক্যে যে দৃঢ়তা জন্মে, ঐপ্রকার চিত্তবৃত্তির নামই শ্রদ্ধা।

বাহ্য লক্ষণ

শ্রদ্ধার বাহ্য লক্ষণ শরণাপত্তি অর্থাৎ একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ। শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গোস্বামি শাস্ত্রে ঐ শরণাগতির ছয়টি পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। আনুকূল্যের সঙ্কল্প অর্থাৎ শ্রীহরির ভক্তিলাভের এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানা ভক্তির পরিপোষণ বিষয়ে যে যে কার্য্য বা বিষয় আমাদের সহায় হইবে, তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণ করিব, এইরূপ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাই তন্মধ্যে প্রথম লক্ষণ। এই অঙ্গটীর উপর নির্ভর করিয়া অন্যান্য অঙ্গগুলি পরিপুষ্টিলাভ করে; সুতরাং ইহাই প্রধান ভাবে সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

বদ্ধজীবের বিচার দোষ

আমরা বদ্ধাবস্থায় পতিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আবৃত হইয়াছি। সুতরাং সমুদয় ইন্দ্রিয়ই বহির্ম্মুখ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বাহ্য পদার্থের মিথ্যাজ্ঞান লাভার্থই ধাবমান হইয়াছে। অপরিহার্য্য স্থূলদেহাত্মবাদে বা সূক্ষ্মদেহাত্মবাদে অবস্থান হেতু আমরা পরমার্থের অনুকূল বিচার করিতে কদাপি সমর্থ হইতে পারি না; যেহেতু পূর্ব্বদিকে লব্ধব্য পদার্থ যেমন পশ্চিমদিকে অনন্ত কাল অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া একান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ প্রত্যগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ পাইতে বা তাহার মার্গ নির্দ্দেশ করিতে বদ্ধজীবের পরাঙ্মুখী বৃত্তি সমর্থ হইতে পারে না। মনোধর্ম্মের বিচারে আমরা যে যে বস্তু বা যে যে ব্যবহার অনন্যভক্তির অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইব, তাহাই অধিকাংশ সময় প্রতিকূল হইয়া যাইবে। অপরিচিত অন্ধকার গৃহে বস্তুর অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্যতাই পুরস্কার লাভ হইয়া থাকে। কদাচিৎ সৌভাগ্যক্রমে হয়ত দৈবাৎ কিঞ্চিৎ লব্ধ হইলে তাহা ধর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আবার আমাদের অভিজ্ঞতাসমূহ মনোধর্ম্মিমানবগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় ভ্রান্ত মার্গ ব্যতীত প্রকৃত অনুকূল বিচারের প্রত্যাশা কোথায়?

ভক্তই একমাত্র বিচারক

যাঁহাদের ভক্তি-লাভ ঘটিয়াছে বা সাধুর আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ তন্মার্গ অনুশীলন করিতেছেন, তাঁহারাই ভক্ত। তদ্ব্যতীত আর কেই বা আমাদের প্রকৃত পথে লইয়া যাইতে পারিবে? ভক্তির পথ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল। অন্য পথ কুটীল এবং নানা অনর্থের জনক। এমন কি, অবশেষে বিভ্রান্ত করিয়া পরম প্রয়োজন লাভের একান্ত পরিপন্থী হইয়া যায়। সুতরাং ঐ একমাত্র সরল পথে বিচরণকারী জনগণই যদি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ব্যবহারাদি প্রদর্শন করেন, তখনই আমরা অনুকূল বা প্রাতিকূল্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। তাহাতে অবহেলা করিয়া নিজের স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে বিচরণ করিলে সুবিধা হইতে অনেক দূরে পড়িয়া যাইব। আমরা প্রত্যেকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, যে সকল পদার্থ যে রোগের উৎপাদক, আমরা রোগী হইয়া অনুক্ষণ সেই সেই পদার্থে প্রীতিসম্পন্ন হই। আমরা বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-দ্বারা সর্ব্বদা চালিত হইতেছি, কিন্তু পরমার্থও উহার বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত। সুতরাং যাঁহারা ঐ পথের সন্ধান প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তাঁহাদের কৃপাশ্রয় ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর কোথায়? চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিই রোগীর সুপথ্য কুপথ্য নির্ণয়ে সমর্থ বা রোগী ও তদীয় সমশীল ব্যক্তির কুপরামর্শে আময়বৃদ্ধিরই সাহায্য করিয়া থাকে।

সঙ্গ ও ক্রিয়া দ্বারা বিচারে প্রতিষ্ঠিত

শুদ্ধভক্তের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের সেবা ও তাঁহাদের কথা শ্রবণের নাম ভক্তসঙ্গ। শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র হরিসেবা ব্যতীত আর কোন কৃত্য না থাকায় তাঁহারা যে যে নিয়মে নিজ জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অধিকার অনুসারে যোগদানহেতু নিজ বিচার ক্রমে শুদ্ধতা লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক যথাসাধ্য কার্য্যে পরিণত না করিলে তাহার মূল্য কাণা কড়িও সমান হয়। সুতরাং শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ শ্রবণে কার্য্য-প্রবৃত্তি স্বতঃই প্রণোদিত হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহা শ্রদ্ধার জনক। ভক্তি-ক্রিয়ায় দেহ প্রদান ও ভক্ত সঙ্গে নিত্য সুকৃতি লাভ হইলে অতি দ্রুতবেগে অনুকূল বিচারগুলি নিজের করায়ত্ত হইয়া পড়ে। তখনি নিজের স্বতন্ত্রগুলি সর্ব্বদা অবিশ্বাস্য, যেহেতু আমাদের নৈসর্গিক দুর্ব্বলতা পাইয়া যে কোন সময়ে মার্গভ্রষ্ট করিতে সচেষ্ট আছে। এই বলবৎ প্রমাথি ইন্দ্রিয়কে ভক্তের আনুগত্যে নিয়মিত করিলেই বিচারের শুদ্ধতা ক্রমে আসিয়া পড়িবে।

নিরাশার আশা।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে 'শ্রীপুরুষোত্তম মঠে' মহাপুরুষের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা শ্রবণে আমার চেতনতায় সাড়া পড়িল। পাঠান্তে বাসায় ফিরলাম বটে, চিন্তার অবসর নাই। অনেক ভাবিলাম, বিচার করিলাম যে, এমন নিগূঢ় খাঁটী কথা ত কেহই বলে না। জগতের লোক আমরা কি এক মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত যে এমন ভাবিবার বিষয়েও উদাসীন।

মহাপুরুষ বলিলেন—বৈষ্ণব ঠাকুরগণ করুণার সমুদ্র। জগতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় থাকিলেও সমুদ্রের তুলনায় কিছুই নহে, তেমনি জগতে যত দাতা আছেন, বৈষ্ণব ঠাকুরগণের নিকট সকলেই নগণ্য। এজগতে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি অপরের করুণাপ্রার্থী হয়। কিন্তু প্রাপ্তবস্তুতে অভাবগ্রস্তের অভাব বিদূরিত হয় কি?—না পুনরায় সেই বস্তুরই অভাব অথবা অন্যপ্রকার সহস্র সহস্র অভাবের দ্বারা বিতাড়িত হইতে থাকে। আরও আজ যিনি দাতা সাজিয়া অপরের অভাব মিটাইবার অভিনয় করিতেছেন, তিনিই দানের সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর অভাবে পড়িতেছেন এবং সময়ান্তরে নিজেই অপরের নিকট প্রার্থী হইবেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠবিহারী ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ অধনে ধনী নন, অথবা জীবের তৎকালিক অভাব দূর করিতে প্রস্তুত নন।

নিত্য-কৃষ্ণদাস জীব, কৃষ্ণ-সেবা পরিহার করিয়া নিজ ভোগ-কামনায় এই জগতে পতিত। নিজের স্বভাব ভগবদ্দাস্য ছাড়িয়া দেওয়ায় ভোক্তৃ অভিমানে মত্ত। সুতরাং ভগবানের মায়াশক্তি-প্রকটিত নানা বিচিত্রতা-পূর্ণ বিশ্বে ভোগ পরিপূরণের জন্য বহু বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তাহার চঞ্চল-চিত্তে জাগিতেছে। আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই।

সংসার-সমুদ্রে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা-লহরীতে ভাসিতে লাগিলাম। একটী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে না হইতে আর একটী আকাঙ্ক্ষা আসিয়া বিরাম দেয় না। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলেই অশান্তি আসে। আকাঙ্ক্ষা আসিয়া জীবনে নানা করিয়া তুলে। সুতরাং এই অবস্থায় জীবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—তাহাদের উদারতা, বিশ্বপ্রেম, পরদুঃখ-দুঃখী, দাতা, নাম পাইবার উপযুক্ত হয়, তাহাদের মহত্ত্ব, পরোপকারিতা, বিশ্বহিত এবং জীবসেবা; কিন্তু বৈষ্ণবগণ জীবের দুঃখ আর অজ্ঞানতা দূর করিয়া দিয়া মূল যে অবিদ্যা—তাহা অপসারিত করিয়া দেন। নিত্যজীবন শ্রীকৃষ্ণকে জীবের জন্য ব্যাকুল হইয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধকার নিবৃত্ত করেন। অতএব তাঁহারা জীবের ভোগবাঞ্ছা পূরণের জন্য না সাজিয়া কৃষ্ণসেবাবাঞ্ছা পরিপূরণকারী। এহেন পতিতপাবন বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে বার বার প্রণাম।

ভাবিতে নিদ্রা নাই, সেই পুণ্যদৃষ্ট মহাপুরুষের কথাই চিন্তা করিতেছি, আর ভাবিতেছি প্রাণিনা শ্রীভগবানের কত দয়া। আমার ন্যায় নিকৃষ্ট কীটকে তিনি অপার করুণায় তাঁহার লীলাক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই, নিজেকে নিবেদন করিবার জন্য নিজ প্রিয়ভক্ত-জনের সঙ্গ প্রদান করিয়াছেন।

আবার চিন্তা হইল—এই মহাপুরুষই কি কেবল আমার ঐকান্তিক হিতাকাঙ্ক্ষী। সংসারে আমার জন্মদাতা পিতা, গর্ভধারিণী মাতা, সহোদর, সহোদরা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি যাঁহাদের সঙ্গে আমি লালিত, পালিত, যাহারা আমার জন্য কত না কি করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহারা কি আমার কেহই নন?

মন ভাবিতে দোলায় দুলিতে দুলিতে ক্রমশঃ স্থির হইলাম। এক মহাপুরুষের উপদেশে আমার অসীম অপার জ্ঞান হইল যে পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন চিরদিনের জন্য নহে। অথচ তাঁহাদিগকে জন্মান্তরে পুনরায় যে কোন জন্মে পাইব কিনা, ঐ জন্মের সম্বন্ধ পাইব। তাঁহারা আমার আত্মীয়-রূপে অবস্থিত হইলেও আমাকে কেমনে তাহা নিজেরা এক সংসারে মায়ামোহ-রূপ সাগরে নিমগ্ন জীব। জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, শান্তির নামে অনন্ত অশান্তি ভোগ করিতেছে। সুতরাং তাহারা আমাকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারে না। নিজে পতিত বলিয়া আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধার করিতে পারে না।

নিজেরা অন্ধ বলিয়া আমার ন্যায় অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, নিজে মোহনিদ্রায় নিদ্রিত বলিয়া আমার মোহঘুম ভাঙ্গিতে পারে না, কিন্তু পতিতপাবন, অজ্ঞান-নাশক, প্রবুদ্ধ মায়াপাশচ্ছেদক বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমাকে আমার পরম মঙ্গল প্রদান করিতে পারেন। তাঁহারা নিজেরা বঞ্চিত নন বলিয়া অপরকে বঞ্চনা করেন না বরং মঙ্গলদানে অনিচ্ছুক আমি আমাকে জোর করিয়া কেশাকর্ষণ করিয়া নিঃশ্রেয়ঃ প্রদান করেন। হায়! হায়! এ অধম বিচিত্র বিদেশে অন্ধ হইয়া আত্মীয়মনন-কারী আমাকে আমার পরমাত্মীয় একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ সংসারের কোনপ্রকার আত্মীয়স্বজন-কামনা পূরণ করেন না বটে, কিন্তু অহৈতুকী কৃপাপারাবার তাঁহারা আমাদিগের জড় কামবিদূরিত করিয়া অপ্রাকৃত-নিত্য-সেবাকামের উদয় করাইয়া বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন।

অকিঞ্চন মহাপুরুষের কৃপায় আমার মনের সন্দেহ নিরস্ত হইয়াছে। নিরাশ্রিত ছিলাম, আমি আশ্রয় লাভ করিয়াছি। আর অবশেষে আমার নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে! তাই 'আশায় নিরাশ' ঘুচিয়া 'নিরাশায় আশা'।

ভিক্ষা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার, কটক)

আজকাল আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তিটা যে খুবই খারাপ বা নীচ বৃত্তি, এবিষয়ে আমাদের সংশয় আদৌ নাই এবং যাহারা ভিক্ষার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকি। এখন ভাবিবার বিষয় যদি এই বৃত্তিটি এতই খারাপ, তবে মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ পুরাকালে এই বৃত্তি দ্বারা কেন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাহলে বুঝিতে হইবে' ইহার ভিতর নিশ্চয় এমন একটা মঙ্গলময় ব্যাপার নিহিত আছে, যাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা এইটি স্বীকার করিয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষার ভিতর কোন স্থানে এমন একটু গলদ ছিল, যদ্দ্বারা তাঁহারা এমন একটি ঘৃণিত ব্যাপারকে বুঝিতে পারেন নাই! আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সেই গলদটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছি! কিন্তু আমরা যাহাদের চশমায় দেখিয়া এই কথাটি বলিতেছি, সেই পাশ্চাত্য দেশেরই বহু মনীষিবৃন্দ স্বীকার করিয়াছেন, শিক্ষাদীক্ষাতে ভারতবর্ষ যেরূপ উন্নতিশীল হইয়াছিল, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানই অদ্যাপি তদ্রূপ হইতে পারে নাই।

ভারতবর্ষে কিরূপ-শ্রেণীর লোক ভিক্ষা করে, অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, (ক) যাহারা অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ দৈহিক অপটু। (খ) যাহারা অলস অথচ দৈহিক পটুতা সত্ত্বেও ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। (গ) যাহারা ভিক্ষাটিকে জাতিব্যবসা বলিয়া ধরিয়াছে, যাহারা জাতি ফকির বা বোষ্টম। (ঘ) যাঁহারা দেশহিতকর বা জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। (ঙ) যাঁহারা ভগবৎ সেবাদির নাম করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়াদি তর্পণে নিযুক্ত হন। (চ) আর যাঁহারা একমাত্র ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যেই ভিক্ষাদি গ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত পঞ্চপ্রকারের ভিক্ষা সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলিতে চাহি না, কারণ উহার দ্বারা দাতার কোনটিতে পাপ, কোনটিতে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে মাত্র, নিত্যমঙ্গল সাধিত হয় না এবং আমাদের দেশের মনীষিবৃন্দ ঐরূপ ধরণের ভিক্ষুক ছিলেন না। কারণ তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। শাস্ত্র বলিতেছেন যাঁহারা নিজ উদর ভরণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের বৃত্তি কুক্কুরের বৃত্তি অপেক্ষাও হেয়। অতএব তাঁহারা যাহা গ্রহণ করিতেন, তাহা একমাত্র ভগবৎ সেবার জন্যই করিতেন।

এস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়—ভগবদ্ভক্তগণ দৈহিক পটুতা-সত্ত্বেও কেন ভিক্ষা করেন। ভিক্ষার দ্বারা তাঁহারা যে পয়সাটী ভগবৎ-সেবা বলিয়া গ্রহণ করেন, সেটা কি তাঁহারা অন্য কোন ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য বা রাজসেবার দ্বারা অর্জ্জন করিতে পারিতেন না? যদি পারিতেন, তাহা হইলে সেগুলি না করিয়া এমন একটা ঘৃণিত ব্যাপারে কেন ব্রতী হইলেন। উত্তরে বলিতে হইবে, ভগবদ্ভক্তগণ মুক্ত পুরুষ ও নিরপেক্ষ, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অপেক্ষক নহে। তবে যে তাঁহারা ভিক্ষার্থী হইয়া আমাদের দুয়ারে আসেন এটা তাঁহাদের অপার করুণা। তাঁহারা আমার মত দীনহীনা জীবর্বর্গের ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া নানাপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের দুয়ারে আসিয়া আমাদের অনুকূলতা গ্রহণ করাইতে নানাবিধ প্রয়াস পান। ভিক্ষা—তন্মধ্যে একটী।

ভগবৎ সেবকগণ জীবমঙ্গলময়, তাঁহারা আমার মত বদ্ধজীবের মঙ্গলপ্রকার সাধনার্থে আমার দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলেন, ওহে ভোগী, তুমি যথাসর্ব্বস্ব তোমার ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয় করিয়া অনন্ত নরকের পথে 'ভীমবেগে' ছুটিতেছ, উহা হইতে আমাকে দুটি পয়সা দাও আমি তাহা লইয়া ভগবৎ-সেবায় লাগাই, তাহা দ্বারা তোমার বিশেষ মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমার এতই দুর্দ্দৈব, আমি এই ভগবৎসেবকগণকে সাধারণ ভিক্ষুক পরিচয়ে প্রত্যাখ্যান করিতে চেষ্টা পাই। কিন্তু তাঁহারা নানা উপায়ে আমাদের নিকট হইতে দুটি পয়সা গ্রহণ করিয়া যান। আমরা যে শুনিতে পাই ও মুখেও বলিয়া থাকি ভগবদ্ভজন বহু জন্মের সুকৃতি-সাপেক্ষ, কিন্তু সেই সুকৃতি কিরূপে যে অর্জ্জন হয়, তাহার কি কোন সন্ধান আমরা রাখি? যদি রাখিতাম, তাহা হইলে দীনবৎসল সাধুগণকে কখনও সামান্য উদরভরণকারী ভিক্ষুক ভাবিতাম না। তাহা হইলে ভাবিতাম মহাপ্রভুর এই ভাবিতে পারি।"

নিজ কার্য্য নাই তবু যান তার ঘর॥

সুতরাং এখন দেখিতে পাইতেছি, ভগবদ্ভক্তগণ যদি নিজেরা উপায় করিয়া ভগবদ্ভজন করিতেন ও যদি ভগবদ্বস্তু প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি হয়, তাহা হইলে আমা হেন পাষণ্ডের সুকৃতি অর্জ্জনের আর কোন উপায় ছিল না। সেইজন্য সাধুগণ আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভগবৎ সেবার্থে কিছু গ্রহণ করিয়া ও মহাপ্রসাদাদি বিতরণ করিয়া আমাদের মত পাষণ্ডের উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করেন।

শ্রীগোবিন্দের শুদ্ধ সেবা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

পরিমুণ্ডা-নৃত্যের পর মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া সমুদ্র-স্নানান্তে প্রসাদ ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে ভক্তগণ স্ব স্ব বাসা ঘরে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে মহাপ্রভু স্বয়ং গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন। প্রসাদ পাওয়ার পরে গোবিন্দ মহাপ্রভুর পাদ সম্বাহন করেন, সর্ব্বকাল এই নিয়ম সুদৃঢ় ভাবে নিবদ্ধ আছে। অদ্য মহাপ্রভু সমস্ত দ্বার যুড়িয়া শয়ন করিয়াছেন; গোবিন্দের যাওয়ার পথ রুদ্ধ। পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের জন্য গোবিন্দ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু যেন অতিশয় শ্রান্ত, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের শক্তিটুকুও তাঁহার নাই, ভাবে তাহাই প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দ নিরুপায়! প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতেই হইবে, অথচ মন্দিরে প্রবেশের রাস্তা নাই, উপায় কি? এ উভয় সঙ্কটে কি করা কর্ত্তব্য? 'দদামি বুদ্ধিযোগং' বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইল, মহাপ্রভুর দেহোপরি একখানা বহির্ব্বাস রাখিয়াই উল্লঙ্ঘন করিয়া গোবিন্দের পাদসম্বাহন সেবায় নিযুক্ত হইতে বিন্দু মাত্রও দ্বিধাবোধ হইল না।

কথাটা সোজা নহে, একমাত্র নাস্তিক হইলেও এরূপ ভাবে এক

সামান্য মানবকেও কেহ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় না। তবে মহাপ্রভু (নিমাই পণ্ডিত) আমাদেরই মত কাছে আছে বামুনের ছেলে, তাঁহার পাদ সম্বাহন করা নীচ জাতির কার্য্য, এরূপ পাষণ্ড জনোচিত বুদ্ধি থাকিলে কথাটা সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু বিন্দুমাত্র ভগবদ্বুদ্ধি যাঁহায় রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে এরূপ কার্য্যের কথা শ্রবণ করাই অসম্ভব।

তবে গোবিন্দ কেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক কি করিয়া মহাপ্রভুকেই লঙ্ঘন করিলেন? একথাটি একটু সুস্থ মস্তিষ্কে শ্রীগুরুদেবের নিকট জানিয়া রাখা ভাল। নতুবা সেবার দোহাই দিয়া তেত্রিশ কোটি অম্বুকবণিক গোবিন্দরূপ উপস্থিত হইলে সম্প্রদায়ই সংসারটা মাটিকের আড্ডা হইবে।

দুই দণ্ড পরে মহাপ্রভুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গোবিন্দকে দেখিয়া প্রভু একটু ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আজি কেনে এতক্ষণ আছিস বসিয়া? মোর নিদ্রা হৈলে কেনে না গেলা প্রসাদ পাইতে?" তখন গোবিন্দ বলেন, "প্রভো! তুমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া থাকায় যাওয়ার পথ ছিল না, তাই যাই নাই।" প্রভু বলিলেন, "যে ভাবে ভিতরে আসিয়াছিলে সে ভাবে গেলে না কেন?" গোবিন্দ কহেন, "আমার সেবা সে নিয়ম, অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন॥ সেবা লাগি কোটী অপরাধ নাহি গণি। স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥"

ইহা দ্বারা শুদ্ধানুরাগী গৌর কৃষ্ণ-সেবকেরই একমাত্র আদর্শ বর্ণন, গৌর কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছায় সেবকের একমাত্র প্রবৃত্তি বা গৌরকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে বিন্দুমাত্র আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাকেও শুদ্ধভক্ত শ্রীগোবিন্দানুগজনের ঘৃণা ও অপরাধাশঙ্কা। মহাপ্রসাদ সাক্ষাৎ ব্রহ্মবস্তু হইলেও ব্যক্তিগত নিজ সম্বন্ধ-হেতু আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাশঙ্কায় অপরাধ উপস্থিত হইতে পারে, এই আদর্শই পাই। "এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র সূক্ষ্ম মর্ম্ম। চৈতন্যের কৃপায় জানে এই সব মর্ম্ম॥" ইহাই শুদ্ধ সেবা, তাহার আদর্শ সেবক শ্রীগোবিন্দ।

ব্রাহ্মণতা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। এস্থলে ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, তাহাই জ্ঞাতব্য।

গীতায় (৪।১৩) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥

অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছি সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে আমি কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রমের সৃষ্টি আমার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে। আমি স্ব-স্বরূপে ঐ সকল কার্য্য হইতে উদাসীন থাকি। উপরিউক্ত চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের লক্ষণ—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

(গীঃ ১৮।৪২)

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কয়েকটী ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম।

এতৎসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ইহাই বেদবচনানুরূপ, স্মৃতিতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মণ কে? জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধার্ম্মিক—ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ কে? এই প্রশ্নে প্রথমতঃ জীবকে ব্রাহ্মণ বলিলে তাহা সঙ্গত নহে। অতীত, অনাগত অনেক শরীরেই জীবের একরূপত্ব হেতু, একরূপের কর্ম্মবশে অনেক দেহসম্ভাবনাহেতু এবং সকলদেহগণের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব নিবন্ধন জীব ব্রাহ্মণ নহেন। তাহা হইলে কি দেহ ব্রাহ্মণ? ইহাও নহে। চণ্ডাল পর্য্যন্ত নরগণের পাঞ্চভৌতিক দেহের একরূপত্ব হেতু জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মের সমানতা দর্শনহেতু ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ নিয়ম না থাকায় দেহ ব্রাহ্মণ নহে। শরীর দাহনে পুত্রাদির ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপাশয় হয় না। সে জন্য 'দেহ' ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি 'জাতি' ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। অন্য জাতীয় প্রাণিমধ্যে অনেক জাত্যুদ্ভূত মহর্ষিগণ উৎপন্ন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুকঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে উৎপন্ন অনেক ঋষি আছেন। বহু ক্ষত্রিয় বংশ হইতেও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি জানা যায়। অতএব 'জাতি' ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি 'জ্ঞান' ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেকেই অভিজ্ঞ পরমার্থদর্শী। তাহা হইলে কি 'কর্ম্ম' ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে, সকল প্রাণীর প্রারব্ধ সঞ্চিত আগামী কর্ম্মসাদৃশ্য আছে। কর্ম্মাভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কর্ম্ম-সমূহ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য 'কর্ম্মও' ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়গণও অনেক হিরণ্যদাতা, সেজন্য ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যে কেহ আত্মাকে, অদ্বিতীয়, জাতিগুণ-ক্রিয়াহীন, ষড়ূর্ম্মি-ষড়্ভাব ইত্যাদি সর্ব্বদোষ-রহিত সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপ, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প অশেষ কল্পাধার, অশেষ প্রাণীর অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান, আকাশের ন্যায় অন্তর্ব্বাহ্যানুস্যূত, অখণ্ড আনন্দ স্বভাব সম্পন্ন, অপ্রমেয়, অনুভবৈকবেদ্য এবং অপরোক্ষ জানিয়া করতলস্থিত আমলক ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষীকরণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া কামরাগাদি দোষশূন্য, শমদমাদি বিশিষ্ট, ভাব, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণাশয়, মোহাদি রহিত এবং দম্ভ অহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্টচিত্ত হইয়া বাস করেন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'। ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না।

আজ কে আমার বিয়ে

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

'বিয়ে' অর্থাৎ 'বিবাহ' নামটী শ্রবণ মাত্র যেন হৃদয়টা উৎফুল্ল হইয়া উঠে,—বুকটা যেন একশো হাত ফুলিয়া উঠে,—প্রাণে যেন এক নব ভাবের জাগরণ আনে,—হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি যেন সুর তাল মান সংকারে উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে,—মনটা যেন কি রকম হইয়া যায়, ফুটে ফোটে ফোটে না। 'বিবাহ' কথাটীর অর্থ না বুঝিলেও বালক তাহার বিবাহের কথা শুনিলে হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে, যুবক নব নব ভাবে বিভাবিত হইয়া নূতন কল্পনা জল্পনা করিতে থাকে, কত রকম আশা মরীচিকায় ধাবিত হইতে থাকে; এমন কি বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত বিবাহের কথা শুনিলে কতই না আহ্লাদিত হয়, মনে করে, 'আমি বুঝি এখন যুবক হইয়া পড়িয়াছি, আমার বয়সটা বোধ হয় আরও পিছাইয়া পড়িয়াছে'! হায়রে বিবাহ, এমন মোহ-মদিরা মাখান তুমি!

'বিবাহ'-শব্দের অর্থ বিশেষ ভাবে বহন করা অর্থাৎ যাহাকে বিবাহ করিব, তাহাকে বিশেষ ভাবে বহন করিতে হইবে, তাহার সুখ দুঃখ, ভয় শোক, জরা মৃত্যু সর্ব্বকালেই তাহাকে বহন করিতে হইবে। কেন? এরূপ ভাবে পরের বোঝা ঘাড়ে বহন করিতে দৌড়াই কেন? নিজেকে নিজে বহন করিবার শক্তিই যখন আমার নাই, তখন অনর্থক একটা পরের বোঝা ঘাড়ে লই কেন?

লই কি আর সাধে? ঐ যে প্রচ্ছন্ন ভাবটী মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, তাহার নিমিত্ত। কি সেটী? সেটী আমার বর্ত্তমান অবস্থায় নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িয়াছে,—সেটী আমার অনাদি বহির্ম্মুখতার প্রধান কারণ—যে আমায় মায়া-পিশাচীর কবলে আক্রান্ত করিবার মূল হেতু, সেই 'ভোক্তৃত্ব'। কৃষ্ণের ভোক্তৃত্ব ভুলিয়া নিজে ভোক্তা সাজিতে গিয়া আমার এই দুর্দ্দশা। আজ মরণের তীরে দাঁড়াইয়াও আমার ভোগপিপাসা মিটিতেছে না, সাধুর কথা শ্রীগুরুদেবের কথা কাণে শুনিয়াও শুনিতেছি না, কাণে ঢুকিলেও বুঝিতে পারিতাম, যাহাতে আমার আত্মমঙ্গল হয় সে কথা ত কাণে যাইবে না। কর্ণবেধ হইলে ত কাণে যাইবে? আচার্য্যগিরিতে 'কর্ণবেধ' শব্দের বিপরীত অর্থ করিয়া—হরি-কথা দ্বারা, অ মায়াবাণী দ্বারা কর্ণবেধ না করিয়া কেবল বাহিরের কাণদুটাই বিদ্ধ করিয়াছি মাত্র।

যতদিন ভোগপিপাসা থাকিবে, যতদিন দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিবে, যতদিন রক্তমাংস-অস্থি-মেদ-মজ্জা-পুষ-বিষ্ঠাপূর্ণ দেহে রমণ-বুদ্ধি থাকিবে, ততদিন দেহাত্মবোধ না ঘুচিবে, ততদিন ঐ (বিবাহ) বিশেষভাবে বহনের চেষ্টা দূরীভূত হইবে না, ততদিন অনাত্মাকে আত্মীয়জ্ঞানের চেষ্টা ও পরমাত্মীয়কে অনাত্মীয়জ্ঞান করিব, সাধুগুরুর কথায় কর্ণপাত করিব না, ততদিন মোহ-মদিরার নেশা ছুটিবে না, ততদিন চেতন-ময় জীবের চেতনের উদ্বোধন হইবে না। তাই বলি মন, যদি মঙ্গল চাও, তবে এই গানটী মনোযোগ দিয়া শুন,—

এ মন, তু বড় কাপট ভূত
কর এক মতি শুদ্ধ হিয়া বাড়ি
হানয়ে এ মনোদুখ॥
ভুলহ বাদের আদ্য কর নিতি
ভুকের লাগয়ে ধাই।
লজ্জা নাহি মুখে কাল কাটে সুখে
চলিছ যমের গাঁই॥
কামিনী কাঞ্চন কায়মঞ্জন
তাহাতে মগন থাক॥
ওদিকে তোমার কি দশা ঘটিছে
তার কিছু খোঁজ রাখ॥
চৌরাশি নরকে যাবে একে একে
পথ পরিষ্কার প্রায়।
কপালের ভোগ বড় বটে তার
বাহাদুরী হবে তায়।
সুরথ বস্তুর অনুকূল কর
যদি তরিবারে চাও॥
কহে প্রেমানন্দে মনের আনন্দে
সদা হরিগুণ গাও॥

ভ্রম সংশোধন

৪র্থ বর্ষ ২০ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশের ৩য় পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৪র্থ প্যারার ২য় প্যারাতে গিরীশ নন্দী মহাশয়ের পুত্র পরে ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবাজীর পূর্ব্বে একটি 'এবং' শব্দ বসিবে। অর্থাৎ গিরীশ নন্দী মহাশয়ের পুত্র এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ইত্যাদি এইরূপ হইবে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন. ২। ঐতিহ্যাসন.
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন. ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। জ্যোতিষশাস্ত্রাসন. ৬। বেদান্তাসন.
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।
৭০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
— অথবা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—টাকা পাঠাইতে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক
গৌড়ীয়
সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৷৶
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩॥০
১২।	বৈবর্ত্ত	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃত (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HAR ... ST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu.

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ -পারমার্থিকপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

ভক্তিপথ

ভক্তিপথ কোটি কণ্টকরুদ্ধ। সুনিপুণ পথপ্রদর্শকের পদাঙ্কানুসরণ ভিন্ন এ পথে চলিতে গেলে পদে পদে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া শেষে একেবারেই চলচ্ছক্তিরহিত হইতে হয়। অনেক বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পূর্ব্বক কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে যান। তাহাতে ফল হয় এই যে, তিনি ভক্তিপথে অগ্রসর হইতেছি মনে করিলেও সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গই অনুসরণ করিয়া বসেন। কুক্ষেত্র বিষয়ের ভোগ-স্পৃহা, কর্ম্ম-কাণ্ডোক্ত ফলানুসন্ধান, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান, কৈবল্য প্রয়াস, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা কুটিনাটি প্রভৃতি এই পথের কণ্টক। বাহিরে ভক্তির যাবতীয় অঙ্গ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইলেও, উত্তম ভক্তের সাজ পরিলেও অন্তরে যে অভক্তি-বাঞ্ছনীয় ভোগস্পৃহা প্রবল হয় তাহা অন্তর্যামী [illegible] আমরা অনেক সময় না বুঝিয়া বা বুঝিতে না চাহিয়া নানা বিপদের আবাহন করিয়া বসি। গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করা ও উক্ত শিক্ষাভিমানিগণের পক্ষে যেন একটু মর্য্যাদাহানিকর মনে হয়। তাই তাঁহারা স্বাধীনভাবেই স্বাধীন হইয়া পড়েন। তাঁহারা এমন সাধু চাহেন যে, সাধু তাঁহাদের খোসামোদ করিতে পারেন। তাঁহাদের মনের খেয়ালের সহিত একটু মতান্তর উপস্থিত হইলেই আর রক্ষা নাই। সাধুকে তখনই স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে হয়। সাধুরা তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী হউন, মন যোগাইয়া চলুন, তাঁহারা নির্বাধে তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী হইবেন না ইহাই অধিকাংশ লোকের মত। কিন্তু প্রকৃত সাধু যাঁহারা তাঁহারা কখনও বণিক আয়ুষ্মান সম্প্রদায়ের খেয়ালের পরবর্ত্তী না হইয়া যাহা সত্য, যাহা [illegible] আশ্রয় মর্ম্মান্তিক বাক্যপ্রয়োগ হইলেও সত্যনির্দ্দেশে কীর্ত্তন করিয়া জীবের হৃদয়-ভাণ্ডারস্থ যাবতীয় অভক্তবাসনা দূর করিবার জন্য যত্নবান হন। মনোধর্ম্মিগণ যাহাকে ভাল বলিয়া মনে করে, প্রকৃত সাধুগণ তাহাকে ভক্তিপ্রতিকূলজ্ঞানে জোর করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। অবিদ্যাপ্রপীড়িত জীব প্রেয় কথা বা ভক্তিপ্রতিকূল কথায় আদরপরায়ণ হইলেও সাধুগণ জীবের মনোগতি ভক্ত্যনুকূল করা স্বীকারে পরিবর্ত্তিত করা—শ্রেয়ঃ কথায় আকৃষ্ট করা। বিকারগ্রস্ত রোগী কুপথ্য চাহিলেও যেমন সদ্বৈদ্য রোগীকে কুপথ্য দিয়া তাহার প্রাণসংহারে উদ্যত হন না, সেইরূপ মায়ামোহ গ্রস্ত জীব আমরা অভক্তিমার্গে পড়িয়া কণ্টকবিদ্ধ হওয়াকে ভাল বলিয়া বরণ করিলেও ভক্তবৃন্দের সুষ্ঠুবিচারক সাধু মহাপুরুষ আমাদিগকে ভক্তিমার্গ সুপথে প্রবৃত্ত করাইবারই যত্ন করিয়া থাকেন। বিকারগ্রস্ত আমাদের পক্ষে সাধুর বর্ত্তমান ব্যবস্থা অত্যন্ত বিরক্তিজনক হইলেও, পরিণামে উহাই একমাত্র শুভফলপ্রদ। সুতরাং আপাত-সুখকর না হইলেও শ্রেয়ঃকামিগণ কায়মনোবাক্যে সাধুর পদানুসরণ করিলে ভক্তিপথের দুর্গমত্ব আর থাকিবে না, কোন অনর্থ দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বিপথে চালিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। ভক্তিপথটী কেবল শুদ্ধভক্তের আনুগত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভক্তপদে নিষ্কপটে শরণাগত ব্যক্তিই ভক্তিপথে চলিতে সমর্থ, নতুবা আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

চাতুর্ম্মাস্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি, এ)

কর্ম্মিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া সমুদয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যতদিন না সদ্‌গুরুপদাশ্রয় ও তদুপদেশে ঐকান্তিকী ভক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মে, ততদিন ফলাকাঙ্ক্ষা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিকী। এই কর্ম্মক্ষেত্রে [illegible] কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না; সেইজন্য ভগবান কর্ম্মীদের ও কর্ম্মফলের সম্বন্ধে [illegible] প্রদান করিয়াছেন। জীবনেই মানবের [illegible] পূর্ণতা-মানসে ও [illegible] পরিচালনার্থ [illegible] কৃপাপরবশ হইয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। [illegible] মানবের স্বেচ্ছাচার করিবার সম্ভাবনা জানিয়া যাহাতে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল দ্বারা [illegible] হইয়া অনন্ত নিরয় যন্ত্রণা [illegible] হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে, তজ্জন্য কৃপাপারাবার [illegible] আবির্ভূত হইয়া অথবা [illegible] জীবের শাস্ত্র [illegible] ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীবের নিজ কর্ম্ম দ্বারা [illegible] ইন্দ্রিয়তৃপ্তি [illegible] করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। আর তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান, সুতরাং ইচ্ছা মাত্রেই জীবের বুদ্ধিও পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন, কিন্তু জীবের চিদণুত্বের স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া তদীয় অসীম-করুণার আদর্শ প্রদর্শিত রাখিয়াছেন।

প্রত্যেক জীব ব্যবহারিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় শাসন না মানিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বা কিছু পরে তাহার ফলস্বরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়! আমাদের প্রত্যেক ব্যবহারেই যখন প্রভুর আনুগত্য অবশ্যম্ভাবী, তখন সমস্ত প্রভুর প্রভু যে বিধান-গুলি বিশেষে উপস্থাপিত করাইয়াছেন, তাহার অপালনে কঠোরতর শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কোথায়?

বিধানের ফল

আমরা শাস্ত্রীয় বিধানে দেখিতে পাই, তাহার অপালনে পাপ ও তজ্জনিত দুঃখ ভোগ এবং পালন দ্বারা ইহত্র পরত্র সুখ-প্রাপ্তি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। বর্ণাশ্রমী মানবগণের প্রতি শাস্ত্রের আদেশ পালন আশ্রম-ভক্তিযুক্তভাবে নিয়মিত। অন্ত্যজগণও গুণ বিচারে বর্ণাশ্রমের যোগ্যতা লাভ করিলে তাহাদিগের শাস্ত্রীয়াচার পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। কতকগুলি বিধি নৈমিত্তিক রূপে বিহিত রহিয়াছে। তদুপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সেইগুলি আচরণ করিতে হয়, অন্য সময়ে তাহাদের উপযোগিতা নাই।

চাতুর্ম্মাস্যের নিত্যতা

শ্রীজগন্নাথ বর্ষা ঋতুর মধ্যে চতুর্ম্মাস ক্ষীরাব্ধির মধ্যে শেষশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। তৎকালে মানব মাত্রেরই পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য পালনের বিধান সমস্ত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ভবিষ্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে—নিয়ম, ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য কাল যাপনকারী মূঢ় মানবকে জীবিতাবস্থাতেই মৃত বলিয়া অবগত হইবে। অতএব সকল বর্ণাশ্রমী বা ঐকান্তিকগণেরও চাতুর্ম্মাস্যের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই; অবশ্য বৈষ্ণবগণ একান্ত মার্গ আশ্রয় করায় পাপ পুণ্যে বাধ্য না হইলেও শ্রীহরির প্রীতিবর্দ্ধনার্থে এই ব্রত নিষ্কপটে পালন করিবেন।

নিয়ম

ক্রোধশীলতা, ঔষধগ্রহণ, চৌর্য্য, [illegible], সঙ্গ, অপবাদ, এই সমস্ত প্রকার কার্য্যকে নিয়ম বলা হইয়া থাকে। সংক্ষেপে শৌচ, ভগবৎপূজা, জপ, দান, স্বাধ্যায়, উপস্থনিগ্রহ, ব্রত, মৌন, উপবাস ও স্নান এই দশ প্রকার নিয়ম। এই পঞ্চদশ প্রকার নিয়ম চাতুর্ম্মাস্যকালে সকলের পালনীয়।

আরম্ভকাল

সনৎকুমার বলিয়াছেন—মানব ভক্তিমান্ হইয়া শয়নৈকাদশী, কর্কটসংক্রান্তি বা আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে চাতুর্ম্মাস্যব্রত গ্রহণ করিবে। এই স্থানে তিন প্রকারে চারিমাস গণনার বিধান, অর্থাৎ শয়ন-একাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত, অথবা সূর্য্যের কর্কট সংক্রমণের দিন হইতে তুলাসংক্রমণের দিন পর্য্যন্ত, কিংবা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা রাসযাত্রা পর্য্যন্ত চতুর্ম্মাস গণনীয়। কিন্তু যে বর্ষে ঐ সকল মাসের মধ্যে কোন মাস মলমাস বা অধিমাসরূপে গণ্য হয়, সেই বৎসরে পাঁচ মাস ব্রত পালন করিতে

বর্জ্জনীয়-খাদ্য

স্কন্দপুরাণে নাগর খণ্ডে উল্লিখিত আছে—শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ দ্রব্য ত্যাগ করিবে। যাঁহারা স্বভাবতঃই নিরামিষাশী তাঁহারা আমিষ স্থলে মাষ প্রভৃতি আমিষ প্রধান খাদ্য বর্জ্জন করিবেন। মাসবিশেষে এইরূপ নিয়ম থাকিলেও সর্ব্বদা বর্জ্জনীয় খাদ্যগুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। নিষ্পাব ([illegible]), বরবটী, কলিঙ্গ, পটল, বেগুন, মাষকলাই ও [illegible] [illegible] রুচিকর ফলমূলাদিও কিছু কিছু বর্জ্জন করিতে হইবে।

ব্রতনিয়ম

বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে নিত্য স্নানশীল হইয়া একভক্ত, শান্ত ও দৃঢ়ব্রত থাকিতে হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] শয়নাদির এবং [illegible] কর্ত্তব্য হয়। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে গ্রাস বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণপ্রতিপদ্ হইতে গ্রাস হ্রাস নিয়ম পালনও চান্দ্রায়ণবিধি

বর্জ্জনের ফল

পুরাণাদিগ্রন্থের প্রোক্ত চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জনীয় খাদ্যাদির ফল বর্ণিত হইয়াছে। যথা: গুড় না খাইলে মধুরস্বর, তৈলবর্জ্জনে [illegible], তৈলাভ্যঙ্গে সুন্দরদেহ, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] বিদ্যাবত্তা, কটু, [illegible], মধুর, ক্ষার ও কষায়রস [illegible] ভোগ, মধুতে [illegible] দধি, দুগ্ধ, তক্র [illegible] [illegible] আহার [illegible] এবং [illegible] অধিক [illegible] মধু বা মাংসত্যাগে [illegible] গোবিন্দ স্মরণে [illegible], দীর্ঘায়ু-

যাহাতে ভগবানে সম্মান, নবগোমদাহারণে নিদ্রা গঙ্গ স্নান ফল, মৌনে বাগ্মিত্বাদেশ, ভূমিশয়নে পৃথিবীর আধিপত্য, 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র জপে শঙ্খদান ফল, শ্রীহরির চরণবন্দনে গোদানফল, তদীয় চরণস্পর্শে কৃতার্থতা, হরিনাম কীর্তনে পাপমর্দনে আকল্পকালের পাপমুক্তি, স্তবপাঠের সহিত ত্রিসন্ধ্যা ধ্যানের দ্বারা হরিধাম-প্রাপ্তি, শাস্ত্রবেদ দ্বারা প্রবোধনে বা নৃত্যের দ্বারা অচলে অক্ষিতে গন্ধদানে প্রস্থান, বিষ্ণুমন্দিরে গমনে বা তাহার শৃঙ্গলোক, মন্দিরপ্রাঙ্গণে জলদানে, তাঁহাদের শরীরের বিমলতা চরণামৃতসেবনে চান্দ্রায়ণ-ফল, রাত্রিজাগরণে পবিত্রতা, অযাচিত আহারে বহুদিন দানফল দিয়া যজ্ঞভাগে ভোজন হয়। প্রসাদে স্থাবির, নিত্যস্বামীর নরকদর্শনাভাব, পাদ্যত্যাগে পুষ্করস্নান, পত্রে ভোজনে কুরুক্ষেত্রফল, পাষাণে আহারে প্রয়াগ-স্নানপুণ্য, মধুময় ধনবর্জ্জনে নীরোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ কর্ম্মবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পুণ্যোপার্জ্জন দ্বারা তত্তৎফলপ্রাপ্তি ইহাতে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু হরিপরায়ণ একান্তিগণের কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও কেবল শ্রীহরির প্রীতিসম্পাদনার্থ যথাযোগ্য ঐ প্রকার বিধানগুলি পালন করিয়া থাকেন।

অন্যান্য কর্ত্তব্য

শ্রীনৈকাদশীতে কৃষ্ণের আরাত্রিক সম্পাদনানন্তর শিবিকায় আরোহণ করিয়া পবিত্র সরোবরতীরে লইয়া যাইতে হয়। অনন্তর কুসুমাঞ্জলি দিয়া অবতারণের পর প্রার্থনা ও হস্তে অর্পণ করিয়া তটে উপবেশন করিতে হইবে। পরে করচরণপ্রক্ষালন, আচমন, সঙ্কল্প, আত্মাসিঞ্চন ও দেবতাজ্ঞান করিয়া স্নান করান কর্ত্তব্য। মন্ত্রদ্বারা প্রার্থনা, অনন্তর স্তবন, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা, অনন্তর পুলক স্তবন করাইতে হইবে। অনন্তর শ্রীনীরাজন মহোৎসব বলে। চাতুর্ম্মাস্যের এই কার্য্য প্রত্যেক হরিপরায়ণের কর্ত্তব্য। অনন্তর স্তব ও অর্চ্চনা করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ সাধন পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের নিকট চরণোদক ও মহাপ্রসাদ স্বীকার করিবেন। প্রভুর মহোৎসবানন্তর সম্পাদনানন্তর প্রত্যাবর্তন করিয়া শয়িত করিতে হইবে। "হে প্রভু, তুমি শয্যায় শয়ন করিবে।" চাতুর্ম্মাস্যে ভগবদ্‌ভক্তগণের কৃত্যসমূহ যাহার মধ্যে বর্ণিত হইল। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে একমাত্র সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে মঙ্গল হয়। নতুবা কল্পিগণের কল্পারণ্যের চরিত্রার্থ সম্পাদনে কেবল অন্তঃকরণে ফল প্রসব করিয়া উৎপাদ

হয়। আবার একসম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, এই প্রকার চাতুর্ম্মাস্যব্রতাদি বৈধভক্তগণের জন্যই বিহিত, আমরা রাগমার্গীয় জন, সুতরাং আমাদের ঐ প্রকার ব্রতাদির অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। এই সম্প্রদায় একান্ত ভ্রান্ত; মানবমাত্রেরই চাতুর্ম্মাস্য একান্ত পালনীয়। পূর্ব্বতন গোস্বামিবর্গ স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতের সকলকেই তাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ষড়্‌গোস্বামীর আচরণ গুলি চৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থ হইতে অবলোকন করিলে এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর লোকশিক্ষার্থ চাতুর্ম্মাস্য যাপনাদি লীলা আলোচনা করিলেই তাঁহার অবশ্য বুঝিতে পারিবেন। তবে যাঁহারা সাধুর উপদেশ, আচরণ ও শাস্ত্রকে অবহেলা করিয়া নিজমতের প্রাবল্যপ্রচারের প্রয়াসী সেই প্রাকৃত সহজিয়াদিগের কোন আচরণ যেন শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি আদর না করেন। পরন্তু তাঁহাদের ভুল দেখাইয়া দিলে ও যদি সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে দূরসঙ্গজ্ঞানে বর্জ্জন না করিলে আপনাদিগের নিরয়গমন মার্গ সুগম হইয়া যায়।

আমার বৈষ্ণবদর্শন

চাকরি উপলক্ষে যখন আমি পাটনায় ছিলাম তখন হঠাৎ একদিন আমার বাসার কাছে একটা মস্ত গণ্ডগোল হইয়া উঠিল। আমি বাসা হইতে বাহির হইয়া দেখি, এক বড় চাকর, গুণ্ডা মত, একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাটীতে ঢুকিয়া তাঁহাকে অপমান করিতে উদ্যত। দুষ্টটী বড়ই অবস্থা হওয়ায় যাইয়া উহাকে ২।১ ঘা দিতেই পলাইয়া গেল। লোক সেখানে বহু জমা হইয়াছিল কিন্তু তন্মধ্যে একটি যুবক আমার এই অযাচিত সাহায্য ও সাহসিকতা দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে দিন এই ঘটনা ঘটে তার পর দিন অফিস হইতে আসিবামাত্র আমার চাকর আমাকে একখানি পত্র দিল। পত্র কে দিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় বলিল, এই পাড়ারই একটি ছেলে। পাড়ারই ছেলে, অথচ পত্র দিল, অতিশয় উৎসুকতার সহিত আফিসের কাপড় না বদলাইয়াই চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলাম। পড়িয়া আমার একটু হাসি পাইল—যুবক আমার সহিত আলাপ করিতে চাহেন। আমি তখনই চাকরকে তাঁহাকে ডাকিতে বলিলাম। আসিলে দেখিলাম—পাড়ারই লোক বটে—বড় লাজুক কিন্তু সরলতার যেন একটি মূর্ত্তি বিশেষ। এইরূপে আমাদের উভয়ের পরিচয় হইল এবং সেই দিন হইতেই যেন আমরা কত কালের পরিচিত

এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন হইল। দুজনের ভিতর এমন একটা বন্ধুত্ব হইল যে একজন আর একজনকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। সে কারণ যুবকের কলেজের ছুটীর পর ও আমার আফিসের ছুটীর পর দুইজনে একত্র হইয়া বেড়াইতে যাইতাম। আমরা উভয়েই বেশী লোকালয় স্থান পছন্দ না করায় আমরা প্রায়ই মাঠে নির্জ্জন স্থানে বেড়াইতাম এইরূপ অবস্থায় যখন আমরা দিন কাটাইতেছি তখন হঠাৎ একদিন আমার অঙ্গুলে (উড়িষ্যাদেশে) বদলি হইল। আমি এই যুবকের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম এবং আসিবার সময় বড়ই মন দুঃখে ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম। অঙ্গুলে কিছুদিন কাটাইবার পর আমার কটক বদলি হইল, কটক আসিয়া হঠাৎ একদিন এই যুবকের পূর্ব্বাশ্রমের তথা কথিত এক আত্মীয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। উহাকে এই যুবকের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায়—শুনিলাম তিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। কোথায়—রাম কৃষ্ণ মিশনে না—গৌড়ীয় মঠ বলিয়া এক বোষ্টমের দল আছে—সেখানে, এইকথা শুনিয়া আমি একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম ও বলিলাম যাহার প্রতি আমার এত অধিক শ্রদ্ধা ছিল, তিনি শেষ কালে এই কাজ করিলেন। হায়! হায়! মানুষের কখন কি মতিচ্ছন্ন ঘটে, আচ্ছা যাহাহউক তাহা মধ্যে যদি আমি কালকাতায় যেতে পারি তা' হলে আপনার নিকট ঠিকানা লইয়া যাইব ও তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিব। তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন—আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহাতে আসেন। আমি বলিলাম—যদি থাকে মি একবার দেখিতে পাই তা' হলে নিশ্চয়ই লইয়া আসিব। আমার অবাধ্য কখন হইবেন না। এই কথা বার্ত্তা হওয়ার কিছুদিন পরেই আমার ভাগলপুর বদলি হইল। ভাগলপুর যাইয়া আমার দিন বড়ই গণ্ডগোলে যাইতে লাগিল।

আমার একটি আত্মীয় কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া আমার নিকট ভাগলপুরে আসিল। আমি তাঁহার চিকিৎসার জন্য স্থানীয় বড় বড় ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা যখন কোন ফল পাইলাম না, তখন সর্ব্বশক্তিমান্‌ ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া আমার কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বৈদ্যনাথধামে বাবা বৈদ্যনাথের নিকট ধরণা দিতে যাইলাম। এ স্থানে বলিয়া রাখি, যদিও আমার সাধু-সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবের উপর নানা কারণে কোনই শ্রদ্ধা ছিল না তথাপি দেব, দেবীর উপর বরাবরই আমার একটা অন্ধ নির্ভরতা ছিল। বাবা বৈদ্যনাথের নিকট তিন দিন তিন রাত্রি ধরণা দেওয়ার পর স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমার ঐ আত্মীয়টী ভাল হইবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই উনি মারা

গেলেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাতে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তায় সন্দিহান হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলাম। এবং ভাবিতে লাগিলাম, বাস্তবিকই কি ভগবান্‌ আছেন? যদি থাকেন তা'হলে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? যখন আমার কর্ম্ম অনুসারেই আমি ফল ভোগ করিতে লাগিলাম বা থাকিব তখন তাহাকে আবার ডাকিব কেন? এরূপ সিদ্ধান্তে যখন দৃঢ় হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম তখন একদিন আমি আফিসের গেটে ঢুকিতে যাইতেছি দেখিলাম—স্থানীয় বিখ্যাত উকিল কেদার বাবুর ফিটনে চাপিয়া চার জন লাল কাপড় পরা লোক যাইতেছে। ফীটনটী আমা হইতে একটু দূরে যাইয়া থামিল ও উহা হইতে একটি ব্রহ্মচারী আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, মহারাজ আপনাকে ডাকিতেছেন। মহারাজ ডাকিতেছেন শুনিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইলাম ও ভাবিলাম তবে কি ইনি আমার পূর্ব্ব পরিচিত সেই যুবক, একটু ব্যস্ত হইয়া গিয়া দেখিলাম তিনিই মহারাজ হইয়া বসিয়া আছেন। আমি দেখিবা মাত্র চিনিয়া বলিলাম আঁা তুমি? অনকালের জন্য আমার সকল শোক তাপ দূর হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, এবং ভাবিলাম এবার হাতে পেয়েছি আর যাবে কোথা। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন কাল লেকচার শুনতে যান নি? আমি বলিলাম কোথায় মিশন স্কুলে? আমি গুরু বা ফকির বৈষ্ণবের লেকচার শুনি না। এই কয়দিন আগে এক সরস্বতী আসিয়াছিল খুব লেকচার দিয়া বেড়াইল। লোক তাহার পিছু পিছু দিন কতক বেড়াইল তৎপরে তাহাকে লাটি লইয়া তাড়া করিতে হইল। আমি, ওই সব লেকচার শুনি না। তবে বল দেখি তুমি কোথায় আছ? উত্তরে বলিল ঠাকুর বাড়ীতে। আমি বলিলাম তা বেশ ও আমারই জানা জায়গা—

আফিসে একটু কাজ আছে শেষ করে আমি এখনই যাইতেছি। এই বলিয়া আফিসে ঢুকিলাম বটে কাজ আর হোলো না। ভাবিতে লাগিলাম অনেকদিন পরে হাতে পেয়েছি এখন যদি না ফিরাতে পারি তা'হলে আর হবে না, ওরা বোষ্টম মানুষ, কোথায় চলিয়া যাইবে আর খুঁজিয়া পাইব না। এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কাগজপত্র বন্ধ করিয়া ঠাকুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। হাতে একখানি মোটা বেতের লাঠী যাইয়া তাঁহাকে উঠিতে বলিলাম, আমার সহিত এস। উত্তরে বলিলেন, 'আমরা প্রচারক আমরা কি যেখানে সেখানে যেতে পারি? আপনার যাহা বলার থাকে

এখানে বলুন, আমি উত্তর দিচ্ছি।' আমি বলিলাম, এত লোকের মধ্যে আমার কথা হইবে না। তুমি কি আমার সহিত আসিতে ভয় করছো? আমাকে তো জান—আমি তো মারবো না। আর ২।১০ জন লোক যে তোমাকে মারবে, তাহাও আমার সামনে পারবে না। কারণ আমি এখানকার ভেলথ এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী, আমাকে সকলেই চিনে! তোমার সে ভয় নাই, তুমি এস—এই বলিয়া আমি বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম, অবশেষে একজন ব্রহ্মচারী তাহাকে আমারি সহিত কথোপকথনের সময় দূরে থাকিতে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। আমরা তখন স্যাণ্ডেল কম্পাউণ্ড নামক একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যাইয়া আমরা দুইজনে—আমি ও সন্ন্যাসী মহারাজ একটি মাটীর স্তূপের উপর বসিলাম, ব্রহ্মচারী আমাদের নিকট হইতে একটু দূরে বসিলেন। এই কম্পাউণ্ডটি যে সাহেবের নামে অর্থাৎ স্যাণ্ডেল কোন সময়ে ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। ইনি এক মজার লোক। এই রকম সাহেবের কথা বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। ইনি চিরকুমার। ইঁহার সহিত কাহারও বড় মিল ছিল না। আদালতে কাজকর্ম করার পর বাকি সময় টুকু ইনি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, তন্মধ্যে মাটির মঞ্চ অর্থাৎ স্তূপ তৈয়ারী করা একটা প্রধান কার্য্য এবং রাত্রিকালে উক্ত কম্পাউণ্ডের অন্তর্গত একটি বটবৃক্ষের শাখার সাহায্যে মাটী হইতে প্রায় ২০।৩০ ফিট উচ্চে প্রায় ৪ হাত দৈর্ঘ্য ও ২ হাত প্রস্থ একখণ্ড প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন, উহার উপর উপবেশন করিয়া সাধনা করিতেন। সেই প্রস্তরখণ্ড এখনও বর্ত্তমান, যদি কেহ স্থান দেখিয়া আসিতে পারেন। এই মিঃ স্যাণ্ডেল কৃত একটি স্তূপের উপর বসিয়া সুরাসুর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুরের চেষ্টা, কি করিয়া এই পাষণ্ডটাকে নিরঞ্জন করাই, কি করিয়া ইহাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করি। অসুরের চেষ্টা কি করিয়া (অসুরের মতে) এই বিপথগামী যুবককে জোর করিয়া ছাড়াইয়া সংসারে প্রবিষ্ট করাই। আমার ধারণা, এই যুবক নিশ্চয়ই এক বুজরুকের পাল্লায় পড়িয়াছে, আমি যদি ইহার কার্য্যে দোষ দেখাইতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনবে। আহা ছেলে মানুষ, ভুল করিয়া একটা কার্য্য করিয়াছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম:—

(ক্রমশঃ)

নিমাই

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

অধিবাস হয়ে গেলো পানিকপরে পান শুপুরী বিলি করতে আরম্ভ করলে। সে কাণ্ড দেখলে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়, এক এক জনকে এক এক বাটা পান আস্ত গোটা শুপুরী, মাথায় একছড়া মালা গায়ে আর কাপড়ে গন্ধ আর চন্দন দিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে লাগলো। নবদ্বীপে বামুনের অন্ত নেই, যে আসছে, তাকেই এই সব দিয়ে বিদেয় করছে, কোন খোঁজ খবর নেই। এক এক জন বামুন আবার এমন লোভিষ্টি আছে যে, সে একবার নিয়ে গিয়ে সে সব বাড়ীতে রেখে গা ঢাকা দিয়ে আসছে, কাপড় ছেড়ে গিয়ে আবার পান শুপুরী নিচ্ছে। কিন্তু কে তা দেখে, সুমুখে এলেই তাকে পান শুপুরী দিয়ে বিদেয় করছে। নিমাই চালাক ছেলে বামুনদের ঐ সব কাণ্ড বুঝতে পেরেছে, সে বসে বসে এই সব দেখছে আর মুচকে মুচকে হাসছে। খানিক দেখে মনের মধ্যে একটু ভাবনা হোলো—ভাবলে তাই তো! এ সব বামুন যদি ধরা পড়ে তাহলে তো সকলে অপমান করবে। সামান্য জিনিষের জন্যে এই সভার মধ্যে যদি কোন ব্রাহ্মণ অপমান হয় তাহলে তো বড় দুঃখের কথা। সামান্য জিনিষ না দিলেও নয়। আবার শাঠ্য হবে। বড় লজ্জার কথা। এই সব ভেবে সাব্যস্ত করলে, তিনবার করে দেওয়া হোক, তাহলে আর কেউ শঠতা করে নেবে না। যারা পান শুপুরী বিলি করছিল, তাদের সকলকে ডেকে বলে দিলে একবার করে নয়, তিনবার করে, দাও কে একবার নিয়ে গিয়ে যদি সে আবার নিতে আসে, তাকে কিছু বলবে না আবারও দেবে, ফের যদি সে আসে, তাহলেও দেবে, ফিরবে না, তিনবার একজনকে দেবে। এই কথা শুনে আর কেও বড় শঠতা করে নিলে না, কিন্তু কেও কেও আবার ছাড়লেও না, তিনবারও নিলে তিনবারও নিলে।

অধিবাসের পান শুপুরী মালা, চন্দন, গন্ধ বিলি করা দেখে, সব লোক একেবারে অবাক হয়ে গেল। সকলেই বলতে লাগলো, এ নবদ্বীপের মধ্যে লক্ষপতি লোক ঢের আছে, তাদের বাড়ী বিয়েও হয়ে থাকে, কিন্তু এরকম পান শুপুরী মালা চন্দন গন্ধ দিতে কোন লোকেরই বাড়ীতে দেখা যায় না। এ যেন একটা, ধুন্ধুমার ব্যাপার—আশ্চর্য্য কাণ্ড। দিতে দিতে এত পড়ে গিয়াছিল যে সেইগুলোই সব কুড়িয়ে নিলে, তাতে পাঁচটা ভাল বিয়ে নির্ব্বাহ হয়ে যায়। ধন্য অধিবাস! কার বাপের সাধ্য যে বিয়েতে এরকম করে পান শুপুরী মালা চন্দন গন্ধ বিলি করে। ধন্য বিয়ে, ধন্য অধিবাস।

বেলা পড়ে গিয়েছে, রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র কুটুম্ব-স্বজন, বামুন, অধিবাসের সামগ্রী সব সঙ্গে করে, নাচ, গান, বাজনা নিয়ে মনের আনন্দে আমোদ করতে করতে অধিবাস করতে এলেন। সভাশুদ্ধ লোক সনাতন মিশ্রকে দেখে বড় খুসী, আদর করে নিয়ে এসে সকলকে সভার ভেতর বসালেন। নাচ, গান, বাজনা খুব হতে লাগলো, নিয়মমত অধিবাসের কাজও আরম্ভ হোলো। এদিকে সনাতন মিশ্র শুভক্ষণে নিমাইয়ের গায়ে যেমন গন্ধ ছুঁইয়েছে অমনি চারিদিক থেকে খুব জয় জয় ধ্বনি হতে লাগলো, মেয়েরা জোরে জোরে উলু দিতে আরম্ভ করলে, কেও বেদ পড়তে লাগলেন, কেও স্তব পড়তে লাগলেন, নাচ গান, বাজনারও খুব গোল হতে লাগলো, সকলের মনে বড় খুসী, আনন্দে যেন বাড়ী খানা ভরে গেল।

শুভক্ষণে বরের অধিবাস করে, সনাতন মিশ্র বাড়ী চলে গেলেন। নিমাইয়ের আত্মীয়, কুটুম্ব-স্বজন এরাও সব আমোদ আহ্লাদ করতে করতে সনাতন মিশ্রের বাড়ী গিয়ে শুভক্ষণে কনের অধিবাস করে ফিরে এলেন। লোকাচারমত আর যা যা করবার আছে, শচীদেবী আইস্ত্রী ঝি বৌ নিয়ে মনের আহ্লাদে সে সব করতে লাগলেন।

সকাল বেলা—খুব ভোরে নিমাই ঘুম থেকে উঠেই গঙ্গা নাইতে গেল। নেয়ে এসে বিষ্ণু পূজা করে, কুটুম্ব-স্বজন নিয়ে নান্দিমুখ আর অন্যান্য যে সব কাজ বিয়ের আগে করতে হয়, সেই সব করতে বসলে। নিমাইয়ের মা আইস্ত্রী ঝি বৌ সঙ্গে করে, নাচ, গান, বাজনা নিয়ে গঙ্গাপূজা দিতে গেলেন, মনের আহ্লাদে গঙ্গাপূজা সেরে, আনন্দ করতে করতে ষষ্ঠীতলায় এলেন। ষষ্ঠীপূজা সেরে লোকের দুয়োরে দুয়োরে গিয়ে ষষ্ঠীপূজার আনন্দ আহ্লাদ করতে লাগলেন। এই সব আনন্দ করতে করতে বেলা দুপুর হয়ে গেলো, তখন নিমাইয়ের মা বাড়ী ফিরে এলেন।

আজ নিমাই বিয়ে করতে যাবে, লোকের মনে কত আনন্দ। ছেলেদের মনে যত আনন্দ মেয়েদের মনেও তত আনন্দ। সব যেন আনন্দে ভাসছে। নিমাইয়ের মা মনের আহ্লাদে মেয়েদের সকলকে খই, কলা, পান, তেল, সিন্দুর বিলি করতে আরম্ভ করলেন। আনন্দও বড় কম নয়, চারিদিক থেকে কেবল 'আমাকে দাও, আমাকে দাও' শব্দ। নিমাইয়ের মা খই দিয়ে শেষ করতে পারলেন না, আরও দু তিন জনকে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে নিমাইয়ের যা যা করবার, সে সব সেরে একটু জিরোনর পর বামুনদের সকলকে খাবার আর কাপড় দিতে আরম্ভ করলে। এক এক জনকে এত বেশী খাবার দিতে লাগলে যে, তাতেই তার বাড়ী শুদ্ধ লোকের পেট ভরেও বাঁচবে। বামুনেরা খাবার আর কাপড় পেয়ে মনখুলে নিমাইকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে গেলেন।

আজ নিমাইয়ের বিয়ে, খাওয়া দাওয়া নেই—আজ নিমাইয়ের উপবাস। বিয়ে হয়ে গেলে, রাত্রিতে খই সন্দেশ আর একটু ক্ষীর জল খেতে পাবে। বেলা পড়ে গিয়েছে, নিমাই বিয়ে করতে যাবে, সকলেই খেয়ে এসে নিমাইকে সাজাতে আরম্ভ করলে।

ক্রমশঃ

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র

গত ৮ই আষাঢ় শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা এবং শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীক্ষেত্র পুরী পুরুষোত্তমমঠে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগ্রন্থ-পাঠ কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদিকৃত্যসমূহ সুসম্পন্ন হইয়াছিল, বহু বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় উৎসবে যোগদান করিয়া ভক্তিপুষ্ট সুকান্ত সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর 'নবযৌবন' দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কএক দিবস জগন্নাথের দর্শন হয় না। সেই সময়কে 'অনবসর কাল' বলে। স্নানযাত্রা দর্শনের পর মহাপ্রভু এই সময়ে বিরহ-বিপ্রলম্ভের মূর্ত্তিমান ক্ষেত্র শ্রীআলালনাথে গমন করিতেন। এই আলালনাথে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। এখানে প্রত্যহ অনবসর কালে শ্রীলপ্রভুপাদ নিজগণ সঙ্গে [illegible] অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। [illegible] হইতে সেই উৎসব আরম্ভ হইয়াছে; পাঠকীর্ত্তনাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী [illegible] বিশ্বাবসু মহোদয়ের [illegible] শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দিরের [illegible] আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীর, সিংহদ্বার, শ্রীমন্দির, [illegible] ও, প্রাঙ্গন-সংস্কার এবং [illegible] পাকশালা, পুরী হইতে আলালনাথ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি সংস্কার কার্য্যে প্রায় ২০০০০ টাকা ব্যয় পড়িবে। এজন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা সজ্জনদের সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি ও প্রার্থনা করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর... ...মঠে নিম্নলিখিত ...বিষয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের ... সম্পাদিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন ...।

১। ...আসন, ২। শ্রীতত্ত্বাসন,
৩। ...আসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। ...শাস্ত্রাসন, ৬। বেদশাস্ত্রাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী... ... ...

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিবরসূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী...পীঠ ... খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

নবম খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম দাতাদিগের পক্ষে ৮্।

... ...সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুন্দর চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

...আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে ... কয়েক বৎসর পূর্বে ১৬্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৮্ টাকায় না পাইয়া অপর ... সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, ... ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১৬্ টাকার ... অগ্রিম ৫্ টাকা ... গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল ... সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

... সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ১০্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থাগার, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

— অথবা —

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— ... শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রী...শিক্ষামৃত (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণব...(প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৸০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ... ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্য...সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮্
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩৸০
১২।	জৈবধর্ম	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ...টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২্
১৪।	... ভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রী...কর্ম-দর্পণ	।
১৬।	শ্রীনবদ্বীপ...তরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম সংখ্যা ...)	

ব্যাখ্যাসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১৸০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign* 6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৬

ভক্তিকণ্টক

শ্রীরূপগোস্বামী উপদেশামৃতের দ্বিতীয় শিক্ষায় ছয় প্রকার ভক্তি-বিরোধী বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। অধিক সংগ্রহ বা সঞ্চয়-চেষ্টা, ইন্দ্রিয়দ্বারে বহির্মুখ বিষয় গ্রহণের উদ্যম, গ্রাম্যকথার আলাপ, ভক্তির পোষক ব্যতীত অন্য নিয়মে আগ্রহ, অভক্তের সঙ্গ, সিদ্ধান্তের অস্থিরতা—এই ছয়টী দোষ প্রধানভাবে ভক্তিকে বিনাশ করে। অণুচৈতন্য জীব আমরা যতই এই ছয়টী প্রতিকূল বিচারে আলোচনা করিয়া সাবধান হইতে যত্ন করিতে পারিব, ততই শ্রীভক্তিদেবীর প্রসাদ আমাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে। জীব নির্বিশেষ অবস্থায় বা প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া থাকিতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে অনুকূলগ্রহণ করিতে হইবে। কোন উৎক্ষিপ্ত বস্তু তাহাতে প্রযুক্ত শক্তির সর্ব্বোচ্চ সীমায় উঠিয়া ঠিক পরক্ষণেই অধোগমন আরম্ভ করে। সেই প্রকার প্রতিকূলের পরিহারের ঠিক পরবর্ত্তি কালেই অনুকূলের গ্রহণ-বিবেচনা না করিলে পুনর্ম্মৃষিকভাব অবশ্যম্ভাবী।

অত্যাহার

আহার অর্থে সংগ্রহ। জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষিগণের ন্যায় অতিরিক্ত জ্ঞান, ফলসঞ্চয় ও অতিশয় সংগ্রহ অত্যাহার শব্দে উল্লিখিত হয়। হরিভজনপরায়ণ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে পালকবুদ্ধিতে অবস্থিত হওয়ায় ত্যক্তগৃহ অবস্থায় প্রত্যহ ভগবদিচ্ছাক্রমে সমাগত কেবল দেহযাত্রার উপযোগী বিষয়মাত্র অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, বা যতির দৈনিক নির্ব্বাহযোগ্য বিষয় ব্যতীত অধিক লাভের প্রয়োজনীয়তা নাই। গৃহী ভক্তের অবশ্য যে পরিমাণ বিষয় দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ নিতান্তই প্রয়োজনীয় তাবৎপরিমাণে সংগ্রহের আবশ্যকতা আছে। তাঁহাকে খুব সাবধানে দেখিতে হইবে যে, উহাতে ভক্তি-বৃদ্ধির সুবিধা আছে কি না? কিন্তু অনর্থযুক্ত দশায় ঐ প্রকার বিচারে নিজের মনোধর্ম্মই প্রবলতা লাভ করে। এইজন্য সাধুর উপদেশ সর্ব্বথা পালনীয়। সাধুই আমাদিগকে যোগ্যতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। নতুবা অত্যাহার দোষের প্রশ্রয় পাইয়া ভক্তিলতা সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। সমস্ত প্রতিকূল বিষয়ের মধ্যে এইটি সর্ব্বাগ্রে পরিহার না করিলে অন্যগুলির ত্যাগ-সম্ভাবনা কোথায়? সমুদয় বিষয়গুলির ভোগাশা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে দেহসংরক্ষণ করিতে যে সামান্যমাত্র গ্রহণীয় ব্যাপার, তাহাই ভক্তির অনুকূল হইবে। সর্ব্বতঃ কৃষ্ণ-নির্ব্বন্ধই একমাত্র বিবেচ্য।

বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে বাহ্যজ্ঞান সংগ্রহ করাও অত্যাহার শব্দে আখ্যাত হয়। শ্রৌতমার্গে শ্রীগুরুমুখ-বিগলিত হরিকথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে হইতে ক্রমে হৃদয়ের অমঙ্গলরাশি দূরীভূত হইয়া শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হইয়া থাকে। যে কারণে জ্ঞান-সঞ্চয়ের আবশ্যক, তাহা যদি এত সহজ উপায়ে অনায়াসরূপে লব্ধ হয়, তবে কোন্ বুদ্ধিমান্ নিরর্থক পরমায়ুঃক্ষয়কর শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়?

কর্ম্মিগণের ফলসঞ্চয়কে অত্যাহার বলা হয়। ইহলোকে ক্ষয়িষ্ণু ভোগের পরিণাম লক্ষ্য করিয়া পরলোকে মর্ত্ত্যের তুলনায় কিঞ্চিদধিক কালের জন্য ভোগসঞ্চয়ার্থ বহু আড়ম্বর-সহকারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী নির্ব্বোধ মানব বুঝিতে পারে না যে, সকল যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ভগবান অহঙ্কারবিমূঢ় সেই কর্ম্মীর বালচেষ্টিত কার্য্যের ফলস্বরূপ পুনঃপুনঃ নানা যোনিতে ভ্রমণের সুবিধা করিয়া দেন। বহুকল্পকাল ঐ প্রকারে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেও তাহার নিস্তার কোথায়?

অন্যাভিলাষী মানবগণকে প্রায়ই অতিসঞ্চয় বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকে। তাহাদের সেই বৃথা সঞ্চয়ও অত্যাহার শব্দে উক্ত হয়। তাঁহাদের ঐ অভ্যাস যতক্ষণ না পরিবর্ত্তিত হয়, ততক্ষণ ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই

প্রয়াস

ভগবদ্ভজনকামিগণ কর্ম্মি, জ্ঞানিগণের জ্ঞানাভ্যাস-বিধি, কর্ম্মীর তাদৃশ প্রতিবাদ, অন্যাভিলাষীর স্ত্রী-পুত্রাদির চেষ্টা কদাপি করিবেন না। এইরূপ প্রয়াস সর্ব্বথা ভক্তি-বিরোধী।

প্রজল্প

শাস্ত্রীয় বৃথা তর্কদ্বারা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ, কর্ম্মীর অনুষ্ঠানপ্রবণতা অন্যাভিলাষীর ইন্দ্রিয়প্রীতিমূলক বাক্যাবলী প্রজল্প নামে অভিহিত হয়। অধিকার অনুসারে সম্প্রদায় হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদ গুরুমুখ হইতে শ্রবণার্থ প্রশ্নাদিই একমাত্র প্রশ্নের বিষয়ীভূত নহে। শ্রীগুরু-প্রেষ্ঠদেবের নিকট পরিপ্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনাহেতু সন্দিগ্ধ বিষয়ের উপস্থাপন করায় কোন আপত্তির আশঙ্কা নাই। পরন্তু উহা দ্বারা ভাগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হওয়ায় ভক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করে।

নিয়মাগ্রহ

ইহলোকে বা পরত্র উৎকৃষ্ট ভোগ-প্রাপ্তির উদ্দেশে প্রযোগ শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি বা মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞান-শাস্ত্রের নিয়মাবলীর প্রতি অথবা তাৎকালিক সুখ-লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিজ অবস্থার উপযোগী নিয়ম প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহাদ্বারা ভক্তি-বিধানে উদাসীন থাকিবার পরামর্শ দেওয়া হইতেছে না। শ্রৌত, স্মার্ত্ত, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রের বিধির সম্মান করিয়া ভক্তিবৃদ্ধির নিয়মপালনে দৃঢ়তা করিতে হবে। কৃষ্ণপ্রীতি-সেবনই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় কি প্রকারে কৃষ্ণ তুষ্ট হন, তাহা সদগুরুমুখ হইতে ও বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিয়া উৎসাহসহকারে পালন করিতে হবে। আদৌ শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়া ইত্যাদি ক্রম হইতে ভজন করিয়া শাস্ত্র-বিধানের অমর্য্যাদা করিলে তাহা অপরাধজনক হইবে।

জনসঙ্গ

মানব সঙ্গদোষ-রহিত বাস করিতে পারে না। ইতর-প্রাণিতেও সঙ্গদোষ স্বাভাবিকী। কিন্তু বিষয়ী বা মায়াবাদীর সঙ্গ, ফলকামী বা ইন্দ্রিয়পরায়ণের সঙ্গ করিলে তাহাদের দোষগুলি অজ্ঞাতভাবে সঞ্চারিত হইয়া ভক্তস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। সুতরাং ঐ প্রকার সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন অপেক্ষা উন্নত ভজনপরায়ণ হরি-জনের সঙ্গক্রমে উন্নতি-সোপানে লাভ পাইবে। 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।' এই নীতিবাক্য সর্ব্বদা মনে রাখিয়া প্রত্যেক ব্যবহার করিলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকিবে না

লৌল্য

কোন বিষয়ে কৌতূহলের নাম লৌল্য। বিষয়ী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীর প্রাপ্য বস্তুর জন্য অনুরাগ, লোভ, বা অধিকে বা জ্ঞানময়-বাদীর আদর নিরন্তর আত্মানন্দে করিলে মানবের ভক্তিদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস পাইবে। শ্রদ্ধার অভাবই ভক্তিকণ্টক জনক। দৃঢ় শ্রদ্ধায় সাধু ভজনহীন পর্য্যালোচনায় কৌতূহল থাকিলে ঐ দোষ অচিরে নষ্ট হইবে। যোগ্য অনধিকারীগণের অসংলগ্ন পারিভাষিক করিলে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন না করিবায় উপায় কাহারই ভাগ্য বৃদ্ধি হইবে, নতুবা ভক্তিপথ লাভ করিয়া বাহ্য বিষয়ে মগ্ন থাকিবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তির লক্ষণ বলেন— অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।

অপর বাধক

অসৎ-সঙ্গ দ্বারা বিষয়ের গ্রহণ, শাস্ত্রবাদ ত্যাগ ভক্তিকে বিনাশ করে, বহু গ্রন্থের অভ্যাস, বহুারম্ভের উদ্যম, ভোজন ও আচ্ছাদনাদি সংগ্রহে বা রক্ষায় ব্যাকুলতা, শোক ও ক্রোধাদিতে আকুলিত, মর্য্যাদা প্রভৃতির অভাব অন্যান্য দেবগণের নিন্দা, প্রাণিগণের উদ্বেগ প্রদান, ফল্গু-বৈরাগ্য, কাপট্য, বহির্মুখ সাধারণ সহিত বাদ-বিবাদ সম্প্রদায়ের নিন্দা, গোষ্ঠীসঙ্গ, দুঃসঙ্গ সঙ্গ, রাজস ও তামস ভোজন, অসৎ-সঙ্গ অতএব ভোজন, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বৈষ্ণবাপরাধ, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মন্দোদ্যম প্রভৃতি বহুবিধ কণ্টক ভক্তিমার্গে মহাজনগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে।

অপসারণোপায়

ঐ সকল কণ্টক অল্প-বুদ্ধি, অল্প শক্তি, অনোপযোগী দুর্বল জীবের প্রাবল্যে একমাত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তন ভজনক্রমে অবস্থানই এ প্রকার কণ্টক অপসারণে একমাত্র উপায়। প্রতি জীবের সুমঙ্গল প্রাপ্তিযোগ্য ঐ ভাগবত ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়াছেন। তদীয় কৃপা ব্যতীত অন্য কোন কৌশলই আমাদিগকে উহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অতএব তাঁহার বদান্যলীলার বিচার ও তদীয় উদ্ভক্তের সম্বন্ধে ভক্তিক্রিয়ার সামাজিক আচরণই আমাদিগকে ভক্তি প্রদান করিবে। বিদ্বদ্গোস্বামী উহা প্রবোধানন্দপাদ তদীয় অমৃত প্রার্থনাবলীর মধ্যে লিখিয়াছেন—"কালে কালে হরিভক্তিরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতীব প্রবল, সংযোজক হরিনাম কর্ম্ম, জ্ঞান, ফল্গু বৈরাগ্য, কুতর্ক প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টকে অবরুদ্ধ। অতএব হে দেবগণ, তুমি কৃপা না করিলে আমি কোথায় যাইব, কি করিব? হায়, হায়, আমার দুর্গতির সীমা নাই!"

ভুলে ঠিক

(১)

[শ্রীমৎ [illegible]]

পরমার্থ [illegible] কৃপা পূর্বক আমায় [illegible] আমি নিজেকে [illegible] কৃপা [illegible] আমার [illegible] আমি [illegible]।

[illegible] আমি [illegible] ঠিক আছি [illegible] আমার ভুল [illegible]।

[illegible] প্রকারে [illegible] আমার [illegible] ভুল [illegible] আমার প্রাণ-পাদে ভুল [illegible]।

একটা [illegible] ভুল হই-তেছে। আমি ভুল ঠিক আছি, [illegible] ঠিক হয় না [illegible] ভুল [illegible] ঠিক [illegible] বাধা। ভুল [illegible] ভুল [illegible] ভুল হয় না। যদি [illegible] ভুলের দোষ ঠিক থাকে, তাহা আমি [illegible] না।

[illegible] প্রভো! আমার [illegible] আপনার শ্রীচরণে নিষ্কপট ভাবে নিবেদন করিয়া [illegible] এই একাধিক [illegible] উদ্ধার করুন। [illegible] কৃপা [illegible] পূর্বক [illegible] আমাকে [illegible] উদ্ধার করুন।

আমার [illegible] শ্রীবৃন্দাবন [illegible] উল্লেখ করিয়া এই [illegible] উদাহরণ করিব।

[illegible] যে, [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় [illegible] আমাদের [illegible] উপদেশ পালন না করিলে আমি নিশ্চিন্ত। [illegible] শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন [illegible] শ্রেয়ঃ [illegible] করা আমার কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু কার্যতঃ [illegible] করি, উল্টা।

বুদ্ধির দোষে প্রথম [illegible] শ্রীমূর্তিকে [illegible] পাথর বুদ্ধি করা উচিত নয়, কিন্তু অর্চনের সময় শ্রীমূর্তিকে কিভাবে [illegible] করি? [illegible] হইয়া [illegible] সদাই "একমাত্র কর্তব্য [illegible]

ঠাকুরের [illegible] মনুষ্য সহিত অর্পিত-[illegible] মুক্ত [illegible] ব্যস্ত হই। [illegible] না হওয়ায় ঝগড়া করি। বৈষ্ণব ঠাকুর আমার দুর্দশা দেখিয়া রোগ [illegible] আকার ধারণ করিয়াছে [illegible] দ্বারা আমাকে রক্ষা করি [illegible] হন। তখন [illegible] মস্তকে ধারণ করি [illegible] অভিনয় করি, অথচ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে কতবার [illegible] যে, [illegible] দ্বারা বঞ্চিত হইয়া [illegible] যেন [illegible] এবং [illegible] আমার [illegible] যেহেতু আমি [illegible] সর্বদা আমার মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা [illegible] আমার [illegible] যে [illegible] একেবারে বুঝি না তাহাও ঠিক নয়, [illegible] আমার [illegible] ঠাকুরঘরে প্রবেশ করি। যেহেতু [illegible] ঠাকুরের [illegible] আমার মধ্যে [illegible] অনেক [illegible] আছে। [illegible] ঠাকুরের [illegible] প্রাণ [illegible] করি। [illegible] দিতে পারি না। [illegible] হইতে পারিয়াছি, একথা না বলিতে পারিলেও [illegible] পারিতে পারে যে নিজের [illegible] যখন আমার [illegible] আছে [illegible] তখন আমার অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদই বলিতে হবে। আমি বলিতে চাই না যে, আমি নিজে সকল [illegible] বুঝি। [illegible] এ [illegible] বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আমার কোন [illegible] পর্যন্ত [illegible] করিবার আবশ্যক হয় নাই। [illegible] না করিলেও কাটিয়া যায়। যাহার [illegible] সহিত মতদ্বৈধ হয়েছে, তখনই [illegible] আমাকে ভ্রম হইয়াছে। [illegible] আমার নিজের কথা নয়, [illegible] কথা। তবে [illegible] অর্বাচীন লোক [illegible] আচরণের গূঢ় অর্থ অবগত হইতে না পারিয়া [illegible] কোনও বিষয়ে আপত্তি করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু আমি [illegible] কথা উপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করিয়াছি। [illegible] বাহিরে আমার কাহারও সহিত বিবাদ নাই। আবার বৈষ্ণবদিগের কথা [illegible] কঠিন। [illegible] অনেক সময় প্রশংসা করেন। বুদ্ধি [illegible] না থাকিলে চলিবে না। এ সমস্ত যদি ভুল হয়, তাহলে আমি ভুলে ঠিক আছি স্বীকার করি। আমার ভুল হইয়াছে, একথা

শ্রীগুরুদেব আমাকে এ পর্যন্ত বলেন নাই। তিনি আর কাহাকেও [illegible] না [illegible] এই সাধারণ সেবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] অবস্থার [illegible] করিতে পারেন, [illegible] আমার [illegible] ঠিক থাকুক। [illegible] অধিকারী [illegible] তখন আমার [illegible] আর [illegible] আছে? সকলেই অবাধে আমার উপদেষ্টা হইবার যোগ্য? [illegible] আমার [illegible] সময় নষ্ট করিতে চাই না।

অর্থের [illegible] তাহাকে শ্রীগুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত করা। [illegible] আমি [illegible] পারিয়াছি। অবশ্য [illegible] অনেক [illegible] হইয়াছে। [illegible] দিতে যে [illegible] হাত [illegible] এক [illegible] আমরা করা [illegible] পারমার্থিক দর্শন। [illegible] বাহিরের দৃষ্টিতে অনেকে আমাকে কৃপণ বলে, [illegible] আমার খুব [illegible] আছে। কিন্তু আমি শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত এক কপর্দকও অন্যভাবে অপব্যয় করি না। [illegible] বাবের প্রত্যেক ব্যক্তিকে হরিভজনে নিযুক্ত করিয়াছি। [illegible] দরিদ্রের আশা [illegible] হয়। [illegible] বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহের সেবা [illegible] করিতে [illegible] করিয়াছি যে, কেবল শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য [illegible] হয়। অন্যের [illegible] শ্রীগুরুসেবা। আজ [illegible] সোজা [illegible] চেষ্টা করি। কেবল শ্রীবিগ্রহের [illegible] বাদ দিতে [illegible] অথচ দুয়ে আকাশ পাতাল ভেদ। বৈষ্ণবের সংসারে স্ত্রী, পুত্র, ধন, দৌলত সমস্ত শ্রীগুরুদেবের—সমস্তই [illegible]। এ পর্যন্ত আমি শ্রীগুরুদেবের কোন [illegible] করিতে [illegible] নাই। তিনি [illegible] অন্যায়ের [illegible] মঠের [illegible] সন্ন্যাসী মহারাজগণের সেবায় আদর্শ গৃহস্থের [illegible] অমুকূলীয়, অন্নকষ্ট [illegible] যায়। বলিতে [illegible] আমার নাই, [illegible] প্রধান [illegible] আমার একটা [illegible] বিষয় যে, যদিও আমি মঠে কখনও এক গন্ডূষও জল [illegible] তথাপি [illegible] সেবন করিতে [illegible] হয় নাই। বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করাতে হইলে কি আর এরূপ হয়? গৌড়ীয়মঠের সর্বপ্রধান শিক্ষাই হচ্ছে এই যে, সন্ন্যাসী ও

ব্রহ্মচারিগণ প্রাণপাত করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা ভগবানকে নিবেদন করিয়া ভগবৎপ্রসাদ অকাতরে অবিচারে সকল জীবকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেছেন। মঠের অন্নপ্রসাদ দুবেলা সেবা না করিলে সদৃশ বিষয়-বিষ্ঠা গন্ধের কাটিব অনল হইতে মুক্ত হইবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমি এতজ্জন্যই আমার বন্ধুদিগকে বলিয়া থাকি যে, অন্তর শুদ্ধ হইলে এই সংসারই কৃষ্ণের সংসারে পরিণত হয়। যাহারা এই ভিতরকার কথাটা জানেন না, তাঁহারাই বৈষ্ণব গৃহস্থদিগের ব্রাহ্ম লোক-ব্যবহারের অভিনয়ের প্রকৃত মর্ম অবগত হইতে অসমর্থ।

সমালোচনা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ, কলিকাতা)

যৎ সেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং
সদ্যঃ ক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্।
ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ
প্রেক্ষালবার্থ ইতরে নিয়মান্ বহন্তি॥

—শ্রীভাগবতে ৩।১৬।৭

যাঁহাদের সেবা-দ্বারা আমার চরণ-পদ্মে পবিত্র রেণু হইয়াছে, যদ্দ্বারা আমি সমুদায় লোকের পাপ নষ্ট করি এবং নিষ্ঠেও এতাদৃশ শীলতা প্রাপ্ত করিয়াছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণের কমলার কটাক্ষ-লেশ প্রাপ্ত করিবার নিমিত্ত অনেক নিয়ম ধারণ করিয়া থাকেন, আমি বিরক্ত হইলেও ক্ষণকালের নিমিত্তও আমাকে ত্যাগ করেন না, সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূলাচরণ করে, সে কখনও আমার অনুগ্রহলাভ করিতে পারে না।

বিপ্র এ-সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ বা সৎপ্রাণী ব্রাহ্মণ নহেন। পূর্বে যে ব্রাহ্মণ বেদ না জানিতেন, তাঁহাকে 'ব্রহ্মবন্ধু' বলা হইত অথবা নামধারী ব্রাহ্মণ; কিন্তু ব্রাহ্মণ বেদ-পাঠ করা দূরে থাক, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতস্বরে যে, প্রণব 'ওঁ' উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না; সুতরাং ঠিক উচ্চারণও করিতে পারেন না। ঠিক উচ্চারণ না হইলে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করিলে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য তাঁহার শত্রুর উদ্ভবের কামনা করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু 'ইন্দ্রশত্রো' এই কথা কহিবার সময় 'শত্রো' উদাত্ত-স্বরে না কহিয়া 'ইন্দ্র' শব্দ উদাত্ত-স্বরে উচ্চারিত হওয়া বশতঃ ষষ্ঠী-তৎপুরুষ না হইয়া বহুব্রীহি সমাস হওয়াতে 'ইন্দ্র এব শত্রুর্যস্য' অর্থ হওয়াতে একটী ভয়ঙ্কর আকার অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল,—ইহাপুরাকৃতত্বষ্টা কুমারবত্রায় সম্বন্ধে।

ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম্‌ ॥

—শ্রীভাগবত [illegible]

এ কথা বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে পাণিনীয় ‘শিক্ষা’য় উক্ত হইয়াছে যে,—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥

ঋগ্বেদের ভাষ্যকার ভগবান্‌ সায়নাচার্য্য প্রভৃতি এ কথা উক্ত বেদের ভাষ্যের উপক্রমণিকাতেও এ কথা বলিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যদেশীয় আমার বেদাধ্যাপক আচার্য্যপাদ বলিতেন যে, তাঁহাদের দেশে ব্রাহ্মণবালকগণ যজ্ঞোপবীত ধারণের পর বেদপাঠ আরম্ভ করে। এখনকার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ পাঠশালায় ‘চার বেদ’ পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু বেদ যে কি তাহা তাঁহারা জানেন না।

পিতৃদেব কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; মহামহোপাধ্যায় দক্ষ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন [illegible] তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি যে সময়ের লোক ছিলেন। পিতৃদেবের নিকট ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, নাটক, শ্রীভাগবত ও মহাভারতের কতক অংশ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া কলেজে যাই। [illegible] ঘটনাক্রমে উক্ত দাক্ষিণাত্যদেশীয় পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার নিকট বেদাঙ্গগণের [illegible]-ভাষ্য পাঠ করি। [illegible] পরে সায়নভাষ্য পাঠ আরম্ভ করি। তাহার মধ্যে একদিন ঋগ্বেদের [illegible] ছিল, তিনি বলিয়াছিলেন,—“[illegible]”। পুস্তক লইয়া যাইবার পর তিনি বলিলেন “পড়”। আমি বলিলাম,—“আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ আছে নয়?” তিনি বলিলেন,—“কে বলে? আমি যখন তোমাকে অনেক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ দেখিতেছি, তখন কেন পড়িবে না?” তিনি শুক নিবারণ করেন নাই, তাঁহার হৃদয় এত উচ্চ ছিল! [illegible] স্বর্গত [illegible] হরিদাস গোস্বামিপ্রভু অল্পদিনের [illegible] সামবেদ আর্য্যের কণ্ঠস্থ পর্য্যন্ত (মন্ত্র, সায়নভাষ্য ও অনুবাদ সহিত) বাহির করিয়াছিলাম। পরে পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অনুরোধে উক্ত বেদ বাহির করিতে চেষ্টা বন্ধ করি, কারণ সে পাণ্ডিত্য আমার নাই।

এখনকার ব্রাহ্মণগণের কেবল শৌক্র-শোণিত-বিচার। পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সুদার্শনিক গবেষণাপূর্ণ [illegible] ব্রাহ্মণ ও দৈববর্ণাশ্রম বিচার [illegible] গণের মস্তিষ্কে কখন প্রবেশ করে না। এরূপ কতকগুলি ইতর-প্রবৃত্তির ব্রাহ্মণ, শিশুপালের হৃদয় লইয়া তাঁহার নিন্দা করিতেছেন! কিন্তু তিনি কত উচ্চহৃদয়ে তাহা চিন্তা করেন না। গৌড়ীয়ে তাঁহার প্রবন্ধ তাঁহারা বুঝিতে পারেন না! শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে যে “তৃণাদপি সুনীচেন” শিক্ষা আছে, তাহা তিনি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। এরূপ অনেক গুরু দেখিয়াছি যে, শিষ্য প্রণাম করিলে, [illegible] গরুর ন্যায় শিষ্য-মস্তকে পদার্পণ করেন, কিন্তু ইঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি নত হইয়া যুগল হস্ত মস্তকে দিয়া প্রণাম প্রতিদান করেন। এরূপ গুরু দেখিয়াছি যে, শিষ্য-গৃহে পদ ধৌত করিতে করিতে বলেন, “আঃ! এখনও কেন?” একথাও ঠিক, কারণ বৈষ্ণব-ব্যবহার প্রেমভক্তি দিতে বল, আর কিছু নহে [illegible]। ভগবান অপেক্ষা ভক্তের মাহাত্ম্য অধিক—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা—

শ্রীভাগবতে ১১।১৯।২১

গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা, ভক্তের পদ-ধৌত জল সেই গঙ্গারও অধিক পূজ্য। [illegible] বলেন যে, “আহা! এ জন্ম ও কেন!” “আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী,”—এই মহাজন বাক্য স্মরণ করেন দারুণ ভীত। আমার কনিষ্ঠ পুত্র (ক্ষু কুমার) পীড়িতে শ্রীল প্রভুপাদের পাদোদক চাহিয়া পায় নাই। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের এত দৈন্য যে, তুলসীর একটি জল তিনি কোন শিষ্যকে আনিতে আদেশ করেন না! কারণ গুরু না হইলে ও চেটিকে আদেশ করিতে পারেন না। তিনি বড় হইতে চাহেন না, কারণ তাহা হইলে “তৃণাদপি সুনীচেন” শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা যে পালন করা হয় না! হরিকথা কীর্ত্তনের সময় তাঁহার [illegible] জ্ঞান থাকে না। অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিবার পর শিষ্যদিগকে বলেন “আপনাদের সাধন ভজনের অনেক সময় নষ্ট করিলাম!” শিষ্য পুত্রের ন্যায়, সে শিষ্যকে সম্মান-সূচক “আপনি” প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ অন্য গুরুর মুখ হইতে কখনও কোথাও শ্রবণ করি নাই। তিনি কত মঠ প্রস্তুত করাইতেছেন, ঈর্ষাকারিগণ তাহা দেখিয়াছেন কি? মঠসকলে ক্ষুধিত ব্যক্তিমাত্রই প্রসাদ পাইয়া থাকেন। রবীন্দ্রবাবু যে মহাভারতের ঘটনা সম্বন্ধে গল্প বলিয়াছেন, যে কুরুক্ষেত্রের [illegible] কুরুক্ষেত্রে যে ভীষণ সমর হইয়াছিল, সেই কুরুক্ষেত্রে মঠের কথা কেহ চিন্তা করেন কি? সেবাশ্রমের মঠ নির্ম্মাণ হইয়া ছাত্রগণকে যে শ্রীভাগবত পাঠ-দান হইতেছে, সে কথা ঈর্ষাকারিগণ চিন্তা করেন কি? কলিকাতার মঠে প্রতি বেলায় ৫০।৬০ জন প্রসাদ পান, তাহা কেহ চিন্তা করেন কি? একবার সামান্য মাত্র প্রসাদ অবশিষ্ট ছিল, সে সময় ২৪।২৫ টি বৈষ্ণব প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] এক ভক্তি যে, সেই সামান্য প্রসাদে ২৪।২৫ জনের উদর পূর্ত্তি হইয়াছিল! [illegible] এরূপ দিন ছিল কি? পরিক্রমায় প্রতি বেলা সহস্র সহস্র যাত্রী প্রসাদ পান, তাহা ঈর্ষাকারিগণ দেখিয়াছেন কি? তাহাও যেমন তেমন রন্ধন নহে, রাজভোগের ন্যায় ভোজন। কত রকম যে [illegible] প্রসাদ-সেবা [illegible] রন্ধন শেষ হয় না। কেবল কে দেয়, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অথচ গোস্বামী মহারাজের হস্তে এক তুলসী মালিকা মাত্র সম্বল। শ্রীভাগবত পাঠ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করেন না। যে সময় অস্বাভাবিক [illegible] প্রসাদ ভক্তদিগকে বস্ত্র, [illegible] হয়। সকলের প্রসাদ পাওয়া হইলে তিনি প্রসাদ পান। যেমন গুরু, তেমন শিষ্য। পরিক্রমা-কালে দেখিয়াছি উক্ত গোস্বামী মহারাজ কীর্ত্তনকারিগণের সহিত পদব্রজে গমন করেন, যে কোন স্থানে যত কষ্ট হউক [illegible] তাঁহার দৃষ্টি নাই; তিনি শিষ্যগণের মনোরঞ্জন ও উৎসাহের জন্য তাঁহাদের সহিত পদব্রজে গমন করেন। যে সময় কাহারও বা অসুখ হইলে হাতীপৃষ্ঠে চাপিয়া যাইতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

মাসাধিক ব্যাপী মহোৎসব

গত ৩২ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার দ্বাদশী দিবস শ্রীধামপুরী পুরুষোত্তম মঠে একটী বিরাট উৎসব হইয়া গিয়াছে। রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবুর জননী দেবী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] আরকট এম, এ, বি, এল এবং কটক ও পুরীর বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ, সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা এবং কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণে বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা

—০—

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ-সেবকবৃন্দের সংকীর্ত্তন যজ্ঞ

পুরী, [illegible]

অদ্য শ্রীস্নান-পূর্ণিমা। এই তিথিতে নীলাচলনাথ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান হয় বলিয়া এই পুণ্যদা, মোক্ষদা, পরমার্থ-জননী তিথি শ্রীস্নান-পূর্ণিমা নামে বিখ্যাত। কর্ম্মিগণ পুণ্যলাভের জন্য, মোক্ষকামিগণ মোক্ষলাভের নিমিত্ত এবং শুদ্ধভক্তগণ [illegible] অহৈতুকী বা শুদ্ধা [illegible] এই তিথিতে [illegible] শ্রীপুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা দর্শনার্থ আসিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের নীলাচল-শাখা শ্রীপুরুষোত্তমমঠের ভক্তবৃন্দ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও স্নান-যাত্রা উপলক্ষ্যে মহাসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন। সংকীর্ত্তন-পিপাসু [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে প্রাতঃ ৮॥ ঘটিকার সময় উক্ত শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে এক বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী বাহির হইয়া মৃদঙ্গ, করতাল, [illegible] বাদ্য-যন্ত্র সহ সুমধুর [illegible] অতি সুমধুর শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনে পথ, ঘাট এবং নগর-নরনারীদের উৎসাহিত করিতে করিতে [illegible] ঘটিকার সময় শ্রীমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী হন। সেই সময় স্নান-বেদীতে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানের আয়োজন চলিতেছিল। ভক্তগণ স্নান-বেদীতে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই ত্রিমূর্ত্তির দর্শনে প্রেমে অধীর হইয়া মহানাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এইপ্রকার সমস্ত দিবস সংকীর্ত্তন চলে। এই সময় পাণ্ডাগণ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধ সুশীতল বারি ঢালিতে থাকেন, ভক্তগণও উচ্চস্বরে আরও উৎসাহিত হইয়া বিপুল উৎসাহের সহিত নামসংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী সমক্ষে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী মহোদয়ের মনোজ্ঞ কীর্ত্তন শ্রবণে অতীব সন্তোষলাভ করিয়াছেন। অবশেষে সকলে শ্রীচৈতন্য-প্রণাম-পূর্ব্বক মহামন্ত্র [illegible] বেলা ১০ ঘটিকার সময় উক্ত মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর[illegible] নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিভাগচয়ের অধ্যাপকের [illegible] সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন [illegible]

১। [illegible]াসন,	২। শ্রৌতিত্যাসন,
৩। [illegible]াসন,	৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন,	৬। বেদান্তাসন,

৭। [illegible]াসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

[illegible] সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১২৲ টাকা [illegible] তৃতীয় সংস্করণ [illegible] পাইয়া [illegible] সংস্করণ [illegible] অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উক্ত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১২৲ টাকার উক্ত বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য [illegible] আদিকাব্য

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /০

সত্বর গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৵
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-[illegible]	
৪।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতাবলী, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অষ্টক ও [illegible] —মোট	[illegible]
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	[illegible]	৸৵
৯।	[illegible]	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৷৵০
১১।	ভাষাসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷০
১২।	চৈ[illegible]	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	[illegible]	৷০
১৫।	[illegible]	
১৬।	[illegible]	
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	[illegible] (পত্র সংখ্যা [illegible])	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর।

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-: *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই আষাঢ় শনিবার—১৩৩৬

আমার বৈষ্ণবাভিমান

আমি অনেক সময় মনে করি যে, আমি খুবই প্রাণঢালা সেবা করিতেছি। এই অল্প দিন মধ্যে আমি এতটা সেবা-নিপুণ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার প্রবীণ গুরুভ্রাতৃগণ দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত; কিন্তু আমার এতাদৃশ সেবার বিনিময়ে আমি যোগ্য প্রতিষ্ঠা বা সম্মান পাইতেছি না, এখানে সারগ্রাহী কেহ নাই। দুর্ভাগ্য আমার—আমি এটা বুঝিয়াও বুঝি না যে গুরু-বৈষ্ণবগণ আমার প্রতি বড় দয়ালু; তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাকে এতখানি সেবার সুযোগ দিয়াছেন এই জন্য, যাহাতে আমি ক্ষণমাত্রও বাহ্য-চিন্তার অবকাশ না পাই। তাহা হইলেই কার্য্যতঃ অসৎসঙ্গ ত্যাগ ত হইবেই, অন্তরেও অসৎসঙ্গ বা অসদালোচনার অবকাশ হইবে না। যেটা সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর, সেইটিও অযত্নে সম্পাদিত হইয়া যাইবে।

আমার আরও একটি প্রধান দুর্ব্বুদ্ধির বিষয় এই যে, আমি আমা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে অশ্রদ্ধা করি মনে করি, তাহাদের বয়সের তুলনায় বৈষ্ণবতাও বুঝি কম এবং তাহাদের সঙ্গে সেইরূপ ভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকি। কাজে-কাজেই আমি একজন বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি, যে সে বৈষ্ণব নয়, একজন পাকা বৈষ্ণব হইয়াছি। তখন সেই অভিমান আমাকে এত অন্ধ করিয়া তুলে, এত উচ্চে উঠাইয়া দেয় যে, পরক্ষণেই আমাকে সহস্র যোজন নিম্নে নামাইয়া দেয়। আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ এইটুকু বিচার করিতে পারি না যে, তুলসী পাতার বড় ও ছোট দুইই যেমন সমান পূজ্য, সেইরূপ বৈষ্ণব বয়ঃকনিষ্ঠই হউন, আর বৃদ্ধই হউন, উভয়কেই সমভাবে দর্শন ও পূজা করিতে হইবে।

আমি আবার আভিজাত্যের অভিমানে অন্ধ হইয়া অনুক্ষণ এই চিন্তা করি,—যেহেতু আমি উচ্চকুলজাত, সুতরাং নীচকুলজাত ব্যক্তিগণ আমা অপেক্ষা সর্ব্বদাই ছোট। আমি সেই বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করিব না; তাহা হইলে যে আমার [illegible] হইয়া যাইবে! অন্তর্য্যামী বৈষ্ণবগণও আমার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া আমাকে ভোগা দেন—আপনি একে ব্রাহ্মণ, তায় বৈষ্ণব, 'সোনায় সোহাগা'! আপনার ন্যায় বৈষ্ণবতা আর কার আছে? অমনি মায়াপিশাচী আমার কাণে কাণে এই মন্ত্র পড়িতে থাকে, "সাবধান, ওদের উচ্ছিষ্ট খাস্ নে, ওদের পদধূলি গ্রহণ করিস্ নে, ওদের পাদজলে স্নাত হ'স নে। তুই যে জাতিতে শ্রেষ্ঠ!" তখন আবার অন্তর্য্যামী গুরুদেব আমার অন্তরের ভাব বুঝিয়া আমাকে রঘুনাথের জ্ঞাতিখুড়া কালিদাসের জীবনী দ্বারা জানাইয়া থাকেন যে, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় বঞ্চিত হইবে।

আমি মনে করি যে, আমি একজন ভাল বক্তা হইয়া পড়িয়াছি; আমি এরূপ ভাল পাঠ করিতে পারি যে, আমার প্রাচীন গুরুভ্রাতৃগণ আমার মত জনমনোরঞ্জনকর পাঠ করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহারা পাঠ করিলে আর আমি কি শুনিব? আমার বিচারে ত আর তাঁহারা জানেন না, কিন্তু আমার প্রধান ভুল এই যে, বৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত বাণী ও অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত বাণীতে যে, কত পার্থক্য, তাহা বুঝিতে পারি না। বৈষ্ণব জড় সাহিত্যিক না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য গোলোক হইতে আগত, তাহা শুনিলে আমার কেন, পশু পক্ষী প্রভৃতি যাহাদের বাক্‌শক্তি নাই, তাহারা পর্য্যন্ত মুক্তি পাইয়া যাইবে, কিন্তু আমার ন্যায় বৈষ্ণবাভিমানী, মায়াদাস, বিষয়-সঙ্গীর চীৎকার—গলাবাজিমাত্র সার। এই গলাবাজিতে আমার নিজেরই মঙ্গল হইবে না, অন্যের ত দূরের কথা। জড় পাণ্ডিত্যের দ্বারা কি বৈকুণ্ঠ বস্তুকে জয় করিতে পারা যায়? তাই আজ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের চরণে শরণাগতভাবে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি,—হে প্রভো, হে বৈষ্ণবঠাকুরগণ, আপনারা দয়া করুন—এই বৈষ্ণবাভিমানী, কপট বঞ্চক মায়াবাদীকে রক্ষা করুন, যাহাতে নিষ্কপটে আপনাদের সেবার অধিকার পাইতে পারি।

মায়াবাদি-কল্পিত নির্ব্বিশেষবাদের সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

মায়াবাদী বলিতেছেন, শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কোথাও সধর্ম্মক, সবিশেষ বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও ব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মক ও নির্ব্বিশেষ। কারণ সধর্ম্মক মানিলে শ্রুতি-প্রতিপাদিত অদ্বৈত শব্দের সঙ্গতি কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। যেহেতু এক ধর্ম্ম এবং এক ধর্ম্মী অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মী যাহাতে রহিয়াছে এইরূপ দ্বৈতের উৎপত্তি হয়; কিন্তু ব্রহ্মকে কেবল নির্দ্ধর্ম্মক বা নির্ব্বিশেষ মানিলে দ্বৈতোৎপত্তির কোনই সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু যাঁহারা ব্রহ্মকে সধর্ম্মক বলেন, তাঁহারাও সেই ধর্ম্মের বা বিশেষের আধাররূপে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করিতে বাধ্য এবং যাহা বিশেষ ধর্ম্ম রূপ আশ্রিতের আশ্রয় অর্থাৎ যাহা স্বীয় আশ্রিতের অবস্থিতির নির্ব্বাহক তাহাই সেই বস্তুর আধার, সুতরাং আধার আধেয়ের উপজীব্য এবং আধেয় আধারের উপজীবক।

উপজীব্য সর্ব্বদা উপজীবক অপেক্ষা বলবান হওয়ায় উপজীবক স্বীয় উপজীব্যের বিরোধাচরণ করিতে সমর্থ নহে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীয় ধর্ম্মের আধার ও উপজীব্য এবং ধর্ম্ম তাঁহার আধেয় ও উপজীবক। অতঃপর প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে সমস্ত শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নিরূপণ করিতেছেন, তাঁহারা আধার-নিরূপিকা এবং উপজীব্য, এই কারণে সেই সকল শ্রুতি বলবতী।

আর সধর্ম্মক ব্রহ্মনিরূপিকা শ্রুতি-সকল আধেয়ের নিরূপিকা ও উপজীবক এবং উপজীবক কখনও উপজীব্যের বিরোধ করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু উপজীব্য ও উপজীবকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ, অতএব প্রতিপাদিত হইতেছে, যে, ব্রহ্ম সবিশেষ বা সধর্ম্মক নহেন, পরন্তু নির্দ্ধর্ম্মক ও নির্ব্বিশেষ।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তোমরা যখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতিকে উপজীব্য বলিতেছ, তখন আমরাও সবিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতি সকলকে উপজীব্য এবং নির্দ্ধর্ম্মক ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলকে তাহার উপজীবক হওয়া বলিতে পারি, কারণ কোন বস্তুর অভাব নিরূপণ করিতে হইলে তৎপ্রতিযোগীকে কারণ বলিয়া অঙ্গীকার করাই নিয়ম অর্থাৎ কোন বস্তুর অভাবের জ্ঞান যখন হয়, তখন সেই বস্তুটি যে এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল, এই বস্তু থাকা রূপ অস্তিত্বের জ্ঞানটা বস্তু না থাকা রূপ নাস্তিত্ব জ্ঞানের পূর্ব্বে থাকা আবশ্যক, যেহেতু যে বস্তুর অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানে না, তাহার বস্তুর অভাব জ্ঞানও জন্মিতে পারে না।

যে কখনও চক্ষু দেখে নাই, তাহার পক্ষে চক্ষুরভাবের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এ বিষয়ে জন্মান্ধ ব্যক্তিই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সুতরাং সূক্ষ্মাভাবের জ্ঞান হইতে হইলে তৎপূর্ব্বে স্থূলের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন, এতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, সধর্ম্মক বা সবিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতি-সকল নির্দ্ধর্ম্মক ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলের নির্ব্বাহক ও উপজীব্য এবং উহারা তাহার উপজীবক। উপজীব্য যে উপজীবক হইতে বলবান তাহা পূর্ব্বপক্ষকারীর দ্বারাই পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্মকে যাঁহারা নির্ব্বিশেষ বলিতেছেন, তাঁহারাও অগত্যা ব্রহ্মকে সবিশেষ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন।

যদি একের দ্বারা অপরের বাধ করাইতে চান, তাহা হইলে উভয়ের দ্বারা উভয়েরই বাধ হইতে পারে; অতএব সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, সবিশেষ ও নির্বিশেষ প্রতিপাদিকা উভয় শ্রুতি যখন তুল্য বলবান্ এবং মাত্র নির্ব্বিশেষ স্বীকারে যখন সবিশেষপর বাক্যের সঙ্গতি কিছুতেই হয় না (কারণ মায়াবাদী যে সবিশেষাদি শ্রুতিসমূহ অবিদ্যাবান ব্যক্তির জন্য কথিত হইয়াছে বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে সুষ্ঠুভাবে খণ্ডিত হইয়াছে) কিন্তু সবিশেষ স্বীকারে যখন নির্ব্বিশেষপর বাক্যের 'প্রাকৃত সবিশেষত্ব নাই' এই বিরুদ্ধ প্রতীতি-গত অর্থে সুষ্ঠু সঙ্গতি হইতেছে, তখন মায়াবাদীর অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়াবলম্বনে কল্পিত 'মাত্র নির্ব্বিশেষবাদ' যে নিকৃষ্ট, হেয় ও তুচ্ছ, তাহা প্রদর্শিত হইল।

মায়াবাদী পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে, উভয় প্রকারের শ্রুতিসমূহের সঙ্গতি অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা হইতে পারে অর্থাৎ শুদ্ধব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ হইলেও সেই ব্রহ্ম অনাদি মায়ার সম্বন্ধবশতঃ স্বীয় আত্মায় সর্ব্বজ্ঞত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি বিশেষ ধর্ম্মের কল্পনা করিতে থাকেন এবং সেই ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন অবিদ্যাবচ্ছিন্ন বা সোপাধিক ব্রহ্ম নামে উক্ত হয়েন।

শুদ্ধব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, অবিদ্যাবানের বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার প্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব, এই নিমিত্ত বেদাদি শাস্ত্র অজ্ঞানিগণের চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল প্রদানের জন্য সবিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলের দ্বারা কল্পিত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট সোপাধিক সগুণ ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানিগণের উপাসনা সৌকর্য্যার্থে কোন কোন শ্রুতি ব্রহ্মে কল্পিত ধর্ম্মের আরোপ করিয়াছেন এবং যখন উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ ফললাভ হয়, তখন নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম উপলব্ধ হয়েন। যেমন মিষ্টান্ন দ্বারা বালককে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইবার উদ্দেশ্যে মিষ্টদ্রব্য বাহিরে দিবার লোভ দেখান হয়, তদ্রূপ শ্রুতি অজ্ঞানীদিগের চিত্তশুদ্ধি করাইবার জন্য কল্পিত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন—এইরূপে অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা উভয় প্রকার শ্রুতিসকলের সার্থকতা সিদ্ধ হয়।

ওহে অশৌচাদি মায়াবাদি! অতঃপর তোমাদের মতেদ্যোতে পরস্পরবিরোধী যুক্তি-সমূহের উদ্ভব দেখান করা যাইতেছে। তোমরা যে বলিয়াছ, নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্ম উপা-সনার আবশ্যক এবং শ্রুত্যুক্ত সোপাধিক ব্রহ্মাত্মক ব্রহ্ম মাত্রে সেই প্রয়োজনের সাধক, অতএব, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য করা যাইতে পারে কি যে, নিরুপাধিক নির্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম এই সোপাধিক ব্রহ্মের সহিত ভেদবিশিষ্ট কি অভেদ? অথবা সকলগুণবর্জিত শুদ্ধ ব্রহ্ম এবং কর্তৃত্ব ... গুণবিশিষ্ট এক ব্রহ্ম ... একই এবং যদি উহা ... না হবে সেই পার্থক্য কোথায়, উপাধিগত অথবা প্রকৃত?

শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম এক না হইলে যদি পৃথক পাপকর্মবিনাশে ভুইটী হয়েন, তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক বেদের উৎপত্তি হয় এবং তাহাতে শ্রুতিবেদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি (শ্রুতি বাক্য) অর্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, কারণ সমস্ত বেদান্তে ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য জগৎকারণ বলিয়া যে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহারই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সত্যসংকল্পাদি গুণযুক্ত পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি বিষয়ে অপ্রাকৃত শক্তিবিশিষ্ট শুদ্ধ পরমাত্মার সম্বন্ধে সত্যসংকল্পাদি গুণ উক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ একমাত্র ব্রহ্মই উপাস্য বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, সুতরাং উপাস্য ব্রহ্মকে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত পৃথক বলিলেই বাদদেবের বিরুদ্ধা-চরণ করা হয়, সুতরাং শ্রুত্যুক্ত নির্বিশেষ ও সবিশেষ ব্রহ্মে প্রকৃত ভেদ মানিবার উপায় নাই, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের গুণাদি কীর্তিত হই-য়াছে, তাহা কল্পিত নহে, পরন্তু উহা ব্রহ্মের স্বভাবভূত গুণ (যেমন শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ) এবং নির্গুণ শব্দ প্রাকৃত গুণরহিত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যদি নির্গুণ শব্দে অপ্রাকৃত গুণহীন কল্পনা করা যায় তাহা হইলে প্রাকৃত শ্রুতির সঙ্গতি কোন প্রকারে হয় না। বিষ্ণু ও ঋষি স্বাভেদে শ্রুতির উপদেশ হইয়াছে এক পুরুষপক্ষ পূর্ব পক্ষ প্রবন্ধে খণ্ডিত হইয়াছে এবং উপজীব্য ও উপজীবকভাবে সবিশেষপর শ্রুতি অপেক্ষা নির্বিশেষপর শ্রুতি বলবান এইরূপ কল্পনামাত্র পূর্বপক্ষের উত্তর বর্তমান প্রবন্ধে অগ্রেই দেওয়া হইয়াছে, অতএব শ্রুতিকথিত নির্গুণ শব্দের প্রাকৃত গুণবর্জিতরূপ অর্থই সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

যদি উপাধি দ্বারা মায়াবাদী—ব্রহ্মে ভেদ কল্পনা করেন, তাহা হইলে সেই উপাধিটী কি এবং তাহা কি উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়া-ছেন, তাহার কারণ আবশ্যক হইবে, ইহার উত্তরে যদি অনাদি মায়াকেই ব্রহ্মের স্বরূপ ভেদের কারণ বলেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম ও মায়াকে লইয়া সুস্পষ্টই দ্বৈত হইয়া পড়ি-তেছে এবং তাহা হইলে 'সদেবসৌম্যেদমগ্র-আসীৎ' এই শ্রুতিবাক্যের বিরোধাচরণ করা হইবে। কারণ উক্ত শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন সত্তার বিদ্য-মানতা নিষেধ করিয়াছেন, আবার 'সোঽকাময়ত বহুস্যাম্প্রজায়েয়েতি' অর্থাৎ সৃষ্টি-কালে পৃথক আপনাকে ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিলেন না, ... ইত্যাদি পৃথকত্ব সমর্থন করিয়াছেন, অথচ মায়াবাদী এ সমস্ত শ্রুতিবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া বলিতেছে যে, মায়া বা উপাধি সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিল।

(ক্রমশঃ

আমার বৈষ্ণবদর্শন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার, কটক)

প্রঃ কেন বোকার মত?

উঃ ভগবৎ সেবার জন্য।

প্রঃ তোমা টেকা আমি বুঝিতে পারিল না, ও বোষ্টমের কথা আমার ভাল লাগে না, বল ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য!

উঃ আচ্ছা, তাই।

প্রঃ যদি ভগবৎ প্রাপ্তির জন্যই হয়, তা হলে তুমি কি মনে কর, ভগবান তোমাদেরই মত একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক?

উঃ কিরূপ?

প্রঃ যে লোক দুনিয়ার কোন কাজ করলে না, এমন কি বাপ মাকে পর্যন্ত সেবা যত্ন করলে না, তাঁহাদের রক্তজল করা পয়সা হইতে তাঁহারা যাহাকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিলেন, তাঁহাদের সেই পয়সাগুলি জলে দিল, এইরূপ একটা নিষ্ঠুর স্বার্থপর (যে সংসারের কোন জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতে চাহে না) দুর্নীত লোককে ভগবান দয়া করিবেন?

উঃ আমায় বিশ্বাস করিবেন।

এত যদি তোমার বিশ্বাস হয়—বলিহারি তোমার বিশ্বাস, ঐ বিশ্বাসের বালাই লইয়া তুমিই থাক, এ দুনিয়ায় আর যেন কাহাকেও বিশ্বাস স্পর্শ করে না। হায়! মানুষের যদি এইরূপ বুদ্ধি-ভ্রংশ না হয়, তা হলে কি তা'রা এমন কাজ করে?

প্রঃ আচ্ছা তুমি একবার আমাকে বল দেখি, তুমি যে আজ এই ৫।৭ বৎসর এইরূপ করিয়া বেড়াইতেছ, তাহার দ্বারা দেশের বা আমাদের হিন্দু-ধর্মের কতটুকু উপকার হইয়াছে?

উঃ উপকার হয়েছে, হচ্ছে বা হবে কি না এ সমস্ত বিচার করিবার ভার আমাদের উপর নাই। আমাদের গুরু-দেবের আদেশ ভগবানের নাম প্রচার করা, তাই তাঁহার আদেশ অনুসারে এই কার্য করিয়া বেড়াইতেছি।

এইরূপে তাঁহাকে আমি অনেক আঘাত করিলাম। তাঁহাকে বিব্রত করিবার অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অহো! তাঁহার আজ একি ভাব, তিনি যেন হিমালয়-সদৃশ অচল, অটল, গম্ভীর। তৎপর বলিলেন, আপনার কথা কি হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তা' হলে আপ-নাকে আমি ২১ টা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমি বলিলাম, হলেও হলো, না হলেও হলো—আমি দেখিতেছি তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে, কোন কিছু যুক্তি তোমায় স্পর্শ করে না তুমি কি কিছু লেখা পড়া করিতে শিখিয়াছ নাকি যে তোমার *intellectual capacity* একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে? উত্তরে বলিলেন, না আমরা পান পর্যন্ত খাই না। আমি বলিলাম, পানটা পর্যন্ত খাও না হবে বুঝি মাথাটা খাও, তা বেশ বেশ আমি চুপ করিলাম। তোমার কি বক্তব্য আছে বল।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন আপনি ভগবানের কাজ ঠিক ঠিক করিতেছেন ও ভগবানকে আপনি নিশ্চয়ই পাইবেন?

উঃ—নিশ্চয়ই। যদি কেহ পায় তো আমার মত লোকেই পাইবে। তোমাদের মত বৈষ্ণবদের অনন্ত নরক, কারণ আমরা অর্থের দ্বারা আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, দেশ এবং দশের যতদূর পারি সাহায্য করিয়া থাকি। নিজে না খাইয়া অপরকে সাহায্য করি। দৈহিক সামর্থ্যের দ্বারা নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া অপরের বিপদ আপদে ঝাঁপাইয়া পড়ি। বাক্যের দ্বারা সত্যের জন্য সদাই লড়াই করি। সত্য কথা বলিতে আদৌ দ্বিধা করি না। তদুপরি দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়াছি। সকাল সন্ধ্যায় মা তারাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকি। এরূপ অবস্থায় যদি ভগবানকে না পাই (উত্তেজিত হইয়া) তা হলে পাইবে কে, তুমি?

তিনি বলিলেন আপনি বড় *materialistic ideas*এর লোক, ভগবৎ অনুভূতি হওয়া আপনার প্রকৃতির লোকের একটু দুষ্কর। আচ্ছা আপনি কি শাস্ত্র মানেন?

উঃ—নিশ্চয়ই, আমি গীতা খানি খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছি।

প্রঃ—পড়িয়া কি বুঝিয়াছেন?

উঃ—বুঝিয়াছি কর্মটাই প্রধান। যেমন কর্ম করিব, তেমনি ফল পাইব। কেন, তোমাদের বোষ্টমের গ্রন্থেও ত' একথা আছে,—যথা 'স্বকর্মফলভুক্ পুমান'

তিনি বলিলেন, তা বেশ বেশ, আপনি দেখ্‌ছি অনেক কথা জানেন।—

—আচ্ছা গীতায় কি আপনি একথা পড়েছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং
ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা
শুচঃ॥

আমি বলিলাম, পড়েছি বৈকি, উহার অর্থ সকল ধর্ম বাদ দিয়া ভগবানকে আশ্রয় করা। আমি তো তাহা করেই আছি, ভগবানে আমার অগাধ বিশ্বাস, তবে বর্তমানে একটু গণ্ডগোল হইয়াছে, সে জন্য কোন ভাল লোক খুঁজিতেছি। তিনি বলিলেন—ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, ত' হলে তারা তারা বলেন কেন?

আমি বলিলাম, যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই কালী, কালী কৃষ্ণকে কি কোন তফাৎ আছে? কালী কৃষ্ণকে তফাৎ করা পাষণ্ডতা। তিনি বলিলেন, কালী কৃষ্ণকে তফাৎ ভাবা যেমন পাষণ্ডতা, কালী কৃষ্ণকে এক ভাবাও তেমনি পাষণ্ডতা। আপনার অনেক গোল আছে, যার যে ভাবে চলিতেছেন, উহার ফল কি জানেন?

স্বর্গ ভোগ, ভগবৎ-প্রাপ্তি নহে। আপনার অনেক গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু দোষও কিছু আছে, কারণ মানুষ ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা, এই দোষ চতুষ্টয়ে সর্বদা দোষী—একেবারে নির্দোষ হইতে পারে না। এক্ষণে পুণ্য কাজের জন্য স্বর্গ ভোগ করিবেন এবং যাহা অন্যায় করিতেছেন, তজ্জন্য নরক ভোগ করিতে হইবে। ভগবানের খাতায় পুণ্য কাজের জন্য স্বর্গভোগ এবং মন্দ কাজের জন্য নরক-ভোগের ব্যবস্থা থাকে। আপনারা তো একাউণ্টে কাজ করেন, ডেবিট ক্রেডিট বোঝেন ভাল, সুতরাং মনে করিতেও পারেন, বুঝি বাদ উসুল দিয়া একটা এমন কিছু দাঁড়াইবে, যাহাতে মারিয়া দিবেন, তাহা নহে। আবার দেখুন শাস্ত্র বলিতেছেন—আপনি যদি খুব সাহসী, কর্তব্যনিষ্ঠ হন, অথচ যদি আপনার বিষ্ণুভক্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনার ঐ বল আদৌ মঙ্গলময় হয় না।

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়
নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥

ইত্যাদি শ্লোকে যে ধর্মের কথা আছে, ইহা সাধারণ লোকের ধর্ম অর্থাৎ যাঁহারা ভাল মন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এইরূপ লোকের ধর্মের লক্ষণ নির্দেশার্থে এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু মানব-জীবন

সম্পূর্ণ মঙ্গলময় করিবার নিমিত্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিতেছেন—

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
নতু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥

এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমার কেমন একটা যেন খটকা লাগিয়া গেল। আমি বলিলাম, স্বর্গে যাইব অথচ ভগবানকে পাইব না এমন কি বলিতেছ?

স্বামীজী বলিলেন, আজ অনেক কথা শুনিয়াছেন, আজ আর নহে, আমরা এখানে ৪।৫ দিন আছি, যখন যেখানে পাঠ-কীর্ত্তন হয়, শুনিবেন এবং অবসর পাইলে আসিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

এইরূপে ৪।৫ ঘণ্টা কাল সেই মৃত্তিকস্তূপের উপর কাটাইয়া স্বামিজীকে ঠাকুরবাটী রাখিয়া সেদিনকার মত বাটী ফিরিলাম।

যখন বাটী ফিরিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। খাবার প্রস্তুত ছিল, খাইয়া শুইলাম, কিন্তু ঘুম আর হয় না, মনটা কেমন যেন সোয়াস্তি পাইতেছিল না। মনে হইতে লাগিল, একি হইল আমি যে ভাবিতাম, যুবককে একবার হাতে পাইলে তাহার সন্ন্যাসী গিরি শেষ করিয়া দিব, কিন্তু এখন যে উল্টা দেখিতেছি, আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধিকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিল। আমি দেখিলাম, উহার ভিত্তি আমা অপেক্ষা খুব শক্ত, উহাকে ফিরান আমার শক্তির অতীত। আর আমাকে বলিল, আপনি যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহার ফল স্বর্গ-ভোগ, ভগবৎপ্রাপ্তি নয় এবং উহার দ্বারা আপনি কেবল স্বর্গ ও নরক ভোগ করিতে থাকিবেন, এইরূপ উলট পালট করিয়া আপনি চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবেন এবং উহা হইতে নিস্তার কখনও পাইবেন না,, একথাগুলি কি ঠিক? যদি একথাগুলি ঠিক হয়, তা' হ'লে উপায়? কর্ম্ম করিব না তো কি করিব? আর কর্ম্ম করিতে হ'লে তো হয় পাপ না হয় পুণ্য একটা হইবেই হইবে। যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তা' হ'লেও মনতো আমার চুপ করিয়া থাকিবে না? সে তো একটা না একটা কিছু করিবেই করিবে। ইহার উপায় যুবক কি কিছু শিখিয়াছে? দেখি, রাত্র কটা বাজিয়াছে। উঃ একি ব্যাপার! রাত্রি ৩টা, আর তো আর ঘুম হল না। উঠি, আর শুইব না। অতঃপর প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া একটু ঘোর ঘোর থাকিতেই ঠাকুরবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। যাইয়া দেখি, স্বামীজী ব্রহ্মচারিগণ বহু পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়াছেন, সকলে শ্রীমালিকায় তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। আমি যাইবা মাত্র স্বামীজী মহা আনন্দিত হয়ে বলিলেন, এই যে এত ভোরে? আপনার কি রাত্রে ঘুম হয় নি? আমি বলিলাম, এক বিন্দুও নহে। তুমি আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছ যে, ভগবৎ প্রাপ্তি তো আমার হইবেই না, বরং এই কর্ম্মচক্র হইতে আমি কখনও পরিত্রাণ পাইব না। তাই আমার বড় ভাবনা হয়েছে। তুমি কি এর কিছু জান? উনি খুব দৈন্য সহকারে বলিলেন, আমি কি জানি, তবে গুরু-মহারাজের কাছে যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনাকে বলিতে পারি। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি ভগবান কি বস্তু, আপনি কি বস্তু, তারা কে, কৃষ্ণ কে, ও কর্ম্ম কি—এইগুলি একটু ধৈর্য্য-সহকারে আলোচনা করেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনার সন্দেহ-সংশয় বিদূরিত হইয়া মনে শান্তি পাইবেন। তৎপরে ঐ-সমস্ত কথা স্বামীজীর সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, সোঽহং বলিতে আমি এতদিন যাহা বুঝিতাম, ইহাঁরা তাহা নহেন। আর যিনি ইহাঁদের এরূপ করিয়াছেন, সেই বস্তুই না জানি কিরূপ। সেই দিন হইতে ইহাঁদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, বহুদলে মিশিয়াছি ও বহু দেখিয়াছি, কিন্তু এমন পবিত্র সঙ্ঘ কখনও দেখি নাই, ইহাতে মোহিত হইয়া ইহাঁদের আশ্রয় লইয়াছি।

সজ্জন পাঠকগণ! আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে আমি উপসংহার সংক্ষেপে সারিলাম। তবে আপনাদের নিকট এ অধমের সানুনয় নিবেদন, যদি কেহ বৈষ্ণব বলিতে মৎ সদৃশ বিরুদ্ধভাবাপন্ন থাকেন ও নিজ কর্ম্মকেই বহুমানন করেন, তিনি যেন একবার অনুগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব কে ও কর্ম্ম কাকে বলে এবং তাহার সীমা কতদূর, শ্রীচৈতন্যমঠে বা তাঁহার প্রধান শাখা-মঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বা তাঁহার অন্যান্য শাখামঠে আসিয়া বিচার করিয়া লন, তাহ'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাদৃশ বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরও মঙ্গলের সম্ভাবনা হইতে পারে।

প্রেরিত পত্র

সিমলা-সংবাদ

সিমলা ২০।৬।২৯

সজ্জনসেবক শ্রীযুক্ত এম, ব্যানার্জ্জী মহোদয় সিমলা হইতে জানাইতেছেন,—

সম্পাদক মহোদয়, বিশেষ আনন্দসহকারে আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনাদের শ্রীচৈতন্যমঠের দুইটী সেবক শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ ও শ্রীপাদ কুঞ্জেশ্বর ব্রহ্মচারী মহাশয়দ্বয় গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া এই সিমলা পাহাড়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিয়া এবং বহু জীবকে শ্রীমহাপ্রভুর সেবা-সুযোগ দিয়া দুই এক দিন হইল সম্ভবতঃ প্রচারোদ্দেশ্যে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন অনেক লোকের নিকট আপনাদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা যায়; কিন্তু এরূপ উদ্যম কোন সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনারা যেরূপ শ্রীমহাপ্রভুর কথা লইয়া সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিয়া সজীবতার পরিচয় দিতেছেন, সেরূপ ত আর কোথায়ও নাই। সকলে শ্রীচৈতন্যদেবের নাম লয়ে শ্রীচৈতন্য মতের দাসের মত [illegible] পড়িয়া রহিয়াছে। আপনাদের মধ্যে এই মহা জাগরণের ভাব দেখিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

পুরী ২২।৬।২৯

অদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সমাপ্ত হইল। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহাসংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর অগ্রণীরূপে মহাসাত্ত্বিকভাবরাজির সহিত নীলাদ্রির কূলে কূলে নর্ত্তনকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে মান্দবটক দর্শনে প্রভুপাদ অপূর্ব্ব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন এবং যোড়হস্তে চরণবন্দনা করিতে থাকেন। ক্রমে গরুড়স্তম্ভের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে তদনুগ ভক্তগণ তদনুসরণে শ্রীশ্রীস্নানমঞ্চোপরি অবস্থিত শ্রীজগন্নাথ বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শনকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে স্নানবেদিকায় সুখে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে বেড়াকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দন্তকাষ্ঠ, চামরসেবা প্রভৃতির পর অষ্টোত্তরশত পূর্ণকুম্ভ সর্ব্বতীর্থের জল দ্বারা স্নানোৎসব সম্পন্ন হইল। শ্রীল প্রভুপাদ স্নানজল মস্তকে ধারণ করিলেন, ভক্তগণও প্রভুপাদের অনুসরণ করিলেন। এইরূপে স্নানযাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীমঠে প্রভুপাদ সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীশ্রীস্নানযাত্রা মহোৎসবের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের গত ২রা আষাঢ় রবিবার সাপ্তাহিক অধিবেশন দিবসে শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভু "জীবের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ এবং কি উপায়ে ভগবান পাওয়া যায়" এই সম্বন্ধে অতি সুললিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়-গ্রাহিণী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ব্রহ্মচারী প্রভুর বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের শ্রীমৎ আত্মানন্দ স্বামীজী মহারাজ এবং উক্ত আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার রায় চৌধুরী ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক মহাশয় প্রভৃতি বহু ভদ্রমহোদয়গণ উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট প্রচারকগণ শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়া কলিহত জীবগণের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীমোহিনী মোহন রায় চৌধুরী
বালিয়াটী, জেলা ঢাকা।

শ্রেয়োনির্ণয়

(১)

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয়।
মিছে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের উপাধিময়॥
যোগ যাগ তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান,
নানাকাণ্ড রূপে জীবের বন্ধন-কারণ হয়।
সেবকের বাক্য ধর, নানাকাণ্ড ত্যাগ কর,
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয়॥

(২)

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব-মীন
নাহি জান বদ্ধ হবে রবে তুমি চিরদিন॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে,
বন্দী হয়ে মায়া-পাশে,
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন।
এখন ভকতিবলে,
কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু জলে,
ক্রীড়া করি অনায়াসে থাক তুমি নিত্যদিন॥

(৩)

পীরিতি সচ্চিদানন্দে রূপবতী নারী,
দয়াধর্ম্ম আদি গুণ অলঙ্কার সব তাহারি॥
জ্ঞান তার পট্টশাটী, যোগ গন্ধ পারিপাটী,
এসবে শোভিতা সতী করে কৃষ্ণ মনচুরি।
রূপ বিনা অলঙ্কারে, কিবা শোভা কহ তারে,
পীরিতি-বিহীন গুণে কৃষ্ণে না তুষিতে পারি
নারীর অলঙ্কার শোভা নাহি হয় তার।
কৃষ্ণপ্রেম বিনা তথা গুণে না আদর করি॥

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নবপ্রকাশিত 'শাস্ত্রীয়' বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ স্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সর্বতোভাসন, ২। শ্রীভক্তাসন,
৩। ন্যায়-বিবেকভাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]শাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
অধ্যক্ষ—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চাল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮,।

৪০ [illegible] সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রী[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক /০

সন্বৎসরের গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
৩।	স্বপ্ন-বিলাস[illegible]	৵০
৪।	বৈষ্ণব[illegible]-সমাহৃতি (প্রথম [illegible]খণ্ড)	৩,
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, [illegible] ও নবদ্বীপ-শতক—একত্রে	
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	[illegible] শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮,
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩৷০
১২।	[illegible]	২,
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], চক্রবর্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২,
১৪।	[illegible]	॥০
১৫।	শ্রীগৌরহরি[illegible]	৷
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা [illegible])	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance—*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*—6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই আষাঢ় সোমবার—১৩৩৬

পিছলদা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসান্তে নীলাচলে বর্ষ পঞ্চক যাপনের পর শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের উৎকট অভিলাষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক সার্ব্বভৌমাদি পার্ষদগণকে অনেক সান্ত্বনা দ্বারা নিরস্ত করিয়া বিজয়াদশমীতে গৌড়ের পথে যাত্রা করেন। তৎকালে উৎকল দেশ হইতে বৃন্দাবনে যাইবার সুগম পথ ছিল না, অথচ অধিকাংশ দেশ হিংস্র জন্তু ও দস্যু-তস্করে পরিব্যাপ্ত ছিল। আবার গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে গমন করিতে গঙ্গাতীর দিয়া শতমুখীতে গঙ্গাপার হইয়া মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া রেমুণার পথে ক্রমে কটক ও পুরীতে পৌঁছিতে হইত। তৎকালে উৎকল দেশের সীমা মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশের অধিকাংশ স্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও কথিত আছে, আদৌ মহাপ্রভু নীলাচল গমনার্থ গঙ্গাতীরে ছত্রভোগে শতমুখ-পতিত গঙ্গা পার হইয়া নৌকাযোগে উৎকলদেশে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে উত্তরণ করিলেন। মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত বর্ত্তমান নন্দীগ্রাম নামক থানার অস্তিত্ব প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল না এবং উহার পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির কিয়দ্দূরেই উড়িষ্যা দেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইত। মহাপ্রভুর সময়ের গঙ্গাপ্রবাহ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর, মথুরাপুর প্রভৃতি ডায়মণ্ডহারবার নামক স্থানের প্রায় ১৫।১৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমভাগ দিয়া প্রবাহিত হইবার পর শতমুখী নামে দামোদর নদের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। তথা হইতে পশ্চিম পারে তমলুকের ১৭।১৮ মাইল দক্ষিণে আসিয়া ক্রমে তাৎকালীন উড়িষ্যার সীমায় পদার্পণ করা সম্ভব ছিল।

মহাপ্রভু জননী ও জাহ্নবী দর্শনান্তে মথুরা গমনের অভিপ্রায় করিয়া বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রেমুণা হইতে রামানন্দকে বিদায় দানানন্তর ওড্রদেশের সীমায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরবর্ত্তী স্থানগুলি দুর্দ্দান্ত যবনের করতলগত ছিল। সেই যবনরাজের অধিকার পিছলদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই যবনের এক বিশ্বাস উড়িয়া মহাপাত্রের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া উড়িষ্যার তাৎকালিক সীমায় অবস্থিত মহাপ্রভুর দর্শনের সান্নিধ্যে রাজাকে আনয়ন করিল। প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত সেই যবনরাজ মনোহর গৃহসমন্বিত এক নৌকাতে সগণ মহাপ্রভুকে স্থাপনপূর্ব্বক দশ নৌকায় অসংখ্য সৈন্যপূর্ণ করিয়া জলদস্যু প্রভৃতি দ্বারা সঙ্কুল মন্ত্রেশ্বর নামক নদ উত্তীর্ণ করাইল। অতঃপর তাহার অধিকারের সীমান্ত পিছলদা পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায়প্রাপ্ত হইল। অনন্তর মহাপ্রভু পার্ষদগণের সহিত গঙ্গাতীরে গমনার্থ সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলনক্ষেত্র শতমুখী নামক স্থানে আসিয়া নৌকাযোগে পানিহাটীস্থ রাঘবভবনে উপস্থিত হইলেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার পশ্চিম সীমায় একটী পিছলদা গ্রাম পাইয়াছি। কলিকাতা হইতে বি, এন রেলযোগে ৪৪ মাইল পাঁশকুড়া ষ্টেশন, পরে মোটরযোগে ১৮ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে তমলুক, তাহার দক্ষিণে মোটরে ১৫ মাইল নরঘাট যাইতে হয়। শেষোক্ত স্থান হইতে পদব্রজে ৩।৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ঐ গ্রাম অবস্থিত। অথবা কলিকাতা আর্ম্মানীঘাট হইতে সি, এস, এন কোং ষ্টিমারযোগে তমলুক এবং তথা হইতে উক্ত স্থানে পৌঁছানও সহজ উপায়। এই গ্রামটি বর্ত্তমানে প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল বিস্তৃত। ৮০।৯০টি বাটীর মধ্যে প্রায় ৬০ ঘর বৈষ্ণব, অবশিষ্ট কংসবণিক ও মাহিষ্য। ঐ স্থানের অধিবাসী প্রাচীন লোকের নিকট হইতে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দ্বারা ঐ গ্রাম পবিত্র হইয়াছিল, এইরূপ কিংবদন্তী পুরুষপরম্পরাক্রমে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে বলিয়া শুনা গেল। ৯৫ বৎসরের এক বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী বলিলেন যে, তাঁহার জ্ঞানের সময় তিনি তাঁহার পিতৃমুখ হইতে শুনিয়াছিলেন—প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবলরাম দাস নামক কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর পাদপূত স্থান অনুসন্ধিৎসু হইয়া ডায়মণ্ডহারবার (খাজুরির) পথে উক্ত স্থানে আসিয়া নানা প্রমাণবলে এবং তাঁহার অতীন্দ্রিয় অনুভূতিক্রমে উক্ত গ্রামের সন্ধানপূর্ব্বক তথায় কিয়দ্দিন বাস করেন। পরে সেই স্থানে তিনি স্থায়িভাবে গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বৈষ্ণবগৃহস্থরূপে ভজনপরায়ণ ছিলেন। অদ্যাপি তদীয় সপ্তমাধস্তন এক বালক উক্ত গ্রামে বাস করিতেছে। তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীগোলোকবিহারী দাস বক্তার সমান বয়স্ক ছিলেন। উক্ত গ্রামের শ্রীচিন্তামণি অধিকারীর গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি ও পাদুকাদ্বয় অদ্যাপি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ঐ ব্যক্তি নিরক্ষর এবং অধুনা পিছলদার পার্শ্বে কাশিমপুর নামক গ্রামের সীমান্তে বাস করিয়া অতি দৈন্যাবস্থায় সেবা প্রকট রাখিয়াছেন, কেবল ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু কোন্ মহাজন কতদিন পূর্ব্বে ঐ শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্ধান দিতে পারিল না, তাহাদের বংশপরম্পরায় উহা চলিয়া আসিতেছে বলেন। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ঐ স্থানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চিত হইতেন। কিন্তু সেবকগণের দুরবস্থাক্রমে সেবাসৌকর্য্যার্থে প্রায় ৫০ বিঘা দেবোত্তরসহ ঐ বিগ্রহ ৩।৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী আমবাসী তাঁহাদের পুরোহিতকে দান করা হইয়াছে। পিছলদার পার্শ্ববর্ত্তী রাইচক ও কাশিমপুর প্রভৃতি গ্রামে অদ্যাপি শতাধিক বৈষ্ণব গৃহস্থ বাস করিতেছেন। উঁহাদের অধিকাংশ লোকেই পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তী জানেন ও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন।

হাওড়া জেলার দক্ষিণাংশে রূপনারায়ণের তীরে অপর একটি পিছলদা নামক ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া যায়। উহা বি, এন, আর কোং ষ্টীমার ষ্টেশন গেঁয়োখালি হইতে এক মাইল দূরে বর্ত্তমান। ৫০।৬০টি গৃহস্থ মাত্র ঐ স্থানের অধিবাসী। [illegible] প্রাচীন লোকের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় যে, হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার দক্ষিণে প্রায় [illegible] ৫০ বৎসরের নূতন চর। তৎকালের প্রাচীন লোকগণের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় যে, উঁহারা অতি পূর্ব্ব পুরুষ হইতে ঐ স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ দশমাংশ সম্প্রদায়ের আসিবার সময় ঐ অংশের অস্তিত্ব কোন লেখকে পাওয়া যায় নাই। ঐ স্থানে কোন কিংবদন্তী বা শ্রীবিগ্রহাদির নিদর্শনের সাক্ষ্য প্রাপ্তি হওয়া যায় না। বিশেষতঃ ঐ স্থানে যাইতে হইলে মহাপ্রভুকে গঙ্গার মোহানা হইতে নিরর্থক ২০।২৫ মাইল উত্তরে গিয়া পুনরায় গঙ্গাপ্রবাহ ধরিতে হয়। রূপনারায়ণ ও দামোদরের সঙ্গমস্থান ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান স্থান অপেক্ষা অনেক ক্রোশ উত্তরে ছিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভাগীরথীর সহিত দামোদরের সংযোগ বিধান করিলে হাওড়া জেলার ঐ স্থানগুলি রূপনারায়ণের চররূপে উত্থিত হয়। রূপনারায়ণের পূর্ব্বপারে গমন করিয়া ঐ পিছলদা পৌঁছিবার কোন উল্লেখ কোথায়ও পাই না। বিশেষতঃ বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, উড়িষ্যাসীমান্তেই পিছলদার স্থান হওয়া সম্ভব। কোন মন্ত্রেশ্বর নামক জলদস্যুপূর্ণ কোন নদ-নদী এবং তৎপরবর্ত্তী দেশগুলি যবনের অধীন থাকিবে।

এই সমুদয় ঘটনা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে যে, শেষোক্ত পিছলদা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত স্থানেরই মহাপ্রভুর পাদপূত হইবার যৌক্তিকতার সম্ভাবনা অধিক। অনেক অনুসন্ধানেও ঐ প্রদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানে পিছলদা নামে তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। আশা করি, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পৃষ্ঠপোষক শ্রীগৌরপাদাঙ্ক পূর্ব্বোক্ত স্থানের প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুসন্ধিৎসু ভাগ্যবান নরগণের উৎকণ্ঠিত প্রাণের কথঞ্চিৎ শান্তি বিধান করাইয়া

আমি সাধুসঙ্গ করি না কেন?

(অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ)

ইহার উত্তর অতি সহজ—সময় হয় নাই। সুকৃতিমান ব্যক্তির সাধুসঙ্গ লাভ হয়। আমার সুকৃতির উদয় না হইলে কিরূপে সাধুসঙ্গ সম্ভব? [illegible] সহিত দূরে থাকিয়া [illegible] নিজের বিবেকের মধ্যে [illegible] জীবন যাপনে [illegible] সাধুসঙ্গ লাভ হইবে। [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] করিতে ইচ্ছা করিয়া অকারণে সাধুগণ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া [illegible] আমাদিগকে অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করেন। যখন তাঁহারা আগমন হইতেছে না, তখন বাস্তবিক

লাভ কি? শুনিয়াছি ভগবানের কৃপা না হইলে সাধুকৃপা হয় না। ভগবানের ইচ্ছা হইলে সাধুসঙ্গ লাভ হইবেই। তাঁহার কৃপার অপেক্ষা করিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই আমার সাধুসঙ্গলাভের একমাত্র এবং প্রকৃষ্ট উপায়। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কোন তথাকথিত সাধুর নিকট গমন করিব না। অনেক লোক সাধুর অন্বেষণে বাহির হইয়া ভণ্ড গুরুদিগের হস্তে পড়িয়া অনন্ত দুঃখগ্রস্ত হইয়াছেন। সাধু কে চিনিতে পারে? সাধু যাঁহাকে কৃপা করেন, কেবল তিনিই সাধুকে চিনিতে পারেন। ভগবানের কৃপায় সাধুর কৃপা হয়। তাহা না হইলে কেহই সাধুর কৃপা হইতে লাভবান হয় না।

গৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ আমাকে সাধুসঙ্গ অর্থাৎ তাঁহাদের সঙ্গ করিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন। অবশ্য তাঁহাদের কোন দোষ নাই। যাহার যেরূপ বিশ্বাস তিনি সেইরূপ কার্য্য না করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের অবহেলা হয়। তাঁহারা বিচার করিয়াছেন যে, আমাদের নিকট আমরা তাঁহাদের শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার অনুগত সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণের সহিত তাঁহাদের মঠে সঙ্গ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং এরূপ পীড়াপীড়ির জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেই না বরং প্রশংসাই করিয়া থাকি। তাঁহারা দয়া করিয়া ত্রিতাপ-পীড়িত বদ্ধজীবের দ্বারে দ্বারে তাঁহাদের শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সকলকে সাধুসঙ্গ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন ইহাতে জীবের প্রতি তাঁহাদের এবং তাঁহাদের নিজেদের সাধুচিত অহৈতুকী কৃপারই প্রমাণিত হইতেছে।

কিন্তু আমি তাঁহাদের এই আকুল আহ্বান সত্ত্বেও তাঁহাদের মঠেও [illegible] যাই না, আমার কৈফিয়ৎ এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেওয়া হইয়াছে। ভগবান্ এবং সাধুদিগের কৃপা অহৈতুকী। এজন্য আমার পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন নাই। বরং এই পৃথক্ চেষ্টায় থাকিলেই অহঙ্কার-প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গের ফল হইতে অবশ্য এই [illegible] সাধন ক্রমে উন্নত হয়। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গ ও তাঁহাদের কৃপা একই কথা এবং ভগবানের অহৈতুকী এবং সময় হইলেই প্রত্যেক জীবের নিকট আপনিই উপস্থিত হইয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্রাদির উপদেশ। প্রত্যেকে নিষ্কপট হইয়া স্বীয় অধিকারোচিত কর্ত্তব্য বিবেকের সাহায্যে যথাযথ সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিলেই আমাদের সাধুকৃপা লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সাধু সাধু করিয়া ছুটিয়া না বেড়াইয়া জগতের সাধারণ কর্ত্তব্যগুলি ভালরূপ সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিলে সাধুসঙ্গ লাভের অধিকতর সম্ভাবনা। আমি গৃহে থাকিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। ইহাই আমার বর্ত্তমান সাধুসঙ্গ। অন্য প্রকার সাধুসঙ্গের সময় এখনও আমার উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আমি গৌড়ীয়মঠে যাই না, যদিও গৌড়ীয়মঠের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

আমার জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহিত প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া কথোপকথনের পর তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনি কেন গৌড়ীয়মঠে যান না, তাহা বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তরে আমার যাহা বক্তব্য ছিল তাঁহাকে হঠাৎ কার্য্যান্তরে তখনই অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল বলিয়া সেদিন নিবেদন করিবার সময় পাই নাই। আশা করি আমার বক্তব্য নদীয়া-প্রকাশের স্তম্ভে প্রকাশিত হইলে তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হইতে পারিবে।

আমি অবশ্য গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাদের পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত বোধ করি। এজন্যই আমার বন্ধুকে গৌড়ীয়মঠে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার বন্ধু যাহা বলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সম্পূর্ণ সত্য ও আংশিক সত্যের মধ্যে ব্যবধান নিতান্ত অল্প না হইতেও পারে। যাহা সম্পূর্ণ সত্যের বিরোধী, তাহা সম্পূর্ণ অসত্য। সত্য সম্বন্ধে ওরূপ গোঁজামিল ব্যাপার চলে না। মাছের দর করা আর সত্যের বিচার করা সমপর্য্যায় নহে। আমারও কথা রহিল আপনারও কথা রহিল এরূপ সন্তোষ সত্যানুসন্ধিৎসুগণের প্রাপ্য বস্তু নহে। যাহা পূর্ণ-সত্যের অনুকূল একমাত্র তাহাই সত্য। যাহা পূর্ণ সত্যের প্রতিকূল একমাত্র তাহাই মিথ্যা।—ইহাই নিরপেক্ষ বিচার। মনে করা যাউক যে, গৌড়ীয়মঠ বাস্তবিকই সাধুদিগের বসতিস্থল এবং সেখানে গেলে সাধুসঙ্গ সম্ভব। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সেখানে যাওয়াই কর্ত্তব্য কারণ উহাকে সাধুসঙ্গ আখ্যায় ভূষিত না করিয়া আমার বন্ধুর ভাষায় [illegible], বলাই সমীচীন, কারণ তাহা হইলে আর তাঁহার কোন আপত্তির কারণ হইবে না।

সাধুকে কে চিনিতে পারে? ইহা সত্য যে, বদ্ধ অবস্থায় সাধুকে সাধু বলিয়া চেনা যায় না। কিন্তু সকল অবস্থাতেই সাধুকে ভাল লোক বলিয়া চেনা যায়। এই পরিচয়ে যদি সাধুসঙ্গের সুযোগ হয়, তাহা হইলে ক্ষতি কি? যেহেতু অমুক ভাল লোকটিকে কেহ কেহ সাধুও বলেন, কেবল সেইজন্য কি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্তও স্থগিত করিতে হইবে? ইহাই কি বিবেক-সঙ্গত কর্ত্তব্য? একদিকে বলি যে, আমি সাধু চিনি না, আবার সাধু দর্শন করিতেও আমার আপত্তি। ইহা কি পরস্পর বিরোধী বিচার নহে? যদি সাধু না চিনি, তাহা হইলে তো কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার আপত্তি হইবার কথা নয়। আমি যাহাকে ভাল লোক বলিয়া মনে করি, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিতে আপত্তির কারণ কি হইতে পারে? লোকে তাঁহাকে সাধুই বলুক, কিম্বা ভাল লোকই বলুক তাহাতে কি আসে যায়? যদি তিনি সাধুই হন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ করিলে ক্ষতি হইবার তো কোন সম্ভাবনা নাই?

কিন্তু আমার একটা ভাল যুক্তি আছে। দূরে বসিয়া কে সাধু, কে অসাধু বিচার না করিয়া আমার বিশ্বস্ত বন্ধুর বিশেষ অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য ও চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন স্বীকার করিলে কি বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়? পরের মুখে শুনিয়া কিংবা বাড়ী বসিয়া গৌড়ীয় পত্রিকা পাঠ করিয়া গৌড়ীয়মঠের সাধুদিগের ব্যক্তিত্ব কি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়? তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করা ও তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হওয়া কি একই ব্যাপার? ব্যক্তিত্ব বলিয়া, একটি বস্তু আছে, যাহা ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে। অবশ্য আমাদের পঞ্চ ঔপাধিক ব্যক্তিত্ব এবং পারমার্থিক ব্যক্তিত্ব এক জিনিষ নহে। কিন্তু বর্ত্তমান বদ্ধ-অবস্থায় যখন পঞ্চভূত ভিন্ন আমাদের সত্তান্তর নাই, তখন পঞ্চ বিচার পরিত্যাগ করিলে কর্ত্তব্যহানির সম্ভাবনা, ইহা আমার বন্ধু স্বীকার করেন।

গৌড়ীয় মঠের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধার অভাব, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা নিজে নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদের পত্রিকা পাঠ কিংবা স্বয়ং তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের বিষয় অবগত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের স্বপক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কিম্বা অপরের নিকট হইতে অবগত হইয়া কোনরূপ মত পোষণ না করেন। সকল সম্প্রদায় সম্বন্ধেই এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা সঙ্গত। তবে গৌড়ীয়মঠ খাঁটি সত্যকথা বলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার বহু ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের বিদ্বেষভাজন হইয়াছেন। তজ্জন্য অনেকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকেন, ইহা আমার জানা আছে।

আমার দুর্দ্দৈব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন এবং সদ্গুরুকৃপা লাভ করিবার অভিনয় করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি যে আমার শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শন অদ্যাপি ঘটে নাই। কারণ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ—বৈকুণ্ঠ বস্তু, যেখানে গেলে আর কুণ্ঠাধর্ম্ম থাকে না। যদি আমি শ্রীগৌড়ীয় মঠে থাকিতে পারিতাম, তবে আমার কুণ্ঠাধর্ম্ম যায় না কেন?

আমি সকলেরই নিকট বলিয়া থাকি যে, আমি অবহেলার সহিত বিষয়ের মমতা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—যাহা বর্ত্তমান যুগে অতীব দুষ্কর। যৌবন কালে প্রাণভরা আশা ও ভোগপিপাসা লইয়া যে একপদাঘাতে স্ত্রীর মোহ অথবা বিষয়ের মমতাকে তুচ্ছ, পদদলিত করিতে পারে। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়,—

মন, তোমার এ মিথ্যে অভিনয়।
মিছে ভাবভঙ্গী ভুয়ো ভক্ত পরিচয়॥
তোমার ঘরের কোণে ঝুলকালি ওই
জমাটবাঁধা অন্ধকার,
বিষয় চিন্তা চামচটী সেঁধেছে তোর
গুপ্তাগার।
আত্মভোগেই লিপচাটা সে আঁধারে কি
ভয়ঙ্কর,
করে নষ্ট সকল তোমার কুনিশ্বাসে
বিষময়॥

আমি বাহ্যতঃ ত্যাগের অভিনয় দেখাইলেও মানসিক বিষয় ভোগের হাত হইতে ত' অব্যাহতি পাইতেছি না, অথবা সেরূপ চেষ্টাও করিতেছি না, যাহাতে এই মায়া পিশাচীর হাত হইতে অব্যাহতি পাই। আমার চক্ষু সর্ব্বদা সুরূপ বস্তুর দিকে ধাবিত হইতেছে, সুরূপা কামিনীর পশ্চাতে পরিভ্রমণ করিতেছে, জিহ্বা উত্তম উত্তম চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় দ্রব্য আস্বাদনের চেষ্টায় ফিরিতেছে, শ্রবণেন্দ্রিয় বামাকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত শুনিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, মনে হয় যে মাত্র দুইটী কাণ দ্বারা শুনিয়া তৃপ্ত হইতেছে না, অযুত কর্ণ পাইলে প্রাণ ভরিয়া শুনিয়া লইতাম। এইরূপে ইন্দ্রিয়দস্যুগণের আক্রমণ হইতে কোনরূপে এড়াইতে পারিতেছি না। পারিব কিরূপে? যে ইন্দ্রিয়গণের প্রধান, সেই মনকে সংযত করিতে না পারিলে দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ কিরূপে নিরস্ত হইবে? কাজেই—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা
স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স
উচ্যতে॥

এই গীতোক্ত বাণীর মতে আমার যাবতীয় আচার 'মিথ্যাচার' হইয়া যাইতেছে।

বিষয়ের এমনি মোহ, এতদূর প্রভাব আমার উপরে বিস্তৃত হইয়াছে যে, সর্ব্বক্ষণ বিষয়ের চিন্তাতেই বিভোর। আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে কেবল বিষয়ের চিন্তা। এমন কি, সুষুপ্তিকালেও 'বিষয় বিষয়' রব আমার অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় যে বিষয়ের দর্শনেই তাহার মানসিক আলোচনা হইতে থাকে, কাজে কাজেই ঐ চিন্তার হাত হইতে ছুটী পাওয়া যায় না, কিন্তু যদি একেবারে এ সকল ত্যাগ করিয়া—জন-কোলাহল হইতে সুদূর পর্ব্বতের কোন নিভৃত কন্দরে উপনীত হই, তবে বোধ হয়, ঐ বিষয়ের চিন্তা এড়াইতে পারা যায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের বজ্রনির্ঘোষ বাক্য আসিয়া কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে থাকে,—

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ
যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।

পলাবে কোথায় মূঢ়! তুমি যে প্রমত্ত, যেখানে যাবে, তোমার ছয় পত্নী তোমার সঙ্গেই থাকিবে।

জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্ বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্॥

[অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের বনে গমন করিয়াও ভয় বা সংসার হইতে পারে! যেহেতু, সে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক— এই ছয়রিপুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই বাস করে। যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, যিনি পরমাত্মায় রতি বিশিষ্ট, তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির গৃহস্থাশ্রম কি অপকার সাধন করিতে পারে ?

তাই বলি মন,
তোমার যাবার সময় হয়েছেল
বেজেছে শেষ বেল।
ট্রেণ ছাড়তে দেরী নাই পড়েছে
সিগ্‌নেল
এখনো তুমি আনমনে করছ সময় ক্ষয়
প্রেমে মজে পিশাচীটার রয়েছ তন্ময়
(মন তোমার ও মিথ্যে আশুনয়)

আমার ঠাকুর-দাদা।

(শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার সরকার, কটক)।

গত ভাদ্র মাসে যখন আমি কটক হইতে দেশে যাওয়ার পথে গৌড়ীয় মঠ হইতে দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া বাটীতে পৌঁছিলাম, তখন গ্রামশুদ্ধ লোক একেবারে অবাক, এবং গ্রামের মধ্যে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল "বসন্ত বোষ্টম হয়েছে।" লোকে অন্য কথা বার্ত্তা বন্ধ করিয়া পথে, ঘাটে মাঠে, দোকানে আমারই কথা কহিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল বল দেখ তে ব্যাপারটী কি ? যে বসন্ত, টিকি কাটা, মালাছেঁড়া দলের সর্দ্দার, বোষ্টম নাম শুন্‌লে সহ্য করিতে পারে না, বাটীতে কেহ ভিক্ষা করিতে আসলে তাহার ঝোলা কাড়িয়া লইয়া কাঠ চিরাইয়া লইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, বাটীতে পূজার দালানে প্রত্যহ কীর্ত্তন হয় কখন যোগ দেয় না, বরং যাহারা কীর্ত্তনাদি করে, তাহাদের অতিশয় ঘৃণা করে, মাছ, মাংস ডিম, পেঁয়াজ যাহার নিত্য মহাপ্রিয় খাদ্য এবং যদি কেহ এসমস্ত না খায় তা হলে তাহাকে জোর জবরদস্তি করে খাওয়ায়, সে কিরূপে এ সমস্ত খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে মাথায় টিকি রেখে গলায় মালা পরে এসে হাজির হল ?

লোকে কেন, আমি নিজেই অবাক হইয়া গিয়াছি এবং সদা ভাবি সেই বিশ্বপাতা বিধাতার কোন্ মহাশক্তি-বলে আমা হেন দুর্দ্দান্ত আজ এমনটী হইয়াছে। এটী আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য পাঠক মহোদয়গণ কি ভাবিতেছেন বলিতে পারি না। তবে আশা করি, আপনারা যদি আমার কাহিনী শুনেন, তা হলে আপনারাও আমার সহিত এক মত হইবেন। এ প্রবন্ধে আমার আত্মকাহিনী অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, আমার এরূপ সাধু, বৈষ্ণব বিদ্বেষ অসাধু ও অবৈষ্ণবগণ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছিল। গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে এইরূপ কথায় কাজে ঠিক লোক যদিও বহু দেশ ঘুরিয়াছি, আমার জীবনে কোথাও পাই নাই।

কিরূপে গৌড়ীয় মঠের আশ্রয় লইলাম, আমার বৈষ্ণবদর্শন শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা প্রকাশ করিয়াছি।

এইরূপে যখন গ্রামে ছুটী ভোগ করিতেছি, একদিন গ্রাম সম্পর্কীয় আমার এক ঠাকুর দাদার সহিত দেখা করিতে যাইলাম। তিনি বহুদিন পরে আমাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন তোমার কথা আমি শুনিয়াছি। তা বেশ বেশ, তবে কি জান বসন্ত ঐ অবস্থাটী আরও দশ বৎসর পরে হইলে ভাল হইত। আমি তাঁহার কথায় প্রতি-উত্তর না করিয়া তাঁহার দৈহিক কুশল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আর কেন ভাই, এখন মরলেই বাঁচি আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না! সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ, আপনারা এটী আমাদেরই দোষই বলুন, আর গুণই বলুন, আমরা গৌড়ীয় মঠের লোক, আমাদের পরমারাধ্য প্রভুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পায় আমরা কোন অশাস্ত্রীয় বা অসিদ্ধান্ত বাণী শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। এখানে বলিয়া রাখি আমার এই ঠাকুর দাদাটি আজ প্রায় ২০।২৫ বৎসর হইল পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া একরূপ উত্থান-শক্তি রহিত অবস্থায় পড়িয়া আছেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, (হয়ত কেন নিশ্চয়ই অন্য সময় হইলে তাঁহার মত প্রবীণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করিয়া থাকিতাম) দেখুন ঠাকুর দাদা, আপনাকে আজ আমি দুটি কথা বলিব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বাচালতা মাপ করিবেন। তিনি মহা আনন্দের সহিত অনুমতি দিলেন।

আমি বলিলাম, আপনি আমাকে আজ দুটি কথা বলিয়াছেন (ক) আমার এই অবস্থা অর্থাৎ দীক্ষাদি গ্রহণ আর দশ বৎসর পরে হইলে ভাল হইত, (খ) আপনার মৃত্যু হইলেই আপনি বাঁচিবেন।

(ক) আমার দীক্ষাদি গ্রহণ দশ বৎসর পরে হইলে ভাল হইত কি না—ইহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, মৃত্যু অনিশ্চিত, কোন্ দিন আসিবে, তাহার কোনই ঠিক নাই এবং মৃত্যুর পর যে এই সুদুর্লভ দেহটী পাইব তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই এবং শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে।
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ॥
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

অনেক জন্মের পর এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব, ধীরব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। এখানে চরম কল্যাণ অর্থে, একমাত্র ভগবদ্ভজন ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নির্দ্দেশ করিতেছে না। তা হলে আশা করি বুঝিলেন যে, এটি আমার করা এখন ঠিক হইয়াছে কি না। তিনি উত্তরে বলিলেন, হাঁ ভগবদ্ভজনের কি আর সময়াসময় আছে ? জ্ঞান হওয়া মাত্রই আরম্ভ করা উচিৎ।

(খ) আপনার মৃত্যু হইলে আপনি বাঁচিবেন কিনা—মৃত্যু হইলে আপনি বাঁচিবেন কি আরও কষ্টে পড়িবেন তাহার নিশ্চয়তা কিছু আছে কি ? উত্তরে তিনি বলিলেন—না। যখন তাহা নাই, তখন নিশ্চয়তা ছাড়িয়া কেন অনিশ্চয়তায় যাইবেন। শাস্ত্র বলেন, মনুষ্য জীবনটী দেব-দুর্লভ। কারণ একমাত্র ইহা হইতে ভগবদ্ভজন করিয়া আমরা চিরতরে ত্রিতাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিত্য কালের জন্য সেই নিত্য ধামে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হইতে পারি। অতএব দেখুন ঠাকুর দাদা আমরা ত্রিতাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মৃত্যুকে কামনা না করিয়া কিরূপে সেই ভগবৎ সেবা পাইব তাহার চিন্তা যদি করিতাম, তা হলে আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হইত। তাই বলি সেই পরম করুণাময় ভগবানের কৃপা আপনার উপরে কত অধিক যে, তিনি আপনাকে এই ধরাধামে এতদিন রাখিয়া তাঁহার নাম স্মরণের সুযোগ দিতেছেন। তাই বলি আর অনুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া যিনি সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান্, তাঁহাকে স্মরণ করুন। তা হলে সকল মঙ্গল লাভ হইবে এবং সর্ব্ব জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে চিরতরে পরিত্রাণ পাইবেন। ঠাকুর দাদা আমার কথা শুনিয়া বড় খুসী হইলেন ও বলিলেন ভায়া, যে কটা দিন বাটী থাক, আসিয়া আমাকে একটু ভগবানের নাম শুনাইয়া যাইও। আমি অবাক্, আগে তোমার কাছে যাহা শুনিলাম। আমি বলিলাম, আমার তো শক্তি নাই, তবে বৈষ্ণবগণের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহার ২।১টী কথা আপনাকে বলিলাম মাত্র।

এই বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম হায়! মোহান্ধ জীব! তোমরা অনাদি অনন্ত কাল হইতে ভুগিয়াও কি একথা তোমাদের মনে কোন দিনই উদয় হইবে না যে কেন এত ভোগ ? যদি বল কর্ম্মফল, তদুত্তরে বলিব যে কর্ম্মফল কোথা হইতে আসিল এবং তাহা ছাড়াইবার উপায় কি ? তাহাতেও যদি বল, ভাল কর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য কর্ম্ম করিয়া,—তাহার ফল তো স্বর্গভোগ এবং শাস্ত্র বলিয়াছেন "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থ স্বর্গ-ভোগের পর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতে হইবে। তাই বলি ভাই সব, কাহারও কাছে নিজের খেয়াল ছাড়িয়া একবার কি জিজ্ঞাসা করিবে না—এর উপায় ?

[illegible]র-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত [illegible] বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আসন সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। [illegible]সন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। উপনিষদাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

[illegible] সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অন্য সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। কেউ ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। [illegible] প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের [illegible]।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
৩।	[illegible]	৵০
৪।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	[illegible], প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, [illegible] ও [illegible]—একত্রে	।৶০
৭।	[illegible] (সপ্তম সংস্করণ)	[illegible]
৮।	গৌড়ীয়[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible]	৸০
১১।	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮্ ৩৷০
১২।	[illegible]	২্
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্যাভূষণ, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২্
১৪।	[illegible]	।৷০
১৫।	শ্রীগৌড়ীয়[illegible]-দর্পণ	।্
১৬।	[illegible]	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	
১৮।	[illegible] (পত্র সংখ্যা সহ)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থীদের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় [illegible] কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৬

জীব-সেবা ও জীবে দয়া

"জীব-সেবা" ও "জীবে-দয়া"—এই বিষয় দুইটীর পার্থক্য বোধ হয় অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। অধিকাংশ স্থলেই "জীব-সেবা" ও "জীবে দয়া"—এই বিষয়দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য-বিচারের অভাবে আমরা এক করিতে আর এক করিয়া বসি—'শিব' গড়িতে 'বানর' গড়িয়া থাকি। জগতে অনেকে "মনীষী", "উদারচেতা", "পরোপকারী", "সমাজবন্ধু", "বিশ্ববন্ধু" নামে পরিচিত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু বস্তুবিচারের অভাবে তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য পণ্ডশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। জগতের লোক যেরূপ আত্মদৈহিক-সম্বন্ধবাদিত্বে মগ্ন, তাহাতে যদি কোন ব্যক্তিতে বিন্দুমাত্রও অপরের সেবা-প্রবৃত্তির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাই পরম-প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে। 'পর সেবা' জিনিসটী উত্তম, কিন্তু পরসেবা না হইয়া যদি "পর-ছলনা" হইয়া পড়ে, তাহা কখনও প্রশংসনীয় হইতে পারে না। ছলনার উপর সেবার লেবেল ও ট্রেডমার্ক লাগাইয়া বাজারে কোন প্রকারে চালাইতে পারিলেই যে তাহা প্রকৃত "সেবা"-শব্দ-বাচ্য হইবে, তাহা বিংশ-শতাব্দীর বিচারপরায়ণ সভ্য মানব-সমাজ কি একবার বিচার করিয়া দেখিবেন না?

"পরসেবা", "পর উপকার", প্রভৃতি কথার "পর" শব্দে "শ্রেষ্ঠ" বা "পরাত্মা বিষ্ণু" লক্ষিত হইলে পরাত্মার সেবা বা শ্রেষ্ঠের সেবাই জ্ঞাপিত হয়। জীব "পর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইলেও অনর্থযুক্তাবস্থায়, ত্রিগুণে আবদ্ধ—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চা-
ভিপদ্যতে ॥"
(ভাঃ ১।৭।৫)

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞসূক্তে বলেন—

"হ্লাদিন্যা-সংবৃতো জীব সংক্লেশ-
নিকরাকরঃ ॥"

জীব অবিদ্যা-দ্বারা সমাবৃত, সুতরাং সংক্লেশ সমূহের আকর।

ত্রিগুণাত্মক মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত সংক্লেশনিকরাকর জীবের সেবা—অনর্থাবৃতাবস্থারই সেবা অর্থাৎ ভোগমাত্র। সেবা-"শব্দের সহিত একটি বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ "সেবা" বলিতেই আদৌ ইহাই বিবেচ্য যে, যে বস্তুর প্রতি সেবা প্রযুক্ত হইবে, সেই বস্তুবিশেষ "সেব্য" বা "প্রভু"-তত্ত্ব কি না; দ্বিতীয়তঃ 'সেবা' বলিতে সেব্যের অনুকূল সুখসাধন, তৃতীয়তঃ সেবকের অধিষ্ঠান।

ত্রিগুণাত্মক, সংক্লেশনিকরাকর জীব কি প্রভুতত্ত্ব? অনর্থযুক্তের সুখসাধন কি মঙ্গলপ্রদায়ক? আর সুখসাধনকারী সেবকেরই বা ঐরূপ কার্য্যে কি লাভ? এ তিনটি প্রশ্নের নিরপেক্ষ উত্তর দিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, "জীব-সেবা" বলিয়া কোন কথাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। জীব কখনও প্রভুতত্ত্ব নহেন—"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" মায়াবশের সেবায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণে সেব্যাভিমান, সেবকাভিমান ও সেবাভিমান, কোনটীরই সার্থকতা নাই। লম্পট, দস্যু, জুয়াচোর, গাধা, ঘোড়া, বৃক্ষলতা প্রভৃতির সেবা-কল্পনা—মায়াবশ জীবের ভোগমাত্র। সেই সকল বস্তু সেব্য বা প্রভুতত্ত্ব নহেন; মায়াবশ লম্পটকে পরস্ত্রী, দস্যুকে পরের অর্থাদি যোগাইতে পারিলে তাহাদের সুখসাধনরূপ সেবা বা 'ভোগ' হয় বটে, অর্থাৎ সেরূপ ভোগে দস্যু-লম্পটাদির প্রীতি হইলেও তাহাদের চিরকালের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য জীবের পীড়ন অনিবার্য। সুতরাং মায়াবশ জীবের সেবা বা ভোগ যতই মনোরম পোষাকে সুসজ্জিত থাকুক না কেন, তাহাতে জীবপীড়নই হইয়া থাকে। একটী মায়াবশ জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে গিয়া সেই জীববিশেষের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে বহু জীবের পীড়ন হয়।

'জীব-সেবা' কথাটী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, জীবের বদ্ধত্ব বিচারে 'জীবে দয়া' সম্ভব, এবং তাঁহার মুক্তত্ব-বিচারে 'বৈষ্ণব-সেবা' সম্ভব। অনর্থযুক্ত বদ্ধাবস্থার প্রীতি-সাধন প্রকৃতপক্ষে 'সেবা' শব্দবাচ্য হইতে পারে না। তাহার প্রতি 'দয়া' করাই কর্ত্তব্য। আবার মুক্তপুরুষের প্রতিও 'দয়া' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাঁহার 'সেবা' করাই কর্ত্তব্য। 'জীব-সেবা' কথাটি যুক্তিযুক্ত হয় না, পরন্তু 'শিব-সেবা' 'গুরু-সেবা' বা 'বৈষ্ণব-সেবা' কথাটিই যুক্তিযুক্ত। গুরুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবাই কর্ত্তব্য, মুক্তকুলের সেবা ও বদ্ধকুলের প্রতি দয়াই জীবের শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম।

মায়াবদ্ধ জীব 'প্রভু' বা 'সেব্যতত্ত্ব' নহেন,—বিচার শ্রবণ করিয়া অনেকে কপটতাক্রমে জীবকে সেব্যতত্ত্বরূপে সজ্জিত করিবার জন্য বাউলমতের সহিত নানাদিক মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক জীবকে 'নারায়ণ' বলিবার প্রয়াস করেন। জীব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, অশ্ব-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া ঐসকল বাউল-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ জীবের মায়াবদ্ধতাকেই মায়াধীশ-নারায়ণত্ব মনে করেন, এবং দেহ ও মন—এই জড়বস্তুদ্বয়ের তোষণকেই 'নারায়ণ-সেবা' বলিয়া প্রচার করেন। দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণ-শব্দগুলি—সোনার পাথরবাটির ন্যায় অযৌক্তিক ও অবৈধ। জীবে 'নারায়ণ' বা 'ঈশ্বর'-নাম সংযোগ করিলেই তিনি প্রভুতত্ত্ব হইতে পারেন না, বরং তাহাতে পাষণ্ডতাই হয়—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্-
ধ্রুবম্ ॥"

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যেই মূঢ় কহে, 'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম ॥"

দরিদ্র নারায়ণও নহে, তাহা নারায়ণত্বের অভাব। মৃগত্ব বা মনুষ্যত্ব মায়াধীশত্ব নহে; তাহা, মায়াবশ্যতা। দরিদ্রের অন্তর্যামী, পশুর অন্তর্যামী, মানবের অন্তর্যামি সূত্রে নারায়ণের নিত্য অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু দরিদ্রত্ব, পশুত্ব বা মানবত্বের প্রতীতিতে নারায়ণত্ব নাই। দরিদ্রত্ব, পশুত্ব ও মানবত্বরূপ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির বিক্রম দূরীভূত হইলেই অন্তর্যামী নারায়ণের বাস্তবসত্তা ও তদংশভূত শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপ পরিদৃষ্ট হয়। 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব' নারায়ণের বহিরঙ্গা-শক্তির বিক্রমে অভিভূত নহেন বলিয়া তিনি মুক্ত, শুদ্ধ, নিত্য; তাঁহার নিত্য-সেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তিনি সাধারণজীব-শব্দবাচ্য নহেন। যতক্ষণ বদ্ধজীব-দর্শন, ততক্ষণ তাঁহার প্রতি দয়াই কর্ত্তব্য, আর মুক্তদর্শনে সেবাই কর্ত্তব্য। মহাভাগবতের গো-অশ্ব-খর-চণ্ডালে সর্ব্বত্র সম বা বৈষ্ণব-দর্শন, তিনি সকলকেই 'বৈষ্ণব' জানিয়া সেবা করিতে ব্যস্ত। তাঁহার দর্শন মায়াবাদী বা বাউলের 'দরিদ্র-নারায়ণ' 'মনুষ্য-নারায়ণ,' 'মৃগ নারায়ণ'-প্রভৃতির ন্যায় জড়ে চিদারোপ বা কল্পনামাত্র নহে। তিনি জীবাত্মাকে নারায়ণ কল্পনা করিয়া মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক-বিক্রম-পরিণত ব্যাপারের অনিত্য সেবা করেন না। তাঁহার সেবা—নিত্য, সেব্য—নিত্য এবং সেবকাভিমানও নিত্য।

যাঁহারা "জীব-সেবা" "জীব-সেবা" বলিয়া চীৎকার করেন, যাঁহারা দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণের-সেবা কল্পনা করিয়া দুনিয়ার অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট মহা-পরোপকারী, ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহা একটুকু তলাইয়া দেখিলেই বিচারক-সম্প্রদায় ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু বিচারপরায়ণ মানব-সমষ্টির মনীষাকেও গতানুগতিক-ন্যায় এরূপ নিস্তেজ করিয়া দেয় যে, তাঁহারাও ঐসকল সাধারণ বিচারে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীভাগবতধর্ম্ম জীব সেবার কথা বলেন নাই; ভাগবতের বাণী—"শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের 'সেবা' কর এবং বদ্ধ জীবে 'দয়া' কর।" ভাগবত ভরতরাজার আদর্শের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, মহর্ষি ভরত মৃগ জীবের-বদ্ধতার সেবা করিতে গিয়া আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলের পথে অন্তরায় আনয়ন করিবার শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। ভাগবত ঐরূপ জীব-সেবা নিরাস করিয়া মধ্যম ও উত্তমভাগবতের বিচার জানাইয়াছেন,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স
মধ্যমঃ ॥"

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার
মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি ॥"

মধ্যমাধিকারী উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের 'সেবা' করিবেন, তাঁহার সুখ-সাধনার্থ 'শুশ্রূষা' করিবেন, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে যাইবেন না, তাহাকে নিজের বা পরের কাহারও নিত্য উপকার বা মঙ্গল হইবে না। অতএব আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত আত্মার বৃত্তি যে সেবা, উহার একমাত্র পাত্র—শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব অর্থাৎ মুক্ত, শুদ্ধ বৈকুণ্ঠ ভগবৎস্বরূপ ও তৎস্বরূপ-বৈভব; 'জীব' বা 'প্রধান' নহে। আর স্বরূপ বিস্মৃত-জন যা দেহাত্মবুদ্ধি নিবন্ধন দেহ ও মনের দ্বারা যে 'সেবা,' উহা জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলক ভোগেরই নামান্তর, উহার পাত্র—ভগবান্ বা তদ্ভক্তবৈভবে বিমুখ বদ্ধজীব এবং 'প্রধান', শুদ্ধচেতন বৈকুণ্ঠ বস্তু নহেন। তাদৃশ কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণই তাহাদের প্রতি পরম 'দয়া'।

পাঠক! এই পরম সত্যটি আমাদের অবহিত চিত্তে শুনিয়া ধারণা কর্ত্তব্য; 'জীব-সেবা' কথাটি হইতে পারে না অর্থাৎ জীবের দৈহিক-ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি অবিদ্যাবৃত চেতনের সুখ বা ভোগ-সাধনে কখনই নিয়োজ্য নহে, পরন্তু নিখিল চিদচিদ্বস্তুর ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবা-সুখ-সম্পাদনে উহাদের সর্ব্বক্ষণ নিয়োগ করিতে হইবে। ইহাই একমাত্র সত্য কথা। "জীবে দয়া" আর "বৈষ্ণব-সেবা" কথাই

শুদ্ধিযুক্ত ও পরমমঙ্গল-দায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব-সেবার" আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভগবৎকথা-অনন্যাসক্তজীবের প্রাণ অন্ন।

দয়া ও এবং পীড়নকারী বৈষ্ণবগণের [illegible] সর্বতোভাবে আনুকূল্য না [illegible] বিধান করিলেই আমাদের আত্ম[illegible] পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। মহাপ্রভু [illegible] ভাবে ভগবৎকথা প্র[illegible] ভক্তগণকে প্রচারকরূপে [illegible] করিয়া জীবের প্রতি অমন্দোদয় দয়ার আদর্শ দেখাইয়াছেন। আবার অনুক্ষণ কীর্তনপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবার আদর্শও শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া আধুনিক মত-মতান্তরে মতবাদে প্রমত্ত হইয়া যেন ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত না হই,— ইহাই সর্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। জীব সেবার লম্বা-চৌড়া বক্তৃতা শুনিয়া যেন মায়াবাদী, বাউল, প্রাকৃত-সহজিয়া, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া উৎপথগামী না হইয়া পড়ি। "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব-সেবাই" আমাদের আদর্শ হউক,—'জীবে-দয়া', 'নামে-রুচি', 'বৈষ্ণব-সেবন'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক।

নিষ্কপট কৃপা

পরদুঃখ মোচনেচ্ছার নাম দয়া বা কৃপা, জীবমাত্রেরই ইহা একটি গুণবিশেষ। সকলেরই ভিতরে অল্প বিস্তর ইহার অবস্থান। কিন্তু স্থান বিশেষে ইহা মন্দের উদয় করাইয়া থাকে বলিয়া তাহার নাম—মন্দো-

দৈতুল খাইতে ইচ্ছা করিতেছে। চীৎকার করিয়া সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার আকুল ক্রন্দনে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া তাহার প্রার্থিত বস্তুটী প্রদান করেন, তবে তাহা কিরূপ দয়া হইবে? তাহাই মন্দোদয়-দয়া।

এই সংসার-হাসপাতালে অনেক রোগী অনেক প্রকারের বাসনা ধরিয়া চীৎকার করিতেছে, আর মায়া-পুত্তনাও তাহাদিগকে নানাভাবে মন্দোদয় দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে কবলিত করিতেছে। এইরূপ দয়ালু বাক্তিগণ ভবরোগীদের নিকট 'সাধু' 'দয়ালু' 'মহৎ' প্রভৃতি নামে পরিচিত, সমাদৃত ও পূজ্য। পুত্তনা-দেবদাসী ঐ সাধুগণের কৃপার পরিণাম যে কি ভীষণ, মায়ামুগ্ধ জীব তাহা বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়া বাস্তবিক যাঁহারা চিকিৎসানিপুণ, তাঁহাদের কথা শুনে না অথবা তাঁহাদের চিকিৎসা গ্রহণ করে না।

মন্দোদয়-দয়ার বিপরীত অমন্দোদয় দয়া অর্থাৎ যাহা মন্দের উদয় করায় না। কোন ব্যক্তির ফোড়া হইয়াছে। পুঁজরক্ত জমিয়া ফোড়া অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। কেহ যদি সেই সময় তাহাকে একটুকু ঠাণ্ডা হাত বুলাইয়া দেয়, তবে ক্ষণকাল ভাল বোধ হয়, আবার পরক্ষণেই যন্ত্রণা দ্বিগুণতর বাড়িয়া উঠে। এই শ্রেণীর ব্যক্তি মন্দোদয় দয়াকারী। আর এক শ্রেণীর লোক ফোড়াতে হাত না বুলাইয়া একটু নির্দয়তা দেখাইয়া উহা কাটিয়া দেন, তৎক্ষণাৎ পুঁজরক্ত নির্গত হইয়া রোগ সম্পূর্ণ উপশম হইয়া যায়। ইঁহারা অমন্দোদয় দয়াবান।

সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের কৃপা—নিষ্কপট কৃপা। সাধু গুরু আমাদিগকে বিষয়-বিষ্ঠাগর্তে নিমজ্জিত দেখিয়া কৃপা করিয়া তাহা হইতে উত্তোলন করিয়া আনন্দ-সমুদ্রে লইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী আমাদিগকে চতুর্দ্দশ ভুবনের কারাগারে না রাখিয়া নিত্যানন্দসমুদ্র পরব্যোমের নিকট প্রেরণ করেন। অতএব শাস্ত্র, সাধু ও সদ্গুরুর কৃপাই গ্রহণ করা কর্তব্য।

সাধু, শাস্ত্র [illegible] সদ্গুরুর কৃপাকে বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহাদিগের প্রতি মন্দভাব পোষণ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের যদি বিচার-পরায়ণতা থাকে, তবে বুঝিতে পারেন যে সাধু-কৃপাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নিষ্কপট কৃপা। সাধুর দ্বারে শাস্ত্র ও গুরুর কৃপা লাভ হয়। কৃষ্ণভক্তিই জীবের চরম মঙ্গল। সেই মঙ্গল লাভের উপায়—সাধুসঙ্গ। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

যোগিনী একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি,এ)

নির্জলৈকাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণানন্তর যুধিষ্ঠির অনুরোধ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া যোগিনী নামে একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—এই যোগিনী একাদশী সর্বমহাপাতক ধ্বংস করিয়া ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের তরণীস্বরূপা ও ত্রিজগতের সারভূতা। পুরাণপ্রসিদ্ধ সেই একাদশীর কথা বলিতেছি। অলকার অধিপতি নিত্য শিবপূজাপরায়ণ ধনরাজ কুবেরের পুষ্পচয়নকারী হেমমালী নামে এক অনুচর ছিল। তাহার পত্নী স্বরূপা বিশালাক্ষীতে সে অত্যন্ত আসক্ত থাকিয়া কামবশীভূত ছিল। ঐ যক্ষ মানসহ্রদ হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক একদা স্বগৃহেই পত্নীর সহিত ক্রীড়ারসে মত্ত ছিল, কুবের-ভবনে গমন করে নাই। এদিকে যক্ষরাজ শিবপূজা করিতে মধ্যাহ্নসময়েও পুষ্প না পাইয়া কোন প্রকার পূর্বক যক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সব বুঝিতে পারিলেন। কোপগ্রস্ত যক্ষরাজ তৎক্ষণাৎ ঐ হেমমালীকে আহ্বান করাইলেন। সেই বটুও কালাতিক্রমহেতু ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সহসা কুবেরের সম্মুখে বন্দনা করিয়া দণ্ডায়মান থাকিল। তৎকালে ধনদ কোপে ওষ্ঠাধর কম্পমান করিয়া বলিলেন—'রে পাপাত্মন্! দেবহেলনাপরাধে তুই সত্বর কুষ্ঠগ্রস্ত ও পত্নী বিযুক্ত হইয়া অধো লোকে গমন কর।" তিনি এই প্রকার বলিবামাত্র সেই বটু তৎস্থান হইতে অধোলোকে গমন করিল এবং মহাদুঃখে অভিভূত হইয়া সর্বশরীরে কুষ্ঠ দ্বারা আক্রান্ত হইল। সে ভয়ঙ্কর বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ষ্য বা পানীয় কিছুই পাইত না এবং দিবসে সুখ বা রাত্রিতে নিদ্রা লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিত না। ছায়াতেও তাহার শরীর পীড়িত হইত, নিদাঘের কথা কি বলিব? কিন্তু শিবপূজা-প্রভাবে তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। পাপে অভিভূত হইলেও পূর্বকর্ম্ম স্মরণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সে একদা গিরিরাজ হিমালয়ের প্রস্থ প্রদেশে গমন করিল। তথায় মার্কণ্ডেয় মুনি তপোনিরত ছিলেন। ব্রহ্মার সপ্ত দিন পরিমাণে তাঁহার আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারিত ছিল। ঐ পাপাচার তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে চরণবন্দনা করিল।

পরোপকারপরায়ণ মার্কণ্ডেয় উহাকে কুষ্ঠরোগে পীড়িত অবলোকন করিয়া আহ্বান পূর্বক তন্মুখে তাহার দুর্দ্দশা-কারণ অবগত হইলেন। ঐ বটু আরও অনুনয় করিল—'আমি এক্ষণে কোন শুভাদৃষ্টবশতঃ আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। পরোপকারই সাধুগণের স্বভাব। অতএব পাপাচার আমার প্রতি উপদেশদানে মঙ্গল-বিধান করুন।'

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—তুমি সত্য কথা বলিয়াছ। অতএব তোমাকে একটি ব্রতের উপদেশ দিতেছি। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষে যোগিনী নামে একাদশীর ব্রত আচরণ কর; সেই পুণ্যে তুমি এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

মুনিবরের বাক্য-শ্রবণে হেমমালী ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলে তিনি তাহাকে উত্থাপন করিলেন এবং তদীয় উপদেশে হৃষ্টচিত্তে সেই ব্রতাচরণ করিয়া তৎপ্রভাবে সে রোগমুক্ত হইল এবং পুনরায় পত্নীর সঙ্গলাভ করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হইল।

এই যোগিনী ব্রতপালনকারী অষ্টাশীতি সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজনের সমান ফল লাভ করে। আষাঢ়ের এই যোগিনীনাম্নী কৃষ্ণৈকাদশী সর্বপাপনাশিনী ও মহাপুণ্যদা জানিবে।

অর্থই অনর্থের মূল

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ)

সর্বরত্নাকরা ভূমি ধান্যানি পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
অর্থস্য কার্যযোগিত্বাৎ অর্থ ইত্যভিধীয়তে॥

উল্লিখিত শ্লোকের অর্থ হইতে জানা যায় যে, সর্বরত্নাকরা ভূমি, ধান্য, পশু, স্ত্রী প্রভৃতি অর্থের কার্য্যযোগিত্ব-হেতু অর্থ নামে কথিত হয়।

'অর্থ' শব্দের অর্থ—প্রয়োজন। প্রয়োজন সিদ্ধির বস্তুগুলিও 'অর্থ' নামে কথিত হয়।

যাহা আমাদের প্রয়োজনীয়, তাহা আবার অনর্থের মূল কেন? উত্তর এই যে, যাহা 'অর্থ' নহে, তাহাকেই 'অর্থ' জ্ঞান করিলে এইরূপ অনর্থের উৎপত্তি ঘটে।

'অর্থ' শব্দের অর্থ বর্তমানে উপরিউক্ত বস্তুগুলিতেই ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু উহা দ্বারা আমাদের কতটুকু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? পথিকের পান্থশালায় অবস্থানের ন্যায় ঐ বস্তুগুলির প্রয়োজনীয়তা কেবল দুই একদিন মাত্র। মূল 'অর্থ' একটী মাত্র আছে, যাহাকে আমরা হারাইয়াছি, সেই অর্থের অনুসন্ধান করিতে গিয়া মরীচিকার জল ভ্রমে অনর্থকেই 'অর্থ' বলিয়া মনে করিতেছি। কাজেই অনর্থেরই উৎপত্তি হইতেছে। সেই মূল 'অর্থ'—পরমার্থ। তাহাই আমাদের নিত্য প্রয়োজন। যাহা পাইলে আর কোন পাওয়া অবশিষ্ট থাকে না।

এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, 'অর্থ' 'অনর্থ' ও 'পরমার্থ' বলিয়া তিনটী শব্দের মধ্যে 'পরমার্থ' অর্থাৎ পরম প্রয়োজনকে পরিত্যাগ করিয়া 'অর্থ'কেই প্রয়োজন বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলেই অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়।

পরমার্থ—কৃষ্ণ, অনর্থ—মায়া এবং অর্থ—ভোগ। ঐ ত্রিবিধ বস্তুর মধ্যে জীবের 'স্ব'-অর্থ সম্বন্ধে ভ্রম হইলেই অনর্থ অর্থাৎ বিপদ ঘটে। যখনই জীব ঐ পরমার্থকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থকে গ্রহণ করিতে ধাবিত হয়, তখনই অনর্থ অর্থাৎ মায়া তাহাকে কবলিত করে।

কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥

মায়ামুগ্ধ জীবের অনর্থ চারি প্রকার,—

(১) স্বরূপ ভ্রম বা তত্ত্ব ভ্রম, (২) অসতৃষ্ণা, (৩) হৃদ্দৌর্ব্বল্য, (৪) অপরাধ।

স্বরূপভ্রম বা স্বতত্ত্ব-ভ্রম চারি প্রকার। যথা,—

তত্ত্ব ভ্রম চতুষ্টয় বড়ই বিষম।
জীব তত্ত্বে ভ্রম আর কৃষ্ণতত্ত্বে ভ্রম॥
সাধ্যসাধনেতে ভ্রম বিরোধী বিষয়ে।
চারিবিধ তত্ত্বভ্রম বদ্ধ জীবচয়ে॥

হৃদ্দৌর্ব্বল্য চারি প্রকার,—
কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তি, কুটীনাটি।
পরদ্রোহ, প্রতিষ্ঠাশা এই ত চারিটী॥
হৃদয়দৌর্ব্বল্য বলি শাস্ত্রে নির্দ্ধারিল।
ছয়রিপু ছয় ঊর্ম্মি ইহাতে জন্মিল॥

অসতৃষ্ণা চারি প্রকার, যথা—
পারত্রিক, ঐহিক এষণা, ভূতিকাম।
মুক্তিকাম এই চারি অসতৃষ্ণা নাম॥

আবার অপরাধ চারি প্রকার,—
কৃষ্ণনামে স্বরূপে ও ভক্তে অজ্ঞনয়ে।
ভ্রম হৈতে অপরাধ চতুষ্টয় হয়ে॥

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া স্বার্থগতি কৃষ্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র ভোক্তৃত্বাভিমান করার ফলে মায়া তাহাকে এই চতুর্ব্বিধ অনর্থ প্রদান করিয়াছে। তাহার ফলে জীবের প্রথম স্বতত্ত্বে ভ্রম ঘটিয়াছে। আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা মায়া জীবের স্ব-স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়াছে, কাজেই পরতত্ত্ব কৃষ্ণই যে জীবের নিত্য সেব্য, তাহা ভুলিয়া গিয়াছে এবং ঐহিক পারত্রিক ভোগ কামনা, বিভূতি কামনা, মুক্তিকামনারূপ অসতৃষ্ণা চতুষ্টয়ই তাহার আরাধ্য হইয়াছে। তজ্জন্য কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তি, কুটীনাটী প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে সম্যক্ প্রকারে বিপরীত দিকে গমন করাইতেছে। এই অনর্থের হস্ত হইতে উদ্ধারের এক মাত্র উপায়,—

সাধু-সঙ্গ-ফলে হয় ভজনের শিক্ষা।
ভজন-শিক্ষার সঙ্গে নামমন্ত্র-দীক্ষা॥
ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়।
অনর্থ খর্ব্বিত হইলে নিষ্ঠার উদয়॥
নিষ্ঠানামে যত হয় অনর্থ বিনাশ।
নামে তত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ॥
রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়।
ততই আসক্তি নামে শুদ্ধজন পায়॥
নামাসক্তি-ক্রমে সর্ব্বানর্থ দূর হয়।
তবে ভাবোদয় হয় এইত নিশ্চয়॥
ইতিমধ্যে অসৎসঙ্গে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়া।
কুটিনাটীদ্বারে দেয় নিম্নে ফেলাইয়া॥
অতি সাবধানে ভাই অসৎসঙ্গ ত্যজ।
নিরন্তর পরানন্দে হরিনাম ভজ॥

"অনন্য ভক্তি কথা"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

ইহ সংসারে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত এই চারি প্রকার সাধক দেখা যায়। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণ কখনই 'ভক্ত'নামে অভিহিত হন না। 'ভজ' ধাতুর অর্থ 'সেবা'। এই সেবার পূর্ব্বে সেব্য সেবকতত্ত্ব অবগত হওয়া প্রয়োজন। যেখানে সেব্য-সেবক-তত্ত্বের সমাধান নাই, সেখানে সেবা অথবা ভক্তির অভাব।

একমাত্র ভক্তিই চিদানন্দ দানে সমর্থা বলিয়া আদিতে হউক অথবা অন্তে হউক বিধি বা অবিধিপূর্ব্বক সকলেই 'ভক্তিদেবীর কৃপাপ্রার্থী। কিন্তু সেই সকল ভক্তিতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বিমিশ্রিত থাকায় শুদ্ধা বা অনন্যা ভক্তির উদয় হয় না। অনন্যা ভক্তি উদিতা না হইলে নির্ম্মল সেবা-সুখানন্দ লাভ হয় না। তাই যাঁহারা অনন্যা ভক্তি লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীগুরুদেবানুগত্যে অনন্যা ভক্তি লাভের সর্ব্ববিধ বিধি পরিপালন করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

'অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা না পূজিব অন্য দেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ॥
মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীত রাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেম কথা রস রঙ্গ,
লীলা কথা ব্রজরস পুরে॥
যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী,
অন্য দেব, পূজক-ধ্যানী,
এই লোক দূরে পরিহরি,
কর্ম্ম ধর্ম্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী॥
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ।
দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে ধরি, মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি,
সদা কর অনন্য ভজন॥
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অর্চ্চন বন্দন ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ॥
হৃষীকে গোবিন্দ সেবা, না পূজিব অন্য দেবা
এইত অনন্যভক্তি-কথা।
আর যত উৎপাতন, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা॥'

বৈষ্ণবাচার্য্যচূড়ামণি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের জীবশিক্ষাদান-প্রণালীর উল্লিখিত সকল কথাকয়টীর প্রতি যাঁহার যত অধিক পরিমাণে আদর, তিনি তত অনন্যভজনশীল ভক্ত। যাঁহারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে শূদ্র মনে করিয়া শ্মার্ত্ত-পদ-পূজক থাকিয়া কেবল দাম্ভিকতারই পোষকতা করিতে থাকিবেন, তাঁহারা অনন্যভক্তিলাভের অভাবে নিয়ত অনর্থযুক্ত ইন্দ্রিয়পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া নানাপ্রকার অধম অবর যোনীপথে গমনাগমন দ্বারা সংসার-চক্রে ঘুরিতেই থাকিবেন। সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার অবকাশ কোথায়?

পূজায় হিংসাবিধি প্রবিষ্ট হইল কেন?

শৌতপন্থায় শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণান্তিকে ইহাই শ্রুত হওয়া যায় চারিযুগে (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) চারি প্রকারে সত্যের (শ্রীভগবানের) অনুসন্ধান দেখা যায়

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ"॥
(ভাঃ ১২.৩.৫২)

অর্থাৎ, সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরযুগে অর্চ্চন-মার্গে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিতে কেবল শ্রীহরি-কীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে।

কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান সম্ভবপর ছিল, কারণ এইযুগে সত্য চারিপাদ পূর্ণ থাকায় সকলে অনন্যমনস্ক ছিল। ধ্যাতার পক্ষে অনন্যমনস্কতা পরম পারপন্থী। সুতরাং সেই শক্রটীর যদি সুদূরে অবস্থান করে, তবে ধ্যান সম্ভব।

ক্রমে ত্রেতাযুগে একপাদ কপটতা আসিয়া উপস্থিত, হওয়ায় ধ্যান-যোগ্যতা অন্তর্হিত হইতে থাকিল, তখন যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা-বিচার প্রকাশিত হইল।

সত্য যখন পূর্ণমাত্রায় ছিল, তখন মানব-জাতির ভিতরে কোন প্রকার অভাবের সৃষ্টি হয় নাই। যে সময় হইতে পূর্ণ-সত্য ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হইল, তখনই মানব-হৃদয়ে অভাব সৃষ্ট হইয়া কামনা বা অন্যাভিলাষ উপস্থিত হইয়া মানবকে ক্রমে তাড়নার পথে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল।

অভাব থাকিলেই তাহা পূর্ণ করিবার অভিলাষ উপস্থিত হয় এবং অশ্বিনীকুমার বিভাবসু প্রভৃতি দেবতাগণ অভাব পূরণে সমর্থ জানিয়া তাঁহাদিগের আরাধনায় নিযুক্ত হইতে হয়।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে পরিপূর্ণ সত্যের অভাব-বুদ্ধি উপস্থিত হওয়ায় যে কপটতার সৃষ্টি হইল, সেই কপটতাই তর্কজনক হইয়া নানাবিধ তর্ক উপস্থিত করিয়া পরাৎপর-পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য আরাধনার উদাহরণে আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য পরমেশ্বরের আরাধনার অনুকরণে দেবতাদিগেরও আরাধনা করিতে পারিব না কেন?—বুদ্ধি উপস্থিত হয়। এই প্রকারে যজ্ঞেশ্বরের আরাধনায় বিরোধী ইন্দ্রিয়-যজ্ঞ-প্রত্যাশী একদল তার্কিকের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

সেই তার্কিক সম্প্রদায়ই অন্যাভিলাষের প্রশ্রয়ে যাবতীয় বুদ্ধি নিয়োগ করিয়া ত্রেতায় যজ্ঞবিধি যাহা দ্বাপরে (দ্বিপাদ সত্য কালে) অর্চ্চন বিধিতে পরিণত হইয়াছিল, সেই শ্রীবিষ্ণুপূজার অনুকরণে, শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য কামদাতৃ দেববৃন্দের পরিচর্য্যা বিধি আশ্রয় করিয়া দেবপূজায় বলি প্রভৃতি হিংসা-বিধি অবলম্বন করিল

এই হিংসা বিধির আবাহনের প্রধান কারণ শ্রীবিষ্ণুপূজায় কোন হিংসার কারণ পাওয়া যায় না এবং বিষ্ণুপূজায় বিষ্ণুসেবার যোগ্যতাই লাভ হয়, অন্যাভিলাষ পূর্ত্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অন্যাভিলাষিগণ অন্য দেবা শুরু করিতে থাকিল।

জীব হিংসার প্রাচুর্য্য বশতঃ অনৃত দ্বারা ত্রিপাদ সত্য আচ্ছাদিত হইয়া সর্ব্ব প্রকারে শুধু হিংসা দ্বেষই কলি- অর্থাৎ বিবাদের যুগ আবাহন করিতেছে। বর্ত্তমানে দেবপূজায় বলি রূপ জীব হিংসা ব্যতীত উদরের পূজার নিমিত্তও অসংখ্য জীব হিংসা কার্য্য অবলীলা ক্রমে চলিতেছে। বাধা দেওয়ার লোক অতি বিরল।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

পুরী ২৪।৬।২৯।

অদ্য বিজয় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার উড়িয়া এবং গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দসহ শ্রীআলালনাথে যাত্রা করিলেন। প্রথমে উড়িয়া ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তনসহ, তৎপরে বিমানে (যে স্থানে বিজয়-বিগ্রহ গমন করেন তাহাকে বিমান বলে) শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার পশ্চাতে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ গীতিসহ গৌড়ীয় ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে শ্রীআলালনাথ-দর্শনে গমন করিতেছে। বিমানটি বিবিধ রংয়ের পতাকায় এবং নানা সুগন্ধি পুষ্পের মালায় সুশোভিত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্রই পৃথগ্ভাবে পাঠাইতেছি।

[পর]-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]শাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈ[illegible] [illegible] আদিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বাপ-দিগ্দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	৴০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৴১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	অমৃতপ্রবাহ-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩৷৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্বদ্রঞ্জন, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে আষাঢ় বুধবার—১৩৩৬

জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি ?

অণুশক্তিবিশিষ্ট বস্তুর নাম—জীব। জীবের চেতনতা আছে। চেতন-বস্তুমাত্রই ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট। জড়বস্তুর চেতনতা নাই, কাজেই তাহার ইচ্ছাশক্তি ও স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তিও নাই। দেহ ও মন অচেতন বস্তু; তবে দেহ ও মনে যে কখনও কখনও ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ সূক্ষ্ম মতের উহার মধ্য চেতনের আভাস পতিত হয়, তখনই তাহা মনাকারে ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট হয় এবং যখন স্থূল দেহে উহার চেতনাভাসের ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়, তখনই তাহা ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। আত্মাই একমাত্র অবিমিশ্র চেতন; এই আত্মা পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মা পূর্ণ ও বিভুচেতন, তাঁহারই অংশ আত্মা অণু বা অণু-চেতন, যেমন একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড ও তৎস্ফুলিঙ্গরাশি। পরমাত্মা আত্মার ঈশ্বর, জীবাত্মা—সুদেহ-কর্ম্মজীব। যাহা কোন বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে বা যাহা দ্বারা কোন বস্তু অবস্থিত থাকে, তাহাই সেই বস্তুর 'ধর্ম্ম'। ধর্ম্ম দ্বিবিধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্যধর্ম্ম তাহাকে, যাহা সকল-সময়, সকল-স্থানে কোন বিশেষ কোন সময় বস্তুকে ধারণ বা আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন লৌহ খণ্ডের নিত্যধর্ম্ম—কঠিনতা, জলের নিত্যধর্ম্ম—তরলতা; কঠিনতা ও তরলতা-ধর্ম্মদ্বয় যথাক্রমে সকল লৌহপিণ্ড ও সমস্ত জলরাশিকে সকল-সময়, সকল স্থানে ধারণা করিয়াছে; আর নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম তাহাই যাহা কিছু-সময়ের জন্য কোন বিশেষ-স্থানে কোন বিশেষ-পাত্রকে অবলম্বন করিয়া বিরাজিত থাকে। যেমন লৌহখণ্ড যখন অগ্নিতে উত্তপ্ত হয়, বা জল যখন অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া বরফ হয়, তখন লৌহখণ্ডের কোমলতা ও জলের কঠিনতারূপ যে ধর্ম্ম, তাহা অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া সেই আগন্তুক-ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে; সুতরাং উহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বপাত্রে অবস্থান করে না। উত্তপ্ত কোমল লৌহখণ্ড কিছুক্ষণ পরেই আবার কঠিন হইয়া যায়, আর বরফও কিছুক্ষণ পরেই গলিয়া গিয়া তাহার নিত্য স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত অবস্থিত হয়। অতএব যে বস্তুর সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, বিশেষ-জাতীয় সর্ব্বপাত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহাই সেই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম। "জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" বলিতে অণুচেতনের নিত্যধর্ম্ম ও কর্ম্ম, তাহাই বুঝায়। জীব যখন অণুচেতনবস্তু, তখন পূর্ণ-চেতন বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই সে নিত্যকাল অবস্থান করে।—ইহাই তাহার নিত্যস্বভাব বা ধর্ম্ম;—অর্থাৎ অণুচেতন জীব—আশ্রিত আর বিভু চেতন পরমেশ্বর—আশ্রয়। অণুচেতন—আশ্রিত, বিভুচেতন—আশ্রয় বা প্রভু। জীব—অণুচৈতন্য আর পরমেশ্বর—বিভুচৈতন্য। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ। এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত পদার্থদ্বয়ের যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই তাহাদের "প্রকৃত অর্থাৎ নিত্য ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।" বড় ছোটকে আকর্ষণ করে, আর ছোট আকৃষ্ট হয়; সুতরাং আসক্তি, প্রীতি, অনুরাগ, ভক্তি, সেবা বা প্রেম—ইহাই জীবের প্রকৃত-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। কালের গতিকা পাকে পড়িয়া বর্ত্তমানকালে বিভুচৈতন্যের প্রতি আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম যে প্রীতি বা অনুরাগ, তাহা অস্থানে অর্থাৎ অচেতন-প্রকৃতিজাত অণুবস্তুতে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কালের গতিকা কালে পতিত থাকিলেও অর্থাৎ যেখানকার জিনিষ সেখানে নিযুক্ত করিতে পারিলেই আমাদের যাহা নিত্যস্বভাব বা সহজাবস্থা, তাহা প্রকাশিত হইল। সুতরাং "জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম"—ভগবৎপ্রীতি বা অনুরাগ, আর তদ্ব্যতীত দেহ-প্রীতি, গেহ-প্রীতি বা তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত হইয়া অপর জীবের দেহ বা বহু জীবের দেহ, একটি ক্ষুদ্র গৃহের পরিবর্তে অনেক গুলি গৃহ অর্থাৎ বিরাট সমাজ বা দেশের প্রতি প্রীতি বিরাট প্রকৃতির প্রতি যে-সকল প্রীতির দৃষ্টান্ত জগতে উদারতা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লোকহিতৈষিতা বা বিশ্বপ্রেমিকতা প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়, তাহা কালের গতিকা পাকে পতনের ভিন্ন উদ্ভব। ঐসকল কর্ম্ম জীবের অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম মাত্র। যাঁহারা ভগবানে অহৈতুকী, নির্ম্মলা প্রীতি করেন, সেই সকল প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ যে জগতের সর্ব্বলোক, সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের প্রতি অহৈতুকী প্রীতির আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা 'ভগবদনভিজ্ঞগণের জড়লোক, জড়দেশ বা জড়কালের প্রতি হৈতুকী প্রীতির ন্যায় নহে; তাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধে সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—যেমন পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধে স্বামীর পিতা, স্বামীর মাতা, স্বামীর ভ্রাতা, স্বামীর ভগিনী, স্বামীর বন্ধু, স্বামীর দেশ, স্বামীর গৃহ, স্বামীর বসন-ভূষণ, এমন কি, স্বামীর গৃহের কুক্কুর, তৃণ, মৃত্তিকা প্রভৃতির প্রতিও আন্তরিক প্রীতি করিয়া থাকেন, এবং সকল বস্তুকেই স্বামীর নিজের সেবায় নিযুক্ত করাইতে চাহেন; আবার স্বামীর মাতা পিতা তাঁহার পালনকর্তা। স্বামীর প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট বলিয়াই স্ত্রী স্বীয় স্বামীর মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্টা, স্বামীর দেশ, গৃহ, মৃত্তিকা, স্বামীর গৃহের কুক্কুর, তৃণ প্রভৃতি স্বামীর সেবার সহায়ক বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি পতিব্রতা স্ত্রী আদরবিশিষ্টা। পক্ষান্তরে, ব্যভিচারিণী স্ত্রীতে সেরূপ পতি-প্রীতির অনুরূপ নিদর্শন নাই। জগতের কৃষ্ণ-প্রীতি-রহিত যে সকল ধার্ম্মিক ও কর্ম্মী পতজনের মধ্যে প্রায়শঃ অনন্ত দুষ্ট হয়, তাঁহাদের বস্তুসমূহের প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-নিষ্ঠাময়ী। বিভিন্নপ্রকারে নিজের ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টাই—জীবের নিত্যের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম; আর জীবের স্বরূপের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—অব্যভিচারিণী ভগবৎপ্রীতি।

সংসারচক্রে সুখ কোথায় ?

এই সংসারচক্রে সুখের কথা আছে, কিন্তু সুখের বাস্তবতা নাই। যেমন মরুভূমিতে পরিশ্রান্ত পথিক মরীচিকা দেখিয়া মনে করিলেন—'নিকটেই স্বচ্ছ জলরাশি বিরাজিত, সুতরাং এইস্থানেই স্নান-পান করিয়া এখনই পরম তৃপ্তিলাভ করিব।' কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে থাকিলেন, ততই দেখিলেন—তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সুখের বস্তু তাঁহাকে ধরা দিতেছে না—কেবল তাঁহার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করিয়া তাঁহাকে অধিকতর পরিশ্রান্ত করিতেছে। জগতের সুখের চিত্রও সেইরূপ। জগতে যে সুখ আছে, তাহা ভবেরই প্রতারণা। উপরোক্তি বা সুখবস্তু, কিম্বা দস্যু বা ঠকগণ যেরূপ পথের নিকট পথিকের দলের মধ্যে প্রথমে অপরিচিত আদর আপ্যায়ন-দ্বারা পথিককে ভুলাইয়া তাহাকে বিপৎসঙ্কুলস্থানে লইয়া যায় এবং তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি, তাহাকে প্রাণে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ ভবসংসারে সুখরূপী ঠগ সেইরূপ ঐ ভাবে দস্যুর দলের লোকগণের ন্যায় আমাদিগকে প্রথমে আদর আপ্যায়ন ও নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া দুস্তর বনে লইয়া যায়, পরে আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও চতুর্দ্দশভুবনে পাকে পতিত করিয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, দস্যুদলপতির অত্যধিক আদর যত্ন দেখিয়া দস্যুর অন্তরের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, সেই শিক্ষানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসের অনুবর্ত্তিগণ সংসারে সুখরূপী দস্যুর প্রলোভনে পড়িয়া আত্মবিনাশ বরণ করেন না। শ্রীভগবান-শিক্ষা হইতে জানা যায়, পুরুষ কামে কঠোরতা দণ্ডবিধান অপরাধিব্যক্তিগণকে পুনঃপুনঃ দণ্ড নিমজ্জিত করিয়া শাস্তি প্রদান করিতেন—একবার ডুবাইতেন, আর একবার উঠাইতেন,—দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি ও কষ্টভোগের করিবার জন্যই অপরাধীকে এক একবার উঠাইতেন, আবার অপরাধী যখন প্রশ্বাস বা নিঃশ্বাস ফেলিতে না পারে, তখনই তাহাকে জলের ভিতর ডুবাইয়া দিতেন। সংসারচক্রে যে সুখ আছে, তাহাও ঐরূপ মুহূর্ত্তকাল দম ফেলিবার মত। সংসার কারাগারের মহামায়া ভগবদ্বহির্ম্মুখ আমাদিগকে ভবসাগরে পুনঃপুনঃ নিমজ্জিত করিয়া ক্লেশের পরিমাণ বাড়াইবার ও বহুকালব্যাপী করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদিগকে যে দম লইবার একটুকু সময় দিতেছেন, সেই সময়টুকুকেই আমরা সুখের সময় বলিয়া মনে করি, কিন্তু তখন বুঝি না যে, ঐ দম লইবার সময়টুকু বা সুখের সময়টুকু আমাদিগকে দুঃখের অনুভূতি অধিক হইতে অধিকতরভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই প্রদত্ত হইতেছে। অতএব এই সংসারচক্রের সুখও দুঃখেরই অগ্রদূত বা দালাল। এই সুখ প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিতে দুঃখের দূত—দুঃখ হইতেও লোককে অধিকতর অপকারী। দুঃখ অনেকটা পথ বলিয়া তাহাকে দেখিয়া বরং আমাদের অনেক সময় অগ্রসর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু মায়ার ভুলাইবার প্রণালীতে প্রতারক এবং সুখের মত লোভানী বলিয়া যাঁহারা প্রথমে মুগ্ধ হইতেছেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মফলে যে কষ্ট দেখি, তাহা সাধুগণের নিকটেই দেখিতে পাইবেন। অতএব জগতের সুখে মুগ্ধ না হওয়া নিষ্কপট ভগবৎপদাশ্রয় করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

বিশ্বে ভোগ্যপদার্থ কি ?

এই বিশ্ব প্রপঞ্চে জীবের কোন ভোগ্য পদার্থ নাই। কারণ জীব ভোক্তা নহে; তাহার ভোক্তৃধর্ম্ম নাই। একমাত্র ভোক্তা—জীবের ভোক্তা নহেন; একমাত্র ভগবান্। সমস্ত বস্তু ভগবানের ভোগ্য, জীবও ভগবানের ভোগ্য—

'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ'

(গীতা)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন

—[illegible] মত [illegible] ভোক্তা ও [illegible] —

[illegible] কৃষ্ণ ভগবান্‌ স্বয়ং।

[illegible] মুখ্যই [illegible] কৃষ্ণ [illegible] প্রপঞ্চের ভোক্তা কিনা [illegible] সমস্ত [illegible] স্বামী, তাঁহার [illegible] সেবক [illegible]। [illegible] তাঁহারই ভোগ্য। [illegible] ভোক্তৃ অর্থাৎ বিষয় [illegible] কর্তা [illegible]। [illegible] জীবের কোন বস্তুই ভোগ্য [illegible] কাহারও [illegible] 'ভুক্তকারে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ [illegible] মান করা

এই বিশ্বপ্রপঞ্চে জীবের ভোগ্য পদার্থ কিছুই থাকিতে পারে না বলিয়া অর্থাৎ ভোক্তৃত্ব জীবে স্বরূপ [illegible] অভাবনিবন্ধন এক দিকে জীব যে কিছু ভোগ করিবার আশা করে, কার্যতঃ তাহা ভোগ করিতে না পারিয়া স্বয়ংই অপরের ভোগ্যের আকারে [illegible] ভোগ্য হইয়া পড়ে। [illegible] পুত্রের ভোগ অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা সেবা করাইবার আশা করেন, কিন্তু কার্যতঃ তাঁহারা স্বয়ংই পুত্রকন্যার ভোগ্য হইয়া পড়েন অর্থাৎ পুত্রকন্যার লালনপালনাদি সেবা ও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যাদির চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পুত্রকন্যার প্রাণ [illegible] দ্বারা সুখশান্তি পাইবার আশা পোষণ করিয়া তাহাদের ভোগ্য হইয়া পড়ে। [illegible] সম্বন্ধেও [illegible] মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার আশা করিয়া রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের গোলাম হইয়া পড়েন। বিলাসী এক [illegible] ভোগ করিবার অভিলাষ করিয়া উহাদের [illegible] হইয়া পড়েন। [illegible] প্রভৃতি [illegible] ভোগ করিতে উন্মুখ হইয়া উহাদের গোলাম হইয়া পড়েন। কারণ, [illegible] জীব স্বভাবতঃ গোলাম [illegible] 'প্রভু' নহে, তবে [illegible] পূর্ণ-[illegible] [illegible] বিশ্বপ্রপঞ্চ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'ভোক্তা [illegible]' [illegible] জীব বিশ্বপ্রপঞ্চে [illegible] পায় না, [illegible] 'ঈশাবাস্য' [illegible] —মক্ষিরই কেবল বিচরণভূমিকা

অর্থাৎ [illegible] দর্শন করেন। এইরূপ দর্শনই মহাভাগবতের দর্শন—শুদ্ধ ব্রহ্ম বা পরম বিভূৎ দর্শন।

জগৎপ্রপঞ্চ মরীচিকা-জলের ন্যায় বিনষ্ট হয় কেন?

এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ জীবের ভোগ্য পদার্থ নহে বলিয়াই মায়া জীবকুলকে মরীচিকাবৎ দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত করে। জীব যেরূপ মৎস্যকে টোপ ফেলিয়া [illegible] ও তৎপরে বড়শীবিদ্ধ করিয়া থাকে এবং কিছুকাল জলমধ্যে খেলিতে দিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলে, মৎস্য অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া অনন্যোপায়-হেতু উক্ত ধীবরের নিকট অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ মায়াদেবী জীবকে নানাবিধ আড়ম্বরে আকৃষ্ট করিয়া [illegible] কিছুতেই ভগবানের [illegible] হইতে দেন না, তখন বহির্মুখ জীবের কারাগার-রক্ষয়িত্রী মহামায়াদেবী বিমুখ জীবকুলকে এই জগৎ-প্রপঞ্চের নানাবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া এবং এই প্রপঞ্চমধ্যে কিছুকাল [illegible] খেলিতে দিয়া জীবকুলকে পরিশ্রান্ত করে, অবশেষে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জীব অনন্যগতি হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন। এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ মরীচিকার জলের ন্যায় বিনষ্ট না হইলে আমরা এই জগৎকেই নিত্য বলিয়া বিচার করিতাম। পরম করুণাময় ভগবান আমাদের এই মোহপাশ বিনষ্ট করিবার জন্য এইরূপ বিধান করিয়াছেন—ইহা তাঁহার অত্যন্ত করুণার পরিচয়

নীলাচলে মহাপ্রভু

জগন্নাথ-সন্দর্শনে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ঈশ্বর একেশ্বর অত্যদ্ভুত প্রেমোন্মত্ততার সহিত শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আজ কতদিন পরে কতদিনের বাঞ্ছিত বস্তু—কত সাধনার ধন পাইয়াছেন; তাই সেই মহানিধিকে পিপাসিত নয়নের দ্বারা ভরিয়া রাখিবার জন্য উন্মাদ-প্রায় হইয়া পড়িলেন। আনন্দ উচ্ছ্বাস ও দীর্ঘ লম্ফ-প্রদান করিয়া জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন; চতুর্দ্দিকে নয়ন হইতে শতধারে অশ্রু উথলি উঠিল; ক্ষণেকের মধ্যে প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হন। প্রভু মন্দিরে পড়িয়া গেলেন। শ্রীমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণকারী অজ্ঞ পড়িছাগণ ইহা দেখিয়া প্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। দৈব যোগে তখন শ্রীমন্দিরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, তিনি পড়িছাদিগকে নিবারণ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর কাম-কোটি সৌন্দর্য্য-সিন্ধু এবং কৃষ্ণ-প্রেমের অদ্ভুত বিকার-সমূহ দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। এরূপ হুঙ্কার, এরূপ গর্জন, এইরূপ প্রেমের বিকার কখনও কি মানুষে সম্ভবে? সার্ব্বভৌম ইহা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভুর অচিন্ত্য-লীলা আমাদের আদি কবি অতি মধুর ছন্দে গাহিয়াছেন,—

> "সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ভুজ রূপে।
> আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে॥
> আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
> অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি॥
> তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
> তাহা কহে বেদে, জীব উদ্ধার কারণে॥"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে লইয়া বসিয়া আছেন, প্রভু আনন্দ-মূর্চ্ছা, আর বাহ্য হয় না, অনেক সময় কাটিয়া গেল। ক্রমে জগন্নাথের ভোগ-কাল সমুপস্থিত। সার্ব্বভৌম প্রভুকে আপন গৃহে লইয়া যাইবার যুক্তি করিলেন। জগন্নাথের পড়িছা-বিষয়ের সেবক পড়িছাগণকে আহ্বান করিয়া সার্ব্বভৌম গৌর-জগন্নাথকে নিজ-গৃহে লইয়া চলিলেন। পড়িছাগণ তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল। প্রভুকে ঘরে আনিয়া সার্ব্বভৌম পবিত্র স্থানে শোয়াইয়া রাখিলেন। প্রভুর শ্বাস-প্রশ্বাস বা উদর স্পন্দন দেখিতে না পাইয়া ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। পরীক্ষা করিবার জন্য একটুকু সূক্ষ্ম তুলা আনিয়া প্রভুর নাসাগ্রে ধারণ করিলেন। তুলাটুকু ঈষৎ সঞ্চালিত হইতেছে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইহা নিশ্চয় সাত্ত্বিক-বিকার। অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ ও বর্ণনা পড়িয়াছি, তাহার সাক্ষাৎ ইহাতে দেখা যাইতেছে। নিত্য-সিদ্ধ-ভক্ত ব্যতীত ত' এ ভাব কাহারও হয় না। যাঁহার অধিরূঢ় মহাভাব হয়, তাঁহাতেই এই অদ্ভুত সাত্ত্বিক-বিকার দৃষ্ট হয়। তাহা কি মানুষে সম্ভবে? এ যে মানুষের দেহে ঐরূপ অদ্ভুত ভাব দেখিতেছি; বড়ই আশ্চর্য্য-ব্যাপার!

ভট্টাচার্য্য নিজ-গৃহে প্রভুর নিকট বসিয়া এরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সিংহদ্বারে শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে সমস্ত লোকে প্রভুর অবস্থা বলাবলি করিতেছেন,—"অহো! আজ এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি জগন্নাথ দর্শন করিবা-মাত্রেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তাঁহার শরীরে কিছুতেই চেতনতা হইল না; অবশেষে ভট্টাচার্য্য সেই সন্ন্যাসীকে নিজ-গৃহে লইয়া গিয়াছেন।" লোকের এইরূপ বলাবলি হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ মহাপ্রভুর সঙ্গিগণ বুঝিলেন যে, এই নবীন সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন—স্বয়ং মহাপ্রভু; আর ঐরূপ অবস্থাও মহাপ্রভু ছাড়া আর কাহারও হইবার নহে। এমন সময় সেই স্থানে গোপীনাথ আচার্য্য আসিয়া পড়িলেন। গোপীনাথ নবদ্বীপের বিদ্যানগরবাসী বিশারদের জামাতা। তিনি ক্ষেত্রবাস করিতেছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর ভক্ত এবং তত্ত্বজ্ঞ। মুকুন্দের সহিত গোপীনাথের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। গোপীনাথ মুকুন্দকে অকস্মাৎ নীলাচলে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন, 'মহাপ্রভু এখানেই আসিয়াছেন, আমরা তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছি; মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে আসিয়াছেন। কিছুকাল হইল আমাদিগকে ছাড়িয়া তিনি আমাদের অগ্রেই দর্শনে গিয়াছিলেন, আমরা সকলে তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চাতে আসিতেছি। লোক-পরম্পরায় শুনিলাম, জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভু প্রেমে অচেতন হইলে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নিজ-গৃহে লইয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র আমার আপনার সাক্ষাৎ পাইবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল, এমন সময় দৈবযোগে আপনার দর্শন পাইলাম। চলুন, আমরা সকলেই সার্ব্বভৌমের গৃহে যাই, আগে মহাপ্রভুকে দেখিয়া আসি; পরে জগন্নাথ-দর্শনে যাইব।

গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্যালক। মুকুন্দ, নিত্যানন্দ প্রভুর পদ-বন্দনা করিলেন এবং সকলকে লইয়া আনন্দের সহিত সার্ব্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গোপীনাথ গৃহের অভ্যন্তরে গিয়া দেখিলেন, প্রভু আনন্দ-মূর্চ্ছায় শয়ন করিয়া আছেন; প্রভুকে দেখিয়া গোপীনাথের যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত হইল।

সার্ব্বভৌমকে জানাইয়া গোপীনাথ সকলকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন এবং সার্ব্বভৌমের সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত সকলকে শ্রীমন্দির দর্শনার্থ পাঠাইয়া দিলেন। জগন্নাথ দর্শন করাইবার জন্য সার্ব্বভৌম ভক্তগণের সহিত যে লোক প্রদান করিলেন, তাঁহারা যোড়হস্তে ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন, —"আপনাদের চরণ ধরিয়া নিবেদন করি, আপনারা স্থির হইয়া জগন্নাথ দর্শন

করিবেন। পূর্ব্ব-গোস্বামীর মত কেহ কিছু করিবেন না। আপনারা সব কিরূপ তাহা বুঝিতে পারি না। যদি স্থির দর্শন করেন, তবে আপনাদিগকে লইয়া যাই। আপনাদের একজন আজ যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে যে জগন্নাথ কোন প্রকারে সিংহাসনে রহিয়াছেন, ইহাই বড় আশ্চর্য্য? আর তিনি যেরূপ আছাড় খাইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে মানুষের দেহে প্রাণ থাকিতে পারে, ইহা আমরা কখনও দেখি নাই। আপনাদের সব ব্যবহার আমাদের অচিন্ত্য; অতএব নিবেদন করি, আপনারা একটু ধীর স্থির হইয়া দর্শন করিবেন।' ইহা শুনিয়া ভক্তগণ হাসিতে লাগিলেন ও সার্ব্বভৌমের লোককে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'তোমাদের কিছু চিন্তা নাই।'

সকলের জগন্নাথ দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ জগন্নাথ-দর্শনমাত্র ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সুস্থির করিলেন। পূজারি জগন্নাথ দেবের মালিকা প্রসাদ আনিয়া ভক্তগণের গলায় পরাইয়া দিলেন। প্রসাদ-মালা পাইয়া ভক্তগণ আনন্দিত মনে পুনরায় সার্ব্বভৌম-গৃহে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তগণ আসিয়া দেখেন, মহাপ্রভু সেইরূপ অবস্থায় আছেন, বিন্দুমাত্রও বাহ্য-ভাব প্রকাশিত হয় নাই। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পাদ-মূলে বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ কৃষ্ণধ্বনি করিতেছেন।

ভক্তগণ সমস্বরে উচ্চ করিয়া নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহ্য-দশা দেখা দিল। প্রভু হুঙ্কার করিয়া 'হরি হরি' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম আনন্দে প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। প্রভু স্থির হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—'আমার আজ কি হইয়াছিল?' নিত্যানন্দ প্রভু বলিতে লাগিলেন,—"তুমি জগন্নাথ দেখিবামাত্র প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে; দৈবাৎ সার্ব্বভৌম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তোমাকে ধরাধরি করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া আসিয়াছেন। তিন প্রহরকাল যাবৎ তোমার একেবারে বাহ্য-দশা ছিল না। এই দেখ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তোমাকে নমস্কার করিতেছেন।"

প্রভু সম্ভ্রমে সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—জগন্নাথ বড় কৃপাময়; তাই আমাকে সার্ব্বভৌমের গৃহে আনিয়াছেন। আমি নীলাচলে কিরূপে তোমার সঙ্গ পাইব, তজ্জন্য চিন্তিত ছিলাম। আর আমার আজিকার ঘটনা শ্রবণ কর,—

"জগন্নাথ দেখি চিত্তে হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ-মাঝে তুলি আপনার॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥"

প্রভু আরও বলিলেন,—আজ হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বাহিরে গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়াই জগন্নাথ দর্শন করিব, আর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব না। ভাগ্যে আমি জগন্নাথকে স্পর্শ করি নাই, তাহা হইলে আজ মহাবিপদ উপস্থিত হইত। নিত্যানন্দ বলিলেন,—এখন এসব কথাবার্ত্তা রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্নান কর, আর বেলা নাই। প্রভু বলিলেন,—নিত্যানন্দ! তুমি আমাকে রক্ষা করিবে, আমি এ দেহ তোমার কাছে সমর্পণ করিলাম। এদিকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন,—প্রভো! শীঘ্র স্নান করিয়া আসুন; আজ এই দীনের গৃহে কিছু মহাপ্রসাদান্ন ভিক্ষা দিবার অভিলাষ করিয়াছে।

মহাপ্রভু শীঘ্রই সমুদ্র-স্নান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ দেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদ আনয়ন করাইয়া স্বর্ণ-থালাতে নিজ হস্তে সেই প্রসাদ পরিবেশন করিলেন। প্রসাদের বন্দনা করিয়া প্রভু ভক্তগণের সহিত প্রসাদ-সম্মান করিতে বসিলেন। প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন—

"—বিস্তর লাফ্রা মোরে দেহ
পিঠা-পানা-ছানা-বড়া তোমরা সব লহ॥"

মহাপ্রভু এই উক্তিচ্ছলে সাধকজীবগণকে শিক্ষা দিলেন, যেন মহাপ্রসাদ গ্রহণের ছলে কেহ তাঁহাতে ভোগবুদ্ধি করিয়া না বসেন। যাঁর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলেও মহাপ্রভু পরিব্রাজকাবস্থায় এই নীলাচলেই সাধক জীবকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন—

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি
ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

মহাপ্রসাদ সেবা-বস্তু—তাহা আমাদের ভোগ্য-বস্তু নহে। আমরা মহাপ্রসাদের কাছে নিষ্কপটে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিব,—হে মহাপ্রসাদ! আপনি বৈকুণ্ঠ-বস্তু; আপনি আমার প্রভু; আপনি আমার জিহ্বা-লাম্পট্য,—আমার যাবতীয় প্রাকৃত-ক্ষুণ্ণিবৃত্তি-তৃষ্ণাদির বিদূরিত করিয়া অপ্রাকৃত সেবারসে আমার রুচি জন্মাইবার জন্যই কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গুরু-বস্তু ঈশ্বর বস্তুতে যে ভোগ বুদ্ধি করে, সে বঞ্চিত হয়; আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনাতে যেন আমার প্রাকৃত-সামান্য—বুদ্ধি না হয়, চিন্ময় মহাপ্রসাদকে যেন আমি 'ভাত ডাল' জ্ঞান করিয়া ভোগে লিপ্ত না হই। আমি আমার অধিকার উপযোগী আপনাকে গ্রহণ করিয়া যেন প্রাকৃত-জয় ও কৃষ্ণসেবার উপযোগিতা লাভ করিতে পারি।

মহাপ্রভু আজ সাধক-জীবকে মহাপ্রসাদে ভোগ-বুদ্ধি হইতে সতর্ক করিবার জন্য এই রূপ লীলা দেখাইলেন। সার্ব্বভৌম কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—প্রভো! আজ কৃপাপূর্ব্বক সকল প্রকার মহাপ্রসাদই আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। জগন্নাথদেব কিরূপ ভোজন করিয়াছেন,—এই সকল উপকরণ-ভোগে তাঁহার কিরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইয়াছে, মহাপ্রসাদ আস্বাদ করিয়া তাহা অনুভব করুন। ইহা বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে পিঠা-পানা-ছানা-বড়া মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহু প্রকারের বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করাইলেন।

পাঠক! এখানে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তিটী লক্ষ্য করুন,—

"জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥"

অনর্থযুক্ত বিষয়ী বা সাধক, আর অনর্থমুক্ত সিদ্ধ-বৈষ্ণব বা পরমহংসের আচরণ বাহ্য দৃষ্টিতে এক হইলেও তাঁহাদের অন্তর্নিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে। যাহারা মৎসরতা বশতঃ সাধক সিদ্ধকে সমশ্রেণীতে গণনা করে, তাহারা কখনও আত্মকল্যাণ লাভ করিতে পারে না। অনর্থমুক্ত পুরুষ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হন, মহাপ্রসাদ তাঁহার নিকট নিজ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জাগাইয়া না দিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের স্মৃতিই জাগাইয়া দেন। তিনি বিচিত্র প্রসাদ সেবা করিতে করিতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ অনুভব করিতে থাকেন। তাহাতে নিজের কোন ভোগ-স্পৃহা থাকে না, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে প্রসাদ আস্বাদন করেন। প্রসাদ তাঁহার নিকট উদ্দীপন-বিভাবের কার্য্য করে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম জাগাইয়া দেয়। মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুভব করিবার জন্য গোপীনাথের ক্ষীর আস্বাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু মৎসর ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে না; তাহারা মনে করে, মুক্তকুলও বুঝি আমাদের ন্যায় জিহ্বা-লম্পট। মাধবেন্দ্রপুরী-পরিত্যক্ত নিয়মানুসারী রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর গৃহ হইতে পিপীলিকাশ্রেণী নির্গত হইতেছে, দেখিয়া মহাপ্রভু অধিক পরিমাণে মিষ্টদ্রব্য ভোজন করেন—পরনিন্দা করিয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এরূপ বিচার করেন নাই,—তিনি মহাপ্রভুকে অনর্থমুক্ত মহাজীব বিবেচনা করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘ, কোন সময় মহাপ্রভুকে সার্ব্বভৌমের গৃহে বিবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টাদি উপকরণ সমন্বিত প্রসাদ ভোজন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে পরম লোভী স্থির করিয়াছিলেন। আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিকও তাঁহাদের সাহিত্যগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'মহোৎসব পাণাবাদির আধিক্যে নানারূপ বিলাস-বুদ্ধির উদ্রেক হয়।' মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিয়া তৎস্থল পূরণ করিতে প্রয়াসী বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষ্টান্ন ও উপাদেয় শাকসব্জী দ্বারা বাঙ্গালীর আহারীয় সামগ্রীর তালিকা খুব প্রশংসনীয়ভাবে বাড়াইয়া ফেলেন। পাঠক, বৈষ্ণবসম্প্রদায়-যুক্তের খাদ্য তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিবেন।' এই সকল বিচারকের প্রতি মহাপ্রভু স্বীয় লীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধক ও সিদ্ধকে, জীব ও ভগবানকে সম শ্রেণীতে গণনা করিবার ফলেই আমাদের চিত্তে এই সকল অপরাধময়ী দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। আমরা মহাভাগবতগণের আচরণের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আচরণদ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, অনর্থমুক্ত পুরুষগণ যে কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য-পরতাই সাধিত হয়। তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়গ্রহণে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অতএব মহাভাগবত ও বৈষ্ণবগণকে ভোগী বা বিলাসী মনে করিয়া কাহারও ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং স্ব স্ব নরকের পথ প্রশস্ত করা উচিত নহে। তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করাই উচিত। ইহাতেই জীবের মঙ্গল।

মহাপ্রভু অন্যদিকে নিজ আচরণের দ্বারা জানাইলেন যে, পিঠা-পানা-ছানা-বড়া প্রভৃতি "মহাপ্রসাদ" গ্রহণে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা নাই। তাহার যোগ্যতা অনুসারে লাফ্রা ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ মাত্র গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা উচিত। কারণ পিঠা-পানা-ছানা-বড়া প্রভৃতি গ্রহণ করিবার ছলে অনর্থযুক্ত পুরুষের প্রসাদে ভোগ-বুদ্ধিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহা গ্রহণ করিয়া অনর্থমুক্ত বৈষ্ণবের কৃষ্ণ-প্রীতিরই উদয় হইবে। আজ কৃষ্ণের ব্যঞ্জনার কিরূপ তৃপ্তি হইয়াছে—কৃষ্ণের বড় সুখ হইয়াছে, এই স্মৃতি পরিপূর্ণরূপে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ-প্রেমসাগরে ভাসাইতে থাকিবে। কৃষ্ণের ভোগে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণে আনন্দ উপলব্ধি করা—কৃষ্ণের সুখে সুখী হওয়ার নামই কৃষ্ণপ্রেম। আর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ইচ্ছার নামই—কাম।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে [illegible] অধ্যাপকের [illegible] সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থীগণ আবেদন করুন

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। [illegible]বেদান্তাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]শাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। [illegible]।

[illegible], বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
[illegible] হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

২০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া তৎপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
[illegible], গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
[illegible] পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণ (চতুর্থ সংস্করণ)	৮০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-নিদর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	২্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	[illegible], প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও [illegible]	৴০
৭।	[illegible] (সপ্তম সংস্করণ)	।১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়	৸০
৯।	[illegible]	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮্ / ৩৷০
১২।	[illegible]	২্
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধান্ত [illegible], চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২্
১৪।	[illegible]	৷৷০
১৫।	[illegible]	।০
১৬।	[illegible]	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	[illegible]	২্

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। [illegible] পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1. Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

নীলাচলে মহাপ্রভু

শ্রীনীলাচল ও শ্রীনীলাচলোৎসবের কথা স্মরণ হইলে গৌরভক্তগণের হৃদয়ে কতই না আনন্দের লহরী খেলিতে থাকে,—এ আনন্দ জগতের সম্ভোগানন্দ নহে—এ আনন্দ কোটী ব্রহ্মানন্দধিক্কারকারী অপ্রাকৃত বিরহ-ব্যথা-জনিত গাঢ় সেবানন্দ। এ বিরহ ব্যথা নিখিল আনন্দের মস্তকোপরি বারংবার নৃত্য করে—ইহা—বিরহে মিলনানন্দ—এ আনন্দের অধিকারী একমাত্র গৌরভক্ত ও গৌরভক্তের ভক্তগণ। অপরে এ আনন্দ কোন দিন পান নাই—পাইবেন না—একথা "দরদী" ছাড়া অপরে বুঝিবে না। নীলাচল-মহোৎসব সেই অপ্রাকৃত আনন্দেরই উদ্দীপনবিভাব। নীলাচলের কথা মনে হইলে সঙ্গে সঙ্গে গৌরভক্তগণের কত কথাই না মনে পড়িয়া যায়। কৃষ্ণানুসন্ধান-অভিসারের স্মৃতিটী যেন নীলাচলের সহিত ওতপ্রোতভাবে 'মাখাচোখা' হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বলোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর যে দিন মাঘ মাসের দারুণ শীতে—যে সময় সম্ভোগবাদী জীব স্রক্-চন্দন-বনিতা-ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া এক একটী "ছোট খাট কৃষ্ণ" সাজিয়া বসে, সেই সময় ঘরের পরমাসুন্দরী ভার্য্যা, গর্ভধারিণী জননী, কত সাধের সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা জগতের শিরোমণি জন্মভূমি, কত আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব, কত লোক-প্রিয়তা, স্নেহ-ভালবাসা, কত পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি সব ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের অনুসন্ধান-অভিসারে যাইবার জন্য ভিক্ষুকের বেশগ্রহণের লীলা দেখাইলেন—খরতর-স্রোতা কুলুকুলু-নাদিনী তরঙ্গিনী যেমন সাগরের অনুসন্ধানে উধাও হইয়া চলে, কোন বাধা-বিপত্তি মানে না, সেইভাবে অবন্তীনগরে ত্রিদণ্ডীভিক্ষুর গাথা গান করিতে করিতে দিগ্-বিদিক দিবা-রাত্রি জ্ঞানহারা হইয়া আমার প্রভুর প্রভু প্রেমোন্মাদে বৃন্দাবনের পথে চলিতে লাগিলেন—নয়নে অবিশ্রান্ত-দর দর লোর—শ্রীমুখে মুহুর্মুহুঃ 'কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ' ধ্বনি, ঊর্দ্ধে ভুজ-বাহু প্রসারিত, যেন প্রভু কত আকুল-প্রত্যাশায় দুই হস্তে বিরহ-সাগরে সাঁতার দিতেছেন—কতক্ষণে অকূল-পাথারের কূল পাইবেন। কূল যে আর মিলে না। প্রভু যতই আগুয়ান হন, ততই সাগরের প্রসারতা বাড়িয়া যায়। এইরূপ দিব্যোন্মাদ-লীলা প্রকাশ করিয়া প্রভু বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন। আজ তিন দিবস যাবৎ উন্মত্তভাবে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন; প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই, কেবল সর্ব্বত্র সম্ভোগ-বিগ্রহ-কৃষ্ণের ভোগ-ভূমিকার উদ্দীপনা। প্রভু আমাদের ন্যায় পামর জীবকে জানাইতেছেন, হরিভজনকারীর এইরূপ অবস্থা হয়, তিনি আপনহারা হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণের ভোগ অনুসন্ধান করেন, বিশ্বময় অদ্বিতীয় কামদেবের কামযজ্ঞের ইন্ধন উপকরণ দেখিতে পান, সমগ্র বিশ্বের সব দিয়া তাঁহার কৃষ্ণসেবার ইচ্ছা হয়। এইভাবে উন্মত্ত প্রভু কখনও পথে গো-চারণকারী রাখাল-বালকগণকে—গোপবালকগণকে দেখিয়া অধিকতর কৃষ্ণ প্রেমে উদ্দীপ্ত হইতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে 'হরি হরি' ধ্বনি করিতেছেন। অধিক হইতে অধিকতর কৃষ্ণবিরহ-পিপাসাতুর হইয়া কর্ণাঞ্জলি দ্বারা বালকগণের মুখে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের নামামৃত পান করিয়া একটু প্রাণ জুড়াইবার জন্য লালায়িত হইতেছেন, গোপবালকগণের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন, কৃষ্ণান্বেষণ-অভিসারের পথিক বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি গৌরহরি বালকগণকে পুনঃ বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পথ ত' আর ফুরায় না। 'কৃষ্ণ কোথায়,' 'বৃন্দাবন আর কতদূর' প্রভুর শ্রীমুখে কেবল এই জিজ্ঞাসা। নিতাই গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিবার জন্য বালকগণকে শিখাইয়া দিয়াছেন; নিতাইর উদ্দেশ্য আছে, প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবেন। প্রভু গঙ্গাকে 'যমুনা' মনে করিয়া স্তব করিতেছেন। নিতাই প্রভুকে ভুলাইয়া অদ্বৈত আচার্য্যের মন্দিরে লইয়া আসিলেন। সেখানেও প্রভুর সেই ভাব সেই উন্মাদনা—প্রেমের উৎকণ্ঠা। সর্ব্বজ্ঞ-অদ্বৈতাচার্য্য অভিনন্দন-গীতি গাহিলেন,—

"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

কিন্তু এই সম্ভোগরসগীতিতে কৃষ্ণানুসন্ধান-অভিসারের পথিকের চিত্তে কৃষ্ণের সঙ্গ অভাবে বিরহ-ব্যথা আরও বাড়িয়া গেল। মুকুন্দ তখন প্রভুর ভাবানুযায়ী গীত গাহিতে লাগিলেন—

"রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাই॥"

গান শুনিতেই প্রভুর অশ্রু-কম্প-পুলক অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল; ভাব-দৈন্যের সহিত প্রভুর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এদিকে নবদ্বীপের ভক্তগণের সহিত শচীমাতা শান্তিপুরে আচার্য্য-গৃহে আসিলেন। কৃষ্ণান্বেষণ-লীলাকারী প্রভুর ভাবোন্মাদ-চন্দ্রিকা-দর্শনে শচীমাতার শুদ্ধ-বাৎসল্য-রসসিন্ধু আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। "এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনকারী প্রভু বিপ্রলম্ভ রসপুষ্টি কৃষ্ণান্বেষণ-লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য একটী কৌশল খেলিলেন। একান্ত গৌরগতপ্রাণ নবদ্বীপ-বাসী ও শুদ্ধবাৎসল্য-রসরসিকা শচীদেবীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন,—

"তোমা সব না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥"

অপরদিকে সাধক জীবকুলকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলেন—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্ম-স্থানে রহে কুটুম্ব লঞা॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ যা'তে রহে দুই ধর্ম্ম॥"

প্রভুর এই বাক্যে কেহ যেন মনে না করেন যে, প্রভু কেবল লোক-নিন্দা-ভয়ে বাহ্যে সন্ন্যাসীর আচার রক্ষা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অন্তরে কপটতা করিয়া জননী-জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তির আদর্শই প্রদর্শন করিয়াছেন। "**যাঁতে রহে দুই ধর্ম্ম**"—এই বাক্যে অন্তরে ভোগ ও বাহ্যে ত্যাগ বা "দুই নৌকায় পা' দেওয়া" নীতি বা কপটতার আদর্শই দেখাইয়াছেন। এ সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া অনেকেই বঞ্চিত হন। প্রভু সাধক জীব নহেন; বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী শচীমাতার প্রতি প্রভুর আসক্তি, কিংবা নবধা-ভক্তিস্বরূপা নীলাম্বরকন্যা শ্রীনবদ্বীপ-পুরীর প্রতি প্রভুর আসক্তি অথবা নবদ্বীপবাসি ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রভুর প্রীতি—স্বীয় পারকল-বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রীতিরই উদাহরণ। ক্ষুদ্র জীবের জননী, জন্মভূমি বা স্বদেশবাসীর প্রতি আসক্তি তাহার ভগবদ্বিমুখতাময়ী বদ্ধ দশা মাত্র।

আজ শচীমাতা কি আদর্শ দেখাইলেন? প্রভুর সুখেই শচীমাতার সুখ; তাই শচীমাতা পুত্রের সুখের জন্য প্রভুকে নীলাচলে অবস্থানের অনুমোদন করিলেন—

"আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণে।
তাঁর যেই সুখ তাহা নিজ সুখ মানে॥"

অহো! কি শুদ্ধপ্রাকৃতবাৎসল্য-প্রেমের আদর্শ! এরূপ কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যের নামই 'প্রেম'।

প্রভুও "এক কার্য্যে, কার্য্য পাঁচ সাত" করিলেন। জগতে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন—'বাস্তব' হওয়া সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে, জানাইলেন—ভগবানের ভক্তের প্রতি শুদ্ধ-প্রীতি ভক্তের ভগবানের প্রতি প্রীতি—শুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেম ও তাহার বিকৃত প্রতিফলনরূপ ইহ জগতের পুত্রাসক্তি বা মাতৃ-পিতার প্রতি আসক্তির ভেদ প্রচার করিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকেই বা প্রভু কি শিক্ষা দিলেন? আজ নিজে যে লীলা প্রদর্শন করিতেছেন—সেই কৃষ্ণান্বেষণ; তাই প্রভু নবদ্বীপবাসি-গণকে বলিলেন—

"তুমি সব লোক—মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগো—মোরে দেহ তুমি সব॥
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন॥"

প্রভু নবদ্বীপবাসিগণকে কৃষ্ণান্বেষণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ শিক্ষা দিলেন, জানাইলেন যে 'আত্মনিবেদন' ব্যতীত কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে অধিকার হয় না। সর্ব্বস্বনিবেদনকারী—গৃহেই থাকুন, আর বনেই থাকুন—তাঁহার সর্ব্বত্র কৃষ্ণভজন সম্ভব। তাই প্রভু 'প্রকৃত-বান্ধব', 'প্রকৃত গুরু, জননী-জন্মভূমির প্রকৃত সেবকের আদর্শ শিক্ষা দিলেন—সকলকে "সদা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ আরাধন" এই কথায় "কৃষ্ণান্বেষণ" করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং আদর্শ-কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা আবিষ্কার করিবার জন্য সকলের নিকট হইতে নীলাচল গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রভুর নীলাচল-গমনে দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া হরিদাস কাঁদিয়া বলিলেন, প্রভো! তুমিত নীলাচলে যাইবে, আমার কি গতি হইবে? হরিদাসের দৈন্য দেখিয়া প্রভু বলিলেন,—হরিদাস, তুমি চিন্তা করিও না, আমি তোমাকে পুরুষোত্তম লইয়া যাইব—প্রভু হরিনামের স্বরূপ-সমাধিকে স্বীকার দিয়া অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে পুরীতে লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

মহান্ত গুরুতত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যদেবের অবিসংবাদিত শিক্ষায় যাঁহারা পারঙ্গত হইয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষকতার পরিভাষায় আমরা 'চৈত্যগুরু' ও "মহান্তগুরু" শব্দদ্বয় দেখিতে পাই। ভগবান্ প্রত্যেক জীবহৃদয়ে চৈত্যগুরুরূপে অন্তর্যামিপুরুষ জীবের সদসৎ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করেন, তাদৃশ প্রযোজক-কর্ত্তৃত্ব চৈত্যগুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। চৈত্যগুরু মহান্তগুরুর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এতদ্ব্যতীত মহান্তগুরুর সেবকসম্প্রদায় গুরু-প্রেষণে গুরুর কার্য্য করেন।

শাস্ত্রকীর্ত্তনকারী, শাস্ত্রব্যাখ্যাকারী, শাস্ত্রীয় শাসনানুমোদিত অনুষ্ঠানকারী

ব্যক্তি অনর্থযুক্ত, প্রাকৃত, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চঞ্চল চিত্তে স্থিরপ্রতি বিধান করিয়া থাকেন। তাদৃশ শিক্ষাগুরু দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুপ্রাপ্তির পূর্ব্বে সাহায্য করেন বলিয়া তাঁহাকে 'বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু' নামে অভিহিত করা হয়।

শাস্ত্র শ্রবণ, সাধুমুখে কথা কীর্ত্তনে অনুগমন প্রভৃতি ... ফলে জীব আপনাকে ভগবানের সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এখনেও চৈত্ত্যগুরু জীবকে ... নির্দেশে শ্রোতপথের উপদেশ প্রেরণ করেন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত বর্ত্ম প্রদর্শক, মন্ত্রদীক্ষক এবং মহান্তশিক্ষাগুরুগণের পাদপদ্মে ... লাভ করিবার কোন প্রকারই সম্ভাবনা হয় না। কপটতাশূন্য প্রকৃত উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগণ চৈত্ত্যগুরুর নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে পারেন না। যে কালে জীবের হৃদয়ে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ কৈতব প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তৎকালে চৈত্ত্যগুরু জীবকে কুযোগিবঞ্চনাত্মক বিবেকানন্দ করান। কিন্তু ভক্তিবিবেকের মহিমা লাভের যোগ্যতা হইলে চৈত্ত্যগুরু কৃপা করিয়া অমায়ায় বৈষ্ণবমহান্ত দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুগণের প্রতি বিশ্বাস লাভ করিবার প্রসাদ প্রদান করেন।

মহান্তগুরু আদিশিক্ষাগুরুরূপে জীবের ত্রিগুণ-তাড়িত অন্ধকার শোধনকার্য্যে যত্ন করিয়া থাকেন এবং সেই যত্নের ফলে জীব মন্ত্রদীক্ষাগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। বলা বাহুল্য, শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠলীলাময় হইয়াও ইহজগতে অবতরণ করেন, তাদৃশ অবতরণের অনন্যলক্ষ্য—ভগবদ্ভক্তি। তিনি নিমজ্জমান প্রাণিগণকে উদ্ধার করিতে গিয়া কোনদিনই ভগবানের সেবা পরিহার পূর্ব্বক আত্মবলিদানে প্রস্তুত হন না। কিন্তু তাদৃশ অভিনয় দেখাইতে গিয়া আপনাকে যে মঙ্গলবুদ্ধিতে বিপন্ন করিবার লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে ভগবৎ-সেবাবিহার না জানিয়া নিজ তুলনীয় অপ-কল্পনায়, আমাদেরই ন্যায় জীববিশেষ বঞ্চনা-বেশ করণার অনুষ্ঠানে গুরুপাদপদ্ম সেবা-বিমুখ হইয়া পড়ি।

গৌড়দেশে কুলগুরু-প্রথা বর্ত্তমান। ভক্তি বা ভক্তগণের ... আদৃত হয় না। যাঁহারা সৎসঙ্গ আদর করিবার ... লাভ করেন নাই, তাঁহারা চৈত্ত্যগুরুর ... বিমুখ হইয়া ভক্তগণের অনাদর করেন। ... অহঙ্কারের ... গুরু হইবার ... প্রদর্শনেও ... না।

লৌকিক কুলেই গুরু হইতে পারে না। ... গৌরপল্লীই গুরু হইতে পারেন। ভক্তের আম্নায়-পারম্পর্য্যের সূত্র কাটাইবার জন্য ... তর্ক-পন্থার উদ্ভব হয়। আম্নায়-গুরুপারম্পর্য্য সেরূপ নহে, তাহার মূল আছে। তর্ক-পন্থা অপ্রোথিত-মূল ভাসমান শৈবালের ন্যায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া সাময়িকভাবে চেতনস্রোত রুদ্ধ করিতে পারে।

চৈত্ত্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরু নির্দ্দিষ্ট হন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা—দ্বিবিধা। সেই দুই প্রকার কৃপাফলে কেহ বা আধ্যক্ষিক, কেহ বা অধোক্ষজসেবক। যাঁহারা জড়ে প্রোথিত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণই জীবের একমাত্র আরাধ্য চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নামই 'অক্ষজ-জ্ঞানী'। ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রযোজক-কর্ত্তার নিয়মনপ্রভাবে সৎকর্ম্ম প্রবৃত্তির আদর দেখা যায়। সেইকালে তিনি কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন। "আমি কর্ত্তা"—এই অভিমানে প্রকৃতির ত্রিবিধ-গুণে অমুষ্ঠিত ক্রিয়াকে স্বায়ত্ত করিবার বাসনায় অহঙ্কার-বিমূঢ়তাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক প্রেয়ঃপথের পথিক হন। আবার শ্রেয়ঃপন্থায় বিভিন্ন তারতম্য বিচারে কতকগুলি আপাত প্রেয়োবিচারকেই শ্রেয়োরূপে পরিদর্শন করে। উহাই চৈত্ত্যগুরুর মায়াবিস্তারকৃত কপট কৃপা। যাঁহারা মুণ্ডক শ্রুতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, প্রযোজক-কর্ত্তা প্রযোজক কর্তৃস্থানে অবস্থান করিলে তাঁহার শ্রেয়োলাভ ঘটে, আর প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি সেবাবিমুখ হইলেই জীব প্রযোজ্যকর্তৃত্বে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি উদাসীন হন এবং তাদৃশ ঔদাসীন্য তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করে।

দিব্যজ্ঞানদাতা মহান্তগুরু অনেক নহেন। যেহেতু তিনি **অদ্বয়জ্ঞানের প্রিয়তম সেবক**। অদ্বয়জ্ঞানের সেবকসূত্রে তাঁহার সেবিতব্য বিষয়ে বহুত্ব না থাকায় তিনিও অসমোর্দ্ধ, তিনি বিষয়-জাতীয় অসমোর্দ্ধ না হইলেও আশ্রয়জাতীয় অসমোর্দ্ধের লীলাপ্রদর্শনকারী।

শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরুর বাস্তব জ্ঞানলব্ধ শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার অনুকূল শিক্ষা দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগ-বিচারকে নিয়মিত করে। এই জন্য শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও অদ্বয়জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার অকৃত্রিম বন্ধু। দিব্যজ্ঞান লাভে জীবের স্বরূপ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধিত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহজগতে ও পরজগতে যে প্রকার হরি-সেবা করিতে হইবে, তাহার উপদেশকগণের নামই 'শিক্ষাগুরুবর্গ'। এই সেনাবাহিনীর অগ্রগামী বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু শিক্ষাগুরুরই প্রাগ্‌ভাব। মধ্যে দীক্ষাদাতা মহান্তগুরু অবস্থান করেন।

ভগবানের জীবে দয়া-ধারার প্রসাদ-বিতরণকারীরূপে শ্রীগুরুতত্ত্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন। যাঁহারা জ্ঞানের বিচারে রিক্ত, কর্ম্মফলে আবদ্ধ, যথেচ্ছাচারিতার স্রোতে প্রবহমান, সেইসকল ব্যক্তির সদ্বুদ্ধি প্রদান ও জীবমাত্রকেই কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর করিবার উদ্দেশে শ্রীগুরুদেবের ইহ জগতে আগমন। তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে সংসারের বিষয়সকল গ্রহণ করিয়াও সকল বিষয়ের বাহ্য-ভোগধারণা অপসারণপূর্ব্বক জীবকুলকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন, তাহাতে তাঁহাকে বিষয়াসক্ত জড়াভিনিবিষ্ট প্রবৃত্ত জনগণ বিষয়বিরক্ত বলিয়া ঘৃণা করেন। আবার তদপেক্ষা মূঢ় মৎসর জনগণ হিংসাপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের নিষ্কপটী চেষ্টাকে তাহাদেরই ন্যায় বিষয়চেষ্টার অন্যতম জ্ঞানে তাঁহার সেবাবিমুখ হন। এস্থানে চৈত্ত্যগুরু তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রেয়ঃপথের অনুমোদন করিয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বিষয়-চতুষ্টয়ে 'প্রয়োজন' বোধ করেন। সেকালে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং নিজবুদ্ধি ভজন ও ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভগবান্ চৈত্ত্যগুরুরূপে যাঁহার অকপট মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তকে মহান্তগুরুরূপে নির্দ্দেশ করিবার সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভক্তের ন্যায় বিজ্ঞ পরবিদ্যাপারঙ্গত, মহত্তম, সজ্জন কুলমান্য অন্য কেহই নাই। ভগবদনুগ্রহক্রমে জীব মহান্ত মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-নখ-শোভা দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন।

একগুরুবাদিগণ একমাত্র মোহন্তদ্বয়কেই জগদ্গুরুর প্রতিষ্ঠা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রিত অকৃত্রিম গুরুবর্গকে 'মহান্তগুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। তাঁহারা বলেন—"মহান্তগুরুনামেরই দোষযুক্ত হইবার নিশ্চয়তা থাকায় গুরু ব্যতীত অপর কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না।" শ্রীদেব প্রকৃত অনুগামী দ্বাদশ জন শিষ্য অথবা কালে কালে উদিত তাঁহাদেরই বিশুদ্ধ অনুগত জনগণ জগদ্গুরু হইতে পারেন না—তাঁহাদের এইরূপ গুরুবাদের বিচার অথবা একজন্মবাদের বিচার পথে সংশ্লিষ্ট হইবার আশঙ্কার কারণ হইয়াছে মাত্র। নানাবিধ পাপপরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয় বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন একগুরু-মতের উদ্দেশ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নানাবিধ পাপে কলুষিত-প্রাণিত এবং তাঁহাদিগের অধস্তন গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা মহান্তগুরুর-পারমার্থিকতা ও প্রপন্নাবতরণ বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধফলে তাঁহাদের বিচারে "জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি" প্রভৃতি পারমার্থিক অজ্ঞতা উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা মহান্তগুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা জানেন, চৈত্ত্যগুরু কোন কোন স্থলে সয়তানী করিয়া থাকেন। এস্থলে ভগবান্ অপেক্ষা সয়তানের অধিক সামর্থ্য কল্পনারূপ অপরাধ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। এক-জগদ্গুরুবাদে কখনই এরূপ সঙ্কীর্ণ শিক্ষা প্রদত্ত হয় না। সিমাইটগণের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই অংশকামূলে একগুরুবাদ, একজন্মবাদ প্রভৃতি মতবাদের যে সকল প্রস্তাব পরমার্থের বাধা দিয়াছে, তাহা অপসারিত হওয়া আবশ্যক। সিমাইটগণের বিচার বলিতে অসুরবর্গ, টাপওগিনস্, ব্যাবিলিনিয়নস্, হিব্রু, ফিনিসিয়নস্, ইরাণী প্রভৃতি জাতিসমূহের পুঞ্জীভূত বিচার।

সেমেটিক চিন্তাস্রোত জড়সাকারবাদ নিরসনপূর্ব্বক চিৎসাকারবাদ সংস্থাপন না করায় জড়নিরাকারবাদ তাঁহাদের শেমুষী বুদ্ধিকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। জড় নিরাকারবাদী জড়সাকারবাদীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যে তুমুল সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্ত মহান্তগুরুবর্গদ্বারা সেই বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। পৌত্তলিকবাদ ও অদ্বয়ান্তরবাদের অকর্ম্মণ্যতার বিচার তাঁহাদিগের আনুষ্ঠানিক সেবাপদ্ধতিতে গুপ্তভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও শিক্ষাগুরুর অভাবে অনেকস্থলে মহান্তগুরু প্রদত্ত অদ্বয়জ্ঞানও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।

কপটতা দরিদ্রতার মূল

বৈরাগিদলের কপটতার সীমা নাই। তাহারা নিজের প্রয়োজন মত কতকগুলি কথা গোপন করে ও কতকগুলি মিথ্যা কথার আবরণে নিজ পক্ষ সমর্থন করে। জড়বস্তুতে আসক্ত হইয়া ভোগীর স্থান অধিকার করে। আর বাহিরে নিজের কৃত্রিম বৈরাগ্য দেখাইয়া লোকের নিকট অবৈধ সম্মান আশা করে। শুদ্ধভক্ত এইরূপ ঘৃণ্য কপটতাকে অন্তরের সহিত বর্জ্জন করেন। এই কথার নমুনা আমরা প্রতি পদে পদে লক্ষ্য করিলেও একটি আধুনিক বিশ্বয়াবহ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। শ্রীধাম মায়াপুরের অবস্থান, ঐতিহ্য, ভূগোল কিম্বদন্তী ও নানাবিধ প্রমাণ-বলে নিরূপিত থাকায় তদ্বিষয়ে কপটতারহিত সজ্জন বুদ্ধিমান জনগণ পরম সন্তোষের সহিত সত্যের অনুমোদন করেন, আবার সেই কথা জানিয়া শুনিয়া স্বার্থান্বেষী কপটদল বিপ্রলিপ্সাবশে কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তি লইয়া ঐ প্রমাণগুলি অস্বীকার করিয়া ঐতিহ্য-ছলনা, চিত্র-ছলনা ও নানাবিধ অপ্রামাণিক কথাকে প্রমাণ বলিয়া স্থাপন করে। অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচারছলনা নিতান্ত কুধর্ম্ম-স্বভাব জন-

গণই করিয়া থাকে—এ কথা তাহাদের একবারও হৃদয়ে উদিত হয় না। অর্থ-সংগ্রহের দুর্বাসনায় অন্ধ জড় হইয়া যখন কামিকুল বিফল-মনোরথ হয়, তখনই তাহারা সজ্জনের বিদ্বেষ ও নিজ নিজ জঘন্য চিত্তবৃত্তি সাধুর স্কন্ধে আরোপ করিতে ত্রুটি করে না। তখন তাহারা প্রেমদাসের কবিতা "সংসারে মজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি, না শুনিলি সাধুর কথা" মুখে উচ্চারণ করিয়াও অসাধু-পথে চলিতে থাকে।

কপট বৈরাগী অপরের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া নিবিঘ্ন জীবন যাপনে করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। তাহারা মনে করে যে, তাহাদের মত দুষ্প্রবৃত্তি লইয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের নিষ্কপট জনগণ পরনারী পোষণে লক্ষ-অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু আবার যখন দেখে যে, নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ পরার্থকে 'পরার্থ' জানিয়া ভগবান্ ও ভক্তের সেবা-কার্য্যেই অর্থ ব্যয়িত করেন, তখন তাঁহাদের নিজ নিজ দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া পর-গঞ্জনা সহনে পরাঙ্মুখ হইয়া পরনিন্দা করিয়া বসে। পরচর্চ্চকের গতি কোন কালেই হইবার নহে, জানিয়াও নিজের কদর্য্য স্বভাব পরস্ব অপহরণকে ধর্ম্ম সংগ্রহের উপায় বলিয়া স্থাপন করে। শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ পরদ্রব্য অপহারীকে উত্তরোত্তর আরও পাপে লিপ্ত করিয়া পরিশেষে সংহার করেন। আমরা শত শত মিথ্যাবাদীর কথায় কর্ণপাত না করিলে, মিথ্যাবাদিগণ আপনা হইতে থামিয়া যায়। অপস্বার্থের খাতিরে এমন দুষ্কার্য্য নাই যে, তাহারা করে না। তজ্জন্য কোন কোন বিজ্ঞ লোক বলেন, মহাভাগবতগণ, নারকীগণের আসুরিক প্রবৃত্তির উপশান্তির জন্য প্রাচীনগণকে বুঝাইয়া দেন না। যাঁহারা অর্থ লোভে আক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের ছলনায় ভাগবত-পাঠী হন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নিজ দাসগণের সহিত তাঁহাদের কাপট্যপূর্ণ অর্থ সংগ্রহের ব্যবসায়কে সম-শ্রেণীস্থ মনে করেন। তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না যে, নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সংগৃহীত অর্থ ও হরিসেবার অর্থে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। পরদারাপহারী বুঝিতে পারেন না যে, অপরের ক্ষতি করিলে তাহার ক্লেশের পরিমাণ নিজ ক্লেশের সহিত সমান; তজ্জন্য তাদৃশ ঘৃণ্য কর্ম্মে উদ্যোগী হওয়া উচিত নহে, একথা তাহাদের মনোমধ্যে গৃহীত হয় না। সেই হেতু ভগবান্ কখনও তাহাদের সেবা গ্রহণ করেন না। তাহারা আপনাদিগকে ভণ্ড সাজাইয়া লোক-বঞ্চনা করে মাত্র। শুদ্ধভক্তগণ কোন পরদারাপহারী, পরধনাপহারী ভক্তবিদ্বেষিজন-গণের সহিত কখনও সম্ভাষণ করেন না, কখনও তাহাদের সহিত উপবেশন করেন না এবং কোনপ্রকারে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না, এই সকল কথা বুঝিয়াও লোকের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে বলিয়া তাহাদিগকে অহঙ্কারী সাজাইবার যত্ন করেন। শুদ্ধভক্তগণ মহাজনের উপদেশ ক্রমে কোন প্রকারে দুঃসঙ্গের প্রশ্রয় দেন না বা যোষিৎসঙ্গি সঙ্গিগণের কোন চেষ্টা মধ্যে থাকেন না একথা বুঝিতে পারিয়াও দুঃসঙ্গরঞ্জনকারিগণের সহিত যোষিৎসঙ্গিগণ আপনাদিগকে সমশ্রেণীতে গণনা করারূপ ছলনা প্রদর্শন করেন। যোষিৎসঙ্গিগণের আবেদন নৈতিক চরিত্র-বিহীন সমাজে আদৃত হইলেও তাহারা কখনই অসতের সহিত সম্ভাষণ বা একযোগে কার্য্য করেন না। যেকাল পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠ ক্ষীণপুণ্য-জনগণ মহাপ্রসাদ, ভগবন্নাম শ্রীভগবদ্ভক্ত প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট না হন, তৎকালা-বধি সেই ক্ষীণপুণ্য-জনগণের সঙ্গ শ্রীচৈতন্যদাসগণ স্বীকার করেন না।

সমদর্শী ভক্তিবিদ্বেষিজনগণের সহিত যে শুদ্ধভক্তগণ মিলিতে পারেন না, এ কথা ভাগবতের পাঠক সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া বিপ্র-লিপ্সাবশে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করিতে অনুরোধ করা বা বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত নহে। শুদ্ধভক্তগণ কখনই এই অন্যায় আবদারের আস্কারা দেন না। ধনের পরিমাণ, অপরা-বিদ্যার পরিমাণ, স্বাস্থ্যের পরিমাণ, বয়সের পরিমাণ, সামাজিক উচ্চপদের পরিমাণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীচৈতন্য-দাসের মাপ হইতে পারেন না। যেমন মূর্খ নিরক্ষর জীব শিক্ষিত ব্যক্তির লেখনীর আদর করিতে জানে না, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়কে সমান পণ্ডিত দেখে; কিন্তু এইরূপ সমন্বয়বাদ হাস্যোদ্দীপক মাত্র।

ভবব্যাধির চিকিৎসা বিস্তার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

এ সংসারের এক নাম 'ভব'। এই ভবে আমরা বাস করিয়া ভববাসী। আমরা প্রায় সকলেই ভবরোগে আক্রান্ত। সেই ভব রোগ কি? আমরা অনেকেই ভব-রোগের তত্ত্ব অবগত নহি। রোগ বা ব্যাধি দেহ-নাশক শত্রু; সেইরূপ দেহে কতকগুলি রিপু রহিয়াছে, তাহারা নিরন্তর স্ব স্ব-ভোগ-প্রাধান্য বিস্তার প্রয়াসী হইয়া কদভ্যাস দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে; এই চিত্তবিক্ষিপ্তাবস্থাই ভবরোগা-ক্রান্ত হওয়া।

আমরা দেহরোগ নিরাময়-প্রয়াসী থাকিয়া কোথায় উপযুক্ত চিকিৎসালয় ও চিকিৎসক পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধান করি এবং খোঁজও যথেষ্ট রাখিয়া থাকি। গ্রামে গ্রামে যাহাতে উপযুক্ত চিকিৎসা-লয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা আয়াস স্বীকার করি, তাহাতে দেহ ব্যাধি নিরাময়ের কারণ যথেষ্ট থাকিলেও রোগোৎপত্তির হেতুও প্রচুর পরিমাণে পোষণ থাকে, অবশ্য ব্যাধি হইলে চিকিৎসা-মন্দিরে চিকিৎসকের প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন ব্যাধি মুক্তির ভরসাও যে নেহাৎ স্বল্প পরিমাণে রাখি, তাহা নহে। কিন্তু চিত্তগুহার অন্তঃ-প্রকোষ্ঠে যে ভবব্যাধি থাকিয়া আমাকে ক্রমেই অসুস্থ-জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, এই মজ্জাগত অন্তঃসার-শূন্য ব্যাধির প্রতি দৃক্‌পাত কোথায়? কেবল খাই দাই, বেড়াই খেলাই ঘুমাই আর একটু উদরান্ন সংস্থাপন করি, তাতেই বেশ আছি।

বলা বাহুল্য দেহ-ব্যাধি-নিবারণী চিকিৎসালয়, চিকিৎসক, চিকিৎসা বিদ্যা-গারের অভাব না থাকিলেও ভবব্যাধি নিবারণী চিকিৎসক, চিকিৎসালয় এবং চিকিৎসা-বিদ্যাপীঠের অভাব যথেষ্টই রহিয়াছে। যদিও জগতে ব্যবসাদার-দিগের দুই চারিটা কারখানা ইতস্ততঃ নড়া চড়া করিতে দেখা যায়, তাহা ভব-ব্যাধি সৃষ্টির কারখানাই বলিতে হইবে।

দেহ-ব্যাধির চিকিৎসকগণ ঔষধ নাড়া চাড়া করেন বটে, কিন্তু রোগীর যে ব্যাধি-নিরাময় করেন, তদ্দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার যোগ্যতা তাঁহার যথেষ্টই রহিয়াছে। কারণ তিনি স্বয়ং ব্যাধিমুক্ত নহেন।

ভবব্যাধির চিকিৎসকগণ নিত্যকালের জন্য ভবব্যাধি-মুক্ত। তাঁহারা কোটি কোটি ভবব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে রোগ মুক্ত করিয়াও স্বয়ং সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার যোগ্যতাতীত, সুতরাং জগতে সুদুর্লভ।

ভবব্যাধির চিকিৎসক একমাত্র সর্ব্ব-বেদ-পারঙ্গত, শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেব। তিনি তারকব্রহ্ম "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" নাম-মন্ত্র মহৌষধিদানে মর্ত্ত্যজীবগণকে ভবব্যাধি-মুক্ত করত অমর করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেব শুধু ঔষধই দান করেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রসাদ, মহামহাপ্রসাদরূপ পথ্যও দান করিয়া থাকেন। এদানের তুল্য দান যে আর কোথায় আছে, তাহা এখনও জগতে প্রচারিত হয় নাই। আর হইবেও না।

এই শ্রীগুরুদেবের ভবব্যাধি চিকিৎসা বিস্তারকল্পে প্রত্যেক ভববাসীর মনো-নিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে যাহাতে একটি চিকিৎসা-মন্দির অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার-কেন্দ্র শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপিত হয়, তৎপ্রতি প্রত্যেক আত্মমঙ্গল-কামীর প্রস্তুত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। নতুবা আমরা দেহ-চিকিৎসায় নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়াও ক্রমে মরণের পথেই অগ্রগামী হইব, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সন্দেহ কিসে যায়?

আমরা জড়াধারে বদ্ধ হইয়া নিরন্তর জড়ালয়ে থাকিয়া স্বকীয়ধাম বৈকুণ্ঠ ভুলিয়া জড়জগতে কাম-সেবা-নিপুণতা লাভে জড়াইনা আর অপর কিছুই দেখি না। আমার আত্মা আচ্ছাদিত হইয়া লুপ্তপ্রায় সঙ্কুচিত চেতনাবস্থায় আমি সদাসর্ব্বদা জড়ীয় জ্ঞানেরই দাসে রত। মনে করি কাম-কর্ম্ম-স্বভাব-বশে জড় প্রকৃতি হইতেই সকল উৎপত্তি, জড় প্রকৃতিতেই সকল স্থিতি ও জড় প্রকৃতি-তেই পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুসকল বিলীন হইয়া যায়। আমিই ঐ নিয়মের বাধ্য। তাই বৈষ্ণবাচার্য্য মহাজন আমার এহেন দুর্দ্দশা অপনোদনার্থে গাহি-য়াছেন—

"নাহি দেখ আত্মতত্ত্ব,
ছাড়ি দিলে শুদ্ধসত্ত্ব,
আত্মা হ'তে নিলে অবসর!
আত্মা আছে কিনা আছে,
সন্দেহ তোমার কাছে,
ক্রমে ক্রমে পাইল আদর॥
এইরূপ ক্রমে ক্রমে,
পড়িয়া জড়ের ভ্রমে,
আপনা আপনি হ'লে পর!
এবে কথা রাখ মোর,
নাহি হও আত্ম চোর,
সাধুসঙ্গ কর অতঃপর॥
বৈষ্ণবের কৃপা-বলে,
সন্দেহ যাইবে চলে,
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।
পাবে বৃন্দাবনধাম
সেবিবে শ্রীরাধা শ্যাম,
পুলকাশ্রুময় কলেবর"।

সাধু ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণা-পাটব দোষযুক্ত নহেন; সুতরাং একমাত্র সাধু সঙ্গেই সন্দেহ বিদূরিত হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে।

শ্রীশ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব

আগামী ১২শে আষাঢ় শনিবার দিবস শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্যতম শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ বা স্বরূপগঞ্জ স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে শাস্ত্র পাঠ, নাম-সংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে। ভক্তগণের যোগদান প্রার্থনীয়।

নানা কথা

আবহাওয়া

জেলা নদীয়া সদর মহকুমার অনেক স্থলেই বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। ফসলের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ। ভগবানের কৃপায় মধ্যে মধ্যে এইরূপ বৃষ্টি হইলে ধান্যাদি বেশ ভালই উৎপন্ন হইবে।

সৎকর্ম্মের বাধা

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বামুনপুকুর মৌজাতে একটী হাটবাজার আছে। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের মালিক উক্ত বাজারের স্বত্বাধিকারী হইতেছেন। উক্ত বামুনপুকুর মৌজাতে চাঁদকাজির সমাধি অবস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোক উক্ত বাজারে তরকারি ইত্যাদি বিক্রয় জন্য আসে এবং খরিদ্দারও নিত্য বাজারে উপস্থিত হয়। এই সমস্ত লোক যাহাতে রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে কষ্ট না পায়, সেই জন্য উক্ত বাজারের মালিক ঐ স্থানে একটী স্থায়ী টিনের চালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঐ স্থানের কয়েকজন হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি বাজারের এই প্রকার উন্নতি হওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ নানা প্রকারে উক্ত চালা তৈয়ার-কার্য্যে বাধাদানের চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া পরিশেষে উক্ত চালা দ্বারা রাস্তা অবরোধ হওয়া মিথ্যা উক্তি করিয়া নদীয়ার সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ... চন্দ্র সামন্ত বাহাদুরের নিকট এক দরখাস্ত উপস্থিত করে। গত ২৮শে ... উক্ত দরখাস্ত দাখিল হয়। সাব-ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর দরখাস্ত-... নিযুক্ত অফিসের রিপোর্ট ... সেটেলমেণ্ট নক্সা দৃষ্টে উক্ত ... রাস্তা অবরোধ না হওয়া ... এবং ১৫ই জুলাই মধ্যে ... আদেশ জারি করিয়াছেন। ... সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের ... ম্যাজি... সম্বন্ধে মীমাংসা ... উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ... বিবেচনা ...

এই বর্ষাকালে দুঃস্থ সময়ে উক্ত চালাতে আশ্রয় পাইয়া ... এবং তাঁহারা ... রায় সাহেবের দীর্ঘজীবন জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন।

নীলামের নোটিশ

মুদ্রণ সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা।

নদীয়ার মহামান্য ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ এ, এন, সেন বাহাদুর নদীয়ার সদর সাবডিভিসানের সেল নোটিস "দৈনিক নদীয়া প্রকাশে" ছাপা হইবার আদেশ দিয়াছেন। জজ সাহেব মহোদয়ের এই ন্যায়পরতা ও বদান্যতায় নদীয়া প্রকাশের স্বত্বাধিকারী বিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছেন এবং মাননীয় জজ সাহেব বাহাদুরকে অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রাপ্তপত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত "নদীয়া-প্রকাশ" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকায় সভার এই সংবাদটুকু সত্বর প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

"নবদ্বীপ সাহিত্যরঞ্জনী সভা"

আগামী ১৬ই আষাঢ় রবিবার নবদ্বীপ সাহিত্যরঞ্জনী সভার বাৎসরিক উৎসবোপলক্ষে সাহিত্যরথী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। উক্তদিবসে সাহিত্যামোদিগণ সভায় যোগদান করিয়া সভার শ্রীবর্দ্ধন করিলে সুখী হইব।

সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী

১। "উদ্বোধন সঙ্গীত"—শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী

২। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের—"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতা আবৃত্তি—শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

৩। "স্বাগত" কবিতা—শ্রীযুক্ত বামা দাস দাস।

৪। "বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠ"।

৫। "নবদ্বীপে সাহিত্য-সভার প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বক্তৃতা—"নবদ্বীপ" সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ।

৬। "বাঙ্গলা সাহিত্য"—প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত মনোমোহন প্রসাদ কবিরাজ কাব্যব্যাকরণতীর্থ কাব্যশাস্ত্রী।

৭। "নবদ্বীপের আদর্শ সভা"—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন রায়।

৮। "জীবন-ভারত" ও "প্রীতি-পরিচয়" কবিতা প্রতিযোগিতার ফলঘোষণা।

৯। "বিদায় সঙ্গীত"—শ্রীমান্ রাধাগোপাল রায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—"ভারতীয় সভ্যতায় নবদ্বীপের দান" "জীবের প্রয়োজন কি?" ও "আদর্শ পরিবার" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অতি অল্পসংখ্যক প্রতিযোগিগণ আবেদন করায় আপাততঃ পরীক্ষা স্থগিত রহিল ইতি—

সম্পাদক,—সাহিত্যরঞ্জনীসভা,
নবদ্বীপ

কলিকাতা কর্পোরেশন

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক খালের প্রশ্ন

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক খাল সম্পর্কে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য বঙ্গীয় সরকার কর্পোরেশনকে ট্যাক্সিং ওয়াটারওয়েজ এডভাইসারি কমিটির এক জন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে কি না, গত সোমবারের কর্পোরেশন সভায় সে বিষয় কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই। আগামী জুলাই অথবা আগষ্ট মাসে ট্যাক্সিং কমিটির অধিবেশন হইবে, এরূপ স্থির হইয়াছে। কনসালটিং ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ড্যানেস বাঙ্গালা সরকারের নিকট যে মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার ফলেই এই নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

মিঃ পি, এন, গুহ ট্যাক্সিং কমিটির অধিবেশনে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হউক বলিয়া প্রস্তাব করেন। তিনি গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক খাল কর্ত্তনের সঙ্কল্পের ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালা সরকার উক্ত খাল কর্ত্তনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পারলামেণ্টের সদস্য মিঃ কেলী ও গার্ডেনার কমন্স সভায় এসম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ভারত সরকারের সহিত ভারত সচিবের এসম্বন্ধে পত্র ব্যবহার হয়। বাঙ্গালা সরকার তখন ভারত সরকারকে জানান যে, বাঙ্গালা সরকার এই খালের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। এই সময় ভারত সরকার মিঃ ড্যানেস বাঙ্গালা দেশে আসিয়া এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন ও খাল কর্ত্তন শীঘ্র আরম্ভ করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকারের নিকট এক মন্তব্যলিপি প্রেরণ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা সরকার বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছেন। বাঙ্গালা সরকারের কর্ম্মচারিগণ জনমত অনুযায়ী খাল কর্ত্তনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন আর একদিকে ভারত সরকার উক্ত খালের কার্য্য আরম্ভ করিতে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। এই উভয় সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থিরীকৃত করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার এই সভায় আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সভায় কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রতিনিধি প্রেরণ করা উচিত।

শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই মর্ম্মে এক সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, এই বিষয়টীর বিবেচনাভার ট্যাক্সিং ওয়াটারওয়েজ কমিটীর হাতে না দিয়া একটী স্বতন্ত্র কমিটীর হস্তে অর্পণ করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকারকে বলা হউক। সেই কমিটীতে কর্পোরেশনের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি ও ভারতীয় সদস্যের সংখ্যাধিক্যের ব্যবস্থা যাহাতে হয়, তাহা করিতে বাঙ্গালা সরকারকে বলা হউক। তিনি বলেন যে, ইউরোপীয় বণিকগণের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই খাল কর্ত্তনের সঙ্কল্প হইয়াছে, দেশের অধিবাসিগণের মঙ্গলের জন্য নহে।

এসম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই সভার কার্য্য স্থগিত হয়। সোমবারের কর্পোরেশন সভায় পল্লীস্বাস্থ্য-সমিতিগুলি পরিচালনার মঞ্জুরী প্রদান করা হয় ও তাহাদিগকে বর্ত্তমান নিয়ম-অনুসারে অর্থ প্রদানের কথাও স্থিরীকৃত হয়।

বন্যার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী

নওগাঁও (আসাম) ২৪শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, আসাম নওগাঁওয়ের বন্যা-সাহায্য সমিতির সেক্রেটারী সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন—বন্যার প্রকোপ সামান্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই জেলার বন্যা প্লাবিত স্থান হইতে মানুষ ও গো-মহিষাদির চরম দুর্দ্দশার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনা যাইতেছে। গো-মহিষের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়, মহামারীর প্রকোপ অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি এই অঞ্চলে এক রক্ষা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। যমুনামুখের মিঃ জহরমল আগরওয়ালাকে এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট করা হইয়াছে। গো-মহিষাদির সাহায্যার্থ বিভিন্ন স্থানে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। জহরমল বাবু তাহাদিগের দুর্দ্দশার লাঘব করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি মুক্ত হস্তে চাউল অর্থ ও গো মহিষাদির খাদ্য বিতরণ করিতেছেন।

আরও অর্থের প্রয়োজন

জনসাধারণের দুর্দ্দশার শেষ হইতে এখনও অন্ততঃ একমাস সময় লাগিবে, অনেকে এইরকম আশঙ্কা করিতেছেন। জনসাধারণ সাহায্য কমিটীকে এই সম্পর্কে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য করিলেও অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৬

গৌড়ীয়ের বাণী

'আশ্রয়' শব্দে—শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণ-আশ্রয়। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহাভাগবত পরমহংসই—শ্রীগুরুদেব। তাঁহার পদাশ্রয়-ফলেই জীবের কৃষ্ণভক্তি-লাভ হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের সর্ব্ব প্রথমে লিখিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ"। গুরু-পাদ-পদ্ম-বিমুখের কোন কালে কোথায়ও গতি নাই।

কৃষ্ণ-প্রসাদে গুরু-প্রসাদ ও গুরু-প্রসাদে কৃষ্ণ-প্রসাদ লাভ হয়। সাধারণ জীবের ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতি হইতে কৃষ্ণ-প্রসাদ লাভ ঘটে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সকল জীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—"প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা" প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা দেহধারী জীবমাত্রেরই নিজের ও পরের শ্রেয়ঃ বিধান কর্ত্তব্য। ভগবৎ-সেবাই পরম শ্রেয়ঃ, আর ভগবদ্বিমুখতাই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পরম শ্রেয়ঃ। জীবমাত্রেরই উপরি-উক্ত চারিটি বস্তুর সমস্তগুলি কিম্বা কোন না কোন একটী নিশ্চয়ই আছে। 'প্রাণ' অর্থে—চেতনতা; যেখানে জীবত্ব, সেইখানেই চেতনতা আছে। প্রাণের দ্বারাই ভগবানের মুখ্য সেবা সাধিত হয়। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—"প্রাণ আছে যার, সে হেতু প্রচার"। প্রাণহীনের অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য শুষ্ঠুভাবে ভগবৎসেবা করিতে পারে না, এই জন্য 'প্রাণ' শব্দটী সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব এই প্রাণেরই উদ্বোধন করেন। আমরা যখন ভগবানেরই জীব, তখন আমাদেরও প্রাণ আছে। সুতরাং আমরা শুদ্ধ-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠের নিকট হইতে অধিকার লাভ পূর্ব্বক প্রাণের দ্বারা যে কোন অবস্থায় ভগবানের সেবা করিতে পারি। ইহা আমাদের সকলের পক্ষেই একমাত্র উপদেশ। শ্রীগুরুদেব সেবোন্মুখ আমাদিগকে সেবার প্রকার জানাইয়া দেন।

প্রধান স্মরণীয় কি ?

(শ্রীল প্রভুপাদের ২০।৬।২৯ তারিখের পাঠাবলম্বনে লিখিত

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী)

ভক্তগত-প্রাণ, ভক্ত-মান-বর্দ্ধনানন্দ-হৃদয় শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবগণের কল্মষ-বিনাশ-পূর্ব্বক শ্রেয়ঃ প্রদানার্থ তাঁহার নিত্যপার্ষদ শ্রীরায় রামানন্দকে,

'কাহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ ?'

—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভাগবতোত্তম শ্রীরায় উত্তর করিলেন,—

কৃষ্ণ-নাম গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ ॥

অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকুলের দুঃখে ব্যথিতান্তঃকরণ, মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং অবতারী হইয়াও তাহাদিগকে তাহাদের একমাত্র প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম প্রদানার্থ অবতীর্ণ হইয়া যে কৃষ্ণভজনের কথা জগৎকে বলিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ বস্তু এজগতে কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। তিনিষটী দুজ্ঞেয় হইলে কি প্রকারে তাঁহার সেবা করা যায় ? কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ভজন-প্রণালী আমাদিগকে বলিয়াছেন। ইহ জগতে প্রত্যেকে প্রত্যেককে পরস্পর সেবা করিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবা গ্রহণ করেন, তিনি সেবা করেন না। যে বস্তু সেবা করে, তাহা কখনও কৃষ্ণ-বস্তু নহে।

ভজনের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ লভ্য হয়। তন্নিমিত্ত সর্ব্ব-প্রথম শ্রবণ, তৎপরে উহা কীর্ত্তন, তদনন্তর সেই কীর্ত্তনীয় বস্তু স্মরণ করিতে হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্মরণের নিমিত্ত কীর্ত্তনের প্রয়োজন কি ! উত্তর- যে জিনিষের বিষয় আমরা জানি, তাহা কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ করিতে পারি; কিন্তু অধোক্ষজ বস্তু বিষয়ের কথা আমরা অজ্ঞাত বলিয়া তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ হইতে পারে না। দূরস্থিত-বস্তু কেবল শব্দদ্বারাই জানা সম্ভবপর। যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-গ্রাহ্য তাহা ভগবদ্বস্তু নহে। যে বস্তু আমাদের এই সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানদ্বারা লভ্য নহে, তদ্বিষয়ে জানিতে হইলে বৈষ্ণবের কৃপায় শব্দের সাহায্যে সেই বস্তুর নাম আমরা জানিতে পারি। তাহাই কৃষ্ণনাম বা আকর্ষণকারীর নাম—চিদ্বস্তুর আকর্ষণকারীর নাম (কারণ শ্রীকৃষ্ণ অচিদ্বস্তু আকর্ষণ করেন না)। আমাদের অবিমিশ্র চেতনময়ী কর্ণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে 'অনর্থ' নামক অচিদ্বস্তু দ্বারা আমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, বাক্-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জ শক্তিসমূহ আবৃত থাকায় আমরা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে কিছু জানিতে পারিতেছি না। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্দান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত চর্ব্বণানাম্ ॥ ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥"

আমরা গৃহব্রত। আমাদের রূপ-রস গন্ধ শব্দ-স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ক ইন্দ্রিয়গুলি গৃহাদি কার্য্যে লিপ্ত। 'স্থবির লগুড়' ন্যায়ে বৃদ্ধকালে দৃষ্টি শক্তি হ্রাস হওয়ায় যষ্টি ঠিক ঠিক স্থানে পতিত না হইয়া অন্যস্থানে পতিত হইলে যে প্রকার অসুবিধা হয়, সেই প্রকার চিজ্জ্ঞানের অভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের লক্ষ্য যথাস্থানে না থাকায় আমাদের অসুবিধা হয়, আমাদের কার্য্যে ভ্রান্তি প্রবেশ করে। সুতরাং বিষ্ণুসেবায় ইন্দ্রিয় সমূহ নিযুক্ত না হওয়ায় আমরা নানাবিধ অসুবিধায় পতিত হই। সুতরাং স্বার্থ-গতি বিষ্ণুতে আমাদের ইন্দ্রিয়গতি, নিয়োজিত হওয়া উচিত।

দুরাশা (দুষ্টা আশা) প্রযুক্ত আমাদের ভোগ-প্রবৃত্তির উদয় হয়। যদ্দ্বারা নিজের জন্য ফলভোগ-কামনা করা যায়, তাহাই দুরাশা, তাহাই কর্ম্ম; যদ্দ্বারা সমুদয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়, তাহাই ভক্তি।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারা ভাল কাজও করা যায়, খারাপ কাজও করা যায়। কোনও ছুরিকা দ্বারা আমরা ভগবৎ-সেবার্থ ফলাদি নিবেদনার্থ প্রস্তুত করিয়া উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি, আবার উহা অপরের গলায় বসাইয়া তাহার ও আমার অনিষ্ট সাধনও করিতে পারি। আলোক দ্বারা ভগবদ্ গৃহ আলোকিত করিয়া সুকৃতি অর্জ্জনও করিতে পারি, আবার উহা দ্বারা বারবনিতার ঘর আলোকিত করিয়া নিরয়গামীও হইতে পারি। আমরা ভগবানের সকাশে খাদ্যাদি বিলাসের দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিয়া উহাদের সদ্ব্যবহার করিতে পারি, আবার নিজের ভোগের জন্য ব্যবহার করিয়া বিপথগামী হইতে পারি। গীতা বলেন,

"যৎকরোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥"

যখন মানবের সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবা হয়, তখন তিনি মহাভাগবত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তিনি জগতের সকল জিনিষই ভগবৎ-সেবোপকরণরূপে দর্শন করেন।

অণুচিৎ পদার্থ জীব যদি তাহার যোগ্যতা অপেক্ষা বেশী ভোগ করিতে যায়, তাহা হইলে সে আসুরিক হয়। কিন্তু বিভুচিৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিষয়ের ভোক্তা, তিনি সমুদয় বিষয় ভোগ করিতে সমর্থ।

যদি আমরা এই উপদেশ পাই যে, স্বার্থগতি বিষ্ণুই আমাদের একমাত্র উপাস্য, তাঁহার সেবাই আমাদের করণীয়, তাহা হইলে আমাদের সকল প্রকার চরম সুবিধা হইতে পারে। একমাত্র সাধুসঙ্গ-ক্রমেই এই উপদেশ লভ্য।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদো ভবন্তি
হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতি-
র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২৫)

কপিলদেব বলিলেন,—সাধুসঙ্গ-ক্রমে আমার বীর্য্যসূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গ পথ-স্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি (ভাব-ভক্তি) এবং অবশেষে প্রেমভক্তি উদিতা হয়।

ঈশ সঙ্গ ব্যবধানে কল্পনা মন না দিবা।
নিমিত্তমাত্রস্থাপন্ন জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

ভগবান শ্রীহরির সেবার জন্য যদি মানবের সকল প্রকার চেষ্টা কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে আমরা যে অবস্থায়ই থাকি, আমরা জীবদ্দশাতেই মুক্ত হইতে পারি। দুগ্ধ, পান, স্ত্রী, ধন, কনক যদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সকল প্রকার সুবিধা হয়। কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নিয়োজিত হইলে আমাদের সকল প্রকার অসুবিধা হয়। প্রত্যেক খাদ্য-দ্রব্য ভগবানে নিবেদন করিব, পরে তিনি যদি দয়া করিয়া আমাকে কিছু প্রদান করেন, আমরা সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলে আমাদের অসুবিধা হয় না।

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।"

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা নিঃশেষ হইলেই প্রকৃত মানব হওয়া যায়।

শ্রবণে নিত্য শাস্ত্রে তাৎপর্য্য নিশ্চয় ক্রিয়া ॥
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা
ভবেৎ ॥

যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবন কঠোর পরিশ্রমও করেন এবং সেই কার্য্যাদি যদি ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত না হয়, চতুঃষষ্ট্যঙ্গ ভক্তির কোন একটীর উদ্দেশ্যে যদি কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা বৃথা।

শ্রীকৃষ্ণের নামের অভ্যন্তরে রূপ, রূপের অভ্যন্তরে গুণ এবং গুণের অভ্যন্তরে পরিকরবৈশিষ্ট্য ও তদভ্যন্তরে লীলা বর্ত্তমান।

সাধারণ জড়জগতে নাম নামীতে ভেদ আছে; কিন্তু কৃষ্ণের নামে ও নামীতে কোনও ভেদ নাই। উভয়েই পূর্ণ বোধময় রহিয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণও অভক্তগণ

[illegible] হইতে পারে না। শ্রী-স্বরূপদামোদর-কণ্ঠে চৈতন্যাভিন্ন, আছে, যাহা মুক্ত শব্দেও আছে। কৃষ্ণ নাম পূর্ণ কামাতীত ও অনবচ্ছিন্ন; কৃষ্ণের নামে অপূর্ণ, কালক্ষোভ, অবচ্ছিন্ন

কৃষ্ণের নামে ও নামী পার্থক্য নাই। ইতর জগতে নাম ও নামীতে ভেদ আছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠে ঐ প্রকার পার্থক্য নাই—নামে চৈতন্যের একত্ব, কারণ উহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

'বৈকুণ্ঠ' পদের শেষ ভাগে নামগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অজামিল। তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পড়িত বাক্য অজ্ঞাতচতুর্ভুজগণ, কিন্তু এখন কষ্টিবিত্তিতে দর্শন করিলে বুঝা আমাদের ভক্তগণ প্রশংসা করিয়া আমাদের অগ্রে আবর্জ্জন করেন। শব্দ ব্রহ্মের রূপ; নিরক্ষ চিত্তে এই রূপ শব্দ কর্ণে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের সকল প্রকার মল ধৌত করিয়া থাকেন।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যো মুক্তো ভিন্নত্বান্নাম
নামিনোঃ॥

বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণে অশেষ প্রকার পাপ বিনষ্ট হয়। চমৎকারের পরাকাষ্ঠার জনক কৃষ্ণনাম রসবিগ্রহ; কৃষ্ণনামটী চিন্তামণি। কৃষ্ণনাম প্রেম-প্রদান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণনাম চৈতন্যময়, তাহাতে কোন অচৈতন্য পদার্থ নাই। কৃষ্ণনাম নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, যেহেতু বৈকুণ্ঠ নাম ও নামী অভিন্ন; ইহা রস-বিগ্রহ। রস কাহাকে বলে?

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।
(ভঃ রঃ সিঃ। দঃ লঃ। ৭৯)

ভাবনার পথ অতিক্রম পূর্ব্বক চমৎকারাতিশয্যের আধার স্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্বাবিষ্কৃত উজ্জ্বল-হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাকেই রস বলা হয়। যথা পাদ্মে—

দশ অপরাধ শূন্য শ্রীহরিনামই শুদ্ধ নাম। বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি বিচারের কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ও পাষণ্ড—এই পাঁচ প্রকার ব্যাঘাত রহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ ব্যবধান-যুক্ত হইলে নামের ফল পাইতে বিলম্ব হয়।

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতা-লোভ-
পাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

এক নাম যাঁহার জিহ্বায়, বা স্মরণে অথবা কর্ণপথে উদিত হন, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হউক না কেন, ব্যবহিত না হইলে তিনি নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবেন। অতএব—

কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ।

হায়! করলাম কি!

(পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, কটক)

"হায়, করলাম কি", এ একটা বাজে কথা, এ দুনিয়ায় এসে আমরা না করলাম কি তাই বলুন! বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবচরণাশ্রিত ব্যক্তিদিগের কথা যেন কেমন একটা জগৎ ছাড়া। রকম শুনুন। আমরা লেখাপড়া শিখিয়া এম, এ, বি, আর, এস্, হইলাম, নানাকলা কৌশল শিখিয়া বুকে দশমন পাথর ভাঙ্গিলাম, হাতি চাপাইলাম, নিজ দেহ-পাত করিয়া পরের সেবা করিলাম; অর্থের দ্বারা হাঁসপাতাল বিদ্যালয় স্থাপন, পুষ্করিণী আদি খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, দোল, দুর্গোৎসব, কাঙ্গালি ভোজন কতই না করিলাম, চলাচলের সুবিধার জন্য রেল, মটর এয়ারোপ্লেন আবিষ্কার করিলাম, পশুদিগকে শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে বাহক রূপে বা বাহন রক্ষণার্থে নিযুক্ত করিলাম, নিজ পুত্র কন্যাদি প্রতিপালন ও তাহাদিগকে বিদ্যা দান ও তাহাদের যাহাতে আমাদের জীবনান্তেও কোনরূপ কষ্ট না হয়, তজ্জন্য পাকা বাটী নির্ম্মাণ, জমিদারী খরিদ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে টাকা জমায়েৎ করণ, এমন কি শেষ সম্বল জীবনটুকু, তাহাও তাহাদের জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিলাম। তাই বলছি, না করিলাম কি! "হায়, করলাম কি", বলিয়া যদি ভাবিতে হয়, তা'হ'লে আপনারাই (বৈষ্ণব ও তদনুগত জনগণ) ভাবুন, আমাদের আর দরকার নাই, কারণ আপনারা কেবল বসে বসে হরিভজন করেন, কোন কাজ-কর্ম্ম করেন না, ও ভাবনা আপনাদেরই হবার কথা।

হে জগদ্বাসি বন্ধুগণ, আপনারা ঠিকই বলিয়াছেন, কথাটী এ জগৎ ছাড়াই বটে; তবে কথাটা শুনিয়াই চটিবেন না। আপনাদের সমীপে গৌড়ীয়মঠের সাদুনয় নিবেদন এই যে, আপনারা সকলই করিতেছেন সত্য, কিন্তু করিতেছেন না একটি কার্য্য—সেটীর নাম ভগবৎ সেবা। সেটির অভাব হেতু বিকারগ্রস্ত বা মস্তিষ্ক-বিকৃত ভাবাপন্ন ব্যক্তি যেরূপ অযথা হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া কোন মঙ্গলময় কার্য্য উদ্ভূত না করিয়া নানারূপ কষ্টকর আঘাত প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভগবৎ সেবা-বিহীন ব্যক্তিরও সমস্ত কার্য্যই দুর্লভ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যে সাধিত না হইয়া বরং অধিকন্তু কর্ম্ম-ফল রূপ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নানাবিধ ক্লেশে জন্ম জন্মান্তর কাটাইতে হয়। যদি বলেন, ভগবৎ-সেবা করিতেছি না তো কি করিতেছি, ঐ দোল দুর্গোৎসবাদিগুলি ভগবৎ-সেবা নহে তো কি? তদুত্তরে বলিব, ওগুলি ভগবৎ সেবা নহে, উহার নাম নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ, শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়া! যখন পূজা অর্চ্চনাদি করা হয়, তখন উদ্দেশ্য কি থাকে—ভগবৎ-সেবা, না যশ, মান, ধন, অর্থ—লাভ না কোন ব্যাধি হইতে নিরাময় হইবার চেষ্টা ইত্যাদি। যদি এই হয়, তাহা হইলে ইহার মধ্যে ভগবৎ-সেবা কোনটুক বলিবেন কি? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রামে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে, মা কালীর পূজার জন্য মহা ব্যস্ত, মহা ধুমধাম, উদ্দেশ্য কি—কলেরা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া, পরিত্রাণ পাইয়া কি হইবে, না খাওয়া দাওয়া, থাকা, ইন্দ্রিয় তর্পণ। ইহার ভিতর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা কোথায় রহিল যে, ভগবৎ সেবা নাম ধারণ করিবে, এটা একটু অনুধাবন করিবেন কি? যদি বলেন, এ গুলি বাদে ভগবৎ সেবা না হয়, তাহা হইলে আমি যে হরি সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি করিতেছি, সেগুলিও কি ভগবৎ-সেবা হইবে না? উত্তর,—না। মুখে হরি বলিলেই হরি বলা হয় না; কারণ প্রভু বলিতেছেন—"নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।" নাম করিতে হইলে দশাপরাধ বিচার করিয়া করিতে হয়। দশাপরাধ বিচার করিতে যাইলেই দেখিব, আমার বড় 'দলের লোক'টী, যেটী আমার ইন্দ্রিয় তর্পণে বড় সহায়তা করিতেছিল, সেটির ছুটি হইয়া যায়, সে তখন যে দিকে না তাকাইয়া গুরু-অবজ্ঞা রূপ নামাপরাধে অপরাধী হইয়া নরকে যাইব, সেও স্বীকার, কারণ মহাপ্রভু যে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" এই নাম করিতে মহামন্ত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা না বলিয়া অন্য ছড়া রসাভাস-দুষ্ট নাম গাহিব। ইহাকে নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ ছাড়া ভগবৎ-সেবা কোথায়, একটু বিচার করিবেন কি? এইরূপে বর্ত্তমান জগতে কেবল—নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ ভিন্ন অন্য কোন কথা নাই। তাই গৌড়ীয়মঠ তাহার একটু মোড় ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন ও লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বলিতেছেন, বর্ত্তমানে যে গুলিকে আপনি নিজজন ও নিজ কার্য্য ভাবিতেছেন, সেগুলি আপনার দেহ ও মন সম্পর্কীয়, স্বরূপেতে যাহা আপনি, তাহার সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক নাই—এ কথাটি কি আপনি একটু ভাবিবেন? যদি ভাবেন, তা'হলে আপনিও বলিবেন হায়! ক'রলাম কি? এবং আপনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিবেন—

দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হলে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রা-বশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ লয়ে॥
যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

নীলাচলে মহাপ্রভু

দেখিতে দেখিতে আবার শ্রীনীলাচল-মহোৎসব সমাগত। শ্রীনীলাচল ও শ্রীনীলাচলোৎসবের কথা স্মরণ হইলে গৌরভক্তগণের হৃদয়ে কতই না আনন্দের লহরী খেলিতে থাকে,—এ আনন্দ জগতের মনোধর্ম্মানন্দ নহে—এ আনন্দ কোটি ব্রহ্মানন্দধিক্কারকারী অপ্রাকৃত বিরহ-ব্যথা-জনিত পাদসেবানন্দ। এ বিরহ-ব্যথা নিখিল আনন্দের মস্তকোপরি বারংবার নৃত্য করে—ইহা—বিরহে মিলনানন্দ—এ আনন্দের অধিকারী একমাত্র গৌরভক্ত ও গৌরভক্তের ভক্তগণ। অপরে এ আনন্দ কোন দিন পান নাই—পাইবেন না—একথা 'দরদী' ছাড়া অপরে বুঝিবে না। নীলাচল-মহোৎসব সেই অপ্রাকৃত আনন্দেরই উদ্দীপন বিভাব। নীলাচলের কথা মনে হইলে সঙ্গে সঙ্গে গৌরভক্তগণের কত কথাই না মনে পড়িয়া যায়। কৃষ্ণানুসন্ধান-অভিসারের স্ফূর্ত্তিটী যেন নীলাচলের সহিত ওতপ্রোত ভাবে 'মাখামাখি' হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বলোকাশঙ্কক শ্রীগৌরসুন্দর যে দিন মাঘ মাসের দারুণ শীতে—যে সময় ভোগবাদী জীব স্রক্-চন্দন-বনিতা-ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া এক একটী 'ছোট খাট ইন্দ্র' সাজিয়া বসে, সেই সময় ঘরে পরমাসুন্দরী ভার্য্যা, অনাথা জননী, কত সাধের সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা জগতের শিরোমণি জন্মভূমি, কত আত্মীয় স্বজন-

বন্ধু-বান্ধব, কত লোকপ্রিয়তা, স্নেহ-ভালবাসা, কত পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-প্রতিষ্ঠা, সব রাখিয়া কৃষ্ণের অনুসন্ধান-অভিসারে যাইবার জন্য ভিক্ষুকের বেশ গ্রহণের লীলা দেখাইলেন—খরতরস্রোতা কুলুকুলু-নাদিনী জাহ্নবী যেমন সাগরের অনুসন্ধানে উদাও হইয়া চলে, কোন বাধা-বিপত্তি মানে না, সেইভাবে অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডী-ভিক্ষুর গাথা গান করিতে করিতে দিক্-বিদিক্ দিবা-রাত্র জ্ঞানহারা হইয়া আমার প্রভুর প্রভু প্রেমোন্মাদে বৃন্দাবনের পথে চলিতে লাগিলেন—নয়নে অবিশ্রান্ত দরদর লোর—শ্রীমুখে মাধবেন্দ্রপুরীর কীর্ত্তিত বিপ্রলম্ভ-ভাবে শ্লোকটী পাঠ করিতে লাগিলেন—

'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ
কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
কিং করোম্যহম্'॥

অহো! এই শ্লোকটী যেন মন্ত্রসার। অপ্রাকৃত রস-রসিকগণ তাঁহাদের জিহ্বা-প্রাঙ্গণে ইহা যত ঘর্ষণ করেন, ততই ইহার সৌরভ-মাধুরী তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয়। এই শ্লোকরত্নটী যেন সাক্ষাৎ কৌস্তুভ-মণি—কৃষ্ণের চিহ্নিত কণ্ঠভূষণ। রাধাঠাকুরাণী, রাধাভাব বিভাবিত গৌররায় ও মাধবেন্দ্রপুরীপাদ—এই তিনজনই এই শ্লোকের আস্বাদন জানেন। ইহা আস্বাদনের আর চতুর্থ ব্যক্তি নাই। বিপ্রলম্ভরসপরিপোষ্য আমার গুরুদেব এই তিনজন হইতে অভিন্ন বলিয়া তিনিও এই শ্লোকের আস্বাদন জানেন। এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রভুর বিপ্রলম্ভ-ভাবোন্মাদ বৃদ্ধি হইল। কভু হুঙ্কার, কভু হাস্য, কভু ক্রন্দন, কভু নৃত্য, কভু গান, কভু ইতস্ততঃ ধাবন, কভু কম্পকণ্ঠস্বরে "অয়ি দীন" "অয়ি দীন" ধ্বনিতে প্রভুর বিপ্রলম্ভ প্রেমের কপাট উদ্ঘাটিত হইল।

পাঠকগণ! এখানে একবার স্থির হইয়া অনুভব করুন—চৈতন্যচন্দ্রের অনর্পিতচরী দয়া একবার বিচার করুন—প্রভু আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছেন একবার চিন্তা করুন—অনুধাবন করুন। প্রভুর নীলাচল-লীলার আদি, অন্ত ও মধ্যে কেবল কৃষ্ণান্বেষণ-শিক্ষা-প্রচার। প্রভু জানাইতেছেন, নির্ম্মল জীবাত্মার পক্ষে অধোক্ষজ কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক-ভজন। চলুন, আপনারাও সেই কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা-প্রদর্শনকারী গৌরসুন্দর, তদনুগ নিত্যানন্দ প্রভৃতি গুরুবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে করিতে নীলাচলে চলুন।

পুরীর পথে

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরে প্রভু নিত্যানন্দাদি ভক্তের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমে ক্ষীর আস্বাদন ও নাম-সংকীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতে করিতে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া মঙ্গল-আরতি দর্শনপূর্ব্বক প্রভাতে পুরীপথে যাত্রা করিলেন। প্রভু যাজপুর হইয়া কটক সহরে পৌছিলেন। তখন কটক নগরে শ্রীসাক্ষী-গোপালদেব বিরাজিত ছিলেন। এই সাক্ষী গোপালের ইতিহাস আর এক অদ্ভুত। ক্ষীর-চোরা-গোপীনাথের ইতিহাসের বক্তা ছিলেন—মহাপ্রভু, শ্রোতা ছিলেন—নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ। এবার সাক্ষী-গোপালের ইতিহাসের বক্তা হইলেন—নিত্যানন্দ, শ্রোতা হইলেন—মহাপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ। অপ্রাকৃত সহজ-শুদ্ধরস-রসিকগণের প্রেমে ভগবান কিরূপে বশীভূত হন, জগতে সাক্ষ্য রাখিবার জন্য পরমস্বরূপ ভগবান্ সাক্ষীগোপালরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অপ্রাকৃত সহজ ভক্তগণের জন্য ভগবান সব করিতে পারেন 'সাক্ষী' করিতে পারেন—'যোড়শী' করিতে পারেন—'সাক্ষ্য' দিতে পারেন—দর্শনিকগণের কাঠগড়ায় উঠিয়া 'হলফ' পাড়িতে পারেন—মানুষ যাহা ভাবিতে পারে না—নীতিবাদিগণ যাহা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারে না—ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ ব্যক্তিগণ যাহা ধারণা করিতে পারে না, শুদ্ধঅপ্রাকৃত-সহজ প্রেমিক-ভক্তগণের জন্য ভগবান্ তাহা সমস্তই করিতে পারেন। কারণ—

"যে এক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
'দাস' এই প্রেমের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ তিন্তরে দাসে সেইরূপ হয়।
দাসে 'কৃষ্ণ' করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥"

কুটুম্বাসক্তব্যক্তি পিতা, মাতা, পত্নী, ভ্রাতা, স্বীয় সুখের জন্য কি না করেন? লোকভয়, নিজের সম্মান লাঘবের ভয়, নীতির ভয়, শাস্ত্র-শাসন বা রাজ-শাসনের ভয়ে কি আত্মীয়-স্বজনের সুখ-চেষ্টা হইতে বিরত হন? কৃষ্ণেরও যে তাঁহার 'দাস' ব্যতীত অন্য পরিজন নাই। তাই অপ্রাকৃত-সহজ-রসিক ভক্তগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ সব করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

সিমলা প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের দিল্লী কার্য্যালয়ের সিমলা প্রবাসী সেবকগণের আগ্রহে আমরা এবার জুন মাসের প্রারম্ভে সিমলা পাহাড়ে প্রচারাদি কার্য্যের জন্য গমন করিয়াছিলাম। সেখানে আমরা বহুপূর্ব্ব হইতে আহূত হইয়া রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ রায় মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। পার্ব্বত্য প্রদেশে বাসস্থান অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য, যাহা হউক আমরা পরমসুখে উক্ত রায়সাহেব মহোদয়ের বাসায় অবস্থান করিয়া আমাদের আবশ্যক সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলাম। শ্রীযুক্ত তারাপদ বাবু এইবারই রায়সাহেব উপাধি পাইয়াছেন। সাধারণতঃ রায়বাহাদুর রায়সাহেব প্রভৃতি সরকারি উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যে মেজাজের হইয়া থাকেন, এ ভদ্রলোক সেরূপ নহেন। তিনি অতিশয় নিরীহ, নিরপেক্ষ, উদার ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত সরল, গ্রাম্য, সেবাকুশল ও স্নেহশীল। পতিপত্নী উভয়েই অমায়িক ও নিরভিমানী। ইঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা বিশিষ্ট এবং জৈবধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়া থাকেন।

কার্য্যানুরোধে আমাদিগকে ইঁহাদের বাসায় প্রায় একপক্ষকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দিন দিন যেন বর্দ্ধিতভাবে আমরা এই ভদ্র পরিবারে আদর আপ্যায়নাদি প্রাপ্ত হইতেছিলাম। নিরন্তকুহক সত্যধর্ম্ম-সেবানিষ্ঠা এজগতে বড় দুর্লভ। আমরা শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে ইঁহাদের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি,এ
গৌড়ীয়মঠ, দিল্লী কার্য্যালয়

শ্রীকুরুক্ষেত্র-সমাচার

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

মহোদয়!

নিরতিশয় আনন্দসহকারে আপনাকে জানাইতেছি, এই সুদূর পঞ্জাব প্রদেশে যেখানে শ্রীমহাপ্রভুর নাম প্রায় অজ্ঞাত, সেখানে অম্বালা সহরস্থিত উচ্চ-শিক্ষিত ধনীসন্তান লালা বাবুরাম গুপ্ত বি,এ, এল, এল, বি উকিল মহোদয় ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞের মহা-আহ্বানে সাড়া দিয়া প্রায় ৭৮ শত মুদ্রা ব্যয়ে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদবাণী মন্দিরে আবাসকক্ষ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। কুরুক্ষেত্র তীর্থের উচ্চ পাহাড়ের উপর ঐ দেবগৃহের অবস্থান, দক্ষিণে ক্রোশব্যাপী নির্ম্মল হ্রদ, এবং হ্রদ ও মন্দিরের মধ্যস্থ উচ্চ নিম্ববৃক্ষ শ্রেণী। পশ্চাতে রাজপ্রাসাদ-সদৃশ শ্রীগীতাভবন। কক্ষনির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় অর্দ্ধ-পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে। আশা করি, এই দৃষ্টান্ত ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন এবং অভক্তগণের চিত্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণসরোজে আকৃষ্ট করিবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

বিরহ মহামহোৎসব

আগামী ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৬, ৬ই জুলাই, ১৯২৯ শনিবার দিবস স্বরূপগঞ্জে শ্রীগোদ্রুমকাননে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে ও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ গৌরজন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাবতিথি উপলক্ষে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থপাঠ, মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। শুদ্ধভক্তগণের উক্ত মহোৎসবে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

উল্লিখিত দুইটি মঠ ব্যতীত শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত যাবতীয় শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্রসমূহে শ্রীল গদাধর গোস্বামী ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাবতিথি শ্রীগ্রন্থ-পাঠ ও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনাদি মুখে পালিত হইবে।

প্রত্যেক মঠের উৎসবের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

(নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্র)

পুরী, ২৯।৬।২৯

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসব কার্য্য অতি সুচারুরূপে চলিতেছে। প্রত্যহ অরুণোদয় কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণে গৃহে হরিকথা-কীর্ত্তন অপরাহ্ণে হইতেছে। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। তীর্থযাত্রিগণের মধ্যে বহু বহু সু-গৌড়ীয়ান ব্যক্তি এই সুযোগে শ্রীমঠে আগমন করিয়া জীবের নিত্য-ধর্ম্ম কথা প্রশ্নোত্তর-ছলে অবগত হইয়া যাইতেছেন। মঠবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি পূজা শিরে ধারণ করিয়া প্রত্যেকের নিকট নিরন্তর শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন।

বিগত ১৩ই আষাঢ় শুক্রবার একটী বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তনান্তে বহু ক্ষুধাতুর নরনারীকে বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

পর-বিদ্যাপীঠ

..(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন:

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

২০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য পার্ষদ প্রবর আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :- ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)
৩। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড) ২॥০
৬। শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট
৭। কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ) ৴১০
৮। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৯। সাধককণ্ঠমণি ।০
১০। শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী ৸০
১১। ভাষ্যান্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
১৪। গীতার মাধ্বভাষ্য ॥০
১৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷
১৬। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।।
১৭। *Life & Precepts of Mahaprabhu* ।০
১৮। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা ধরুন) ২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- : *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষার শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে আষাঢ় শনিবার—১৩৩৬

অধিকার নির্ণয়

গুরু-পদাশ্রয় করিলে শ্রীগুরুদেবই শিষ্যকে তাঁহার অধিকারের উপযোগী সেবা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিবিধ অধিকারের কথা উক্ত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জৈব-ধর্ম্মে এই ত্রিবিধ অধিকারের বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন, পুরুষানুক্রমে যাঁহারা কুল-গুরু ধরিয়া অথবা শ্লোক-দৃষ্টে অর্চ্চনমার্গে লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুমন্ত্রে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারা প্রাকৃত ভক্ত,—শুদ্ধভক্ত নহেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের ছায়া-ভক্ত্যাভাসই প্রবল। অভক্ত হইতে ভক্ত বাছিয়া লওয়া ইঁহাদের সাধ্য নয়। ইঁহাদের অজ্ঞতা অনেক সময়েই অসৎসঙ্গ দোষে পাষণ্ডতায় পরিণত হইবার সম্ভব। যদি অসৎসঙ্গ-প্রভাবে ইঁহাদের বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই প্রাকৃত-ভক্তের অধিকারটুকুও তাঁহারা হারাইয়া ফেলেন। আর যাঁহাদের ভগবানে অন্যাভিলাষিতাশূন্যা আনুকূল্যময়ী কৃষ্ণানুশীলন-রূপা ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহারা মধ্যম-অধিকারী বা শুদ্ধ-ভক্ত বলিয়া গণ্য। মধ্যম-অধিকারে বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় হয় এবং অসৎসঙ্গপরিত্যাগে দৃঢ় সঙ্কল্প থাকে, আর তাঁহারা কোমল-শ্রদ্ধগণকে হরিকথা উপদেশাদি-দ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন। মধ্যম-অধিকারী ভক্তের ভক্তি প্রেমাকারে গাঢ় হইলে তিনি অবশেষে উত্তম-ভক্ত হইয়া থাকেন। এ অবস্থায় আর প্রেম-মৈত্রী কৃপা উপেক্ষারূপ ব্যবহার তারতম্য থাকে না; সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। তাঁহার নিকট উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব-ভেদ বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ নাই। শুকদেব উত্তম ভাগবত হইয়াও কংস সম্বন্ধে "ভোজ-পাংশুল" ইত্যাদি দ্বেষের ন্যায় যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, সে সমস্তই প্রেমের বিকার; তাহাও বস্তুতঃ প্রেম অর্থাৎ আসক্তির্-দ্বেষ নহে। শ্রীশুকদেব বা আচার্য্য মহাভাগবত হইয়াও পরম-করুণাবশে স্বেচ্ছায় মধ্যম ভাগবতের অভিনয় করেন।" যদি তিনি এইরূপ না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত-জীবের মঙ্গল হইত না। যেমন শ্রীগৌরসুন্দর মহাভাগবতের লীলাভিনয় করিয়াও লোকহিতার্থে অনেক সময় মধ্যম-ভাগবতের অভিনয়ও প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর ছোট হরিদাসের প্রতি কঠোর শাসন লীলা, বিষয়ীর সঙ্গ পরিহারের দৃষ্টান্ত-স্থাপন-কল্পে প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, কোন ব্রাহ্মণী পদস্পর্শ করিলে 'স্ত্রী স্পর্শ হইল জ্ঞানে' মহাপ্রভুর সচেল গঙ্গা স্নানের আদর্শ, শ্রীমায়াপুরনিবাসী পরমেশ্বর মোদক তাঁহার স্ত্রীর নীলাচল-আগমন বার্ত্তা মহাপ্রভুর নিকট বিজ্ঞাপন করিলে প্রভুর গাম্ভীর্য্য ও মৌনভাবাবলম্বন, কমলাকান্ত বিশ্বাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কালা কৃষ্ণদাস প্রভৃতির প্রতি প্রভুর শাসন-লীলা, গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রতি নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রদর্শন, কাব্য প্রকাশের অধ্যাপক রামায়েৎ রামদাসকে মুমুক্ষু জানিয়া আদর না করিবার দৃষ্টান্ত, বল্লভাচার্য্য-রচিত স্বামি বিরোধি ভাগবত-টীকাশ্রবণে অনিচ্ছা প্রকাশ ও শ্রীবল্লভ ভট্টকে শিক্ষা-দান প্রভৃতি মধ্যম ভাগবতাধিকারোচিত বহু দৃষ্টান্ত স্থাপনের অভিনয় আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রে দেখিতে পাই। মহাভাগবত লীলাভিনয়কারী শ্রীল স্বরূপ দামোদরের চরিত্রেও সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবির নাটকের তীব্র সমালোচনা, মায়াবাদী-বেদান্ত শ্রবণের জন্য ভগবান্ আচার্য্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি বহু বহু দৃষ্টান্ত শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর চরিত্রে দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব অবৈষ্ণবে ভেদ-বিচার না থাকিলে এই সকল শিক্ষা-প্রদান হয় না। কেহ যেন মহাপ্রভু, শ্রীস্বরূপ-দামোদর বা অন্যান্য গৌর-ভক্তগণের ঐরূপ আচরণ দেখিয়া অজ্ঞতাক্রমে মনে না করেন যে, তাঁহারা উত্তম-ভাগবতাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই; অথবা গুরুদেব বা আচার্য্যের শাসন ও অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ-জন্য উপদেশ ও বিচার-প্রণালী শ্রবণ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐরূপ শিক্ষাদাতা গুরুদেব উত্তম অধিকারী নহেন বলিয়াই সদসদ্-বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারে প্রমত্ত আছেন। তাঁহার সমদৃষ্টির অভাব, কাজেই তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব নহেন। প্রাকৃতসহজিয়াগণ এইরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীল জীব-গোস্বামীর চরণে অপরাধ করিয়া বসেন। মহাপ্রভু তাঁহার লীলা মধ্যে ত্রিবিধ অধিকারী বৈষ্ণবের চরিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। শুভানন্দ মিশ্রের দৃষ্টান্তে তিনি কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চ-পূজকের আদর্শ, শাঙ্কর-ভাষ্য-পাঠী গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ভগবান্ আচার্য্য শ্রীস্বরূপ দামোদরকে শাঙ্কর-মায়াবাদ-ভাষ্য শ্রবণের জন্য যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোমলশ্রদ্ধ বা কনিষ্ঠ অধিকারীর অভিনয়, চিত্তচঞ্চলপ্রদ-বাদ। অহঙ্কৃত বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবি ও মুমুক্ষু রামায়েৎ রামদাসের আদর্শে প্রতিবিম্বভক্ত্যাভাসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, কুলিনগ্রামী সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতির দৃষ্টান্তে মধ্যম-বৈষ্ণবাধিকারের আদর্শ এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আচরণে উত্তম ভাগবতাধিকারের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন,—'বৈষ্ণবের নিন্দাকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ ভজন করে এই মাত্র জানে॥" ভজনপরায়ণগণ এই ত্রিবিধ অধিকারের দৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া লইতে পারেন।

অসৎসঙ্গ ত্যাগের উপায় কি?

নিষ্কপট সাধুর সঙ্গ লাভ না হইলে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা যায় না, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবার উপযোগী বলও হৃদয়ে পাওয়া যায় না। অকৃত্রিম সাধুগণ তাঁহাদের বাক্যরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের অসৎসঙ্গের প্রতি আসক্তিরূপ গ্রন্থিগুলিকে ছেদন করিয়া দেন। রোগী নিজে নিজে কখনও চিকিৎসিত হইতে পারে না। যিনি বলদেবের বল বা কৃপা ঐকান্তিকভাবে বরণ করিতে চান, তজ্জন্য যাঁহার আকুল আর্ত্তি উপস্থিত হয়, বলদেবের অহৈতুকী কৃপা তাঁহারই উপর বর্ষিত হন। অভিন্ন বলদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে না আসিলে অসৎসঙ্গ ত্যাগের পথে যে সকল প্রবল বাধা বা হৃদয়দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থ বিদ্যমান, তাহা কখনও দূরীভূত হইতে পারে না। একমাত্র ভগবচ্ছক্তির অবতার সদ্গুরুর পাদপদ্মে নিষ্কপট প্রপত্তি স্বীকার করিলেই জীব এই প্রবল পরাক্রান্তা, ভগবানের দৈবীমায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
গুরুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" ইহার প্রতিকার—"পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।" অর্থাৎ অবৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে যাঁহারা শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিবার ছলনা করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রেয়স্কামী হইয়া পুনরায় বৈষ্ণব সদ্গুরু-পাদাশ্রয় করিবে নতুবা নিরয়গমন অবশ্যম্ভাবী। অসাধু অবৈষ্ণবের সঙ্গও থাকিবে, আবার সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গ করিব—এরূপ দোদুল্যমান মতি কখন জীবের শুভফলপ্রসূতি হইতে পারে না। সুতরাং অসৎসঙ্গকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াই সাধুসঙ্গ করিলে জীবের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। অনেকের ধারণা অবৈষ্ণব যে নাম মন্ত্র উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা ত' আর অশুদ্ধ নহে? সুতরাং শিষ্য ভাল হইলে গুরুর ভাল মন্দ বিচারের আবশ্যক হয় না। এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলা। কেননা শাস্ত্র বলিতেছেন—

"অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং
যথা পয়ঃ॥"

অর্থাৎ হরিকথা অতি পবিত্র অমৃত বস্তু হইলেও অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধবৎ আত্মবিনাশকারিণী। তাহা কখনই শ্রবণ করণীয় নহে। ইহার বিচারাভাবই সকল অনর্থের মূল।

সাধক জীবন

(১)

সাধক-জীবনের চারি-সীমানার ধারে কাছেও না যাইতে আমাদের অনেককে এক গণ্ডূষে সিদ্ধির সোমরস-সমুদ্র-পানের পিপাসায় আকুল—অস্থির দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যদি সিদ্ধির আদর্শ জানিয়া লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম, তাহা হইলে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তরতম উদ্দেশ্য তাহা নহে। আমরা চাই,—গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি। ইহার ফল কিন্তু বড়ই বিষময়।

মানুষের হাতে-গড়া কৃত্রিম আবরণ-অবগুণ্ঠন-সমূহ মুক্ত করিয়া আদম ও ইভের মত মানুষ যাহা, ঠিক তেমনটী সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিবার কৌশল-কলার নামই বর্ত্তমান 'সামাজিক-সরলতা'। এইরূপ সরলতার উদার সামিয়ানার নীচে আজ সমাজের বিরাট-সভা মিলিয়াছে। এইরূপ সরলতা আবার, ধর্ম্মের ভাব [illegible] দিয়া আরও অধিকতর চিত্তাকর্ষক মনোহারি দোকানে বাজারে বিকাইতেছে। এখন নগ্ন নারীর চিত্র, বিদ্যাসুন্দরের টপ্পা প্রভৃতির 'আমমোক্তার'রূপে 'বস্ত্রহরণ-লীলা', চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জয়দেব-বিল্বমঙ্গলের পদাবলী ও গীত-সমূহ দেশের লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেছে।

বিলাতে যেমন "*Every man is born politician.*" ভারতে তেমন-অন্ততঃ উত্তরা বাংলায়, "*Every man is born religious.*" কারণ আমাদের ন্যায় স্বপ্ন-সিদ্ধদিগের [illegible] হইতে কিছু [illegible] বলিবার ব্যক্তি [illegible] থাকে। আমাদের দেশে যখন [illegible], [illegible] কোনও রকমে [illegible] গিয়াছে, তখন [illegible] ধার্ম্মিকত্ব-

টাও যে বাজারে না বিকাইবে, তাহার বিশেষ কারণ কিছুই নাই। দৈত্যের গুরু শুক্রাচার্য-প্রহ্লাদ, ভগবানের গুরু নারদ, ব্রহ্মের গুরু বাক্যমাত্র [illegible]—এই সকল পুরাকালের কাহিনী [illegible] প্রত্যক্ষ তাহা-[illegible] [illegible] করিলেও নানাপ্রকার [illegible] সমাজে অনেকে [illegible] গুরুর দ্বারা প্রচলিত [illegible]-ব্যবস্থা-প্রয়োগের [illegible] গুরু-শাস্ত্রটা উল্লঙ্ঘন করি[illegible] না। কাজেই নিরক্ষর [illegible] বলুন, আর [illegible] বলুন, তাহার [illegible] গুরুকে বেদমন্ত্র-শান্তি-[illegible] কারখানায় ঢালিয়া আপনার আমা-দের মতের অনুযায়ী করিয়া—'গড়িয়া লই'। আর সমাজে চলতি—বাজারে কাটতি—দশজনের সমর্থিত—অনু-মোদিত—দশটা লোকের মন-রাখা-কথাকেই 'দশকথা' বলিয়া ধরিয়া লই। আর কেহ কেহ ঠাকুরমা-মনোভাবের বিরুদ্ধে সদ্গুরু খুঁজিবার বীরত্ব দেখাই-লেও কার্যকালে তাহাদের বিষয় কার্যের দালাল, সমর্থক ও অনুমোদকই তাঁহাদের মনোনীত 'সদ্গুরু'-পদবী পাইবার অধি-কারী হন। এইরূপ কারখানায় তৈয়ারী গুরু বা বিষয়ীর বিষয় এবং অন্যাভি-লাষের সমর্থক সাজান-সদ্গুরু, দশজনের রুচির ছাঁচে গড়া দম্ভ ও দাম্ভিকতা লইয়া যেখানে উন্মত্ততা, উত্তেজনা, ঢাক-ঢোল-পিটান, নিশান উড়ান, বচনের তুবড়ী-বাজী-ফোটান, বক্তৃতার বাহাদুরী করান প্রভৃতি ব্যাপার, সেখানে যে শ্রৌত-পন্থী গুরুর মুখে হরিকথা না শুনিয়াই সকলে স্বয়ংসিদ্ধ ধার্মিক হইয়া পড়িবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

'গল্প' দুদণ্ড বলা, কিম্বা, মনের খেয়াল মত সভাসমিতিতে বচনের তুবড়ী ছুটাইয়া লোক-সমাজকে হতভম্ব করিয়া দেওয়া, [illegible] অনুভব-আচরণের সহিত শ্রৌতপন্থা-[illegible] মুনিগণের হরিকথা কীর্তন করা, দুইটি পৃথক ব্যাপার। প্রথমটী,—যেন জলের [illegible] দাগ, জলে কখনও রামধনুর [illegible] কখনও আকাশে উড্ডীয়-মান আতসবাজি [illegible] পতিত হয়, ছায়ার [illegible] আশ্রয় নাই, [illegible] স্থিরতা নাই। অবাস্তব ছায়া [illegible] জলের উপর কোন বাস্তব-দাগ বসাইতে পারে না, [illegible] মনোধর্মরূপ জলপ্রবাহ তেমনি ছায়ালোকের উপর আমিত্বের [illegible] উচ্ছলিত করিয়া তখন-তখনই তাহা-দাগের অস্তিত্ব মুছিয়া দেয়; আর দ্বিতীয়টী অর্থাৎ শ্রোতাদিগের চিত্ত-[illegible] কীর্তন, যেন শ্রোতাকে অনন্ত-অগ্নিঃ[illegible] ভিতরে অগ্নিময় করিয়া তাহার দ্বারা [illegible] কাল-দাগ বসাইয়া দেওয়ার মত। আমরা মূলবৈদ্যুতিক-শক্তি-কেন্দ্রের সহিত অন্তরাত্মাকে সংযুক্ত করিয়া যখন তাহা হইতে আমাদের অন্তরে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করিয়া লই,—যখন দিব্য-জ্যোতির্ময়-বৈদ্যুতিকপ্রভা অনাদিকালের অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমাদের অন্তরের অন্তরতম গুহাগুলিকে আলোকময় করিয়া তোলে, অন্তরের কোথায়ও কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন অমুক্ত বাতায়নের অস্তিত্ব লুকাইয়া রাখিতে দেয় না, তখনই আমরা যে সকল কথা বলি, তাহাতে নিজের অন্তরে দাগ বসে ও অপরের অন্তরে দাগ বসান যায়।

যদি আমাদের অন্তরাত্মার ভিতরে মূলবৈদ্যুতিকশক্তি-কেন্দ্র অর্থাৎ গুরুপাদ-পদ্ম হইতে দিব্য-বৈদ্যুতিকশক্তি সঞ্চারিত না হয়, আর সেই বৈদ্যুতিক-প্রভার উপর আমাদের কোন কৃত্রিম-আবরণ না আনিয়া ফেলি, তাহা হইলে সেই শক্তি আমাদিগকে ও অপরকে আলোকিত করিতে পারে। গুরুপাদপদ্মের সেই শিষ্য যাঁহার অন্তরাত্মার যতটা সেবো-ন্মুখতায় পাইয়া যত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তিনিই তত প্রাণের সহিত কথা বলিতে পারেন—তাঁহার কথায়, তাঁহার কীর্তনে তত চেতনতা আছে—শক্তি আছে—অনুভব-উপলব্ধি আছে—প্রাণ আছে—পিপাসা আছে। সেইরূপ কথাই মরমের কথা—দরদের কথা। অপরের মর্মে তাহা প্রবেশ করিতে পারে—অপর-পিপাসিত প্রাণে সঞ্জীবনীসুধা ঢালিতে পারে—অপরের ছিন্ন-জীবন বীণায় আবার সুর সাধিয়া ঐকতানের মূর্চ্ছনা তুলিতে পারে—জীবন-তটিনীর প্রবাহ ফিরাইতে পারে—আপনার জীবন মধুময়—অমৃতময় করিয়া অপরকে মধুময়-অমৃতময় করিতে পারে।

খুব বড়—সর্বাপেক্ষা বড় কপালের জোর থাকিলে জীবনে এইরূপ মহাজন-সুকৃত পাওয়া যায়। খুব—খুব কম লোকই কপালগুণে পূর্ণপুরুষের পূর্ণশক্তি-সঞ্চারিত খাঁটি সাধু-গুরুর দেখা পান, আর সেই পূর্ণ-শক্তির পূর্ণ-কেন্দ্র শ্রীগুরুর সঞ্চারিত পূর্ণশক্তি অন্তরাত্মায় ধারণ করিতে পারেন। তখন সেই শক্তি-সঞ্চারিত উদ্বুদ্ধ অন্তরাত্মা যে-সকল কথা বলেন, সেই কথার শব্দগুলি, যে আকাশে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চরণ করিতে পারে, সেইরূপ কোন আবদ্ধ-কুণ্ঠিত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় না; যেখানে আমাদের কোন কুণ্ঠিত-ইন্দ্রিয় বিচরণ করিতে পারে না, সেইরূপ অকুণ্ঠ-আকাশ হইতে অনুবন্ধ-ভাবে বৈকুণ্ঠ-শব্দরাশি সেই অন্তরাত্মায় আসিয়া পৌঁছে, কে যেন অন্তঃপুর হইতে সেই শব্দ-ভাণ্ডার অবিরাম ঠেলিয়া দিতে থাকেন। তখন সেই শব্দরাশি দিব্য-অগ্নিময়-শিখাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকে কথায় বলে,—'পূর্বকালে ব্রাহ্মণের মুখে আগুন জ্বলিত।' গুরুর ঐকান্তিক-সেবক পারমার্থিক-ব্রাহ্মণগণও তদ্রূপ গুরু-শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া যে-সকল কথা বলেন, তাহাই এক একটী দিব্য-অগ্নিশিখা। তাহা যাঁহার অন্তরাত্মাকে একবার স্পর্শ করে, তাঁহার আর এড়াইবার যো নাই, তাঁহাকে জ্বলিতেই হইবে—জ্বলিয়া সকলকে জ্বলাইতে হইবে।

সাধকের সর্বাপেক্ষা অত্যাবশ্যক—তাঁহার অন্তরাত্মায় দৈন্য। নিষ্কপটভাবে এই দৈন্য যাঁহাতে যতটা আসিয়াছে, তিনি ভগবানের অযাচিত অমূল্য মহাদান রাখিবার পাত্রটি—যাহা এ জগতের বহু রকমারী মনোহারী দেমোয়ারী-জিনিষে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা ততটা 'অবসর' করিয়া কৃপা-গোমুখী-ধারার নীচে ধরিয়া-ছেন। দৈন্য কিছু ঢাক-ঢোল বাজাইয়া প্রচার করিবার জিনিষ নয়, তাহা অন্ত-রাত্মার অন্তরতর অন্তঃপুরের অন্তরতম জিনিষ। তাহাকে হাটের মাঝে প্রদর্শনী খুলিয়া দেখাইতে গেলে আর সে জিনিষ থাকিল না—লোকদৃষ্টির কঠোর-কপট-কর-স্পর্শমাত্র লজ্জাবতী লতার মত আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিল। কাজেই যাঁহারা বলেন, 'দৈন্য' না দুর্নীতি। বাহিরের দিকের একটা 'কসরৎ' বিশেষ তাঁহারা দৈন্যের উল্টা রাস্তায় চলিয়াছেন।

শরণাগতি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী)
বি, এস্সি, বি, টি)

ভক্তপ্রবর শ্রীল তুলসীদাস শরণাগতির অর্থ তাঁহার একটি দোঁহাতে এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"যো যাকো শরণ লিয়ো, সো রাখে তাকো লাজ।
উলট জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ॥"

স্থলাশ্রয়ে বর্দ্ধিত মহাকায়, বলবান্ গজরাজকে জলে তদাশ্রয়ে বর্দ্ধিত অতি-ক্ষুদ্রকায়, দুর্বল মৎস্যেরও নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। আশ্রয়দাতা সর্বতো-ভাবে আশ্রিতকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাণ্ডব-গণ আশ্রিত দণ্ডীরাজকে ত্যাগ করিতে না পারিয়া, বিজয়ের সম্ভাবনা না থাকি-লেও, তাঁহাদের পরম সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণেরও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন।

আত্মগৌরবের লাঘবে লজ্জা অনুভূত হয়। লজ্জার গুরুত্বই আশ্রয়-দাতার গুরুত্বের নিয়ামক হয়। লঘু-আশ্রয়ে গুরু-লজ্জা নিবারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মগৌরবের অনুভবে মানব-গণের মধ্যে প্রকার-ভেদ পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যা-ধন-জন প্রাপ্তিতে আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা বিদ্বান বা বিত্তশালী ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বর্গাপবর্গ বা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ বেদানুগত্যে সেই সমস্ত ফলদাতা দেবতা বা কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু শাস্ত্রালোচনায় দেখা যায় যে, উপর্যুক্ত ফলপ্রাপ্তিতে আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তি-রধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণের এই বাক্যার্থ আলোচনায় দেখা যায় যে, কৃষ্ণদাস্যরূপ আত্ম-প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই আত্মা সু-প্রসন্ন হয়। অতএব কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়া আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা করা মানুষ-মাত্রেরই কর্তব্য। কৃষ্ণদাস্য লাভের জন্যই আমাদিগকে শরণাগত হইতে হইবে। কৃষ্ণদাস্যাপেক্ষা গুরু আর কোন বস্তু নাই।

এই শ্লোকার্থের বিচারে আর একটী সত্য প্রতিভাত হয়। কৃষ্ণই শরণ্য, আর অন্য কেহ নহে। অন্যান্য শরণ্যের উল্লেখ যাহা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কৃষ্ণের তুলনায় অনেক লঘু। লঘুর আশ্রয়ে গুরুফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। শিবের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত রাবণকে একদিন শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নির্যা-তিত হইতে হইয়াছিল। সরস্বতীর আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে শ্রীমন্মহা-প্রভুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ১ এই সংখ্যাকে বাদ দিয়া তাহার পৃষ্ঠে অবস্থিত ০ সংখ্যা যেরূপ প্রতিষ্ঠাহীন, কৃষ্ণকে বাদ দিয়া অন্যের শরণাগতিও তদ্রূপ প্রতিষ্ঠাহীন।

'অধোক্ষজ' শব্দটির অর্থ বিচারে আমরা আর একটী সত্য উপলব্ধি করি। তাহা এই যে, শুদ্ধ কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত অবান্তর কামনার অনুশীলন যাহা অজ্ঞ-বিচারে ভক্তির অনুশীলন-পর্যায়ে পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহাও তৎফল প্রদানে নিতান্ত অসমর্থ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

বিষয় পরমগতি নাহি ভজ ব্রজপতি
শ্রীনন্দনন্দন সুখসার।

কৃষ্ণ সুখসার। তিনি পূর্ণসুখ। কৃষ্ণ-দাস্যেই সকল সুখের পরিসমাপ্তি। এই সুখ প্রদানে তিনি কাহারও অংশীদার-রূপে পরিগণিত হইতে চাহেন না। কৃষ্ণ-দাস্য সুখলাভে আর কোন সুখের অভাব অনুভূত হয় না। আমার এই গৃহটী ভস্ম হইয়া গেলে কৃষ্ণ কি তাহা নির্মাণ করিয়া

দিবেন ? সুতরাং আমার গৃহেরও প্রয়োজন আছে। আমার পুত্র অর্থোপার্জ্জন দ্বারা ঐহিক ও পিণ্ডাদিদানের দ্বারা পারত্রিক যে সমস্ত মঙ্গল বিধান করিবে, কৃষ্ণ কি তাহা করিতে পারিবেন ? অতএব আমার পুত্রেরও প্রয়োজন আছে। এইরূপে আমার স্ত্রী, সমাজ, বান্ধব, দেশ, দশ সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আমার নিকটে থাকিবে। এইরূপ বিচার লইয়া যাঁহারা কৃষ্ণে শরণাপন্ন হন, তাঁহাদের তৎকার্য্যদ্বারা কৃষ্ণদাস্যরূপ এত বড় ফল লাভ হয় না। তিনি এটা পারেন, ওটা পারেন না, এইরূপ খণ্ডবিচারে যে কৃষ্ণ প্রতিভাত হয়, তাহা অতি ছোট কৃষ্ণ। যে কৃষ্ণ আমার দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, দেশ, দশ হইতে ছোট, সে বড় ছোট কৃষ্ণ। অত ছোট কৃষ্ণের অনুশীলনে কৃষ্ণদাস্যরূপ বড় ফল কিরূপে আমাদের লভ্য হইতে পারে ? আবার বিষয়সুখে কৃষ্ণানুশীলন বণিগ্‌বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নহে। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এটা দাও, সেটা দাও, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। বণিক্ ব্যতীত কৃষ্ণদাস এইরূপ কথা মুখেও আনিতে পারেন না। এইরূপ শরণাগতিকে কৃষ্ণদাসগণ কপটতা বলিয়াই জানেন।

কৃষ্ণদাস্যকে "অহৈতুকী" ও 'অপ্রতিহতা' এই বিশেষণদ্বয় দ্বারা বিশেষিত করিয়াও, উহার বিশুদ্ধি সংরক্ষিত হয় নাই মনে করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কার 'যয়াত্মা সুপ্রসীদতি' এই বাক্যাংশকে উহার বিশেষণরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার বিচারে যে সত্য পাওয়া যায়, তাহা এই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা ও শ্রীভগবানের মধ্যে মায়ার ব্যবধান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শরণাগতি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা আখ্যা লাভ করিতে পারে না এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার প্রসন্নতা সংসাধিত হয় না। দেহ ও মন এই দুইটিই মায়িক ব্যবধান। এই ব্যবধানের অবস্থানে জীবের প্রত্যেক কার্য্যের ফলে দেহ ও মন এবং আত্মার অংশীদাররূপে দাঁড়ায়। এইরূপ ক্ষেত্রে ষোল আনা শরণাগতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়। ষোল আনা শরণাগতি ব্যতীত শরণ্য কৃষ্ণ কাহাকেও কৃষ্ণদাস্যরূপ মহাফল প্রদান করেন না। পাণ্ডবজায়া দ্রৌপদী যখন পাশবদ্ধে অবস্থিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক সভা মধ্যে বস্ত্রহরণ দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছিলেন, তখন তিনি দুই হস্তে পরিধেয় বস্ত্র চাপিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে বিপদ-বারণ, হে লজ্জা-নিবারণ হরি, তুমি আমাকে এই বিপদে রক্ষা কর।" কৃষ্ণ তাঁহার সেই ডাক উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তারপর তিনি এক হস্ত বস্ত্রে রাখিয়া অপর হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে ডাকিয়াছিলেন। অনাবৃত কৃষ্ণ সেই ডাকে কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু যখন দ্রৌপদী নিজ সামর্থ্যের উপরে অণুমাত্র নির্ভর না করিয়া উভয় হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে ডাকিয়াছিলেন, তখনই সেই বিপদবারণ মধুসূদন দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

বদ্ধজীবের এই মায়ার ব্যবধান স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং আত্মার প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাহাকে মায়ার ব্যবধান বিরহিত অপর আর কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানে শরণাগতি জ্ঞাপন করিতে হইবে। আত্মার অধীনে বাস করিয়াই জীব আত্মস্থ হইতে পারিবে। তখন এই শরণাগতি তাহার স্বধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হইবে। প্রকৃত শরণাগত ব্যক্তি কৃষ্ণকে বলিতে পারেন—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন
ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং
লব্ধবুদ্ধি
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্ম
দাস্যে॥

নীলাচলে মহাপ্রভু

পুরীর পথে

বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ একটী বৃদ্ধ ও অপরটী যুবা, বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের নিকটে শ্রীগোপালের মহাসেবা প্রকাশিত রহিয়াছেন। গোপাল স্বীয় নিত্য-কিঙ্কর সেই 'বড়বিপ্র' ও ছোটবিপ্রের' চিত্ত কাড়িয়া লইলেন। যুবাবিপ্র বৃদ্ধবিপ্রকে তীর্থাদিগমনে বিশেষ সহায়তা ও নানাবিধভাবে সেবা করায় বড়বিপ্র ছোটবিপ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় কন্যা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। যুবাবিপ্র, বৃদ্ধবিপ্রকে বৃন্দাবনস্থ গোপালের সম্মুখে ঐ বিষয়ে অঙ্গীকার করাইয়া গোপালকে সাক্ষী রাখিলেন। স্বদেশে আসিয়া যুবাবিপ্র বিবাহের প্রস্তাব করিলে বিদ্ধস্মার্ত্ত-সমাজের বিচারানুসরণে বড়-বিপ্রের অবৈষ্ণব স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনগণ ছোটবৈষ্ণব-বিপ্রে 'নীচ-বুদ্ধি' করিয়া বড়বিপ্রের প্রস্তাবের বিরুদ্ধ দণ্ডায়মান হইলেন। বড়বিপ্রের বহির্ম্মুখ পুত্র বৃন্দাবনের গোপালকে প্রস্তর মাত্রজ্ঞান করিয়া ঐরূপ অচেতন বস্তু কখনও সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে না, পিতাকে জানাইলেন এবং ছোটবিপ্রকে নানাপ্রকারে গালি দিতে লাগিলেন। অপ্রাকৃত সখ্য কৃষ্ণভক্ত বড়বিপ্র ও ছোটবিপ্রের চিত্ত গোপালদেব বৃন্দাবনেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এখন স্বভক্তের সন্নিধানে প্রকাশিত হইয়া স্বীয় ভক্তবশ্যতা জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীগোপালদেব এক খেলা খেলিলেন।

বড়বিপ্রের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-পুত্র পিতাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিতে বলিলেন। বড়বিপ্র বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে বিদ্যানগরে আনিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও জীব-জগতের অশেষ কল্যাণ-বিধানের জন্য বাহ্যে পুত্রের অনুরোধ রক্ষার অভিনয়ে ছোটবিপ্রকে বলিলেন 'আমি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম স্মরণ নাই।' ছোটবিপ্র তাঁহার একমাত্র সাক্ষী শ্রীগোপাল দেবের কথা বড়বিপ্রকে বলিলে বড়বিপ্র সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যদি গোপাল এখানে আসিয়া সকলের সমক্ষে সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আমার কন্যা তোমাকে সম্প্রদান করিব।' বড়বিপ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণ বড় দয়াবান, তিনি নিশ্চয়ই আমার বাক্য প্রমাণিত করিবেন। আর অপরদিকে বড়বিপ্রের বহির্ম্মুখ পুত্রের হৃদয়েও দৃঢ় বিশ্বাস, পাথরের ঠাকুর কখনও এত দূরে আসিতে পারে না বা কথা বলিতে পারে না; কাজেই বড়বিপ্রের পুত্র পিতার এইরূপ যুক্তিতে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া পিতার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। যুবাবিপ্র গোপালের নিকট বৃন্দাবনে গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। ভক্ত-বশ্য প্রভু স্বীয় নিত্য কিঙ্কর-দ্বয়ের ভক্তিবাধ্য হইয়া বৃন্দাবন হইতে দক্ষিণ দেশে আসিলেন। যুবাবিপ্রের পশ্চাৎ নূপুরের ধ্বনি করিয়া বিদ্যানগরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া গোপাল অধিষ্ঠিত হইলেন। যুবাবিপ্র তদ্দেশস্থ ভদ্রগণকে, বৃদ্ধবিপ্র ও তাঁহার পুত্রকে তথায় উপস্থিত করিয়া গোপালের সাক্ষ্য দেওয়াইলে তাঁহারা সকলেই চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধবিপ্রের কন্যার সহিত যুবাবিপ্রের উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া দিলেন।

প্রাকৃত নীতিবাদিগণ বিচার করিতে পারেন, ছোটবিপ্র ভক্ত নামে পরিচিত হইয়া বড়বিপ্রের কন্যা বিবাহের জন্য এতদূর লালায়িত কেন ? বিবাহ করিবার জন্য ছোটবিপ্র বৃন্দাবনে গিয়া গোপালকে সাক্ষী বা এতদূর টানিয়া আনিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই—এ কিরূপ কথা ? বিধিশাস্ত্রে আছে, দেবতার অগ্রে শপথ করিতে নাই, বিপ্রদ্বয় ইহাও অমান্য করিলেন! ইহা কিরূপ ভক্তি ও ভক্তের ব্যবহার ? আর বড়বিপ্রই বা কেন আত্ম-পরিচর্য্যা-লিপ্সু হইয়া ছোটবিপ্রকে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন ? আবার গৃহে আসিয়া বহির্ম্মুখ স্ত্রীপুত্রাদির অনুরোধে সবকথা উল্টাইয়া বলিলেন! ভক্তের এইরূপ আত্মসুখ-স্পৃহা, ভগবানকে সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা, বহির্ম্মুখ স্ত্রীপুত্রাদির অনুরোধে কপটতা ও সত্যের অপলাপই বা কেন ? আর ভগবানেরই বা ব্যবহার কি ? তিনি কোথায় সজ্জনপালক, ভক্তবৎসল, নিরুদ্ধগণের প্রতি কৃপাবান, আর এখানে দেখি ঠিক তাহার বিপরীত মূর্ত্তি। তিনি গেলেন, কে বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে, তাহার সাহায্য করিতে—তিনি গেলেন গৃহবিবাদ মিটাইতে—তিনি গেলেন "সালিসী" করিতে—তিনি গেলেন সত্যের অপলাপকারীর সহায়তা করিতে ? (ক্রমশঃ)

পরমার্থ তত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী)

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়-জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তুকে 'পরমার্থ' বলিয়া থাকেন। সেই তত্ত্ব বস্তু 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান'—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

এই অদ্বয়-জ্ঞানের ভগবৎ-প্রতীতিই পূর্ণ, ব্রহ্ম-প্রতীতি অসম্যক্ এবং পরমাত্ম-প্রতীতি আংশিক। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভগবান্ হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। অসম্যক্ ভগবদ্দর্শনেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, আর আংশিক সান্নিধ্যে সেই পরমাত্মস্বরূপ সহিত সতত যুক্ত হন এবং সেবকের সর্ব্বতোভাবে প্রীতিময়ী সেবাই ভগবদ্ভক্তি। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, অদ্বয় জ্ঞানে যখন কেবলজ্ঞান-বিচার, সে স্থলেই ব্রহ্মাভিধান কেবল চিত্তের সহিত কালগত ব্যবধান নিবৃত্ত হইলে তাহাই পরমাত্মা, জড়মাত্র ও জড়কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইলে কেবল জ্ঞান ও কেবল-সত্ত্বময় কেবল-সচ্চিদানন্দে অদ্বয় তত্ত্বই ভগবান্। বস্তুর একত্ব এবং বৈচিত্র্য লীলা প্রতীতিতে পারিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত তিন সমান বা ন্যূন নহেন বস্তুতঃ অদ্বয়।

ব্রহ্মতত্ত্ব

অনাদির আদি সর্ব্বকারণ-কারণ গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গকান্তি। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি বসুধাদি বিভূতি ঐশ্বর্য্যরাশি এই ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। শ্রুতি বলেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
কঠ ২।২।১৫, মুঃ ২।২।১০, শ্বেতাশ্বঃ
৬।১৪

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। শ্রীতত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়াপটি ধর্মাকস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য — ... হইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক ✓০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।✓০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষাভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রী...

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/4/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সমালোচনার ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে আষাঢ় সোমবার—১৩৩৬

সুমেধা-তিথি

অধোক্ষজ ভগবানের কারুণ্য প্রকাশ-মূর্ত্তি ভগবদ্ভক্তপরায়ণের গৌরব বস্তু রূপে প্রকাশিত। সেই বস্তুটী আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-সীমা হইলেও অধোক্ষজ-বস্তু-পর্য্যায়ে সেবা। জগদ্গুরুপাদ কালের অন্তর্গত নহে, একাধিক পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ নহে, সর্ব্বদেশব্যাপি হইলে অসমর্থ নহে। তাঁহারই প্রকাশ বিশেষ মহান্ত-গুরু করুণাবতার হইয়া জগতের মঙ্গলবিধান করেন।

মহান্ত গুরু সর্ব্বদাই পূজ্য-পর্য্যায়ে ভগবৎ সেবা বস্তু-সেবাই অনাদিকাল-প্রবৃত্ত বদ্ধজীবগণের একমাত্র শ্রেয়োরূপে নির্ণয় করেন। যেখানে মহান্ত-গুরুর পূজার অবকাশ নাই, সেরূপ অনেক স্থলেই চৈত্য-গুরুরূপ জগদ্গুরু বা গুরুদেবের সন্ধান প্রদানে পূর্ণকারুণ্য প্রকাশ করেন না। তজ্জন্যই মন্দোদয়-কারিণী করুণা ও অমন্দোদয়-কারিণী করুণার কথা ভক্তবৎসলপরায়ণ-গণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছে।

বিবর্ত্ত বদ্ধজীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি-বশতঃ লঘু-গুরু-বিবেক অভাব হইলেও যে সময় আমরা নিজের সাত্বত-চেতনের সহিত—আনন্দের সহিত বৈষম্য স্থাপন করি, সেইকালে আমার উপাদেয়ত্ব-সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া আবশ্যক।

অধোক্ষজ-ভগবদ্বাণীময়-বিগ্রহ আশ্রয়-ধামের যে জগদ্গুরুত্ব নিত্য, তাঁহার করুণা জগৎকে কালাভাবে প্লাবিত আনন্দময় মুক্তিরূপে অবতরণ করেন। সেই কারণ-মূর্ত্তি বহির্জগতে তাঁহার সেবা ধর্ম প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকেই অন্তর্যামী, উপাস্য-চৈত্য বৈষ্ণব, তাঁহাকেই গুরু এবং তাঁহাকেই পরব্রহ্ম অবস্থিতি প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবগণের কাল-গত-বৈষম্য, অস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ধারা নির্দ্দেশ করেন।

আবার তিনি অধিকতর দয়া-পরবশ হইয়া শব্দ-ব্রহ্মের দ্বারা জীবের বদ্ধভাবে পারিপার্শ্বিক স্থূল-সূক্ষ্মাদি-পরিচয় উদ্দিষ্ট করিয়া শুদ্ধ-চেতন-বৃত্তির উন্মেষ-পূর্ব্বক তাদৃশ পরতত্ত্ব-নির্ণয়-কালে সেবা বৃত্তির স্থূল জড়তা ও সূক্ষ্মনৈপুণ্য অপসারণ করিয়া বস্তুর স্বরূপদর্শন স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেন; স্থূলবৃত্তি-প্রভাবে সেবোর ছলন অথবা সূক্ষ্ম-বৃত্তি-বশে উপাস্য-সেবা-মর্য্যাদা-নিগড় অতিক্রম করিয়া কোথা সেবার উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন।

শ্রীল ও গোপীনাথ ভক্তে ভগবৎ ঐশ্বর্য্যের তারতম্য বর্ত্তমান। শুদ্ধ সেবকের উপাসনার মধ্যেও তাদৃশ রস-তারতম্য পরিদৃষ্ট। মধুররস-বিরহে বাৎসল্য রসাধিষ্ঠান, বাৎসল্যরসবিরহে সখ্যরসাধিষ্ঠান, সখ্যরসবিরহে দাস্যরসাধিষ্ঠান; দাস্যরস বিরহে শান্তরসাধিষ্ঠান এবং শান্তরস-বিরহে অশান্তি নামক বিরুদ্ধ রস বা বিরসভাব প্রকাশিত আছে।

যেখানে সেব্যবস্তু সেবকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সেবককে সেব্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেখানেই আমরা বিষ্ণুমায়ার পরিচয় পাই। যাহারা মায়াকে প্রভু জ্ঞান করিয়া স্বীয় প্রভুকে দাসরূপে ভোগ করেন, সেখানেই শুদ্ধ-মুক্ত জীবাত্মা চিৎ-বিবদ্ধ অনাত্মরূপে অকল্যাণ বরণ করেন। ইহা তাঁহার চেতনধর্ম্মের অপব্যবহার বা চিদ্বৈমুখ্যে অনাত্ম-প্রতীতি।

এই অনাত্ম-প্রতীতি বা স্বরূপ অজ্ঞান [illegible] বিপরীত অবস্থা। ইহাই ভোগ বা নিত্যভোগরূপে আবরণীয় বস্তু হইয়া পড়ে। চিৎ-সম্ভোগ ও চিদ্-বিরহ একপক্ষে অবস্থিত হইলে পক্ষান্তরে অচিৎ-সম্ভোগ ও অচিদ্-বিয়োগের প্রবল প্রেরণা [illegible] অধিকার করে;

ভগবানের করুণার অভাবেই জীবসকল ভোক্তা বা ত্যাগী হইয়া নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়। ভগবৎস্মৃতি-ক্রমে তাহার পুনরায় শুদ্ধবুদ্ধি জাগিয়া উঠে। ভগবানের যে করুণা-শক্তি আমাদিগের ভগবৎ-সেবার উদ্দীপন করায়, সেই বস্তুই পরম শ্রেয়োবিধানকারী। আমরা শ্রেয়ঃ পথে চৈত্যগুরুর সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অনাদর করায় আমাদের উপর ত্রিগুণ-তাড়না বিক্রম প্রকাশ করে। উহা জড় ভোগ-বিবেক নামে [illegible] অনধিকারীগণ শ্রীগুরুকৃপায় জানিতে পারেন। যাঁহারা [illegible] তাঁহাদের [illegible] শ্রীগুরুদেবের করুণা নাই। আশ্রয়ের পূজার অভাবে [illegible] সম্ভোগের [illegible] আত্মঘাতিনী, তাহা কোনদিনই [illegible] করে না।

বিষয়ের প্রকাশতত্ত্বে, আশ্রয়ের [illegible] সেবনলীলা-প্রদর্শন-জন্য। যে-কালে আশ্রয়-বিগ্রহ বিষয়বিগ্রহের কোনও এক প্রকার লীলা প্রদর্শন করাইবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হন, তখনই উহা প্রকটলীলা নামে খ্যাত হয়। অপ্রকট লীলাসমূহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয় না। প্রকটলীলায় এরূপ শক্তি বর্ত্তমান যে, তাহার সম্বন্ধ প্রাপঞ্চিক জীবের উপর বিক্রম প্রকাশ করেন না। যে প্রদর্শনীতে আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের প্রাধান্য ভগবানের তাদৃশী করুণতত্ত্ব বা লীলা কারণকার্য্যবাদে অবাস্তব, অহৈতুকী করুণার অভাবে হৈতুক বিচার স্থলায় প্রাপ্ত।

প্রকটাপ্রকট চিদ্বস্তুর অবস্থান দেহ-দেহীর ভিন্ন [illegible] কেবল-জ্ঞানবাদে অবস্থান। যেখানে মিথ্যাজ্ঞানে অনর্থকে 'অর্থ' বলিয়া প্রতীতি। সচ্চিদানন্দ বাস্তব বস্তুর [illegible] ভোগ-প্রবণ জড় জগৎ। জৈব প্রতীতিতে ভগবদাশ্রয়-ভেদ স্বরূপাবস্থানের লক্ষণ। নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত জীবাত্মা আশ্রয়-ভেদাংশে অধিষ্ঠিত। যে-কালে আশ্রয়-ভেদাংশ অবৈধভাবে নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন, সেইকালে তাঁহার প্রেমপ্রবৃত্তি প্রেয়োবুদ্ধিকে আবরণ করিয়া স্বয়ং বিক্ষিপ্ত হয়। পুনরায় ভগবানের করুণাশক্তি তাঁহার [illegible] অপনোদিত করিবার নিমিত্ত [illegible] অনাত্মপ্রতীতি বিদায় গ্রহণ করে।

ভগবানের করুণাশক্তি অমন্দোদয়-দয়ারূপে প্রপন্ন জনগণে প্রকাশিত। তাদৃশ প্রপন্নজনের সর্ব্বোত্তম করুণা প্রকাশকারী মহান্ত গুরুদেবের কার্য্য করিয়া স্বীয় দয়ার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার বদ্ধ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌর নামে [illegible] বৈষ্ণবগণের প্রেম-[illegible] অনুশীলনকারী সেবা-বিমুখ জনগণই ভোগী বা ত্যাগী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মুক্ত [illegible] পূর্ব্বক নিজ কল্যাণ কামনায় শ্রীগুরুর [illegible] হওয়া আবশ্যক। ভগবান্ জনগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য শ্রীগুরুগণের অবতারণ করিয়া কোন কোন সময় বিষয়-রূপে অবতীর্ণ হন। ইহাই বিষ্ণুর অবতার।

যেকালে আশ্রয়-জাতীয় ভগবৎ-সেবা-[illegible] প্রপঞ্চে [illegible] করেন, সেই কালের [illegible] বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ আশ্রয়-বিগ্রহ অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানকর্ম্মপর জনগণের মস্তককে উন্নতির পথে চালিত করে।

মহান্ত গুরু [illegible] অধিষ্ঠিত হইয়া [illegible] জ্ঞান-কর্ম্ম-পর জনগণকে দিব্য জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া [illegible] জীবগণকে [illegible] প্রদান করেন। [illegible] উপদেশের কাল উপস্থিত হইলে জীব [illegible] বিমুখ [illegible] জনগণের [illegible] হইয়া থাকেন। [illegible] তাঁহাকে [illegible] আনুগত্যে সমাজে নিয়োগ করেন, তখন জীব নিজের [illegible] সমাজ লাভ করিয়া [illegible] অবস্থিত করিবার সুযোগ লাভ করেন; অজ্ঞানাদি ও জ্ঞানীগণের অকল্যাণকর সমাজের

[illegible] প্রয়োজন [illegible] না। [illegible] কাহার [illegible] পথ [illegible] গৌরসুন্দর [illegible] বৈষ্ণব [illegible] কলিযুগের [illegible] করিয়া [illegible] আমাদের নিরন্তর [illegible] বিধান করুন।

মহান্ত গুরু [illegible] আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রাকট্যোৎসব [illegible] অবস্থান নাই। কিন্তু আমরা [illegible] তাঁহার প্রকটাপ্রকট ভেদ বিচার আমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমানকালে প্রবল। অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রকটের অনুকূল স্মৃতি বর্ত্তমান, তজ্জন্য মহান্ত গুরুর অপ্রকট [illegible] তাঁহার প্রাকট্যের উজ্জ্বল [illegible] করে বলিয়া এই [illegible] জীবন বৈকুণ্ঠবস্তুর সম্বন্ধে [illegible] আনুগত্য-পূর্ব্বক প্রয়োজন লাভ করিবার সুযোগ পায় অর্থাৎ তখনই ভক্তি-যোগ-পর্য্যায়ের দ্বারা।

আমরা এইরূপ যাঁহার অনুগমন করিয়া প্রপঞ্চ হইতে [illegible] পথে [illegible] থাকি। [illegible] অনুসরণ করাই [illegible] অতিক্রম করিয়া [illegible] সেবারই নিত্য থাকিব এবং ভগবৎ-কৃপা লাভ করিয়া [illegible] স্বরূপে [illegible] কাল।

[illegible] ভগবৎ-[illegible] প্রাপঞ্চিক [illegible] জাতিভেদ, [illegible] প্রামাণিক [illegible] —[illegible] ভোগ বা [illegible] তাহাদের [illegible] জনগণের [illegible] কল্যাণ সাধন করে। [illegible] উপদেশক একদিন [illegible] বিরুদ্ধে

অকিঞ্চনতা শিক্ষা দিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' স্বভাব-সম্পন্ন হইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। জীবের যে অকল্যাণকর জাগতিক বুদ্ধি-রহিত 'অসৎ'জ্ঞান বুদ্ধিমান অনর্থের প্রকাশক এবং আত্মশ্লাঘার তৃণাদপি সুনীচ একটি পরম মুক্ত পুরুষের কথা বলিয়া যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যের পদে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া জাগতিক অহঙ্কার ছাড়িয়া সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দিয়া নিজে সকল জাগতিক পাপ হইতে রহিত হইয়া নিত্য হরি-কীর্ত্তন পারমার্থিক চিন্তার মণি বিতরণ করেন। যেই শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি জগৎ জন যুক্ত হউন। সেই হরিনাম চিন্তামণির কিরণে প্রতিভাত হইলেই শ্রীজীব মাত্রেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবেন।

চিন্তামণি-দাতা যে হরিনাম জগতে দিয়াছেন, তাহা দশনামাপরাধযুক্ত জনগণের আরাধ্য নহে, মিশ্রভাবাপন্ন মুমুক্ষুগণের সেব্য নহেন, কিন্তু নামাভাসপর নামাভাসোৎকণ্ঠ জনগণের নাম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত। সুতরাং সেই চিন্তামণিস্বরূপ শ্রীহরিনাম-স্বরূপ আশ্রয় করাইয়া শ্রীনামদাতা শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত পূজা বিধান করুন।

নামাভাস ও নামাপরাধরহিত শুদ্ধনাম প্রচারের মূলপুরুষের অনুসরণে শ্রবণ-কণ্ঠ কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণীয় দিব্যজ্ঞান-বিবেক-বিশিষ্ট হইয়া উদ্বুদ্ধ-স্বরূপে শুদ্ধ নাম করিতেছি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক

বিরহ-মহামহোৎসবে

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতের মুকুটমণি শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ, ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ রসাভাসাদি দোষনির্ম্মুক্ত সৎসিদ্ধান্তপ্রচারক, শুদ্ধভক্তিরসবিনোদনকারী, গৌরপাদাব্জ-ভৃঙ্গরাজ, স্বরূপ-রূপ [illegible] ভক্তিবিনোদের তিরোভাব-তিথি আজ। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীবিনোদ ভক্তিবিনোদের বিরহে আজ সারস্বত বৈষ্ণবজগৎ বড়ই কাতর। কোনও জগতে যদি দুঃখের কিছু থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণভক্ত-বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখই তীব্রতম দুঃখ। বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট শ্রীভগবান গৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয়-পার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দের শ্রীমুখ দিয়া এই কথাই জগতে প্রচার করিয়াছেন যে,—

"কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।"

জগতের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বুভুক্ষু বা বা মুমুক্ষু সম্প্রদায় নশ্বর বস্তুর ভোগ বা ত্যাগ-সুখাভাব-জনিত বিরহে দুঃখানুভব করে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত-বিরহজনিত দুঃখ তাদৃশ দুঃখের সমতুল্য নহে। কৃষ্ণভক্ত অচৈতন্য জগতের জড়ানন্দানুভূতি মোচন করিয়া জগৎকে 'শ্রীচৈতন্য' বিতরণ-পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দানুভূতির সন্ধান প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গাভাব বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাদিকারকারী কেবলা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিকামী-জনগণের পক্ষে বড়ই দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। এ দুঃখ কৃষ্ণবিরহের উদ্দীপক হওয়ায় জীবকে কৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টায় উন্মত্ত করে বলিয়া জীব-হৃদয়ে জড়ীয়-অভাব-স্মৃতি জাগরূক হইতে দেয় না, জীব কৃষ্ণস্মৃতি লাভ পূর্ব্বক বিপ্রলম্ভ রসরসিক হইয়া 'রসো বৈ সঃ' রসময়কে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুলিত হইয়া পড়েন। তাই আজ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীবিনোদ ভক্তিবিনোদানুগগণ [illegible]র দুঃখ মধ্যেও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তন-মুখে ভক্তিবিনোদন-চেষ্টায় তৎপর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় সভ্যগণের শুদ্ধকীর্ত্তন প্রমোদে আজ ভক্তিবিনোদপূজায়োজন। যাহা কৃষ্ণেতর জড়বিষয়াভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্মাদিশূন্য বিশুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তন নহে, তাহা দিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পূজা হয় না। কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে স্বানন্দসুখদকুঞ্জ শ্রীল ঠাকুরের ভজনস্থলী, সেখানে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-পিতা গৌরসুন্দরের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনেই ঠাকুরের প্রমোদ, ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী কীর্ত্তনে ঠাকুরের আনন্দ নাই, সুতরাং ঠাকুরের অনুগত পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষিগণ তাদৃশ বিদ্ধকীর্ত্তন-প্রয়াস সযত্নেই পরিহার করিয়া থাকেন।

অমন্দোদয় দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা জীবমাত্রের স্বরূপোদ্বোধনপূর্ব্বক তাহাকে ফলভোগ বা ফলত্যাগানুসন্ধানবিবর্জ্জিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করাইবার জন্যই ব্যাকুল। স্বাবিদ্যা-সংবৃত সংক্লেশ-নিকরাকর অক্ষজজ্ঞানবাদী জগজ্জীব অপরিণামদর্শী হইয়া আপাত সুখ সম্ভাবনায় মন্দোদয়দয়ারই অধিক পক্ষপাতী বা প্রেয়ঃপন্থী হইয়া পড়েন বলিয়াই অমন্দোদয় শশ্বদ্ ভক্তিবিনোদা দয়ার আবির্ভাব। এই দয়া জীবকুলকে কৃষ্ণেতর বিষয়-তৃষ্ণা-জনিত খণ্ডানন্দ-মোহ বিবর্জ্জিত করাইয়া নিত্য কৃষ্ণসেবানন্দে নিমজ্জিত হইবার পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃপন্থী করে। ভাগ্যহীন জগৎই এই শেষোক্ত দয়া হইতে বঞ্চিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ভক্তিবিরোধকল্পে নানা অনর্থের আবাহন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনের পর কলি-প্রাবল্যে জগতে এই প্রকার ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরোধী নানা অনর্থের উৎপাত আরম্ভ হওয়ায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আদি লীলা-ভূমি নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত বীরনগর (উলা) নামক পল্লীতে শ্রীচৈতন্যপ্রকটাব্দ ৩৫২ বর্ষে হৃষীকেশ মাসের অষ্টাবিংশ দিবসে বাসুদেব বারে অর্থাৎ ১৭৬০ শকাব্দায় ১৮ই ভাদ্র ইংরাজী ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন।

জগতে আবির্ভূত হইয়া ঠাকুর জগৎকে যে মহামূল্য অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডার দান করিয়া গিয়াছেন, জগৎ সৌভাগ্যবান্ হইলে সে রত্ন-ভাণ্ডার ছাড়িয়া আজ আর তাহাকে এমন করিয়া শোকে তাপে অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া অহর্নিশ হা হুতাশ করিয়া বেড়াইতে হয় না! ঠাকুর তাঁহার জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়-সূত্র, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা, ভজনরহস্য, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহভাষ্য, গীতাভাষ্য, শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ এবং সজ্জনতোষণী নাম্নী পারমার্থিক-পত্রিকায় যে সকল মহামূল্য রত্ন রাখিয়াছেন, সে সকল রত্নের সন্ধান না রাখিয়া জগৎ যে কেন আজ তাহার দারিদ্র্য প্রখ্যাপন করিতেছে, তাহা কে বলিবে? ঠাকুরের ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর বীণায় আজ যে সুগভীর বিপ্রলম্ভ-গীতির সুকরুণ সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, সে সুমধুর সুরেও যাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইল না, ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত বিপ্রলম্ভ-গীতি শ্রবণ করিয়াও যাহাদের হৃদয় কৃষ্ণান্বেষণ-অভিসারে উধাও হইয়া ছুটিল না, অহো! তাহাদের ভাগ্যের প্রশংসা কে করিবে?

যে সকল ভাগ্যহীন ব্যক্তি ঠাকুরের ভক্তিবিনোদন-কার্য্যকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ জানিয়া তাঁহাকে অসহযোগ-নীতি আরোপপূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত মতবাদে সমাচ্ছন্ন হইল, তার, তাঁহাদের বঞ্চিত হওয়ায় উচ্চপ্রবৃত্তিকে, কোন্ সারগ্রাহিজন সমাদর করিতে পারেন! ঠাকুরের দয়া জড়ীয় দেশ-কাল-পাত্র-বিচারাপেক্ষা শূন্য হইয়া সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বজীবের প্রতি সমভাবে বর্ষিত হইতেছে। যাঁহারা জড়ৈশ্বর্য্যরূপ শ্রীর অভিমান মুক্ত হইয়া নিত্যমঙ্গল-প্রার্থী, তাঁহারাই ঠাকুরের সে দয়ার সার্ব্বজনীনতা—উদারতা উপলব্ধি করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য উৎসাহিত ও উৎকণ্ঠিত হন। জানিনা, জগতের সে শুভদিন কবে আসিবে, যেদিন জগৎ জড়-শুক্রশোণিতজাত দেহাত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমন্দোদয়া ভক্তিবিনোদা কৃপাকণা-দ্বারা অনুগৃহীত হইবার জন্য লালায়িত হইবেন! শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনই অভিধেয় এবং তাঁহার ভক্তিবিনোদন-কার্য্যই প্রয়োজন—এই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বোপলব্ধিই মানবজীবনের সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা। শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির অমন্দোদয়া ভক্তিবিনোদা কৃপা-শক্তিই জীবের সেই সৌভাগ্য-বিধাত্রী।

জড়াভিনিবেশ বর্ত্তমান থাকা অবস্থায় শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট-প্রচারকবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রপঞ্চাবতরণ-লীলা কখন উপলব্ধির বিষয় হইতে পারেনা। তাই ঠাকুরের শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী আদর পূর্ব্বক প্রাত্যহিক নিয়ত শ্রবণানুকীর্ত্তন হইতেই ঠাকুরের ভক্তি-বিনোদলীলা উপলব্ধির বিষয় হয়—এই ভরসায় আজ আমরা শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদের জয়গানের পূর্ব্বেই তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর জয়গান-দ্বারা ভক্তিবিনোদানুগত্য প্রার্থনা করিতেছি।

"১৯১৪ সালের ২৩শে জুন ৯ই আষাঢ় মধ্যাহ্নের অনতিপূর্ব্বেই শ্রীশ্রীগদাধরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার পারমহংস্য ভাগবতকলেবর রাখিয়া বস্তুসিদ্ধিক্রমে শ্রীরূপানুগগণের একান্ত প্রেপ্সিতা রাধাসরসীতটস্থিত স্বানন্দসুখদকুঞ্জ নামক মাধ্যাহ্নিক কৃষ্ণ-বিহারস্থলীতে যাত্রা করেন। তখন শুদ্ধ-ভক্তজগৎ দেখিলেন, শ্রীগৌরপ্রেমসুধাকরের অন্তর্দ্ধানে কালবিচারে গৌণ

আষাঢ়ীয় অমাবস্যাতিথি ও সায়নমতে অয়নসন্ধিকাল পার্থিব জগতে আগত হইয়াছে।

সাঁরণ উত্তরায়ণকাল উপস্থিত হইলে শ্রীঠাকুরের অভাবে বিরহকাতর শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী শ্রীরাধাকুণ্ডতটান্তির শ্রীগোদ্রুম-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে নারায়ণ মাসে তাঁহার সমাধি-সেবা বিধান করিয়াছেন।"—সজ্জনতোষণী।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভগবৎপার্ষদগণের জন্ম মৃত্যু বলিয়া কোন অবস্থা নাই, পরন্তু শ্রীভগবানের কোন বিশেষ মনোহভীষ্ট সম্পাদনের জন্য তাঁহাদের ভগবদিচ্ছায় প্রপঞ্চে আবির্ভাব ও তাহা সম্পন্ন হইলে পুনরায় ভগবদিচ্ছায়ই তিরোভাবলীলা হইয়া থাকে। প্রপঞ্চলীলা হইতে নিত্য-লীলায় প্রবেশের নামই তিরোভাবলীলা। তাই তাহাতে প্রাকৃত দেহধারী জীবগণের ন্যায় শোকাদি প্রকাশের স্থান নাই। তবে বিপ্রলম্ভরসাবেশে বিলাপকুসুমাঞ্জলি প্রদানের যথেষ্ট অবসর আছে। তাদৃশ বিলাপ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হয়, তাঁহারাই পরানন্দসুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন। স্বয়ং বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাবে স্বীয় পার্ষদ-গণ-সমভিব্যাহারে একদিন সেইরূপ মহোৎসবেরই আয়োজন করিয়াছিলেন। সে মহোৎসবে অন্যেন্দ্রিয়তর্পণোৎসবের লেশমাত্র নাই, আছে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণার্থে কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহামহোৎসব। গৌর-প্রেষ্ঠজনের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে সেইরূপ মহোৎসবে যাঁহারা মাতোয়ারা হইতে পারিতেছেন, তাঁহারাই আজ যথার্থ মহোৎসবে যোগদানের—ভক্তিবিনোদ-বিনোদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। তাঁহারা ভক্তি-পারিপ্লুতচিত্তে এই বিরহ-গীতি গাহিতে গাহিতে পরানন্দ-সুখে নিমগ্ন হন—

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গগুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কাঁদে এ অধম দাস॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে—

"ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি"

* * *

জয়রে জয়রে জয়
ভকতিবিনোদ!
অবতীর্ণ জগমাঝে
গৌরপারিষদ॥ ১
দীনৈক-শরণ তুমি
পতিত আশ্রয়।
করুণা-মূরতি তুমি
কৃপার নিলয়॥ ২
শুদ্ধ-ভক্তি পরচারে
তোমার প্রমোদ।
তোমার কীর্ত্তনে ভাগে
কল্মষ-বিরোধ॥৩
কলি-কবলিত মোরা অশেষ দুর্গত।
দেখিয়া তোমার হিয়া হইল দ্রবিত॥৪
পুরাণে শুনেছি শুধু বৈষ্ণব-মহিমা।
তোমা হতে জানা গেল সেই কৃপা-সীমা॥৫
তব কৃপা বিতরিতে অকাতর খনি।
'জৈবধর্ম্ম', 'শিক্ষামৃত', নামচিন্তামণি॥৬
'কল্যাণ-কল্পতরু', 'শ্রীশরণাগতি'।
নৈরাশে অভয়দাতা অগতির গতি॥৭
চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা যদি মুছে যায়।
তথাপি তোমার দান রহিবে এথায়॥৮
তব লীলা অপ্রকট এপুণ্য বাসরে।
বিরহ উৎসব আজ প্রতি ভক্ত ঘরে॥৯
শুদ্ধভক্তি-মঠবাসী যত ভক্ত জন।
তবগুণ-গানে তাঁরা আনন্দে মগন॥১০
তাঁদের দর্শনে তুমি নিত্য প্রকটিত।
মম জড়নেত্র-পথে তুমি অন্তর্হিত॥১১
ন্যাসী, ব্রহ্মচারী যত শুদ্ধ ভক্তগণ।
গাহিছে তোমার জয় ভুলে দেহ মন॥১২
স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে (তব) সমাধি-প্রাঙ্গণে।
উঠেছে কীর্ত্তন-রোল জয় ঘনে ঘনে॥১৩
পুণ্যতম রেণু-কণা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া।
হইতেছে ধন্য সবে মুক্তি দেখিয়া॥১৪
ওদিকে সাগর-পাড়ে শ্রীপুরুষোত্তমে।
উঠিয়াছে কোলাহল তব গুণগানে॥১৫
জগন্নাথমন্দির তথা নাম ভক্তিকুটি।
যার ধূলি শিরে ধরি' যায় কুটিনাটি॥১৬
বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু কভু নাহি হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব এইমাত্র কয়॥১৭
(তাই) নিত্য লীলা-সহচর আচার্য্যপ্রবর।
তিরোভাবে রহিয়াছ সংসার ভিতর॥১৮
দয়া করি এঅধমে করহ করুণা।
তবগুণ-সিন্ধু বিন্দু স্পর্শিতে কামনা॥১৯
যবে,—বৈষ্ণবাভিমানী যত গোদাসসকল।
মহাপ্রভু-শিক্ষা-ধর্ম্ম করেছে বিকল॥২০
পাষণ্ডতা পরিপূর্ণ হ'ল জগন্ময়।
শুদ্ধ ভকতি-কীর্ত্তন কোথাও না হয়॥২১
কামিনী-কাঞ্চন-লোভে কৌশল পাতিয়া।
গৌর-বিহিত কীর্ত্তন দিয়াছে ছাড়িয়া॥২২
তের অপ সম্প্রদায় হইয়া প্রবল।
শ্রীচৈতন্যশিক্ষাগ্রহে হইল দুর্ব্বল॥২৩॥
শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী মায়াপুর ধাম।
কেহ বা জানিত আগে সত্য কোন্ স্থান॥
হেনকালে দেব তুমি! সপার্ষদে আসি'।
শুদ্ধ ভকতি-তপন জগতে প্রকাশি'॥২৪॥
কিবা করুণায় তব আচার্য্য ঠাকুর।
সে সব আবর্জ্জনা একেবারে দূর॥২৫॥
আচার প্রচার তব দুই কার্য্য ভারী।
সজ্জনে আমোদ পায় দুর্জ্জনের বৈরী॥২৭॥
তব প্রচারিত দু'টী ভবিষ্যৎ-বাণী।
যাহার আদর্শ-স্তম্ভ সমগ্র মেদিনী॥২৮॥
'কোন শক্ত্যাবিষ্ট জন আচার্য্য হইয়া।
দৈব বর্ণ ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিবে আসিয়া॥২৯
স্বল্পদিন মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব প্রচারিতে।
একমাত্র (সেই) সম্প্রদায় রহিবে জগতে॥'
তাহার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ প্রমাণ এখন।
সজ্জনমণ্ডলী সত্য করেন দর্শন॥৩১॥
সেই সত্য দেখিবারে যদি থাকে সাধ।
তব পদে যেন নাহি করে অপরাধ॥৩২॥
তোমার সেবক হ'লে সেইসত্য দেখে।
কাল্পনিক কাব্য নহে কহা পরতেকে॥৩৩
তুমিই ত একদিন করুণার স্বরে।
প্রার্থনা—ক'রেছ এই বিশ্ববাসী-তরে॥৩৪
"বৃটিশ, ফরাসী, রুশ, আমেরিকা আর—
প্রুশিয়া, জাপান, চীন, তিব্বত-তাতার॥৩৫
"জয় শ্রীশচী-নন্দন" ব'লে কত দিনে।
প্রসারিয়া দুই বাহু নর্ত্তন-কীর্ত্তনে॥৩৬
ভারতীয় ভক্ত-সঙ্গে হইয়া মিলন।
ভ্রাতৃ-সম্বোধন চাবে প্রেম-আলিঙ্গন॥"৩৭
সেইত দিনের বুঝি আর বাকি নাই।
সজ্জনতোষণী আনি মিলাবে সবাই॥৩৮
একমাত্র নিত্যধর্ম্ম শ্রীচৈতন্য-কথা।
সকল মিশিবে আসি সমন্বয়ে তথা॥৩৯
সর্ব্বধর্ম্ম-পরিণতে নাম সংকীর্ত্তন।
ইহাই বাস্তব সত্য বুঝে সুধী জন॥৪০
তোমার করুণা বিনা এত বড় কথা।
কে বুঝিতে পারে ভবে, কাহার ক্ষমতা॥৪১
আমি অন্ধ মূঢ়মতি জগৎ সংসারে।
বামন যেমন চায় চাঁদ ধরিবারে॥৪২
মম বাতুলতা-দোষ ক্ষম দেব তুমি!
অনন্ত মহিমা তব কি বর্ণিব আমি॥৪৩
শ্রীগুরুপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
যা' কিছু পাইনু তাই করিনু অর্পণ॥৪৪
বিরহ-মহোৎসবে সমাগত জন।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দি সবার চরণ॥৪৫
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি গীতি গান করি।
আপন শোধন লাগি' স্পর্দ্ধা হৃদে ধরি॥৪৬
ন্যাসী, ব্রহ্মচারী আর শুদ্ধ ভক্তগণ।
এই কৃপা কর মোরে ধরিতে চরণ॥৪৭
গুরুদেব-পদ-সেবা যবে দিতে পার।
রাধিকা দাসেরে পদে মুই অতি ছার॥৪৮
অনেক জন্মের পরে দিয়াছ গো সঙ্গ।
কৃপা করি টেনে রেখ (যেন) নাহি হয় ভঙ্গ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সেই ভাগ্যবান।
শ্রীগুরু-সেবকে যার নিত্যসিদ্ধজ্ঞান॥৫০
ঠাকুর ভকতিবিনোদ-দাসানুদাস।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি অনন্ত-প্রকাশ॥৫১
সর্ব্বভাবে একবার চরণ স্মরিয়া।
সেখানে সেখানে কেন থাকনা পড়িয়া॥৫২
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে সর্ব্ব বিঘ্ননাশ।
হেন কৃপা মাগে এ রাধাচরণদাস॥৫৩

'সুমেধাতিথি' উপলক্ষে

বিরহগীতিকা

গৌরপ্রিয়বর আচার্য্য ঠাকুর
শ্রীচরণে তব দেহ মোরে স্থান।
অমন্দ উদয়া প্রভু তব দয়া,
ভববন্ধ হ'তে পাই যেন ত্রাণ॥

জয় জয় জয় শ্রীভক্তিবিনোদ,
ভকতিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-মোদ,
জয় 'সুমেধস তিথি' সে শুভদ,
অনাথে কর কৃপা-বিন্দু দান।

জয় জয় জয়, জয় জগন্নাথ,
শ্রীগৌরকিশোর জয় ভক্তনাথ,
জয় শ্রীনিকুঞ্জ স্বানন্দ-সুখদ,
কীর্ত্তন-প্রমোদ যা'র মনপ্রাণ॥

কালে আচ্ছাদিত হ'লে ভক্তিপথ,
উদিলে জগতে তুমি শুদ্ধসত্ত্ব,
প্রচারিলে গূঢ় ভক্তির মহত্ত্ব,
অন্য-অভিলাষ-শূন্য-কর্ম্ম-জ্ঞান।

মহাযোগপীঠ মায়াপুর ধাম,
কে জানিত যদি না জানাতে নাম,
শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট তব কাম,
প্রচারি করিলে জীবের কল্যাণ।

শ্রদ্ধাবান্ জনে ডাকিয়া ডাকিয়া,
শ্রীনাম-মহিমা শিখালে গাহিয়া,
তোমার কৃপায় প্রেমেতে মাতিয়া
শতমুখে করে নাম-গুণ গান।

ভক্তির বিরোধী যত ধর্ম্মাধর্ম্ম
খণ্ডিয়া স্থাপিলে গূঢ় শাস্ত্র-মর্ম্ম,
কৃষ্ণনিত্যদাস্য—এই জৈব ধর্ম্ম,
শিক্ষামৃত জীবে করাইলে পান।

সর্ব্ব সদ্গুণে গুণী মহাজন,
কে গাহিবে প্রভো তব গুণগণ,
কর কৃপা যারে সেইত সুজন
কীর্ত্তন করিয়া হয় ভাগ্যবান।

কুল-ধন-বিদ্যা তপো মন্ত্র জপ,
না চিনি তোমারে লভে উপেক্ষণ,
তুমি কৃপা তবু কর বিতরণ,
শ্রীচৈতন্য-কৃপা-শক্তি মূর্ত্তিমান্।

বহু অপরাধে অপরাধী আমি,
নাহি দেখি গতি, বিনা প্রভু তুমি,
আদেশিবে যদি, সব দোষ ক্ষমি',
নামে রুচি দিয়া কর গো প্রদান

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। ফলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, তবে প্রত্যেক ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? [illegible] বোতল ২ [illegible] [illegible] খরচ করেন কেন? সুতরাং ॥৹

আমার সারফলীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি [illegible] আনা, ডজন [illegible] আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও জাল [illegible]

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible] উপাদানে খাঁটি [illegible] তৈলে [illegible], [illegible], চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, [illegible], প্রভৃতি [illegible] প্রস্তুত বিধায় [illegible] সমভাবে [illegible] উপকারী হইয়া থাকে। [illegible] এই [illegible] পরম [illegible] ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক [illegible] অবসাদ [illegible] থাকে।

[illegible] বাতজন্য [illegible], [illegible], [illegible], কষ্টরজঃ, [illegible], সম্প্রসবকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, [illegible], আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একরূপ মস্তিষ্ক [illegible] ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই [illegible] লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে আষাঢ় সোমবার—১৩৩৬

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

মাসত্রয়-ব্যাপী মহামহোৎসব

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ২৮শে বৈশাখ শ্রীচন্দন-যাত্রা-দিবস হইতে দৈব-বর্ণাশ্রমদৈর্শিকসংরক্ষক, শুদ্ধ ভাগবতধর্ম-প্রচারকবর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প এ-রাজ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের উদ্বোধনীতে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রায় ৬ই মাস যাবৎ মহাসমারোহে মহোৎসব চলিতেছে। একদিকে প্রাতঃ ব্রাহ্ম-মুহূর্তে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জীউর মঙ্গলারাত্রিক, অরুণোদয় কীর্ত্তন এবং প্রাতে গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ ও কীর্ত্তন যথারীতি পূর্ব্বোদ্যমে চলিতেছে। মাসাধিক-কাল গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং নীলাচল-ধামে অবস্থান পূর্ব্বক রায় রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও সুগম্ভীর বিচারপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপর নানাবিধ সেবাকার্য্যের জন্য তাঁহাকে শ্রীধাম-মায়াপুর আসিতে হইয়াছে। তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের উপর শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবের ভার অর্পণ করিয়া গৌড়দেশে গমন করিয়াছেন। স্বামিজী সরল প্রাঞ্জল অথচ আবেগময়ী ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-নিহিত সত্যবাণীসমূহ শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে বর্ণন করিতেছেন। আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ করিতেছেন। বক্তৃগণ তাঁহাদের সুবিচার-পূর্ণ পাঠদ্বারা সমাগত শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের পাঠে আকৃষ্ট হইয়া অনেক সুকৃতিশালী ব্যক্তি পাঠকগণকে তাঁহাদের ভবনে পাঠার্থ আহ্বান করিতেছেন।

স্বামীজিদ্বয়ের যোগদান

স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচার করিয়া গত ২৯।৩।২৯ সন্ধ্যায় পুনরায় শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীরামকেলি ধাম হইতে প্রত্যাগত ও গুর্ব্বাদিষ্ট হইয়া কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা দ্বারা বহু শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর সুমধুর বিচারপর ভাগবত-পাঠ যিনি একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, তিনি পুনরায় শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রমহোদয় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং শ্রবণ করিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করিতেছেন।

রাধাবল্লভ মঠে পাঠ

বিগত ২৯শে জুন পুরী বলভা মঠের 'মহান্ত' মহোদয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ মহোদয় অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গী কয়েকজন ব্রহ্মচারিসহ উক্ত মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সঙ্কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন।

পণ্ডিতগণের প্রশ্নের সুমীমাংসা

উৎকলদেশীয় কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত উক্ত পাঠের সময় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'ভক্তি' ব্যাখ্যামুখে 'ভজ্ সেবায়াম্' ব্যাখ্যা-কালে সেবা কেবল অনাদিরাদিগোবিন্দ-পাদারবিন্দেই সম্ভব হয় এরূপ বিবৃতি করিলে উক্ত পণ্ডিতগণ "পিতৃমাতৃ প্রভৃতি জড়সেবায়ও 'ভক্তি' শব্দ হইবে না কেন?"—এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করেন। তখন বিদ্যাভূষণ মহোদয় কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যসেবায় ভক্তিসংজ্ঞা প্রযোগ হইতে পারে না—ইহা শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা স্থাপন করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—উহা স্ত্রী-পুত্রাদিতে প্রযোজ্য হইতে পারে না, পরন্তু প্রযুক্ত হইলে প্রয়োগ-বৈপরীত্যহেতু সেবা-বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়। কুণ্ডলাদি কর্ণাভরণ পদাঙ্গুষ্ঠে প্রয়োগ যথা তদ্রূপ। পিতামাতা প্রভৃতির প্রতি ভক্তি ব্যবহারিক ভাবে প্রতীত হইলেও বিষদ্-রূঢ় প্রতীতি দ্বারা উহা 'ভক্তি' শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়ের বিপর্য্যয়বশ আনিয়া দেয়।

দর্পণের প্রতিমূর্ত্তি যেমন মূর্ত্তির বিপরীত ঠিক বিপরীত-মুখী, বিপরীত ভাবে প্রতিফলিত হইয়া দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ জীবের নিত্য স্বভাব কৃষ্ণদাস্য মায়াবৃত হইলে—মায়া-দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ায় বিপরীত ভাবে বিপরীত ভাবে দৃষ্ট হইয়াও [illegible] প্রকৃত [illegible] নহে, দর্শনের [illegible] পরিদৃশ্যমান, মলিন সত্য এক নহে [illegible]।

শাস্ত্র কৃষ্ণসেবা ভিন্ন অন্য [illegible] ভক্তি শব্দে সংজ্ঞিত করেন নাই। [illegible] বলেন, "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনম্, এতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্।" "অস্য ভজনং" শব্দ [illegible] করিয়া [illegible] ভগবানের সেবা [illegible] করিয়াছেন।

মহর্ষি শাণ্ডিল্যও বলেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"; ঈশ্বরে পরানুরাগ—অন্যত্র নহে, স্ত্রীপুত্র পিতামাতা প্রভৃতি জড়োপাধিতে নহে।

ভগবদ্ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদ-কৃত ভক্তিসূত্রে যথা:—"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।" 'হৃষীকেশ-সেবন' শব্দার্থ ভগবানের সেবা।

শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য ভগবৎ-পার্ষদপ্রবর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু উত্তমা ভক্তির পরমোপাদেয় সংজ্ঞা করিয়াছেন, যথা:—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-
কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"।

এস্থলে কৃষ্ণানুশীলনের তিনটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। 'আনুকূল্যেন' শব্দ তৃতীয়ার পদ হইলেও উহা বিশেষণ-বিবক্ষায় তৃতীয়া। কৃষ্ণানুশীলন কিরূপ হইবে, না অন্য-অভিলাষিতাশূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং ঐ অনুশীলন এরূপ হওয়া কর্ত্তব্য যেন, তাহা কৃষ্ণের অনুকূল হয়, কৃষ্ণের সুখ-তাৎপর্য্যক হয়, পরন্তু দুঃখ-দায়ক না হয়—একাধারে শাস্ত্রযুক্তি ও মহাজনবাক্য-মুখে ভক্তির ভগবৎপরত্ব পরম নৈপুণ্যের সহিত আনুকূল্যতা-সহকারে প্রদর্শিত হইলে পণ্ডিতমণ্ডলী ও স্থানীয় মহারাজ নিরুত্তর হইয়া সেই সকল সিদ্ধান্ত জনেরা সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। বিদ্যাভূষণ প্রভুর সুমধুর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

অধুনা শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির সংস্কার-কার্য্যের আনু-কূল্যাদি সংগ্রহ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া—শ্রীপুরী-ধামের বিভিন্ন স্থানে ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীআলালনাথের অনবসর মহোৎসবও যথারীতি পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ মুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে

কীর্ত্তনমহোৎসব

রথযাত্রা দিনে

(শ্রীযুক্ত শ্রীপাদ [illegible] রচিত)

[illegible] ভক্তবৃন্দ মিলি [illegible]
[illegible] সব তুলে [illegible]
সংকীর্ত্তন-কোলাহলে করি মুখরিত
দশদিশা, [illegible] জয় জগন্নাথ বলি।
আনন্দ বদনে আজি ভকত পরাণে
উথলিয়া উঠে যথা বারিধি-তরঙ্গ।
রথের [illegible] কিবা পরম সুন্দর
[illegible] দর্শনে [illegible] দেব নর;
দেব নর মিলি আজি কি আনন্দ শোভা
যাহার তুলনা নাহি ত্রিদিব ভবনে।
কলকোলাহলে পরিপূর্ণ এজগৎ
সুপ্ত [illegible] জাগ্রত বিমুগ্ধ মানব,
জানে না আপন [illegible] বাহ্য যেন
[illegible] ; শুধু কর্ণ, নেত্র, মন।
[illegible] নাস্তিক সমাজ
তারাও [illegible] যাহার কৃপায়
সেই পূর্ণ ভগবান (স্বয়ং) শ্রীগৌরসুন্দর
প্রকটিলা পূর্ণ লীলা শ্রীপুরুষোত্তমে।
সকল পুরুষ মাঝে যিনি পুরুষোত্তম
[illegible] মাঝে [illegible]
[illegible] ত্যাজি স্বর্গ-সুখ,
তাঁহার বিরহে আজি [illegible]
[illegible] সেন স্বজন সহিতে
[illegible] কলিযুগে।
[illegible] এই [illegible]-প্রধান
[illegible] নিকরে যাবে।
সেই পুরুষ প্রধান শ্রীগৌরসুন্দর
প্রকটিয়া [illegible] আপনি আচরি
নর্ত্তন-কীর্ত্তন-লীলা, গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
অদ্যাপিও সেই লীলা [illegible] সঙ্গে
আছে প্রকটিত; দেখে ভাগ্যবান জন।
শুদ্ধভক্তচরণ-[illegible] শিরে ধরি
[illegible] নিরপেক্ষ [illegible]
[illegible] যেই জন [illegible]
অপ্রাকৃত [illegible] লীলা নিত্য বিরাজিত।
[illegible] লীলা [illegible] বিচারে
[illegible] অবসান, তারা কি বুঝিবে ?
[illegible] মাধুর্য্যপূর্ণ লীলার মাধুরী।
[illegible] বৈষ্ণব-আচার্য্য,
[illegible] শ্রীপুরুষোত্তমে,
[illegible] প্রচার-কারণে [illegible]
[illegible] কীর্ত্তন-[illegible]
করিয়া [illegible]
[illegible] সেই [illegible]
ভক্তি[illegible] আসিয়া সকলে,
[illegible] কীর্ত্তন [illegible]
[illegible] নাহি, [illegible]
[illegible], বিরহে [illegible]
মহাচিন্তারমণি [illegible] ভাবে,

তার চাক্ষুস প্রমাণ—ঐ দেখ ঐ দেখ
নয়ন মেলিয়া, যদি থাকেরে নয়ন !
শ্রীগৌর ভক্তগণসাথে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে
প্রেমে নাচিছে মত্ত, ভুবাত পশারি
নাহি বাহ্য জ্ঞান, শুধু উদ্দণ্ড নর্ত্তন।
গৃহস্থী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভক্তজন
সকলে বিভোর নিজ প্রভু দরশনে।
কে কোথা দেখেছ হেন আনন্দপূর্ণ
শুদ্ধ সংকীর্ত্তন-নৃত্য এ ত্রিভুবনে ?
শাস্ত্র জীব ! কাঞ্চন ও সম্মান কভু
কৃত্রিম আবেদনেতে নাহি চমকে
মুহূর্ত্তে পেতে চেষ্টা লোকেরে দেখায়,
নিমেষে ভাঙিয়া যাই ! এমন বঞ্চক
লোক-দেখানো গোরা-ভজার দল তারা !
কেহবা উদর-পূজার তরে পাকিয়া
কৌশল-জাল, কেহবা কামিনী পাকে।
দেখে ঠিক কেন্দ্রস্থলে, করে পরিক্রমা
লোকে অত্যাচারী সবে, কেহ সার
ত্যাগী ভোগী কভু নহে সংকীর্ত্তন-কারী ;
নিষ্কপট অনুগ জন যুক্ত বৈরাগ্যে,
একান্ত নিষ্ঠায় যারা—শ্রীগৌর-কীর্ত্তন
প্রচারিছে ঘরে ঘরে জগত মঙ্গল।
তারাই বৈকুণ্ঠ দূত, লয়ে নামামৃত—
আনিয়া পুরুষোত্তমে এধরাবিগণে—
করিলা পরিবেশন, মাথায় লইয়,
নাম-প্রেমামৃত-ডালি। উড়িছে নিশান
বাজিছে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল,
জয় জগন্নাথ শ্রীশচীনন্দন রবে
হইয়া বিশাল ; ভেদিল গগন-প্রান্ত ;
ঘন ঘন শুভ কাঁসরি বাদন আর
গোবর্দ্ধন হরি বোল ধ্বনি অবিরাম
কাঁপায়ে মেদিনী আজ করিয়াছে মত্ত !
শোন শোন বিশ্ববাসি ! দেখ দেখ সবে
আজি কি মধুর লীলা নীলাচল ধামে।
নবদ্বীপে মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীপুরুষোত্তমে আসি হইল প্রকট,
শ্রীচৈতন্য বিশ্ববাসী সকলে জাগায়ে
দেখায় শ্রীজগন্নাথ-পাদপদ্ম-শোভা।
বিশ্ববাসি ! করোনা বঞ্চনা, বল বল
সত্য কথা। দেখেছ কি কভু হেন কায্য ?
বিশ্বজগতে দারিদ্র কোন সত্য দেশে.
প্রাণ মন ধনে নিজ আত্মসমর্পি
চব্য চোষ্য, লেহ্য, পেয়, প্রসাদ বিস্তার,
জগজ্জনে হরিনাম দেখাইয়া দেয় ?
যদি সত্যে কর ... পারিবে না কভু,
অঙ্গীকার করিবে ... উদারতা।
তাই বলি ভাই, সব পারে না পাড়ুয়া,
তোমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী ... আর,
সব শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ কর.
অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ দেখিয়া
শুদ্ধভক্তপদরজঃ মস্তকে ধরিয়া
সকল কোথাও জন্ম মানবজগতে।
আজ তব দেখ অর্পে এ কীর্ত্তন লাগি,
নিরন্তর গায় চতুর্দ্দিকে পদযুগে,
সে সৌভাগ্য লভিল আর বিশ্বমানবে।
যাচি এই অবশেষ, কৃপা কর দাও
অভাগা দুর্জ্জন আমি আছি বহু দূরে।
জয় জয় গুরুদেব করুণা-প্রকাশ।
তোমার কৃপায় দেখি কীর্ত্তন-
বিলাস

নীলাচলে মহাপ্রভু

পুরীর পথে

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পাঠক, যাঁহারা হরিভজনের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের এই সাক্ষ্য-প্রদান-লীলায় পরম সৌন্দর্য্য, মহা-সমন্বয় ও মহতী শিক্ষা দর্শন করিতে পান। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ ও অপ্রাকৃত সহজ-শুদ্ধ-ভক্তগণের চারিত্র বাহ্যপ্রজ্ঞাচালিত জগতের সকলেই মনীষিগণেরও বুদ্ধির অগম্য। ব্রহ্ম, বৃহস্পতির ন্যায় মনীষি-শ্রেষ্ঠগণও যে ভগবান ও ভক্তের দুর্ব্বোধ্য চরিত্র বুঝিতে পারেন না, তাহা সাধারণ লোক বুঝিবে কি প্রকারে ? অপ্রাকৃত সহজ-ভক্তগণের বাহ্য-আচরণ অনেক সময় প্রাকৃত কর্ম্মীর ন্যায় প্রতীত হইতে পারে। যাঁহারা উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুকরণ করিতে যান, তাঁহারা প্রাকৃত-পাড়ন। অপ্রাকৃত সহজ-প্রেমের বিকৃত-প্রতিফলনই প্রাকৃত-সাহজিকতা। একটী বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, উপাদেয় সহজ আর একটী অশুদ্ধ, সমল, হেয় ও কৃত্রিম। একটী কৃষ্ণ-সেবা-তাৎপর্য্যময়, আর একটী আত্মেন্দ্রিয়-তাৎপর্য্যময়। বড়বিপ্রের কন্যার বিবাহের লোভে লুব্ধ হইয়া ছোটবিপ্রের ঐরূপ প্রচেষ্টা নহে—এ কথা চরিতামৃতে ছোটবিপ্রের বাক্যেই প্রকাশিত হইয়াছে,—

"কন্যা পাব, মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়, এই বড় দুঃখ॥"

ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের বাক্য বেদের ন্যায় প্রমাণ, উহার কখনও ব্যভিচার হয় না—ইহা জানাইবার জন্য ছোট বিপ্রের ঐরূপ প্রচেষ্টা। কৃষ্ণভক্ত বড়বিপ্র ও ছোটবিপ্র উভয়েই নশ্বরায়মান-জগতে শ্রীবিগ্রহের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ ঐরূপ চাতুরী। বড়বিপ্র স্বীয় পুত্রের চরিত্রের দ্বারা নাস্তিকগণের উদাহরণ এবং স্ব-চরিত্র ও ছোটবিপ্রের চরিত্রদ্বারা ভগবদ্ভক্তগণের বাস্তব সত্য সুদৃঢ় বিশ্বাসের নিদর্শন জগতে প্রচার করাইলেন। বড়বিপ্রের পুত্রের মনে,—"গোপাল না আসিবে সাক্ষ্য দিতে।" অর্থাৎ বড়বিপ্রের পুত্র একজন কর্ম্মজড়-বেদবাদ-পাষণ্ড, তাহার আচারে প্রাকৃত-বুদ্ধি; আর বড়বিপ্র ও ছোটবিপ্র অপ্রাকৃত, সহজ-বৈষ্ণব; তাঁহারা বলেন,—"প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন"। যাহারা শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দতনু-ব্রজেন্দ্রনন্দন না জানিয়া তাঁহাতে কাষ্ঠ পাথরাদি বুদ্ধি করে, সেই সকল নাস্তিকগণের বুদ্ধি শোধনের জন্য কৃষ্ণের 'নিজ-কিঙ্কর' 'বড়-বিপ্র' ও 'ছোটবিপ্র' ঐরূপ চাতুরী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার আত্মসুখ-লোলুপ হইয়া ছোটবিপ্রকে স্বীয় কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হন নাই। বাহ্যে ঐরূপ ব্যবহারের আকার থাকিলেও তাঁহার অন্তর্নিষ্ঠা অন্যরূপ। ছোটবিপ্রের দ্বারা তিনি কোন ছলে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণভক্তের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করাইবেন—ইহাই তাঁহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল; তাহা পরবর্ত্তিকালে ফলের দ্বারা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীগোপাল দেবের নিত্য-কিঙ্কর অপ্রাকৃত সহজভক্ত বড়বিপ্রের আচরণ অজ্ঞলোক-প্রতীতিতে নিষ্কাম ভক্তের আচরণের বিপরীত বলিয়া মনে হইলেও আত্ম-প্রতিষ্ঠা-নিরপেক্ষ বড়বিপ্র ঐরূপ কৌশল-অবলম্বনে গোপাল দেবকে বিদ্যানগরে প্রকটিত করিয়া জগতে গোপালের মাহাত্ম্য এবং ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছিলেন। স্বয়ং মিথ্যা, প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী, সত্যের অপলাপকারীর ন্যায় অভিনয় করিয়াও আত্মপ্রতিষ্ঠা-নিরপেক্ষ বড়বিপ্র ভক্তির মহিমা জগতে স্থাপন করিয়াছেন। এ কথা ছোটবিপ্র ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন,—

"তুঁহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি' সাক্ষী
বোলাইব।"

'কৃষ্ণকে আমিই আনয়ন করিব'—ছোটবিপ্রের এইরূপ দাম্ভিকতা ছিল না; তিনি বলিলেন, বৈষ্ণবের কৃপায়ই আমি কৃষ্ণকে এস্থানে সাক্ষ্য দিবার জন্য আনয়ন করিব। (ক্রমশঃ)

সাধক জীবন

(২)

আমাদের সর্ব্বক্ষণ দৈন্য চাই—কার্পণ্য চাই। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত—প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাস—অন্তরে প্রতি অণু-পল—অন্তরাত্মার প্রতি রক্তি-গতি 'দৈন্যমাখা' না হইলে—অন্তরাত্মা ঐ দৈন্যদরিয়ায়—স্নান না করিলে কখনই গুরু-কৃপা—ভগবৎ-কৃপা পাওয়া যায় না,—নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও গুরুদেবের গুরুত্ব ও দিব্যত্ব—বৈষ্ণবের মহা-মহত্ব কিছুতেই বুঝা যায় না। স্বাভাবিক-ভাবে হৃদয়ে—অন্তরাত্মায় এই দৈন্য-দরিয়ার বন্যা আসিয়া যাঁহার আত্মাকে যতটা আপ্লাবিত করিয়াছে, তিনিই ততটা বৈষ্ণবতা—নিষ্কপট-খাঁটি-বৈষ্ণবতা অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাময়—কৃপাময়—প্রসাদে পরিপূর্ণ-উৎসবময় জীবন লাভ করিতে পারিয়াছেন। দৈন্য-দরিয়ায় যাঁহার অন্তরাত্মা স্নাত হইয়াছে, তাঁহার আর ভোক্তাভিমান হয় না—ভোগী বা ত্যাগী সাজিতে ইচ্ছা হয় না; তখন জীবনটা হয় ঐ দরিয়ারই ন্যায় স্বচ্ছ—সরল—সরস—শান্ত—সেবাময়—প্রেমময়—সুখময়—সহজ-স্রোতময়। সেই স্রোতের স্বচ্ছন্দ-গতিতে সাগর-গামিনী সুরধুনীর সমুল্লাস আছে, অথচ সদাশ্রিত সঙ্কীর্ণতার অভাব নাই। সমস্তসিদ্ধি-শিরোমণির স্বর্ণ-সম্পুট—সমস্ত সাম্য-সাধ্য-স্বাধীনতা-সুষমা-সৌরভ সেখানে নন্দিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে।

সাধকের অন্তরাত্মার যে শুভ মুহূর্ত্তে এই দৈন্য-পরশমণির স্পর্শলাভ হয়, সেই মঙ্গল-মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়ের অনাদিকালের রুদ্ধ-দুয়ার আপনা খুলিয়া গিয়া অনাদিকালের সূচ্যগ্র-ভেদী গাঢ় তমোরাশি বিধ্বস্ত করিয়া সেখানে এমন এক অফুরন্ত কৃপার গোমুখী-গঙ্গা শতধারে আপনাকে আপনি বিলাইতে থাকে যে, তাহার এক একটা কণা আমাদের সমস্ত সাধ্য-পিপাসা প্রশান্ত করিয়া চিদ্বিলাসময় অনন্তের অমিয়-বসন্ত-মধুরিমার আমাদিগকে মাতৃত করিয়া দেয়। সেই গুরু-কৃপা এত বড় একটা জিনিষ যে, তাহা সমস্ত সাধনার শিরোমণিটিকে আমাদের অজ্ঞাতসারে আপনি সাধিয়া দেয়; তাই সাধকের পক্ষে নিষ্কপট-দৈন্যের অপেক্ষা আর বড় সাধন কিছুই নাই। মনে হয়, ইহাই সব সাধনা ও সিদ্ধির মূল।

এই জগতে স্বাভাবিক-ধর্ম্ম-প্রভাবে সাধকের অন্তরাত্মা ও বিষ্ণুপাদের পাদপদ্ম—এই দুই চিদ্বিলাসময় বস্তুর মাঝখানে যে কিছু আগন্তুক আড়াল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, দৈন্য যেন সেই পর্দ্দাটীকে সরাইয়া দিবার পূর্ণশক্তির একগাছা চেতনময় ডোর। এই চেতনময়ী দৈন্য দামটী শুধু আড়ালটুকু—শুধু পর্দ্দাটুকু সরাইয়া দিয়াই তাহার কার্য্য সমাপ্ত করে না; ইহা সাধকের অন্তরাত্মা ও বিষ্ণু-অপার্থিব প্রীতিময় বাঁধন দিতে পারে—অন্তরাত্মায় এমন একটা চেতনময়-তড়িৎ-শক্তির চিরস্থায়ী স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিতে পারে যে, যাঁহার অন্তরাত্মা অবগুণ্ঠন-বিহীন হইয়াছে, কেবল তিনিই ইহা মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন—অপরে পারেন না।

বাহিরের দিক হইতে মনে হয়,—দৈন্য একটা নিঃশক্তিক জিনিষ—দৈন্য মানুষের পৌরুষ নষ্ট করে, তাহাকে হীনচেতা করিয়া দেয়—দৈন্য "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" প্রভৃতির বিরুদ্ধ-পক্ষের কথা। যাঁহাদের হৃদয়ে নিষ্কপট-দৈন্য আসে নাই,

তাঁহাদেরই এই সকল কথা। দৈন্য নিঃশক্তিক নহে; দৈন্যের ভিতর এত বড় অমানুষী শক্তি নিহিত রহিয়াছে—যাহার কোটি অংশের এক অংশও পাশবিক পৌরুষে নাই, অথবা যাহার সঙ্গে তথাকথিত পৌরুষের তুলনাই হয় না। মানুষ যাহাকে 'পৌরুষ' বলে, তাহা কামান্ধ বা ক্রোধান্ধের সাময়িক-উত্তেজনাময়ী চঞ্চলতা বা আসুরিক ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। দৈন্যে সেরূপ সাময়িক উত্তেজনার অভাব এবং তাহা পূর্ণ-শক্তির আধার বলিয়া বাহিরের দিক হইতে তাহাকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া মনে হয়।

দৈন্যই যথার্থ বল। দৈন্য-হীন ব্যক্তি কখনও আত্মাকে জয় করিতে পারে না। তড়িৎ দেখিতে বড়ই সূক্ষ্ম, জোনাকি-পোকার চমক হইতেও তড়িতের চমক অনেক সময় দূর হইতে ক্ষীণ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সেই তড়িৎ যখন কোন গতি-জনক-যন্ত্রে (*motor*এ) সঞ্চারিত হয়, তখন তাহা শত-হস্তীর বলকে স্পর্দ্ধা করিতে পারে—মহাশ্চর্য্য ঘটাইতে পারে—অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে পারে। তেমন আমাদের অন্তরাত্মায় যখন দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মহা-মহাবলী, মহা-মহা-যোগী, মহা-মহাতপস্বী, মহা-মহা-কর্ম্মী, মহা-মহা-জ্ঞানী যেখানে, তাঁহাদের হস্তিকায়-বিশাল-বিরাট বপু, বিভূতি-বৈভব, বিস্ময়কর বৈরাগ্য, বৈতানিক-বেদ-বাদ, বিবাদ-বৈখরী লইয়া অবশেষে তৃণের মত ভাসিয়া যায়, সেইস্থলে দৈন্য তাহার স্বচ্ছন্দ-সহজ-শক্তিতে সব জয় করিতে পারে। মহাযোগী মহাদেব যেখানে মোহিত হন, মহাজ্ঞানী ব্রহ্মা যেখানে বিপথে ধাবিত হন, মহা বিভূতি-শালী বিশ্বামিত্র, সৌভরি যেখানে অবশ হইয়া পড়েন, মহা-দাম্ভিক কশিপু, মহাবলী রাবণ, দমঘোষ-পুত্র যেখানে দমিত হন, দৈন্য সেখানে আপনাকে জয়-মাল্যে বিমণ্ডিত করিতে পারে, অধিক কি দৈন্য অজিত-দনুজ-দলনকেও পরাজিত করিতে পারে। দৈন্য-দিক্‌পালের দ্বারা সুরক্ষিত সাধক কিরূপে অনর্থ-দৈত্যগণকে সাধন-সমরে দমিত করিতে পারেন, তাহা দৈন্যের অবতার আমাদের দাস-গোস্বামী-প্রভু আত্ম-দৈন্যচ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতি-
ব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধ্বা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং
মন ইতঃ॥"

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-রূপ বাটপাড়গুলি পরমার্থপথের পথিক আমাকে বিপথে চালিত করিয়া আমার ধর্ম্ম নাশ ও প্রাণ নাশ করিবার জন্য অসচ্চেষ্টারূপ রজ্জুপাশ আমার গলায় জড়াইয়া দিয়াছে, আর আমার প্রাণ লইয়া কসাকসি করিতেছে। মন! এ সময়ে তুমি যদি দিব্য-ধামের মহাদান দৈন্য-দামটী অবলম্বন না কর, তাহা হইলে আর আমার আত্মরক্ষার উপায় নাই! তুমি এই বন্ধু-হীন বন্ধুর পথের মাঝে বকশত্রু কৃষ্ণচন্দ্রের পথরক্ষক সেনানী বৈষ্ণবগণকে ফুকারিয়া ডাকিতে থাক; এই দৈন্য-ফুৎকার নিশ্চয়ই তাঁহাদের কাণে পৌঁছিবে,—তাঁহারা বাটপাড়ের হাত হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন।

পরমার্থ-তত্ত্ব

ব্রহ্ম-তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেই স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি বা এই সকল বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া মরীচিমালী প্রভৃতি সকলেই দীপ্তি পাইয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এই সকল দীপ্তি প্রাপ্ত হয়।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং
মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ
রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে
পশ্যামি॥
(ঈশঃ ১৫-১৬ মং)

সেই পরমাত্মার রূপ হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। (হে পরমাত্মন্) সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর করুন।

হে ভগবন্, আপনি ভক্তিপোষক, আপনি জ্ঞানময়, আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা, আপনি ভক্তগণের ভক্তিবেত্তা, আপনি বেদোপদেশ দ্বারা ব্রহ্মার প্রিয়, আপনি আপনার তেজোরাশি সঙ্কুচিত করুন, তাহা হইলে আমি আপনার কল্যাণতম রূপ দেখিতে পাইব। আমি সেইরূপের অধিকারী, যেহেতু আপনি পূর্ণপুরুষ এই জগৎ-প্রবিষ্ট আপনার অংশ-স্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা (জীব-সমূহ) সকলেই চিৎ-স্বরূপ, আপনার কৃপা হইলেই আপনাকে দেখিতে পাইব।

ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি
কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

অর্থাৎ নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানিগণের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্ম-রূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস-সমুদায়ই এই নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ-দর্শনশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ভক্ত্যাচার্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তৎকৃত তত্ত্ব-সন্দর্ভের ৮ম শ্লোকে বলিতেছেন—

যস্য—ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বাপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তাপ্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ একং বৈকুণ্ঠরূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যঃ স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্॥

যাঁহার নির্বিশেষ চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়ানিয়ন্তা কারণার্ণবশায়ি-পুরুষ মায়াকে স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার (মায়ার) প্রতি দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করাইয়াছেন এবং অংশাংশরূপে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি নিজাংশ অবতারগণের সহিত বিভব-সংজ্ঞক লীলাবতার সমূহের প্রকট করিয়া থাকেন, এবং যাঁহার নারায়ণ-নামক একটী মুখ্যরূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহ জগতে তাঁহার চরণ-কমল-সেবী ভক্তদিগকে স্বীয় প্রেম প্রদান করুন।

উপরি উক্ত উদাহরণসমূহ হইতে এই সংক্ষিপ্তসার সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে যে যে প্রকার সূর্য্য হইতে সূর্য্যরশ্মি পৃথক বস্তু নহে এবং এই রশ্মি সূর্য্যও নহে, তদ্রূপ 'ব্রহ্ম' পূর্ণভগবত্তত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণ' হইতে পৃথক বস্তুও নহেন এবং 'ব্রহ্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' এক বস্তু নহেন। সূর্য্য-রশ্মিকে সূর্য্য বলিয়া মনে করিলে যে প্রকার ভ্রম হয়, 'ব্রহ্ম'কে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া মনে করাও তদ্রূপ ভ্রান্তিরই পরিচয়। অধিকন্তু 'ব্রহ্মকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া মনে করিলে নামাপরাধ সাধিত হয় এবং তাদৃশ নামাপরাধীর জিহ্বায় সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু শ্রীনাম কখনও স্ফুরিত হন না।

ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যথা—

যাজ্ঞতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ যাজ্ঞতে স্বয়ম্।
—ভগবৎ সন্দর্ভ

মায়াবাদীর দুর্গতি কেন?

মায়াবাদিগণ বলেন, ভগবান ও পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ 'ব্রহ্মজ্ঞানের নিম্নস্তরে অবস্থিত। তাঁহারা মায়াবাদ অবলম্বন করিয়াই স্বরূপ নির্ণয়ে ভ্রান্ত। তাঁহারা পরমাত্মা ও ভগবানের সমন্বয় করিতে গিয়া সগুণত্ব ভগবৎকে ও সগুণজ্ঞান অবলম্বন ও নির্গুণের সহিত বিসদৃশ এক করিয়া মিলাইয়া ফেলেন। ... ভক্তি-অভাব-বশতঃ মায়াবাদিগণ ভগবানের যোগে নিরন্তর শক্তি জানিতে পারেন না। মায়িক বিচার সম্বল করিয়া অন্তর্দৃষ্টি ও জড়দৃশ্য—ইহাতে ভেদভাব দর্শন করিতে যাইয়া নিজ নিজ পরিমাণকে অন্তর বস্তুর বিভাগ মনে করিয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ কামনা করেন। মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দ্বারা চালিত হইয়াই মায়াবাদীর এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। মায়াবাদী যে কালে মায়িক বাধা হইতে উৎকাম্ভ হইয়া বৈকুণ্ঠে আর বৈষ্ণবত্ব ও বিষ্ণুসেবাপর ইন্দ্রিয়গুলি দেখিতে পান, তৎকালে তাঁহার ভেদ-জগতের ভেদ উপলব্ধ হয়, ভেদ-জগতে অবস্থানকালে তাঁহার অদ্বয়-জ্ঞানের অভাব-ক্রমে ভগবান্ ও পরমাত্মাকে এক বোধ করায় কেবল-জ্ঞান-ব্রহ্ম-... অন্বয় বার ভান হয়। তিনি ভগবান, জীব ও ভক্তি—এই তিনটির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উহাতে মায়া মিশ্রিত আছে মনে করেন। স্বরূপভ্রান্তিক্রমেই ভগবান ও পরমাত্মার প্রতি তাঁহার অদ্বয়-জ্ঞানের অভাব।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়া বাজার, কটক

২০শে আষাঢ়, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২৮শে আষাঢ় ১২শে জুলাই গৌরাব্দ ৪৪৩ শুক্রবার হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইবে। ৫ই শ্রাবণ ২১শে জুলাই রবিবার দিবস উক্ত মঠে সাধারণ মহা-মহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে উক্ত মঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীহরি কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সপরিকরে এই ভক্তানুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। নিবেদন ইতি।—

শ্রীহরিপ্রসন্ন বিদ্যা—
শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ
শ্রী...
শ্রী... দেবশর্ম্ম,
বন্দ্যোপাধ্যায় ...
শ্রী...কান্ত দেবশর্ম্ম
(... ...)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] অধ্যাপকের [illegible] সংস্থাপিত হইয়াছে [illegible] আবেদন [illegible]

১। [illegible]সন,　　২। শ্রৌতাসন,
৩। [illegible]বৈষ্ণবাসন,　　৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]সন,　　৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

[illegible] এ, [illegible] বিদ্যাসাগর,

[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ

ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, [illegible] পক্ষে ৮,।

[illegible] সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বের [illegible] টাকা [illegible] তৃতীয় সংস্করণ [illegible] না পাইয়া [illegible] সংস্করণ [illegible] অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। [illegible] বিরাট [illegible] অগ্রিম [illegible] টাকা [illegible] দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, পরে [illegible] দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ার গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, [illegible], শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রী[illegible] (২য় সংস্করণ)	
৩।	শ্রীন-দিগ্দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণব[illegible]-সমালোচনা (প্রথম চারিখণ্ড)	২,
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, [illegible], প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অষ্টপঞ্চক ও [illegible]—[illegible]	৵০
৭।	[illegible] (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	[illegible]	৸০
৯।	[illegible]	।০
১০।	শ্রী[illegible] গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮, ৬॥০
১২।	[illegible]	২,
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible], চক্রবর্তী-টীকা ও [illegible]	২,
১৪।	[illegible]	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়ীয়[illegible]-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রী[illegible]	।/
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা সমূহ)	২,

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থী-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপুরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬শে আষাঢ় বুধবার—১৩৩৬

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদশকম্

অমন্দকারুণ্যগুণাকরশ্রী-
চৈতন্যদেবস্য দয়াবতারঃ।
স গৌরশক্তিস্ত্বিহ নঃ পুনঃ কিং
পদং দৃশোর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥১॥

যিনি পরমকারুণ্যগুণাকর শ্রীচৈতন্যদেবের দয়াবতার স্বরূপ, সেই গৌরশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের নয়নগোচর হইবেন কি ? ১॥

শ্রীমজ্জগন্নাথপ্রভুপ্রিয়ো যঃ
একান্তকো গৌরকিশোরকেন।
শ্রীগৌরকৃষ্ণাশয়বেত্তা ভবেৎ কিং
নিজৈঃ স্বতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥২॥

যিনি শ্রীজগন্নাথ প্রভুর পরমপ্রিয় এবং শ্রীগৌরকিশোরদেবের অভিন্নস্বরূপ, সেই শ্রীগৌরকৃষ্ণাশয়জ্ঞ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিজজন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবেন কি ? ২॥

শ্রীনামচিন্তামণি-রূপ-বর্ত্তিন-
স্তদীশমাচার্য্যবিদো দদৌ যঃ।
স আচার্য্যকঃ স্বানুভবে কিং
নিজৈর্ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৩॥

যিনি শ্রীনামচিন্তামণির প্রচারমুখে আচার্য্যদিগের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিজজন আমাদের স্ফূর্ত্তিগোচরে প্রকট থাকিবেন কি ? ৩॥

নামাপরাধৈঃ পরিতাপ নাম্নো
মাহাত্ম্যবাক্যং প্রকটং বিধায়।
শ্রীনামভক্ত্যুজ্জ্বলতাং স্ফুরেৎ কিং
স ভক্তিভূর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৪॥

যিনি নামাপরাধহীন শ্রীনামের মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্ব্বক শুদ্ধনামভক্ত্যুজ্জ্বলতার অভিব্যক্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্ফূর্ত্তিসিংহাসনে সমাসীন থাকিবেন কি ? ৪॥

শ্রীগৌরধামপ্রকটাবলম্বে
সংস্থাপকো বৈষ্ণবমণ্ডলাগ্রে।
জগৎপ্রকাশী গৌরজনো ভবেৎ কিং
প্রকাশকো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৫॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবক্ষেত্র প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রীতি এবং তত্ত্বজ্ঞগণের জ্ঞানাগার যুগপৎ জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই গৌরজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্ফূর্ত্তিবিষয়ীভূত হইবেন কি ? ৫॥

নিরস্য বিশ্বাসিন্ ভক্তিকণ্টকান্
প্রবাহনেনোদ্ধৃত ভাবনোকঃ।
ভক্তাগ্রণী নিত্যনিবাসঃ পদং কিং
ভজোনমৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৬॥

যিনি ভক্তপথের কণ্টক সমূহের নিরাস পূর্ব্বক ভাগবত-প্রবাহধারা নিত্যলোকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, সেই ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথস্বরূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের নিত্যধামবাসী নিকট হইবেন কি ? ৬॥

বিশেষ চৈতন্যকথাপ্রচারী
মাহাত্ম্যপূর্ণো গুরুবৈষ্ণবানাম্।
নামগ্রহাদর্শ ইহ স্ফুরেৎ কিং
চিত্তে ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৭॥

যিনি জগতে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যকথা প্রচার, গুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং নামগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হইবেন কি ? ৭॥

প্রয়োজনং সর্ব্বহিতেষু ভক্তি-
সিদ্ধান্তবাণী নবধা গৌর-
কিশোরকস্থানুগতো ভবেৎ কিং
চিত্তং গতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৮॥

যিনি স্বয়ং প্রয়োজনতত্ত্বস্বরূপ, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব, শ্রীগৌরকিশোরস্বরূপ সজ্জনগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের চিত্তে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সহিত আমাদের হৃদয়ে উদিত হইবেন কি ? ৮॥

নিত্যামৃতং সজ্জনতোষকং
সিদ্ধান্তবাক্যং সহিতং স্বকম্।
প্রকাশ্য চৈতন্যপদে ভবেৎ কিং
চিত্তে রতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৯॥

যিনি নিত্যামৃত, সজ্জনতোষণী, সিদ্ধান্তবাণী ও বৈষ্ণবের প্রকাশ দ্বারা জীবগণের মধ্যে চৈতন্য বিতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে রত হইবেন কি ? ৯॥

আচার্য্যবর্য্যেষু স গৌরশক্ত্যা
ধরাবতারী স্বগণৈঃ সদা যঃ।
প্রপঞ্চগোচরে স ইহ ভবেৎ কিং
দৃশাং পুনর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥১০॥

যিনি আচার্য্য সমূহের মধ্যে শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অভিন্নস্বরূপে পার্ষদগণের সহিত অবতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবেন কি ? ১০॥

বিরহ-মহামহোৎসব

গত ২৯শে আষাঢ় মঙ্গলবার শ্রীচৈতন্যমঠের গৌড়াপাদের শ্রীল সচ্চিদানন্দ গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসবের দিন ছিল। তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে সকল ভক্তকে উক্ত বিরহ মহোৎসবের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহাদের জন্য পুষ্প কহিতেছ আদেশ দান করিলেন। গত ২৫শে আষাঢ় দিবা প্রভুপাদ এবং তদনন্তর একাদশ [illegible] প্রভাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিকাননকুঞ্জ শ্রীস্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে বিরহোৎসবের অধিবাস মহোৎসবের অনুষ্ঠান করাইবার জন্য উপস্থিত করেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত গৌড়ীয় মঠের শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাবিনোদ প্রভু ও মঠের বহু ব্রহ্মচারী ভক্ত এবং বিভিন্ন স্থানের ভক্তমণ্ডলী বিরহ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য যোগবাণী পাদপদ্মে আগমন করেন, মাড়ুয়া গ্রাম হইতে বহু-সংখ্যক শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তগণের সহিত কলিকাতা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগর হইতে তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করেন এবং সায়াহ্নে শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীধামে ১ [illegible] দিন অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অধিবাস-সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

[illegible] শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের [illegible] শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর [illegible] পূজা [illegible] কীর্ত্তন করেন। [illegible]

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] স্বানন্দসুখদকুঞ্জে [illegible] বিরহ-উৎসব [illegible] শ্রীধামে [illegible] আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সংকীর্ত্তনের পর [illegible] শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ [illegible] মহাশয় [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] আচার প্রচার আদর্শ সম্বন্ধে একটী [illegible] বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার মর্ম্ম পরে প্রকাশিত হইবে। [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর [illegible] শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] পাইবেন।

উৎসবস্থানে শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী মহাশয়ের [illegible] শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পাল [illegible] মহাশয়, শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়, শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত বিনয়গোপাল দাস, [illegible]

[illegible]

আলালনাথ মহোৎসব

[illegible]

[illegible]

[illegible] প্রকারে [illegible] কোন [illegible] যাহা হউক [illegible] হইয়া পুরী [illegible] বাড়িয়া [illegible] অস্পৃশ্য-সম্প্রদায়ক [illegible] দিলেন [illegible] গৃহে আবোহণ [illegible]

[illegible] সংবাদ পাইয়া [illegible] বলিলেন, [illegible] আমার [illegible] বিচার [illegible] মহাপ্রভু [illegible] মুক্তি [illegible]

[illegible] মঠ, পুরী, [illegible] আমাকে কিছু সাহায্য [illegible] জানিতে পারিয়াছি [illegible] আমার কথা [illegible] এবং আমার [illegible] সমুদ্রের ধারে [illegible]

[illegible] শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] বলিলেন — শ্রীকৃষ্ণের [illegible] মহারাজ। [illegible] কীর্তন [illegible] নাই— [illegible] মধ্যে মধ্যে [illegible]

আরাম, বিশ্রাম, ভোগ, কবতাম ও বিমান [illegible] সংকীর্তন করিতে করিতে [illegible] উপস্থিত হইল। [illegible] শ্রীজীব জীবন করিলেন। [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন, আগামী [illegible] শ্রীআলালনাথে [illegible] অভ্যর্থনা আসিয়াছেন।

পরদিন [illegible] বিচিত্র পুষ্প, বাদ্য [illegible] বিমানে শ্রীশ্রী[illegible] আরোহণ করিলেন। সংকীর্তন-ধ্বনি, [illegible] নানা দেশের পতাকা হস্তে [illegible] মহাজন। [illegible] মহোৎসব [illegible] আনন্দ [illegible]

[illegible] সংকীর্তন [illegible] শ্রীজগন্নাথদেবের [illegible] বিমান [illegible] আনন্দ করিলেন [illegible] আনন্দে [illegible] কাঁসর, ঘণ্টা, [illegible] সকলে [illegible] কীর্তন করিতে আসিলেন।

[illegible] শ্রীআলালনাথে [illegible] শ্রীমন্দির [illegible] করিলেন। [illegible] অপূর্ব [illegible] শ্রীজগন্নাথদেবের [illegible] শ্রীভগবানকে [illegible] শ্রীমন্দিরে [illegible] ক্রমে [illegible] লাগিলেন। জনতায় [illegible] হইল

তখন প্রভুর মনোভাব অবগত হইয়া পাণ্ডা সকল বাহিরে অবস্থান করিলেন। তখন বিমানগত ভক্তগণ শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দরজায় প্রবেশ করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া সকলে শ্রীগৌরসুন্দর বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া পুনরায় শ্রীআলালনাথের পথ ধরিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কত ভাবে না পরিমানে লীলা করিয়া রাত্রি আটটার সময় রাজগিরি শ্রীআলালনাথে উপস্থিত হলেন। গ্রামবাসী সকলেই ইষ্টদেবের অভ্যর্থনা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। সকলে মিলিয়া আলোকে আলোকময় করিয়া গ্রামমধ্যে পরিভ্রমণ করত রাত্রি ১০টায় শ্রীবিগ্রহকে শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরে নিজ স্থানে রাখা হইল। সঙ্গে সঙ্গে [illegible] ভোগরাগ করা হইল। ঠাকুরের সঙ্গে [illegible] ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সেবনে [illegible] পরিশ্রম লাঘব করিলেন।

পরদিন [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] [illegible] জীবকুলকে [illegible] করিবার জন্য [illegible] [illegible] করিয়া কীর্তন [illegible] এবং [illegible]

[illegible] হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

[illegible] কীর্তন করিয়া [illegible] সেবার আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। সেদিন মহামহোৎসব। চতুর্দিক হইতে বিবিধ [illegible] উপস্থিত হইতে লাগিল। [illegible] ভোগাদি রন্ধন আরম্ভ হইয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে ভোগারতি-কীর্তন-সংযোগে শ্রীগৌরসুন্দরের ভোগ-সেবা হইল। তৎপরে [illegible] শত শত নরনারীকে বিপুল মহাপ্রসাদ [illegible] হইল। ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, [illegible] সকলে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ সেবনে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের জয়ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত মুখরিত করিয়া দিলেন।

[illegible] আরাত্রিক-কীর্তন ও শ্রী[illegible] [illegible] হইল। ভক্তগণ পুনরায় কীর্তন করিয়া সংকীর্তন-বিগ্রহ আদেশ [illegible] [illegible] মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

শেষ রাত্রি আমরা পুনরায় [illegible] দিকে যাত্রা করিলাম। বেলা সাড়ে দশটায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে পৌঁছিলাম। তথা [illegible] সকল ভক্তগণকে [illegible] [illegible] আপ্যায়িত করিলেন।

আমি সেই অবধি শ্রীমঠেই আছি। শুদ্ধভক্তগণের কৃপায় আমার হৃদয় আর ব্যাকুল করে না। জগতে এমন স্থান, এমন আদর্শ জীবন, এমন অকপট স্নেহ ভালবাসা আছে, তাহা শুনি নাই বা দেখি নাই।

মাঝে মাঝে কিছু লিখিব, দয়া করিয়া প্রকাশ করিবেন।

আপনাদের কৃপাপ্রার্থী
শ্রীশিবশঙ্কর দাস।

শ্রেষ্ঠ বস্তু কি?

একদিন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু স্বীয় পুত্র বালক প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—প্রহ্লাদ, তুমি যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর, তাহা বল। প্রহ্লাদ উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥

(ভাঃ ৭।৫।৫)

(হে অসুরশ্রেষ্ঠ, আমি অনিত্য [illegible] [illegible] দেহিগণের যে আত্মার অধঃপতনকারী গৃহ [illegible] পূর্বক বনবাসী হইয়া শ্রীহরির আশ্রয় করেন তাহাকেই 'সাধু' বলিয়া মনে করি।)

[illegible] আত্মার মধ্যে যে সকল বস্তু আছে, তাহাদের মধ্যে [illegible] [illegible] নাই। [illegible] জীবগণের মধ্যে [illegible], আচ্ছাদিত [illegible] মুকুলিত [illegible], বিকচিত ও পূর্ণবিকচিত—এই পাঁচ প্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত আচ্ছাদিত চেতন ও সঙ্কুচিত চেতন জীবগণের মধ্যে বিচার-সামর্থ্য নাই। মুকুলিত চেতন জীবগণ মনুষ্য। ইহাদের মধ্যে ঐ বিচার-সামর্থ্য আছে বলিয়া মনুষ্য সর্বপ্রাণীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। এই মুকুলিত চেতন জীব বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা-ক্রমে নিজ শ্রেয়ো বস্তুকে বুঝিতে পারিলে কালক্রমে অপর দুইটি অবস্থা লাভ করিতে পারে।

এক্ষণে বিচার-ক্রমে যাহারা শ্রেষ্ঠ বস্তু বিচার করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বস্তু নির্দেশ করিতে গিয়া প্রহ্লাদ বলিলেন যে, হরিপাদপদ্ম আশ্রয়ই—শ্রেষ্ঠ। যদি কেহ বলেন যে, গৃহসংসারে থাকিয়া যদি কেহ বেশ আনন্দের সহিত দিন অতিবাহিত করিতে পারে অথবা হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ত্রিভুবনের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইতে পারে, তাহা ভাল নয় কেন? তদুত্তরে প্রহ্লাদ 'গৃহমন্ধকূপম্' শব্দটী ব্যবহার করিয়া জানাইতেছেন যে, গৃহসংসারটী অন্ধ-

কূপ অর্থাৎ জলশূন্য কূপ। সংসারে পতিত হইলে ঐ অন্ধকূপে নিপতিত বস্তুর ন্যায় ক্লেশ মাত্রই সার হয়। এসংসার—দুঃখপূর্ণ, সর্ব্বদা সমুদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থান করিতে হয়। সুখে অবস্থান কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। ত্রিভুবনের একাধিপত্য লাভকারী ব্যক্তিরও যে অবস্থা, দীনাতিদীন ব্যক্তিরও সেই অবস্থা। জন্ম এবং মৃত্যু—এই দুইটী বস্তুর সকল দুঃখের মূল। জন্মিলেই মৃত্যু, মরণের পরে আবার জন্ম—ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে কেবল শ্রীভগবানেরই আশ্রয় করিতে হইবে। নিত্যবস্তু—চেতন-বস্তু জীবের অনিত্য অচেতনের সহিত কি সুখ হইতে পারে? চেতনের ধর্ম—চেতনের কার্য্য চৈতন্যের অনুশীলন। তদ্ব্যতীত অন্য কার্য্য করিতে গেলেই তাহার দুর্গতি। অতএব এই অনিত্য সংসারে আনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইলেই জীবের দুঃখ, আর নিত্যবস্তু জীবের নিত্যধর্ম্ম শ্রীহরির সেবা—তাহাই জীবের নিত্যসুখ, তদ্ব্যতীত সুখ আর কিছুই নাই।

ভক্তের দুঃখ

সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়া-শক্তি-প্রকটিত বিশ্বে বহু জীবের বসতি। সেই জীবের বিভাগ নানা প্রকার হইলেও প্রধানতঃ দুই প্রকার,—ভক্ত ও অভক্ত। যাঁহারা আত্মগত সমগ্র পুরুষকে ভজনা করেন, তাঁহারা ভক্ত, আর যাহারা সেই জনার্দ্দনের সেবা ছাড়িয়া নিজ ইন্দ্রিয়বর্গের সেবায় প্রমত্ত, তাহারাই অভক্ত।

অসৎ বা অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত জনগণ অসাধু বা অভক্ত নামে সংজ্ঞিত। কেন না তাহারা সর্ব্বদা নিরত [illegible] শূন্য বাহ্যবস্তু-প্রার্থী। প্রয়োজন বা প্রাপ্য চাহে তাহারা নিত্য বস্তুর দাবী না হওয়ায় সর্ব্বদা চঞ্চল ও ক্ষুব্ধচিত্ত। অতএব এইরূপ শ্রেণীর লোক মৌখিক আনন্দী হইলেও প্রকৃত নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারে না।

অপরবোধ হইতেই আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়; সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অপ্রাপ্তিতে দুঃখ, প্রাপ্তিতে পুনর্নাশ-চিন্তাবশতঃ ভয় এবং বিনাশে শোক—এই ত্রিবিধ সন্তাপ ক্লেশই এই জগতের প্রাপ্য ফল। তাই জাগতিক বস্তুর অভিলাষী অভক্তগণের ভাগ্যে নিরন্তর দুঃখলাভ ব্যতীত সুখ লাভের আশা আদৌ নাই।

অভক্তকুলের এমনই দুর্বুদ্ধি দেখিয়া যে, তাহারা দেখিয়া শুনিয়া এবং এমন কি নিজেরা ঠেকিয়াও শিক্ষালাভ করে না। দুঃখের পশ্চাতে দুঃখপ্রদ বিষয়েই পুনঃ পুনঃ লুব্ধ হয়।

অনিত্যবিষয়ে উদাসীন জনগণই ভক্ত। তাঁহারা নিত্য বস্তুর সন্ধানকারী। [illegible] কৃষ্ণ হইতে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট জড়কলুষ হইতে পৃথক হইয়া তাঁহারা আত্মস্বরূপে আত্মাভিমানী। সুতরাং তাঁহারা দুঃখ, ভয়, শোকাদি পরিমুক্ত। অনিত্য আধারে নিত্য বস্তু নিত্য নিত্যানন্দ অনাদি ও চিন্ময় ধাম হওয়ায় তৎসন্ধানকারী ভক্তগণের দুঃখ থাকিতেই পারে না। তাঁহারা দুঃখ, ভয় ও শোক রাজ্যের পরিবর্ত্তে নিত্য শান্তি, অভয় ও অশোক-প্রদাতা কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের সুশীতল ছায়া-নিবাসী।

ভক্তগণ কৃষ্ণৈকপ্রাণ। যাঁহারা সর্ব্বস্ব[illegible]। নিজের কোন প্রকারের স্বার্থানুসন্ধান তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবার ইন্ধন মাত্র। তাঁহারা অন্যের ন্যায় মনে নিরন্তর কানের দ্বারা অসৎ কথা শ্রবণ, জিহ্বাদ্বারা অনিত্য বিষয় কথা কীর্ত্তন, চক্ষুর দ্বারা ভোগদৃষ্টিতে দর্শন, অঙ্গ দ্বারা সংস্পর্শাদি গ্রহণ এবং মনদ্বারা ভোগ্যবস্তুরূপে স্মরণাদি না করিয়া মনের দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ [illegible] [illegible] ভক্তের গুণানুশ্রবণ ও কথন, চক্ষুদ্বারা কৃষ্ণদর্শন [illegible], [illegible] সেবা এবং পাদযুগলে হরি এবং হরিজনগণের মন্দিরে গমন করেন। [illegible] নিজের সেবায় শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক প্রেমাস্পদ নিজেকে [illegible] অভক্ত [illegible] [illegible] নিয়তই কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর কিছুই জানেন না, কৃষ্ণভক্তি ছাড়া অন্য কিছুই জানেন না।

এহেন ভক্তবৃন্দের অবস্থা [illegible] হৃদয়ের অবকাশ কোথায় ? [illegible] বহির্দৃষ্টিতে [illegible] ভোগিগণকে দুঃখ বলা, কিন্তু সেরূপ ভক্তের হৃদয়ে ভোগাদিকামনার সম্ভাবনাও নাই, যেহেতু মায়া-কবলিত জীব-বুদ্ধিতে [illegible] দেখিলেও, ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] [illegible] হইতে পারে না। ভক্তের দুঃখ কোথা ? দুঃখের কথা, অজ্ঞানবশ অপরাধ [illegible] ভোগবুদ্ধি দর্শন করিয়া ভক্তের আদেশ [illegible] এবং এমন কি [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তিতে অগ্নায় দুঃখ [illegible] মানা।

অতএব দেখিতে দেখা যায় যে, যাঁহারা পরদুঃখদুঃখী। মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দরের ভক্তগণ মহামহোদয়, তাঁহারা আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবকুলকে মায়ার পশ্চাতে প্রধাবিত হইতে দেখিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণসেবৈক-জীবন ভক্তগণ আমাদিগের ন্যায় কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণের কৃষ্ণসেবায় বিমুখতা দর্শনে কত যে দুঃখ প্রকাশ করেন, তাহা অজ্ঞানান্ধ[illegible]

প্রতিদিন কণ্টকের মধ্যে বাস করেন সাধুগণ গোস্বামী [illegible] নিশ্চিন্ত থাকিলেও বৃন্দাবনে সামর্থ্য নাই। যদি কোন দিন নিষ্কপটে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্য-শ্রীমান চরণ-ছায়ায় আশ্রয় লইতে পারি, তখনই প্রভুগণের দুঃখের কথা বুঝিতে পারিব। এবং নিজেরা তাহাদের অপরাধ [illegible] [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] হইবে। নদী [illegible] যে, আমাদিগের ন্যায় জড়বদ্ধ [illegible] জনগণের সমস্ত পাপ [illegible] লইয়া প্রভুর বিমুখ সেবকগণকে প্রভুর রাজ্যে প্রভুর সেবার জন্য পাঠাইতে চান। তাই তাঁহারা দীন-প্রভুর নিকট অবতীর্ণ সকাতরে প্রার্থনা করিয়া নিজ প্রভুকে ভক্ত রাজ্যে অবতরণ করান। ভক্তপ্রাণ ভগবান ভক্তের প্রার্থনায় এই রাজ্যে আসিয়া করুণার কল্লোলা করিয়াছেন। সেই অবতার-সার শ্রীগৌরাবতারই অবোধজীব-লীলার পরম চমৎকারিতার এবং সংক্ষেপ[illegible] নিদর্শন।

কৃষ্ণসেবা ভক্তিশূন্য-দর্শনেই ভক্তের দুঃখের কারণ। জীবের অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-সম্বন্ধে [illegible] আমাদের স্বজন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও আমি নিজেকে [illegible] না। আপনারা আমাকে [illegible] [illegible] না দিবের চেষ্টা করিলেও আমি আপনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুনরায় সেই [illegible] [illegible] [illegible] আমি শরণাগত। আমাকে নিজ [illegible] করিয়া নিজ সেবায় [illegible]

[illegible] কৃষ্ণভক্তি [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

পুরুষোত্তম মঠ

পাঠ ও কীর্ত্তন

[illegible]

[illegible] শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — এই [illegible] [illegible] থাকেন।

[illegible] বাজে, প্রায় ৮ ঘটিকার সময় আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ গোবিন্দ[illegible] [illegible]-ভূষণ, [illegible] মহোদয় [illegible] একাদশ স্কন্ধ হইতে নব যোগেন্দ্র সংবাদ পাঠ আরম্ভ করেন।

পরমাত্ম-তত্ত্ব

([illegible])

[illegible] [illegible] [illegible]-স্বামী অন্তর্য্যামী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বস্তু এই পরমাত্মা, [illegible] এক অংশ। পরমার্থ-দর্শন[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গোস্বামী বলেন—

পরমাত্মা [illegible] কৃষ্ণের এক অংশ।

আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ,—সর্ব্ব-অবতংস।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬৮)

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] অংশরূপে পরমাত্মা রূপে বিরাজিত। পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। [illegible] কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর [illegible] ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। [illegible] বস্তু যেমন [illegible] হয়, জীবসকলও [illegible] সর্ব্ব-নিয়ন্তা [illegible] [illegible] [illegible] হন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঈশ্বর-[illegible] [illegible] করিয়া থাকে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

অপ্রাকৃত [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের [illegible] —নিম্ন লিখিত [illegible]

১। [illegible]সন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। [illegible]বিষ্ণবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]শাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। [illegible]

[illegible]

[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

[illegible]

[illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

[illegible]

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

[illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে [illegible] টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible], শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible] রোড, কলিকাতা

[illegible]

[illegible]

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যাণ্মাসিক ১।০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	শ্রীচৈতন্য[illegible] খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
৩।	[illegible]	[illegible]
৪।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	[illegible]
৫।	[illegible] (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	[illegible] —মোট	[illegible]
৭।	[illegible] (সপ্তম সংস্করণ)	[illegible]
৮।	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	।০
১০।	শ্রী[illegible]	[illegible]
১১।	[illegible] গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	[illegible]	[illegible]
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, [illegible] চক্রবর্ত্তী-টীকা ও [illegible]	২৲
১৪।	[illegible]	॥০
১৫।	[illegible]	[illegible]
১৬।	[illegible]	[illegible]
১৭।	Life & Precepts of Mahaprabhu	[illegible]
১৮।	[illegible]	[illegible]

[illegible] সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

[illegible] টাকা। [illegible] পক্ষে [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit [illegible] devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance. *Indian* Rs. [illegible]; *Foreign* 6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadingi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu[tta]

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

[illegible] পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে [illegible], [illegible] করে। পুন সেইহেতু [illegible] মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

ভজন-ক্রিয়া

শ্রীহরিভজন-প্রয়াসী সুকৃতিমানগণের ভক্ত্যধিকারে সর্ব্বপ্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। "'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।" সর্ব্ব ভাব-চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তনকারি ভাগবতশাস্ত্রে দৃঢ়-প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা। ভক্ত্যধিকারে শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসের পর শাস্ত্রানুমোদিত সেবা-কার্য্যে যে হৃদয়ে এক প্রীতিপূর্ণ স্পৃহার উদয় হয়, তাহা শ্রদ্ধা নামে অভিহিত। এই উভয়বিধ শ্রদ্ধা কখনও স্বাভাবিক, কখনও কষ্টসাধ্য। যখন কোন ব্যক্তির শাস্ত্রবাক্য ও তদুক্ত অনুষ্ঠানে স্বভাবতঃ সহজ সরল বিশ্বাস ও প্রীতির উদয় হয়, তাহাকে স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা বলে। আবার কাহারও বা শাস্ত্রে কোন বিশ্বাস দেখা যায় না—সর্ব্বদাই মানব জ্ঞান-কাণ্ড-যুক্তি-মূলে বঞ্চনাকে তাহারা প্রশংসা। কিন্তু তিক্তাপূর্ণ সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে যখন যুক্তির মূল্য অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হয় এবং অবশেষে উপায়ান্তরহীন হইয়া "আচ্ছা অন্ধের ন্যায় একবার দেখাই যাক্ না, শাস্ত্রবাক্য 'কতটুকু সত্য'" বলিয়া ক্রমশঃ সেই ভাবাবেগে যখন তাহাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও আদর উপস্থিত হয়, তাহাকে বলোৎপাদিকা শ্রদ্ধা বলে।

এই শ্রদ্ধামূলে জীব ভবসমুদ্র পার হইয়া নিত্যানন্দভবনে গমনেচ্ছু হয়। তখন জীবন-তরণীর কর্ণধারস্বরূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় এবং সজাতীয়-আশয়-সমাশ্রিত স্নিগ্ধ সমানাধিকারী সাধুর সঙ্গ লাভ ঘটে। সেই সৌভাগ্যবলেই শ্রীগোবিন্দ-সেবা-ভিলাষী সাধকের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা ভেদে ভজনক্রিয়া দ্বিবিধা। চতুর্ব্বিধ অনর্থযুক্ত অবস্থায় যে ভজনক্রিয়া, তাহাকে অনিষ্ঠিতা বলে এবং নিরন্তর মহাভাগবতের সেবা দ্বারা যখন অনর্থমুক্ত হইয়া সাধক উত্তম-শ্লোকের উপাস্যত্বপ্রাবনাবে নিযুক্ত থাকেন, সেই ভজন-ক্রিয়াকেই নিষ্ঠিতা বলে। অনর্থযুক্ত সাধকের চিত্তকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ-রূপ পঞ্চশত্রু আক্রমণ করে, ততক্ষণ সেই আভ্যন্তরিক বিঘ্নের প্রভাববশতঃ তাহার ভজন চঞ্চল স্বভাব-বিশিষ্ট থাকে। এই অবস্থার ভজনকেই অনিষ্ঠিত বলে।

এই অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া ক্রমপন্থায় ষড়্বিধ আকারে দৃষ্ট হয়। যথা—উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী।

বালক যেমন প্রথম বিদ্যাভ্যাস-কালে 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' শিখিতে না শিখিতেই মনে করে, 'আমি খুব পণ্ডিত হইয়া গেলাম' এবং তদনুরূপভাবে পরিচালিত হইয়া খুব উৎসাহভরে সর্ব্বাঙ্গে মসিবিন্দু মাখিয়া বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ সাধকেরও ভক্তিমার্গে প্রবেশের মুখে একটা প্রবল উৎসাহময় উদ্যম দেখা যায়। এই অবস্থার ভজনক্রিয়াকেই অনিষ্ঠিতা উৎসাহময়ী বলে।

তৎপরবর্ত্তী অবস্থায় যেরূপ কোনসময় বিষয়ে বালকের অধিকতর উৎসাহ এবং কোনটিতে তাহার অধ্যয়নের বিষয়ের গূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিলেই আর শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। সাধকও তাঁহার ভজনসাধনে যখন সমর্থ হন, তখন ভজনের ধর্ম্ম এবং যখন শ্রীগুরু-সঙ্গ-বাক্যার্থ বা শাস্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য গ্রহণে কিম্বা শাস্ত্রনির্দিষ্ট ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠানে অসমর্থ হন, তখন তাঁহার ভজনের শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় ভক্তের ভক্ত্যঙ্গের নিকট ও অনিয়মতাবশতঃ ভজন-ক্রিয়ার ঘনতরলা অবস্থা কীর্ত্তিত হয়।

তৎপরবর্ত্তী অবস্থার নাম ব্যূঢ়বিকল্পা। এক সময় সাধকের চিত্তে বৈরাগ্যের প্রাবল্যের উদয় হয়। *Tug-of-war* এর মধ্যে পতিত হইয়া দোদুল্যমান মনে স্বগতঃ বহুবিধ পূর্ব্বপক্ষ উত্তরপক্ষ মীমাংসা করিতে থাকেন। কখনও মনে করেন, আমার সংসারের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতিকে আমার হরিভজনের অনুকূল করিয়া লইয়া সুখে ভজন করিব; কখনও মনে করেন, না! সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিব—এখানে নিশ্চিন্তমনে সর্ব্বক্ষণ ভজন সম্ভবপর নয়, আমি অবশ্যই পরিব্রাজক হইয়া বিদেশের দেশে শ্রীধাম মায়াপুর বা শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া কিম্বা সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া প্রাণ-কীর্ত্তনকারী মহোদয়ের দ্বারা আমার ইন্দ্রিয়গণের বাসনাকে অঙ্কুরিত করাইব। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন—এখনই কি সংসার ত্যাগ করিব? এখনও ত বিশেষ ভোগ করি নাই! এই এখন ত্যাগ করিলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আবার যদি ভোগ-বিষয়েরই চিন্তা করিতে হয়, তবে কিছু দিন ভোগ করিয়া তাহা কষ্টকর বোধে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কি উচিত হইবে? এই যৌবন অবস্থায়ই কি সংসার ছাড়িব, না, বৃদ্ধ পিতামাতার মৃত্যুর পরই ত্যাগ করিব? যদি অপুত্র অবস্থায় ত্যাগী হই এবং মৃত্যুর সময় যদি পুত্র নিবেদন চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যু হয়, তবে যে নরক হইবে? ওঃ, যখন নরক-ভয় আছে, তখন সম্প্রতি জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। পরে সময় হইলে শ্রীধামে যাইয়া বৃদ্ধকালে অহঃ-প্রহর ভজনে প্রবৃত্ত হইব। আবার মনে করেন, সন্ন্যাসী হইলে আহারের চিন্তা কি? সকল আশ্রমেই আহার পাওয়া যায়। কখনও পরক্ষণেই মনে করেন, সংসার ত্যাগ না করিলেই বা কি? সংসারে থাকিয়াও ত' ভজন হয়! যাহাদের ভক্তির উদয় হয় নাই, তাহাদেরই গৃহাদি বন্ধনের কারণ!! আমি কি করিব? ভক্তির কোন্ অঙ্গ যাজন করিব?—শ্রবণ? না কীর্ত্তন?—না, মুদ্রাঙ্ক পালন করিব?—ইত্যাদি বহু প্রশ্ন যখন হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে থাকে, সেই অবস্থার ভজন-ক্রিয়াকে ব্যূঢ়বিকল্পা বলে।

এই *Tug-of-war* এর অবস্থার পর যখন সাধক দৃঢ় কৃতসঙ্কল্প হন যে, বিষয়-সঙ্গ ত্যাগ ব্যতীত যখন হরিভজন সম্ভব নয়, তখন তাঁহার আলোই নিশ্চয়তা হয়। কিন্তু তথাপি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-বশতঃ স্বয় পরাজয়ের মধ্যে থাকিয়া পর-জয়ের কারণও অজ্ঞাত স্থান-ভেদে বিষয় ভোগ করেন, তাহাই এই অবস্থাকে বিষয়-সঙ্গরা বলে।

তৎপর নিয়মাক্ষমা। যে অবস্থায় ভজনে নিয়ম করিয়া তাহা প্রতিপালনে অসমর্থ হন, সেই ভজনক্রিয়াকে নিয়মাক্ষমা বলে। যেমন কোন ভক্ত হয়ত মনে নিয়ম করিলেন যে, আজ হইতে বাজে কথা প্রসঙ্গ করিব না, আজ হইতে প্রত্যহ লক্ষ নাম শ্রীমালিকায় জপ করিব, বৈষ্ণবগণের সেবা করিব, নিয়মিত সঙ্গে হরি-কথা শ্রবণ করিব—ইত্যাদি। কিন্তু যে কোন প্রকারের নির্ব্বন্ধহেতু ভক্ত যদি তাহার ঐ নিয়ম পালনে অসমর্থ হন, তবে সেই অবস্থার ভজনক্রিয়াকে নিয়মাক্ষমা বলে। বিষয়-সঙ্গরা ও নিয়মাক্ষমা উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সুখের অনুমোদন প্রবণতা নিবন্ধন বিষয় ত্যাগে অক্ষমতা, আর নিয়মাক্ষমাতে ভক্তির গাঢ়তা নিবন্ধনে অক্ষমতা।

ইহার পরের অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার নাম তরঙ্গ-রঙ্গিণী। এই অবস্থায় ভক্তের শ্রীভগবদ্ভক্তভজন দর্শন করিয়া জনসমাজ তাঁহাকে বহুপ্রকার লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি বিশিষ্ট হন না চাহিলেও, তখন তাঁহার ভজন-ক্রিয়াকে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার তরঙ্গ বদ্ধ করিতে দেখেন বলিয়া ইহার নাম তরঙ্গ-রঙ্গিণী।

এই ষড়্বিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ অনর্থমুক্ত অবস্থায় যে ভজনক্রিয়া, তাহাকে নিষ্ঠিতা বলে। তদ্বিষয় পরে আলোচ্য।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

ত্রিগুণময় জগতে দেশ, কাল, পাত্র, স্থান প্রভৃতি সকলই গুণময়। কেবল গুণাতীত শ্রীভগবান ও তৎসম্বন্ধীয় দেশ, কালাদি নির্গুণ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস
উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥

অর্থাৎ ভগবন্নিকেতন, শুদ্ধভক্তগণের বা ভক্তসাধুসঙ্গে বাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্গুণ বাস।

বহির্ম্মুখ জগতে, বদ্ধজীবের আবাসস্থলীতে কেবলমাত্র ভোগবাঞ্ছা, বিষয়-বাসনা পরিপূর্ণ। এখানকার আবহাওয়াই বিমুখতা-বৃদ্ধিকারী। যেখানে জগতে যিনি ভগবান্ ও ভক্ত-সেবাশিক্ষার আদর্শ প্রকাশ করেন, সেই বৈকুণ্ঠ-প্রেষ্ঠতম শ্রীগুরুদেবের করুণার কথা প্রকাশ করিবার ভাষা, বুভুক্ষাপূর্ণ জগতে নাই। ভূলোকে গোলোক আনয়নকারী, অজিত ভগবানকে পরাজয়কারী, ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মা, ভগবানের অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীদেবী এবং এমন কি শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ হইতেও প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের শক্তি জীবে দয়ার পরম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা বহির্ম্মুখ এবং ভগবদ্ভজনে অনিচ্ছুক হইলেও কৃপাপূর্ণ সদ্গুরুদেব বলপূর্ব্বক জোর করিয়া, ছলে, বলে কলে, কৌশলে আমাদের নিত্য মঙ্গলের ব্যবস্থা করেন।

সুদীর্ঘ কাল হইতে কলিজীব শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া কত না জীব-মঙ্গলের আবাহন করিতেছেন। সেই মহাত্মা পুনরায় উজ্জ্বলতম ভাবে প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীগৌরহরি এ ক্ষেত্রে আসিয়া অষ্টাদশ বর্ষ লীলা করিয়াছিলেন। গৌরহরির পর তাঁহারই নিজজন আবার সেই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া, পুরুষোত্তম ভগবানের অর্পিত প্রেমনাম-গীতার গুপ্ত মহিমা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে জগতের সর্ব্বত্র জীবের নিত্য ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া— [illegible] কথা করিতে [illegible] আবির্ভূত হইয়াছেন। নিজের প্রিয়-ভক্তগণকে দেশে দেশে প্রেরণ করিয়া এবং—"সংকীর্ত্তন এক প্রতিজ্ঞা আমার। নিষ্কপটে [illegible]"—[illegible] দেশদেশান্তরে [illegible] বিজয় করিয়া বহু বহু সুকৃতিমানকে ভজন-সেবার অধিকার দিতেছেন।

প্রভুপাদের কৃপাশ্রয়ে এবার বহু দিন ধরিয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব চলিতেছে। প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের

সেবা,উক্তকেশে [illegible] প্রচার করিতেছে [illegible] শ্রীচৈতন্যের দিবসে [illegible] বিশেষ অনুষ্ঠান [illegible] উপদেশের [illegible] করিয়াছেন। [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] মহাপ্রভু [illegible] দৈবকে নীমাংসিত [illegible] মহাপ্রভুর বিশেষ কাবো অন্যায় [illegible] পক্ষপাতদুষ্ট হন না। আমরা সর্বদা [illegible] মনগড়া মতের নামকরণ [illegible] প্রভৃতি মতকে ধিক্ [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের উদ্ধৃত মহাজনগণের আচরণই অনুসরণ করিব।

ভূতের বেগার

এই রাজ্যবাসীর একটা ধারণা যে, আমরা [illegible] বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমানের বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শনের [illegible] কিন্তু নিজেরা [illegible] বুদ্ধিমান [illegible] নিজের [illegible] থাকে, [illegible] তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারে না।

[illegible] একজন নির্বোধ বুদ্ধিমান। [illegible] আমাকে নির্বোধ [illegible] এইরূপ বুদ্ধিমত্তা [illegible]—

[illegible]

বিশ্বপাত্রে আশ্রয় দিয়াছি। উত্তান [illegible] বর্ষীয়সি নাটিকা নাচিয়া [illegible] চলিতেছে [illegible] না। [illegible] অকম পাগারে। সে [illegible] আমার দৃষ্টিপথে [illegible] দুষ্ট হইল না [illegible] করিলেন। কোন কথা নাই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, [illegible] পর বৎসর [illegible]

[illegible] কি [illegible] অবলম্বন করিয়াছি। [illegible] জীবনের [illegible] নিজের [illegible] মনে [illegible] হইয়াছে। [illegible] মন, [illegible] চলিতেছে [illegible] চলিয়াছে যে, একবার [illegible] তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] করিয়াছি [illegible] দেখে না। [illegible] অতএব কি [illegible] তাহার নিকট কিছু শিক্ষা পাইতে [illegible] লোকে কি [illegible] বুঝিবে?

[illegible] আমি [illegible] করিয়াছি। কিন্তু আমার [illegible] আমার [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] করিয়াছে। আমাকে [illegible] উদাসীন দেখিয়া অনুগ্রহ [illegible] আমার অন্তরে একটা বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। সে বুদ্ধিটা আর কিছুই নহে। [illegible] আমারই বুদ্ধি।

[illegible] অনেকবার [illegible] দেহ [illegible] পুনঃ আসা হইয়াছে। [illegible] হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় [illegible] বাড়ীর দিক হইতে [illegible] পাশের [illegible] বাড়ীতে [illegible] প্রবেশ করিলাম। কয়েকজন লোক [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] পাঠক মহাশয়কে দেখিয়া বুঝিলাম যে, তিনি সাধারণ লোক নহেন। দিব্য-জ্যোতির্ময় [illegible] ভক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের কথা বলিতে-ছেন [illegible] কীর্তন করিতে করিতে তিনি বলিলেন—'[illegible] আমাদিগকে [illegible] ভূতের বেগার খাটান' [illegible] হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার কোটি [illegible] সেবায় নিযুক্ত [illegible] হইবের লোক বড় বোকা। তাহারা নিজেকে বুদ্ধিমান জানিলেও বাস্ত-বিকই নির্বোধ, কেননা তাঁহাদের প্রধান ভুল হইয়াছে—এই জড় দেহ—'আমি' বুদ্ধি, এই দেহটা চেতন নহে,জড়,পঞ্চভূতে নির্মিত, কিন্তু মায়াদেবীর এমনি প্রভাব যে, তাহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা দুইটি বৃত্তির দ্বারা জীবাত্মাকে অনাত্মদেহে [illegible] আবরণ করিয়া আত্মায় আত্মবুদ্ধি [illegible] দিয়া আত্মা দেহকে 'আত্মা'-বুদ্ধি করাইয়াছে ও তাহারই সুখের সন্ধানে ছুটিতেছে। সুতরাং মায়াবদ্ধজীব কেবলই ভূতের বেগার খাটিতেছে, আসল কাজের কোন কথাই নাই।"

[illegible] পাঠক [illegible] বলিলেন, আমার [illegible] আছে, তাহাই উদ্ধার করিবে। [illegible] একটা বড় ধাক্কা লাগিল। ভাবিলাম [illegible]! হায়! আমরা করিতেছি কি? [illegible] নিজেকে সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান! [illegible] কি আমাদের বুদ্ধির দৌড় [illegible] আমরা আসল [illegible] নিজেই [illegible] হইতেছি। [illegible] চতুর্দশ ভুবনের সকলেই [illegible] তাহারই সুখের জন্য ছুটাছুটি করি-তেছি। দিনরাত্রি দেহের ভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া, [illegible] আলিঙ্গন না করিয়া, [illegible] উপর [illegible] অপেক্ষা [illegible] সেই দেহের আসল ঘুচিতেছে। কিন্তু হবে কি? [illegible] দেহ, আমার [illegible] অনেক [illegible] চলিয়া যাইবে! কেমন [illegible] ভূতের বেগার খাটিতে খাটিতে আমার [illegible] দিয়াছে। এবার সেই বেগার খাটার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আসল কাজে লাগিবার সুযোগ খুঁজিয়া পাইয়াছি। কিন্তু হবে কি? [illegible] প্রভু! [illegible] পরম দয়াল বৈকুণ্ঠ প্রেমিকগণ আপনাদের কৃপা ব্যতীত আমার এই দুর্দশা দূর হইবে না। কেননা এজগতে সকলেই সেই ভূতের বেগার খাটিতেছে; কিন্তু আপনারাই কেবল ভূতপতির [illegible] আত্মা পরমাত্মা শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। আপনারাই আমাদের উদ্ধারকর্তা পরম আশ্রয়। কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই লোকে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছেন, অতএব আপনারা দয়া না করিলে, কৃষ্ণচন্দ্রের দয়া পাইবার কোন আশাই নাই। তাই [illegible] দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া শ্রীচরণকমলে পতিত হইয়া শ্রীচরণেরই ভিক্ষা করিতেছি, আর বলিতেছি—

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য যে ভগবদ্ভজন,তাহার প্রমাণ কি ?

(পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

আমার জনৈক ভদ্রলোক উপাধিষ্টক [illegible] প্রশ্ন করিলে আমি তাঁহাকে প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, 'ভগবদ্ভজন যে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নহে, তাহার প্রমাণ আপনি কিছু দিতে পারেন কি? পশু-জীবন ও মনুষ্যজীবনের পার্থক্য কি? অন্যান্য সমস্ত জীবন অপেক্ষা মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব কোন শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন,'এত কথা জিজ্ঞাসা করিবেন জানিলে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসাই করিতাম না।' আমি বলিলাম কেন,কোন অপ্রাসঙ্গিক কথাতো আমি উত্থাপন করি নাই। আপনার প্রশ্নটির প্রত্যুত্তর দিতে হইলে ঐগুলি আলোচনা করিতে হইবে বলিয়া আপনাকে ঐগুলি জিজ্ঞাসা করিতেছি। আচ্ছা যদি কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, মহাশয়, বলুন দেখি, বৃদ্ধ বয়সে পেনসন ভোগ করিতে হইলে প্রথম জীবনে আফিসে যাইয়া যে কাজ করিতে হইবে, তাহার প্রমাণ কি, আপনি তাহাকে কি বলেন? আপনার প্রশ্নটাও প্রায় ঐরূপ, যেমন পেনসন পাইতে হইলে আফিসে যাইয়া কাজ করিতে হয়,নচেৎ পেনসন পাওয়া যায় না, তদ্রূপ এই ত্রিতাপজ্বালার ও জনন-মরণমালার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে একমাত্র ভগবদ্ভজন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আর সেই সুযোগটি আমরা একমাত্র মনুষ্যজীবনে পাই পশ্বাদি জন্মে যে কাজগুলি আমরা করিয়া আসিয়াছি,মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যদি কেবলমাত্র সেইগুলিরই পুনরনুশীলন করিতে থাকি, তাহলে মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কেন ব্যাখ্যাত হইয়াছে? পুরাণ ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই পৃথিবীর সর্বত্রই মনুষ্যজাতির মধ্যে ভগবদুপাসনা বলিয়া একটা জিনিষ বিদ্যমান ছিল বা আছে, এমন কি অসভ্য বন্য জাতিরাও পাষাণ গাছ-পাথরকে ভগবদ্ উদ্দেশে পূজা করিয়া থাকে। এ চিন্তা-স্রোত, এভাব কোথা হইতে আসিল, সাধারণ জীবন যাপনার্থে ইহার প্রয়োজনীয়তা যে আদৌ উপলব্ধি হয় না অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া থাকা ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে ইহার (ভগবৎস্বীকারের) প্রয়োজনীয়তা কি? তবে কেন জ্ঞানবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবজাতি এমন একটা অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে আবহমান কাল হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছে? ইহা চিন্তা করিলে আমরা অবশ্য স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভগবান নিশ্চয়ই

আছেন ও তাঁহার ভজন বলিয়া একটি বস্তু নিশ্চয়ই আছে, না থাকিলে এমন একটা কথা পৃথিবীতে চলিয়া আসিত না। যদি কেহ বলেন, কথা আছে বলিয়াই যে তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, তাহার প্রমাণ কি? ওরূপ অনেক কথা পৃথিবীতে চলিতেছে অথচ যথা অশ্বডিম্ব; বাস্তবিকই কি আর অশ্বডিম্ব আছে? তদুত্তরে বলিতে হইবে, অশ্বডিম্ব যেরূপ বাক্যেতে পর্য্যবসিত আছে, বস্তুতঃ নাই, তদ্রূপ যদি ভগবান বা ভগবদ্ ভজন বস্তুতঃ না থাকিয়া কেবল মানবজাতির একটা খেয়াল বাক্য মাত্র হইত, তাহা হইলে 'ভগবান্' এই বাক্যটি উচ্চারণ মাত্র এত ভীষণ দাম্ভিক মানবজাতির মস্তক অবনত হইত না, তাঁহার ভজনের জন্য এত মঠ মন্দিরাদি স্থাপন হইত না, তাঁহার নাম প্রচার-জন্য জগদ্ব্যাপী এমন একটা বিশাল আয়োজন পরিদৃষ্ট হইত না। অতএব আমরা, ধরি ভগবদ্ ভজন বলিয়া যে একটি বস্তু আছে, তদ্বিষয়ে আর অত্যধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন. এখন সেটী মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কি না—এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়, যদি আমরা মনুষ্য-জীবনের সহিত ইতর প্রাণিজীবনের সাদৃশ্য বা পার্থক্য বিচার করি, তাহা হইলে আশা করি, আমরা মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব।

আহারবিহার বাওয়া দাওয়া থাকা, পুত্রাদি উৎপাদন বা তৎপালন সম্বন্ধে আমরা মনুষ্য জীবনের সহিত পশ্বাদি জীবনের বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখিতে পাই না। যদি কেহ বলেন, আমার এই স্বর্ণ পালঙ্কে ভেলভেটের গদিতে শুইয়া নিদ্রা যাওয়া কি ঐ কুকুরের মৃত্তিকায় শয়নের সহিত সমান? তদুত্তরে বলিতে হইবে, আজ্ঞা হাঁ, তাহার কারণ। আপনার যখন শয়নের উদ্দেশ্য সুখে নিদ্রা যাওয়া ঐ কুকুরেরও তাহাই এবং যদি ঐ কুকুর মৃত্তিকা শয়নে আপনার স্বর্ণ পালঙ্কে শয়ন অপেক্ষাও সুখে নিদ্রা যাইতে পারে, তাহা হইলে বিভেদ কোথায়। যদি বলেন, আমার এত বড় কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা পুত্র কন্যাদি লালন পালন ও তাহাদিগকে বিদ্যাদান, ইহাতেও কি ঐ ইতর প্রাণীর সন্তান লালন পালনের সহিত সমপর্য্যায়-বিশিষ্ট? তদুত্তরে বলিব—আজ্ঞে হাঁ, তাহা অপেক্ষাও হীন কারণ, আপনার প্রতি কার্য্য স্বার্থবিজড়িত, ঐ ইতর প্রাণীর তাহা নহে। তাঁহার কার্য্য স্বার্থগন্ধ-শূন্য। যদি বলেন, স্থূলদৃষ্টিতে উভয় জীবনের সাদৃশ্য বা ইতরবিশেষ থাকিলেও মনুষ্য জীবনে যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি, পিতৃ মাতৃভক্তি, স্বীজাতির সম্মান রক্ষণার্থে চেষ্টা, স্বদেশ রক্ষণার্থে জীবন দান, দেশ শাসন বা ভবিষ্যতের জন্য সংস্থানের চেষ্টা—এ সমস্ত পশ্বাদির জীবনে লক্ষিত হয় না। তদালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ সমস্ত বৃত্তিগুলি পশ্বাদি জীবনেও বিরল নহে। যথা, গাভী, মহিষ পতঙ্গ কখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি বা একের বিপদে অপরে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি, উষ্ট্র পালের মধ্যে বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা, হস্তী বা কুক্কুটাদি জীবের স্ত্রী জাতির সম্মান রক্ষণার্থে চেষ্টা বা নিজের দলরক্ষণার্থে জীবন দান, বানরের স্বজন-পালনের চেষ্টা, পিপীলিকা বা মধুমক্ষিকার সংস্থানের চেষ্টা বিশেষ দৃষ্টব্য। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ এবিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান অবগত আছেন। সুতরাং এই বৃত্তিগুলি যে একমাত্র মনুষ্য জীবের বলে [illegible], তাহারও প্রমাণ অভাব। যদি বলেন, মনুষ্য জীবনে আমরা বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারি, সেটী পশ্বাদি জীবনে হয় না—এ কথাটা কতকটা ঠিক, কিন্তু যদি সেই বিদ্যা, বা জ্ঞান অর্জ্জন-দ্বারা আমাদের মনুষ্য জীবনের প্রাপ্তব্য [illegible] কি অর্থাৎ ভগবদ্ ভজন, তাহার উপলব্ধি না হইয়া যদি কেবলমাত্র জড়ভোগের [illegible], তাহা হইলে তাহাতে লাভ [illegible] কোথায়, বরং জড় অর্থাৎ [illegible] অর্থ তো পাওয়া দাওয়া থাকা, [illegible], [illegible] ইন্দ্রিয় বশ, [illegible] জীবনে সমভাবে সাধিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে আমরা যে বলিয়া থাকি, জীবের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ বা মানব-জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম, তাহা প্রতিপন্ন করিবার উপায় কি? তাহার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] কি দেবাদি জন্মেও নহে—সেই ভগবদ্ভজন একমাত্র মনুষ্য জীবনে হয়, সুতরাং মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবদ্ভজন ব্যতীত অন্য কিছু নহে, অতএব সাধু সাবধান।

কপটতার নাম কখনও হরিভজন নহে

আমরা অনেকেই সাম্প্রদায়িক [illegible] ভজন করি বলিয়া মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করি। মনের খেয়াল মত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাজনে ভগবদ্ভজনার [illegible] মালা, তিলক ধারণ, গেরুয়া বসন পরিধান, ডোর কৌপীন পরিধান, মস্তক মুণ্ডন, গোফ দাড়ি শিখা-ধারণ প্রভৃতি দেহের নানাবিধ [illegible] [illegible] করি। মুখেও হা গৌর, হা নিতাই, হা গোবিন্দ, জয় রাধে, রাধে শ্যাম, রাধে গোবিন্দ, হরে কৃষ্ণ প্রভৃতি সম্বোধন-সূচক আর্ত্তনাদ করি। কিন্তু যদি নিজে নিজেকে বিশ্লেষণ করি, আর অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত নিজেই তলাইয়া দেখি, তবে ঐ বাহিরের বেশভূষা মালা তিলকাদি—বাহ্যের সম্মান [illegible] [illegible] চেষ্টা বা [illegible] [illegible] আর কিছুই নহে।

এরূপ কপটতাপূর্ণ কপটতা [illegible] ভজন হইতে পারে না। ঐরূপ ভজন-বেশে দম্ভ [illegible] নরকেরই দ্বার স্বরূপ। তাই শ্রীগৌর-পার্ষদপ্রবর শ্রীল [illegible] গোস্বামী মহারাজ শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"গোরার আমি, গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে।
লোক-দেখান গোরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
অষ্টসাত্ত্বিক বিকার পড়ে, তার হৃদে কৃষ্ণ নাই।
নামে-অপরাধে তোমার ভজন হবে নাই॥"

মেদিনীপুরে প্রচার .

সম্প্রতি কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের বিশিষ্ট প্রচারক শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তি [illegible] মহারাজ তাঁহার সহকর্মী [illegible] [illegible] সঙ্গে লইয়া মেদিনীপুর জেলার [illegible] প্রধান পল্লীগ্রামে [illegible] বঙ্গদেশে অপ্রকাশিত [illegible] বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হইতে প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের [illegible], সম্বন্ধে কয়েকটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। [illegible] নিবাসী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] এতদ্দেশে বর্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের কোন উপযোগিতা আছে কিনা ভাবিয়া প্রথমে সন্দেহান্বিত ছিলেন। তাঁহার একটী ধারণা ছিল যে, বৈষ্ণবের প্রকৃত ধর্ম্মটাই হইতেছে অপ্রকাশ্য হইয়া [illegible] [illegible]। কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকে [illegible], [illegible] শাস্ত্র হইতে অকাট্য প্রমাণপ্রদর্শনে উক্ত প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিয়াছেন। স্বামীজী [illegible] [illegible] ও [illegible] ভদ্রলোকের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সমবেত [illegible] ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকে শাক্ত, বা বেদান্তবাদী, সন্দেহবাদী বা নাস্তিক এবং অনেকে [illegible] [illegible] [illegible] থাকিলেও তাঁহারা সকলেই স্বামিজীর কথার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নামসংকীর্ত্তনেও জনসাধারণ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। যদিও আমার বিশেষ [illegible] সহকর্মীগণ [illegible] [illegible], তাঁহাদের [illegible] ও [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিনীত নিবেদক

([illegible]) [illegible] বানার্জী

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রী[illegible]

উড়িয়াবাজার, কটক ;

[illegible] আষাঢ় [illegible] বঙ্গাব্দ।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আগামী [illegible] আষাঢ় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই শুভদিবসে [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে কটক "শ্রী[illegible] মঠে" বার্ষিক মহোৎসব [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্[illegible] [illegible], শ্রী[illegible] ও [illegible] হইবে। মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সপরিবারে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিলে [illegible] হইব। নিবেদন ইতি।

শ্রী[illegible] [illegible]...

শ্রীভক্তি-প্রদীপ তীর্থ

শ্রীভক্তিবিবেক [illegible]

শ্রীঅতুলচন্দ্র [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

শ্রীনিবারণ [illegible] ([illegible])

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের ... সম্পূর্ণ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। ... ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। ...ভাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। ...শাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী...লাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় ... হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ
ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

সমস্ত খণ্ড একত্র নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৯৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

... সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দরে সকলকে দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রী... ব্যাস আকারে

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ার গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

— ও —

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে আনাইতে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৭৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৴
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩৷৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্যাভূষণ, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধবভাষ্য	৷৷০
১৫।	শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী ...	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadjnghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে আষাঢ় শুক্রবার ১৩৩৬

পুরুষোত্তম মঠ

মঙ্গলারাত্রিক

ভোর ৪টা। উষাকে শ্রীকৃষ্ণ মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মঙ্গলারাত্রিকের [illegible] পড়িয়া গিয়াছে। উষাদের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জাগাইয়া [illegible] আহ্বান উপস্থিত [illegible] শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক হাত মুখ ধুইয়া [illegible] বৈষ্ণবগণের সহিত [illegible] যোগদান করিলেন। [illegible] [illegible] গৌর-সুন্দরের [illegible] সমুদ্রের [illegible] [illegible] [illegible] বিগ্রহ [illegible] লোকগণের [illegible] তাহাদের [illegible] দিতেছে; [illegible] করিতেছে, [illegible] [illegible] হইয়া উঠিয়াছে, [illegible] নীরবে প্রেম-[illegible] করিতেছে।

উষঃ-কীর্ত্তন

মঙ্গল-আরাত্রিক পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিনোদ-মাধবাদির [illegible] এবং [illegible] বিগ্রহ [illegible] সভার [illegible] প্রধানাঙ্গ [illegible] উষঃ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। [illegible] সঙ্কীর্ত্তনকারী শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী এবং [illegible] শ্রীপাদ [illegible] নাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়গণের নেতৃত্বে দীর্ঘকাল কীর্ত্তন হইল। [illegible] হৃদয়ের আবেগের সহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, উহা সাধুগণ [illegible] কিছুকালের জন্য [illegible] করিয়াছিল। যদিও এত দৈহিক আরাম উপভোগের নিমিত্ত সমুদ্রোপকূলে [illegible] বশবর্ত্তী ইচ্ছা আমার মনের ভিতর উঁকি ঝুঁকি দিতেছিল, তথাপি আমি সঙ্কীর্ত্তন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কীর্ত্তনস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

সিন্ধুতীরে ভ্রমণ

কীর্ত্তনান্তে আমি [illegible] সমুদ্রের তীরে ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। তখন দিবাকর [illegible] [illegible] পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible] করিতেছিল, আমি [illegible] [illegible] বিশ্বের [illegible] পূর্ব্বদিকে [illegible] [illegible] করিলাম, [illegible] পূর্ব্বক [illegible] উদ্দেশে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অর্দ্ধনারী [illegible] এক অপূর্ব্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ব্বক [illegible] [illegible] নীলকান্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে।

সাধুর অযাচিত কৃপা

এই প্রকারের প্রভাতে সমুদ্র দর্শনে [illegible] চিন্তায় নিমগ্ন আছি এমন সময় এক দিব্য-[illegible] কাষায়বস্ত্রধারী [illegible] সন্ন্যাসী [illegible] আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, [illegible] বাবু, এরূপ [illegible] দর্শনে [illegible] অনেক আরাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এরূপ দর্শনের কোনও [illegible] নাই, [illegible] কখনও আপনাকে [illegible] রক্ষা করিতে পারিবে না, [illegible] কখনও আপনাকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে না। কারণ আপনি যাহা দর্শন করিতেছেন, ঐ সকলই অপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌরসুন্দরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সন্ন্যাসীঠাকুরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়?

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশনার্থ [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। আপনি [illegible] পাঠের পর রাত্রি ১১ টার [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীরূপ [illegible]

আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সন্ন্যাসী মহারাজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা করিব। [illegible] [illegible] আছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলাম।

নরক বর্ণন

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেবল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] অন্ধতামিস্র, [illegible] [illegible] কুম্ভীপাক, [illegible] অসিপত্রবন, [illegible] [illegible]

তপ্তসূর্ম্মি, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন এবং সূচীমুখ, এই অষ্টাবিংশতি নরক নানাবিধ যাতনার স্থান।

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অতি ভীষণ যমদূতগণ তাহাকে কালপাশে বন্ধন করিয়া পরলোকে বলপূর্ব্বক তামিস্র নরকে নিক্ষেপ করে। এই তামিস্র নরক ঘোর অন্ধকারে আবৃত, পাপীগণ উহাতে পতিত হইয়া ভোজন ও পানীয়ের অভাবে এবং দণ্ড, তাড়না ও তর্জ্জনাদির যাতনায় পীড়ামান থাকে। তাহারা এইরূপে উহাতে পতিত হইয়া একেবারে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার কলত্রাদি সম্ভোগ করে, সে অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। কোন বৃক্ষকে পাতিত করিবার পূর্ব্বে লোকে যেমন তাহার মূল ছেদন করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ নরকে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যমদূতগণ পাপীকে নানাবিধ যাতনা প্রদান করে, ঐ যাতনায় পীড়িত হইয়া বেদনায় জীবের বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। এই

ইহ সংসারে যে ব্যক্তি দেহ-দৈহিকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া প্রত্যহ অপরের দ্রোহ দ্বারা অহর্নিশ নিজের এবং নিজ দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণ করে, সে ব্যক্তি দেহ ও কুটুম্ব এখানেই পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিদ্রোহজনিত পাপফলে স্বয়ং রৌরব নরকে পতিত হয়। ইহলোকে এ পুরুষ যে সকল প্রাণীকে প্রপীড়ন করিয়া থাকে, মৃত্যুর পর যখন সে নিজের কর্ম্মফলদোষে যমযাতনা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই-সকল হিংস্র প্রাণী রুরু হইয়া তাহাকে প্রপীড়ন করে। এইজন্যই পণ্ডিতগণ ঐ নরককে রৌরব নরক বলিয়া থাকেন। 'রুরু' বলিলে এক প্রকার প্রাণীকে বুঝায়, উহারা সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব-বিশিষ্ট।

মহারৌরব নরকও এইরূপ। ঐরূপ দেহপোষণপরায়ণ জনগণেরও ঐ নরক-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তথায় ক্রব্যাদ নামক রুরু-গণ ঐরূপ পরমাংসলোলুপ ব্যক্তিকে মাংসগ্রহণার্থে নানাবিধ পীড়া প্রদান করিয়া থাকে।

যে কেবল নিষ্ঠুর ব্যক্তি এই সংসারে নিজ নিজ প্রাণপুষ্টির জন্য পশু বা পক্ষী-দিগকে হত্যা করিয়া পাক করে, পরলোকে নরমাংসভোজী রাক্ষসগণেরও ঘৃণিত এমন নির্দ্দয় ব্যক্তিকে যমদূতগণ কুম্ভী-পাক নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া তপ্ত-তৈলে পাক করিয়া থাকে।

ইহলোকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী, সে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ নরকের পরিধি দশসহস্র যোজন, উহার ভূমি তাম্রময় সমতল। নিম্নদেশ হইতে অগ্নি এবং ঊর্দ্ধদেশ হইতে সূর্য্যের প্রখরতাপে ঐ স্থান অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি ঐস্থানে থাকিলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাহার শরীরের বাহিরভিতর দগ্ধ হইতে থাকে। তাহাতে সে কখনও শয়ন, কখনও উপবেশন, কখনও দণ্ডায়মান এবং কখনও ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে। পশুদেহে যত সংখ্যক লোম আছে, ঐ পাপীকে তত সহস্র বৎসর ঐরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

এই সংসারে যে ব্যক্তি আপৎকাল উপস্থিত না হইলেও স্বীয় বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, পাষণ্ডধর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ মার্গ অবলম্বন করে, যমদূতগণ তাহাকে অসিপত্রবন নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে থাকে। প্রহার-যাতনায় সে যেমন ঐ নরকের ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে, অমনি উভয়পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ খণ্ডবিখণ্ড হইতে থাকে। সে তখন "হায় হায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বলিতে বলিতে নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পদে পদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে। স্বধর্ম্মত্যাগী এইরূপে পাষণ্ডধর্ম্মাবলম্বনের ফল ভোগ করিতে থাকে।

ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শারীর দণ্ড বিধান করে, সেই পাপী পরলোকে শূকরমুখ নামক নরকে নিপতিত হয়। তথায় অতিবলশালী যমদূতগণ যখন ইক্ষু-দণ্ডের ন্যায় উহার অবয়বসকল নিষ্পেষণ করে, তখন সে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকে এবং এই সংসারে নির্দ্দোষ ব্যক্তি যেমন দণ্ডিত হইলে মোহগ্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, সেও সেইরূপ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে। (ক্রমশঃ)

আমার দশা

পণ্ডিত শ্রীমদ্ [illegible] দাসাধিকারী

আজ সকালে আমার ক্ষুদ্র পুত্রটীর বর্ণবর্ণের ঠিক পরিচয় হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য বিক্ষিপ্ত অক্ষরের স্তূপ খুলিয়া উহাকে এটা কি, ওটা কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। সে প্রায় সকল অক্ষরগুলিই চিনিল, কিন্তু 'ঙ'টী আর কিছুতেই চিনিতে পারিল না। যত আমি 'ঙ' দেখাইয়া বলি এটা কি 'ঙ' ততই সে বলে 'উ'? আমার যত প্রকারের বিদ্যা, বুদ্ধি, ছল, কৌশল ছিল, তৎসমস্তই নিরস্ত হইল কিছুতেই 'ঙ' কে 'ঙ' বলিতে আর উহার দ্বারা পারিলাম না। ১১২ বার ঠিক বলে, আবার পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করিলেই বলিয়া উঠে 'উ'। এইরূপে যখন কামনার [illegible] হেতু আমার ক্রোধের সঞ্চার হইল, তখন আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ নিশি-বাবুর ১০২ সংখ্যা 'নদীয়া-প্রকাশে' 'ভুলে ঠিক' প্রবন্ধটির কথা হঠাৎ মনে উদয় হইল ও আমার চমক ভাঙ্গিয়া ভাবিতে লাগিলাম, তাই! আমি এই ক্ষুদ্রপোষ্য শিশুটীকে এই ভুলে ঠিক থাকার জন্য তাড়না করিতে যাইতেছি, কিন্তু আমি নিজে কি উহা অপেক্ষা ঐ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম যে, আমাতে উহাতে আদৌ ফারাক নাই—ফারাক কেবল বয়সের আর আপাতিক হিসাবে আমি পিতা সে পুত্র, কিন্তু ভুলে ঠিক থাকার সময় দুই জনেই ঠিক সমভাবে ঠিক আছি। এমন না হইলে আর পিতা পুত্র! পুত্রটীর আমার খাওয়া দাওয়ার, বেশভূষার, খেলা ধূলার বেশ পরিপাটি আছে, তাহাতে কিছুতেই কোনরূপে একটুকু ত্রুটি হইবার যো নাই, আমার অবস্থাও তাহাই, আমারও সব বিষয়েই বেশ ঠিক আছে, এমন কি পাকা চুলে সিঁথিটি কাটা পর্য্যন্ত, কিন্তু পিতা পুত্রের যত গোল ঐ এক জায়গায়, পুত্রটীর 'ঙ'র বেলায় আর পিতাটীর ঐ 'ঙ'র বেলায়। আমি যেমন পুত্রটিকে 'ঙ' কে 'ঙ' বলাইবার জন্য ব্যস্ত, আমার পরমারাধ্য প্রভুপাদ ও তাঁহার নিজজনগণ আমাকে 'ঙ' বলাইবার জন্য অত্যধিক ব্যস্ত, কিন্তু পুত্রটি যেরূপ যাহা হয় একটা কিছু বলিতেছে, 'ঙ'র স্থলে না হয় 'উ' বলিতেছে, কিছু আশা আছে, আজ না হয় দুদিন পরে ঠিক বলিবে, কিন্তু আমার অবস্থা তাহার বিপরীত; কারণ আমি যে বুড়া ময়না, সাধুগণ যখন আমাকে 'ঙ' চিহ্ন বস্তু চিনাইবার জন্য প্রয়াস পান, তখন আমি গম্ভীর ভাবে খানিকক্ষণ অমনোযোগসূচক ঘাড় নাড়িয়া পরে হাবা হইয়া বসিয়া থাকি। যখন তাঁহারা বলেন, 'ঙ' কে বস্তু জানিতে হইলে কিছু সেবাকার্য্য করার দরকার, তখন আমি 'সেবা' শব্দের অর্থ দন্ত্যস্য একারে 'সে' এবং 'বয়' আকারে 'বা' ছাড়া আর কিছুই বুঝি না, এবং নিজের ভুলে ঠিক থাকবার জন্য ভাবি, মঠে তো প্রায় প্রত্যহই যাইতেছি, ইহাতেও আর সেবা হইতেছে না? যদি না হয়, তাহলে আর করিব কি? আমার ব্যাধি ত এইরূপ উৎকট। কিন্তু এর মধ্যে একটা মজা আছে—আপনারা হাসবেন না—কর্ম্মটা আমার যাহাই থাকুক না কেন, এজীবনে সে আমাকে বাজি মাত করিতে হইবে, সে বাহাটুকু বেশ প্রবলই আছে, কারণ, গৌড়ীয়মঠের আশ্রয়ে আসিয়া এটী বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, হাবাই সাজ আর বোবাই সাজ, বাবা পলাইবার পথ নাই যম আছে পিছে।

এক একবার মনে হয়, আমার সব বিষয়েই ত বেশ চালাকি আছে, নাই কেবল ঐটীর বেলায়, ইহার কারণ কি, এই কথা যখন একদিন মঠের আঙ্গিনায় বসিয়া ভাবিতেছি, একজন বৈষ্ণব ঠাকুর আসিয়া বলিলেন, কি ভাবিতেছেন—বলিলাম, আপনাদের কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, সব গুলিই যেন কেমন খাপছাড়া খাপছাড়া লাগে। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—এগুলি খাপছাড়া লাগিবারই কথা, ওগুলি এজগতের কথা নহে, এতদিন যাহা অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন, উহা তাহা নহে—আর একটি বস্তু। আমি তাঁহাকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উপায় বৈষ্ণবচরণে আত্মসমর্পণ—এ আবার আর এক বিপদের কথা, এতদিন শুনিতেছিলাম 'সেবা', ইনি আবার বলিলেন আত্মসমর্পণ। 'আত্মসমর্পণ' অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আত্ম-সমর্পণ অর্থ নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ পালন করা। স্বতন্ত্র বুদ্ধি ছাড়িয়া দেওয়া এ আবার—কি কথা। আমি থাকব অথচ আমার স্বতন্ত্র বুদ্ধি থাকিবে না, এটি আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এইরূপ ভাবিয়া ঠিক করিলাম যে, না বুঝিতে পারিলে আর ঐরূপ হাবার মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব না, যতক্ষণ বুঝিতে না পারিব, ততক্ষণ জিজ্ঞাসা করিব এবং ভুলিয়া যাইলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইব, যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব, স্বতন্ত্রতা ছাড়া যদি সম্ভব হয় ও কিরূপে ছাড়িতে হইবে যদি তাহার উপদেশ পাই, তা'হলে তাহাও ছাড়িব। এইরূপ সিদ্ধান্তে যখন স্থির আছি, এমত সময় আমার নিশিবাবুর 'ভুলে ঠিক' প্রবন্ধ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহার অন্যান্য অনেক সাবধানতা সূচক বাণীর মধ্যে লিখিয়াছেন "সাধুগণ যখন ব্যাধি দুরারোগ্য দেখেন, তখন ব্যাধি-গ্রস্তদিগকে প্রতিষ্ঠা দিয়া বঞ্চনা করেন, ইহা পড়িয়া আমার আক্কেল ঠাণ্ডা—এখন উপায়? আমার ব্যাধিটা ত প্রায় দুরারোগ্য, এখন কোন্ বটিকা চালাইলে বাজীমাত করিতে পারিব, এই কথা যখন হতভম্ব হইয়া ভাবিতেছি, তখন মাভৈঃ রবে হৃদয়ে কে বলিয়া দিল বৈষ্ণবঠাকুর অন্তর্যামী। তিনি যখন অন্তর্যামী, তখন আর আমার ভয় কোথা? যদি আমি কপটতা করিয়া হাবা সাজি, তা'হলে আমার উপায় নাই, কিন্তু যদি আমি সত্য সত্যই হাবা হই, তা'হলে আমার উপায় আছে; আর মনে হইল, বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপায়

সাগর, তিনি স্পর্শমণি, যদি আমি কপটতা ছাড়িয়া সরলতার সহিত তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারি, তা'হলে তিনি আমি যত কাণা গোঁড়া থাকি না কেন, যত অসদাচারী হইনা কেন, তিনি নিশ্চয়ই নিজগুণে আমার এই সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবেনই করিবেন—ঐ গুণ আমার মত পতিতের হৃদয়ে চৈতন্য সঞ্চার করিবার জন্য ও শক্তি দেওয়ার জন্য কৃপাবতার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি গাহিতেছেন :—

আমি ত দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটী কোটী জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার॥
এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া লবে কাছে॥
শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অনন্ত পাতকী জনে করিলে মোচন॥
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া॥
এই বার বুঝা যাবে করুণা তোমার।
যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার।
তুমি ত পবিত্র পদ, আমি দুরাশয়।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে এ পতিত ছার।
পতিতপাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার॥

ইত্যাদি

জড়বাদে বিপদ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভাক্তরত্ন)

বদ্ধ-ভূমিকায় বিচরণ-শীল জীব আমরা। ভোগ বা ত্যাগ আমাদের লক্ষিতব্য বিষয়। ভোগি-সম্প্রদায়কে সমপর্য্যায়ে ও ত্যাগি সম্প্রদায়কে একটু উচ্চাসনে স্থান দিয়া থাকি। উভয় সম্প্রদায়ই বহুবিধ মতবাদ-স্রষ্টা। তাহার ভিতরে মোটামুটি কয়েকটি কাল্পনিক মতেরই প্রভাব লক্ষিত হয়।

কোন সম্প্রদায় প্রকৃতি, পুরুষ বা স্বভাব ভিন্ন আর কিছুই মানেন না। ইহারা যদিও একমাত্র নাস্তিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত, কিন্তু প্রকারে বহু অর্থাৎ যত জন তত মত। কাহারও বিচারের সহিত কাহারও বিচারের মিল নাই। থাকিতেও পারে না; যেহেতু কাল, পাত্র, দেশানুসারে কর্ম্ম ও স্বভাব দ্বারা পরিণাম বিভিন্ন আকার ঘটিয়া প্রত্যেক দ্রষ্টাকে দৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে ভ্রমোৎপাদন করিয়া দেয়। যেমন একটী গোলাপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে যাইয়া, তিন ব্যক্তি সময়ের অগ্র-পশ্চাৎ-হেতু বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় বিরুদ্ধবিরোধ উপস্থিত হয়; তাহাতে চতুর্থ ব্যক্তির বড় সন্দেহ উপস্থিত হয়।

কোন সম্প্রদায় শাক্তেয় মতবাদ অবলম্বী অভিমানে কেবল খাওয়া দাওয়া ভোগ-বিলাস বাসন পূজায় প্রমত্ত অর্থাৎ; তাঁহাদিগের পূজোপকরণ আহরণ যেন খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদার্থে মাত্র, তদতিরিক্ত কিছু আছে বলিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র ধারণায় স্থান পায় না। ইঁহারাও শাক্ত-শৈব-গাণপত্য-সৌর প্রভৃতি এবং বর্ত্তমান আউল বাউল প্রভৃতি ত্রয়োদশ অপ-সম্প্রদায় ভুক্ত থাকিয়া প্রকারে বহু।

কোন সম্প্রদায় উৎকট নীতিবাদী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের কৃষ্ণকে মানিতে বাধ্য নহেন, যেহেতু তাঁহাদিগের বিচারে পরদারাভিমর্ষণ-জনিত দোষে দুষ্ট কৃষ্ণ তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিক নীতি-উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন; সুতরাং ভগবান হইয়া কি প্রকারে অন্যায় কার্য্য করেন? ইত্যাদি বিচার। তাঁহারাই আবার গীতার-কৃষ্ণ অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে মুখে মানেন মাত্র। ইঁহারা ফলত্যাগকে বহুমানন করেন বলিয়া যোগ ও জ্ঞানাবস্থা, কিন্তু প্রকারে বহু।

কোন সম্প্রদায় কুরুক্ষেত্রের-কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি মনে করিয়া উৎকট মধুর রসাস্বাদনের ভাণ করত, শ্রীমতী রাধিকার “প্রিয়ঃ সোঽয়ং” শ্লোকান্তর দ্বারা দেখিতে আনন্দুক হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই স্বকীয় ভোগের আদর্শ খাড়া করিয়া থাকেন।

কোন সম্প্রদায় আবার কোন কৃষ্ণকেই মানেন না, শুধু মুখেই শ্রীলক্ষ্মীপতি নারায়ণকে মানিতে চান, তাহাতে অনেক সময় নারায়ণ বাদ দিয়া লক্ষ্মীপূজারই আবাহন দেখা যায়। নারায়ণ পূজা ভিন্ন যে লক্ষ্মী পূজা বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা অল্প-বুদ্ধির মাথায়ে বুঝিতে পারা যায় না।

আসল কথা—দেহ মনোভাবে যার যা মানা সমাবস্থা, কোনটিরই মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দকও নহে। “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।” আমার চশমায় আমি যাহাই দেখিতে যাইব, আমার মনের খেয়ালে আমি যাহাই মানিতে যাইব, সবই মা—(নহে) মা (যাহা) দর্শন হইয়া মায়ার চেহারায় সৃষ্টি-বৈচিত্র্য মাত্র দর্শন করাইবে। এই গুণময়ী মায়িক জগৎ কুলনও সব তত্ত্ব দর্শনের সহায় নহে। মায়া তাহার বেশ-ভূষা দ্বারা বেশ্যা মূর্ত্তি দেখাইয়া জগদ্বাসীকে আকৃষ্ট করিয়া রাখাই তাহার কার্য্য।

কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ পরতত্ত্ব; পরমাত্মা তাঁহার অংশ, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গ-জ্যোতিঃ —চিৎকণের চতুঃষষ্টিগুণ— শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহী-ভেদ নাই। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, গোলোকের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ, দ্বারকার কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঐ সকল প্রমাণ মধ্যে একরূপ খণ্ড-খণ্ড ধারণা জড়বাদ, অতিপ্রতীতি, নাস্তিকতা অর্থাৎ মায়িক-কল্পনা-প্রসূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ অপরাধময় বিচার মাত্র। এরূপ বিচারে কখনও মঙ্গল ত' হয়ই না বরং বিবিধ বিপদ আনয়ন করে। ঐ বিপদ শুধু স্থিতি-স্থাপকভাবে অবস্থান করে না; ক্রমে গাড়িতে সংক্রামিত হইয়া বহু বহু জনমধ্যে বিস্তার লাভ করিতে দেখা যায়।

যে ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, চিন্ময়, অসীমতত্ত্ব, সেই ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, তিনিই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব। চিৎজগতের অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত তত্ত্বই যে পরমাত্মা, সেই পরমাত্মা যাঁহার অংশ, তিনিই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পরব্যোমে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত তত্ত্ব নারায়ণ যাঁহার ঐশ্বর্য্য বিলাস-মূর্ত্তি, তিনিই স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব। যাঁহাতে ষষ্টি-সংখ্যক-গুণ অত্যন্ত অদ্ভুতরূপে পরিলক্ষিত হয় ও অসাধারণ লীলা, প্রেম, রূপ, বেণু-মাধুর্য্য-যুক্ত গুণ-চতুষ্টয় যাঁহাতে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান অর্থাৎ ঐ মাধুর্য্য-যুক্ত গুণ-চতুষ্টয় নারায়ণ ও দেব, দেবাদেব কাহারও নাই; এমন যে চতুঃষষ্টিগুণ-সম্পন্ন সর্ব্বা-সংপ্রাপ্ত পরব্রহ্ম অর্থাৎ বিশাচিৎ বস্তু (বিশচিৎ অর্থে পণ্ডিত অর্থ হয়) তিনিই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব।

এবম্বিধ লোকাতীত, দেবাতীত, পরিপূর্ণ গুণযুক্ত পুরুষকে সামান্য মায়িক বিচারে লইয়া মান বা না মানি হিসাবে ভোট দিতে যাওয়া মাতৃক-বিকারের কার্য্য ছাড়া আর কি হইতে পারে? অবশ্য জড়-বুদ্ধির প্রাবল্য দ্বারা জগৎটা অর্জন করা যায়, তাহার ইনষ্ট্রুমেন্ট জগতেই যথেষ্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে, পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া পরব্যোমাউণ্ডার খবর দেখাইয়া, পরব্যোমপতির খানা পুরী কাবতে যাইয়া সেটেলমেন্ট আনয়ন না মানাই মঙ্গল। বৈকুণ্ঠাউণ্ডার অর্থাৎ বিরজার অপর পার দর্শন করিতে থাকিলে বৈকুণ্ঠাগত সাধু স্থাপিত পরবিদ্যাপীঠে তত্ত্বশাস্ত্রাদি, সঙ্কীর্ত্তন ও একায়নাসনে উপদেষ্টা উপদেশকগণের আনুগত্যে শিক্ষালাভ করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা জড়বাদে পাপ-পুণ্যময় নানা-প্রকার বিচার উপস্থিত হইবা স্বর্গ নরক গমনাগমনরূপ বিপদ লাগিয়াই থাকিবে।

বিরহ মহামহোৎসব

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মন্দির
চাপাহাটী, ১৭-৭-২৯

গত ২২শে আষাঢ় শনিবার দিবস, অত্র শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মঠে, বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল আচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ, নাম সংকীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর, গ্রামস্থ শতাধিক নরনারী, বালক-বালিকা, কাঙ্গালগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ উচ্চৈঃস্বরে 'জয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি জয়' বলিয়া সম্মানপূর্ব্বক অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিয়াছেন এবং সমস্ত জীবজগতের মঙ্গলকারী আচার্য্যের অপ্রকট লীলায় বিরহব্যথা অনুভব করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কাহিনী, অহৈতুকী জীব-কল্যাণময়ী শুদ্ধভক্তিরসালিনী আনয়ন, জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনাম প্রচার, জীবে দয়া, লোপপ্রায় শাস্ত্রসমূহ প্রচার, গ্রন্থাদির প্রকাশ, বাঙ্গালার অধুনা লুপ্তপ্রায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থের উদ্ধার ও প্রচার, ইত্যাদি ভক্তগণ সমীপে বিশেষরূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

স্থানীয় জোতদারের শ্রীরাধাচরণ চন্দ্র, ডাক্তার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদাশরথী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভক্তগণ এই মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ

আবাহন

(নিজস্ব সংবাদ দাতার)

ব্রহ্মগিরি, পুরী।

গত ৬ই জুলাই শনিবার এখানে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে যথা-সম্ভব উৎসব করা হইয়াছে। উৎসবে পাঠ কীর্ত্তন ও ২৫/২৬ জন পাঠক আলাপনাদের প্রসাদ পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৪০/৫০ জন স্থানীয় লোক প্রসাদ পাইয়াছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

১। [illegible]সন, ২। শ্রৌতিসন,
৩। [illegible]সন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রসন,
৫। [illegible]সন, ৬। বেদান্তসন,
৭। [illegible]সন।

[illegible] বিদ্যাসাগর,

[illegible] —পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্রেষ্ঠসুধা, বিষয়সুধা প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র [illegible] ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ

ছাপা হইয়াছে, দশম ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৸৵০ [illegible] সাধারণ পক্ষে ১৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৵০।

[illegible] দশম স্কন্ধের [illegible] ২৭, [illegible] ২৭।

[illegible] প্রথম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন, মূল ছাপা হইতেছে। [illegible] ১০০ টাকা [illegible] সংস্করণ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ৫০ টাকা [illegible] হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, পরে আর [illegible] হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

[illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র [illegible] স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

[illegible] পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠে [illegible]।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	[illegible] খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
৩।	[illegible]	৵০
৪।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	৭৲
৫।	[illegible]	১৷০
৬।	[illegible], প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, [illegible] ও [illegible] —একত্রে	[illegible]
৭।	[illegible] (প্রথম সংস্করণ)	/১০
৮।	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	।০
১০।	[illegible]	৸০
১১।	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	[illegible]	২৲
১৩।	[illegible] ও [illegible]	২৲
১৪।	[illegible]	৷০
১৫।	[illegible]	[illegible]
১৬।	[illegible]	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	[illegible] (পত্র সংখ্যা [illegible])	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থিগণের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীসরস্বতী বিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সরলসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে আষাঢ় শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাপ্রভুর ভক্ত পার্ষদগণ একদিন বৈষ্ণবজগতে উজ্জ্বল-রত্নরূপে শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের স্থানীয় তদনুগগণ সেই সেই স্থান ন্যূনাধিক অধিকার করেন। তাঁহাদের অভাবে বংশপরম্পরায় ঐ স্থান-সমূহ পূরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

'গোস্বামী' 'পণ্ডিত' ও 'ঠাকুর' প্রভৃতি আচার্য্য-উপাধিনিচয় বংশপরম্পরায় চলিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বপুরুষগণের পথে অনুগমনকারি জনগণের প্রাচীনের সংস্কার অভিভূত হইবার কোন বাধা কেহই দেন নাই। তাহার ফলে পরবর্ত্তিকালের অধস্তনগণ স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্ব স্ব কুলধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া প্রাচীনের স্মৃতি ন্যূনাধিক বিলোপ সাধন করেন।

অধস্তনগণ 'গোস্বামী' 'ঠাকুর' 'পণ্ডিত' প্রভৃতি উপাধির তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের নির্ব্বাচিত ক্রিয়াকলাপগুলিকেই বহুমানন করিয়া প্রাচীনের সহিত নিজ-সাম্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অনভিজ্ঞ লোকেরা সেই সকল কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তৎসদৃশ-জ্ঞানে কুসংস্কার পোষণ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। আচার্য্য-গুরুর কার্য্যকারীর অধস্তনসম্প্রদায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের উপাধির ও ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত হইলেন

জাতি বা বংশগত আচার বা ব্যবহারকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া ভ্রম হওয়ায় অনেক স্থলে তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইতে দেখা যায়। যেরূপ ব্রাহ্মণ-জাতীয় কর্ম্মনিপুণ আচার্য্য-সন্তানগণ হরিভক্তির প্রতি আদর করা দূরে যাউক, স্বীয়বংশগত মর্য্যাদায় আবদ্ধ থাকিয়া উহাকেই পারমার্থিকের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না, বৈদ্য-বংশোদ্ভূত আচার্য্যগণ বৈষ্ণবতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বৈদ্যত্বকেই 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া বিবেচনা করেন, কায়স্থ বৈষ্ণবের অধস্তনগণও তদ্রূপ কায়স্থতাকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া গৌরব করেন।

হিন্দুজাতির মধ্যে যেরূপ স্ব স্ব জাতি-গৌরব-সংরক্ষণই পারমার্থিক ধর্ম্ম বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়, তদ্রূপ মুসলমান জাতির মধ্যেও স্থানে স্থানে ভক্ত মুসলমানগণের বংশধরগণ নিজ নিজ গোস্বামিত্বকে জাতীয় আচার বিচারের সহিত এক করিয়া ফেলেন। কায়স্থত্ব, বৈদ্যত্ব, বিপ্রত্ব বা যবনত্ব প্রভৃতি যে পারমার্থিক জীবনের প্রয়োজনীয় নহে, একথা অনেকেই না বুঝিয়া তত্তৎ শ্রেণীগত অভিমানে প্রমত্ত থাকেন। কিন্তু বংশগত দেশকাল-গত গৌরব যে পারমার্থিক জীবনের নিদর্শন নহে এবিচার অনেকের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, পারমার্থিক জীবনের সজীবতার অভাব মাত্র।

যেরূপ কোন কাননে কোন একপ্রকার বৃক্ষের অবস্থান থাকার জন্য সেই অংশ তাদৃশ কল-বৃক্ষের নামে পরিচিত হয়; কিন্তু সেই বৃক্ষের অভাবে ঐ বৃক্ষসমূহের নাম দিয়া যে বাগান বলিবার প্রথা থাকে, তাহা অনেক সময় ভ্রান্তির কারণ হয়। কলিকাতার যেরূপ পেয়ারা বাগানে এক সময় অনেক পেয়ারা বৃক্ষ ছিল, আতা-বাগানে এক সময় অনেক আতা বৃক্ষ ছিল, শিমুল গাছ থাকায় সেই স্থান শিমুলিয়া নামে বিখ্যাত। কিন্তু তত্তদ্বৃক্ষের অনবস্থানের হেতু তত্তন্নামের সার্থকতা এখন দেখা যায় না। দুইটি সাঁকো থাকায় যোড়া সাঁকো সম্প্রতি সেতুর অবস্থান জ্ঞাপন করে না। উহা পূর্ব্ব স্মৃতির সাহায্য করে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান বিচারের সহিত পার্থক্য লাভ করে

শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক যেরূপ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যেরূপ বৈষ্ণবতার স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সেরূপ অনেক স্থলেই বর্ত্তমান-কালে পরিচয়ের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে পাত্রাদির ভেদ পরিলক্ষিত হয়। ভক্ত কাজীর বংশধরগণের মধ্যে যদি ভক্তির অভাব হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে 'ভক্ত' বলা যায় না। তাহাদের মধ্যে ভক্তি বৃদ্ধি হউক—এরূপ অভিলাষ পোষণ করাও অনেকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন না

কলিকাতার জনৈক বিচারক কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বা সৈয়দ পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তিগণের অপরাধ জানিতে পারিলে, তাহা কিছু তাহাদের পদোচিত কার্য্য নহে বলিয়া অধিক শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন

ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ)

রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যতি
পণ্ডিতঃ।
পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন ভূতে পশ্যন্তি
বর্ব্বরাঃ॥

রাজা কর্ণ দ্বারা অর্থাৎ চরমুখে বার্ত্তা-প্রাপ্তি দ্বারা দর্শন করেন, পণ্ডিতগণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করেন, পশুগণ গন্ধ দ্বারা দর্শন করে অর্থাৎ ঘ্রাণ দ্বারা সমস্ত বস্তু জানিতে পারে, আর মূর্খেরা ভূতে অর্থাৎ কোন কার্য্য অতীত হইলে দেখিতে পায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাবে কোন কার্য্যের ফল কি হইবে, তাহা পূর্ব্বেই বলিতে পারে না।

দিনমণি পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া অস্তাচলে গমন দ্বারা পল, অনুপল, বিপল, সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, সপ্তাহ, মাস ইত্যাদি ক্রমে এক একটি দিন অতিবাহিত করে, কিন্তু আমাদের নিকট তাহা অতি অল্প সময় বলিয়াই অনুভূত হয়। একটি দিন বৃথায় গত হইয়া গেলে তজ্জন্য কেহই অনুতপ্ত হয় না, পরন্তু বালক মনে মনে ভাবিতেছে, কতদিনে পিতামাতার শাসনের গণ্ডি এড়াইয়া যুবক হইতে পারিবে, যুবকের বাসনা প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিয়া একটুকু মুরুব্বিয়ানা করা, আবার প্রৌঢ় কবে বার্দ্ধক্যাবস্থায় সংসারের বোঝাটি স্কন্ধ হইতে নামাইয়া নিশ্চিন্ত হবে, তাহার জন্য চিন্তিত। এইরূপে সকলেই একটুকু নূতনের নিমিত্ত লালায়িত—একটা পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যগ্র—নিত্য নব নব আশায় আশান্বিত হইয়া ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া ছুটিতেছে; পেছনের দিকে তাকাইতে আর কাহারও অবসর নাই, যেন সকলেই ব্যস্ত।

কালের কুটিল গতি বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই! এমনি মহামায়ার মায়া যে, সকলেই বাহ্য বিষয়ে চিন্তিত—বাহ্য-জগতের সংবাদ লইতে ব্যস্ত,—জড়ানুশীলনে উৎসুক, কোথায় সোণার খাদ আছে, কোথায় অগ্ন্যুৎপাত হইল, কোন্ দেশ বন্যায় ভাসিয়া গেল, কোথায় মানুষের পেটে সাপের বাচ্চা হইয়াছে, আবার কোথায় কাহার কি হইয়াছে ইত্যাকার সংবাদ জানিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত: এমন কি, অর্থব্যয় করিয়াও ঐ সকল সংবাদ রাখিতে যত্নবান্, কিন্তু বাস্তবিক মঙ্গল যাহাতে হইবে, সে সংবাদ শ্রবণের নিমিত্ত কেহই ত চেষ্টা করে না, অর্থব্যয় ত' দূরের কথা আত্মমঙ্গলকর বাণী বিনা পয়সায় ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করে না; কর্ণপাত ত' দূরের কথা, কেহ সৎকথা শুনাইতে আসিলে অনেক স্থলে তাঁহাদের নিরাকরণ করিতে ত্রুটী করে না।

এমনি করিয়া যখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিক্রম করিয়া জীবকে চরম দশায় উপনীত করে, যখন যমদূতের ভীষণ আকৃতি দর্শন করিয়া ভয়ে মৃত্যুশয্যায় মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলে, তখন ভাবে হায় কি করিলাম! এতদিন কেন বৃথায় অতিবাহিত করিলাম? দীর্ঘকাল মমতাবদ্ধ স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের পাশ ছিন্ন করিয়া যমদূতের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে এত কষ্ট, তাহা যদি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতাম, তবে কি আর এমন দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া হেলায় হারাইতাম?

তাই বলি মন, যদি ঐরূপে পরিণামে পরিতাপে প্রপীড়িত না হইতে চাও, তবে সাধু মহাজনের এই উপদেশ-গীতটী শ্রবণ করিয়া কণ্ঠহাররূপে ধারণ করিয়া রাখ,—

দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব

বৈষ্ণববৃন্দের নিকট কৃপা-প্রার্থনা

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

হে দয়ার অবতার পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুরগণ, আপনারা বাঞ্ছাকল্পতরু, আপনাদের শ্রীচরণে যিনি যাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আপনারা তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। গত কল্য আপনারা মহাসৌভাগ্যবতী সুমেধা-তিথিতে নামাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক তিরোভাব-মহামহোৎসব-বাসরে যে সকল ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা এই দীনহীন মূর্খ আর শুভিচারাঞ্জন-দিনে স্বীয় চিত্ত-শুভচারাঞ্জ নাভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত এই দুঃসাধ্য কার্য কিছুতেই আংশিকভাবেও সম্পন্ন করা সম্ভবপর নহে। তাই হে কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ, আপনাদের শ্রীচরণে এই নিতান্ত অযোগ্যের সকাতর প্রার্থনা, আপনারা কৃপা করুন যেন আমার প্রার্থনা ফলবতী হয়।

নগর সংকীর্ত্তন

[illegible] দেখিতে [illegible] অতীব [illegible] শ্রীধাম [illegible] স্বপ্রেমোদ্দীপনকারী [illegible] অদ্বৈত [illegible] শ্রীমুকুন্দ [illegible] আনন্দ [illegible] উপস্থিত হইয়াছেন, তাই [illegible] প্রাঙ্গ-ণাদি [illegible] পদাঙ্কভূষিত [illegible] প্রাপ্ত [illegible] উদ্বুদ্ধ [illegible] নিমজ্জিত [illegible] প্রচারী [illegible] এবং তাঁহার [illegible] মৃদঙ্গ, করতাল, ঝাঁঝর, কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা [illegible] কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। [illegible] কখন [illegible] সংকীর্ত্তন-[illegible] [illegible] হইয়া থাকিতে পারে।

[illegible] শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] বৈষ্ণব-তীর্থ ও [illegible] কম্পিত করিয়া [illegible] উচ্চকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদের অনুসরণে [illegible] কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। [illegible] ঘটিকার সময় তাঁহারা [illegible] বিশালবক্ষঃ [illegible] কীর্ত্তনকে [illegible] প্রেমে [illegible] বলিতে [illegible] নগর-সংকীর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত হইলেন। [illegible] উদ্দণ্ড [illegible] প্রকাশ করিতে লাগিল। [illegible] সহস্র [illegible] ভক্তিকল্পতরু [illegible] কীর্ত্তন করিতে করিতে [illegible] শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের [illegible] তাঁহাদের [illegible] অনেকক্ষণ [illegible] পুনরায় [illegible] এবং [illegible] ঠাকুরের [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] শ্রীভক্তি [illegible] উপস্থিত [illegible] কীর্ত্তন [illegible] কার্য্যে স্ফূর্ত্তি সন্দীপনকারিণী সেই কুটীরের ভিতর প্রবেশ করেন এবং দেবভাষায় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদদশকম্ কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তৎপর বর্ত্তমান যুগের একমাত্র শুদ্ধভক্তি-প্রচারকবর বৈষ্ণব পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রণীত সুবোধিনী প্রবন্ধ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ-কর্ত্তৃক পঠিত হয়। পাঠান্তে স্বামিজী 'শ্রীভক্তিবিনোদদশকম্' এর [illegible] ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যান্তে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই মহামন্ত্র যে কলির [illegible] তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সহ [illegible] কীর্ত্তন হয়। তৎপর [illegible] ঠাকুরের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া পুনরায় মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রোপকূল হইয়া বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিরাট সভা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব-বাসরে [illegible] (গৌরাব্দ) [illegible] আষাঢ় [illegible]) ১৫ই জুলাই [illegible] অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের [illegible] একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভার সর্ব্বপ্রথম শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর-কৃত গুর্ব্বষ্টক সুমধুরকণ্ঠ শ্রীপাদ বৈকুণ্ঠনাথ ব্রহ্মচারি মহোদয়-কর্ত্তৃক গীত হয়। তৎপর (১) বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি' দিয়া পদছায়া, শোধহে আমারে, তোমার চরণ ধরি॥ ইত্যাদি, (২) হরি হরি কবে মোর হবে হেন দিন, বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে, বাসনা হইবে ক্ষীণ, ইত্যাদি, (৩) [illegible] কবে [illegible] ঠাকুর [illegible] ইত্যাদি—[illegible] বৈষ্ণব [illegible] প্রার্থনাসমূহ গীত হয়। তৎপর ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-দশকম্ কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে ভিক্ষু [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ 'সুবোধিনী' [illegible] ভক্তিবিনোদ-[illegible] সম্বন্ধে তাঁহার স্বলিখিত [illegible] ও আবেগময়ী ভাষায় পাঠ করেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী ভক্তি-[illegible] [illegible] রচিত ভক্তিগীত-কুসুমাঞ্জলি [illegible] শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ [illegible] কীর্ত্তন করেন, কীর্ত্তনান্তে [illegible] শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থমহারাজ [illegible] শ্রীল [illegible] সহিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার দান সম্বন্ধে একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সারাংশ আমরা পাঠক বর্গে শ্রীশ্রীর নিমিত্ত পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীমদ্ গৌর-গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের বক্তৃতা হয়। তৎপর রাত্রি ১০টায় সভা ভঙ্গ হয় এবং ঐ সময় হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সমাগত সহস্র সহস্র ভদ্র মহোদয় ও ভক্তমহোদয়-গণকে আকণ্ঠ পূরিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিবিধ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জনোৎসব

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী ৭।৭।২৯

অদ্য প্রাতঃ ৮॥ ঘটিকার সময় শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জনার্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া ১০ ঘটিকার সময় গুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হন। প্রথম কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ জগদানন্দ প্রভুর কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১২শ অধ্যায় হইতে মধুরকণ্ঠ শ্রীমদ্বাণ প্রভুর শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনলীলা পাঠ করেন। বেলা প্রায় ১১॥ টার সময় ভক্তগণ সকলেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-জগন্নাথের জয়গান ও উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রবেশ করেন। অতঃপর ভারতী-মহারাজ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সহস্র সহস্র লোক চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন। এইরূপ কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ প্রথমে সম্মার্জ্জনী দ্বারা মন্দিরের ধূলি কাঁকর দূর করেন, পরে শত শত ঘট জল দ্বারা মন্দিরের ভিতর বাহির ধৌত করেন। পরে বহির্বস্ত্রদ্বারা উত্তম-রূপে মুছিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়গান করিতে করিতে নৃসিংহ-মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। তথায় বহু দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভক্তগণ ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে মহাসংকীর্ত্তনানন্দে স্নান সমাপনান্তে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

বিরহ-মহোৎসব

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

কটক ৭।৭।২৯

শ্রীমৎ-সচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীমৎ-সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব মহাসমারোহে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সর্ব্ব সজ্জন-সম্মানিত পুণ্য তিথিতে দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত "প্রমেয়-নিধি" হইতে বিরহ-গীতিকা পর্য্যন্ত উপস্থিত সজ্জন ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে কীর্ত্তন করা হয়। "প্রমেয়-নিধি" ও "ঠাকুরের বিরহ মহা-মহোৎসব" প্রবন্ধদ্বয় শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন দাস অধিকারী প্রভু সভাস্থলে সজ্জন মণ্ডলীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের বক্তব্যের সহিত বক্তৃতাচ্ছলে পাঠ করেন। আদি অন্তে "ভক্তিগীতিকুসুমাঞ্জলি ও বিরহ-গীতিকা" খোল-করতালসহ সুমধুর-স্বরে কীর্ত্তন করা হয়। উক্ত পাঠে ও কীর্ত্তনে সজ্জন মাত্রেই নিত্যসুকৃতি অর্জ্জন করিয়া মহাকৃতার্থ হইতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

এই বিরহ-মহামহোৎসবে অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র বসু, উকিল শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সিংহ, পি, ডাব্লু, ডি, এক্‌জিকিউটিভ শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র [illegible] প্রভৃতি বহু সুশিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রলোক এবং বহু ভদ্র-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা নানা বিচিত্র-পরিপূর্ণ চর্ব্ব্য চূষ্য, লেহ্য, পেয়—চতুর্বিধ মহাপ্রসাদ সম্মান এবং শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরপ্রিয় মহাজন ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের বিরহ-গাথা শ্রবণ এবং শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদময় জীবন শ্রীবিগ্রহ দর্শনে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

ঢাকা, ৭।৭।২৯

গত ৬।৭।২৯ শনিবার অত্র মঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ৭টা পর্য্যন্ত উচ্চ সংকীর্ত্তন, পরে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, দুপুরে প্রাতে ১০টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সমাগত ভদ্রমণ্ডলী এবং দীন দুঃখী অন্ততঃ ৫০০শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়। সমাগত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে জজকোর্টের উকীল, মুনসেফ, মোক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসাদার বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক, অপরাহ্নে বেলা ৪টা হইতে আসিতে থাকেন, পরে সন্ধ্যা সাতটার পর আরাত্রিক শেষে পুনরায় উক্ত কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়, প্রায় একঘণ্টা-কাল পাঠান্তে সমাগত ভদ্রলোকদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা যায়। মঠবাসী শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়, শ্রীভক্তি-বিনোদ দাসাধিকারী, মাখনলাল ও মতি-লাল ব্রহ্মচারী এবং মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ রাধা-বল্লভ ব্রজবাসী মহোদয়গণের শ্রীশ্রীগুরুগৌ-

ন্দের ঐকান্তিক সেবাপরায়ণতা ও বিনয়-নম্রতায় এবং ভক্তমণ্ডলী ও দীনদুঃখী সকলেরই প্রতি অমায়িক ব্যবহারে জনসাধারণ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছেন। সমাগত ভক্তমণ্ডলীর সকলের নাম জানার সুযোগ হয় নাই। মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলাম:—ঢাকার ৩য় মুনসেফ, জজকোর্টের বিজ্ঞ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর দে, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাস এবং মোক্তার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসাক, শ্রীযুক্ত রমানাথ বসাক, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন এবং পাঠাদি শ্রবণে বেশ প্রীতিলাভ করেন। উৎসবোপলক্ষে মহোৎসবের অধিকারী শ্রীযুক্ত [illegible] বাবুর আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম বিশেষ প্রশংসনীয়।)

নবযোগেন্দ্র সংবাদ

পৌরাণিক পরিচয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী)

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে জানা যায়, স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত নামক এক পুত্র ছিলেন। প্রিয়ব্রতের পুত্র আগ্নীধ্র। আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি এবং নাভির পুত্র ঋষভ।

আর্ষ উক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়, ঋষভদেব বাসুদেবের অংশ এবং মোক্ষধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ। তাঁহার এক শত বেদপারগ পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভরতের নাম হইতে এই দেশের নাম 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে। রাজা ভরত বহুকাল রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া উক্ত ভোগময় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিন জন্ম ভজনার পর তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

অবশিষ্ট পুত্রগণের মধ্যে নয় জন ব্রহ্মাবর্ত্তাদি নয়টী দেশের রাজাপদ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যাজন এবং একাশীতি জন মার্গপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

অবশিষ্ট নয়জন পরমার্থ-নিরূপক আত্মবিদ্যাভ্যাসে কৃতশ্রম, আত্মবিদ্যা-বিশারদ, দিগম্বর মহাভাগবত হইলেন। তাঁহাদের নাম (১) কবি, (২) হবি, (৩) অন্তরীক্ষ, (৪) প্রবুদ্ধ, (৫) পিপ্পলায়ন, (৬) আবির্হোত্র (৭) [illegible]

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও শৌক্র সম্বন্ধ

বর্তমান যুগে শৌক্রবর্ণাশ্রমই চলিয়া আসিতেছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শৌক্র পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের শৌক্রপুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের শৌক্রপুত্র বৈশ্য এবং শূদ্রের শৌক্রপুত্র শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্র কিন্তু এই মনঃকল্পিত স্বার্থান্ধ মত কখনও স্বীকার করেন না। শাস্ত্র বলেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ।
(গীঃ ৪।১৩)

ভগবান্ বলিতেছেন, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। যাঁহাতে শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য—এই গুণগুলি বিরাজিত থাকিবে, তিনিই ব্রাহ্মণ; যিনি শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য—এই গুণ-সমূহের অধিকারী তিনি ক্ষত্রিয়; যাঁহার দেবতা, গুরু ও অচ্যুতে ভক্তি এবং বেদে বিশ্বাস আছে, যিনি ত্রিবর্গ পরিপোষণ করেন এবং যাঁহার (সংকার্য্যে) উদ্যম ও নিপুণতা আছে, তিনি বৈশ্য; সজ্জনে নীতি, শৌচ, নিষ্কপটে স্বামিসেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য ও গো-বিপ্ররক্ষা—এই সকল গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি শূদ্র বলিয়া অভিহিত। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে দেখিতে পাই, অনেক ব্রাহ্মণ-তনয় ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মাদি না করিয়া অন্য বর্ণাশ্রমের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁহাদের গুণাবলী স্ব স্ব কর্ম্ম-প্রভাবে গঠিত হয়, আর অব্রাহ্মণ-কুলে জাত ব্যক্তিও ব্রাহ্মণোচিত গুণ-সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যিনি যে প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই সকল কর্ম্ম যে বর্ণের লক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তিনি সেই বর্ণ বলিয়াই অভিহিত হইবেন। আমরা ঋষভদেবের পুত্রগণে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাই। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে নবজন ব্রাহ্মণবর্ণ বৈষ্ণব পরমহংস, নবজন ক্ষত্রিয় এবং একাশীতি জন ব্রাহ্মণ। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১১।৩৫) বলিতেছেন—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব
বিনির্দ্দিশেৎ॥

মনুষ্যগণের বর্ণনির্ণায়ক যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইল, তাহা যাহাতে দৃষ্ট হইবে, তাহাকেই সেই বর্ণে অভিহিত করিতে হইবে। আমরা প্রসঙ্গতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াই নিরস্ত হইলাম, যাঁহারা এতদ্ সম্বন্ধে আরও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা চতুর্থ বর্ষীয় প্রকাশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত সাময়িক প্রবন্ধ সমূহ পাঠ করিলেই তাহা সম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন।

সুধী পাঠকবৃন্দ, এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিকে বেশী সময়ক্ষেপ না করিয়া, আসুন আমরা যে মুখ্য উদ্দেশ্যের নিমিত্ত নবযোগেন্দ্র-সংবাদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে মনোনিবেশ করি।

নবযোগেন্দ্র কাহারা?

পাঠকগণ বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভগবানের অংশ-অবতার ঋষভদেবের উত্তম ভাগবত পুত্র নয় জনই নবযোগেন্দ্র আখ্যায় খ্যাত।

নিমিরাজ সঙ্গে নবযোগেন্দ্র

এই নবযোগেন্দ্রগণ স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্বকে ভগবদ্রূপে প্রত্যক্ষ করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং অপ্রতিহতগতি ও আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া দেব, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, নর, কিন্নর, নাগলোক, মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ এবং গো ভুবনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা এক দিবস এই ভারতবর্ষে ঋষিবৃন্দকর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান মহাত্মা নিমিরাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্য তুল্য তেজস্বী মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রকে দর্শন করিয়া নিমিরাজ যজ্ঞীয় অগ্নি এবং ঋত্বিক ব্রাহ্মণ সকলেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহারা (নবযোগেন্দ্র) আসন পরিগ্রহ করিলে বিদেহরাজ নিমি তাঁহাদিগকে নারায়ণ-পরায়ণ জানিয়া আনন্দিতচিত্তে যথোচিত পূজা করিলেন, তৎপর অবনত-মস্তকে যোগেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, 'হে ঋষিগণ, আমি আপনাদিগকে সাক্ষাৎ মধুসূদনের পার্ষদ বলিয়া মানিতেছি। বিষ্ণুভক্তগণ লোকদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন এবং ক্ষণভঙ্গুর দেহে সাধু সঙ্গপ্রাপ্তি হইলে উহা সংসারে মনুষ্যগণের পরম নিধি লাভ হইয়া থাকে। অতএব, অদ্য আমার সৌভাগ্যের আর সীমা নাই, অদ্য আমি অতি দুর্লভ সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হইলাম। দেহীদের মধ্যে এই মানবজন্ম অতি দুর্লভ, তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠপতির প্রিয়ভক্তগণের সন্দর্শন লাভ আরও সুদুর্লভ। ভাগ্যক্রমে যখন আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতগণের শ্রীচরণ দর্শন লাভ ঘটিয়াছে, আপনাদের সকাশে আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি আমাদের শ্রবণের যোগ্যতা থাকে, তাহা হইলে যদ্দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ভগবান আজ প্রপন্ন-জনগণকে আত্মপ্রদান করেন, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলুন।

নিমিরাজের প্রশ্নাবলী

(১) [illegible]-ধর্ম্ম কি? (২) ভাগবত কি প্রকার? (৩) ভগবানের মায়া কিরূপ? (৪) সেই মায়া কি প্রকারে পার হওয়া যায়? (৫) ব্রহ্ম কাহাকে বলে? (৬) কর্ম্ম কি; (৭) অবতার লীলা কি প্রকার? (৮) [illegible] প্রাপ্য কি? (৯) [illegible] যুগধর্ম্ম কাহাকে বলে। উত্তর-প্রার্থী নিমিরাজের এই নটী প্রশ্নের এক একটীর উত্তর নবযোগেন্দ্রের এক এক জন প্রদান করিয়াছিলেন।

আত্যন্তিক কল্যাণ লাভের উপায়

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'কবি' আত্যন্তিক ক্ষেম অর্থাৎ পরম কল্যাণ বা নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় সম্বন্ধে নিমিরাজকে বলিতেছেন—হে মহারাজ, ভগবান অচ্যুতের শ্রীপাদপদ্ম উপাসনাই আত্যন্তিক কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায়। কারণ এক ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত আর সকল ধর্ম্ম ভয় যুক্ত হয়, কিন্তু যিনি ভগবানের শরণ [illegible] সর্ব্বেশ্বরের শ্রীকৃষ্ণের অভয় পাদ-পদ্ম সেবা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর [illegible] ভয় থাকিতে হয় না, এমন কি ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করিলে এই সংসারে দেহ, গেহ-কুটুম্বাদি কল্পিত আত্মীয়গণের কারণ-নিবন্ধন সর্ব্বদা উদ্বেগচিত্ত ব্যক্তিগণেরও ভয় দূরীভূত হয়।

পাঠকমহোদয়গণ, আসুন আমরা মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রের শ্রীচরণকমলে এই প্রার্থনা করি, তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের বর্ণিত 'ভাগবত-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার আমাদিগকে প্রদান করেন। কারণ বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণবতত্ত্ব বা ভাগবত-তত্ত্ব-বোধের কোনও সম্ভাবনা নাই। অত্র বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ হইলেও, এমন কি পি-আর-এস প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইলেও পরবিদ্যাবেত্তা জ্ঞানীদেরও উপায় হইবার অধিকার সুদূরপরাহত। অনেক সময় এবং এই সকলের অভিমানই পরবিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তাই বলিতেছিলাম, পরবিদ্যা, যে বিদ্যাবধূর জীবন [illegible] ভবিষ্যতে আলোচনা করিতে হইলে—বিদ্যাবধূজীবনের উপাসনা করিতে হইলে বৈষ্ণবগণের কৃপা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, কারণ তাঁহারা পরবিদ্যাপতি হরি কীর্ত্তনের একমাত্র অধিকারী। নবযোগেন্দ্রের কৃপা হইলে আমরা অতঃপর তাঁহাদের বর্ণিত ভাগবত-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা অফিস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদেশকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়:	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷০
১২।	প্রেমবিবর্ত্ত	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে শ্রীধাম, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।/
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HA[RMONIST]

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu[tta]

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে আষাঢ় সোমবার—১৩৩৬

সুমেধা-তিথি উপলক্ষে

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—গোদ্রুম, স্বানন্দসুখদকুঞ্জ
কাল—২২শে আষাঢ় শনিবার পূর্ব্বাহ্ন]

আমি, সর্ব্বাগ্রে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাভিন্ন শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে প্রণাম করিতেছি। আজ শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাবতিথি। এই তিথির নাম সুমেধা-তিথি। সুমেধাগণ যে তিথির আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহাই সুমেধা-তিথি। বর্ত্তমান কাল—কলি, যে কালে ভগবদ্ভজনের পথ নানা-মতবাদ-কণ্টকাকীর্ণ, বিবাদতকে সমাচ্ছন্ন; এই বিবদমান যুগে যাঁহারা নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য—তাঁহারাই একমাত্র সুবুদ্ধিমান্। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩২) বলিতেছেন—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" অর্থাৎ যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদপরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—

হর্ষে প্রভু কহে,—শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

সুমেধাগণ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকেই অভিধেয়—ভগবদ্ভজন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনরূপ অভিধেয় যজন-দ্বারা ভক্তিবিনোদন-কার্য্যরূপ প্রয়োজন সাধ্য হয় বলিয়া বুদ্ধিমান্ জনগণ কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি-সংযোগে ভক্তিবিনোদতিথির আরাধনা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা ঠাকুরের শ্রীমুখ-প্রবাহিতবাণী দেখিতে পাইয়াছেন, ঠাকুর 'জীবাত্মার সহজ স্বাভাবিক ভজন কি', এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—পরম পুরুষের জন্য জীবাত্মার সহজ বিরহগত যে স্বাভাবিক ভাব, তাহাই জীবের সহজ বা স্বাভাবিক ভজন। এই স্বাভাবিক ভজন-প্রাপ্তির জন্যই বুদ্ধিমান্ জনগণ বিপ্রলম্ভ-তিথি বা বিরহ তিথির আরাধনা করিয়া থাকেন। তাই আমাদেরও আজ তাঁহাদেরই আনুগত্যে বিরহতিথি আরাধনার আয়োজন। বিরহই ভগবৎপাদপদ্মের সহিত জীবের একটা সান্দ্রসংযোগ আনিয়া দেয়, সান্দ্র অর্থাৎ এত গাঢ় জমাট বাঁধা সংযোগ যে, তাহাতে বিন্দুমাত্র বিয়োগ নাই। আজ যদি আমরা এই বিরহ-তিথির আরাধনা করি, তাহা হইলে আমাদের ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের সহিত একটী সান্দ্রসংযোগ হওয়ার আশা আছে; সুতরাং ভক্তিবিনোদ-বিনোদের সেবাও লাভ হইতে পারে। যাঁহারা এই বিরহভাবটী বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা ত্যাগী বা ভোগী হইয়া পড়েন। মহাপ্রভুর ভজন-প্রণালী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যে ভজন, তাহা বিরহগত স্বাভাবিক ভজন। তাঁহার অভিন্ন-সুহৃদ্ সিদ্ধ বাবাজী পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজও শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে তাঁহার সম্মুখে একদিন এইরূপ ভজনলীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে বাবাজী মহাশয়ের আচার-মুখে প্রচার, আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচার-মুখে আচার। আবার প্রচার ও আচার-মুখে আচার ও প্রচারের অপূর্ব্ব সম্মিলন আমরা আজ এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষে যুগপৎ প্রকটিত দেখিতে পাই। ভাগ্যবান্ জনগণই সেই মহাপুরুষের আনুগত্যে হৃদয়শুদ্ধিচা পারমার্জ্জন করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসবে যোগদান করিতে পারেন। প্রাকৃত দেহমনের বিরহানুভূতির সহিত সেই অপ্রাকৃত বিরহের কোন সম্বন্ধ নাই। ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্য-চরণাশ্রয়ে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনাখ্য অভিধেয় যজন-ফলেই অপ্রাকৃত বিরহানুভূতি লাভ হয়।

অপ্রাকৃত বিরহ-তিথির অনুষ্ঠান হইতে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের যোগ্যতারূপ তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিতা ও মানদতা প্রভৃতি দৈন্য আসিয়া পড়ে। এস্থলে একটী প্রাকৃত উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। প্রাকৃত দেহাভিমানী জীবাধম আমি, অপ্রাকৃতানুভূতি আমার নাই, সুতরাং অপ্রাকৃত জগতের উদাহরণ কোথা হইতে পাইব? তবে শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, প্রাকৃত জগতের সহিত অপ্রাকৃত জগতের কোন বিষয়ে ঐক্য না থাকিলেও একটি সৌসাদৃশ্য আছে। প্রাকৃতে অভাবধর্ম্ম বর্ত্তমান, অপ্রাকৃতে তাদৃশ অভাবধর্ম্মের আত্যন্তিক অভাব। অতএব প্রাকৃত দৃষ্টান্তকে অপ্রাকৃত দৃষ্টান্তের সমানজ্ঞান না করিয়া বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করাই, বুদ্ধিমানের কার্য্য।

১। আমরা এজগতের কোন আত্মীয়, স্বজনের বিরহে দেখিতে পাই—মানুষের মনে আপনা হইতেই একটা সুনীচ ভাব আসিয়া পড়ে; বিদ্যা-ধন-কুল-মদোন্মত্ত অত্যন্ত অহঙ্কারী ব্যক্তিরও অহঙ্কার একটু কমিয়া যায়। তবে সেই বিরহ প্রাকৃত দেহ মনের উপরই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথির যাজন আত্মার সুনীচ ভাব প্রকট করে; দেহ মনের সুনীচতা সামান্য অভ্যাসেই হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত বিরহতিথির অনুশীলনে প্রকৃত সুনীচতা অর্থাৎ কৃষ্ণভোগ্য জগতে গুরুবুদ্ধিরূপ দৈন্য উপস্থিত হয়, জগৎকে ভোগ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি দূর হয়।

২। বিরহ আমাদিগকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। প্রাকৃত জগতে দেখা যায়, দেহাত্মবাদী আমরা, আমাদের দেহ-সম্পর্কিত স্বজন-জ্ঞানে যাহাকে না দেখিয়া ক্ষণমাত্র স্থির থাকিতে পারি না, সেই স্বজন বিদেশে গেলে বা ইহলোক ত্যাগ করিলে আমরা একেবারে অসহিষ্ণু না হইয়া ক্রমেই তাহার বিরহ জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকি এবং গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করি, আত্মাও সেইরূপ অপ্রাকৃত বিরহতিথির অনুশীলনে পুত্রকলত্রধনজয়পরাজয় সম্বন্ধ-জনিত সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বকাতর না হইয়া অনর্থ জড়বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করেন ও নিষ্কৃৎসর হইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন দ্বারা নিজ মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুমিত্র সকলেরই মঙ্গল সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন।

৩। বিরহ আমাদিগকে অমানী হইতে শিক্ষা দেয়। মিথ্যাভিমানশূন্যতার নামই অমানিতা। আত্মার বিরহগতভাবে যখন আমরা উন্মত্ত প্রবৃত্ত অভিনিবিষ্ট না থাকি, তখনই আমরা প্রতিষ্ঠাশারূপ ধৃষ্টা শ্বপচ রমণীর অনুগত ভৃত্য হইয়া পড়ি। বদ্ধজীবের স্থূললিঙ্গদেহদ্বয়সম্বন্ধ, যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য, ধন, রূপ, জাতি, বর্ণ, বল, প্রতিষ্ঠাধিকার ইত্যাদি জনিত যে অভিমান, তাহাই মিথ্যাভিমান, অপ্রাকৃত বিরহানুভূতি আমাদিগকে নিজ প্রতিষ্ঠা-সমূহে উদাসীন করে।

৪। বিরহ আমাদিগকে মানদ করায়। বিরহ আমাদিগকে জড়প্রতিষ্ঠা-সম্ভারে বিতৃষ্ণ জন্মাইয়া পরকে প্রতিষ্ঠা-দানে উদ্গ্রীব করায়। সর্ব্বজীবে ভগবদধিষ্ঠান আছে জানিয়া সকলের নিকট কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই। কাহারও প্রতি মৎসরধর্ম্মাবিষ্ট হই না।

সুতরাং বিরহ আমাদিগকে 'দৈন্য, দয়া অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন। চারি গুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন॥"—এই উপদেশ করিয়া থাকেন; বিরহই জীবের জড়-ভোগস্পৃহা কমাইয়া জীবকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণজনিত আনন্দ দান করেন।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের সমস্ত ভজন-প্রণালী অর্থাৎ সত্যের ধ্যান, ত্রেতার যজ্ঞ ও দ্বাপরের অর্চ্চন—এই সমস্তই অপ্রাকৃত বিরহতিথির যাজনে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অতি স্বাভাবিক ভাবে ধ্যানাদি সাধিত হয়, কষ্টকল্পনাদি কোন অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বনের আবশ্যক হয় না। মাতা যখন পুত্রবিরহে কাতরা, তখন তাঁহার সেই পুত্রের ধ্যান অবিশ্রান্ত তৈলধারাবৎ সম্পাদিত হইয়া থাকে। পুত্র নিকটে থাকিলে মাতার পক্ষে পুত্রের জন্য তাদৃশ অবিশ্রান্ত ধ্যান কখনও সম্ভব বা তাহার আবশ্যকতা উপলব্ধির বিষয় হইত না। সাধারণ ভাবে ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে কাল-প্রপীড়িত জীবের ইতর চিন্তা না আসিয়া পারে না, আর দোষ বশতঃ প্রাকৃত বুদ্ধি আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিরহ-তিথির অনুষ্ঠানে এরূপ কোন ভয়ের অবকাশ থাকে না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের ধ্যান বা স্মরণ করিতে হইলে তাঁহার বিরহ-মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক বিরহ-প্রপীড়িত হইয়া তৎপ্রিয় নামগুণ কীর্ত্তন করিবার সুমেধা লাভ করিতে হইবে। কীর্ত্তন-প্রভাবেই ধ্যান বা স্মরণের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হইবে।

কলিতে অন্য কোন যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা সম্ভব হইতে পারে না। একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁহাকে যিনি ভজন করেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সুমেধা। বিরহ-স্রোত-দ্বারাই সেই সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহোৎক্ষিপ্ত হইয়া কীর্ত্তন করিলে ভক্তিবিনোদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবিনোদ-বিনোদেরও ইন্দ্রিয়তর্পণ হইয়া যায়। সাক্ষাদ্ভাবে যজ্ঞেশ্বরের ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ কীর্ত্তনযজ্ঞানুষ্ঠানে যজ্ঞেশ্বরের প্রীতিবর্দ্ধন করা হয় না; কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের প্রিয়জন-বিরহকাতর হইয়া কীর্ত্তন করিলেই তাঁহার যথার্থ প্রীতিবিধান হইয়া থাকে।

বিরহস্মৃতি দ্বারা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি-সংযোগে অর্চ্চন করিলেই অর্চ্চনের পূর্ণতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। নতুবা কেবল অর্চ্চনাদের অনুষ্ঠান দ্বারা কখনও ভক্তি-বিনোদবিনোদনকার্য্য সম্ভবপর হইতে পারে না। বিরহস্মৃতি-সংযোগে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-

দ্বারা ধ্যান, সম্ভোগ যাবতীয় ভক্তাঙ্গের শুদ্ধতা সম্পাদিত হয়। কেননা বিরহই ধ্যেয় বস্তুর প্রতি চিত্তের একাগ্রতা, একান্তিকতা ও ঐকান্তিকী আসক্তি আনয়ন করিয়া থাকে। বিপ্রলম্ভই প্রেমকে সমৃদ্ধ করে। বিরহানুভূতি-শূন্য প্রেমে মাধুর্য্য নাই।

সুতরাং অপ্রাকৃত বিরহ-কালের হইয়া শ্রীল গৌরকিশোরের সংকীর্ত্তন ঘোষণা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনরূপ আশ্রমের যাবতীয় ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-বিনোদন সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন আছে হয়। (ক্রমশঃ)

সংসার-পথে

(গল্প)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বলাইচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

জনৈক শিষ্য-সহ সুদর্শন দাস প্রভু স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে করিতে আপন মনে চলিয়াছেন। এমন সময় রাস্তার ধারে হঠাৎ কোন অদৃশ্য স্থলে ভয়ে বাবারে! গেলামরে! মলামরে! কে কোথায় আছ আমাকে উদ্ধার কর! রক্ষা কর! বলিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, কোথায় এরূপ আসন্ন মৃত্যু-মুখে পতিত বিপন্ন ব্যক্তি! বহু অনুসন্ধানেও কিছুই দেখেন না, শুধু শব্দ মাত্র শ্রবণে প্রবিষ্ট হইতেছে। শব্দগুলি কোথা হইতে আসিত, তাহার কারণ খোঁজ করিতে করিতে অনুমানে বুঝা গেল—সাম্নেই তৃণ গুল্মদ্বারা আচ্ছাদিত কোনও স্থানের গভীরতম প্রদেশ হইতে এই আর্ত্তজনের ক্রন্দনধ্বনি নির্গত হইতেছে। সুদর্শন দাস শিষ্যটীকে আদেশ করিলেন, এখানে কি অনুসন্ধান কর ত; শিষ্যটি অনুসন্ধানে জানিলেন তৃণাচ্ছাদিত একটি কূপ, যাহা অন্ধকূপ নামে সংসারে পরিচিত। এই অন্ধকূপ-মধ্য হইতেই আহ্বান শোনা যায়। ইহা শুনিয়া সুদর্শন দাস প্রভু সেই তৃণাচ্ছাদিত কূপ-মুখে উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" নাম মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? উত্তর—আমি কুদর্শন-দাস জগদ্দর্শন"!

সুদর্শন দাস প্রভু আর কোন কথারই জবাব না দিয়া অগোণে একটি রজ্জুর অগ্রভাগ সেই কূপমধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—ভাই জগদ্দর্শন! এই দড়ি গাছাকে খুব শক্ত করিয়া ধর; আমরা তোমাকে টানিয়া উঠাইব। জগদ্দর্শন বলিল, মহাশয়! আমার সঙ্গী আরও একজন রহিয়াছেন, তিনি আমার গুরুদেব কুদর্শন।

সুদর্শন—আচ্ছা, সকলকেই উঠাইব। অগ্রে তুমি উঠ, পরে তোমার গুরুমহাশয় উঠিবেন।

জগদ্দর্শন—মহাশয়! আমি ত' একে জন্মান্ধ, তাহাতে আবার অন্ধকূপে নিপতিত, সুতরাং আপনার প্রদত্ত রজ্জুর অগ্রভাগ আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

সু—হস্ত প্রসারিত করিয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান কর, তবেই রজ্জুর অগ্রভাগ তোমার হাতে পড়িবে।

জগ—(হাত বাড়াইয়া রজ্জু ধারণ করত) হাঁ মহাশয়! পাইলাম; ধরিয়াছি।

সুদর্শন রজ্জুর আকর্ষণে জগদ্দর্শনকে উত্তোলন করত পুনরায় দড়িগাছা কূপমধ্যে ফেলাইবার কালে জগদ্দর্শন নিষেধ করিয়া বলিলেন আর দাড়ি ফেলাইবার প্রয়োজন নাই। আমার গুরু কুদর্শন মহাশয় ওখানেই বেশ মজায় আরামে রহিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে উঠিবার কালে বহু বাধা দিয়া দুঃখ প্রকাশ করত বলিলেন—'এই প্রকার সংস্বজন সঙ্গী সাথী জুটাইবার নিমিত্ত মাঝে মাঝে সংসারপথে ভ্রমণ করিয়া থাকি। বহুকষ্টে তোমাকে পাইয়াছিলাম, সে তুমিও তোমার সঙ্গদান হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলে! শুধু তাহাই নহে, আমাকে সজোরে টানিয়া ধরিয়া রাখিতেও চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। তারপর আপনারাই আমাকে তাহার সঙ্গছাড়া করিতেছেন দোষদ্বারা বহু অকথ্য ভাষায় অভদ্রজনোচিত গালাগালি করিতেও ছাড়েন নাই, সুতরাং তিনি উঠিবেন না।

সুদর্শন—ব্যাপার কি বল দেখি? তুমি কি প্রকারে এই অন্ধকূপমধ্যে নিপতিত হইলে?

জগদ্দর্শন—ব্যাপার আর কিছুই নহে, আমি সংসারপথে একটু আশ্রয় পাইবার আশায় অনেকের নিকট রাস্তা জিজ্ঞাসা করায় নানাজনে নানাদিক দিয়া আমার গন্তব্য ঠিক করিতে লাগিলেন। আমি ত' জন্মান্ধই, দিঙ্‌নির্ণয় সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নাই, আমার বিশ্বাস যাহারা আমার দিঙ্‌নির্ণয়-কর্ত্তা তাঁহারা শুধু মুখেই দিকের নামগুলি অভ্যাস করিয়াছে, বাস্তবিক দিক্‌সম্বন্ধে তাঁহারাও অনভিজ্ঞ। তাই আমি অসহায় অন্ধ মানুষ সকলের কথায় সায় দিয়া হয় হয় করিয়াছি। এমন সময় এই কুদর্শন গোঁসাই কোথা হইতে আসিয়া বাক্যের জাল ছোঁ মারিয়া কত মিষ্ট কথায় প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে সজোরে লইয়া চলিলেন—'চল আমিই তোমাকে এমন আশ্রয়যোগ্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিব, যেখানে সমস্ত জীবগণ আশ্রয় পাইবার জন্য এমন কি স্বয়ং ভববিরিঞ্চি পর্য্যন্ত যে আশ্রয় বাঞ্ছা করেন, সেই বৈকুণ্ঠপুরে তোমাকে লইয়া যাইতেছি; তোমার কোন ভাবনা নাই। তুমি মনে কর, আজ হইতে তোমার সমস্ত চিন্তা দূরে গেল। এই আমার হাতের যষ্টিখানার একধারে খুব শক্ত করিয়া ধর, ছাড়িওনা, ছাড়িলে বিপদ। আমি তোমাকে সদাসর্ব্বদাই বৈকুণ্ঠপুরে লইয়া যাইতেছি।' আমি ত' অন্ধই আছি, সুতরাং কুদর্শন গোঁসাইও যে আমার মতই দুই চক্ষু বিহীন, তাহা জানিবার কোনও উপায় ছিল না। তারপর কথাবার্ত্তায় বেশ চক্ষুষ্মানের ন্যায় লেপাফা দুরস্ত। কে জানে এরূপ মিষ্ট ভাষায় লোকবঞ্চনা করাই তাহার কার্য্য! তাই লাঠিখানাও খুব শক্ত করিয়া ধরিয়াছিলাম ও তাহার নির্দ্দেশমত পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিলাম। হঠাৎ লাঠিখানায় খুব জোরে একটা টান পড়িয়াছিল, আমি যদি তখনও লাঠিখানা ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলেও আর ঐ দুঃখ-পাপপূর্ণ নরকময় অন্ধকূপে নিপতিত হইতাম না। কিন্তু তাহার কথায় বিশ্বাস—গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস করা প্রয়োজন—এই শাস্ত্রানুশাসন-বাক্যে আমার যষ্টি ছাড়িবার বুদ্ধির উদয় হয় নাই। সেই নিমিত্ত আমার এত দুর্গতি। ভাগ্যে আপনাদের ন্যায় চক্ষুষ্মান পরদুঃখদুঃখী দয়ালু ব্যক্তির এ রাস্তায় আগমন, তাই উদ্ধার পাইলাম। নতুবা আমাকে কতই না নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত!

সুদর্শন—ভাই জগদ্দর্শন, তোমার জগদ্দর্শনেই বৈকুণ্ঠপুরের রাস্তা দর্শনে বাধা দিয়াছে। তুমি যাহার সহিত বৈকুণ্ঠপুরে রওনা হইয়াছিলে—তুমি বলিতেছ, তাহার নাম 'কুদর্শন'—সুতরাং কুদর্শন কখনও সুদর্শনের রাজ্য বৈকুণ্ঠপুরের সংবাদ জানে না। সুদর্শন রূপ দিগ্‌দর্শন তাহার দৃশ্য বস্তু না হওয়ায় কুণ্ঠা ভূমিকায় অবস্থান করত কুঁ অর্থাৎ পৃথিবী, পাপ দর্শনই তাহার দৃশ্য বস্তু মধ্যে গণ্য। সে তোমা অপেক্ষা অন্ধ, যেহেতু যদিও তুমি জগদ্দর্শন, তবুও তোমার আশ্রয় পাইবার আগ্রহ রহিয়াছে। বৈকুণ্ঠপুর বলিয়া জগদতীত একটা ধাম আছে, তথায় মূলাশ্রয় ধারণা তোমার হইয়াছে। কিন্তু কুদর্শন সুদর্শনের নিত্যবিরোধী থাকায় বৈকুণ্ঠপুর ধ্বংসের দুঃসাহস সে দেখায়। সে নিজেও বৈকুণ্ঠপুরে যাইতে রাজিই নহে, পরন্তু বৈকুণ্ঠ প্রয়াসী সরল-প্রাণ সাধুদিগকে অঘ, বক, পুতনা, প্রলম্বের পোষাকে নানা ছলনা দ্বারা ভুলাইয়া একটা প্রকাণ্ড দল পাকাইতে চেষ্টা করে। এই কুদর্শনের যাদুবিদ্যার মন্ত্রগুলিও যেমন মোহ-মুগ্ধ করিতে সিদ্ধ, তেমন তাহার বেশ-ভূষাও, কখনও মালাতিলকধারী হইয়া গোঁসাই বাবাজী মহান্ত সাজে, কখনও বা ভদ্র বাবু-সাজে লোকগুলিকে মোহন-মন্ত্রে বশীভূত করে। তোমার প্রাকৃত সহজ বুদ্ধিতে জগদ্দর্শন-বিচারে কুদর্শনকে লঘু না জানিয়া গুরুবুদ্ধি করিয়া বাস্তব গুরু সুদর্শন-চরণে তোমার অপরাধ উপস্থিত হওয়ায় অপরাধের জন্য অন্ধকূপটিতে দুঃখ অনুভব করিতে হইল। সুদর্শন প্রভু কৃপাময়; তুমি আশ্রয় খুঁজিয়া বৈকুণ্ঠপুরে যাওয়ার উদ্দেশ্য লইয়া বাহির হইয়াছ, তাই সময়শীল হইলেও কুদর্শনের সহিত নরক বাস তোমার পছন্দ হয় নাই, বলিয়া ঘোর আর্ত্তনাদ করিতেছিলে। সেই নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ-প্রদর্শক সুদর্শন প্রভুর আদেশে তোমার ন্যায় জগদ্দর্শন কুদর্শনানুচরগণকে লইবার জন্য আমরা আসিয়াছি। আমরা সুদর্শন-দাস। তুমি আমাদিগের সঙ্গে চল সুদর্শনের কৃপা হইলে তোমার জগদ্দর্শনরূপ অন্ধতা ঘুচিয়া যাইবে, তখন তুমি নিজেই বৈকুণ্ঠ-পথ অবলোকন করিতে পারিবে।

হে সংসার-পথে ভ্রমমাণ ভ্রাতৃবৃন্দ, এইটি যদিও গল্প, তথাপি এইটিই বর্ত্তমান জগতের নিখুঁৎ চিত্র প্রত্যক্ষ দর্শন। আমরা সকলেই ত' এই জগদ্দর্শনের শ্রেণীভুক্ত অন্ধ। কিন্তু সাবধান। ভুল করিয়া যেন গুরুবুদ্ধিতে কুদর্শনের দলে ঢুকিয়া অন্ধকূপে পতিত না হই। বর্ত্তমানে এই কুদর্শনের দল জগৎময় বেড়াজাল পাতিয়া বসিয়াছে। সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

বিরহ মহোৎসব

শ্রীপ্রপন্নাশ্রম

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

আমলাযোড়া, ২৩।৩।৩৮

গত ২২শে আষাঢ় শনিবার অত্রস্থ প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশবার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব বিরাট-নাম-সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ মুখে মহাসমারোহে সু-সম্পন্ন হইয়াছে। আমলাযোড়া এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তি স্থানের বহুলোক মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গান করিয়াছেন।

এই স্থানটী মহাতীর্থ। এখানে নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট সিদ্ধমহাত্মা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী সার্ব্বভৌম মহারাজ এবং তাঁহারই একান্ত প্রিয়জন, ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভজন করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও এখানে অনেকবার শুভাগমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ অধিবাসিগণ গৌরপ্রিয় মহাজনমণ্ডলীর স্থানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের একরূপ সেবাদে সুরক্ষণ করিবার জন্য ব্যাকুল হন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

বৃন্দাবন, ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৬

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠে অদ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব মহামহোৎসব-মহা-সমারোহের সহিত সু-সম্পন্ন হইয়াছে। অদ্য বেলা ৯টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত মহা-কীর্ত্তন-সম্মিলন হয় ও পরে প্রায় ১০০, একশত ব্রজবাসী বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ,গোস্বামী, বাবাজী, স্ত্রী, পুরুষ ও বালককে পরিতোষ-রূপে কীর্ত্তন-মুখে বিচিত্র মহাপ্রসাদ, বিতরণ করা হইয়াছে। শাক, শুক্তা, ভাজা, ছানার ডালনা,অন্ন, খিঁচুড়ি, পুরি, মালপোয়া, দধি, রামচক্র, লাড্ডু, রসগোল্লা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে। সকলেই পরম আনন্দের সহিত মহাপ্রসাদ সম্মান করিতে করিতে শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দর ও তৎপ্রিয়জন ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়গান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

বালিয়াটী

২৩শে আষাঢ়, ১৩৩৬

শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে গত ২২শে আষাঢ় শনিবার দিবস নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব এবার মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঠাকুরের বিরহ-উৎসব দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। বৈকাল ৫টার সময় মঠবাসিভক্তগণ সময়োচিত সংকীর্ত্তনদ্বারা শ্রীমঠের চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে ঠাকুরের বিরহ-স্মৃতি-পূজার পিপাসা জাগাইয়া দিয়াছেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্তবাবু মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় সমাগত ভক্তগণ সহিত-সুললিত নাম কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের বিরহ-স্মৃতির আরতি করিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভু বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিতের জীবনী অতি সরল ও সুললিত ভাষায় উপস্থিত আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে একঘণ্টা যাবৎ বক্তৃতা দ্বারা সুষ্ঠুরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বিরহ-মহামহোৎসবে সমাগত ভক্তমণ্ডলী শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী প্রভুর বক্তৃতায় আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গ্রামবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্থানীয় রামকৃষ্ণমিশনের স্বামিজী শ্রীমৎসুন্দরানন্দ মহারাজ ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ও স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ও কলিকাতা চেৎলা হাইস্কুলের ও মথুরাপুর হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অযোধ্যানাথ কর্ম্মকার মহাশয় ঠাকুরের বিরহমহামহোৎসবে যোগদান দ্বারা সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী প্রভুর বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় উচ্চ সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীমঠ মুখরিত করিয়াছিলেন। সমাগত ভক্ত-বৃন্দ এবং নিমন্ত্রিত প্রায় দুইশতের উপর সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলীকে প্রচুর পরিমাণে মহা-প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গে পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়ধ্বনি-সহ মহাপ্রসাদের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। এই বিরহ-মহামহোৎসবের ব্যয়ের কিয়দংশ পাকুটিয়ার জমিদার পরলোকগত শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র রায় চৌধুরীর পত্নী শ্রীমতী শিবসুন্দরী রায় চৌধুরাণী মহাশয়া বহন করিয়াছিলেন। আশা করি গৌরসুন্দরের কৃপায় তাঁহার ভগবৎসেবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। শ্রীমান কুলদা মোহন রায় চৌধুরী ও শৈলেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী বিশেষ পরিশ্রমের দ্বারা এই মহোৎসবের সেবা-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট প্রচারকগণ স্বীয় শুদ্ধাচরণ দ্বারা ও মহাপ্রভুর আচরিত ধর্ম্মের প্রচারদ্বারা কালহত জীবগণের অশেষ মঙ্গল করিতেছেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
পাঞ্চালি মিত্র বি, এ,
শিক্ষক বালিয়াটি ঢাকা।

প্রচারপ্রসঙ্গ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

নিউ দিল্লী।

১০১ নেয়ামাম রোড ৮।৭।২৯

এখানে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়-গৃহে প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় নিয়মিতভাবে যে গীতা-ক্লাসের অধিবেশন হইয়া থাকে,তাহাতে সম্প্রতি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আলোচনা হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের দিল্লী কার্য্যালয়ের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ মহাশয় তজ্জন্য গীতা-ক্লাসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিবদাস গুপ্ত মহাশয়ের অত্যাগ্রহাতিশয়ে শ্রীশ্রীভাগবত কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অনেক নূতন নূতন কথা শুনিয়া বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসবে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কটক নগরে শুভ বিজয় উপলক্ষে

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

উৎকল মাতার সুসন্তানগণে,
জাগ জাগ আজ হরিসংকীর্ত্তনে।
'জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী জয়'
গাওরে সকলে মিলি একতানে॥

তৃতীয় বার্ষিক মঠের উৎসবে,
স্বামী ব্রহ্মচারী মিলিয়াছে সবে।
সপ্রেম সম্পদে সুধা বরষিয়া
উদ্ধারিবে যত অজ্ঞানান্ধ জনে॥

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের উৎসবে
স্থাবর জঙ্গম আনন্দিত সবে।
সুনীল গগনে সুখে নাচে তারা
নদী বক্ষে নাচে তরঙ্গ সঘনে॥

হে কটকবাসি দেখ সবে আসি,
কি আনন্দে মগ্ন ব্রহ্মচারী স্বামী।
কীর্ত্তনে অদ্ভুত শক্তি পরকাশি'
নাচাইছে পশু, পক্ষী, নরগণে॥

ইঁহাদের পদে প্রপন্ন হইলে
অজ্ঞানান্ধকার দূরে যাবে চলে।
হয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত অনর্থ উন্মুক্ত
হইবে আসক্ত শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে॥

তিনসম্বৎসর পূর্ব্বে এ নগরে
শুদ্ধ হরিনাম কেহ নাহি করে।
তাই শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু
আকর্ষিল সবে শুদ্ধ নাম গানে॥

নামই শ্রীকৃষ্ণ হুঙ্কারে শাস্ত্রেতে
এই সেই নাম জানহে নিশ্চিতে।
শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে
মত্ত হও সবে নাম-সুধা-পানে॥

গৌর-পদাঙ্কিত (এই) বিশাল নগরী
গৌর-লীলা-স্মৃতি-চিহ্ন হৃদে ধরি'।
যেথায় সকলে পুণ্য তীর্থ বলি
স্তম্ভ-বাঁধাঘাট চিত্রোৎপলাজলে॥

সব হৃদি-মাঝে যে মঠ 'বিরাজে
সেই মঠ এই সম্মুখেতে রাজে।
এর অনুগত থাক গৃহ-কাজে
নিত্য যোগ দাও পাঠ-সংকীর্ত্তনে॥

কি কহিব এই ব্রহ্মচারিগণ
জীবের মঙ্গলে সদাই মগন।
শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম বুঝাইতে মর্ম্ম
জীবে শিক্ষা দেন বিনয় বচনে॥

মঠ-মন্দিরস্থ বিগ্রহের তরে
সেবার সামগ্রী মাগি ঘরে ঘরে।
শ্রীবিগ্রহ-সেবা সুষ্ঠু ভাবে করে
রত সকলের সুকৃতি বর্দ্ধনে॥

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতে, ভীম ঝঞ্ঝাবাতে
নদীয়া-প্রকাশ ধরি' নিজ হাতে।
শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব সবারে জানাতে
দ্বারে দ্বারে ফিরে পত্রিকা বণ্টনে॥

হে নগরবাসি, ঘুমাইও না আর
যদি চাও হতে এই ভবপার।
জগদ্গুরু শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী-
পদাশ্রয় কর আত্মসমর্পণে॥

হায় হায় কবে সেদিন আসিবে
কটকবাসীরা শুদ্ধভক্ত হবে।
তাঁহাদের পদ ধূলি গায়ে মাখি'
শীতল করিব এ পোড়া পরাণে॥

সবার চরণ ধরি শিরোপরে
দাস নটোবর এই ভিক্ষা করে।
কৃষ্ণের সংসারে থাকি সদাচারে
মতি রাখ সদা বৈষ্ণব চরণে॥

ভক্তিসুধাকর প্রভু কৃপা ক'রে
কবে শিখাইবে শুদ্ধভক্তি মোরে।
(তুমি) গুরু-সেবা রীতি-দেখাইতেছ নিত্য
নিষ্কপট দৈন্যে নিজ আচরণে॥

ব্রতাচারে এই মঠ সেবা ক'রে
শুদ্ধভক্তি-নিষ্ঠা শিখালে সবারে।
বদ্ধ বালিশেরে আনিয়া আদরে
শুদ্ধ ভক্তি শিক্ষা দিতেছ যতনে॥

ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীযাদবানন্দ,
তব আচরণে সবে পূর্ণানন্দ।
(তুমি) মঠ সেবা ভিন্ন নাহি জান অন্য,
রত সদা গুরু-আদেশ পালনে॥

শ্রীগৌরবিনোদ-মদন বিগ্রহ
আলোকিত করি' এই মঠগৃহ।
মো সবার প্রতি সকরুণ নয়নে
রয়েছেন চেয়ে প্রসন্ন বদনে॥

পাদপদ্ম-গন্ধ হৃদয়ে বিকাশি'
উড়াইয়া দাও যেন দুঃখ রাশি।
হৃদয় সমর্প করিয়া নিষ্কাম
সেবানন্দে মগ্ন কর সর্ব্বজনে॥

দেখ প্রভুপাদে অপূর্ব্ব মূরতি
ছুটিছে চৌদিকে অপ্রাকৃত জ্যোতিঃ।
পাদপদ্ম-গন্ধ-লুব্ধ ভক্তবৃন্দ
মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছে তাঁর পানে॥

এস সবে ভাই ভক্তিপুষ্পসাথে
ও' পদ সাজাই মিলিয়া সকলে।
ও রাঙা চরণ বিনা কিছু ধন,
নাহি চাহি মোরা যেন কোন দিনে॥

এ নগর প্রতি তব দয়া অতি
স্থাপিলে হে প্রভু এই মঠ তাই।
সবে এই দ্বারে মাগি, মুক্ত করি'
তব কৃপা-সাগর কর সঞ্চয়নে॥

(এই) দুষ্টাক্ষ বাঁদর সুখে রহে হেথা
(যেন) কুকুরের মত এই মঠে থাকি সেথা।
নির্য্যাণ-সময়ে ও পদ-অন্তরে
দেখে তব চারু শ্রীরাঙ্গা চরণে॥

স্বামী ব্রহ্মচারী শুদ্ধভক্তগণে
তোমাদের পদে এই নিবেদন।
এ অন্ধ বর্দ্ধরে পদধূলি ক'রে
রেখ যেন সদা জীবনে মরণে॥

—শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায়, কটক।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷৷০ আনায় সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল খরচ স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধ দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ স্খলিত শুক্র, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, স্বপ্নবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৬

'সুমেধা-তিথি উপলক্ষে'

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—গোদ্রুম, স্বানন্দসুখদকুঞ্জ
কাল—২১শে আষাঢ় শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঠাকুরের আচার ও প্রচার

ঠাকুরের প্রচার-মুখে আচারের আদর্শ অনুশীলনে আমরা দেখিতে পাই, ঠাকুর গোস্বামি-প্রচারিত সমস্ত আচার ও প্রচার করিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থসমূহে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে—(১) জগতের সর্ব্বত্র একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে উদ্বুদ্ধ হইবে। (২) কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। (৩) অল্প দিনের মধ্যে ভক্তিগ্রন্থে একটীমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে। আর সকল সম্প্রদায়ই সেই ব্রহ্মসম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে। (৪) গৌরনির্দ্দিষ্ট শুদ্ধ নাম-সংকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রচারদ্বারাই সর্ব্বচিৎসমন্বয় সম্ভব, অন্য প্রকারে নহে। (৫) প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। কিন্তু ক্রমে যে সকল ভক্ত সাধুদিগের সদাচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচার-কর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন। (৬) সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে অসম্প্রদায়ী মনে করেন। সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্মপ্রসাদ পাইতে পারিবেন না। (৭) সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিক শ্রোতা পাও, বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে। (৮) হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার-নির্ব্বাহের মূলস্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ-কার্য্য। (৯) শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গাররসলীলা কীর্ত্তন ও শ্রবণ উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য-ভজন। এই ভজনলীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। হে ভক্তবৃন্দ, স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রসগান শ্রবণ করিবেন না। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়সুখের প্রত্যাশায় যেখানে সেখানে রসগানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কালের কার্য্য। (১০) কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণনির্ণয় করা হইবে না। বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাবানুসারে সেই ব্যক্তির বর্ণনির্ণয় করা উচিত। (১১) ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতি-নিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণ-নিবন্ধন। পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে না পারিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল। (১২) সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব স্বীয় স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রীপুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চির-জীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন। সদ্ধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রী সহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। সদ্ধর্ম্ম-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য স্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয়, তিনি মহাপুরুষ বৈষ্ণব। (১৩) জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটী জীবও এক বৎসরে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্য্যে বিশেষ সুফললাভ করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদগত জীবদয়ার একমাত্র পরিচয়। (১৪) অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সৎসঙ্গ সাধন করিয়াও ফললাভ করিতে পারেন না। ইত্যাদি কত উপদেশ যে তিনি আমাদের ভজনোন্নতিকল্পে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

মহাপ্রভুর কারুণ্যশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে যে করুণা করিয়াছেন, সেইরূপ করুণা জগতে আর কেহ করেন নাই। তাঁহাকে মহাপ্রভুর কারুণ্যশক্তি বলিতে গিয়া অন্য শক্তিকে ছোট করা হইতেছে না। তবে আমাদের ন্যায় কীর্ত্তন-বিমুখ লোককে তিনি যে ভাবে করুণা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে কত বড় করুণ, তাহা ভাগ্যবান্ ব্যতীত আর কে বুঝিবে? তিনি গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে গিয়া সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত মহামন্ত্র নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচার ও আচারের আদর্শ অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। প্রচার-মুখে আচার করিতে হইবে। আচার-মুখে প্রচার করিতে গেলে আমরা বঞ্চিত হইয়া যাইব। কেননা, আমি যেটীকে আচার মনে করি, সেটী প্রকৃত আচার নাও হইতে পারে। রোগী কুপথ্য গ্রহণ করিতেই চাহিবে। ভববোগগ্রস্ত আমার নিকট যাহা কুপথ্য, তাহাকেই সুপথ্য বলিয়া মনে হইবে। মনোধর্ম্মজীবী আমি, আমার ভালমন্দ, সদাচার কদাচার বিচার কেবল ভ্রমাদি দোষ-পরিপূর্ণ। প্রচার জিনিষটী সংকীর্ত্তন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির ভয়ে যাঁহারা এই কীর্ত্তনরূপ চেতনের ধর্ম্ম—প্রচার বাদ দিয়া কেবল আচার-মুখে নির্জ্জন-ভজনের পক্ষপাতী হন, তাঁহারা অচিরেই অনর্থ-প্রপীড়িত হইয়া ভক্তিবিনোদ হরিজনের বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করেন। মহাপ্রভু সকলকেই তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

কীর্ত্তন করিলে বিষয়-তরঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে না। বিষয়সঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় সাধুর আনুগত্যে কীর্ত্তন। সাধুসঙ্গে ভজনই নির্জ্জন ভজন। একমাত্র কীর্ত্তন-ব্যতীত কলিকবলিত জীব ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনদ্বারা কখনই কলি কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। কীর্ত্তন-সংযোগ ব্যতীত ধ্যানাদির শুদ্ধতা আদৌ সম্ভব নহে। কীর্ত্তনদ্বারাই শ্রবণ, স্মরণাদি অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুরূপে সাধিত হইতে পারে। এই জন্যই মহাপ্রভু কেবল তাঁহা-দিগকেই বুদ্ধিমান বা সুমেধা বলিয়াছেন, যাঁহারা সংকীর্ত্তনকেই পরম উপায় বলিয়া জানিয়াছেন। সেই কীর্ত্তন ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের আনুগত্যেই করিতে হইবে। কি ভাবে কীর্ত্তন করিলে আমাদের মনোধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইতে পারে না, ঠাকুর তাহা প্রচার-মুখে নিজ আচরণ দ্বারা উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

প্রচার করিলেই আচারটী ঠিক হয়। গুরুদেবের আনুগত্যে প্রচার করিলে আমার আচার ভাল করিবার জন্য একটা লজ্জা আসিয়া যাইবে। যে কথা মুখে বলি, তাহা কার্য্যে দেখাইবার প্রবৃত্তি আসিবে। অবশ্য কপট দম্ভকারী বা ... ... কথা স্বতন্ত্র। তাহারা কেবল লোকের ... ফাঁকি দিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ... তাহাতে শেষে তাহারাই ধরা পড়ে। লোকে ... অচিরে তাহাদিগকে ... বলিয়া ধরিয়া ফেলে এবং ... কখনও বিশ্বাস করে না। আচারের সহিত প্রচার—ইহা মনে রাখিতে হইবে, নতুবা কেবল বাক্যাড়ম্বরই প্রদর্শন হইবে মাত্র। প্রচার বাদ দিয়া আচারের লোকে কি বলিবে, এই দুর্ব্বলতা পোষণ করিলে আমি আচার-ভ্রষ্ট হইব। যে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার ভয় করি, তাহাই আসিয়া পড়িবে।

কীর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর এবং বলিয়াছেন তাঁহার নিত্যপার্ষদ গোস্বামিগণ আর বলিয়াছেন পরম করুণ কলিযুগপাবনাবতারী মহাপ্রভুর কারুণ্যশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। নামের শ্রবণ কীর্ত্তনের শুদ্ধতা, আবার একতানমনের কীর্ত্তনেই শ্রবণাদির শুদ্ধতা সম্পাদিত হয়। ঠাকুর বলিয়াছেন—আমার সহজ নিত্য-বিরহগত ভাবে উদ্বুদ্ধ হইলেই কীর্ত্তন হয়। ঠাকুরের বিরহ-চিহ্ন যদি আমাদের নিত্যকাল-স্মৃতি-পথে না থাকে, তবে আমাদের কৃষ্ণ-ভজন হইবে না—'কোথা যাঁও কোথা পাঁও মুরলীবদন'—এই বিপ্রলম্ভরসপুষ্ট কৃষ্ণান্বেষণ-প্রবৃত্তি—কৃষ্ণ-দর্শন-ব্যাকুলতার উদয় হইবে না। যাহার হৃদয় বিরহে ব্যাপৃত, সে কখনও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। যে তাহার প্রিয়জনের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া প্রিয়জনের নাম করিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে থাকে, তাহার ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সে তখন অনবরত বিলাপকুসুমাঞ্জলি অর্পণ দ্বারা তাহার প্রিয়জনের স্মৃতিপূজা করিতে থাকে। 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি নামের উচ্চ-সংকীর্ত্তন তাদৃশ গভীর বিপ্রলম্ভ ভাবেরই অভিব্যঞ্জক। কীর্ত্তন দ্বারাই সহজ স্মরণ হয়, কৃত্রিমভাবে স্মরণ-প্রচেষ্টা কখনই কীর্ত্তন-পরিপোষক নহে, সুতরাং "নামসংকীর্ত্তনং কলৌ কর্ত্তব্যং ... ... কীর্ত্তনসংযোগেনৈব"—এই গোস্বামি-শাস্ত্র-বিরোধী।

হে বিপ্রলম্ভ রসবিলাস বৈষ্ণব ঠাকুর-গণ, হে সুধীমণ্ডলী, আপনারা এই আচন্দ্-বিরহোন্মত্ত আমাকে আজ কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ চিদ্বিরহ-বিমূর্চ্ছনামুখে কৃষ্ণান্বেষণ-প্রবৃত্তি প্রদান করুন। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন নিত্যকাল বৈষ্ণবানুগত্যে ভক্তি-বিনোদবাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তি-বিনোদ-বিনোদন-কার্য্যেই প্রবৃত্ত থাকিবার সুমেধা লাভ করিয়া নিত্যকাল সুমেধা-

তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতে পারি :

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীগৌড়ীয় মঠে সংকীর্ত্তনোৎসব

বিগত ২০শে আষাঢ় ৬ই জুলাই শনিবার ... শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে কীর্ত্তন-মহোৎসব হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রসঙ্গ পাঠ, তৎপরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ, তাঁহার প্রকট কালে ও ... প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ... সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ দশকম্ এবং সুমেধা-বিধি পাঠ ও কীর্ত্তন-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা-প্রসঙ্গে বক্তা বলেন, যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, সেই সময় ভগবান অথবা তচ্ছক্তিগণের এ প্রপঞ্চে আগমন করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। কলির প্রথম সন্ধ্যায় জীবগণের হরিবিমুখতা, পারমার্থিক চেষ্টায় আলস্য এবং অনাস্থা দেখিয়া করুণাবারিধি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে এ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া নামপ্রেমবন্যায় সকলকে ভাসাইয়া, সকলের চৈতন্য উদ্বোধন করিয়া তাহাদের চরম শ্রেয়োবিধান করিয়াছিলেন। কালক্রমে স্বার্থ-সাধনাশায় বঞ্চক গুরুব্রুবগণ নবীন প্রকৃতির জীবগণকে ভুলাইয়া শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা দ্বারা তাহাদিগকে অসৎপথে পরিচালনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত করিয়াছিল। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায়সমূহ নূতন নূতন মত সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের নামে বিবর্ত্ত ... উপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্মকেই ধর্ম্ম ... লোকের নিকট ধারণা করাইয়া দিয়াছিল ... সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিপরীত ... দ্বারা সর্ব্বসাধারণের চক্ষে বৈষ্ণবধর্ম্ম ... অন্য ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম, উহা ... ও ... লোকের অনুষ্ঠেয় ... নীচ প্রকৃতির লোকগণই স্বার্থসাধন ... এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে—এইরূপ একটা কু-সংস্কার পোষণ করাইয়া দিয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেইকালে গার্হস্থ্যলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি জগতের অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন। জীবগণের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারে পুনরায় তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের কথা জগৎকে জানাইয়া দিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তারস্বরে ঘোষণা করিলেন,—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণবাচার।"

হে জীবগণ, তোমরা যাহাকে 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া ভ্রম ধারণা পোষণ করিতেছ, তাহা 'বৈষ্ণবতা' নহে। বৈষ্ণব-আচার কি, আর কি নিত্য সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ভজন-রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মই যে নিত্য ধর্ম্ম, তাহাই যে সনাতন ধর্ম্ম, সকল দেশের সকল পাত্রের সকল অবস্থায় যে এক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা তিনি 'শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম' গ্রন্থে প্রচার করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ও আচরিত ধর্ম্ম কি, তাহা তিনি শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থে প্রকাশ এবং স্বয়ং আচরণ দ্বারা জানাইলেন। জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি, জীবের কর্ত্তব্য কি, তাহা তিনি আম্নায় সূত্র ও তত্ত্বসূত্রে গ্রথিত করিয়া সুধীগণের পূজা লাভ করিলেন। অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিগণও যাহাতে ধর্ম্ম-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের জন্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবগণকে যে অমূল্য দান করিয়াছেন, সুধীগণ তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন, মায়াবাদী, পাষণ্ডী আজ ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। সম্প্রদায়বাদীর, কপট-বঞ্চক ভণ্ডকপাঠকের দল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নাম শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান জনগণ ঠাকুরের কৃপায় দুর্জ্জনগণের কাপট্য,শাঠ্য ধরিয়া ফেলিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমির বাস্তবসত্য আজ সকলে ঠাকুরেরই কৃপায় বুঝিতে পারিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আসল জন্মস্থান পরিদর্শন করিয়া ধন্য হইতেছেন। ঠাকুরের সুশীতল ছত্রচ্ছায়ায় যাহারা একদিনও অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ মায়ার চাকরী পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাত্মার সহিত কৃষ্ণানুশীলন, আচার ও প্রচার দ্বারা জগদুদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আমরা যেন সকলে ঠাকুরের দান গ্রহণ করিতে তৎপর হই। আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয় তর্পণাদির সুযোগ পশ্বাদি যোনিতেও পাইব; কিন্তু নরেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা ভবপারে গমন করিবার সুযোগ-স্বরূপ এই নরতনু লাভ করিয়া ঠাকুরের কৃপায় যুক্তবৈরাগ্যের অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তিত—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাং
উপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥"

—শ্লোক গাহিতে গাহিতে অনায়াসে মুকুন্দচরণে নিত্য সেবা করিবার সুযোগ আর আমরা হারাইব না।

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-
নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-
বরায় তে॥"

জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা
রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্ন্যাল এম,এ)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রতিবৎসর বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে সদস্তে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তবৃন্দের নেতৃস্বরূপে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা রথযাত্রা দর্শন করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন,তাঁহার সুবিদিত; কারণ পূজ্যপাদ ভারতী মহারাজের সুদীর্ঘ দেহ ও ততোধিক উন্নত গম্ভীর অথচ কোমল কণ্ঠস্বর সকলেরই চিত্ত হরণ করিবার যোগ্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন জগতের আত্যন্তিক কল্যাণের একমাত্র দ্বার স্বরূপ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সমগ্র জীবমাত্রেরই উহা অবশ্য এবং একমাত্র অনন্য শ্রদ্ধার সহিত সেবা বিষয়।

'ভগবানকে দূর হইতে পূজা ও দণ্ডবৎ করিলে আত্মার সন্তোষ হয় না। ভগবানকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহাকে হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বররূপে সেবা করিতে হইবে। ঈশ্বর অনন্তশক্তিশালী; জীব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে অনন্তের অধিষ্ঠান কিরূপে সম্ভব? ভগবান তো আমার তোমার একচেটিয়া প্রাণনাথ নহেন? তিনি সকলের একমাত্র প্রাণনাথ। যদি তুমি আমি তাঁহাকে নিজের অন্তরে অন্যের অলক্ষিতে এবং অন্যকে বাদ দিয়া সেবা করিতে চাই, তাহা হইলে জগতের সকলের নাথ কিরূপে সে পূজা গ্রহণ করিবেন? সুতরাং বদ্ধ জীব আমরা অনুমান করি যে, জগতের নাথের প্রকৃষ্ট উপাসনা সকলের মধ্যে একজন হইয়া অনুষ্ঠেয়।'

কিন্তু জীবের হৃদয় তাহা স্বীকার করে না। সে ভগবানকে একচেটিয়া সেবা করিতে চায়। 'আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, কি কাজে অপর ধনে?' ইহাই ভক্তের অন্তরতম ভাব।

আমার প্রিয়, সকলেরই প্রিয়। কিন্তু আমার সেবা, সকলের সেবা নহে। আমি আমার ভাবে তাঁহাকে সেবা করিতে চাই, আমি চাই তিনি আমার সেবা একান্তভাবে গ্রহণ করুন, ইহার কোনরূপ অন্যথা হইলে ঐকান্তিক প্রেমের ব্যাঘাত হয়। ইহাই শ্রীমতী রাধার নিগূঢ় মনোভাব। ঐশ্বর্য্য শ্রীমতীর অসহনীয়। কারণ ঐশ্বর্য্য বহু গৌণ উপকরণের অপেক্ষা করে। হৃদয়ের বিনিময়ের জন্য তৃতীয় বস্তুর প্রয়োজন নাই। ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব ও বিভুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐশ্বর্য্যে ভগবান স্বীয় গূঢ় মনোভাব প্রকাশ করিবার অবসর পান না।

বৃন্দাবনে ভগবানের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত, সেখানে ভগবানকে কেহ প্রভু কিংবা বৃহৎ বলিয়া সম্ভ্রম করেন না। সেখানে তিনি সকলের দ্বারা মাধুর্য্যরসে সেবিত হন,পঞ্চবিধ রসকে ক্রোড়ীভূত করিয়া পূর্ণ মাধুর্য্যরস ব্রজে সর্ব্বক্ষণ প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ভগবানের মনোভাব কাহারও অজানা নাই। সকলে সমান ভাবে সকলে ভগবানকে সম্পূর্ণ বিস্রম্ভভাবে সেবা করেন।

ভগবানকে এইরূপ সখ্যভাবে পাইতে হইবে। তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক স্বীয় হৃদয়-গুণ্ডিচার সম্যগ্‌রূপ মার্জ্জন। সুমার্জ্জিত হৃদয় ও বৃন্দাবন অভেদ। সম্পূর্ণ নির্ম্মল হৃদয়ে ভগবানের নিত্য ব্রজলীলা উদিত হন। সেখানে আংশিকভাবে কিংবা সম্ভ্রমপূর্ণ সেবা নাই, সকলেই ভগবানকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমরূপে প্রত্যক্ষ করেন। উহাতে সেবকদিগের পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়।

জীবের সর্ব্বোত্তম সাধনা ভগবানকে দূর হইতে হৃদয়-অভ্যন্তরে আনয়ন করা, কিন্তু হৃদয় ক্রীড়াশীল আনন্দময়ের লীলাস্থলী করিবার জন্য উহা হইতে পূর্ণ আনন্দের সর্ব্ব প্রকার বাধা অপসারিত করিতে হইবে। শ্রীগুণ্ডিচা সম্পূর্ণ মার্জ্জিত হইলে শ্রীভগবান্ সাধকের মনোরথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ে স্বীয় বৃন্দাবন প্রকটিত করিয়া সেখানে তাঁহার সহিত নিত্য সংসার পাতিয়া বাস করেন।

শ্রীবৃন্দাবনের সেবা অপার্থিব ভাষায় জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। অপ্রাকৃত রসিক কবি শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষা জগতের ভাষা নহে। উহা সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত লীলামৃত-ধারা। উহা তৃষ্ণার্ত্তহৃদয়ে পান করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। সর্ব্ববিধ জাগতিক বৈষম্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত না হইলে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীর

তাবায় অপার্থিব চমৎকারিতা উপলব্ধি হয় না।

সহৃদয় পাঠক! আসুন, আমরা হৃদয়ের কপাট সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত সর্ব্বোত্তম ভগবৎসেবার অমৃতময়ী পীযূষ ধারা নিরন্তর পান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হই।

আহুশ্চ তে নলিন-নাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

অর্থাৎ গোপীগণ বলিলেন, হে কমলনাভ, সংসারকূপে পতিতজনের উদ্ধরণের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়ের সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক।

নরক বর্ণন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মৎকুণাদি প্রাণিগণের মনুষ্যরক্ত পানরূপ বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে; উহাদিগের বিবেক নাই, তাই উহারা অন্যের দুঃখকষ্ট জানিতে পারে না, কিন্তু মনুষ্য বিবেকবান্, তাহারা অন্যের বেদনা জানিতে পারে, সেইজন্যই মনুষ্যদিগের ব্রাহ্মণাদি স্বভাবানুসারে বিধি ও নিষেধপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব বিবেকী হইয়া যদি তাহারা বিবেকহীন জীবকে পীড়ন করে, তাহা হইলে সেই হিংসাজনিত পাপে পরলোকে অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হন। ঐ পাপী পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, উকুন, মৎকুণ, ও মক্ষিকাদি যে সমস্ত জীবকে পূর্ব্বে হিংসা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তখন চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার পীড়ন করিতে থাকে। তাহাতে তাহার নিদ্রাসুখ একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কোথায়ও বিশ্রামস্থান পায় না। জীব যেমন তীর্য্যগাদি কুৎসিৎ যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া কষ্ট পায়, সেও সেইরূপ অন্ধকারে পড়িয়া কষ্ট পাইতে থাকে। যে ব্যক্তি কোন ভোজ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে অতিথি-বালবৃদ্ধকে তাহার যথাযথ অংশ না দিয়া আপনি ভোজন করে, অথবা যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে বায়সতুল্য বলিয়া বর্ণিত হয় এবং পরকালে কৃমিভোজন নামক অতিনিকৃষ্ট নরকে পতিত হয়। সেই নরকে লক্ষযোজন বিস্তৃত এক কৃমিকুণ্ড আছে। সে সেই কুণ্ডের কৃমি হইয়া কৃমি ভক্ষণ করে। এইরূপে যে সমস্ত লোক অপরকে ভাগ না দিয়া সমগ্র বস্তুটাই নিজে ভোগ করে অথবা যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ না করে, তাহাদের যতকাল পর্য্যন্ত সেই পাপক্ষয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত তাহারা অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত থাকিয়া স্ব-স্ব আত্মাকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করায়।

ইহলোকে যে ব্যক্তি প্রাণসঙ্কট উপস্থিত না হইলেও ব্রাহ্মণ কিম্বা অপর ব্যক্তির হিরণ্যরত্নাদি ধন চৌর্য্যবৃত্তি কিম্বা বলপ্রয়োগ দ্বারা অপহরণ করে, পরলোকে যমদূতগণ সেই ব্যক্তিকে সন্দংশ নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া লৌহময় অগ্নিপিণ্ড ও সাড়াশী দ্বারা তাহার ত্বক ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়।

আবার ইহলোকে যে ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীতে কিংবা যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে অভিগমন করে, পরকালে যমদূতগণ সেই পুরুষ অথবা স্ত্রীকে তপ্তসূর্ম্মী নামক নরকে লইয়া গিয়া কশাঘাত করে এবং পুরুষকে তপ্তলৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি ও স্ত্রীকে সেইরূপ পুরুষ মূর্ত্তি দ্বারা আলিঙ্গন করায়।

যে ব্যক্তি ইহলোকে পশ্বাদিতেও অভিগমন করে, পরকালে যমকিঙ্করগণ তাহাকে বজ্রকণ্টক-শাল্মলী নামক নরকে নিক্ষেপ করে। ঐ নরকে এক শাল্মলীবৃক্ষ আছে, উহার কণ্টক বজ্রতুল্য। যমদূতগণ পাপীকে উহার উপর চড়াইয়া টানিতে থাকে।

ইহলোকে যে সকল রাজপুরুষ সৎকুলজাত হইয়াও ধর্ম্মসেতু ভেদ করে, সেই সকল ব্যক্তি অবমানিত হইয়া পরলোকে বৈতরণী নদীতে নিপাতিত হন; ঐ নদী নরকের পরিখা স্বরূপ, তাহাতে যে সকল হিংস্র জলজন্তু আছে, তাহারা পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তথাপি ঐ পাপীর দেহনাশ অথবা প্রাণ বহির্গত হয় না। নিজের পাপজনিত কর্ম্মবিপাক স্মরণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি বিষ্ঠা, মূত্র, পূয, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস, বসাবাহিনী নদীতে পড়িয়া তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে সকল লোক এই সংসারে শূদ্রাসক্ত হইয়া শৌচাচার ও নিয়ম হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং লজ্জাবিহীন হইয়া পশুর ন্যায় স্বেচ্ছাচার করে, মৃত্যুর পরে তাহারা পূয়োদ নামক নরকের পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা এবং লালাপূর্ণ সাগরে পতিত হইয়া সেই সকল অতিঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করে।

ইহলোকে ব্রাহ্মণাদি যে সকল লোক কুকুর এবং গর্দ্দভপালক হইয়া শাস্ত্রবিহিতকাল ব্যতীত অন্যসময়েও মৃগয়ায় বহির্গত হয় এবং পশু হনন করে, মৃত্যুর পরে যমদূতগণ তাহাদিগকে প্রাণরোধ নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকে।

যে সকল দাম্ভিক ব্যক্তি ইহলোকে কেবল দম্ভ প্রকাশ করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং সেই যজ্ঞে পশুবধ করে, পরলোকে তাহারা বৈশস নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যমদূতগণ তাহাদিগকে অশেষ যাতনা দিয়া থাকে।

ইহলোকে যে দ্বিজ কামান্ধ হইয়া তাহার সবর্ণা ভার্য্যাকে বলীকরণার্থ স্বীয় শুক্র পান করায়, পরলোকে যমদূতগণ তাহাকে লালাভক্ষ নামক নরকে নিক্ষেপ করে, তথায় শুক্রনদীর মধ্যে তাহাকে শুক্র পান করায়।

কুরুক্ষেত্রসমাচার

(প্রাপ্তপত্র)

কুরুক্ষেত্র ৮।৭।৩৬

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ-মন্দিরের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। মহাপ্রভুর ঘরে জয়েষ্ট বমান' হইতেছে। বারান্দার জন্য কঙ্ক্রিটের কড়ি প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরায়ের নিয়মিতভাবে অর্চ্চন ভোগরাগ ও পাঠ কীর্ত্তন হইতেছে।

অদ্য গুরুকুল-নিবাসী শ্রীজয়দেব ব্রহ্মচারী এখানে আসিয়াছিলেন। কয়েক ঘণ্টা হরিকথা আলোচনা করিয়া কিছু প্রসাদ সম্মানান্তে চলিয়া গিয়াছেন।

বিরহমহোৎসব

শ্রীপরমহংস মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

নৈমিষারণ্য ২৩.৩.৩৬

শ্রীশ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে গত ২২শে আষাঢ় শনিবার শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ মহোৎসব সু-সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দজী সমাগত ভক্তমহোদয়গণের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন ও তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদবিহারীজীর মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। শ্রীভাগবত পাঠশালার বালকগণের স্তোত্রপাঠ শ্রবণে ও সেবা-চেষ্টা দেখিয়া সমাগত সজ্জনমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন এবং সকলে একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে শ্রীপরমহংস মঠ ও ভাগবত পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজের জয়গান করিয়াছেন।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

কাশী, ২৪।৩।৩৬

গত ২২শে আষাঢ় শনিবার অত্রস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীমৎসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীগ্রন্থ-পাঠ-কীর্ত্তন ও নানাবিচিত্রভাবে মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সু-সম্পন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ভবতারণ রায় চৌধুরী কাব্যরত্ন, প্রিয়নাথ দে, ব্রজহরি দে চৌধুরী, হরিপদ মল্লিক, দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, দেবকুমার নিয়োগী, যোগেন্দ্রনাথ হালদার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাদি কুমার মুখোপাধ্যায়, গোবর্দ্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরকুমার মৈত্র, তুলসীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার দে, মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্ত্তী, অজিত কুমার দাস প্রভৃতি কাশীবাসী বিশিষ্টজনগণের নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার আগন্তুক ভদ্রলোক ৬ জন ছিলেন, এতদ্ব্যতীত ভদ্র-মহিলা ২৫।৩০ জন ছিলেন।

মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ জানকীনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের অমায়িক ব্যবহারে, যত্নে ও আদরে এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধভক্তির কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সমাগত সজ্জনগণ সকলেই শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের জয়গানের সহিত নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়গান করিতে থাকেন এবং বলিতে থাকেন—শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী কাশীধামে আবার সনাতন-শিক্ষা-পীঠ স্থাপিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ আবার কাশীধামে প্রেমবন্যা আনয়ন করিতেছেন।

ব্রাহ্মণপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

পোঃ মাজু, হাওড়া

গত ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৬ সালের শ্রীপ্রপন্নাশ্রমে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশবার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চনাদি কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সু-সম্পন্ন হইয়াছে। মঠরক্ষক শ্রীপাদ হরিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের বিনম্র ব্যবহারে ও আদর আপ্যায়ন এবং যত্নের সহিত শ্রীমূর্ত্তির দর্শন ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ-সেবনে সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

পরবিদ্যা ... নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের ... স্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যাশিক্ষণ ... বেদন

১। ... আসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। ... আসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
... আসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী...লাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীভাগবত ... খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—টাকা পাঠাইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয় পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	ছাপা-দিগদর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৵
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	শ্রীমাধ্ব-ভাষ্য শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷০
১২।	বৈষ্ণবদর্শন	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্বৎ টীকাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার সারার্থভাষা	৷৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা শ্রাবণ বুধবার—১৩৩৬

নরক বর্ণন

(৩)

ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে, পরগৃহে অগ্নি দেয়, অথবা পরপ্রাণ বিনাশার্থ বিষ প্রদান করে, কিম্বা যে সকল রাজা বা রাজদূত গ্রামবাসী বা বণিগ্‌গণকে হিংসা করে, মৃত্যুর পর তাহারা সারমেয়াদন নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় ৭২০ সংখ্যক কুক্কুর তাহাদের বজ্রতুল্য দংষ্ট্রা দ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত সেই সকল পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে।

যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্য-প্রদান সময়ে বা ক্রয়বিক্রয়কালে কিম্বা দান সময়ে কোনপ্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতগণ তাহাদিগকে শতযোজন উন্নত পর্ব্বতশিখর হইতে অধঃশিরা করিয়া অবীচিমৎ নরকে নিক্ষেপ করে। উহাতে কোন অবলম্বন নাই। প্রস্তর-পৃষ্ঠস্থল—জলের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ জলে বীচি অর্থাৎ তরঙ্গ নাই, এইজন্যই উহাকে অবীচি বলে। উহাতে পতিত হইয়া পাপিগণের শরীর তিল তিল করিয়া বিশীর্ণ হইতে থাকে; কিন্তু একেবারে মৃত্যু হয় না। যমানুচরগণ পুনরায় তাহাদিগকে ঐরূপ উচ্চ প্রদেশে উঠাইয়া তথা হইতে ঐ নরকে নিক্ষেপ করে,—এইরূপে নানা যাতনা প্রদান করিতে থাকে।

ইহলোকে যে সকল বা ব্রাহ্মণী সুরা পান করে, কিংবা যে কেহ ব্রতস্থ হইয়া, অথবা যে কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রমাদবশতঃ সোমপান করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে অয়ঃপান নামক নরকে লইয়া গিয়া পদদ্বারা তাহাদের বক্ষস্থল চাপিয়া ধরে এবং মুখে অত্যন্ত উত্তাপ সংযোগে দ্রবীভূত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ সেচন করে।

এই সংসারে যে আত্মসম্ভাবিত ব্যক্তি নিজে অধম হইয়াও 'আমি বড়' বলিয়া মিথ্যা অহঙ্কারপূর্ব্বক তদপেক্ষা জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ ও আশ্রমাদি পদবীতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বহুমানন করে না, সে ব্যক্তি জীবদ্দশাতেই মৃতাবস্থ হইয়া থাকে, আবার মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাকে অধোমুণ্ড করিয়া ক্ষারকর্দ্দম নামক নরকে নিক্ষেপ করে। তথায় সে অত্যন্ত দুঃখ যাতনা ভোগ করিতে থাকে।

ইহ সংসারে যে সকল পুরুষ হত্যা-লক্ষণ যজ্ঞ দ্বারা ভৈরব ও ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া নররূপী পশু ও স্ত্রীগণকে ভক্ষণ করে, মৃত্যুর পর সেইসকল হিংসিত পশু যমালয়ে রাক্ষস হইয়া ঘাতকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা তাহাদিগকে বধ করে। ইহলোকে পুরুষমেধযজ্ঞকারী ব্যক্তি যেমন নররূপী পশুর রক্ত পান করিয়া আনন্দে নৃত্যগীত করিতে থাকে, সেই সকল হিংসিত পশুও সেইরূপ পরলোকে হিংসাকারীর রক্তপান করিয়া আনন্দে নৃত্যগীত করিতে থাকে।

ইহলোকে যে সকল নিরপরাধ পশু জীবনরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া গ্রাম বা অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সকল নিরীহ প্রাণীকে যাহারা নানাবিধ বিশ্বাসোপায় দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া শূল অথবা সূত্রাদিতে বিদ্ধ করে, এবং ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া যাতনা দেয়, তাহারা পরলোকে শূলপ্রোত নামক নরকে নীত হয়, তথায় তাহাদের দেহ শূলাদিতে প্রোথিত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হয়। চারিদিক হইতে কঙ্ক, বট প্রভৃতি তীক্ষ্ণচঞ্চু পক্ষী আসিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকে। এইরূপে যমযাতনায় অস্থির হইয়া তখন তাহারা স্বকৃত পাপরাশি স্মরণ করিতে থাকে।

যে সকল মনুষ্য ইহলোকে সর্পাদি খল-স্বভাব প্রাণীর ন্যায় ক্রোধপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে পীড়ন করে, তাহারা পরলোকে দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। তথায় পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ দন্দশূকগণ উহাদিগকে মূষিকের ন্যায় ধরিয়া গ্রাস করিতে থাকে।

যে সকল লোক ইহলোকে প্রাণিগণকে অন্ধকূপে, গোলা বা তুষানল এবং গুহাদিতে রুদ্ধ করিয়া পরিপীড়ন করে, তাহারা পরলোকে অবটনিরোধন নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় ঐরূপ অন্ধকূপাদিতে বিষমিশ্রিত বহ্নি ও ধূমদ্বারা শ্বাসরোধজনিত যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে অতিথি অভ্যাগত দেখিলে বারম্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং পাপকুটিল দৃষ্টি দ্বারা যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা পর্য্যাবর্ত্তন নামক নরকে পতিত হয়, তথায় বজ্রের ন্যায় কঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট গৃধ্র, কাক ও বটাদি পক্ষী ঐ পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় সহসা বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে।

যে ব্যক্তি ইহলোকে ধনমদে মত্ত হইয়া আমি শ্রেষ্ঠ—এইরূপ অহঙ্কারে বক্রদৃষ্টি হয়, ধনাপহরণের আশঙ্কায় গুরুজনের প্রতিও সন্দিগ্ধমনা হয়, ধনক্ষয়-ভাবনায় যাহার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হইতে থাকে, সুতরাং কোন প্রকারেই শান্তিলাভ করিতে পারে না, পিশাচের ন্যায় কেবল অর্থের রক্ষামাত্র করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি ঐ প্রকার অর্থের উপার্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণাদি বিষয়ে চিত্ত সন্নিবেশ করায় পাপে পরলোকে সূচীমুখ নামক নরকে নিপাতিত হয়। যমদূতগণ তথায় ঐ ধনপিশাচ পাপীর সর্ব্বাঙ্গে তন্তুবায়ের ন্যায় সূত্র বয়ন করে।

যমালয়ে এই প্রকার শত সহস্র নরক আছে। যে সমস্ত অধার্ম্মিকের কথা এখানে উল্লেখ করা হইল, অথবা যাহা হয় নাই, তাহারা সকলেই ঐ সকল নরক ভোগ করে, আর যাহারা ধার্ম্মিক, তাহারা স্বর্গাদি পুণ্যময় লোকে গমন করে, কিন্তু পাপ বা পুণ্য শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিবার জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, অথবা একবারও ভগবানের নাম শ্রবণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐ সকল নরকের দর্শন হওয়া ত' দূরের কথা, স্বপ্নেও যমরাজ অথবা যমদূতগণের দর্শন লাভ ঘটে না। পরন্তু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে নিত্য অবস্থিতি হইয়া থাকে।

পদ্মা একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে পদ্মানাম্নী একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন।

শ্রীনারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মন্! আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি? অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনার্থ আমায় ব্যক্ত করুন। ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন—হে মুনিবর! তুমি বৈষ্ণব; অতএব উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। পৃথিবীতে শ্রীহরি-বাসর অপেক্ষা পবিত্র কিছুই বিদ্যমান নাই। সর্ব্বপাপের ধ্বংস সাধন করিতে তাহার পালন করা আবশ্যক। অতএব আমি তোমায় নিকট ঐ শুক্লা একাদশীর ব্রত বিষয় উপদেশ দিতেছি। একাদশীর ব্রত-পবিত্র, পাপনাশক ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। পৃথিবীতে যে সকল মানব ইহার পালন না করে, তাহারা নরকে গমন করিয়া থাকে।

গ্রীষ্ম ঋতুতে সিতা একাদশী পদ্মা নামে বিখ্যাতা। হৃষীকেশের প্রীতির নিমিত্ত ঐ শ্রেষ্ঠ ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য এতৎ সম্বন্ধে পুরাণপ্রসিদ্ধা পাপনাশিকা কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সূর্য্য-বংশে রাজর্ষি মান্ধাতা সত্যসন্ধ, প্রতাপশালী, চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ থাকিয়া অপত্যনির্বিশেষে প্রজা পালন করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, আধি, ব্যাধি ছিল না। প্রজাগণ নির্ভয় ও সমৃদ্ধিমান্ ছিল। সেই রাজার ধনাগারে কোন প্রকার অন্যায়ার্জ্জিত বিত্ত স্থান পায় নাই।

এই প্রকারে রাজ্য পালন করিতে করিতে সেই নৃপতির বহু বৎসর গত হইল। অনন্তর কোন সময়ে অজ্ঞাত পাপসম্পর্কে তদীয় রাষ্ট্রে মেঘগণ বর্ষত্রয় আদৌ বারিবর্ষণ করিল না। প্রজাগণ ক্ষুৎপীড়িত হইয়া অতীব ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিল। তদীয় দেশগুলিতে শস্যাভাব, হেতু যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তৎকালে প্রজাসমূহ নৃপসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল—"পুরাণসমূহে জলকে 'নার' শব্দে বলা হইয়া থাকে। ইহা ভগবানের আশ্রয় বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ হইয়াছে। পর্জ্জন্যরূপী ভগবান্ সর্ব্ব স্থানে গমন পূর্ব্বক বৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং তৎফলে প্রজাগণের উদ্ভব ও বৃদ্ধ্যাদি সাধিত হয়। হে নরপতে! সেই জলের অভাবে সমুদয় প্রজা ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে যোগক্ষেম বিদ্যমান হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম সমাধান করুন।"

নৃপতি কহিলেন—তোমরা যথার্থই বলিয়াছ। অন্নই ব্রহ্মময়; তাহাতে চরাচর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। অন্ন হইতে প্রাণিগণ জাত হয় এবং পুরাণ-সমূহে ও লোকপ্রসিদ্ধিতে অন্ন-দ্বারা জগতের বিদ্যমানতা প্রথিত আছে। নৃপগণের অসদ্ব্যবহারে প্রজাপীড়ন হইয়া থাকে। কিন্তু বহু চিন্তা করিয়াও আমি আত্মকৃত দোষ দর্শন করিতেছি না। তথাপি প্রজাগণের মঙ্গলার্থ যথাসাধ্য যত্ন করিব।

রাজা এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া যথাপরিমাণ সৈন্যাদির সহিত ভগবানকে নমস্কার পূর্ব্বক গভীর অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় তপঃপরায়ণ মুনিগণের আশ্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা ঋষিকে দেখিতে পাইলেন। রাজা তাঁহার ব্রহ্মতুল্য অঙ্গকান্তি দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া বাহন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তদীয় চরণে নমস্কার করিলেন। মুনি স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া রাজার রাজ্যের সপ্তাঙ্গের কুশল প্রশ্ন করিলেন। রাজা কুশল নিবেদনান্তে মুনি কর্ত্তৃক আগমন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—ভগবন্! আমি যথাধর্ম্ম পৃথিবী পালন করিতে থাকিলেও অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। সংশয় ছেদন করিতে ভগবৎসমীপে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে যাহাতে প্রজাগণের সুখ হয়, তাহার বিধান করুন।

ঋষি বলিলেন—এই সত্যযুগ সকল যুগের শ্রেষ্ঠ। এই যুগে সমগ্র পৃথিবী ব্রহ্মময়ী এবং ধর্ম্ম চতুষ্পাদে বর্ত্তমান। ব্রাহ্মণগণ এই যুগে তপোনিষ্ঠ। কিন্তু হে নৃপতে! তোমার রাজ্যে কোনও বৃষল

তপস্যা করিতেছে। তাহার অকর্তব্য সাধনেও সে বাধিবদম করিতেছে না। এক্ষণে তাহার বধার্থ কর, তাহাতে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইবে।

নরনারায়ণ শ্রীবিষ্ণু বলিলেন—আমি ত নিজে তাহার সৃষ্টিকে বধ করিব না। অতএব মুনিগণের বিনাশক মন্ত্রোপদেশ প্রদান করুন।

ঋষি বলিলেন—…… আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় শয়নাখ্যা একাদশীর …… কর। তৎপ্রভাবে নিজোত্থিত হইবে। …… সর্বলোকপ্রিয়। এবং সকল উপদ্রবের নাশিকা। সুতরাং সর্বদিবসে পাপীগণের …… পালন কর।

মুনির এতংপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা মধুপতি প্রত্যাবর্তন পূর্বক আষাঢ় মাসে সমস্ত প্রজাবর্গ ও চাতুর্বর্ণ্যের সহিত পদ্মাব্রত ধারণ করিলেন। এই ব্রত কারণে মেঘ বারিবর্ষণ করায় পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া শস্য শস্যশালিনী হইল। হৃষীকেশের প্রসাদে মানবগণ সুখ প্রাপ্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই উপাখ্যান বলিয়া আরও বলিতে লাগিলেন, হে রাজন! এই একাদশী শয়নী নামে বিখ্যাত। বিষ্ণুর অনুগ্রহলাভার্থ মানবগণের ইহাতে শ্রীবিষ্ণুর শয়নবিধি পালন করা উচিত। এই দিবস হইতে চাতুর্মাস্য নামক পরম মুক্তিপ্রদ শ্রেষ্ঠ ব্রতের আরম্ভ হইয়া থাকে। শয়ন ও চাতুর্মাস্য বিধান প্রবন্ধান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে।

রূপের বড়াই কেন ?

ইহ জগতে আমরা যখন হইতে ভোগের নেশায় পাগল হইবার যোগ্যতা লাভ করি, তখন হইতেই পুরুষনারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-যুবা সকলেই আপনাপন রূপের উপর …… দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকি। …… মনে ভাবি, কেউই না রূপবান! …… মুকুরের সাহায্যে …… দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে …… না, তবুও সে সব …… মনে করি, …… যেন আমার রূপ-মাধুরী দর্শন করে। …… শরীরের সাজ-গোজেও …… থাকি; …… দেখিয়া …… সকলেই মুগ্ধ ও …… দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়; …… বলার দেখে কে! নিজের রূপ নিজে দেখিয়াই আহ্লাদে আটখানা …… আট আটে। (…… —৩৪) চৌষট্টি …… হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

এ রূপের ডালা পূর্ণ রাখিবার নিমিত্ত …… কৃত্রিম চেষ্টা আরম্ভ করি— তৈলে মার্জন, ভ্রূতে অঞ্জন, চলে কলপ, বস্ত্রালঙ্কারে নব্য ব্যবহারে অভ্যস্ত, কিন্তু প্রাচীন সাজ-পোষাকে রূপটী খোলে না! আবার দন্তগুলি অস্থ হইলে সোনার, রূপার, পাথরের দাঁত সংযোগ; কারণ দাঁত না থাকিলে দাঁত পড়িলে লোকে যদি বুড়া-বুড়ী বলে; হায়রে! কত কি কৌশল অবলম্বন করিয়া রূপের হাটে রূপের প্রদর্শনীকে রূপের জলুসটি সাজাইয়া রাখিতে চাই। যে রূপের বাহার রোগারের জলের ন্যায় "এলো গেলো গেলো" সেই রূপরাশি রক্ষার চেষ্টায় নিজ-ভোগ-তৎপরতায় আজীবন কাটিয়া গেল। "নিদ্রে নিদ বশে গেলরে রাতি, দিবস শরীর-সাজে।" আমরা মদ, গাঁজা, ভাং, আফিং আদি নেশাখোরদিগকে মাতাল বলি, কিন্তু ধন, বিদ্যা, রূপ ও জন-মদ-মাতালের যে অপূর্ব তৃষ্ণা আছে, তাহা লক্ষ্য করি কোথায়? কেই বা লক্ষ্য করিবে? আমরা প্রত্যেকেই যে অল্প-বিস্তর কোন না কোন মদে মাতাল! অবশ্য হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার্থে বর্ণ, বিদ্যা, রূপ ও ধন অর্জনের চেষ্টা খুবই প্রয়োজনীয়, …… নহে। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

রূপের গৌরব কেন ভাই?
অনিত্য এ কলেবর,
কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হবে
স্থিতি স্পন্দহীন রবে,
চিতার আগুনে হবে ছাই॥
যে মুখ-সৌন্দর্য্য হের,
দর্পণেতে নিরন্তর,
শৃগাল কুকুর খাইবে ভোজন।
যে বস্ত্রে আদর কর,
যেবা আভরণ পর,
কোথা সব রহিবে তখন॥
দারাসুত বন্ধু সবে,
শ্মশানে তোমারে লবে,
দগ্ধ করি গৃহেতে আসিবে।
তুমি কার কে তোমার
এবে বুঝ দেখ সার,
দেহনাশ অবশ্য ঘটিবে॥
যাবত সবল কাও,
হরিগুণ সদা গাও,
হরিনামে মত্ত সদাই।
কনক ছাড়িয়া মন,
কর কৃষ্ণ আরাধন,
সেবকের আশ্রয় তাই।

"ধনমদ নিতান্ত অসার"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

দেহধারী জীব বিশেষতঃ মানব জাতির সংসারে থাকিতে হইলে দেহযাত্রা নির্বাহার্থ প্রত্যেকেরই ধনের প্রয়োজন। কথাটি খুবই ঠিক। কিন্তু এ প্রয়োজন জীবিকা নির্বাহার্থে যত টুকু প্রয়োজন, তত টুকুই। অন্যান্য উদ্দেশ্য লইয়া আমরা নানাবিধ প্রয়োজনের আবাহন করি বলিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনাগম হইলেই ধনের অনুগামী অহঙ্কাররূপ মত্ততা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। তাহাতে মনুষ্যের বুদ্ধির উদ্রেক হওয়ায়, নানাবিধ অনর্থের উদ্রেক হয়। তখন বাস্তব অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজনে, ধন বা অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারিনা বলিয়া সেই ধন বা অর্থই অনর্থের জনক হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ কেমন অনর্থোৎপাদক অর্থকেই "অধন" আখ্যা দিয়া থাকেন। এরূপ অধনের বলেই আমরা আমাদিগের সাধনায় বল বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেছি। তাহাতে বাস্তব ধন হইতে বহু যোজন দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছি।

অভিমান যে ধনের অনুগামী, তাহা একটি কিংবদন্তীতে শোনা যায়—কোন সময় কোন রাস্তা দিয়া একটী ঐরাবত চলিতেছিল, হঠাৎ একটা ভেক সেই ঐরাবতের পায়ের ফাঁক দিয়া একটা পদাঘাতের ন্যায় সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেল। ঐরাবতের উপরে আরোহীদিগের মধ্যে একজন জ্যোতিষী ছিলেন, তিনি ঘটনা দেখে প্রকাশ করিলেন—"এই ভেকের নিশ্চয় টাকা আছে; তাই ভেক হইয়া প্রকাণ্ড হস্তীকেও পদাঘাত করিতে একটুকু ইতস্ততঃ বোধ করে নাই।" অনুসন্ধানে জানা গেল, ঠিক কথা, একটী টাকার উপরেই ভেকটি শয়ন করিয়া থাকে। পরে টাকাটি সরাইয়া লওয়া হইলে দেখা গেল পরের দিনই ভেকটী টাকার শোকে সেই স্থানে মরিয়া রহিয়াছে।"

সেই প্রকার মুকুন্দসেবাবিহীন জন মাত্রেই ধনাভিমানে মত্ত, দাতাও দাতা নামে পরিচিত, তাঁহারাও ধনে স্বীয় স্বত্ব রহিয়াছে অভিমান করেন ও দান-পৌঁছ পর্য্যায়ে নিযুক্ত হইতে প্রয়াস করেন।

মুকুন্দ-সেবা-বিহীন জন মাত্রেই হিতাহিত সংজ্ঞাহীন। তাহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য শাস্ত্রে গাহিয়াছেন—তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥"

(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

"মনরে ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত, এদেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে সকল ছার॥
বিদ্যার যতেক চেষ্টা, চিকিৎসক উপদেষ্টা,
কেহ দেহ রাখিবারে নারে।
অজগর হইলে শেষ, দেহ মাত্র অবশেষ,
জীব নাহি থাকেন আধারে॥
ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন॥
যদি থাকে বহুধন, নিজে হবে অকিঞ্চন,
(ধন দ্বারা) বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধা কৃষ্ণ আরাধন,
কর সদা হয়ে সদাচার॥

কেন কর বিদ্যার গৌরব ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা জড়াভিনিবেশে শিল্প চাতুর্য্যের নিয়মে বিবিধ-বিদ্যা বা অক্ষর চেনা ও বর্ণ-শিক্ষার বর্ণ যোজন আদি কতকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকি; তাহা লইয়াই লইয়াই বিদ্যার বড়াই করি। বাস্তব বিদ্যা-শব্দের নিরূঢ় তাৎপর্য্য যাহা, তাহার বিন্দু-বিসর্গও স্পর্শ করিতে সক্ষম হই নাই। অবশ্য এই সকল ভাষার সাহায্যে শ্রুত্যাদি শাস্ত্র কণ্ঠাগ্রেতে যে অনুবিধা হয়, তাহা নহে কিন্তু অজ্ঞতা নিবন্ধন শাস্ত্রীয় কোন শব্দেরই বাস্তব তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিতেছি না। ব্যবহারিক মান সম্ভ্রম লাভে কোন অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে না বটে; অথচ জড়-বিদ্যাভিমানে আমাকে মহা-গৌরবে নিক্ষেপ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। আমার অজ্ঞতা-নিবন্ধন তাহা ধরিতে পারিতেছি না। কেহ ধরিয়া দিলেও তাহা আমার মনঃ নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছি। আমাকে সাবধান করিবার নিমিত্তই বৈষ্ণব মহাজন পুনঃ পুনঃ গাহিতেছেন—

"দেখ চিন্তা করি,
যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণ প্রতি অনুরক্তি
সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হইতে তাহা অসম্ভব॥
বিদ্যায় মার্জ্জন তার
কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে
কৃষ্ণ-প্রীতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান সব॥

ভক্তিবাধা যাহা হ'তে,
সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণ-প্রিয়া
কৃষ্ণ-ভক্তি তাঁর হিয়া,
সেবকের সেই সে বৈভব॥"

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমুখে কেশব কাশ্মীরি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকেও উপদেশ করিয়াছিলেন—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥"

ভিক্ষা কেন করব?

(শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

গৌড়ীয় মঠের যেন সবই উল্টা, এমন্ জগৎ ছাড়া ব্যাপার কোথাও দেখি নাই। একি ব্যাপার, আমি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ছ' দশ জনে মানে, চিনে কিনা ভিক্ষা করব? না হয় উঁহাদের কথাগুলি ভাল লাগায় উঁহাদের নিকট আসিয়াছি তা' বলে ভিক্ষা কেন করব? ভিক্ষার উদ্দেশ্য 'ত উদর ভরণ—তার কি আর অন্য উপায় নাই? যদি বলেন, বাহিরের কাজ ক'রলে হবে না, তা মঠে বসিয়াও ত অনেক কার্য্য করতে পারা যায়। আমি একজন সমর্থবান পুরুষ না পারি কি—অবশ্য রৌদ্রে খাটা অভ্যাস নাই, তা দু-দিন খাটলেই অভ্যাস হয়। আর রোদে খাটা না হ'ক কি, হট হট করে এর দুয়ারে, তার দুয়ারে বেলা ১২টা, ১টা পর্য্যন্ত খাবিয়া বেড়ান বুঝি ছাড়াতে হয়? ভিক্ষা ছাড়া সব করতে প্রস্তুত আছি, এমন কি মেথরের কাজ পর্য্যন্ত, কিন্তু না কিছুতেই নহে—আমাকে ভিক্ষা করতেই হবে। আমি বললাম—আমি যাহা ভিক্ষা করিয়া আনি তাহা ত আমি মঠে বসিয়া চরকা কাটিয়া বা অন্য কোন কুটীর শিল্প দ্বারা অনায়াসে উহা অপেক্ষা বেশীও উপায় করতে পারি, অথচ এই ঘৃণিত লাঞ্ছিত ব্যাপারটী করিতে হয় না,—তা কিছুতেই রাজী নহে, আমাকে ভিক্ষা করতেই হবে। অবশ্য ভিক্ষা কি আর জীবনে করি নাই, তা অনেক করেছি সে যে দশের বা দেশের জন্য তা হ'তে লোকে সম্মানই করে বাহবা দেয় আর এ যে ঘৃণিত উদর ভরণের জন্য, লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারা যায় না—বলুন তো কোন ভদ্রলোকের ছেলে ইহাতে প্রস্তুত আছে? এইরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া যখন মঠ হইতে পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছি, তখন না জানি আমার পূর্ব্বার্জ্জিত কোন সুকৃতি ফলে হটাৎ একদিন মনে হইল, এ মঠে আমিই যে, একমাত্র শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে আছি এমত ত নহে, আমা অপেক্ষা আরও উচ্চ শিক্ষিত অনেক ভদ্রলোকের ছেলে ত রয়েছেন, তাঁরা ত দেখছি—আমার মত এরূপ অস্থির চিত্ত নন্ বেশ নিবিষ্ট-চিত্তে ভিক্ষাদি কার্য্য করিতেছেন, আমিই বা কেন এমন অশান্ত হইতেছি। যখন প্রভুপাদের ইহাই আদেশ তখন নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে, নচেৎ এমন একার্য্যের তিনি কখন অনুমোদন করিতেন না। এই চিন্তালোক যখন আমার হৃদয়ে আসিল, তখন উহা একটু শান্ত ভাব ধারণ করিল ও তারপর প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণের সহিত ভিক্ষায় বাহির হইয়া ভিক্ষার যে চমৎকারিতা ও উপাদেয়তা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা আজ পাঠক মহোদয়গণের সমীপে একটু আবটু নিবেদন করায় এ অধমের এই লেখার উদ্দেশ্য। অবশ্য যোগ্যতা অভাবে আমা হেন মুখের ভিক্ষার সম্পূর্ণ উপাদেয়তা প্রকাশ অসম্ভব, তবে শ্রীগুরুদেব যে টুকু বলান তাহাই বলিতে প্রয়াস পাইব।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

আমরা যে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া লোকই বলিয়া থাকি—যে মহাপ্রভুর শিক্ষানুশীলন করিতে হইলে উপরোক্ত-গুণ-চতুষ্টয়ের অধিকারী হইতে হয়। অতএব যে হরি ভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণ, ভিক্ষা ছাড়া ঐ গুণগুলি অর্জ্জন করিবার অন্য উপায় কিছু আছে কি? বোধ হয় নাই। যদি থাকে "নদীয়া প্রকাশে" জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব ও অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিব। তবে যদি বলেন—গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের ঐ গুণগুলি আছে কি না, তাহা পরীক্ষাস্থলে বিচার করা যাইবে, উপস্থিত বক্তব্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিলে ঐ গুণচতুষ্টয় লাভ করা যায় কি, না। আমি ত আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে অন্য উপায় দেখিতেছি না। এখন বিবেচ্য, ভিক্ষা দ্বারা ঐ গুণগুলি আমরা কি উপায়ে অর্জ্জন করিয়া থাকি। গুণ কয়টী কি,—(১) তৃণের মত সুনীচ (২) তরুর মত সহিষ্ণুতা (৪) মানদত্ব অর্থাৎ অপেক্ষা সকলেই মানী

আমার যখন ভিক্ষায় বাহির হইতে হয়, তখন ছড়, ইতর, ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের কাছেই যাইতে হয়, কিন্তু আমার মত বিশালকায়, হস্তপদাদিবিশিষ্ট, সমর্থবান্ ব্যক্তি যখন ভিক্ষার্থী হইয়া বাটীর দরজায় উপস্থিত হয় তখন তাহাকে তাঁহারা কিরূপ সম্মানের সহিত আদর অভ্যর্থনা করেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। তা'হলে এখন বলুন দেখি, আমাকে কতখানি হারাইয়া ফেলিলে, কতখানি অমানী ভাবিলে, কতটা সহ্যগুণ থাকিলে, অপরকে কতটা মানদ ভাবিতে পারিলে এবং আমার নিজ প্রভুর আদেশে কতটা নির্ভরতা থাকিলে ঐরূপ সকলসাধারণের ঘৃণার ও উপেক্ষার পাত্র হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করা—অবশ্য একদিনে যদি আমি সকলগুণধার হইতে পারিতাম তা'হলে দ্বিতীয় দিন শ্রীগুরুদেব আর পাঠাইতেন না, কিন্তু এই গুণগুলি একদিনে আসিবার নয় বলিয়া, প্রতিদিন নূতন নূতনজ্ঞান অর্জ্জনের জন্য আমাকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হয়। ভিক্ষার আর একটী তাৎপর্য্য এই যে, ভিক্ষাচ্ছলে গৃহস্থদের বাটীতে যাইয়া ভগবদ্‌বিষয় আলোচনা করা ও তাঁহাদের ও হরিভজনই যে জীবনের একমাত্র কৃত্য তাহা উপলব্ধি করান। অবশ্য এভারটী যাঁহারা অন্তর্মুক্ত তাহাদের উপরেই আছে, আমার মত অধমের উপর নাই। আমার ভিক্ষার বাহির হওয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন অর্থাৎ গুরুসেবা—আমার সেবা-প্রবৃত্তির পরীক্ষা। আর যখন গুরুসেবা করিব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় করিয়াছি, তখন 'ভিক্ষা করব কেন' বলিলে কি সে অঙ্গীকার রক্ষা হবে? অতএব আমাকে ভিক্ষা করিতেই হইবে এবং যদি নিষ্কপটে করি তা'হলে ইহার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব। ধন্য শ্রীগুরুদেব, ধন্য তব মহিমা, এ অধম পাষণ্ডের পাষণ্ডতা তুমি যেন চিরদিন এইরূপ দৃঢ়ভাবে সহিত চূর্ণ করিতে থেকো, কখনও যেন ঢিল না হয়, এ দীন দাসানুদাসের ইহাই একমাত্র কাতর প্রার্থনা।

ভিক্ষা দ্বারা ভিক্ষাদাতাগণের মঙ্গল কিরূপ সাধিত করা হয় ৯৯ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে মদ্‌লিখিত "ভিক্ষা" প্রবন্ধ পাঠে আশা করি আপনারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিরাট্ বিরহ-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা
১৩।৭।৩৬।

বিগত ২২শে আষাঢ় শনিবার অত্রস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ-সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক 'সুমেধাতিথি' বা বিরহ মহোৎসব পরম ভাগবত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর বিশেষ তত্ত্বাবধানে বিপুল সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবকালে শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দের অরুণোদয় কীর্ত্তনসমাগমান্তে লায়েকডিহি নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত পটলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডুমুরকোন্দা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল গোস্বামী মহাশয় তানলয়-সংযুক্ত কীর্ত্তনে উৎসবে সমাগত সুধীমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মানবাজের বেঙ্গল সাব-ইন্‌স্পেক্টার, মানবাজের এ-এস-এম শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, কালুবাথানের এস-এম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ অধিকারী ও নেতুরিয়ার হেডমাষ্টার এবং হেড-পণ্ডিত মহাশয়, চিরকুণ্ডা হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুহ বি, এ, শ্রীযুক্ত দীননাথ গড়াই ও নিশাচটি নিবাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ চন্দ্র মহোদয় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সাধারণ লোকও অনেক ছিলেন। প্রায় ৮৫ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে মহা-সংকীর্ত্তনের পর ভক্তগণ নানা বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান গৌরসুন্দর ও তাঁহার প্রিয় পার্ষদ মুক্তমুক্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়গানে সমস্ত মঠ মুখরিত হয়। পরে বেলা ৩টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ৫ ঘণ্টা কাল সাধনং শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভু তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যপূর্ণ প্রাঞ্জল অথচ ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচার মুখে আচার-বৈশিষ্ট্য তথা সুমেধা তিথ মাহাত্ম্য ও তদারাধনার আবশ্যকতা কীর্ত্তন-মুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদানুগত্যে নামাপরাধশূন্য নামসংকীর্ত্তনই যে কলির একমাত্র পরম উপায়, উহাই যে জীবের একমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, তাহা অত্যন্ত আবেগভরে কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীপাদ ভক্তিগুণাকর প্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তময় কীর্ত্তনদ্বারা পরলোক-হৃদয়, কর্ণের অপূর্ব্ব ক্ষমতা দর্শনে আনন্দাপ্লুত হইয়া শত কণ্ঠে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া ছিলেন। অতঃপর সন্ধ্যারতিকের পর কালুবাথানের ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় সুললিত কণ্ঠে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহোৎসব মহোপলক্ষে লিখিত [illegible] স্বর-তানলয় সংযুক্ত করিয়া পাঠ করেন। রাত্রি ১০॥১১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের পর সমবেত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। [illegible] ভক্তিগুণাকর প্রভুর আদর আপ্যায়নে ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন শ্রবণে উৎসবে সমাগত সজ্জনগণ সকলেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যাদির-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮্
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২্
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।১
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে;

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তিনি স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পুরুষ এবং স্বভাবতঃ অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন। ইচ্ছাময় চৈতন্যই বস্তু; শক্তি তাঁহার ধর্ম্ম সুতরাং স্বতন্ত্র বস্তু নহে। পর তত্ত্ব-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সম্বিৎ, সন্ধিনী এবং হ্লাদিনী—এই চিচ্ছক্তিত্রয়ের শক্তিমত্ত্ব; তিনিই অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত পুরুষ। শক্তিই বিভু-চৈতন্যের বৈভব। অনন্ত-বৈভবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্বয় তত্ত্ব। আমরা ইতঃপূর্ব্বে 'পরমার্থ-তত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি যে, 'ব্রহ্ম' শ্রীকৃষ্ণের প্রভা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ। সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত আংশিক আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণই ইচ্ছা ও শক্তিসম্পন্ন, পূর্ণ-চৈতন্য ইচ্ছাময় পুরুষ, এবং সর্ব্বদা সত্য-সঙ্কল্প।

আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

শ্রীভগবান্—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ। এই গুণগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। যাহাতে অঙ্গগুলি যুক্ত থাকে তাহাকেই অঙ্গী বলা হয়; যেমন বৃক্ষ অঙ্গী, তাহার শাখা প্রশাখা অঙ্গ; শরীর অঙ্গী, হস্তপদাদি অঙ্গ। ভগবানের চিন্ময়-বিগ্রহের শ্রীই অঙ্গী, অপর গুণসমূহ অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ—এই তিনটী অঙ্গ। যশঃ হইতে বিস্তৃত জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গকিরণরূপে প্রতীয়মান, কারণ উহারা গুণের গুণ,—স্বয়ং গুণ নহে। নির্ব্বিকার জ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম চিন্ময় বিগ্রহের অঙ্গকান্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নহেন—শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ত্ব। অগ্নির প্রকাশ গুণ স্বয়ং সিদ্ধ-তত্ত্ব নহে—অগ্নির স্বরূপাশ্রিত গুণ-বিশেষ।

ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য—এই গুণদ্বয়-ব্যাপ্ত হইয়া তিনি সমস্ত মায়িক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ এক অংশে বিষ্ণুরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট। ভগবান্ এক অংশ হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণ, যথা—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
(বৃহদারণ্যক ৫।১)

অর্থাৎ ঐ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ অবতার—উভয়ই পূর্ণ (সর্ব্বশক্তিসমন্বিত); পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার লীলা-বিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হন। লীলাপূর্ত্তির জন্য পূর্ণ অবতারের পূর্ণ-স্বরূপকে আপনাতে গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণ অবতারী অবশেষ-রূপে বর্ত্তমান থাকেন, কোনরূপেই পরমেশ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না।

অতএব পূর্ণ স্বরূপ, জগৎ-প্রবিষ্ট, জগৎপাতা বিষ্ণুই পরমাত্মা, কারণোদক, ক্ষীরোদক ও গর্ভোদকশায়িরূপে তিনি ত্রিরূপযুক্ত চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী কারণ-সমুদ্র বা বিরজা; তাহাতে স্থিত হইয়া ভগবদংশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু হইয়াছেন। তিনি দূর হইতে মায়াকে দৃষ্টি করিয়া মায়া দ্বারা সৃষ্টি করাইয়াছেন। যথা—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
(গীতা ৯।১০)

বেদ-বাক্য—"স ঐক্ষত" (ঐত ১।১); "স ইমান্ লোকান্ অসৃজত" (ঐত ১।১।২)

মায়া-প্রবিষ্ট ঈক্ষণ শক্তিই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু। সেই মহাবিষ্ণুর চিদীক্ষণগত কিরণ পরমাণুসমূহই বদ্ধজীবনিচয়। প্রত্যেক জীবের হৃদয়গত অঙ্গুষ্ঠমাত্র ক্ষীরোদশায়ী হিরণ্যগর্ভাখ্য ঈশ্বর ও জীব—একত্রাবস্থান অবস্থায় "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (শ্বেঃ ৪।৬) প্রভৃতি শ্রুতিবচনানাদিষ্ট পরমাত্মা ও জীব—এই দুই পক্ষীর মধ্যে ঈশ্বররূপ পক্ষী কর্ম্মফলদাতা এবং জীবরূপ পক্ষী তদ্-ভোক্তা।

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত্ব

ভগবান্ সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর। ঐশ্বর্য্যপর প্রকাশে তিনি মহাবিষ্ণুর অংশী পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ, ঐশ্বর্য্য-বিলাসে ভগবৎ-তত্ত্ব নারায়ণ ভাবে পরিলক্ষিত। মাধুর্য্যপর প্রকাশে তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই সমুদয় মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা মাধুর্য্য তাঁহাতে এত প্রবল যে, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সেখানে মাধুর্য্যের মধুর-কিরণে আচ্ছাদিত, সিদ্ধান্তস্থলে নারায়ণে ও কৃষ্ণে ভেদ নাই, কিন্তু চিজ্জগতের রসাস্বাদনস্থলে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রসের আধার এবং স্বয়ং রস হইয়া পরম উপাদেয় তত্ত্ব। অতএব বেদ বলেন—

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ
পথিভিশ্চরন্তম্।
সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি-
ভুবনেষ্বন্তঃ॥
(ঋগ্বেদ ১.২২।১৬৪।৩১)

দেখিলাম এক গোপবালক, তাঁহার কখনও পতন নাই। তিনি কখন নিকটে, কখন দূরে—নানা পথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখনও বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ বিশ্বসংসারে প্রকটাপ্রকট লীলা বিস্তার করিতেছেন। (পাঠকবর্গকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই গোপবালকই শ্রীকৃষ্ণ)

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে (ছান্দোগ্য ৮।১৩।১)

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র-স্বরূপ শক্তির নাম শবল। শ্রীকৃষ্ণ-প্রপাত্তক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনী-সার-ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সার-ভাবের আশ্রয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরে প্রপন্ন হই।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ যে আর কেহ নাই তাহা তিনি স্বয়ং স্বমুখে "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (গীতি ৭।৭)—এই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্ব-বেদ-প্রতিপাদ্য-তত্ত্ব তৎসম্বন্ধে তিনি গীতায় বলিতেছেন—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতি-জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥
(গীঃ ১৫।১৫)

আমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত। আমা হইতে জীবের কর্ম্ম-ফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের অপগম ঘটিয়া থাকে। আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্ সমস্ত বেদান্ত-কর্ত্তা বেদার্থবিৎ।

গোপাল তাপনীতে (পূর্ব্ব ২১) উক্ত হইয়াছে "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজীব ও সর্ব্বদেববন্দ্য। তিনি অদ্বয়জ্ঞান হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে বহু প্রকাশ ও বিলাস-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণই যে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ, তিনিই যে স্বয়ং অনাদি এবং সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্ব-কারণের কারণ তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা (৫।১) বলিতেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব-কারণ-কারণম্॥

শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ তৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮) বলিতেছেন—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্
স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার এই সকল অবতার দৈত্যাদিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতি যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; তিনি অবতারগণের মূল পুরুষ আদ্যপুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি।

বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী

অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ
পতিব্রতা।
রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধা বেশ্যা
তপস্বিনী॥

অর্থাৎ তস্কর চৌর্য্যকার্য্যে অক্ষম হইলে 'সাধু' হয়, রমণী রূপহীনা হইলে 'পতিব্রতা' হয়, মনুষ্য রোগী হইলে 'দেবতার প্রতি ভক্তিমান্' হয় এবং বেশ্যা বৃদ্ধা হইলেই 'ধর্ম্মানুরাগিণী' হইয়া থাকে।

'বেশ্যা' অর্থ—বেশ-রূপ, অর্থাৎ যে বেশ-ভূষাদিতে আসক্ত অথবা বেশ-ভূষাদি দ্বারা অন্যকে মুগ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে অর্থাৎ বারনারী। বেশ্যার অপর একটী নাম—রূপাজীবা।

বেশ-ভূষাতে আসক্তি সকলেরই অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া গেলেও 'বেশ্যা' শব্দে বারনারীকেই উদ্দেশ করে। ইহাদের কার্য্য নিজ রক্ত-মাংসাস্থিময় শরীরকে নানারূপে সাজাইয়া, দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করা এবং তদ্দ্বারা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ ও অর্থ-সংগ্রহ করা। এইরূপে যৌবনকাল ও প্রৌঢ়াবস্থা অতীত করিয়া যখন কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ে, তখন ইহকাল, পরকাল চিন্তা করিবার কতকটা অভিনয় করে। মৃত্যুকাল যতই ঘনাইয়া আসে, ততই দেহের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া কিরূপে আর কিছুদিন ভোগ করিতে পারিবে, তাহার চেষ্টা করে এবং সারাটী জীবন ধরিয়া যে পাপ-কার্য্যে লিপ্ত ছিল, সেই পাপের বোঝা লইয়া কিরূপে যমদ্বারে উপস্থিত হইবে, না জানি পরিণামে কি ভীষণ শাস্তি-ভোগ করিতে হইবে,—এই সমস্ত চিন্তা আসিয়া তাহাকে যখন ব্যাকুল করিয়া তুলে, তখনও কোনরূপ যমালয়ে শাস্তির পরিমাণ কিছু হ্রাস করিবার জন্যই তপস্যার অভিনয়।

উপরি-উক্ত প্রবাদ-বাক্যটী আপাত-দৃষ্টিতে বারাঙ্গনাকে লক্ষ্য করিলেও উহার একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। তাহা এই,—বারাঙ্গনা যেরূপ বেশ-ভূষা করে, ইতর সাধারণ সকলেই সে রূপ অনিত্য-রূপের মোহে-মুগ্ধ হইয়া তাহাকে চিরকাল বজায় রাখিতে পারে, তাহার চেষ্টা করে। বেশ্যা যেরূপ অর্থের নিমিত্ত বহু পতির-সেবা করে, আমরাও তদ্রূপ বহু পতির-সেবা করি অর্থাৎ নিজ স্বার্থ-

বলে, নানা কামনাযুক্ত হইয়া একমাত্র অপরের [illegible] সর্বদা [illegible] নিত্য পতি শ্রীকৃষ্ণ [illegible] পৃথক পৃথক [illegible], [illegible] স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইবার [illegible] কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী [illegible] নিকট [illegible], যাহাই কেন [illegible] না, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য [illegible] করে না, আমরা [illegible] সুখ, দুঃখ [illegible] যে কোন অবস্থাই হউক না কেন [illegible] শ্রীকৃষ্ণসেবা-উদ্দেশ্য [illegible]। এইরূপে সমস্ত জীবন [illegible] করিয়া যখন সাংসারিক কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ি, যখন ইন্দ্রিয় শিথিল, চক্ষু [illegible] ক্ষীণ, কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যে অসামর্থ্য, কর্মেন্দ্রিয়গণের কার্য্যে অনিচ্ছা, অবসাদ আসে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের জ্ঞান [illegible] হ্রাস হয়, তখন [illegible] কি যে অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনাতীত। সেই সময় আমরা সাংসারিক কার্য্য করিতে না পারিয়া হরি-সেবা করিতে অগ্রসর হই। [illegible] যে সব ইন্দ্রিয় প্রাকৃত জগতে [illegible] প্রাকৃত কার্য্যেই অসমর্থ, তাহারা অপ্রাকৃত অলোকিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত, অতিমর্ত্ত্য বস্তুর সেবা করিবে কিরূপে?

তথাপি আমরা এরূপ করি কেন? তাহার কারণ, যে পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজনগণের সেবাই আমার একমাত্র ব্রত ছিল, আমার জীবনব্যাপী প্রাণপাত-সেবার বিনিময়ে আমি তাহাদের নিকট হইতে কেবল ঘৃণা, উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা লাভ করি বলিয়া অথবা [illegible] হইলে আর তখন আমাকে তাহাদের [illegible] উপকারের স্মরণ করিয়া আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা-সহকারে কিছু করে না, [illegible] আমার মৃত্যু হয়, আমি [illegible] বাধাই [illegible]। ইহলোক [illegible] তাহাদের সকল বাধাই দূর হয়, [illegible] হইয়া পড়ে। কায়মনোবাক্যে যে [illegible] করিয়া আমি অতএব আশা [illegible], আমাকে [illegible] অবস্থায় [illegible] পুত্রের অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া অবশিষ্ট [illegible] কাটাইবার জন্য ভগবানের [illegible] করিতে [illegible]। তাই [illegible] দেখা

মায়াবাদান্তর্গত 'অনুভূতি'-বাদের সমালোচনা

(শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

অনুভূতিকে নির্বিশেষ বলিয়া সেই [illegible] বলে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়া মায়াবাদী [illegible] ব্রহ্মের [illegible] প্রদান করিয়াছেন। 'অনুভূতিকে কখনও নির্বিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে না, সুতরাং সেই অনুভূতির দোহাই দিয়া ব্রহ্মকে নির্বিশেষ অনুমান করা সঙ্গত নহে। মায়াবাদী যেরূপ দেয়ালের পশ্চাতে [illegible] কেবল গোময়গোমি বা [illegible] পুষ্প [illegible] স্বীয় [illegible] কল্পনার ক্রীড়নকে পরিণত করিবার বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, অনুভূতির তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কোন বস্তু নির্বিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে কি না, প্রথমে তাহাই প্রতিপন্ন হউক, তবে তাহার বলে অন্য কিছু নির্বিশেষ নির্ণীত হইতে পারিবে। যাঁহারা নির্বিশেষ মানিবার পক্ষে বিলক্ষণ আবদার ধরেন, তাঁহাদের মতে নির্বিশেষ বস্তু থাকার বিষয়ে কোন প্রমাণ থাকিলে চলিবে না। কারণ বস্তুটি থাকার কিছুমাত্র প্রমাণ থাকিলে অমনি তাহা নির্বিশেষ না হইয়া সবিশেষ হইয়া পড়িবে।

সুতরাং মায়াবাদীর এই মধুর যুক্তিটির বলে, শশশৃঙ্গ, অশ্বডিম্ব কিম্বা আকাশ-কুসুমই সর্বোৎকৃষ্ট নির্বিশেষ বস্তু বলিয়া নির্ণীত হওয়া আবশ্যক হইতেছে। কারণ ঐ বস্তুগুলি যে সর্বপ্রকার বিশেষ-রহিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই! উহারা সর্বপ্রকারে [illegible] বলিয়াই উহাদের কোন প্রমাণের অপেক্ষাও নাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি কোনপ্রকার প্রমাণ আছে, তাহাদিগের কেহই অশ্বডিম্বাদির অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে সক্ষম নহে বলিয়াই উহা নির্বিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে সুতরাং অনুভূতি অথবা ব্রহ্মকে নির্বিশেষ প্রতিপন্ন করিতে হইলে, এই সরল [illegible] যুক্তিটির আবিষ্কর্তা মহাশয়দিগের মতে অনুভূতি বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রমাণ না থাকিলেই তবেই তাহা নির্বিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারিবেন। অর্থাৎ ইঁহাদিগের মতে অনুভূতি বা ব্রহ্ম অশ্ব-ডিম্বাদির (!) ন্যায় বস্তুবিশেষ, ইহার নামই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ, বা শূন্যবাদ, মায়াবাদি-সম্প্রদায় কি প্রকার বৌদ্ধমতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন ইহাতে বেশ বুঝা যায়। বৌদ্ধগণ যেমন একটা শূন্য, স্বভাব স্বীকার করেন কিন্তু সেই শূন্যতা থাকার কোন প্রমাণ স্বীকার করেন না, কারণ শূন্যের প্রমাণ থাকিলে তাহা শূন্য না হইয়া বস্তু পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায় এবং বস্তুর নিস্তার নাই, সেই হেতু অনুভবাত্মক মাত্র শূন্যই স্বীকার্য্য, মায়াবাদী বলিতেছেন—নির্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য তাহা কোন প্রমাণের দ্বারা [illegible] হইতে পারে না; ব্রহ্মবস্তু কোন প্রমাণের [illegible] হইলেই তিনি সবিশেষ হইয়া পড়িবেন, ব্রহ্ম মাত্র অনুভূতি সিদ্ধ।

আরও বড় বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সমগ্র জগতের সুধিগণ কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন না কোন প্রমাণ না পাইলে সেই বস্তুর সত্তাসম্বন্ধে যেখানে সন্দিহান হওয়াই উচিত মনে করেন, সেস্থলে এই শূন্যবাদীর জ্ঞাতিদের সম্প্রদায় মায়াবাদ প্রচারক মহামতিগণ 'নবাণাং মাতুলক্রমঃ' ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মসত্তায় প্রমাণাভাবকেই ব্রহ্মসত্তার অকাট্য প্রমাণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

তবে অনুভূতিপক্ষের মহানুভবগণ হয়ত বলিবেন যে, অনুভূতি স্বানুভবসিদ্ধ বলিয়া অনুভূতি নিরূপণ করিবার জন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হয় না। স্বানুভবসিদ্ধ বলিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোন প্রয়োজন নাই একথা বলিলে বক্তার চক্ষু অগ্রে [illegible] বিজ্ঞান মতের সহিত [illegible] চিকিৎসা পথ্য এবং মস্তকে মাথমের [illegible] লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়া তৎপরে প্রকৃতিস্থ হইলে আবার আলোচনা করা যাইতে পারিবে।

প্রকৃত কথা এই যে, অনুভব যে রূপেই হউক না কেন, তাহাতে 'ইদংস্বাদ' সংক্রান্ত বিশেষ থাকেই, 'ইদমহমদর্শম্'— অর্থাৎ ইহা মৎকর্তৃক দৃষ্ট হইল, এইরূপ অনুভূতি যে সবিশেষ, তাহা বলাই বাহুল্য।

যদি পূর্বোক্ত ব্যক্তির যুক্তিবলে অনুভূতিকে নির্বিশেষ প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, অন্য বিশেষ বা ধর্ম্মান্তরের ব্যাবৃত্তি অথবা নিরাসও কোন বিশেষ বস্তু দ্বারাই হইতে পারে, নির্বিশেষ বস্তুদ্বারা কিছুতেই হইতে পারে না। নির্বিশেষ দ্বারা অন্য কিছুর ব্যাবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, নির্বিশেষের নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ থাকিয়া যায়।

যদি বলেন,—'নেতি' 'নেতি' বিচার দ্বারা বাছিতে বাছিতে সমুদয় অব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাই ব্রহ্ম, তাহা হইলেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে সন্দেহই থাকিয়া যায়।

এতৎপ্রসঙ্গে একটী কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে—আচ্ছা বলুন দেখি, বিশেষ সমুদয় অথবা ধর্ম্মসমূহ না থাকাই কি ব্রহ্মে বাস্তব স্বভাব?

যদি বলেন যে, বিশেষ সমুদয় অথবা ধর্ম্মসমূহ না থাকাই ব্রহ্মের বাস্তব স্বভাব, তাহা হইলে ব্রহ্মে বিশেষ সমুদয় বা ধর্ম্ম-সমূহ না থাকার স্বভাবটী যখন নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বা নির্দ্ধর্ম্মক স্থাপন করিবার সুযোগ আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে।

কারণ, এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহা ব্রহ্মের স্বভাব অর্থাৎ স্বভাব বলিয়া যাহা ব্রহ্মে রহিয়াছে তাহাই ব্রহ্মের ধর্ম্ম। অতএব দেখা যাইতেছে মায়াবাদী এইরূপ বিচার দ্বারা ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বা নির্দ্ধর্ম্মক প্রতিপন্ন করিতে পারেন না।

অতঃপর অন্য এক প্রকার বিচার করিয়া দেখা যাউক। আচ্ছা বলুন দেখি, নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ দ্বারা অথবা অনুভব দ্বারা হয় কি না? এবং যদি অনুভব দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধী ঐ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে যে অনুভব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইতেছে, সেই অনুভবটি কি ব্রহ্মের নিজের অথবা অন্য কাহারও?

ইহার উত্তরে যদি বলেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মসম্বন্ধী যে জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষাদি দ্বারা জন্মে, তাহা হইলে যাবতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক [illegible] আপনাদিগের মতানুসারে চরিত্র চপল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া অপ্রমাণ হইয়া যাইবে এবং যদি বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি দ্বারা জন্মে না, তাহা হইলে একটু প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন এইরূপ নির্ণয়বিশিষ্ট মায়াবাদ প্রকৃত বৌদ্ধের শূন্যবাদে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে কি না?

কারণ, শব্দ, নির্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান বোধগম্য করাইতে পারিবে না একথা পরে ভাল করিয়া বলা যাইবে।

পূর্ব্বপ্রশ্নের শেষাংশে যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—অনুভব দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই অনুভবটি ব্রহ্মের নিজের বা অন্য কাহারও? ইহার উত্তরে আপনারা অবশ্যই একথা বলিতে পারিবেন না যে, অনুভব দ্বারা ব্রহ্ম-সম্বন্ধী যে জ্ঞানটী হয়, সে জ্ঞানটি ব্রহ্মের নিজের হয়। কারণ, আপনারাই ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, কোন কিছুর কর্ম্মত্ব ও কর্তৃত্ব, একত্রভাবে হইতে পারে না। যদি বলেন যে, ব্রহ্মের ঐরূপ জ্ঞান অপরের অনুভব দ্বারা হইতে পারে তাহা হইলে সেই অপর আপনাদিগের মতানুসারে জড় বলিয়া আখ্যাত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শব্দ নির্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান বোধগম্য করাইতে পারে না, শব্দ সবিশেষ বস্তুর নিরূপণক্ষম। কারণ শব্দের প্রবৃত্তি পদ, বাক্য এবং সম্বন্ধ দ্বারাই হইয়া থাকে। যদি জ্ঞেয় বস্তুর কোন সম্বন্ধ বিশেষ না থাকে, তাহা হইলে শব্দ সেই বস্তুর জ্ঞান করাইয়া দিতে পারে না। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগকেই পদ বলে। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়াতেই পদ কোন বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করে।

অর্থের ভেদ হইলে পদেরও ভেদ হইয়া থাকে কিন্তু বাচ্যবস্তুর পরিবর্ত্তন হইলে শব্দ ও অর্থ, উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

অতএব 'রাম' 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি পদ কোন বিশেষযুক্ত বস্তুরই নিরূপণ করিয়া থাকে, নির্বিশেষ বস্তু নিরূপণ করিতে পারে না। কতকগুলি পদের সংযোগে বাক্য হয় এবং

সেই, বাক্যও নানা পদার্থের সম্বন্ধবিশেষ নিরূপণ করে, অতএব বাক্যও সম্বন্ধাদি বিশেষ রহিত কোন বস্তু নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে। বাক্য সবিশেষ বস্তুরই নিরূপণ করিয়া থাকে সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তু বা তাহার অনুভূতি (এই অনুভূতি ও সংস্কার জ্ঞানেরই নামান্তর) বিষয়ে শব্দও প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার উপযুক্ত নহে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ স্বয়ংই বিশেষ যুক্ত, যদি উহা নির্ব্বিশেষ হইত তাহা হইলে উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মিত। সর্ব্বপ্রকার অনুভব কোনরূপ বিশেষযুক্ত হওয়াই নিয়ম, যে কারণ সবিকল্প ও নির্বিকল্প, উভয় প্রকার প্রত্যক্ষই সবিশেষবিষয়ক অর্থাৎ কোন বিশেষযুক্ত বস্তুকেই গ্রহণ করাইয়া দেয়। সুতরাং কোন প্রত্যক্ষই নির্ব্বিশেষ অনুভূতির অথবা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ হইতে পারে না। মায়াবাদী যদি অপর প্রমাণ চতুষ্টয়ের কোন একটীকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেই নির্ব্বিশেষ অনুভূতির প্রমাণরূপে প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হয়েন, তাহা হইলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। কারণ প্রমাণ যে কোন প্রকারের হউক না কেন, তাহাদ্বারা কিঞ্চিদ্বিশেষযুক্ত প্রমেয়েরই বোধগম্য হইবে। একান্ত নির্বিশেষ বস্তু বোধগম্য করাইয়া দেওয়া কোন প্রমাণেরই সাধ্য নহে অতএব নির্ব্বিশেষ অনুভূতি অথবা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নিরূপণ প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া প্রতিপাদিত না হওয়ায় ব্রহ্ম সবিশেষ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইতেছেন।

কেন আর বর্ণ অভিমান

আমরা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া অভিমান করি। শুধু উচ্চবংশে জন্মিয়াই অভিমান করি, তাহা নহে; অনেকে কেন, প্রায় সকলেই নীচ বংশে জন্মিয়াও আপনাপন জাত্যাভিমান—বর্ণাভিমান ছাড়ি না। কেহ বা সিদ্ধ ভক্তবংশে জন্মের একটি দাবি করি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণাভিমান লইয়া সকলেই সারাজীবন ব্যস্ত থাকি। বর্ণের দোহাই দিয়া বর্ণই আমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিবে বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু ইহা আমাদিগের মধ্যে অনেকেরই জানা নাই যে, পাতকী হইয়া মরিলে যমদূতে লইয়া যাইবে। সেখানে জাতি বা বর্ণের কোনও সম্মান নাই। কর্ম্মের তারতম্য হিসাবে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মুচি, মেথর, মুদ্দাফরাস, সকলকেই এক সঙ্গে নরকে থাকিতে হইবে। জন্মান্তরে সকলের জন্যই সমান বিধান। ইহা বুদ্ধিমান মাত্রেই অবগত আছেন; কেবল জানে না মায়াবাদের দল।

নিরপেক্ষ বিচারক যমরাজের তুলা বিচারে বর্ণের উচ্চনীচ হিসাবে একটু উনিশ বিশ হবার উপায় নাই। তাই বর্ণাভিমানী আমাদিগের জন্য ত্রিকালজ্ঞ ঋষিপ্রবর বৈষ্ণবাচার্য্য মহাজন গাহিয়াছেন—

"ওরে কেন অভিমান, লয়ে তুচ্ছ বর্ণ মান,
মরণ অবধি যার মান।
উচ্চ বর্ণ পদ ধরি, বর্ণান্তরে ঘৃণা করি,
নরকের না কর সন্ধান॥
সামাজিক মান লয়ে, থাকহ বিপ্র হয়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হয়ে, বিবাদ জাহাজ লয়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথা-শক্তি,
তোমায় ভাগবত পাবে স্থান।
সার্থক হইবে তব সর্ব্বলাভ ইহামুত্র,
সেবক করিবে স্তুতিগান॥

রথযাত্রায়

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

পুরী, ৮।৭।২৯

অদ্য রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা পুরীস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ বেলা ১টার সময় বিপুল সংকীর্ত্তনবাহিনী-সহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে গুণ্ডিচা মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য বাহির হন। তাঁহারা মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় দুই ঘটিকার সময় রথাগ্রে উপস্থিত হন এবং তথায় প্রায় একঘণ্টা কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীবলদেব স্বীয় বিচিত্রকারুকার্য্যখচিত অতি মনোরম রথে আরোহণ করেন, তাহার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবী স্বরথে রথারোহণ করেন এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীশ্রীজগদীশ স্বীয় সুরম্য রথারোহণ করেন। ইহার পর সর্ব্বপ্রথম বলদেবের রথ গমন করিতে থাকে, তৎ পশ্চাৎ সুভদ্রাদেবীর রথ যাইতে থাকে। তৎপর শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ চৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত গীতি গান করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে সুন্দরাচলে লইয়া যান।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠ

হেরাপঞ্চমী ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীবিজয়

শ্রীভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব মহোৎসব

পুরী ১২।৭।২৯

গত রবিবার আষাঢ় ২৮শে জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপঞ্চমীর হেরাপঞ্চমী দিবস ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব মহোৎসব শ্রীশ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের নীলাচল শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে যথাবিধি মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয় কীর্ত্তন হয়। দ্বিপ্রহরে চর্ব্ব্য চূষ্য-লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ বিচিত্র দ্রব্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীবিনোদ মাধবজীউর ভোগরাগ হয়। তৎপর সমাগত ভক্তবৃন্দকে সেই অপূর্ব্ব স্বাদ-যুক্ত মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। মহাপ্রসাদ সম্মানের সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকলে যাহাতে আকণ্ঠ পূরিয়া প্রসাদ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করেন। সর্ব্বত্রই দীনহীন কাঙ্গালের দল আর "মহাপ্রসাদ সেবনে হয় দুঃখ প্রশম জয়"—এই আবেগময়ী ধ্বনি! শুধু এই দিবসে নহে—দুই মাস ব্যাপী উৎসবের প্রথমেই স্বামিজী অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে পরিতৃপ্ত হইয়া বেলা মহাপ্রসাদ সম্মান করিবেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয় এবং স্বামিজী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠ

মহোৎসব প্রসঙ্গ

পুরী, ১১।৭।২

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের গত ২৬শে আষাঢ় বুধবার কটক মঠের মহোৎসবের আয়োজনার্থে তথায় যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট মহোদয়ের আগ্রহে তাঁহাকে উক্ত দিবস কটকে না যাইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠেই অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, বিগত রথযাত্রা-দিবস রথাগ্রে স্বামীজীর সংকীর্ত্তন শ্রবণে রথযাত্রাদর্শকমাত্রেই আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা স্বামীজীকে দেখেন নাই, কীর্ত্তন শ্রবণের পর তাঁহারা দলে দলে আসিয়া স্বামীজীর পরিচয় গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহার প্রধানে সমর্থ এরূপ লোকের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হন।

তিনি বর্ত্তমান সময়ের শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র প্রচারকবর পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপাপাত্র—স্বামীজীর এই পরিচয় পাইয়া সকলে বিস্ময়ের সহিত বলিতে থাকেন—এরূপ বিশ্ব-বিজয়ী মহাপুরুষের শক্তি না পাইলে কি কেহ এরূপ বিশ্ব-প্লাবনকারী সংকীর্ত্তনে সমর্থ হইতে পারেন?

উক্ত বুধবার দিবস স্বামীজী দ্বিপ্রহরের সময় সমাগত ভক্তবৃন্দের নিমিত্ত চতুর্ব্বিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রসাদ সম্মানের সময় মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে চতুর্দ্দিক আপ্লুত হইয়াছিল। উপস্থিত সকলেই বলেন, তাঁহারা জীবনে কখনও এরূপ সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পান নাই।

বিরহমহোৎসব

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া মেদিনীপুর ৭।৭।২৯

স্থানীয় লোকের উৎসাহে গত ৬ই জুলাই শনিবার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব অতি সুষ্ঠুভাবে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। শ্রীপরকৃষ্ণ প্রভু ও বিষ্ণুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সম্মান হয়। প্রায় ৮০০ শত লোক মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

বিরহ মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী কার্য্যালয়

১০।১ হনুমান রোড,
নিউদিল্লী, ৭।৭।২৯

গতকল্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের দিল্লীস্থ কার্য্যালয়ে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে [illegible] প্রসাদ বিতরণ বা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন, হরিলোট প্রভৃতি সদনুষ্ঠান [illegible] হইয়াছেন।

অদ্য কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় হইতে স[illegible] শ্রীশ্রীঠাকুরের [illegible] তিরোভাব-বাসরে স্থানীয় [illegible] সজ্জনকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর [illegible] প্রসাদ [illegible] বিতরিত হইয়াছেন।

ইতি—শ্রীগৌরজন কিঙ্কর

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের অ... আসন সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

২০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দরে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	৫০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৮শে আষাঢ় ১২ই জুলাই শুক্রবার দিবস হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৫ই শ্রাবণ ২১শে জুলাই পর্য্যন্ত এই উৎসব সংকীর্ত্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, নগরসংকীর্ত্তন, দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার, কীর্ত্তন, হরিগোষ্ঠী প্রভৃতি-মুখে নিত্য মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। কটকনিবাসী ও কটকপ্রবাসী বহু শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলী কটককে এরূপ শুদ্ধ-ভক্ত-মুখনিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহলে মুখরিত দেখিয়া আপনাদিগকে বড়ই ধন্য বলিয়া অভিমান করিতেছেন। কটক র‍্যাভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার প্রভৃতি সজ্জন মহোদয়গণের বিশেষ যত্নে ও আগ্রহে কটক মঠের মহোৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। কটকস্থ ভক্তমণ্ডলী উৎসব সুসম্পন্ন করাইবার জন্য নানাভাবে সেবাকার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন

—

গত ১৪ই জুলাই কটক হইতে তার-যোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, ১৩ই জুলাই সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণকে অগ্রণী করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয়-প্রমুখ কটক সহরের বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জনগণ এই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ও এই মহাসংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র ভক্তকণ্ঠ-নিঃসৃত মহামন্ত্রের উচ্চ-সংকীর্ত্তন-রোলে কটক সহর মুখরিত হইয়াছিল। এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন কটক-ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় ঘটনা। যেহেতু এখানকার ছড়াকীর্ত্তনকারিদল প্রায়-কপোল-কল্পিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদোষযুক্ত ছড়া-নাম কীর্ত্তন দ্বারা নামাপরাধেরই আবাহন করিয়া থাকে। তাদৃশ নামাপরাধ কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতা ও কীর্ত্তনীয়া উভয়েই আত্ম-মঙ্গললাভের পরিবর্ত্তে নরকগতি লাভ করিয়া থাকেন। আবার সময়ে সময়ে কোন কোন দল ষোড়শ নামাত্মক মহামন্ত্র কীর্ত্তনাভিনয় প্রদর্শন করিলেও তাদৃশ কীর্ত্তনে অবান্তর ফলভোগস্পৃহা থাকায় তাহাও শুদ্ধকীর্ত্তন না হওয়ায় 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ'—এই মহাজন-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করে। কিন্তু শ্রীসচ্চিদানন্দমঠবাসিগণের শ্রীসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-সেবা ব্যতীত কোন প্রকার বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু সম্প্রদায়াচরিত নামাপরাধ না থাকায় তাদৃশ শুদ্ধনামকীর্ত্তন শ্রবণে জীবমাত্রের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী জানিয়া কটকবাসী সজ্জনগণ সকলে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন, আর ভক্তগণের কর্ণকুহরে সেই শুদ্ধনাম কীর্ত্তনধ্বনি নিয়ত বাজিতেছে। নাম সংকীর্ত্তনের পর কীর্ত্তনকারিগণকে শ্রীশ্রীবিনোদবংশীজীউর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

দক্ষ যজ্ঞ

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এস, সি, টি)

'দক্ষ-যজ্ঞ' শব্দটি কর্ণপথে গমন করিবামাত্র মনে একটি বিকৃত যজ্ঞের কথা উদিত হয়। দক্ষযজ্ঞ শিব-রহিত যজ্ঞ নামেও সাধারণের নিকট পরিচিত। এই শিব-রহিত যজ্ঞের বিবরণ পুরাণ-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। পূর্ব্বে বিশ্বসৃষ্টি-কালে কোন এক সভায় প্রজাপতি দক্ষ উপনীত হইলে শিব অভ্যুত্থানাদি দ্বারা তাঁহার সম্মান করেন নাই বলিয়া শ্বশুর দক্ষ নিজকে অপমানিত মনে করিয়াছিলেন। ইহাই শিবের উপরে দক্ষের ক্রোধের কারণ। প্রকৃত প্রস্তাবে শিবের ঐরূপ আচরণে কোন দোষ ছিল না। আমার বৈষ্ণবগণ জীবমাত্রে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহাকে আর অন্য প্রকারে অতি উত্তম-রূপেই সম্মান করিয়া থাকেন। বাহ্যলোকা-রহিত উহাদিগের সামান্য লোকাচার উল্লঙ্ঘন আদৌ দোষাবহ নহে। দক্ষ এই সিদ্ধান্ত অবগত ছিলেন না বলিয়াই এই অন্যায় ক্রোধের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ অভক্তে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার উক্তরূপ ব্যবহারের প্রতিশোধ মানসে নিজানুষ্ঠিত যজ্ঞে তাঁহার নিমন্ত্রণ রোধ করিয়াছিলেন। শিব-বিদ্বেষমূলে অনুষ্ঠিত তাঁহার এই যজ্ঞ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। সতীর বিরহ-শোক সহনে সম্পূর্ণ সমর্থ এবং মানাপমানে সম-দৃষ্টি-সম্পন্ন শিব দক্ষের এই অন্যায় যজ্ঞের বিনাশ দ্বারা বৈষ্ণবের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বীরভদ্র-প্রমুখ নিজানুচরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শিবানুচরগণ বৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘন দোষযুক্ত উক্ত যজ্ঞে ভৃগ্বাদি ঋষিগণের সহিত যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুর তোষণার্থে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের এইরূপ অপমান নিতান্ত গর্হিত বলিয়াই প্রথমমুখে মনে হয়। বিশেষতঃ বিষ্ণু বৈষ্ণবের দাসাভিমানিগণের পক্ষে এইরূপ দোষ অতি ভয়ঙ্কর ও অমার্জ্জনীয়। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এইরূপ কার্য্য শিবানুচরগণের পক্ষে পরম শোভনীয়ই হইয়াছিল। বৈষ্ণব বিষ্ণুর অভিন্ন বিগ্রহ। বৈষ্ণব হইতে বিষ্ণুর অধিকতর প্রিয় আর কেহ নাই। বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক অনুষ্ঠানে বিষ্ণুবিদ্বেষই অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং বৈষ্ণব উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণু-তোষণের চেষ্টা অশুভফল-প্রদায়িকাই হইয়া থাকে। বিষ্ণুর দাসাভিমানী ব্যক্তিগণ এইরূপ গর্হিত অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অনুষ্ঠানকারিগণের মঙ্গলই করিয়া থাকেন। একদিন শ্রীমন্ লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের রাম-বিদ্বেষমূলে অনুষ্ঠিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞে দুর্য্যোগ করিয়া যজ্ঞের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলে অনুষ্ঠিত কোন অনুষ্ঠানে বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তি যোগদান করিতে পারেন না। যদি কেহ করেন, তবে তাঁহা কর্ত্তৃক গৌণভাবে বৈষ্ণববিদ্বেষ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। দক্ষযজ্ঞে শিবের ভাগের কোন ব্যবস্থা নাই দেখিয়া দক্ষের অন্যান্য আত্মীয় দেবগণ সেই যজ্ঞে উপস্থিত থাকিলেও দক্ষ-জনক ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত থাকিয়া বৈষ্ণবাপরাধের ফলভাগী হইতে ইচ্ছা করেন নাই। যেখানে বৈষ্ণবগণ যাইবেন না, সেখানে বিষ্ণুর আগমন প্রতীক্ষা করা বৃথা।

বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ে 'একবাদ' স্বীকার একটা উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরোহপন্থায় সত্যানুসন্ধানকেই তাঁহারা সত্যলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা ডাইরেক্ট ডেমোক্রাসি এর পক্ষপাতী। কৃষ্ণভজনে নিত্যতাস্বীকার তাঁহারা ব্যবসাদার ভণ্ডগণের একটা অভিসন্ধি বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু শিব-রহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিণামটা এই সময় অধিরোহবাদীর জানিয়া রাখা উচিত যে পরিণামে অশুভফল-প্রসূ তাঁহাদের এই অনুষ্ঠানকে সাধু ও শাস্ত্রগণ একবাক্যে নিন্দাই করিয়াছেন। বৈষ্ণবই গুরু; বৈষ্ণবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণুকারের অভিগমন-প্রয়াসী অভাগার পরিণামে দক্ষের অবস্থাই প্রাপ্ত হন। আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বিষ্ণুর তোষণ কার্য্য বিষ্ণুর ভক্তানুবর্ত্তী হইয়াই উচিত। কিন্তু কিসে বিষ্ণুর প্রীতি ও কিসে অপ্রীতি, তাহা অভক্তগণ বিচার করিতে পারেন না। ভক্তগণই ভগবানের প্রীতি অবগত আছেন। এইজন্য শাস্ত্রে দেখা যায় যে, ভগবান্ ভক্তমুখে জলপিণ্ড নৈবেদ্যের আস্বাদন করিয়া থাকেন। কেন ভক্তের উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজাকে বিষ্ণু কি প্রকারে সমাদর করিতে পারেন? পরন্তু তাঁহার ভক্তের পূজাই বিষ্ণু অধিক মান্য করিয়া থাকেন। এইজন্য শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

—হে দেবি, আরাধনার মধ্যে বিষ্ণু-আরাধনা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার ভক্তের আরাধনা তাঁহার আরাধনা হইতেও শ্রেষ্ঠ।

নব-যোগেন্দ্র-কথা

(পাঠক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী)

শুকদেব গোস্বামী—বক্তা।

শ্রোতা—পরীক্ষিৎ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ। শুকদেব বলিতেছেন—হে পরীক্ষিৎ, একদিন নারদ দ্বারকায় গমন করিয়াছেন, তথায় দ্বারকাবাসিগণের সহিত নারদের কথোপকথন শ্রবণ করুন, কারণ উহা শুদ্ধভক্তিরই কথা।

নারদ প্রায়ই দ্বারকায় যাইতেন। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ তাড়াইয়া দিলেও তিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম-লালসায় তথায় না যাইয়া থাকিতে পারিতেন না।

নারদ দক্ষের অভিশাপে এক স্থানে অনেক সময় থাকিতে পারেন না। হরিকথা-প্রচারের সুবিধা হইবে বুঝিয়া তিনি ঐ প্রকার শাপ বরক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নারদের উপদেশে দক্ষের একশত পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া যান। সংসার-বৃদ্ধিতে বাধাই দক্ষ পান। দক্ষের সংসার-বৃদ্ধির অভিপ্রায় পূর্ণ হইবার বাধা হওয়ায় তিনি নারদকে ঐ প্রকার অভিশাপ প্রদান করেন।

বসুদেব এই নিমিত্ত নারদকে দ্বারকায় অনেক সময় থাকিতে দিতেন না যে, দক্ষের অভিশাপের ফলে নারদের অনিষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু নারদ তথাপি দ্বারকায় অনেক ক্ষণ না থাকিয়া ছাড়িতেন না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহাতে নারদের অনিষ্ট সাধন হইত না কেন? উত্তর—দ্বারকায় শ্রীহরির দ্বারের ভিতর দক্ষাদির ন্যায় কর্ম্মিগণ বা বিদ্যা-ভক্তগণের অভিশাপ প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ উহা স্বয়ং গোবিন্দ কর্ত্তৃকই রক্ষিত।

একদিন নারদ দ্বারাবতী আসিয়া উপস্থিত হইলে, বসুদেব বলিলেন,—হে মুনিবর আপনার আগমন শুধু পাপ দাব, দুঃখে

আসুক' এই [illegible] অবস্থায় জীবগণের উপকারের এবং [illegible] আপনার নিজের [illegible] হইতে পারে। [illegible] দিব্যদর্শনের অধিক [illegible] যে প্রকার [illegible] ইহাকে সেই প্রকার [illegible] থাকে। সুতরাং [illegible] বন্ধ সচিব। [illegible] সাধুগণের [illegible] বেশী। [illegible] দীনতাপূর্ণ ইচ্ছা করিলে [illegible] কি [illegible] আমি [illegible] বলিয়া [illegible] অবগাহন [illegible] কথা [illegible] করিলে [illegible] উদ্ধার প্রদান করিয়া থাকেন।

একদা নিমিরাজ জনক, নবযোগেন্দ্রের প্রত্যেককেই পৃথক্ ভাবে একটী করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই দুস্তর সংসারের মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি?

উত্তর—এক কথায় বলিতে হইলে, শ্রীগুরুদেবের দয়া, কৃপাবল ব্যতীত উদ্ধারের উপায় নাই। বেদ বলেন—

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। [illegible] পার্থিবকবলের দ্বারা এই প্রকার বল অর্জন করা যায় না। বরং তাহা ঐ বল-লাভের অনেক সময় অন্তরায়। বলদেবের নিকট হইতে কৃপা [illegible] পাইলে বলবতী মায়া-শক্তির হস্ত হইতে নিস্তার নাই।

নবযোগেন্দ্রের একজন 'প্রবুদ্ধ' উত্তর করিতেছেন, যাঁর [illegible] সহজ কথাগুলি আলোচ্য।

সংসারে আমরা জীব যখন ক্রমশঃ বদ্ধদশায় আবদ্ধ হইতে থাকে তখন বিনাশ পরক সুখ কি প্রকারে পাইবে, [illegible] নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই জড় সুখ-প্রাপ্তির [illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়, [illegible] বিবাহ করে এবং সংসার [illegible] নানাপ্রকার দুঃখের জন্য [illegible] হইয়া পড়ে; তখন বিপরীত-ভাবে [illegible] বিপরীত ফলে (দুঃখে) পতিত [illegible]

সুখের যাচিয়া [illegible]

[illegible] আশা ক্রমশঃই [illegible] এবং [illegible] অবের অপেক্ষা [illegible] আসিল, এই [illegible] চিন্তায় জীব নিজের [illegible] হারাইয়া ফেলে এবং অনেক সময় চিন্তায় চিন্তায় মৃত্যু [illegible] এই প্রকারে [illegible] তাহাকে [illegible] প্রদান করিয়া থাকে।

[illegible] ভাবিবার জন্য [illegible] একটি অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। তৎপর গৃহ-সংসার নিয়ে পদাদির প্রয়োজন হইল। [illegible] বাস করিবার জন্য অপরের [illegible] হইল, তাহার নিমিত্ত [illegible] দৌহিত্র আত্মীয় বন্ধুগণ [illegible] করিতে লাগিল। অপরের জন্য গো-প্রভৃতি পশুর [illegible] হইল। এই প্রকারে ক্রম দিন বাড়িতে লাগিল। তৎপর উদরের জ্বালা—ক্রমশঃ তাহাদের সুখের সামগ্রী একটী একটী করিয়া অপহৃত হইতে লাগিল। তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল যে, বস্তুতঃ [illegible] নশ্বর জিনিসগুলির জন্য আমার যে প্রীতি ছিল তাহারা আমাকে এখন [illegible] আর কিছুই দিতেছে না। এই প্রকারে চিন্তায় ক্রমশঃ তাহার বৈরাগ্যের উদয় হইতে থাকে।

শ্রীপ্রবুদ্ধ বলেন—মায়াবদ্ধ জীব দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে, তদীয়ের সঙ্গে [illegible] করিয়া থাকে। তাহাকে সুখশান্তি কোথায়?

এই প্রকারে সুখের অনুসন্ধানে যাইয়া জীব যখন দুঃখের সাগরে পতিত হয়, তখন যে তাহাকে বলিয়া দেয়—হে জীব, [illegible] আশ্রয় করিয়াই তোমার এই প্রকার [illegible] প্রকৃত গুরু-পদ-আশ্রয় করিতে চেষ্টা কর।' তখন তাহার [illegible] একটি [illegible] এবং এই প্রশ্নের উদয় হয় যে এখন সদ্গুরু [illegible] উপায় কি? তাঁহার লক্ষণ কি?

উত্তর—'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।'

শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ লক্ষণ—তিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ বেদ-শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ তিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন।

গৌণ লক্ষণ—'উপশমাশ্রয়ম্' অর্থাৎ অধোক্ষজ অনুভূতির হেতু তিনি [illegible] কোনও ক্ষোভের বশীভূত [illegible]

এত পর্যন্ত ব্যাখ্যা হওয়ার পর রাত্রি অধিক হওয়ায় পাঠক মহাশয় পাঠ বন্ধ করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ চরণ-রেণু ভজন অনুকূল'! এই গানটি তাঁহার স্বভাব-সুলভ [illegible] কীর্তন করেন। রাত্রি ১০ ঘটিকায় কীর্তন শেষ করেন।

আমার দুর্দৈব

কপটীর কপট-চাতুরী

(শ্রীমান ভাগবতপ্রসাদ মিশ্র)

[illegible] আপনারা কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সমাজে আমার বেশ খ্যাতি আছে; আধুনিক নব্য সমাজে পাশ্চাত্য-শিক্ষায় আমি সমুন্নত। অনেক উপাধিও আমার আছে। আমার এইরূপ অনেক জড়ীয়-প্রতিষ্ঠা আছে। একদিন ভাবিলাম, লোকসমাজে ধর্মের-নামে বেশ প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় করে, আমি নিজকে ধার্মিক বলে যদি পরিচয় দিতে পারি, তবে জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিব। এই কথা অন্তরের গুপ্ততম প্রদেশে নিগূঢ়ভাবে রাখিয়া আমি গৃহ-সংসার সমস্ত পরিত্যাগ করিবার লীলা অভিনয় করিলাম; নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, শেষে * * মঠের নাম শুনে তথায় গেলাম; দেখিলাম ঐ মঠে খুব শাস্ত্র-চর্চা ও ঠাকুর-সেবা হয়, আমি যদি ঐ মঠে থাকিতে পারি, তবে আমার কৈতবময় উদ্দেশ্য আশু সাধনে ত্রুটি হইবে না, চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য পেয় প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্যের অভাব হবে না, আমার প্রতিষ্ঠা-ভোগ বেশ চলিবে। এ মঠের প্রচার খুব বেশী, এখানে আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে আমি বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব, এজন্য আমি কত লোকের তোষামোদ করিয়া বাহিরে খুব দৈন্য ও সরলতা প্রকাশ করিলাম এবং শ্রীমঠ মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয় করিবার লীলা অভিনয় করিলাম। তিনি আমাকে উদারভাবে স্থান দিলেন এবং হরিগুরু বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। আমি দেখিলাম যে, এখানে পড়িবার বেশ সুবিধা আছে, তাই দেখিয়া ভাবিলাম, আর ভাবনা কিসের যে কয়টা দিন আছি, তার মধ্যে খানিকটা পড়াশুনা করিয়া নেই, এই ভেবে পড়িতে আরম্ভ করে দিলাম। পড়াশুনা করা, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ ও প্রসাদ ভোজনই হইল। আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, ভাব-ভক্তির গন্ধ আমার নাই, একটী কথা আমার অন্তরের গুপ্ততম প্রদেশের গুপ্তকথা বিষয়।

বাহিরে যে সেবাই চাতুরী দেখাইলাম, সে হইল আমার গোপনতম; কারণ মঠে থাকিতে হইলে, যাঁহাদের আনুগত্যে থাকিতে হইবে, তাঁহাদিগকে দেখিলেই প্রণাম করিতে হইবে; দীনতা এবং নম্রতা প্রকাশ করিতে হইবে এবং নিজের উদর পূরণ করিতে হইলে অন্নদাতাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য খানিকটা কার্য্য করিতে হইবে, অন্তরে অন্তরে এ-বিষয় আলোচনা করিয়া বাহিরে একটী বেশ জনক্রন্দন উদাহরণ দেখাইলাম। কোন বৈষ্ণব দেখিবামাত্রই ছিন্নমূলতরুপ্রায় ভূমিতে পতিত হইয়া নিজের ভক্তি দেখাইয়া প্রণাম করিলাম, চরণের ধূলা লইয়া মুখে ও মাথায় ধারণ করিলাম। যখন যে কার্য্যের জন্য আদেশ করেন, তখন তাহা অম্লানবদনে সম্পন্ন করিতে ত্রুটি করিলাম না। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কত খেলা করিলাম, বাহিরে এমন ভাব দেখাইলাম, তাহাতে যেন মনে হইল আমি একজন মহাভাগবত ভক্ত, হরিসেবার জন্য আমার প্রাণ কতই না কাঁদিতেছে, বাহিরে বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া গলায় তুলসীমালা ও দ্বাদশ তিলক ধারণ করিলাম। হরিনাম গ্রহণ করিলাম ও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম, লোক দেখিলে দুই চারিটা শাস্ত্রের যুক্তি দিয়া লেকচার দিতে শিখিলাম; দুই চারি পদ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। শেষে অতিরিক্ত চোরের লক্ষণ হইয়া উঠিল; ভিতরে ভিতরে প্রচ্ছন্ন ভোগী হইয়া পড়িলাম। ভাল খাইব ভাল পরিব প্রভৃতির দিকে মন গুপ্তভাবে ধাবিত হইল এবং তাহার ক্রিয়া বাহিরে ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কার্য্যে গুপ্তভাবে ব্যস্ত থাকিলাম। ক্রমে ক্রমে আমি একটা বিড়াল বৈষ্ণব সাজিয়া পড়িলাম। বাহিরের দিকে দেখিতে বেশ বৈষ্ণবের সাজ, কিন্তু ভিতরে আমি পূর্ণ কপটী মিথ্যাবাদী, ভোগী, এবং প্রতিষ্ঠালোলুপ। কপটতা আর কতদিন থাকিবে? ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া আমার কপটতা ধরা পড়িয়া গেল। প্রথম প্রথম আমার চেতনা হইল না। পরম-দয়ালু বৈষ্ণব ঠাকুর আমাকে অনেকবার সাবধান করাইয়া দিলেন। তাহা সত্ত্বেও আমি মিথ্যা শঠতা আত্মদোষ দ্বারা তাহা সমস্ত ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু গোপনেতে অত্যাচার গোপন নহে চুরি।

শেষে আমার কপট প্রবন্ধ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইল এবং পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুর যখন দেখিলেন যে, আমি কোন শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সংশোধিত হইবার নহে, তখন তিনি আমাকে কঠোর দণ্ড প্রদান করিলেন এইমাত্র তাঁহাদের প্রকৃত দয়া। তদ্দ্বারা আমি বিশেষরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইলাম, আমার স্বরূপের পরিচয় বেশ পাওয়া গেল। তিনি আমাকে উপদেশদানে বলিলেন—দেখ—'স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, দিবারাত্রি এবং আলোক ও অন্ধকার যেমন দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, একের অস্তিত্বে যেমন অপরটি থাকিতে পারে না, তেমনি সরলতা ও কপটতা দুইটী সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। 'সরল হইলে গৌরাব শিক্ষা বুঝিবা লবরে' ভোগ আর সেবা এক জায়গায় থাকিতে পারে না, যেখানে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাঞ্ছার লেশ মাত্র আছে, সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছা নাই। সেখানে সেবা নাই। সেবা পাঞ্চভৌতিক দেহের ধর্ম নয় ও সূক্ষ্ম দেহেরও ধর্ম নয়, তাহা গুরুবৈষ্ণবসেবাকারী জীবের আত্ম-ধর্ম। যিনি স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করিয়াছেন, বাহিরে আপনি তাহার প্রতিফলন প্রকাশিত হয়। তিনি বাহিরে ভাব-

ভঙ্গী দেখাইতে চান না। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রকটলীলায় ইহার অনন্ত উদাহরণ দেখা গিয়াছে। তাঁহার অন্তর কৃষ্ণবিরহের জন্য যে কতটা কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিফলন বাহিরে বেশ জানা গিয়াছিল। এখন যদি অন্য কেহ শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আচরণ অনুসরণ না করিয়া অনুকরণ করিতে যায়, তবে সে পতিত হইয়া নরকের দিকে ধাবিত হইবে। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য এবং হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য কাহার প্রাণ কতটা কাঁদিতেছে, ক্রন্দনানুযায়ী প্রতিফলন বাহিরে লক্ষিত হয়, তাহা আর কপট চাতুরী দ্বারা জানাইতে হয় না।"

এই সমস্ত বিচারের পর আমি এক মহতী শিক্ষা লাভ করিয়াছি। নিজেকে শতধিক্কার দিলাম—হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় আজ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। কপটতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আমার মঙ্গলের রাস্তা খুলিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি। আজ আমার সমস্ত অভিমান ও প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা নাশের বিধান হইয়াছে আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদিতেছে, শান্তি পাইতেছি না, 'জেগে ঘুমালে যে তাকে তুলবে কে'? আমি যদি সত্যসত্যই ঘুমিয়ে থাকিতাম, তাহা হইলে আমাকে ডেকে দিলে উঠে পড়তাম; কিন্তু আমি যে জেগে ঘুমিয়েছি, তাই বৈষ্ণবের সহস্র সহস্র আহ্বান পরিত্যক্ত আমার চৈতন্যকে অপেক্ষা করিয়া আমার হৃদয়-কন্দর হইতে ফিরিয়া যাইতেছেন। আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিলাম, কিন্তু এ যে আমার বদমাইসি। আজ যে সেই প্রতারণাটুকু ধরা পড়িয়া গিয়াছে!

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু গুরু কৃপাবিনা নাহিক উপায়॥"

পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন। সেবাপরাধ, নামাপরাধ ও বৈষ্ণব-অপরাধে সদা জর্জ্জরিত হইয়া পুড়িয়া মরিতেছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কিন্তু পাপ-বাসনা ও পাপবীজ আছে তাহা এড়াতে পারিতেছি না। হরিগুরু বৈষ্ণবের কৃপা ধারণ করিবার সামর্থ্যের অভাব, সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এহেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥

প্রভো পতিতাধমকে পাদপদ্ম হইতে ঠেলিয় ফেলিও না, তোমার গৃহের কুক্কুর হইয়া যেন তোমার উচ্ছিষ্ট প্রাপ্তিতে প্রতিপালিত হইবার যোগ্য হইতে পারি, এ যোগ্যতা অর্পণ কর।

জগাই মাধাই হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
প্রভু নিজগুণে কৃপাকরুন।

কীটোপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।

আপন জ্ঞানে পাপবীজ ও পাপবাসনা বিনাশের বিধান করুন।

(প্রভু) মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা॥

কবে আমি নিজে অমানী হইয়া প্রতিষ্ঠা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সকলকে সম্মান প্রদর্শন করিব। কবে তৃণাপেক্ষা নীচ হইয়া বৃক্ষসম সহিষ্ণুতালাভ করিব।

গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে
দন্তে তৃণ ধরি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে।

সে দিন আমার কবে হবে। যাঁহারা আমার দোষ প্রকাশ করাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক জানাইতেছি যে, তাঁহারা সত্য সত্যই আমার পরম বন্ধু, তাঁহারা আমাকে হৃদয়ের অতিক ভাল বাসেন, সেজন্য নিজগুণে গুণ করিবার মানসে সকলেই আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন। যদি তাঁহারা কৃপা না করিতেন, তবে আমি হরিভজন হইতে বঞ্চিত হইতাম। তাঁহাদের প্রতি অজ্ঞানবশতঃ যে সমস্ত অসদাচরণ করিয়াছি, তাহার ক্ষমা প্রদান করুন। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের কি অদ্ভুত দয়া, সাধারণ লোকে অতীব দর্শনদ্বারা বড় আনন্দিত হইতেছেন এবং পরহিংসা-পরায়ণ হইয়া অন্তরে অন্তরে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাই সব একবার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেখুন, আমার আজ কত বড় সৌভাগ্য, ইহার মধ্যে কত মহতী শিক্ষা নিবদ্ধিত।

মানুষ ঠেকেই শিখে। আমার পূর্ব্বজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতির বলে আমি কৈতব-পরায়ণ হইয়া এখানে আসিলেও আজ বৈষ্ণবের কৃপাকণা অনুভব করিতে পারিয়াছি। যাহাতে জন্মে জন্মে হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারি এবং তাঁহাদের চরণ হইতে যেন বঞ্চিত না হই, এ বিষয়ে উপদেশ দানে সকলেই এই পতিতাধমকে কৃপা করুন।

সাধক জীবন

(৩)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১১সংখ্যার পর)

সাধক-জীবনে একটা অত্যাবশ্যক জিনিষ—সহিষ্ণুতা অনর্থ-সাগরের ক্ষ্যাপা ঢেউগুলি প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। যদি কাহাকেও সত্য সত্য একসঙ্গে শত বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাতে যেরূপ অস্থিরতা দেখা যায়, মনে হয়, সে অস্থিরতা অনর্থ-সাগরে পতিত জীবের অস্থিরতার কোটী অংশের একাংশও হইবে কি না, সন্দেহ। অনর্থ-সাগরের ক্ষ্যাপা ঢেউগুলি মনোধর্ম্মরূপ ঝাপটা বাতাসের সঙ্গে মিতালি করিয়া একবার আমাদিগকে শূন্যাকাশে পারিজাতের ছবি দেখাইতেছে, আবার সাহারা মরুভূমিতে টানিয়া লইয়া গিয়া স্বচ্ছ সরোবরের ছায়ামায়ার সঙ্গে আমাদিগকে লুকোচুরি খেলা শিখাইবার আয়োজন দেখাইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে, কখনও বা ঘোর দুর্দ্দশাময় দুর্যোগ অন্ধকার রজনীতে আলেয়ার পাছে পাছে ছুটাইয়া আমাদিগের শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিতেছে। সাধক যদি এই অনর্থ-সাগরের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে মহাগিরিকে আদর্শ করুন। ঐ মহাগিরি কেমন সর্ব্ব অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অচল, অটল, নির্ব্বিকারভাবে যুগযুগান্তর বিষ্ণুর পরম-পদের আশ্রয় করিতেছে—কত রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সহ্য করিয়া—জগতের সব পরিবর্ত্তন অগ্রাহ্য করিয়া—ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণকারী ধর্ম্ম পরায়ণ ভারতবাসী দীক্ষিত হইয়া সাধনসহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতেছে।

আমার মনোবৃত্তি-সকটগুলিকে অনর্থ-নাচানীয়া পুতুল নাচাইবার মত প্রতি মুহূর্ত্তে এমন রকমারি করিয়া নাচাইতেছে যে, যদি অন্তরের ভিতরের আলোক-চিত্র তুলিবার মত কোন যন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাতে কত পরিবর্ত্তনের চিত্র—প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘণ্টায়,—প্রতি দিবসে—প্রতি মাসে, বৎসরে—এই ক্ষুদ্র জীবনে কত অগণিত সহস্র পরিবর্ত্তন ও অস্থিরতা ঘটিয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কি রকম করিয়াই না নাচিতে হইয়াছে তাহার আলোক-চিত্র উঠাইয়া এ জগতের প্রদর্শনীর দোকান-ঘরের 'সো-কেসের' ভিতর রাখিয়া দিলে আমার বাহিরের দিকের পালিস-করা বৈষ্ণবতা আজ সকলে বেশ বুঝিতে পারিতেন। যে মন এতদূর পরিবর্ত্তনশীল, তাহার হুকুম তামিল যদি প্রতি-মুহূর্ত্তে আমরা কাজ করিতে বাধ্য হই, তাহা হইলে আমাদের অবস্থাটা ঠিক ফুটবলের মত হইবে। কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ প্রভৃতি নামধারী ষণ্ডামার্কা খেলোয়াড়গুলির পায়ের আঘাতে প্রতিদিন কত লক্ষ-লক্ষ-জীবন জীবন্ত বিধ্বস্ত হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। ঐ কাম-ক্রোধাদি খেলোয়াড়গুলি আমাকে পাক্ষ করিয়া রাখিয়াছে—কেবল আমার উপর ভর করিয়া তাহাদের পায়ের কসরৎ চালাইবার জন্য। আমাকে জীবনের মাঠের মাঝে ফুলাইয়া না রাখিলে তাহাদের মজার খেলা হয় না।

সাধক যদি এইরূপ সঙ্গীন অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তিনি আত্মধর্ম্ম পরায়ণ বৈষ্ণবগণের সুশীতল পদছায়া আশ্রয় করুন,—তাঁহাদের উপদেশে সহিষ্ণুতাধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক অনুক্ষণ সদ্গুরুর ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-সাধন করুন। কি করিয়া সাধক সহিষ্ণুতা-অবলম্বনে মনোধর্ম্মরূপ অস্থিরতা প্রভৃতি জয় করিতে পারেন, তাহা আমরা ঠাকুর-হরিদাসের আদর্শ-জীবনে দেখিতে পাই। পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁর প্ররোচনায় বেশ্যা যখন হরিদাসের কুটিরের দুয়ারে আসিয়া আপন রূপ যৌবনের পসরা উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন হরিদাস যে সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন—যে সহিষ্ণুতার দ্বারা অসামান্য অসহিষ্ণুতাকে বন্দী করিয়াছিলেন—বিজয় করিয়াছিলেন, তাহা সকল সাধকের শিক্ষার বিষয়। হরিদাস বারাঙ্গনাকে কি বলিয়াছিলেন—

* * * "তোমা করিমু অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার।
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন॥"

আর একদিন স্বয়ং মায়াদেবী—যিনি মোহিনীরূপে দেবাদিদেব মহাদেবকে —ও জীবকুলের মোহনকারী ব্রহ্মাদি দেবতাকে পর্য্যন্ত মোহন করিবার শক্তি ধারণ করেন, তিনি জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে হরিদাসের কুটিরের দুয়ারে আসিয়া সমুপস্থিত। ঠাকুর হরিদাস আবার সহিষ্ণুতার আদর্শ স্থাপন করিলা মায়াদেবীকে বলিলেন—

"যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে,
না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে,
হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি' শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে, করিমু তব
প্রীত-আচরণ॥"

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন চলিয়া গেল, এ দীক্ষার আর সমাপ্তি নাই—এই যজ্ঞের আর পূর্ণাহুতি নাই। সহিষ্ণুতা দ্বারা অসহিষ্ণুতা-মায়া ছিন্ন হইল। অন্যান্য তান্ত্রিক-সাধন বা সিদ্ধির মত এ সাধন সমাপ্ত হইবার নহে। স্বর্গাদি লোকপ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই তিন লোককেই পবিত্র করিয়া থাকে, এ সাধনই কেবল সাধককে, সাধকের পার্শ্ববর্ত্তী সকল লোককে, আর সেই সাধন-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুকে পর্য্যন্ত মুক্ত করিয়া থাকে। এই সাধনের এক বিন্দু যার কর্ণের ভিতর দিয়া [illegible] একটুকু পৌঁছিয়াছে, তাহার অস্থিরতা-দুর্য্যোগ চিরতরে বিদূরিত হইয়াছে। পরম-সহিষ্ণু [illegible] এ কীর্ত্তন [illegible] অসহিষ্ণু [illegible] মায়া [illegible] হইল—জগতে সহিষ্ণুতা-বাণী অসহিষ্ণুতা বিজয়কাহিনী [illegible] জীবনে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর[illegible] নিম্নলিখিত [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ [illegible]

১। [illegible]সন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। [illegible]সন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]শাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৵০ [illegible] পক্ষে ২০ । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের [illegible] ১২৲ [illegible] পক্ষে ৮৲।

[illegible] সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা [illegible] ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ [illegible] সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ [illegible] আর কয়েকদিন [illegible] ৫৲ টাকা [illegible] হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর [illegible] হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible], গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে এলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০ ; সাপ্তাহিক ৴০।

সকল গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রী[illegible]চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)

৩।	দীপ-প্রদর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৭৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩।০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অষ্টাদশক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	[illegible]
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	[illegible]
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়	[illegible]
৯।	সাধককণ্ঠহার	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যত্রয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬।০
১২।	জৈবধর্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে [illegible], চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার [illegible]	॥০
১৫।	শ্রী[illegible]	[illegible]
১৬।	শ্রী[illegible]	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা [illegible])	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অতএব না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা শ্রাবণ শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা আমাদের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এক একজন আমাদের জীবনের এক একটী প্রধান কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লই এবং তাহার পালন বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইয়া থাকি; কিন্তু ভগবৎসেবাই যে আমাদের জীবনের একমাত্র সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, অন্যান্য কর্ত্তব্য তাহারই অনুকূল হইলে পালনীয়, প্রতিকূল হইলে বর্জ্জনীয়—এরূপ বুদ্ধি আমাদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও আসিতে চাহে না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ভগবদ্ভজনকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া আছেন, এমন ভাগ্যবান ব্যক্তির সংখ্যা জগতে বড়ই অল্প। ভক্তরূপে পরিচয়ে অনেকে পরিচিত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশারূপ অবস্থা। উদ্দেশ্য একেবারেই নাই, এরূপ ভক্ত বড়ই দুর্ল্লভ। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞের ন্যায় অনেকেই অনেক কথা আলোচনা করিতে দেখা বা শুনা যায়, অনেকেই অনেক ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া থাকেন, কিন্তু কেবল কৃষ্ণোন্মুখ-তৎপরতাময়ী শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির যাজন কোথায়? সত্য বটে, অনর্থ আসিয়া মানবকে নানা-প্রকারে উৎপীড়ন করে, ভগবদ্ভজনে অনেক বিঘ্ন প্রদান করে, শুদ্ধভাবে ভজন করিতে দেয় না, সহসা অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার সৌভাগ্য সকলের নাও হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অনর্থের হস্তেই যে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার কোন চেষ্টাই করিতে হইবে না, ইহা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনুমোদন করিতে পারেন? রোগ হইলে কুপথ্যগ্রহণপ্রবৃত্তি স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই কুপথ্যই গ্রহণ করিতে করিতে রোগকে কি আরও জটিল করিয়া তুলিতে হইবে? রোগ নিরাময় করিবার জন্য ভগবান্ যখন ঔষধি ও বৈদ্যকুলের সৃষ্টি-বিধান করিয়াছেন, সুপথ্যেরও বিধান করিয়াছেন, তখন তাহার সাহায্য লওয়াই কি রোগীর কর্ত্তব্য নহে? আমাদিগকে ভবরোগপ্রপীড়িত দেখিয়া অহৈতুক করুণাময় শ্রীভগবান্ যখন স্বয়ংই ভক্ত ভাগবত এবং গ্রন্থ ভাগবত রূপে নিষ্কাপট্য হরিনাম মহৌষধি এবং মহাপ্রসাদরূপ সুপথ্য লইয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কি ইহাই কর্ত্তব্য নহে যে, সেই সাধুবৈদ্যের চরণাশ্রয় করিয়া হরিনাম শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবন করা? শুদ্ধ ভাগবত মহাজনের নির্দ্দিষ্ট যে ব্যবস্থা করেন, আমরা তাহা অবলম্বন করিলেই অনর্থ-মুক্ত হইতে পারিব। অন্যথা যোগাদি কোন কৃত্রিম উপায়াবলম্বনে অনর্থের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কখনও সম্ভবপর হইবে না। এক অনর্থ দূর করিতে গিয়া অন্য অনর্থের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকিব। অনর্থের প্রতি করুণ হইয়া তাহার উৎপীড়নকে বহুমানন করিতে গেলে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে। তাদৃশ বহির্ম্মুখতা কখনও বুদ্ধিমান্ মানবের বরণীয় হইয়া কর্ত্তব্য নহে। বুদ্ধিমান মানবগণ "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার যত্ন করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করুন, অচেতনের কর্ত্তব্য পালনে তৎপরতা না দেখাইয়া চেতনের কর্ত্তব্য পালনে রত হউন। ভগবদ্-ভক্তিই চেতনের কর্ত্তব্য। সে পালনে রুচি প্রদর্শনপূর্ব্বক দেহ মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যকে 'কর্ত্তব্য' বলা মূর্খতার পরিচায়ক, জানি না, এ মূর্খতা আর কত দিনে যাইবে!

বিরাট নগর সংকীর্ত্তন

(সংবাদদাতার পত্র)

গৌরপদাঙ্ক-ভূমি কটক নগর গৌড়ীয় উড়িয়া ভক্তগণের পরম আদরণীয়। সচ্চিদানন্দ ভগবান্ শ্রীগৌরহরি জগদ্গুরুর অভিনয়ে যে অনর্পিতচরী লীলা প্রচার করিয়াছেন, তাহা কটক নগরের তদানীন্তন নরপতি প্রতাপরুদ্র-প্রমুখ ভক্তগণ জীবের সম্মুখে বিশেষ ভাবে প্রকটিত করেন। সেই লীলা পুনরায় ভাগ্যবান জীবের সম্মুখে আনয়ন করিবার জন্য গৌরহরির ভক্তিবিনোদ-ধারার মূর্ত্তবিগ্রহ পরিচয়ধারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সচ্চিদানন্দদাস নামে পরিচিত হইয়া কটকবাসীর নিত্য মঙ্গলের জন্য যে শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শুভেচ্ছা ভক্তিবিনোদবাণী 'শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ' স্থাপন করিয়া গৌড়-মনোভীষ্টপ্রচারকবররূপে বিরাজিত আছেন।

গত ২৮শে আষাঢ় শুক্রবার হইতে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্ত-ভক্তগণ এই কৃষ্ণকার্ষ্ণ-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ সহরবাসীও এই সুযোগে প্রত্যহ শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন ও ভাগবতগণের নিকট ভাগবত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

গত ২৯শে আষাঢ়, শনিবার শ্রীশ্রীবিনোদমঞ্জরীর সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর 'জয় শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জয়' নাদসহ শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট সংকীর্ত্তন-সম্বলিত নগরে বহির্গত হইলেন। মৃদঙ্গ, শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টার মধুর ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত ভরিয়া উঠিল, তদুপরি বহু আলোক রাজ-পথ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল, তদুপরি ভক্তগণের হৃদয়োচ্ছ্বাসে কীর্ত্তন মধুর হইতে সুমধুর হইয়া উঠিল। নামরূপী শ্রীভগবান ভক্তগণের দ্বারা আরাধিত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য নর, নারী, বালক, বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া সেই শুদ্ধ কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ ও সন্দর্শনে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইতে লাগিলেন। সহরের শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ অনেকে যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রায় জানকী নাথ বসু বাহাদুরের ভাব বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বৃদ্ধ বয়সে ভক্তিপূত হৃদয়ে তিনিও মহারাজগণের সঙ্গে সঙ্গে যখন তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে এক অভিনব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল।

শ্রীভগবান্ সকলেরই প্রভু। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেই এই কীর্ত্তন শুনিবার জন্য নিজ নিজ গৃহ ছাড়িয়া সদর রাস্তার ধারে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ভক্তগণ কর্ম্ম-কোলাহলে ব্যস্ত সহরবাসিগণকে কর্ম্মবিরত করিয়া নিজপ্রভু নাম শ্রবণে নিযুক্ত করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখের দৃশ্য অতীব মনোরম। যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। তৎপরে সমাগত জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। সকলেই ভক্তমুখে শ্রীনাম কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সেবনে কৃতার্থ হইয়া 'জগদ্গুরু শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের জয়' ঘোষণা করিতেছেন।

ধন-মদ

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি)

ধন-মদ কৃষ্ণভক্তি লাভের অন্তরায় বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে এবং সর্ব্ব-ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে নিন্দিত হইয়াছে। ধন চিত্তকে বিষয়-সুখের চিন্তায় নিযুক্ত করে এবং শরণাগতির অভাবে ইহাকে কৃষ্ণভক্তি লাভের অযোগ্য করিয়া তুলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"দীন-হীনে যত দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

ধন, আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্য মনুষ্যের অভিমানের কারণ হয়। অভিমান থাকা কালে চিত্তে ভক্তির উদয় হয় না।

মুসলমান শাস্ত্রে এই ভাবের বহু বাক্য দৃষ্ট হয়। একটি বাক্যের অর্থ এইরূপ—

"বখিল মনে জ্ঞানে আসন করিয়া ভগবদ্ভজনের ভাণ করিলেও বেহেস্তে (স্বর্গে) গমন করিতে পারিবে না।" 'বখিল' শব্দটির অর্থ 'কৃপণ'।

হজরত মহম্মদ নিজে বলিয়াছেন যে, দারিদ্র্য আমার অহঙ্কার।

বাইবেলেও ধনীর নিন্দা বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। একদিন এক ধনবান্ ব্যক্তি যীশুখ্রীষ্টের সন্নিকটে আসিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন।

ধনী।—হে মহাশিক্ষক, স্বর্গ গমনে আমার যোগ্যতা আছে কিনা, দয়া করিয়া বলুন।

যিশু। আপনি কি ঈশ্বরের দশাজ্ঞা যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকেন?

ধনী।—মহাশয়, আমি আমার যৌবন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের দশাজ্ঞার ব্যতিক্রম করি নাই।

যিশু।—তাহা হইলে আপনি গৃহে যান; আপনার ধন সম্পত্তি যাহা আছে, তাহা গরীবদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া আমার অনুসরণ করুন।

ধনী লোকটী ইহা শুনিয়া আস্তে আস্তে সেই স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন। যীশুখ্রীষ্ট তাহা দর্শন করিয়া শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন যে, সূচের ছিদ্রে উষ্ট্রের গমন সম্ভবপর হইলেও ধনীর স্বর্গগমন সম্ভবপর হয় না।

এক্ষণে বিচার্য্য, বাস্তবিক কি ধন এত খারাপ বস্তু? বাস্তবিক কি ধনবান ব্যক্তি স্বরূপোদ্বোধন-ক্রমে কৃষ্ণভক্তি লাভের যোগ্য হইতে পারে না? ধনবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে পূর্ব্বে কি কেহ হরিভজন করে নাই? প্রকৃত প্রস্তাবে ধনী ও ধন স্বতঃ কোন দূষিত বস্তু নহে। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ন্যায় আভিজাত্য সম্পন্ন পণ্ডিত, শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ন্যায় পণ্ডিত ও শিবানন্দ সেন, রাজা প্রতাপরুদ্র ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বহু ধনশালী ব্যক্তি একদিন মহাপ্রভুর ভক্ত-সম্প্রদায় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

তোমার কনক, ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

কনকের দ্বারে মাধবের সেবা কেন করা যাইবে না? তবে কনক কৃষ্ণসেবার উপকরণ না হইলেই কৃষ্ণভক্তির বাধক

[illegible]

ভুলে ঠিক

[illegible]

... প্রাণের দ্বারা সেবা সম্ভব ?

সাধকের শুদ্ধ সেবা সম্বন্ধে, যেহেতু নৈতিক বহির্মুখ জীবন ... কঠিন যুগে আমার ... হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ। যথা ... সমস্তলোকের ... অনীতিক ... আমার ... ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ... আমার বক্তব্য আছে। ... শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে ... শ্লোক মুখস্থ করিয়াছি। ... প্রবৃত্তির বশ হইতে ... করিয়া থাকি। কিন্তু ... জানা আছে যে, ... কথা বলা যায়, ... প্রয়োগ করি না। ... আচরণের শাস্ত্রীয় ... বাদ বলি। ... বৈষ্ণবের অশুদ্ধ ... শাস্ত্রীয় আচরণ। ... নিজে বুঝিয়া ... আচরণ নহে। শাস্ত্রীয় ... শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার বৈষ্ণবের ... প্রতিপাদন করে। ... ভাবরূপে বুঝিয়াছি এবং ... আমার ভুল হয় নাই ... আছে। ... বিবেচনা ... বৈষ্ণব ... ইহা আমি বিদিত আছি, ... আমি দুরাচারের বা দুর্নীতির সমর্থক নাই। আমার বিচারে ... দুর্নীতি ... দুরাচার, ... সেবাহীন ... মাত্রের উপর ... সেবাহীন নীতি যে চরম দুর্নীতি, ... নীতি-পরায়ণ নৈতিকগণের ... জীবন আলোচনা করিতে ... যাছি। কিন্তু তথাপি ... নীতির বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহা ... সর্বদাই স্বীকার করি। ... নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য এবং ... বঞ্চিত হইলে যে নীতিপালন ... উপাসনা বা ... এবং সেরূপ পৌত্তলিকতা দ্বারা নীতির উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়া ... অমঙ্গলের আবাহন হয়, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত আমি শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপায় ... পারিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। ... আমার নিজের আচরণ এবং বিশ্বাস, অনুযায়ী হইয়াছে এবং আমি অপরের ... বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি। ... ব্যক্তির প্রকৃত চরিত্র ... শক্তি লাভ করিয়াছি। ... যে একমাত্র দুর্নীতি এবং এই প্রকার দুর্নীতিই যে অশাস্ত্রীয় ইহা অতি সুস্পষ্ট। নীতি এবং দুর্নীতি উভয়েরই বাহ্য আচরণে পৌত্তলিক হইতে পারা যায়। বাহিরের চেহারা দেখিতে শাস্ত্রের উচ্চিষ্ট নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ এই যুগে অনেকে বাহিরে নীতিপরায়ণ হইলেও ভিতরে অনাদৃ বহির্মুখ, এই শ্রেণীর পাষণ্ড ... নীতির নীতি ... উদ্দেশ্যে নীতির বাহিরের চেহারার উপাসক বা নৈতিক পৌত্তলিক। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই অশুদ্ধাচার-দুষ্ট নীতির বিরুদ্ধে অনেকেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমি শেষোক্ত শ্রেণীর ... হইতে চাহি না। আমি ... নীতির উপাসক। কিন্তু বাস্তব নীতি ... নিত্য। ... নীতি কোন ... এবং ... অমঙ্গল-জনক পৌত্তলিকতা মাত্র। আমি এই ... বুঝিয়া চলিতেছি, ইহা আমার ঠিক আছে।

সাধক জীবন

(৬)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

... ঠাকুর হরিদাসের চরিত্রে ... কি ? ... বৈষ্ণব কিরূপ ... , কিরূপ ... করুন — অনুভব করুন ... ঠাকুর হরিদাসের ... আদর্শ, ... বৈরাগ্যের ... বৈরাগ্যের নামে ... লোক দেখান ... নাই, আছে শুধু সত্ত্ব-সরল- ... নিষ্কপট সেবোন্মুখময়ী সাহ- ...।

ঠাকুর-হরিদাসের এই ... আদর্শ সাধক-জীবনের সকল ... প্রদান করিয়াছে। যখন কোন ভাগ্য- বান জীবের সাধক-জীবন আরম্ভ হয়, তখন ... বাধা-বিপত্তি—বিঘ্নরাশি ... সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। দেবতাগণ ভগবানকে বলিয়াছিলেন,—

... মার্গাৎ ... পদং ...।

(ভাঃ ১১।৪।১০)

হে ভগবন্‌ ! তোমার সেবনকারি- পুরুষগণ দেবতাদিগের স্থান অতিক্রম করিয়া (বিরজা ব্রহ্মলোকেরও পরপারস্থ) তোমার পরম-পদ পরব্যোমে আরোহণ করিতেছেন দেখিয়া দেবতাগণ তোমার

সাধকগণের সাধনায় অনেক বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা দুগ্ধের অন্ন-বস্ত্র বা প্রয়োজন-লাভের প্রতীক্ষা না করেন, তাঁহাদের প্রাণাবস্থা [illegible] দ্বারা প্রতি-মুহূর্তে [illegible] হইতে পারে বলিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বড় বড় দেবতাগণের বিশেষ [illegible] না; কাজেই তাঁহাদের বাধা বিপত্তির অন্ত নাই। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র পরম-প্রয়োজন ও পরম সিদ্ধি [illegible] সাধন করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য দেবতাগণেরও [illegible] যায়। দেবতাগণ দেহ গেহ-পুত্র-কলত্র, পূজ্যপাদ পিতা, মাতা, সখা, বন্ধু, পরোপকার, উদারতা, বদান্যতা, [illegible] দেশ-সমাজ, জন্ম-সেবা, বিদ্যাদান, তীর্থবাস, সাত্ত্বিকতা, [illegible] নির্জ্জন-ভজন প্রভৃতি বহু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধক যদি বহু-রূপিণী বিঘ্নকারিণী দেবতাগণের এই সকল মায়া-মূর্ত্তি দেখিয়া [illegible] পড়েন, তাহা হইলে তিনি [illegible] পড়িবেন। এ সময় যদি সদ্‌গুরু [illegible] সদ্বস্তুর আদর্শকে একমাত্র [illegible] করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি [illegible] পৌঁছিতে পারিবেন, অন্যথা অন্য উপায় নাই।

যখন বিঘ্নকারিণী দেবতা [illegible] নিয়ম বৈষ্ণব, পুত্র কলত্র, [illegible] রূপে সাধকের নিকট আসিয়া [illegible] মনোহারী দোকানটী খুলিয়া বসেন, তখন সাধক হরিদাসের আদর্শে [illegible] মায়াবিনীকে [illegible] বলিবেন,—"তুমি একটুকু অপেক্ষা কর, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, আমার [illegible] কর্ম্ম বাকী আছে, সেইটুকু শেষ করিয়া লই।

সাধকের কাছে তখন আবার বহু-রূপিণী বিঘ্নকারিণী দেবতা [illegible] পোষাক কিঞ্চিৎ বদলাইয়া পরম-নিঃস্বার্থপরতার পরচুল পরিয়া দেশ-প্রীতি, সমাজ-প্রীতি, দুঃস্থের সেবা, [illegible] নারায়ণের (?) সেবা প্রভৃতির মনোহারিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইবে। সেইরূপ সাধক সতর্ক থাকিয়া সেই সুন্দরী মায়াকে বলিবেন, একটু দাঁড়াও, তোমার মনো-বাঞ্ছা অচিরেই পূর্ণ করিব, আমার [illegible] কাজটা একটু সারিয়া লইতে দাও। তখন কিন্তু ঐ মায়াবিনী সুন্দরী সাধকের ধৈর্য্যচ্যুতি করাইবার জন্য মুখের বর্চ্চন আওড়াইয়া বলিবে, ওহে সাধক! ওহে ভক্ত! তোমার দেশ-মাতৃকা আজ [illegible] অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে, [illegible] নিঃস্ব নীরব হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছ! তোমার জপ, তপ, নাম-সংকীর্ত্তন ফেলিয়া রাখ, [illegible]-আরাধনা মাথায় থাক [illegible], আগে বাঁচাইতে হয়।

মায়ার এই বচনে যাহে—[illegible] ধর্ম্মের কালিমাতে—এই প্রাণস্পর্শী প্রলোভনে [illegible] সাধক কিছু [illegible] না। তিনি তখন [illegible] অবলম্বন করিয়া [illegible] বলেন, 'সুন্দরি! আপনার কথা ঠিক, কিন্তু আমি যদি অগ্রে আমার কাপড়টা একটু কাচিয়া না লই, তাহা হইলে [illegible] উদ্ধার করিতে যাইয়া আমার [illegible] অবলম্বন করিয়া [illegible] উঠিবে। [illegible] আমাকে একটু অবসর দিন।

[illegible] সাধক [illegible] প্রভৃতি [illegible] মায়াকে বধনা করেন।

[illegible] পুত্র-প্রতিষ্ঠা, মনোজ্ঞবেশ বা [illegible] তোষা বা বৈরাগ্য [illegible] সাধকের নিকট আসিয়া [illegible] সাধক তখন হরিদাসের আদর্শে [illegible] হইয়া বলেন, আমার [illegible] জীবন-[illegible] পূর্ণ হইলেই [illegible] অভিলাষ পূর্ণ করিব।'

[illegible] নাই—এ [illegible] পুনর্ব্বার পুর্ণ হইয়া [illegible] পুনরাবৃত্তি [illegible]।

সাধক যদি সাধন-সংগ্রামে জয়-লাভ করিতে চান, তাহা হইলে [illegible] আদর্শকে জীবনের [illegible] করিতে হইবে। [illegible] আদর্শে সতর্কতা আছে বলিয়াই তাহা 'অদ্বৈতবাদ'; আর 'ঠাকুর' [illegible] আদর্শে 'আত্মবৎ' আছে বলিয়াই তাঁহার নাম 'নরোত্তম'। [illegible]—তাহাদের। অর্থাৎ [illegible] জীবন [illegible] বা [illegible] হইয়া পড়েন; আর সাধক [illegible] করিলে [illegible] 'নরোত্তম' বা 'হরির' হইতে পারেন।

[illegible] পাঠিয়ার মুরারির [illegible] মান, [illegible] তেমনি কৃপা [illegible] করিবার [illegible] সিদ্ধ হইবার [illegible] সাধন।

আমরা সাধক জীবনের দুই একটী কথা-মাত্র আলোচনা করিলাম, [illegible] এবিষয়ে আরও অনেক কথা আলোচনা করিবার বাসনা থাকিল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের, [illegible] সম্প্রদায় [illegible] মঠে [illegible] হইতে [illegible] দেশে প্রচার [illegible] হইতেছে। প্রত্যহ উদয়াস্ত নাম-কীর্ত্তন, নগর-কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। [illegible] সকল [illegible] বিশেষ নহেন, কিন্তু সত্যকথার [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার [illegible]।

[illegible] আষাঢ় শ্রীমঠ হইতে [illegible] বহির্গত হইয়া [illegible] প্রধান [illegible] হইয়া পুনরায় [illegible] করিয়াছেন ও পরদিবস [illegible] টাউন-হলে [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে [illegible] শুনিবার জন্য বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। গৌরপদাঙ্ক-ভূমি [illegible] গৌর-কথা শ্রবণে [illegible] ও আগত গৌরভক্তবৃন্দ [illegible]।

কটক টাউনহলে বক্তৃতা

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

কটক, ১৫।৭।২৮

[illegible] রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের প্রধান শাখা-মঠ [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম [illegible] ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীহরেশ্বর মহাশয়, [illegible] শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষ [illegible] দাসগুপ্ত মহাশয়-[illegible] আন্তরিক আগ্রহে ও [illegible] শিক্ষা-সম্বন্ধে কটক টাউনহলে দুইটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

ভাগবত-ধর্ম্মই পরধর্ম্ম কেন?

(শ্রীমান অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

[illegible] কর্ত্তৃক আত্মজ্ঞানার্থ উক্ত [illegible] তাহারই নাম ভাগবত ধর্ম্ম। পর-[illegible] এই ভাগবত ধর্ম্মেরই নামান্তর। [illegible] ভাগবত ধর্ম্মের বৃহৎবিধান্তঃ [illegible] এই অবস্থাই প্রাপ্য হওয়া যায়। [illegible] সর্ব্বকারণ-কারণীভূত [illegible] হয়, একটী [illegible] সাধন [illegible] করিতে [illegible] তাহা নিত্যানন্দ [illegible] বাধা [illegible] নাম [illegible] বাহ্য জ্ঞান [illegible] হয় এবং [illegible] বিচ্ছিন্ন [illegible] নিবারণ।

[illegible] এবং [illegible] হয় এবং [illegible] দান্ত করিবেন না।

যে ধর্ম্ম [illegible] বিবিধ [illegible] সম্পাদন করে, যাহার অনুষ্ঠানে একমাত্র [illegible] অধোক্ষজ-প্রীতি [illegible] কোন অবাস্তর [illegible] উদ্দেশ্য থাকে না এবং যেরূপ নিরন্তর [illegible] কোন বাধা-বিঘ্ন ঘটিতে পারে না, [illegible] পারেন না, [illegible]।

[illegible] কল্যাণ, [illegible] বা অপ্রাকৃত [illegible] হইতে পারেন।

অবাস্তর [illegible] অনুষ্ঠিত হয় না, [illegible] উদ্দেশ্য থাকে [illegible] আবির্ভাব [illegible] না, [illegible] করিয়া থাকে।

[illegible] সকাম [illegible] কর্ম্ম, সকাম [illegible] কর্ম্ম, [illegible] নিষ্কাম-কর্ম্ম [illegible] ও বৈদিক কর্ম্মের [illegible] প্রাপ্তি [illegible] নিষ্কাম অবস্থা [illegible] বাস্তব [illegible] পার [illegible] আকৃতি নিষিদ্ধ [illegible] সাধারণ প্রকাশ

কর্ম্মী বলিয়া [illegible] সম্ভাবনা [illegible] ৬০৬ [illegible]

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] নিম্নলিখিত [illegible] বিদ্যার্থীদের [illegible] হইয়াছে—বেদান্ত [illegible]

১। [illegible]সন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। [illegible]সন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]সন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৭৪শ খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৪০ [illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া, তৃতীয় সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কৃপার জন্য ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—[illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০।

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	।৶০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়:	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮্
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷০
১২।	জৈবধর্ম	২্
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্বদ্রঞ্জন, চক্রবর্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২্
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৴
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২্

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থী-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরেজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই শ্রাবণ সোমবার—১৩৩৬

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতা বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয় মঠ-নির্ম্মাণ-কার্য্য খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীমন্দির ও নাটমন্দিরের কার্য্য যতদূর ভাল হইতে পারে, তাহা করিবার জন্য শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি দিবসের বহুসময় পর্য্যন্ত নিজে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমঠের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কর্ম্মচারিগণের সামান্য একটুকু ত্রুটী তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। ধনশালী ব্যক্তিগণ যেমন এক আধটু পরিশ্রমের ভয়ে বেতন রাখিয়া ঠাকুর সেবার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ঠাকুরের সেবা হয় কি, বেতনের উদরভরণ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না শ্রেষ্ঠার্য্য মহাশয় সেরূপ বিপুল ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় আরাধ্য দেবতার সেবা নিজে না দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। তাই তিনি অপরের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেই সর্ব্বক্ষণ সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণ-কার্য্য-জন্য তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করাইয়াছেন। তিনি বলেন, "জগতের বুভুক্ষু ধনীসম্প্রদায় স্বভোগার্থ উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক ভগবৎসেবা-কালে বিত্তশাঠ্য করিয়া থাকে; কিন্তু হায়, আমি যেন সেই সকল ভাগ্যহীনের ন্যায় আমার প্রভুকে—গুরুদেবকে ফাঁকি দিতে প্রস্তুত না হই, ভগবৎ সেবায় কৃত্রিম বা ভেজাল বস্তু প্রদান করিলে কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়ার ন্যায় আমাকেই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে।" যাঁহাদের হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা যেন আজ এই ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের আদর্শ অনুসরণ করেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহ-ফলে যাহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব নবনির্ম্মিত মন্দিরেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য অনেকেই আশান্বিত হইয়া আছেন। আমরা শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সেবাচেষ্টা যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীধাম রামকেলিতে শ্রী চৈতন্যচরণ চিহ্ন শ্রীরূপ সাগরতীরে শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যে যে স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই সকল গৌরপদাঙ্কপূত মহাতীর্থে গৌরপ্রিয়-জন ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গৌরপাদপীঠার্চ্চা স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইতোমধ্যে শ্রীমন্দার পর্ব্বত, শ্রীকূর্ম্মাচল এবং সিংহাচলস্থ মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে শ্রীচরণ-চিহ্ন স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সকল বিষয়ে ধানবাদপ্রবাসী পরমভাগবত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর অক্লান্ত উদ্যম ও উৎসাহই আমাদিগকে আশান্বিত করিতেছে।

সম্প্রতি শ্রীরামকেলি-ধামে শ্রীরূপসাগরের তীরে স্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ বদান্য জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ খোকদার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের একটি স্থান হইয়াছে। উক্ত বদান্যবর জমীদার মহাশয় শ্রীরূপসাগরের পূর্ব্বপারে শ্রীচৈতন্যমঠস্থ ট্রাষ্টিগণের নামে ১৷৷ বিঘা জমি রেজিষ্টারী দলিল পত্র করিয়া দিয়াছেন। এই সেবাকার্য্যে ডুমুরকোন্দা নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রমানাথ দেবশর্ম্মা রায়, কেচুনিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী এবং রামকেলি-সংস্কার-সমিতির স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধনী গোস্বামী এম, এ, বি, এল মহাশয়-প্রমুখ সজ্জনগণের সহানুভূতি ও আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয় তথায় অচিরেই একটী গৌরপাদ-পীঠার্চ্চার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। শ্রীরামকেলিতে শ্রীরূপ-সনাতনের আচরিত এবং প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা পুনঃ প্রচারিত হইলে শ্রীরূপানুগব্রুবের নামে বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকে যে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা প্রশমিত হইবে বলিয়া সজ্জনবর জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বাবু শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারকার্য্য আরম্ভের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। শুদ্ধরূপানুগ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারাই যথার্থ শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সেবা সম্পাদিত হইবে।

শ্রীআলালনাথ মন্দির-সংস্কার

নদীয়া-প্রকাশের পাঠক পাঠিকাগণ এই শ্রীমন্দির-সংস্কার-সেবার আহ্বান-পত্র পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিদেশে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীযুত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিগত ৭ই জুন তারিখ হইতে মূলমন্দিরের মেরামত-কার্য্য রীতিমতভাবে চলিতেছে এবং শ্রীমন্দিরের উপরিভাগে যে যে অংশ একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা উপযুক্ত শিল্পিগণের দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইয়া শ্রীমন্দিরটী পতন-সম্ভাবনা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। মূলমন্দিরের উপরিভাগে বালির কার্য্য এবং গোলাফিরান' হওয়াতে দেখিতে অতীব মনোরম হইয়াছে। এক্ষণে জগমোহন এবং নাটমন্দিরের মেরামত কার্য্য চলিতেছে। মূলমন্দিরের সংস্কার-কার্য্য শেষ হইলে রন্ধনশালা, চতুর্দ্দিকের প্রাচীর, প্রাঙ্গণ, বিমানগৃহ, ভাণ্ডারগৃহ, সম্ভাগৃহ, চন্দনপুষ্করিণী, ইন্দারা, রত্নসিংহাসন, গরুড়স্তম্ভ প্রভৃতির কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই সকল কার্য্যে যথাক্রমে ২২০০+৪০০০+১০০০+১০০০+১০০০+৩৮০০+৮০০০ ২৫০+২৫০+৫০০ অর্থাৎ মোটের উপর প্রায় ২৫০০০ টাকার প্রয়োজন।

পুরুষোত্তমস্থিত সুপ্রসিদ্ধ এমারমঠের বর্ত্তমান মহান্ত মহারাজ বদান্যবর শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজদাস মহোদয় সিংহদ্বারটী পুনর্নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আপাততঃ তিনি ২১১১৲ টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং তদতিরিক্ত কিছু লাগিলে তাহাও দিবেন বলিয়াছেন। সিংহদ্বারের কার্য্য বিগত স্নানযাত্রার পরদিবস হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট নক্সা (প্লান) অনুসারে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অতি উত্তম পানপাথর দ্বারা দ্রুতগতিতে নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে।

ইতোমধ্যে আরও কয়েকটী মহাপ্রাণ গৌরভক্ত কয়েকটী সেবার ভার গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য্যারম্ভের পরিমিত অর্থ আসিয়া পৌঁছিলেই উক্ত কার্য্য সমূহ আরম্ভ করা হইবে এবং যথাকালে তাঁহাদের এই বদান্যতার নিদর্শন উদাহরণ-স্বরূপে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে' প্রকাশিত করা হইবে

উপযুক্ত সময়ে আশানুরূপ অর্থ-সাহায্য না পাইলে কার্য্যের দ্রুত-গতি খর্ব্ব হইবার সম্ভাবনা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে এই শ্রীআলালনাথের কথা সকলেই অবগত আছেন। এরূপ একটী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়স্থান সংরক্ষণ-কার্য্যে সকলেরই মন, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সাহায্য করা উচিত। সকলেই নিজ যোগ্যতানুযায়ী অর্থানুকূল্য করিয়া—এই মহৎ কার্য্যটীর সুষ্ঠু সম্পাদনে সহায় হউন, ইহাই আমাদের সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ। এই সংস্কার-কার্য্যটী বৈষ্ণব-সাধারণ তথা হিন্দু-সাধারণের নিজের কার্য্য মনে করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিজ নিজ অর্থানুকূল্য দয়া করিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।

আনুকূল্য পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী পোঃ,

(পুরী)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন-মহারাজের নিকট ভিজিয়ানা গ্রামের দেওয়ান সাহেবের পত্র

ভিজিয়ানা গ্রাম

১৩ই জুলাই; ১৯২৯।

পূজ্যপাদ স্বামিজী, আমি আপনাকে জানাইতে আনন্দ পাইতেছি যে, ভিজিয়ানা গ্রামের মাননীয় মহারাজা সাহেব বাহাদুর আনন্দের সহিত আপনার গত ২৬শে জুন তারিখের লিখিত পত্রের অনুরোধ অনুসারে শ্রীকূর্ম্মম্ এবং সিংহাচল মন্দিরের মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] চিহ্ন স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। যখনই আপনাদের লোক এদিকে আসিবেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে ...রের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত অ... সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপদেশ দিবেন এবং আমিনগণ স্থাননির্ব্বাচন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে যেরূপ পরামর্শ দেন, তদনুসারে কার্য্য করিতে বলিবেন। আপনি আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

আপনার অকৃত্রিম

(স্বাক্ষর) ওয়াই, নরসিংহম্

(এম, এ, দেওয়ান

ভিজিয়ানাগ্রাম)

কটক-সমাচার

বিরাট-সভা

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

কটক, ১৫।৭।২৯

গত ১৫ই জুলাই তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই জুলাই সন্ধ্যায় কটক, শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। মহোৎসব উপলক্ষে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বসু, শ্রীযুক্ত ভিখারী চরণ পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত পরেশ্বর মহান্তি, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্নদাস গুপ্ত উকীল, জমীদার, ব্যবসায়ী, উচ্চরাজকর্ম্মচারী, কলেজের অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র এবং আরও বহু ভদ্রলোক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ

তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা সম্বন্ধে ৩ ঘণ্টার অধিককাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী নির্বাক নিস্পন্দ ভাবে স্বামিজীদ্বয়ের বক্তৃতা শ্রবণে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। বক্তৃতার পূর্বে ও পরে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

কটক র্যাভেনশ কলেজে

ত্রিদণ্ডি স্বামী 'বন' মহারাজ

(নিজস্ব-সংবাদদাতার তার)

কটক, ১৭।৭।২৯

গত ১৬ই জুলাই সন্ধ্যাকালে কটক র্যাভেনশ কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ অগিল (*Mr. Ogill*) সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত কলেজে এক বিরাট ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী-ভাষায় এক মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে ও শেষে ভগবন্নাম-কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। ছাত্রবৃন্দ এবং অধ্যাপকগণ মনোযোগের সহিত স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সভাপতি মহোদয় স্বামীজীর বক্তৃতা দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ ব্যাখ্যার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আরও শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিয়া স্বামীজীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সেবা

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাধিকারী বি, এস্, বি, টি)

সেবা অতি বড় বস্তু। সেবা চেতনের বৃত্তি। সেবাই জীব চেতনের অভিব্যক্তির একমাত্র কারণ এবং উহাই তাহার একমাত্র কার্য্য বা ধর্ম্ম। সেবাতেই মানবের মানবত্ব, জীবের জীবত্ব চরিতার্থ হয়। সেবা যখন ব্রহ্মাণ্ডগত অস্মিতার সহিত জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়, তখন উহা পিতা-মাতা, স্বজন বান্ধব, সমাজ সম্প্রদায়, দেশ-দশ প্রভৃতির সেবায় পর্য্যবসিত হইয়া তৎ তৎ সেবার অনুষ্ঠানকারীকে ব্যবহারিক-জগতে এক আদর্শ চরিত্ররূপে পূজিত হইবার যোগ্যতা বিধান করে। আবার উহা যখন বৈকুণ্ঠগত অস্মিতার সহিত নিরুপাধিক অবস্থায় জীবের স্বরূপবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়, তখন উহা বৈকুণ্ঠ-সেবায় পর্য্যবসিত হইয়া অনুষ্ঠানকারীকে ধার্ম্মিকগণ-কর্ত্তৃক ভগবদ্দাস-জ্ঞানে নিত্য পূজিত হইবার যোগ্যতা-বিধান করে। অন্যান্য সেবার ন্যায় ভগবৎ-সেবায় অসম্পূর্ণতা নাই। সেবা ভগবৎ-সেবায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের নশ্বর, খণ্ড, সেবা-সুখের সহিত নিত্য অখণ্ড ভগবৎ-সেবা-সুখের তুলনা হইতে পারে না। এই সেবার অপর নাম ভক্তি। ভক্তি জাগতিক কোন ব্যাপার নহে; ইহা বৈকুণ্ঠ-বস্তু।

বৈকুণ্ঠ-সেবাতেও সেব্যের উপর মমতার তারতম্যে উচ্চাবচ স্তর লক্ষিত হয়। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পঞ্চরস বিভেদে ইহার পঞ্চস্তরের অবস্থান শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। মধুর রসাশ্রিত সেবা মমতাধিক্যে অপর রস-চতুষ্টয়াশ্রিত-সেবা হইতে শ্রেষ্ঠ। মাধুর্য্যপর-সেবাতে সেব্যের সুখের জন্য সেবকের আত্ম-বলিদান-কার্য্য পূর্ণভাবে সংঘ...

এই সেবাধিকারপ্রাপ্ত জীবের আবাল চেষ্টা কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যময়ী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই সেবার একটি অতি সুন্দর বর্ণনা দৃষ্ট হয়। শ্রীমতী রাধিকা সখীগণকে বলিতেছেন—

> না গণি আপন দুঃখ,
> সবে বাঞ্ছি তার সুখ,
> তার সুখ মোদের তাৎপর্য্য।
> সে যদি দিল দুঃখ,
> তার হৈল মহাসুখ,
> সেই দুঃখ মোদের সুখবর্য্য॥

—হে সখি, কৃষ্ণ আমাদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া মথুরা গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই গমনে আমাদের দুঃখ হইলেও তাঁহার নিজের সুখ নিশ্চয় হইয়াছে। আমাদের সেবার তাৎপর্য্যও তাঁহাকে সুখী করা, তাহা হইলে আমরা আমাদের এই দুঃখকে তাঁহার সুখ-সাধক জানিয়া কি শতবার অভিনন্দন করিতে পারি না?

হায়! কৃষ্ণ-ভামিনী ব্রজরামাগণ কৃষ্ণের জন্য কি না করিতে পারিয়াছিলেন? তাঁহারা যে কৃষ্ণের জন্য লাজ, কুল, মান, দেহ, গেহ, পতি, পুত্র সবই ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'প্রেমের মরণ' বলিয়া যে একটী কথা শ্রুত হয়, তাহা যে তাঁহাদেরই চরিত্রে দেখা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত এ নর-জগতে মানবের হৃদয় কাষ্ঠ-পাথরের কাঠিন্য-ধর্ম্ম লাভ করিয়া সেবার গৌরববোধে অযথা বিজ্ঞাপন না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রজরামাগণের এই মহান্ আদর্শ তাহাকে সেবাধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে থাকিবে।

মাধুর্য্যপর-সেবাতেও সেব্যের উপর গৌরববোধের তারতম্যে কিছু প্রকারভেদ পরিদৃষ্ট হয়। ব্রজে গোপীগণের সেবার গুরুত্ব সেব্যের গুরুত্বদ্বারা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয় না; কিন্তু পুরে কৃষ্ণমহিষীগণের সেবা সেব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি-বশতঃ সম্যক্ আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক নিজ গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

ব্রজ এবং পুর-সেবার তারতম্য প্রদর্শিকা একটি আখ্যায়িকা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। শ্রীরাধিকা ও রুক্মিণীর মধ্যে কে কৃষ্ণকে উত্তম সেবা করেন, ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া দেবর্ষি নারদ একদিন দ্বারকায় কৃষ্ণসকাশে অভিগমন করেন। কৃষ্ণ নারদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া এ বিষয়ে প্রথম তাঁহার অভিমত জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, উত্তরে নারদ বলিলেন যে, তাঁহার বিবেচনায় রুক্মিণী রাধাপেক্ষাও উত্তমাধিকারিণী, কেন না, আজ এক শত বর্ষ আপনি শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিলেও রাধার পক্ষ হইতে আপনার সহিত মিলনের কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে না, আর পরিহাসচ্ছলে আপনি ছাড়িব বলিয়া ভয় দেখাইলেই রুক্মিণী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন। তখন কৃষ্ণ মৃদু মধুর হাস্যে নারদকে বলিলেন—"নারদ, তুমি এই ভৃঙ্গার হস্তে রুক্মিণীর নিকট গমন কর। তাহাকে বলিও যে কৃষ্ণ হঠাৎ এক সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী রহিয়াছেন। তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা একেবারে নাই। তবে এক গণৎকার আসিয়া বলিলেন যে, তিনি যদি আপনার পদ-প্রক্ষালিত জল পান করেন, তবে নিশ্চয়ই রোগমুক্ত হইবেন। কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনার নিকট সেই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। আপনি কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া, পদ-জল প্রদান পূর্ব্বক আমাকে অতি সত্বর বিদায় করুন।" রুক্মিণীর নিকট গমন করিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করিলে রুক্মিণী শিহরিয়া উঠিলেন এবং কর্ণদ্বয় হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে পলায়ন করিলেন। নারদ তদ্দর্শনে আনন্দিত হইয়া শূন্য ভৃঙ্গার হস্তে কৃষ্ণসকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজে শ্রীরাধার নিকট উক্ত প্রস্তাব করিতে বলেন। নারদ ব্রজে শ্রীরাধার সন্নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার আগমনের অভিপ্রায় অবগত করাইলে, শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক উক্ত জলে ভৃঙ্গার পূর্ণ করিয়া নারদকে প্রদান করিলেন এবং উহা লইয়া তাঁহাকে অতি সত্বর দ্বারকায় কৃষ্ণসকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সকাতরে অনুরোধ করিলেন। নারদ শ্রীরাধার ব্যবহার নিজমত-পোষক জানিয়া আনন্দে কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে জল-পূর্ণ ভৃঙ্গার স্থাপন করিলেন। কৃষ্ণ উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া কিছু পান করিলেন এবং অবশিষ্ট জল সর্ব্বাঙ্গে মৃক্ষণ করিলেন। তৎপর রাধা রাধা বলিতে বলিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণ বিস্মিত নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"বৎস নারদ, রাধিকা ও রুক্মিণীর প্রেমে আকাশ পাতাল প্রভেদ প্রেম সমুদ্র, আর রুক্মিণীর প্রেম গোষ্পদবারি। রাধার প্রেমে তুলনা নাই। সেবা রাধার সেবায় অবধি প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী সেবা। রুক্মিণী আমার গৌরব স্মরণ করিয়া পদ-জল দানে তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, আর শ্রীরাধা আমার প্রতি অসীম মমতাবশে উহা দান করিয়া সেবার গৌরব রক্ষা করিয়াছে। শ্রীরাধার মনের ভাব এই যে, কৃষ্ণ আমার আগে বাঁচুক, তারপর আমার এই কার্য্যের জন্য আমি অনন্ত কালের জন্য দণ্ড ভোগ করিতে থাকিব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দ দাসও নিজকে বিপদাপন্ন করিয়া সেবার গৌরব রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি প্রভুর সেবার জন্য তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ ভোগের জন্য উক্ত কার্য্যের পুনরনুষ্ঠান করিতে লজ্জায় বিরত থাকিয়া প্রভুর উত্থানের অপেক্ষায় এক প্রহরাধিককাল শয়ন মন্দিরে আবদ্ধ ছিলেন।

সেবা ব্রজ-প্রোথিকা; সুতরাং উহা অল্প ভাগ্যে জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই সেবাধিকার লাভের জন্য জনকে কত সাধ্য-সাধনা করিতে হইবে, তাহা মানব-বুদ্ধির অগোচর।

ভাগবত-ধর্ম্মই পরধর্ম্ম কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভগবৎসম্বন্ধ-রহিত নীতির মুখীভূত যে সব অর্থাৎ অধিকার ও কর্ত্তব্য, তাহা সম্পূর্ণ নহে। কারণ, কেবল পার্থিব দেহ-দৈহিক-সম্বন্ধেই উক্ত নীতির প্রসার দেখা যায়। এই স্থূল-দেহ মাত্রই আমি, সুতরাং স্থূল দেহের যতটুকু অধিকার, আমার অধিকার ততটুকু মাত্র। দেহাতিরিক্ত চেতনাত্মার যে কি বিপুল অধিকার রহিয়াছে, তাহা আমার জ্ঞান-বহির্ভূত। অতএব এই দেহ-দৈহিক-সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে আমার কর্ত্তব্যও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তারপর, স্বার্থান্ধতা ত' আছেই! জন্মান্তরে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাসরহিত নীতিজ্ঞের কর্ত্তব্য পরিবার, দেশ ও সমাজকে অতিক্রম করিয়া যতদূরই কেন প্রসারিত হউক না, উহা দেহাত্মাভিমানকে ভুলাইতে পারে না, অথবা নিজের শারী-

যিক সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারে না। অন্ততঃ যশোলিপ্সাও তাদৃশ নীতিজ্ঞের অন্তরে অঙ্কিত থাকিবেই থাকিবে।

এরূপ অবিশুদ্ধ, অসম্পূর্ণ-নীতিকে পরধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করা সাহস মাত্র। সকাম বৈদিক-কর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐই কথা। বৈদিক-কর্ম্মীর কর্ম্ম-ফলাদিতে বিশ্বাস থাকিলেও ক্ষয়িষ্ণু স্বার্থযুক্ত স্বর্গাদি ফলের আকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত বৈদিক-কর্ম্মের অবিশুদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা অপরিহার্য্য। অতএব উহাকেও পরধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ যে কর্ম্মকামনায় জীবকে প্রতি-মুহূর্ত্তেই বিষয়াকর্ষণে বিচলিত করিতেছে, সকাম-কর্ম্ম দ্বারা তাহার ক্ষয়ই হইতে পারে না। পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক হইতে উদ্ধারের চেষ্টাও যদ্রূপ, আর সকাম-কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম-বাসনা পরিহারের চেষ্টাও তদ্রূপ। তদ্দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই কারণে, কর্ম্ম-ত্যাগ প্রশংসনীয় হইলেও উহাকেও পরধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। কারণ, অতি দুঃসাধ্য লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের ত্যাগ, তাহা ভগবদুদ্দেশ্য ভিন্ন কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। তথাপি যিনি তদ্বিষয়ে চেষ্টিত থাকেন, তাঁহার ঐ ত্যাগের বাসনা বদ্ধ হইয়া যায়। ত্যাগ-কামনার সহিত কর্ম্ম-বিদ্বেষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহা কর্ম্ম-বিদ্বেষ উৎপাদন করে এবং যাহাতে ত্যাগের কামনা থাকে, সেইরূপ কামধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মকে কখন পরধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না।

শ্রীভগবদুদ্দেশ্য-শূন্য জ্ঞানও অসম্পূর্ণ। বিশেষতঃ আমিই ব্রহ্ম—ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহাতে অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অপরাধ সংঘটিত হয়। শ্রীভগবৎ-অপরাধজনক নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ কেবল জ্ঞানকে পরধর্ম্ম বলা নিতান্তই পাষণ্ডতা মাত্র। অতএব শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্ত্তিত ভাগবতধর্ম্মই যে একমাত্র পরধর্ম্ম, ইহা স্থিরীকৃত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অর্থাৎ জীবের তাহাই পরোধর্ম্ম, যাহার অনুষ্ঠানে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি উৎপন্ন হয়। সেই ভক্তিতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। অহৈতুকী নিষ্কাম ভক্তি, স্বাভাবিকী অপ্রতিহতা অর্থাৎ ইহাকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিই পরধর্ম্মের স্বরূপ লক্ষণ এবং আত্মার সুপ্রসন্নতা ইহার তটস্থ লক্ষণ। সুতরাং ভক্তিই পরধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম।

এই পরধর্ম্মের দুইটি অংশ। প্রথমাংশের নাম সাধ্যাংশ এবং দ্বিতীয়াংশের নাম সাধনাংশ। সাধ্য নামক প্রথমাংশটি জীবের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যরূপে অবস্থিত এবং সাধনাংশটি অনুশীলনাত্মক। যাহা ধারণের কর্ত্তা এইটি সাধ্যাংশ এবং যাহা ধারণেরসাধন, সেইটি সাধনাংশ। সাধ্যাংশের নাম প্রেম-ভক্তি এবং সাধনাংশের নাম সাধনভক্তি। প্রেমভক্তি জীবের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যরূপে অবস্থিত অর্থাৎ উহা জীবের স্বরূপেরই বৃত্তি বিশেষ হইয়াও সাধন-ভক্তিদ্বারা প্রকাশ্য বলিয়াই উহাকে সাধ্য বলা হইয়া থাকে।

একমাত্র এই পরধর্ম্মের আশ্রয়েই জীবের ভগবৎসান্মুখ্য সাধিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া থাকেন।

নিবৃত্তি-মাত্র-লক্ষণ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মকে সচরাচর নিষ্কাম ধর্ম্ম বলা হয়, তাহাও কখন পর-ধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ তাদৃশ ধর্ম্মের মূলে সান্মুখ্য-চেষ্টা না থাকা-প্রযুক্ত তাহা ভগবৎ-সান্মুখ্য-সাধক না হইয়া বৈমুখ্য-সাধক-প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম হইতে কিছুই বিশেষ হইতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, সকাম লৌকিক ধর্ম্ম অর্থাৎ নীতি এবং বৈদিক-ধর্ম্ম ইহারাই সকল সুখের মূল ও দুঃখের নিবারক; কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। অসম্পূর্ণ মানবের নীতিও অসম্পূর্ণ এবং সকাম বৈদিক ধর্ম্মও দুঃখ সংভিন্ন। অতএব এতদুভয়ের কোনটিই মানবের ভগবৎ সান্মুখ্যরূপ উদ্দেশ্যের সাধক হইতে পারে না। জীবের উদ্দেশ্য-সাধক ভাগবত-ধর্ম্ম, উক্ত সকাম ও নিষ্কাম অপর বা কৈতবযুক্ত-ধর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত এবং সেই কারণে, ইহাই পরধর্ম্ম। ভাগবত-ধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির উদ্বোধক। ভগবদ্ভক্তিরূপ সৎকারকই ফলের উদ্বোধনের কারণ বলিয়াই ভাগবত-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। ভক্তিফলের উৎকৃষ্টত্ব স্বতঃসিদ্ধ। ভক্তি স্বভাবতঃ অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ও আত্ম-প্রসাদ-জননী। 'অহৈতুকী' শব্দের অর্থ ফলান্তরানুসন্ধান-রহিত। যে ফল উৎপন্ন হইয়া সাধকের মনে ফলান্তরের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি আসিতে দেয় না, তাহাকেই অহৈতুকী ফল বলা যায়।

ভক্তি ভিন্ন অন্য সমস্ত ফলেরই অসম্পূর্ণতা-নিবন্ধন এবং সংকীর্ণতা-প্রযুক্ত উহাতে ফলান্তরের অনুসন্ধানে যত্ন দেখা যায়; ভক্তিফলে কিন্তু সেরূপ দেখা যায় না।

ভক্তি স্বসম্পূর্ণ এবং দুঃখলেশ বর্জ্জিত বলিয়াই তাহাতে ফলান্তরের অনুসন্ধান থাকিতে পারে না। সুতরাং একমাত্র ভক্তিই অহৈতুকী, অন্যান্য সকল ফলই হেতুমূলক সাধনলভ্য। আবার ভক্তি স্বয়ংই সুখরূপা বলিয়া এবং তদুপরি সুখদ পদার্থান্তর নাই বলিয়া ভক্তিকে কেহ ব্যবধান করিতে অর্থাৎ বাধা দিতে সমর্থ হয় না। ব্যবধান রহিত বলিয়াই ভক্তিকে অপ্রতিহতা বলা হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ ভক্তি ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মার প্রসন্নতা জন্মাইতে পারে না। এই সকল কারণেই ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-প্রযুক্ত ভাগবত-ধর্ম্ম বা পরধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

মহামহোৎসব

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে। তাহা ছাড়া মঠবাসী ভক্তগণ প্রত্যহ দ্বারে দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল আম্নায়ের কথা প্রচার করিতেছেন। পুনরায় সাধারণ্যে প্রচারের জন্য গত ২৯শে আষাঢ় সন্ধ্যায় এক বিরাট নগরকীর্ত্তন হইয়াছিল। কর্ম্মকোলাহলে ব্যস্ত জীবগণ কিছু কালের জন্য এই কোলাহলে নিযুক্ত হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-প্রচারক শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর দাসানুদাসগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা বহুল ভাবে প্রচারের জন্য এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। এই কার্য্যে সম্বলপুর-নিবাসী রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ভিখারী চরণ পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত পারেশ্বর মহান্তি গভর্ণমেন্ট প্লিডার এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত মহোদয়গণ ভক্তগণের ভগবৎসেবার সাহায্য করিবার জন্য সহরবাসিগণকে আহ্বান করেন।

সাধারণ জনগণ দেহ ও মনোধর্ম্মের কথায় নিমগ্ন ব্যক্তিদিগকে সেই কার্য্যে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করিবার জন্যই সব কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু জীবদুঃখ দুঃখী পরম দয়াল বৈষ্ণবঠাকুরগণ জীবের নিকটে যে সকল কথা কীর্ত্তন করেন, সেই কথা শ্রবণে জীবের বিষয়-রতি বৃদ্ধি না হইয়া কৃষ্ণরতিই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়-পিপাসা বিনষ্টকারিণী শ্রীহরিকথা যাহাতে সকল জীবের কর্ণে প্রবেশ করে, এই জন্য পরম ভাগবত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাস ও বসন্ত কুমার সরকার মহোদয়দ্বয় জৈষ্ঠ্যগণ্য বিদ্যারূপাদিতে বিভূষিত কৃতী পুরুষগণের নিকট উপস্থিত হইয়া এবং বাদ্যধ্বনি টঙ্কা-নিনাদ-সংযোগে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা প্রচারের কথা সর্ব্বত্রই জানাইয়া দেন।

৩০শে আষাঢ় রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে কীর্ত্তনকারিগণ নির্গত হইয়া সহরের মধ্য দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে স্থানীয় টাউন হলে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীসচ্চিদানন্দ ও গ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত একটী সুমধুর কীর্ত্তনান্তে বক্তৃতা আরম্ভ হইল।

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মি-প্রবর, পাঞ্জাব প্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি সুবিখ্যাত নগর সমূহে হরিকথা প্রচারকারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ হৃৎকর্ণরসায়নী বাগ্মিতা দ্বারা উপস্থিত জনগণের হৃদয়ে হরিকথামৃত ঢালিয়া দেন। টাউন হলটী লোকারণ্য। অনেকে বসিবার স্থান না পাইয়া বারান্দায় দণ্ডায়মান এবং এমন কি অনেকেই আবার বারান্দায় দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া গৃহ পার্শ্বে ময়দানে আশ্রয় লইয়া আচারবান্ প্রচারকের মুখে গৌর-শিক্ষা শ্রবণের সুযোগ হারান নাই।

এক ঘণ্টার পর সভাপতি ত্রিদণ্ডী অগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্য প্রকাশান্তে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করেন। স্বামিজী মহারাজ বলেন, শ্রীচৈতন্যদেব কে? তাহা প্রথমেই বিচার আবশ্যক। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত বিচারে অগম্য, শ্রীচৈতন্যশিক্ষা কি? ইত্যাদি অনেক কথার অবতারণা করিয়া যুক্তি ও উদাহরণের দ্বারা এমন ভাবে বুঝাইয়া দেন যে, বিদ্বানের কথা দূরে থাকুক্ অশিক্ষিত বালকের হৃদয়েও একটী দাগ পড়িয়া গিয়াছে। ভক্তিভাবে বিভাবিত স্বামীজী মহারাজের ভগবান্ গৌরহরির কথা বলিবার সময় তন্ময়তা ও ভাবসমূহ দর্শন করিয়া কে না মুগ্ধ হইয়াছেন?

আমরা বিষয়ী। বিষয়-কথা আমাদের বড়ই প্রিয়, কিন্তু শ্রীহরিকথা শুনিতে আমাদের বিরক্তি ও নিদ্রার আগমন হয়। কিন্তু গৌরনিজপুর কটক সহরবাসী তিন ঘণ্টার অধিক কাল একমনে একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগের হৃদয়ারাধ্য শ্রীগৌরহরির কথা শ্রবণ করিয়া গৌরভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

সভার পর নগরে শ্রীগৌরহরি-প্রবর্ত্তিত কলিযুগের একমাত্র পরিত্রাণদায়ক মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ শ্রীশ্রীবিনোদ-রমণ জিউর [illegible] নাচে মগ্ন হইলেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড, গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।
৫০ অধ্যায়পর্যান্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

দ্বীপাদিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৶৴০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ-কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাশিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
[illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

…তন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীভগবান, ভক্ত ও ভক্তির কোন কথা একেবারেই শ্রবণ করে নাই বা তৎসম্বন্ধে কোন প্রকারের আলোচনা করে নাই—এমত অবস্থায় মানুষ তাহার অজ্ঞতা-হেতু যে সকল অপরাধ করে, তাহা তাহার কাপট্য-দ্যোতক না হওয়ায় ক্ষমাই হয়; কিন্তু যাহারা উক্ত ভক্তত্রয় সম্বন্ধে সাধু-শাস্ত্র-মুখে কিছু না কিছু শ্রবণ করিয়াছে, উহাকে অবজ্ঞা করিলে অপরাধী হইতে হয় জানিয়াছে বা 'উহার সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে'—ইত্যাকার অভিমানে আপনাকে ভক্ত-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া ভাগবতাদি ভগবৎ-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন তথা হরিনাম গ্রহণ, ভগবৎ কথা শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত কোন অপরাধ ক্ষমাই হয় না, যেহেতু তাহা আদৌ সরলতা-দ্যোতক নহে। যাহারাও যাহারা হরিকীর্ত্তন গান করে অথচ নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধাদির কথা সাধু-শাস্ত্র-মুখে শুনিয়াও তাহা হইতে সতর্ক হইবার পরিবর্ত্তে সেই সকল অপরাধ করিয়া যাইতেছে অপরাধ করিয়া অনুতপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, 'আমি অপরাধ কিছু জানি না, আমি অপরাধ করিনাই' ইত্যাদি কপট দৈন্য করিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতে চাহে, তাহারা কাটিয়াও শ্রীভগবানের নিকট আদৌ ক্ষমার্হ হইতে পারে না। কপটতাবশে বহির্ম্মুখ হইয়া-ভজনায় নামাপরাধ, ধামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধাদি করিয়া শেষে যতই না কেন কপট দৈন্য প্রকাশের দ্বারা আত্মদোষ গোপন করিবার চেষ্টা করুক, তাহারা যতদিন না 'আর নাহি বাপ' বলিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে আন্তরিক নিষ্কপটে শরণাপন্ন হইতেছে, ততদিন তাহাদের নরক-গতি হইতে কোন ক্রমেই উদ্ধার পাইবার উপায় নাই। অপরাধের ফল হাতে হাতে না পাইয়া অনেকে অপরাধ-কার্য্যে আরও স্ফূর্ত্তি অনুভব করে, কিন্তু হায়, সে সকল মূঢ় জানে না যে, কি ভীষণ নরকযন্ত্রণা তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হতভাগ্য অপরাধিগণ যদি শাস্ত্র বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত যমালয়ে পাপীর সাজা দেখিয়াই তাহাদের ভয় হইত। বেদনিষিদ্ধ পাপ-কর্ম্ম হইতেও অপরাধ কোটিগুণে ভীষণ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত যাঁহার স্থানে অপরাধ হয়, তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপটে শরণাপত্তি স্বীকার করা।

বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি ব্রাহ্মণ, গোস্বামী ও বাবাজী বৈরাগী নামধারী ব্যক্তি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার নিরপেক্ষ সত্য প্রচারে উত্তেজিত হইয়া উক্ত সভার সভ্যগণের অসাক্ষাতে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের নিন্দাপ্রিয় ইত্যাদি বলিয়া নানা প্রকার নিন্দাদি করিয়া থাকেন ও তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের যাহাতে শ্রদ্ধার লাঘব হয়, তাহার চেষ্টা করেন। এরূপ সংকীর্ণতার কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। কে ব্রাহ্মণ এবং কে বৈষ্ণব, কোন ব্রাহ্মণ এবং কোন্ বৈষ্ণবের নিন্দা অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয় হইয়াছে, তাহা তাঁহারা উক্ত সভার সম্মুখে আসিয়া বলিবার সাহস রাখেন না কেন? যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী অথবা বৈষ্ণবসেবা-বৈমুখ্য-দম্ভার অসংকর্ম্মে নিপুণ অথচ শৌক্রবংশ-পারম্পর্য্যে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবোচিত কোন গুণোপেত হইবার অপেক্ষা না রাখিয়াই আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বলিয়া প্রখ্যাপন করিতে চাহেন, তাঁহাদের যথোচিত গুণাভাব সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিলে সাধারণে আর অবৈষ্ণব ও অব্রাহ্মণের সঙ্গদোষে বিপন্ন হইয়া নরক-গমনের জন্য বদ্ধপরিকর হন না, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাভিমানিগণও তাহাদের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইতে দেখিয়া আত্মদোষ সংশোধনে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীনারদ যদি নলকূবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের-তনয়দ্বয়ের কামিনীসঙ্গ-লোলুপতার প্রশ্রয় দিয়া মঙ্গলোদ্দেশে কোন প্রদর্শন পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বৃক্ষ-যোনিপ্রাপ্তিরূপ শাপ-প্রদানছলে বর প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে [illegible] ঐ উক্ত অর্জ্জুন হইয়া জন্ম জন্ম কৃষ্ণ-কার্য্য-বিমুখ হইয়া থাকিতেন। দেবর্ষি শম্ভু যদি কামজয়ী শ্রীদক্ষকে অপমান, অভিবাদনাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বঞ্চনা করিতেন, তাহা হইলে দক্ষ কর্ম্মমার্গ হইতে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব কখনই উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেন না। প্রহ্লাদ যদি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসক্ত হিরণ্যকশিপুকে 'অসুরবর্য্য' বলিয়া সম্বোধন করিবার পরিবর্ত্তে পিতৃ সম্মান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠতা বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার ক্রোধোদ্রেক না করাইতেন, তাহা হইলে হিরণ্যকশিপু-প্রমুখ কৃষ্ণকার্য্য-বিরোধিগণ কখনই কৃষ্ণকার্য্য-বিরোধকে ভয় করিবার আবশ্যক বুঝিত না। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যদি নরসিংহ মূর্ত্তিতে কাজীর বক্ষে চড়িয়া "চিরিমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে" বলিয়া কাজীকে ভীতি প্রদর্শন না করিতেন এবং স্বয়ং কাজীদমনে প্রবৃত্ত হইয়া কাজী-উদ্ধার-লীলা প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে আজ সংকীর্ত্তন-পিতা গৌরসুন্দরের নাম-সংকীর্ত্তন-প্রচারে কেহ না আপত্তি উঠিত। শ্রীগৌরসুন্দর যদি ছোট হরিদাসকে শাসন না করিতেন তাহা হইলে আজ সকল বৈরাগিগণ স্ত্রীসঙ্গকে তাহাদের ভজনের অঙ্গ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিত না। অবশ্য বর্ত্তমানে কতকগুলি অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর লোক বৈরাগী সাজিয়া পরস্ত্রীসঙ্গাদির প্রশ্রয় দিলেও শিক্ষিত লোকসকল অন্ততঃ লোকনিন্দাভয়েও সেরূপ ঘৃণিত কার্য্য এখনও প্রকাশ্যে করিতে ভয় করিয়া থাকেন। মহাজনগণের আচরণে এইরূপ সহস্র সহস্র জীব-হিত-চেষ্টা লক্ষিত হইয়া থাকে। দোষ চাপিয়া রাখিয়া দোষকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনও সাধুত্বের পরিচায়ক নহে। আমাদের হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত যাবতীয় দুর্ব্বাসনাকে অতি নির্মমভাবে অপসারিত করাই হইতেছে সাধুর সাধুত্ব। যে চিকিৎসক রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন বুঝিয়াও রোগী পাছে বেদনা পায় বলিয়া রোগীর প্রতি দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক অস্ত্রোপচার হইতে বিরত হন, তিনি রোগীর ঘোর শত্রু। অতএব সেইরূপ বুঝি, ব্রাহ্মণে বা বৈষ্ণবে অব্রাহ্মণতা বা অবৈষ্ণবতা-রূপ কোন দোষ থাকিতে পারে না, যদি থাকে, তাহা হইলে তিনি ভজনরাজ্যে কখনই প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না, সাধুগণ কখনও অব্রাহ্মণতা ও অবৈষ্ণবতা লোক সমক্ষে প্রচার করিয়া দিয়া লোককে সতর্ক করা, নিজেরাও অসৎসঙ্গ ত্যাগে যত্ন করা সকলের আদর্শ-স্থানীয় হওয়া। যাহা ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা নহে, তাহার নিন্দা করা কখনও সাধু-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য নহে, বরং তাহা সম্পূর্ণ সাধু-শাস্ত্র-সম্মত কার্য্য। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।" ভাগবত বলেন—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" যিনি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারই বুদ্ধিমান প্রশংসা করা যাইতে পারে। অসৎসঙ্গের নিন্দা করিলে যাহারা বিরক্ত হয়, তাহাদের যে অন্তরে অসৎসঙ্গ আসক্তি বর্ত্তমান, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

[illegible] করিয়া, [illegible] দেখাইয়া, [illegible], [illegible] করিয়া [illegible] কৃষ্ণ-কার্য্য সেবার [illegible] পরস্ত্রী [illegible] নিজে জীবন ধারণ করে, [illegible] মুখে বলে [illegible] শুদ্ধ ভাবে তাঁহার [illegible] স্থান পঞ্চকের সেবা করা অর্থাৎ [illegible] দারা দেখা, পান তামাক বিড়ি [illegible] লাঞ্চিত না হওয়া, পরস্ত্রী সঙ্গ করা বা নিজস্ত্রীতে অত্যাসক্ত হওয়া, জীব হিংসা করা, অর্থকে অনর্থদোষ না জানিয়া নিজের লোভের দমন করা প্রভৃতিকে যাহারা দোষ বলিয়া মনে করে না বা সে সকলের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, তাহারা সাধু শাস্ত্র বিরোধী ভণ্ডের কপট নাস্তিক বাতীত আর কিছুই নহে। যাহারা সোজাসুজি ভগবানকে মানিতে চাহে না, বৈদিক-সমাজ হইতে চার্ব্বাক-পন্থী হয়, তাহারা বরং ভাল, কিন্তু ঐ সকল কপট নাস্তিক একেবারেই অসহায়। উহাদের দমনের কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমরা লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম, কলিকাতা নিবাসী জনৈক বেণীমাধব [illegible] আজকাল ঢাকা নগরীতে ভাগবত-পাঠের নামে ভাগবত নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন। শুনিয়াছি তিনি বৃদ্ধ এত বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বৈষ্ণবের কৃপা লাভে সক্ষম না হওয়া, বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভাগবত পাঠ না করিয়া কেবল ভাগবতসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন, [illegible] ঘৃণার কথা! [illegible] বৈষ্ণব নিন্দকের মুখে যে সকল সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা [illegible] পারমার্থিক [illegible] বিষয়ে কি লাভ হইতেছে, তাহা [illegible] জানিতে পারেন। আমরা জানি, তাহাকে [illegible] অনর্থই লাভ হইতেছে মাত্র। শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নামে এরূপ ব্যক্তি [illegible] কখনও বুদ্ধিমানের [illegible] [illegible] [illegible] দেখে, বৈষ্ণব পাঠ [illegible] সাজাইতেছে বড় বাহ্ন [illegible] কৃষ্ণপাদপদ্মে [illegible] তাহাদের যোগ্য [illegible]

[illegible] হরিদাস সাহা মহাশয় [illegible] এরূপ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-কথা আদর দেখিয়া [illegible] [illegible] হইয়াছেন। আমরা [illegible] মহাশয়কে এজন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি,

শ্রীভগবান [illegible] প্রকটকালে শ্রী- [illegible], শ্রীশ্রীমদ্ গুরু বৈষ্ণবে [illegible] সর্বতোভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি [illegible] হউক, ও আমাদের ভগবৎ সেবা [illegible] একান্ত প্রার্থনা।

[illegible] বিজয়তে, [illegible]

কটক-প্রসঙ্গ

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ [illegible] উপলক্ষে দৈনন্দিন নিয়ম- [illegible] যথারীতি চালাইতেছেন। [illegible] প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। গত ৩০শে আষাঢ় সোমবার ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মঠসংলগ্নের [illegible] বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সু-কণ্ঠ ব্রহ্মচারী ত্রৈলোক্যনাথ সচ্চিদানন্দ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতাবলী কীর্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া [illegible] কৃষ্ণ-কীর্তনে কীর্তনকারী শ্রোতৃবৃন্দের ভজন এক সঙ্গেই হইয়া থাকে, কিন্তু নির্জন-ভজনে কেবলমাত্র স্বার্থপরতা লক্ষিত হয়। লোকালয় বা জনসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিলেই যে নির্জন-ভজন হয়, তাহা নহে। পরন্তু শুদ্ধ-ভক্তসঙ্গে শ্রীনামকীর্তন-প্রভাবেই অনর্থনিবৃত্তির পর নির্জনতা সম্ভব। শ্রীভক্তিবিনোদ-বিনোদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এই কথাই আচার-মুখে প্রচার ও প্রচার-মুখে আচার করিতেছেন। সুতরাং তদনুগজনগণ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু-প্রদর্শিত উচ্চ-কীর্তনেরই পক্ষপাতী। তাঁহারা আবার শ্রীমহামন্ত্র ছাড়িয়া কল্পিত ছড়াগানকারী নহেন। শ্রীগৌর-নিশান, নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত গৌরজনানুগগণ সর্বক্ষণ প্রভু-অনুগত।

মঠের স্থানে স্থানে মঠবাসিগণ পাঠ, কীর্তনাদি করিয়া 'জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব সেবনের আদর্শ দেখাইতেছেন। মঠবাসি ভক্তগণ বিশ্ববাসী সকলকেই এই শ্রীভগবানের সেবা-মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদর সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

জীবের ভয়োৎপত্তির হেতু ও তন্নিবারণোপায়

[illegible] শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] বিভুচিদ্বস্তু, জীবসমূহ তাঁহারই তটস্থাশক্তি-বিভাগ অণুচিদংশ। পরমেশ্বর স্বতন্ত্র, স্বরাট বা স্বাধীন পুরুষ। জীব বিভু বস্তু নহেন, পরন্তু অণু, বেদশাস্ত্রে 'বালাগ্রশতভাগ' বলিয়া জীবের স্বরূপ [illegible] হইয়াছে। জীব ভগবদংশ হইলেও বিভিন্নাংশ বলিয়া তাঁহা হইতে ভেদাভেদ-[illegible] অর্থাৎ জীবের যে জীবাভিমান, স্বরূপতঃ নিত্য, উহা মায়াবাদি-কল্পিত মায়িক উপাধি মাত্র নহে, তবে চিদ্বস্তুত অংশ বিধায় জাতিবিচারে অভেদ। বিভক্তাংশ বিচারে এই যে ভেদ এবং জাতিবিচারে এই যে অভেদ, এতদুভয়ের একটীর পৃথক্ ধারণা ভাগবত-বিরোধী এবং এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত শাস্ত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য হওয়ায় ঐরূপ সিদ্ধান্ত যে বেদান্তের অনুমোদিত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

মায়াবাদি সম্প্রদায় জাতিবিচার করিতে যাইয়া যে জীব ও ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ অভেদ কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহা যে বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত, তাহা চতুঃসম্প্রদায়ের আচার্যগণ স্ব স্ব ভাষ্যে বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

"জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভেদ"—এই মায়াবাদ-কল্পিত দুষ্ট মতবাদ নিরাস জন্য আচার্যগণ কেহ বিশিষ্টাদ্বৈত, কেহ শুদ্ধাদ্বৈত কেহ দ্বৈতবাদ এবং কেহ বা চিদ্‌দ্বৈতাদ্বৈত বাদাবলম্বনে, জীবের স্বরূপ বিচার করিয়াছেন, এবং ইঁহারা সকলেই জীবকে ব্রহ্মের নিত্য সনাতন অণুচিদংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু-কৈক্ষ্যাই যে, জীবাত্মার একমাত্র স্বরূপ-ধর্ম্ম, এই নিত্য সত্য তত্ত্ব সমস্ত আচার্যগণ প্রচার করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবাচার্যোচিত সম্মান প্রদান করিয়াছেন। তবে ইঁহাদিগের সিদ্ধান্ত বিষয়ে যে টুকু অসম্পূর্ণতা বর্ত্তমান ছিল, শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ রূপ ভাগবতানুমোদিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচার-দ্বারা ব্যাস-সূত্রের প্রকৃত আশয় কি তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

যাহা হউক অতঃপর জানা গেল যে, জীব ভগবদ্বস্তুর অণুচিদংশ বলিয়া তাঁহারই আশ্রিত। আশ্রয়ে আশ্রিত থাকাই আশ্রিতের স্বরূপ-ধর্ম্ম ; কিন্তু ঐ আশ্রিত বস্তু আশ্রয়ের অংশ হওয়ায় বিভুচিদ্বস্তুর অসীম অনন্ত গুণরাশি অণু-রূপে সমস্তই তাঁহার স্বরূপে আছে। ভগবান্ যেমন স্বাধীন, জীবেরও তদ্রূপ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তিনি অণু বলিয়া ভগবদাশ্রয়েই তাঁহার স্বাধীনতা পরিপূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু চিৎকণের অপব্যবহার-ক্রমে জীব যখন তাঁহার স্বাধীনতাকে আশ্রয়ের প্রতিকূলে চালনা করেন, তখনই পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের মায়াসঙ্গ-বশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান ঘটে। ভোগবাসনায় বহির্মুখ জীব পরমেশ্বরের আশ্রয় ত্যাগ করিলেই মায়া তাঁহাকে আবরণ করেন, ঐ আবরণে তাঁহার শুদ্ধস্বরূপের অপ্রকাশের সহিত ঈশ্বর-বিস্মৃতি ঘটে এবং দেহে আত্মভ্রম হয়। উক্ত আত্মভ্রম হইতেই দেহাত্মাভিমান জন্মে এবং দেহে আত্মাভিমান জন্মিলেই আত্মার অপেক্ষায় দ্বিতীয় যে দেহাদি জড়বস্তু, তাহাতে অভিনিবেশ-বশতঃ তাঁহার একটা ভয় জন্মে।

শ্রীভগবানের মায়াই ঐ ভয়ের মূল। মায়াগঠিত দেবাসমূহ নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল জীব, ভগবদ্বহির্মুখতাক্রমে মায়া সংস্পর্শে আসিয়া পিতা মাতা হইতে শুক্র-শোণিত-জাত শৃগাল-কুকুর-ভক্ষ্য জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া ভোগবাসনাক্রমে মায়িক বস্তুর সহিত জড়সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয়েন। কিন্তু মায়িক বস্তু নশ্বর বলিয়া তাহাদের পরস্পরের ভোক্তা ও ভোগ্য সম্বন্ধও নিত্য কাল স্থায়ী হয় না। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব জড় জগতের এই বিবিধ জড়ীয় সম্বন্ধ কাল-প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া তাহার নিজেরও যে ঐ প্রকার জড়-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সংসার, তাহাও একদিন নষ্ট হইয়া যাইবে ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হয়। স্বামী স্ত্রীর বিয়োগ-চিন্তায় ভীত, স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু-চিন্তায় ভীত হয়। এমন কি, তাহাকে যে তাহার জড় শরীর পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহার চিন্তায়ও অত্যন্ত ভয়গ্রস্ত হয়। স্বতন্ত্রতাক্রমে পরমেশ্বরের আশ্রয়চ্যুত হইয়া তাঁহাকে ভোক্তা জানিবার পরিবর্ত্তে মায়াসঙ্গ-বশতঃ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বা বিকৃতগ্রস্ত হইয়া আপনাকে 'ভোক্তা' অভিমান করার ফলেই জীবের ভয়োৎপত্তি হয়।

জীব অনাদিকাল হইতেই বহির্মুখ ভোগবাসনায় আবদ্ধ আছেন। ঐ ভোগবাসনায় আবদ্ধ বলিয়াই তিনি তাঁহার স্বরূপের স্বাভাবিক ভোগ্যত্ব-ধর্ম্ম ভুলিয়া আপনাকে ভোক্তা জ্ঞান করেন। পরমেশ্বর শক্তিমান্ ; জীব তাঁহার শক্তি। শক্তিমানই শক্তির ভোক্তা এবং শক্তি, শক্তিমানের ভোগ্য। ইহাই জীবেশ্বরের স্বরূপগত স্বাভাবিক সম্বন্ধ। কিন্তু জীব দুর্বাসনাবশে তাঁহার ঐ স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া অচ্যুত গোত্রের পরিচয় প্রদানের পরিবর্ত্তে চ্যুত-গোত্রের অধস্তন পরিচয়ে পরিচিত হইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

করুণাময় ভগবান্ তাঁহাকে আবার তাঁহার স্বাভাবিক ভোগ্যদশা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার অপরা মায়াশক্তিকে জীব-শক্তির ভোগ্য করিয়া দিলেন। ঐ মায়াশক্তির ভোগ কিন্তু জীবের তৃপ্তিদায়ক হইল না, কারণ মায়াগঠিত বস্তু ও বস্তুর সৌন্দর্য্য পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়া জীব তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া জড়বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণ হইলেন। এইরূপে জীব যখন বিতৃষ্ণ হয়েন, তখনই তাঁহার স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন জীব বুঝিতে পারেন যে, তিনি বহির্বিষয়ের ভোগবাসনায় প্রাণ-প্রভু পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া এতকাল আত্ম-বিস্মৃতি-রূপ অজ্ঞান-গর্ত্তে নিমগ্ন ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি, দেহাদি অনাত্ম বস্তুতে আত্মাভিমানী হইয়া নিরন্তর বিবিধ ভয়ে ভীত হইতেছিলেন। জীব দুঃখ সংশ্লিষ্ট ভোগে বিতৃষ্ণ হইবামাত্র ভগবৎসাম্মুখ্য-লাভের উপযুক্ত হয়েন। এই অবস্থা জীবের ভজনের প্রারম্ভ অবস্থা। প্রবৃত্তাবস্থায় ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিলেও ভোগ শেষ হয় না, কারণ, চিত্ত তখনও সহস্রজন্ম-সঞ্চিত সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে না।

তবে তদবস্থায় তিনি যদি কাতরপ্রাণে ভগবানকে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করেন, করুণাময় শ্রীভগবান গুরুরূপে কৃপা করিয়া পরব্রহ্মকে আত্মসাক্ষাৎকার করাইয়া সাধন-শিক্ষা দ্বারা সাধক-দশা প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক গুরুতে দেবতা ও প্রিয়তম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে সাধন করিবেন। সাধক-ভক্তের সাধনই ভাগবত-ধর্ম্ম। এই ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধক-ভক্তের সিদ্ধদশা উপস্থিত হয়। নিরন্তর শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবাই সিদ্ধদশায় কৃত্য। যথাসাধ্য অপরাধ-বর্জ্জিত হইয়া শ্রীভগবানের নামাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতেই শ্রীগুরু-কৃপা লাভ হয়। গুরুকৃপাক্রমে আত্ম-সাক্ষাৎকারের সহিত শ্রবণাদি সাধনে দৃঢ়তা জন্মে এবং ক্রমে সিদ্ধদশা সমুপস্থিত হয়। প্রকৃত সিদ্ধদশা আসিলে, পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হয়, তখনই জীবের সকল ভয় বিদূরিত হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে জীবের ভয় দূর হইবার ইহাই একমাত্র উপায় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

"প্রতিমা নহে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভাগবত)

কিছুদিন পূর্ব্বে নাস্তিক সম্প্রদায়ে একটা চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাঁহারা বলিতেন—শব্দ-ব্রহ্মের সাহায্যেই যখন সমস্ত অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত হয়, তখন আর প্রতিমা পূজার আবশ্যকতা কি ?

শব্দ ও শব্দীতে অদ্বয়-জ্ঞানাভাবই শ্রীমূর্ত্তিকে অপর জড়বস্তু বা ভোগের বস্তুর সমান বস্তু-জ্ঞান উদিত করাইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদেব ভগবানের সহিত ভক্তি-যোগের দ্বারা সম্বন্ধ পাতাইয়া সেবা করিবার ভার দিয়া, 'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চা-বিগ্রহরূপে আবির্ভূত' জানাইয়া দেন।

এই অর্চ্চা-বিগ্রহের পূজার নিমিত্ত যোগ্য পূজক বা সেবককে শ্রীগুরুদেব মন্ত্রার্থ বলেন। মন্ত্রার্থ বলিবার পূর্ব্বেই পাঞ্চরাত্রিক-বিধানানুসারে সংস্কার দান করিয়া থাকেন। সংস্কৃত অর্চ্চক স্বীয় যোগ্যতা বজায় রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-সমষ্টির আকর 'বৈষ্ণবতা'-সংরক্ষণে যত্নশীল থাকিয়া অব্রাহ্মণ ও অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ এবং অবৈষ্ণব-সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

অব্রাহ্মণ ও অবৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ-ব্রুব ও বৈষ্ণবব্রুবগণই শ্রীমূর্ত্তিকে অপর জড় বস্তু জ্ঞানে ভোগবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নানা প্রকার নাস্তিকতা ও অপরাধের আবাহন করেন।

যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহাদিতে কাঠের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর, পাথরের ঠাকুর, পিতলের ঠাকুর, সোনার ঠাকুর, অর্থাৎ এই সব মূর্ত্তি জড় বস্তু ইঁহাদের ভিতরে ঠাকুর আছেন, বুদ্ধি করেন, তাঁহারাই নাস্তিক সম্প্রদায়ের অপুর সংস্করণ পৌত্তলিক সম্প্রদায়।

অদীক্ষিত অর্থাৎ দিব্য-জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবাশ্রয় ব্যতীত অন্যাভিলাসে অন্য দেবালয়ে আবাহন বিসর্জ্জন রূপ চিজ্জড় সমন্বয় বাদ দ্বারা চিদ্বিপরীত অচিৎ প্রতীতি উপস্থিত হওয়ায় প্রতিমাতে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হইতেছে না।

কৃষ্ণ দর্শনে যাঁহাদিগের বাধা উপস্থিত, তাঁহারা কার্ষ্ণ দর্শনেও জড় বিচার তুলিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, বৈশ্য বৈষ্ণব, ক্ষত্রিয় বৈষ্ণব, বৈদ্য বৈষ্ণব, কায়স্থ বৈষ্ণব, কামার বৈষ্ণব, তেলি বৈষ্ণব, মালি বৈষ্ণব, ঘর উল্টাইয়া বাহির উল্টাইয়া প্রভৃতি বিচার দ্বারা কুম্ভী-পাক নামক নরকে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ অভিন্ন বিগ্রহ।—এই অভিন্নতত্ত্ব কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কৃপায় দর্শন হয়। জড়বাদী প্রাকৃত সহজিয়া কখনও অপ্রাকৃত তত্ত্ব দর্শনে সমর্থ নহে। চিজ্জড়-সমন্বয় বুদ্ধি-দ্বারা প্রতিমাতে অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন দর্শন হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন রূপে আবির্ভূত হইয়া, সেবাভিলাষী সেবক দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়ে ভক্তিযোগে সম্বন্ধ-যুক্ত জনেরই সেবা-সুযোগ দিয়া থাকেন। উহা কোন ভাস্কর বিশেষের তৈয়ারী মূর্ত্তি মনে করা বিপজ্জনক মহা-অপরাধ।

যিনি প্রতিমা হইয়া বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের ভক্তির মহিমা বর্দ্ধনার্থে শ্রীবৃন্দাবন দামী হইতে সুদূর কটকে শুভ বিজয় করিয়া সকল জন-সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং যিনি এখনও সেই প্রদেশে সাক্ষি-গোপাল নামে পরিচিত থাকিয়া "প্রতিমা নহে, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" একথার সাক্ষ্য দিতেছেন, তাঁহাকে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত ছোট বিপ্র কি ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন—প্রতিমা নহে তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। সাধে কি আর ঠাকুর কথা বলিয়াছেন? সাধে কি আর হাঁটিয়া এত দূর দেশে আসিয়াছেন? জড়ের ভিতর চিৎএর বাসা, এরূপ নাস্তিকতা-বুদ্ধি থাকিলে সেখানে ঠাকুর দর্শনের বদলে পুতুল দর্শনই হইয়া থাকে।

দয়ালু কে?

দয়ালু সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দয়া বস্তুটা কি? কাহাকে দয়া বলে? এই সব বিষয় বিচার হওয়া প্রয়োজন। বস্তুর বাস্তব বিচার ব্যতীত কাল্পনিক কোন ধারণাই বাস্তবতায় পৌঁছিতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুরই বাস্তব স্বরূপ বিচার করিতে হইলে বিদ্বদ্রূঢ়ি পন্থায় আম্নায়-জ্ঞান সর্ব্বথা চাই। নতুবা একে অন্য বুদ্ধি অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিয়া বিচারকগণ রসাতলের অতল তলে লইয়া যাইতে থাকে।

ইহ জগতে আমরা সাধারণতঃ যে বস্তুটীকে দয়া বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা বাস্তব দয়া নাও হইতে পারে। অধিকাংশ স্থানে দয়া নামে মায়ার আবির্ভাব দেখা যায়। দয়া বস্তুটী কোন সীমা-বদ্ধ পাত্রে আবদ্ধ নহে। জগতের দয়া নামে পরিচিত যাহা, তাহা প্রায়শঃ পাত্র বিচার করিয়া বর্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং যেখানে পাত্রাপাত্র বিবেচনা আছে, সে দয়া অপস্বার্থ-জনক মোক্ষকামীদিগের পাপ-পুণ্য-ফলাত্মক মাত্র। ইহা মায়ারই বিকৃত সংস্করণ।

দয়া চেতন-জাত জাগ্রদ্ বস্তু। উহা কোন পাত্রবিশেষে আটকাইয়া রাখিবার বস্তু নহে। দয়ায় সংকীর্ণতা, অবরুদ্ধতা ও অপস্বার্থপরতা নাই। দয়া—স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ পরিণাম-বাদী নহে; দয়ায় আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত পাত্রাপাত্র অবিচারে সকলকেই একই সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আত্যন্তিক দুঃখরাশি বিনাশ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট। এবম্বিধ মহোদার সন্ধিহীন দয়া যাঁহার আছে, তিনিই দয়ালু।

জাগতিক মানব কখনও দয়ালু বিশেষণে বিশিষ্ট হইতে পারেন না। যদিও বা আমরা ব্যক্তি-বিশেষের নিকট হইতে স্বার্থ সাধনে সফলতা লাভ করিয়া স্বার্থপূরণ-কারীকে দয়ালু আখ্যা দিয়া থাকি, তিনি বাস্তব দয়ালু নাও হইতে পারেন। তাঁহার দয়া হইতে বহুবিধ অমঙ্গল উদয় হইতে পারে। তাহা হইলে এরূপ ক্ষেত্রে অন্ধ ছেলের নাম আদর করিয়া পদ্মপলাশ-লোচন রাখার ন্যায় ব্যঙ্গ রঙ্গ করাই হয়।

যিনি যাবতীর স্বার্থ পূরণে সমর্থ, যাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদিরিক্ত সকল ফল লাভ করা যায়, যেমন সে স্বার্থগতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও বাঞ্ছা-কল্পতরু তদীয় প্রেম সেবকগণ, তাঁহারাই বাস্তবিক পক্ষে দয়ালু, দয়ার আকর, দয়ার সিন্ধু, দয়া-নিধি, দয়া-ময় প্রভৃতি দয়া সম্বন্ধে যতগুলি বিশেষণ থাকিতে পারে, সকলগুলিরই পাওয়ার মালিক।

শ্রীভগবান্ ও ভক্তের দয়ায় মন্দোদয় হয় না। তাঁহাদের দয়া যাঁহার উপর বর্ষিত হয় অর্থাৎ তাঁহাদের দয়া পাত্রাপাত্র-নির্বিশেষে সর্ব্বত্রই বর্ষিত হইতেছে, তবে যিনি পুষ্প-পুষ্প-সুকৃতি-বলে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার যাবতীয় মন্দ তিরোহিত হইয়া থাকে।

জাগতিক দয়ায় অধিকাংশ স্থলেই মন্দের উদয় হইতে দেখা যায়; সুতরাং জাগতিক দয়ালু সেবাবাদীগণ নিজেরাই দয়ার বাস্তব স্বরূপতত্ত্ব অবগত নহেন, অপরকে দয়া বিতরণ করিতে যাইয়া কেবল মূঢ়তাই প্রকাশ করেন। যাহার ধন নাই, তাহার দান-চেষ্টা প্রগল্‌ভতা মাত্র।

অতএব ভগবদ্ভজন-বিহীন জনের কোন দয়া নাই, তাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জীব-হিংসক প্রাণী-ঘাতক। ভগবান্ ও ভক্তই বাস্তব দয়ালু।

পূজ্য ও পূজক

যাঁহাকে পূজা করা যায়, তিনি পূজ্য; যিনি পূজা করেন, তিনি পূজক। পূজক যে ক্রিয়াটী সম্পাদন করেন, তাহার নাম পূজা। পূজ্ ধাতুর অর্থ পূজা করা, এই পূজ ধাতু হইতেই পূজা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আভিধানিকগণ পূজা শব্দটীর আরাধনা, অর্চ্চনা, উপাসনা, সম্মাননা, সংবর্দ্ধনা, প্রশংসা, গুণকীর্ত্তন প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। জগতে বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বহুবিধ পূজার প্রচলন দেখা যায়। যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহার পূজায়ই তিনি ব্যস্ত। এইটীই জাগতিক নিয়ম। কেহ বা নানা দেবদেবীর পূজায়, কেউ বা দেশের পূজায়, কেহ বা আত্মীয়-স্বজন পূজায়, কেহ বা স্বোদর পূজায় নিযুক্ত।

অপরাপর পূজাপেক্ষা দেবাদি পূজায় যদিও বা একটু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, তাহাও সাময়িক জড় বিচারাবদ্ধ থাকায় অনিত্য পূজা। পূজ্য, পূজক ও পূজা সম্বন্ধে তত্ত্বাভিজ্ঞান না থাকায় ভক্তীয় অর্থাৎ অবৈষ্ণবোচিত পূজায় কোন চিদনুসন্ধান থাকিতে পারে না।

বৈষ্ণবীয় পূজা নারকীয়-বুদ্ধির জনক নহে। বৈষ্ণবগণ, পৌত্তলিক নহেন, তাঁহারা শালগ্রামে শিলা বুদ্ধি করেন না, গুরুদেবের সহিত তুলনা বা মনুষ্য বুদ্ধি করেন না, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির প্রশ্রয় দেন না, গঙ্গার জল বুদ্ধি করেন না, সকল-কলিকল্মষ-বিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্র শব্দ-সামান্য বিচার করেন না এবং সর্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহ সমবুদ্ধি করেন না। বৈষ্ণবগণ ভূতশুদ্ধি না করিয়া পূজা করিবার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করেন না।

প্রতি অণু পরমাণুতে পঞ্চতত্ত্ব আছে, ভূতশুদ্ধি না হইলে পঞ্চতত্ত্ব দর্শন হয় না। পঞ্চতত্ত্ব দর্শন না হইলে পুতুল পূজা হইয়া যায়। যে কোন দেবতাই আসুন না কেন—বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগের অন্তর্য্যামি-সূত্রে শ্রীবিষ্ণু-পরতত্ত্ব ভগবানকেই দর্শন করেন। যেমন আকাশে সূর্য্যের উদয় হয়, সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত সূর্য্য দেবতা, শ্রীবলদেব প্রভু, বলদেব প্রভুর হৃদ্দেশে মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর হৃদ্দেশে চিল্লীলা মিথুন শ্রীরাধা-গোবিন্দ; শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীবলদেব প্রভু।

আমরা দেবতার মূর্ত্তি ও দেবতা দর্শন করি, কিন্তু তদন্তর্ভুক্ত শ্রীবলদেব কৃষ্ণ দর্শন করি না। ভূতশুদ্ধির অভাবে এরূপ পৌত্তলিক বিচারের আবাহন হয়। পূজ্য, পূজক ও পূজার নিত্যানিত্য এবং সম্বন্ধ না জানিয়া পূজক সাজিতে যাওয়া একটা প্রহসন বা সং সাজা মাত্র।

আধুনিক পূজক সম্প্রদায় যদিও হুকা কল্কিটা কিছু সময়ের জন্য রাখিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়া ভূতশুদ্ধির মন্ত্র কয়টী আবৃত্তি করেন বটে; কিন্তু ভূতশুদ্ধি কোথায়, আরও গণ্ডা কয়েক অশুদ্ধ ভূত বা প্রেত তৎসঙ্গে লাগিয়াই থাকে, কেবলই ভূত বা পুতুল-পূজার আয়োজন!

এই পৌত্তলিকগণ পূজা করিয়াও ইহ-পরকালে ক্রমে অধঃপতিত হইতেছেন। নিজেরা সবংশে ধ্বংসের পথে প্রবিষ্ট হইয়া হিতাহিত-জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইতেছেন। কথায় বলে যে, "মরণ-কালে বুদ্ধি হয় বিপরীত, সামনে সামনে পায় তাকেই বলে নাপিত।" তাই আজ তথা-কথিত পৌত্তলিক সম্প্রদায় নানাপ্রকারে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া সজ্জনবিদ্বেষের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত নারকীবুদ্ধি ইহা বুঝিতে পারিবে না, ততদিন পর্য্যন্ত পূজ্য, পূজক ও পূজা-তত্ত্ব এবং বাস্তব পূজার যোগ্যতা উপস্থিত হইবে না।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাত্বতাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তর্কশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংস্করণ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা [illegible] হচ্ছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম আবরণের পক্ষে ৮,।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া আপন সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, [illegible] এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদ্যন্ত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৬, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

দ্বীপাদিদর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ [illegible] টিকিট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, টাকা বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—[illegible], সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেল ওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরাবিলাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। [illegible] মঠ,—[illegible], ইউ পি।
১১। শ্রীবাস গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], বালেশ্বর, [illegible]।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৩। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৪। [illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৫। [illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। [illegible] গৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অথবা

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

১.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই শ্রাবণ বুধবার—১৩৩৬।

আলবার্ট হলে
গৌড়ীয় মঠের বক্তৃতা

আগামী ২৮শে জুলাই ১২ই শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট ১৯শে শ্রাবণ এবং ১২ই আগষ্ট ২৬শে শ্রাবণ রবিবার দিবসত্রয় কলিকাতা সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও প্রচারকগণের বক্তৃতা হইবে। বক্তৃতার বিষয় যথাক্রমে ১ম দিবস "গৌড়ীয় গৌরব", দ্বিতীয় দিবস "গৌড়ীয় সাহিত্য" এবং ৩য় দিবস "গৌড়ীয় দর্শন"। অন্যান্য বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

মহাভারতের বৈষ্ণব-টীকা

শুনা যাইতেছে, শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মনোভীষ্টানুসারে নদীয়া-প্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে সানুবাদ সমগ্র শ্রীমন্মহাভারত বাদিরাজ স্বামীর লক্ষাভরণ টীকা এবং নীলকণ্ঠের টীকার সহিত প্রকাশিত হইবেন। এ পর্য্যন্ত মহাভারতের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত টীকা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই; এমন কি বৈষ্ণব-জগতের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ মহাভারতের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত কোন টীকার অস্তিত্ব আছে কি না—এ বিষয়টী পর্য্যন্ত বহু লোকই জানেন না। কিন্তু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পূর্ব্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রধান স্থান শ্রীগৌরপাদপদ্মাঙ্ক-রঞ্জিত উড়ুপীক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে বাদিরাজ-স্বামীর লিখিত মহাভারতের বিস্তৃত টীকা সুপ্রাচীন তালপত্র পুঁথি হইতে বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে এবং বহু বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত টীকা এবং শৈব নীলকণ্ঠের টীকার সহিত সানুবাদ সমগ্র মহাভারত-প্রকাশ-কার্য্য অচিরেই আরম্ভ হইবে শুনা যাইতেছে।

শ্রীরাধাকুণ্ড-ঘাট-নির্ম্মাণ

শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট-নির্ম্মাণকার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে উপনীত হইয়া ঐ ঘাট-নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন এবং তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। যাহাতে শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট-নির্ম্মাণসেবা অপ্রাকৃত বুদ্ধি অর্থাৎ নিজ অন্যস্বার্থানুসন্ধান হইতে বিরত হইয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণস্বার্থানুসন্ধানতৎপরতার সহিত আমরা করিতে পারি, তজ্জন্য প্রভুপাদ আমাদিগকে অনেক উপদেশ করিয়াছিলেন। আমাদের এমন ভাগ্য কবে হইবে, যেদিন আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিষ্কপট সেবা করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠ আশ্রয় পূর্ব্বক শুদ্ধানুগত্যে রাধাকুণ্ডতটবাসী হইতে পারিব? ঐ রাধাকুণ্ডতট-লাভই জীবের যাবতীয় কামনার শিরোমণি। লেশমাত্র অন্য কামনা বা প্রাকৃত চিন্তাস্রোত থাকিতে রাধাকুণ্ডতটবাসী হওয়া যায় না।

শ্রীধামমায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

এবার শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ হইতে ৫টী ছাত্র ব্যাকরণের আদ্য এবং ১টী কাব্যের আদ্য পরীক্ষা দিয়াছিলেন। প্রকাশ উক্ত ৬টী ছাত্রই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ব্যাকরণের ছাত্রের মধ্যে ৩টী ছাত্র শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, ১টী ছাত্র পাণিনি ও আর একটী মুগ্ধবোধের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে, তন্মধ্যে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের ১টী ছাত্র নদীয়াকেন্দ্রে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঐ ছাত্রটী উৎকলদেশীয় 'মিশ্র' উপাধিধারী ব্রাহ্মণবটু ও শ্রীমায়াপুর চৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক। অধ্যাপনা-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীগৌরদাস ব্যাকরণতীর্থ উপদেশক মহাশয়ের কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়

ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে নিস চটী নিবাসী পরমভাগবত বদান্যবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের যে একটী সুবৃহৎ ধর্ম্মশালার ভিত্তি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীহস্তে সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মশালার কার্য্য বহু অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। পরমভাগবত ইন্দ্রবাবু তাঁহার সেবাকার্য্যটী শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। আশা করা যায়, ভগবদিচ্ছায় তাঁহার মনোহভীষ্ট অচিরেই পূর্ণ হইবে। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এককালে ভারতের বহুস্থানে সেবাকার্য্য আরম্ভ করায় এক বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না। সেইজন্য কিছু বিলম্ব হইলেও শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয়ের উৎসাহ-দৃষ্টিতে ধর্ম্মশালার কার্য্য বেশ অগ্রসর হইতেছে। ভগবৎসেবা পারপুরণের জন্য আশাবন্ধও পরম মঙ্গলকর; সুতরাং পরমভাগবত ইন্দ্রবাবুর আদর্শ প্রশংসনীয়।

হরিপ্রসাদ-ধর্ম্মশালা, আশ্রমকুটীর ও ভক্তিবিজয়-ভবন

শ্রীগৌরকুণ্ডের অপরতটে 'শ্রীহরিপ্রসাদ ধর্ম্মশালা'র কার্য্যও আরম্ভ হইয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীআশ্রম-কুটীরের কার্য্যও শীঘ্র আরম্ভ হইবে। কলিকাতা নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠে যে সুবৃহৎ ভক্তিবিজয় ভবন ও ভক্তিবিজয়-তোরণ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং শ্রীগৌরজন্মবাসরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তে যাহার ভিত্তি সংপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ করাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষকের সহিত ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য্যও শ্রীভক্তিবিজয় মহাশয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছানুসারে শীঘ্রই আরম্ভ হইবে

পুনর্যাত্রা

নিজস্বসংবাদদাতার পত্র

পুরী, ২৪শে বামন (৪৪৩)

আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুন্দরাচল (বৃন্দাবন) পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে (মথুরা) প্রত্যাবর্ত্তনের দিন। তাই বৃন্দাবনবাসী বাৎসল্যরসের ভক্ত নন্দ-যশোদা, সখ্যরসের ভক্ত ব্রজবালকগণ, মধুররসের ভক্ত গোপীবৃন্দ—সকলের হৃদয়েই আজ কেমন একটি বিরহভাবের অনির্ব্বচনীয় ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু ইঁহারা নহেন, ব্রজের বৃক্ষলতা, পশু পক্ষী সকলেই আজ কাঁদিয়া আকুল। এমন কি বরুণদেবও গত রাত্রি ১০ ঘটিকা হইতে অনবরত অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন।

শ্রীজগদীশ স্বতন্ত্র পুরুষ, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কিছু হইতে পারে না। তিনি কখন কি উদ্দেশ্যে কি করেন, তাহা তিনিই জানেন। তবে তাঁহার অতীব প্রিয়ভক্তবৃন্দ বলিয়া থাকেন—তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্বদাই যাহাতে সকলের মঙ্গল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ বেলা হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীজগদীশ, বলরাম ও সুভদ্রা যথা-সময়ে ভোগরাগ গ্রহণ করিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তে ব্রজের ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে "এই বুঝি আমাদের প্রাণধন ব্রজের তনয় চলিয়া যাইতেছেন" এই আশঙ্কা হইতেছে, পক্ষান্তরে যতই বেলা অধিক হইতেছে মথুরার ভক্তগণ ততই উদগ্র হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা (মথুরার ভক্তবৃন্দ) ঐশ্বর্য্যরসের ভক্ত, তাই ভাবিতেছেন 'কতক্ষণে আমাদের রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে মথুরায় লইয়া যাইতে পারিব।'"

বেলা দুইটা বাজিল। সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীহরির জয়-ধ্বনি প্রদান করাইয়া বলদেব স্বীয় কারুকার্য্য-খচিত সুদৃশ্য রথারোহণ করিলেন। বলদেবের কৃপাবল ভিন্ন জগতে কেহই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লাভ করিতে পারেন না, তাই দয়ার অবতার বলরাম নানাদেশাগত ভক্তবৃন্দকে জগদীশ-দর্শনের নিমিত্ত দিব্য-আঁখি প্রদানের নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। তাঁহার অব্যবহিত পর শ্রীসুভদ্রাদেবী ও জগদীশের জয়-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া স্বীয় সুশোভন রথারোহণ করিলেন।

এখন জগদীশদর্শনে আগত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের উৎকণ্ঠা অতিশয় ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাঁহাদের আর্ত্তিদর্শনে তিনি আর বিলম্ব না করিয়া বেলা ৩টার মধ্যেই স্বীয় কারুকার্য্যখচিত অপূর্ব্ব মনোরমরথে আরোহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বাদ্যভাণ্ডের ঐকতানের সহিত কোটী কণ্ঠে হরিধ্বনি উত্থিত হইল এবং ভক্তবৃন্দ নির্নিমেষনেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

বেলা ৪ ঘটিকার সময় বলদেবের রথ চলিতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়া বোধ হয় সুভদ্রাদেবীর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুভদ্রাদেবীও সামান্য কিছু দূর অগ্রসর হওয়া জগদীশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আর শ্রীশ্রীজগদীশ ব্রজবাসিগণের প্রেমে এত আবদ্ধ যে, তিনি মাত্র ১০।১২ হস্ত পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া ঐ দিবসের জন্য বৃন্দাবনেই রহিলেন।

কটক-প্রসঙ্গ

বর্ষা ঋতু ভোগলিপ্সু জনগণের সাম্বৎসরিক সুখের কারণ হইলেও অনেকেই ইহাকে পছন্দ করেন না। নীলাকাশ সর্ব্বদা তোয়দ পরিপূর্ণ, শীতল সমীরণ বারিকণাযুক্ত, পথঘাট কর্দ্দমময়, জলময়—সর্ব্বত্রই যেন একটা অশান্তিভাবপ্রদ দৃশ্য।

এ হেন কালে জীবগণ উদরভরণাদি ও তদনুকূল কার্য্যশেষে নিজ নিজ গৃহে আশ্রয় লইয়া হয় বৃথালাপ, না হয় অক্ষক্রীড়াদি এবং অবশেষে আলোকী মায়াদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লন।

মায়াবদ্ধ জীবগণ নিজে নিজেরই আত্মহত্যা করেন; একথা তাঁহারা না বুঝিলেও পরদুঃখদুঃখী আত্ম-পরমাত্ম-জ্ঞান-প্রদাতা বৈষ্ণবঠাকুরগণ বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। তাঁহারা শুধু পরদুঃখ অনুভব করেন

না, ভক্তিমোদের প্রেমানন্দ ভরা আচার্য্য বেশে আনন্দের মধ্যে উপস্থিত হন।

উৎকল-বাসীর সকলে সাক্ষাৎ অবগত হইয়াছেন দেবগণের সিদ্ধান্তের প্রচার দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এবং গৃহে গৃহে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্য প্রভুর জীবগণের কর্ণে প্রচার প্রদান করেন।

কটক সহরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের জন্য মহোৎসব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ..... শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ..... সহরের এবং সহর ..... শ্রীগৌরবিহারীর কথা বলিয়াছেন।

বর্ত্তমানে শ্রীমঠে মহামহোৎসব! ভোগ-কোলাহলে প্রসাদ সেবা মহোৎসবে সাধিকার এক সমারোহ এবং একমাত্র বাজাকাল। অবিরাম বাদ্য ... লোকে অনেক সময় নিজেদের উদাসীন হইয়া থাকিবেন। ভক্তগণ অনবরত ঘুরে ঘুরে দ্বারে দ্বারে শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ... শ্রীনরেন্দ্রনাথ দিন উৎসব সমাপ্ত হইবার পর ভক্তগণ সুমধুর কণ্ঠে সংকীর্ত্তনে উচ্চকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। অপরাহ্নে প্রভুপাদগণ নগরে বাহির হইয়া দ্বারে দ্বারে মায়াপুর-কারী হরিকথামৃত প্রচার করেন। অপরাহ্নে পুনরায় মঠবাসী গৃহে গমন করিয়া অবিরামভাবে প্রভুর নাম কীর্ত্তন করেন।

বর্ষায় সন্ধ্যায় সকলে নিজগৃহে আশ্রয় লইলে ভক্তগণ সমবেত হন। শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ এবং স্থানীয় ..... সম্প্রদায়ের শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীভগবানের দিবসে উৎসবে বিরাম আছে। শরীর শোধনের নাম উপবাস নহে, অন্য কার্য্য বা পাপ হইতে অবসর লইয়া ভগবানের প্রসঙ্গে অবস্থিতির নামই উপ- নিকটে বাস—বাস।

নোঙর তোলা হয় নাই

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি তখন ..... স্থানে উপস্থিত, ... গঙ্গাসাগরের ..... উঠিয়া আমরা চলিতেছি। ..... সময়ে একদিন ..... নদীর ..... দূর হইতে ..... দেখি, ঘাটে একখানা ..... নৌকা বাঁধা উপস্থিত। ঘটনাটি ..... জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া ..... নৌকার ধারে যাইয়া দেখি, প্রবোধবাবু শিকার করিতেছেন।

প্রবোধবাবু খুব শিক্ষিত, ধনী এবং বুদ্ধিমান; আমাকে বড়ই স্নেহ করেন। আমাকে দেখামাত্রই বলিলেন—

"অবোধ, ব্যাপারটা বুঝ্তে পেরেছ কি?"

আমি—না, কিছু বুঝি নাই, তবে একটা যে কিছু হয়েছে বুঝ্তে পারছি।

প্রবোধবাবু—অবোধ, তোমায় আর কি বল্বো। এমন এক ঘটনা ঘটেছে যা চিন্তাও করা যায় না।

আমি—জগতে অসম্ভব কিছু নাই। আমরা সব ঘটনা দেখতে পাই না, বলে অদ্ভুত বলে মনে করি। আচ্ছা বলুন ত ব্যাপারটা কি?

প্রবোধবাবু—অবোধ, তুমি ত' জান যে, আমাদের গ্রাম থেকে সহরে যেতে হলে একটা খাঁড়ী ও জোয়ারের কিছুটা লাগে।

আমি—হাঁ, সেটা বেশ জানা আছে, তবে কি হয়েছে?

প্রবোধবাবু—আজ কোর্টে মোকদ্দমা। মাঝি সেটার দাওয়া দাওয়া করে নৌকার উঠেছি। মাঝিকে বলে রেখেছি ভোরে আমাকে ডেকে দেবে, নবগ্রামের মাঠে নামিয়া প্রাতঃকৃত্য করবো। পরে জোয়ার এলে সহরে ৭ টার মধ্যে পৌঁছব। মাঝিকে বলে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেছে। দেখি, ঠিক ভোর হয়েছে। কিন্তু ব্যাপার আমা না ..... ছিল আর ..... না।

আমি—তারপর, তারপর—

প্রবোধবাবু—ঘুম থেকে উঠে মাঝিকে ডাকছি। কিন্তু মাঝি সাড়া না দিয়ে চুপ করে আছে। পুনরায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম নবগ্রামে এসেছি কি? মাঝি আস্তে আস্তে এসে পা ধরে কাঁদতে লাগলো। আমি মনে করলাম, না জানি কি হয়েছে। তখন জিজ্ঞাসা করলাম বিরে—হয়েছে কি? মাঝি তখন কাঁদতে কাঁদতে যা বল্লো তাতে রাগটা রাখবার আর স্থান হলো না।

আমি—মাঝি কি বল্লো?

প্রবোধবাবু—মাঝি তোদের জল মুখ্‌তে মুছতে বল্লে বাবু, আমরা সেই দশটা থেকে দাঁড় ও হাল প্রাণপণে বাহিছি, কিন্তু আমাদের নৌকার অবস্থান ..... কিছুই ..... না। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, কি হলো? সে উত্তর করলো বাবু, নৌকা ঘাট থেকে একটুও নড়ে নাই।

আমি—সে কি কথা? সারা রাত বাইল, আর একটুও নড়লো না?

প্রবোধবাবু—আমিও তাই বল্লাম। তখন সে অনেক কষ্টে বল্লে—'নোঙর তোলা হয় নাই'।

আমি ত' অবাক্! ভাবিলাম লোকটা কি বোকা। নৌকার নোঙর না তুলিয়াই নৌকা চালাইতে আরম্ভ করেছে! যাহা হউক, তখন প্রবোধবাবুকে একটু বুঝাইয়া বলিলাম, তিনি নির্ব্বোধ মাঝিকে ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনার পর অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সংসারে বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তায় ব্যস্ত থাকায় ওরূপ একটা ক্ষুদ্র বিষয় একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ঘটনা আমার জীবনের শেষ ভাগে বড়ই উপকার করিয়াছে।

কার্য্যোপলক্ষে উড়িষ্যার সদর প্রধান, কটক নগরে আসিতে হইয়াছে। সহরে পদার্পণ করিতে হঠাৎ একটি বিজ্ঞাপন আমার হাতে পড়িল। দেখিলাম কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের ৬৫ জন স্বামিজী স্থানায় টাউন হলে 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। বিজ্ঞাপন দেখিয়া সভায় যোগদান করিবার ইচ্ছা হইল।

আমরা সাংসারিক লোক, সর্ব্বক্ষণ নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ-চেষ্টায় থাকি। সে কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া শ্রীভগবানের কথা শুনিবার অবকাশ নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাহা হউক, কার্য্যাদি শেষ করিয়া সভা-স্থলে পৌঁছিতে ৭॥ টা বাজিয়া গেল। হলে উপস্থিত হইয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য। ভিতরে বসিবার স্থান ত' নাই, বারান্দারও স্থানাভাব। কোন প্রকারে বারান্দার দরজায় একটু দাঁড়াইবার স্থান করিয়া লইলাম।

তখন প্রথম বক্তা বলিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা বলিতেছেন। তিনি তাঁহার ভাব-ভরে আবেগের সহিত অনেক কথা বলিতেছেন। প্রত্যেক কথাটা হৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া এক অভিনব আনন্দ আনিয়া দিতেছে। আমার স্থায় বহু লোক দণ্ডায়মান, কিন্তু সাধু-মুখে ভগবানের কথার এমন একটা শক্তি আছে, যাহাতে আমাদের কোন প্রকার ক্লেশ হইল না। বরং অধিক শুনিবার পিপাসা বাড়িতে লাগিল।

মাঝে বিজ্ঞাপন খানা দেখিয়া লইলাম। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করিতেছেন বুঝিলাম। স্বামিজী মহারাজ অনেক কথা বলার পর বলিলেন যে, আমরা অনেক পুরাণ-পাঠ শ্রবণ করি, অনেক হরিনাম করি, কিন্তু হরিপাদপদ্মে চিত্ত রত না হইয়া বিষয়েই আসক্তি বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? আমরা যদি অনুসন্ধান করি, তখন দেখিতে পাই যে, জগতে প্রীতি বা আসক্তিই আমাদিগকে ব্রহ্মের পথে যাইবার বাধক হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি ঠিক আমার যৌবনের দৃষ্ট ঘটনাটার মত একটা উদাহরণ দিয়া বলিলেন যে, 'মাঝি যেমন নোঙর না তুলিয়া নৌকা বাহিয়া কেবলমাত্র কষ্টই করিয়াছিল, আমরাও তেমন অসৎসঙ্গ না ছাড়িয়া খুবই ভজনের অভিনয় করিতেছি। নোঙরের স্থায় অসৎসঙ্গ আমাদিগকে ভজনে অগ্রসর হইতে দেয় না। অতএব নৌকার গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে যেমন নোঙর তুলিয়া নৌকা চালাইতে হয়, তেমনি পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে হইলে 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ'ই মূলমন্ত্র করিতে হয়। কেন না অসতে প্রীতি থাকিলে সদ্বস্তুতে প্রীতির অভাব হয়।

কথাটী শ্রবণ করিয়া আমার মর্ম্মে মর্ম্মে ভাবটী প্রবেশ করিল। অতীত জীবনের ঘটনাটী আমার বর্ত্তমান জীবনের সম্মুখে আসিয়া ভাবী পরমার্থ জীবনের সহায় হইল।

ধন্য স্বামিজী! ধন্য শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবকপ্রবর! আপনারা আমার স্থায় অনেক ভ্রান্ত বিপথগামীর ভ্রান্তি দূর করিয়া সুপথে লইতে পারেন। আপনাদের শ্রীচরণে অকপট ভক্তির প্রার্থনা করি।

কারো সর্ব্বনাশ কারো ভাদ্র মাস

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

এইটী বঙ্গদেশের একটি প্রবাদ বাক্য। প্রাচীনকালে কোন স্থানে একটা ঘটনা কিছু হইলেই তাহা আশ্চর্য্য-জনক হইত। লোকমুখে প্রচারে প্রবাদ কথায় পরিণত হইত। সেই প্রবাদ কথা গুলিই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমরা ঘরে ঘরে অকাট্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। আমরা আজকাল শাস্ত্র টাস্ত্রর ধার ধারি না, পাড়বার সময়ও খুব অল্প কারণ এত সব নভেল নূতন নাটক নভেল বাহির হইতেছে, তাহা বিক্রয় না হইলে স্বদেশের উন্নতি হয় না। কাজেই প্রাচীন আর্য্য ও আপ্ত বাক্যকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া কালাপানিতে রাখিবার নিমিত্ত সকলে আদা জল খাইয়া লাগিয়াছি।

এই সকল ঋষি-বাক্য অবহেলন-ফলে বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজে যে ভীষণ নরক-যাত্রীর পাণ্ডা জুটিয়াছে, তাহার একটা চিত্র উদ্ঘাটন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এইতো বর্ষা-কাল। আকাশে সতত সঞ্চরমাণ জলধর-পুঞ্জ হইতে নিরত বারি বর্ষিত হইয়া ক্ষীণকায় তড়াগ, স্রোতস্বতী প্রভৃতি নবনব যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। যৌবনের তারে তাহা-

দের ছকুল বহিয়া যাইতেছে। তাহারা দিগ্‌দিগন্তে স্বীয় সুশীতল বারি-প্রবাহ বিলাইয়া দিয়া সরসীকেও সুরম্য করিয়া তুলিয়াছে। এ'শোভা নাগরিকগণের পক্ষে উপভোগ করা অসম্ভব। গ্রামবাসীর সকলেই ইহাতে সক্ষম। তবে যে ঘটনা নিরন্তর চক্ষুর সামনে নৃত্য করে, তাহার উপাদেয়ত্ব লঘু হইয়া যায়, তাই পল্লীবাসীরা এরূপ দৃশ্যটিতে বড় একটা মনোনয়নামোদকর দৃশ্য আছে বলিয়া মনেও করেন না, দৃক্‌পাতও নাই।

পল্লীবাসী উভচর দ্বিপদ জীব মানুষ আমরা, এহেন শোভার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হইলেও ২।১টী কারণে আমাদের খুবই আনন্দ দেখা যায়। হেমন্ত হইতে গ্রীষ্ম ঋতু পর্য্যন্ত জলের অল্পতা নিবন্ধন জলচর মীনজাতিসকল সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে না পারিয়া একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। ভগবানের করুণায় এখন তাহারা স্বচ্ছন্দ বিহারের স্থান লাভ করিয়া কতই না আনন্দে পরিভ্রমণ করিতেছে। (যেমন নাগরিকগণ খোলা মাঠে হাওয়া খাইতে বাহির হয়); কিন্তু তাহারা জানে না, তাহাদিগের পিছনেই উত্তম শত্রুরূপে ঘাতকগণ সংহারক অস্ত্র লইয়া অনুসরণ করিতেছে; তাহাদেরই স্বজাতীয়গণ সেই ঘাতকদিগেরই কবলে পড়িয়া দলে দলে আত্মসমর্পণ করিতেছে। কোথায় সেই প্রাণ-ঢালা সফরীর ফরফরি, নূতন পাউসের মীনকুলের স্বচ্ছন্দ বিহার? উহাদিগের যাবতীয় প্রফুল্লতা ঘাতকদিগের প্রফুল্লতার সহিত মিশিয়া যাইতেছে। হায়! কেই বা কাহারও সর্ব্বনাশ বাহিরে ভাবে মাস।

এইরূপ ভাবে আমরা মনুষ্য জাতি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে যাইয়া যে স্বতন্ত্রেচ্ছা সহকারে জীবের উপর প্রভুত্ব দেখাইয়া ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া লইতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা একবারও ভাবি না, ঐ প্রকারে কালও আমাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া শেষ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছে। তাহাতে আমরাও একদিন সর্ব্বনাশের দলে পড়িব। আমরা যাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদের মাংসের নিমন্ত্রণের স্ফূর্ত্তি উড়াইতেছি, তাহারাও কিছু সময় পরে এসুযোগটা বাজাইয়া লইবে। শ্রীভগবানের রাজ্য স্বেচ্ছাচারিতায় পার পাওয়া যাইবে না। এখানের কর্ত্তা যিনি, তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিবার জন্য বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই সব চিত্রগুপ্তের খাতায় অতিগুপ্তভাবে আমাদের জমা খরচ লেখা হইতেছে। সেই গুপ্তহিসাব যেদিন ব্যক্ত ভাবে প্রকাশ হইবে, সেইদিন বুঝিব ব্যাপার খানা কি? সেদিন কিন্তু জাল, দাড়, পোলো, বুগড়া, বড়শী বর্শা, ভেটা স্থুরুয়া, কোনটিরই সাহায্য পাওয়া যাইবে না। তখন দেখিব—আমি যাহাদিগের ঘাতক ছিলাম, সেই সকল প্রাণী তাহার আমার একত্রিত হইয়া কেহ আমার গায়ের মাংস, কেহ আমার চক্ষুর তারা, কেহবা গায়ের চামড়া সজোরে টানিয়া খাইতেছে। আমি সারা জীবন ভরিয়া ক্রমে ক্রমে যত গুলি প্রাণীকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন ও হিংসা করিয়াছিলাম, আজ তাহারা একযোগে সকলে একই সময়ে আমাকে হিংসা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে। আর উপায় কি? এত শাস্ত্র-গ্রন্থ পড়িলাম, ভক্তপাঠক দিগের নিকট বেদ রামায়ণ মহাভারত ভাগবত শুনিলাম, কই বুঝিলাম না, আমার এরূপ নৃশংস অত্যাচারের চরম কোথায়। শেষ কালে লৌকিক দেখিয়া শাস্ত্রের মতবাদে শাক্ত সাজিলাম। কিন্তু পশ্চাতে পথ নাই যম আছে পিছে, নিজ হাতে না কাটিয়া পরের হাতে কাটাইয়া লইলে ঘাতকের লিষ্ট হইতে নাম কাটা যাইবে না।

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয় বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি
ঘাতকাঃ॥"
মনু ৫।৫১

অর্থাৎ হননে অনুমোদনকারী, বিভাগকারী, স্বয়ং হন্তা, ক্রয়-বিক্রয়-কারী, পাচক, পরিবেশক এবং ভক্ষক এই কয়জনই ঘাতক-শ্রেণী-ভুক্ত।"

মনু হইতে জন্ম মানব জাতি, সেই মনুর বচনেই যদি বিশ্বাস না থাকিল, কেবল "খাইয়া মংস্যের ঝোল • • হরি হরি বোল" নিতান্ত মূর্খজন-রচিত কাল্পনিক ছড়াকেই যদি বেদ বাক্য মনে করি তাহা হইলে আমরা বৃদ্ধ পিতামহ মনুকে কতটুকু সম্মান করিতেছি, একটু কি ভাবিয়া দেখিব না? যে যাহাকে বধ করে, সে তাহাকে বধ করিবে—এই ঘাত-প্রতিঘাত-জ্ঞাপক জড়-বিজ্ঞান পাঠ করিয়াও কি আমরা অজ্ঞান থাকিব? হায়! আমরা মানুষ, আমাদিগের কি এতটা শোচনীয় দশা উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

ভাই সব! আমার বন্ধুসকল! আমার মাতৃস্থানীয়া পরমা বিদুষীগণ! আপনাদিগের পায়ে পড়িয়া অতি কাতর কণ্ঠে বলি—জিহ্বা-লাম্পট্য বর্দ্ধনের জন্য জীবহিংসা করিবেন না, তাহা হইলে যেমন রসনায় শ্রীনারায়ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নামোচ্চারিত হওয়ার সহায়তা উদয় হইবে না। শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য বা প্রসাদদ্বারা উদর যাত্রা নির্ব্বাহ করুন। জিহ্বা লাম্পট্য দূর হইবে। শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে ভজনের অনুকূল স্বীকার, প্রতিকূল বর্জ্জন করাই মানবোচিত বুদ্ধির পরিচয়। নতুবা অপরের সর্ব্বনাশে নিজেরই সর্ব্বনাশের আমন্ত্রণ হইয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

(ঠাকুরের সপ্তদশ-বার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব-বাসরে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ-মহারাজের বক্তৃতার সারাংশ)

, আপনারা

যে মহাপুরুষের বিরহ দিবসে আপনারা সমবেত হইয়াছেন, তিনি জয়-যুক্ত হউন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু বলা সহজ ব্যাপার নহে। ভগবদ্ভক্তের নাম-রূপ-গুণাদি-কীর্ত্তনে আত্মার শোধন হয়। শাস্ত্র বলেন—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ"
(ভাঃ ১১।১৯।২১)

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব, আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ভক্ত বা ভগবান আগমন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগ-ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং।
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা-
পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

সেই ধর্ম্ম কৈতব-শূন্য—কৈতব কাহাকে বলে?—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমো-ধর্ম্ম॥

সেই ধর্ম্ম ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুজ্ঞানপ্রদ। তত্ত্ব বস্তু কি?—

তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দ-স্বরূপ॥

সূর্য্য স্বপ্রকাশ-বস্তু। মেঘ যে প্রকার 'সূর্য্যকে আবৃত করে' দেখায়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা পারে না; উহা আমাদের দৃষ্টি-শক্তিকে আবৃত করে বলিয়া আমাদের ঐ প্রকার ভ্রান্তির উদয় হইয়া থাকে, সেই প্রকার অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি দ্বারা আবৃত হওয়া আমরা স্বপ্রকাশ বাস্তব-সত্য-সূর্য্যের দর্শন পাই না। ভগবান বা ভক্ত আমাদের সেই আবরণ অপসৃত করিয়া সেই বাস্তব-সত্যের প্রকট সাধন করেন।

মহাপ্রভুর পর ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ এবং শ্রীনিবাস—এই তিন জন আচার্য্য, তৎপরে শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, এবং সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে পুনরায় উহাতে অনেক আবিলতা আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধাভক্তির কথা প্রচার করেন। তিনি জগদ্‌গুরু, আচার্য্য-শিরোমণি। শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী অসমোর্দ্ধ বিগ্রহ, সেই প্রকার গৌর-নিজজনও অসমোর্দ্ধ।

আচার্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচার্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদ-সেবাং
বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্মসেবা ব্যতীত চিল্লীলা-বিপুল শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান কেহ জানিতে পারে না।

"গৌরশক্তি বিনা তাহা নহে প্রচারণ।"

তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। তিনি জগৎকে জানান,—'সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হবে দূর'। কৃষ্ণ-সুন্দরের বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দর, গৌরসুন্দরের সম্ভোগ-বিগ্রহ কৃষ্ণসুন্দর।

নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের অভিন্ন-বিগ্রহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-নাম শ্রীনামের ভজন-প্রণালী তৎকৃত শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা এই দুইঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন; তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিয়াছেন। নামাভাসে মুক্তিলাভ, নামে গোলোক এবং নামাপরাধে চতুর্বর্গ ভোগে অবাপ্তি। ধনজন, মহত্ত্ব, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, কনক-কামিনী প্রভৃতিতে যত্ন এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অর্থ কাম বা মুক্তি, কামনা কারণ অস্পৃশ্য হইবে। কিন্তু নামাভাসে মুক্তি এবং নামে—কৃষ্ণনামে—আনন্দবৃদ্ধি বর্দ্ধন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ঃ ধারাবাহিকভাবে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড (?) দশাশ্বমেধ, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার ঐ বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপাদিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

দুনিয়ার খেলা

আজকাল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেকেই কিছু অর্থ ও প্রতিপত্তির যোগাড় করিয়া লইতেছেন। জগতে ধনী, মানী বা বিদ্বান বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও সময়-সাপেক্ষ হয়; কিন্তু একটু ধার্ম্মিকের সজ্জায় সেগুলি অতি শীঘ্রই লভ্য হইয়া পড়ে। দু' একটা 'তীর্থ' হইতে পারিলে ত' আর কথাই নাই, তাহা না হইলেও দুইচারি পাতা ব্যাকরণ উল্টাইয়া কিম্বা তাহাও না করিয়া দুই পাঁচটা গীতা ভাগবতের শ্লোক টীকা-সহ আবৃত্তি করিতে পারিলেই বাস্, আর পায় কে! গলায় একটু সুর থাকিলে ত আর কথাই নাই। কত জায়গা হইতে যে পাঠ, বক্তৃতার ডাক আসে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিজে যাহাই হই না কেন, পরোপদেশে পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিলে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার আর অভাব হয় না। কখনও বীর, কখনও ধীর, কখনও ললিত, কখনও শান্ত, কখনও করুণরসের ফোয়ারা উঠাইয়া লোক-চিত্তরঞ্জনের শক্তি যাঁ'র যত বেশী আছে, তিনিই আজকালকার ধর্ম্মসভার তত প্রধান পাণ্ডা! হায় রে দেশ! চুরি, জুয়াচুরি বাটপাড়ি ডাকাতী জালিয়াতী পরদার-সঙ্গ প্রকাশ্যে করিতে গেলে হস্তপদে লোহার গহনা পরিয়া শ্রীঘরে বাস করিতে হয়, তাই ধার্ম্মিকের সজ্জা লইয়া দুনিয়ায় মজা লুটিবার তোমার বড় সুবিধা হইয়াছে। অত্যন্ত পরদারাসক্ত মদ্যপায়ী, সেও ধার্ম্মিকের বেশ পরিয়া প্রকাশ্য সভায় লেকচার দিতেছে—'অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর!" শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে কি 'বাহবা' আর কি করতালি'র ঘটা! বক্তার বক্ষ তখন একেবারে চারি হাত ফুলিয়া উঠিল, ভাবের ফোয়ারা উঠিল, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার আসিয়া তাঁহাকে একেবারে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিয়া ছটফট করাইতে লাগিল, চোখের জলে মাটী ভিজিয়া কাদা হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইল, মৃদঙ্গমন্দিরা বাজিয়া উঠিল, গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তন-রোল উত্থিত হইল, চারিদিক হইতে পয়সা, সিকি, দুয়ানি, গহনা, কাপড়, ফল-মূল ছাই ভস্ম কত কি পড়িতে লাগিল, তবু কি আর সে 'দশা' কাটে! এ দিকে সময় বেশী হইয়া গেলে লোকের ধৈর্য্য থাকে না, আর পাওনাও আর বেশী হওয়ার সুবিধা নাই বুঝিয়া বক্তা ক্রমে ভাব সম্বরণ করিয়া অন্তর্দ্দশা হইতে বাহ্যদশায় আসিলেন। অত্যন্ত ক্লান্ত শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া তখনই তাম্রকূটের আরাধনা আরম্ভ হইল, শেষে পদধূলি আশীর্ব্বাদ অনেক বিতরণের পর তল্পীতল্পা গুটাইয়া "সকলদেশের রাণী সে যে আমার কুটীর খানি"র একে একে সকল স্মৃতিই মনে পড়িয়া গেল, "বিরহবিধুর অধরে মৃদুল-মধুর হাসি"টুকু দেখিবার জন্য প্রাণটা আইঢাই করিতে লাগিল। এমনি করিয়াই ভাব-লীলাভিনয়ের একটা যবনিকা পড়িয়া গেল।

এ সকল কথা কে-ই বা ভাবে, আর কে-ই ইহার প্রতীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়? জগৎ চাহে, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ চাহিয়া বঞ্চিত হইতে, বঞ্চনাও সেইরূপ নানা মূর্ত্তিতে আসিয়া তাহার সমস্ত সম্পৎ লুটিয়া লইয়া যায়। সাধুর বেশ দেখিলেই বা সেই সাধুবেশধারীর মুখে দুই চারিটা শাস্ত্রের বাণী শুনিয়া বাহবা দিলেই কি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল? মহাজন বলিয়াছেন,—'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়॥' 'আচার-প্রচার নামের করিহ দুই কার্য্য।' আচার-বিহীন প্রচারের কোন মূল্য নাই। জগৎ তথাপি বুঝিয়াও বুঝিবে না! একমুখে যাহাকে গুরু বলিবে, আবার সেই মুখেই সেই গুরুতে লঘুত্বের সামঞ্জস্য সমাধান করিতে যাইবে! ইহার হেতু নির্ণয় করিতে গেলে দেখা যায়, জগতের লোক সত্যানুসন্ধান করিতে চাহেনা, তাই তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণকারী অসাধুকে সাধু বলিয়া অসাধুর অসাধুত্ব বজায় রাখিবার পক্ষ সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের বলবতী হয়। প্রকৃত সাধু সত্য কথা বলিয়া তাহাদের খেয়াল ভাঙ্গিতে আসিলে তাহারা সাধুকে নানাভাবে আক্রমণ করিতে আসে। ইহাই দুনিয়ার খেলা! তাই মহাত্মা তুলসীদাস বড় দুঃখে গাহিয়াছিলেন,—

"সাচা কহে ত' মারে লাঠ্ঠা ঝুট্টা জগৎ ভুলাই
গো-রস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল বিকাই"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

(ঠাকুরের পঞ্চদশ-বার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব-বাসরে শুদ্ধকৃপাপাত্র ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ-মহারাজের বক্তৃতার সারাংশ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপলীলায় ও শ্রীপুরুষোত্তমে উভয় ধামেই শ্রীশিক্ষাষ্টক জগজ্জীবগণকে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত সকলেই এই শিক্ষাষ্টকের অনুবর্ত্তী হইয়া ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শেষভাগে এই শিক্ষাষ্টকের কতকটা পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভারতের ধর্ম্মাকাশ মেঘাবৃত হইলে, শ্রীশিক্ষাষ্টকের শিক্ষা ঢাকা পড়ে; সেই সময় এই শিক্ষাষ্টকের শিক্ষা জগতে পুনরায় সম্যগ্‌রূপে প্রচারিত করিবার মানসে ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দেবভাষায় "সম্মোদন ভাষ্য" ও বঙ্গভাষায় কয়েকটী গীতি রচনা করেন। শ্রীনাম-ভজনে ঠাকুরের 'হরিনাম চিন্তামণি' কত লোকের যে কত সুবিধা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতম্।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

"ভগবানের স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনী-প্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ যে নিত্যতত্ত্ব আছে, তাহারই নাম 'বসুদেব'। সেই শুদ্ধ-সত্ত্বে চৈতন্য-স্বরূপ ভগবান নিত্য-প্রকাশ লাভ করিয়াছেন; তাঁহারই নাম বাসুদেব। ভক্তিপুত-চিত্তে আমি তাঁহাতে প্রণাম বিধান করি।'

নাম নামীতে অভেদ।

'সেই নাম, সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ

কৃষ্ণনাম চিৎস্বরূপ চিন্তামণি বিশেষ, তাহা কৃষ্ণচৈতন্যরসের বিগ্রহ স্বরূপ; তাহা পূর্ণ অর্থাৎ মায়িকবস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নহে; তাহা—শুদ্ধ অর্থাৎ মায়ামিশ্র নহে; তাহা—নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড়-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না, কারণ নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ও গৌরকিশোর এক; গৌর-শক্তি এক, গৌরসুন্দরের অভিন্ন বিগ্রহ।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো, যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।

বদ্ধ জীবের ভোগভূমিতে শব্দ ও শব্দী এক নহে। ইতরব্যোম হইতে জাত শব্দ জড়। কিন্তু পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ-ধ্বনি নাম বা শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি অজ্ঞ চক্ষুদ্বারা জড় বস্তু দর্শন করিতেছি, তদ্দ্বারা ভগবানের নামরূপাদি গ্রহণীয় নহে।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

কৃষ্ণের দেহ, কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের বিলাস বা পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি সচ্চিদানন্দময় বলিয়া সত্ত্বাদিগুণত্রয়াভিমানী জীবের জড়ীয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদির গ্রাহ্য নহে অর্থাৎ জীবের ফল-ভোগপ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু নহে; সমস্তই স্বতঃপ্রকাশ বস্তু, নিত্য চিন্ময় ও আনন্দময়।

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপারমাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলি-সিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রৌতপন্থা বা অবরোহপন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীগুরুচরণে শরণাগত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই কৃষ্ণকথা শ্রবণের সৌভাগ্য-লাভ করিয়া কৃষ্ণসেবা-সাধনের অধিকারী হন। প্রতি জীব-হৃদয়ই রাধাকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ! ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তি কনক কামিনী স্বীয় ভোগে নিযুক্ত করিয়া নিরয়গামী হয় আর সেবোন্মুখ ব্যক্তি অর্থাদি যাবতীয় দ্রব্য সকল জিনিষের একমাত্র ... বা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ভোগিকুলের দুর্দ্দশা দেখিয়া মহাজন গাহিয়াছেন—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল মাধব।

সম্বন্ধ—গৌরকিশোর,—অভিধেয় শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী এবং প্রয়োজন—শ্রীভক্তিবিনোদ। বৈষ্ণবতা—দেহের ধর্ম, দেহোত্থ বা মনোজাত বিদ্যাদি লাভ নহে; আত্মধর্ম পুষ্ট হয় যদি আশ্রিত জীব অপর জীবকে প্রবুদ্ধ করেন। আশ্রিত আত্মা যে কোন কুলেই প্রাদুর্ভূত হউন না কেন, তিনি সকলকে জানাইতে পারেন।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী,
শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

সুতরাং নরোত্তমাদি গোস্বামীই গুরু, অপরে নয়।

কলিযুগ-ধর্ম—শুদ্ধ নামাশ্রয়। কিন্তু
"অসাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম নাহি হয়।"
কৃষ্ণভক্তি—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

উত্তম ভাগবত কৃষ্ণ-বিরহে 'হরেকৃষ্ণ' বলে ডাকেন—বিপ্রলম্ভরসে 'কৃষ্ণ' বলে ডাকেন; এই বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া যে ভজন, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনা-
ন্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণ-
নাথস্তু স এব নাপরঃ॥

সকল বস্তুতে জগদীশ্বরের অধিষ্ঠান দেখিতে হইবে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনম্॥
(ঈশঃ ১ম মন্ত্র)

পৃথিবীতে যে কিছু নশ্বর বস্তু আছে, তৎসমুদয়েই পরমেশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের উচ্ছিষ্ট বস্তু যুক্তবৈরাগ্যের সহিত গ্রহণ কর, ভগবৎ সম্বন্ধিবস্তু ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করিবার লালসা করিও না।

আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎকার হয় না। অন্তর্যামী কৃষ্ণ-জীবের চিত্তে কৃষ্ণ-ভক্তিবিবেক উদয় করাইয়া চৈত্য-শিক্ষাগুরু এবং মহান্ত স্বরূপ হইয়া শিক্ষাগুরু হন।

গুরু-কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে
গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে॥

ভক্তি কাহাকে বলে?

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন
নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং
ভক্তিরুচ্যতে॥

সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই স্বরূপ লক্ষণময়ী-সেবার দুইটী তটস্থ লক্ষণ—(১) ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে, (২) কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্মলা থাকিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-
পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-
দাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই, কিন্তু উন্মীলিত অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান নিখিলপরমানন্দপূর্ণ অমৃত-স্বরূপে 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই।

হে সজ্জনবৃন্দ, শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট-প্রচারকবরের আনুগত্যে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জনা করিয়া শ্যামসুন্দরকে বৃন্দাবনে লইয়া যাউন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

বক্তৃতা

মেঘাবৃত দিন দুর্দ্দিন হইলেও শ্রীহরি-কথা বিহীন দিনই প্রকৃত পক্ষে দুর্দ্দিন। কেননা পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রাকৃতিক ভাবের পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের মধ্যে যদি অপরিবর্ত্তনীয় অচ্যুত শ্রীভগবানের নামগুণাদির কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ না হয়, তবে আর কি হইল? এই সম্বাদে বিজ্ঞাপিত হইয়া কটক রেভেন্সা কলেজের অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বনমহারাজকে স্থানীয় কলেজ ফিজিক্স হলে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রবল বর্ষা। শেষ রাত্রি হইতে অবিরাম ভাবে বারি পতন হইতেছে। রাস্তার বাহির হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু তথাপি নিজপ্রভুর কথা কীর্ত্তনে পরমোৎসাহী শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর অনুগত জনগণের আনন্দের সীমা রহিল না। হরিকথা-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত কলিকালে হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু জনগণ যে কত ভাগ্যবান, তাহা সাধারণ জ্ঞানে বুঝিবার বিষয় নহে। দুর্ভিক্ষের অভাব দূরীকরণে মহৌষধি দান করিবার জন্য স্বামিজী, কতিপয় গুরুভ্রাতা সহ প্রবল বর্ষার ভিতর 'জয় শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ কি জয়' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

অপরাহ্ন ৫ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হইল। রেভেন্সা কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল মিঃ ওরগিল আই,ই, এস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া উপস্থিত অধ্যাপক ও ছাত্রগণের নিকট শ্রীপাদ বনমহারাজের পরিচয় দিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী সর্ব্বেশ্বরানন্দ তাঁহার সুকণ্ঠে "ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন" গানটী গাহিলেন। তৎপর স্বামিজী মহারাজ তাঁহার স্বভাব সুলভ সুমধুরকণ্ঠে, ভাষার পারিপাট্যে ও দ্রুত-মন্থর-গতিতে 'জীবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে এক ঘণ্টার উপর ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিলেন।

সভাস্থল নিস্তব্ধ। সকলেই অনিমিষ-নয়নে বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। আর নিবিষ্ট চিত্তে হৃদয়-গ্রাহিণী শাস্ত্র-যুক্তিমূলে অশ্রুত-পূর্ব্ব হরিকথা শ্রবণে উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছেন।

বক্তৃতান্তে পুনরায় সভাপতি মহাশয় বক্তার বিশেষ প্রশংসা করিয়া মধ্যে মধ্যে শ্রীহরিকথা বলিবার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রিন্সিপাল মিঃ ওরগিল আই, ই, এস মহোদয় বিশেষ সজ্জন, তাঁহার ব্যবহার এবং সত্যানুরাগ অতীব প্রশংসনীয়।

কটকের সৌভাগ্য

(উৎকল-দীপিকা হইতে অনূদিত)

বিগত ১৪ই জুলাই রবিবার অপরাহ্ন সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় কটক টাউনহলে এক বিরাটধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। সর্ব্ববিদ জনহিতকর-অনুষ্ঠানতৎপর শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ভিখারীচরণ পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত পারেশ্বর মহান্তি-প্রমুখ স্থানীয় মহোদয়বৃন্দের উদ্যোগে এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কটক-শাখার শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকসমূহের সাহায্যে ধর্ম্মসভার কার্য্য অতি সুচারুরূপে সমাহিত হইয়াছে। টাউন-হল নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি যাঁহারা বিলম্বে আসিয়াছিলেন, স্থানাভাবে তাঁহাদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত না পাওয়ায় অনেককে হতাশহৃদয়ে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে প্রায় তিনঘণ্টাকাল সুললিত প্রাঞ্জলভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ এই সুদীর্ঘকাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবহিতচিত্তে ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণপূর্ব্বক মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণ-মুখ-বিগলিত ধর্ম্মতত্ত্বামৃত-রসাস্বাদনে কটকবাসীর আগ্রহ ও উৎসাহ যে বিশেষ প্রশংসার্হ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র! সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তাহার পর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় সমগ্র সভাস্থল প্রকম্পিত করিয়া কিরূপে বর্ত্তমান সমাজে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কিরূপে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ মন্ত্র-বিক্রয়ী বা ধর্ম্মব্যবসায়িগণ ধর্ম্মের নামে প্রচার করিয়া বিচার-বিমূঢ় জন-সাধারণকে বিপথে পরিচালিত করিতেছে, তাহাই বিবিধ দৃষ্টান্তসহকারে বিশদরূপে বিবৃত করেন। তাহার পর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজ তাঁহার বৈষ্ণব-সুলভ দৈন্য-সহিত ভক্তিভাবব্যঞ্জক প্রাঞ্জল ভাষায় মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্বের অবতারণা করেন। তিনি বলেন, জগতে যে সমস্ত বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে, শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা তাদৃশ শিক্ষার অন্যতম নহে। অন্যান্য শিক্ষকগণ শিক্ষণীয় বিষয়ে যে ধারা অবলম্বন করেন, তাহা ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে অধিষ্ঠিত এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু-বিষয়ক শিক্ষামাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়টী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃত বিষয় না হওয়ায় তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে অপ্রাকৃততত্ত্বের আলোচনা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

এই জগতে শব্দশক্তি অপ্রাকৃত বস্তু-বোধিকা না হওয়ায় লক্ষণা করিবার জন্য একটী স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আমাদিগকে অপ্রাকৃত বস্তু বিজ্ঞানে বঞ্চিত করিতে পারে। আমাদের ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই সহায় চতুষ্টয় অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু-সাম্যে ভোগের উপাদান মাত্র মনে করায় বটে, কিন্তু প্রকৃত

প্রস্তাবে অপ্রাকৃত বিষয়টী তাহা নহেন। জীব-স্বরূপের ধারণা-বিপর্য্যয়ে অনেকস্থলে নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল অচিদ্বস্তুর প্রতিলোপ-যোগী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সাহায্যে মানস [illegible] চেষ্টাসমূহকে আত্ম-চেষ্টা-জ্ঞানে বিতর্ক উপস্থিত করায়। কিন্তু শ্রৌতপন্থার শিক্ষাপ্রণালী সরলভাবে অনুসরণ করিতে পারিলেই জীবের স্বরূপ-প্রাপ্তি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনাত্মবিদ্রূপের কবল হইতে আত্মরক্ষাত্মিকা; শ্রৌতপথে শরণাগত না হইয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোত্থিত সীমাবিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন তর্কপথে অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইরূপে শ্রীমহারাজ ক্রমশঃ অপ্রাকৃততত্ত্বের উপদেশ পূর্ব্বক সংক্ষেপে আম্নায়-বাক্যই প্রধান প্রমাণ এবং প্রমেয় স্বরূপ কৃষ্ণবিচার, কৃষ্ণ-শক্তিবিচার, রসতত্ত্ব বিচার, জীবতত্ত্ব বিচার, জীবের সংসার বিচার, জীবের নিস্তার বিচার ও সর্ব্বশেষে বিশদভাবে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং অষ্টম ও নবম পদে কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয়, আর কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন বিবৃতি পূর্ব্বক তাঁহার অমূল্য বক্তৃতার উপসংহার করেন।

এই সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টান জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সভায় আন্তরিকভাবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সনাতন ধর্ম্ম যে জীব মাত্রেরই—জৈব বা নিত্য বা আত্ম-ধর্ম্ম পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ থাকার সম্ভাবনা নাই, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। দীর্ঘ-কালব্যাপী জটিল-বৈষ্ণব-দার্শনিক তত্ত্ব-নিচয়ে যে ভাবে শ্রোতৃবৃন্দ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য এবং শ্রীমহারাজগণের অসাধারণ কীর্ত্তন-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। পরিশেষে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-সহ সভাভঙ্গ হয়। ইহা কটক-বাসীর পুনরুদ্দীপিত-শুদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রীতির একটি স্মরণীয়-ছবি।

বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত-হৃদয় বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ। (সর্ব্ব-পদদলিত শুষ্কভাব-প্রাপ্ত তৃণাদপি, সর্ব্বতো ভাবেন নীচেন প্রাকৃত মর্য্যাদা-রহিত ভাব-সমন্বিতেন জনেন) অন্যবে দুঃসহাপরাধ-মূলক দেহাত্ম বুদ্ধি গুপ্ত ভাবে রাখিয়া বাহিরে কপটতা পূর্ব্বক আকৃতি পাকু হওয়া কখনও তৃণাদপি সুনীচতা নহে। এরূপ কপটতা ও চালাকী মূর্খ সমাজে প্রশ্রয় পাইলেও বিশুদ্ধ নামাশ্রয়ী বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের চক্ষুঃসীমানায় আসিতে দেন না। এরূপ কপট-জনের মুখ দর্শন বৈষ্ণবগণ অতিশয় দুর্দ্দৈবের কারণ জানিয়া সর্ব্বপ্রকারে বহু যোজন দূরে অবস্থান করেন।

অনেকে প্রাকৃত-সহজিয়া বিচারে মনে করেন, বৈষ্ণব যদি তৃণাদপি সুনীচ, তবে আবার অপরকে ছোট বোধে ঘৃণা কেন? এই সকল ব্যক্তিকে কপট, ভণ্ড বলিয়া গালাগালি কেন? ইহাদিগকে দেখিয়া সম্ভাষণ না করাই বা কি প্রকার সুনীচতা তাহাও তো বুঝি না? সর্ব্ব জীবে দয়ালু, সর্ব্ব জীবে মিত্রতা—ইহাই তো বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা।

মূর্খতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত যাঁহারা কপটতা ও ভণ্ডামী করিয়া পাষণ্ডতাকে প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদিগকে অসৎসঙ্গ জানিয়া পরিবর্জ্জন করাই মহাপ্রভুর শিক্ষায় পরোপকার, জীবেদয়া রূপ বৈষ্ণবের তৃণাদপি সুনীচতা। এরূপ বর্জ্জনের দ্বারা কপটিগণ দুই প্রকারে বিপদ হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। সঙ্গ হইতে দূরে থাকায় বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা তাঁহাদিগের সহিত সমপর্য্যায়ে টানিয়া আনিবার সম্পূর্ণ অবকাশ পান না। অন্য প্রকার তাঁহাদিগের ভণ্ডামী বা কপটতা যে ভজন নহে, হইতে পারে না, শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে কোন প্রতিষ্ঠা দেন না, তাহা জানিয়া শুদ্ধভক্তির অনুসন্ধানের সুযোগ পান। ক্রমে কপটতা ছাড়িতে যত্নশীল হন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রচারের ফলে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অসংখ্য কপটাশ্রয়-গণ শুদ্ধভক্তির মহিমা অবগত হইয়া নিত্য-ভক্তিবিরোধী কপটতা শ্রীগৌরকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধ শ্রীহরিনামাশ্রয় গ্রহণ করত নিরপরাধে নাম করিতেছেন। বিশ্ববাসী আজ সে নিমিত্ত খুবই শ্লাঘা বোধ করিতেছেন।

অতএব কপটিগণকে বাহবা দিয়া প্রশ্রয় পাগল সাজাইয়া নরকের শেষ সীমায় যাওয়ার সুবিধা করিয়া দেওয়াই জীবে দয়ার পরিচয়? না উহাদিগকে একটু শাসন রূপ তিক্তরস পান করাইয়া রোগ মুক্ত করাইয়া লওয়াই বাস্তব বন্ধুর কার্য্য? ইহা খুব সরল সত্য কথা, যাহা নিতান্ত পক্ষে পাঠশালার বালকেও বুঝিতে সমর্থ হয়। বুঝিনা কেবল আমরা ইঁচড়ে পাকার দল।

শ্রীগুরুদেবানুগত্য ব্যতীত তৃণাদপি সুনীচতা রক্ষা হয় না। জগতে যাঁহারা (বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য) শ্রীচৈতন্যের অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবানুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহারাই বাস্তব তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণব। শ্রীগুরূপদিষ্ট শাস্ত্রবাণী রক্ষার জন্য তাঁহারা যে প্রকার শরণাগত, তাঁহাদিগের কোনই আকাঙ্ক্ষা নাই, শুধুই লক্ষ্য কি প্রকারে সুনীতি ও সদাচার প্রতিপালিত হইয়া শ্রীগুরুদেব ও ভাগবতের গৌরব রক্ষিত হইবে। সুতরাং আনুগত্য ধর্ম্ম রক্ষার্থে শাস্ত্র শাসন মানিয়া চলিবার সময় নিরপেক্ষ বিচারটি প্রাকৃত-সহজিয়া বিচারে দম্ভ বলিয়াই অপরাধের আবাহন করে ও নিজেও তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মটিকে বিকৃত করিবার প্রয়াস পায়।

যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগুরুদেবানুগত্যকে গ্রহণ করিয়া নিজের নিজের খেয়াল মত অথবা ঐ প্রকার খেয়াল-পন্থীদিগের অনুগত থাকিয়া তৃণাদপি সুনীচতার ছল দেখাইতে চান, তাঁহারাই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দাম্ভিক। তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের বিপরীত পন্থা। এরূপ প্রগল্ভতা দ্বারা তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁহারা মুখে বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা তৃণাদপি সুনীচ ভাব দেখাইয়া প্রাকৃত সহজিয়া-ধর্ম্ম বিস্তার-কল্পে সবই ভাল, মুড়িও যাহা, মিশিও তাহা, সবই এক দাম—নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে হরিগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যুগপৎ সমাবিষ্ট রাখিয়া ভাগবত ধর্ম্ম বাস্তব তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্ম-পালনে সচেষ্ট, তাঁহাদিগকে দাম্ভিক বলিয়া অপরাধ অর্জ্জন করেন। যাহাতে অজ্ঞতা নিবন্ধন এরূপ অপরাধ উপস্থিত না হয়, সেই জন্য বৈষ্ণবানুগত্যে মহাপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত তৃণাদপি সুনীচ-ধর্ম্ম শিক্ষা করাই শ্রেয়ঃ।

বৈষ্ণব তরোরপি সহিষ্ণু

বৈষ্ণব বৃক্ষ হইতেও সহনশীল। বৃক্ষ যেমন কাটিলেও কিছু বলে না, শুকাইয়া মরিলেও কাহারও নিকট জল চায় না, বরং স্বীয় সম্পত্তি ছায়া ও ফলদানে, এমন কি স্বীয় দেহদানে সকলকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেই প্রকার পরদুঃখে দুঃখী বৈষ্ণব পরোপকারে রত থাকিয়া স্বদেহ পোষণার্থ কাহারও বাধ্য হন না, স্বীয় কৃষ্ণপ্রেম-সম্পৎ প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া অযাচিতভাবে বিলাইয়া দেওয়ার কালে, আমাদিগের আহার, নিদ্রা ও কান্দুর-জল্পের বাধা জন্মে মনে করিয়া বৈষ্ণব-ঠাকুরদিগকে বৃক্ষচ্ছেদন অপেক্ষা কতই না কটুবাক্যরূপ সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়া থাকি, যাহা বৃক্ষের পক্ষেও অসহনীয়। এরূপ আঘাতের বহুপূর্ব্বেই বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুরগণ এ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও প্রসন্নই থাকিয়া হিমাদ্রির ন্যায় অচল অটল হইয়া নিত্যকাল আমার ন্যায় বদ্ধজীবের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত।

আজ যদি আমাদিগের চক্ষু থাকিত, তবে নিশ্চয়ই দেখিয়া লইতাম, বাহ্য জগতের প্রাকৃত সহজিয়াগণ নানাপ্রকার কল্পিত অনিত্য বস্তু বা ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রাকৃত সমাজে চালাইতে আসিয়া কতই না সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিতেছে। আর সেই অসত্য বস্তুগুলিকে সত্যালোকের দ্বারা প্রকাশ করিতে যাইয়া, সেই গুলির অনিত্যত্ব মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া, বৈষ্ণবগণ প্রতি মুহূর্ত্তে কতই না লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিতেছেন। দেশে দেশে নগরে নগরে প্রান্ত জনপদে সজ্জন-বিদ্বেষী প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কতই না অভিযান প্রস্তুত করিতেছে, তাহারা নিয়ত ভোগী থাকিবার বন্দোবস্তে ব্যস্ত থাকিয়া নিজেরাও মাধবের সেবা করিবে না, মাধবের ইন্দ্রিয় তোষণে বিরোধ উপস্থিত করিবে, অপরকেও করিতে দিবে না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ-কাম-সেবার অস্তিত্ব যাহাতে অতি সত্বর বিলুপ্ত হয়, ভোগি সম্প্রদায় বা ভোগীর বিশুদ্ধ সংস্করণ ত্যাগি সম্প্রদায় তাহারই জন্য আদা জল খাইয়া লাগিয়া পড়িয়া আছেন।

এহেন দুর্দ্দিনে বৈষ্ণব ঠাকুরগণ সত্য কথা প্রচার করিতে যাইয়া আমাদিগের মত মূর্খ ও পাষণ্ডগণ দ্বারা কিরূপ ভাবে অপ্যায়িত হন, তাহা সজ্জন-মণ্ডলী মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতে পারিতেছেন। তবুও কি তাঁহারা আমাদের মত সত্য ধর্ম্ম মুখে মুখে মানিয়া ইতি উতি করিয়া তদ্বিরোধি সম্প্রদায়ের নিকট আত্মবিক্রয় করিতেছেন? যেমন আমরা মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত মতের অনুকরণ-পন্থী থাকিয়া প্রবল স্মার্ত্ত-সমাজের ভয়ে একেবারে সপুরোহিত যজমান পদে নমো নমঃ হইয়া পড়ি। কি জানি যদি সমাজে ধোপা, নাপিত, হুকা বন্ধ হইয়া যায়। তাহা হইলে কন্যা পুত্রের বিবাহ, পিতৃ মাতৃ বিয়োগে শ্রাদ্ধ কার্য্যের তর্পণাদি কে করিবে? আবার ভারী মুস্কিল! মহাপ্রভুকেও যদি না মানি তবে আবার রায়ের হাঁড় চালের বাতায় উঠিবে, চুলায় মাকড়শার জাল পাতিবে! উভয় সঙ্কট।

বৈষ্ণবঠাকুরগণ এরূপ স্ত্রী-জন-সুলভ বুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়া কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন না, যে জন্য তাঁহাদিগের তরোরপি-সহিষ্ণুতা নিরপেক্ষ ধর্ম্মের অঙ্গহানি হইতে পারে। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুসেবা-ধর্ম্ম সংরক্ষণে সর্ব্বদা আগন্তুক অপমান, লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে এমন কি স্বদেহ দান করিতেও সমর্থ। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তরোরপি সহিষ্ণুতা ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ তবু বদনে না ছাড়িব হরিনাম।" ইহাই তরোরপি সহিষ্ণুতার অপূর্ব্ব আদর্শ। তাই বাংলার হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী প্রচারকদিগকে ও লাঞ্ছনা দিয়া [illegible] বৈষ্ণব সহিষ্ণুতা ধর্ম্ম রাখে। যাহাতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব প্রচার বাধা পায়, তৎসত্ত্বেও যাহাতে বাস্তব তরোরপি সহিষ্ণুতা রক্ষা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্বন্ধাভিধেয়াসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপাদিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৵১০ টাকাটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাস্বাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৬

চাতুর্ম্মাস্য

বেদশাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-যাজীর কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও সকাম্যীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। পুরাণের মধ্যেও নানা-স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক স্মার্ত্ত-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-বিধান পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থ-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস অথবা রঘুনন্দনের কৃত্যতত্ত্বেও আমরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্য-যাজীর ফল কথিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাঠক-গৃহ্যসূত্রেও যতিধর্ম্ম-নিরূপণে আমরা পাঠ করি যে, "একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্। বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ॥" একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাসকাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণ চারিমাসকাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিতেন; তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হৈলা অস্থির॥
ত্রিমল্ল-ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥
চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে॥
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণ গমন।
পরমানন্দপুরী সহ তাহাঞি মিলন॥

(চৈঃ চঃ ম ১ম)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী—

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে **চাতুর্ম্মাস্য** আনন্দে রহিলা॥

(চৈঃ চঃ ম ৪র্থ)

শ্রীবৈষ্ণব এক,—"বেঙ্কট ভট্ট" নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥
ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য আসি' প্রভু, হৈল উপসন্ন।
চাতুর্ম্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণ-কথা কহি' কৃপায় উদ্ধার' আমারে॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
এক একদিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক একদিনে **চাতুর্ম্মাস্য** পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া॥

(চৈঃ চঃ ম ৯ম)

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব-জন নব-দিন পাইল॥
আর ভক্তগণ **চাতুর্ম্মাস্যে** যত দিন।
এক এক দিন করি' করিল বণ্টন॥

(চৈঃ চঃ ম ১৫শ)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ—

চাতুর্ম্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ-গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥

(চৈঃ চঃ অ ১ম)

এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে

(চৈঃ চঃ অ ১০ম)

পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন।

* * *

এইমত নানা-লীলায় **চাতুর্ম্মাস্য** গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল॥

(চৈঃ চঃ অ ১২শ)

চারি প্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্ট-সাধ্য বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন-রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষঃ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফল-কামি-কর্ম্মী এবং নিষ্কাম-ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বি-মাত্রেই করিয়া থাকেন। ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—ত্রিবিধ সমাজেই ভোগ-ত্যাগাবদান সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতেছেন

আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভার আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আট মাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার 'মধ্যে মধ্যে' অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগ-ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া অবশিষ্ট আশ্রমি-

দৈববাণী

(চতুর্থ নিদ্রাক)

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমাপরাধম"—এই সাধুশাস্ত্র-বিঘোষিত পরমসত্য নামাশ্রয়ী সাধকের প্রতি সাবধান-বাক্য প্রত্যেক ভজন-লিপ্সু ব্যক্তির অতি সতর্কতার সহিত পালন করিতে সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এমনই বঞ্চিত যে, নামাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া ঐ পরম সত্যের প্রতি উদাসীন থাকি এবং তৎফলে নামাপরাধ অর্জ্জন করিতে করিতে নামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। প্রথমতঃ আমাদের বিচার আবশ্যক যে, এই সাধু কে? এবং শাস্ত্রে তাঁহার লক্ষণ কি নির্দ্দেশ করিয়াছেন? বহির্ম্মুখ বদ্ধ জীবগণকে নিবারিত করিবার জন্য শাস্ত্রীয়-বিধিবাক্যের সহিত যখন সাধুর নিজ-জীবনের কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য থাকে, তখন আমরা আমাদের প্রথম অধিকারে তাঁহাকে সাধু বলিয়া ধারণা করি। কিন্তু আবার ইহাও আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, অনন্যভাক্ সাধুতে যদি কখনও আমার দুর্দ্দৈববশতঃ কোন সু-দুরাচার দর্শন হয়, তবুও তাঁহাকে সাধু বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। তাঁহার তদ্রূপ আচরণ দর্শনে যদি আমরা তাঁহাকে অসাধু জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিন্দায় নিযুক্ত হই, তবে আমরা আত্ম-বঞ্চিত হইব—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আবার কোন কোন দুষ্ট অপরাধী জীব যদি শাস্ত্রের ঐরূপ গূঢ়ার্থ জানিতে অজ্ঞ থাকিয়া এবং ঐরূপ বাক্যের সুযোগ লইয়া জগতের যাবতীয় বঞ্চনা দ্বারা ভক্ত ও ভগবানের সেবার ভাণ করিয়া মানবাবস্থায় বৈষ্ণব-দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে নিজেকে অমুক জমিদার, রাজা বা কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য *position create* করিয়া

গণের মত ভক্তভোগ হইয়া বাস করেন। যিনি চারিমাসকাল নিয়ম-সেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল উর্জ্জা-বিধি বা কার্ত্তিকমাসে বিশেষভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই বিধি। ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন; তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য বিধানের আবশ্যকতা নাই উহা অসমর্থের অনু-কল্প বিধিমাত্র। চারিমাসকাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের দর্পে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ

কপটাচারী হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সাধু বলিয়া বরণ করিলেও চির-জন্মের মত ঠকিতে হইবে। এরূপ সঙ্কটময়-অবস্থাপন্ন জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য—নিষ্কপটে নামাশ্রয়পূর্ব্বক ভগবৎ-সমীপে সর্ব্বপ্রকার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কাতরভাবে তাঁহার কৃপা-প্রার্থনা এবং দুর্জ্জন-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পরমসত্যোপাসকের আনুগত্যে অবিচলিত-চিত্তে ভব-সমুদ্রপারের একমাত্র ভেলাস্বরূপ শ্রীগুরু-দেবের মনোহভীষ্ট সেবা ও মনঃশিক্ষায় নিযুক্ত থাকা।

মন তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত, ধনে নহ অনুরক্ত,
ধূর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল॥
বুজরুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তার সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রূর বেশ দেখ যার, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি পড় তার পায়॥
ভক্তসঙ্গ হয় যাঁ'র, ভক্তিফল ফলে তাঁ'র,
অকৈতবে শান্তভাব ধর।
চঞ্চলতা ছাড় মন, ভজ 'কৃষ্ণ-শ্রীচরণ',
ধূর্ত্তসঙ্গ দূরে পরিহর॥

এতদ্ব্যতীত নিজের কোন প্রকার মেধা বা দীপশক্তি দ্বারা অথবা অস্মিতার দ্বারা সাধুকে বিচার করিয়া লইতে যাওয়া কোনও জীবের পক্ষে উচিত নহে।

দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীব—মায়ার কঠোর নিগড়ে নিগড়িত জীব—নিজের চরিত্র-বিচারে উদাসীন জীব আমরা নামাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াই প্রথম-মুখে নিজেকে 'সাধু' ধারণায় গর্ব্বিত করিয়া অনন্যভাক্ সাধুর সাধুতা ও সত্যতার বিচার করিতে সমযোদ্যোগী হইয়া বসি। নিজের চরিত্র-দোষ আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া পরম সত্যের একমাত্র উপাসকের চরিত্র-সমালোচনায় পটুতা অর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর হই। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাধুর লক্ষণ-জ্ঞাপক বড় বড় বাক্য কণ্ঠ করিয়া সাধুকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে বসি—সাধুর দেবানন্দিসম্য অগম্য ক্রিয়া-কলাপের আলোচনা করিয়া—তাঁহাকে অসাধু সংজ্ঞা দিয়া—আপাতঃ দৃষ্টিতে তাঁহার সুদুরাচারের বিচার করিয়া—মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়া সাধুর আসন হইতে হিংসা-পরবশে তাঁহাকে নামাইয়া দুষ্কার্য্যে বলিদান দিবার জন্য [illegible] ব্যস্ত হই। আবার কখনও বা [illegible] তাঁহার অলৌকিক অসামান্য [illegible] পাইয়া তাঁহার প্রশংসায় শত মুখ বাস

সাধুর অস্মাঃ হার পরি[illegible]

তাঁহার লোকবঞ্চক বাহ্য [illegible] হাব দর্শনে কখনও সাধুকে নিজের পূতিগন্ধময় চরিত্রের কলুষ [illegible] পর সহিত সমানজ্ঞানে শাস্ত্রবাক্য কণ্ঠাইয়া বসি—

"গোরক্ষা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল।" শাস্ত্রের ঐরূপ বাক্য যে, আমা হেন যদ্ধ জীবকেই—লোকরক্ষা-কার্য্যে রত জীবকেই গোরাজ্ঞার ছলনা রক্ষা করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে—আমি তাহা ... স্কন্ধে 'নজদোষ-পুষ্ট বিচারপূর্ণ বোঝা চাপাইয়া বসি এবং সাধুর ... কার্য্য ও আমার লোকরক্ষক ... সমপর্য্যায়ে পর্য্যবসিত করি। নামাপরাধ সমূহের মধ্যে পরম অপরাধ সাধুনিন্দায় শত-মুখ হইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করি।

ভগবানের ভক্তপক্ষপাতিত্ব-গুণ এবং ভক্তের কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠপক্ষপাতিত্ব-গুণ দর্শনে কখনও বলি, তিনিই ভগবান, যিনি নিরপেক্ষ; তিনিই ভক্ত, যিনি নিরপেক্ষ—"নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণ।"

আমি, দৈবী-মায়া-বিড়ম্বিত জীব আমি শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি লইয়া নিজেকে ভক্ত বলিয়া জাহির করিবার জন্য শাস্ত্র-বাক্যের নিগূঢ়ার্থজ্ঞানে অজ্ঞ থাকি এবং এইরূপ আত্মবঞ্চিত হই। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি লইয়া বিচার করি না যে, যিনি ভক্ত-পক্ষপাতী, তিনিই নিরপেক্ষ—তিনিই সত্য সত্য পরমানন্দময়-সর—তিনিই সত্য সত্য প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের পক্ষপাতী। নিরপেক্ষ হইতে গিয়া ভক্ত উপেক্ষা বা ভাগবত-ধর্ম্ম উপেক্ষা করা **'নিরপেক্ষ'** শব্দের তাৎপর্য্য নহে। পরম সত্যের একমাত্র উপাসক যিনি, তিনি তথা কথিত নিরপেক্ষতার উপরে আবহমান কাল হইতে মলমূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া শ্বমার্জ্জারের চীৎকারে (কুকুর বিড়ালের ঘেউ ঘেউ রবে) বিচলিত হন না।

মূঢ় আমি বিচার করি না—হিরণ্যকশিপু ভক্তদ্রোহ-কার্য্যে বহু লোক স্বপক্ষে পাইয়াছিলেন এবং ভক্তবর প্রহ্লাদ স্বপক্ষে জগতের কাহাকেও না পাইয়া কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ থাকিয়া ভক্তদ্রোহীর নিধন ঘটাইয়াছিলেন। অন্য দিকে ভগবান হিরণ্যকশিপুর পক্ষে বহুলোক দর্শন করিয়া তৎপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হন নাই। অথবা হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ এই উভয়ের কাহারও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে **নিরপেক্ষ** থাকিয়া ভক্তবিদ্রোহ-কার্য্যে সহায়তা করিয়া ন্যায় নিরপেক্ষতার পক্ষপাতী হন নাই। ভক্ত ও ভগবানের এরূপ পরম-চমৎকারিতা-পূর্ণ অলৌকিক ব্যবহার উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আছে কাহার? না—যিনি সত্য সত্য নিরপেক্ষ, পরম-নিম্মৎসর ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বী ভক্ত-প্রবরের চরণরেণুতে সর্ব্বাঙ্গ স্নপন করিয়াছেন। যে নিরপেক্ষ ধর্ম্ম ভক্ত ও ভগবানের দ্রোহাচরণে সহায়তা করে, যে নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম আত্ম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহে, তাদৃশ নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের বুকে যিনি সজোরে পদাঘাত-পূর্ব্বক ভক্ত ও ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ-কারিগণের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া ভক্ত ও ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তিনিই সত্য সত্য নিরপেক্ষ, নিম্মৎসর এবং ভাগবত-ধর্ম্মোপাসক। এতদ্ব্যতীত অন্য কেহ নহে—নহে—নহে। তাই বলি ভাই—

মনের মতন ভক্তি তোমার
মনে মনে গড়।
সত্য যদি প্রেম পেতে চাও
সাধুর পায়ে পড় ॥
সাধুর সঙ্গে ভজলে হরি
করলে সাধুর সঙ্গ।
অপরাধ তার দূর হ'য়ে, পায়
প্রেমের তরঙ্গ ॥
তখন তুমি জানতে পারবে
আমি কৃষ্ণদাস।
সরল মনে করবে তখন
কৃষ্ণ-সেবার আশ ॥

জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা

পুরী ২০।৭।২৯

সুধী পাঠকবৃন্দ, আপনারা নদীয়া-প্রকাশ পাঠে অবগত হইয়াছেন যে, গত ২২শে আষাঢ় শ্রীশ্রীজগদীশ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবী-সহ যেচরাম প্রকরণান্তর স্বীয় রথারোহণ পূর্ব্বক সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সেই রাত্রি সুন্দরাচলান্তর্গত স্থানেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎপর দিবস অর্থাৎ ১লা শ্রাবণ বলদেবের রথ সর্ব্বাগ্রে নীলাচল-মন্দিরের সিংহদ্বারের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় কিন্তু সুভদ্রাদেবীর রথ আর কিছুতেই অগ্রসর হয় না। অবশেষে ৩টী বলিষ্ঠ হস্তী রথের পশ্চাৎ দিক হইতে শুণ্ড রথচক্রে স্থাপন পূর্ব্বক রথ সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে থাকে। তাহাদের বিশুদ্ধ ভক্তিপ্লুত চেষ্টাতে রথ অতি শীঘ্রই সিংহদ্বারের নিকট উপস্থিত হয়। তৎপর জগদীশের ইচ্ছা ক্রমেই তাঁহার রথ অতি মন্থর সিংহদ্বারের সমীপে পৌঁছে। তথায় রথোপরি তাঁহারা গত ৪ঠা শ্রাবণ শুক্রবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। ৩রা শ্রাবণ বৃহস্পতি-সন্ধ্যায় তাঁহারা রাজবেশে ভূষিত হইয়াছিলেন। গত কল্য শুক্রবার সন্ধ্যার পরে সর্ব্বপ্রথম বলদেব, তৎপর সুভদ্রাদেবী রথ হইতে অবতরণ ও শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন। রাত্রি ৯ ঘটিকার পর জগদীশ সকল ভক্তকে দর্শন প্রদানান্তর স্বীয় রথ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীমন্দিরে শুভ বিজয় করেন এবং লক্ষ্মীর সহিত এক আসনে অবস্থিত হন। তৎপরে তিনি রত্ন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বলদেব সুভদ্রাদেবীর সহিত তথায় অবস্থান করেন।

প্রচারপ্রসঙ্গ

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥"

—প্রভু-বাণীর সাক্ষাৎ মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর অনুজ্ঞায় তদনুগত জনগণ ভারতের সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকথা প্রচার করিতেছেন। সাধারণ জনগণ উদর-ভরণকেই সার করিয়া যে কোন কার্য্য করিয়া থাকেন। এ জন্য তাঁহারা যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াস পান। কিন্তু কলি-কালে কলিচরগণ ধর্ম্মকেও পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করিতেছে। শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি আজকাল স্বীয় স্বীয় সাধন না হইয়া উদর-ভরণের উপায়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম-রহিত যুগে একেত মানবগণ-ধর্ম্ম-বিহীন তার পর আবার ধর্ম্মের ব্যবসায় দর্শনে ধর্ম্মপ্রীতি মানব হৃদয় হইতে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না।

পরদুঃখদুঃখী প্রভুর একান্ত প্রিয়তম জন এই ধর্ম্ম-সঙ্কটেই অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-ধ্বজিগণের ধর্ম্ম-চাতুরী ধরাইয়া দিয়া সরল ব্যক্তিগণের ভজন-পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। প্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচারকের প্রভু-সেবা স্থাপন ব্যতীত দ্বিতীয় কার্য্য নাই। তদনুগগণেরও প্রভু-পাদের মনোঽভীষ্ট সম্পাদন ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য, কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে?

কটক—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তনাদি হইতেছে। গত ৩রা শ্রাবণ শুক্রবার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। সহরের গণ্যমান্য লোকগণ উৎসবে যোগদান করিয়া প্রভুপাদ-পূত স্থানে বসিয়া প্রভু-চরিতামৃত শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বসু, শ্যামা প্রসন্ন দাশ গুপ্ত, শ্রীরামচন্দ্র বসু প্রভৃতি সহৃদয় মহোদয়গণ ও ভদ্রমহিলা-গণ পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণান্তর ভুবন-মোহন শ্রীকৃষ্ণ, ভুবন-মোহন-মোহিনী শ্রীমতী রাধারাণী এবং ভুবনমোহন-মোহিনীর অঙ্গ-কান্তি ও ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরচন্দ্রের তথা শ্রীপাদ আচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও মহাপ্রসাদ-সেবনে পরম-প্রীত হইয়াছেন।

ময়ূরভঞ্জ—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উপলক্ষে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের কতিপয় সেবক উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রধান করদমিত্র রাজ্য ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে উপস্থিত হইয়া, তিনি দিন শ্রীরথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বধর্ম্ম-পরায়ণ মহারাজা প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর প্রচারকগণের নিকটে উপদেশ ... করিয়া শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সুগুপ্ত ভগবদ্ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর স্বয়ংই রথোপরি শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমন্দিরে আনয়ন কালে বহু ভাবে সেবা করিয়া ধনজনাদি-প্রমত্ত জীবগণের আদর্শ শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন।

মাদ্রাজ—প্রেসিডেন্সি—বাগ্মী-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-পূত শ্রীকূর্ম্ম ও শ্রীনৃসিংহাচলে প্রভুপদচিহ্ন স্থাপনের জন্য তৎ তৎ স্থানে এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে প্রভু-প্রচারিত ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

মেদিনীপুর—ত্রিদণ্ডি অগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুরে শ্রীগৌর-কথা প্রচারের জন্য শুভ বিজয় করিয়াছেন। বর্ষাকাল, সহরে গতাগতির অসুবিধা হইলেও জীবের হৃদ্ব্যাধির বিনাশে পরমোৎসাহী আদর্শ মহোপদেশক স্বামিজীর দ্বারে দ্বারে গমন আদর্শস্থল।

বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিশ্বম্ভরের কথায় পরিপূর্ণ হউক, ইহাই আমরা বিশ্বম্ভরের সেবকানুগতাভিমানে একমাত্র আশা করি।

সচ্চিদানন্দ মঠ, কটক।

গত ১৭ই জুলাই কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু কটক নগরের মাড়ওয়ারি-সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রীগোপীনাথ জির মন্দিরে হিন্দি-ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা স্থানীয় মাড়ওয়ারিগণের নিকট শুদ্ধ-ভক্তিকথা প্রচার করেন। তাঁহার নাম-মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব সদা হরিকীর্ত্তন করেন

(প্রভুপাদ শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

নামাপরাধ-বিবর্জ্জিত হইয়া সদা হরি-কীর্ত্তন করাই বৈষ্ণবের কৃত্য। যিনিই নিরপরাধে সদা হরি কীর্ত্তন করেন তিনিই বৈষ্ণব। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মহাপ্রভুর আদেশটী বৈষ্ণবতার সহিত ওতপ্রোতভাবে সংগ্রথিত হইয়া অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধিত। বৈষ্ণব ও ভাগবত অভিন্ন বস্তু। ভাগবত যাহা বলেন, তাহাই বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা অথবা বৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহাও ভাগবত-কথা-সার। ভাগবত ছাড়া বৈষ্ণব কিছুই বলেন না। আমরা যেন মনে না করি, বৈষ্ণব যখন আমাদের মত লাউ, কুমড়া, ডাল-তরকারী, বাতি-লণ্ঠন, শয্যা-আসন প্রভৃতি উচ্চারণ করেন, তখন ভাগবতের কোন শব্দ বলেন না, যে জন্য সদা-শব্দটির অবসর ঘটিতে পারে।

তাঁহাদিগের চেতন রসনায় চৈতন্য-রসবিগ্রহের নাম-গুণ-লীলা ও সেবা-বৈচিত্র্য কীর্ত্তন ব্যতীত একটি বর্ণও ইতর-ভাবে উক্ত হয় না। তাঁহাদের তুণ্ডে নিত্যকাল শ্রীনাম তাণ্ডব নৃত্য করেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই শ্রীচৈতন্য-বিলাসক্ষেত্র। শ্রীচৈতন্যমঠে লাউ, কুমড়া, ডাল তরকারী বাতি লণ্ঠন শয্যা আসন প্রভৃতি অনন্ত-রূপে অর্থাৎ শ্রীবলদেবাবির্ভাব সেবক বিগ্রহ অনন্তদেব নিত্যানন্দরূপে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-সেবায় নিয়োজিত বলিয়া সেই সকল অপ্রাকৃত শব্দ আমাদিগের পত্নী-পুত্র, বন্ধু-মিত্র, ভৃত্য-ভৃত্য-সেবার লাউ, কুমড়া, ডাল-তরকারী, বাতি-লণ্ঠন, শয্যা-আসন প্রভৃতির সমপর্য্যায়ে আসিবার উপযুক্ত নহে। এই সকল জড়ের সেবায় নিযুক্ত থাকায় জড় অচেতন প্রাকৃত কৃষ্ণেতর বস্তু প্রাকৃত শব্দ। আবার এই সকল বস্তুই যখন বৈষ্ণবের কৃপায় মন্ত্রপূত হইয়া কৃষ্ণসেবার্থে নিয়োজিত হয়, তখন তাহাতে শ্রীঅনন্তশক্তির আধাননিবন্ধন চৈতন্য আরোপিত হইয়া চৈতন্যমঠে চৈতন্য-সেবার্থ স্থান লাভ করেন। সেই সকল চেতন বস্তুর নামোচ্চারণ ও ভাগবত উচ্চারণ হরি-কীর্ত্তন। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিত্য-সেবোপকরণ সবই অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের সমাধানে অচিন্ত্য ও অভেদ। এই নিমিত্ত গৌড়েশ্বর বৈষ্ণবাচার্য্য-চূড়ামণি শ্রীজীবপাদ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়া শ্রীভগবৎসেবার যাবতীয় উপকরণ নিত্যকাল যে যে নামে বৈকুণ্ঠধামে পরি-চিত, সেই সেই নামে কীর্ত্তন করিবার সুযোগ দান করিয়া জগদ্বাসীর জাগতিক সমস্ত বস্তুতে ভোগবুদ্ধি ও প্রাকৃতবুদ্ধি নিরাস করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? বর্ত্তমানে আমরা উচ্চ শিক্ষাভিমানের গর্ব্ব করিয়া পুত্র কন্যার নামটিও পর্য্যন্ত ভগবন্নামের দাস্যসূত্রে যুক্ত রাখিতে চাই না। ভগবান্‌কে একেবারে বয়কট করিয়া নিজেরাই একচ্ছত্রাধিপতি হইয়া পড়িয়াছি।

শ্রীজীবপাদানুগত শ্রীগৌড়ীয়গণ কখন ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবা ছাড়া প্রাণ ও বুদ্ধি এবং বাক্যদ্বারা অপর কোন অচৈতন্য বস্তুরই সেবা করেন না। সেই নিমিত্ত তাঁহারা প্রত্যেকেই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ এবং শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে বাস করিয়া সদা হরিকীর্ত্তন করেন।

যাঁহারা সদা হরিকীর্ত্তন করেন না, তাঁহারা একমুহূর্ত্তও শ্রীচৈতন্যমঠে তিষ্ঠিতে পারেন না। অন্যাভিলাষীর স্থান শ্রীচৈতন্য মঠে নাই। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—আমি খুব উৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্য মঠে থাকিবার অভিনয় করি বটে, কিন্তু তিথি অন্ত না হইতেই খরমুখো বাঙ্গালীর নাম বজায় রাখিয়া ভো দৌড়; যেহেতু অন্যাভিলাষ অনর্থ পরিপূর্ণভাবে সর্ব্বগ্রাস করিয়া আমাকে সদা হরিকীর্ত্তনের পরি-বর্ত্তে সদা অসৎকীর্ত্তন ভেক-কোলাহলের ন্যায় কোলাহলে হৈ হৈ রৈ রৈ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠ, সকল মঠের আকর। এখানে পরবিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করিয়া যোগ্যতা লাভান্তে শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তনে সক্ষম হওয়া যায়। এখান হইতে শ্রীজীবপাদাভিন্ন শ্রীগুরুদেব সদা হরি-কীর্ত্তন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া নদীয়া-বিহারী নদীয়া-প্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দরকে পুনঃ প্রকটিত করিয়াছেন। নামচিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্যরস বিগ্রহই নদীয়া-প্রকাশ। নদীয়া-প্রকাশাভিন্ন গৌড়ার, কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে বৈকুণ্ঠ দূতরূপে প্রকাশিত থাকিয়া তথাকার বিশ্ববাসী সকলকে সদা হরিকীর্ত্তনের অবকাশ দিয়াছেন। বৈষ্ণব সদা হরিকীর্ত্তন করিয়া আচার ও প্রচার দ্বারা সর্ব্বজীববান্ধব-রূপে সকলকেই সদা হরিকীর্ত্তন শিক্ষা দেন।

বৈষ্ণব অমানী-মানদ

"অমানিনা (স্বয়ং মাননীয়োঽপি তাদৃশ প্রাকৃত মর্য্যাদা পরিত্যাগেন) মানদেন (অজ্ঞেভ্যঃ মান রহিতেভ্যঃ অযোগ্যেভ্যঃ অপি মানং, গৌরবং প্রদেন, এবম্ভূতেন জনেন)।"

বৈষ্ণব সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন-রূপ সম্বন্ধ জ্ঞান-যোগে সর্ব্ব জীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া, সর্ব্ব জীবে সম্মান দান করেন। বৈষ্ণব স্বয়ং উত্তম হইয়াও অশেষ সম্মানে সম্মানিত নিখিল বিশ্বে এক মাত্র গৌরবের পাত্র হইয়াও প্রাকৃত মর্য্যাদা পরিত্যাগ করেন নির্গুণ-মাহিনী মায়ার হাত হইতে ছুট করাইবার নিমিত্ত যাহার মান নাই, অযোগ্য তাহাকেও মান দিয়া থাকেন, কারণ সর্ব্ব-জীব-হৃদয়ে কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন, সেই কৃষ্ণকে সম্মান না করিলে অপরাধ হয়। আর কৃষ্ণ-সম্মানে তদংশ-ভূত জীব-হৃদয়েও বৈষ্ণবের কৃপায় কৃষ্ণ স্বপ্রকাশিত হইয়া অনাদি কালের অমঙ্গল ও কলুষকলাপ বিদূরিত হইয়া যাইতে পারে, যদি বৈষ্ণবের প্রদত্ত সেই সম্মানরূপ কৃপাকে নিজেন্দ্রিয়-তোষণ ব্যাপারে নিযুক্ত না করিয়া বৈষ্ণবের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া যায় যে, আমি ত' অযোগ্য, অমানী নিতান্ত পতিত, আমাকে কেন সম্মান করেন? তখনই উত্তর পাওয়া যায়, সর্ব্ব দেহে দাস্তু রূপে বৈসে কৃষ্ণপ্রাণ। তাহা মনে করে স্নেহ তাহাতে সে ভক্ত॥ তখনই না বুঝিয়া লইব যে, আমার গৌরবের বস্তু হাড় মাংসের থলিয়াটাকে বৈষ্ণবগণ সম্মান করেন না। তখনই না বুঝিব যে, বাস্তবিক কে কাহাকে প্রীতি করে? কে কাহাকে ভক্তি করে? তখনই দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন-তত্ত্ব অনুসন্ধানের বুদ্ধির উদয় হইতে পারে। তখনই সুদার্শনিক ব্রহ্মানন্দ সর্ব্ব-বিদ্যা-পারঙ্গত আচার্য্য দেবের চরণে প্রপন্ন হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৈষ্ণবের অমানী মানদ ধর্ম্মটী যেমন তাঁহাদের নিত্য স্বভাবে নিত্য কর্ত্তব্য, তেমন অযোগ্য জনে যোগ্যতা দানে জগন্মঙ্গল বিধানও একটী কার্য্য। বৈষ্ণবদিগের প্রতি কার্য্যে যে কত বড় গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমার মত গোবর দর্শী কি প্রকারে জানিবে? এইজন্যই সাত্বত শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়। বৈষ্ণবের প্রত্যেকটী কার্য্যই জীব শিব-প্রদাতা, অথচ তাঁহাদিগের নিত্য ভজন, নিত্য স্বভাব। তাঁহাদের ভজন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণও হয়, আমাদিগেরও মঙ্গল হয়, ইহাই বৈষ্ণব-চরিত্র। বৈষ্ণব-চরিত্রই আদর্শ-চরিত্র। ইহ পরকালে সুখময়ের সুখপ্রদাতা ও নিত্য কল্যাণাকর সুখময় চরিত্রই বৈষ্ণব-চরিত্র।

আমি অনেক সময় মনে করি,—আমি বৈষ্ণব-প্রদত্ত সম্মান অথবা দুই চারি ডিগ্রী উপরে আছি। নতুবা এত বড় বড় বৈষ্ণবগণ আমাকে এত সম্মান করিবেন কেন? মূর্খ আমি বোকা আমি, দেহাত্ম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট গোবর আমি, নিজের ওজন নিজে বুঝি না, তাই কেবল বঞ্চিতই হইতেছি।

বৈষ্ণব ঠাকুরগণ শুধু আমাকে কেন? "আব্রাহ্মণ চণ্ডাল কুক্কুরান্ত সকলকেই বহুমান্য করিয়া দণ্ডবৎ বিধান করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য কুক্কুরের বিষয়ে আসক্ত থাকায় আমিও চণ্ডালাধম, কিন্তু এরূপ বাহ্য দর্শন তাঁহাদের নাই। সুতরাং "অমানিনা মানদেন" আচার তাঁহাদের স্বকীয় ভজন হইলেও জীবে দয়া-মুখে কৃষ্ণ-ভজনের যোগ্যতা দানও বটে, কিন্তু "উল্টা বুঝিলি রাম" ন্যায়ে আমরা সবই যখন ভোগ করি তখন বৈষ্ণবের প্রদত্ত মানটী কেন আর বাদ যায়!

বৈষ্ণব ঠাকুর কত বড় বিশেষজ্ঞ, কত বড় সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সম্পন্ন, কত বড় পর দুঃখ-দুঃখী, কত বড় দয়ালু মহাবদান্য-শিরো-মণি, বাঞ্ছা-কল্পতরু, কৃপা-সিন্ধু, পতিত-পাবন, কত প্রকারে আমাদিগের নিত্য-মঙ্গলাধানের জন্য সচেষ্ট, তাঁহা পাষণ্ডীর পক্ষে কৃতর্কময়ী-বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্যেই অমানি-মানদ-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও বাস্তব-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া ঠিক ভাবে অমানি-মানদ-ধর্ম্ম আচার দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

সমাজের রুচি ও পরিণাম

'উজ্জ্বলা' নাম্নী একটী গ্রাম্যবার্ত্তাপূর্ণ পত্রিকায় নাকি পণ্ডীচেরী হইতে শ্রীসুরেশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি 'বস্ত্রহরণ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া স্বীয় কুরুচির পরিচয় প্রদানে উন্মুখ হইয়াছেন। আমরা উহার সমালোচনার্থ বহু লোকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছি। অনুরোধকারিগণের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীচ বিষয়ের সমালোচনা করিয়া একমাত্র পারমার্থিক-পত্র নদীয়া-প্রকাশের কণ্ঠ কলঙ্কিত করিবার আমাদের আদৌ প্রবৃত্তি হয় না বর্ত্তমান সমাজ যে স্রোতে চলিয়া দিয়াছেন এবং যেরূপ আপাত উত্তেজনার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া রসাতলের দিকে চলিতেছেন, তাহাতে সমাজের ভাবী পরিণামের ভীষণতা তাঁহাদের লক্ষ্য করিবার আদৌ সময় নাই। এখনও গ্রাম্য পত্রিকাগুলি প্রাকৃত নগ্ন-নারীর চিত্র সমূহ অঙ্কিত করিয়া সমাজের শেষ পরিণাম সত্বর ডাকিয়া আনিতে পারে নাই, তাই মনে হয়, রাবণের ন্যায় সীতাহরণ-প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া আজ শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ-প্রাপ্তির জন্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-গোপিং রজবধূগণের বিক্রীড়া লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার স্পৃহারূপ কালসর্প ধরিতে যাইতেছে। ইহাতে মিস মেয়ো প্রভৃতি বিদেশীরা সামান্য লেখিকাগণের ভারতীয় সমাজ-চিত্র অঙ্কন করিবার নিকৃষ্ট উপকরণ সমূহ যোগাইয়া দিবার কার্য্য হইতে পারিবে। যে সকল ব্যাপারে জ্ঞানাকার, রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিগণও ভ্রমপথে চালিত হইয়াছেন, সেরূপ ব্যাপার লইয়া সাধারণ অল্পবুদ্ধি সাহিত্যিকের ছিনি-মিনি খেলিতে যাওয়া সমাজ-ধ্বংসের অবিষ্টপাত ছাড়া আর কিছু গ্রাম্য সাহিত্যামোদীর এই সকল দুষ্প্রবৃত্তি-তর্পণচেষ্টা দ্বারা শুধু ব্যক্তিগত সর্ব্বনাশই হইবে, তাহা নহে; ইহা দ্বারা বর্ত্তমান ও ভাবি-সমাজের সমূহ-সর্ব্বনাশ এবং অতীত ও বর্ত্তমান সমাজকে বিশ্বসমাজের নিকট ঘৃণ্য, হেয়, নীচ, কুরুচিপূর্ণ, নগ্ন, অসভ্য, নীতিহীন প্রভৃতি বলিয়া স্থাপন করিবে। বাংলার যে বাক্যের লোক তাঁহাদিগের এ বিষয়ে নীরব থাকাই ইন্দ্রিয়পরগণের আপাত উপদেশ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভৃতি "নৈতৎ সমাচরেৎ" শ্লোকটি ভণিতা থাকায় ত যাবতীয় জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে।—

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত লক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের জন্য আসন সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীদ্বীপাদিগদর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। ভিঃ ৵০। ৴০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।
প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০।
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর
চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরানিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে:

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

...ই শ্রাবণ শনিবার—১৩৩৬

চাতুর্ম্মাস্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"আষাঢ় শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তং সমাপয়েৎ॥"

আষাঢ়-মাসে শুক্লা দ্বাদশী দিবস হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্র-মাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসকাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক-শেষ পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস-কাল উপরিলিখিত তিনপ্রকার বিচার-অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে অসমর্থ, তাঁহারা নিয়ম-সেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক-মাসে স্বীয় মন্ত্র-জপাদি-দ্বারা বিধি-পূর্ব্বক এত গ্রহণ করিবেন। উর্জ্জাব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশিষ্ট ব্রত পালন করিবেন।

শ্রীভগবান বর্ষার চারিমাসকাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণ-সেবা প্রবৃত্তি-বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য-ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন,—

"ইত্যাখ্যায় প্রভোরগ্রে গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণ-ভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥"

ভবিষ্যে—

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা
জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি
মৃতো হি সঃ॥"

ব্রতের ...-বিধিতে ভগবানের নিয়ম-সেবা ও জপসংকীর্ত্তনাদি কর্ত্তব্য। যথা,—

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে:—

"জপহোমাদ্যনুষ্ঠানং নামসংকীর্ত্তনং তথা।
স্বীকুর্য্যাৎ প্রার্থয়েদেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ॥"

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের বর্জ্জনীয়-বিচারে লিখিয়াছেন,—

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং
ত্যজেৎ॥"

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক-ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগত্যাগ করিয়া হরি-সংকীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

"ফলাং তত্তৎকাল-ভবাং ফল-মূলাদি
বর্জ্জয়েৎ।"

কালোচিত ফল মূল—যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে; তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়-বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়; সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন পূর্ব্বক সংযত হইয়া হরিকীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা সীম, রাজ-মাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি-দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা-বেগুণ বা মাছের-বেগুণ অশুদ্ধ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সিমর্থ-পক্ক পটোল, বেগুণ প্রভৃতি সুখপ্রদ খাদ্য ও ত্যাগ করিবে।

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য সমর্থ-পক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ—ভোগপর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর ত্যাগ দ্বারা অভি-নিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদনুশীলনের সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মনাশ বা নিত্য হরি-সেবন-পদ্ম প্রস্ফুটিত করিতে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের পথ যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

চাতুর্ম্মাস্যকালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারি-মাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়ন-কালে বিলাস-শয্যাদি-গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমি-শায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

"সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্প প্রভৃতি বস্তু-উপভোগ-ত্যাগ করি-বেন। কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় প্রভৃতি সকল রস বর্জ্জন করিবেন। ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত; যেহেতু উহাই আত্মার নিত্য-বৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞান-যোগ মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্ম্ম-যোগ দেহ ও কিঞ্চিন্মানস-বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বূল সেবা করা অবি-ধেয়। সমর্থ ব্যক্তি পক্কদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালী-পাক-বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরি-বর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ এক দিবস অন্তর এক দিবস উপবাস করিবেন। হরি-শয়নে নখ-লোমাদির ক্ষৌর-কার্য্য করিতে নাই। ক্ষৌর-কার্য্যে তন্দ্রা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়। চারি মাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায় ... রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়, ভজনের সুষ্ঠুতার ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্যবিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরি-শয়ন-কালে নিয়মে অবস্থান করা বিধি-শাস্ত্রের আদেশ—

"ভোজন কালে চ মৌনেন যো মাসাং-
শ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ মানবঃ।"

এতদ্ব্যতীত নক্ত-ভোজন, পঞ্চ গব্যাশন, তীর্থস্নান, অযাচিত-ভোজন, হরি-মন্দিরে গীত-বাদ্য, শাস্ত্রামোদদ্বারা লোক-প্রমোদন, অতৈল-স্নান প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়ম-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য, জ্ঞানী বা ভক্ত-গণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তিফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষ-বাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন। "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। কি প্রকারে তিনি অপ্রকট হইলেন, অনু-গ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। আপনারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার ও যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ, সেই জন্য আপনাদের নিকট হইতে এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইব। আশা করি প্রমাণ জানাইলে বাধিত হইব।"

উত্তর। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক ও সুপ্রাচীন গ্রন্থ। সেই সকল সজ্জনমান্য গ্রন্থে যে বিষয়ের উল্লেখ নাই, তাহার তাৎপর্য্য অমান্য করিয়া পরবর্ত্তি-কালের লিখিত অপ্রামাণিক জাল-পুস্তকের প্রমাণ বা অনুমান ও কল্পনাবলে উদ্ভাবিত-বিভিন্ন-মতামত কখনও 'প্রামাণিক' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আধুনিক কোন কোন জাল-পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণের অসুর-মোহনপর অন্তর্দ্ধান-লীলা বর্ণনের অনু-করণে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের কারণসমূহ রচিত হইয়াছে। একটু ধীরভাবে বিচার করিলেই এই অবৈধ অনুকরণ-কার্য্যটী ধরা যায়।

মনোধর্ম্মী অপরাধিগণের বিচার এই যে, যদি শ্রীকৃষ্ণের অসুরমোহনপর অন্তর্দ্ধান-লীলা বর্ণনার অনুকরণে মহাপ্রভুর অন্ত-র্দ্ধানের কোনরূপ কারণ উদ্ভাবন করা যায়, তাহা হইলেই মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া প্রতিপাদন এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা যাইবে। এইরূপ অপরাধময় মনোধর্ম্মের চিন্তাস্রোত হইতেই মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলা-সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প রচিত হইয়াছে এবং সেইগুলিকে পরবর্ত্তিকালের জাল-পুঁথিসমূহে প্রবিষ্ট করান হইয়াছে।

আমরা ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭ম প্রপাঠকে, ২৬শ খণ্ডের ১ম সংখ্যায় পর-ব্রহ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব-শক্তিনাম্নী দুইটী স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির কথা দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার শ্রীমন্-মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনেও সেই শক্তির কথাই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"এই সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫শ)

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব; তিনি সর্ব্বশক্তিমান। স্বীয় স্বরূপানুবন্ধিনী আবির্ভাব শক্তিদ্বারা তিনি জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন, আবার স্বীয় তিরোভাব-শক্তিদ্বারা তিনি প্রকট-প্রকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। অতএব মহাপ্রভু কি প্রকারে অপ্রকট হইলেন—এই প্রশ্নের উত্তর প্রমাণ-শিরোমণি শ্রুতিই প্রদান করিয়াছেন।

পাছে ভ্রান্ত হইয়া কর্ম্ম-ফল-বাধ্য জীব নিজ নিজ শরীরকে 'প্রাকৃত' বলিয়া মনে করে, তাহার প্রতিষেধ-কল্পে লোক-শিক্ষার জন্য, প্রাকৃত সহজিয়াগণের মুক্তাভিমান নিরসনার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নিজ দেহে জ্বরের প্রাকট্য বিধান করিয়া-ছিলেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর নিত্য-কলেবরে কর্ম্মফলবাধ্য জীব-শরীরের ন্যায় জ্বরাদি ব্যাধির উদ্গম হইতে পারে না। মহাপ্রভুর জ্বরাদি-লীলা মূঢ়দিগকে প্রতারণা করিবার জন্য। শ্রীসনাতন-শিক্ষা-চ্ছলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন; —শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত মধ্য ২৩শ ১০৯, ১১১, ১১২ সংখ্যায়—

"মৌষল-লীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান
মহিষী-হরণ আদি, সব—মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইলা যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥"

সুতরাং স্বয়ং শ্রীপ্রভুর বাক্যে ও তাঁহার অপ্রকটলীলার তাৎপর্য্য আমরা জানিতে পারি। মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাচ্ছলে জানাইলেন যে, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছা-

অয় ভগবানের অপ্রকট লীলা-প্রকাশের কোন কারণ নাই; তাহা তাঁহারই তিরোভাব-শক্তিদ্বারা আবিষ্কৃত। শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৪।২৯ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী-টীকায় চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-লীলার প্রকার অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"যথা নটঃ ঐন্দ্রজালিকঃ ছেদ-দাহ-মূর্চ্ছাদিভিঃ স্বদেহং নাশয়ন্; তত্র জনানাং সমান্ দর্শয়তি, লোকাংস্তোষয়তি চ অথচ স্বদেহং ধত্তে এব, ন তু ম্রিয়তে, তথৈব মৎস্যাদি রূপাণি মৎস্যাদি-শরীরাণি স্বীয়ানি ভগবান ধত্তে অভ্যাৎ; দধাতি এব দর্শয়তি। তেন নটস্য স্বশরীরধারণং সত্যমেব তত্ত্যাগস্তু মিথ্যৈব যথা, তথৈব ভগবতোঽপি মৎস্যাদি-স্বাংশশরীরধারণং সত্যমেব, তত্ত্যাগো মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। যথাচ মৎস্যাদিশরীরাণি দধান এব ধত্তাতি, তথৈব যেন ভুভারঃ ক্ষপিতস্তচ্চ কলেবরং জনাবৃতে শ্রীকৃষ্ণকলেবরত্যাগো মিথ্যৈবেতি। নরাকৃতি ব্রহ্মত্বাদিকমপি নটরূপনরত্বমেবং ভগবান্ পর-কল্যোতি, ন তু ভবেন। স্বদেহস্য ভৌতিকত্বেন নাশাসম্ভবাৎ। যদুক্তং মহাভারতে—"ন ভূতসংঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" ইতি। বৃহদ্বৈষ্ণবেঽপি, "যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিঃকার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেৎ॥

শ্রীমধ্বাচার্য্য ভাগবত-তাৎপর্য্যে স্কন্দপুরাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, (ভাগবত-তাৎপর্য্য ৩।৪।২৯)

"পৃথিবীলোকসংত্যাগো দেহত্যাগো হরেঃ স্মৃতঃ।
নিত্যানন্দস্বরূপস্যাদৃষ্টেরেবোপলভ্যতে॥
দর্শয়েজ্জনমোহায় সদৃশীং মৃতকাকৃতিম্।
নটবদ্ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরজ্ঞানাকৃতিঃ স্বয়ম্"॥

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১০৬ সংখ্যায় এতাবধ শাস্ত্রবচন উদ্ধার ও বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ভগবানের দেহ পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, কাজেই তাহাতে ষড়্‌বিকার নাই। অস্ত্রাদি প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্ আক্রান্ত হইতে পারেন না এবং প্রাকৃত-লোকের ন্যায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন না সুতরাং মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলা কি কারণে হইয়াছিল,—তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে এক মাত্র বলিতে হয়, পরম-স্বতন্ত্র ভগবানের আত্মেচ্ছানুসারে তাঁহার অধীনা অন্তর্দ্ধান শক্তি প্রভুর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত অন্য কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। অন্যান্য প্রবাদগুলি অজ্ঞ-জনোত্থ বলিয়া নিরর্থক মাত্র। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু-কৃত শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণ প্রথমপাদও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের যে কোন প্রাকৃতিক-কারণবশতঃ জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে সাত্বত শাস্ত্রকারগণ বহুবিধ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামী তাঁহার "যুক্তিমল্লিকা" গ্রন্থে বহুবিধ যুক্তিদ্বারা অজ্ঞ-বাদিগণের মত নিরাস করিয়াছেন। আমরা বাহুল্যভয়ে যুক্তিমল্লিকার সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধার না করিয়া নিম্নে কেবলমাত্র তাহার কয়েকটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম,—

যদি জরানামক ব্যাধের অস্ত্রাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃই মৃত হইতেন, তাহা হইলে তৎকালে তাঁহার উদরস্থ জগতেরও মৃত্যু ঘটিত। কারণ বিষ্ণুর উদরে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি উক্ত হইয়াছে।

যদি কৃষ্ণের বস্তুতঃ বিনাশই ঘটে, তাহা হইলে তদীয় স্বর্গারোহণকালে জগতের প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে এবং অবতার-কালে জগতেরও সৃষ্টি হইতে পারে।

অল্পতপোবল-সম্পন্ন এবং অতৃপ্ত দর্শনাভিলাষ-যুক্ত লোকগণের নিকট ভগবান নিজবিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া পুনরায় তাহার সংগোপন করিয়াছিলেন।

লোকমধ্যে পিশাচাবিষ্ট দেহ খড়্গাদ্বারা ভিন্ন হইতে দেখা যায় না, এইরূপ কোনও স্থলে মন্ত্রদ্বারা খড়্গের তীক্ষ্ণতা প্রতিহত হইলে উক্ত খড়্গাদ্বারাও কোন বস্তু ছিন্ন হয় না; অতএব সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের দেহ ছিন্ন হইয়াছিল বলিলে পিশাচ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অল্পতা হইয়া থাকে এবং সর্ব্ববেদমন্ত্রাভিজ্ঞ ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্ব শক্তির লোপ-প্রসঙ্গও ঘটিয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড-খর্পর-ভেদে যাঁহার নখমাত্রও ছিন্ন হয় নাই, ব্যাধের বাণাঘাত মাত্রে তাঁহার শরীরচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বিষ্ণুর রোম-কূপে ব্রহ্মাণ্ডরাশি বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তাঁহার রোমচ্ছেদনমাত্রেই জগতেরও ছেদ হইতে পারে। "ন ঋতে ত্বৎ ক্রিয়তে কিঞ্চনারে" এই শ্রুতি দ্বারা ছেদন-ভেদন প্রভৃতি সর্ব্ব-ক্রিয়া বিষয়ে ভগবানকেই নিয়ামকরূপে অবগত হওয়া যায়; অতএব অন্য কে তাদৃশ পুরুষবরের ছেদক হইতে পারে?

দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণুর আহুতি প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বেই রুদ্র সতী-দেহ-ত্যাগে ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষের শিরশ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলে যিনি স্বীয় আহুতি বিলোপ-শঙ্কায় দক্ষ-মস্তক রুদ্রেরও অচ্ছেদ্য করিয়াছিলেন, তাদৃশ বিষ্ণুকে কে ছেদন করিতে পারে?

রুদ্র দক্ষের বক্ষোদেশে আক্রমণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার আয়ুধ দ্বারা আঘাত করিয়াও দক্ষের মস্তক ছেদন করিতে পারেন নাই। শস্ত্র ও অস্ত্র প্রহার কালেও দক্ষের চর্ম্মমাত্র ছেদন অসমর্থ হইয়া রুদ্র বিস্ময়াবেশে দীর্ঘকাল দিব্য-দৃষ্টি সংস্কারে ধ্যান করিলেন যে দক্ষের শিরশ্ছেদ হইলে বিষ্ণুর আহুতি লোপ হইবে, অতএব তাঁহার শিরশ্ছেদ বিষ্ণুর অভিমত নহে—পশুপতি রুদ্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া—"আমি স্বয়ংই দক্ষকে বিষ্ণুর আহুতির জন্য পশুরূপে পরিণত করিব"—এইরূপ উপায় নির্ণয়পূর্ব্বক অতঃপর তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন।"

এই সমস্ত ভাগবত-বচন হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ নখদ্বারা অন্য বস্তুকেও অচ্ছেদ্য করিতে পারেন। অতএব তাঁহার নিজের ছেদন কিরূপে সম্ভব-যোগ্য হইতে পারে?

"হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে অস্ত্র-শস্ত্রদ্বারা ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াও ভগবৎ-কৃপা-বল-রক্ষিত তাঁহার ছেদনে সমর্থ হয় নাই, অতএব যিনি কৃপামাত্রেই ভক্তজনের ছেদন নিবারণ করেন, তিনি স্বয়ং কিরূপে ছিন্ন হইতে পারেন?

কৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষের সন্ধি-স্থাপনের জন্য হস্তিনাপুরে গমন করিলে কৌরবগণ পাশদ্বারাও তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে নাই। অতএব তাঁহার ছেদনে কে সমর্থ হইবে?

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধকালে নাগপাশদ্বারা রামচন্দ্রের তথা-কথিত দেহচ্ছেদ উৎপাদন করিয়াছিল। ভগবানের তাদৃশী লীলা কেবলমাত্র লোকাদ্ভুতকরণ এবং লোক মোহনের জন্যই হইয়াছিল; যিনি ইন্দ্রজিতের শস্ত্রাঘাতে মৃত কপিগণকে অমৃত-দৃষ্টিদ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ রামের ছেদন কিরূপে হইতে পারে?

নট পুরুষ নারীবেশ ধারণ করিয়া রঙ্গস্থলে রোদন করিয়া থাকে, দর্শকগণ তাহাকে নারী এবং দুঃখগ্রস্তরূপে দর্শন করিলেও বস্তুতঃ সে নারী বা দুঃখী নহে; এইরূপ ভগবান্ রামচন্দ্র লোকমধ্যে অঙ্গ-ছিন্ন এবং দুঃখিরূপে অজ্ঞ লোচনে দৃষ্ট হইয়াও বস্তুতঃ তৎস্বরূপ নহেন।"

অতএব অনুমান, কল্পনা বা মনোধর্ম্মি-পুরুষগণের অপবাদময় চিত্তবিভ্রান্তিদ্বারা রচিত জাল পুস্তকাদির অসৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলা-সম্বন্ধে আমাদের প্রমাণ-শিরোমণি শ্রুতির সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। শ্রুতি বলিতেছেন,—ভগবান্ তাঁহার আবির্ভাব-শক্তি দ্বারা জগতে প্রকটিত হন এবং তিরোভাব-শক্তিদ্বারা জগৎ হইতে অন্তর্হিত হন। অপ্রাকৃত বস্তুর অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণ থাকিতেই পারে না।

১। প্রশ্ন—ঔষধ সেবন করা বিধি কি না?

উত্তর—১। পারমার্থিকগণ হরি-সেবার অনুকূল সমস্ত বস্তুই স্বীকার করেন; আর্থিকের ন্যায় তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কোন বস্তু স্বীকার বা অস্বীকার করেন না। 'বিলাস' বা 'বিরাগ' পারমার্থিকগণের লক্ষীভূত বস্তু নহে। কিন্তু কৃষ্ণের বিলাস ও কৃষ্ণেতে বিশিষ্ট-রাগ তাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন। যদি দেহদ্বারা হরিসেবা না হয়, তাহা হইলে ঔষধাদি সেবন, এমন কি এক-কণা আহার্য্য বস্তু গ্রহণেও জীবের অধিকার নাই। হরিভজনের জন্যই কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত। হরিভজনের আনুকূল্যের জন্যই দেহাদি-সংস্কার এবং দেহরক্ষা আবশ্যক; কিন্তু তন্মধ্যে যদি নিজের ভোগাশারূপ-কপটতা থাকে, তাহা হইলে জীব হরিভজনের জন্য দেহ সুস্থ রাখিবার নামে 'দেহারামী' হইয়া পড়ে। মধ্যম-অধিকারে বৈষ্ণব, "কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু, পালক ও রক্ষাকর্ত্তা" এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত অভিধেয়-ভক্তি-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতি-লাভের জন্যই নিরন্তর ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা গৌণভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপ কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অনুকূল। যুক্তবৈরাগ্যই তাঁহাদের জীবন-লক্ষণ। ভজন-পরিপাকের জন্যই তাঁহাদের জীবনের আশা। এ জগতে জীবিত থাকা, সুস্থ থাকা, বলবান হওয়া বা মুক্তি-লাভ করার বাসনা তাঁহাদের নাই। অন্যান্য ভুক্তি-মুক্তি-কামীর ঐ সকল মনোধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়; কাজেই যদি হরিভজনের অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ভগবৎপ্রেরিত সজ্জ্ঞানে ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকেন। দেহারামিগণের ন্যায় কেবল শরীর-চিন্তায় অস্থির হইয়া শরীর-পুষ্টিকারক ঔষধের বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া বেড়ান না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় শ্রীমুরারি গুপ্ত এইরূপ ভাবেরই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন হইয়া কেবল খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাসের সুবিধার জন্য বা গুণ্ডামী করিবার জন্য মুহূর্ত্তমাত্র বাঁচিয়া থাকা বা তাহাতে প্রশ্রয় দেওয়া কখনই মঙ্গলপ্রদ কার্য্য নহে; তাই তিনি যাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাকেই দেহ-রোগ ও ভব-রোগ উভয় ব্যাধির হস্ত হইতেই নির্ম্মুক্ত করিতেন। তিনি লোকসমূহকে কেবল দেহ-রোগ হইতে মুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না,—

"চিকিৎসা করেন যাঁরে হইয়া সদয়।
দেহ-রোগ, ভবরোগ—দুই তার ক্ষয়॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতা, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১২ই শ্রাবণ ২৮শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার আলবার্ট হলে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন কে. টি, সি. আই. ই, এল্, এল ডি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-মঠের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক মহাশয় 'গৌড়ীয়-গৌরব' শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন। মহাশয় সবান্ধবে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দ লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

বিনীত

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

২। প্রশ্ন—মৎস্য প্রভৃতি জলজ প্রাণীর জীবাত্মা আছে কি?

২। মৎস্য প্রভৃতি জলজ-প্রাণীর 'জীবাত্মা' না থাকিবার কোন কারণ নাই। অনাদি-হরিবিমুখতা-নিবন্ধন জীবাত্মা মায়িক জগতে বদ্ধ হইয়া বিভিন্ন যোনিতে তদনুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া থাকে। কখনও জলজ জন্তু, কখনও স্থাবর, কখনও কৃমি, কখনও পক্ষী, কখনও পশু, কখনও মনুষ্য, দেবতা হইয়া থাকে। এই সকল দেহ স্বরূপ-বিস্মৃত জীবাত্মার বিভিন্ন আবরণ মাত্র। মহাপ্রভু শ্রীরূপ-শিক্ষায় ইহাই বলিয়াছেন,—

"এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশীলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্রশতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম' দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক-জল-স্থলচর বিভেদ॥"

ইত্যাদি।

(চৈঃ চঃ ম ১৯শ)

সমগ্র সনাতন-শাস্ত্রে ইহার প্রমাণের অভাব নাই; শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

৩। প্রশ্ন—ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ, তবে পথ্যার্থে অমেধ্য সেবন করা যাইতে পারে কি না?

৩। এই প্রশ্নের উত্তরদানের পূর্ব্বেই জিজ্ঞাস্য - ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিবেন কে? চিকিৎসক,—না রোগী? যদি রোগী স্বয়ংই আপনার ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিতে যান, তাহা হইলে তিনি তাঁহার 'শ্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহাদ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রোগ বিনষ্ট হইবে, সেইরূপ ঔষধ ও পথ্য স্বীকার না করিয়া 'প্রেয়ঃ' অর্থাৎ আপাত-রমণীয় পরিণামে সর্ব্বনাশকর কোন বস্তু ঔষধ ও পথ্যের নামে গ্রহণ করিতে বাধিত হইবেন। বিকারগ্রস্ত-রোগ-সম্প্রদায় যদি নিজে নিজেই ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার গ্রহণ করেন, কিম্বা তাঁহাদের সমজাতীয় রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির উপর তাঁহাদের ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচনের ভার প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঔষধের পরিবর্ত্তে 'সুরা' অর্থাৎ 'আপাত প্রেয়োবস্তু' ও সুপথ্যের পরিবর্ত্তে কু-পথ্যকেই 'ঔষধ' ও 'পথ্য' বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এরূপ বিশুদ্ধ-কপটতা ও আত্মবঞ্চনা রোগি-সম্প্রদায় বুঝিতে না পারিলেও অথবা বুঝিয়াও না বুঝিলেও কিংবা অপরকে বুঝিতে না দিলেও সদ্‌বৈদ্য-সম্প্রদায় তাহা ধরিয়া ফেলেন। অ-সংযমিগণ যেরূপ ধর্ম্মের আবরণ লইয়া ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ লোভী-ব্যক্তিগণও কখনও পেট-ফাঁপা-রোগ সারাইবার নাম করিয়া তাম্রকূটকে 'ঔষধ' 'পথ্য' বলিয়া লোক-ভোগ্য দেয়, কখনও বা উদরাময় সারাইবার নাম করিয়া অহিফেন-সেবনের পক্ষপাতী হয়, কখনও বা সর্দ্দি-জ্বর সারাইবার নাম করিয়া 'চা' ও তাম্বূলাদি সেবা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, কখনও বা শরীর-পুষ্ট করিবার নাম করিয়া 'ব্রাণ্ডি' ও অপর জন্তুর রক্ত মাংস-মেদ মজ্জা প্রভৃতি গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। রোগীর কুপথ্যের প্রতিই অধিক লোভ; কাজেই রোগী-সম্প্রদায় স্বয়ং বা অপর রোগীর দ্বারা কখনও আপন আপন ঔষধ বা পথ্যাদি নিরূপণ করিতে বা করাইতে পারে না। পারমার্থিক সদ্‌বৈদ্যগণ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাকেই যাবতীয়-ব্যাধির কারণের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই আমাদের যাবতীয়-ব্যাধির নিদান; সেই মূল-ব্যাধির ঔষধ—শুদ্ধ শ্রীনাম ও পথ্য—শ্রীনামানুশীলনের অনুকূল ভক্ত্যঙ্গসমূহ। ইহা ব্যতীত আর অন্য ঔষধ বা পথ্য নাই। ঔষধ ও পথ্যের নামে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন-প্রকার বস্তু গ্রহণ করিলে উহা ঔষধ ও পথ্যরূপে কার্য্য না করিয়া 'সুরা' ও 'অমেধ্য'রূপেই কার্য্য করিবে অর্থাৎ তাহা দ্বারা বিষয়-প্রমত্ততা ও পূঁয-রক্তাদি-ভোজন-লালসারূপ বিষয়বিকার বর্দ্ধিত হইবে। আর যদি কেহ প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের যাবতীয় ব্যাধির নিদান দূর করিয়া পরম স্বাস্থ্যলাভরূপ ভগবৎপ্রীতি অর্জ্জন করিতে চান, তাহা হইলে একান্ত-নামাশ্রিত সদ্‌বৈদ্যের নিকট হইতে শ্রীনাম-রূপ মহৌষধ প্রাপ্ত হইয়া অনুক্ষণ তাহা সেবন এবং তদনুকূল জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থাৎ ভজন-পরিপাকের জন্য জীবন-ধারণ-কল্পে একমাত্র শুদ্ধ মহাপ্রসাদ পথ্য-রূপে গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা ভজনের জন্য জীবন রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা শুদ্ধ-মহাপ্রসাদ-ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করেন না; আর যেরূপ প্রসাদ-গ্রহণে তাঁহাদের যোগ্যতা নাই অর্থাৎ যাহাতে তাঁহাদের ভোগ-বুদ্ধির উদয় হইতে পারে, প্রসাদের নামে সেইরূপ বস্তুও গ্রহণ করেন না। তাম্বূলাদি বিলাস-সহচর বস্তু বা উত্তমোত্তম-দ্রব্য একমাত্র ভগবানেরই গ্রহণের যোগ্য-বস্তু হইলেও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী-দাস ভোক্তৃত্বের বিলাস-সহচর-দ্রব্য আপনার অধিকারে গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃষ্ণ বা গুরুর সহিত সমান প্রতিপন্ন করিবার জন্য উন্মুক্ত হন না। যদি হরিভজনই না হইল, তাহা হইলে বৃথা শরীরের উপর পাঁচসের কি দশসের পরিমাণ একটা মুণ্ডের বোঝা বহিয়া লাভ কি? শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় অথবা দুইটী পদ-ধারণ করিবারই বা প্রয়োজন কি? যদি কর্ণে সাধুগণের মুখ-বিগলিত হরিকথাই না প্রবিষ্ট হইল, তাহা হইলে ছিদ্রযুক্ত-কাণাকড়ির ন্যায় দুইটা কর্ণকে সতেজ রাখিয়াই বা লাভ কি? যদি নাসা শুদ্ধভক্তগণের চরণ-কমলের সুরভির আঘ্রাণ না করিল, তাহা হইলে কেবল ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য নাসা রক্ষা করিবারই বা প্রয়োজন কি? আর সমগ্র শরীর যদি মহাভাগবত গুরু বৈষ্ণবের পাদপদ্মের রজে অভিষিক্ত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বিক্রীত না হইল, তাহা হইলে শৃগাল বা লম্পটের জন্য কিম্বা সংসার দাবানলের অসহনীয় উত্তাপ জন্ম-জন্মান্তর সহ্য করিবার জন্য উহা অপর জীবদেহের পূঁয-রক্ত-মাংসে বিবর্দ্ধিত করিয়াই বা লাভ কি? যাঁহারা আত্ম-বঞ্চনা ও পর-বঞ্চনা করিতে চান, সেই সকল কপট-সম্প্রদায়ই বলিয়া থাকেন, হরি-ভজনের জন্য শরীর-রক্ষা-কল্পে যথেচ্ছ আহার-বিহার করিতে আপত্তি নাই। কার্য্যকালে দেখা যায়, এই সকল কপটগণের 'হরিভজন'টী ছাড়া আর বাদ-বাকী সবগুলিই লাভ হয়। কনিষ্ঠাধিকারে ভজন-পথে যে সকল বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহা দ্বারা আমাদের ভগবৎ সেবানুকূল শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। মধ্যমাধিকারে সাধক তাঁহার ভজন-পরিপাকের জন্য দেহ-রক্ষাকল্পে যথাযোগ্য কৃষ্ণসেবানুকূল-বিষয় গ্রহণ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। আর উত্তম অধিকারে কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদাবস্থায় কোন প্রকার দেহ-স্মৃতি থাকে না। যেমন মহাপ্রভু কখনও গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ করিতেছেন, কখনও জগন্নাথের মন্দিরে আছাড় খাইতেছেন, কখনও সমুদ্রে ঝম্প-প্রদান করিতেছেন, কখনও বা কূর্ম্মাকারে তেলেঙ্গী-গাভীগণের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন, কোন বাহ্য-স্মৃতি নাই। মধ্যম অধিকারে কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস থাকে। সুতরাং কৃষ্ণ যে বস্তু গ্রহণ করেন না, সেরূপ কোন তাজ্য-বস্তু অথবা যাহা হরি গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা নহে, তাহা তিনি কখনও গ্রহণ করেন না। তিনি জানেন, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা না পাইলে মরিয়া যাওয়াই সহস্রগুণে ভাল। ভগবদ্ভক্ত ঔষধাদিকেও অপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করেন না। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে (৯।১০৭) শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধম্।
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্॥"

—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন-পানাদি বা ঔষধ যে কিছু দ্রব্য নিজের গ্রহণের জন্য স্থিরীকৃত হয়, সমস্তই ভগবানকে নিবেদন না করিয়া গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। অমেধ্যাদি কখনও ভগবানকে নিবেদন করা যায় না, সুতরাং তাহা পথ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২ ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।১০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার দুই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপপদিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং যুগলজীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগাঁও, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

চৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
-অথবা-
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাশে তুমি মরে ;

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে শ্রাবণ সোমবার—১৩৩৬

প্রশ্ন

আপনাদের অহৈতুক করুণায় সেই দিবস এ অধম পামরের গৃহে যে অন্তভুক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সম্মিলন ও পদরজঃ বর্ষিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-কথার ব্যাখ্যা শ্রবণ কীর্ত্তনের সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহা এ অধমের কোটি কোটি জন্মের সুকৃতির ফল। অনেকেই আমাকে সেই দিবস শ্রীগ্রন্থপাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনের পর শ্রীহরির-লুট সঙ্গে ছড়াইয়া দেওয়া হইল না কেন বলিয়া অনুযোগ করিতেছেন। আমরা ভূতক পাঠক ও বাবাজীদের সংকীর্ত্তনের সহিত বাতাসা হরির লুটরূপে জনতামধ্যে নিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাই এবং কোন কোন মহিলার প্রণাম-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীতুলসীর নিকট পেঁড়া বাতাসা নিবেদন করিয়া হরির লুট দিয়া সেবন করিতে দেখিতে পাই। সংসারের কাহারও কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেও অনেকে এইরূপ হরির লুট দিয়া থাকেন; কিন্তু এই হরির লুটের প্রথা কি প্রকারে, কোন্ সময়ে, কাহার দ্বারা আমাদের সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। অতএব এ অধমের বিনীত নিবেদন, এ বিষয়ে ও প্রশ্নটীর আলোচনা করিলে বহু লোক উপকৃত হইতে পারে।

হরিরলুটের কোন শাস্ত্রীয় বিধি ও যুক্তি আছে কি না? জনতামধ্যে বাতাসাদি নিক্ষেপ করিয়া হরিরলুট দেওয়া সঙ্গত কিনা? আপনারা এইরূপ ভাবে জনতামধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হরিরলুট দেন না কেন?—শ্রী * * *

উত্তর

শুদ্ধ পারমার্থিকগণের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তখন সুবিধাবাদী হইয়া নানাপ্রকার দেহ ও মনোধর্ম্মকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, কাজেই বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে সেই সকল দেহ ও মনোধর্ম্ম জাত সহজেই প্রচলিত হইয়া পড়ে। অনেক সময় বহির্ম্মুখ-সমাজের শাস্ত্রীয় সদাচার প্রচলন করিতে পারমার্থিকগণকে বেগ পাইতে হয়, যথেচ্ছাচারি-ইন্দ্রিয়প্রীতিকামিগণকে অশাস্ত্রীয় যথেচ্ছ আচার প্রচলন করিতে সেরূপ কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কারণ দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মী-সমাজ বিরূপগত স্বভাবে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, স্বরূপগত স্বভাবই তাহাদের নিকট অভিনব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মগত কোনপ্রকার আচার-ব্যবহার সেইরূপ অভিনব মনে হয় না। কাজেই তাহারা সেই সকল ব্যাপারকে সহজে গ্রহণ করিয়া ফেলে। ধর্ম্মের অনুকরণে এইরূপ অনেক আচার-প্রচার বহির্ম্মুখ-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে—শুধু প্রবিষ্ট মাত্র হয় নাই, সেই আচার-প্রচারগুলি এতদূর মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই সকল অশাস্ত্রীয় ব্যাপারই বর্ত্তমান বিদ্ধসমাজে পরমশাস্ত্রীয় মহাজনানুচরিত শিক্ষা-দীক্ষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আর প্রকৃত শাস্ত্রীয় প্রচারগুলি নূতন বলিয়া মনে হইয়াছে। কেন না, শাস্ত্রীয় আচার প্রচারের গ্রাহক ও আচরণকারীর সংখ্যা খুবই কম। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেরূপ জাতি-গোস্বামিবাদ বা জাতিবৈরাগিবাদ। মহাপ্রভু বা তাঁহার পার্ষদভক্তগণ কিম্বা কোন শাস্ত্র কখনও কি এই অশাস্ত্রীয়-মত সমর্থন করিয়াছেন? কিন্তু বর্ত্তমানে বহির্ম্মুখ-সমাজে ইহা এতদূর মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, এই অশাস্ত্রীয় মতের প্রতিকূলে শাস্ত্রীয় কোন বিচার বলিলেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি। মহাপ্রভুর কোন প্রামাণিক লীলা-গ্রন্থে বর্ত্তমানে প্রচলিত 'হরির লুট'র ব্যবস্থার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পরবর্ত্তিকালে বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে, যেমন কর্ত্তাভজা-দলের 'সতীমা'র সমাজের মহোৎসবাদিতে বা হরিবোলা দলের যথেচ্ছ আচারাদিতে এইরূপ হরিরলুটের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবোলা-দলে কোন স্ত্রীলোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তুলসীতলায় বাতাসা ও মিষ্টান্নাদি 'হরির লুট' দিয়া কাম্য-পূজা ও সংস্কার সমাধা করিবার ব্যবস্থা আছে; কর্ত্তাভজা-দলের সতীমা-সম্প্রদায়েও তজ্জাতীয় আচার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা উৎসবাদিতে বা সংকীর্ত্তনান্তে ঐরূপ বাতাসা-নিক্ষেপাদি করিয়াও 'হরিরলুট' দিয়া থাকেন। কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্র-জ্ঞানহীন গ্রাম্যলোকের গ্রাম্য বা মেয়েলি-আচার কিম্বা বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের কাম্য-আচার যদি মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইয়া থাকে, পারমার্থিকগণ তাহাকে শাস্ত্রীয় সদাচার বা ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। কোন দ্রব্য সংকীর্ত্তনমুখে ভগবানে নিবেদিত হইলে অথবা অর্চ্চন-প্রণালীমতে শ্রীতুলসী-দ্বারা ভগবানে নিবেদিত হইলে সেই প্রসাদবস্তুকে জনতা মধ্যে নিক্ষেপ করিলে অনেকের পদদেশে পতিত হইতে পারে, অথবা অনবধানতাবশতঃ ভূনিক্ষিপ্ত প্রসাদ পদ-দ্বারা মর্দ্দিত হইতে পারে। প্রসাদবস্তুকে শিরে ধারণ করাই কর্ত্তব্য, তাহা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অতিভক্তি বা প্রেমোন্মত্ততা দেখাইতে গেলে নানাভাবে মহা অপরাধের আশঙ্কা; কাজেই শুদ্ধপারমার্থিকগণ প্রসাদকে জনতামধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে দিয়া অপরাধের প্রশ্রয় দেন না। এই কারণেই পাঠ ও সংকীর্ত্তনান্তে আপনার গৃহে জনতামধ্যে প্রসাদ নিক্ষেপ করিতে দেওয়া হয় নাই। প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ে অনুকরণ প্রথাই প্রবল। অপ্রাকৃত ভক্তগণ প্রেম-ভাণ্ডার লুটপাট করিয়া প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাকৃত কামাসক্ত লোকগণ ভোগ-বুদ্ধি লইয়া অনুকরণবুদ্ধিতে সেইরূপ উন্মত্ততা দেখাইতে গেলে তাহা কখনও 'প্রেম' বলিয়া গণ্য হইবে না। ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি, উহা অনুকরণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

প্রসাদ প্রত্যেকের কণ্ঠে প্রদত্ত হইতে পারে। কোন বিষয় কামনা করিয়া হরির-লুট প্রভৃতি দেওয়ার প্রথা সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ; উহা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতা। কারণ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার নাম—বৈষ্ণবতা, আর আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-কামনার নাম—অবৈষ্ণবতা। ঐ সকল গ্রাম্য আচার ব্যবহার, যাহা বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে—প্রচলিত আছে, বাজারে যাহা বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া বিকাইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার চরণানুরাগি ভক্তগণ কখনও সেই সকল আচার-ব্যবহারের প্রশ্রয় দেন নাই; পারমার্থিকগণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

কমলাপুর গোপালজীর মঠ

ও

ঢাকার বিরাজ বাবু

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ঢাকা মনোমোহন-প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের শাখা-কমলাপুর গোপালজীর মঠে শ্রীগোপালজীর সেবা-সৌকর্য্যার্থ তথায় একটি সুন্দর-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অর্থ অনেকেই উপার্জ্জন করেন, ব্যয়ও করেন, কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ ব্যয় ও কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণার্থ ব্যয়ের মধ্যে যে কি একটী বিশাল ব্যবধান বর্ত্তমান, তাহা ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কাহারও চিন্তার বা বিচারের বিষয় হয় না। "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব" কথাটীর আচার-মুখে প্রচার এবং প্রচার মুখে আচার যিনি করিতে পারেন, তাঁহারই ধনার্জ্জনের ও ধনব্যয়ের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। অনেকে স্বোপার্জ্জিত-বিত্তকে একেবারে স্বদেহ-মনের সেবায় নিয়োগ করিবার পরিবর্ত্তে একটু উদার হইয়া একটি জীবের বা জীবজাতির দেহ-মনের সেবায় নিযুক্ত করেন, তাহাতে আনুষঙ্গিক সুখ-সুবিধাদি ব্যতীত আর বিশেষ কিছু লাভ হইতে দেখা যায় না। কিন্তু নশ্বর অনিত্য-আনন্দের প্রত্যাশা না রাখিয়া যাঁহারা নিত্যানন্দের সেবায় তাঁহাদের যথা-সর্ব্বস্ব নিযুক্ত করিতে পারেন, তাঁহারাই সত্য সত্য সুবুদ্ধিমন্ত, তাঁহারাই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহারাভিজ্ঞ। মাধবের সেবায় কনক নিযুক্ত করিবার সৌভাগ্য সামান্য কথা নহে,—তাহা জীবের বহুজন্মের সুকৃতি-ফলেই হইয়া থাকে। সাধারণ বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু সম্প্রদায় হয় ভোগ, না হয় ত্যাগের পক্ষপাতী হইয়া গুরুকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হয়। বিশুদ্ধ সুকৃতিমন্ত জনগণ তাদৃশ ভুক্তি-মুক্তি-প্রপীড়িত বঞ্চিত-দলের ধারণা হইতে দূরে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিয়া যাবতীয় অর্থ দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণরূপ পরমার্থানুশীলন করাকেই বহুমানন করেন এবং উহাকেই যুক্ত-বৈরাগ্য জানিয়া কর্ম্মত্যাগ বা ভোগকে গর্হণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা দর্শনে কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ উপহাস বা পরিহাস করিলেও শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বাক্তিগণ তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন মনে করেন না।

বিরাজ বাবু শুধু শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্যে নহে, পরন্তু তৎপূর্ব্বেও আরও অনেক প্রকারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থ যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীমান আদর্শ অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহারাভিজ্ঞ প্রত্যেক ধনশালী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুসরণীয় হউক—ইহাই আমরা আশা করি। শ্রীভগবান শ্রীগৌরগোপাল তাঁহার সেবোৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে

(গঙ্গার পূর্ব্বপারে)

পরবিদ্যাপীঠ ও ধর্ম্মশালা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মহর্ষি পাণিনি-প্রোক্ত গৌড়পুর শ্রীধাম-মায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়া তথায় বিদ্যার্থীদিগকে আহার ও বাসস্থান প্রদানপূর্ব্বক পরবিদ্যালাভোদ্দেশে কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, বেদান্তদর্শন ও ভক্তি-শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরবিদ্যায় পারঙ্গত করাই এই বিদ্যা-

পীঠের উদ্দেশ্য। আদর্শ শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ পণ্ডিতগণের শিক্ষকতায় পারমার্থিক দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ের অনু-শীলন উদ্দেশ্য

বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্য। অপরবিদ্যা বা পার্থিবী বিদ্যার কেন্দ্র স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হইলেও পরবিদ্যা বা পারমার্থিক বিদ্যানুশীলনের অভাব সকলেই বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। আজ ভগবদিচ্ছায় সজ্জনের 'সজ্জনের দ্বারা' সেই অভাব পূরণ হইল। যাহাতে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি চিরস্থায়ী হয়, তদ্বিষয়ে সকল সজ্জনের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনীয়।

এতদ্ব্যতীত বিশেষ সময়ে ও শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার সময় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ দর্শক ও যাত্রী আগমন করিয়া থাকেন। এমন কি, পাশ্চাত্য দেশীয় বহু ব্যক্তিও এই সুপ্রাচীন পরবিদ্যার স্থানসমূহ দর্শনার্থ সুদূর দেশ-দেশান্তর হইতে আগমন করেন। এই সকল দর্শক ও যাত্রিগণের সুবিধার জন্য বহু দেশের বদান্য ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের দ্বারা শ্রীধাম-মায়াপুরে ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের জন্য ভজন-কুটীর নির্ম্মিত হইতেছে। যাঁহারা একটি বা ততোধিক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের নাম প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত থাকিয়া তাঁহাদের চির স্মরণীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। শ্রীধাম-সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত। এতৎ-সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য কথা শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণের নিকট হইতে সকলেই প্রাপ্তি-স্বীকার-সূচক স্বাক্ষরিত মুদ্রিত রসিদ গ্রহণ করিয়া প্রদান করিতে পারেন অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিতে পারেন,—

ম্যানেজার—

শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ

নিবেদক—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকদ্বয়

কটক প্রসঙ্গ

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মহামহোৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ-মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের তত্ত্বাবধানে মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ২১শে জুলাই ৫ই শ্রাবণ সাধারণ মহোৎসব দিবসে অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'শরণাগতি' কীর্ত্তন হয়, তৎপর শ্রীশ্রীগৌরবিনোদপ্রাণজীউর আরাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহা-

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিগ্রাম—"গৌড়ীয়"

টেলিফোন—২৪৫২ বড়বাজার।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড,

পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

তারিখ—১লা শ্রাবণ, ১৩৩৬।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩১শে শ্রাবণ ১৬ই আগষ্ট শুক্রবার হইতে ২রা আশ্বিন ১৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মাসাধিকব্যাপী ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উহাতে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন নিম্নে উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ)

শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, আচার্য্যত্রিক)

(শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ)।

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন

উৎসব তালিকা

শুক্রবার	৩১শে শ্রাবণ	১৬ই	আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা।
শনিবার	১লা ভাদ্র	১৭ই	,,	শ্রীরূপগোস্বামীর অভিযান।
মঙ্গলবার	৪ঠা ,,	২০শে	,,	শ্রীবলদেব জন্মোৎসব।
বুধবার	১২ই ,,	২৮শে	,,	শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব।
বৃহস্পতিবার	১৩ই ,,	২৯শে	,,	শ্রীনন্দোৎসব।
রবিবার	২৩শে ,,	৮ই	সেপ্টেম্বর	শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব
মঙ্গলবার	২৫শে ,,	১০ই	,,	শ্রীললিতা-সপ্তমী।
বুধবার	২৬শে ,,	১১ই	,,	শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামীর আবির্ভাব।
রবিবার	৩০শে ,,	১৫ই	,,	শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব।
সোমবার	৩১শে ,,	১৬ই	,,	শ্রীভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব। (**সাধারণ মহোৎসব।**)
মঙ্গলবার	১লা আশ্বিন	১৭ই	,,	অনন্ত-চতুর্দ্দশী
বুধবার	২রা ,,	১৮ই	,,	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান

উষায়—অরুণোদয়-কীর্ত্তন।

প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী

পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ সম্মান

অপরাহ্ণে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—শ্রী ম্রিত ব্যাখ্যা।

প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান

বিশেষ দ্রষ্টব্য। দৈবাম্বাদে ও উপবাস দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন যোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতা, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১২ই শ্রাবণ ২৮শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার আলবার্ট হলে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুবিরত্ন কে, টি, সি, আই, ই, এল্, এল ডি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে গৌড়ীয় মঠের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক মহাশয় 'গৌড়ীয়-গৌরব' শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন। মহাশয় সবান্ধবে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দ লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

বিনীত

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

রাজ ও গিরি মহারাজ শ্রীমঠে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহাদের স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পর পুনরায় সংকীর্ত্তনান্তে সমবেত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের সুব্যবস্থায় উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ কটক মঠের উৎসব সমাপনান্তে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও কয়েকজন ব্রহ্মচারি সমভিব্যাহারে জলেশ্বর নামক স্থানে শুদ্ধভক্তি কথা প্রচার করিতেছেন। স্বামিজীর শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা-শ্রবণে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন, এমন পাষাণ-হৃদয় খুব কমই দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধ

(সংবাদদাতার পত্র)

কটক ২১।৭।২৯

গত কল্য ২০শে জুলাই শনিবার কটকস্থ সচ্চিদানন্দ মঠে কলেজের 'ইতিহাসের' সহপ্রধান অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তিসুধাকর মহোদয় একাদশাহে মহাপ্রসাদদ্বারা তদীয় পরলোকগতা মাতৃদেবীর আত্মার তৃপ্তি-বিধান করিয়াছেন।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ পরলোকগত ব্যক্তিকে 'প্রেত' মনে করিয়া তাঁহাকে প্রেতত্ব হইতে উদ্ধার করিবার মানসে নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু পারমার্থিকগণের এরূপ ভ্রান্ত ধারণা নাই। তাঁহারা জানেন, আত্মা মহাপ্রসাদেই তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা ভগবন্নৈবেদ্য দ্বারাই স্বধামগত আত্মার শ্রাদ্ধ করেন।

পারমার্থিকগণ আরও জানেন, 'আত্মার বৃত্তি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবসেবা'। তাই আমাদের পূজ্যপাদ অধ্যাপক ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার ভক্তিমতী মাতৃদেবীর প্রীত্যর্থে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন মঠস্থ শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের বিচিত্র মহাপ্রসাদ-সম্মানের ব্যবস্থা করিয়া স্বীয় বৈষ্ণবোচিত চরিত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন।

কটক প্যারীমোহন একাডেমী

হাই স্কুলে বক্তৃতা

পারমার্থিক শিক্ষা

(নিজস্বসংবাদ দাতার পত্র)

কটক ২১।৭।২৯

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কটক সহরস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে কটক

সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমাগত প্রচারকবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা-মুখে প্রত্যহ অবিশ্রান্ত হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত কল্য ২০শে জুলাই শনিবার অপরাহ্নে প্যারীমোহন এ্যাকাডেমী হাই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে উক্ত স্কুলে 'পারমার্থিক শিক্ষা' সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রায় দুইঘণ্টা কাল ব্যাপী অতি সরল ও সহজ ভাষায় (সকলের বোধগম্য ভাবে) একটী সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামিজী মহারাজ বলেন, স্কুলের হল গৃহের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম এবং নীতি-বিষয়ক অনেক সদুপদেশ শিক্ষার্থীদের তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সযত্নে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু এই উপদেশ পড়িয়া শুনিয়াও আমাদের আচরণ উন্নত হইতেছে না কেন তৎসম্বন্ধে চিন্তা করা আবশ্যক। আমরা দেহ এবং মনকে 'আমি' বলিয়া মনে করি। কিন্তু 'দেহ' ও 'মন' দুইটি পোষাক মাত্র। আমরা চেতন বা আত্মা, আমরা কেহই চেতনের অনুসন্ধান করি না। হলের গায়ে পিতামাতাকে ভক্তি করিবার উপদেশ লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু 'আমিটা' বা কে এবং পিতা মাতাই বা কে— ইহা জানিবার চেষ্টা আমাদের নাই। আমি মনে করি, আমি বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, পিতা, মাতা, হিন্দু, মুসলমান, উড়িয়া, বাঙ্গালী, ইংরাজ, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ইত্যাদি জাতীয় কোন একটি বস্তু। কিন্তু এসমুদয়ই আমার পোষাক মাত্র। যাহারা জগতে আপনাদিগকে বড় পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা মহা মূর্খ। ভগবদ্ভক্তের কোন অজ্ঞানতা নাই। যদি সকল ব্যক্তি নিদ্রিত থাকে, তাহা হইলে কে কাহাকে জাগাইবে? কিন্তু একজন বা যদি নিজে প্রকৃত জাগ্রত থাকে, তাহা হইলে সে জগতের সকলকেই জাগাইয়া তুলিতে পারে। পারমার্থিক শিক্ষাদ্বারা অচেতন ব্যক্তির চৈতন্য সম্পাদিত হয়। যে শিক্ষা কিংবা ক্রিয়া এই উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে, তদ্দ্বারা অজ্ঞানতার বৃদ্ধি হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে বিলাসিতা অত্যন্ত অহিতকর। পিতা মাতার প্রতি সন্তানের এবং সন্তানের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য ভাই আচরণ অবলম্বন করা যদ্দ্বারা উভয়ে উভয়ের চৈতন্য সম্পাদনের সহায়ক হইতে পারেন। পুত্র পিতাকে নরক হইতে ত্রাণ করে। শিক্ষক মহোদয়গণ এই পুত্রের পিতৃস্থানীয়। ছাত্রগণ উদ্যোগী হইয়া অদ্যকার সভার বন্দোবস্ত করিয়া শিক্ষকদিগের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছে। তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ চিত্রার্পিতের ন্যায় স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকিলেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যাইতেছে না। অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। আমরা এরূপ উপদেশ পূর্ব্বে কখনও কাহার নিকট প্রাপ্ত হই নাই। আপনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগকে অদ্য প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করিলেন। তজ্জন্য আমরা সকলেই আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

স্বামিজী মহারাজের আদেশ ক্রমে কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তিসুধাকর মহোদয় সভার প্রারম্ভে মুখবন্ধ-স্বরূপ বর্ত্তমান ধর্ম্মশিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পারমার্থিক শিক্ষার পদ্ধতি ও লক্ষ্য অপরা বিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতি ও লক্ষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কেবল প্রকৃত সাধুগণের নিকট হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। গৌড়ীয়মঠের পূজ্যপাদ প্রচারকগণের কিছুকাল যাবৎ সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের সাধুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার কর্ত্তব্য আপনাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যে, আপনারা সরল বিশ্বাসের সহিত স্বামিজী মহারাজের নিকট পারমার্থিক জীবনের কথা শ্রবণ করিয়া উপকৃত হউন।

প্রচার প্রসঙ্গ

—:*:—

দুর্গামণ্ডপে বক্তৃতা

(সংবাদদাতার পত্র)

কটক ২৩।৭।২৯

গত কল্য ৬ই শ্রাবণ সোমবার সন্ধ্যার পর শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কটক শাখা শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের আহ্বানে কটক বক্সী বাজারস্থ দুর্গামণ্ডপে 'জীবে দয়া' সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ, সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে কটক র‍্যাভেন্স কলেজের ইতিহাস শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর মহোদয়ও উক্ত বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ পরমমঙ্গলময়ী বক্তৃতা দিয়াছেন। স্বামিজীর বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ভক্তিসুধাকর প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বহু সুকৃতিশালী ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়া অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে বক্তৃগণের পরমার্থদা হরিকথা শ্রবণামৃত অশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে রায়সাহেব এন, সি, গাঙ্গুলী একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, কটক র‍্যাভেন্স কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, উড়িষ্যা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এস-সি বি-ই, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটীসম্রার শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সেস (ইরিগেশন) বিভাগের জিলাদার শ্রীযুক্ত ভিখারীচরণ পরিদা, এষ্টিমেটর শ্রীযুক্ত নদিকানাথ নন্দী, পি, ডব্লিউ ডি কোম্পানীর একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, টেলিগ্রাম অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, আবকারী অফিসের একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জীবে দয়া

স্বামিজীর বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই—জীবে দয়া অর্থ জীবাত্মার প্রতি দয়া। জীবাত্মার একমাত্র কৃত্য তিনি পরমাত্মার সেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্মে অবস্থিতি কালে তিনি সর্ব্বদাই সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। একমাত্র মায়ামুক্ত অবস্থায়ই এই সেবা সম্ভব, অপর সময়ে নহে; সুতরাং আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—কোনও প্রকার ক্লেশ ঐ অবস্থায় অবস্থিতি-কালে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

জীবাত্মা হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযুক্ত স্থূল শরীর, অথবা মন-বুদ্ধি অহঙ্কার-স্বরূপ লিঙ্গ দেহ নহেন। তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। তাঁহার শক্তি তটস্থ, অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণের চিজ্জগৎ এবং মায়িক জগৎ এই দুয়ের মধ্যস্থ সীমায় স্থিত, সুতরাং উভয় জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রত্যেক জীবের স্বাতন্ত্র্য বলিয়া একটী জিনিষ আছে। এই স্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহার হইলে তিনি চিজ্জগতে গমন করিয়া কৃষ্ণসেবানন্দে মগ্ন থাকেন; কিন্তু উহার অসদ্ব্যবহার-ফলে যখন তাঁহার ভোগবাঞ্ছার উদয় হয়, সেই সময়ে তিনি মায়িক জগতে আগমন করিতে বাধ্য হন। এই সময় কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী এই বদ্ধজীবাত্মার প্রতি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এই বদ্ধাবস্থায় তিনি ক [illegible] স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে প্রমত্ত থাকেন, [illegible] নিমজ্জিত হন। কখনও [illegible] স্বর্গে গমন করেন, কখনও [illegible] করিয়া নরকে পতিত হ[illegible] অবস্থান কথা বর্ণন-মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন, (মায়াদেবী তাহাকে কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

এই বদ্ধাবস্থায় জীব (১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক— এই ত্রিবিধ জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়।

আধ্যাত্মিক তাপ দুই প্রকার—(১) শারীরিক, যথা জ্বরাদি রোগ, (২) মানসিক যথা প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগ; আধিভৌতিক তাপ চারি প্রকার—(১) জরায়ুজ প্রাণী হইতে তাপ (২) অণ্ডজ-প্রাণী হইতে তাপ (৩) স্বেদজ প্রাণী হইতে তাপ (৪) উদ্ভিজ্জ প্রাণী হইতে তাপ; আধিদৈবিক তাপ অর্থাৎ দেবদেবতা যেমন ইন্দ্রাদি হইতে উৎপন্ন তাপ—শীত, বজ্রপতন ইত্যাদি এবং অপদেবতা যেমন হিংস্রস্বভাব যক্ষ, পিশাচাদি হইতে অশান্তি জনক আপদ-বিপৎপাতাদি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহ জগতে আমাদের যত প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহার একমাত্র কারণ আমাদের আত্মবিস্মৃতি এবং কৃষ্ণবিস্মৃতি; কিন্তু মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তির এমনই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা রহিয়াছে যে, আমাদিগকে কিছুতেই এই কথা বুঝিতে দিবে না। তাই যাহাতে এই সকল ক্লেশে আমরা পতিত হইতে না পারি, অথবা পতিত হইলে একবার তাহা হইতে উত্থিত হইয়া যাহাতে ঐ সকল বিপদে পুনরায় না পতিত হইতে হয় এই প্রকার চেষ্টা আমাদের কখনও হয় না; আমরা চাই কোনও প্রকারে ক্লেশটাকে ক্ষণেকের তরে চাপা দিয়া রাখিতে, আমরা দৌড়াই ডাক্তার-বৈদ্যের দিকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে, আমরা লক্ষ লক্ষ দিতে আরম্ভ করি বন্যা-পীড়িতকে বন্যার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তি আমাদিগকে আমাদের 'ভব' ব্যাধির কারণ না জানিতে বা বুঝিতে দেয় তাহা হইলে উপায় কি? উত্তর— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমাদের প্রতি এতদূর করুণ যে, তিনি আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া সাধু ও শাস্ত্ররূপে এই জগতে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধারের নিমিত্ত সর্ব্বদাই সচেষ্ট। আমরা যদি সাধু-শাস্ত্র গুরু বাক্যে সশ্রদ্ধ হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করি, তাহা হইলেই আমাদের চরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে, তখন সকল প্রকার অসুবিধা আপনা হইতেই পলায়ন করিবে। তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে না। সাধুগণ ভব-রোগের মূল কারণ জানেন, সেই কারণ নিবারণের উপায় জানেন, সেই কারণ দূরীভূত করিতে সমর্থ এবং করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারাই একমাত্র জীবে দয়া করিতে সমর্থ, অপরে নহে। অতএব জীবে প্রকৃত দয়া করিতে হইলে, আমাদিগকে সাধু হইতে হইবে, সাধু হইবার নিমিত্ত সাধুর চরণে প্রণতি স্বীকার করিতে হইবে; সাধুর শ্রীচরণে প্রণতি স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং সাধুসেবাই আত্মোপকার ও পরোপকারের একমাত্র পন্থা। যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল করিতে পারে না, সে কখনও অপরের মঙ্গল করিতে পারে না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা: পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ পাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া পড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।/০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও আদি শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮ ডিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক কথিত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমূল্য গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সম্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক নিশ্চয় দূর হয়।

পরন্তু সকল প্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, স্বপ্নদোষ, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সকলপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অপূর্ব্ব মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ স্নিগ্ধ শিরস্কারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৬

সমাজ ও সত্য

মনুষ্য সমাজের মধ্যে বাস করে—সমাজের আবহাওয়ার মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া থাকে, কাজেই সে সমাজের অভিমতকে অতিক্রম করিতে পারে না। সমাজ 'ভাল' বলিলে তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে, আর সমাজ 'মন্দ' বলিলে তাহাকে মরমে মরিয়া থাকিতে হয়। মানুষ সমাজের অভিমত অনুসারেই বড় ও ছোট।

সমাজের চিন্তা-স্রোতে যিনি চিন্তা মিশাইতে পারিয়াছেন—সমাজের অধিকাংশ লোকের অনুমোদনে যিনি অনুমোদন দিতে পারিয়াছেন—সমাজের কোন বিশিষ্ট বেদনায় যিনি ব্যথিত হইতে পারিয়াছেন—সমাজের কোন করুণ রাগিণীর সহিত যিনি সহানুভূতির সুর মিলাইতে পারিয়াছেন, তিনিই সমাজের প্রিয় হইতে পারিয়াছেন।

সমাজের 'ভয়' 'বড় ভয়',—সমাজ একঘরে করিবে—এ আতঙ্কটী যেন সাক্ষাৎ [illegible] অনেক বেশী। ইহার মূল কারণটী কি, তাহা কি আমরা কেহ অনুসন্ধান করিয়াছি? লোকপ্রিয়তা বা জনপ্রিয়তানুসন্ধিৎসাই ইহার কারণ। মানুষ মনুষ্যসমাজের কাছেই প্রিয় হইতে চায়, পশুসমাজের নিকট মানুষের প্রিয়তা বা অপ্রিয়তায় কিছু আসে যায় না।

যদি মনুষ্যসমাজ পশুসমাজের নিকট অপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও পশুসমাজের দ্বারা মনুষ্যসমাজের প্রিয়তানুসন্ধান সমর্থন করে, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজ পশুসমাজের প্রিয়তা, অপ্রিয়তা বা মতামতের দিকে না তাকাইয়া মনুষ্যসমাজেরই প্রিয়তা-অর্জ্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আবার পশুসমাজের মনুষ্যসমাজের প্রতি ব্যবহারও তদ্রূপ।

মনুষ্যসমাজের অপ্রিয় হইতে হইবে বলিয়া সিংহব্যাঘ্রাদি পশুসমাজ কখনও নিজসমাজের প্রিয়ধর্ম্মে উদাসীন হয় না। এইরূপ সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা 'জাতীয়তার ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচারিত ও প্রশংসিত হইলেও ইহার মূলে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণৈষণাই রাজত্ব করিতেছে।

এই ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির চেষ্টাটী ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সাধারণ মানব ও প্রত্যেক পশু পক্ষী অনুসন্ধান করে বলিয়া উহা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ সমাজের আবশ্যকতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্যষ্টিসত্ত্বরূপ সমাজ-সমষ্টি বা লোকমণ্ডলীর প্রিয়তানুসন্ধানের মূলে ব্যষ্টির ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখানুসন্ধানই উদ্দিষ্ট হইতেছে। এরূপ লোক-প্রিয়তা বা জনপ্রিয়তার অনুসন্ধানে কতদূর নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান সম্ভবপর তাহা বিচার্য্য।

যাঁহারা এই সমাজের আবহাওয়ার অনুক্ষণ চলাফিরা করিতেছেন, তাঁহাদের বিচারে কিন্তু লোকপ্রিয়তাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কামনার বস্তু। তাঁহাদের এইরূপ বিচারপ্রণালী হইতে তাঁহারা জনমতকেই সকলবিষয়ের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

জন-মত জাগতিক সর্ব্বকার্য্যের দণ্ডমুণ্ড বিধাতা হোক ক্ষতি নাই, কিন্তু জনমতকে অতিমর্ত্ত্য-ব্যাপারের দণ্ড-মুণ্ড-বিধাতা বলিয়া বিচার করিলে বিচারকারীর যে অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর জন-মত বা লোক-প্রিয়তানুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণের নাই।

আমরা প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে লোক-প্রিয়তাই অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুসন্ধান করি বলিয়া জন-মতকেই সত্য-নির্ণয়ের পরিমাপক-যন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লই। আমাদের ধর্ম্মাড়ম্বরের ছলনার অন্তঃপুরে লোক-প্রিয়তাই পাটরাণী হইয়া বিরাজ করে।

যখন আমরা ধর্ম্মকর্ম্মে বা সত্য-নির্ণয়ের শোভাযাত্রায় জনমতকেই গজারূঢ় করাইয়া তাহার গলায় জয়মাল্য দেই, তখনই নেপথ্য-প্রদেশ হইতে সেই অন্তঃপুরবাসিনী গুপ্ত চকিত চাহনীটী নিরপেক্ষ দর্শকগণের চক্ষে পড়িয়া যায়।

আমরা লোকপ্রিয় হইবার জন্যই ধর্ম্মের সজ্জা গ্রহণ করি। ধর্ম্মটা যেন সমাজের অতীব নিম্নস্তরের অজানা, অচেনা, ভুঁইফোড় মানুষকেও সহজেই দশটা সামাজিক লোকের নিকট পরিচিত করাইয়া দিবার একটা মধ্যবর্ত্তী উপায়-বিশেষ। যিনি দশটা লোকের নিকট পরিচিত হইবার অন্য কোনও মধ্যবর্ত্তী উপায় পান না, তিনি এইরূপ ধর্ম্মকেই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও সহজ বলিয়া স্থির করেন।

যে ধর্ম্মের যাজনে বা যে [illegible] কোনরূপ সহানুভূতি [illegible] আমাদের লোক-প্রিয়তার [illegible] ধর্ম্মে বা সেরূপ ধার্ম্মিকগণের [illegible] আমরা কিছুতেই ভিড়ি না।

অনেক সময় কপটতা করিয়া আমরা কেহ কেহ তাহাদের সাহচর্য্য মুখে একটা জাগমাসুখী চাল রাখি বটে; কিন্তু বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে যেখানে দেখি লোক-প্রিয়তার হানি হইবে, সেখানে আদৌ যাইতে চাই না।

আমরা কেহ কেহ বা লোকপ্রিয়তা নিরপেক্ষ-ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যে কোনও উপায়ে একটা অভিযান উপস্থিত করিয়া লোক-প্রিয়তা-অর্জ্জনের একটা বেশ সুগম উপায় খুঁজিয়া লইয়া থাকি। কখনও বিচার করি,—লোকপ্রিয়তা-নিরপেক্ষ-ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতে গেলে আমাদের যখন কোনরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণই হইবে না—লোক-প্রিয় হইতে পারিব না—অধিকন্তু সমাজের ভয়ে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না, তখন সে পথে গিয়া লাভ নাই।

প্রকৃত ভগবদ্ভজনের অনুকূল পথে [illegible] যখন সাক্ষাৎ ক্লেশের আবশ্যক হয়, আর প্রতিকূল পথে গেলে যখন তিন কুলেই কাজ উদ্ধার হয়, আর যাহাতে আপাত-উন্মাদনাও আছে—বিশেষতঃ যে জগতে বাস করি, সে জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই যখন সেইভাবে [illegible], তখন এরূপ পথে চলিলেই অতি সহজেই বহুলোকের প্রিয় হওয়া যাইবে!

এরূপ বিচারে অনুকূল-পথে না যাইয়া আমরা প্রতিকূল-পথের পথিক হই—অনুকূল পথে কৃষ্ণের ভোগ আর প্রতিকূল-পথে কৃষ্ণকে ভোগ-বিবর্জ্জিত করিবার চেষ্টা! সুতরাং অনুকূল-ভজনময়ী সবিশেষ-গতির অনুসন্ধান করিয়া কৃষ্ণের খাতায় আমার পরিশ্রমের বিল জমা করিয়া লাভ কি? এইরূপ নানা বিচার করি।

প্রকৃত বৃন্দাবন বাস কি?

বৃন্দাবনের যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণ-ভোগ্য। ব্রজের বনিতাগণ কৃষ্ণ-কামিনী। সেই কৃষ্ণ-কামিনীকুলের শিরোমণি—বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানু-নন্দিনী [illegible] মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণ-প্রীতি-পরাকাষ্ঠাই মহাভাবস্বরূপা গোবিন্দ-মোহিনী, আর যাবতীয় কৃষ্ণ-কান্তা-সমূহ তাঁহারই কায়ব্যূহ।

গোবিন্দমোহিনীর প্রতি গোবিন্দের যে প্রেম, আর গোবিন্দের প্রতি ব্রজবনিতাগণের যে প্রেম, তাহা—"প্রাকৃত কামগন্ধহীন, নির্ম্মল, উজ্জ্বল, [illegible] যেন [illegible]।" এর অপ্রাকৃত সুষ্ঠু আদর্শের [illegible] প্রকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেম—ইতরগণের [illegible] বা লৌকিক [illegible] প্রেম।

শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] মধুর-বিবাহ-সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট করিয়াছেন বা অযোধ্যাপুর পুরন্দর ভগবান্ সীতাপতি-রূপে যে একপত্নী-ব্রতধারী, আদর্শপ্রদর্শকের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, কিম্বা শ্রীমায়াপুর পুরন্দর শ্রীগৌরনারায়ণ লক্ষ্মীপ্রিয়ানাথ ও বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ-রূপে যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই লক্ষ্মী-নারায়ণের পরমোপাদেয়-বিহার-লীলা।

ইহারই বিকৃত হেয় প্রতিফলন ইহজগতের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানই একমাত্র স্বামী বা ভোক্তা; কিন্তু বদ্ধ-অভিমানে আমরা যে স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ বা ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করি, তাহা আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব বা স্বরূপ-বিস্মৃতি-জনিতই জানিতে

আমরা মূল আদর্শের হেয়-বিকৃত প্রতিফলনকে বাস্তব-বস্তু মনে করি এবং তাহাতে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি করিয়া প্রাকৃতের অনুকরণ করিয়া থাকি: ইহারই নাম—প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ অপ্রাকৃতের অনুকরণপ্রিয়,—অনুসরণ-প্রিয় নহেন! অপ্রাকৃত বস্তুর অনুকরণ-ফলেই তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের মধ্যে নানাবিধ উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হয়।

তাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ যখন স্ত্রী-লম্পট ছিলেন, রামচন্দ্র যখন স্ত্রৈণ-পুরুষের ন্যায় সীতার জন্য ক্রন্দন-বিলাপ, সীতাকে বনে বনে অন্বেষণ, এমন কি পক্ষীর মুখাপেক্ষী হওয়ার কারিতে ছাড়েন নাই,—ভগবান্ গৌরসুন্দর যখন দুই দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন,—বলরাম-নিত্যানন্দ যখন দুই বিবাহ করিয়া 'সংসারী' হইয়াছিলেন, মহাবিষ্ণু-অবতার অদ্বৈতাচার্য্যের যখন দুই পত্নী ছিল—শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণও যখন দুই পত্নী পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন আমরা কেনই বা ভোগের বেলায় সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণের অনুকরণ না করিব?—কিরূপ উল্টা বিচার!!

এইরূপ বিচার—অনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বিচার। তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-ভোগ্য জগতের ভোগ ও পরমহংস বৈষ্ণবের যুক্ত-বৈরাগ্যরূপ সেবাকে ও অন্য-অনর্থযুক্ত অবস্থার উদ্দীপনরূপ ভোগ-প্রচারের সহিত সমান মনে করেন।

কাজেই আপনাদিগকে ভগবানের ভোগের উপকরণ, ইন্ধন ও সেবা-কার্য্যে-

কথা সেবার আপনাদিগকে নিযুক্ত করিবার পরিবর্তে তাঁহাদের পরমহংস-ভাগবতের উচ্ছিষ্ট ভোগ আপনাদিগের সেবায়ন। সেবা-ধর্ম! আপনাদের মায়ার অধীন করিয়া দিলেও উচিত।

কোথায় গোবর্দ্ধনধারী ভগবানের কোপ-ক্রম-সমৃদ্ধি অবলম্বনেই তাঁহাদের সাধন প্রকাশিত হইবেন; আর প্রাকৃত-সহজিয়া-গণ ভগবানের লোপ এবং পরমহংস-বৈষ্ণবের ভজন-আচরণের অনুকরণ ব্যস্ত হন।

যশোমতীর কৃষ্ণাসক্তি, দেবকীর বাসুদেবাসক্তি, নন্দ বসুদেবের অপত্য-স্নেহ, কৃষ্ণের নন্দ-যশোদা-প্রীতি, রাম-চন্দ্রের বসুদেব-ভক্তি, কৌশল্যা ও দশরথের রামচন্দ্র-প্রীতি, রামচন্দ্রের পিতামাতার প্রতি আসক্তি, শচীদেবীর গৌরাসক্তি, গৌরসুন্দরের শচীদেবীর প্রতি আসক্তি, লক্ষ্মণচন্দ্রের রামচন্দ্রাসক্তি প্রভৃতি অপ্রাকৃত সমস্ত লীলার অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা অনর্থযুক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া বদ্ধজীবরূপে পরিণত হই!!

কখনও বা আমাদের সেই স্ত্রী-আসক্তি, পুত্রাসক্তি প্রভৃতির উচ্ছ্বাস নানা বিচিত্র মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগের সম্মানের কারণ হইয়া থাকে। স্ত্রী-আসক্তি পুত্রাসক্তি বা বিষয়াসক্তি প্রভৃতি যখন 'ভগবদ্ভক্তি' বেশে আগমন করে, তখন আমরা সাধারণ বিষয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হই, তাহাতে লোক-বঞ্চনার বিশেষ অবসর থাকে।

... ... সকল ছদ্মাসক্তি যখন অপ্রাকৃত ভক্তিরসের মুখস পরিয়া অপ্রাকৃত সাজে ... ভক্তগণকে মুগ্ধ করিতে থাকে, ... আমাদের অপরাধ সেই সীমায় উপনীত হয় ... আমরা চির-... আসক্ত হইয়া পড়ি এবং ... ... লোকের ... হন।

তাঁহারা মনে করেন যে, 'নামাপরাধ' ও 'শুদ্ধনামে' কোন ভেদ নাই, প্রতিষ্ঠা-শালী অনর্থযুক্ত ব্যক্তির অনুকরণময় কপট

অক্রূর পুলক ও মহাভাগবতের সহজ অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার, ভক্তের নৃত্যগীতে ঠাকুর হরিদাসের স্বাভাবিক কৃষ্ণ-প্রেমের বিকার আর ঢঙ্গ-বিপ্রের অভিনয়ে কোন ভেদ নাই, সেই সকল আত্ম-বঞ্চিত প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মস্তিষ্কে অকৈতব-ভগবদ্ভজনানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের এই সকল সত্যোপলব্ধির কথা প্রবিষ্ট হইবে না, জানি।

তথাপি যাঁহারা বঞ্চিত হইতে না চান, তাঁহারা অকৈতব ভাগবত-পথের নামে কুহকিনী-কপটতা কত ভাবে—কত মোহিনী মূর্ত্তিতে লোকবঞ্চনা করিতে পারে, পরমশুদ্ধ নির্ম্মল ভাগবত-ধর্ম্মকে কত ভাবে আবৃত রাখিতে পারে, তাহা শুদ্ধভজন-পথের পথিকগণের নিকট জানিয়া সাবধান হইবেন এবং নিষ্কপটে হরিভজনের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইবেন।

অনেকে সময় স্ত্রীপুত্রাসক্ত হইয়া অনেকে মনে করেন যে, তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি খুব ভগবৎপরায়ণ। সভাসমিতিতে, বিশেষতঃ সাধু-বৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের ... ... সম্বন্ধে ... ... করিতে ব্যস্ত হন।

এমন কি, অনেক সময় কাহাকে কাহাকেও বলিতে শুনা যায় যে, তাঁহার স্ত্রী এতদূর ভক্তিমতী যে, স্ত্রীর ভক্তির বলেই তাঁহার ভক্তির উদয় হইয়াছে।

প্রকৃত সদ্বৈদ্য কিন্তু ঐরূপ পুরুষগণের ঐরূপ প্রলাপে তাহাদের কঠিন ব্যাধির ছায়া কবিরা ধরিতে পারেন—তাহারা এতদূর স্ত্রী-আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, স্ত্রীর প্রতি ভক্তিমতীর কাম-পিপাসাকে 'হরিভক্তি' বলিয়া স্থির করিয়াছেন! কাজেই ঐরূপ ব্যক্তির কাছে সত্য কথা পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব ঘটে।

এইরূপ কাতর হিত সত্য-কথা শুনিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সদ্বৈদ্যের প্রতি ক্রোধে বোধান্বিত হইবেন। তবে লোক-হিতাকাঙ্ক্ষী সাধুগণ লোকের বিশেষ মঙ্গল প্রার্থনা করেন বলিয়া কোন কোন সময় এই সকল কপটতা ধরাইয়া দিয়া থাকেন।

অনেক সময় স্ত্রী-আসক্তির ন্যায় পুত্র-কন্যাদির প্রতি আসক্তিও এইরূপ আবরণ লইয়া উপস্থিত হয়। কেহ কেহ সাধুগণের সভায় উপস্থিত হইয়া পুত্র-কন্যাদির ভক্তির আতিশয্যের বক্তৃতা করেন।

কেহ কেহ বলেন,—"আমার ছোট ছোট পুত্র-কন্যাগুলি এতদূর ভক্তিমান ও ভক্তিমতী যে, উহারা এক একজন যেন এক একটী ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারায়ণী, মীরাবাই। আমি তাঁহাদের মুখে মধুর কীর্ত্তন ও ভক্তিকথা শুনিতে শুনিতে ভক্তিসাগরে ডুবিয়া থাকি, তাঁহাদের সহিতই অধিক সময় কাটাই, সংসারের কাম-কর্ম্ম কিছুই ভাল লাগে না; তাহারা আমার ভক্তি-পথের পরম সহায়।"

বহির্ম্মুখ জন-সাধারণ এই সকল কথা শুনিয়া ও এই সকল দৃশ্য দেখিয়া ঐরূপ ব্যক্তিকে আদর্শ-ভক্তাগ্রণী বলিয়া জ্ঞান করিবেন। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কপট ও প্রকৃত ভক্তিপথের পথিক—যাঁহারা ভজন-রাজ্যের কপটতা, কুটিনাটিগুলি ধরিতে পারেন, সেই সকল ভজন-চতুর ব্যক্তি এই সকল উক্তি ও আচরণের মধ্যে ভক্তির লেশমাত্র না পাইয়া পুত্র-কন্যাসক্তিরই প্রচ্ছন্ন প্রবল উদ্দাম বেগ লক্ষ্য করিতে পারেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এই শ্রেণীর কপটতার বিচিত্র-চাতুর্য্যকেই 'ভক্তি' মনে করিয়া বঞ্চিত হন।

বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি

বর্ত্তমান কালে অনধিকার চর্চ্চাটা একটী সামাজিক সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ তথাকথিত সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে এই রোগের ভীষণ প্রকোপ। আমরা মনে করি, অনধিকারচর্চ্চা করিতে পারিলেই 'সাহিত্যিক' বলিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারা যায়, আর 'সাহিত্যিক' বলিয়া খ্যাতি পাইলেই অনধিকার-চর্চ্চায় পূর্ণ অধিকার জন্মে। বর্ত্তমান যুগের এইরূপ বিচার সমাজে যে কিরূপ উৎপাতের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা ভাবিলে সমাজের ভাবী অবস্থার ভয়াবহ পরিণামের চিত্র হৃদয়ে আতঙ্ক আনিয়া দেয়।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ সাহিত্যিক মনে করেন, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা লইয়াই অতীন্দ্রিয় সাহিত্য-চর্চ্চায় তাঁহার অধিকার আছে। যদি এখানে শাস্ত্র ও সাধুগণ সাহিত্যিকের ঐ প্রকার চেষ্টাকে বাধা দিয়া বলেন—"ওহে সাহিত্যিকপ্রবর! তুমি তোমার অধিকার-বহির্ভূত অতীন্দ্রিয় বস্তু লইয়া 'ছিনিমিনি' খেলিতে যাইও না, পাঁচ হাত পরিমাণ বস্ত্রতে আবদ্ধ বলিবদ্দ কখনও সহস্র যোজন দূরের নব তৃণাঙ্কুর ভোজন করিতে পারেনা—এ কথাটী স্মরণ রাখিও।" তখন সাহিত্যিকগণ বলেন, 'তোমাদের ঐরূপ গোঁড়ামির কথা আমরা শুনিব না, আমরা

গায়ের জোরে অতীন্দ্রিয় বস্তুকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে টানিয়া আনিব এবং উহার সর্ব্বাঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া কোথায় কি নাড়ী-নক্ষত্র আছে সব প্রত্যক্ষ করিব!—বৈকুণ্ঠকে মাপিয়া লইব,—তোমাদের বাধা কে শোনে? কারণ আমাদের দল ভারী। জগতে প্রায় ষোল আনা লোকেই আমাদের পৃষ্ঠপোষক। "অতীন্দ্রিয়", "অধোক্ষজ" প্রভৃতি বড় বড় শব্দ বলিয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পথে বাধা দিলে আমরা এবং আমাদিগেরই ন্যায় ভুক্তি-কামী লোক সেইরূপ কথা শুনিবে কেন? তাহারা প্রত্যক্ষবাদী; তাহারা প্রত্যক্ষের দ্বারা তোমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান মাপিয়া লইবে।'

আজকাল সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণকে (?) লইয়া টানাটানি—চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিকে (?) লইয়া টানাটানি—গৌর-নিত্যানন্দকে (?) লইয়া টানাটানি—অবশেষে কৃষ্ণ-গৌরকৃষ্ণবৈভব ধাম (?) লইয়াও টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে! যেন আমরা 'সাহিত্যিক' হইয়া এক এক জন কত বড় "দণ্ড-মুণ্ড-বিধাতা" হইয়া পড়িয়াছি! 'রাধাকৃষ্ণ চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, গৌর-নিত্যানন্দ, গৌরধাম, গৌরনাম, গৌরভক্তগণ আমাদের খেলার বস্তু, আমাদের সামগ্রীর অধীন, আমাদের খেয়ালখুসীর সামগ্রী, আমাদের নিকট বিচারপ্রার্থী কয়েদী বা অপরাধী। কাজেই আমরা রূপান্তরে তাঁহাদিগের প্রতি যে বিধান করিব—যে আইন, যে শাসন চালাইব—আমাদের ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে যতটুকু অধিকার দিব, বা তাহা হইতে বিচ্যুত করিব, তাঁহাদিগকে উহাতেই বাধ্য হইতে হইবে!'

এইরূপ সাহিত্যিকগণের হাতে পড়িয়া (!) স্বয়ং ভগবানেরও পরিত্রাণ নিস্তার নাই—ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণের তদবস্থার সীমা নাই! সাহিত্যিক-সম্প্রদায়গণের বিচারে রাধা-কৃষ্ণের লীলা কোথাও অশ্লীলতার পরাকাষ্ঠা, কোথাও জাগতিক কামের প্রতিচ্ছবি, কোথাও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মাত্র, কোথাও উপন্যাসের আখ্যায়িকা, কোথাও কবির কাব্য-কল্পনা, কোথাও রিপুপরীভূতগণের উপভোগ্য সাহিত্য!! সাহিত্যিকগণের নির্দ্দেশ-মতে গৌরসুন্দর কোথাও বিকৃত-মস্তিষ্ক, কোথাও পত্নী ও মাতার প্রতি কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনকারী, কোথাও কাম-ক্রোধাসক্ত-পুরুষ, কোথাও-বা স্ত্রৈণ, কত কি!! এইরূপ সাহিত্যিক-দম্ভাবতারগণের ডিক্রী অনুসারে অবধূত নিত্যানন্দ-বলদেব কোথাও অপরাধী, কোথাও ষড়যন্ত্রপুর বশীভূত, কোথাও ব্যভিচারের শিক্ষাগুরু, কোথাও বা

বৌদ্ধ তান্ত্রিক-বাদের পুনঃসংস্থাপক ইত্যাদি ইত্যাদি!!! সাহিত্যিকগণের বিধানানুসারে চণ্ডীদাস রজকিনীর রূপমুগ্ধ কামুক পুরুষ, সহজিয়াগণের গুরু, ভোগতরণীর কর্ণধার; ঠাকুর বৃন্দাবন—দাম্ভিক, ক্রোধ-রিপুর বশীভূত, অসংযত, অসহিষ্ণু, আরও কত কি অশ্রাব্য! এইরূপ সাহিত্যিকগণের হাতে পড়িলে কাহারও এড়াইবার যো নাই! সাহিত্যিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান-কমিটীর গবেষণানুসারে ভগবানের জন্মকর্ম্ম আছে—মায়ার সহিত মিশ্রণ আছে, বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু আছে, শালগ্রাম, শ্রীবিগ্রহ, তুলসী, গঙ্গা—পাথর-মাটী-গাছ-জল মাত্র!

কিন্তু আমাদিগকে ভগবানের উপর কলম ধরিবার অধিকার কে দিল? আমরা কি "স্বয়ংসিদ্ধ কাজী"? তাহা কিন্তু আমরা প্রকাশ্য হইয়া একবারও বিচার করি না! জেলখানার কয়েদীগণ যদি নিজেরাই এক একজন বিচারক সাজিয়া পরমশ্রদ্ধেয় সম্রাটের বিরুদ্ধে 'রায়' প্রদান করে যে, আমরা বিচার করিয়া সম্রাটের ফাঁসীর হুকুম দিলাম, তাহা যেমন অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র, তদ্রূপ সাহিত্যিকতাকে যোগ্যতা মনে করিয়া সংসার কারাগারের বদ্ধজীব আমরা কৃষ্ণ, কার্ষ্ণ বা কৃষ্ণধাম-সম্বন্ধে যে সকল বিচার বা 'রায়' পাশ করিব, তাহাও তেমনি অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র। আমরা যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বিচার করিতে অগ্রসর হইয়াছি, সেইরূপ ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া অতীন্দ্রিয়-বস্তুর বিচার আদৌ হয় না। ভগবান আমাদের ন্যায় কয়েদীগণকে অতীন্দ্রিয় বস্তু বিচার করিবার 'জেয়ার' দেন নাই; কিন্তু আমরা আমাদের সমজাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত একত্র হইয়া গায়ের জোরে নিজেরা নিজেরাই "হাম্ বড় বিচারক" সাজিয়া বসিয়াছি!

আমরা সকল সমজাতীয়গণই একসঙ্গে মিলিয়াছি। অনেক সময় যেমন কাজ না থাকিলে ডিবেটীং ক্লাবে তর্ক-স্পৃহা ও কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য কতগুলি কুতার্কিকের দল কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ না করিয়াই সেই বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে এক এক জন এক এক প্রকার অভিমত প্রকাশ করেন—আপনারাই স্বয়ংসিদ্ধ বিচারক হইয়া বাদ-প্রতিবাদ, খণ্ডন-স্থাপন প্রভৃতি বালকোলাহলের অভিনয় করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভগবান, ভগবদ্ভক্ত বা কোন অপ্রাকৃত বস্তুর বিষয়ে সাহিত্যিকম্মন্য আমরা যে সকল বাচালতা ও ধৃষ্টতা করিতে যাই, তাহা কেবল আমাদের প্রাকৃত চক্ষুতির পরিচয় মাত্র। অপ্রাকৃত বস্তু কিন্তু আমাদের ঐরূপ মাপিয়া লওয়ার বিচারের বহুকোটি যোজন দূরে নিজ স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। স্পর্শ দূরে থাকুক—হরণ করা দূরে থাকুক, রাবণ যেমন সীতাকে দেখিতেও পায় নাই মায়া-সীতাকে 'সীতা' মনে করিয়া আত্ম-বঞ্চিত হইয়াছে, সাহিত্যিকগণের অবস্থাও তদ্রূপ!

পুণ্যারণ্য

ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা, গ্রন্থের তাৎপর্য্য হইতে পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন নাই, পরন্তু আদর করিয়াছেন। আচার্য্য-শঙ্কর পৃথক্ গ্রন্থে নিজ মত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শ্রীশঙ্কর স্ব-প্রণীত 'গোবিন্দাষ্টক' গ্রন্থে ভগবদাজ্ঞা-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈত-বাদানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত ব্রজরাজ-পত্নীর বিশ্বরূপ-দর্শন-জন্য বিস্ময় এবং ব্রজ-ললনাগণের বস্ত্রহরণ-লীলাদি ভাগবতানুকূল বিচারমত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী ছিলেন না। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে হৃদয়ের সহিত আদর করিয়া কৃষ্ণলীলাদির সত্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুণ্যারণ্য প্রভৃতি শিষ্যগণ ভগবদাজ্ঞা-প্রতিপালনপর শঙ্করাচার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকেও ভাগবত-বিরোধী বলিয়া প্রতিপাদন করিবার যত্ন করেন। এই কথা আলোচনা করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য 'ভাগবত-তাৎপর্য্য' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক বিচার করিলে জানা যায় যে, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীমধ্বের অন্তরালকালে পুণ্যারণ্যের উদয়কাল। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তৃতীয় স্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকের টীকায় এক পুণ্যারণ্যের কথা লিখিয়াছেন,—"দয়েত্যাদ [illegible] টাকা কিঞ্চিৎ এব পুণ্যারণ্যমহঃ।" এতদ্ব্যতীত [illegible] ২৮ সংখ্যায় শ্রীল জীবপ্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন—"সুবেশ কিম দুষ্ট।" [illegible] শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যদের [illegible] পুণ্যারণ্য নামক [illegible] পাদেশকৃত হতি চ সাত্বত বর্ণয়ান্ত।"

শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির-সংস্কার

নদীয়া-প্রকাশের পাঠক পাঠিকাগণ এই শ্রীমন্দির-সংস্কার সেবার আহ্বান-পত্র পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্দেশে শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীযুত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিগত ৭ই জুন তারিখ হইতে মূলমন্দিরের মেরামত-কার্য্য রীতিমতভাবে চলিতেছে এবং শ্রীমন্দিরের উপরিভাগে যে যে অংশ একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা উপযুক্ত শিল্পিগণের দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হওয়ায় শ্রীমন্দিরটী পতন-সম্ভাবনা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। মূলমন্দিরের উপরিভাগে বাহির কার্য্য এবং গোলাফিবান' হওয়াতে দেখিতে অতীব মনোরম হইয়াছে। এক্ষণে জগমোহন এবং নাটমন্দিরের মেরামত কার্য্য চলিতেছে। মূলমন্দিরের সংস্কার-কার্য্য শেষ হইলে রন্ধনশালা, চতুর্দ্দিকের প্রাচীর, প্রাঙ্গণ, বিমানগৃহ, ভাণ্ডারগৃহ, সভাগৃহ, চন্দনপুষ্করিণী, ইন্দারা, রত্নসংস্কারণ, গরুড়-স্তম্ভ প্রভৃতির কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই সকল কার্য্যে যথাক্রমে ২২০০+৪০০০+১০০০+১০০০+১০০০+১৮০০+৮০০০+২০০০+২০০০+৫০০ অর্থাৎ মোটের উপর প্রায় ২০০০০ টাকার প্রয়োজন।

পুরুষোত্তমস্থিত সুপ্রসিদ্ধ এমারমঠের বর্ত্তমান মহান্ত মহারাজ পদাম্বর শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজদাস মহোদয় সিংহদ্বারটী পুনর্নিম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আপাততঃ তিনি ২০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এবং তদতিরিক্ত কিছু লাগিলে তাহাও দিবেন বলিয়াছেন। সিংহদ্বারের কার্য্য বিগত আষাঢ়ীর রথযাত্রা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট নক্সা (প্লান) অনুসারে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অতি উত্তম পাথরের দ্বারা দৃঢ়ভিত্তিতে নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে।

ইতোমধ্যে আরও কয়েকটী মহাপ্রাণ গৌরভক্ত কয়েকটী সেবার ভার গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিশ্রুত অর্থানুযায়ী কার্য্যারম্ভের ব্যবস্থা অর্থ আসিলে পৌঁছিলেই উক্ত সেবা সত্বর আরম্ভ করা হইবে এবং সময়ান্তরে তাঁহাদের এই বদান্যতার নিদর্শন উদাহরণ-স্বরূপে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে' প্রকাশিত করা হইবে।

উপযুক্ত সময়ে আশানুরূপ অর্থসাহায্য না পাইলে কার্য্যের ক্ষতি-পাত হওয়া হইবার সম্ভাবনা! গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে এই শ্রীআলালনাথের কথা সকলেই অবগত আছেন। এরূপ একটী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়স্থান সংরক্ষণ-কার্য্যে সকলেরই মন, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সাহায্য করা উচিত। সকলেই নিজ যোগ্যতানুযায়ী অর্থভিক্ষা করিয়া—এই মহৎ কার্য্যটীর শুভ সম্পাদনে সহায় হউন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। এই সংস্কার-কার্য্যটী বৈষ্ণব-সাধারণ তথা হিন্দু-সাধারণের নিজের কার্য্য মনে করিয়া নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় নিজ নিজ অর্থানুকূল্য দান করিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।

অনুকূল্য পাঠাইবার ঠিকানা—
শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী পোঃ, [illegible]

অর্থী ও পরমার্থী

স্মার্ত্ত বা আর্থিক এবং বৈষ্ণব বা পারমার্থিকের মধ্যে অনেক বিষয়ে বাহ্য-সাদৃশ্য সত্ত্বেও যে ভেদ রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করা হইতেছে।

আর্থিক বা স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের অধিকারে উপাধিক জাতি-ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বিচার করেন; কিন্তু পারমার্থিক বা বৈষ্ণবগণ সনাতন আত্মধর্ম্মকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বরণ করেন। স্মার্ত্ত, স্মার্ত্তগুরুর (?) নিকট মন্ত্র-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পান না, আর পারমার্থিক, শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্র-গ্রহণের সঙ্গে মননধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন। কেহ কেহ অনু-বুদ্ধিকারী স্মার্ত্ত মনে করেন, দীক্ষা একটী পুণ্যময় ক্রিয়ামাত্র, এরূপ পুণ্যকর্ম্মদ্বারা কখনও ইহজন্মে যোগ্যতা-পরিবর্ত্তন বা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ বিধ্বংসিত হইতে পারে না। কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্র বলেন, ভগবন্মন্ত্র গ্রহণ-প্রভাবে নিখিল অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপ বিনষ্ট হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ প্রথম লহরী ১ম হইতে ১৫শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। পারমার্থিক শাস্ত্র বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষকে 'অব্রাহ্মণ' 'শূদ্র' বা শৌক্রব্রাহ্মণাদি জাতি-সামান্যে দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু আর্থিক বা স্মার্ত্তগণের বিচার সেরূপ নহে।

স্মার্ত্তগণ বলেন, শৌক্রব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহই শালগ্রাম পূজার অধিকারী হইতে পারেন না, আর স্মার্ত্তগণের শালগ্রাম সম্বন্ধে ধারণাও তদ্রূপ। পারমার্থিক শাস্ত্র বলেন, বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শালগ্রাম পূজার অধিকারী। যদি তাঁহারা শালগ্রাম পূজা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যবায় ঘটে! বৈষ্ণবী দীক্ষায় যে আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মবিধ সংস্কার লাভ হয়, তন্মধ্যে পঞ্চম সংস্কার যে যাগ, তাহার অর্থ প্রমেয়-রত্নাবলী (চা৬) গ্রন্থে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন—"শাল-গ্রামাদি-পূজা তু যাগশব্দেন কথ্যতে।" এইটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সকল সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। শ্রুতশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক
গৌড়ীয়
সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৵০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়াপত্রিকা ক্রমশঃ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।
৫০ অধ্যায় পর্য্যন্ত দশম স্কন্ধ ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

দ্বীপপদিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিক্ষা ৵০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ-কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

বৃত্তিসহ সমগ্র
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, স্বরূপগঞ্জ পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ মঠ,—মামগাছি, মহৎপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভক্তিবৃন্দ মঠ,—চিরকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোনা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই শ্রাবণ বুধবার—১৩৩৬

জনমত ও সত্য

কৃষ্ণকে দেউলিয়া করিয়া 'আমার দাড়ে ছোলা' এই নীতিপুষ্টা প্রতিকূলময়ী নির্বিশেষ-গতি যখন লোক-প্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে, তখন তাহাই আমার আদর্শ হউক!—আমাদের এইরূপ চতুরালি কিন্তু বিষ্ঠা-ভোজী বায়সের অতি চতুরতার ন্যায় আত্মবঞ্চনারই কারণ হয়।

ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ফলে অনন্তকাল কুম্ভীপাক-যন্ত্রণাই লাভ হইয়া থাকে। সেই কুম্ভীপাক কখনও অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তির নাগর-দোলায় অপরাধীকে পাক দিতে থাকে, কখনও বা ধর্ম্ম অর্থাৎ লৌকিক সুখ, অর্থ এবং কামনার মরীচিকায় ধাবিত করাইয়া অপরাধীকে অনন্তকাল মায়ানরকে ঘুরাইতে থাকে।

লোক-প্রিয়তানুসন্ধানের মাত্র দুই চারটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। আমরা মনে করি, যদি লোক-প্রিয়-সমাজের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি—কোন এম, এল, সি, কোন পি, এইচ, ডি, বা এল, এল, ডি, কিংবা কোন মহামহোপাধ্যায় মহাপ্রভুর কোন কথা কৃপা পূর্ব্বক অনুমোদন করেন, তাহা যতই সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা রসাভাসদুষ্ট হউক না কেন, ক্ষতি নাই, তাহা হইলেই যেন মহাপ্রভু তাঁহার কোটী পুরুষ সমেত উদ্ধার হইয়া যান!

'এম, এল, সি'র সুপারিস-পত্রে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম লোক-সমাজের পাতে দিবার মত একটা বস্তু বলিয়া গণ্য হয়, নতুবা মহাপ্রভুকে কে-ই বা চিনে, আর মহাপ্রভুর কথা কে-ই বা শুনে? স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে প্রদীপের আলো জ্বালিয়া দেখিবার ন্যায়—আমাদের এইরূপ বিচার! আমরা লোক-প্রিয়তাকে কত বড় মনে করি!

আমরা মনে করি, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সংখ্যা খুবই কম—অস্পৃশ্য, অচলনীয়, ছোট, দীন, দরিদ্র, অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত, যত 'অকেজো' 'অখদ্যে' লোকগুলিই এ ধর্ম্মে প্রবেশ করে!

সুতরাং মহাপ্রভুর ধর্ম্ম—ছোট ধর্ম্ম—সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম, আর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যপাদাদি-প্রচারিত ধর্ম্ম কিরূপ জনপ্রিয় ধর্ম্ম—ভারতবর্ষের যত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কুলীন, পণ্ডিত, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, রাজা, মহারাজা, সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যক্ষম, সমর্থ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি সকলেই সেই ধর্ম্মের গ্রাহক; সুতরাং সেই ধর্ম্মই মহা-উদার! কারণ, উহা জন-প্রিয়—লোক-প্রিয়।

একবার লোক-প্রিয়-সমাজ-বরেণ্য কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মটীই পরম সত্যপূর্ণ উদার ধর্ম্ম, যেহেতু বর্ত্তমান সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় বহু ভাষাবিৎ পরম পণ্ডিত ও মহা-ধনবান্ ব্যক্তিও সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত।

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, মহাপুরুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট্ কবীন্দ্র রবীন্দ্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ডাক্তার শীল সকলেই সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত। অর্থাৎ তাঁহার যুক্তি এই যে, সামাজিক লোক-প্রিয়তা ও জন-প্রিয়তাই সত্যের বিমাপক যন্ত্র!

আমরা অনেক সময়ই লোক-সংখ্যা দেখিয়া ধর্ম্মের উদারতা, অনুদারতা, লঘুগুরুর শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপ করিয়া থাকি। ইহার অন্তরালেও সেই কপট-অবগুণ্ঠনবতী, সেই লোক-প্রিয়তা-কুহকিনী নৃত্য করিতেছে। আমরা মনে করি, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আর কয়জনই বা গ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্কর ও বুদ্ধের প্রচারিত মতে লোক-সংখ্যা কত বেশী।

কেহ কেহ এখানে বলিতে পারেন যে, মহাপ্রভুর মত বুদ্ধ ও শঙ্করের অনেক পরে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়াই মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-গ্রহণকারী লোকের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু বিচার করিলে ইহাই কারণ নহে; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের চারিশত বৎসর পরে মহাপ্রভুর অনুকরণে আধুনিক যে সকল ধর্ম্মাবতার (!) সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের মত অতি অল্পসময়েই জগতের লোক বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে।

আর মহাপ্রভু কে ছিলেন ও কি করিয়াছিলেন, বাংলা দেশেরই অনেক লোক তাহা জানেন না। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিম গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বাংলার অনেক শিক্ষিত লোকও দেখেন নাই, কিন্তু অন্যান্য অনেক পাঁচালি পুঁথি, অনেক পুস্তক, বহু পরে রচিত হইয়াও বাংলার ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় প্রচারিত রহিয়াছে কেন?

খিচুড়ি-মিশ্রী-সমন্বয়ের ধর্ম্মে লোক-প্রিয়তা রাজত্ব করিতেছে বলিয়াই উহা বহির্ম্মুখ-লোক-সমাজে অতি অল্পসময়ের মধ্যে প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই প্রেয়ের অনুসন্ধান করেন। প্রকৃত শ্রেয়ঃ খুঁজিয়া দেখিবার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, নিষ্কপট অভিলাষ বা ঐকান্তিকী চেষ্টা তাঁহাদের নাই।

জাগতিক-সমন্বয়-ব্যাপারটী অন্য ভাষায় বলিতে গেলে—'লোক-প্রিয়তা' ছাড়া আর কিছুই নহে। সকলের মন রাখিয়া চলা—কাহারও বিরুদ্ধে কিছু না বলা—(শ্রেয়ঃকথা বলিলেই যে রোগী চটিয়া যাইবে আর গ্রাহক থাকিবে না!) এক কথায়-কপটতার ধর্ম্ম—আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনার ধর্ম্ম—প্রেয়ো ধর্ম্মের নামান্তরই জাগতিক সমন্বয়-ধর্ম্ম।

কাজেই লোকপ্রিয়তা-প্রার্থী-সমাজ যেইরূপ ধর্ম্মেই তাঁহাদের বাঞ্ছিত মধু আস্বাদনের লোভে দলে দলে আসিয়া জুটিয়া থাকেন। প্রকৃত বিচার তাঁহারা কিছুতেই শোনেন না। হয় একটু ধৈর্য্য ও সংকীর্ণতার সহিত বর্ত্তমান বিচারক-সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন কি?

শাস্ত্রীয় বিচার মতে মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপতত্ত্ব। বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি কেহ বা সেই স্বয়ংরূপের অংশ-কলা-রূপ অবতার, কেহ বা ভগবদাদেশে বহির্ম্মুখ-জীব-মোহন-কার্য্যে ভারপ্রাপ্ত—শক্তিশালী জীব-বিশেষ।

শাস্ত্রেও রহিয়াছে, বুদ্ধ ও শঙ্কর অসুর-মোহনার্থ কল্পিত ও আচ্ছাদিত মত প্রচার করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবানের প্রচারিত অকৈতব-সত্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের গ্রাহক অপেক্ষা সেইরূপ লোক বিমোহনকারী মতের গ্রাহক এত অধিক হইল কেন, তাহা একটু অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, লোক-প্রিয়তায় বিমুখতা, আছে বলিয়া তাহাই অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের প্রিয়।

জগতে ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ ও তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত দুই চারি জন ছাড়া আর বাদ-বাকী সকলেই বহির্ম্মুখ। সুতরাং এ রাজ্যে প্রেয়ঃকথাই লোক-প্রিয় হয়, আর গতানুগতিক-ন্যায়ানুসারে সেই লোক-প্রিয়তাই লোকের অনুসন্ধানের বিষয় হয়।

যে মতটী অসুর-মোহনার্থ জগতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এত লোক-প্রিয় হইয়া পড়িল যে, লোক-সমূহকে সেই মতগ্রাহ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য এবং তৎপরে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতরণ আবশ্যক হইয়াছিল!

এক শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত মত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য, রামানুজ ও মধ্ব-এই আচার্য্যচতুষ্টয়, তাঁহাদের অসংখ্য অনুগতবর্গ ও তৎপরবর্ত্তিকালে আচার্য্যলীলাভিনয়কারী সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অভ্যুদয়।

কিন্তু যে মত চারি চারি জন আচার্য্য এবং সপার্ষদ স্বয়ং ভগবানের দ্বারা "অসৎ মত" বলিয়া নিরস্ত হইল, সেই মত আজ পর্য্যন্ত এত লোকপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে কেন?

তাহা হইলে দেখা যায়, লোক-প্রিয়তা এত বড় যে, সেখানে আপ্ত-বাক্য, মহাজন-বাক্য, এমন কি, স্বয়ং ভগবানের বাক্য পর্য্যন্ত অনাদৃত হয়!

সেই নির্ব্বিশেষ-মতকে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমানে যে সকল নূতন-নূতন মত সৃষ্টি হইতেছে—যে-সকল মত সমন্বয়ের আপাতমোহন বেশ লইয়া পরিণামে সেই নির্ব্বিশেষ মতেই আপনাদিগের শেষগতি খুঁজিতেছে, সেইসকল মতগুলিই কিন্তু এই জগতের লোকের নিকট খুব বেশী প্রিয়!

নিরপেক্ষভাবে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বাস্তব সত্যানুসন্ধান নহে—তাহা লোক-প্রিয়তানুসন্ধান মাত্র। বহির্ম্মুখ মানুষ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে লোক-প্রিয়তাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বরণ করে। প্রকৃত সত্য অনেক সময়েই লোক-প্রিয়তার প্রতিযোগী বা নিরপেক্ষ বলিয়া সেখানে লোক খুব কম জোটে।

সত্যের রাজ্যে প্রবেশের প্রথম সোপান গুরুপদাশ্রয়। "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ", কিন্তু সেই গুরুপদাশ্রয়রূপ মূল ব্যাপারটীতেও লোক-প্রিয়তারই পূর্ণ আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অন্তরের অন্তঃস্থলে অকৈতব-সত্য অনুসন্ধান না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে লোক-প্রিয়তা অনুসন্ধান করি বলিয়াই লোক-প্রিয়তার তুলাদণ্ডে সাধু-গুরুর-গুরুত্ব ওজন করিতে চাই।

যিনি অধিক লোকপ্রিয়, তাঁহাকেই আমরা মহৎ, ... 'সাধু' বা 'গুরু' বলিয়া মানি। ... যিনি অধিকসংখ্যক জন-মত ... পারেন, আমাদের ... 'গুরু' অর্থাৎ 'জন-প্রিয়তা'ই গুরুর প্রধান লক্ষণ।

যখন আমরা দেখিতে পাই ..., অধিক সংখ্যক লোক ... বাহাদুর, এম, এল, সি, এম, এল, ডি, ... প্রভৃতি ... সম্মানবিশিষ্ট লোক-সকল ... ব্যক্তিবিশেষকে "গুরু" ... বলিয়া অনেকে ... করিয়া ... দিয়াছেন, তখন আমরা লোক-সমাজের দ্বারা কৃতকতার্থ সেইরূপ ব্যক্তিকেই 'গুরু' বলিয়া বরণ করিতে ধাবিত হই!

ইহার মূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও জানা যায় যে, লোক-প্রিয়তাই আমাদের অন্তরে গুরুর আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে—আমরা বাস্তব-সত্যকে 'গুরু' না করিয়া ছলনাময়ী অবাস্তব-লোক-প্রিয়তাকেই 'গুরু' করিয়াছি!

আমরা চাই,—সমাজের দশটা লোকের সহিত চলিতে—দশটা লোকের নিকট হইতে প্রশংসা, সুপারিস কুড়াইয়া লইতে অর্থাৎ আমাদের দশ-কর্ম্মের মূলে ব্যবহারিকতা, সামাজিকতা বা লোক-প্রিয়তাই রাজত্ব করিতেছে।

আমাদের ধর্ম্মের আবরণও সেই লোক-প্রিয়তা-সংগ্রহের জন্য। কঠোর সত্য যে লোকপ্রিয়তার অপেক্ষা করে না—'নিরপেক্ষ' না হইলে যে "ধর্ম্মরক্ষণ না যায়"—এ সকল কথা মুখে আওড়াইলেও ছলনাময়ী মায়া আমাদিগকে উহাদের প্রাংপদ বুঝিতে দেয় না—অন্ততঃ কার্য্যকালে আচরণ করিতে দেয় না।

আমরা ভুল করি কোথায়? আমরা মনে করি,—অমুকের এম, এল, সি; এম, এল, সি, রায় বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায়, কিম্বা ...-মণ্ডলীর মণ্ডলিক আপনারা! আর এখানে ... লোক-নিরপেক্ষ মহাজনের ... করিবার বড় ঝুঁকি ... না ... ভ্রম-প্রমাদাদি-... । আমরা সামাজিক ... পারমার্থিক-... সহিত গোলমাল ... সামাজিক সম্মানকে পারমার্থিক সম্মানের সহিত গোলমাল করিলে গোড়াই গলদ ... এম, এল, সি, রায় বাহাদুর বা মহামহোপাধ্যায় জগতের বহির্ম্মুখ-সমাজে ... সম্মানিত ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু পার... তাঁহারা ... কে? এম, এল, সি, মহামহোপাধ্যায়

হইলেই যে তিনি কাম-ক্রোধাদি রিপু কিংবা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের কিঙ্কর হইবেন না, ইহার নিদর্শনপত্র কি আছে?

এই জগতে যে সকল ব্যক্তি লইয়া সমাজ-সমষ্টি গঠিত হইয়াছে—যে সকল জন লইয়া জনতা রচিত হইয়াছে—যে সকল সভ্য লইয়া সভা-সমিতি সংবদ্ধ হইয়াছে, শাস্ত্র বলেন, সেই সকল ব্যক্তি—সেই সকল লোক সেই সকল সভ্যের যোগ আনাই অনর্থযুক্ত অবুঝ জীব।

সুতরাং তাঁহাদের সামাজিক সম্মানকে যেখানে পারমার্থিক সম্মানের সহিত গোল করিয়া সামাজিকতার মাপকাঠির দ্বারা সত্যের পরিমাপ করিতে যাওয়া যায়, সেখানে লোক-প্রিয়তার তাণ্ডব নৃত্য থাকিলেও অকৈতব সত্যের লেশ মাত্র নাই!

সামাজিক বিচার লইয়া আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি,—জাতি ব্রাহ্মণ, জাতি-গুরু, জাতি-পণ্ডিত ব্যতীত অপরে 'ব্রাহ্মণ', 'গুরু' বা 'পণ্ডিত' হইতে পারেন না! কিন্তু এরূপ বিচারের মূলে কি, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? এখানেও ঐ, সামাজিক-সম্মানকে পারমার্থিক সম্মানের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলা হইয়াছে।

অমুক ব্যক্তি 'গোস্বামী'-নামধারী, অমুক ব্যক্তি 'পণ্ডিত', সাত্তিক; উচ্চ-কুলে জাত, ভাল বক্তা, ভাল পাঠক, বহু লোকের মনোরঞ্জনে পটু; সুতরাং তাঁহার বাক্য—বেদবাক্য, পরমার্থবিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই একমাত্র সিদ্ধান্ত! এরূপ বিচারের মূলেও সত্যানুসন্ধানাপেক্ষা লোক-প্রিয়তানুসন্ধানই বড় হইয়া উঠিয়াছে!

কোন ব্যক্তিবিশেষ 'গোস্বামী'-নামধারী হইতে পারেন, 'পণ্ডিত', 'সাত্ত্বিক', লোক-মনোরঞ্জনকারী বক্তা, পাঠক, মহামহোপাধ্যায় কিম্বা সুন্দর নধর অঙ্গবিশিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু এগুলি সমস্তই ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক বা লৌকিক গুণ; তিনি সামাজিক-সম্মানের অধিকারী।

সামাজিক-সভায় তাঁহাকে উচ্চাসন দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই সকল সামাজিক-গুণ কখনও অবৈধভাবে পারমার্থিক-সম্মান দাবী করিতে পারেন না।

এরূপ সামাজিক সম্মানিত ব্যক্তি কি অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন!

তিনি কি ঐ সকল সামাজিক-সম্মানের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি কতটুকু পারমার্থিক হইতে পারিয়াছেন, তাহা পরমার্থের কষ্টি-পাথরে যাচাইয়া না লওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আদৌ 'পারমার্থিক' বলা যাইতে পারে না। তিনি যে পারমার্থিক সম্মান পাইবার জন্য হরিভজনের ছলনা দেখান, তাহাও যে একপ্রকার সামাজিক-সম্মান-প্রাপ্তিরই আকাঙ্ক্ষা। কই, পরমার্থ যদি তাঁহার সামাজিক-সম্মানটুকুর একটী কণিকার উপরও হস্তক্ষেপ করিতে যায়, তখন যে তাঁহাকে আর সেই পরমার্থের সহিত মিত্রতা করিতে দেখা যায় না!

সামাজিক-সম্মানটী ষোল আনা বজায় রাখিয়া হরি-ভজনকারী বা পারমার্থিক হইবার ছলনা যদি সেই ষোল আনাকে পাঁচসিকায় পরিণত করিতে পারে, তবেই আমরা সেরূপ হরিভজনের অভিনয় দেখাই!

আমরা চাই,—সামাজিক-সম্মানটী, সামাজিক-সুখস্বাচ্ছন্দ্যটী পূর্ণ মাত্রায় থাকুক, আর সঙ্গে উপ-স্বরূপ পারমার্থিকগণের যাবতীয় সুবিধাগুলিও আমাদের ভোগের বস্তু হউক। আমরা কি আমাদের অন্তরের এই সকল কপটতা ধরিতে পারিয়াছি? ইহার মূলে কি?—সত্যানুসন্ধান নহে, ঐ লোক-প্রিয়তানুসন্ধান!

এইরূপ সামাজিক-সম্মানের চক্রবৃদ্ধি-বাণিজ্যে লাভবান্ হইবার জন্য যাঁহারা হরিভজনের ছলনা গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা নিরপেক্ষ-সত্যের অনুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-যাজনের আবরণে লোক-প্রিয়তা অর্জ্জন-দ্বারা সামাজিক-সম্মান-পরিবর্দ্ধনকেই স্ব-স্ব অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা আদর্শরূপে বরণ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তিকেই আমরা 'ধার্ম্মিক' বা 'ভক্ত' বলিয়া মানিয়া লই। এই জাতীয় দশটা কপট ধার্ম্মিকের প্রশংসা-পত্র বা অভিমত লইয়াই আমরা সত্যের বিচার করি।

লোক-প্রিয় হইবার জন্য যদি কোন ব্যক্তি হরিনামের ছলনা, ধার্ম্মিকের সজ্জা, পরোপকারীর বেশ, নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানকারীর অভিনয় কিংবা কীর্ত্তনকারীর অনুকরণ করেন, তখনই আমরা তাঁহাকে 'পরম-ধার্ম্মিক' বা 'ভক্ত' বলিয়া মানিয়া লই; আর যিনি লোক-প্রিয়তা-নিরপেক্ষ হইয়া কঠোর হিত-সত্য বলিয়া থাকেন, তিনি সাধারণ লোক-প্রিয় হইতে পারেন না বলিয়া বা সেরূপ কপটতা

দ্বারা লোক-বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন না বলিয়া তাঁহাকে আমরা 'অভক্ত, 'অবৈষ্ণব' প্রভৃতি বলিয়া থাকি।

একবার কুলিয়া-নবদ্বীপ-সহরে কোন গোস্বামিপুঙ্গব অত্যন্ত লোক-প্রিয় হইবার বাসনায় সহরের মধ্য দিয়া অনুক্ষণ 'গৌর' 'গৌর' শব্দের চীৎকার দ্বারা সকল লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, নবদ্বীপের সকল লোকেই তাঁহাকে এক বাক্যে 'পরমগৌরভক্ত' বলিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; গোস্বামি-পুঙ্গবও এই সুযোগে লোক-প্রিয়তা অর্জ্জনের জন্য বহুবিধ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন অর্থাৎ সকলকেই সমভাবে গাঢ়-প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিবার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন।

কখনও বা তিনি কুকুরের কর্ণে গৌর নাম প্রদান করিতেন, কখনও বা বালকগণকে লইয়া গৌর-প্রেমের ফোয়ারা ছুটাইতেন, কখনও কি অজানা-ভাবে মত্ত হইয়া দিব্যোন্মাদের অভিনয় দেখাইতেন, কিন্তু এই গোস্বামি-পুঙ্গবের এই গৌর-প্রেম সকলকে মুগ্ধ করিলেও—সকল লোকের নিকট হইতে প্রশংসা-পত্র আদায় করিলেও লোক-প্রিয়তা-নিরপেক্ষ কোনও আসল গৌরভক্ত-নিত্য নিষ্কিঞ্চন মহাজনের বিন্দুমাত্রও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না।

নবদ্বীপবাসী নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণব-সম্রাট্ পরমহংসবর শ্রীল গৌরকিশোরদাস-গোস্বামী মহারাজ ঐ 'গৌরবোলা' লোক-প্রিয় গোস্বামি-পুঙ্গবের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, সেই গোস্বামী মহাশয়ের 'গৌর' 'গৌর' বোল—কেবল 'টাকা' 'টাকা', 'স্ত্রী' 'স্ত্রী', 'প্রতিষ্ঠা' 'প্রতিষ্ঠা' বোলের গুপ্তধ্বনি মাত্র।

কিন্তু গোস্বামি-পুঙ্গবের এ কপটতা আর কে ধরিতে পারিয়াছিলেন? এরূপ লোক-প্রিয়তানুসন্ধানের জন্যই আমরা ধার্ম্মিকের সজ্জা-গ্রহণকারী।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব

দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই যখন এই পঞ্চম-সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে, তখন প্রত্যেক দীক্ষিতেরই শ্রীশালগ্রাম অর্চ্চনা করিতে হইবে, এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইল। বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসও বলিয়াছেন—যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষই হউন না কেন, বৈষ্ণবী-দীক্ষার দীক্ষিত হইলে তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব

লাভ করিয়া শালগ্রাম-পূজায় নিত্য অধিকার প্রাপ্ত হন—পাদ্মে—শালগ্রামশিলা-পূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে [illegible]

স্কান্দে চ—এবং শ্রীভগবান্ সর্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ ॥

তথা স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে চাতুর্মাস্যব্রতে শালগ্রামশিলার্চা প্রসঙ্গে—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন ॥ অতো নিষেধকং যদ্যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্। অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

দিগ্দর্শিনী—যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ। এবং পুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽয়মিতি বচনস্য বিরোধাত্তৎসর্বাপরৈঃ স্ব স্ব কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যম্। * * যতঃ শূদ্রেষ্বন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। * * * ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা (হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ২২৩ ২২৪)।

—পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, শ্রীশালগ্রামের অর্চনা না করিয়া যে ব্যক্তি কিছুমাত্র ভোজন করে, তাঁহাকে চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া কল্পকাল যাবৎ অবস্থান করিতে হয়। স্কন্দপুরাণেও কথিত হইয়াছে যথাবিধি বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিলে সকলেরই ভগবান্ শালগ্রামের পূজায় অধিকার জন্মে। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষ বা স্ত্রী-ই হউন না কেন, বৈষ্ণবী-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সকলেই শালগ্রামরূপী ভগবানের অর্চনা করিবেন। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে চাতুর্মাস্যব্রত-বিষয়ে শ্রীশালগ্রাম-অর্চনা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-কুলোদ্ভূত পুরুষ এমন কি শূদ্র-ব্যক্তিরও বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ হইলে শালগ্রাম পূজায় অধিকার জন্মে, কিন্তু অপরের অর্থাৎ হরিভক্তিহীন দ্বিজাতি বা শূদ্রের সেই অধিকার নাই। অতএব স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রাম অর্চনাবিষয়ে যে সকল স্পষ্ট নিষেধবাক্য শ্রুত হয়, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ বলেন যে, সেই সকল বাক্য মাৎসর্যাপন্ন স্মার্তগণের কল্পিত। শ্রীশালগ্রাম ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষগণকে শূদ্র, অন্ত্যজ বা শৌক্র-ব্রাহ্মণাদি জাতি-সামান্যে দর্শন করিতে হইবে না। শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও ভগবদ্দীক্ষা প্রভাবে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করেন সেই সকল পারমার্থিক ব্রাহ্মণের শালগ্রাম পূজায় নিশ্চয় অধিকার আছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৫ম বিঃ ২২৩ ২২৪

সংগ্রাধৃত শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, স্মার্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মে কিরূপ তাত্ত্বিক ভেদ রহিয়াছে। অনেক আচার্যনামধারী—অনেক গোস্বামিনামধারী, বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তি, শিষ্যকে যথাবিধি বৈষ্ণবী-দীক্ষা প্রদান করেন বলিয়া মুখে বলিয়া থাকেন, অথচ স্বয়ং গুরুই শিষ্যকে জাতি-সামান্যে দর্শন করিয়া গোস্বামী ও শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন এবং তৎপ্রতি বিরুদ্ধাচরণের প্রথম আদর্শ ও প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আপনারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন, এইরূপ গুরুনামধারিগণ তাঁহাদের অবরকুলোদ্ভূত শিষ্যগণকে কখনও শালগ্রাম পূজা করিবার উপদেশ করেন কি না? অথচ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু ও হরিভক্তিবিলাস এ বিষয়ে স্পষ্ট আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইলে এই সকল আচার্যব্রুব বা গোস্বামিব্রুব কি স্মার্ত না বৈষ্ণব? ইঁহারা স্মার্তের শাসন অনুসরণকারী, না গোস্বামিগণের শাসন অনুসরণকারী, তাহা সুধী সমাজ নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করুন।

শ্রীশালগ্রাম সম্বন্ধে ইঁহাদের ধারণা শুদ্ধ পারমার্থিক বৈষ্ণব-সমাজের ধারণা হইতে পৃথক্। ইঁহারা শাল গ্রামে জাতি-বুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ-শিলাবুদ্ধি করেন বলিয়াই শালগ্রামকে বাহ্য শৌচাদি ব্যাপারের অন্তর্গত বিবেচনা করেন। স্মার্তগণ অমেধ্য মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করিয়া শালগ্রাম অর্চনা (?) করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, কিন্তু কোন অবরকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবী-দীক্ষায় সদাচারী ব্যক্তি যদি শাস্ত্রবিধানানুসারে সেই শালগ্রাম স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দর্শনের অন্তর্গত শিলা "অশুদ্ধ" হইয়া গিয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা প্রাকৃত [illegible]দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর শুদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট হন! তাঁহারা শালগ্রামের দ্বারা স্ব-স্ব দৈহিক ও মানসিক স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া সেবা-বস্তুকে ভৃত্যত্বে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। এই সকল মতই—স্মার্তবাদ; পারমার্থিকগণের বিচারের বিপরীত। পারমার্থিকগণ চেতন-বুদ্ধির দ্বারা শালগ্রামের পূজা করেন, কর্ম-জড় স্মার্তদের ন্যায় শালগ্রামকে রাস্তার পাথর মনে করিয়া তাঁহার দ্বারা আপনাদের ভোগ্য বাদাম ভাঙ্গাইবার প্রয়াস করেন না! তৎপরিবর্তে চেতনবুদ্ধির সহিত সর্বেন্দ্রিয়-দ্বারা বহু যত্নে বাদাম ভাঙ্গিয়া সেবা শ্রীশালগ্রাম প্রভুর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন!

স্মার্ত ও বৈষ্ণব—উভয়েই বাহ্য দৃষ্টিতে তুলসীর সম্মান করেন, কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য পৃথক্। কর্মজড় স্মার্তের গঙ্গা জল, শালগ্রাম বা শ্রীবৈষ্ণবে যেরূপ প্রাকৃত বুদ্ধি, তুলসীতেও সেইরূপ বিচার। তাঁহারা শ্রীতুলসীকে কোন প্রাকৃত পবিত্র বস্তুর অন্যতম মনে করেন। তাঁহাদের তুলসীতে কৃষ্ণপ্রিয়া বুদ্ধি নাই, উহাকে পবিত্র বস্তুমাত্র বা কোন বিশেষ রোগাদি-বিনাশক উদ্ভিদ্‌বিশেষ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণের বিচার এই,—

"ভাগবত-তুলসী গঙ্গায়-ভক্তজনে।
চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥"

বৈষ্ণবগণ শ্রীতুলসীকে [illegible] অবতীর্ণ অপ্রাকৃত বস্তু বিচার করেন; শ্রীতুলসী ব্যাধি-বিনাশক ভোগ্য বস্তুরূপে প্রতিভাত না হইয়া তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণ-সেবার উদ্দীপনবিভাব-রূপে পরিলক্ষিত হন—

"তুলসী দেখি, জুড়ায় প্রাণ,
মাধব-তোষণী জানি।"

কৃষ্ণ-সেবা-কামনাপুষ্ট তুলসীর স্পর্শে আত্মারামগণের চিত্তেও কৃষ্ণ-সেবার উদ্দীপনা হয়। কিন্তু স্মার্তগণ তাঁহাকে প্রাকৃত পবিত্র বস্তুর পর্যায়ে গণনা করেন বলিয়া—সেই তুলসীর দ্বারা তাঁহাদের নিজেন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া থাকেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা প্রদান করেন। আর্থিক স্মার্তগণ কখনও মামলা-মোকদ্দমা জয় করিবার সঙ্কল্পে নারায়ণে তুলসী প্রদান করেন, স্মার্ত-অপরাধিগণ কখনও গুরু-ব্রুব বা জীবের পদদেশে তুলসী(?) স্থাপনের চেষ্টা দেখাইয়া নরকের পথে উপনীত হন, কখনও বা প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় অপ্রাকৃত তুলসীর পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে আশঙ্কায় সর্বক্ষণ কণ্ঠদেশে তুলসী ধারণ করিতে বিরত হন। কেহ কেহ বা অমেধ্যাদি গ্রহণ করিতেই হইবে, মিথ্যা কথা বলিতেই হইবে?—এইরূপ স্থির-নিশ্চয় হইয়া নিজ অপস্বার্থের বিনাশ এবং ভাবী অসুবিধার ভয়ে কণ্ঠে তুলসী ধারণ করিতে বিরত হন, কোন কোন জড়-প্রতিষ্ঠাকামী মহাপ্রভুকে বিকৃতভাবে অনুকরণ করিয়া লোক দেখাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তুলসী বৃক্ষ লইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন—তুলসীতে অপ্রাকৃত পূজ্য-বুদ্ধি না থাকায় তাঁহারা এক হস্তে তুলসী, আর এক হস্তে তাম্রকূট সেবনের যন্ত্র লইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন এবং তুলসীর সম্মুখেই ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে তাম্রকূট সেবনের আদর্শ দেখান—অপরের মস্তিষ্কে পদ-প্রদান করিয়া থাকেন ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহার্থ নানা কৌশলজাল বিস্তার করেন। এইরূপ তুলসীতে "শক্তি-ভক্তি" প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। এই সকল আচরণে বাহ্য বৈষ্ণবতার ছলনা থাকিলেও ইহা পারমার্থিক বৈষ্ণবের আচরণ নহে; পারমার্থিকের বিকৃত অনুসরণ ও স্মার্তের অনুবর্তিতা ইহাতে বর্তমান। কোন সময় এক স্মার্ত তুলসীকাষ্ঠের দ্বারা শ্রীহরির নৈবেদ্য রন্ধন করিতে দেখিয়া বৈষ্ণবগণকে অসদাচারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদসংহিতায় শ্রীহরির চন্দনতর্পণের জন্য তুলসী কাষ্ঠের দ্বারা নৈবেদ্য-রন্ধনের বিধি আছে—

"নৈবেদ্যং পচতে যস্তু তুলসী-কাষ্ঠ-বহ্নিনা।
মেরুতুল্যং ভবেদন্নং তদ্দত্তং কেশবায় হি ॥"

স্মার্তগণ প্রাকৃত-চিন্তা-স্রোতে পতিত বলিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের অন্তরের প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন না, তুলসী এবং বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি ও ভেদ-বুদ্ধি থাকা কালে যে ভগবান্ "তাঁহাদের তুলসীর" দ্বারা নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না, তাহা তাঁহারা মস্তিষ্কে ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, প্রাকৃত বুদ্ধি থাকুক, আর যাহাই থাকুক, তুলসী দিতে পারিলেই তাহা ভগবান গ্রহণ করেন। আর বৈষ্ণব তাঁহার চেতন-বুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে যে বস্তু নিবেদন করেন, বা যাহা বৈষ্ণবের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, তাহাতে যদি স্মার্তের দর্শনানুযায়ী "গাছ-তুলসী" না থাকে, তাহা হইলে উহা প্রসাদ মধ্যেই গণ্য নহে। মহাপ্রভু শ্রীধরের গৃহের বাহিরে ভক্তভাবে রক্ষিত লৌহপাত্রের জল পরম আদরে পান করিয়া ঐরূপ স্মার্তবাদ নিরাস করিয়াছেন—

"দারিদ্র্যের [illegible] এই পাত্র দিয়া জলপানে।
আস্তিক পিবার কাম্য, না দেখে নয়নে ॥
যে সে দ্রব্য সেবকের সব ভাবে খান।
নৈবেদ্যাদি বিধির অপেক্ষা নাহি চান।
অন্ন দেবা দাসেও না দিলে বলে খায়।
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের পুর ডাবকায় ॥
অবশেষে সেবকেরে করে আপনায়।
তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির শাক ॥"

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] পর বিদ্যাপীঠে [illegible] শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের [illegible] আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ [illegible] করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]াসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী[illegible]লাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক- পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের [illegible] ১১ , অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮্।

[illegible] নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। [illegible] কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ [illegible] না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ [illegible] এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

[illegible] দিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ [illegible] টিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান- নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিঙ্কালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত শনিবার আলবার্ট হলে কাশীমবাজার মহারাজের সভাপতিত্বে বৃন্দাবনের বানর-নির্ব্বাসনের এক প্রতিবাদ-সভা আহূত হইয়াছিল। তাহাতে ভট্টপল্লীর মঃ মঃ তর্করত্ন মহাশয়-প্রমুখ পণ্ডিত তথা খড়দহ শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের গোস্বামিগণ যোগ দিয়াছিলেন

বানর-নির্ব্বাসন-প্রতিবাদ-সভায় অনেক অধ্যাপকও বক্তা স্বরূপে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। টালাতেবাগান হইতে কতিপয় ব্যক্তি নির্ব্বাসন-প্রতিবাদ-সভায় বাধাদান করিয়াছিলেন। আলবার্টহলের প্রশস্ত গৃহটী কিন্তু পূর্ণ হয় নাই। নিষ্ঠুরতা নিবারণই এই প্রতিবাদ-সভার মূল-তাৎপর্য্য ছিল।

বানর-নির্ব্বাসন-প্রতিবাদ-সভায় শ্রীহট্টের পাল মহাশয়, খানাকুলের সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই নির্ব্বাসন-প্রতিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। গৌড়ীয়-মঠের গৌড়ীয়-গৌরবের আলোচনা-কালে সভাপতি সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের উক্তিতে বানর-নির্ব্বাসন-প্রতিবাদমূলে প্রস্তাবটীও উত্থাপিত হইয়াছিল।

কাশীমবাজারের মহারাজাও গৌড়ীয়-মঠের বক্তৃতা শ্রবণে যে প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও অসামান্য। তিনি পূর্ব্বদিবস ঐ আলবার্টহলে নির্ব্বাসন-প্রতিবাদ-সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই দিনের সভার সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবের অনুমোদনকারীদিগকেও বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

সভাপতি সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রস্তাবের ন্যূনাধিক অনুমোদন-মুখে গৌড়ীয়-মঠের আচার্য্য মহোদয় শ্রীবৃন্দাবনকে আদর্শ অহিংসা-ক্ষেত্র বলিয়া পরিচয় দেন। তথায় নিষ্ঠুরতার সাহায্যে যদি বানর নির্ব্বাসিত হয়, তৎপক্ষে হিন্দুগণের বিশেষতঃ অহিংসাপর বৈষ্ণবদিগের হিংসা-নীতির প্রশ্রয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

বৃন্দাবন মিউনিসিপ্যালিটী বানর-কুল-নির্ব্বাসনের পক্ষে জনমতের আবেদন একবর্ষ-কাল পূর্ব্বেই পাইয়া যাত্রিগণের ও অধিবাসিগণের ক্লেশ নিবারণের জন্য বানর-কুলের হস্ত হইতে নিরীহ মানবগণের কষ্ট উন্মোচনে সুসহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ কার্য্যে যদি হিংসাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ হিংসা হইতে নিবৃত্তিকল্পে হিন্দুজন-সাধারণের বিশেষ সহানুভূতি আছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য মহোদয় বলিলেন,—বানরগণকে ভোজন করাইবার জন্য যাত্রিগণ সাহায্য করিয়া থাকেন। সেই সাহায্য পূর্ণমাত্রায় বৃন্দাবনের বানরগণ না পাওয়ায় তাহারা নিরীহ অধিবাসী ও যাত্রিগণের উপর নানাপ্রকারে ক্লেশ দিয়া থাকে। যাত্রিগণের ক্লেশ নিবারণার্থ বানরগুলির হস্ত হইতে ভজনকারী অধিবাসিগণকে রক্ষা করা প্রত্যেক সামাজিকের প্রধান কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

শ্রীবৃন্দাবনে পশুহিংসা বহুদিন হইতেই নিবৃত্ত আছে। ক্যান্টনমেন্টের ফৌজগণ ও তাহাদের অধিনায়কগণ অনেক সময়ে হিংসাকার্য্যোপলক্ষে বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে আগমন করে। দেবীর সম্মুখে কোন কোন সময়ে সুন-মাংসের আবাহন হয়। মৎস্যাদি ও কসাইখানার কথাও মাঝে মাঝে প্রশ্রয় দিতে বৈষয়িকগণের চেষ্টা দেখা যায়। সম্প্রতি বানর-নির্ব্বাসনও এই শ্রেণীর হিংসার মধ্যে একটী।

বানর-নির্ব্বাসন হিংসা-পরিচয়ের অঙ্গ-ভূত হইলে তাহার প্রতিবাদ হওয়া বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং সরকার বাহাদুরের নিকট এই সকল কথা আবেদন-সূত্রে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা হইতেও প্রার্থনা পত্র প্রেরিত হওয়া সঙ্গত। পূর্ব্বে হিংসার প্রতিকূলে তাৎকালিক মোগলাদি রাজন্যবর্গ বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও বৃন্দাবনে গোবধাদি বর্ত্তমান রাজ-শাসনক্রমে নিরস্ত হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান আবেদনও সাফল্য মণ্ডিত হইবে সন্দেহ নাই।

ভাবিবার বিষয়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিতে চারি শ্রেণী লোককে বুঝায়। এই চারি-শ্রেণী [illegible] পরস্পরের সহিত ন্যূনাধিক পরিপূরক সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। আর মাত্রেই বৈষ্ণব। যাঁহাদের নিজ অস্তিত্বে ঐকান্তিক বিষ্ণুদাস্য ব্যতীত আর কিছু অভিমান থাকে, তাঁহারা নিত্য বিষ্ণুদাস হইলেও লোকে তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলে না। বৈষ্ণবের চারি শ্রেণী যথা—

১। ত্যক্তগৃহ পরমহংস আচার-প্রচার নিপুণ গোস্বামী বৈষ্ণবগণ।

২। গৃহস্থ আচরণকারী আচার্য্য গোস্বামিগণ।

৩। প্রকৃত ত্যক্তগৃহ গোস্বামিগণের নিষ্কপট গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ আচরণশীল শিষ্যগণ।

পরমার্থ-মত-বিরোধী স্মার্ত্তাচারে অবস্থিত গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ মিশ্র বৈষ্ণবগণ।

এতদ্ব্যতীত এই চারি সম্প্রদায়ের পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গোপনে অনাচার-রত বাহ্য-আচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আছেন। তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত বলা যায় না। তাঁহারা নিজ নিজ মনগড়া চৈতন্য-সেবকাভিমানী হইয়াও কর্ত্তাভজা আউল বাউল প্রভৃতি উপ বা অপ-সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণবের আশ্রিত জ্ঞান করেন না অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক আচার-নিষ্ঠ নহেন অর্থাৎ [illegible] অসৎ সম্প্রদায়ী, তাঁহারা যদি কোন নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য 'আমার গৌর' 'আমার চৈতন্য' প্রভৃতি বাক্যের অন্তর্গতের উপাসক হন এবং পরমার্থের বিরোধ করেন, তাঁহাদের সহিত সৎসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের কোন সহানুভূতি নাই। তাঁহারা যে চৈতন্যের স্মারক-রূপে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করেন, তাদৃশ ভাব অঘ-বকাদিতেও পাওয়া যায়। চৈতন্যের স্তাবক বলিয়া তাঁহারা নিজ-কামের পূরণের আশায় ব্রাহ্মণপদগামী বলিয়া নিষ্কপট চৈতন্যাশ্রিত জনগণের দ্বারা অভিহিত হন। উপরিকথিত ভক্তিপথে অবস্থিত চারিশ্রেণীর সম্প্রদায় তাঁহাদিগের প্রশংসা করেন, যেহেতু তাঁহারা উপাস্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশ্য বিরোধী নহেন। নির্দ্দিষ্ট জন্মস্থানের বিরোধিজন-গণ নিজ নিজ আন্তর্গণিক সাম্প্রদায়িক আচারের প্রতি উদাসীন না হন, ইহা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত।

গৃহস্থবৈষ্ণব, আচার্য্যবৈষ্ণব, ত্যক্তগৃহ-গোস্বামী, স্মার্ত্তাচারে অবস্থিত মিশ্র-বৈষ্ণবসম্প্রদায়, এই চারিপ্রকার ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের নিমিত্ত বিরোধ করিবার পরিবর্ত্তে পরস্পর একস্বার্থবিশিষ্ট অর্থাৎ বিভিন্ন আকারে ভগবৎসেবাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই চারিশ্রেণীর মধ্যে যদি কাহারও কিছু ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে তিনি তৎপরিচয়ে পরিচিত হইয়া মুখ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হন। তাদৃশ গৃহবিবাদ অনভিজ্ঞসমাজে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রসব করে। অসজ্জাতবস্তুর উপাসক-সম্প্রদায় অবান্তর উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত বস্তু বিপরীত বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া বাহির-ভিতরে বিভিন্নভাবে অবস্থিত হন অর্থাৎ কায় বাক্য ও মনের নিগূঢ় দুরভিসন্ধির সহিত সযত্নে পৃথগ্ভাব পোষণ করেন। সংকীর্ণতাকে যাঁহারা বহুমানন করেন, তাঁহারা অসৎ সম্প্রদায়ের চিত্তকে আদর্শ জ্ঞান করেন কিন্তু তাহাকে সুদর্শনে দর্শন না করিয়া মৎসরদর্শনে একরূপ কুভাবের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু সৎসম্প্রদায়ের দৃঢ়তা ও সত্যতা কখনই বিসংবাদিত হইতে পারে না। যাঁহারা এইসকল বিষয়ে জীবনব্যাপিনী আলোচনা না করেন, তাঁহারা পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট হইয়া সৎসম্প্রদায়ের নিন্দাকারী অসৎসম্প্রদায়ভুক্ত বাহ্যসমন্বয়বাদী। প্রাকৃত বস্তু যদিও অপ্রাকৃতের পুত্র, তথাপি সেই পুত্রটী ত্যাজ্য পুত্র। অপ্রাকৃতের অপ্রাকৃত সম্মান অপ্রাকৃত বংশের জন্য কর্ত্তপথ আবাহন করেন না। গৌড়দেশবাসী বঙ্গভাষাভিজ্ঞ সাধুসকল! আপনাদিগের গমনাগমন পথে বাধা দিবার জন্য কোটিকণ্টক আরোপিত আছে এবং থাকিবে। আপনারা ত্রিদণ্ডিপ্রভুর কবিতাটি আলোচনা করুন—

"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ। হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

আজ কিনা শ্রীচৈতন্যদেবের বান্ধব বন্ধুতায় সজ্জিত হইয়া চতুর্বিধ আন্তর্গণিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদাসগণের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য জড়বিদ্যা-নিপুণ কুবেরতুল্য ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন জনগণের সহায়তায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জনের উপকারিতার বিলোপ সাধন করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থান-নিরূপণরূপ বাহ্যাবরণে আমার দেশবাসিগণকে অধোক্ষজ সেবায় বঞ্চিত করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার্য্যবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রচিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছেন আজ শ্রীমদ্ভাগবতের বিকৃত ব্যাখ্যা মায়াবাদী ও ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তসমাজ বিষ্ণুভক্তের বাহ্য সজ্জায় আবৃত হইয়া আন্তর্গণিক বিবাদ উপস্থাপিত করিয়া মায়াবাদ ও বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তবাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের নিষ্কপট সম্প্রদায়, আপনারা কোটি কণ্টকে কণ্টকায়িত বৈষ্ণববিদ্বেষী সমাজ বৈষ্ণববিদ্বেষিণী বক্তৃতা গভীর দুর্ব্বলাভিমানের কখনও আদর করিবেন না। স্থিরচিত্তে যাহাতে সৎ-সম্প্রদায়ের কল্যাণ হয়, তজ্জন্য নিজ নিজ চেষ্টা নিয়োগ করুন। এত চেষ্টা আর কিছু নহে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ ও তাহাতে উদ্ধৃত উপদেশ-পালন। "লোকঐ

বৈদিকী [illegible] [illegible] ভগবৎসেবা [illegible] মজ্জতা। [illegible] অনিক [illegible] প্রভৃতি আত্মা [illegible] বিদ্যা [illegible] অধিকার [illegible] কর্ম্মফলভুক্ [illegible] ভাবে [illegible] পারে। তাহারা [illegible] আদর করেন না, [illegible] না হইয়া [illegible] জাগতিক ক্রিয়া [illegible] বৈদিক [illegible] প্রধান বলিয়া [illegible] সকল [illegible] সেবা করিবেন। [illegible] দাম্ভিক আত্মা [illegible] মধ্যে [illegible] ইন্ধন যোগাইয়া [illegible] হইলে তাঁহাদিগের [illegible] তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] কাদম্বা দয়া পান নাই।

অনেকগুলি শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি Direct জ্ঞান-লাভের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে যেমন তেমন করিয়া ভজনসেবা করিতেছি, ইহার জন্য একটি medium (গুরু) স্বীকারের প্রয়োজন কি? এইরূপ medium এর স্বীকার slave mentality র পরিচায়ক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদের বিচারধারায় ইহা আসে না যে এইরূপ slave mentality ই ঠিক ভক্তসেবা-বুদ্ধির উন্মেষক পরিবর্দ্ধক। Lord mentality তে সেবা বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যায় এবং এইরূপ মনোবৃত্তি-বিশিষ্ট লোকাভিমানীর কাছেও তাঁহার সম্ভ্রম ও নিষ্কপটতা মনের কৌটিল্যকে পরিবেষ্টিত হইয়া উঠার অপারকত্ব [illegible] ভাবিয়া বসে।

আমাদের পারমার্থিক অনুষ্ঠানের সিদ্ধি শ্রবণ-সাপেক্ষ। যদি জাগতিক কর্ম্মসমূহের সিদ্ধির জন্য শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে সেই অধোক্ষজ-সেবা-প্রেরক অনুষ্ঠানের সিদ্ধির জন্য কতখানি শ্রবণের প্রয়োজন হয় [illegible] এই শ্রবণকার্য্য বিরূপ অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট করিতে হইবে, তাহা সহজে অনুমেয়। এই 'শ্রবণের' প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি জনোঽয়-

মনুতিষ্ঠতি।

বিদুষঃ কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ যথা

নাবিদুষোভবেৎ॥

(ভাঃ ৬।[illegible])

মানুষ জানিয়া ও না জানিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা জানিয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, আর যাঁহারা না জানিয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না।

সাবিত্রী ব্র[illegible]

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এ, [illegible], টি)

"ওগো আমার কাপড়টা দাও —" এই বলিয়া জনৈক ভদ্রলোক স্নানান্তে তাঁহার স্ত্রীর নিকট একখানি শুষ্ক পরিধেয় বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। সে দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী—সাবিত্রীব্রতের দিন। স্ত্রীলোকটি সাবিত্রীব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি হস্ত মঙ্গলকার্য্যে নিরত এবং তিনি সমস্ত দিন মৌনী থাকিবেন। পাছে কথা বলিলে ব্রতভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় [illegible] একখানি চওড়া পাড়ের কাপড় [illegible] দিয়া পুনর্ব্বার [illegible] যুক্ত রহিলেন। স্বামী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওগো তোমার সাবিত্রীব্রতে কোন প্রয়োজন নাই তুমি সাবিত্রী নয় [illegible]।"

স্বামী-সেবা-কার্য্যের এইরূপ [illegible] [illegible] হয়, নানাবিধ [illegible] শ্রীরামচন্দ্র [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] এইরূপ কষ্টসাধ্য কর্ম্ম পালন [illegible] পরিণত হইতেছে। [illegible] এইরূপ কর্ম্ম আমাদিগকে [illegible] প্রভৃতি [illegible] ফল প্রদানের [illegible] কর্ম্ম সমূহের প্রাপ্য [illegible] শ্রদ্ধাদির গতি ঠিক রাখিয়া [illegible]।

স্বামী-সেবা-কার্য্য [illegible] অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক, [illegible] অনুযায়ী স্বামীর জীবন কার্য্য [illegible] হইলে উহাতে স্বামীর বিরক্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে। স্বামী কিম্বা তাঁহার কাছে অবগত আছেন, এমন কোন ব্যক্তির নিকট এইরূপ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও প্রণালী শ্রবণ না করিলে উহা বাহ্যাচারমাত্রে পর্য্যবসিত হয় হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

প্রচার প্রসঙ্গ

পুরুষোত্তম প্রচার-প্রসঙ্গে শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির

বিগত [illegible] জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় পরমহংস উৎকলাধিপতির সুযোগ্য মহান্ত [illegible] মহারাজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রামানুজ দাস মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত [illegible] সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। [illegible] শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তর শ্রীপুরুষোত্তম মঠের প্রচারক পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজের সহিত কিছুক্ষণ শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির-সংস্কারবিষয়েও অনেক আলোচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহান্ত মহারাজ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকদিগের বিদ্যাবত্তা, আচার্য্য বিষয়ের সর্ব্বোত্তমতা এবং তাঁহাদের আদর্শ চরিত্রের কথা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজের এবং আলালনাথ-সংস্কার-কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত পরমানন্দ [illegible] মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মহান্ত মহারাজ শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরের উত্তর দিকের [illegible] প্রাচীরটীর সম্পূর্ণ নির্ম্মাণের ব্যয় [illegible] স্বীকৃত হইয়া আপাততঃ ২০১ [illegible] একটাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পরে আর যাহা আবশ্যক হইবে, তাহাও তিনি দিবেন বলিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীআলোয়ারগণের মেবিত বিগ্রহ শ্রীআলবরনাথের উত্তর পার্শ্বের প্রাচীর নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়া আজ উত্তরপার্শ্বমঠের মহান্ত মহাশয় তাঁহার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। আরও তিনি এই আলালনাথের শ্রীমন্দির-সংস্কার-কার্য্যে দ্বারে দ্বারে গিয়া সাহায্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন একথা বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিয়াছেন। তাঁহার এই মহাপ্রাণতা সত্যই প্রশংসনীয়।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। প্রচার-কার্য্য প্রচারকগণের অসম জীবনের সমন্বয় [illegible] করিবার সুযোগ না জগতে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার উপায় নহে। প্রচার বিষয় প্রচারকগণের সাধন বা আচার। শ্রীচৈতন্যদেব হইতে শ্রীগুরুদাসগণ যে সুদৃশ্য সুদুর্ল্লভ বিষয়টী অবগত হইয়াছেন, সেই বিষয়টী কিছু জাগতিক সাধারণ বিষয়ের অন্যতম নহে বা বিশেষ কোন দেশগত বা ব্যক্তিগত বিষয় নহে। সে বিষয়টী জীবমাত্রেরই একমাত্র আরাধ্য বিষয় সুতরাং নিজে আরাধনা করিয়া বিশ্ববাসী প্রত্যেককেই সেই আরাধনায় নিযুক্ত করানই শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রকৃত আনুগত্য বা সেবা।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে ব্রজমণ্ডলবাসী [illegible] কৃষ্ণভক্ত মহামহোৎসব সমাপন করিয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মহোৎসব সেবার যোগদান করেন। তৎকালে সেবকগণকে সেবকগণ মেদিনীপুর, গঙ্গায়, ওয়ালটেয়ার, শ্রীকূর্ম্ম প্রভৃতি স্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মেদিনীপুরে লক্ষাপুরে অবস্থান করিয়া শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনগণের গৃহে গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গত ৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও গৌড়ীয় পত্রের অন্যতম সম্পাদক গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ প্রভু লক্ষাপুরে আগমন করিয়াছেন। স্বামিজী শ্রীযুক্ত হরিকৃষ্ণ দাস গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। সকলের একান্ত আগ্রহে তাঁহারা আরও কয়েক দিন ঐ স্থানে থাকিয়া শ্রীগৌর-প্রচারিত জীবাত্মার নিত্য ও একমাত্র ধর্ম্মের কথা প্রচার করিবেন।

ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ৬ই শ্রাবণ সোমবার কটক বক্সীবাজার দুর্গামণ্ডপে 'জীবে দয়া' সম্বন্ধে এক জ্ঞান-গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছেন। বহু উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ এবং মহিলাবৃন্দ স্বামিজীর মুখে অমন্দোদয়া দয়ার কথা শ্রবণ করিয়া মন্দোদয়া দয়ার চেষ্টা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বস্তু-স্বরূপ বিচারে ভুল হইলে দয়ার স্বরূপ বিচারেও ভ্রম উপস্থিত হয়। সুতরাং অচৈতন্য বস্তুকে বস্তুজ্ঞানাভিমানী জীবে দয়ার নামে যে সকল অনুষ্ঠান করিতেছেন, সে সকলই অচৈতন্য দেহমনকে উদ্দেশ করিতেছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত দয়ার বিচার করিলে চেতন জীবাত্মা নিত্য কালের অভাব মিটাইয়া স্বরূপে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকেই জীব-আরাধ্য দর্শনে নিত্যকাল তাঁহার এবং তদীয়ের সেবায় নিযুক্ত হইবেন।

চন্দ্রকোণা বাজারে ২রা শ্রাবণ তারিখে সন্ধ্যায় অরণ্য মহারাজের 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। আবার তৎপর দিবস ৩রা শ্রাবণ তারিখে সন্ধ্যাকালে উক্ত অরণ্য মহারাজের বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

নৈমিষারণ্য

পরমহংস মঠ

লক্ষ্ণৌ নিবাসী শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ গাঙ্গুলী মহাশয় সপরিবারে নৈমিষারণ্যস্থিত পরমহংস মঠের শ্রীগৌরবিনোদবিলাস জীউর নয়নমনোভিরাম অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শনার্থে পরমহংস মঠে দুইদিন অবস্থান করেন।

শ্রীমূর্ত্তির রূপ-লাবণ্য এবং মঠ-সেবক শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারীজীর নিষ্কপট সেবা-প্রবৃত্তি ও পরিচর্য্যার পারিপাট্য দর্শনে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া অন্তরের সহিত পরমহংস মঠের কৃপালেশ গৌরবিনোদবিলাসজীর নিকট প্রার্থনা করেন। তিনি মঙ্গল আরতি এবং সন্ধ্যা আরতি দর্শনে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারীজীর শুদ্ধভক্তিপূর্ণ অর্চ্চনের বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁহারা বাস্তবিক অমানী ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্রহ্মচারীজীকে দেখিয়া এ ও আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচার-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হন এবং সাধ্যানুসারে বিনোদবিলাসজীর সেবা করিয়া আত্মার নিত্যকল্যাণের জন্য সুকৃতি সঞ্চয় করিবার এরূপ সুযোগ অবহেলায় পরিত্যাগ করেন নাই।

খড়্গাপুরে প্রচার

গত ৮ই শ্রাবণ শনিবার খড়্গাপুর-নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মচারিবৃন্দ স্থানীয় দুর্গামন্দিরে এক বৃহতী সভার আয়োজন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীল তীর্থমহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীল ভারতী মহারাজ 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সাংসারিক বিষয়-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও সংসারনাশের কথা শ্রবণে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের অনেকেই যোগদান করিয়াছিলেন। দেব, মনুষ্য, তির্য্যক প্রভৃতি সকল জন্মে জড়-বিষয়-ভোগের সুযোগ সুবিধা থাকিলেও, মনুষ্য জীবনের বিশেষত্ব শ্রীভগবদ্ভজন। সেই ভগবদ্ভজন ভাগবত-সঙ্গেই ভাগ্যবান জীবের একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। আবার ভক্তসঙ্গলাভ জীবের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সুকৃতি-পুঞ্জের উপর নির্ভর করে। এহেন ভক্তানুগ সুকৃতি লাভের জন্য বুদ্ধিমান্ জনগণ নিরলস না হইলে মনুষ্য নামের সার্থকতা থাকে না। শ্রীচৈতন্যদেবের চেতন-কথা শ্রবণে সকলেই এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা প্রচারক-বৃন্দকে আরও কয়েক দিন তথায় রাখিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। বিতর্কময় দম্ভাবরহিত কলিযুগে কলিকলুষনাশিনী শ্রীহরিকথা-শ্রবণেচ্ছু-জনগণ নিশ্চয়ই মহৎ। আমরা শ্রীগৌরহরির চরণে শ্রোতৃবৃন্দের উত্তরোত্তর শ্রীগৌরভক্তি-বৃদ্ধির প্রার্থনা করি।

'সিমলা-প্রসঙ্গ'

(শ্রীযুক্ত কুলশেখর ব্রহ্মচারী)

একদিন দিল্লী 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ' কার্য্যালয়ে, অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি এ, মহোদয় বিশেষ কোন সেবানাপদেশে আমাকে অনতিবিলম্বে সিমলা যাইতে আদেশ করেন। ভারতের রাজধানী ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নূতন দিল্লীনগরীতে যে সমস্ত বড় বড় অফিস আছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশ কর্ম্মচারী পাঁচ মাস দিল্লীতে ও সাত মাস সিমলাতে অবস্থান করেন। গ্রীষ্মকালে দিল্লীতে অবস্থান করা বড়ই কষ্টকর বলিয়া সরকার বাহাদুর কর্ম্মচারী বাবুদের সুবিধার জন্য ঐ সময় প্রতি বৎসর প্রধান প্রধান অফিস সাময়িক ভাবে সিমলা শৈলে স্থানান্তরিত করিয়া থাকেন। আবার শীত পড়িলেই অফিস দিল্লীতে আনয়ন করেন। কারণ ঐ সময় সিমলা পাহাড় সমস্তই বরফে নিমজ্জিত থাকে। অফিসের বাবুদের মধ্যে অনেকেই দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়ের স্থায়ী মেম্বর। এবার তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে সিমলা যাইতে হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর প্রভুর উপস্থিত দিল্লীর মঠে বিশেষ কার্য্য থাকার দরুণ আমাকে একাই সিমলা যাইতে হইবে শুনিয়া বড়ই চিন্তাযুক্ত হইলাম, কারণ একে নূতন স্থান, তাহাতে আবার পার্ব্বত্য প্রদেশ, ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও পার্ব্বত্য প্রদেশে যাই নাই। অতএব তথাকার অবস্থা সম্বন্ধেও আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। তজ্জন্য আমার চিন্তার বিশেষ কারণ! সে যাহা হউক বৈষ্ণবের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু এদিকে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন বহু প্রকার সদসদ্‌বিচার করিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য-প্রদেশ-দর্শন-পিপাসু হইয়া তাহার হৃদয়-গহ্বরস্থিত লুক্কায়িত ভাবে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া চঞ্চল মনকে ক্ষণেকের তরে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছে। অবশ্য প্রায় পাকা পাটিকাজক-ভেতু সমস্ত বাধা বিপত্তি দূরে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে বুক বাঁধিলাম। অন্তর্যামী বৈষ্ণবঠাকুর আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসামুখে কহিলেন—তথাকার পর্ব্বতোপরি অবস্থিত স্নিগ্ধ সমীরণ হরেকরকমের বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, নানাজাতীয় পক্ষী, পাহাড়ী নদী চারিধারে পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত পর্ব্বতোপরি সুন্দর সিমলানগরী অবস্থিত। এই সমস্ত জাগতিক মনোরঞ্জনকর বিষয়ের দ্বারা আমার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া বড় কৌতূহল জন্মাইয়া দিলেন। কারণ মাদৃশ বিষয়-ভোগ-পিপাসাতুর অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধজীবকুলকে প্রথম মুখে হরিগুরু বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত করিতে হইলে কৃষ্ণভজন-চতুর বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে ঐ প্রকারে ভোগ দিয়া আপাতঃ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ভোগবস্তু দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া হরিগুরু বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত করেন।

বস্তুতঃ যদিও আমরা দৈবী মায়ার দুর্বিপাকে অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-হেতু নিরন্তর মায়ার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছি; তথাপি সর্ব্ব-জীব-দুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণব ঠাকুরগণ আমাদের প্রাণের দ্বারা, মনের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, বাক্যের দ্বারা সর্ব্বাত্মা দ্বারা উহাদের যে মূল পতি শ্রীকেশব, তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টান্বিত হয়েন কিন্তু আমাদের চঞ্চল মন চায় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগ-বাসনার দাসত্ব করিতে, আর পরদুঃখকাতর বৈষ্ণব ঠাকুরগণ ছলে বলে, কলে কৌশলে যে কোন উপায়ে হউক আমাদিগকে হরিসেবার দ্বারাই আমাদের আত্মার নিত্য-সুমঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। ইহাই জীবে দয়ার চরম আদর্শ স্বরূপ। হায়! হায়! মাদৃশ কুল-কল কুদ্র পাতক বদ্ধ জীবের প্রতি এহেন পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুরগণের কারুণ্য না অহৈতুকী কৃপাবারি অবিরত বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি ঐ অমন্দোদয় দয়ার বিষয় প্রকৃত উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ ভোগালয়ে ধাবিত হইতে কোন প্রকারে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

অতঃপর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম স্মরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী অফিস হইতে পুরাতন দিল্লী রেল ষ্টেশনে রওনা হইলাম। ষ্টেশনে আসিবার কালীন শ্বেত অশ্ব সংযুক্ত টাঙ্গা থাকায় মনে হইল যে, আমার ন্যায় দাস ক্ষুদ্র জনকে এবং তাহার ভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবকে মহতি আদরে নিচ্ছে।—এক শ্লোক অকস্মাৎ হৃদয়পথে উদিত হওয়ায় প্রকৃত আনন্দ অনুভূতি হইতে লাগিল। যাহা হউক পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদকে স্মরণ করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর ষ্টেশনে যাইয়া পৌঁছিলাম। এখানে উপস্থিত হইয়া টিকিট করিবার জন্য বুকিং অফিসে গিয়া জানিলাম যে, এখান হইতে সিমলার ভাড়া পাঁচ টাকা চারি আনা। তবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ উক্ত সিজনে সিমলার যাত্রীর পক্ষে সুবিধার জন্য চারি টাকা পাঁচ আনায় একটা কন্‌সেসন রেট করিয়াছেন। (ক্রমশঃ

শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের
মহোৎসব প্রসঙ্গ

ডাক্তার শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ;

কটক ২৬।৭।২

পাঠকগণ নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত তারের সংবাদে অবগত আছেন, বিগত ২১শে জুলাই কটক শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দমঠের দশাহব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবানিষ্ঠ যে সকল সজ্জন গ্রাহক এই সংক্ষিপ্ত সংবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া উক্ত দিবসের হরিকথা প্রসঙ্গের বিস্তৃত সংবাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেবাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিয়া নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের অনুষ্ঠিত বিষয়-সমূহ যথাযথ লিপিবদ্ধ করা মাদৃশ নরাধমের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে তাঁহারা কৃপা করিয়া যতটুকু শক্তি প্রদান করেন তদনুসারে লিখিতে চেষ্টা করিব।

প্রাতঃকালীন বিবরণ

উৎসবের শেষ দিবস অর্থাৎ সাধারণ মহোৎসব দিবস (৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৯) শেষ রাত্রি হইতে কটকবাসী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ মঙ্গলারাত্রিক দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমঠে আসিতে থাকেন এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পূজারি ব্রহ্মচারী মহোদয় আরাত্রিক আরম্ভ করিলে মৃদঙ্গ-করতাল শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য-যন্ত্রের ঐকতানের সহিত সহস্র সহস্র কণ্ঠ সুললিতস্বরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিনোদ রাধা বিনোদ প্রীত্যর্থে আরাত্রিক কীর্ত্তন করিতে থাকেন। জগতে এমন কেহ নাই, যিনি ঐ প্রকার দৃশ্য দর্শন করিয়াও হরিনামে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন। যদি কেহ থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার অদৃষ্ট আরাত্রিক কীর্ত্তন

মন্দ ... আর তাঁহারও

হয় ... পাইবার আর

... (ক্রমশঃ

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়াপীঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত ৫ম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপার্পণ নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।

।৵০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান— নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৬

তৃতীয় জন্ম

অনেকের নিকট 'তৃতীয় জন্ম' নূতন কথা হইলেও শাস্ত্রে ইহার প্রচুর প্রয়োগ আছে। ভার্গবীয় মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্মার্ত্তগণ অধ্যয়ন করিয়াছেন—"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥" উপনীত দ্বিজ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদীক্ষায় বেদ শ্রবণ (সম্বন্ধজ্ঞান) হইতে তৃতীয় জন্ম লাভ করেন। প্রথমে মাতাপিতা হইতে উৎপত্তি লাভপূর্ব্বক যথাবিধি সাবিত্র্য সংস্কার হইলে আচার্য্য পিতা ও গায়ত্রী মাতা হইতে জাত হওয়ায় দ্বিতীয় জন্ম। আর দ্বিজ দীক্ষিত অবস্থায় ভগবৎসেবায় অধিকার পাইলে, গুরু পিতা ও মন্ত্রদীক্ষা মাতা হইতে তৃতীয় জন্ম। এইরূপে অধিরোহ মার্গে প্রথমে শারীর জন্ম, দ্বিতীয় মানস ও তৃতীয় আনুষ্ঠানিক জন্ম এই ত্রিবিধ জন্ম পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ত্রিবিধ জন্মকে যথাক্রমে শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্ম বলিয়াছেন—"কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র্যযাজ্ঞিকৈঃ।" "ধিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাং" (১০।২৩—শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন "ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্র্যং দৈক্ষমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। শুক্রসম্বন্ধি জন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্র্যমুপনয়নেন। যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া"। বিশুদ্ধ মাতাপিতা জাত বলিতে "ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণ্যাং জাতঃ" ইহাই বুঝায়। ব্রহ্মা হইতে যিনি স্বীয় বংশপ্রণালী অবিচ্ছেদে দশসংস্কারকৃৎ পিতৃপুরুষগণের নির্দ্দেশ করিতে পারেন, আর বংশে কুত্রাপি অসবর্ণ বিবাহ হয় নাই বা প্রত্যেক গর্ভাধানকালে তদুপযোগী সংস্কার অব্যাহত হইয়া আসিতেছে, ইহাও নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তিনিই শৌক্র ব্রাহ্মণ। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" এই শ্রুতিবচন বা "গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্" এ স্মৃতিবচন-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিতে এইরূপ শৌক্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেবল যাঁহারা কয়েক পুরুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সন্তানবর্গকে লক্ষ্য করে না, অথবা যাঁহাদের কুলে অসবর্ণ বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল, অথবা যাঁহাদের বংশে একটী মাত্র গর্ভাধান বা অন্য সংস্কার অসিদ্ধ বা অসম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগকেও লক্ষ্য করে না। "কয়েক পুরুষ ব্রাহ্মণ" অর্থে যাহারা অন্তবর্ণোদ্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ও বেদানুগ শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে বৃদ্ধব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যেমন ক্ষত্রিয় গার্গের পুত্র শিনি হইতে গার্গ্য ব্রাহ্মণগণ, মধ্যম রাজা হইতে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণগণ, উর্ব্বশী-গর্ভজাত মিত্র-বরুণের মহর্ষি বশিষ্ঠ হইতে বাশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এরূপ অসংখ্য বংশ বিদ্যমান—তাঁহারা বিশুদ্ধ শৌক্র ব্রাহ্মণ না হইলেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের মূল ভিত্তি বৃদ্ধব্রাহ্মণতা যতদিন অটুট থাকিবে, ততদিন তাঁহাদের ব্রাহ্মণোচিত সম্মান অব্যাহত থাকিবে। যদি কোন শৌক্রব্রাহ্মণ বা বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের অধস্তনগণ ব্রাহ্মণের লক্ষণোপেত না হন, তবে তাঁহারা উভয়েই সমভাবে পতিত। মহাভারত বন-পর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, "ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু। দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ॥" এ সকল শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারে কলিকালে নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ শৌক্র ব্রাহ্মণ কাহারা ও কাহারা নহে, ইহার নির্ণয় নাই। সুতরাং অধিরোহবাদ-বিচারে যথার্থ দ্বিজ ও বিপ্রের পরিচয় একান্ত দুর্ল্লভ। কিন্তু যাহারা বেদানুগ আগমাশ্রয় করিয়া অবরোহ বা অবতার-মার্গে গুরু-পরম্পরাগত প্রণালীতে অধোক্ষজ-সেবাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আগমোক্ত উপায়ে সংস্কার-লাভের যে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন। কলিকালে তদ্ব্যতীত শুদ্ধত্বের আর কোন উপায় নাই। "অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥" সুতরাং সকল ব্রাহ্মণেরই এখন সাত্বত আগম, তন্ত্র বা পঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারেই ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, অন্যথা নহে; যেহেতু শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, কলিজাত ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ—শৌক্র-পারম্পর্য্যে বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না, অতএব তাঁহার অশুদ্ধ অবস্থায় শ্রৌতবিধি অনুসারে সাবিত্র্য সংস্কার হইতেই পারে না, তিনি দ্বিজই হইতে পারেন না, বিপ্র ত দূরের কথা। বেদানুগ সাত্বত আগম-পন্থায় অশুদ্ধ অবস্থাতেই দীক্ষাদ্বারা শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে। অন্য উপায়ে শুদ্ধির ব্যবস্থা হইতেই পারে না। যিনি যে কুলেই জাত হইয়া থাকুন না কেন, তথাকথিত ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন বা অবরকুলোৎপন্ন ব্যক্তিকে শুদ্ধ হইতে হইলে কলিতে প্রথমে বৈদিক পঞ্চরাত্রোক্ত বিধি অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্বের অধিকার সংগ্রহপূর্ব্বক সাবিত্র্য "সংস্কারের চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন, 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥' সুতরাং যথার্থ বৈদিক পঞ্চরাত্রোক্ত বিধিমতে বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ হইলে দ্বিজত্ব সাধিত হয় ও তখনই তদুচিত উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ নিত্যশুদ্ধ পরম হংস বর্ণাশ্রমাতীত ভক্ত—তাঁহাদিগকে আর নূতন করিয়া শুদ্ধ করিতে হয় না, সুতরাং তাঁহারা উপনয়নসংস্কার গ্রহণ নাও করিতে পারেন, তা' বলিয়া তাঁহাদের দ্বিজত্বের অভাব নাই। তাঁহারা ব্রাহ্মণের গুরু—ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের দাস। তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রাহ্মণাধম—এরূপ বলিলে বৈষ্ণবাচার্য্য বিপ্রবরকে শূদ্রবুদ্ধিকারীর ন্যায় অনন্ত নিরয়বাসই প্রাপ্যফল হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বে হংস বলিয়া এক বর্ণ ছিল, পরে গুণবৃত্তিবিচারে চতুর্ব্বর্ণবিধানে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে—পঞ্চমে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্ট হয় নাই। অবশ্য চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চতুর্ব্বর্ণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুধীগণ একথা ভাল করিয়া বিচার করিবেন। ঐ ভাবে চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তনের পর নিশ্চয়ভাবে পিতা হইতে পুত্রে বর্ণ সঞ্চারিত হইবারও প্রণালী স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইহারই নাম শৌক্রবর্ণ। কিন্তু শৌক্রপ্রণালীই, বর্ণ নির্ণয়ের একমাত্র পন্থা নহে—ইহা শাস্ত্রাদর্শী প্রত্যেকেই জানেন। তিনি অবশ্যই জানেন যে, ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে একাশী জন ব্রাহ্মণ, নয়জন ক্ষত্রিয় এবং নয়জন বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণপুত্র ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপুত্র ছিল, ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি, পুষ্করারুণী ব্রাহ্মণ হ'ন, অজমীঢ়রাজের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জাত হ'ন, আরও বহুশত উদাহরণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীশ্রীরামানুজ-আচার্য্যপ্রভুর গুরু শঠকোপ দাস শূদ্রকুলজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর বংশ, শ্রীল রঘুনন্দনবংশ, শ্রীঠাকুরাণীবংশ প্রভৃতিতে আজও দ্বিজসংস্কার অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই দীক্ষাবিধান-সিদ্ধ পারমার্থিক ব্রাহ্মণকে আস্তিক ব্যক্তি চিরদিন স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও ভাগবত সন্দর্ভ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কোটাকৃত্রিমে সদা কৃষ্ণসেবা-লোলা-পরাকাষ্ঠার নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য মনোভীষ্টের অন্যতম

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের
মহোৎসব প্রসঙ্গ

সাজ সজ্জা।

গত ২১শে জুলাই অপরাহ্ণে একটী মহতী সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহে সহরস্থ যুবকবৃন্দ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শ্রীমঠগৃহের কক্ষ এবং প্রাঙ্গণ নানাবর্ণ বিচিত্র বর্ণের কাগজ, দেবদারু পত্র এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার সুদৃশ্য বস্ত্রসমূহদ্বারা সুসজ্জিত করিতে থাকেন। মন্দিরের প্রবেশের দ্বারে একটী অতীব মনোরম তোরণ প্রস্তুত হয়, কদলী বৃক্ষ

— — — —

একটি প্রধান মনোভীষ্ট—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীশ্রীভাগবতসন্দর্ভের বঙ্গানুবাদ এবং তাৎপর্য্যসহ দুইটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করা। আমরা শুনিতে পাইলাম, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর রচিত শ্রীভাগবতসন্দর্ভের বঙ্গানুবাদকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সান্বয়ানুবাদও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীরূপপাদের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ভক্তিমহাবিজ্ঞানের অদ্বিতীয় ও অভিনব গ্রন্থ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তীরে যাইতে না পারিলে ভক্তির বিষয়ে লেশমাত্রও জ্ঞান হইতে পারে না। 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ'-গ্রন্থ-খানিও প্রয়োজন-বিচারের কৌস্তুভরত্ন। কোন মহাহৃদয় সুকৃতিশালী কি এই গ্রন্থদ্বয়ের অথবা যে কোন একটীর প্রকাশ-কার্য্যে আনুকূল্য বিধান করিয়া বিশ্ববৈষ্ণবের বিপুল কৃপারাশি বরিয়া লইতে পারেন না? চাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী অবাক্ষ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিরজামোহন দে মহাশয় আর একটী অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের বায়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারই আনুকূল্যে 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর টীকা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বঙ্গানুবাদ ও নবীন রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্ত পরিপুষ্টিত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার সহিত মুদ্রিত হইতেছে। আমরা শুনিতে পাইলাম, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের অপর, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদাস গোস্বামী প্রভুর বিরচিত বালবোধিনী টীকা, তথা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সারঙ্গরঙ্গদা টীকা ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ-সহিত পাণ্ডুলিপি প্রভুপাদের সম্পাদকতায় প্রস্তুত আছে। কৃষ্ণলীলানন্দী ভাগ্যবন্ত রূপানুগ বৈষ্ণবগণ ঐ গ্রন্থখানির আদর করিতে পারিবেন এবং গুরুবৈষ্ণবসেবোন্মুখ সাধারণেও সেই গ্রন্থ পাঠের যোগ্যতার সৌভাগ্য লাভের জন্য কোন প্রকার কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চরণে আর্ত্তি জানাইতে পারিবেন।

...[illegible] স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে, [illegible] উপাসনাদ্বারা এবং স্নানের লাভ-[illegible] বৈষ্ণব ধর্মের পতাকা [illegible] 'শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয়'-[illegible] একটি প্রবন্ধ [illegible] থাকে।

[illegible] পূজারী [illegible] মহোদয় [illegible] বৃন্দাবন [illegible] বর্ণনা [illegible] সকল [illegible] থাকে [illegible] [illegible] কর্ত্তৃক তাঁহা [illegible] [illegible] করে।

প্রসাদ প্রস্তুত

[illegible] মহামহোৎসবের [illegible] প্রস্তুত।

[illegible] আরম্ভ করিয়াছেন [illegible], [illegible], [illegible] মাষ, মিষ্টান্ন, [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীনাম প্রচার

[illegible] বাঙ্গালার [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible], [illegible] পুরী মহারাজ এবং [illegible] প্রভু [illegible] ব্রহ্মচারি-[illegible] বিভিন্ন স্থানে শ্রীনাম-প্রচারে [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] কীর্ত্তন করিতে-ছেন।

প্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী

[illegible] সময়ে [illegible] [illegible] এবং [illegible] হরিধ্বনি [illegible] সম্মান করিলেন। তৎপর [illegible] ইষ্টগোষ্ঠী হইতে লাগিল। এই প্রকারে রাত্রি [illegible]।

বিরাট সভা

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

[illegible] অধ্যাপক শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible] শুভাগমন [illegible] অভিভূত থাকিয়া [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] এবং ভক্তিভাবের অতিশয় মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার সাধুবাদ কীর্ত্তন করিতে [illegible] [illegible] করিলেন।

সভার কার্য্য

[illegible] শ্রীশ্রী [illegible] [illegible] [illegible] কার্য্য [illegible] [illegible] [illegible] হইতে থাকে। তৎপর [illegible] শ্রীনামকীর্ত্তন হয়। [illegible] [illegible] কীর্ত্তন সহযোগে [illegible] আদি [illegible] কার্য্য চলিতে থাকে।

[illegible] হইতেই বৃষ্টি হইতে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিপূর্ণ হইয়া যায়; [illegible] [illegible] অবশিষ্ট ছিল। [illegible] সভায় স্থান না পাইয়া সভার [illegible] দুইদিকে দাঁড়াইয়া [illegible] [illegible] প্রকাশ করিতে থাকেন। এই প্রকার জনতার মধ্যে শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] বর্ত্তমান [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অন্যতম শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধ ক্রমে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজজী বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জল [illegible] ওজস্বিনী ও আবেগময়ী ভাষায় সুদীর্ঘ-কাল বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভেই [illegible] [illegible]-বিনোদকুমার [illegible] ও [illegible] পর উপস্থিত ভদ্র-মহোদয়গণ ও ভদ্রমহোদয়াগণকে এত [illegible] হরিকথা শ্রবণের আগ্রহ দেখিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন [illegible] করেন, মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে, [illegible] দিনও দুর্দ্দিন নহে, [illegible] কি [illegible] ঝঞ্ঝা অশনি-[illegible] দিনও দুর্দ্দিন নহে, সেই দিনই [illegible] যে দিন আমাদের হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য না হয় এবং যে দিন আমাদের হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, সেই দিন [illegible] [illegible]। তৎপর তিনি সুপ্রাচীন [illegible] কটকের মাহাত্ম্য, বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার কটকনগরে নাম সচ্চিদানন্দ মঠ হইবার কারণ, এই মঠের উদ্দেশ্য, [illegible] প্রয়োজনীয়তা, মহাপ্রসাদ [illegible] ও তাহার মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ বিতরণের কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভগবান্ ও ভক্তের অবতারের কারণ, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও [illegible] প্রভৃতি বিষয়সমূহ অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করেন। তৎপর [illegible] মহারাজ [illegible] গম্ভীর-স্বরে [illegible] প্রদর্শন এবং মহাপ্রসাদ, [illegible], নাম ও বৈষ্ণবতত্ত্ব, [illegible] ভক্তগণের কর্ত্তব্য [illegible] বর্ণনমুখে একটী সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর সুপ্রসিদ্ধ গায়ক [illegible] [illegible] অধিকারী মহোদয় [illegible] [illegible] সুললিত স্বরে শ্রীনাম কীর্ত্তন করেন।

এই মহামহোৎসবদিবসে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও সম্মান একটি বিরাট ব্যাপার। [illegible] [illegible] লোকের সমা-[illegible] হইয়াছে যে, প্রাঙ্গণে আর স্থান হইতেছে না। তাই উৎসবের ভার-প্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের আদেশে সন্ধ্যারাত্রি-কের পর ভোগ সমাপনান্তে অভ্যাগত-বৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হইতে থাকিল। একদিকে [illegible] কীর্ত্তন ও [illegible] অপরদিকে মহাপ্রসাদ সম্মান; অথচ [illegible] কাহারই [illegible] অতি উত্তমভাবে সম্পন্ন হইতেছে। এই প্রকারে রাত্রি [illegible] পর্য্যন্ত চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়। [illegible] ভদ্রমণ্ডলী [illegible] [illegible] না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

[illegible] ১১টার পর সভার কার্য্য সমাপ্ত হইলে মহাপ্রসাদ বিতরণকারী, পরি-[illegible] এবং সম্মানকারী মহোদয়গণ "মহাপ্রসাদ [illegible] সকল [illegible] জয়" এই [illegible] [illegible] থাকিতে থাকেন। [illegible] উক্ত সময় মহাপ্রসাদের [illegible] [illegible] নানাবিধ পরমার্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিগ্‌দিগন্তে বিস্তার-[illegible] পুলক [illegible] পতনোন্মুখ [illegible] সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। বিবদ-মান যুগে বদ্ধ জীবের প্রতি [illegible] করুণা প্রকাশ করিয়া এই পুরাণার্ক জগতে উদিত হইয়াছেন। অতএব ইনি সর্ব্বসেব্য।

জগতে ত্রিবিধ লোক বর্ত্তমান—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী। মুক্তগণের ভাগবত কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কীর্ত্তন নাই, মুমুক্ষুগণের ভাগবত কীর্ত্তন ব্যতীত ভব রোগের হস্ত হইতে উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা নাই এবং বিষয় কথায় অনুরক্ত বিষয়িগণের ভাগ-বতকথা মুক্ত পান ছাড়া কর্ণরসায়ন-কথা কোথাও নাই, সুতরাং ভাগবত জীবমাত্রের আরাধ্য এবং আরাধনার বিষয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ভাগবত-পরমহংসগণেরই একমাত্র [illegible] সম্পুটে সুরক্ষিত নিধি। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত পন্থা অনুসরণে ভগবানের সেবা লাভ করিতে হইলে ভাগ-বতগণের চরণাশ্রয় করিতে হইবে। যাঁহারা ভক্ত ভাগবতের আশ্রয় ছাড়িয়া ভাগবত বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা দর্পের পরিশ্রমই সার হয়। কেননা ভক্তিদ্বারাই ভাগবত লভ্য হন, বুদ্ধি বা টীকা পাঠে লাভ করা যায় না।

সর্ব্বারাধ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ এবার ভাগবত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্য ভাগবতগণের আশ্রয়েই শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-সেবা লাভ হয়।

ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ বক্তা ও শ্রোতার ভগবৎসেবন। যে বক্তা অর্থাদি আকাঙ্ক্ষায় বা যে শ্রোতা পুণ্যাদি কামনায় ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে ভগবৎ সেবা পাইবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বে তাহা না হইয়া অপর কিছু লাভ হইয়া থাকে। সে লাভ পরমার্থ লাভ নহে, আত্মবঞ্চনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী এই কথাই জীব-গণের দ্বারে দ্বারে জানাইতেছেন। ভাগবত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া ভাগবতগণের আনুগত্যে যদি ভাগবত সেবা করেন, তবে তাঁহাদিগের ও শ্রোতৃবৃন্দের পরমমঙ্গল লাভ হয়। এজন্য জগদোদ্ধার-দয়া বিতরণকারী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জগতের লোকদিগকে বঞ্চক ও বঞ্চিতের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দেশে দেশে নগরে নগরে স্বীয় চরণাশ্রিত-গণকে প্রেরণ করিতেছেন।

গত ১৮ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার খড়্গপুর দুর্গামন্দিরে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বহু শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। এই স্থানে বহুবার ব্যব-সায়ী পাঠক আসিলেও স্থানীয় অধিবাসি-বৃন্দ এবার মধ্যে মধ্যে ব্যবসায়িগণের ব্যব-সায়বুদ্ধির কথা ভাল ভাবে বুঝিতে পারিয়া-

স্বদেশ হিতৈষিতা

(প্রাপ্ত)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষী মুনি ঋষিগণ-পরীক্ষিত শাস্ত্র সুবিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষিতা-লক্ষণ। প্রাচীন ঋষিগণ [illegible] নাই যে, মনুষ্য-জাতির স্বভাব অপবর্গগামী হইয়া স্বভাব-ধর্ম্মটী ক্রমশঃ সংলগ্ন হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়, ইহা কথাঞ্চ [illegible] কত মহৎ সন্তান হইলেই মহৎ হইবে এরূপ মৌরসী পাট্টার ব্যবস্থা কোথায়ও পাওয়া যায় না। জগৎকে ঐ প্রকার অন্ধ পরম্পরা-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে স্বভাবজ দৈব-বর্ণাশ্রম নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশের দুর্দ্দৈব-বশতঃ অনুরক্ত অপস্বার্থপর স্মার্ত্তদিগের কলে সেইসকল সর্ব্বমঙ্গল বস্তু কল্যাণ দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিপন্ন হইয়া অদৈব আসুরপ্রতিম বর্ণই প্রবল হইল।

শ্রৌতেরা দৈব বর্ণ স্বীকার করেন না, তাঁহারা কোনও আশ্রম ভুক্তই নহেন। অদৈবদিগের [illegible] আশ্রমও বিপন্ন। এই বিপন্ন আজ অবস্থাপিত [illegible] আক্রমণ করিয়াছে বলিয়াই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সেকরও [illegible] কোন প্রকারে [illegible]

[illegible] বিদেশগামি অধিষ্ঠিত আকারে বর্ণাশ্রম [illegible] উৎসাদন করিতে বসিয়াছে। ইহাতে দেশের অমঙ্গল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

ঋষি-বাক্য লঙ্ঘন দ্বারা কি প্রকারে স্বদেশ-হিতৈষিতা রক্ষা প্রাপ্ত হয়? কখনই নহে। যে ঋষিগণ আমাদিগের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ পূর্ব্বাপিতৃ আজীবন, তাঁহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া ঋষিলোক-স্মৃত মতবাদ দ্বারা অশাস্ত্রীয় বিধান প্রবর্ত্তনের চেষ্টা শুধুই মাৎস্যন্যায়ী ও পরমাত্মদ্রোহিতা। এই অনধিকারী বিপ্রগণিকে সুদূর দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসন করিবার জন্য ব্যবস্থা করাই বাস্তব পক্ষে স্বদেশানুরাগ।

কাঞ্চনেতে যদি সামান্য বা অধিক পরিমাণে মল মিশ্র হয়, তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ময়লা-মুক্ত করাই যেরূপ বুদ্ধিমানের পরিচয়, ময়লা দেখিয়া কাঞ্চনটী নিক্ষেপ করা যেমন নির্ব্বোধের কার্য্য, সেই প্রকার শাস্ত্র সুবিধিগুলি যদিও কাণ্ডজ্ঞান-বিহীন মূর্খ, পাষণ্ড মত-পুষ্ট জন-সংখ্যা দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া মলিন হইয়াছে, তাহা পুনঃ সুবিজ্ঞদিগের সংরক্ষণের দ্বারা প্রবর্ত্তন চেষ্টাই সুবুদ্ধিমানের পরিচয়। নচেৎ বর্ত্তমান জীবন অমঙ্গল-প্রসূ সন্দেহ নাই।

আমরা যদি, ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ, প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কীর্ত্তি সর্ব্বস্বরূপ সেই ভারত-ভূমিতে বর্ত্তমান [illegible] বাস করি, তাহা হইলে নবীন সমস্যা বলিয়া বাছিয়া আধিভৌতিক [illegible] নিকট সাংসারিক ও পারমার্থিক ব্যবস্থা শিক্ষায় মনোনিবেশ না করিয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিদিগের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা সকলকে নির্দ্দোষ করণ প্রচেষ্টায় আমরা পাইতে থাকিব। কেনই বা সেই সুপ্রাচীন সর্ব্বশক্তিক ধর্ম্ম অর্থ [illegible] সেকেলে বলিয়া নিক্ষেপ [illegible] সেই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব। ইহা অপেক্ষা স্বদেশ সাধনার মহৎ দেশ-ভক্তি মনীষীগণ কি বিশেষ?

ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল শুদ্ধ দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা। ইহা যাঁহার জন্ম মাত্রেই [illegible] আছেন, [illegible] বলাই বাহুল্য। এই দৈব বর্ণাশ্রম বর্ণ-প্রতিষ্ঠা কার্য্যে উদাসীন থাকিয়া নানা জনের নিকট হইতে [illegible] বাবস্থা দ্বারা [illegible] স্থান নাই। পৃথিবীর সকলের ভারতীয় নিয়ামক পুরুষাচার্য্যগণ দ্বারা পরিচালিত [illegible] সুমহা বলিয়া পরিচিত। সুতরাং ভারতের সুপ্রাচীন সেকরও দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংরক্ষণের চেষ্টাই প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা।

শুদ্ধ নিরপেক্ষ মত সংরক্ষণোপায়

(শ্রীযুক্ত বিনোদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

মহাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিদ্ধমত সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা পাঠ করিবার সৌভাগ্য পাইলেই, শুদ্ধ নিরপেক্ষ মত সংরক্ষণের আভাসমাত্র পাওয়া যায়। শ্রীল ঠাকুরের উপদেশ—"আপনার দেশে ঐ সকল দুষ্ট মত যদি থাকে, আপনি সেই সকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে খল ও বঞ্চক লোকের সহিত যদি মনোবিবাদ হয়, তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিবেন। মনুষ্য-দেহ দুর্ল্লভ, ইহার একদিনও যেন অপব্যয় না হয়। যদি আমার কথায় আপনার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে কলি-মিশ্রিত সহজিয়া বাউল প্রভৃতি মতসকল দূর করিয়া জীবের সকল ধর্ম্ম যে 'কৃষ্ণরতি' তাহার আশ্রয় করিবেন।"—

(সজ্জন তোষণী ৪র্থ খণ্ড ১১৮ পৃ)

আজকাল আমরা মহাপ্রভুর কেমন উদ্ভট ভক্ত সাজিয়া বসিয়াছি যে, এটাও হয় ওটাও হয়, এটীও ভাল, যে যাহা করে সবই ভাল বলিয়া চুপ চাপ থাকিয়া মনে মনে কোথা [illegible] থাকি; আর [illegible] পদ্মপুরাণ [illegible] মহাজনদের অপমান করি। সেই [illegible] আমাদের! নতুবা এরূপ দুর্দ্দিন উপস্থিত কেন হইবে? কখনও বা [illegible] মাতৃশ গর্ভ আশ্রয় [illegible] দিবার বন্দোবস্ত করি। [illegible] কিছু বলিব না সকল মতেই মিলিব, তুমিও চুপ আমিও চুপ আছে সকল মতের বাহাদুরী হইল, কেবল শুদ্ধভক্তগণের নিকট নহে।

বিদ্ধভক্ত শুদ্ধভক্ত-বিচারে আমার কোনো প্রয়োজন? আউল, বাউল, নেড়া, দরবেশ, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, [illegible] গৌরনাগরী, [illegible] কর্ত্তাভজা, [illegible] বাদী, [illegible] বাদী, [illegible] দলী, [illegible] বিরুদ্ধবাদী প্রভৃতি উপধর্ম্ম অপসম্প্রদায় [illegible] কাহাকেও ছোট বড় বলা [illegible] ব—বা— [illegible] চড়িবে। [illegible] কিন্তু হরি সুরক্ষা [illegible] দিব [illegible] অপসম্প্রদায়ের সেবা [illegible] ক্রোধ [illegible] প্রকৃত [illegible] দ্বারা ভেদন করিবার সুইচ্ছা পোষণ করিয়া সেইটী বৈষ্ণব [illegible] নানা স্থলে সভা সমিতির আবাহন দ্বারা [illegible] নিরপেক্ষতা নিলয় হয় তাহার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। এখন [illegible] সহজিয়া সম্বন্ধে কাহার কিছু [illegible] হইয়াছে, বুঝিতেই [illegible]

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] বিনোদ [illegible] কি প্রকার সংরক্ষক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা [illegible] কুসংস্কার পোষিত [illegible] কাটিয়া, ঐরূপ শাস্ত্র [illegible] ভাব একেবারে বিদূরিত হইয়া যাইবে।

অবশ্য সজ্জন-তোষণীর মহাবাক্যে সজ্জনেই তুষ্ট হইয়া থাকেন, অসজ্জন কখনও হইবেন [illegible] তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সজ্জনতোষণী ও অসজ্জনগণকে সজ্জন শিক্ষা-দানকল্পে আবির্ভূত। সুতরাং বিশ্ববাসী সকলেই সজ্জনতোষণী ও সজ্জনগণ ও শুদ্ধ নিরপেক্ষমত সংরক্ষণোপায় শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে অনুগ্রহ করিবেন।

স্ব—নিন্দা

[illegible] কুলে, ডুবিয়া মায়া-কূপে,
কেন জন্ম গেল অকারণে,
অসতে করিয়া সেবা, কাটাইনু নিশি দিবা,
কি জানি কি হবে শেষ জানে ॥ ১
[illegible] করিয়া প্রীত, হারাইনু সৎ নীত,
কেমনে হবে কল্যাণ আমার।
[illegible] দুঃখ, কহিতে ফাটয়ে বুক,
[illegible] আমি অতি দুরাচার ॥ ২
[illegible] লোকে,
[illegible] বলি ডাকে তাঁকে,
[illegible] মনের বেদন।
[illegible] সব দুঃখ দূরে তারা,
[illegible] করে দুঃখ বিমোচন ॥ ৩
[illegible] নিজ জন,
[illegible] বাঞ্ছা ভাবিয়া।
[illegible] এত বুঝি দায় ঠেকি,
[illegible] বলিয়া ॥ ৪
বুঝিয়া বুঝিনা ভাই, ভাল মন্দ বোধ নাই,
সদা থাকি কি ফন্দে পড়িয়া।
[illegible] কাল কাটাই,
[illegible] ॥ ৫
[illegible] কবে না অন্বেষণ,
[illegible] লাভ।
[illegible] না মরিনু।
[illegible] দুঃখ,
[illegible] ॥ ৬
[illegible] সেই ভবে কোন ছার,
[illegible] হইয়া।
[illegible] অর্পণকে
[illegible] ॥ ৭
[illegible] পদ্ম,
[illegible] ॥
[illegible] নিজে কৈল সর্ব্বনাশ,
[illegible] ॥ ৮

—শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আধিকারিক

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপাদিগদর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
... ও ফর্মিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /৬

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাগড়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড, জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগালি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই শ্রাবণ শনিবার—১৩৩৬

বর্ত্তমান জগতে বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারের মূলমহাপুরুষ নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশবিরহ-স্মৃতি বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে

বেদন-বীণা

(পণ্ডিত শ্রীকিশোরী মোহন দাসাধিকারী সাহিত্যভূষণ পুরাণরত্ন)

আজি এ বিরহ- বাসরে তোমারে
জানাইতে প্রণিপাত
হে ঠাকুর! আমি এসেছি বদিও
মায়া-শৃঙ্খলিত হাত।
দীর্ঘ শাসন- পিষ্ট হৃদয়ে
যা কিছু শ্রদ্ধা আছে
দিয়া উপহার চরণে তোমার
ফিরে যায় মায়া পাছে।

করুণা তোমার গিয়াছিল মোর
রুদ্ধ দুয়ার পাশে
অমৃতের খনি কল্পতরুফল
ওরে মূর্খ! নিয়ে যা' সে।
শুনাইয়া শত হিত উপদেশ
কত না সেধেছে মোরে
নেশার আবেশে তুলিনি তা কাণে
অর্গল দিয়াছি দোরে।

আজও সেই ধারা আসিছে নামিয়া
নিতি নিতি শিরে মম
গলিল না হায় ভিজিল না এই
হৃদয় পাষাণ সম।
আনমনা মোরে শুনাইছে ধীরে
কি যে জীবনের শ্রেয়ঃ।
কুণপ আমার ভাবিয়াছে সার
নরকই তাহার প্রেয়ঃ॥

সুখের পিয়াসে কত জনম
কত দেশে কত বেশে
মরীচিকা পাছে মরি যে ছুটিয়া
কভু কেঁদে কভু হেসে
ছুটিতে ছুটিতে ক্লেশ যত পাই
সাধ যায় তত বেড়ে
পুরীষের বাস খাড়ায় উল্লাস
পারি না যাইতে ছেড়ে।

দয়াল ঠাকুর এহেন পতিত
জীবের উদ্ধার লাগি
পরব্রহ্মপাশে মানব জনম
মা'গেছিলে পুনঃ মাগি
নিজকার্য্য নাহি জীবের দুঃখে
কেঁদেছিল তব প্রাণ
স্বয়ং আচরি (সাধ্য) সাধন তত্ত্ব
শিখায়েছ হে মহান।

বৈষ্ণবধর্ম্ম নিরূপণ করি'
নিত্য ও সাময়িক
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন কথা
চরম দার্শনিক।
বালক বৃদ্ধ স্ত্রীমূর্খের তরে
সহজবোধ্য ভাবে
লেখনী তোমার কুটাল আলোক
ভক্তের মহোল্লাসে।

কল্যাণকল্প- তরুর শীতল
ছায়ার আশ্রয় দিয়া
শরণাগতির সুমধুর গানে
আত্মারে সমর্পিয়া
নাম-চিন্তামণি সেবায় যাহাতে
অপরাধ নাহি হয়
সুকৃত জনেরে সাবধান হ'তে
শিখায়েছ দয়াময়।

শ্রীমন্মহা- প্রভুর শিক্ষা
জগতে প্রচার করি
দক্ষ হইল লেখনী তোমার
ধরাতলে অবতরি।
বৈকুণ্ঠ বারতা আনিল ভূলোকে
সজ্জন-তোষণী তব
শুদ্ধা ভক্তি- সিদ্ধান্ত বাণী
প্রচারিয়া নব নব।

শ্রীনামের হাটে শত জঞ্জাল
স্তূপীকৃত হ'ল ক্রমে
দৈত্য দানব সাধুবেশ ধরি'
উল্লাসভরে ভ্রমে।
তা' দেখি হুঙ্কারি' আসিলে ধাইয়া
দৃঢ় সম্মার্জ্জনী-করে
পিশাচের গণ বিবরে লুকা'ল
আবর্জ্জনা গেল স'রে।

অমৃতের খনি আনিলে বাহিরে
অমৃত-প্রবাহ রচি'
রসিকরঞ্জন সাজাইল গীতা
মণি-মাণিক্যে খচি'॥
নবদ্বীপধাম- মাহাত্ম্য জগতে
ধামের মহিমা গাহে
বরষে বরষে ধাম-পরিক্রমা
ভকত আনন্দে চাহে।

গৌর-জন্মভূমি অপ্রাকৃত ধাম
অজ্ঞেয় হীন চক্ষে।
শত শত বর্ষ রহে লুকাইয়া
অন্তর্দ্বীপের বক্ষে
জগতজনেরে করুণা করিয়া
তুমি আবিষ্কার করি,
দেখাইয়া দিলে সহস্র অকাট্য
যুক্তি প্রমাণ ধরি'।

আজি সেইধামে শ্রীচৈতন্য মঠে
গৌরসঙ্কীর্ত্তন-রোলে
মাতিল জগৎ ভকতের গণ
পড়িছে প্রেমেতে ঢ'লে।
নদীয়া-প্রকাশ নিত্যবার্ত্তাবহ
বৈকুণ্ঠের সত্য কথা
জগত জনের দ্বারে দ্বারে গিয়া
গাহে গৌর-গুণ-গাথা।

তব কৃপা-বলে গৌড়ীয় আজ
ভকতের শিরোমণি
সজ্জন-তোষণী কার্য্যনিষ্ঠ সহ
অশেষ কল্যাণ-খনি।
শুদ্ধভক্তি- প্রচারের মূল
হে মহাপুরুষবর
হেন শক্তি নাহি তব গুণ গাই
যদি নাহি কৃপা কর।

তব শক্তি লভি' শত শত জন
বিদ্যা কুল মান ভুলি'
শ্রীগুরুসেবায় সর্ব্বস্ব সঁপিছে
আত্ম-সুখ দিয়া বলি।
এসব দেখিয়া শুনিয়াও মম
শ্রীগুরুচরণে রতি
নাহি উপজিল পড়ি' মায়াঘোরে
শেষেতে কি হবে গতি!

ভাগবত তত্ত্ব

শাস্ত্রে আমরা দুই প্রকার ভাগবতের উল্লেখ দেখিতে পাই—

এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র॥

গ্রন্থ-ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। এই পুরাণরাজ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য এবং মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত।

আবির্ভাবের সূত্রপাত

শ্রীমদ্ বেদব্যাস বেদশাস্ত্রকে চারিভাগে বিভক্ত করিবার পর ইতিহাস-পুরাণাদি প্রণয়ন করেন। তিনি জীববৃন্দের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত মহাভারতাদি গ্রন্থে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি লাভের উপায় বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এবম্বিধ বিষয় সমূহের অনুষ্ঠানেও ব্যাসদেব নিজের চিত্ত প্রসন্ন হইবার পরিবর্ত্তে অবসাদগ্রস্ত হইতে লাগিল। বিষণ্ণচিত্তে স্বীয় কর্তকর্ম্মের বিষয় ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় শ্রীগুরুদেব দেবর্ষি নারদ তৎসমীপে উপস্থিত হন। ব্যাসদেব তাঁহাকে স্বীয় চিত্তের অবসাদ প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ কহিলেন—তুমি মনুষ্যের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের নিমিত্ত যেসকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছ, তাহাতে তোমার হরি-সেবা হয় নাই কারণ তোমার গ্রথিত ঐসকল শাস্ত্রে শুধু জীববৃন্দের স্ব স্ব দেহ সুখ-ভোগাদির উপায় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবার বা হৃষীকেশের হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) তোষণের কোনও কথা নাই। আত্মার প্রসন্নতা-লাভ হয় পরমাত্মার সেবায়; সুতরাং তুমি এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বর্ণন করিয়া হরিসেবার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবানের প্রীতি উৎপাদন কর, তাহাতে যাবতীয় বিষাদ আপনা হইতেই বিদূরিত এবং তোমার আত্মা প্রসন্ন হইবে। স্বীয় গুরুদেব কর্ত্তৃক এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন।

আম্নায় পারম্পর্য্য

কৃষ্ণের কৃপায় 'অহমেবাসমেবাগ্রে' প্রমুখ চতুঃশ্লোকী ভাগবত ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মা তচ্ছিষ্য নারদকে উহা উপদেশ করেন। নারদের কৃপায় ব্যাসদেব উহা অবগত হন এবং লোক-হিতার্থে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেন। এই প্রকারে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অধস্তন শাখায় আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীমদ্ভাগবত আগত হইয়াছেন।

'দেবী ভাগবত'

শ্রীধর স্বামীর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে মাৎসর্য্যপরায়ণ কোনও অবৈষ্ণব বিদ্বেষবশে দেবীভাগবত-নামে একখানা পুঁথি রচনা করিয়া উহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থলে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু সাত্বত-শাস্ত্রজ্ঞগণ এই কাল্পনিক তামস নবীনকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

যে পুরাণের প্রথমেই গায়ত্রীর ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে, সেই মহাপুরাণই শ্রীমদ্ভাগবত। এই জ্ঞান-প্রদীপ, পুরাণার্কে, বৃত্রবধ, হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা-সমন্বিত শুক-প্রোক্ত শাস্ত্র বলিয়া, পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও অন্যান্য সাত্বত পুরাণে উক্ত হইয়াছে।

বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত

বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া একটী টীকা ও একখানি

স্বচ্ছভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ আধুনিক পণ্ডিতম্মন্য কুতর্কপ্রিয় ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতকে বোপদেবাদি কবিগণের রচিত মনে করিয়া এই অমল পুরাণাংশের উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা নিতান্তই সত্য। কোটিকল্পেও তাহা করিলেও কেহই সত্যাপলাপ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। [illegible] বিদ্বেষমূলা চেষ্টাদ্বারা [illegible] পরিচয় প্রদান করে, [illegible] পরিণামে অনন্ত রৌরবে [illegible]

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাদ্ভগবান্

শ্রীমদ্ভাগবত আদিদেব, করুণানিদান, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ বাঙ্ময় অবতার, ইঁহার কৃপাতেই অপার সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্যানন্দধামে গমন করা যায়। এই ভাগবতের দ্বাদশটী স্কন্ধ দ্বাদশটী অঙ্গ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ—তাঁহার পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ—উরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ—নাভিদেশ, ষষ্ঠস্কন্ধ—বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধদ্বয় দুইটী বাহু, নবম স্কন্ধ—কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ—প্রফুল্ল মুখারবিন্দ, একাদশ স্কন্ধ—ললাট এবং দ্বাদশ স্কন্ধ—মস্তক। অলৌকিক মূর্ত্তিযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের এই তত্ত্ব আমরা শাস্ত্রপাঠে অবগত হইতে পারি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও কান্তি গ্রহণ পূর্ব্বক এই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়া এই পুরাণ বাক্যকে সাক্ষাদ্‌ব্রজেন্দ্র-নন্দন-রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

আবির্ভাবের কারণ

শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপা হইলে আমরা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিব যে, গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চগত-লীলা সম্বরণ করিলে তাঁহা হইতে অভিন্ন এই শ্রীমদ্ভাগবত কলিকালে অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবার নিমিত্ত পুরাণসূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন।

বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত সকল বেদশাস্ত্রের চূড়ামণি। বেদশাস্ত্রের তিনটী শাখা। একটী—কর্ম্ম, সসীম ও ক্ষণ-ভঙ্গুর কর্ম্মকাণ্ড শাখা, দ্বিতীয়টী জ্ঞানকাণ্ডরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানশাখা; ইহা পূর্ব্বোক্তটীর প্রতিযোগী এবং তৃতীয় শাখাটী ভগবৎপাদপদ্ম, বৈকুণ্ঠ ও নিত্যসেবাময়; ইহাতে ভোগ বা ত্যাগ বলিয়া কোন কথা নাই। এই শাখাদ্বয়ের প্রথম দুইটীর অবলম্বনে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রাধান্য-সংস্থাপক বহুবিধ গ্রন্থ [illegible] হইতে সম্প্রদায়[illegible] কৈতব-তম ভাগবতক্ষণ-সূর্য্য-রশ্মির প্রতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতা, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১৯শে শ্রাবণ ৪ঠা আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার আলবার্ট হলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম, এ, পি, এইচ, ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয় 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন। মহাশয় সবান্ধবে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দ লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

বিনীত,
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

নানা দিকে উদ্ভাসিত হয়। ঐ সকল মেঘের অপসারণ ও নিত্য-সত্য প্রকাশকের প্রচারবিস্তারার্থ শ্রীভগবান্ বেদের তৃতীয় শাখার বিগ্রহস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতরূপে জগতে অবতীর্ণ হন।

বেদ—কল্পবৃক্ষ, কারণ ইহা হইতে সকল প্রকার পুরুষার্থ পাওয়া যায়। এই কল্পবৃক্ষের অম্ল কষায়যুক্ত অপক্ব ফলই 'কর্ম্ম' ও 'জ্ঞান'; এবং ইহার একমাত্র সুস্বাদু, রসে ভরা সুপক্ব ফল শ্রীমদ্ভাগবত। এই সুপক্ব ফলটীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে খোসা আঁটি প্রভৃতি হেয়াংশ নাই। ইহা শুদ্ধ রসামৃত স্বরূপ। সুতরাং এই রসামৃত পানই প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য।

কামিকা একাদশী

পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর
কাব্যতীর্থ বি-এ)

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—আষাঢ়ের শুক্ল-পক্ষে দেবশয়নের ব্রতকথা পুরাণ প্রভৃতিতে বিস্তৃতভাবে শ্রুত হইয়াছি। হে গোবিন্দ! হে যাদব! এক্ষণে শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম ও পরিচয় কি? কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—হে রাজন্! পাপনাশক এই ব্রতের বিষয় পূর্ব্বে নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া পিতামহ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি উল্লেখ করিতেছি।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্ কমলাসন, শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে ঘটিত একাদশীর নাম, দেবতা, বিধান এবং পুণ্যাদি আপনার নিকট হইতে জানিতে অভিলাষ করি।

ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে নারদ! সর্ব্বলোকের মঙ্গল-হেতু তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রাবণের কৃষ্ণৈকাদশীর নাম—কামিকা; তাহার ফলশ্রুতি মাত্রে বাজপেয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ঐ দিনে যে ব্যক্তি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-যুক্ত শ্রীধরাখ্য শ্রীকেশবের পূজা ও ধ্যান করে, তাহার ফল শ্রবণ কর। তাদৃশ ফল গঙ্গায়, কাশীতে, নৈমিষে, পুষ্করে, কেদারে, বা কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগসময়েও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গোদাবরীতে বৃহস্পতির সিংহে অবস্থানকালে ব্যতিপাতে গণ্ডযোগে সমুদ্র ও অরণ্যাদির সহিত সমুদ্ধরার প্রদাতা শ্রীধরের পূজনের তুল্য ফল পাওয়া যায় না। নানা উপচার সহিত প্রসবোন্মুখী ধেনুর দান দ্বারা মানব যে পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কেবল কামিকা-ব্রতাচরণেই তাহা লব্ধ হয়।

যে নরোত্তম শ্রাবণে শ্রীধরের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার সর্ব্বদেব, গন্ধর্ব, উরগাদি সর্ব্বজীবের পূজা সমাপ্ত হয়। অতএব, পাপভীরু মানব মাত্রেরই সর্ব্বপ্রযত্নে কামিক দিবসে শ্রীহরির অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক। ইনি সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন, পাপসমাকুল মানবগণের উদ্ধারসাধনার্থ আগমন করিয়া থাকেন। এতদপেক্ষা পবিত্রা পাপনাশিনী তিথি আর কিছুই নাই। শ্রীহরি স্বীয়মুখে বলিয়াছেন যে অধ্যাত্মবিদ্যায় নিরতগণের প্রাপ্ত পুণ্য অপেক্ষা বহুগুণিত ফল কামিকা-ব্রতসেবন দ্বারা লব্ধ হয়। এই ব্রতকারী রাত্রিতে জাগরণ পালন করিবে, তাহাতে তাহাকে ভীষণ শমন, দুর্গতি, কুযোনি প্রভৃতি দর্শন করিতে হয় না। সকলেরই সংযতচিত্তে এই ব্রতপালন সম্পূর্ণরূপে বিহিত।

যে মানব তুলসীপত্র দ্বারা কেশবের পূজা বিধান করে, সে পদ্মপত্রস্থিত বারিবিন্দুবৎ কোন পাপে লিপ্ত হয় না। বিষ্ণু তুলসীদল দ্বারা সেবনে যেরূপ তুষ্ট হন, রত্ন, [illegible], বৈদূর্য্য ও প্রবালাদি দ্বারা অর্চ্চিত [illegible] তাদৃশ সন্তোষ লাভ করেন না; [illegible] অর্চ্চকের আজন্মসঞ্চিত দুষ্কৃতসমূহ সম্মার্জ্জিত হইয়া যায়।

যাঁহার দর্শনে নিখিল পাপসমূহ প্রশমিত হয়, স্পর্শনে শরীর পবিত্রীকৃত হয়, বন্দনে সমুদয় রোগ নিরস্ত হয়, স্নপন দ্বারা অন্তককেও ভয় প্রদর্শন করা যায়, যাঁহার রোপণ-হেতু ভগবান্ কৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হওয়া যায়, এবং তদীয় চরণে সমর্পিতা হইলে মোক্ষ ফল প্রদান করেন, সেই তুলসীকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীহরিবাসরে বিষ্ণুগৃহে দীপদাতার পুণ্যফলের সংখ্যা করিতে স্বয়ং চিত্রগুপ্তও অসমর্থ। একাদশী দিনে যাহার প্রদীপ কৃষ্ণাগ্রে প্রজ্বলিত হয়, তদীয় পিতৃগণ দেবলোকে অবস্থানপূর্ব্বক অমৃত পান করিয়া তৃপ্তি-লাভ করেন। ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ জ্বালাইয়া মানব শতকোটি প্রদীপ-বেষ্টিত হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করেন। এই কামিকাব্রত ব্রহ্ম-হত্যা, ভ্রূণহত্যাদি সর্ব্বপাতক-নাশক; স্বর্গে স্থানপ্রদাতা ও মহাপুণ্যফলের জনক। এমন কি, ইহার মাহাত্ম্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণে নরমাত্রেরই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি ও বিষ্ণুলোকে গমন হইয়া থাকে।

আর কেন ভাই ভ্রমে থাক

(পোণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা
হরিঃ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের উপরি উক্ত মহাবাক্যটী একমাত্র পালনীয়। কাহাকেও কাহাকেও বলিতে শোনা যায় যে "নদীয়া-প্রকাশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মুখপত্র অথচ উহাতে অপরের দোষ কেন দর্শান হয়, ইহা কি তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতার ফল, না নিজেকে অমানী জানিয়া অপর সকলকে মানদ জ্ঞান করার ফল?" কথাটী খুবই সুন্দর এবং ভাবিবার বিষয় বটে। বাস্তবিক যাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারকরূপে পরিচিত, এবং যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আচার ও প্রচার, তাঁহারা অপরের মনে কেন উদ্বেগ দেন? এ বিষয়ে বিচার করিতে যাইলে উক্ত মহাবাক্যের বক্তা স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত গোস্বামিবর্গের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করা উচিত। তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট সহিষ্ণুতা ও অমানিত্ব, গুণগুলির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, এমন কি, মার খেয়ে প্রেম দিতেও অণুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই; আবার তাঁহারাই মিছা ভক্ত ও ভক্তি-ভক্ত-দ্বেষিগণের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন।

ইহার কারণ কি? তাঁহারা কি আমাদের অপেক্ষাও হীনপ্রকৃতির লোক ছিলেন

যে একই অপরাধের জন্য একজনের উপর একরূপ ব্যবস্থা ও অপর জনের উপর অপর একরূপ ব্যবস্থা করিতেন? তাঁহারা যদি একরূপ পক্ষপাতিত্ব করিতেন, তাঁ'হলে তাঁহারা আজ জনসমাজে দয়ার সাগর,—কৃপাবতার ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন না। তাঁহারা দেখ জানিতেন,—কাহার উপর কিরূপ ব্যবস্থা ফলপ্রদ। বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিচারে কাহারও মনে উদ্বেগ দিতে নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কাহারও নিকট নিরপেক্ষ সত্যকথা বলিতে নাই বা অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে হয়—ইহাও নহে। আমাদের দর্শন ও বৈষ্ণবগণের দর্শন এক নহে। যেমন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যদি কোন সদবৈদ্যকে একটি রোগীর প্রতি অস্ত্রোপচার করিতে দেখিয়া ও অপররোগীকে নরম খাইবার অনুমতি করিতে দেখিয়া যদি বলে,—ডাক্তার বাবু বড় এক-চোকো, তা'হলে যেমন ভ্রমে পতিত হয়, আমরাও তদ্রূপ নিজের মাপা বুদ্ধি লইয়া যদি বৈষ্ণবগণের ক্রিয়া কলাপ বিচার করিতে যাই, তাহা হইলে ঐরূপই ভ্রান্ত হইব।

তাই বলি,—ভাই সব! আর ঐরূপ বাতিক হইতে, "নদীয়া-প্রকাশ কেন অপরের দোষ দর্শান?" এরূপ চীৎকার না করিয়া সেই নদীয়া-চান্দের সেবায় উন্মুখ হইবার নিমিত্ত নদীয়া-প্রকাশের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি লইয়া আসিলে বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে, নদীয়া-প্রকাশ কত নিরপেক্ষ, কত কৃপালু, কত মহৎ! দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—আপনাদের যদি কোন বন্ধু বিপথগামী হন বা কোন অসৎ সঙ্গ করেন আর আপনারা যদি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন, তাহা হইলে সেটি কি মন্দ কার্য্য? আশা করি, সকলেই একবাক্যে বলিবেন—না। নদীয়া-প্রকাশের প্রচার্য্য বিষয় আচার ও প্রচার। সেই সূত্রে যদি কোন অনাচারী ব্যক্তিকে প্রচারকের বেশে দেখেন, তাঁহাকে আচারবান্ হইয়া প্রচার করিবার জন্য এবং শ্রোতৃ-বর্গকে একমাত্র আচারবান্ ব্যক্তির নিকটেই যে ধর্ম্মকথা শুনিতে হইবে, তাহা উপলব্ধি করাইবার জন্য অনাচারী বা কপটী ব্যক্তিকে ধরাইয়া দেন এবং সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে সাবধান করেন ও বলেন আচারবিহীন প্রচারের কোন মূল্য নাই, কারণ মহাজনগণ বলিয়াছেন—"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥ আচার, প্রচার,—নামের করহে দুই কার্য্য॥" এগুলি কি মন্দ কথা?

তাই বলি,—আর কেন ভাই ভ্রমে থাক?

পরবিদ্যা-পীঠের উদ্দেশ্য

(পরবিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র লিখিত)

"বিদন্তি (বিদ্‌-ধাতু ক্যপ্) অনয়া" ইতি 'বিদ্যা'। বিদ্যা দ্বিবিধা—অর্থকরী এবং পরমার্থকরী অর্থাৎ নামান্তরে অপরা এবং পরা নামে অভিহিতা। যে বিদ্যা চর্চ্চা করিলে সাংসারিক স্বর্থ, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভোগাগ্নির ইন্ধন সুষ্ঠুভাবে সংগৃহীত হয় ও নরকের রাস্তা খুলিয়া যায়, তাহাকে 'অপরাবিদ্যা' বা 'অর্থকরী বিদ্যা' কহে। উক্ত বিদ্যা অঘটন ঘটন-পটিয়সী কুহকিনী মায়া দেবীর নিগড় বন্ধনে অবোধ জীবগণকে বিজড়িত করিয়া তাহাদের সর্ব্বানর্থের কারণ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, জাগতিক-শিক্ষায় যে যত সমুন্নত, পারমার্থিক সে তত অনভিজ্ঞ। এই অপরাবিদ্যা মায়া-মুগ্ধ জীবের হৃদয়ে নাস্তিকবাদ ও সন্দেহবাদ-পোষণে ব্যস্ত থাকে। সে তখন সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ বিষ্ণুর পরমপদকে অস্বীকার করে অথবা বাহিরে আস্তিক্যতার ভাণ দেখাইলেও ভিতরে-ভিতরে উক্ত মতবাদ পোষণ করে। অপরাবিদ্যার আশ্রিত হইয়া পণ্ডিতাভিমানিগণ ভোক্তৃ অভিমানে প্রমত্ত হইয়া সেব্য চেতন-জগৎকে ভোগ্য-দৃষ্টিতে দর্শন করেন এবং নিজকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বিদ্বান বা অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু অবিদ্যা বা অপরাবিদ্যার কি মহিমা! অত বড় পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়াও কেবল ভারবাহী হওয়ায় তাঁহারা স্থূল জড় দেহে আত্মাভিমানে ও সূক্ষ্মদেহে আত্মাভিমানে অভিমানী হইয়া চিরতরে নরকের পথে ধাবিত হন অর্থাৎ স্থূল দেহকে 'আমি' বুদ্ধি ও মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহকেই 'আমি' বুদ্ধি করিয়া আপনাদিগকে বিবিধ অনিত্য জাগতিক উপাধিতে বিভূষিত করিয়া ও বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা স্বয়ংই জগতের বিদ্যার এক মাত্র ভোক্তা, সমস্ত জগৎই তাঁহাদের ভোগ্য'—এই বিচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা নিজেদের শুদ্ধ স্বরূপ চিনিতে পারেন না। ফলতঃ এই অভাবের রাজ্যে ভাব, দুঃখের রাজ্যে সুখ, অশান্তির স্থানে শান্তি, নরকে স্বর্গ, কারাবাসে রাজভোগ প্রভৃতির আশা আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা বা বাসনাই আজ-কাল কার অপরা-বিদ্যাশিক্ষার চরম উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই পরবিদ্যা-পীঠ আজ ভব-রোগাক্রান্ত জীবকুলকে কি মহতী শিক্ষা-প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা একবার বুদ্ধিমান পাঠক জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়া দর্শন করুন। যাহারা নরকের দিকে অপ্রতিহতগতিতে ধাবমান, পরবিদ্যাপীঠ আজ তাহাদিগকে গোলোক-বৈকুণ্ঠ-ধামে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। যে বিদ্যার অনুশীলন করিলে একমাত্র বাস্তব বস্তু শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণের শুদ্ধ সেবা বা তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়, তাহাই যথার্থ 'পরবিদ্যা'—'সদ্‌-জ্ঞানে' শাস্ত্রের দ্বারা উহাই সার্থক হয়। যে বিদ্যার আলোচনায় সর্ব্বানর্থ বিদূরিত হইয়া অনন্ত কালের কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত ভব-রোগ বিনষ্ট হয় এবং যাহার অভ্যাস ফলে দেহে 'আমি' ও মন, বুদ্ধি অহঙ্কারে 'আমি' বুদ্ধি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া জীবের স্ব-স্বরূপ-লাভ এবং কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের সেবানন্দ লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে নিত্য অনুশীলনীয়া।

জড় জগতে যে পঞ্চরস, তাহা চিজ্জগতের শুদ্ধ নির্ম্মল রসেরই বিকৃত প্রাকৃত প্রতিফলন। অপরবিদ্যা ঈশবিমুখ জীবকে অবদ্ধ মুগিত বিকৃত প্রতিফলিত প্রাকৃত রস আস্বাদন করাইতে ব্যস্ত, কিন্তু পরবিদ্যা সত্য-সত্য বাস্তব রস-পঞ্চকের উদ্দেশ্য বুদ্ধির সঞ্চারিণী অর্থাৎ চিজ্জগতে শুদ্ধ জীবাত্মা সেবকাভিমানে শুদ্ধ পঞ্চ রসের সেবাস্বাদন করে এবং স্বীয় উপাস্য বাস্তব রস-গত জ্ঞেয়ানুসারে সিদ্ধ ভজন-ক্রিয়ায় প্রমত্ত থাকিয়া সেবানন্দে মগ্ন থাকে। অতএব যে বিদ্যার অনুশীলন-ফলে নিজের জড় ভোক্তৃত্বাভিমানের পরিবর্ত্তে সেবকাভিমান প্রবল হয় এবং 'অখিল জগতে এক মাত্র সেবক, পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব সমস্ত ভগবৎ প্রকাশ বস্তুই আমার সেব্য, এইরূপ অনুভূতি লাভ হয় এবং তদনুসারে সত্য ধর্ম্মের আচার-প্রচারে নিযুক্ত হওয়া যায়, তাহাই বস্তুতঃ 'পর বিদ্যা'।

আজ সমগ্রবিশ্বের আনন্দের সীমা নাই; কেননা এই পরবিদ্যা-পীঠ প্রতিষ্ঠাতা অভিনন্তা শ্রীল প্রভুপাদ আজ নরক-যাত্রীদিগকে চিন্ময় গোলোক বৃন্দাবনে টানিয়া আনিতেছেন। অন্যান্য সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও আমাদের পরবিদ্যাপীঠ ইহাদের মধ্যে স্বর্গ নরক বা আকাশ পাতালের প্রভেদ বর্ত্তমান। এই পরবিদ্যার্থী গণের নানাবিধ অনুষ্ঠান—তর্কাতীত মানব বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারা নানা উপায়ে আজ ভোগ বা কাম-বিকার-গ্রস্ত রোগীদিগের শুশ্রূষায় ব্যস্ত। বৈকুণ্ঠমায়াতীত বলিয়া তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ অনুষ্ঠানসমূহ প্রাকৃত স্থানে অনেকের কাছেই দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য, সেজন্য অনেক সময় 'উল্টা' বোধ হয়। মঠবাসী সকলেই উক্ত মহাপুরুষের আনুগত্যে পরবিদ্যা-বধূ-জীবন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনবাণীর সেবায় অহর্নিশ যাপন করিতেছেন এবং সেই জন্য পরবিদ্যার্থী-দিগকেও বিবিধ কৃষ্ণসেবানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়া উক্ত বিদ্যায় উত্তীর্ণ লাভ করাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছেন। পরবিদ্যা বধূ ... ... শুনি, তজ্জন্য সর্ব্বদাই আমাদিগকে ... চিন্ময়ী সেবায় নিযুক্ত করিতে যত্নবতী। ... যেন আমরা কখনই 'তুচ্ছ' বোধ ... ভ্রাতৃগণ, পরবিদ্যা-বধূর দয়া আপনারা একবার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন। যদিও প্রাকৃত বুদ্ধির বলে ইহা অনুভবযোগ্য নয়, তথাপি নিরপেক্ষ ভাবে দেখুন, পরবিদ্যা-পীঠ আজ সমগ্র-বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছেন। সকলেই নিষ্কপটে ইহার অনুগত্য স্বীকার করুন! তাহা হইলেই সমস্ত অভীষ্ট পূরণে সুবিধা হইয়া যাইবে। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা একবার স্থির হও, চিদানন্দময় ভক্তের শ্রীমুখে পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ কর, শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্য ভক্তিপথে অবলম্বন কর এবং নিষ্কপটভাবে হরি গুরু বৈষ্ণবের সেবায় রত হও, তবেই বিদ্যাভ্যাসের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে এবং পরবিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নিজের ঈশ্বর সাধনে সিদ্ধিলাভ করিবে।

প্রচার প্রসঙ্গ

উত্তর পশ্চিম ভারতে শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠের সেবা-প্রচেষ্টা।—সুদূর উত্তর-পশ্চিম-ভারতে পাঞ্জাব-প্রদেশস্থিত শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ নৃসিংহ দাস ব্রজবাসী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী মহোদয় দ্বয় বিগত দুই মাস ধরিয়া উত্তর-পশ্চিম-ভারতে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে শ্রীধাম-মায়াপুর-স্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের আচরণীয় ও প্রচার্য্য ভগবদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

তদুপলক্ষে তাঁহারা আম্বালা, কর্ণাল, সাহারানপুর, রুড়কী, দেরাদুন ও মসুরী পাহাড় প্রভৃতি স্থানে সাধারণ সভায় হিন্দি ও উর্দু ভাষায় বক্তৃতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আবাস-ভবনে পাঠ-কীর্ত্তন-মুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

বহু সুকৃতিমান ব্যক্তি ইহাঁদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ভক্তি বৈষ্ণবের নিরপেক্ষ অবগত হইয়া এবং বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্য মঠ ও তাঁহার শাখা মঠগুলির ভগবদ্ভক্তিপ্রচারে অহৈতুক উদ্যমের বিষয় জ্ঞাত হইয়া বিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। অনেকে আগ্রহ-সহকারে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থাবলী ও সাপ্তাহিক গৌড়ীয় প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রিকার গ্রাহক হইতেছেন।

আবার অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধান প্রদেশে ভগবদ্ভক্তি প্রচার-কেন্দ্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের সেবাকার্য্যে আনুকূল্য করিয়া কৃষ্ণভক্তি-বিস্তারের জন্য আন্তরিক আগ্রহ জ্ঞাপন করিতেছেন এবং বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারসঙ্ঘের আচার্য্য দেবের চরণে তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণিপাত জানাইতেছেন।

এতৎ প্রসঙ্গে মহারাজা বাহাদুর অব্ নাভা, মহারাজা অব্ আমাউন, কুমার বাহাদুর অব্ কাশীপুর, মহারাজ অব্ টেহরী, মহারাণী অব্ নাভ-সিমলা, সেক্রেটারী, বিড়লা ব্রাদার্স এবং রেলওয়ে অফিসার ডাঃ রায় প্রভৃতি মহানুভবগণের সহানুভূতি ও সেবা-সহায়তা প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত শান্তিমোহন সরকার ও শ্রীযুক্ত প্রাণহরণ বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়ের শুদ্ধ হরিকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা এবং শুদ্ধভক্তগণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের বিষয় অবগত হইয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ. শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগোড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস অবতার
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপাদিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৮/০ । ৶০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১ শ্রীচৈতন্য মঠ,— শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২ শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩ শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরানিবাস"
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে শ্রাবণ সোমবার—১৩৩৬

সাময়িকী

স্বদেশপ্রীতি জাতীয় ধর্ম্মের অপরিহার্য্য বৃত্তি। সেজন্য স্বদেশের লোক ভাল হোক্ মন্দ হোক্, তা দেখ্‌বার আবশ্যক নাই। তাঁরা সত্যবাদী হোক্, মিথ্যাবাদী হোক্, তা দেখ্‌বার আবশ্যক নাই। তাঁরা পাপী হোক, পুণ্যবান হোক, তা দেখবার আবশ্যক নাই। পণ্ডিত হোক্, মূর্খ হোক্, তা দেখবার দরকার নাই। কাণা হোক্ খোঁড়া হোক্, তাতে কিছু আসে যায় না। স্বদেশের কাণাকে আমি পথ-জানা বল্‌বো; খোঁড়াকে আমি ঘোড়ার ন্যায় দৌড়িতে পারে বল্‌বো আর মূর্খকে আমি পণ্ডিত বল্‌বো!

'স্বদেশের লোকে প্রীতি না থাক্‌লে, স্বদেশের লোকের দোষ না ঢাক্‌তে শিখ্‌লে তাঁরা আমাকে স্বদেশপ্রীতি-বঞ্চিত বোল্‌বে। আমি একা ভাল লোক হতে চাই না। আমার দেশের লোককে নিয়ে ভাল লোক হোতে চাই। বি, কে, নাড়ির্ভীকে তাঁর কায দেখে' তাঁর দেশের লোক ভাল না বল্‌তে পারে কিন্তু শিলেট্ জেলার লোক যে কোন অন্যায় করুক না, সেই অন্যায়কেই শ্রীহট্টবাসী আমি পোষণ করবো, যাঁহারা এরূপ বলেন, সত্যপ্রিয় সমাজ তাঁহাদের কথার অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত ন'ন।

'সত্যি আমি চাই না; স্বদেশবাসীর প্রতি অবৈধ প্রীতির ঝোঁকে আমি ক্যাকড়ামেঠো দলে ঢুক্‌বো। ক্যাকড়ামেঠোদলের নেতা আমার দেশের লোক, সুতরাং তার কথা ঠিক হোক না হোক্, তা তো আমি দেখ্‌বো না। সে সত্য কথা বলুক আর না বলুক, ভুল বলুক, বা বিশুদ্ধ বলুক, তা আমি দেখবো না। সে ঠিক কথা-ওয়ালা কিনা, তা আমি দেখ্‌বো না। কেননা, সে যে আমার দেশের লোক! কিন্তু গায়ের জোরে এরূপ বল্‌তে যাওয়া ঠিক নয়।

সত্যের আদর নিরবধিই আছে ও থাকবে ... লোককে নিজের মত মনে করলে লোকে ভাল বল্‌বে না। ভাল লোকের নিজের লোকেরা ভাল। সত্যবাদী কখনও মিথ্যাবাদীকে নিজের লোক বলেন না। সত্যবাদীর দেশে সত্যবাদীরা থাকে, সেখানে মিথ্যার পান্তা নাই অথবা স্বদেশপ্রীতিতে আদর করে' গিয়ে মিথ্যা কথার আদর কর্ত্তে হবে না, অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে হবে না, এরূপ বিচার করবারও লোকের অভাব নাই। সত্যপ্রিয়জনগণ বলেন,—শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরজন্মভিটাই সত্য। স্বদেশপ্রীতির অনুকরণে মিথ্যাপ্রিয়গণ সত্য চাপা দিয়া ক্যাকড়ার মাঠে শ্রীমায়াপুর লইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে অনুমোদন করিতে নাই,—ইহাই সজ্জনগণের ধারণা।

টাকার লোভে, জমির দর বাড়িবে লোভে, জেদ বজায় রাখিবার জন্য সত্য নষ্ট করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য নহে। চামারের দোকানে কামারের জিনিস পাওয়া যায় না। সাধুর অনুকরণ মর্কটই করে। শ্রীরূপ-সনাতন-ভক্তিবিনোদের অনুকরণে ক্যাকড়ামেঠোগণ দাগ খুঁজিতে গেলে তাহাদেরও নির্ব্বাসন-দণ্ড হইবে। সাগরের মৎস্যগণ কথা উল্টাইতে একটুও পেচ্ পাও হয় না। তাহারা নিজের সুবিধার দিকেই ঝুল টানে। আজকাল বৃন্দাবনে বানর-নির্ব্বাসন আরম্ভ হইয়াছে।

কে জানিত, বানরের প্রতি হঠাৎ এরূপ বিধির কোপ দণ্ডাকারে পরিণত হইবে। বানরগণ বৃন্দাবনে যথেচ্ছাচার করিয়া নিরীহ যাত্রী ও অধিবাসীগণের প্রতি কি না অত্যাচার করিত! আজ ধর্ম্মের টনক নড়িয়াছে, তাহাদের নির্ব্বাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপ যেদিন বিধির ললাট-লিপি ক্যাকড়ামেঠোদলের উপর কার্য্যে নিণত হইবে, সে দিন তাহারা জানিতে পারিবে যে, ভাণ করিয়া গায়ের জোরে গ্রামের নাম উল্টাইয়া দিতে গেলে কি ফল হয়। তাহাদের মিথ্যাকথা দ্বারা অবৈধ অত্যাচার করিবার ফলে তাহাদের মূর্খতা ধরা পড়িয়া গেলে তাহারাও এরূপ নবদ্বীপ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে।

বানরগণ নির্ব্বাসিত হইতেছে, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি কি, অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। নির্ব্বাসন হইলে তাদৃশ ক্ষতি না হইলেও তাহারা মানব-ভোগের উপাদান স্বরূপে আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহাদের বিদেশে জীবন পর্য্যন্ত হারাইতে হইবে,—ইহাই অনেকের অনুমান! কেবল প্রাণরক্ত-দান-মাত্র নহে, ক্লেশের সহিত বিদেশে নিষ্ঠুরতা-মুখে প্রাণ দিতে হইলে তাহাদের বৃন্দাবনবাসের পরিবর্ত্তে আত্মপশুদেহের বলিদান হইয়া পড়িবে।

যাহারা বৃন্দাবনে বাস করিয়া কপটতা-মুখে যথেচ্ছাচার করে, তাহারা মর্কটকুলের ন্যায় বিধির কঠিন হস্ত হইতে দণ্ড লাভ করে। যে-জন্য বৃন্দাবনবাস, তাহার পরিবর্ত্তে নামাপরাধের ফল জন্ম-জন্মান্তরের লাভ করিতে হয়। শ্রীগৌরধাম-বিপর্য্যয়-মানসে যাহারা অবৈধ চেষ্টা করিয়া যথেচ্ছাচার মুখে বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয় করে, একনাগরীগণের অপূর্ব্ব চিত্তবৃত্তির বিলাস মানসে যাহারা নদীয়া-নাগরী-মতবাদকে যথেচ্ছাচার মুখে সম্মান করে, তাহারা অপরাধক্রমে দৈবদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বুড়া শিবতলার নাগরীদল ইহা জানিয়াও যোষিৎসঙ্গ-চিন্তা পরিহার করিতে প্রস্তুত নহেন—ইহাই পরিতাপের বিষয়।

কর্ম্মী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভাক্তরত্ন)

কৃধাতুর অর্থ—করা; মন প্রত্যয়-যোগে কর্ম্ম বা কর্ম্মন্‌শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্ম্মশব্দে যাহা করা যায়,—কর্ম্ম, কাজ, প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে। ইহা সৎকর্ম্ম, অসৎ কর্ম্ম, কুকর্ম্ম, কর্ত্তব্যকর্ম্ম, স্বধর্ম্মপালন কর্ম্ম ইত্যাদি নানাপ্রকারে পরিচিত 'কর্ম্ম' শব্দটি বিশেষ্যপদ-বাচক। কর্ম্ম-শব্দ বিশেষণে ইন প্রত্যয়-যোগে কর্ম্মী-শব্দে রূপান্তরিত হইয়া কর্ম্মকারী, কর্ম্ম-দক্ষ, কার্য্যক্ষম প্রভৃতি অর্থে বিভূষিত হইল।

শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে যড়্-দেহধারী বদ্ধজীবমাত্রেই স্বাভাবিক কর্ম্মী। কর্ম্ম ব্যতীত বদ্ধজীব ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ২৪ ঘণ্টায় কেবল কর্ম্ম! কৃ ধাতুর সহিত মনের যোগ হইলেই কর্ম্ম হয়। এই 'মন'ই কৃ-ধাতুর অস্তিত্ব জ্ঞাপক। যিনি সেই কর্ম্মকারী তিনিই কর্ম্মী।

বদ্ধজীব বলিয়া আমরা মনন-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। মন ও দেহ ভিন্ন আমাদিগের অপর সম্বল নাই। সুতরাং মননধর্ম্মে চিন্তার অনুকূলে চিন্ময়ীর নিয়োগ ও অনুশীলন,—ইহাই বদ্ধজীবের বদ্ধাবস্থার কথা।

নিতান্ত পক্ষে শরীর নির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকেনা। জীবন না থাকিলে কোন ক্রমেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় অবলম্বন হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য।

যখন কর্ম্ম ব্যতীত থাকা যায় না, তখন শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের ঈশানুগত্য-ভাব অর্পণ করাই উচিৎ, নতুবা ঐ সকল কর্ম্ম পাবগু অর্থাৎ অশোধ্যদিগের ভ্রম বন্ধাসূচক দেহ মনের যোগাযোগ কর্ম্ম হইয়া উঠিবে।

মানবীয় কর্ম্মকাণ্ডের ফল ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে, শিবদ অর্থাৎ মঙ্গল-প্রসূ হয় না। ভক্তিযোগী কর্ম্মিগণ মুমুক্ষু বুভুক্ষুদিগের ন্যায় সকামও নহেন বা অকামও নহেন। তাঁহারা দেহকর্ম্ম মনঃ-কর্ম্ম, সমাজ কর্ম্ম, দেশকর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন থাকেন। বাহিরে জনমনের পরস্পর কর্ম্মিগণের কর্ম্মসাম্যে ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মগুলিও সমতুল্য দেখাইলেও সকাম ফলভোগেচ্ছু বা অকাম ত্যাগেচ্ছু কর্ম্মীগণের কর্ম্মে ও ভগবদ্ভক্তগণের কর্ম্মে আসমান-জমিন তফাৎ।

আমরা দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ যাবতীয় কর্ম্ম করি, সুতরাং আমাদিগের সকাম-মূলক কর্ম্ম। আর ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবদ্-ভজনোদ্দেশ্যে যে একই প্রকারের কর্ম্ম করিলেও তাহা কর্ম্ম নামে অভিহিত নহে, ভগবদ্ভক্তি বা সেবা নামে কথিত।

ভগবদ্ভজন বা সেবার অকর্ম্ম কুকর্ম্ম ও সুকর্ম্মের কোন অবান্তর উদ্দেশ্য না থাকায় তাঁহারা (ভক্তগণ) তীব্রভক্তি-যোগের দ্বারা পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের সেবা করিয়া থাকেন।

আধ্যাত্মিক কর্ম্মিসম্প্রদায় এসকল সেবা-রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। সেই নিমিত্ত অনেক সময় সুকর্ম্ম করিতে যাইয়া অকর্ম্ম বিকর্ম্ম এমন কি, অপকর্ম্ম দ্বারা পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত হন।

জীবমাত্রকেই যখন কর্ম্ম লইয়া থাকিতেই হইবে, তখন শ্রোতপথায় গুরুমুখে বিশুদ্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ যাহার ফল ভগবানে অর্পিত বলিয়া কর্ম্মবন্ধ-নাশক তাহা সুষ্ঠুরূপে জানিয়া হরিতোষক কর্ম্মী হওয়া ভাল। নতুবা পদে পদে পতনাশঙ্কা।

একখানা চিঠি

[কএকদিন পূর্ব্বে পরমভাগবত শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী সেবা কুঞ্জ মহাশয়ের বৈষ্ণবদাস ... কাঁদরাইল-গ্রামে অবস্থান-কালীন ... ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহাকে কএকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে শ্রীপাদ ... মহাশয় ... দাস মহাশয়কে যে উত্তর প্রদান করেন, আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম—নঃ প্রঃ সঃ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

... ২৬ ...

... ডাক্তারবাবু,

আপনার বৈষ্ণবোচিত স্বাভাবিক বৈষ্ণবপ্রিয়ত্ব ... একখানা কপালিপি পাইয়া বিশেষ জবাব ... করিলাম। ... না হলে ... আর নিজের ... শ্রীগুরুদেবের ... করিতে ... আমরা যখন ... হয়,

তখন শুদ্ধ ভগবদ্দাস্যে স্বীয় প্রাণ অর্পণ করেন। তখনই তিনি [illegible] ‘আত্মনিবেদন’ প্রকাশ পায়। আপনি শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] তাহার [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য [illegible] [illegible] করিতেছেন। সেই [illegible] [illegible] কটাক্ষ [illegible] [illegible] অবকাশ [illegible] [illegible] বাক্তি [illegible] শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] নিষ্কপটভাবে [illegible] দেন নাই।

[illegible]

[illegible]

এই উক্তি আপনার অর্থাৎ শাস্ত্র এবং একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ জ্ঞাত। মাদৃশ বদ্ধজীবে অপ্রাকৃত বস্তু সাক্ষাৎকার লাভ [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত মহাপ্রভু [illegible] নিত্য [illegible] [illegible] আত্মোপলব্ধির [illegible] করিয়া থাকেন। বদ্ধজীব মনোধর্মের নির্দেশ-পালনকেই শাস্ত্রের আদেশে শ্রীগুরুর আদেশ না জানিয়া স্বীকার করে। কিন্তু মুক্তপুরুষগণই অন্তর্যামীর আদেশানুসারে একমাত্র সমর্থ। আপনি আমাকে তাঁহার অন্তর্যামীর [illegible] দর্শন জানিতে সমর্থ। কিন্তু বিষয়-বিষয়ভোগী মাদৃশ নরাধম—আমাদিগকেও দয়া করুন।

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন [illegible] [illegible] নিকট আছেন,

[illegible] অপ্রাকৃত বস্তু—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। [illegible] [illegible] বস্তুর উপলব্ধি হয়, [illegible] কৃপাসাপেক্ষ ও আধিকারিক বস্তু। [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত নিত্যসিদ্ধ মুক্তকুলের [illegible] সেবাবস্তু। সেই শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible] [illegible] [illegible] নিরুপাধিক [illegible] বিষয় [illegible] হইয়াছেন।

“[illegible] শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর [illegible]॥
[illegible]
[illegible]॥”

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর বৈশিষ্ট্য কখনও বদ্ধজীবের হৃদয়-[illegible] হয় না। তবে শ্রীশ্রীমদ্গুরুর [illegible] [illegible] জীবগণের হৃদয়াদিতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

[illegible] আপনি শ্রীল সচ্চিদানন্দের পাদপদ্ম, [illegible] ও [illegible] জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ সমস্ত শুদ্ধভক্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর [illegible] পাদপদ্মে শরণ লইয়া সমগ্রসম্প্রদায়কে [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] হয়, তখনই সেই ভাগবতোত্তম রূপা করিয়া শুদ্ধ সেবকের [illegible] চিদ্বিলাস নিত্য-কল্পতরু [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের দর্শন লাভ করাইয়া দেন এবং [illegible] জীব সদ্গুরুর কৃপায় তাঁহার সেবা করিয়া পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেমধন-লাভে কৃতকৃতার্থ হন। ইহা ভিন্ন শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের সাক্ষাৎকার বা সেবা লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই।

বর্ত্তিমান বৈষ্ণবগণের মধ্যে যে পরীক্ষিত [illegible] সমস্ত জাগতিক নশ্বর-বস্তুর অনুসন্ধানরূপ অনুষ্ঠান করিয়া পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীশুকদেব গোস্বামী মহোদয়ের নিকট যাঁহার আত্যন্তিক মঙ্গল-প্রদ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় অবগত হইবার জন্য পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক শ্রোতাকারী ব্যক্তি শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতৃগণের অধিকার নির্ণয় করিবেন। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধে আপনার কোন জিজ্ঞাস্য থাকিলে আমার পরমারাধ্যতম মহোপাস্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার সহিত নিবেদন করুন। তিনিই একমাত্র ভাগবতোত্তম এবং স্বরূপ-পরিচয়-প্রদানে সমর্থ। তিনি বাস্তব অর্থ দেখাইবেন, আমি না; যেহেতু ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব, এই দোষচতুষ্টয়-যুক্ত ব্যক্তি চিদ্বস্তুর রহস্যোদ্ঘাটনে অক্ষম মাদৃশ মহাপাপীকে আপনি কখনও ভাগবত-রূপে স্থাপন করিতে প্রয়াস করিলে তাহা [illegible] আপনার মানবুদ্ধিরই পরিচয় [illegible] প্রদান করিবে মাত্র।

আমি সংসারধর্ম্মযুক্ত বদ্ধজীব মাত্র। আত্মশ্লাঘা করিয়া পরমার্থ-পথে নিজপদে অনুক্ষণ কুঠারাঘাত করিতেছি। এই প্রকার ব্যক্তি নিষ্কপটে আপনাকে সমস্ত কথা বলিতে অক্ষম। তথাপি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার জিজ্ঞাস্য থাকিলে আমার পরম-করুণাময় শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রশ্ন করুন, ধন্য হউন, আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার ভিক্ষা। আপনি আমাকে যে, দিন আপনার সঙ্গে এই প্রকার গুরুসেবার সুযোগ দিলেন, সেই দিনই জানিব যে আপনি আমার অকৃত্রিম বন্ধু।

সদ্গুরুর শ্রীচরণের অনুক্ষণ দাসগণ সর্ব্বদাই বদ্ধজীবকে আত্মধর্ম্মের সন্ধান দিবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত আত্মধর্ম্মকথামৃত যাহা অপ্রাকৃত কর্ণপুটে পান করিয়া থাকেন, তাহাই আবার তাঁহাদের অপ্রাকৃত জিহ্বা দ্বারা মাদৃশ বদ্ধজীবের নিকট কীর্ত্তন-মুখে বর্ষণ করেন। কারণ যিনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে আদৌ শ্রবণ করেন নাই, কি প্রকারে কৃষ্ণকীর্ত্তনে তিনি অধিকার লাভ করিবেন? শ্রীযুক্ত [illegible] পত্রদ্বারে কারণ, তিনি দয়া করিয়া আপনাকে যে সমস্ত নিত্যমঙ্গলময় শ্রীগুরুসেবা-সুযোগ দিতেছেন, তৎসঙ্গপ্রসাদে আপনাতে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা বর্ষিত হইবে।

মানুষ যতক্ষণ দেহধর্ম্মে আবদ্ধ থাকে এবং সেই বস্তুর সেবায় সুখের লালসায় ভ্রমণ করে, ততক্ষণই সে অভাব অনুভব করে। কিন্তু আত্মস্থ ব্যক্তি যখন নিষ্কপট হইয়া শ্রীগুরুদেবের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার আর গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহাদি হইতে তুচ্ছ চিন্তার অবকাশ থাকে না। আপনি পণ্ডিত, আপনাকে বিশেষ কিছু বলা বৃথা মাত্র। আপনার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা—আপনি শ্রীশ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া সমস্ত অন্য চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করত অনুক্ষণ শ্রীগুরু-সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন হউন।

“যেরূপ আমারে স্নেহে গণনা হইল।
মারে ভিক্ষা দেই আমি মাথায় বসিয়া॥”

আপনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অবস্থান করুন এবং তৎ কর্ত্তৃক হরিভজন-কথা শ্রবণ পূর্ব্বক যাপন সার্থক করুন। আমরাও আপনার পদধূলি মাথায় মাখিয়া নিজেকে ধন্য করিব। অধিক আপনার নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম, যাহার ফলে নিজ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আজ এক অচিন্ত্য মহাপুরুষের শ্রীচরণ ছায়ায় উপস্থিত পারিলাম। আপনার সেই দানের প্রতি-দান স্বরূপ আমি সেই জগদ্বন্দ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের অনুসন্ধান বলিয়া দিলাম। আর সময় নাই! মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ; “নরতনু ভজনের মূল” বটে, কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর-দোষযুক্ত! আবার সদ্গুরুর পদাশ্রয় আরও অতি দুর্লভ। এবার শ্রীল প্রভুপাদ অনেক দিন পরে শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহাকে এখনও কেহই চিনিতে পারে নাই। যাঁহারা চিনিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজনে পাগল হইয়াছেন। আপনি গৌরগোবিন্দ-প্রেম শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের ভজন করিয়া আপনার নিত্য গৌরগোবিন্দ-দাস নামের সার্থকতা করুন। মুকুন্দ-সেবা-ব্রতই জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম করুন; অতি সত্বরেই সমস্ত অনর্থরাশির হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। আমরাও আপনার চরণ সেবা করিয়া ধন্য হইব। আপনি আমার গোক সতীর্থ, সুতরাং আমরা একপথেরই যাত্রী তাই পরস্পর রাস্তার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন; কারণ, বালিশ সর্ব্বদাই শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপার কাঙ্গাল ও পাত্র। ইতি

সজ্জন কিঙ্কর
শ্রীউদ্ধবদাস অধিকারী

জীবের কর্ত্তব্য

(ভক্তিপ্রদায়িনী জনৈকা ছাত্রীর লিখিত)

আজ কালকার দিনে সকলেই ‘বৈষ্ণব’ বলিতেই ভয় পায়। তাহাদের বিশ্বাস,—মালা তিলকধারী গেরুয়া-কাপড়-পরা বৈরাগীদেরই লোকের নিকট হইতে জাল জুয়াচুরি করিয়া মিথ্যাকথা বলিয়া কিসে লোকের নিকট হইতে দুই পয়সা ঠকাইয়া আদায় করিতে পারি, এই চিন্তায় ও এই ফন্দিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সে রকম লোকের অভাব নাই। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠ নামে যে মঠটি আছে, সেখানে যে একবার গিয়াছে সেই বুঝিতে পারে যে এই কালেও সত্যই ভগবানের পার্ষদ নিষ্কপট প্রকৃত ভক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিতে এই চৈতন্য মঠের ও তাহার শাখা মঠ গুলির বৈষ্ণবগণ হচ্ছেন ঠিক লোক। তাঁহাদের আচরণ ও হরিকথা শুনিলেই লোকে বুঝিতে পারিবে যে, আমরা কি করিতেছি, মানুষের কি করা কর্ত্তব্য। আমরা দিবারাত্র নিজের সুখের চেষ্টায় মত্ত হইয়া আছি, নিজের ও পরিবারবর্গের ভোগ-বিলাসে চেষ্টা করিতেছি ও সেইটা মাত্রাতে আমাদের পূর্ণমাত্রায় যত তাঁহারই জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকি। কিন্তু আমাদের যে এই তুচ্ছ দুইদিনকার ভোগ-বিলাস লইয়া জীবন কাটাইয়া দিলেই চলিবে না, আরও অন্য কাজ আছে, তাহা আমরা একবারও ভাবিনা। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই উচিত—সদ্গুরুদেবের পদাশ্রয় করা এবং তাঁহার নিকট তাঁহার আনুগত্যে হরি-কথা শ্রবণ করা ও মানুষের কর্ত্তব্য কি, তাহা জানা।

আমরা সকলেই ভগবানের দাস এবং তাঁহার সেবা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেবা করাই আমাদের উচিত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবেরা সর্ব্বদা শ্রীভগবান-গুরুর সেবা করেন, তাঁহাদের আনুগত্যে তাঁহাদের দেখিয়া আমাদেরও তাহা অনু-

সরণ করা উচিত। মানুষ কত জন্ম-জন্ম নানা-যোনিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তবে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে। সেই মনুষ্য-জন্মটা বৃথা কাটাইয়া দেওয়া কখনই উচিত নয়। মানুষের কখন যে মৃত্যুর ডাক পড়ে, তাহার কিছুই ঠিক নাই, অতএব সকল সময়েই মানুষের মরণের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। অনেকেই বলেন যে, 'বুড়ো হই, তবে তো ভগবানের নাম করিব?' সেটা কিন্তু একেবারেই ভুল। যে ক'টা দিন জীবিত থাকা যায়, সেই ক'টা দিনই আমাদের হরিসেবা করা উচিত,—একটা মুহূর্তও দেরি করা ঠিক নয়।' হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করাই সকল মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। আমাদের যিনি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহাকে ভুলিয়া আমরা মায়ার দাস হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের সেই মায়ার গোলামি বা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করাটাই প্রথম দরকার। অসৎসঙ্গ কাহাকে বলে,—যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে না ও যে অন্যায়ভাবে স্ত্রীসঙ্গ করে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হচ্ছেন নিত্যসত্য বস্তু, সাধু বস্তু সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করাই হচ্ছে একমাত্র চিরস্থায়ি নিত্য সৎকার্য। যে ব্যক্তি সত্যসত্যই সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করেন, তাঁহারই সঙ্গের নাম হচ্ছে 'সৎসঙ্গ' তাহা না করিলেই হয় 'অসৎসঙ্গ'। সাধুসঙ্গ করা বিশেষ দরকার। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে জীবের শুদ্ধভক্তিলাভ হয় এবং তখন মানুষ ভগবৎসেবোন্মুখ অতএব ভগবানের সেবা করিলেই জীবের নিত্য-কল্যাণ লাভ হয়।

হরিসেবা না করিলে জীবন বৃথাই গেল, মনে করা উচিত। অনেকে মনে করেন,—মঠে যাওয়া বা সাধুসঙ্গ করার অর্থ ত্যাগী বৈরাগী হওয়া কিন্তু তাহা একেবারেই সত্য নয়। সাধুরা বলেন,—তোমরা গৃহেই থাক, সমাজেই থাক আর বনেই থাক, যে কোন অবস্থাতে থাকি না কেন হরিসেবা কর, অর্থাৎ যেরূপ ভাবে আছ, সেই রকমই থাক,—কেবল বুদ্ধির গতির মোড় বা মুখটা ফিরাইয়া দেও অর্থাৎ নিজের ভোগের জিনিষগুলি সবই ভগবানের ভোগে লাগাও। ভগবানের নিত্যদাস আমরা, সুতরাং তাঁহার উপর সম্পূর্ণনির্ভর করাই দরকার। বস্তুতঃ 'আমার' বলিতে কিছুই নাই, সবই ভগবানের অর্থাৎ তাঁহার জিনিষ তাঁহারই ভোগে লাগাইতে হইবে; তাঁহার ভোগা প্রসাদ-জ্ঞানে আমার দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে। ফলতঃ মহাপ্রসাদ সেবা করিলেও জীবের নিত্যকল্যাণ হয়, কিন্তু সেই প্রসাদকে সাধারণ দ্রব্যবৎ মনে করিতে হইবে, 'ভাত' 'ডাল' বুদ্ধি করিতে হইবে না অর্থাৎ সেবা-বুদ্ধিতে মহাপ্রসাদ-সেবন করিতে হইবে।

একাদশী-ব্রত পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য; স্মার্ত্তেরা বলেন,—'বিধবা ছাড়া আর কাহাকেও একাদশী করিতে নাই এবং সধবাগণের একাদশী করা মহা-দোষ।' এইটা তাঁহাদের কুধারণা। সধবাগণও একাদশীব্রত পালন না করিলে যে মহাপাপ হয়, তাহা তাঁহারা কেহই মানেন না বা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সাত্বত শাস্ত্রে আছে, একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করা মহাপাপ, সুতরাং সকলেরই একাদশী-ব্রত পালন করা উচিত। সেই একাদশীর দিন ভগবানের নাম করা সর্ব্বদা দরকার। অতএব শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সেবা করা এবং তাঁহাদের আনুগত্যেই হরিভজন করা কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই দরকার।

আমরা খুব বুদ্ধিমান্!

কোনও সময় কোন গৃহস্থের গৃহে তস্কর প্রবেশ করিয়া ভোজনপাত্রাদি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। সেই গৃহস্থ নিজকে অতিশয় চালাক ও বুদ্ধিমান মনে করিয়া পুনরায় পাত্রাদি সংগ্রহ না করিয়াই মাড়োয়ারের ন্যায় ভূমিতেই ভোজনপাত্র ঠিক করিয়া লইলেন। এইভাবে কিছুদিন যায়। হঠাৎ বাজারে ভেজালদ্রব্যাদির আমদানী দেখিয়া বাঙ্গালপ্রণালী উঠাইবার দিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সাফল্য লাভও হইল। গৃহস্থটী গ্রামের মধ্যে পণ্ডিত মণ্ডল ও প্রামাণিক গোছের। কাজেই অন্যান্য ব্যক্তিগণও ঐ বুদ্ধিমান মনুষ্য মহাশয়ের অনুসরণ করিলেন তাহাতে উভয়বিধ কার্য্যের বিস্তার লাভ হওয়াতে বেশ একটা সমাদার বুদ্ধিমানের দল গঠিত হইল।

বলা বাহুল্য, এই বুদ্ধিমানের দল ক্রমে চাল চলনে, আচার বিচারে সভ্যসমাজের বিপরীত অবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পাত্রবিহীন ভোজন এবং হাট বাজার করার অভাবে আম মাংস বা দগ্ধ মাংসাদি দ্বারা উদর পূরণ প্রভৃতি সভ্য ও আর্য্য জন বিগর্হিত অসভ্য ও অনার্য্য অনোচিত অনাচারে প্রতিষ্ঠিত হইল! তবুও বুদ্ধিমান থাকিল!

চোরের সঙ্গে রাগ করিয়া মাটিতে ভোজন আর ভেজাল জিনিষের আমদানী দেখিয়া বাজার বয়কট, ইহাতে লোকসান কার? এই সকল ব্যক্তিকে কোন জাতীয় বুদ্ধিমান বলা হয়, তাহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারাই জানেন।

পুনরায় যাহাতে চুরি না হয়, তাহার ব্যবস্থা করাও পান-ভোজন-পাত্রাদি সংগ্রহ করিয়া পান-ভোজনাদির কার্য্য নির্ব্বাহ করা এবং বাজারে যাহাতে ভেজাল অখাদ্য দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যায় সেজন্য বাজার সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হওয়াই সভ্যজনোচিত ব্যবহার সংরক্ষণের অনুকূল বিধি ও বাস্তব বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আধুনিক সভ্যাভিমানী নবাগণও দেখিতেছি তথা-কথিত বুদ্ধিমানের অনুগমনই পছন্দ করিয়া বসিয়া আছেন কোন দিন বা কোন কালে কোন সাধুবেশধারী তস্কর তাহার অসাধুজনোচিত স্বভাবের কার্য্যকৎপরতা দেখাইয়া নিজের অসভ্যতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে এবং অদ্যাপি তথা-কথিত কতকগুলি অদৃষ্ট-দগ্ধ ব্যক্তি সেই আদর্শে স্বীয় স্বীয় কামকাঞ্চন-ভোগার্থে সমাজে ঘৃণিত হইতেছে বলিয়া আজও সেই ধুয়া ধরিয়া তাহার দোহাই দিয়া "আমরা সাধু সঙ্গ করিব না, সাধু জগতে নাই সবই ঠগ্ বাটপাড়ের দল" বলিয়া থাকি।

হায়রে! সাধু যদি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গ দান করিতে আসেন, তবুও কোন ছল চাতুরী পাতিয়া নানা অছিলায় সাধুর নিকট হইতে সটকিয়া পড়ি! অবশ্য সাধু হাতুড়ির পাত্র নহেন, আশঙ্কা পাছে তিনি বাধ্য হইয়া আমার ভাবী বিপদ জানিয়া আমার পিছনে পিছনে বহুদূর পর্য্যন্ত এমন কি, আমার গৃহদ্বার পর্য্যন্তও আসিয়া সঙ্গদান করিয়া থাকেন। কেন না, তাহাতেও যদি আমার অজ্ঞান ছুটি হইয়া সাধুর শ্রীঅঙ্গের বাতাসে আমার কিঞ্চিৎ ভক্তি-লাভ হয়।

আমার অবিদ্যা অত্যাভিনিবেশ জনিত মূর্খতা আমাকে বুঝিতে দেয় না যে, সাধুসঙ্গ সৎসঙ্গ করিলে আমি ক্রমে অভাভিলাষ-রূপ কর্দ্দমের পঙ্ক হইতে নাস্তিকতাবাদীদের ভণ্ডতা ও আর্থিক দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি।

আত্মমঙ্গলাভিলাষ থাকিলে সাধুসঙ্গ বর্জ্জন না করিয়া যাহাতে অসাধুগণ সাধুর বেশে যথেচ্ছাচারে দস্যু-তস্কর-বৃত্তি পরিচালনে প্রশ্রয় না পায় এবং অবৈধ একপ্রকার পুতনা প্রভৃতির অনুসরণকারি সম্প্রদায় নিরঙ্কুশভাবে সাধুর সমাদরে সাধুগণ হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে থাকিতে বাধ্য হয় তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করাই কি বাস্তব বুদ্ধিমানের পরিচয়?

নিলাম ইস্তাহারের নোটীশ

কৃষ্ণনগর সবজজ আদালতের ৮ই আগস্ট তারিখের নীলামের সম্বন্ধে নোটিশ—,

সবজজ আদালত

২৪নং দেঃ ১৯২৯

বিধুভূষণ দত্ত, সাং দেবগ্রাম থানা কালীগঞ্জ ডিঃ

হৃষীকেশ দাস দিং সাং পাঁচপীড়া থানা ডিক্রি দেঃ

দাবী ৭৯৭।১৫

১। জেলা নদীয়া সবরেজেষ্টারি মেহেরপুর থানা ডিক্রি সামিল ২০নং মৌজা পাঁচদাহা অন্তরনগর গ্রামে, বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরি দিং অধীনে বার্ষিক ৪।৵৪ জমার মোকররি রায়তি স্বত্বের ৫৭নং খতিয়ানের ১.৬৬ একারভূমি মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত আদি ও আকর আওলাত আদি মূল্য আং ১২০৲।

২। ঐ জেলা ও থানা ও মৌজা মধ্যে উক্ত বিভূতিভূষণ পালচৌধুরি দিং অধীন বার্ষিক ১১।৵৫ টাকা জমার রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের ৮৮নং খতিয়ান ভুক্ত ৪.২১ একারভূমি মায় আকর আওলাত আদি মূল্য আং ৫০৲।

৩। ঐ থানা জেলাদি সামিল ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীন বার্ষিক ৩।৵০ টাকা জমার ৫৯নং খতিয়ানের .২২ শতক ভূমি মূল্য আং ১৫৲।

৪। ঐ থানা জেলাদিব সামিল ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীন বার্ষিক ৩।৵৬ টাকার বার্ষিক মোকররি জমার ৬১নং খতিয়ানের ১.৭৭ একারভূমি মূল্য আং ১৫৲। দেনাদারের ॥০ আনা অংশ।

৫। ঐ জেলা থানাদির সামিল ঐ মৌজায় রাধাচরণ মজুমদার দিং অধীন বার্ষিক ১১ জমার রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের ৭১।১০ খতিয়ানের ১.০৪ একরভূমি মায় আকর আওলাত মূল্য আং ৮৲।

৬। ঐ জেলা থানাদিব সামিল ঐ মৌজায় হরিপদ রায়ের অধীনের বার্ষিক ১।৵০ টাকার জমার বার্ষিক স্থিতিবান স্বত্ব মায় আকর আওলাত খতিয়ান ৯৬২ পরিমাণ ১.১৫ একর মূল্য আং ১০৲।

৭। ঐ জেলা থানাদির সামিল পালশীপাড়া গ্রামে বিভূতিভূষণ পালচৌধুরীর অধীনে বার্ষিক ১৷৵০ জমার রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের ৪,৬নং খতিয়ানের .৪৬ শতক জমি মূল্য আং ৪৲।

৮। ঐ জেলা থানাদির সামিল ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীন বার্ষিক ॥১০ জমার রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের ৪৮০২ খতিয়ানের এবং অধীন ৪৯ খতিয়ানের .১৪ শতক জমি মূল্য আং ২৲।

৯। ঐ জেলা থানাদির সামিল ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীন বার্ষিক ১।০২ টাকার জমার রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের ৩০৬ খতিয়ানের .৯০ একরভূমি মূল্য আং ২০৲।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড শেষ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/৫।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এত বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

দ্বীপদিগদর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চকমিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাতিপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—২০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, পাঞ্চবাধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইজন্ত মায়া পাপে ডুবি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাময়িকী

গৌরনাগরীদল যোষিৎসঙ্গিসঙ্গী। গৌরকে যোষিৎসঙ্গী করিবার অবৈধ প্রয়াস যাহারা করে, তাহারা বিধির কঠিন নিয়তি বলে যোষিৎসঙ্গে চিত্তবৃত্তিকে কলুষিত করে। সঞ্জীবনী আজকাল ভদ্রমহিলাগণের নাটকাভিনয়ে বাধা দিতেছেন। রুচি কদর্য্য হইবে এবং সামাজিকতা বিপন্ন হইবে,—ইহাই তাঁহাদের বিচার। অপারে দুঃসাহসিকতা সুফল প্রসব করে না, বলিয়া অনেকেই ভদ্রমহিলার অভিনয় সঙ্গত বোধ করেন না। সাধারণ ভদ্রসমাজ কলুষিত হইবে আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বস্ত্রীশীল সামাজিকগণ আপত্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন, কখন অবশ্যই অভিনয়কারিগণের মধ্যে কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিবার নহে।

গৌরাঙ্গের মিছাভক্তদল লোকচক্ষে নৈতিক বলিয়া আত্মগরিমা করিতে অগ্রসর ন। তাঁহারা যদি আচার্য্যলীলা-প্রদর্শনকারী গৌরসুন্দরকে পরস্ত্রীর দর্শকরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহাদের মিছাভক্তিরই প্রসার হইবে। গৌরনাগরীদলের কল্পিত কাঞ্চনমালা প্রভৃতির স্থূল কল্পনা বৃদ্ধোপশিবকুমার রিটায়ার্ড মাষ্টারবাবুর স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারে। তাহাতে তিনি তাঁহার নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে পারেন, তথাপি ভবিষ্যদ্ বিচার তাঁহাকে বা তাঁহার দলকে কোথায় লইয়া চলিতেছে, তাহার বিচার কে করিবে?

সামাজিক রুচিপরগণ ভদ্রসমাজের মঙ্গলাশঙ্কায় ব্যস্ত। তাঁহারা ভালমন্দ বিচার না করিয়া গৌরনাগরী, আউল, বাউল জাতিগোসাঞিদলকে গৌরভক্ত বলিয়া ভ্রান্তিবশতঃ গ্রহণ করিয়া দুর্ব্বল নৈতিকজীবনপক্ষে পবিত্রজ্ঞানে তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু চিন্তারাজ্যে যোষিৎসঙ্গের প্রশ্রয় দিতে গিয়া ভূতপূর্ব্ব মাষ্টার মহাশয়ের বিচার অসৎপথে চলিতেছে বলিয়া সহর নদীয়ার এক তাদৃশ গৌরভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাকে বাদ দিতে বসিয়াছে। গৌরনাগরীদল নিজে-নিজে বলেন,—তাঁহাদের বিচার বড় ভাল, তাঁহারা যোষিৎসঙ্গীর আদর করেন না। তবে গৌরসুন্দরকে মুখে উপাস্য বলিয়া তাঁহার অমল চরিত্র গুণের ছলনায় দোষপ্রদানকল্পে নগরসিককে গর্হণ করিয়া নিজে স্বীয় পাপপঙ্কে নিমজ্জন বাসনা করেন। ধন্য কলি! উদরাদি চেষ্টাকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলন বাসনা কলিজনোচিত।

যোষিৎসঙ্গিসঙ্গী বলেন,—গৌরনাগরীদলে প্রবিষ্ট মহাজনগণ যে সংস্কার দ্বারা শিষ্যবাণীস্পত্য বিধান করেন তাহা সংস্কার উদ্ধারের জন্য। পরদারাদি হরণকারী যদি হরিবল্লভনোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে গৌরাঙ্গের কাঞ্চনলতা-দর্শন দোষাবহ নহে। গৌরনাগরীদলের মহাজনী করিতে গিয়া যদি স্মার্ত্তের পদাবলেহনে বৈষ্ণবের বিপ্রশ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তো বৈষ্ণবাপরাধ করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। পুরীপ্রবাসী নাম লইয়া পুরীবাসের গহ্বরাশ্রিত পরিচয় দেওয়া হইবে। ধন্য নদীয়া নাগরীর অনভিজ্ঞতা!

গৌরনাগরী কল্পনাধিক ধৃষ্টতা করিয়া বলেন,—আমার ব্রাহ্ম বৈষ্ণবের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধানে দ্বিজত্বের সম্ভাবনা নাই। তত্ত্বসাগর স্মৃতি যখন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন স্বীকার করিয়াছেন, তখন তিনি। অনভিজ্ঞ গৌরনাগরী; তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। তিনি ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তপদাবলেহী বলিয়া হরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতি মানেন না। দীক্ষাবিধান দ্বারা দ্বিজত্ব হয় না। পাপাচারী ব্রাহ্মণ হইতে বিপ্র চণ্ডালাতি হইলেই ব্রাহ্ম-অধিকার পাইবে। বৈষ্ণবগণ দীক্ষাবিধানে দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন না।

নাগরী-বিচারোন্মত্ত অনেক মিছাভক্ত স্বায় স্ব-এগর্ব্বে মুর্শিদাবাদের শ্মশ্রুযুক্ত জনৈক অনভিজ্ঞ দৈত্যের ন্যায় বৈষ্ণবের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়িবেন। কখনও বা কল্যাণ-কামনায় নিজ গুরুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিবেন। অভিলিখিত বচনের সহিত অপরিচয় ক্রমেই তাঁহার গতিনির্ণয়ে আমাদের দুঃখ হয়। "ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥" স্মৃতি-বচন পালন করিতে গিয়া অনভিজ্ঞগণের স্থান কোথায় হইতেছে? "নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতম্॥" প্রভৃতি বাক্যগুলি যদি বিপ্রদ্রোহী মিছাভক্ত দলে আলোচিত হয়, তাহা হইলে সুফল ফলিতে পারে।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি?

'আমি গৌরাঙ্গের ভক্ত বা আমি গৃহস্থ বৈষ্ণব' একথা কেবল মুখে বলিলে কোন ফল হয় না। গৌরাঙ্গের ও গৌরভক্তগণের আচার মানিয়া চলিলে এবং তাঁহাদের বিচার অবলম্বন করিলে গৃহে থাকিয়াও হরিভজনের কোন বিঘ্ন হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গৃহস্থভক্তগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য যে সকল আচার দেখাইয়াছেন, তাহার অনুসরণ না করিলে আমরা গৃহস্থ না হইয়া গৃহব্রত হইয়া পড়িব।

গৃহব্রত

স্ত্রী, পুত্রাদি লইয়া গৃহে বাস করিলেই গৃহব্রত বলে না। যাহাদের কৃষ্ণে মতি নাই, কেবলমাত্র বাহিরে লোক-দেখান মালা-তিলক গ্রহণ করেন এবং বিষয়-ভোগে প্রমত্ত—অর্থাৎ যাহাদের চক্ষু কামিনীর রূপে বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়, স্ত্রীকে যাহারা সহধর্ম্মিণীরূপে বা কৃষ্ণদাসীরূপে দর্শন না করিয়া ভোগের বস্তুরূপে দেখেন এবং যাহাদের কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, যথাক্রমে শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় ভোগে, নিযুক্ত থাকে তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে গৃহব্রত বলিয়াছেন; কারণ তাঁহারা অদান্তগো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া গৃহকেই ব্রত করিয়াছেন।

গৃহস্থ

এইরূপ কেবলমাত্র গৃহে বাস করিলেই গৃহস্থ বলে না। যাঁহার উপযুক্ত গৃহিণী বা সহধর্ম্মিণী আছে তিনিই গৃহস্থ। যিনি পুরুষার্থ সাধনের সহায়তা করেন, তিনি সহধর্ম্মিণী। যে ক্ষেত্রে সেরূপ আচরণ দেখা যায় না, বরং গুরুদাসের গুরুসেবার বিঘ্ন করেন সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে কামরঙ্গিণীরূপ দুঃসঙ্গ জানিয়া সত্বর সেরূপ ভজন-প্রতিকূল সঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ যদি অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ ও প্রাতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না থাকেন, তবে গৃহব্রত হইয়া থাকিতে হইবে।

গ্রামবাসীর প্রশ্ন

আমরা অনেক সময় শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া গৃহস্থের বেশে হরিভজনের ঠাট বাট দেখাই কিন্তু কি করিলে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া হরিভজনটী সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে তাহা জানিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া নিষ্কপটে পরিপ্রশ্ন করি না। যদি কখনও কোন প্রশ্ন করার অভিনয় করি তাহাও কপটতাপূর্ণ অর্থাৎ আমি যাহা বুঝিয়াছি বা আমার মন যাহা চায় শ্রীগুরুদেব সেইপ্রকার উত্তর দান করুন। তাই কুলীন গ্রামবাসী ভক্তগণ আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া তিন বৎসর তিন বার একই প্রকার পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন—

গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে?
শ্রীমুখে করুন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে॥

* * *

সত্যরাজ বলে,—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উত্তর

প্রভু কহেন—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥

ইহা শুনিয়া সত্যরাজ খান প্রশ্ন করিলেন,—কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন বুঝিতে পারা যায় কিন্তু বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণবসেবা কিপ্রকারে করিব? অতএব হে প্রভো! কৃপা করিয়া বলুন—বৈষ্ণব কে? তাঁহার সাধারণ লক্ষণ কি?

কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ।

যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায় তিনি পূজ্য বৈষ্ণব ও অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, মিছাভক্ত প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনামোচ্চারণ করেন, তিনি মায়াবাদ দোষে দুষ্ট নহেন বলিয়া তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব।

প্রভু কহে, যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য—শ্রেষ্ঠ সবাকার॥

এক কৃষ্ণনামের ফল

প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত নামাক্ষরের কথা বলেন নাই। যিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সেবোন্মুখের জিহ্বায় স্বতঃ উচ্চারিত এক কৃষ্ণনামের কথা বলিয়াছেন। এই প্রকার কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত হইলেই তাহার ফলে কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেমের উদয় হয়। সূর্য্যোদয় হইলে সেরূপ অন্ধকার থাকিতে পারে না, সেইরূপ একবার শুদ্ধ কৃষ্ণনাম জিহ্বাস্পর্শ হইলেই আনুষঙ্গ-ফলে সংসার বাসনা ক্ষয় হয়, পাপকার্য্য, পাপবাসনা ও তাহার মূল অবিদ্যা ধ্বংস হয়। এইরূপ কেবল শুদ্ধ কৃষ্ণনাম যে বিশেষ ভাগ্যবান ব্যক্তির সেবোন্মুখ জিহ্বায় উচ্চারিত হয় তাঁহার ত্রিকালে নিত্য পূজা, নিত্য তর্পণ, নিত্য হোম, নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন ইত্যাদি পুরশ্চরণের আবশ্যক হয় না, এবং তিনি লোকদেখান দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয় না করিলেও শ্রীগুরুকৃপায় তাঁহার দিব্য-

জ্ঞানোদয় হইলে নিরন্তর নাম গ্রহণের যোগ্যতা হয়। ... প্রকার নাম ভজন হইতেই নবধা ভক্তি পূর্ণতা লাভ করে।

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে।
আনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥

মধ্যম বৈষ্ণবের লক্ষণ

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥

নিরন্তর কৃষ্ণনাম অর্থে যাহাতে কোন প্রকার ব্যবধান নাই। ব্যবধান দুই প্রকার। বর্ণ ব্যবধান ও তত্ত্ব ব্যবধান। বর্ণব্যবধান যথা "হঠিকরি" এই শব্দে 'ঠিক' কথাটী মধ্যে থাকায় বর্ণ ব্যবধান হইল, সুতরাং হঠিকরি বলিলে হরিনাম গ্রহণের ফল হইবে না। আবার প্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা যেরূপ জল, আগুন, ডাল তরকারী, কলিকাতা প্রভৃতি শব্দ উচ্চারিত হয় সেইরূপ বহির্ম্মুখ ব্যক্তির ভোগোন্মুখী জিহ্বার দ্বারা যে "হরে কৃষ্ণ" প্রভৃতি শব্দ উচ্চারিত হয় তাহা নামাপরাধ বা দেখিতে নামাক্ষর সদৃশ মাত্র। তাহাকে ব্যবধানশূন্য শুদ্ধনাম বলা যাইতে পারে না, কারণ তাদৃশ নামাক্ষর উচ্চারণকারীর অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি তত্ত্বব্যবধান আছে। সেই সব তত্ত্বব্যবধান দূর করিতে হইলে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন-দ্বারা সাধুর নিকট দশবিধ নামাপরাধ জানিয়া লইয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে অবস্থান অর্থাৎ সাধুসেবা করিতে করিতে তাহা বর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

অসাধুসঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস, সদাই নামাপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্তে বিষয় ভুঞ্জ, লহ কৃষ্ণ নাম॥

নিরন্তর নামগ্রহণের কদর্থ ও তাহার কুফল

শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন সুতরাং শ্রীনাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। অর্থাৎ আমরা নিজে চেষ্টা করিয়া প্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে পারি না। কায়-মনোবাক্যে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলে ইন্দ্রিয়গুলি যখন সেবোন্মুখ হয় তখন শ্রীনাম প্রভু কৃপা পূর্ব্বক সেবকের সেবোন্মুখী জিহ্বায় অবতীর্ণ হইয়া অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মরূপে নৃত্য করিতে থাকেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা বাদ দিয়া নিরন্তর অথবা অনুক্ষণ শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, যাহা হয় তাহা নামাপরাধ মাত্র। কিন্তু আমরা অনেক সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিলে নিরন্তর বা অনুক্ষণ নাম গ্রহণের বিঘ্ন হইবে বা সেবা-কার্য্য করিলে কর্ম্ম হইবে ভাবিয়া সেবাকার্য্য বাদ দিয়া থাকি বা যদি কখনও কিছু কিছু করি তাহা বিরক্তির সহিত। ইহার ফলে অলসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং প্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা শব্দ উচ্চারণ করিয়া নিদ্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকি মাত্র। তখন মায়াদেবী আমাদিগকে দণ্ড দিয়া শিক্ষা দিবার জন্য নানা প্রকার দেহরোগ আনিয়া দেন। সেই রোগকে ভগবানের অনুগ্রহরূপে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারি না। তখন কেবল রোগের চিন্তা, ঔষধের চিন্তা, চিকিৎসকের চিন্তা, পথ্যের চিন্তা ইত্যাদি আসিয়া আমার কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-চিন্তার স্থান অধিকার করে এবং আমার কপটতা প্রকাশ পায় কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব এত বেশী যে, তাহাতেও সতর্ক হই না।

উত্তমাধিকারীর লক্ষণ

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

স্পর্শমণির সংস্পর্শে যেরূপ লৌহ সুবর্ণ হয় সেইরূপ মহাভাগবতকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তির কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ঘুচিয়া যায় ও তাঁহার শ্রীনাম-উচ্চারণের অধিকার হয়। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে"। সেইরূপ মহাভাগবত সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ দর্শন করেন।

"দীক্ষা কাহাকে বলে?"

'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ
পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা
দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময়জ্ঞান বা অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান লাভ হয়, এবং পাপের সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে পাপ-প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহাকেই পণ্ডিতগণ দীক্ষা বলিয়া থাকেন।

অতি ভাগ্যবান্ জনই সদ্গুরুর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে সাধন ভজন করিতে করিতে, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া পাপবীজ সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হন। তথাকথিত গুরুগণ—যাহারা নিজেরাই সদ্গুরু কাহাকে বলে, জানেন না, সদ্গুরুর দর্শন বা তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণত' অনেক দূরের কথা, কোন শাস্ত্র পর্য্যন্ত পড়েন নাই, অথবা আংশিক শাস্ত্র পাঠ করিলেও শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় বুঝেন নাই, অথবা ভোগবাসনায় বুঝিলেও নিজে আদৌ শ্রীহরিভজন-তৎপর নহেন, অত্যন্ত বিষয়াভিনিবিষ্টচিত্ত, এবং শিষ্যগণকে ফাঁকি দিয়া নিজের লৌকিক স্বার্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত ভণ্ডামিযুক্ত,—তাহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে কখনই দিব্যজ্ঞান-লাভ ও হৃদয়ের অসৎপ্রবৃত্তি নাশ হইবে না। বরং এরূপ গুরুরূপধারী অগুরু বা লঘুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে শিষ্য ক্রমশঃ সেই লঘুর সঙ্গদোষে লঘুতর হইয়া যান,—

"অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।"

অর্থাৎ এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে যেমন উভয়েই মহা-বিপদগ্রস্ত হয়, সেইরূপ ইহাঁরা উভয়েই কঠিন ভোগরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। এই সব গুরু-নামধারী অগুরুগণ হইতে পরমার্থঅন্বেষণ-কারী জনের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। ইহারা নিজেরাই অন্ধ, অপর অন্ধকে পথ কিরূপে দেখাইবে! ইহারা সাধারণতঃ লৌকিক ভোগপর অর্থস্বার্থ-সিদ্ধির লোভে বা স্নেহবশতঃ শিষ্য করিয়া থাকেন। তাই ইহাদিগের কবল হইতে কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে রক্ষাকরণ-মানসে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্নীয়া-
দদীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতা-শাপং
আপতেৎ॥"

অর্থাৎ স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন, এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লাভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রে অন্যত্র দৃষ্ট হয়—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।"

অর্থাৎ যে গুরু স্বার্থনাশ-ভয়ে অন্যায়রূপে শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করেন, এবং যে শিষ্য সেই কদর্থ অন্যায়রূপে শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অক্ষয় কাল পর্য্যন্ত মহানরকে বাস করেন। শাস্ত্র এইরূপ বহু স্থানে এই সমস্ত গুরু-নামধারী বিষয়-পিপাসু অগুরু হিরণ্যকশিপুর গ্রাস হইতে শ্রদ্ধাবান্ জনকে সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বিষ্ণু স্মৃতি বলেন—

"পরিচর্য্যা-যশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্-
গুরুর্ন হি।"

অর্থাৎ পরিচর্য্যা বা সেবা-প্রাপ্তির আশায় অথবা বহু শিষ্য করিয়া খ্যাতি-লাভের আশায় যিনি শিষ্য করেন, তিনি গুরু নহেন। তাঁহার নিকট হইতে কখনও দীক্ষা গ্রহণ করিবে না।"

বংশের বাতি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

এই সংসারে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর বংশের বাতির জন্য লালায়িত। আমাদের গৃহোপকরণ বা গৃহবাসী আত্মীয় স্বজন নামধারী ব্যক্তিবর্গের উপর আমরা এত আসক্ত যে, দেহান্তে সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, তবু যেন আমার গৃহে অন্ততঃ একটা বাতি জ্বলে। আমার নামে নিত্যানন্দকে দীপান্বিতায় দেওয়ালি-পূজার বাতিটা দেওয়া হয়, সেই বন্দোবস্তের জন্য আমি আজীবন ঘোর পাগল!

যাহা আমি দেখিব না, আমার কোনপ্রকার ভোগে আসিবে না, শুধু একটা লোকপরম্পরায় গতানুগতিক পন্থায় অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহার আশায় মানব জীবনের সুদীর্ঘ সময়টা কাটাইয়া দেই। পুত্র পিণ্ডদান করিবে, সেই পুত্রের মুখের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা! পুত্রার্থে ভার্য্যা স্বীকার করিয়া যদি পুত্র না হয় অথবা তাহারা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, শুধু একবার নহে এইরূপ যদি বহুবারও ঘটে, তবুও আশা মিটে না! পুত্র পিণ্ডদান না করিলে আমার নরক হইবে, অর্থাৎ নরক হইতে ত্রাণলাভের নিমিত্ত নিজের কোন সাধন ভজনের প্রয়োজন বোধ করি না, পুত্রই নরক হইতে আমাকে উত্তোলন করিবার মালিক রূপে খাড়া হইবে,—এই ভরসায় সংসার করিতে থাকি। তার পর দেহান্তে সেই সকল পুত্রকর্ত্তৃক প্রদত্তপিণ্ড দ্বারা আমার নরকবাস ছুটি হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে কোন সুদৃঢ় নিশ্চয়তা নাই। কেবল অন্ধবিশ্বাস মাত্র। হায়রে মেয়েলি ধর্ম্ম!

অনেক পুত্র পিতার পিণ্ডদানের পূর্ব্বেই স্বস্থানে প্রস্থান করেন, শেষে পিতাকেই পুত্র সাজিয়া পুত্রের পিণ্ড দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে পিণ্ডদাতা পিতা ও পুত্রের যোগ্যতা-বিচার হওয়া প্রয়োজন।

সেই পিতাই যোগ্য পিতা, যে পিতা পুত্রকে বাস্তব-পক্ষে পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করিবার যোগ্যতা-দানে সচেষ্ট। যে পিতা স্বয়ং যোগ্যতা লাভ করিয়া পিতার পিতাকে পুন্নাম নরক ভোগ করিতে দেন নাই, তেমন পিতা ভিন্ন কেহই আপন আপন পুত্রকে, সেই যোগ্যতা-দানে সমর্থ হইতে পারেন না।

জগতের পিতৃমাতৃকুল যদি আজ যথার্থই নরক বিশ্বাস করিতেন ও তাহার পন্থা অবরোধ করিবার বাসনা রাখিতেন, তাহা হইলে প্রত্যেক পুত্র কন্যাকেই আশৈশব রামায়ণ মহাভারতাদি সদ্গ্রন্থাবলী পাঠে রুচি জন্মাইতেন। কাঁচ কাচ ছেলে মেয়েদিগের হাতে কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেল ও নগ্ন ছবির বই দিয়া নিজেদের ও তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেন না। অবশ্য মেয়ে-

দের মধ্যে কাহারও দুর্ভাগ্যবশে যদি বৈধব্যাবস্থা ঘটে, তবে কোন কোন অভিভাবক তাঁহাকে দুই এক খানা ধর্মপুস্তক পাঠের আদেশ করিয়া থাকেন। তাহাও আজকালকার সমাজে স্থগিত হইতে চলিল!

যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক পিতা মাতা আপন আপন পুত্রকন্যাসহ হরিভজনপ্রয়াসী হইয়া সদ্‌গুরু কৃপা-লাভের জন্য পিপাসিত না হন, সে পর্য্যন্ত স্বর্গসুখ ও নরকদুঃখ (যাহা হরিভক্তগণ সমতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন) তাঁহাদিগকে নাগর-দোলায় দোলাইয়া কেবল ঘূরপাক খাওয়াইবে।

আপন আপন চেষ্টায় শতসহস্রগুণ চেষ্টিত থাকিলেও নরকভয় যাইবে না। শত শত পুত্র থাকিলেও সেইরূপ তথাকথিত পিণ্ডাদি দ্বারা দাম্পত্যকে সংসারে গতাগতি বন্ধ হইবে না বা নরকপতনাশঙ্কাও বিদূরিত হইবে না। আবার রাবণের বংশের ন্যায় নির্ব্বংশ হইয়া স্বর্ণময় লঙ্কাপুরীর ন্যায় বাতিবিহীনাবস্থায় অন্ধকারেও পূর্ণ হইতে পারে। বংশের বাতিই জ্বলুক আর নাহাই হউক, সে বাতিতে আমার পঞ্চবাণপের দৃষ্টির কোনও সাহায্যই করিবে না; সে নিমিত্ত আমাকে পুনরায় সংসারান্ধকূপে নরকযন্ত্রণাই ভোগ করিবার জন্য পতিত হইতে হইবে।

মানবের নিত্যধর্ম্ম

(কটক-প্রবাসিনী জনৈকা ছাত্রীর লিখিত)

সংসারে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই গুরুপদ আশ্রয় করা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া যাকে তাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা উচিত নয়। যিনি নিজে সকল শাস্ত্রের যাথার্থ জানেন ও ভগবদ্বিষয়ে আলোচনা করেন এবং যে কোন লোক তাঁর কাছে শ্রদ্ধালু হইয়া শুনিতে যায়, তাকেই পরমার্থ বলেন ও বুঝাইয়া দেন, সেই রকম মহাপুরুষের কাছেই সর্ব্বস্ব লইয়া যাওয়া উচিত। ভগবানের বিষয় যিনি নিজে না জানেন তিনি অন্যকে কি করিয়া তাহা বুঝাইবেন? আমাদের বাঙ্গালা দেশের যে সকল কুলগুরু আছেন, তাঁদের অনেকেই নিজেরাও ভগবদ্বিষয়ের বিন্দুমাত্র জানেন না এবং যে সকল শিষ্য করেন, তাদেরকেও ভগবানের বিষয় কিছুই বুঝাইয়া দেন না। শাস্ত্রে—ভগবান যে কি বস্তু বা তাঁর সেবা করা জীবমাত্রেরই যে দরকার, তাহা শিষ্যের মঙ্গলকামী প্রত্যেক গুরুরই বুঝাইয়া দেওয়া উচিত

ভগবানের সেবা অনেক প্রকারে করা যায়, প্রকৃত সাধু গুরুর নিকট শ্রদ্ধালু হইয়া গমন করিলে, কিপ্রকারে ভগবানের সেবা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বুঝাইয়া দেন। পাঁচ বৎসরের বালক প্রহ্লাদ কি করিয়া ভগবানের সেবা করিতে হয়, তাহা দৈত্যবালকগণের প্রতি উপদেশচ্ছলে জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুসরণ করা মনুষ্যমাত্রেরই উচিত। জীবমাত্রই স্বয়ং ভগবানের দাস—এইটি সকল সময় মনে রাখা দরকার। ভগবান্নুক্ত মানুষ দেখিতে পায় না, তাঁহার কথা শুনিতে পায় না, তিনি যাহা বলেন, তাহা করিতে পারে না। সেই জন্য মহান্ত গুরুদেবকে ভগবানের অভিন্ন প্রিয়তম মনে করিয়া এবং তাঁহার সত্যকথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া কায়, মন, ও বাক্য দ্বারা তাঁহার উপদেশ পালন করা উচিত। 'আমরা নিজেরাই কর্ত্তা' এটা মনে করা একেবারেই ভুল। আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্য্যামিসূত্রে সর্ব্বদাই একজন প্রধান চালক আছেন। তিনি সকলকেই তাঁর ইচ্ছার অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ বা পরামর্শ না শুনিয়া আমাদের মন এই জড়জগতে 'মায়িক সংসারের প্রলোভনে মত্ত হইয়া আমিই কর্ত্তা' এই কল্পনা করিয়া অসৎপথে যায়।

আমাদের শিক্ষা দিবার জন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং হইয়াও কৃষ্ণের প্রতি আমাদের কত টান থাকা কর্ত্তব্য এবং কৃষ্ণকে কি করিয়া আপনার মনে করিয়া ভালবাসা যায়, সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কেহই তাঁহার কথা-অনুসারে কাজ করে না ও তাঁর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম পালন করেন না। সকলেই নিজের সুখ-ভোগ-বাঞ্ছা লইয়াই ব্যস্ত। তাঁর কথা আর কে মনে করে?—কৃষ্ণের সুখ, কৃষ্ণের তৃপ্তি কিসে হয়, সে বিষয় আমরা ভুলেও একবার চিন্তা করি না!!

সাধুগুরুর আদেশ পালন করাই দরকার, কিন্তু এখন যেরূপ শেটকা ওয়াস্তে, নায়কা ওয়াস্তে, রূপেয়াকা ওয়াস্তে সাধুসন্ন্যাসীর বহু নকল দল হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে অনেকে প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়া ভয়ে কেহই আর খাঁটি সাধুবৈষ্ণবের কথা শুনে না। কিন্তু খাঁটি সাধুবৈষ্ণবের কথা শুনিলে বা তাদের সঙ্গ করিলে জীবের সময় মাটি হয় না, বরং নিত্যমঙ্গল হয়। মুক্ত বৈষ্ণব বা সাধুরা হচ্ছেন ভগবানের পার্ষদ, তাঁহারা যে কথা বলেন, তাহা ভগবানেরই নিজের কথা। তাহা মন দিয়া একাগ্র হইয়া শুনিলে সেই চেতনময় রাজ্যের অনেক বিষয় জানা যায় ও আমাদের অনেক স্থায়ী উপকার বা মঙ্গল হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, মন দিয়া আমরা তাহা কেহ শুনি না। মায়া-মুক্ত সাধুর মুখে হরিকথা বা মহাপ্রভুর চরিত কথা শুনিতে পারিলে আমাদের তাহা পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করা উচিত। কিন্তু আজকাল ফ্যাসান বা রীতি এই যে, কেহই হরিকথা শুনিতে চাহি না, কেবল গ্রাম্য বিষয়ের প্রজল্প ও রসাভাস শুনিতে সকলেই ইচ্ছুক।

শ্রীমহাপ্রভু নিজে বলিয়াছেন যে, কলিতে জীবের একমাত্র ধর্ম্মই হরিনাম; হরিনাম বিনা আর অন্য গতি নাই। কিন্তু সেই হরিনাম খাঁটি সাধুর নিকট না শুনিয়া অনিত্য জাগতিক পরিচয় মনের মধ্যে প্রবল রাখিয়া নিজে নিজেই করিলে শুদ্ধ নাম করা হবে না। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার কথা অনুসারে কায়মনোবাক্যে কাজ করিলে, তবে খাঁটি নাম করা হবে, হরিসেবা হবে। তিনি না বোলে দিলে আমরা কিছুই করিতে পারি না, বা করিলেও তাহা ঠিক হয় না। শ্রীগুরুদেব ভগবানের নিজ-জন কিনা, তাই ভগবানের মনোবাঞ্ছাদি সব ঠিকমত জানিতে পারেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে শুনিলে বা তাঁহার কথামত সরল-মনে অর্থাৎ মনে মনে তাঁহার সেবা ছাড়া অন্য কোন বাসনা না লইয়া কাজ করিলে তবে সেই কাজ ভগবানের প্রিয় কাজ হইবে। তাহা না করিয়া 'নিজেই খুব পণ্ডিত, নিজেই খুব জানি' ইহা মনে করিলে কিছুই হইবে না।

এই জগতে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে অনেকেই আসেন, কিন্তু পরকালের নিত্য বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই,—কেবল বৈষ্ণব বিনা। স্বার্থপ্রিয় জাগতিক বন্ধুরা কেহই ভগবৎ সেবা করিতে বলেন না বা করেন না, সকলেই নিজ নিজ সুখে মত্ত, ভগবৎসেবাই যে একমাত্র সর্ব্বপ্রধান কাজ বা সকল জীবের ভগবৎসেবা ভিন্ন যে আর অন্য গতি নাই, তাহা কেহই বোঝে না বুঝিবার চেষ্টা করেন না অথবা দশজন আত্মীয় স্বজনকে তাহা বুঝিবার সুযোগও দেন না।

সংসারে নিজের নিজের সুখ লইয়া ত' সকলেই ব্যস্ত। শেয়াল কুকুর বিড়ালাদি পশু, কাক শালিক পায়রা চড়ুই প্রভৃতি পাখী এবং পোকা মাকড় প্রভৃতি সকলেই দেহের সুখের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমরা 'মানুষ'—ইহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান। কিসে শ্রেষ্ঠ, কিসে বুদ্ধিমান? না আমরা দেহের ও মনের সুখ ছেড়ে দিয়া ভগবানের যাহাতে সুখ হয়, সেইটা বুঝতে বা চেষ্টা করিতে পারি, পশু পাখী কীটাদি তাহা পারে না। কিন্তু আমরা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যদি ভগবানের সুখ না খুঁজি, কেবল নিজেদের সুখের চেষ্টায় ঘুরি, তাহা হইলে আমরা ঐরকম জানোয়ারই থাকিলাম। সত্যসত্য 'মানুষ' নিজেদের পরিচয় দিতে পারি না।

প্রচার প্রসঙ্গ

কূর্ম্মাচল-সংবাদ

(নিজ-সংবাদদাতার পত্র)

কূর্ম্মাচলম্ ২৯।৭।২৯

শ্রীকূর্ম্মাচলের মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন সংস্থাপনের সকল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মন্দির পর্য্যবেক্ষণকারী শ্রীযুক্ত নরসিংহম পাণ্টালু মহাশয়কে দশদিনের ভিতর ঐ শুভকার্য্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ স্বীয় শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নিজেতেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সন্তোষ বিধান এবং জগজ্জীবের নিকট চেতনময়ীবাণী প্রচার করিবার উদ্দেশে গৌরপাদপীঠস্বরূপ নিজের ভক্তিহৃদয়টী বাহিরে লোকলোচনের গোচরীভূত করিলেন। গত মঙ্গলবার স্বামিজীমহারাজ এস্থান হইতে গৌড়ীয় মঠ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র সংবাদ

শ্রীবিনোদরামজিউর নবমন্দিরে বিজয়

নিজ সংবাদদাতার পত্র

থানেশ্বর, কর্ণাল

২৯।৭।২৯

গত ১৩ই শ্রাবণ ২৯শে জুলাই সোমবার শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব দিবসে অতি প্রত্যুষে শ্রীমদ্‌বিনোদরামজি সেবকগণের কীর্ত্তনাবাজিকের মধ্য নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শুভ বিজয় করিয়াছেন। অতিরিক্ত বারিপাত নিবন্ধন প্রথমতঃ অনেকেই উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পরে আকাশ একটু নির্ম্মল হইলেই নিকট এবং দূর-দূরান্তর হইতে শত শত শ্রদ্ধাবান্ লোক আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শনপূর্ব্বক দণ্ডবনতি করিতে লাগিলেন। একটি বিশেষ আনন্দের কথা এই যে সেইদিন প্রচুর বারিধারার মধ্যেও নবনির্ম্মিত মন্দিরনির্ম্মাণকারী শ্রীমান বাবুরামজী সপরিবারে সকলের আসিবার পূর্ব্বেই আবেগভরে শ্রীবিগ্রহের দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরম ভাগবত শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রজবাসী মহাশয় শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপর ধনি-দরিদ্র ও জাতিকুল-নির্ব্বিশেষে উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ মুক্তহস্তে বিতরিত হইয়াছিল। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাবৈভব দর্শন করিয়া স্থানীয় লোকের আনন্দের ও উৎসাহের আর সীমা নাই।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮,।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়েছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

চৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

দ্বীপাদিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাপিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

২২শে শ্রাবণ বুধবার—১৩৭৬

সাময়িকী

শৌক্রবিপ্র-বিচারে দুর্ব্বাসার ন্যায় অম্বরীষের প্রতি অত্যাচার বা তাদৃশবিচারে ঠাকুর নরোত্তমের প্রতি দুর্ব্যাচরণ বিশেষরূপে প্রমাণ করে। বৈষ্ণবাপরাধক্রমে অভিকল্পিত শ্রেণীবিশেষের ব্রাহ্মণ পরিচয় জীবকে বিপদ হইতে ইহজন্মেই চতুষ্পদ-প্রতিম করিয়া তুলে। অবৈষ্ণব বিপ্র-পরিচয়াকাঙ্ক্ষীকে শ্বপাকের ন্যায় অস্পৃশ্য-জ্ঞানে বৈষ্ণবগণ নিরীক্ষণ করিবেন না—এই স্মৃতিবাক্যের অবহেলাক্রমেই নিরয়গামী অভিমানী জীবের অমঙ্গল হইতেছে। গৌর-নাগরী দল এইসকল কথা ভাল করিয়া আলোচনা করিলে নাগরী হইবার প্রয়াসের অকিঞ্চিৎকরতা জানিতে পারিবেন।

সহর নবদ্বীপের গোরাচাঁদের আখড়ার মোহান্ত গোরাচাঁদ দাস একদিন এক ভক্তি-বিরোধী গোদ্রুমপ্রবাসী বিপ্রব্রুবের কুলক্রমানুগে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে আশীর্ব্বাদ-সম্ভাষণে লিখিত পত্র পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে স্বীয় উদারতাক্রমে আশীর্ব্বাদ প্রতিসম্ভাষণ জানাইয়াছিলেন। বিপ্রব্রুব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করার জন্য নিগৃহীত হইয়া পত্র উপস্থিত করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, বৈষ্ণবদাসগণ সর্ব্বদা করুণাময় সুতরাং গৃহব্রত বিপ্রব্রুবের অকল্যাণ কামনা না করায় প্রত্যভিবাদনে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন; তাহার সর্ব্বনাশ কামনা করেন নাই।

প্রাকৃতজন কয়েকটী সৌরবর্ষের জন্য বিপ্র-কুলে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাদের বৈষ্ণবের চরণকমলে অপরাধী হইতে হইবে এরূপ নহে। বৈষ্ণবাপরাধক্রমে নিরয়গমন অনিবার্য্য। ইহজীবনেও বৈষ্ণববিদ্বেষ করিতে করিতে বিষ্ণুবিদ্বেষ পর্য্যন্ত অপরাধ বৃদ্ধি লাভ করে। গৃহব্রত তামসিক মায়াবাদী বিপ্রব্রুব বৈষ্ণবকে আশীর্ব্বাদ করিবার ধৃষ্টতা জানাইলে উহা তাহার প্রলপিত বাক্যরূপেই পরিণত হয়। যেহেতু গৃহব্রতের আশীর্ব্বাদের ভরসা বৈষ্ণব কোন দিন করেন না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদে বিপ্রব্রুবের বর, ধন, যশঃ, শত্রুজয় প্রভৃতি ফললাভ ঘটে। গৃহব্রতগণের ঐ সকল অভীপ্সিত আশীর্ব্বাদ বৈষ্ণবগণ মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জনীয় জানেন কিন্তু গৃহব্রত প্রাকৃতজন বিপ্রব্রুব উহা পাইলেই পরম সন্তুষ্ট হন।

যোষিৎসঙ্গ বিচারোদ্ভূত শৌক্রপন্থী অন্তর আদর করিতে গিয়া যে গৃহব্রতগণ ত্রিদণ্ডিগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিবার ধৃষ্টতা দেখান, তাহা গুরুরূপেই আদর পাইতে পারে। তন্নিকটবর্ত্তী কালনা ও পাঁচথুপীতে সঞ্চারিত হইলে অতিবচনপ্রভাবে মূঢ়তা জীবকে অন্ধতামিস্র নরকে নিপাতিত করে। শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ হরিসেবোন্মুখ হইলেই তাঁহাদিগের চরমোন্নতি হয়। তখনই তাঁহারা বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্মাশ্রিত হন। আর কপালদোষে ভক্তিবিরোধি-স্মার্ত্তকে বৈষ্ণব জ্ঞানে গুরু বলিয়া মনে করিলে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া বৈষ্ণববিদ্বেষকেই স্বধর্ম্ম জ্ঞান হয়।

স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন বলেন,—যিনি দেবতাকে বা ত্রিদণ্ডীকে নমস্কার না করিয়া দাম্ভিকতার চরম সীমায় উপনীত হইয়া আশীর্ব্বাদ করেন তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা স্বীয় পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে হয়। একাদশ অনশনে ব্রত যাপন করিয়া ত্রিদণ্ডিচরণে অপরাধ ক্ষমা করাইতে হয়। পাঁচথুপি-দল ও কালনা-দল অনেক সময় অপরাধের বশবর্ত্তী হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে নরক প্রতীক্ষা করেন।

বনওয়ারী লাল সিংহ মহোদয়ের স্তাবকাধস্তনগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। পাঁচথুপির তদাশ্রিত বিপ্রবর্গ তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মানে অভিবাদন করিতেন। মাথা খারাপ হইলে অহঙ্কার-মদোন্মত্ত অধস্তনগণ বৈষ্ণবমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বিষয়মদে ডুবিয়া যায়। তখন বৈষ্ণবের গুরু হইবার অভিপ্রায়ে বৈষ্ণব নিন্দার আশ্রয় গ্রহণ করে। কুবিজ্ঞান-বিপ্রবর্গের অধস্তনগণ যদি শ্রীভগবান দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণকমলে প্রণত না হয় তাহা হইলে তাহারা বড়ই আচার্য্য-শিষ্য অভিমান করুক না, তদভিমানেই নরকাশ্রিত হইয়া বৈষ্ণবপাদপদ্মে ব্রাহ্মণতা নাই প্রভৃতি বলিবার জন্য ব্যস্ত হইবে। অজ্ঞান-ফলে তাহাদের অমঙ্গল অনিবার্য্য।

মানুষ-মাত্রের অধিকার

জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি। ভক্তি ব্যতীত জীবাত্মার অন্য কোন বৃত্তি নাই। জীবাত্মায় যে সচ্চিদানন্দ শক্তি-বৈচিত্র্য তটস্থভাবে নিত্য পরিলক্ষিত হয়, সেই পরিচয়ে ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতি সেই ভক্তি বা সেবা করিয়া থাকেন। পরমাত্ম-ভক্তি নিত্যা। ভজনীয় ভগবান্ নিত্য, জীবাত্মা ভক্ত নিত্য। অনাত্মবৃত্তিতে ভক্তি মিশ্র-ভাবাপন্ন হয়। ভক্তি ব্যতীত আর দুই প্রকার বৃত্তি আত্মায় আরোপিত হইতে দেখা যায়। তাহা অচিৎপ্রতীতি-মূলক স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির বৃত্তিমাত্র। সূক্ষ্ম উপাধিতে নিরস্ত-কল্প জ্ঞানের চেষ্টা লক্ষিত হয়। তাহাই ব্রহ্মজ্ঞানে লীন হইলে জ্ঞাতার জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ক ধারণা বিলুপ্ত হয়। এজন্য উপাধিদ্বয়ের ভোগ বা উপাধিদ্বয়ের বিনাশরূপ ত্যাগে ভক্তি নাই।

সৃষ্টির বিভিন্ন বিচিত্রতায় নানাপ্রকার জীব নানা দেশে উপস্থিত হইলেও মানবের অপরাপর জীব হইতে একটু স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়। সেই স্বতন্ত্রতাটী অন্য কিছুই নহে, আত্মোপলব্ধির জন্য ভক্তিমূলা বৃত্তি। ভক্তিমূলা বৃত্তি নিরুপাধিকা। তাহা অভ্যাগত মাত্র নহে। মানবেরই ভক্তিতে একমাত্র অধিকার। ইহা শাস্ত্রে নানা স্থানে পরিকীর্ত্তিত আছে। অপর প্রাণীতে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। পশুকে নানাবিধ বাহ্য সংস্কার দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু অনেক স্থলে সে তাহা নিজে মনোমধ্যে সকলসময় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। মানব বাক্যের যোগেই অন্যান্য কথনশীল মানবের নিকট হইতে জ্ঞেয় সত্তা লাভ করিতে সমর্থ হন। নরমাত্রই অপর নরকে স্বীয় চিত্তবৃত্তির সাহায্যে ও অচিৎ সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। মনুষ্য পশুদিগের নিকট অথবা অন্য সজীব বৃক্ষাদির সহিত নিজ চেতনের ভাব আদান প্রদান করিতে পারেন না।

মানব স্বীয় অক্ষজ জ্ঞান অপর মানবকে প্রদান করিতে সমর্থ, আবার সেই মানবই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে সমাধিলব্ধ অধোক্ষজ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়া প্রদান করিতে পারেন। অক্ষজজ্ঞান পূর্ব্বে থাকে না। অক্ষের সাহায্যেই তাহা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু সমাধিলব্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত সত্যজ্ঞানে মনুষ্য নিজ চেষ্টা দ্বারা উপনীত হইতে পারেন না। উপনিষৎ বলেন, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।" ভাগবত বলেন, অক্ষজজ্ঞানাবিশিষ্ট মানব অধোক্ষজের সেবা-বিশিষ্ট হইলেই তাঁহার অনর্থের নাশ ঘটে। অনর্থ থাকা কাল পর্য্যন্ত নিত্যাশ বা পরমার্থরূপ অধোক্ষজ বস্তু বিষয়কনিরস্ত কুহক-জ্ঞান হয় না।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ চারিটী আপেক্ষিক তাৎকালিক অবস্থা-মাত্র। তাহাদের কোনটীরই নিত্যতা নাই। বদ্ধবুদ্ধির পরিবর্ত্তনই মুক্তির লক্ষ্য বিষয়। ঐগুলি কখনই জীবের নিত্যকালের সঙ্গী নহে। ভক্তিই জীবের সার্ব্বকালিকী বৃত্তি। ভক্তিই উপায় ও উপেয়। অব্যভিচারিণী ভক্তির বলেই জীবের নিত্য-মঙ্গল উদিত হয়। ভক্তির অভাবেই উপাধিদ্বয়ের চেষ্টাগুলি নিত্য স্বরূপ আবরণ করিবার পরিবর্ত্তে পরিশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

জীব কায়মনোবাক্য দ্বারা চেষ্টাবিশিষ্ট হ'ন। বাক্যই কায়মনের গুরুরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। সাধুসঙ্গ হইতেই কীর্ত্তন, শ্রবণরূপে জীবের হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে হৃদ্গত ভাব জিহ্বা ও ওষ্ঠে স্পন্দিত হয়। এই চেতনের বৃত্তি কায়মনোবাক্যের পথে বিচরণ করিতে থাকে। যে কালে বাক্য স্থূল ও সূক্ষ্ম মনোবিষয়ক, সেই কালে তাহা খণ্ডকালের আগমাপায়িরূপে জীবের উপাধিকেই অস্মিতা স্থাপন করে। অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা হইতেই কায়মন মুক্ত হয়। তখন শব্দব্রহ্মের আবাহনকারী জীব নিজস্বরূপ উপলব্ধি করেন। বিষ্ণুবস্তুর শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ প্রভাবে জীবের স্বরূপে বৈষ্ণবদর্শন-লাভ ঘটে।

নরমাত্রেই যখন ভক্তির অধিকারী, তখন আমরা পাত্রনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই বৈষ্ণব অনুভূতির যোগ্যতা আছে, জানি। মানব অক্ষজজ্ঞানে যে বর্ণবিভাগ বুঝিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃতির গুণ হইতে জাত। কর্ম্মভূমিতে বিচরণ-কালে গুণ বা বৃত্তই বর্ণবিভাগের প্রধান উপকরণ হয়। কিন্তু গুণকর্ম্মবিভাগ-ক্রমে জাত বর্ণ ভক্তির বাধা দিতে পারে না। মানব বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও ভক্তিতে অবস্থিত থাকিতে পারে, আবার বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া দিয়াও বিষ্ণুসেবার উদ্দেশে অগ্রগামী হইতে পারেন। যে কালে মানব বিষ্ণুসেবা করেন, সে কালে বৃত্তবিভাগ মাত্রে অবস্থিত মানবের ন্যায় তাঁহাকে যমদূতদ্বারা যমদ্বারে নীত হইতে হয় না, কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না, না ব্রহ্মেও নির্ব্বিণ্ণ হইতে হয় না।

বর্ণাশ্রমাবস্থিত মানব বৈষ্ণব-পরমহংসকে বর্ণাশ্রমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হয় মাত্র। এজন্য শাস্ত্র বলেন,—শৌক্র-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ যেরূপ শৌক্রগোত্রাভিমান হইতে দ্বিজত্ব লাভ করেন, সেই প্রকার অচ্যুতগোত্র ভজনশীল মানব দিব্যজ্ঞান-শাস্ত্রের বিধানানুসারে দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হ'ন। দ্বিজ শব্দে দ্বিতীয় জন্মলাভকারী অর্থাৎ লব্ধ-সংস্কার মানব। দীক্ষাবিধানক্রমে সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার হইয়া যায়। বৈষ্ণব কখনই অসংস্কৃত থাকেন না। অদীক্ষিত মানব, দীক্ষান্তরে যে সংস্কার লাভ হয়, তাহা স্বীয় প্রাক্তন দুষ্কৃতিক্রমে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই শাস্ত্র সুস্পষ্টভাবে

লিখিয়াছেন যে, "দীক্ষাবিধানের ভিক্ষত্ব স্বীকারে নহে" দেখলে, দীক্ষাবিধিতে সংস্থান নাই পাপ বর্ত্তমান থাকে, যে স্থলে প্রাপ্ত দীক্ষাবিধানের অভাব আছে, ... হইবে। দীক্ষাবিধান স্বীকারে ... কলিকালে যে মন্ত্রোপদেশকে দীক্ষা বলা হইতেছে, অতএব দীক্ষিত ... পুণ্যবান ব্রাহ্মণ বলিবার ... প্রবৃত্তি বলিয়া স্বার্থ ... হইতেছে। তাঁহারা এইরূপ ... বলেন, তাঁহারা নিজেরা দীক্ষিত ... এবং তাঁহাদের ভক্তি ... তাঁহারা ... বর্ত্তী বা

যে সকল ব্যক্তির আত্মবোধ হয় নাই, তাঁহারাই অন্যবুদ্ধি প্রবল করিয়া, পার্থিব নিবৃত্তি ... দুর্বুদ্ধি, বৈষ্ণবে লৌকিকবুদ্ধি প্রমাণ নিবেদন ... ঈশ্বর ... বুদ্ধি করিয়া থাকেন। এই সকল বৃত্তি তাঁহাদের ... নিদর্শন। দিব্যজ্ঞানের অভাব হেতু বিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে দেহাভিমান থাকে। প্রাকৃতবুদ্ধিবশে তাহারা বৈষ্ণবকে গুণকর্ম্ম-বিভাগদৃষ্টিতে বর্ণী বলিয়া মনে করেন। এরূপ দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা ভক্তিচ্যুত হইয়া অচ্যুত-সেবার পরিবর্ত্তে চ্যুতগোত্রীয় পরিকল্পনার অভিমান করে। নশ্বর দেহে আত্মবুদ্ধি করিতে করিতে তাঁহারা বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। বৈষ্ণব গুরুকে গোখরের ন্যায় বুদ্ধিবশে চিহ্নিতের অনাদরকারী জনগণের মানব জীবনে ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুর্গতি নাই। উদরের লোভ, লৌকিকবিচার প্রতিষ্ঠা আশা প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সমাজ হইতে গৃহব্রতের সমাজে টানিয়া লইয়া যায়। নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও নরকের নিবেশই ভক্তি হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হন। বৈষ্ণবাপরাধীর ... হইতে কোন কালেই নিষ্কৃতি নাই।

আমার বৈষ্ণবতার পরিমাণ

(লেখক শ্রীপাদ বাবাজী ... স্বামী ভক্তিরত্ন)

কিছু দিন পূর্ব্বে মনে করিতাম,—আমি অন্ততঃ একটু ভালরকমের বৈষ্ণবতা লাভ করিয়াছি! তিনবেলা স্নান, আহ্নিক, মালাজপ, ঠাকুরসেবা, ঘণ্টানাড়া, চৈতন্যভাগবত চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, উচ্চকীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগ আরতি, সায়াহ্নে সন্ধ্যারতি, কীর্ত্তন! এ কি ভজনের ঘটা! আমার কাণ্ড তাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া লোকের চোখে চটক লাগিয়াছে। সকলেই নির্ব্বিবাদে আমাকে আমার বাবাজীর প্রাপ্য যথাবিধ প্রতিষ্ঠাদি দান করেন! আমিও ভাবি, বেশ কথা। ইহারা বেশ ভাল লোক, যেহেতু আমাকে ভাল ছাড়া মন্দ বলে না। সুতরাং ভুমি চুপ আমিও চুপ নীতি অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। এখন মনে করিতাম—আমিই সংসারে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, যেহেতু সাধু হইতে পারিয়াছি। যাহারা আমাকে সম্মান করেন তাঁহারাও কিছু কিছু বুদ্ধিমান! তাঁহারা বাদ বাকি সব লোক আমারই লোক, যেহেতু আমার সমান সম্মান ত' তাহারা করে না!

দেখিতে দেখিতে যাহারা আমাকে খুব প্রশংসা করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে দুই দশ লোকই ঠাকুর মহলে গঞ্জনা চুরির ... কখনও সদর দরজায়, অন্ধ দরজায় ... প্রবিষ্ট হইয়া সকল পূজা করিয়া লইলেন। একদিন দেখিলাম—ইহারা কে? শুধু বুঝিলাম না, একেবারে অবাক হইলাম!

অমনি হঠাৎ ধাঁধা, ভয়ের আশ্রয়, শোকের অশোক, মরণের অমৃতপ্রদাতা শ্রীবৈকুণ্ঠ বাস্তবিক গৌড়ীয় চল আজের একখানা পত্রিকা আমার নিকট উপস্থিত। ভাবিলাম,—এ আবার কি রকম পত্রিকা? ইতঃপূর্ব্বে প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে আমি বৈষ্ণব পত্রিক নামধারী অনেকগুলি পত্রিকাই গ্রাহক প্রবন্ধাদি পড়িয়াছি। তাহাতে সামাজিক সংবাদ ও পাঠ করিতেও আমি যে একেবারে অক্ষমন তাহা নহে। কিন্তু দেখিলাম—কাহারও কথার সহিত কাহারও কথার মিল নাই। এমনকি, পূর্ব্ব পক্ষ সংখ্যার সহিত পরবর্ত্তী সংখ্যারই অমিল। শুধু তাহাই নহে, যে যাহা লিখিয়া পাঠাইতেন তাহাই অবিচারে কাহারও পারিপাট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশিত হইত।

তাই মনে করিবার অবসর পাইয়া ভাবিতেছিলাম,—এই গৌড়ীয়ও বোধ হয় কেমন ধরণের একটা কিছু! যাহা হউক, হাতে পাইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতে থাকিলাম। হঠাৎ দশম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—"কে চোর?" দেখিয়া একটু সাধ হইল,—পড়ি না কেন? পড়িলাম তো বটে, কিন্তু বুঝিলাম কি? বুঝিলাম,—এতদিন আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়া যাহারা স্বার্থ দোহন করিয়াছেন ইহারাই তাঁহারা। এরূপ গল্প পাঠ করিয়া বেশ মজাই পাইলাম ... আর বাদ না করিয়া গ্রাহক হইলাম ... হইয়া অদ্যাপি পত্রিকা ... পাইতে ধীরে ধীরে অবসর লইলাম আর গৌড়ীয়ই মনোযোগ-সহকারে পড়িতে থাকিলাম। মনে হইতে লাগিল এমন নিছক খাঁটি কথা একদিনের কথা জীবনে আর কোথাও শুনি নাই। এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিজের বৈষ্ণবতার পারমার্থতাও মাপিয়া লইবার বেশ একটা সুযোগ উপস্থিত হইল!

ভাবিতেছিলাম মানব-জীবনের অর্দ্ধেকটা তো 'ঐ চোর যায় ঐ চোর যায়' খাটি বলিয়া অন্যদিগের ধাড়ে দোষ চাপাইয়াছি নিজের হৃদয়ের কৈফিয়ৎ দিবার অবসর পাইলাম, এখন বাকি দিন কয়টা ঐ বাস্তব সাধুদিগের সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া একটু খাটি মানুষ হইতে পারি কিনা দেখি। তাহাই বা হইল কোথায়? এক আধটুকু পুণ্য বা নীতিবল থাকিলেই যদি সাধুসঙ্গ লাভ হইত তাহা হইলে জগতে কত পুণ্য পুণ্য পুণ্যবান নীতিবান ব্যক্তি ভবসাগরে হইয়া পড়িত না।

অবশ্য ভাবের ঘরে চুরি করিয়া কপটতা অবলম্বনে কাগজে-কলমে, কথাবার্ত্তায়, কোনদিকেই অ-খাঁটি নয়, কিন্তু নিজের বুকে নিজে হাত দিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণপানে তাকাইয়া যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে আমি চিরন্তন অভ্যাসবশে অনর্থসাগরে নিমজ্জিত, বাসনার দাস, কামিনী-কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠার ভিখারী অধম মানবাধম ছাড়া আর কিছুই নই।

আমি চাই আমার শান্তি, আমার মনের শান্তি, ইন্দ্রিয়ের শান্তি। আমার সাধুসঙ্গের পিপাসা শুধু আমার শান্তির নিমিত্ত। আমার বৈষ্ণব সেবার ছল না—আমারই শান্তির জন্য, আমার প্রবন্ধাদি লিখা শুধু আমারই শান্তির নিমিত্ত। হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবার জন্য তাঁহাদের সুখের জন্য আমি কিছুই করিতে চাই না বা করি না। আমি চাই আমার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের শান্তি। স্বার্থগতি শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের সুখ আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয় নাই! আর হইবে কি না তাহাও জানি না।

আমার অন্তরাভিলাষ আমার মস্তকে এমন একটা কণ্টকের প্যাঁচ আঁটিয়া দিয়াছে, যে নিমিত্ত অশান্তিময়ী অনিত্য শান্তি খুঁজিবার জন্য আমাকে ভবঘুরে হইয়া শেষকালে শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গার ন্যায় শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেহমনের শান্তির ভিখারী হইয়াছি।

কেন? এতদিন 'আমি যে বৈষ্ণব' এরূপ নাবলী বুদ্ধি ছিল, তার পর বৈষ্ণবের কৃপায় যে বুদ্ধি খানিকটা রূপান্তরও ঘটিল বটে, কিন্তু এখন তো বৈষ্ণবের দাস্য করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত, তবুও কেন মধ্যে মধ্যে প্রাকৃত সহজিয়ার বুদ্ধি উঁকি ঝুঁকি মারিয়া নানা প্রকার ভাব ও জগতের বিভিন্নতা বর্দ্ধনে সচেষ্ট রহিয়াছে? তাহা হইলে আমি যে বৈষ্ণব—এ দুর্বুদ্ধিপিশাচী এখনও আমার পার্শ্ব ত্যাগ করে নাই! আবার সময় সময় 'আমি অবৈষ্ণব' এরূপ অসৎ ক্লিষ্টতাও আবির্ভাব দেখা যায়, সুতরাং, আমি বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব, এই দুইটিই জীবের বিরূপশক্তার বস্তার বৈকালিক প্রলাপ মাত্র। কোনটারই ভিত্তি নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবকাভিমান স্ব-স্বরূপের অভিব্যক্তি। আমি ঠিক তাহার বিপরীত বুদ্ধিমান!

আমি যখন বৈষ্ণবাভিমানী থাকি, তখন আমি কত বড় (?), তাহার পরিমাণ করিতে পারি না। আবার যখন আমি অবৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করি তখনও আমি আমার কোন পরিমাণ করিতে পারি না।

আমার প্রধান দোষ—আমার নিজের কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, আমি নিজেকে নিজে টানিয়া বাড়াইতে চেষ্টা করি, যাহাতে অপরে দোষরাশি ঢাকিয়া যাইতে পারে। আমার দোষগুলি, দয়া পড়িতে বলিয়াই অপরাধের খনি বৈষ্ণবঠাকুরদিগের সঙ্গ করিতে চাই না। কি জানি—শেষে আমার ফাঁক হইয়া বৈষ্ণবঠাকুরদিগের নিকট যতখানি পরিচয়ে যে টুক সম্মান পাইয়া আসিতেছি, সেই টুকু যদি ছুটিয়া যায়! তাহা হইলে হয় ত আমাকে আর কেহ চিনিবেই না! অবশ্য বৈষ্ণবঠাকুরগণের শ্রীচরণপথে আসিবার জন্য প্রত্যেক আত্ম-মঙ্গল-কামীর কামনা থাকা প্রয়োজন। তথাপি অভিমানের ডালা লইয়া বৈষ্ণবঠাকুরদিগের নিকট উপস্থিত হই কেন? আর কবে আত্ম-বঞ্চনার সাধ মিটিবে! আত্মবঞ্চনার সাধ না ঘুচিলে আমার বৈষ্ণবতার পরিমাণ ত' বুঝিব না!

জীব তত্ত্ব

(পরবিদ্যা-পীঠের জনৈক ছাত্র-লিখিত)

অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের তিনটী শক্তি প্রধান বলিয়া বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন শক্তি তিনটী যথা,—স্বরূপশক্তি, তটস্থাশক্তি ও মায়াশক্তি। স্বরূপশক্তি দ্বারা বৈকুণ্ঠ জগৎ, তটস্থা শক্তি দ্বারা মায়িক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে কুণ্ঠা অর্থাৎ মায়িক ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, এই তিন ক্রিয়া নাই, কেবলমাত্র শুদ্ধ সত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধাস্থিতিই রহিয়াছে, তাহাই বৈকুণ্ঠ জগৎ, সেই বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সহিত শুদ্ধজীবগণ নিত্যকাল বাস করেন। অশুদ্ধ অর্থাৎ মায়াবদ্ধ জীবের সেখানে গমনের অধিকার নাই। আর যেখানে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ, এই তিনের প্রকোপ আছে, তাহা মায়িক জগৎ

বৈকুণ্ঠ বা চিৎ জগৎ এবং মায়িক জগতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈকুণ্ঠ জগতের সমস্তই নিত্য উপাদেয়, নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় এবং জন্ম ও প্রলয়-রহিত আর মায়িক জগতের সমস্তই অনুপাদেয় নিরানন্দদানকারী, অনিত্য বা পরিবর্ত্তনশীল এবং জন্ম ও প্রলয়ের অধীন।

এই উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তি স্থানে জীবজগৎ। জীবজগৎ ঈশ্বরের তটস্থা শক্তি হইতে প্রকটিত। নদীর তট যেরূপ জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তি স্থানে অবস্থিত, সেইরূপ জীবজগৎ, বৈকুণ্ঠ জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তি স্থানে অবস্থিত। এই জন্যই শ্রীভগবানের যে শক্তিদ্বারা জীবজগৎ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাকে তটস্থাশক্তি বলিয়া বেদ আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি
তদ্গুণৈঃ ন যুজ্যতে"

অর্থাৎ শ্রীভগবান প্রকৃতি বা মায়ার আশ্রয়। তিনি এই মায়িক জগতে আসিয়াও মায়িক গুণ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের দ্বারা বশীভূত হন না—ইহাই তাঁহার ভগবত্ত্ব। আর জীব এই মায়িক জগতে আসিয়া ঐ সকল মায়িক গুণের দ্বারা বশীভূত হইয়া যায়। ইহাই জীবের বিশেষত্ব। এই মায়াবদ্ধ জীব প্রত্যেক স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহকে সুখে রাখিবার জন্য তদনুযায়ী কর্ম্মসকল করিতে থাকে। স্থূল দেহকে 'আমি' মনে করিয়া স্থূলদেহের সম্পর্কিত জন ও বস্তু সকলকে 'আমার' বুদ্ধি করে এবং দেহের সহিত অসম্পর্কিত জন ও বস্তুসকলকে 'পর' বুদ্ধি করে। স্থূলদেহকে সুখে রাখিবার জন্য নানাপ্রকার ভোগ-সুখের আবাহন করিয়া থাকে। এই প্রকার বদ্ধজীবের ভজনীয় বস্তু—ভুক্তি অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ।

ধর্ম্ম—অর্থাৎ পুণ্য; ইহা পরকালের সুখলাভের জন্য কৃত হয়। পরজন্মে স্বর্গে দেহসুখ-ভোগাদি করিবার আশায় পুণ্যকর্ম্মাদি, যথা—পুষ্করিণী খনন, পথনির্ম্মাণ, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, রোগিশুশ্রূষা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বিপন্নকে আশ্রয়দান, যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎকার্য্য দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ করিয়া থাকে।

অর্থ—অর্থাৎ ইহজগতে থাকা সময়ে যদ্দ্বারা দেহসুখভোগের সামগ্রীসকল সংগ্রহ করা যায়। অর্থ-সংগ্রহের জন্য বদ্ধজীবগণ দিবারাত্রি গর্দ্দভের মত পরিশ্রম করিয়া থাকে।

কাম—অর্থাৎ বাসনা, উহার চরিতার্থতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত, যথা—পুত্র বা কন্যালাভ, সুন্দর-কামিনীলাভ, বললাভ, মান ও প্রতিষ্ঠা-লাভ প্রভৃতির নিমিত্ত ঐ বদ্ধজীবগণ আধিকারিক বহুসংখ্যক দেব দেবীর পূজা করিয়া বা নিজচেষ্টায় কামলাভে যত্ন করে।

এই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লইয়া যাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহারা কর্ম্মী বা কর্ম্মফলের পথিক। তাঁহাদের তত্ত্ব দর্শন নাই। বাহ্য অনিত্য বিষয়ানন্দ তাঁহাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কোন জীব সূক্ষ্মদেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া স্থূলদেহের সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করতঃ "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্" অর্থাৎ 'ত্যাগ হইতেই শান্তি লাভ হয়, ভোগের দ্বারা নয়", এই বুদ্ধিতে কঠোর দেহসংযম ব্রত অবলম্বন করিয়া চতুর্ব্বর্গ মোক্ষের উপাসক হন। ইঁহাদেরও যথার্থ তত্ত্বদর্শন নাই। অবশেষে নিষ্কাম-নির্ব্বিশেষ ভাবনায় ইঁহাদের বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া আছে, ইঁহাদের প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাব আছে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন-সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা

স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় হইতে বুদ্ধি বিগত হইলে জীব তবে তাহার স্বরূপ জানিতে পারে।

"স্ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো
জীবনিচয়াঃ
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদ-বিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ
স্বগুণতঃ॥

প্রজ্বলিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেরূপ বৃহৎ অগ্নি হইতে অতিশয় ক্ষুদ্র, চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির তুলনায় জীবও সেইরূপ চিৎকিরণকণ। সেই জীব অনন্ত। সূর্য্য হইতে কিরণ, কিন্তু কিরণ যেরূপ সূর্য্য নয়, অথচ সূর্য্য ব্যতীত কিরণের কোন অস্তিত্বও নাই, সেইরূপ জীব শ্রীহরির নিত্যাশ্রিত; কিন্তু জীব হরি নয় অথচ শ্রীহরি ভিন্ন জীবের কোনও গতিও নাই। শ্রীহরি ও জীব—উভয়েই চিদ্বস্তু, এইজন্য চিন্ময় শ্রীহরি ও চিৎকণ শুদ্ধ জীবে অভেদ, এবং পরিমাণগত পার্থক্য বিদ্যমান বলিয়া ঈশ্বর শ্রীহরি ও বদ্ধ জীবে ভেদ। সুতরাং, শ্রীহরি ও জীব ভেদাভেদ তত্ত্ব। ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ উপস্থিত হইলে, ভেদেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। শক্তিমান্ শ্রীহরি শক্তি প্রকৃতির অধীশ্বর, মায়া তাঁহার বশীভূত তত্ত্ব। জীব কিন্তু সকল অবস্থাতেই সেই মায়ার বশযোগ্য। শ্রীহরি স্বভাবতঃই বৃহৎ, আর জীব স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র; শ্রীহরি পূর্ণ অংশী, জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ; শ্রীহরি পালয়িতা, জীব পাল্য; শ্রীহরি প্রভু, জীব তাঁহার দাস। পিতার নিকট পুত্র, স্বামীর নিকট স্ত্রী, রাজার নিকট প্রজা, প্রভুর নিকট দাসের যে সম্বন্ধ, শ্রীহরির সহিত জীবেরও সেই সম্বন্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ইহ জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

অর্থাৎ জীব শ্রীহরির নিত্যদাস, কিন্তু শ্রীহরিকে ভুলিয়া মায়াবদ্ধ জীব হইয়া জন্ম-মরণ মালা গলদেশে পরিধান করতঃ নানাবিধ শোক, মোহ ও মৃত্যু, এই ত্রিতাপে তাপিত হইতে থাকে। সুতরাং, মায়াবদ্ধ অবস্থায় জীব মায়ার নফর, আর মুক্তাবস্থায় বা শুদ্ধজীবত্বে জীব শ্রীভগবানের নিত্যদাস।

দাসত্ব ভিন্ন জীবের আর উপায় নাই। কারণ, সে শ্রীভগবানের শক্তি নামক একটি মধ্যবর্ত্তিনী শক্তি হইতে প্রকটিত। হয় সে শ্রীভগবানের দাসত্ব করিবে, নয় ত সে মায়ার দাসত্ব করিবে। শুদ্ধাবস্থায় শ্রীভগবদ্দাসত্বই তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম! মায়ার দাসত্ব তাহার নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, কারণ তাহা মায়াসঙ্গরূপ নিমিত্ত হইতে আসে। যেমন জলের শৈত্যসঙ্গরূপ নিমিত্ত হইতে তাহার কাঠিন্য ধর্ম্ম উপস্থিত হয়, সেইরূপ জীবের মায়াসঙ্গ প্রভাবে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ নৈমিত্তিক ধর্ম্মের উদয় হয়। কিন্তু জীব যখন স্বরূপে অবস্থান করে তখন সে শ্রীভগবানের নিত্যদাসত্বই করিয়া থাকে। মায়াবদ্ধ হইলে পর জীবের ঐ চারিপ্রকার বিকৃত অনিত্য ধর্ম্মের আবাহন হয়।

এই চারি প্রকার অনর্থ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে জীবের ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। 'প্রসাদ' অর্থে কৃপা বা অনুগ্রহ। এই প্রসাদ—চিন্ময় বৈকুণ্ঠ বস্তু, কদাপি জড়বস্তু নহে। বহু জন্মের সুকৃতি ফলে জীবের প্রসাদে রুচি জন্মে, অল্পপুণ্যে তাহা ঘটে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ॥
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল বিচারণা"

উহার অর্থ হইতেছে এই যে,—মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, শ্রীনামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে, স্বল্পপুণ্যবান ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে না। শ্রীভগবৎ-প্রসাদ যদি শুষ্ক হয়, পর্য্যুষিত হয়, এমন কি, দূরদেশ হইতে আনীতও হয় তবে তাহা কাল বিচার না করিয়া প্রাপ্তিমাত্রে ভক্ষণ করা উচিত, নচেৎ শ্রীভগবৎ-প্রসাদের অমর্য্যাদা করা হয় এবং তজ্জন্য অপরাধ হয়।

প্রচার প্রসঙ্গ

গত ১২ই শ্রাবণ মঙ্গলবার জামালপুর স্থানীয় ভক্তগণের অধীন গৌরীবাড়ীর অফিসের কাছারীতে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তরঙ্গ প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ উপস্থিত হইয়া "বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টাকাল বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে ও শেষে খোল-করতাল সহযোগে সুললিত স্বরে হরিনাম কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পরদিবস বুধবার উক্ত জামালপুর টাউনে পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সাহার ভবনে বহু সম্ভ্রান্ত নরনারীর সমক্ষে স্বামীজী প্রায় ২ ঘণ্টাকালব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত লোকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তৎপরদিবস বৃহস্পতিবার স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের বিশেষতঃ শ্রীযুত রাখালচন্দ্র সাহা মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বাটীতে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও হরিনাম-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের হরিকথায় রুচি উদয় করাইয়াছেন।

তৎপরদিবস শুক্রবার স্থানীয় করোনেশন থিয়েটারে বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট সন্ধ্যায় "জীবে-দয়া" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে দয়া-সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার উদয় করাইয়া লৌকিক সংস্কারজাত ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করিয়াছেন। মাঝে মধ্যে মধ্যে স্বামীজী মহারাজ আসিয়া এইরূপ শুদ্ধ-হরিকথা কীর্ত্তন করেন সেজন্য সকলেই তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

গত ২রা আগষ্ট স্বামীজী মহারাজ নদীয়াবাড়ী বাজারে শ্রীযুত হরীন্দ্রমোহন সাহার গদীতে রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সংস্কৃতবৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায়, বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ১০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১৬৲ মূল্যের এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

দ্বীপদিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ ভিঃ ৵০ [illegible] বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০ ; সাপ্তাহিক ৴০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

ব্যবহার

ব্যবহার হইতে পরমার্থ পৃথক। বদ্ধজীবের নশ্বর প্রয়োজনকে ব্যবহার বলে; তাহার অপর নাম অনর্থ। অনর্থের ব্যতিরেক ভাবই পরমার্থ। পরমার্থ নিত্য, ব্যবহার তাৎকালিক মাত্র। ব্যবহারই ভোগময় ও ত্যাগপর। পরমার্থ ভগবৎসেবোন্মুখ ও বদ্ধানুভূতির ভোগ্য নহে।

লোকে অনেক সময়ে ব্যবহারকেই পরমার্থ মনে করে এবং পরমার্থকে ব্যবহারের অন্তর্গত করিতে প্রয়াস করে। অনেকে ধর্ম্ম বা অলৌকিক ধারণাকে লৌকিক ভোগের অন্তর্ভুক্ত করে। তাহার ফলে তাহারা পরমার্থ হইতে চির দিনের জন্য বঞ্চিত হয়। যাহাদের নিত্যানিত্য-বিবেক নাই, চিদচিদ্বৈশিষ্ট্যের ধারণা করিতে যাহারা অসমর্থ, ব্রহ্ম ও মায়াবদ্ধ জীবকে যাহারা এক মনে করে, তাহারা যে ব্যবহারকেই পরমার্থ বলিয়া ভ্রম করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

কর্ম্মকাণ্ডের বিচার সমূহ অনেক সময় ব্যবহারনিপুণ সমাজে নিযুক্ত হয়। কর্ম্মিগণের চেষ্টা নশ্বর ভোগপর হওয়ায় বৈরাগ্যের শুদ্ধ আদর্শকে তাহারা সর্ব্বদা কলঙ্কিত করে এবং পরমার্থকে ব্যবহার জীবনের অন্যতম কৃত্য বলিয়া মনে করে। সেইরূপ অবিবেচনার ফলে তাহারা পারমার্থিকের অপ্রাকৃত চরণে অবলীলাক্রমে অপরাধ করিয়া বসে।

সম্প্রতি পরমার্থের আলোচনা করিতে গিয়া অনর্থের প্রবল অত্যাচারে আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের হাবভাব দেখিয়া বিস্মিত হই। ব্যবহারিক সহজিয়াগণ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান মনে করিয়া জড়ের ভোগবাসনাকে পরমার্থ বলিয়া ভ্রান্তিময়ী ধারণা পোষণ করে, তাহাতে তাহাদের মঙ্গল হয় না। শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

অনেকে প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রতারিত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাকে শৌক্র সন্তান বলিয়া জ্ঞান করেন এবং শিষ্য স্বয়ং উচ্চবংশজাত মনে করেন। ব্রহ্মজ্ঞের গুরু পরমাত্ম-যোগ-নিরত শুদ্ধ-জীবাত্মা এবং যোগেশ্বরের গুরু হরি-সেবাপর বৈষ্ণব, একথা ভুলিয়া প্রাকৃত সহজিয়া শ্রীগুরুদেবকে ও বৈষ্ণবকে শৌক্র সন্তান বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। প্রাকৃত সহজিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ বিশ্বাস করেন না।

সে দেশ বিদেশে নিজ নিজ ব্যবহারিক সমাজের স্বার্থকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে গিয়া নিত্যকাল পরমার্থ হারাইয়া ফেলে। পারমার্থিকগণকে নিজের বর্ণ জ্ঞান করিয়া প্রকৃত সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। সময়ে সময়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিয়া বসে। ফলে এই হয় যে, পরমার্থচ্যুত হইয়া নরকলাভই সে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। বিষ্ণুকে অন্য দেবের সহিত সমান বুদ্ধি করা নারকী লক্ষণ। বিষ্ণুর নাম ও বিষ্ণুমন্ত্রকে অপর আভিধানিক শব্দের অন্যতম জ্ঞানই অজ্ঞানের পরিচায়ক। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পাদজলকে অপর জলের সহিত সমান জ্ঞানই নারকীয় অক্ষজ জ্ঞান।

মায়া দ্বারা অর্থাৎ ভগবদ্বস্তুকে নিজজ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায় না। যিনি মাপিয়া লইতে প্রমত্ত হন তাঁহার অচিরেই বিনাশলাভ ঘটে ও বৈষ্ণবাপরাধে অমঙ্গল ঘটিয়া যায়। জড়ীয় আভিজাত্য, ভোগপিপাসা, অর্থৈষণা, পুত্রৈষণা প্রভৃতি প্রবল হইয়া নরক পথের পথিক করাইয়া দেয়। জীবের স্বাভাবিক বিনয় তখন ঔদ্ধত্যে পরিণত হয় পাণ্ডিত্য নীচতা ও হিংসায় পর্য্যবসিত হয়।

যাহারা গ্রাম্য ব্যবহার-রসে প্রমত্ত তাহারা কখন হরিলীলা ও শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে পারে না। তাহারা বৈষ্ণবের অনুকরণে কতকগুলি কাপট্য প্রচার করিয়া হাস্যাস্পদ হয় মাত্র। চক্ষের জলে সাত্ত্বিকভাবসমূহের অনুকরণ, দশা পাওয়া প্রভৃতি বাহ্যিক কপটতা আশ্রয় করিয়া বৈধভক্তিকে বিপন্ন করে মাত্র। কপটতা করিতে করিতে তাহাদের বোধশক্তি এতদূর আচ্ছন্ন হয় যে তাহারা দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া কপটতাবে গুরুবৈষ্ণবকে তাহাদেরই ন্যায় শৌক্র সন্তান প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে ভূষিত করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

হরিদাসঠাকুরের প্রেম দর্শন করিয়া একটী প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী মূর্খ ব্রাহ্মণসন্তান কৃত্রিম ভক্তিভাব দেখাইতে গিয়া ভক্তকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছিল। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই কপটীর ঐরূপ বৈষ্ণবচেষ্টানুকরণের ফলে দণ্ডের কথা সবিশেষ অবগত আছেন। অধুনা কতিপয় অর্থলোভী প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ মায়াবাদী কুকর্ম্ম-রত জীব, স্ববস্তুক পরিচয়ে পরিচিত হইবার লোভে নিজের ব্যবহারিক আভিজাত্য লইয়া ভক্তগণকে ও কোমলশ্রদ্ধ সমাজকে ঠকাইবার উদ্দেশে বৈষ্ণবের সজ্জা না লইয়াই তাম্বড়া বৈষ্ণব খ্যাতি লাভ করিতে গিয়া ব্যবহারিক আভিজাত্যকে বহু মানন করিয়া কলিজনোচিত কাপট্য-বিস্তারে শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রের অমর্য্যাদা আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন

তাহারা নির্ব্বোধ লোকদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছে যে বৈষ্ণবগণ সমাজের অগ্রণী নহেন। অপ্রাকৃত ধর্ম্ম প্রাকৃত সমাজের অধীন। ধর্ম্মাধীন সমাজের পুনঃ সংস্থাপনের আবশ্যকতা নাই। সমাজের ব্যবহারিক দৈব নিয়মগুলিতে চিরদিনই পরমার্থ-পথ রুদ্ধ থাকুক। আর অর্ব্বাচীনগণ সুবিধা লইয়া তাহারা যারপরনাই তাণ্ডব নৃত্য করিবার অবসর পাউক। বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমবিধি পুনঃ সংস্থাপিত না হইয়া অবিচারিত স্বার্থপর নীতিগুলি সম্প্রদায়-প্রচারকগণ স্বীকার করুন, তাহা হইলেই ধর্ম্মের নামে তাঁহারা নিজ নিজ মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিয়া রাবণের ন্যায় উপাস্যবস্তু সীতার হরণকেও ধর্ম্ম নামে চালাইতে পারেন

সমাজের কুপথাসমূহ যাহাতে অপনোদিত হয় তাদৃশ পরিমার্জ্জনে বাধা দিতে গিয়া শুদ্ধবর্ণাশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। ধর্ম্মের নামে মূর্খতার অনুরাগে হরি-বিদ্বেষ, সাধু-বিদ্বেষ প্রভৃতি চলিতে পারে না। চুরি করিয়া নিজের চৌর্য্যবৃত্তি আবরণ করিতে গিয়া সাধুকে নিজের ন্যায় অসৎ মনে করিলে তাঁহাদের ধরিয়া ফেলিতে অপর সাধারণ লোকেরও আর অধিক বিলম্ব হইবে না।

ধর্ম্মই সমাজের রক্ষক। অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলনকারী, কুনীতি-পরায়ণ সমাজ কখনই শুদ্ধভক্তিধর্ম্মকে অধীন করিতে পারে না। বদ্ধজীব যেরূপ ব্রহ্মকে মাপিয়া লইতে অসমর্থ, নিজের ভ্রমপ্রমাদাদি সঙ্কীর্ণ চেষ্টা দ্বারা 'বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ন্যায়' বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবদ্বস্তুকে স্বাঙ্গীকৃত করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করে, সেইরূপ সত্যকে আবরণ করিয়া কেহই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার ভোগরূপ গুপ্তব্রত ধর্ম্ম চালাইতে পারেন না। অচিরেই তাঁহাদের কাপট্য ধরা পড়িয়া যাইবে। অভক্ত ভক্তির ভাণ করিয়া কতক্ষণ লোক-প্রতারণা করিতে সমর্থ হইবে, আমরা তাহা বুঝি না।

চাণক্য বলিয়াছেন, যেকাল পর্য্যন্ত মূর্খ কিছু না বলে, তৎকাল পর্য্যন্তই সে পণ্ডিত বলিয়া গণিত হয়, কিন্তু বাক্যজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেই তাহার স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। দাঁড়কাক ময়ূরের মত বিভূষিত হইলেই যে মনোহর হয় না, বাহিরের চিহ্নে অথবা সাধু সাজিয়া নিন্দা করিয়া ভিতরের কপটতা লইয়া সাধু হওয়া যায় না। অসাধুতা আপনা হইতেই ফুটিয়া বাহির হইবেই হইবে। প্রাকৃত সহজিয়া কপটিগণ এখনও সাবধান হউন।

পুত্রদা—একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল-বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ)

শ্রাবণের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর বিষয়ে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্! পূর্ব্বে দ্বাপরের আদিতে মহীজিৎ নামে নৃপতি মাহিষ্মতীপুরে রাজ্যপালনে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু পুত্রহীন হওয়ায় ঐ রাজ্য তাঁহাকে সুখ প্রদান করিতে পারে নাই। যেহেতু অপুত্রকের ইহ ও পরলোকে সুখ নাই। রাজা নরগণের সমস্তগুণপ্রদ পুত্রদর্শনার্থ বহুকালে নিরর্থক যাপন করিলেন। একদা আপনাকে বয়োবৃদ্ধ অবলোকন করিয়া চিন্তাগ্রস্তচিত্তে সভায় উপবেশন করিয়া প্রজাবৃন্দের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন—হে জনগণ! আমি ইহজন্মে কোন পাপ আচরণ করি নাই। আমি অন্যায়-পূর্ব্বক উপার্জ্জিত বিত্ত রাজকোষে রক্ষা করি নাই, ব্রহ্মস্ব বা দেবস্ব কদাপি গ্রহণ না করিয়া বহুপাপপ্রদ পরিচ্ছন্নবিত্তের অপহরণ কার্য্য করি নাই। আমি অপরাধীদিগকে [illegible] প্রজা পালন, ধর্ম্মের সহিত পৃথিবী বিজয় দুর্জ্জন ব্যক্তি বন্ধু বা পুত্রতুল্য হইলেও তাহাদিগের যথান্যায় দণ্ড বিধান ও সজ্জনগণের পূজা করিয়া আসিতেছি। এই প্রকারে ধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিতে থাকিলেও কিহেতু আমার গৃহে পুত্রজন্ম হইতেছে না, তাহা বিচার কর।

নৃপতির হিতাকাঙ্ক্ষী দ্বিজগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত প্রজা ও পুরোহিতের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সকলেই গহন বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ ঋষিসেবিত আশ্রমসমূহে অনুসন্ধান করিতে করিতে মুনিশ্রেষ্ঠ, ঘোরতপস্বী, চিদানন্দ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ, দীর্ঘায়ুঃ মহাত্মা লোমশকে দর্শন করিলেন। সত্যাদি যুগ-চতুষ্টয়ের (অর্থাৎ দ্বাদশ সহস্র দিব্যবর্ষের) সহস্রাবর্ত্তনে ব্রহ্মার একদিন, উক্ত মানপরিমাণের একৈকল্প গত হইয়া থাকে ঐ প্রকার

কল্পকালের অন্তে মহামুনি লোমশের এক একটী লোম পতিত হইয়া থাকে। সেই ত্রিকালজ্ঞ মহামুনির সাক্ষাৎ পাইয়া সকলে তৎসমীপে আগমন পূর্ব্বক সানন্দে, প্রণাম, অভিবাদনাদি সমাপনান্তে বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন,—আজ আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এখানে আপনার দর্শন লাভ ঘটিয়াছে। ইহাদিগকে সেইরূপভাবে প্রণত অবলোকন করিয়া লোমশ ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাশয়গণ! তোমরা কিহেতু এখানে সমাগত হইয়াছ? আমার দর্শনে সানন্দচিত্তে কিজন্য বা আমার স্তব করিতেছ? নিশ্চয়ই তোমাদিগের হিতকার্য্য সাধন করিব। মাদৃশ ব্যক্তিগণের জন্ম কেবল পরোপকারের নিমিত্ত হইয়া থাকে।

প্রজাগণ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! পদ্মযোনি অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ আপনা ছাড়া আর কেহ নাই, অতএব আমাদের সংশয় নিরসনার্থ আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। তৎকারণ নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহীজিৎ নামক রাজা পুত্রহীন হইয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রজা। তৎকর্তৃক পুত্রবৎ পালিত হইতেছি। তাঁহার নিরপত্যতায় দুঃখার্ত্ত হইয়া আমরা নিষ্ঠাপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন লাভ ঘটিয়াছে। মহতের দর্শন মানবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিদান। অতএব যাহাতে রাজার পুত্র জন্মে, তদুপায় নির্দ্দেশ করুন।

তাঁহাদের বাক্য শ্রবণানন্তর মুনিবর মুহূর্ত্তকাল ধ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বজন্মবৃত্ত অবগত হইয়া বলিতে লাগিলেন—এই রাজা পূর্ব্বজন্মে ধনহীন নিষ্ঠুর বৈশ্য ছিল। একদা বাণিজ্যার্থ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতে করিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে মধ্যাহ্নকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপিত হইয়া গ্রামসীমান্তে সুন্দর জলাশয় দর্শনে তথায় গমনোদ্দেশ করিল। একটী সদ্যঃপ্রসূতা সবৎসা ধেনু নিদাঘতাপে ক্লিষ্টা ও তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া সেই জল পান করিতেছিল। সেই বৈশ্য তাহাকে বারণ করিয়া স্বয়ং জল পান করিয়াছিল। সেই পাপের ফলভোগার্থ পুত্রহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু প্রাক্তন পুণ্যবলে অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রজাগণ বলিলেন—হে মহামুনে! পুণ্যবলে পাপ ক্ষীণ হয়, ইহা পুরাণে শ্রুত হইয়াছি; অতএব যাহাতে এই পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন। তৎপ্রসাদে যাহাতে উহার পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তাহার উপায় বিধান করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতা, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৬

সর্ব্ববিধিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২৬শে শ্রাবণ ১১ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার **আলবার্ট হলে** পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** মহারাজ **'গৌড়ীয়-দর্শন'** শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন।

মহাশয়, সবান্ধবে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দ লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

বিনীত—
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

লোমশ বলিলেন—শ্রাবণের শুক্লপক্ষে পুত্রদা-নাম্নী একাদশী তিথিতে জাগরণ পূর্ব্বক ব্রত পালন কর। তোমরা তৎফলে প্রাপ্ত পুণ্য নৃপতিকে দান কর। যথাবিধানে এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই নৃপতির পুত্রলাভ ঘটিবে। লোমশের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সকলে নিজ ভবনে প্রত্যাগত হইয়া শ্রাবণমাসের শুক্লা একাদশী প্রাপ্তি ঘটিলে অতীব শ্রদ্ধাসহকারে রাজার সহিত ব্রত পালন করিলেন এবং প্রজাগণ দ্বাদশী-দিবসে প্রাপ্ত পুণ্যসমূহ নৃপতিকে সমর্পণ করিলেন। তৎপুণ্যফলে ঐ রাজার মহিষী সদ্যঃ গর্ভ ধারণ করিলেন এবং যথাকালে সুলক্ষণ পুত্র প্রসব করিলেন।

তদবধি ঐ একাদশী পুত্রদা নামে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিল। মানবগণ ইহলোকে ও পরলোকে সুখ অভিলাষ করিলে এই ব্রত পালন দ্বারা সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়েন। এই একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হওয়া এবং অন্তে তনয় ও সুখপ্রাপ্তির পর স্বর্গলাভ ঘটিয়া থাকে।

খবর কি?

বনবাস কালে পঞ্চপাণ্ডব যখন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তৎকালে কোনও সময় তাঁহারা অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়েন। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব জলান্বেষণে বহির্গত হন। কিয়দ্দূর গমনের পর একটী স্বচ্ছতোয় জলাশয় তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সেই জলাশয় হইতে জল সংগ্রহ করিবেন, এমন সময় তীরবর্ত্তি বৃক্ষ-শাখায় উপবিষ্ট বক-রূপী ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বলিলেন—"সর্ব্বপ্রথম আমার ৪টী প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, তৎপর জলস্পর্শ কর, নতুবা উহা স্পর্শ করিবা মাত্র মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে।" তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া জলস্পর্শ করা মাত্র সহদেবের প্রাণবিয়োগ ঘটিল। তিনি অনেকক্ষণ যাবৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন না দেখিয়া নকুল তদন্বেষণে বহির্গত হইয়া সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন এবং সহদেবের ন্যায় ধর্ম্মরাজের আদেশ অমান্য করায় তাঁহাকেও সহদেবের দশা প্রাপ্ত হইতে হইল। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে অর্জ্জুন ও ভীমেরও ঐ সরোবরে দেহপাত ঘটিল। অবশেষে তাঁহাদের অন্বেষণে ধর্ম্মরাজ বহির্গত হইয়া সেই সরোবর তটে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রাণহীন দেহ দেখিতে পাইলেন। 'তদ্দর্শনে' অতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে তিনি সরোবরের জল স্পর্শ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় বকরূপী যমরাজ বৃক্ষশাখা হইতে জলদ গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হে যুধিষ্ঠির, তোমার ভ্রাতৃগণ আমার কথায় কর্ণপাত না করায় তাহাদের ঐ দশা হইয়াছে; সুতরাং প্রথমে আমার চারিটী প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, তৎপর এই সরোবরের জল স্পর্শ করিও নতুবা তোমার দশাও ঐ প্রকার হইবে।"

যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রশ্নমালা জানিতে চাহিলে, ধর্ম্মরাজ তাহা ব্যক্ত করিলেন। প্রশ্নচতুষ্টয়ের চতুর্থটী 'কা চ বার্ত্তা!' অর্থাৎ 'খবর কি?' ইহাই অদ্য আমাদের আলোচ্য।

'খবর কি?'—এই কথা আমাদিগকে কেহ প্রশ্ন করিলে আমরা বুঝিয়া থাকি যে, আত্মীয়-স্বজনাদি পরিবেষ্টিত আমরা কেমন আছি তাহা জানাই প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য; তাই আমরা তদনুসারে আনুপূর্ব্বিক পারিবারিক অবস্থা তাহার নিকট বর্ণন করিয়া থাকি। কিন্তু সংকীর্ণহৃদয় আমাদের পরিবার ও মহদন্তঃকরণের পরিবার এক নহে। আমাদের পরিবার মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, পুত্র ও কন্যা লইয়া গঠিত এবং গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ কিন্তু 'উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।' উদার-চরিত ব্যক্তিগণের পরিবার গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে, উহা পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী লইয়া গঠিত। সংস্কারচরিত যুধিষ্ঠির মহারাজও পৃথিবীর যাবতীয় লোককে আপনার আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মার সম্বন্ধে সকলেই আত্মীয়, এতদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা যেদিন ভোগবাঞ্ছা নিবন্ধন মায়ার কবলে পতিত হইয়াছি সেই দিন হইতেই আত্মবিস্মৃত হইয়া এই স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরকে আত্মা এবং শরীর-সম্পর্কিত অপরাপর দেহকে আত্মীয় মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি।

'খবর কি?' এই কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, যদি পরিবারের মধ্যে কেহ অসুস্থ থাকে তাহা হইলে আমরা অতি দুঃখের সহিত সর্ব্বপ্রথম তাহার কথাই অতি করুণস্বরে বর্ণন করিয়া থাকি। যুধিষ্ঠির মহারাজও তাঁহার আত্মীয়গণকে ভব-ব্যাধি-গ্রস্ত দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে ধর্ম্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

"মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিঘট্টনেন
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়-কটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥"

অর্থাৎ—

"ঘট্টন-কারণ হৈল মাস-ঋতু হাতা।
রাত্রিদিন কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় এ-কটাহে কাল হৈল কর্ত্তা।
ভূতগণে করে পাক,—এই শুন বার্ত্তা॥"

'কাল' অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণকে পাক করিতেছে। পাক-কার্য্যে কটাহ (কড়াই), অগ্নি, কাষ্ঠ এবং (ঘুটিবার জন্য) হাতার প্রয়োজন। কালের এই পাক-কার্য্যের অগ্নি—সূর্য্যদেব, ইন্ধন—রাত্রি ও দিন, এবং হাতা—মাস ঋতু ইত্যাদি।

যতই দিন চলিয়া যাইতেছে আমাদের ভোগেচ্ছাও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানোদয় হইতেছে না, আমরা মোহময় কটাহেই কালাতিপাত করিতেছি! মাস-ঋতু ইত্যাদির গতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয়ুও ক্ষয় পাইতেছে, আমাদের যৌবন বার্দ্ধক্যের দিকে প্রধাবিত হইতেছে, বার্দ্ধক্যে কুব্জ শিথিলেন্দ্রিয় হইয়া দিনাতিপাত করিতেছি, মৃত্যু সমীপবর্ত্তী, তথাপি আমরা মোহনিদ্রায় নিদ্রিত! আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, সময় থাকিতে কেহ আমাদিগকে জাগাইতে চাহিলেও আমরা জাগিব না—এইপ্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি! তাই সাধুগণ আমাদিগকে আমাদের অবস্থার কথা জানাইয়া দিলেও তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার চিন্তা করি না! পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করি! আমরা যে মোহগ্রস্ত হইয়া ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহা যুধিষ্ঠির মহারাজ যমরাজের প্রশ্নের উত্তরে বিশদ্‌রূপে আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন কিন্তু তথাপি উহা নিরাকরণের নিমিত্ত কোনও প্রকার প্রয়াস পাইতেছি না! প্রয়াস পাওয়া দূরের কথা, উহাতে একবার কর্ণপাতও করিতেছি না! মহাজনের ভাষায়—

মোর কর্ম্ম মোরে হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিলেক ডারিয়া॥

আজ অন্তের খবর আর কি বলিব ? নিজের খবরটাই দিয়া বিদায় লই।—

"গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতন ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষম বিষয়-বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া!"

সমালোচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী ভক্তিরঞ্জন, বেদান্তভূষণ)

ভগবৎকৃপায় আমারও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যা শিষ্যা থাকা সত্ত্বেও আমি গৌড়ীয় মঠে গিয়া শ্রীমহা-প্রসাদ পাইয়া থাকি, তাহাতে আমার মনের প্রবৃত্তি অনেক উচ্চ হইয়াছে তাহা অনুভব করিয়া থাকি। অতএব হিংসাকারী ব্রাহ্মণগণকে অনুরোধ করিতেছি যে কলিকাতায় গৌড়ীয়মঠে গিয়া একবার মহামহা প্রসাদ পাইয়া আসিবেন; সেই মহা-মহাপ্রসাদের গুণে তাঁহাদের মন নির্ম্মল হইবে, ধর্ম্মপথে মন চলিতে আরম্ভ করিবে; হিংসা প্রবৃত্তি (জীব হিংসা ও মৎস্যের হিংসা) আর থাকিবে না এবং ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করিবেন। তাই বলি, মহতের হিংসা করিয়া আর নরকের পথ পরিষ্কার করিবেন না।

সংসারে তিনশ্রেণীর লোক আছেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম শ্রেণীর লোক নিজের ক্ষতি করিয়া পরের মঙ্গল করেন; মধ্যম, পরের ক্ষতি না করিয়া নিজের মঙ্গল চেষ্টা করেন; আর অধম পরের ক্ষতি করিয়া নিজের মঙ্গল চেষ্টা করে। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা নিজেরও লাভ নাই অথচ অন্যের ক্ষতি করেন (তাহাতেই তাঁহাদের আনন্দ) তাঁহারা কোন শ্রেণীর লোক জানি না—

'তে তে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থান্ পরিত্যজ্য যে
সামান্যাস্তু পরার্থমুদ্যমভৃতঃ স্বার্থাবিরোধেন যে।
তেঽমী মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে॥'

অধমের পর অধমাধম! এরূপ অনেক লোক আছেন, যাহারা পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা করিয়া সুখী হন। অন্যের মঙ্গলে সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া সুখী না হইয়া কষ্ট অনুভব করেন—

সুকুমারমতো নদীরসাং
হৃদয়ন্দ্রগংমেপ্রেরং যতঃ।
সততৈব সমুদ্ধপরশ্রামী
কপরস্তোর হি ভজনীযিবঃ॥
উপকারপরঃ স্বভাবতঃ
সততং সর্ব্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতামনিশং তথাপ্যহো
গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ॥
পরিতপ্ত এব নোত্তমঃ
পরিতপ্তোঽপ্যপরঃ সুসংবৃতঃ।
পরবৃদ্ধিভিরাহিতব্যথঃ
স্ফুটনির্ভিন্ন দুরাশয়োঽধমঃ॥

মাঘে ১৬।২১-২৩

৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া মনুষ্যনামধারী ব্যক্তির সুনাম অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যোঽনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ॥

শ্রীভাঃ ১০।৭২।২০

অন্যত্র—

যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথ, ন ধর্ম্মং ন যশঃ পুমান্।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি॥

ঐ ৬।১০।৮

একথা পাশ্চাত্য অমর কবি সেক্সপীয়রও গাহিয়াছেন—'ওথেলো' ৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য এবং কিং রিচার্ড (২য়)-১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য দ্রষ্টব্য।

তিনি মৃত হইয়াও মৃত নহেন, মৃত্যু হইলে তাঁহার শত্রুগণ স্মরণ করেন—

"নহি মা উদয়দো অস্য বন্ধো জনো স্মরেদিব।"

মালতীমাধব নাটকে ৫ম অঙ্কে

(অস্য জায়া ন খলু স উপরতো যস্য বল্লভজনো স্মরতি ; কিন্তু নিন্দাকারী বা ঈর্ষাকারী ব্রাহ্মণগণ এ জন্মে ত গালাগালি লাভ করিলেন মৃত্যুর পরও কংসের মত গালাগালি লাভ করেন।

স এষ জীবন্ খলু সম্পরেতো
বর্ত্তেত যোঽলং জনশংসিতেন।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি
গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্॥

শ্রীভাঃ ১০।১।২২

কেহ কেহ ঈর্ষাপ্রণোদিত মায়াপুরকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান না বলিয়া অন্যস্থানকে বলিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রতিদিন নবদ্বীপে যাইলে অনেক কিছু বুঝা যায়! তাঁহাদের আশ্রম উপর ভেট না দিলে ঠাকুরদর্শনই মিলে না। একবার সোনার গৌরাঙ্গ-মন্দিরে একটি লোককে ভেট অভাবে একটি গোস্বামী, অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন। যে নিতাই গৌর নাম দিবার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিলেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে গেলেও পয়সা! তাহা হইলে ঠাকুর অপেক্ষা পয়সার মূল্য অধিক, কারণ, ঐ পয়সাতে স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের ভরণপোষণ হইবে। কিন্তু মায়াপুরে ভেট প্রথা ত নাই-ই, অধিকন্তু যথোপচারে প্রসাদ পাওয়া গিয়া থাকে। মায়াপুর দর্শনে হৃদয়ে কেমন বিমল আনন্দ উপস্থিত হয় তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। সেই গোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, কাজীর গৃহ প্রভৃতি দর্শন করিলে মহাপ্রভুর সময়ের স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়। কাজীর গৃহে একটি মুসলমানকে প্রণাম করিতে গেলাম, তিনি আমার প্রণাম লইলেন না, এবং কত দৈন্যপূর্ণ কথা কহিলেন যে তাহা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর শক্তি যে এখনও সেইস্থানে বিরাজ করিতেছেন তাহা স্পষ্টই অনুভব করিলাম। যেস্থানে গৌরলীলাই বর্ত্তমান সেস্থান দর্শন করিলে গোকুলের শ্রীকৃষ্ণের দোলনা প্রভৃতি স্থান গুলি স্মরণ করাইয়া দেয়।

আরও, যে মায়াপুরকে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন তাহা কি তিনি বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া নির্দ্দেশ করিলেন? সেস্থানে রাত্রে আলো জ্বলিত—সে আলো মহাপ্রভু জ্বালাইয়া তাঁহাকে স্থানের কথা বলিয়া দিতেন তিনিও মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। তদ্ভিন্ন বিগত সুহৃদবর অবধূত পরমহংস-কুলচূড়ামণি প্রবিষ্ণুপাদ শ্রীগৌরকিশোর প্রভু প্রভৃতি মহাত্মাগণ যেস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহা কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে? বৃথা বিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়া নবদ্বীপকে অন্য স্থানে নির্দ্দেশ করা বাতুলতা মাত্র। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহার জন্মস্থান আপনিই আপনার জনদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অন্যের বিদ্বেষে কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের দ্বারা তাঁহার লুপ্তলীলা-স্থল (শ্রীকুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতি) আবিষ্কার করাইয়াছেন তদ্রূপ শ্রীশচী-দুলালও আপনার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহাকে অন্যে বিদ্বেষ করিলে কি হইবে? তাহাতে তাঁহাদের মনের ভাব প্রকাশ করা মাত্র। (ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ অবিশ্রাম নানা স্থানের মধ্যে ও বাহিরে বিভিন্নস্থানে, এমন কি, সুদূর পল্লী পল্লীতেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন; প্রাকৃত কল্পতরুস্থাপনের বলেন,—বর্ষাকাল শ্রীহরির শয়নকাল। সুতরাং এ সময় উচ্চসংকীর্ত্তনে 'গোস্বামিন' নিদ্রাভঙ্গে কেমন উৎপত্তি হয়। কীর্ত্তনবিমুখ সমাজ এইভাবে হরিকীর্ত্তন হইতে নানা অজুহাতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিষয়-কথা-কীর্ত্তনে শুদ্ধভক্ত জন্ম নষ্ট করে কিন্তু হরিজনগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রভুর সেবার জন্য সর্ব্বদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির যাজন করেন।

গত ১৩ই ও ১৪ই আষাঢ় তারিখে শ্রীমদ্ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ মেদিনীপুর চন্দ্রকোণা নামক স্থানে পরম সজ্জন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সপরিবার সেন মহাশয়ের আতিথেয়তা, সরলতা ও কীর্ত্তনানুরাগ আদর্শস্থানীয়। প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও সেবা চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগুরুদেবের পরম ভাগবত শ্রীপাদ নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহাশয়ের বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবার বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ এবং শ্রীনবদ্বীপ দাস সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মেদিনীপুর জেলার পালবনি গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত বেদাদি শাস্ত্রোক্ত শুদ্ধ ভক্তির কথা, কীর্ত্তন করিতেছেন। জগতের জীব কৃষ্ণকার্য্যে বহির্মুখ হইলেও এবং কপট ভক্ত সজ্জায় পুতনাদির অভিনয় করিলেও পাষণ্ডদলনবানা অক্রোধ পরমানন্দ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু অবিশ্রান্ত ভাবে—

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া মাগে এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥

প্রত্যহ স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, হরিকীর্ত্তন এবং সূর্য্যোদয় হইতে নিশীথকাল পর্যন্ত নিরলস হইয়া ভ্রান্ত জীবের নিকট প্রভুকথা বলিতেছেন। আচার ও প্রচার প্রচারকগণের ভূষণ। অনাচার ও সম্প্রদায়ের প্রকৃত কথা গোপন করিয়া তাৎকালিক সমাপ্রচার প্রচারকগণের প্রতারণা। মুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্ট প্রচারক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত বন্ধু ইহারা বেশ ভিক্ষী গোস্বামী প্রভু ভক্তসার—ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তনে সুচতুর। ইহার নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণে সেবাসুখ না হইয়া অক্তজনগণের সেবা করেন নাই, এমন অদ্ভুত জীব আছেন কিনা আমাদের অজ্ঞাত। পালবনি গ্রামটি ক্ষুদ্র এবং বন মধ্যে অবস্থিত হইলেও কয়েকদিন শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণববাণী কীর্ত্তন মুখরিত হইয়া সেখানের বৈষ্ণব [illegible] পরিপূর্ণ হইয়াছিল। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণে [illegible] [illegible] আগ্রহান্বিত [illegible] করিয়াছেন। গ্রামের [illegible] মঠের [illegible] মহোৎসবে [illegible] [illegible] হইয়াছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে,—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন,　　২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন,　　৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন,　　৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত দশম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপাদিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০ । ৵০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০.

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইবর মায়া পাপে ডুবি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িকী

আরাধনা বিচারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার বিষ্ণু আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণবের আরাধনা আরও বড়।

গুণময় জগতে সমস্তই গুণময়। ইতর-ব্যোমজাত শব্দাদিও গুণজাত। সুতরাং এজগতে শব্দের সহিত শব্দের উদ্দিষ্টবস্তুর ভেদ বর্ত্তমান, কিন্তু পরব্যোম মায়াতীত হওয়ায় তথাকার শব্দ ও শব্দী নিত্য অভিন্ন। জীবের প্রতি সদয় হইয়া শব্দ-ব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের শব্দাবতার শ্রীনাম ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সেই নামি-অভিন্ন ভগবন্নাম-সেবন বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত জীবের একমাত্র সাধন হইলেও মায়াবদ্ধ জীবের মায়িক ধারণায় সেই বৈকুণ্ঠ নামে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি আসিয়া শ্রীনামের চরণে অপরাধী করায়।

নামৈকপরায়ণ বৈষ্ণবগণই কেবল শ্রীনামপ্রভুকে প্রকৃত-ভাবে সাধন করিয়া তন্মাহাত্ম্য জীবসমাজে প্রচার করেন এবং শ্রীনামপ্রভুর চরণে অপরাধের সুযোগ প্রদান করেন না। অতএব শ্রীনামরূপী ভগবানের আরাধনা করিতে হইলে নামপ্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণব-ঠাকুরের আরাধনাই জীবের আরাধনা-সার।

অপার করুণাপয়োধি শ্রীভগবান্ বিরাট ও পরমাত্মারূপে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বভূতহৃদয়ে বিরাজিত। তদতীত নিত্য-লীলামোদী প্রভু নিজ নিত্যজনের সহিত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যবিহার করিতেছেন।

জীব যখন এতভাবে বিরাজিত নিজের নিত্য প্রভুসেবা-বিমুখ অধিবস্তু ভক্ত-ভগবৎ-সেবনদ্বেষী হয়, তখন জীবপ্রভু সাধুগণকে দর্শনাদি দান এবং অসাধুগণকে নিজহস্তে বিনাশ করিতে প্রত্যক্ষ অবতীর্ণ হন।

শুধু তাহাই নহে, নিত্য বিবিধ লীলা-বিহারী শ্রীভগবান্ জীবগণকে দর্শন-দান দর্শন দ্বারা পবিত্র করিবার জন্য শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহরূপে বিরাজিত। শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ-রূপ শ্রীভগবানের পঞ্চবিধ নিত্যলীলাবিলাসসমূহের অন্যতম। বদ্ধজীব শ্রীবিগ্রহার্চ্চনেই অর্চ্চাবতার ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন।

কিন্তু ভাগ্যহীন মায়াকবলিত জীব শ্রীবিগ্রহপূজার পরিবর্ত্তে সচ্চিদানন্দ ভগবত্তনুকে ভূমিজাত প্রাকৃত বস্তুর অনুরূপই জ্ঞান করিয়া বসে। কখনও বা শ্রীবিগ্রহপূজার অছিলায় নিজের জড়দেহের ভরণপোষণ করিয়া লয়। এইভাবে অর্চ্চ্য বিষ্ণুবিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া নরকপথের পথিক হয়।

একমাত্র এই বিপদ্ হইতেও উদ্ধার করিবার মালিক সেই বৈষ্ণব ঠাকুর। তিনি কৃপা করিয়া জীবের সেবোন্মুখীবৃত্তির উন্মেষ করাইয়া শ্রীবিগ্রহের স্বরূপজ্ঞান প্রদান করেন। এস্থলেও ভগবদর্চ্চাবতার-সেবা অপেক্ষা তদ্বৈভববিজ্ঞানপ্রদাতা বৈষ্ণবা-চার্য্যাবতার-সেবা শ্রেষ্ঠ।

নিত্যগোলোকবিহারী শ্রীভগবান্ বিমুখ জীবগণের উদ্ধারকল্পে সপার্ষদে স্বধাম সহ ইহলোকে আগমন করেন। শ্রীধাম ও শ্রীনাম ভগবদভিন্ন। সুতরাং প্রপঞ্চা-তীত মায়াধীশ শ্রীধাম প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াও মায়াতীত স্বরূপে বিরাজ করেন।

শ্রীধাম মায়ামোহিত লোকদিগকে স্বীয়-ক্রোড়ে আশ্রয় দিবার জন্য আসিলেও দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন জীববৃন্দ অপ্রাকৃত ভক্ত-ভগবানের বিহারস্থলী শ্রীধামকে প্রাকৃত গ্রাম্যসুখান্বেষী জনগণের ক্রীড়াগার গ্রামের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। তাহাতে ধামকৃপার পরিবর্ত্তে ধামাপরাধ হইয়া থাকে। উদ্ধারকর্ত্তার দয়াপ্রাপ্তির পরিবর্ত্তে দূরে সরিয়া যাইতে হয়।

কিন্তু নিত্য-ধামবাসী শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরের কৃপায় কামমত্ত ভোগিকুলের কামবাসনা-স্থলে সেবাবাসনা-জাগ্রত হৃদয়ে শ্রীধামস্বরূপ স্ফুরিত হন। সুতরাং শ্রীধামসেবা জীবের নিত্যকৃত্য হইলেও ধামস্বরূপজ্ঞানপ্রদাতা ধামবাসী বৈষ্ণবঠাকুরের সেবা অধিক প্রয়োজনীয়।

ধামসহ অবতীর্ণ, শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ এবং শ্রীবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ জীবতারণ প্রভু জীবোদ্ধারের জন্য অনেক লীলা করিয়া থাকেন। আমরা যেমন সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভুলিবার জন্য সচেষ্ট, আমাদের নিত্যারাধ্য-দেবও সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে স্ব পদা-ম্বুজে টানিবার জন্য প্রস্তুত।

এহেন দয়ালু অমন্দোদয় প্রভু নিজের ফেলাদর প্রদানে অখাদ্য-কুখাদ্যভোজী জীবসমূহকে রৌরবগমন হইতে রক্ষা করেন। এই ফেলাদরের নাম মহাপ্রসাদ।

মহাপ্রসাদ নির্ব্বিকার এবং ভক্তবৎসল। মহাপ্রসাদ-সেবনে জীবের ভববন্ধন ছিন্ন হওয়া সেবাযোগ লাভ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও অঘটন-ঘটনপটিয়সী ভগবন্মায়া আমাদিগকে সাধারণ পাচিত অন্নাদির সহিত মহাপ্রসাদের সহিত সমতাজ্ঞান আনিয়া অসুবিধা করিয়া দেয়।

তখন আমরা স্বল্পপুণ্যবান্ হইয়া মহাপ্রসাদে অবিশ্বাস-হেতু চিরকাল নরকাবস্থানের সুযোগ আনয়ন করি।

কিন্তু এ বিপদেও ভগবজ্জন বৈষ্ণবঠাকুর আমাকে নিজ উচ্ছিষ্টদানে আমার দুষ্টবুদ্ধি বিনাশ করিয়া সুবুদ্ধি আনিয়া দেন। ভগবৎপ্রসাদ মহাপ্রসাদ বা মহৎ কৃপা আর বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট মহা মহা প্রসাদ বা **অতি বড় কৃপা।** সুতরাং মহাপ্রসাদ অপেক্ষা মহামহাপ্রসাদ সেবনের মাহাত্ম্য অধিক।

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়
বেদে, ভাগবতে, প্রভু কহিয়াছে দঢ়॥

এলবার্টহলে বক্তৃতা

গত ১৯শে শ্রাবণ ৬টা আগষ্ট রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম, এ পি এইচ ডি মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলি-কাতার আলবার্টহলে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক-পত্র 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক পণ্ডিতবর আচার্য্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' সম্বন্ধে একটী প্রৌঢ় গবেষণাময়ী বক্তৃতা করেন। সভায় কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, রায়বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু, এম্ বি, অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু, শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী, এড্ভোকেট, হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস বিদ্যানিধি ভক্তিরঞ্জন, রায় বাহাদুর গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরি-পদ বিদ্যারত্ন এম, এ বি, এল, বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ হেডমাষ্টার সুত্রাপুর হাইস্কুল প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

বক্তৃতার চুম্বক

'সহিত' বা 'সংহিত' শব্দ থেকে 'সাহিত্য' শব্দ নিষ্পন্ন। একাধিক বস্তুর অধিষ্ঠান না হলে সাহিত্য হ'তে পারে না, সেখানে রাহিত্য বা নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যায়। কথায় বলে,—'কানু ছাড়া গীত নেই'। সাহিত্যের পরিস্ফূর্ত্তি শ্রীরাধাগোবিন্দের অ-প্রাকৃত লীলায়। যেখানে রসের চরম উৎ-কর্ষ, সেখানেই সাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত; অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি নবকিশোর-নটবর—সাহিত্যের নায়ক, আর সাহিত্যের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি বৃষভানু-নন্দিনী। শ্বেতদ্বীপের সব চিন্ময় সাহিত্য; সেখানকার মাটী সাহিত্য, সেখানকার তরু সাহিত্য, সেখানকার কথা সাহিত্য, সেখান-কার গান সাহিত্য, সেখান-কার চলা-ফেরা সাহিত্য, সেখানে সাহিত্যের হরির লুট, যে যত পারে সাহিত্য লুটে নিয়েই চ'লো।

তারুণ্য যেখানে, সাহিত্য সেখানে। জগতে যত তরুণ বর্ত্তমান র'লে এখান-কার সাহিত্য বিরস উৎপাদন ক'রে দেয়, সেরূপ থাকে না; কিন্তু যেখানে এক কিশোর, অসংখ্য কিশোরী, সেখানেই নিত্য সাহিত্য। বৃন্দাবনে এক কিশোর কান্ত, আর অসংখ্য কিশোরী-কান্তাগণ; তাই সাহিত্য সেখানে। কদম্ব কেতকীকুসুম-কিসলয়, কালিন্দীকূল, কোকিলের কাকলী, শিখির কেকা যেখানে অপ্রাকৃত—যেখানে প্রচুর, সেখানে সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা। এই সাহিত্যের সঙ্গীত নিগমকল্পতরুর গলিত-ফল ভাগবত গেয়েছেন। ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী বিগ্রহমাধুরীর কথা ঐ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনী সাহিত্যের মধ্যেই আছে—নৈমিষ-সাহিত্যেই আছে।

সাহিত্যকে আমরা দু'ভাগে বিভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে স্বরাটের সাহিত্য—মানুষকে যা' সত্য সত্য স্বরাজ দিতে পারে—যা'কে অপ্রাকৃত সাহিত্য বলা যায়, আর একটা হচ্ছে বিরাটের সাহিত্য, সেটা স্বরাটের বাইরের অঙ্গের ছায়ার আপাত মনোমোহনকর একটা প্রতি-ফলিত প্রতিবিম্ব। এই বিরাট বা প্রকৃতি থেকে যে সকল সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছে ও হচ্ছে, তা'কেই বিরাটের সাহিত্য বা প্রাকৃত সাহিত্য বলা যায়।

আমরা আজকাল বিশ্বসাহিত্যের কথা খুব শুনতে পাচ্ছি; কিন্তু যদি কেবল বিরাট পর্য্যন্তই বিশ্বের গণ্ডী দেওয়া যায়, তা'হলে প্রাকৃত-সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শ্রুতি বলেছেন, বিরাট্ স্বরাটেরই একটা বাহ্য-ছবি। স্বরাট্‌কে বাদ দিয়ে বিরাট্ থাকতে পারে না—বিম্বকে বাদ দিয়ে প্রতিবিম্ব থাকতে পারে না, তাই স্বরাটের সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্য হলে বিরাটের সাহিত্য আনুষঙ্গিকভাবেই তার অন্তর্গত থেকে যায়। সেক্সপীয়র-সাহিত্য, মিল্টন-সাহিত্য, কৃষ্ণচন্দ্রীয়যুগের রায়গুণা-করী-সাহিত্য বা আধুনিক বাংলার সাহিত্য সমূহ স্বরাটের সেবা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে পড়লে—কেবল বিরাট্ নিয়ে বিভোর হ'য়ে পড়লে সে সাহিত্য সংহিত অর্থাৎ সম্যক্

সমাজের হিতকারক—সাহিত্যের যেটী প্রকৃত তাৎপর্য্য, সেটী রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সাহিত্যের একটা [illegible] বিশেষত্ব [illegible] [illegible]-গোস্বামীর মত বর্ত্তমান [illegible] ভগবদ্ভক্তি [illegible] 'সাহিত্য' [illegible] অথবা 'সহিতস্য [illegible] সাহিত্যম্' অর্থাৎ শ্রীভগবানের [illegible] উপকারের [illegible] যাহা, তাহা সহিত্য, সেই [illegible]—ভগবদ্ভক্তি। [illegible] করবার যোগ্য বস্তু [illegible], সেই সাহিত্য হচ্ছে ভাগবত, অথবা ভগবদ্দাসের [illegible], তাঁর নাম 'সাহিত্য'।

এই ভাগবত-সাহিত্য বা নৈমিষ সাহিত্য হ'তেই জগতের সব সাহিত্য উদ্ভূত হয়েছে, হচ্ছে ও অনন্তকাল হ'বে। [illegible], শুক-হৃদয়, [illegible] লীলা, বিল্ব-[illegible] কামধেনু, বিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্ত, শ্রীধরের ভাবার্থদীপিকা, বিল্বমঙ্গলের [illegible], লক্ষ্মণদেশিকের বেদার্থতত্ত্বসার, [illegible] তাৎপর্য্য—এই প্রাচীন সাহিত্যগুলি সকলই নৈমিষ-সাহিত্যের অবলম্বনে লিখিত। তার পরে গৌড়ীয়-সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ যেখান থেকে হলো, সেই গৌড়পুরের গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ-সেনের সভাকবি জয়দেবের কোমলকান্ত-পদাবলীর আকর সেই ভাগবত-সাহিত্য। মৈথিল-গৌড়ীয়-মহাকবি বিদ্যাপতির মধুর পদাবলী, চণ্ডীদাসের মনঃপ্রাণ-আকুলকরা পদগুলি, রায়ের নাটকগীতি, গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের গৌরব-গ্রন্থমালা সকলও সেই নৈমিষ সাহিত্য-অবলম্বনে রচিত। (ক্রমশঃ)

"সবই ভাল"

(শ্রী[illegible] দাস অধিকারী)

আমাদের নিকট যখনই কোন পারমার্থিক পরমার্থ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আ[illegible] তখনই আমরা [illegible] থাকি, সবই ভাল। [illegible] সম্বন্ধে আর [illegible] শুনিতেছি! এক একজন এক একটাকে ভাল বলেন, বিচার করিতে গেলে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, ঠিক করিতে করিতে জীবন কাটিয়া যাইবে, [illegible] হইবে না! কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কা[illegible], রামকৃষ্ণ যাহাই বলুন না কেন, সবই এক, একাকার। যেমন জলকে [illegible] খাইলে পিপাসার শান্তি হয়, তেমনি পানী বা ওয়াটার বলিয়া খাইলেও তাহাই হয়। এইরূপে আমাদের সম্বন্ধ [illegible] শুনে, তাহাদের অভিজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া কতই না বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিই ও শেষে বলি,—ও সব কিছু নহে মহাশয়, অন্ধ-বিশ্বাস থাকলেই হলো—ভগবান ত বিশ্বাসের বশ। সাধুকে কিছুতেই কথা [illegible] না, ঠিক করিয়া বসিয়া [illegible] একরূপ ভগবানের চিন্তা [illegible]

একদল বেশ মজার লোক জুটিয়াছি—আমাদের সব বিষয়েই জ্ঞান টনটনে! এমন কি, পান হইতে চূণটুকু খসিলে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। খাইবার সময় কিন্তু চিনি মিশ্রীর পার্থক্য বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু সে [illegible] খাইয়া এত বিচার করি, সেই মুখেই বলিবার সময় বলিয়া থাকি,—চিনিও যা, মিশ্রী ও তা। আমাদের এই মহা আদরের বুদ্ধিটীর নাম কি? সমন্বয়বাদিতা—না, কপটতা? আমরা সামান্য অর্থের জন্য কত না ছল, বল, কৌশল উদ্ভাবন করি, কত না মাথার ঘাম পায়ে ফেলি, কত না বিচার করি, আর পরমার্থ—যাহার কোন সন্ধান আমরা [illegible] না, যাহা লাভ করিলে আমরা সমস্ত [illegible] হইতে চিরতরে মুক্ত হইব, তাহা অমনি তুড়ি বাজাইয়া অর্থাৎ ফুৎকারে লাভ করিয়া লইব,—এটা হয় আমাদের দুর্বুদ্ধি, না হয় বাতুলতা, তাই বলি! ভাই সব, ওভাবে চলিলে চলবে না—চলিলে বঞ্চিত হইব মাত্র। পরমার্থের অনুসন্ধান পাইব না। এই জন্য আমাদের মত সমন্বয়বাদিগণকে সাবধান করিবার জন্য মহাজন গাহিতেছেন :—

কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

তাই বলি,—ভাই সব, সাবধান! আমরা যেরূপ ঘর-বোলা, আমাদের হরিবোলা হওয়া উচিত। যদি আমরা প্রকৃত পরমার্থের অনুসন্ধিৎসু হই, তা'হলে ওরূপ গা ঢালিয়া দিয়া থাকিলে চলিবে না, প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার কোন উপায় আছে কি না, খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যদি প্রবৃত্ত হই, তাহলে দেখিতে পাইব,—আমাদের মত অন্ধ ব্যক্তিকে চক্ষুষ্মান করিবার জন্য শাস্ত্র কত প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা যাহাকে ভক্তি বলিয়া ধরিয়াছি, তাহার নাম ভক্তি নহে, ভুক্তি বা ভোগ,—ভক্তি অনেক উচ্চ কথা, তাহা অর্জ্জন করিতে হলে ক্রমপন্থা স্বীকার করিতে হয়! যেমন গাছের আগায় উঠিতে হইলে গাছের গোড়ায় আসিয়া গাছের গোড়া ধরিয়া উঠিতে হয়, তদ্রূপ ভক্তির অধিকারী হইতে হইলে প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ ইত্যাদি পন্থা ধরিয়া চলিলে তবে সেই বস্তু পাওয়া যায়—নচেৎ নহে। যদি আমরা শাস্ত্র-বাক্যপালনে তৎপর না হইয়া মনোধর্ম্মপ্রসূত কার্য্যে যাই, তা'হলে আমাদের চেষ্টা কোন মঙ্গলপ্রসূ না হইয়া উৎপাতের কারণ হইবে। এ শুনুন, শাস্ত্র কিরূপ দৃঢ়ভাবে নিষেধ-আজ্ঞা ঘোষণা করিতেছেন :-

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে যে সমস্ত বিধি আছে, তাহা পালন না করিয়া যদি ঐকান্তিকী হরিভক্তির ছলনা আমরা দেখাই, তাহা হইলে তাহা আমাদের হরিভক্তিতে পর্য্যবসিত না হইয়া কেবল মাত্র উৎপাতেরই কারণ হইবে। তাই বলি,—সরলভাবে ওরূপ সবই ভাল বলিয়া চলিলে না—নিষ্কপটে বিচার করিতে হইবে, প্রকৃত সত্য খুঁজিতে হইবে।

বেশ ও বৃত্তি

(শ্রীকবিভূষণ লিখিত)

সাধুর বেশেতে অসাধু বেড়ায়।
কপটের মর্ম্ম বুঝা নাহি যায়॥
সাধু-বৃত্তি হয় কৃষ্ণৈকশরণ।
সাধু চিনিবারে এইত' লক্ষণ॥
সাধু বেশে অন্য উদ্দেশ্য [illegible]।
[illegible] সেজন ভণ্ড দস্যু প্রায়॥
তা' বলে' সাধুর বেশ ঘৃণ্য নয়।
সাধু সাধু-বেশে রহিতে যুয়ায়॥
কাপুরুষপ্রায় বেশে না বিদ্বেষে।
পুণ্ড্র, মালা ছাড়ি ফ্যাশানে না মেশে
দেখিয়া সাধুর সাধুচিত বেশ।
নিন্দকের মনে ব্যথা লাগে বেশ॥
অসহ্য তাহার সাধুর সম্মান।
সাধুরে দেখে সে নিজের সমান॥
অসাধুর বৃত্তি হৃদয়ে প্রবল।
সাধুর সাধুত্ব দেখিলে বিহ্বল॥
মনে করে ওরা সাধু কেন হ'বে?
আমা হেন কেন অসাধু না র'বে?
সাধু বলে' লোক না দেখে আমারে
সাধু-বেশ দেখে [illegible] সবারে॥
ভাগবত-শাস্ত্র পড়ে সাধুসঙ্গে
এত দোষ' লোভী লাগে মনে
স্বরূপ আমার দেখিবে নয়নে।
উপজিবে ঘৃণা সকলের মনে॥
কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাসনা।
বলবতী হৃদে জড় উপাসনা॥
তাহারে সেবিব দম্ভভাণ করে'?
ভাগবতপাঠ-জীবী নাম ধরে॥
পাঠ বিনিময়ে অর্থ উপার্জ্জিব।
শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিব॥
ভগবদ্বন্ধু শ্রীগ্রন্থ ভাগবত।
উপার্জ্জন-যন্ত্র হ'বে বিধিমত॥
জড়রসে মাতি নরনারী প্রীতে।
লীলারস ব্যাখ্যা করি [illegible]॥
করিব সবার কর্ণ রসায়ন।
[illegible] রস আস্বাদন॥
রমণীসমাজে বড় প্রিয় হ'ব।
অর্থ যশ নারী সকলি লভিব॥
অপ্রাকৃত রস কি জানি কেমন।
জড়রস-ভোগ হ'য়েছে চরম॥
অনেক জুটেছে পাপ-অনুচর।
বেড়াইব দম্ভে স্ফীত [illegible]॥
বৈষ্ণব দেখিলে করি শূদ্র জ্ঞান।
নিজে স্থান দিব না কার প্রণাম॥
বলিব,—আমিত উচ্চবর্ণে জাত।
আমার সম্মান [illegible]॥
আর যে [illegible], হ'য়েছি শিক্ষিত।
আমা কাছে সবে হওরে দীক্ষিত॥
ধমনীতে মোর প্রভুর সে রক্ত।
তোমা সবে নাম লও শুদ্ধ-ভক্ত॥
শুদ্ধ থাক কভু, বিগ্রহ সেব' না।
অর্চ্চনাধিকার কভু ত' দিব না॥
অথবা সেব বা না সেব শ্রীহরি।
তোমা-দত্ত অন্ন নাহি অঙ্গীকরি॥
প্রসাদ-বিশ্বাস নাহিক আমার।
জ্ঞান মাত্র আমি সবার কর্ণধার॥
আপনারে কর হীন তৃণ হ'তে।
মম পদধূলি লও সবে মাথে॥
'দীক্ষাতে [illegible]' নাহি মানি।
ও শাস্ত্র অবজ্ঞা করিয়া বাখানি॥
মোরা বড়, সবে ছোট লঘু দীন।
এই মাত্র সার জানি নিশিদিন॥
"স যাতি নরকং ধ্রুবং" শাস্ত্রে কয়।
ও শাস্ত্র [illegible] দাও দরিয়ায়॥
এই ভাব দল শিখায় সকলে।
দল বাঁধি সবে নরকেতে চলে॥
নিজে না আচরি' পরের শিখায়।
শরণ না লয়ে শরণ সে হয়॥
প্রচারক-বেশে মত্ত প্রতারক।
বৈষ্ণবাপরাধে মত্ত দম্ভ বক॥
কামের কিঙ্কর কামিনীর দাস।
ভক্তিপ্রচারক! একি সর্ব্বনাশ॥
কোথা গোস্বামী হও হে প্রকট।
তোমা নাম পশু করয়ে মর্কট॥

সামান্য ও শুদ্ধবৈষ্ণব

(পরাবিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র লিখিত)

বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ ভেদ বুঝিতে হইলে পঞ্চোপাসনা বলিয়া একটি পারিভাষিক শব্দার্থের উপলব্ধি আবশ্যক। পঞ্চোপাসনা মূলে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান তৎপরতাই পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চোপাসকগণের বিচার ব্রহ্ম নিরাকার ও নিরাকার ব্রহ্মের ভজন করা যায় না, অতএব কল্পিত সাকার নিরূপণ করিয়া স্বার্থসাধন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। [illegible] উহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" এই কল্পিত সকাম উপাসনা গুণাত্মক, তাঁহাদের বিশ্বাস এই উপাসনা

করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে ক্রমে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান হয়। নিষ্কাম হইলে সেখানে উপাস্যোপাসক ও উপাসনা ভেদ নাই।

সত্ত্বগুণাশ্রিত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর উপাসনা করেন, সত্ত্বরজোমিশ্র গুণাশ্রয়ে সূর্য্যোপাসনা হয়, সত্ত্বতমো যোগে গণেশের উপাসনা, রজস্তমোযোগে শক্তির উপাসনা, এবং তমোগুণাশ্রয়ে শিবের উপাসনা হয়। এইরূপে সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব,এই পঞ্চবিধ সকাম উপাসকগণ কল্পিত সাকার ভজন করিয়া চরমে নিষ্কাম অহংগ্রহোপাসনাকে লক্ষ্য করেন।

এই পঞ্চোপাসক সমাজের জনগণ কেহ সূর্য্যমন্ত্রে, কেহ গণেশ-মন্ত্রে, কেহ শক্তিমন্ত্রে, কেহ শিবমন্ত্রে, কেহ বা বিষ্ণুমন্ত্রে উপাসনা করেন। অন্যান্য দেব-দেবীর পূজাদি এই পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত। এই পঞ্চোপাসনামূলক যে উপাসনা, তাহা মায়াবাদ অর্থাৎ এরূপ বিদ্ধ বৈষ্ণবের বিশ্বাস যে,জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম মায়াভিভূত হইয়া এই জগৎ কল্পনা করিয়াছেন ও নিজকে জীব অভিমান করিতেছেন।

সগুণ বিষ্ণুর উপাসনা করিতে করিতে এই ভ্রম কাটিয়া গেলে তবে ব্রহ্মসিদ্ধি হয় এই বিশ্বাসে তাঁহারা মায়া-কল্পিত জ্ঞানে রাধাকৃষ্ণরূপ, রামরূপ, লক্ষ্মীনারায়ণরূপ, নৃসিংহরূপ, গোবর্দ্ধন বা শালগ্রাম শিলা পূজা করিয়া পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত হ'ন। এইরূপ বৈষ্ণব শুদ্ধবৈষ্ণব নহেন, তাঁহাদিগকে 'সামান্য বৈষ্ণব' নামে অভিহিত করা হয়।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের বিচার স্বতন্ত্র। তিনি জানেন, শ্রীভগবানের শুদ্ধচিদ্বিগ্রহ আছে। অবশ্য বেদে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ অপাণিপাদ, অকর্ণ, অচক্ষুঃ ইত্যাদি, অর্থাৎ আমাদের যেরূপ প্রাকৃত জড় আকার ও জড় অঙ্গাদি আছে, শ্রীভগবানের তাহা নাই।

জড় আকার নাই বলিয়া জড়চিন্তাপ্রধান মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট মায়াবাদী চিদাকারের সন্ধান না পাইয়া ভগবান্‌কে যে নিরাকার ধারণা করেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে। কেননা তাঁহারা বেদবিরুদ্ধ আরোহ বা অধিরোহ প্রণালীর অঙ্গীকার করিয়া এই জগতের জ্ঞানকেই বর্দ্ধিত করিয়া নির্বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে সচেষ্ট। তাঁহারা বেদোক্ত অবতার বা অবরোহবাদের প্রণালী—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।" (কঠোপনিষৎ) মানেন না অর্থাৎ আনুগত্যধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আরোহপথে চলিতে চলিতে চিন্মাত্র ধারণার জন্য প্রয়াসী।

সুতরাং যেখানে জড় আকার নাই, সেখানেই নিরাকার তাঁহাদের এই বিচার প্রবল হইয়া অন্য দেবদেবীর উপাসনার সহিত বিষ্ণুর উপাসনাও সম ভাবিয়া, অন্য দেবদেবীকে তদীয় বুদ্ধি না করিয়া তাহা হইতে স্বতন্ত্র ও তৎসম ভাবিয়া মায়াবাদ আশ্রয় করেন।

শুদ্ধবৈষ্ণব ভক্তিযোগে ভগবানের চিৎস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া চিদ্বিলাস ভগবান্ তাঁহার নিত্য সাকার রাধাকৃষ্ণ, রাম বা নারায়ণ মূর্ত্তি ও তৎ মন্ত্রে নিত্য উপাসনা করিয়া নিত্য সেবা লাভ করেন। তাহার ফল ভগবানের প্রেম।

জীব সজাতীয়ত্বে ব্রহ্মের ন্যায় সচ্চিদানন্দ হইলেও স্বয়ং ব্রহ্ম নহেন। বিভুচিদ্ ভগবান্ অণুচিৎ জীবের নিত্য প্রভু। জীব ভগবানের নিত্যদাস।

এই নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াও কতকগুলি জীব (ব্রহ্ম নহে) ভগবচ্ছক্তি-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দেহাত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত আবাহন করিয়া ঈশবৈমুখ্য অর্জ্জন করিয়াছে। এই স্বরূপবিভ্রান্তি দূরীকরণার্থ যাঁহারা মায়াবাদশূন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণপ্রান্তে আনুগত্যধর্ম্ম লাভ করিয়া নিজেকে নিত্য কৃষ্ণদাস জ্ঞানে ভজন করিতে থাকেন, তাঁহারাই শুদ্ধবৈষ্ণব।

হৃদয়ে মায়াবাদগন্ধ থাকিলে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,কেবল রাধাকৃষ্ণ, রাম,নৃসিংহ উপাসনা দ্বারা বৈষ্ণবের শুদ্ধধর্ম্ম পালিত হয় না। কেননা পঞ্চোপাসক মায়াবাদিগণের মধ্যেও এরূপ উপাসক অনেক আছেন। তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, তবে পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে পরস্পর ভেদনিরূপণে বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈবের মধ্যে যে বৈষ্ণব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাকে বিশেষজ্ঞগণ সামান্য বৈষ্ণব বলেন; এরূপ সগুণ বিষ্ণুর উপাসকগণ বৈষ্ণব নহেন।

অনেকে স্বীয় চিত্তে মায়াবাদের মূলসূত্র পোষণ না করিলেও মায়াবাদী সমাজের অধীন থাকিয়া মায়াবাদীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া নিজের স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তিকে ক্রমশঃ বধ করিতে থাকেন, শেষে ভক্তিবিচ্যুত হইয়া অহংগ্রহোপাসনায় উন্মত্ত হ'ন। তাঁহাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে,তাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃ ভক্ত্যুন্মুখ হইলেও তাঁহারা অসৎসঙ্গদোষে নিত্য নিত্য মঙ্গলপথ হইতে বিচ্যুত হ'ন। প্রথমে সৎপ্রবৃত্ত, পরে সঙ্গদোষে কৈতবপূর্ণ জনগণের দুর্ভাগ্য দেখিয়া জীবে দয়া-পরিপূরিতচিত্ত যথার্থ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সাধু মহাপুরুষ ব্যথিত হ'ন ও তাঁহার মঙ্গলময়ী চেষ্টা দ্বারা তাঁহাদিগকে বিপথ হইতে, পুনরানয়ন-মানসে যথার্থ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন।

ভাই সকল আসুন, আমরা তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে স্ব স্ব মস্তক অভিষিক্ত করি [illegible] দুর্বুদ্ধির হাত হইতে মুক্ত হই, [illegible] অন্ধকার হইতে যথার্থ জ্ঞানালোকে [illegible] নিষ্কাম শুদ্ধভক্তিপথে বিচরণ করি [illegible] যথার্থ প্রেমা লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করি।

ভাই সকল,প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ যেন বিস্মৃত হইবেন না, তিনি কি বলিয়াছেন, দেখুন—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

ঐ শুনুন, জড়ভরত মহারাজও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিতেছেন,—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকং॥"

অর্থাৎ অন্য কোন উপায়ে চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল মহাপুরুষের চরণাশ্রয়েই জীবের চরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে

মহাপুরুষ কাহাকে বলিব?—নিষ্কিঞ্চন, জড় অর্থে যাঁহার কোন চেষ্টা নাই, একমাত্র ভগবৎসেবা যাঁহার লক্ষ্য, তদিতর কোন ক্রিয়া যাঁহার নাই, যাঁহার জড়েন্দ্রিয়-প্রীত্যর্থ ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ-স্পৃহা নাই, যাঁহার সমস্ত ক্রিয়াই হরিসেবানুকূলা, চতুর্ব্বর্গ-কামনাকে কেবল নিজসেবা জানিয়া তাহার ত্যাগে যিনি যত্নপর ও সেবামূলা ভগবৎপ্রীতির সংসাধনই যাঁহার ব্রত, তিনিই মহাপুরুষ।

শিষ্যের নিকট বা অপর কাহারও নিকট ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কেবল কৃষ্ণ সেবার পরিবর্ত্তে নিজেন্দ্রিয় প্রীতি-কল্পে আহার বিহার ও কুটুম্ব সেবায় যিনি তাহা ব্যয় করেন, তিনি কখনও মহাপুরুষ নহেন, আর মহাপুরুষ ব্যতীত অপর কাহারও অর্থাৎ মায়াবদ্ধ নরের আশ্রয়ে কোন লাভ নাই; তাই, কেবল অন্ধকর্ত্তৃক উপনীয়মান অন্ধের দুর্দ্দশা।

মহাপুরুষ-চরণাশ্রয় কখনও নিষ্ফল হয় না। আজ যাহা আপনি কঠিন ও কঠোর ভাবিতেছেন, দেখিবেন কাল সদ্গুরুপদাশ্রয়ে আপনার তাহা সুষ্ঠু ও সুসাধ্য হইবে। ভাই কোনও উপকরণের আবশ্যকতা নাই; ভাই, কেবল চাই নিষ্কপট বাস্তব সত্যের প্রতি আনুগত্য ও দৈন্য, ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলসূত্র জানিবেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন
সেবয়া।"

অজা একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর
কাব্যতীর্থ বি,এ)

শ্রীল যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণসমীপে ভাদ্রীয় কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম ও বিধানাদি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণৈকাদশীর নাম অজা। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে পূর্ণ সংস্কারে এই একাদশীর ব্রত পালন করে, তাহার সমুদয় পাপ নাশ প্রাপ্ত হয়। হে রাজন! আমি সত্যই বলিতেছি যে এতদপেক্ষা অন্য কোন তিথি মঙ্গল-সম্পাদিকা নহে।

পূর্ব্বকালে হরিশ্চন্দ্র নামে কোন সত্যসন্ধ, সমগ্রপৃথিবীপতি, চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মযোগ হেতু রাজ্যভ্রংশ হইলে তিনি বণিতা, পুত্র ও আপনাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। অবশেষে সেই সত্যপরায়ণ পুণ্যবান রাজা চণ্ডালের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৃতজনের বস্ত্রাপহরণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তথাপি তিনি সত্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। এইভাবে তাঁহার বহু বৎসর বিগত হইল। একদা তিনি অতীব দুঃখিত হইয়া কিরূপে নিষ্কৃতিলাভ হইবে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শোকসাগরে মগ্ন হইতে ছিলেন, এমন সময় তাঁহাকে কাতর জানিয়া ব্রহ্মকর্ত্তৃক পরোপকারহেতু সৃষ্ট গৌতম নামক মুনি তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই নৃপবর তাঁহাকে যথাবিধানে বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া আত্মদুঃখকারণ নিবেদন করিলেন।

শ্রীগৌতম তদীয় বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া এই ব্রতের উপদেশ দান করিলেন। 'ভাদ্রপদমাসে কৃষ্ণপক্ষে অজানাম্নী পুণ্যদায়িনী শোভনা একাদশী সমাগতা হইয়াছেন; হে রাজন্! তাহার ব্রত পালনে পাপক্ষয় হইবে। তোমার সৌভাগ্যবশতঃ অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে ঐ তিথি আগমন করিতেছেন। ইহাতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে জাগরণ কর। আমি তোমার সুকৃতি-প্রভাবে এখানে আসিয়াছি।' ইহা বলিয়া মুনি অন্তর্হিত হইলেন।

রাজশ্রেষ্ঠ মুনিবাক্যানুসারে ঐ ব্রত পালন করিলে অতি অল্পকাল মধ্যে তদীয় পাপ ক্ষয় হইল। অতএব হে রাজন্! বহুবর্ষেও যা পাপরাশি [illegible] ব্রতপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তিনি পুত্রজীবন লাভ করিয়া পত্নীর সহিত মিলিত হইলেন। স্বর্গে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং তদীয় শিরোভাগে পুষ্পবৃষ্টি হইল। তিনি সদারপুত্র স্বর্গপ্রাপ্ত হইলেন।

যে দ্বিজোত্তমগণ এই ব্রত পালন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিশ্চিতই স্বর্গলোকে বাস লাভ করেন; এই ব্রতের পঠন ও শ্রবণেও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি. এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয় পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥৴; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

সটিপ্পনী সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "ভক্তিকুটী"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপদিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৴১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

TO LET

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে শ্রাবণ শনিবার—১৩৩৬

মাৎসর্য্যে লাভ কি ?

শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি নর-মাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার আছে, এই এই শাস্ত্রের উক্তি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে অসুর মোহনের জন্য যে পরমার্থবাধক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রচারের ক্ষতি হইলেও অসৎ-স্বভাব-বিশিষ্ট জনগণ তাহাতে লাভবান হইয়াছেন, মনে করেন।

শ্রীমহাপ্রভুর আদেশমত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বয়, পরমার্থ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগদাধর গোস্বামী, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস ও ভট্ট এবং অপরাপর গোস্বামিগণ সেই প্রেম ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্য দেবের প্রচারিত ধর্ম্মের পথ সাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন। চতুঃষষ্টি মহান্ত গৌড়দেশে এই কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর প্রকট লীলার অব্যবহিত পরেই শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুত্রয় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম জগতের জীবগণকে দিয়াছিলেন। সেইকালে কতিপয় ভগবদ্বিমুখ স্বার্থের প্রবোচনায় শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্যতীত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অপর সন্তানগণ ন্যূনাধিক পরমার্থ প্রচারে বাধা দিয়াছিলেন।

শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর ত্যাগী শিষ্যদল নিজ নিজ অসমর্থতা বশতঃ প্রচারকার্য্যের বড়ই বিঘ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও গোপীজনবল্লভ শ্রীবীরভদ্র প্রভুর গৃহস্থ শিষ্যগণ শৌক্র পদ্ধতি চালাইতে গিয়া পুনরায় ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসনা রূপে পঞ্চোপাসনা ও প্রেতশ্রাদ্ধাদি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। আজ তাঁহাদের বংশে সেই সকল কুমত ওতপ্রোতভাবে প্রবল আছে।

ইঁহাদিগের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীগৌরসুন্দরের পারমার্থিক ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী প্রবোধানন্দ লিখিয়াছেন যে, শ্রীগৌরের করুণাকটাক্ষবৈভববৃন্দের দৃষ্টিতে কৈবল্য নরকসদৃশ, স্বর্গ আকাশপুষ্পতুল্য দুর্দ্দমনীয় প্রবল ইন্দ্রিয়রূপসর্পবর্গ উৎপাটিতদন্ত, ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ কীট তুল্য এবং ভূলোকে গোলোক প্রতীত হইয়াছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমৎ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরহরির পারিষদবর্গের বিভিন্ন প্রচারপ্রণালী অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে নানাস্থানে পরমার্থের প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার পদাশ্রিত কতিপয় শুদ্ধভক্ত শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও সংরক্ষণোদ্দেশে স্থানে স্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মঠ, শ্রীযোগপীঠ-ধামের উজ্জ্বল্য সাধন, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থপ্রচার, শুদ্ধভক্তিময় জীবন ও সদাচারের প্রচার করিতেছেন তাহার ফলে শুদ্ধভক্তিপ্রচার মুখে 'শ্রীসজ্জন-তোষণী' হারমোনিষ্ট 'গৌড়ীয়' দৈনিক নদীয়-প্রকাশ সদাচারময় পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংরক্ষণ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির আশ্রয়, যোগ্য নরমাত্রেরই হরিসেবাধিকার, আচার্য্যবর্গের নিন্দার প্রতিবাদ ও নানাবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রচার, পাঠ ও বক্তৃতামুখে গৌড়, উৎকল ও মাথুর মণ্ডলে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের নানা প্রকার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু কতিপয় মৎসর স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে বদ্ধপরিকর।

ভগবান্ মঙ্গলের জন্যই সকল কার্য্য করেন জানিয়া আমরা পত্রিকার প্রচার বিষয়ে অধিকতর যত্নসহকারে ঐ সকল কুমত নিরসন করিতে প্রস্তুত হইব। মাৎসর্য্য কিছু বিমুক্তি নয়, দুর্ব্বল কিছু সবলের প্রতিযোগী নয়, জানিয়া আমরা "তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিৎ" শ্লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিঘ্নরাশি পদাঘাত করিয়া অতিক্রম করিব।

এই মৎসর সম্প্রদায় যেরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা নির্ম্মৎসর ভাগবতগণের প্রচারে অচিরেই সমূলে উৎপাটিত হইবে। মৎসর সম্প্রদায় জানেন না যে নির্ম্মৎসর সম্প্রদায়ে দীক্ষা-বিধানের সহিত সদাচার চিহ্ন সকল বর্ত্তমান। তাঁহারা কেবল জানেন যে, লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া সাধারণের অনভিজ্ঞতার সুযোগে নিজেদের স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করাই ধর্ম্ম।

মৎসর সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতা জগতের প্রত্যেক বৈষ্ণবই সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন। ভগবান গৌরহরি জয় বিজয় প্রভৃতি প্রতীপগণের দ্বারাই, অথবা পূতনা প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন শত্রুগণের দ্বারাও নিত্য সত্য জগতে বিস্তার করেন; এবারও মৎসর সম্প্রদায়কে সত্যপ্রসারণের জন্য নিযুক্ত করিতেছেন; তাহা জগতের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

মৎসর সম্প্রদায় কাহাকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলে, তাহা জানেন না। কর্ম্ম, জ্ঞান যোগ ও অন্যাভিলাষের সহিত শুদ্ধভক্তির কোন কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে, তাহারা কিছুই অবগত নহেন। তাহারা "কৈবল্যং নরকায়তে" শ্লোক দেখিয়াই, "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" শ্লোক পড়িয়াই, অকস্মাৎ শুদ্ধভক্তদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, বুঝিয়া রাখিয়াছেন।

মৎসর সম্প্রদায় জানেন না যে, অধোক্ষজ সেবকগণ ভগবৎ কৃপায় উদ্ভিন্ন। তাঁহারা প্রাকৃত গুণযুক্ত নহেন—মুক্ত বদ্ধ। 'এতদীশনম্' শ্লোকের আলোচনা করিলেই তাঁহারা কতকটা সন্ধান পাইবেন।

এলবার্টহলে বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অনেকে গৌড়ীয়-সাহিত্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যকে পৃথক বিচার করেন! অর্থাৎ গৌড়ীয়সাহিত্য বল্‌তে গেলে বাঙ্গলার সাহিত্যমাত্রকেই বুঝায়, আর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য বল্‌লে কেবল শ্রীচৈতন্যের অনুগত সম্প্রদায়ের সাহিত্যকে লক্ষ্য করে, কিন্তু একভাবে গৌড়ীয় সাহিত্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য হতে পৃথক বল্‌লেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যই গৌড়ীয়-সাহিত্যের আকর—এই সত্য কথা বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণও স্বীকার করে থাকেন। তবে যাঁরা বৈষ্ণবতা বাদ দিয়ে দিলেন অর্থাৎ সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে স্বরাটের সেবায় নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে একটু স্বতন্ত্র হয়ে বিরাটের মোহে বিভোর হয়ে পড়লেন, তাঁরা বৈষ্ণব শব্দটী বাদ দিয়ে কেবল গৌড়ীয়-সাহিত্য বা গৌড়ীয়-সাহিত্যিক নাম গ্রহণ করলেন।

এ স্বতন্ত্রতা অবলম্বন শুধু কেবল বাঙ্গালায় নহে, বঙ্গের বাহিরেও হয়েছিল; উৎকলে শ্রীচৈতন্যদেব এবং গৌড়ীয়গণের সঙ্গে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সহায় হোলো মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পাটরাণী শ্রীরা মহাদেবী। আবার তাঁদের আসামপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে লীলাদের সাক্ষাৎ করবার পর আসামপ্রদেশের শঙ্করদেব গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুকরণে আসামের পদাবলী কীর্ত্তন-ঘোষা, বড়গীত, নিকভক্তিরত্নাবলী প্রভৃতি নব সাহিত্য লিখ্‌লেন। আর একদিকে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বল্লভাচার্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিক-গুরু শ্রীস্বরূপ-রূপ প্রভৃতির গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করবার পর অনেক সাহিত্য ... কেউ কেউ ব'লে থাকেন যে, আধুনিক হিন্দী-সাহিত্যও কেশবদাসাদি প্রভৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর। তাই'লে আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যকে গৌড়ীয়-সাহিত্যের আকর এবং স্বরাট্‌-সাহিত্য বল্‌তে পারি। এই স্বরাট-সাহিত্য-প্রস্রবণ হতে স্বতন্ত্র হয়েই গৌড়ীয়-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

গৌড়ীয়-সাহিত্যের সর্ব্বাদিযুগ কোন্ সময় থেকে, একটা প্রশ্ন হতে পারে। আমরা যে যুগ নির্দ্দেশের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, গৌড়ীয়-সাহিত্যের যুগ সেদিন থেকে আরম্ভ হোলো— যেদিন অভিজ্ঞ স্বরাট্‌ "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে" অর্থাৎ স্বরাট্‌ কৃষ্ণ আদি কবির হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রেরণ পূর্ব্বক বেদরূপ সাহিত্য-অঙ্কুর সঞ্চার করিলেন। সেই সাহিত্যের সামগান নারদের বীণায় ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল; নারদের বীণা থেকে বাদরায়ণের সমাধিতে সঞ্চারিত হলো, আবার বাদরায়ণ হ'তে সেই সাহিত্য-সরস্বতী শুকদেবের জিহ্বা-পীঠে নৃত্য করতে থাকলেন। সেদিন সাত্বত আচার্য্যগণ সেই সাহিত্যের অনুশীলনে অবগাহন করলেন। সাহিত্য তাঁদের বিশ্বের ভুবনে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। সে প্রান্তে সাহিত্য সরস্বতী একদিন 'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ' 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং' মন্ত্রে সাহিত্যের নায়কের আগমনী অস্ফুটস্বরে গান করিতেছিলেন—সেদিন নৈমিষকানন মুখরিত ক'রে নৈমিষসাহিত্য-সুরসুন্দরী আর একটু স্পষ্টসুরে 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' শ্লোকে সাহিত্যের নায়কের আবাহন করেছিলেন—সেদিন পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্ত্তী জয়দেব গৌড়পুরের গঙ্গার তটে নব-বসন্তের আগমনের পূর্ব্বে কোকিলের কাকলীর ন্যায় 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং' পদ্যে কোমলকান্ত পদাবলীতে সাহিত্যনায়কের আগমনী-গীতি গান করেছিলেন, যেদিন চণ্ডীদাস 'একা হইবে কোন দেশে' এই গৌরচন্দ্রিকা গান ক'রে গৌড়ীয়গণের মনঃপ্রাণ আকুল ক'রে দিয়েছিলেন, যেদিন বিদ্যাপতি 'চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর' সঙ্গীতের সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর হুঙ্কারনাদ বৃদ্ধি করেছিলেন, সেদিনও গৌড়বাসী বুঝতে পারে নাই,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
কলিকাতা, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৬

সবিনয় সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২৬শে শ্রাবণ ১১ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার আলবার্ট হলে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ 'গৌড়ীয়-দর্শন' শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন।

মহাশয়, সবান্ধবে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দ লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

বিনীত—
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

এলবার্টহলে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম্.এ., পি এইচ্.ডি মহাশয়ের বক্তৃতা

(১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট)

—:**:—

আজ আপনারা এই ভগবৎ-প্রেমিক বক্তার নিকট অপূর্ব্ব কথা-মাধুরী শ্রবণ করিলেন। একথাটী আমি স্তুতি ক'রে বলছি না, সত্য সত্যই প্রাণের কথা প্রাণের থেকে বলছি। আমি যখন বিজ্ঞাপনে 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' সম্বন্ধে আজ কিছু বলা হবে দেখেছিলাম, তখন মনে করেছিলাম, বক্তা কতকগুলি সাধারণ সাহিত্য গ্রন্থের নাম ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

গৌড়ীয়-সাহিত্য-কাননে সাহিত্যের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি হ'য়ে যে সাহিত্য-সরস্বতীর নায়ক স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন। যখন রাধামাধব-মিলিততনু গৌরসুন্দর তাঁর জীবনখানাকে জগতে সাহিত্যের সাক্ষাৎমূর্ত্তিরূপে সজ্জনগণের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করলেন, তখন নিখিল গৌড়ীয়সাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে গেল।

সেই গৌড়ীয়-সাহিত্য [illegible] ধারায় প্রকাশিত হয়েছিল। [illegible]-সাহিত্য বা জ্ঞান-সাহিত্য, [illegible] সাহিত্য বা বৈরাগ্য-সাহিত্য, [illegible] সাহিত্য বা রস-সাহিত্য। বরষা-নাশিনী [illegible] যেমন কলুষ বিনাশ করে, সকলকে পূত ক'রে দেয়, সেরূপ গৌড়ীয়-[illegible] সাহিত্য জীবের জন্মজন্মার্জ্জিত ক'রে জীবদের সাহিত্যের কাছে—সেই সরস্বতী প্রবাহের কাছে—ভক্তিসমুদ্রের কাছে নিয়ে গেলেন, তখন প্রয়োজন-সাহিত্যের যমুনা-প্রবাহ জীবগণকে গৌড়ীয় রসসাহিত্যের তটে এনে ফেল্লেন। তখনই বনবীথিতে কদম্ব বনদেবতার বেণুমাধুরী তখন রসসাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিল।

সাহিত্যের নায়কের জীবনের আদিলীলায় যে শিক্ষাসাহিত্য শাস্ত্রের এক অপূর্ব্ব অভিনয় হয়েছিল, তা থেকেই শ্রীজীবের হরিনামামৃত ব্যাকরণ সমগ্র ব্যাকরণ-সাহিত্য শাস্ত্রে এক যুগান্তর [illegible] করল। কেউ কি কখনও শুনেছিল যে, ব্যাকরণসাহিত্যের—শিক্ষা সাহিত্যের প্রতি অক্ষর, প্রতি শব্দ, প্রতি সূত্র স্বরাটের সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারে? শিশুকে শিশুকাল হ'তে স্বরাটের সেবায় নিযুক্ত করবার জন্য গৌড়ীয় সাহিত্য-নায়ক এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাকরণ-সাহিত্য আবিষ্কার করালেন। তারপর যেদিন গৌড়ভূমে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে গৌরসুন্দর নন্দনন্দনের সর্ব্বপ্রথম পরব্রহ্মমঞ্চের উদ্বোধন করেছিলেন, সেদিন হ'তে গৌড়ীয়ের কাব্য-সাহিত্য, গৌড়ীয়ের অলঙ্কার সাহিত্য, তথা গৌড়ীয়ের [illegible] তার ভাণ্ডার উন্মুক্ত হলো। [illegible] সাহিত্যের লেখক মুরারি [illegible], সাহিত্যকুলের ঠাকুর বৃন্দাবন, [illegible] কবিরাজ গোস্বামী [illegible] মধ্যে গোবিন্দদাস, [illegible] গৌড়ীয়সাহিত্যের [illegible] হল। গৌড়ীয়-সাহিত্যে [illegible] অভাব নাই, কাজেই সেই আমরা সার্ব্বভৌম সাহিত্য বা সাক্ষাৎ সাহিত্য বলতে পারি।

গতানুগতিক

ফাল্গুন মাস। সন্ধ্যাকাল। পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যটী অতীব মনোরম। প্রকৃতিরাণী নক্ষত্রখচিত বসন পরিধান করিয়া হাস্যবদনে লোক-মনোহরণ করিতেছেন। মলয় পবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত [illegible] ভোগরত জীবের মানসমন্দিরে ভোগবাসনার উদ্দীপনা আনিয়া দিতেছে। চারিদিকেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

এমন সময় বিলাসপুর গ্রামের জমীদার-গৃহে বাজনা বাজিয়া উঠিল। অবশ্য সন্ধ্যাকালে বাজনা বাজিবার কথা শ্রবণ করিয়া অনেকের মনে ঠাকুরের আরাত্রিকের স্মৃতি আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু এ সে-রকমের কিছু নয়। এ বাজনা—বিবাহের। আজ ভোলানাথ বাবুর কন্যার বিবাহ।

বরপক্ষ বরকে সঙ্গে লইয়া যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের লোক, আত্মীয় স্বজনে জমীদার গৃহ পরিপূর্ণ। আলোক-মালা বিভূষিত, রং বেরংএর পতাকা মণ্ডিত, নানা ভাবে সু-সজ্জিত প্রাঙ্গণটী দর্শনে সকলেরই হৃদয়ে ভোগানন্দ আনিয়া দিতেছে। তারপর জমীদার বাবুর ব্যবস্থায় অভ্যাগত লোকের প্রতি অভ্যর্থনা আরও সুন্দর।

বরপক্ষে কন্যাপক্ষে তামাসা আরম্ভ হইল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, হেঁয়ালির পর হেঁয়ালি, বিদ্রূপের পর বিদ্রূপ, এইরূপে প্রাঙ্গণে হাসির ফোয়ারা ছুটিল! স্থানটীতে গেলে বুঝা যায়, সকলেই যেন কি এক অজানা নেশায় [illegible] হইয়া জগতের কথা ভুলিয়াছে।

হঠাৎ অন্দর-মহলে একটী গণ্ডগোলের শব্দ শুনা গেল। জমীদার বাবু খুব বুদ্ধিমান, [illegible] তাঁহার [illegible] দিককে সাবধান করিয়া অন্য লোকের [illegible] প্রবেশ [illegible] দিলেন [illegible] গেলেন।

কাছে [illegible] অনেক [illegible] আনন্দের সময় আনন্দ-বাধা উপস্থিত হওয়ায় ভোলানাথ বাবুর হৃদয়টা একটু কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন—না জানি কি হইয়াছে! যাহা হউক বাহিরে [illegible] দারুণ কান্না গৃহিণীর নিকট ঘটনা কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,—[illegible] কিছুই নয়, বিড়ালটা বড় উৎপাত আরম্ভ করেছে। খাদ্যদ্রব্যগুলি ভাঁড়ারে রাখা হয়েছে আর ওটা সেগুলিতে মুখ দিয়ে উচ্ছিষ্ট করছে। কতবার তাড়াতাড়ি দিলাম, সে তার স্বভাবটা কিছুতেই ছাড়লো না। তাই বড় বিরক্ত হয়ে চাকরকে বড়দাদাকে ডাকতে গণ্ডগোল হয়েছে।

ভোলানাথ বাবু তখন আশ্বস্ত হইলেন, [illegible] করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—ব্যাপার খানা গুরুতর ক'রে তুলেছিলে আর কি! যাই হোক একটা কাজ কর,—ঐ বিড়ালটাকে একটা ধামা চাপা দিয়ে রাখ।

যেমন আদেশ অমনি চাকর চাকরাণী তাড়াতাড়ি একটা ধামা আনিয়া বিড়ালটাকে চাপা দিয়া রাখিল।

যথা সময়ে সমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। আগন্তুক সকলেই নিমন্ত্রিত সকলেই উদর ভরিয়া বিবিধ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া ভোলানাথ বাবুর যশোগান করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। সতত কন্যাপক্ষের ছিদ্রান্বেষী বরপক্ষীয় লোকগণ ভোলানাথ বাবুর আতিথেয়তা সৌজন্য ও সদ্ব্যবস্থা দর্শনে প্রীত না হইয়া পারিলেন না।

সে আজ পনর বৎসরের কথা,—যে বৎসর ভোলানাথ বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। তারপর কত না পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জগতে পরিবর্ত্তনটা কিছু নূতন নহে। পরিবর্ত্তনই জগতের স্বভাব। কালবশে কত জীব আসে, কত জীব চলিয়া যায়। এই স্রোতে ভাসমান ভোলানাথ বাবুও চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাকে নিজ গৃহে রাখিয়া পৃথক্ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই কন্যা এখন কন্যার মাতা হইয়াছে; কেবল মাতা নয়, কন্যার কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত।

ভোলানাথ বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য। যথাসময়ে যোগ্যপাত্র ঠিক হইয়া বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। বর কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য স্বীয় গুরুবর্গ, পিতৃবর্গ, বন্ধুবর্গ সহ উপস্থিত হইলেন। খুব ধুম ধাম পড়িয়া গেল।

এমন সময় গৃহমধ্য হইতে কন্যার মাতামহী অর্থাৎ ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী বরের পিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নূতন আত্মীয়, অনেক সঙ্কোচভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে একটী ঘরে বসাইয়া পর্দ্দার ভিতর হইতে কর্ত্রী বলিলেন—এ বিবাহে সকলই উদ্যোগ হয়েছে সত্য কিন্তু একটা বস্তুর বিশেষ অভাব হয়ে পড়েছে। বরের পিতা খুব অবাক্ হইয়া পড়িলেন। পরে বলিলেন—যে বস্তুর অভাব তাহা বলুন। আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া সে বস্তুটী আনাইব।

কর্ত্রী মহোদয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—আমার বিবাহের সময় পিতাঠাকুর মহাশয় একটা বিড়ালকে ধামা চাপা দিয়াছিলেন। সুতরাং আমার কন্যার বিবাহেও সময়ও তাহাই হইবে। কেন না উহা আমাদের বংশগত প্রথা হইয়াছে। তবে ঘটনাক্রমে আমার বাড়ীতে একটীও বিড়াল না থাকায় আপনাকে একটি বিড়াল আনিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। বিড়াল না আনিলে এবং তাহাকে ধামা চাপা দেওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই বিবাহ হইবে না।

ঘটনাক্রমে আমার বাড়ীতে একটীও বিড়াল না থাকায় আপনাকে একটা বিড়াল আনিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। বিড়াল না আনিলে এবং তাহাকে ধামা চাপা না দেওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই বিবাহ হইবে না।

(ক্রমশঃ)

'কিন্তু আজ যখন গৌড়ীয় মঠের এই প্রেমিক বক্তা 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করলেন, তখন সাহিত্য-জগতে যেন এক নূতন আলোকের প্রভা ছড়িয়ে পড়্ল। প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্য শব্দের এরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন। যাঁরা ব্যাকরণ না জানেন, তাঁরাও একথানী বুঝ্তে পারেন যে, সহিত শব্দ থেকে সাহিত্য শব্দ নিষ্পন্ন। 'সংহিত' বা 'সহিত' একই। সংহিত অর্থে—মিলন; যেখানে পূর্ণমিলন না হয়, সেখানে সাহিত্য হ'তে পারে না। ভক্তিশব্দের অর্থ অনুধাবন কর্লে জানা যায়, ভজ্ ধাতু (?) করবার নাম ভক্তি। ভক্তি পূর্ণমিলনের পথ দেখাতে পারে। আমরা নিজের অস্তিত্ব ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে (?) তাঁর সেবা করতে পারি। যিনি আপনাকে ভগবানের সেবায় একতানযুক্ত করতে পারেন, তিনিই বিশ্বপ্রেমিক। কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে মিলন হ'তে পারে না। কর্ম্ম মিলনের কুহক দেখিয়ে আপনাকে বিড়ম্বিত করে, আর জ্ঞান মিলনের একটা আংশিক ছায়া দেখিয়ে মাঝপথে নিরস্ত হয়; সেবার পথেই মিলন। সেবার পথ জগতের সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে তাঁর অস্তিত্ব মিলাতে পারে, সকলের ভিতরে ভগবানের অধিষ্ঠান জেনে সকলকে আলিঙ্গন কর্ত্তে পারে। ভগবানেই সমস্ত ভাবের পরিপূর্ণতা। তিনি উপনিষদের নিকট ব্রহ্ম, আর ভক্তের নিকট ভগবান্; তিনি অদ্বয়জ্ঞান। সেই ভগবানের ভক্তের সহিত জগতের সকলেই মিলনে বদ্ধ। প্রকৃত 'সংহিত' বা মিলন সেখানে—যেখানে সেই ভগবানের সেবার পূর্ণ বিকাশ। যে শব্দরাশি মিলনের সন্ধান না দেয়, তার 'সংহিতা' নাম হ'তে পারে না। ভগবানের সঙ্গে মিলন করা'তে পারে ব'লে—ভক্তির সন্ধান দিতে পারে ব'লে বৈদিক সাহিত্যের নাম—'সংহিতা'। গৌড়ীয় মঠের বক্তাও বলেছেন,—বৈদিক-সাহিত্য ভক্তিরই সামগান গেয়েছেন; একথা ঠিক। যেখানে পূর্ণতা ও প্রীতির সমাবেশ, যেখানে পরিপূর্ণ প্রীতি, তাহাই সাহিত্য। আমরা মনে করি,—আমাদের দেহ আত্মীয় স্বজন, পাড়াপ্রতিবাসী, সমাজ, স্বদেশ, এসকলই আমাদের প্রীতির নিদান কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কাছে প্রীতিটা অতটুকু সঙ্কীর্ণ ও ক্ষণিক নয়। তাঁ'দের প্রীতি, প্রীতির প্রতিপাদ্য-বিষয়কে, কেন্দ্রীভূত ক'রে, পূর্ণকে আশ্রয় করে। তাই তাঁরাই বিশ্বপ্রেমিক হ'তে পারেন। তাঁদের প্রীতির পূর্ণতা—সমগ্রতা আছে। পূর্ণতা ও প্রীতি একই অর্থবাচক। যখন পরিপূর্ণকে কেন্দ্র ক'রে সকলের সঙ্গে প্রেম হয় এবং যখন সাহিত্য সেই প্রীতির পূর্ণতা দেয়, তখনই সাহিত্য মুখ্য, নতুবা গৌণ।

গৌড়ীয়মঠের বক্তা বলেছেন, সাহিত্যের প্রতিপাদ্য—সাহিত্যের নায়ক নন্দকুলচন্দ্রমা 'রসো বৈ সঃ'—আনন্দময় মূর্ত্তি একথা ঠিক। সাহিত্যের প্রাণ রস, আলোকময়ী কবিতা। আনন্দই সাহিত্যের লৌকিক সাহিত্যে এ প্রাণের পূর্ণতা পাওয়া যায় না। কেননা, আমি যখন অভিনয় দর্শন করি, তখন রসের দ্বারা যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ ফুরিয়ে যায়, তা' ক্ষণিক, তা অক্ষুণ্ণ নয়, তাতে জগতের সঙ্গে পূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। গৌড়ীয় মঠের প্রেমিকবক্তা বলেছেন,—ভাগবতে ও গোস্বামিগণের সাহিত্যেই পূর্ণ প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়; কেবলমাত্র ভগবৎপ্রেমে যখন পরম প্রীতি দেখিয়ে দিতে পারে, তখনই সাহিত্য-সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন,—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

মহাপ্রভু এই সকল অলৌকিক-সাহিত্য, সাহিত্যের প্রকৃত পাত্র যাঁ'রা, তাঁদের সঙ্গে আস্বাদন করতেন। আজ গৌড়ীয়মঠের বক্তা যা' বল্লেন, তার প্রত্যেক কথা বিশ্লেষণ, আলোচনা ও ভাববার যোগ্য; তাঁর কথার ভিতরে অনেক জিনিষ নিহিত রয়েছে। তিনি যা' বলেছেন, সেগুলি যদি শ্রোতৃমণ্ডলী বাড়ী গিয়েও আলোচনা করেন, যাবার পথে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে এসব কথা ভাবেন, তা'হলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস,—আপনারা ধন্য হ'বেন।

অতঃপর রায়বাহাদুর গোবিন্দলাল বাবাজী বলেন—আজকে গৌড়ীয়মঠের "গৌড়ীয়" পত্রের সম্পাদক পরমপণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন, তা' বাস্তবিকই হৃদয়স্পর্শী। তিনি গৌড়ীয়-সাহিত্যের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন।

সাহিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তা' তিনি আজ ব্যাখ্যা ক'রে সকলের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার ও নব-আলোক প্রদান করেছেন। যা'দ্বারা ভগবানের সহিত নিত্য যুক্ত হয়, তাহাই সাহিত্য। একটা কথায় আজ আমার বড়ই আনন্দ হলো,—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথায়। ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে এ অধমের ভাগ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, তখন দেখেছিলাম—তাঁ'র সেই প্রেমময় মূর্ত্তি। মহাভাগবতের যে মূর্ত্তিতে সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ-দর্শন, সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ-সন্ধান, তাঁ'র প্রেমময় মূর্ত্তিতে তা' প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁ'তে প্রকৃত সাহিত্য ছিল; তাঁ'র তৃণাদপি সুনীচ ভাবের আদর্শ, কৃষ্ণময় জগদ্দর্শন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেরূপ বিশ্বপ্রেমিকের আদর্শ নিয়ে আমাদের সকলের প্রতি প্রেম করতে হ'বে।

বামন একাদশী

বা

জয়ন্তী ব্রত

শ্রীমান্ মহারাজ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব কর্ত্তৃক ভাদ্র-শুক্লা একাদশীর নাম বিধান, দেবতা ও পুণ্যাদি বিষয়ে পৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুবাক্যে বলিতে লাগিলেন একাদশী মহাপুণ্যা স্বর্গমোক্ষদায়িনী, পাপহারিণী, বামনৈকাদশী নামে বিখ্যাত। ইহাকেই জয়ন্তী নামে অভিহিত করেন। ইহার মাহাত্ম্য শ্রবণেই সর্ব্বপাপ হইতে সদ্যো মুক্তি ঘটে। এই জয়ন্তী ব্রতের ন্যায় পাপিগণের পাপনাশক এবং মোক্ষপ্রদাতা কেহই নাই। সেই কারণে ইহা প্রত্যেকেরই পালন করা আবশ্যক। মদীয় ভক্ত বৈষ্ণবগণ, অথবা মৎপরায়ণ মনুষ্যগণ ভাদ্রমাসে বামন মূর্ত্তির পূজা করিলে তাঁহাদের দ্বারা ত্রিজগৎ অর্চ্চিত হইয়া থাকে এবং তাঁহারা হরিলোকমধ্যে গমন করেন। যিনি ভাদ্রে জয়ন্তী একাদশী তিথিতে কমলপুষ্প দ্বারা পুণ্ডরীকাক্ষের পূজাবিধান করেন, তাঁহা দ্বারা সনাতন দেবত্রয় এবং সমস্ত জগৎ পূজিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অতএব, এ হরিবাসর সকলকেই পালন করিতে হইবে। ইহা কৃত হইলে ত্রিভুবনে অন্য কোন কৃত্য অবশিষ্ট থাকে না।

প্রসুপ্ত শ্রীহরি ইহাতে অঙ্গ পরিবর্ত্তন করেন বলিয়া ইহাকে পার্শ্বপরিবর্ত্তিনী নামেও সকলে বলিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, হে জনার্দ্দন। আপনি কিহেতু নিদ্রাগত হন, কেনই বা অঙ্গ পরিবর্ত্তন করেন? হে দেবদেবেশ! অসুর বলি কি কারণবশতঃ আপনা কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছিল? পার্থিবগণ সন্তুষ্ট হইয়া কি করিয়াছিল? চাতুর্ম্মাস্যের উপাসকগণের বিধান ও ব্রতই বা কিরূপ? হে জগন্নাথ! আপনি প্রসুপ্ত হইলে মানবগণ কি করিয়া থাকে?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—রাজশার্দ্দূল! এই পাপহারিণী কথা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর পুরাকালে ত্রেতাযুগে আমার পরায়ণ বলি-নামক দানব নিত্যই আমার পূজা করিত। বিবিধ জপ ও বেদসূক্ত দ্বারা নিত্যই আমার অর্চ্চনা করিত এবং ব্রাহ্মণের অর্চ্চনায় ও যজ্ঞকার্য্যে অশেষপ্রকারে লিপ্ত ছিল। কোনপ্রকার দ্বেষ না করিয়াই ঐ দানব দেবলোক জয় করিল। দেবগণ তাহা দেখিয়া একত্রে মন্ত্রণা করিলেন আমাদের সকলে মিলিয়া দেবদেবের নিকট নিবেদন করিতে যাওয়া আবশ্যক।"

অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্র মৎসমীপে গিয়া ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে আমাকে বন্দনাপূর্ব্বক বৈদিকমন্ত্রে স্তব করিতে লাগিল। বৃহস্পতি ও দেবগণের সহিত নানাপ্রকারে আমার পূজা সম্পাদন করিলেন। তখন আমি পঞ্চমবারে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্রব্রহ্মাণ্ড-জয়ী অত্যুগ্রমূর্ত্তিতে সেই সত্যপরায়ণ দানবকে জয় করিলাম।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন—হে দেবেশ, আমি আপনার শরণাগত। অতএব আপনি বামনরূপে কি কারণে ঐ দানবকে জয় করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তার বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি ব্রাহ্মণ-বটুছলে বামন দেহে সমাগত হইয়া প্রার্থনা করিলাম,—হে মহারাজ বলে! তুমি মৎকর্ত্তৃক ত্রিভুবন প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি অতিথি, আমায় ত্রিপাদমাত্র ভূমি দান কর। রাজা তৎক্ষণাৎ মৎপ্রার্থিত দান করিলে ইচ্ছামাত্রেই আমার ত্রিবিক্রম বপু সহসা সংবৃদ্ধ হইল পাদদ্বয় ভূলোকে, জানুদ্বয় ভুবর্লোকে, কটি স্বর্লোকে, উদর মহর্লোকে, হৃদয় জনলোকে, কণ্ঠ তপোলোকে, মুখ সত্যলোকে স্থাপনপূর্ব্বক উত্তমাঙ্গ তাহার ঊর্দ্ধে বিস্তৃত করিলাম। তখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহগণ, নক্ষত্রগণ ইন্দ্রের সহিত দেবগণ, শেষাদি নাগসমূহ বৈদিকসূক্ত উচ্চারণপূর্ব্বক আমার স্তব করিতে লাগিল। বলির হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলাম—আমি একপাদ দ্বারা পৃথিবী এবং দ্বিতীয় পাদ দ্বারা স্বর্গ অধিকার করিয়াছি এক্ষণে তৃতীয় পাদের স্থান প্রদান কর। আমি এইরূপ কহিলে বলি স্বীয় মস্তক প্রদান করিল তখন আমি তৃতীয় পাদ তদীয় মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া তাহাকে রসাতলে প্রেরণ করিলাম। তাহার বিনীতভাবে তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া অঙ্গীকার করিলাম—হে বলে! আমি সতত তোমার সমীপে বাস করিব, বিরোচন-নন্দন মহাভাগ বলিকে এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। ভাদ্রের শুক্লপক্ষের পরবর্ত্তিনী তিথিতে আমার এক মূর্ত্তি বলির আশ্রয়ে থাকে এবং অপর মূর্ত্তি ক্ষীরসমুদ্রে শেষপৃষ্ঠে শায়িত থাকে। কার্ত্তিকী শুক্ল-একাদশী যাবৎ হৃষীকেশ শায়িত থাকেন তৎকাল মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে। অতএব রাজন্! মহাপুণ্যা, পাপহারিণী একাদশী সযত্নে পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রসুপ্ত জনার্দ্দন এই তিথিতে অঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। সুতরাং ত্রৈলোক্যপিতামহ দেবদেবকে এই বাসরে পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে দধিপূর্ণ তাম্রপাত্র সহ দান করিতে হয়। রাত্রিতে জাগরণ করিলে মানব মুক্তিলাভ করে। এইরূপে যিনি একাদশীব্রত পালন করেন, সে দেবলোকে গিয়া চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে, যে মানব এই পাপনাশক কথা শ্রবণ করে, সে সহস্র অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০,দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

সমগ্র খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵৩। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দরে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

-অথবা-

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আধিকারিক

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

দ্বীপপরিদর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান- নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে শ্রাবণ সোমবার—১৩৩৬

জ্ঞাতব্য বিষয়

জগতে খাঁটি সত্যকথা গ্রহণ করিবার অধিকার অতি অল্প-সংখ্যক লোকেরই আছে। তবে সরল অন্তঃকরণে, নিষ্কপটে বাস্তব সত্যের আকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণে উহার অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলে অভিলাষাপূর্ণকারী ভগবান তাঁহার উক্ত পিপাসার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু হৃদয়ে কাপট্যের লেশমাত্র থাকিলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

স্বীয় প্রতিভাবলে শাস্ত্রাদির মর্ম অবগত হইয়া ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিব—এই প্রকার অভিমান পতনের মূল। শুধু ভগবানের কৃপাতেই তাঁহার তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়।

ভগবান অধোক্ষজ বস্তু; তাঁহার তত্ত্বও অধোক্ষজ; সুতরাং আমাদের এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহা জ্ঞেয় নহে। অপ্রাকৃত বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হইতে হইবে, তাহা ভগবদিচ্ছায় সাধু-গুরুর কৃপায়ই লভ্য।

যেহেতু ভগবানের কৃপা না হইলে পরতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইবে না, অধোক্ষজ ভগবত্তত্ত্ব গ্রাহ্য নহে, সুতরাং জড়-ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত থাকা যাক্, ভগবান যখন জানান, সেই সময়েই ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা যাইবে—এই প্রকার বুদ্ধি আত্ম-প্রবঞ্চনামাত্রী।

প্রত্যেক জীবেরই স্বতন্ত্রতা আছে। তাহার অপব্যবহার-ফলেই ভগবদ্বিস্মৃতি, তন্নিমিত্তই জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল পরিধান! পুনরায় উহার সদ্ব্যবহার হইলেই এই শৃঙ্খল হইতে মুক্তি এবং সচ্চিদানন্দের সেবালাভ সম্ভব। ভগবৎ সকাশে নিষ্কপটে প্রার্থনা-জ্ঞাপনই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের লক্ষণ। চাই নিষ্কপট চেষ্টা। জড়ভাবাপন্ন হইলে চলিবে না।

ভগবানের শ্রীচরণে নিষ্কপট প্রার্থনা নিবেদিত হইলে তিনি মহান্ত গুরুরূপে প্রার্থনাকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অধিকারানুযায়ী ক্রমপন্থায় ভজন-প্রণালী শিক্ষা প্রদান করেন।

শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ, তিনি জগতে তাঁহার (শ্রীভগবানের) সেবা প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব এত কৃপাময় যে, তিনি সেবানন্দে মগ্ন থাকিয়া যে প্রেমানন্দ লাভ করিতেছেন, জগদ্বাসী প্রত্যেক জীবকে সেই আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করিবার নিমিত্ত সতত যত্নশীল। সুতরাং কৃষ্ণের কৃপায় সদ্গুরু লাভ হইলে নিষ্কপটে তাঁহার সেবা করা প্রত্যেক শুদ্ধবুদ্ধিরই কর্তব্য। গুরুদেব কখনও স্বয়ং সেবা গ্রহণ করেন না, শিষ্যের যাবতীয় সেবা সর্বেন্দ্রিয়ের মালিক শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া থাকেন।

ত্রিতাপগ্রস্ত জীবগণকে চিরতরে ত্রিতাপের কবল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই সাধুগণের মর্ত্যলোকে আগমন। তাঁহারা যখন জগতে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্বাসীর নিকট পরজগতের (বৈকুণ্ঠের) পরাশান্তিময়ী বার্তা ঘোষণা করিতে থাকেন সেই সময় অনেক মন্দভাগ্য দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি সত্যবাণী শ্রবণের অবগুণ্ঠনময়ী কৃত্রিমোৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু সত্য বিষয়টী তাহাদের নিকট বর্ণিত হইলে তাহারা সাধুর প্রতি বাক্যোক্তি প্রকাশপূর্বক রৌরব হইতে মহারৌরবে গমনের পথ সুগম করে। অন্তর্যামী ভগবানের একান্ত সেবক সাধুগণ অন্তর্যামী এবং তাঁহারা লোকের উপকারার্থ আত্মীণ, সুতরাং তাঁহারা ঐ সকল দ্বেষীকে উপেক্ষা-দ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন।

সাধুগণ কখন কি উদ্দেশ্যে কি কার্য্য করেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন জগতে ভক্তভাবে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার ভজন-প্রণালীর সর্বোচ্চ স্তর প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন কতিপয় ব্রাহ্মণাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার সেই আদর্শ বুঝিতে না পারিয়া বাক্যোক্তিদ্বারা তাঁহার শ্রীচরণ-সরোজে অপরাধ করে। সেই অপরাধ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তিনি যখন উহাদিগকে কৃপা-প্রসাদ-প্রদানার্থ অগ্রসর হইলেন, তখন সেই অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভীষণতম অপরাধ করিয়া বসিল। সর্বোচ্চ ভজনের লক্ষীভব্য বস্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি কাহাকেও উদ্ধার না করিয়া ছাড়িবেন না, তাই এই প্রকার পাষণ্ডগণকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে চৈতন্য প্রদানার্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার অভিনয় করিলেন।

সাধুগণের সকল প্রকার ব্যবহার সাধারণের আলোচ্য বিষয় নহে—এই কথার সুযোগ লইয়া কপট ভণ্ডের দল সাধুর বেষ গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছাচারে রত হয় তাহাদের প্রকৃত হিতৈষী সাধুগণ কৃপা-পরবশ হইয়া তাহাদের দোষ প্রদর্শন পূর্বক উহা সংশোধনার্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ সময়েই তাহাকে 'উল্টা বুঝলি রাম' হইয়া দাঁড়ায়। 'দোষ সংশোধন দূরের কথা, উহারা অধিকাংশ সময়েই—

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং
বিষ-বর্দ্ধনম্
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায়
ন শান্তয়ে ॥

—এই শ্লোকের সত্যতা স্বীয় আচরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করে। কেবল তাহাই নহে, এই সকল কপট ব্যক্তি দোষাবৃত থাকিয়াও লোকের নিকট সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার জন্য তাহাদের দলেরই কতিপয় ব্যক্তিদ্বারা—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীর-ধর্মৈঃ ॥

—শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতোক্ত এই শ্লোক উচ্চারণ করাইয়া সরল-প্রাণ ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদের গন্তব্য স্থান নরক গুলজার করিতে প্রয়াস পায়। তখন সাধুগণ সর্বসমক্ষে তাহাদের দোষ প্রদর্শন করিয়া সাধারণের হিতসাধন এবং পরোক্ষে ঐ সকল কপটীর উপকার করিয়া থাকেন। উহারা যখন দেখিতে পায়, সাধারণেও তাহাদের কুৎসিৎ চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া তাহার আলোচনা করিতেছে, শুধু আলোচনা নহে, তাহারা সাধুর বেশে এই প্রকার অন্যায় কার্য্য করিতেছে জানিয়া সমুপযুক্ত শাস্তির বিধানেও প্রয়াস পাইতেছে, তখন তাহারা (ঐ কপটীগণ) অনন্যোপায় হইয়া দোষ সংশোধনে যত্নবান হয়।

অনবধান

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ শ্রীরূপ পুরী মহারাজ)

আমি মনে করি যে, বিষয় ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু সত্য সত্যই বিষয় আমাকে ছাড়িয়াছে, কিনা বা বিষয়ের প্রতি প্রীতি আমার কাছে কিনা, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে একবারও বিচার করি না। বাহ্যে লোকদেখান' বিষয় ছাড়িলেই তাহাকে বিষয় ছাড়া বলে না। দেখিতে হইবে—আমার চক্ষু কোনরূপে আকৃষ্ট হয়—কর্ণ কোন কোন শব্দ শুনিবার জন্য লালায়িত—নাসিকা কি প্রকার গন্ধে তৃপ্ত হয়—জিহ্বা বহুবিধ রস আস্বাদন করিতে চায় কিনা—ত্বক কোন্ বস্তু স্পর্শ করিলে মনের আনন্দ হয়।

বিষয় দুই প্রকার। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় এবং কৃষ্ণেতর বিষয়। যতক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণ বা কাম্য বস্তুর দিকে সমভাবে আকৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রীতি আছে জানিতে হইবে। অতএব বস্তুতে প্রীতি থাকাকালে অনবধান নামক অপরাধটী দেখা যায়। ইহা তিন প্রকার! ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ।

ঔদাসীন্য

যখন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট হরি-কথা শ্রবণ করি বা শাস্ত্রাদির কীর্তন করি, কিম্বা যখন কোন হরিসেবার কার্য্যে নিযুক্ত হই, তখনই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রবণ করিবার জন্য আমার দুইটী কর্ণ আছে, সেই কর্ণ দুইটী বধির নয়—তাহার শ্রবণ-শক্তিও পূর্ণ মাত্রায় আছে, ইহা বিশেষ ভাগ্যফলেই পাইয়াছি; কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, আমি ত' চেতন বস্তু, আমার স্বতন্ত্রতা আছে, তাহার সদ্ব্যবহার বা উপযুক্ত চেষ্টা করিতেও পারি, আবার অপব্যবহার অর্থাৎ অনুপযুক্ত চেষ্টা করিয়া যথাযোগ্য চেষ্টা করিলাম মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেও পারি। শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ যখন কীর্তন করেন, তখন সেই কর্ণ দুইটী লইয়া তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকি, এরূপ ভাবভাবের সহিত বসিয়া থাকি, যেন কত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছি; কিন্তু আমার অতিশয় দুর্ভাগ্য, তাই তাহার একটি কথাও মনে থাকে না। সে চেতনের বাণী কর্ণকুহর দিয়া প্রবিষ্ট হইলে অচেতন হৃদয়ে চেতনের সঞ্চার হয়, যে অমৃত পান করিলে অনাদি-কালের ভবব্যাধি নির্মূল হইয়া নিত্য আরোগ্য লাভ করিতে পারে, কেবল তাহাই নহে, স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের চরম প্রয়োজন যে "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম" সেই ধনে ধনী হইতে পারে, সেই সাধু-গুরু-মুখ-বিগলিত বাণীামৃত শ্রবণে আমি উদাসীন হইয়াছি! তাই তত উপদেশগুলি অন্তরে সাধিয়া রাখিতে পারিতেছি না এবং তত বিষয়ের কীর্তন করিতে পারি না। যদি বলি আমি কথাগুলি জানিয়া যাই, তবে স্মরণ-শক্তি বা ধারণা-শক্তির অভাবে সেগুলি স্মরণ রাখিতে পারি না, সেইজন্য প্রত্যুত্তর কীর্তন হয় না; কিন্তু তাহাই যদি হইত, তবে পুরুষ হইতাম কিসে না কেন? কিম্বা ভূত প্রেতের গল্প বা কোন প্রকার বিষয়-কথা কেহ বলিলে তাহা স্মরণ-পথে আসে কেন? তাই বলি, হরিকথায় রুচির অভাব এবং কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রীতিই এই ঔদাসীন্যের কারণ।

জাড্য (সেবাকার্য্যে

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা উৎসাহের সহিত করি না বা কৌশলক্রমে তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি। কখনও শারীরিক পীড়ার ভাণ করি,কখনও বা, এত বেশী কার্য্য করিলে আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে, আবার সময় সময় অন্যের সহিত কাজের অজুহাত দেখাইয়া বলি যে, অমুক কাজ অপেক্ষা আমি কত বেশী কাজ করিয়াছি, সুতরাং আর পারিব না, কেন তাহাকে বল না অথবা কোন কোন সময় বৈষ্ণবগণকে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে কোন সেবাকার্য্যের ভার দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ না করিয়া তাহা নিজে না করিয়া আমি অপরের দ্বারা করাইবার চেষ্টা করি, তাহাতে সেবাটি সুষ্ঠুভাবে হয় না এবং অনেক সময় ঠিক উঠে না। এইরূপে বিভিন্ন প্রকারে অলসতার প্রশ্রয় দিই। আনুগত্য-ধর্ম্মটি যেন আমার নিজস্ব বুদ্ধি,তাহা না থাকিলে সকল কার্য্যই ব্যর্থ হয়। কথায় বলিতে পারিলেও তাঁর স্তুতিগীতি করিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেবল মুখেই বলিয়া থাকি—"আমরি প্রভু, সে উচ্চ ভোলারা, নিত্যদাস প্রভু তুমি অধিকারী" বা "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত পরম সুখ; সেবা সুখ দুঃখ, পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ" ইত্যাদি; কিন্তু এই, নিজে আচরণের দ্বারা তাহা দেখাইতে পারি না! অহো! ধিক্, শত ধিক্ আমাকে, আমি নিজের প্রকৃত লাভ কি বা কোনটা লোকসান, তাহা বুঝিলাম না! যে সেবার দ্বারা স্বস্বরূপ, সেব্যস্বরূপ ও সেবার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সেবানন্দে নিমজ্জিত হইতে পারিব—সে সেবা করিলে শ্রীনাম-সেবার অধিকার লাভ হইবে,তাহাতেই আমার অনাদর!

শ্রবণ-কালে জাড্য

আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি—"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস, ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥" অচৈতন্য জগতে চৈতন্য সঞ্চার করিতে হইলে শ্রবণ পথে সাধুমুখবিগলিত ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিতে হয়; কিন্তু আমি নিজে সিদ্ধান্ত শ্রবণে এত অলস যে,শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বাণী শ্রবণ করিবার জন্য মোটেই চেষ্টা করি না। আবার যদি বৈষ্ণব ঠাকুরগণ অমন্দোদয়দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া আমার নিকট হরিকীর্ত্তন করেন, তখন মনে হয়, শেষ হইলেই বাঁচি এবং মনে হয় আমার যেন সমস্তই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়—পুনঃ পুনঃ এত বাহিরাস্ত করিয়াও বুঝি যে, বালিশের সন্ধান না করিয়া থাকা যায় না। হায় হায়! আমার কপাল পোড়া, তাই এমন দুর্গতি! শ্রীমন্মহাপ্রভু মাদৃশ ব্যক্তির জন্যই বলিয়াছেন—

> কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিনী
> তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
> কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সে শ্রবণ
> তার জন্ম হইল অকারণে॥

হরিকীর্ত্তনে জাড্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" ও "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ"। এই আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও অমানী, মানদ হইয়া সকলের দ্বারে দ্বারে যাইয়া বলি না—"প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥" আমি মনে করি প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া দৈববাণী কীর্ত্তন-মুখে ভিক্ষা ও হরি কীর্ত্তন এক নহে, তাই জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবারূপ তিন লক্ষ হরিনাম যাহাতে হয়, সেই শ্রীগুরু-দেবের প্রীতির কার্য্য বাদ দিয়া কেবলই হইয়া নামাপরাধ কীর্ত্তন করিয়া লক্ষ বা তিন লক্ষ সংখ্যা পূরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, কিন্তু তাহার ফলে দেখা যায়—"লক্ষনাম হৈল পূর্ণ সংখ্যা মালা গণি'; হৃদয়ে নাচিল রসানন্দ তরঙ্গিণী॥" অলস-তার ফলে কখনও ভাবি যে, প্রতি দ্বারে দ্বারে যাইয়া কীর্ত্তন-সংযোগে ভিক্ষা-দ্বারা বিষয়ীর সঙ্গ ও বিষয়ের সঙ্গ হইবে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ—"ইহাতে না বাঁধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ" এ কথাটী তখন ভুলিয়া যাই বা একথায় বিশ্বাস করি না। আবার সময় সময় প্রতিষ্ঠাশার দ্বারা চালিত হইয়া কিছু হরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অভিনয় করিয়া মনে করি, জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা-রূপ ত্রিলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিলাম, সুতরাং আর পৃথগ্‌ভাবে ব্যাকুল হৃদয়ে কৃষ্ণকে ডাকিবার অর্থাৎ সংখ্যানাম কীর্ত্তন করিবার আবশ্যক কি? এইরূপ ভাবিয়া তাস-দাবাদি প্রজল্প দ্বারা বা অতিরিক্ত নিদ্রারূপ জাড্যের প্রশ্রয় দিয়া "অব্যর্থকালত্ব" ধর্ম্মটি বজায় রাখিতে পারি না।

বিক্ষেপ

হরিসেবার কার্য্য করিবার সময় এবং শ্রীহরিকথা বা হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সময় চিত্ত অন্যদিকে ধাবিত হইলে তাহাকে বিক্ষেপ বলে। সাধারণতঃ আমরা যে বিষয়ে আসক্ত সেইদিকেই চিত্ত ধাবিত হয়। হরিকথনের ঠাটবাট দেখাইয়াও তখন দেহচিন্তা বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির চিন্তা করিয়া থাকি। তাই মহাজন বলিয়াছেন—

> নিসর্গতঃ লোকসব বিষয়ে আসক্ত।
> স্মৃতিকালে-বিষয়-অন্তরে অনুরক্ত॥
> চিত্ত একদিকে আর অন্যদিকে নাম।
> তাহার মঙ্গল কিসে হয় গুণধাম॥

অনবধান পরিত্যাগের উপায়

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ ব্যতীত ঔদাসীন্য,জাড্য ও বিক্ষেপ রূপ অনবধান পরিত্যাগের অন্য কোন উপায় নাই। দেহ, গেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ান্তরে আসক্তি থাকার জন্য এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় ও হরিনামে প্রীতির অভাববশতঃ অনবধান হইয়া থাকে। সেইজন্য আকৃতি ভক্তের জ্বলন্ত আদর্শ দেখিয়া এবং তাঁহার ও পূর্ব্ব মহাজনগণের চরিত্র আলোচনা করিয়া নিজের হীনতা উপলব্ধি করিলে প্রাণে মুহূর্ত্তেই হৃদয়ে নিষ্কপট ব্যাকুলতা আসিবে। সরলতার সহিত অন্তরে অন্তরে (লোক-দেখান' নহে) সেই 'আকুল ক্রন্দন' যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই নিরবচ্ছিন্নভাবে বা যত্নাগ্রহের সহিত কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম প্রভুর সেবা করিবার প্রবৃত্তি বিকশিত হইবে। সূর্য্যোদয়ের পর যেরূপ অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ সেবাবৃত্তিটী প্রবলবেগে উদিত হইলে তখন আর অনবধান দেখা যাইবে না। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অন্তরের সহিত কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে—

> আপন যত্নেতে কেহ কিছু নাহি পাবে।
> তোমার প্রসাদ বিনা এ ভবসংসারে॥
> অহৈতুকী কৃপা মাগি ব্যাকুল অন্তরে।
> তুমি কৃপাময় কৃপা কর অতঃপরে॥
> তব কৃপালাভে যদি না করি যতন।
> তবে আমি ভাগ্যহীন,হে শচীনন্দন॥

এলবার্টহলে বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই সার্ব্বভৌম সাহিত্যের পূর্ণসম্পুট যখন বৃন্দাবন হ'তে শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ, এই গৌড়ীয়-প্রভুত্রয়ের অনুকম্পায় গৌড়-দেশে অবতরণ ক'রেছিল, তখন বন-বিষ্ণুপুর-পথে সেই গৌড়ীয় সাহিত্য-মঞ্জুষা অপহৃত হলো। এটাও একটা গৌড়ীয়-সাহিত্য নাবকেরই খেলা। সাহিত্য-সরস্বতী-পতি জানালেন, গৌড়ীয়সাহিত্য এরূপভাবে যুগে যুগে আক্রান্ত হবে, কিন্তু আক্রান্ত হলেও এ অপ্রাকৃত বস্তু বিনাশ হবে না। গৌড়ীয়-সাহিত্য-মঞ্জুষার পুনরুদ্ধার হলো; আবার গৌড়দেশে, গৌড়-দেশে কেন, সমগ্র বিশ্বে সেই স্বরাট্ সাহিত্য বিস্তার হতে লাগল।

গৌড়ীয়সাহিত্য ও সিদ্ধান্ত দুটী জিনিষ একসঙ্গে বাঁধা; সিদ্ধান্তকে ছেড়ে সাহিত্য নেই, সাহিত্যকে ছেড়ে সিদ্ধান্ত নেই। গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণ সিদ্ধান্তবিৎ-গৌড়ীয় সাহিত্যিকগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের জীবন ও তাঁদের সাহিত্য এক। তাঁদের জীবনই যেন তাঁরা সাহিত্যরূপে বাইরে প্রকাশ করেছেন। নীলাচলে একদিন সাহিত্য-সম্রাট্ স্বরূপদামোদরের কাছে বঙ্গদেশীয় এক কবির সাহিত্য পরীক্ষা হয়েছিল, তাতে সকল লোকে একবাক্যে সেই কবির সাহিত্যের প্রশংসা ক'রলেও সাহিত্য-সম্রাট্ তাকে সাহিত্য ব'লে গ্রহণ ক'রতে পারেন নাই,মহাপ্রভুরও সে সাহিত্যে প্রীতি হয় নাই, কেননা সেই সাহিত্যের প্রাণ যে সিদ্ধান্ত, সাহিত্যের প্রাণ যে রস, সেই প্রাণের বিনাশ চেষ্টা হয়েছিল, সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস হ'য়ে পড়েছিল।

গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে আমরা তা'কেই গ্রহণ ক'র্ব, যেখানে সাহিত্যের প্রাণবধ হয় নাই। গৌড়ীয়-সাহিত্যের নাম করে অনেক জাগায়াগ গৌড়ীয়-সাহিত্য মাঝের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, লোচনদাস, গোবিন্দদাস, বাসু ঘোষ প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের নাম করে অনেক দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির অনেক কুমতবাদ গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছে। কুরুচিপূর্ণ ব্যক্তিগণ তাদের কুরুচি বা তাদের স্বভাব সমর্থন করবার জন্যে গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের উপর তাদের চরিত্র আরোপ করবার চেষ্টা করেছেন, যেমন চণ্ডীদাসের সঙ্গে রামীর সংযোগ, বিদ্যাপতির সঙ্গে লছিমার সংযোগ প্রভৃতি অনেক কলুষিত কল্পনা সৃষ্টি হয়েছে। যে চৈতন্যদেবের লীলায় ছোট হরিদাস-বর্জ্জন, যে চৈতন্য-দেবের শিক্ষায় সর্ব্বপ্রকার যোষিৎসঙ্গ-বর্জ্জন, সেই চৈতন্যদেব যখন ঐ সকল অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগণের গীতি নিত্য আস্বাদন করতেন, আর যাদের শব্দ-সাহিত্য ও জীবন-সাহিত্য দুটো পৃথক্ ছিল না, থাকতে পারে না, তাঁদের পরম নির্ম্মল চরিত্রে যখন কলঙ্ক আরোপিত হতে থাকল, ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা-সাহিত্যের উপদেশ "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা" লঙ্ঘন করে যখন অপ্রাকৃত গৌড়ীয়-সাহিত্য সৌখিন-গণের সখের জিনিষ, বিদ্যাসুন্দর-লয়লা-মজনুর মতই প্রায় একটা সাহিত্য হয়ে দাঁড়াল, শিক্ষিত সভ্য নৈতিক-সমাজ সকল গৌড়ীয়-সাহিত্যকে অশ্লীলতার অবেদ্যগর্ত্ত বলে তার প্রতি নাসিকাকুঞ্চন করতে থাকল, তখন গৌড়ীয়-সৎসাহিত্য-সাম্রাজ্যকে,গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের গৌরবের ধন সাহিত্য-সুরধুনীকে যুগোচিত অমৃত-

প্রবাহে প্রবাহিত করবার জন্যে—গৌড়ীয়-সাহিত্যের এক নবযুগ-রচনা করবার জন্যে, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-গদ্যসাহিত্য, যা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, সেই গৌড়ীয়-গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধিত করবার জন্যে গৌড়দেশে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবির্ভূত হলেন; তিনি গৌড়ীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে শতাধিক গ্রন্থ প্রদান ক'রে গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে এক নবীন-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত ক'রলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্ম, চৈতন্য-শিক্ষামৃত, কৃষ্ণসংহিতা, মহাপ্রভুর শিক্ষা, তাঁ'র সজ্জন-তোষণী সাহিত্য সমগ্র গৌড়ীয়-সাহিত্যের সার-নবনীত স্বরূপ। পদ্য-সাহিত্যেও তাঁ'র গ্রন্থ কম নহে, তাঁ'র কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, হরিনামচিন্তামণি, ভজনরহস্য প্রভৃতি পদ্যসাহিত্যে এক একটী মরকত-মণি। তাঁ'র সূত্র-সাহিত্য, যেমন আম্নায়-সূত্র, তত্ত্বসূত্র প্রভৃতি, তাঁ'র সংস্কৃত-সাহিত্য যেমন স্বপ্ন-মঙ্গল-স্তোত্র, কৃষ্ণ-সংহিতা প্রভৃতি, তাঁ'র ভাষ্য-সাহিত্য যেমন সজ্জোদন ভাষ্য, অমৃতপ্রবাহভাষ্য, বেদার্কদিধীতি প্রভৃতি, তাঁ'র অনুবাদ-সাহিত্য যেমন ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত, কৃষ্ণবিজয়, ভজনামৃত প্রভৃতি গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক একটী অমূল্য রত্ন।

বর্ত্তমানে সেই গৌড়ীয়-সাহিত্যের সেবকরূপে গৌড়ীয়মঠের মুখপত্র 'গৌড়ীয়', নদীয়ার মুখপত্র 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' এবং গৌড়ীয়-সাহিত্য বা স্বরাট সার্ব্বভৌম-সাহিত্যের সার্ব্বজনীন-বার্ত্তা বিশ্বের প্রতি দ্বারে বিঘোষিত করবার জন্য ইংরেজী ভাষায় 'হারমনিষ্ট', সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় 'সজ্জন-তোষণী' প্রভৃতি পত্র প্রকাশিত ও বিভিন্ন ভাষায় গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে।

গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ হ'লেও একটী জিনিষের অভাব ছিল, এই বিশ্ব-বৈষ্ণব-সাহিত্যের একখানা বিশ্বকোষের। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিভিন্ন পরিভাষা, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের ও সাহিত্যিকগণের বিবরণ, চরিত্র ও তথ্য সাধারণ সাহিত্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না; কাজেই তা'র একটা বিশ্বকোষ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই একটী বিপুল সেবা গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আরম্ভ করেছেন; কিন্তু গৌড়ীয়-সাহিত্যের এরূপ বিপুল সেবা-কার্য্যে বহু সেবক ও বহু সেবানুকূল্যের প্রয়োজন। গৌড়ীয় সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে যত্ন ক'রে গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করবেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস। আজ বিশ্বের দ্বারে গৌড়ীয়-সাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হউক, আজ গৌড়ীয়-সাহিত্যের গৌরব-পতাকা বিশ্বের গ্রামে গ্রামে নগরে উদ্ঘাটিত হউক। আমরা গৌড়ীয়-সাহিত্য-সম্রাটের বাণী শিরে ধারণ করে যেন সাহিত্য-সেবায় অগ্রসর হতে পারি।

> "যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
> একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
> চৈতন্যভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
> তবে'ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

গতানুগতিক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কথাটা নূতন দর্শনে হইলেও বরের পিতা দেখিলেন, কাযটা কিছু কঠিন নহে। তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া গ্রাম হইতে একটি বিড়াল আনাইলেন। যথা সময়ে বিড়ালকে ধামা চাপা দিয়া শুভবিবাহ শেষ হইয়া গেল।

পাঠকবর্গ, বোধ হয় আপনারা এই গল্পটী পড়িয়া না হাসিয়া পারেন না। আবার হয়ত কেহ কেহ মনে ভাবিতে পারেন, লেখক এ কথা সামান্য কথার প্রসঙ্গে আমাদের বড় মুর্খ ... কহিল—ইত্যাদি অনেকের মনে ... ভাবের উদয় হইলেও এত সামান্য বিষয়ের মধ্যে খুব বড় একটা শিক্ষা নিহিত থাকায় আমরা উহা উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। শিক্ষাটা আর কিছুই নহে

এই কলিযুগে—ধর্ম্ম রহিত যু... তর্কপ্রিয় জনসমাজে মানুষ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চীৎকার করিলেও এবং এমনকি বাহিরে সজ্জায়, তথা দেহ ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিলেও বাস্তবিক ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইবার একমাত্র প্রকৃত উপায় সাধুসঙ্গ কেহই করিতে চান না। অসতে প্রীতিই আমাদিগকে বাস্তব সত্যের পশ্চাতে যাইতে দেয় না। সেই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সতের সঙ্গ্লাভেই আমরা দুর্গাঙ্কুর হাত হইতে ছুটি পাইতে পারি—একথা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। কেননা তাহা হইলে যে আমাদিগকে আমাদিগের চিরপ্রিয় অসৎ বস্তু ছাড়িয়া দিতে হয়।

জগতের বদ্ধজীবের শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত মায়ার পরপারে যাইবার সুযোগ নাই। সেই কথা জানিয়া, শুনিয়া, মুখে বলিয়াও আমরা ঠিক সদ্গুরুকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি। এই দর্শনের বিনাশে কুলগুরু প্রথা চলিয়া আসিতেছে। হয়ত সেই বংশে প্রকৃত সাধু অবতীর্ণ হইয়া সেই বংশ পবিত্র করিয়া করুণা জীবে দয়ার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর সেই কুলে বহু কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব জন্মগ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু সকলেই যে সেই পূর্ব্ব সাধুবংশোচিত গুণে গুণী হইবেন এরূপ কোন প্রমাণ থাকিতে পারে না। আবার পুনরায় কোন মহৎ যে সেই কুলে আসিবেন না, তাহাও নহে। কিন্তু গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়া জীব আমরা আমাদের বিচার বুদ্ধিকে সেই বংশের লোক হইলেই তাহাদিগকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করি। শাস্ত্র বা সাধুগণ সেরূপ লৌকিক বা কুলগত বিচারে আবদ্ধ থাকিতে কাহাকেও উপদেশ দেন না। পরম করুণাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

পতিতপাবন ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেব জীবোদ্ধারের জন্য যে যে কুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহাকে মায়া-বদ্ধ লোকে মায়াদীন তাঁহার শুদ্ধদেহ কোনও প্রকারে হয় না; কিন্তু তাই বলিয়া যে সে কুলের বদ্ধজীব মাত্রেই গুরু হইতে পারে না। আত্মবিচার ছাড়িয়া অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট বঞ্চিত জনগণ মায়াদেবীর বঞ্চনায় পড়িয়া যান। তাহাতে মায়া-বন্ধন হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া দৃঢ়ভাবে মায়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। তাঁহারাই সেইরূপ শাস্ত্রের মনগড়া দর্শন এবং ধামা-চাপা-দেওয়া দলের লোক।

আমার রক্ষক

(প্রেরিত)

আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আমার বাসস্থান, কোথায়? আমি এখানে আসিয়াছি কেন? আমার সবই ভুল হইয়াছে। আমি এখন জড়দেহকে 'আমি' বলিয়া অভিমান করি। কখনও বা আমি আমাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র আবার কোন সময় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী, আবার সময় সময় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবক, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ জানিয়া সেই সেই ভাবে এই সংসারে বিচরণ করি। অনেক ভাবিয়া, চিন্তা করিয়া আমি আমাকে চিনিতে পারিতেছি না।

এই বিশ্বে সকলই আমার দলের লোক। সকলেই আমার ন্যায় আত্মহারা হইয়া চলিয়াছেন। সুতরাং আত্মহারার বাজারে আমিও আমাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমি শুধু নিজেকে হারাই নাই, আত্ম-বিনাশের চেষ্টায় আছি।

আমি জানি যে, আমরা অপরকে হিংসা করি—বিনাশ করি। কিন্তু আমি নিজেই যে নিজের বিনাশকর্ত্তা একথা আমি জানিতাম না। হঠাৎ একদিন কার্য্যোপলক্ষে মেদিনীপুর চন্দ্রকোণারোড নামকস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে একটু দূরেই বাড়ীতে অনেক আলোক ও লোক দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলী এক পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছেন। কৌতূহল তথায় উপস্থিত হইয়া শোতার আসন গ্রহণ করিলাম। একটু পরে বুঝিলাম যে, ভাগবত পাঠ হইতেছে। সন্ন্যাসী মহাশয় ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিলেন—"আমরা কেবল পরলোক, পরি... আত্মঘাতী। শ্রীভগবান হইতে সমস্ত উদ্ভূত হইয়াছে। তিনিই সকলের পালনকর্ত্তা এবং তিনিই সকলের আশ্রয়। আমরা এরূপ অকৃতজ্ঞ, বহির্ম্মুখ এবং পাষণ্ড যে আমাদিগের পিতার ভজনা করি না। যদি আমরা না বুঝিতে পারিলাম যে, তিনিই একমাত্র জীবাশ্রয়, একমাত্র গতি তাহা হইলেও বা কেমন চলিত। কিন্তু যিনি আমার প্রায় নিয়ত, দয়া ও জীবকে নিজ অভয়পদাশ্রয়ে টানিয়া লইবার জন্য কত ভাবেই না শিক্ষা দিতেছেন, আবার কেবল তাহাই নহে, আরাধ্য দেবতা, তিনি নিজে আরাধক ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজে সেবা শিক্ষা দিলেও আমরা তদ্রূপ তাঁহার সেবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি না। এই জগতে যে সকল বস্তু বা ব্যক্তিকে আমার বলিয়া দৃঢ়ভাবে জানিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি, পরম দয়াল প্রভু আমাকে তৎসমুদয়ের অনিত্যতা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করাইলেও আমি যে চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনীর ন্যায় একগুঁয়েই একগুঁয়েমীর পরিচয় দিতেছি। একার্য্যে আমার আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই হইতেছে না। উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের সেবা-বিবর্জ্জিত, ভব-সাগর-পারাবারে বাহ-বার কর্ণধারস্বরূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অনাশ্রিত ব্যক্তিই আত্মঘাতী।

এহেন আত্ম-বিনাশীকে রক্ষা করিবে কে? এ যে আত্মবিনাশীর লীলা-ভূমি। হায় হায়! তবে কি আমার রক্ষাকর্ত্তা উদ্ধারকর্ত্তা কেহ নাই? না, ভাবিতে হইবে না, ঐ যে আমার জন্য সতত ভাবনাকারী শ্রীভগবান্‌ আমার নিজ মঙ্গলের জন্য তদীয় প্রিয়তম বৈষ্ণব ঠাকুরকে এই-লোকে পাঠাইয়াছেন। সেই বৈকুণ্ঠবৃন্দ বৈকুণ্ঠ ভগবানের কাছ হইতে শ্রীগুরুসেবানন্দ ও ... দর্শনের নিকটে আসিয়া বৈকুণ্ঠের ... বাণীর শ্রীচৈতন্যবাণী ... আমাদিগকে আত্মরক্ষার অভয় কবচ প্রদান করিতেছেন। ... তাঁহাদের দ্বারা যা আমি নিজে আমার আত্মরক্ষা করিতে পারি না ... শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত আমার একমাত্র রক্ষক॥"

পরিচয় লইয়া জানিলাম, তিনি প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য মঠের একজন প্রচারক

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য-বিবৃতি-অনুবাদ-সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রকাশ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪. টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

দ্বীপাদিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ
ভিঃ পিঃ ।৶০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য;
ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
তন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "ভক্তিকুটী"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগাম, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—১নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য-মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৬

প্রাচীন বর্ণবিচার

(পরবিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র-লিখিত)

শ্রীমহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়ে দেখিতে পাই—

"এভিস্তু কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতি-
কুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগম-সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি
সংস্কৃতঃ
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ
সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু
বিধীয়তে
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং
নিয়চ্ছতি।

'অর্থাৎ শিব পার্ব্বতীকে উপদেশ করিতেছেন,—হে দেবি, পূর্ব্বকথিত কর্ম্মফল-প্রভাবে অতি নিম্নকুলোদ্ভব শূদ্রও ইহজন্মে আগম-সম্পন্ন হইয়া অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিলে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকেন। শৌক্র জন্মের দ্বারা অথবা সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত বেদাধ্যয়ন দ্বারা কিম্বা আধস্তনিক শৌক্র-পারম্পর্য্যক্রমে, ব্রাহ্মণ হইয়া চিরদিন ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করা যায় না। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার একমাত্র কারণ বৃত্তি বা স্বভাব বা প্রকৃতি। স্বভাবানুসারেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হইয়া থাকে, শূদ্রও ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে স্থিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমহাভারত অনুশাসন-পর্ব্বে উক্ত অধ্যায়ে অন্যত্র দৃষ্ট হয় :—

'ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং
ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ঃ।
স্থিতো ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং
ব্রজেৎ।
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি
তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে
মতিঃ॥'

অর্থাৎ এস্থলে পার্ব্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"হে দেব, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই ত্রিবর্ণ কেমন স্বভাব-বিশিষ্ট হইলে, ইহজন্মেই স্বভাবক্রমে [illegible] লাভ করিতে পারেন, তাহা বলুন। তদুত্তরে, মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্ম-বৃত্তিতে জীবন যাপন করেন এবং শূদ্রাচার ও শূদ্র-বৃত্তি ত্যাগ করেন, তবে তিনি ইহজন্মেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন এবং বৈশ্যও যদি তাহার বৃত্তি ত্যাগ করত ক্ষাত্র-বৃত্তি গ্রহণ করেন, তবে তিনিও ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নিজ নিজ বৃত্তি ও আচার ত্যাগ করত উচ্চ ব্রাহ্মণ-বৃত্তি ও ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইলেই, তাঁহারা ইহজন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন।) যে শূদ্রে সৎস্বভাব ও সদাচার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-স্বভাব এবং ব্রাহ্মণাচার দৃষ্ট হইবে, তাঁহাকে দ্বিজাতিগণের মধ্যে বিশিষ্ট জানিতে হইবে, ইহাই আমার ধারণা।'

ঐ মহাভারতেই বনপর্ব্বে ২১৫ অধ্যায়ে দেখিবে :—ব্রাহ্মণো ব্যাধায়—

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র
সংশয়ঃ
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ
সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ।'

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-ব্যাধকে বলিতেছেন,—হে ব্যাধ, তুমি সম্প্রতি আমার মতে ব্রাহ্মণ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। কারণ যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক এবং কুকর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া পতনীয় পাপকর্ম্মে অবস্থিত, সে শূদ্র-সম এবং যে শূদ্র দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য এবং ধর্ম্মে সতত উদ্যমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কারণ একমাত্র বৃত্তি দ্বারাই ব্রাহ্মণতা বিনির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।'

মহাভারতে বনপর্ব্বের ১৮০ অধ্যায় পাঠ করিলে জানিতে পারিবে,—

"যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি
নির্দ্দিশেৎ॥'

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির সর্পদেহধারী নহুষকে কহিলেন,—হে সর্প, যাহাতে ব্রাহ্মণলক্ষণ যথা, সত্য, দান, অক্রোধ, অহিংসা, অনিষ্ঠুরতা এবং পাপে ঘৃণা ইত্যাদি বৃত্তি দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ এবং যাঁহাতে ঐ সব গুণ নাই, তিনি ব্রাহ্মণবেশে থাকিলেও অর্থাৎ উপবীতাদি গ্রহণ করিলেও, তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া বিনির্দ্দেশ করিবে।'

ছান্দোগ্য উপনিষদে মাধ্বভাষ্যধৃত সামসংহিতাবাক্যে আছে :—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽ
নার্জ্জবলক্ষণঃ
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥'

সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষদেও উক্ত আছে :—"তর্হি কো ব্রাহ্মণো নাম॥ যঃ কশ্চিৎ কামরাগাদি-দোষরহিতঃ শমদমাদি-সম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব।"

অর্থাৎ তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যিনি কাম, রাগ, প্রভৃতি দোষবর্জ্জিত শমদমাদি গুণসম্পন্ন, ভাব, মৎসরতা বা হিংসা, তৃষ্ণা বা লোভ, আশা ও মোহাদি রহিত এবং দম্ভ, অহঙ্কারাদি যাহার চিত্তে বর্ত্তমান নাই, এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হয় না।

মহাভারত টীকাকার নীলকণ্ঠ ব্রাহ্মণ-বিনির্দ্দেশ-বিষয়ে বলিয়াছেন :—

"শূদ্রলক্ষ্মকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি। নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্মশমাদিকং শূদ্রেঽস্তি।—শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।"

অর্থাৎ শূদ্রলক্ষণ কামাদি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণে নাই এবং ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শমাদি অর্থাৎ শম,দম,তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি শূদ্রে নাই। শূদ্র শমদমাদি গুণসম্পন্ন হইলে তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ কামাদি-যুক্ত হইলে, সে নিশ্চয়ই শূদ্র। শ্রুতিতে আছে :—

ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো
বয়মব্রাহ্মণা বেতি।"

এই শ্রুতিমন্ত্রটি মহাত্মা নীলকণ্ঠ উদ্ধার করিয়া নিজের ব্রাহ্মণোচিত দীনতা জানাইয়া বলিয়াছেন,—'আমরা জানি না, আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত গুণ আমাদিগের আছে কিনা জানি না, সুতরাং আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ কিরূপে বলিব।

পরমহংস মহাত্মা শ্রীধরস্বামী কহিয়াছেন :—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিতি। যল্লক্ষণং যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতি-নিমিত্তেন।"

অর্থাৎ শমদমাদি বৃত্তি দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বিনির্দ্দেশ করা প্রধান ব্যবহার। বংশাদি বিচারে ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিতে নাই। যদি ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন নরে শমদমাদি গুণ বর্ত্তমান না থাকে এবং অন্য বংশোৎপন্ন জনে ঐ সমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হয়, তবে তথায় বংশবিচার না করিয়া বৃত্তিমূলে বর্ণনিরূপণ অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ শমাদিগুণহীন ব্রাহ্মণবংশোৎপন্নজনকে অব্রাহ্মণ এবং ঐ সব গুণ যুক্ত অন্য বংশোৎপন্নজনকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অবশ্য বিনির্দ্দেশ করিবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু কহিয়াছেন :—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনাং হীনাংশ্চ
বর্জ্জয়ন্
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্
[illegible]
[illegible]
[illegible]।
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।"

অর্থাৎ যিনি উপনয়ন সংস্কার লাভ করত বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই সবংশে শীঘ্রই শূদ্রতা লাভ করেন। উত্তম ব্যক্তি যদি আরও উত্তম গুণ প্রাপ্ত হইয়া এবং হীন যদি হীনতা বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, তবে তাঁহারা উভয়েই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণতা লাভ করেন, কিন্তু বিপরীত হইলে অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তি যদি হীনতাগ্রহণ এবং অধমজন যদি হীনতা ত্যাগ না করেন, তবে উভয়েই শূদ্র থাকিয়া যান। যিনি হীন স্বভাবযুক্ত হইয়া, সাধুর নিকটে অন্যরূপ অর্থাৎ নিজেকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তিনি পাপিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং আত্মবঞ্চক। কাষ্ঠের হস্তী এবং চর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগপুত্তলি যেমন কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নয়, সেইরূপ, যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করেন নাই, তিনি নগণ্য এবং কোন কার্য্যেরই নন।

এইরূপ শত শত উদাহরণ দ্বারা জানা যায় যে, একমাত্র বৃত্তি বা গুণই ব্রাহ্মণতার মূল ভিত্তি। যে সমস্ত শাস্ত্র ও মহাজনের আদেশ বলা হইল সে সকলেতেই বিধিলিঙের প্রয়োগ আছে। বিধিলিঙের প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ঐরূপ পালন না করিলে সাধু ও শাস্ত্রের নিকট অপরাধ হইবে এবং অপরাধকারী প্রায়শ্চিত্তাধীন হইবেন।

কিন্তু অধুনা ঐ সমস্ত বিধি আদৌ প্রতিপালিত হইতেছে না এবং অযোগ্য ব্রাহ্মণ-বংশধরগণ ব্রাহ্মণ অভিমানে প্রমত্ত হইয়া অন্যান্য ত্রিবর্ণের মস্তকে নিঃসঙ্কোচে পা তুলিয়া দিয়া মহাসুখে কামিনী কাঞ্চনভোগে প্রমত্ত হইয়াছেন। মূর্খ তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। শ্রীহরিভজনোচিত বৃত্তিই যে ব্রাহ্মণতার মূল কারণ, শাস্ত্রজ্ঞান অভাবে তাহা জানিতে পারিতেছেন না। হায়, ধিক্ তাঁহাদের বংশগৌরবে, ধিক্ তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বে, ধিক্ তাঁহাদের বর্ণ অভিমানে।"

মনরে কেন আর বর্ণ অভিমান
মরিলে পাতকী হ'বে যমদূতে যাবে লয়ে,
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তাহে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকে ও দুঃখধামে, দণ্ড পাবে এক সনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান॥
তবে কেন অভিমান, ত্যজ তুচ্ছ বর্ণ মানি,
মরণ অবধি যার মান।

উচ্চ বর্ণপদ ধরি, বর্ণশ্রেষ্ঠে ঘৃণা করি,
নরকের না কর সন্ধান ॥
সাম্প্রতিক নাম ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবের না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান।
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, নাম প্রেম নামশক্তি,
গোলোকে গোলোকে পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, শ্রীশ্রীগৌর উপবীতসূত্র,
(শ্রীগুরু)-সেবক করিবে গুণগান

অক্ষয়কুমার

অফিসের ফেরত বাসায় এসে কাপড় চোপড় ছেড়ে চেয়ারে বসা মাত্রই চাকর মধু একখানা পত্র এনে দিল। খামের পত্র। উপরের লেখা দেখে 'চিনি' 'চিনি' বলে মনে হলো। একটু চিন্তাও ক'রলাম কিন্তু ঠিক মনে করতে পারলাম না। যাক্, পত্র খানা ছিঁড়ে প'ড়তে আরম্ভ করলাম,—

"ভাই অতুল, অনেকদিন তোমার খোঁজ করি নাই, সংসারের চাপ মাথায় পড়ায় ইচ্ছা থাকলেও তোমার সঙ্গে দেখা করতে ত পারি নাই অধিকন্তু পত্র ব্যবহারটা পর্যন্ত বন্ধ।

প্রায় দুই বৎসর ক্ষয়রোগে ভুগে ভুগে দুর্বল হয়ে পড়েছি। চাকুরী গিয়েছে, নগদ তহবিল শেষ হয়েছে। ডাক্তারের পরামর্শে শেষে পুরী এসে সমুদ্রতীরে বাসা নিয়েছি। সঙ্গে আমার স্ত্রী ও বড় খোকা। এখানে এসে শরীরটা ভাল না হয়ে ক্রমে খারাপের দিকে যেতে যেতে প্রায় শেষ অবস্থায় এসেছে। অর্থাভাবে স্ত্রীর গহনাগুলিও বিক্রয় করেছি,—এখন সব দিকেই শেষ।

তুমি আমাকে খুব ভাল বাস। ভাইয়ের মত দেখ। শেষ অনুরোধ এই শেষশয্যায় একবার তোমার ভোলাদাদাকে দেখে যাও। ইতি

অক্ষয়কুমার, (তোমার ভোলাদাদা)
স্বর্গদ্বার, পুরী।"

প্রাণ ধড় ফড় করে উঠলো। চোক দিয়ে জল ছুটলো। ভোলাদাদার স্মৃতি এসে মনটাকে বড় ব্যাকুল করে দিল। কত কি ভাবলাম অন্ত নাই। শেষে পুরী যাওয়াই ঠিক করলাম।

সেদিন শনিবার। কাল রবিবার। অফিসের চিন্তা রইল না, ছুটি নেবার হাঙ্গামাও করতে হবে না বুঝলাম। তাড়াতাড়ি খাই, মুখ ধুয়ে, সন্ধ্যাকালে হাবড়ার দিকে ছুটলাম। যথাসময়ে পুরী এক্সপ্রেসে উঠে পড়লাম। গাড়ীতে লোকজন না থাকায় বেঞ্চের উপর বিছানা করলাম। অফিসের খাটুনি, শোয়া মাত্রেই ঘুম এসে পড়লো।

সকাল ৭টা। এক্সপ্রেস পুরী ষ্টেসনে এসেছে। আমিও তাড়াতাড়ি নেমে মোটরে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত। একটু খোঁজ করতেই ভোলাদাদার বাসা পেলাম, বাহিরের দরজা বন্ধ ছিল, কড়া নাড়তেই বড় খোকা এসে দরজা খুলে দিল। খোকা আমাকে চিনতো আমাকে দেখা মাত্রই অতুল কাকা এসেছে বলে চেঁচিয়ে উঠলো। আমিও খোকার সঙ্গে ভোলাদাদার শয়ন ঘরে গেলাম।

ভোলাদাদা আমার নাম শুনে উঠবার চেষ্টা করছে দেখলাম। কিন্তু তাঁ'র দুর্বল শরীর দেখে আমি নিষেধ করলাম। দেখলাম ভোলাদাদাকে চেনা দায়। সে সুন্দর সুগোল দেহ আর নাই। এখন কেবল হাড়গুলাই সার হয়েছে। যে দেহ দেখলে একদিন অনেকক্ষণ ধরে দেখতে ইচ্ছা হতো এমন কি সেইরূপ দেহ পাবার সঙ্কল্প হ'তো' আর আজ সেই দেহের দিকে তাকালে ভয় পায়।

দাদার আমার চোক ভরা জল। বাক্ রোধ হয়ে গেছে। আমাকে দেখে কত কি ভাবছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমিই বললাম—ভোলাদাদা, কেমন আছ? ভোলাদাদা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো আর বললো—অতুল এসেছ?

আমি তখন ভোলাদাদার গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক সান্ত্বনার কথা বলছি, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়া শব্দ কানে গেল। খোকা দৌড়িয়ে যেয়ে একটু পরে ফিরে এসে বললো, কাকা এক সন্ন্যাসী এসেছে। ভোলাদাদা তাঁকে ডাকবার জন্য বললে খোকা তাঁকে ভিতরে নিয়ে এল। তাঁর অপূর্বরূপ দেখে আমরা অবাক হলাম এবং প্রণাম না করে পারলাম না।

প্রণাম করার পর একটা আসন দিয়ে তাঁকে বসালাম। তিনি একদৃষ্টে ভোলাদাদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দাদাও হাতযোড় করে সন্ন্যাসী ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কত কথা না বলছিল বুঝা গেল।

অন্তর্যামী সাধু বল্লেন—অক্ষয়কুমার! আজ তোমার দুর্দ্দশা দেখে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। তুমি তোমার পিতামাতার বড়ই আদরে ছেলে। তাহারা আদর করে তোমার নাম 'অক্ষয়কুমার' রেখেছিলেন। কিন্তু এখন দেখ তো, সেই অক্ষয়কুমার ক্ষয়রোগাক্রান্ত ও বিবাহ করিয়া পুত্রের পিতা হওয়ায় কৌমারের নামগন্ধ নষ্ট করেছে। হায়! হায়। অক্ষয়কুমারের শরীর ও পুত্রচিন্তা দর্শনে স্থির থাকিতে পারে কে? অক্ষয়কুমার তুমি এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কত বুকভরা আশা লইয়া তুমি এই সংসারে গৃহী সাজিয়াছিলে। এখন দেখ আশাই তোমাকে নিরাশার সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে। তুমি কি জান, তুমি কে? তুমি কি চিন্তা করিতেছ, তুমি কোথায় যাইবে? না, এখন তুমি সে সব চিন্তায় উদাসীন হয়ে কেবল তোমার স্ত্রী ও পুত্রাদির ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল? অক্ষয়! তুমি কি এই চিন্তায় পার পাবে? তুমি কি তাদের ভরণ পোষণ দাতা ও রক্ষাকর্তা? কই তোমার পিতা মাতা ত এখন জীবিত নহেন? তোমাকে কে দেখিতেছেন? একবার সে কথা চিন্তা কর কি? স্থির হও। ভাবিয়া দেখ তোমার জন্য কাহারও কোনও অসুবিধা হইবে না। সুবিধার মালিক তুমি আমি নই। বিশ্বপতিই একমাত্র বিশ্বের মালিক। তুমি আমি সকলেই তাঁহার নিয়মাধীন। অক্ষয়কুমার, তুমি তোমাকেই ভুলিয়াছ, তুমি যে এই দেহ বা মন নও। তুমি তোমার পিতা মাতা হইতে জাত নও। তুমি সেই ক্ষয়রহিত, অক্ষয়, অচ্যুত শ্রীহরি হইতে জাত। তুমি অক্ষয় ভগবানের কুমার বা সন্তান তুমি আজ তাঁহাকে ভুলিয়া নিজকে চিনিতে পারিতেছ না। তাই রোগচিন্তা, মৃত্যুচিন্তা, গেহাদিচিন্তা তোমাকে বড়ই ব্যাকুল করেছে। তোমার নাশ নাই, ক্ষয় নাই, অক্ষয়ের সন্তান তুমি, অক্ষয় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হও। সব অসুবিধা বিদূরিত হইবে, ভয় দূরে যাইবে, পরাশান্তি লাভ হইবে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর ভাবাবেশে অনেক কথা বলে ভোলাদাদার কাণের নিকট মুখ রাখিয়া বলিলেন, অক্ষয়কুমার, মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান কর,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র জপ কর। তুমি তোমাকে চিনিয়া তোমার নিত্য পিতাকে চিনিতে পারিবে। আর এই একমাত্র পথ্য মহাপ্রসাদ সেবন কর।

হঠাৎ সন্ন্যাসী ঠাকুর অন্তর্দ্ধান হইলেন, অনেক খোঁজ করা হইল, কোথাও পাওয়া গেল না।

এদিকে আশ্চর্য্য ঘটনা। ভোলাদাদার পরিবর্ত্তন হইল। দুর্বল দেহে বলের সঞ্চার হইল। মানসিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তার পর আহারাদি করিয়া খাওয়া দাওয়া করিলাম। সন্ধ্যায় পুনরায় কলিকাতায় ফিরিলাম।

আজ এক সপ্তাহ হইল পুরী হইতে ঘরে ফিরেছি। আজকার পত্রে দেখলাম ভোলাদাদা এখন সমুদ্রতীরে বেড়াইতে আরম্ভ করেছেন। তখন কেবল সন্ন্যাসী ঠাকুরের দয়ার কথা মনে হতে থাকলো। আর ভাবলাম হায়, ভোলাদাদার ভাল নাম যে অক্ষয়কুমার, তাতে যে এত কথা শিখবার আছে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। শুধু তাই নহে, এখন দেখছি আমরা সকলেই বর্তমানে ভোলাদাদা, আর প্রকৃতপক্ষে স্বরূপে অক্ষয়কুমার।

নিষ্ঠুরতা না কৃপা

(প্রাপ্ত)

'চাই ল্যাংড়া আম' বলিয়া একজন ফিরিওয়ালা হাঁকিতে হাঁকিতে রাস্তায় চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ত্রিতল হইতে উহাকে ডাকিলেন এবং ভৃত্যদ্বারা স্বীয় শয়নকক্ষের নিকট আনয়ন করিয়া আম্রের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উত্তরে জানিতে পারিলেন যে, সে টাকায় ৮টা দরে বিক্রয় করিতেছে। ফিরিওয়ালার নিকট মোট ৪০টা আম ছিল। তিনি উহাকে [illegible] টাকা দিয়া বলিলেন—'এই চল্লিশটি আমের মূল্য আমি তোকে প্রদান করিলাম। এখন তুই রাস্তায় যে প্রকারে আম বিক্রয়ের জন্য হাঁকিতেছিলি, ঠিক সেই প্রকার হাঁকিবি এবং যে যাহা চায়, বিনা পয়সায় দিবি। আম শেষ হইলে আমার নিকট সংবাদ দিয়া যাবি।' আমওয়ালা টাকা পাঁচটী স্বীয় মস্তকে উপসর্গরূপে বন্দন করিয়া অভিবাদন প্রদান ও প্রত্যভিবাদন গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে বহির্গত হইল। সে রাস্তায় চিন্তা করিল যে, অত্যল্পকালের মধ্যেই আম শেষ হইবে, কারণ বিনা পয়সায় গ্রাহকের অভাব হইবে না। বিশেষতঃ ল্যাংড়া আম। সুতরাং সে অতি শীঘ্রই বাটী ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

মানুষ ভাবে এক, কিন্তু বিধির বিধানে ঘটে অন্য প্রকার। আমওয়ালা 'চাই ল্যাংড়া আম' বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় হাঁকিতে হাঁকিতে পথ চলিতেছে, এমন সময় এক বাটী হইতে তাহাকে ডাকা হইল। বাটির কর্ত্তা আমগুলি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন জানিতে পারিয়া গৃহিণীও অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া উহা দেখিতে আসিলেন। কর্ত্তা আমের দর জিজ্ঞাসা করিলে ফিরিওয়ালা তাহার পূর্ব্বের ক্রেতার আদেশ জানাইয়া উত্তর করিল—সে উহা বিনামূল্যে প্রদান করিবে। এই কথা শ্রবণ মাত্রই গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"ওগো, এর আম কিছুতেই গ্রহণ করিও না। এই আমওয়ালা নিশ্চয়ই দুষ্ট লোক। কোনও প্রকার যাদু বা অনিষ্ট করিবার জন্য এই আমগুলি বিনামূল্যে প্রদান করিতে চাহিতেছে, নতুবা এই প্রকার সুস্বাদু ফলগুলি বিনা পয়সায় কেন দিতে চাহিতেছে? সুতরাং ইহাকে তাড়াইয়া

সেজন্যই কর্ত্তব্য।" গৃহিণীর এই কথা শুনিয়া গৃহ-কর্ত্তা আরক্তলোচনে বলিলেন— 'দূর হ হতভাগা!' আর তাহার গুণধর ভৃত্যগণ প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য বেশ উত্তম-মধ্যম প্রদানপূর্ব্বক বেচারার ঘাড় ধরিয়া সদর দরজার বাহিরে তাড়াইয়া দিল।

শুধু এক স্থানে নহে, এই প্রকারে বহুস্থানে সে অতিশয় লাঞ্ছিত হইল। কেবল এক ভদ্রলোক তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েকটি সুস্বাদু ফল গ্রহণ করিল।

সন্ধ্যার সময় আমওয়ালা অবশিষ্ট আমগুলি তাহার ক্রেতাকে দিয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণন করিল।

স্থিরচিত্তে একটু বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের অধিকাংশই আমওয়ালাকে উত্তম-মধ্যম-প্রদানকারী ভদ্রলোক। ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদের সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণার চিরশান্তি বিধানার্থ তাঁহার নিজজন সাধুগণকে ইহলোকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারা দ্বারে দ্বারে প্রেমামৃত প্রদানার্থ সমুপস্থিত! উপরি-উক্ত ঘটনার আমগ্রহণকারীর ন্যায় ২।১ জন সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি তৎপ্রদত্ত অমৃত গ্রহণে তৎপর, কিন্তু অবশিষ্ট আমরা সকলেই উঁহাদিগকে দুষ্ট, যাদুকর প্রভৃতি ভাষায় গালাগালি করি, পাগল বলিয়া তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু এই সাধুগণ আমওয়ালার ন্যায় প্রচারেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবার লোক নহেন, এই প্রচার প্রাপ্তির বিনিময়ে কিছু অমূল্য নিধি প্রদান না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমরা যতই চীৎকার করি যে, আমাদের অসংখ্য সাংসারিক কার্য্য রহিয়াছে, আপনাদের কথায় কর্ণপাত করিবার আদৌ সময় নাই, আপনারা আমাদিগকে বিরক্ত করিবেন না— চলিয়া যান, তাঁহারা ততই অধিকতর উদ্যমের সহিত বলেন,—'হরিসেবা ব্যতীত আপনাদের অন্য কোনও কৃত্য নাই, নাই, নাই; হরিসেবা বাদ দিয়া আপনারা যাহা কিছু করেন, সবই ভস্মে ঘৃতাহুতি। সুতরাং আপনাদিগকেও জীবনকে হরি-সেবাময় করিতেই হইবে; যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা আপনাদিগকে কিছুতেই ছাড়িব না। হরিসেবা জিনিষটী বুঝিবার জন্য অগ্রে হরিকথা শ্রবণের প্রয়োজন। সুতরাং এই মুহূর্ত্ত হইতেই আপনাদিগকে হরিকথা শ্রবণ আরম্ভ করিতে হইবে, আর এক বিপলের পরার্দ্ধাংশের একাংশ সময়ও নষ্ট করিতে দেওয়া হইবে না। বহু জন্মের পর এত সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছেন, এই জন্ম অতিশয় অর্থদ! ইহা হেলায় হারাইলে আর রক্ষা নাই। শুনুন, সাক্ষাৎ ভগবদ্-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে বলিতেছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

সাধুদিগের এই উৎসাহবাণী 'নিষ্ঠুরতা না কৃপা', তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি?

আমার গুরু-সেবা হয় না কেন?

(খণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

এ'কথার জবাব অতি সোজা। আমার নিকটই ইহার উত্তর অতি প্রাঞ্জলভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। আমার স্বতন্ত্রতা ও আমার ইচ্ছার উপর নির্ভরতা থাকায় আমার গুরু-সেবা হয় না, যেহেতু আমার যাবতীয় ইচ্ছাই ইন্দ্রিয়-তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং আমার স্বাতন্ত্র্যের বিকৃত প্রতিফলনই গুরু সেবার পরিপন্থী।

আমার গুরু-সেবা কেন হয় না?— এই প্রশ্নটী নিয়ত জাগরূক থাকিলে তদনুযায়ী যথা-বিহিত উত্তরটিও তৎ-পশ্চাতেই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিত, তাহাতে আমার অযোগ্যতাই ধরা পড়িত। কিন্তু এ প্রশ্নের আবাহন-কর্ত্তা চৈত্ত্য-গুরু, উত্তর-দাতাও তিনি। সময় সময় চিদাভাসে চৈত্ত্য-গুরুর নিকট হইতে যখন এ সকল প্রশ্নাদি ও তদনুরূপ সমাধানের উপদেশাদি পাই, ঠিক তন্মুহূর্ত্তেই বিমুখ-মোহিনী-মায়া বিবিধ বেশ্যার বেশে আমাকে ইসারা দিয়া তাহার প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া, বিবিধ-অঙ্গ-ভঙ্গী ভাব-ভাবের দ্বারা, আমাকে সেই তিমিরে সেই তিমিরেই রাখিয়া দেয়। আমিও তখন চৈত্ত্য-গুরু হইতে বহুদূরে সুদূরে নিরালা অন্ধকারাবৃত প্রকোষ্ঠে পড়িয়া থাকি। সেখানে শুধু মায়া আর আমি; নানাপ্রকার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাঙ্গা-গড়া ব্যাপারে আকাশ-কুসুম পাওয়ার লালসায় মস্তক আলোড়ন করি। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আলোর কোন ব্যবস্থাই সেখানে নাই, থাকিতেও পারে না। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া অন্ধকার। যাঁহা-কৃষ্ণ তাঁহা নাই মায়ার অধিকার॥" যেখানে কৃষ্ণ সেখানে যেমন মায়া থাকে না, মায়া থাকিলে কৃষ্ণাভাব অনুভূত হয়

এই প্রকারে ২৪ ঘণ্টাই মায়ার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব। কিন্তু অজেয় দুর্দ্দমনীয়া দুষ্পারা মায়াই পুনঃ পুনঃ জয় লাভ করিয়া আমাকে হারাইয়া দিতেছে। আমি শুধু লড়াই করিয়া হয়রান; বরং ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছি, তাহাতে মায়া আরও স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আমাকে ঘানি গাছে ঘুরাইবার সুবিধা পাইতেছে।

ইহাকে জয় করা আমার ন্যায় দুর্ব্বল জীবের কার্য্য ত নহেই—যেস্থলে ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত পরাস্ত হইতে পারেন বলিয়া জীব শিক্ষার্থ লীলাভিনয় করিয়াছেন। ইহা জানিয়া শুনিয়াও পুনঃ পুনঃ বোকামী করিতেছি। তাহাতেই "মম মায়া দুরত্যয়া" ও "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" এই শ্রীভগবদ্-বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইতেছে। এই জন্যই গুরু-সেবা হয় না। প্রপন্ন না হইলে সেবা হয় না। জানি না, কতদিনে সেই বুদ্ধির উদয় হইবে?

আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি

(শ্রীমদ্ বিলাস বিগ্রহ দাসাধিকারী)

আমরা নিজের দোষ স্বীকার করিতে বড়ই পশ্চাৎপদ। যদি কেহ দোষ ধরিয়া দিতে আসেন, তাঁহার উপর বিরক্ত এবং যদি কেহ আমার দোষটাকেই গুণ বলিয়া প্রশংসা করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হই। কে আমার মঙ্গলকারী এবং কে অমঙ্গলকারী, তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি না। ইহার ফলে আমাদের অমঙ্গলের পথটী বেশ সহজ ও সরল হইয়া আসে। কোন সময়ে একটি মসজিদে একটী মৌলবী মুক্ত কচ্ছ হইয়া নামাজ পড়িতেছিলেন, তাঁহাকে অসাবধান দেখিয়া গ্রামস্থ কোন একটি দুষ্ট বালক তাঁহার পশ্চাতের কাপড় উত্তোলন করিয়া দিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া যাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। মৌলবী সাহেব পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উক্ত বালককে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া উহাকে নিকটে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন ও একটি পয়সা দেখাইলেন। প্রথমে বালক নিকটে আসিতে অস্বীকার করিল, তৎপরে বারম্বার ডাকাডাকি করাতে মৌলবীসাহেবের নিকট হইতে দূরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মৌলবী সাহেব তাহাকে পয়সাটী দিলেন। এই ব্যাপারে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি সাহেব? আপনাকে এরূপ অপদস্থ করিল, আর আপনি উহাকে পয়সা দিলেন? মৌলবী সাহেব কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এইরূপ কিছুদিন পরে উক্ত মসজিদে জনৈক কাবুলি নামাজ করিতেছিল, বালক কাবুলি সাহেবের গৌর বর্ণ ও বিরাট্ আকৃতিতে প্রলোভিত হইয়া অধিক পয়সার লোভে কাবুলি সাহেবের কাপড় উত্তোলন করিয়া দিয়া নিকটেই অবস্থান করিল। উক্ত ব্যাপারে কাবুলি সাহেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক চপেটাঘাতে উহার প্রাণ নাশ করিল। তখন পূর্ব্বোক্ত মৌলবী সাহেব নিকটেই ছিলেন, দর্শকবৃন্দকে তাঁহার পয়সা দেওয়ার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। তখন সকলে হায় হায় করিতে করিতে বাটী ফিরিল ও বলিতে লাগিল, আহা! যদি মৌলবী সাহেব উহাকে পয়সা না দিয়া তিরস্কার করিতেন তাহা হইলে বেচারার আর জীবন যাইত না। তাই বলি, ভাই সব, এখনও সাবধান যাহারা ইতর-বুদ্ধির প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের কথা শুনিও না, শুনিলে কোন সময়ে বেগতিকে পড়িয়া ঐ বালকের মত প্রাণ হারাইতে হইবে।

প্রচার প্রসঙ্গ

দিল্লী অফিস ৬।৮।২৯

শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় হইতে বুলন্দসর

গত জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে শ্রীগৌড়ীয় মঠের দিল্লী কার্য্যালয় হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি.এ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ যতিকারানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়দ্বয় দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বুলন্দসর সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারজন্য তথাকার সংযোগী ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। উঁহারা তথায় সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া ষ্টেশনে ও সহরে বাঙ্গালী সম্প্রদায় ও অন্যান্য অনেক উচ্চপদস্থ স্থানীয় রাজ-কর্ম্মচারীগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সরলতা ও জাগতিক অন্যান্য চেষ্টার তাৎকালিকতা বা হেয়তা এবং বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবরের অবিনশ্বর চৈতন্য-সম্পত্তি সমৃদ্ধি-চেষ্টার অতিসূক্ষ্ম যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। ডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুত রাধাকান্ত, মিঃ যোশী, মিঃ বড়োয়া প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুত রাধাকান্ত বাবুর সরল ও মধুর স্বভাব ও ব্যবহার এবং শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণে আন্তরিক আগ্রহ অতীব হৃদয়স্পর্শী। ইনি আগামী সংখ্যা হইতে হারমনিষ্টের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বুলন্দ সহরের ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় ও শ্রীযুত সুরেন্দ্র বাবুর গৃহিণী ও অকৃত্রিম সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। তাঁহারা তথায় পুনঃ পুনঃ হরিকথা প্রচারের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন।

আমরা এতদ্রূপে পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণীর বহুল-প্রচারের আন্তরিক কামনা করি এবং যে জগদ্গুরু মহাপুরুষের কৃপায় জগতে শ্রীকৃষ্ণ-কথার দুর্ভিক্ষ নিবারণের এত বিপুল আয়োজন, সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে কোটিমুখে তাঁহার জয়ঘোষণা করি।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲।
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপাদিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক
সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে শ্রাবণ বুধবার—১৩৩৬

কল্পনার খেলা

জগতে যখন যে ধুয়া উঠে, গড্ডালিকা-গতিক মনোধর্ম্ম-চালিত জগৎ তা'রই সায় দিয়া থাকেন। অনেকে হুজুকটাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, আবার কেহ কেহ মুখে হুজুকটাকে গর্হণ করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে হুজুকেই গা ঢালিয়া দেন।

কলিযুগ বিবাদের যুগ, এই যুগে যুবকবৃন্দের অধিকাংশেরই হৃদয়াকাশ নাস্তিকতা মেঘে আচ্ছন্ন। তাই, তাহাদের এই ঘনতিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়-গগনে সুনির্ম্মল ভগবৎ বাক্যের-(সত্যসূর্য্যের) প্রথরকর প্রকাশিত হচ্ছে না। আর সাধারণের বাক্য হচ্ছে—খা'ব, পর্‌ব, সুখে থাকবো এই প্রকার পূতিগন্ধময় কাম। ভগবৎ-বাক্যের সহিত সাধারণের বাক্যের মিল নাই।

সত্যযুগে ভগবৎ-বাক্যই সাধারণের বাক্য ছিল। সেই যুগে মানবগণের আত্মানুভূতি ছিল। তাঁহারা সর্ব্বদাই সর্ব্ব-কারণ পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ভগবদ্ভক্তের কোনও প্রকার অমঙ্গল সংঘটিত হয় না। তাই সেই যুগে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা প্রভৃতির অস্তিত্বই ছিল না। আমরা নাস্তিকতার সাহায্যে পূর্ব্বপুরুষগণকে যতই মূর্খ বলিয়া নিজেদের গুণগরিমায় বুদ্ধির প্রয়াস পাইতেছি, ততই পূর্ব্বোক্ত দৈবদুর্ব্বিপাকের আবাহন করিয়া অধিকতররূপে ঘূর্ণিত হইতেছি। কিন্তু এই সরল সহজ কথাটী অভিজ্ঞতাক্রমেও কাহারও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না।

"ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার সেবা পূজা করিতে হইবে, আমাদের ভোগের জিনিস আবার তাঁকে দিতে হইবে—সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত, তাঁহাকে বাদ দিয়া আমরা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরের সহায়তা করিয়া নিজেরা সুখে থাকিব। যদি অপরের সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া শুধু নিজের ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভোগের অসুবিধা হইবে; সুতরাং একাকী না থাকিয়া দলবদ্ধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। দলবদ্ধ হইয়া দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা প্রভৃতি আকস্মিক বিপদগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে তবে ত তাহারা আমাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না।"—এই প্রকার চিন্তাস্রোতই বর্ত্তমানে আমাদের যুবকবৃন্দের মস্তিষ্কে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু যাহাতে ঐ প্রকার দুর্ব্বিপাকগুলির মূল বিনষ্ট হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত।

শুনিলাম, সেদিন নাকি বরিশালের যুবকবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া প্রকাশ্য সভায় 'ভগবান নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আর শূন্যে দাঁড়াইবার চেষ্টা একই কথা; অতএব তাঁহার নামগন্ধাদি বিস্মৃত হইয়া নিজেদের পায়েই নিজেদের দাঁড়াইতে হবে'—এই প্রকার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার প্রস্তাব শ্রবণে দুঃখও হয়, হাসি ও পায় আর মনে পড়ে নিম্নলিখিত গল্পটী। বলি বাপু, যে পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবে, তাহা যদি এই মুহূর্ত্তে বাতাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তোমাদের উপায় কি হবে? বাতরোগ যাহাতে কিছুতেই না আসিতে পারে, সেই প্রকার কোনও উপায় জান কি?

দিনাজপুরের জমিদার নলিনাক্ষ বাবুর [illegible] অবস্থিতি কালে বিলাতে গমন করিয়াছেন। তথায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডন সহরেই আইনব্যবসায়ে রত হন। তিনি প্রায় দুই যুগ যাবৎ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাই বিংশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলেও নববাবুর পিতৃ-মুখ-দর্শনের ভাগ্য ঘটে নাই। তবে অন্যান্য লোকের নিকট শুনিতে পাইয়াছেন যে, তাঁহার পিতাঠাকুরের নাম নলিনাক্ষ রায়

নববাবু, একদিন তাঁহার অগ্রজ কৃষ্ণদাস রায় মহোদয়ের সহিত কলিকাতা নগরীতে গমন করিয়াছেন। তথায় অনেক ভদ্রলোক কৃষ্ণদাসকে পিতৃপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—আমার পিতাঠাকুরের নাম শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ রায়, তিনি দিনাজপুরের জমীদার। এই কথা শ্রবণ করিয়া নববাবু অতিশয় ক্রুদ্ধস্বরে কৃষ্ণদাসকে বলিতে লাগিলেন, যাহাকে কোন দিন দেখিতে পাই নাই তিনি আমাদের পিতা হইতে পারে কি প্রকারে?

কৃষ্ণদাস—তুমি না দেখিয়াছ, আমিত দেখিয়াছি যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না থাকে, একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া বিলাতে গেলেইত তাঁহাকে দেখিতে পাও, আমিত সেদিনও তাঁহাকে তথায় দেখিয়া আসিলাম।

নববাবু—দেখিয়া কিলে আপনি তাঁহাকে পিতা বলিতে পারেন কিন্তু আমি তাঁহাকে পিতা বলিব না। আর তাঁহাকে দেখিতে বিলাতে যাওয়ারও কোন প্রয়োজন নাই। যিনি পালন করেন তিনিই পিতা; জন্মের পর হইতেই দেখিতেছি ভৈরববাবুই আমাদিগকে পালন করিতেছেন সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে তিনিই আমাদের পিতা। যদি বলেন যিনি জন্মদাতা তিনিই পিতা, জিজ্ঞাসা করি, নলিনাক্ষ বাবু যে আপনাকে জন্ম দিয়াছেন তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? অপ্রত্যক্ষের কথা কেন প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইবে?

উপরি উক্ত গল্পটী শ্রবণ করিয়া হয়ত অনেকেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না কিন্তু একটু ধীরচিত্তে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন, বর্ত্তমানে আমাদের যুবকগণের অনেকের অবস্থাই ঐ প্রকার। যেহেতু ভগবানকে আমাদের মায়াচালিত আবৃত চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, সুতরাং ভগবান নাই। যাহারা তাঁহার প্রত্যক্ষদর্শী সেই সাধুগণের বাক্য গল্পগুজব ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহাই বর্ত্তমান নাস্তিকতা যুগের যুবকবৃন্দের উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির ফল।

যুবকবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা ভগবানের অস্তিত্বে পূর্ণবিশ্বাসী এবং তাঁহার সেবাকার্য্যে যত্নশীল তাঁহাদের সম্বন্ধে উপরি উক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ হয় নাই সুতরাং তাঁহারা ইহাতে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া যাহাতে তাঁহাদের নাস্তিক ভ্রাতৃগণের প্রকৃত মঙ্গল-সাধিত হইতে পারে, তাহাদের বিকৃত মস্তিষ্ক সুস্থির হয়, তন্নিমিত্ত যত্নশীল হওয়াই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

এই জন্মেই বর্ণান্তরলাভের একটী দৃষ্টান্ত

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতি নিজ নিজ স্বভাব ছাড়িয়া, যদি উচ্চ বা নীচ স্বভাব অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বভাব বা লক্ষণানুসারে এইজন্মেই বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইতেন, পুরাণে ইতিহাসে ঐরূপ উদাহরণেরও অপ্রতুল নাই। অতি অল্প কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

(১) হরিবংশ ১০ম অধ্যায়ে—

'নাভাগারিষ্ট-পুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া
গতাঃ।"

অর্থাৎ নাভাগ ও অরিষ্টের পুত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

(২) শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে—

"নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা
বৈশ্যতাং গতঃ।"

অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে নাভাগ ও দিষ্ট পুত্র বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৩) হরিবংশ একাদশ অধ্যায়ে—

"নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ
ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

অর্থাৎ পুনরায় নাভাগ ও দিষ্টপুত্রদ্বয় বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি আলোচনা করিলে জানা যায়—

(৪) বলিরাজার পাঁচটি ক্ষত্রিয়পুত্র ব্যতীত বালেয় ব্রাহ্মণপুত্র হইতে ব্রাহ্মণবংশ উদ্ভূত হইয়াছে।

(৫) গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণপুত্র ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র পুত্র ছিল।

(৬) ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভূত ঋষভদেবের একশত সন্তানের মধ্যে ৮১ জন ব্রাহ্মণ, ৯ জন ক্ষত্রিয় এবং ৯ জন বৈষ্ণব পুত্র এবং ১ জন মহাভাগবতোত্তম ছিলেন।

(৭) [illegible] হইতে [illegible] ব্রাহ্মণ-বংশের সৃষ্টি হয়।

(৮) অজমীঢ় রাজের বংশে প্রিয়মেধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের জন্ম হয়।

(৯) ক্ষত্রিয় উরুক্ষয়ের পুত্র ত্র্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি সকলেই ব্রাহ্মণ হন।

(১০) ক্ষত্রিয় গর্গ হইতে শিনি এবং [illegible] গার্গ্য ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

(১১) পুরুরাজবংশে বহু ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণগণের জন্ম হইয়াছিল।

(১২) মুদ্গল ক্ষত্রিয় হইয়াও [illegible] গোত্র-সম্পন্ন ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

(১৩) গৃৎসমদ হইতে বহু ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছেন।

(১৪) ক্ষত্রিয় বীতহব্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

(১৫) ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্যায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বংশের উদয় করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ হইয়াছিলে

(১৬) চন্দ্রবংশে [illegible] বংশে আজ মেধাতিথি হইতে প্রস্কণ্ব ব্রাহ্মণ-বংশে উদয় হইয়াছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ আছে।"

বৈদ্য

ভোগাধার বিশ্বে ভোগায়তন দেহ [illegible] ভোগসংগ্রহের মূল। যদি [illegible] বিষয়-সংগ্রহে [illegible] তথাপি দেহ না থাকিলে বাসনাধার [illegible] বাসনারাশি উত্থিত হয় [illegible]

বিশ্বপতির [illegible] পরিপূর্ণ বিশ্বনাথের করুণার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নাই। কেননা তাহাদিগের ভোগমত্ততা এত বাড়িয়া [illegible] যে, সে দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর কোথায়? আবার সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ কোন কারণে কাহারও দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইবার উপক্রম হইলে ভোগা [illegible] ভোগে বাধা পড়িবার লক্ষণ দেখিয়া সে দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ ভোগেই ফিরিয়া আসে।

বিশ্ববাসীর প্রতি বিশ্বপতির কিন্তু করুণা-বর্ষণে ত্রুটী নাই। এমন কি তাহারা করুণা না চাহিলেও করুণা-বারিধি প্রভু করুণা-বিতরণে কৃপণতা করেন না। ভোগায়তন দেহকে ব্যাধি-পরিশূন্য করাই সর্বজীবপ্রভুর করুণার বিশেষ নিদর্শন। আমরা যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কত না উজানভরে বিশ্বে বিচরণ করিতেছি, সেই কেন্দ্রটীর অসুবিধা করিয়া হইয়া যায়। এত জানিয়াও কি জানি এক অজানা নেশায় প্রমত্ত হইয়া আমরা সেই দেহের সুস্থতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকি। এজন্য শাস্ত্রাদিতে একটী বিভাগই প্রস্তুত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্র নাম ধারণ করিয়াছে। সেই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বৈদ্য নামে খ্যাতি লাভ করিয়া ভোগীর সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

[illegible] ভোগায়তন দেহ কখন যে রোগাক্রান্ত হয়, তাহার নিশ্চয়তা নাই। দেহ অসুস্থ [illegible] অপেক্ষা সুস্থ থাকাই [illegible] এতেন আনন্দ-পরিপূর্ণ [illegible] আমাদিগকে আনন্দশূন্য করিবার [illegible] কাহার না হৃদয় পরিপূর্ণ করে? কিন্তু মরীচিকা দর্শনে জলবুদ্ধিতে তৃষ্ণার্ত মৃগ যেমন মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া পিপাসার শান্তি অপনোদন করিবার সুযোগ না পাইয়া শ্রান্ত হইয়া [illegible] বালুকারাশির মধ্যে প্রাণ হারায়, [illegible] দেহকে স্থির-বুদ্ধি করিয়া তাহাকে সুস্থ রাখিবার চেষ্টায় নিজেকেই হারাইয়া ফেলি।

একমাত্র বৈদ্যগণ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির [illegible] আশ্রয়, [illegible] আশাস্থল। [illegible] এমনই [illegible] করিয়াছেন যে, সেই বৈদ্যগণই [illegible] অস্থির।

যিনি অপরকে রক্ষা করিবার জন্য রক্ষা-কর্ত্তাভিমানে অভিমানী, তিনি নিজেই অরক্ষিত অবস্থায় অবস্থান করেন। বৈদ্যগণ যখন ব্যাধির আগারকেই ব্যাধিশূন্য করিতে পারেন না, তখন সেই দেহকে যে তাঁহারা চিরস্থায়ী করিবেন, এবিষয়ে সন্দেহ কি?

জগতের অপরিণামদর্শী, অসতে নিত্য-বুদ্ধিকারী দুর্গত পথভ্রান্ত জীবসমূহের দুর্দ্দশা দর্শনে জীবপ্রভুর হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সেইজন্য তিনি ব্যাধিগ্রস্ত বৈদ্যকুল ও বৈদ্যাশ্রিত জনগণের দেহরোগ নাশ করিয়া দেহ ধারণের মূল কারণ ভব-রোগ বিনাশকারী সদ্বৈদ্যকে এই জগতে পাঠাইয়া দেন। তখন সেই সাধুবৈদ্য জীবের দেহরোগ ভবরোগ ক্ষয় করিয়া স্থির থাকেন না, পরন্তু পতিত জীববৃন্দকে স্বস্থানে বাস করাইয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিবার সুযোগও দিয়া থাকেন।

দেহরোগ ভবরোগশূন্য পতিতপাবন জীবাশ্রয় বৈষ্ণবঠাকুরই প্রকৃত বৈদ্য।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়।
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়॥
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥

উপায় কি

আরে যে, সুধীর ভায়া! অনেকদিন পরে ভাই তোর সঙ্গে দেখা হলো। কেমন আছিস?

সুধীর—ভাই, বড় ভাল নেই।

সুশীল—কেন ভাই, কি হয়েছে?

সুধীর—কিছুই হয় নি, তবে কিনা তবুও যেন ভাল নেই।

সুশীল—তোর সঙ্গে কয়েকটী কথা আছে চল, বলতে বলতে যাই।

সুধীর—ভাই, আজ আর হবে না। আমি বড়ই ব্যস্ত। এখনি চলে যেতাম, তবে তুই কি ভাববি ভাই চক্ষুলজ্জায় যেতে পারি নি।

সুশীল—সুধীর আবার ব্যস্ত। কেন কোন বিপদ হয়েছে কি

সুধীর—ভাই বিপদ ত কিছুই দেখি নে, তবে কিনা এমন একটা বিশেষ পদ লাভ করেছি, যাতে একটুও অবসর নেই।

সুশীল—সে পদটা কি?

সুধীর—ভাই, কথায় কথা বেড়ে যাবে, আমারও সময় নষ্ট হবে তুই আর কিছু বুঝ্‌লি নে।

সুশীল—কি ভাই, কি বল্‌ছিস বুঝ্‌তে

সুধীর—আর ভাই, বুঝে কাজ নেই! বেশ সুখে আছ, চিন্তা নেই, খাও, দাও আর 'ভগবান্' 'ভগবান্' করে ঘুরে বেড়াও। আমাদের ভাই স্ত্রী, পুত্রই ভগবান্, ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাই নে। আর এরা সাম্‌নে থেকে কথা বলে, অভাব জানায়।

সুশীল—বড় অধীর হলি যে? একেবারেই ভগবানের কথা এনে ফেল্লি ভাই। আচ্ছা তবে একটা কথা বলি শোন।—স্ত্রী, পুত্র যদি তোর কাছে ভগবান্ হলে, তবে তাদের আর অভাব থাক্‌বে কেন? ভগবানের কি কোন অভাব আছে, না তিনি সকলের অভাব মিটান?

সুধীর—ভাই, তোর সঙ্গে পারবো না তুই হলি ভগবদ্ভক্ত, আর আমি স্ত্রী, পুত্র-ভক্ত।

সুশীল—ভাই স্ত্রী, পুত্র থাক্‌লেই কি সব অসুবিধা এসে পড়ে? তারা কি জীব নয়? বরং বান্ধববিহীন দেশে যদি চলবার পথে কয়েকটী সঙ্গী পাওয়া যায়, তাতে লাভ না ক্ষতি?

সুধীর—ভাই, আমি চল্লাম। আর বেশী তত্ত্ব-কথা বলিস্ না। তা হ'লে আমার সব নেশা ছুটবে। আমি বেশ মৌতাত করে বসে আছি।

সুশীল—ভাই বেশী ব্যস্ত হোস না। যে ভাবে চল্‌তে আরম্ভ করেছিস্ সে ভাব বেশী দিন থাক্‌বে না।

সুধীর—দেখ্, বেশী বলিস না। যারা আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, আমি তাদের না [illegible]

সুশীল—কাদের? যারা তোর চিরদিনের নয় তাদের? আচ্ছা তোর স্ত্রীর সঙ্গে তোর কয় বৎসর সম্পর্ক হয়েছে? আর ভাল বাসা! সেটা ঘৃণা স্বার্থপরতা বা কাম নহে! তুই যে ভাবে তাদের ভাল বাসিস তাতে তোর ও তাদের সুবিধা হচ্ছে কি?

সুধীর—ভাই, ও' সব ছেড়ে দাও। আমি ও' সব কথার ধার ধারি নে। ধর্ম্ম কর্ম্ম আমার দরকার নেই। আমি আমার লোককে ভালবাসবো না?

সুশীল—সুধীর ভায়া দেখ্‌ছি অধীরতার শেষ সীমায় গিয়েছে। যাক একটা কথা বলে বিদায় নেই। ভাই, তোমার ছয় বৎসর পূর্ব্বের বিবাহিত স্ত্রী ও গত বৎসরের পুত্র তোমার নিত্য কালের সঙ্গী। বেশ বুঝলাম। তুমি যে দেহে বাস কর, এটা কার জান কি?

সুধীর—কেন? আমার—এটা বোকা লোকেও বোঝে।

সুশীল—হাঁ ঠিক বলেছিস্। মাতৃগর্ভ থেকে যাকে পাওয়া গেছে, আর মৃত্যুর সময় যাকে ছাড়তে হবে, সেটা তোর চির দিনেরই ভাই, আর বোকামী করিস না। এখনও ফিরে চল। ভাই, সব ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। এদেহটা যে স্ত্রী পুত্রের ত' দূরের কথা তোরও নহে। এটা যে শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য।

এই কথা শেষ হতে হতে সুধীর বাবু অধীর হয়ে সরে পড়লেন আর সুশীল বাবু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। কিছু পরে দুই জনই অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। আমি তখন চিন্তায় পড়লাম। হায়! হায়! একি কথা! এত সোজা কথা, খাঁটি কথা আমরা একবার ও চিন্তা করি না! আমরা যখন আমার দেহকে চিনি না, তার তত্ত্ব কি বুঝি না তখন স্ত্রী পুত্রকেও চিন্‌তে পারি না। যে নিজেকে জানে না, সে পরকে জান্‌বে কি ক'রে?

আমরা যে দেহপিণ্ডকে সর্ব্বদা নিয়ে বেড়াই, যার সুখের জন্য কত না কি করি, সেটা আমার হলো না? শৃগাল কুকুরের খাদ্য? আমরা যে তবে শ্ব শিবার খাদ্য দ্রব্যকে পুষ্ট করে বেড়াই! তবে এবিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় কি?

অহৈতুকী সেবা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

যে সেবা হেতু অর্থাৎ ফল-প্রাপ্তির কামনা-বিহীন, যে সেবায় আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ-মূলা কোন প্রকার অন্যাভিলাষ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে না, স্বচ্ছ সুনির্ম্মল সরলতা-পূর্ণ কুটি-নাটি বিহীন অকৃত্রিম সেবার [illegible], তাহাই অহৈতুকী সেবা।

যিনি যে পরিমাণে নিষ্কপটে কৃত্রিমতা বর্জ্জিত, তিনি সেই পরিমাণে অহৈতুকী সেবক। পরম কৃপালু শ্রীমুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব প্রত্যেক জীবকে অনাদি বহির্ম্মুখতা হইতে ছুটি করাইবার নিমিত্ত জীবের অল্প সেবাই বহু বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীগুরুদেব এত বড় কৃপাবান্ যে যিনি সেবা করেন, তাঁহাকে তো সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত উৎসাহ দিতেই পারেন, পরন্তু আমার মত কপটী ব্যক্তি যদি কপটতা করিয়া সেবার ভাণও দেখায়, তবুও তাহাকে কপটতা রূপ অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য কত প্রকার সেবা-সুযোগ দান করিয়া থাকেন।

তাহা আমার অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ, না দেখিলেও, না শুনিলেও চক্ষুষ্মান্ শ্রুতি-সারগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত রহিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপা উপলব্ধি ভিন্ন সে দর্শন ভাগ্যে ঘটে না।

আমি যত টুকু সেবা করিতে পারিব, তাহাতে আমারই লাভ হইবে। কিন্তু সে লাভকে জড়সুখমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশী হইয়া থাকিয়া ভোগেরই প্রকার বৃদ্ধি করিতেছি। তবুও শ্রীগুরুদেব সেবোৎসাহ দিতে বিন্দু মাত্র ইতস্ততঃ করিতেছেন না।

আমার দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে শিখাইয়া দেয়, তুমি যে গুরুসেবকগণের সেবা-কার্য্যে

বহু সাহায্য করিতেছে, তাহাতে তাঁহারা তোমার নিকট চিরঋণ-জালে আবদ্ধ কেন হইবেন না?" তাহরে প্রতিষ্ঠালিপ্সু মায়া-বুভুক্ষু মন! তুই দেখিতেছি, নানা প্রকার কসরৎ করিয়াই কেরামত জাহির করিতে পটু। তোর এই কসরতের বাজাজ্রী তোর কাছেই থাকিবে। শেষেও তোর সঙ্গেই যাইবে, আর ছাড়া আর বিশেষ লাভ কিছুই দেখিতেছি না।

কোন সময় শ্রীধাম পরিক্রমা হইতে আমার গ্রাম গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে গুরুবর্গের মধ্য হইতে কোনও মহাত্মা বলিয়াছিলেন—"কার্য্যানুরোধে অনেক সময় কটু কথাও বলিয়াছি, আপনারা এখানে আসিয়া অনেক খাটিয়া ও আমাদিগের যথাযোগ্য সম্ভাষণের অভাবে বহু কষ্ট পাইলেন" ইত্যাদি। বাণীগুলি সামরিক ভদ্রতা-জ্ঞাপক হিসাবে বেশ শ্রুতিমধুর হইয়াছিল বটে; কিন্তু পরক্ষণেই অযুত হস্তীর বলদৃপ্ত এঞ্জিনের সংঘর্ষের ন্যায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা লাগিল কেন এখানে আসা? ইঁহাদিগের সেবা করাত' আমারই কর্ত্তব্য কার্য। তবে প্রভু আমাকে এরূপ ভাবে নিমন্ত্রিতের ন্যায় আপ্যায়ন-সূচক শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন কেন? তখনই শ্রীগুরুদেব চৈত্ত্য গুরুরূপে চিত্ত-পটে অনুশাসন-লিপি প্রকাশিত করিয়া ইহাই শিক্ষা দিলেন—"হে ভ্রান্ত জীব! আমার অভিন্ন-স্বরূপ-বিগ্রহ তোমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তোমারই দুঃখ মোচনার্থ অদ্য তোমাকে তোমার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। কারণ এ বাড়ীতে তোমার সম্যক আপন-বুদ্ধি উপস্থিত হয় নাই! সময় সময় নিমন্ত্রণোপলক্ষেই তুমি মঠে আসিয়া থাক। দেখাদেখি বা বেগার দেওয়ার মত একটু দৌড়াদৌড়ি কর উহা কখনও সেবা নহে, লোক-দেখানো ভণ্ডামী। তুমি গৃহে গৃহ-কার্য্য সমাধার নিমিত্ত যেরূপ প্রাণ-ঢালা পরিশ্রম কর এবং তদনুপাতে ক্লান্তি বোধ কর না, এখানে তাহার কোটাংশের একাংশেও মনোনিবেশ নাই, অথচ ক্লান্তি বোধ সহস্র গুণে অধিক। সুতরাং মঠ তোমার নিত্য কালের বসতিস্থান বলিয়া এখনও গ্রহণ কর নাই. তাই আমার স্বরূপাভিন্ন বিগ্রহগণ তোমাকে স্তোক-বাক্য দ্বারা গায়ে হাত বুলাইয়া তোমাকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেন. নতুবা মায়ার কবল হইতে বাহির হইয়া মঠে আসিবার কথা মনেই থাকিবে না।"

সেবায় হেতু-শূন্যতা শুধু বাক্যে বা কলমের ভাষায় আবদ্ধ নহে। আমার ন্যায় বদ্ধ জীবের, সেবা বুঝিতেই আরও কয় লক্ষ জন্ম খরচ হইয়া যাইবে, তার পর যদি শ্রীগুরু-সেবকদিগের শ্রীপদাঙ্কানুসরণ-দ্বারা সেবার প্রকার-ভেদ বুঝিবার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়।

সেতো এক বহু ভোগের কথা, যাক্ এখন আমার আশালী থাকিয়া জাহাজের খবর লওয়ার প্রয়োজন নাই, তবে শ্রীগুরু-চরণান্তিকে অহৈতুকী ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া টিয়া পাখীর শিখানো বুলির ন্যায় মুখে মুখে খুব আওড়াই কিনা. পরোপদেশে ভাল পণ্ডিত সাজিয়াছি কিনা?—তাই এখন নিজের ভিতরে হাতড়াইয়া দেখি অহৈতুকী ভক্তি ত' দূরের কথা, হেতুযুক্ত ভক্তির "ভ" এর সন্ধানই এখনও পাই নাই।

বৈষ্ণবের সহিত আমার সম্বন্ধ

আমি নিত্য বদ্ধ, বৈষ্ণব নিত্য মুক্ত; আমি প্রাকৃত, বৈষ্ণব অপ্রাকৃত। আমি দেহ-মনোধর্ম্মী অক্ষজ-বাদী অক্ষজ-সেবী, বৈষ্ণব চিদ্ধর্ম্মী অধোক্ষজ-সেবক; আমার ভূমিকা বদ্ধজীব-বাসস্থলী এই সংসার-কারাগার মায়ার দুর্গ, বৈষ্ণবঠাকুর বৈকুণ্ঠ-বাসী; আমার সম্বল চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক্, নাসিকা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন এবং ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুদ্ব্যোম ও তাহার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই চতুর্বিংশতি প্রাকৃত তত্ত্ব। বৈষ্ণব এই সকল প্রাকৃত তত্ত্ব ও গুণ-তত্ত্বের অতীত গুণাতীত অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বস্তুকে আশ্রয় করিয়া নিত্যকাল অপ্রাকৃততত্ত্বেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব তত্ত্বের ঠিক বিপরীত ভূমিকার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার-লইয়া আমি আছি। এই অহঙ্কার বিমূঢ়াত্ম হইয়া অহংগ্রহোপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছি বলিয়া বৈষ্ণবের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই। বাস্তব পক্ষে স্বরূপে যদিও বৈষ্ণবই একমাত্র নিত্য সম্বন্ধের বাস্তব বস্তু. তথাপি আমার প্রাকৃত বুদ্ধি প্রাকৃত ঐতিহ্য বিচার আমাকে সেই নিত্য সম্বন্ধানুভূতি হইতে অনন্ত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছে।

বৈষ্ণব মাত্রেই গুরুদেবাভিন্ন গুরু সত্ত্ব। (অবশ্য বৈষ্ণব বলিতে আধুনিক বৈষ্ণব-ব্রুবগণকে লক্ষ্য করিতে হইবে না, শ্রীরূপানুগত শ্রেতপন্থী শুদ্ধবৈষ্ণবগণই এখানে বৈষ্ণব) বৈষ্ণবের সহিত জাগতিক কোন সম্বন্ধই খাটে না। বৈষ্ণবের সহিত জাগতিক সম্বন্ধ বিচার করিতে যাওয়া নারকীয় বুদ্ধি। আমি যদি আমার কোন প্রকার মঙ্গলের প্রত্যাশী থাকি, শ্রীগুরু-দেবাভিন্ন-বিগ্রহ বৈষ্ণবে আমার পিতা, আমার ভ্রাতা, আমার পতি, আমার পুত্র, আমার ছাত্র-শিষ্য, আমার যজমান, আমার দেশবাসী-গ্রামবাসী, আমার স্বজাতী, স্ববর্ণী প্রভৃতি কোনও জাগতিকসম্বন্ধ বিচার রাখিয়া পূর্ব্ব-ইতিহাস-স্মরণ যেন সম্বন্ধ পাতাইতে যাই না।

এই সমস্ত অনিত্য সম্বন্ধের দাবীতে বৈষ্ণব-তোষণ হয় না এবং নিজের অভিমান বাড়ে। বৈষ্ণবচরণে ঘোর অপরাধ সঞ্চিত হইয়া ক্রমে নরকের দিকে লইয়া যায়।

বৈষ্ণব আমার নিত্য সম্বন্ধের বস্তু—অভিন্ন-গুরুদেব সেবা-বস্তু। আমি বৈষ্ণবের সেবক, এই সুবুদ্ধি যতটুকু থাকিবে, ততটুকু মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইব। ইহাই শ্রীগুরুচরণান্তিকে শ্রুত হওয়া যায়।

প্রচার প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীমদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মানভূম জেলায় অন্তর্গত বারমো নামক স্থানের কোলফিল্ডসমূহে গৌর-নিহিত শ্রীনামধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক তদ্দেশ-প্রবাসী গুজরাটী ভদ্রমহোদয়গণের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তিবিষয়ক জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা উদ্দিত করিয়া সুদূর কাথিয়াবার, কচ্ছ, জোজ প্রভৃতি দেশে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-তথ্য বিস্তার করিতেছেন। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর হৃদয়গ্রাহী যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত সুমধুর বাগ্মিতায় আকৃষ্ট ও গৌড়ীয়মঠের সৎপ্রচারে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কচ্ছদেশীয় বণিকসম্প্রদায় গৌড়ীয়মঠের পরমহংসকুল-মুকুট-মণি শ্রীল মহারাজ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরণ দর্শনের ভাগ্য, কামনা করিতেছেন এবং সিন্ধু-বীচিমালা পরিসেবিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলাক্ষেত্র শ্রীদ্বারকাধামে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র-স্বরূপ মঠনির্ম্মাণে আকাঙ্ক্ষা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীযুত হরিশঙ্কর কল্যাণ-জী, অর্জ্জুন জি, ক্ষেমজি এবং প্রভুলাল ভাই ও মাধব জি মেপা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ রেলিং কনট্রাক্টার ও কোলিয়ারি প্রোপ্রাইটার ভাগ্যবান্ ধনাঢ্য মহোদয়গণের আন্তরিক চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভু এস্থানে প্রচারকার্য্য সমাধাপূর্ব্বক হাজারিবাগ জেলার আর-গাড়া, ভুরকুণ্ডা প্রভৃতি স্থানের কোলফিল্ডে প্রচারার্থ গমন করিবেন।

গুজরাট কচ্ছ জোজ প্রভৃতি সিন্ধুপ-কুলবাসিগণ সরলহৃদয় ও ধর্ম্মপ্রাণ। তাঁহারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়া কৃপা লাভ করুন, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

চক্রবর্ত্তী যোগীরাজ

গত আষাঢ়ে আমি ও শ্রীপাদ সাবিকানন্দ প্রভু যখন প্রচার-প্রসঙ্গে বুলন্দ সহর ষ্টেশনে উপস্থিত, সেই সময় একদিন বেলা আন্দাজ ১২টার সময় ষ্টেশন মাষ্টার বেহারা আমাকে ১টী নরমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন যে, এক যোগীরাজ চক্রবর্ত্তী আসিয়াছেন তিনি সম্প্রতি হরিদ্বার যাইতেছেন এবং ষ্টেশন মাষ্টারকে তাঁহার গমনের পাথেয়াদি বন্দোবস্ত করিতে চাপ লাগাইয়াছেন। আরও শুনিলাম তিনি নিজেকে কল্কি অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারের তাঁহাতেই পূর্ণতা প্রভৃতি অশ্রাব্য অপরাধময় বাচালতা করিতেছেন। সমস্ত ষ্টেশন-ষ্টাফ তাঁহার ভরং দেখিয়া দাবড়াইয়া গিয়াছে ও সন্দিগ্ধচিত্তে যোগীরাজের হরিদ্বার গমনের ব্যবস্থার উদ্যুগ।

ধর্ম্মধ্বজীর কপটনাট্যের নির্ম্মূলকারী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর কৃপায় কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাইলেও ঐ সকল বকগণের বুজরুকী ধরা পড়িয়া যায়। আমি ঐ ব্যক্তিকে নিকটে ডাকাইয়া বসাইয়া বিনীতভাবে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি আপনাকে রামকৃষ্ণের মিলিত কল্কি অবতার বলিয়া পরিচয় দিলেন। ঐ কথা শুনিয়াই বিপরীতক্রমে তাহাকে বদমায়েস, জুয়াচোর প্রভৃতি সম্বোধনে প্রকৃত সত্য পরিচয় দাবী করিলে ব্যক্তি থতমত খাইয়া একখানি টাইপকরা কাগজ বাহির করিয়া সে যে যোগীরাজ তাহা প্রমাণে উদ্যত হইল। দেখিলাম উহাতে ইংরাজিতে লেখা যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাহার কুকুরবৎ। তাহার বেতন কয়েক সহস্র মুদ্রা এবং সে আমেরিকার সামরিক প্রধান কর্ম্মচারী। এই সব বাজে কথা টাইপ করিয়াছে ও উহা দেখাইয়া ইংরাজী বুলি ঝাড়িয়া লোক ঠকাইতেছে। অনেক কথার পর বোঝা লোকটার স্ত্রী আত্মীয়-স্বজন মারা গিয়াছে। সে অত্যন্ত স্ত্রৈণ ব্যক্তি, স্ত্রীর শোকে মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত। ঐ প্রকারে ঘুরিতেছে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮৲।
৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার গ্রন্থ বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদেশে
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ
[illegible] কভিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "ভক্তিকুটী"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চকরাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

চৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩৭৬

বকাসুর

একদিন কৃষ্ণচন্দ্র বয়স্যদিগের সহিত গোচারণ করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া চারণভূমির নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়ে জলপানার্থ গমন করিলেন এবং গোবৎসদিগকে জলপান করাইয়া নিজেরাও জলপান করিলেন। তখন একটী অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। তাঁহারা সকলেই বজ্রপতনে গিরিশৃঙ্গপাতের ন্যায় শব্দ শ্রবণে শব্দের কারণ অনুসন্ধানপর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেই প্রকাণ্ড অদ্ভুত বস্তুবিশেষ দর্শন করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ বস্তুটা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিল। তখন সকলেই প্রাণীটাকে বৃহৎ বক বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং নির্ভয় হইলেন। কিন্তু সহসা কংসপ্রেরিত বকরূপী ঐ অসুর বৃহৎ তুণ্ড বিস্তার করিয়া ভুবনপতিকে বালকজ্ঞানে গ্রহণ করিল। শ্রীবলরাম ব্যতীত উপস্থিত সকল বালকগণই আকস্মিক বিপদদর্শনে ও প্রাণসখার অন্তর্দ্ধানে প্রাণহীন ইন্দ্রিয়ের ন্যায় রহিলেন। এদিকে বকাসুর কংসশত্রু ধ্বংসমানসে কৃষ্ণচন্দ্রকে উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুর্বৃত্তের আশা ফলবতী হইল না। অতঃপর তখন অসুরবধের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বকাসুরের তালুদেশ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অসহ্য যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া বক তখন বালকৃষ্ণকে অক্ষতাবস্থায় মুখগহ্বর হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল এবং পুনরায় যখন নন্দ-নন্দনকে গ্রাস করিবার চেষ্টা প্রকাশ করিল, তখনই বিশ্বম্ভর অসুরের চঞ্চু ধারণ করিয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় আকাশে নিক্ষেপ করিলেন; ফলে অসুরের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। লীলাময়ের এই লীলা-দর্শনে বালকগণ মৃতদেহে জীবনপ্রাপ্তির ন্যায় আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। দেবগণ তখন আকাশপথে থাকিয়া পুষ্প বরিষণ, শঙ্খধ্বনি ও স্তোত্রপাঠে দেবদেবের পূজা করিলেন।

অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের এ লীলা-দর্শনের অযোগ্যতা থাকিলেও জড়জগতে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। চলিত কথায় লোকে বলে—"বকঃ পরমো ধার্ম্মিকঃ।" বক একটা পাখী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজন্তুই ইহার আহার্য্য। সেই আহার্য্য সংগ্রহের জন্য বক জলাশয়ের নিকট শান্তভাব ধারণ করিয়া পালক ইত্যাদি গোপন করিয়া একাগ্রমনে ধ্যানমগ্ন অচঞ্চল ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করে। নিরীহ জলজন্তুগণ সেই শত্রুকে মৃত বস্তু জানিয়া নির্ভয়ে যখন বকের নিকট আগমন করে, তখন বিশ্বাসঘাতক ধূর্ত্ত বক অভ্যাগত মৎস্যগণকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে। আমরা মানুষ, আমাদিগের মধ্যেও এইরূপ বকস্বভাববিশিষ্ট ধর্ম্মধ্বজী মহাধূর্ত্ত বক অনেকেই আছে। তাহারা বাহিরে সর্ব্বজনাদৃত, বিরক্ত ব্যক্তির পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া নিরীহ জনগণের নিকট আপনাদিগকে সংসারনির্লিপ্ত ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। সরল ব্যক্তিগণও অকপটে উপরিউক্ত মিছাসাধুদিগকে বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ অর্থাদি দ্বারা সেবা করেন। কিন্তু তদ্বিনিময়ে বকরূপী অসুরসকল গৃহস্থবর্গের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। অধিকন্তু তাহাদিগের ভক্তির পথের অর্গলস্বরূপ হয়। উক্ত বকাসুরগুলি বাহ্যত্যাগীর চিহ্নে জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে; তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী। তাই বলিয়া বিরক্ত পুরুষের বেশগুলি অনাদরণীয় নহে, অধিকন্তু প্রকৃত বিরক্ত মহাজনগণই আমাদের সেব্য। যাহারা বেশ দেখিয়া ভুলিয়া যান, বেশধারীর বিচার করেন না, তাহারা যদি বলেন যে, যে ব্যক্তি বাহ্য ত্যাগীর বেশ ধারণ করিয়াছেন তাঁহার কোন দোষ দেখিতে নাই—ত্যাগীর চিহ্নে চিহ্নিত ব্যক্তির দোষদর্শনে মহতের চরণে অপরাধ হয়, তদুত্তরে বুদ্ধিমান্ ও সরল ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, বিরক্ত পুরুষের আচরণে কোনরূপ দোষ নাই যেহেতু তিনি বিরক্ত, তজ্জন্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশায় তাঁহার আসক্তি নাই। যদি আসক্তি দেখা যায়, তাহা হইলে আমরা তাহাকে বক অথবা বানরের ন্যায় বিরক্ত সাধু বলিব। কেননা, দোষী ব্যক্তির দোষ-বর্ণনায় তাহার নিন্দা হয় না, বরং উপকারই হয়। কিন্তু হায়! কাল কলি! কলির মোহে পড়িয়া সমাজে তথাকথিত পণ্ডিতবর্গও আজ এইরূপ নিরপেক্ষ বাক্য—অর্থাৎ দোষী ব্যক্তির দোষ ও প্রকৃত গুণবানের গুণ বর্ণনা সহজে বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। তাই আজ শয়তানের প্রভাব বিস্তার হইয়াছে। ভেল-সাধুগণেরই আদরে আমরা ব্যস্ত রহিলাম কিন্তু প্রকৃত সাধুগণ—যাঁহাদিগের শ্রীচরণ-ধূলি মস্তকে হইলে মায়াবদ্ধ জীব আমরা অনায়াসেই মায়া-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি—অবহেলিত হইতেছেন। হায়! হায়! অপরাধী আমরা, আমাদিগের গতি কি হইবে? হে ভক্তপ্রাণ ভগবন্! আজ আমরা মোহজালে জড়িত! আমাদিগকে প্রকৃত সাধুবর্গের সন্ধান করিবার বুদ্ধিযোগ প্রেরণ কর। জীব আমরা—তোমারই নিত্যদাস আমরা, তোমাকে ভুলিয়া কতই না কষ্ট পাইতেছি। তাই জ্বালা জুড়াইবার জন্য তোমার সেবায় ব্যাকুল হই। কিন্তু প্রভো! সে পথ কণ্টকবহুল! চিহ্নধারী বা চিহ্নহীন ধূর্ত্ত ব্যক্তিগণ বকাসুরের ন্যায় আমাদিগের ভক্তিধন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রভো! এ অসময়ে তুমি কোথায়? আবার এসো প্রভো! বকাসুরগুলিকে বধ করিয়া—ধর্ম্মজগতে বালক আমরা আমাদিগের শ্রদ্ধারূপ ভজনমার্গকে পরম প্রতিবন্ধক হইতে বিমুক্ত কর।

আলালনাথ মন্দির সংস্কার সম্বন্ধে

(পুরী হইতে প্রকাশিত পুরীবাসী নামক উড়িয়া সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ হইতে উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ)

পুরী হইতে প্রায় চার ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি থানার নিকটে শ্রীআলাল (আলালনাথের শ্রীমন্দির অবস্থিত। ভারতীয় সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট এই মন্দির সুপরিচিত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ আলালনাথকে বিশেষ ভক্তি করেন কারণ শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে অবস্থানের সময়ে প্রতি বৎসর অনবসরকালে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন না পাইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে গিয়া এই আলালনাথদেবকে দর্শন করিতেন। ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে 'অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দরশন। বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥' এইরূপ আরও কতকগুলি কারণে সময়ে সময়ে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীআলালনাথের দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীআলালনাথদেবের মহিমা বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

উক্ত শ্রীআলালনাথদেবের শ্রীমন্দির এখন বড় মেরামত অবস্থায় আছে। সামান্য বৃষ্টি হইলে ভগ্ন মন্দিরের ভিতর দিয়া শ্রীবিগ্রহের উপরে জল পড়ে। মন্দির-প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ও সিংহদ্বার ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ভোগ-রন্ধনের ঘর না থাকায় একটা অস্থায়ী চালায় শ্রীবিগ্রহের দৈনন্দিন ভোগ-রন্ধন কার্য্য হইতেছে। চন্দন-পুষ্করিণীটী একেবারে ভরাট হইয়া গিয়াছে। আলালনাথের মন্দির উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলায় অবস্থিত। উড়িষ্যায় অনেক তিলক-কাটা মালা-ঝোলা-কৌপীনধারী বৈষ্ণব আছেন। কিন্তু আলালনাথের মন্দিরের এই অবস্থার প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িয়াছে কি? উড়িষ্যায় গৌড়ীয়গণের সংখ্যা কম নহে;— আলালনাথের মন্দিরের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি কয়জন দৃষ্টিপাত করিয়াছেন? আমাদের মনে হয় উড়িয়া অধিবাসী সদস্য ধর্মাধিকগণের মধ্যে অনেকেই হয়ত আলালনাথকে একবার দর্শনও করেন নাই! আজকালকার উড়িয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে অধিকাংশ অর্থকেই সর্ব্বোত্তম জানে ভক্তিকে শ্রীবৃন্দাবনের কেলী কুঞ্জে রাখিয়া দিবারাত্রি কেবল কিশোরীদের প্রেম সমুদ্রে ভাসিতেছেন। উড়িষ্যার এই সুপ্রসিদ্ধ আলালনাথের ন্যায় দেবমন্দিরের যে এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা চিন্তা করিবারও ইঁহাদের সময় কোথায়?

বর্ত্তমানে আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কয়েকজন বঙ্গবাসী ভক্ত সুদূর বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া এই শ্রীমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার কার্য্যে হাত দিয়াছেন। পুরীস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন এই কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। দানবীর এমার মঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস উক্ত মন্দিরের সিংহদ্বার নির্ম্মাণ জন্য ২১১১৲ টাকা ব্যয় করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। অপরাপর বৈষ্ণব—ও মহাজনগণও এই কার্য্যে সহানুভূতি পোষণ করিতেছেন। এই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার জন্য আরও প্রায় কুড়ি হাজার টাকা আবশ্যক এবং এই টাকা সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা দ্বারা উঠিবে। এইজন্য এইকার্য্যের উদ্যোক্তাগণ উড়িয়া জন সাধারণের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা এই উদ্যোক্তাগণের এই মহৎকার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

উড়িয়া জনসাধারণের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে তাঁহারা এই মন্দির-সংস্কার-কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য চিন্তা করুন। অবশ্য ধর্ম্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সমগ্র ভারতের বৈষ্ণবগণ এই সংস্কার কার্য্যে যোগ দিতে পারেন কিন্তু উড়িষ্যাবাসীর ইহাতে অধিকতর সাহায্য প্রদান আবশ্যক। কারণ এই পুরী মন্দির উৎকলমাতার বক্ষে দণ্ডায়মান। এসকল ধর্ম্মমন্দিরাদিই উড়িষ্যার বিশেষত্ব। এই সদনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সহায়তা করিবার জন্য আমরা আমাদের উড়িয়া ভাইদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

আদিপুরাণ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

বৃদ্ধগোস্বামিগণ আদিপুরাণকে প্রামাণিক গ্রন্থমধ্যে গণনা করেন [illegible] বহুতর শ্লোক তাঁহাদের [illegible] সন্নিবেশিত করিয়াছেন। [illegible], শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও [illegible] মধ্যে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। যথা গোপিকা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য :—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্য মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢপ্রেমভাজনম্।
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকা পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥
সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং ন
ভবন্তি মে।
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎ শ্রদ্ধাং মন্মনোগতম
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি
তত্ত্বতঃ॥

অর্থাৎ গোপীগণ তাহাদের স্বীয় অঙ্গসমূহ আমার সম্বন্ধীয় বলিয়া সত্ত্বাদি করিয়া থাকে, হে পার্থ! তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমার অতীব গুপ্তপ্রীতিপ্রদ আর কেহ নাই। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই ত্রিলোক মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা, যেহেতু তথায় বৃন্দাবনপুরী বিদ্যমান রহিয়াছেন। আবার তাহাতে গোপীগণ ও তাঁহাদের মধ্যে রাধিকানাম্নী মৎপ্রেয়সতমা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। গোপী আমার সহায়, গুরু, শিষ্য, ভৃত্য, বান্ধব স্ত্রী; হে পার্থ! আমি সত্যই বলিতেছি যে গোপীগণ আমার সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট? হে পার্থ! কেবল গোপীগণই আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার [illegible], আমার মনোভিলাষ উত্তমরূপে অবগত আছেন, অন্য কেহ নহে, ইত্যাদি [illegible] [illegible] পার্থকে সম্বোধন করিয়া সমুদয় কথা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

[illegible] কৌতূহল চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে [illegible] নগরীর গ্রন্থাগার হইতে মুদ্রিত আদিপুরাণ নামক গ্রন্থ আনয়ন করিয়া তন্মধ্যে কিন্তু [illegible] শ্লোক গুলি বা পার্থকে সম্বোধন করি [illegible] শ্রীকৃষ্ণবাক্য কিছুই পাইলাম না। সুতরাং মনে হইল যে, প্রাচীন কালের আদি পুরাণ [illegible] নষ্ট নহে। পরবর্ত্তী কালের অন্য কোন [illegible] আদিপুরাণ নাম দিয়া প্রচারিত হইয়াছে তথাপি ইহার কথাবস্তুগুলি মনোরম বোধ হওয়ায় নদীয়া প্রকাশের পাঠকগণের নিকট সংক্ষিপ্তভাবে উপহার প্রদানের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এতমধ্যে [illegible] প্রভৃতি কিছু থাকিলে তাহা গ্রন্থপ্রণেতার। আমি কেবল অনুবাদক-মাত্র। আসল আদিপুরাণ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত ভাবে আছেন কিনা, পাঠকগণের মধ্যে কেহ জ্ঞাত থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

ত্রিংশৎ অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। উহার বিষয় সূচী এইরূপ।

১। নৈমিষারণ্যে, দ্বাদশবার্ষিক পর্ব্বে শৌনকের প্রতি সূতের প্রণতি ও আদিপুরাণ প্রসঙ্গ।

২। শৌনক কর্ত্তৃক শান্তি-বিষয়-শিষ্টাচার প্রভৃতি বর্ণনপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালের কর্ত্তব্য বর্ণন।

৩। কলিযুগের দোষ বর্ণন ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণ প্রশ্ন।

৪। দালভ্যাদি মহর্ষিগণের হরিভক্ত্যাদি কথন ও সূত কর্ত্তৃক হরিলীলাময় আদিপুরাণ কথনারম্ভ

৫। নারদমুখে ব্যাসের আদিপুরাণ শ্রবণ, কিরূপে মায়াকে জয় করা যায়, মুনিগণের এই প্রশ্নোত্তরে স্ত্রী পরিগ্রহ ব্যতীত সতত হরিনাম স্মরণেই মোক্ষ প্রসঙ্গ কথন।

৬। বসুদেব দেবকীর বিবাহ হইতে সমগ্র কৃষ্ণাবতার-লীলার সংক্ষেপ বর্ণন।

৭। অবাস্তব স্ত্রীপুত্রাদিতে প্রসক্ত জীবের পক্ষে "ঈশ্বরই সম্যক্‌রক্ষক" ইহা বিস্তার পূর্ব্বক প্রদর্শন।

৮। হরিভক্তলক্ষণ ও কর্ম্মমাহাত্ম্য।

৯। মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনাদি দ্বাদশ বন কথন।

১০। শ্রীকৃষ্ণলীলাধারা মানসহ্রদে স্নানহেতু নারদের স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি, গোপীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ সমীপে দূতের নারদাগমন কথন ও প্রিয়াবৃন্দ সহিত ভগবানের নারদ-দর্শন।

১১। জগৎ সংহার পূর্ব্বক ক্ষীরাব্ধিতে সুপ্ত বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মার চিন্তা জানিয়া ভৃঙ্গরূপী বিষ্ণু তাঁহার নামাদি প্রকাশ পূর্ব্বক নিজের সৃষ্টির বিলাস-প্রবর্ত্তক দুই প্রকার রূপ-কীর্ত্তন।

১২। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ও সখী প্রভৃতির নামপ্রকাশ পূর্ব্বক রাসলীলা-বর্ণন।

১৩। শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, সখীদিগের নাম কথন।

[illegible] কন্যারূপী নারদ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ও রাধিকার মানকার্য্যে দূতীকর্ম্মে নৈপুণ্য।

১৫। দূতীকর্ত্তৃক কৃষ্ণরাধিকা-মিলন শ্রীকৃষ্ণনামক নদীস্নানদ্বারা নারদের পুরুষদেহ প্রাপ্তি, ব্রজে কৃষ্ণদর্শন ও বহুমানপ্রাপ্তি, প্রসঙ্গক্রমে কলিযুগদোষ-কীর্ত্তন।

১৬। সংক্ষেপে কৃষ্ণজন্ম ও চরিত্র বর্ণন।

১৭। নন্দের কৃষ্ণজন্মোৎসব ও স্বপ্নে ভগবন্মুখে রামাবতারচরিত্র শ্রবণ।

১৮। শ্রীকৃষ্ণবধার্থ কংসের গোকুলে পুতনা প্রেরণ ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহার বধ।

১৯। কক্ষীবান্ দ্বিজের পত্নী চারুমতী চরিত্রদোষহেতু স্বামীর শাপপ্রাপ্তি ও জন্মান্তরে পুতনারূপে উৎপত্তি, কৃষ্ণের স্তনপানে মুক্তি। চাণূরের ধার্ম্মিক অসুরগণের জন্মান্তরে বালকরূপে ব্রজে জন্ম এবং কংসকর্ত্তৃক তাহাদের বধ।

২০। পৃথিবীর উদ্ধারার্থ কৃষ্ণাবতার জানিয়া শিবাদেব কর্ত্তৃক ব্রজবাসিগণের ভাগ্য প্রশংসা, তাঁহাকে দেখিতে বিষ্ণবাদি দেবগণের ব্রজে গমন, শ্রীকৃষ্ণের নিজ-বাল্য-লীলা-বর্ণন এবং অঘ ও বক নামক অসুরদ্বয়ের সহিত কংসের মন্ত্রণা।

২১। কংসের তৃণাবর্ত্তপ্রেরণ,তৃণ লইয়া বায়ুরূপী তাহার ব্রজে গমন ও তাহার-পূর্ব্বজন্ম হইতে বধ পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত কথন।

২২। তৃণাবর্ত্ত বধ শুনিয়া কংসের দৈবায়ত্ততা প্রকাশ, মহারাজার স্বধামগমন ও বসুদেব দেবকীর সমাশ্বাসন। প্রসঙ্গক্রমে নারদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের নিজ জন্ম ও বাল্য চরিত্র কথন।

২৩। গর্গকর্ত্তৃক গোপনে রামকৃষ্ণের নামকরণাদি সংস্কার, শ্রীকৃষ্ণের দধি নবনীত ভক্ষণ বিকীরণ ও ভাণ্ডভঙ্গাদি বাল্য-লীলা।

২৪। গোপীগৃহে শ্রীকৃষ্ণের ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তাঁহার নিরোধ ও অনায়াসে পলায়ন।

২৫। গোপীগৃহে নিজগণিগণ ও বানরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চৌর্য্য।

২৬। শ্রীকৃষ্ণের ঔদ্ধত্য দ্বারা পীড়িত গোপীগণের যশোদা নিকট আক্রোশ এবং যশোদা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসার অন্যথা উত্তর প্রদান।

২৭। শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ উচ্চ খেলা

২৮। শ্রীরামকৃষ্ণের মল্লযুদ্ধ, কৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণ-লীলা, যশোদার নিকট মুখমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন।

২৯। উদূখল-বন্ধন-লীলা।

৩০। নল ও কুবেরের বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নন্দীর উপদেশে শিবভক্তি স্বীকার, নারদ-শাপপ্রভাবে তাহাদের যুগল অর্জ্জুনবৃক্ষত্ব প্রাপ্তি এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক মোক্ষলাভ।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মানবগণের মোহবিনাশার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া বেদবৃক্ষ বিভাগ পূর্ব্বক নিজ শিষ্যগণকে প্রদান করেন। অতঃপর ধ্যানযোগে তদন্তর্গত ঐতিহ্যসমূহ উদ্ধারপূর্ব্বক পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছেন। পুনরায় তাহার তত্ত্বনির্ণয়হেতু ব্রহ্মসূত্রের আবিষ্কার ও তাহার ভাষ্যস্বরূপ শ্রীভাগবত পুরাণ প্রকটিত করিলেন। এই সমূহের সারভূত আদিপুরাণ পরমেশাবতার ব্যাস রচনা করিয়াছেন। ইহার উপাখ্যান সমূহ বেদসম্মত। তীব্র ভক্তিযোগে এই পুরাণ পাঠ দ্বারা ব্যাসদেবে সদ্য মুক্তিভাজন হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

গুরু-বরণ

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কৃপাময় পাঠকগণ, প্রবন্ধের নাম দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন না। কি জানি—গরুদের খোড় ভিন্ন আজকাল গুরুপূজা গুরুবরণ হয় না কিনা, এপ্রবন্ধে যদি তাহারই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। কি প্রকারে গুরু বরণ করিতে হয়; তৎসম্বন্ধে শ্রীগুরুদেবেরই কীর্ত্তিতবাণীর যৎকিঞ্চিৎ এই প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে।

গুরু-বরণ কালে গুরুকে শব্দোক্ত তত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়। সেরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। নতুবা কুলগুরুর খাতিরে পড়িয়া লৌকিকীগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ বা শিষ্যত্বের অভিনয়ে কোনই সুফল প্রদান করে না, তাহা সত্যান্বেষী জনমাত্রই অবগত আছেন।

যাহারা পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগের প্রসাদে ধারাপাত শুভঙ্করীর কিছু হিসাব কিতাব শিখিয়াই জমাখরচ হিসাবের খাতা বগলে লইয়া দোকান-বাকি আদায় তাগাদার মত শিষ্য ফিড়ায় বাহির হইয়া পড়েন, তাঁহারা কুলগুরু বা লৌকিকগুরু হইলেও পরমার্থের খাতিরে সুদূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ বিধান করাই শ্রেয়ঃ।

দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে—কিন্তু দুইটী কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন। যদি শিষ্য অজ্ঞতা-নিবন্ধন হুজুগে বা প্রলোভনে পড়িয়া কোনও অতত্ত্বজ্ঞ অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবব্রুবকে গুরুত্বে বরণ করেন কালক্রমে সেই গুরুদ্বারা ভগবদ্ভজনে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না বলিয়া তিনি পরিত্যাজ্য। ইহার বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে—

'অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরি-
কথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥
ইত্যাদি। (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ অবৈষ্ণব (যিনি নিরন্তর বিষ্ণুসেবা করেন না, বিষ্ণুসহ তুল্য বুদ্ধিতে

অঙ্গাঙ্গ-দেবাদি অর্চনে রত) কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রদাতা শিষ্যকে নরকেই যাইতে হয়, শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণে অবগত হওয়া যায়। কৃপণপাষণ্ডাদিগণই আত্ম-ধর্ম্ম শ্রীবিষ্ণু-সেবায় বিরত সুতরাং অবৈষ্ণব। সেই নিমিত্ত তথাকথিত অবৈষ্ণব সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যিনি শতকরা শতভাগ সময়ই বিধিপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুসেবায় নিরত তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিতে হয়।

দ্বিতীয় কারণ—গুরুবরণ কালে গুরুদেব বৈষ্ণব ও ভক্ত ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী কিংবা বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া যান এরূপ গুরুকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যদি বলা হয়—গুরুদেব কি প্রকারে সঙ্গদোষে পতিত হইতে পারেন? তাহার উত্তর—কৌশলী মায়া বিবিধ প্রকারে সঙ্গদান করিয়া শ্রীভগবদ্ভজন হইতে চ্যুত করণার্থে কেবল ফাঁক খুঁজিয়া বেড়ায়। যিনি যত বড়ই হউন না কেন সেই মুহূর্ত্তে মায়াধীশ মায়াপুর-চন্দ্র শ্রীচৈতন্য প্রভু হইতে স্বতন্ত্র বুদ্ধি ভোগবুদ্ধি উপস্থিত হইবে, তখনই অন্যাভিলাষরূপ শয়তান ঘাড়ে চাপিয়া শ্রেয়ঃ মার্গ হইতে প্রেয়ঃ মার্গে নিক্ষেপ করিবে। তখন আর ছাড়াছাড়ি নাই। সেই—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়, আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥" নীতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, আচার্য্যের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন।

উদর সর্ব্বস্ব কখনও গুরুত্বের লক্ষণ নহে। তাহাতে অনেক সময়, মন্ত্রব্যবসায় বা ভাগবত-ব্যবসায় অপেক্ষা বিনামা আমদানী রপ্তানী কার্য্যে উপার্জ্জন বেশী দেখিয়া অমনি মন্ত্রদান বা ভাগবত পাঠ বন্ধ করিয়া উপর্য্যুক্ত অধিক অর্থাগমের পন্থায় প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায়।

তথাকথিত লৌকিকী গুরুবরণ কখনও পারমার্থিক ব্যাপার নহে। আমরা অনেকেই প্রেয়ঃপন্থী হইয়া এরূপ লৌকিকী ব্যাপারেই লিপ্ত রহিয়াছি। নিরপেক্ষ সত্যের আদর আমরা মোটেই জানি না।

গুরুদেব স্বয়ং কখনও প্রেয়ঃপন্থা স্বীকার করেন না। তিনি শ্রেয়ঃপন্থার অগ্রণী।

আমরা মনে করি, যিনি আমাকে মধু খাইতে দিবেন না, উপপত্নী সংগ্রহে ঘৃণা করিবেন, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, কুক্কুট, এমন কি পেঁয়াজ রসুন ভক্ষণে পর্য্যন্ত নিষেধ করিবেন তাঁহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করাই ভাল। যিনি আমার মনের মতন নহেন তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি হয় না। যিনি আমার মনের খেয়ালের অনুকূলে, ইন্দ্রিয় যজ্ঞের যজন করিতে স্বীকৃত, তিনি খুব ভাল লোক। তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করি।

আমরা কেহ কেহ শাস্ত্রের মন্ত্রের দোহাই দিয়া সাড়ে চারি কুড়ি বৎসর গত হইলেও মন্ত্র গ্রহণ করিব না বরং পিতা-পিতামহের দোহাই দিয়া একটা কৈফিয়ৎ দিয়া থাকি—"মহাশয়! আমরা চৌদ্দ পুরুষ শাক্ত; সকলেই মাছ-মাংস খাই, আমাদের গুরুদেবেরাও মাছ-মাংস খান। আর বৃদ্ধ হইলাম, এখন মন্ত্রটা লইয়া হাতের জল শুদ্ধ করা চাই, বহুদিন যাবৎ কুলা-কুলীগুলি মরচা ধরিয়াছে এগুলিরও একটু নাড়াচাড়া দরকার।" এই তো আধুনিক জগতে গুরুবরণের প্রয়োজনীয়তা।

এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে গুরুবরণ কাঁধটা নামিত খোপা মাথার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক দায়া ও ফ্যাসান, যেহেতু না রাখিলে চলে না। ভদ্রলোকেরা বলিবে কি?

যাহারা মনুষ্য জন্মের তত্ত্ব বুঝিয়া মনুষ্যেতর প্রাণাপেক্ষা মেধাবী বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, একমাত্র তাঁহারাই অবগত হন, ঐ প্রকার লৌকিকী ও কৌলিকী এবং ফ্যাসান দেখাইয়া কেবল ঠাট-বাটের জন্য বড় মূল্যবান জীবনটা কাটাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

বাস্তবপক্ষে শ্রীবিষ্ণু সেবার যোগ্যতা প্রাপ্তির নিমিত্তই গুরুবরণ, অন্য কোনও অবান্তর উদ্দেশ্যে নহে।

সময় হ'লে হ'বে

(শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

আমরা অনেকে বলি, ভগবদ্ভজন সময় হ'লে হ'বে, যতদিন না সময় হইতেছে ততদিন কিছুতেই হ'বে না, ওর জন্য কোন পৃথক চেষ্টার দরকার নাই। ভগবান্ যে দিন যাকে ডাকিবেন, সে দিন তার আপনিই হইবে। বাস্তবিকই কি ভগবান্ আমাদিগকে না ডাকার দরুণই আমরা এইরূপ ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইয়া কষ্ট পাইতেছি? বাস্তবিকই কি তিনি এত নির্দ্দয় যে পিতা হইয়া সন্তানগণের এত কষ্ট দেখিয়াও তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে না? অহো! যখন তিনি এত নিষ্ঠুর তখন আবার তাঁহার নামের এত ছন্দ বন্দ কেন—দয়ার সাগর, দয়াময় প্রভৃতি। তাই সব, আমরা একেবারে নিষ্কলঙ্ক শশী আর যত দোষ নন্দ ঘোষ—তাহা নহে। দোষ আমাদেরই। তাঁহার করুণা অপার, কিন্তু আমাদের ভোগ-পিপাসারূপ দুর্দ্দৈব অতিশয় শোচনীয়। অনেকে বলিতে পারেন সেই ভোগ পিপাসা আমরা পাইলাম কোথা, সেটাও ত ভগবানেরই প্রদত্ত বস্তু, তাহা হইলে আমাদের অপরাধ কোথা। তাহা ঠিক—ভগবান্ আমাদের স্বতন্ত্রতা অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া একটি বস্তু দিয়াছেন যাহার অপব্যবহার ফলেই আমাদের এত কষ্ট। এখন সেই স্বতন্ত্রতাটী আমাদের দেওয়া উচিত হইয়াছে কি না, বিচার করিলে দেখিতে পাই, স্বতন্ত্রতা একটী বস্তু বিশেষ, উহা লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ বলিতে হইবে। জড় জগতে অনেক বস্তু আছে, সে সকল বস্তুকে ভগবান্ এ বস্তু দেন নাই, এতন্নিবন্ধন তাহারা তুচ্ছ ও হেয়। আমাদের যদি স্বতন্ত্রতা না দিতেন তাহা হইলে আমরা জড় বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইতাম। বিশেষতঃ চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে আমরা চিৎকণ বলিয়া আমাদের ও সেই ধর্ম্ম সেই সেই অনুপাতে অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম প্রযুক্ত আমরা (জীব) জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়-জগতের প্রভু হইয়াছি যদি এটী না দিতেন তাহা হইলে আমরা গাছ, পাথর তুল্য হইয়া যাইতাম। তাহা হ'লে এখন অবশ্য বুঝিতে পারিতেছি, যেটীকে আমরা ভগবানের অতিশয় নিষ্ঠুরতা মনে করিতেছি সেইটীই সেই করুণাময়ের কত করুণা। দোষ উহা দেওয়াতে হয় নি, দোষ হইয়াছে উহার অপব্যবহারে। পিতা সন্তানকে তাহার সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন নির্ব্বাহার্থে বিদ্যাদান ও অর্থদান করিয়া যান কিন্তু পুত্র যদি তাহার অপব্যবহার করে কষ্টপায় সেটা কি পিতার দোষ না, পুত্রের দোষ। তাই বলি, দোষ আমাদেরই, দাতার নহে। সেই পরম পিতা আমাদের স্বতন্ত্রতা রূপ যে মহাধন দিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার ভগবদ্ সেবা আর অপব্যবহার মায়ার সেবা। তিনি এত করুণাময় যে আমাদিগকে মায়ার সেবায় ক্লিষ্ট দেখিয়া কখন তিনি আমাদিগের মায়ার কবল হইতে উদ্ধারার্থে স্বয়ং আসিয়া আমাদের উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, কখন বা তাঁহার নিজজন গণকে পাঠাইয়া থাকেন। তাঁহার চেষ্টার অবধি নাই, কিন্তু আমরা এরূপ পাষণ্ড যে তাঁহার বা তাঁহার নিজ জনগণের সংস্র চীৎকার ও কাতর উক্তিতেও আমাদের মোহ নিদ্রা ভাঙ্গে না ও তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করি না। এমন কি সময় সময় তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ বাধাইয়া তাঁহাদিগকে অহঙ্কারী ইত্যাদি ভাষায় ভর্ৎসনা করিতেও কুণ্ঠিত হই না। এইত গেল আমাদের কথা, কিন্তু তাঁহারা আমাদের এত উপদ্রব সত্ত্বেও আসিয়া আমাদের অর্গল বদ্ধ দরজায় করাঘাত করিতেছেন ও বলিতেছেন ভাই—সকল, আমরা তোমাদিগের মিত্র বন্ধু, শত্রু নাই। তোমরা কে,—তাহা জানাইবার জন্য আসিষ্ট হইয়া তোমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, একবার শোন ভাই, কিন্তু আমরা কিছুতেই শুনিব না—তাহলে ভাই সময় কি করিয়া হবে একটু চিন্তা করিবেন কি?

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

৩১শে শ্রাবণ ১৬ই আগষ্ট শুক্রবার ঝুলন যাত্রা দিবস হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ সভার আকর মঠরাজ শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কলিকাতা শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মাসাধিক ব্যাপী মহামহোৎসব আরম্ভ হইতেছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ ঊষায় অরুণোদয়-কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী, পূর্ব্বাহ্নে নগর-কীর্ত্তন, অপরাহ্নে হরিকথা ও সদাচার শিক্ষা, সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা, এবং প্রদোষে হরি-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইবে। এই শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গে সর্ব্ব-সাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীর অভিযান

বর্ত্তমান ৪৪৩ গৌরাব্দের ২৭শে শ্রীধর ১লা ভাদ্র ১৭ই আগষ্ট শনিবার গৌর-দ্বাদশী দিবস শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব মহোৎসব শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সমগ্র মঠে বিশেষতঃ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীশ্রীরূপ-পাদের এই বিরহ-মহোৎসবে শুদ্ধভক্ত মাত্রেরই যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়। তাই রূপানুগগণকে আমরা এই পরমার্থদ মহদনুষ্ঠানে যোগদানের নিমিত্ত সাদরে আহ্বান করিতেছি।

হাজারিবাগ প্রচার প্রসঙ্গ

মানভূম জেলায় বারমো প্রভৃতি স্থানের গুজরাট ও কচ্ছ দেশবাসি মহোদয়গণের নিকট শুদ্ধভক্তি প্রচার পুস্তক, গৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিবর পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু সম্প্রতি হাজারিবাগ জেলার কারগালি কোলিয়ারি-ক্ষেত্রে শ্রীযুত বাবু রামজি কনমন্ মহোদয়ের বাটিতে আহূত হইয়া শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় বহু গুজরাট কচ্ছ ও বঙ্গদেশবাসী শ্রীনামের কলিযুগোপাস্যত্ব, কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদির ন্যায় নামোপাসনার বিধিনিষেধ রাহিত্য এবং কেবল সাধু-সঙ্গেক লভ্যত্ব বিষয়ক বক্তৃতা ২ ঘণ্টাকাল অবাধে চিত্তে শ্রবণ পূর্ব্বক গৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রতি নানারূপে সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

সম্প্রতি বিদ্যাভূষণ প্রভু হাজারিবাগ জেলার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচারার্থ ভ্রমণ করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বেদ্যাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক- পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৫০ অধ্যায়পর্যান্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে, সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

দ্বীপ দিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাখাম, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপগাছ, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা ভাদ্র শনিবার—১৩৩৬

সমাজ ও

এই পৃথিবীতে মানবপ্রমুখ নানাবিধ জীবের বাস। জীবের স্থূলদেহ, অচেতন ভোগোপযোগী মন ও ইন্দ্রিয় নিচয় এবং চিদুপযোগী দেহী—এই ত্রিবিধ ভূমিকায় জীবের অস্মিতা সিদ্ধ হয়। অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা মানবগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের দূরদর্শন, অভিজ্ঞতা পরস্পর বাক্যালাপের শক্তি ও উৎকৃষ্ট বিবেক আছে। মানব এই আর প্রাণি অপেক্ষা বিশেষত্ব লাভ করিয়া নশ্বর ও নিত্যের বিচার করিতে সমর্থ হন। মানব নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানবের নিকট হইতে বাচনিক এবং লিখিত উপদেশাদি লাভ করিতে পারেন। পশু প্রভৃতি তাহা করিতে পারে না।

জগতে নানাবিধ প্রাণীর মধ্যে মানবগণ যেরূপ সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করেন, বানর বিবরাদি পশু, কাকাদি খেচরগণ, অন্য মুষিকাদি প্রাণিগণও তদ্রূপ নিজ নিজ সমাজ স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানবগণের মধ্যে সভ্য অসভ্য ভেদে দ্বিবিধ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। সভ্য শিক্ষিত মানবের সমকক্ষ অসভ্য অশিক্ষিত মানবের সমাজের সহিত সমপদবী লাভ করিতে পারে না। আবার শিক্ষিতাভিমানী সভ্য মানবসমাজের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদক্রমে সঙ্কীর্ণ ও প্রসারিত সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যসমাজে সামাজিকগণ কোথাও কর্ম্মবীরগণের মাহাত্ম্য, কোথাও জ্ঞানবীরদিগের শ্রেষ্ঠতা, কোথাও যোগবীর সহিষ্ণুতা প্রভৃতি স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন, একজন সমাজ বিশেষের সহিত অপর সমাজের প্রতিযোগিতা এবং সময় সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতাও উপস্থিত হয়। এই সমাজগুলি সকলেই নিজ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ কামভোগে উত্তরোত্তর সমাজের উন্নতি বিধান করেন। কামনাদ্বারা চালিত হইয়া একটী বা বহু ঈশ্বর কল্পনা করেন। ইঁহাদের বিচারমতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তাঁহাদের কামনা পরিতৃপ্তির কাল্পনিক আদর্শমাত্র। আবার যাহারা লৌকিক জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া লোকাতীত জ্ঞানে নিরন্তর অবস্থান করেন, তাঁহাদের সেব্য ঈশ্বর বস্তু ইন্দ্রিয়তর্পণপর কামীদিগের ধারণার সহিত তুল্য নহে। কামিগণ সমাজের অধীনে যে কাল্পনিক ঈশ্বরত্ব নির্ম্মাণ করেন, তাহার প্রকৃত অধিষ্ঠান অনেক সময় খুঁজিয়া না পাওয়ায় অনেকে নাস্তিক হইয়া পড়েন, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে সন্দেহ পোষণ না করিয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্বাগত নিত্য অধিষ্ঠানের উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে ব্যবহার উপযোগী সমাজের অধীন করিতে যত্ন না। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে চালাইবার জন্য যে ঈশ্বরের কল্পনা, সেই ধর্ম্ম কখনই নিত্য নহে; কিন্তু যাঁহারা বাস্তব ঈশ্বর-সত্তার অধীনে এই প্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার অন্তর্গত সমাজ লোকব্যবহারের উপযোগী করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে জানেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রীতি প্রবল হওয়া, সমাজকে স্বাধীন বিচার করিবার শক্তি প্রকটিত হয়।

চীনদেশে আদি পুরুষ প্যাঙ্ক হইতে চীনজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এসিয়া মাইনরে আদম হইতে মানব জাতির সৃষ্টি হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মণাদি প্রাণিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছেন এরূপ বিভিন্ন সামাজিক বিশ্বাস জগতে পরিপুষ্ট হইতেছে। দেশকাল পাত্র ভেদে সমাজের গতিবিধি ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে কিন্তু ইহা নিত্য কালীয় সমাজ নহে। সমাজ পরিকল্প পরমেশ্বর বিভাগ অনন্তকালই অবস্থিত—এই কথাই অস্বীকার করিয়া অনিত্য সমাজে লৌকিক জ্ঞানে সামাজিক বিধি সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও লোককল্পিত বহ্বীশ্বর বাদ, কোথাও কৃত্রিম একেশ্বর বাদের অন্তরালে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়জজ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়া সমাজ স্থাপন কার্য্যে শোচনীয় ফলই উৎপাদন করিয়াছে; দেশ ভেদে প্রদেশ ভেদে, পাত্রভেদে শিক্ষাবৈষম্যে নানাবিধ সামাজিক আচার্য্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের প্রবর্ত্তকরূপে নিজ নিজ কর্ম্ম-তৎপরতা প্রচার করিয়াছেন। গড্ডলিকা প্রবাহ ন্যায়—অবলম্বন করিয়া বহু অনুসরণকারী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে স্থানীয় আচার্য্যজ্ঞানে তাঁহাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বৃত্তিসমূহকে অনুগামী করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। লৌকিক জ্ঞানে সমাজ বিধি পালন করাই লৌকিক আচার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে, দেশে বিদেশে নানাবিধ আচার্য্যের নানাবিধ সঙ্কীর্ণ সমাজ কোথাও বা মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়, কোথাও নাস্তিবহুল, কোথাও বা অসংখ্য লোকাদৃত সমাজ চলিতেছে। সামাজিক বিধি বর্ত্তমানে করিয়া আমরা সদাচার সম্পন্ন ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। এই সকল ধর্ম্ম ও সমাজ দেশকালের অধীনে পরিবর্ত্তনশীল। এই সকল সমাজের অধীনে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনোজীবিগণ নিজ নিজ গন্তব্য পথ নিরূপণ করত ঐহিকসুখসাধন করিয়া সনাতন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। তৎকালিক ধর্ম্ম কিছু সনাতন ধর্ম্ম নহে, সমাজানীন আচার্য্যগণ ভদ্র সমাজের বিধিশাস্ত্রকে স্ব স্ব শাস্ত্র নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া বিধির চালক স্মার্ত্তনামে অপরাদিগকে সংজ্ঞিত করেন। পারমার্থিক পাশ্চাত্যিক শ্রীগৌড়ীয়ে লৌকিক সমাজ ও পরমার্থ বিষয়ে ভেদ সুষ্ঠুরূপে আলোচিত হইয়াছে।

আদিপুরাণ

সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাক্রিয়ার মধ্যে যেরূপ অহিংসা, প্রিয়বর্গগুলির মধ্যে যেমন নিজ-আত্মা, সুখস্পর্শ দ্রব্যসমূহের মধ্যে আলিঙ্গনের ন্যায়, ইন্দ্রিয়গণমধ্যে চিত্তের তুল্য, গুণসমূহমধ্যে বিনয়বৎ, ও সাত্ত্বিক ভাব-কলাপমধ্যে শ্রদ্ধার সমান অতীব পাবন-তীর্থরাজীর মধ্যে নৈমিষকানন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই অরণ্যে মনোময় চক্র ঘূর্ণমান হইতে হইতে শীর্ণ হওয়ায় ইহাকে পবিত্র বিষ্ণুধাম বলিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ তপস্যার্থ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

কলিযুগের আগমন অবগত হইয়া অন্যান্য মহর্ষিগণও নৈমিষে শৌনকাশ্রমে সমাগত হইলেন। একদা মহাভাগবত ব্যাসশিষ্য মহর্ষিকল্প শ্রীসূতগোস্বামী ঐ কুলপতি শৌনকের দর্শনলালসায় তদাশ্রমে মহর্ষিসমাজে উপবিষ্ট তাঁহার সমীপে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পাদদেশে পতিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলে শ্রীশৌনক যথাবিধি সম্মানাত্তে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন। অপর মহর্ষিগণও যথাযোগ্য সমাদর-সহকারে তাঁহার সৎকার সম্পাদন করিলেন। তখন বিনীতভাবে উপবেশনপূর্ব্বক হইলেন শৌনকের দর্শনহেতু ধীমান্ সূত তৎক্ষণাৎ শ্রম, গ্লানি, ক্লান্তি প্রভৃতি অপসারিত করিলেন এবং তদাগতচিত্তে তদীয় আদেশ পালনার্থ তাঁহার বদনে দৃষ্টিসন্নিবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহামুনি তাঁহাকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া সুমিষ্টবাক্যে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—পৃথিবীতে যেরূপ শ্রমের ফল নিত্যসুখ, বিনয়ের ফল লোকের অনুরাগ লাভ, নিরহঙ্কারিতার মৈত্রী, জ্ঞানের আত্মোন্নতি, চেষ্টার সিদ্ধি, শিষ্টাচারের প্রতিপত্তি, সৎকার্য্যের যশোলাভও তপস্যার ফল মোক্ষ, সেইরূপ ভবাদৃশগণের দর্শনের ফল পুণ্য-প্রাপ্তি। প্রাণিপুঞ্জের মধ্যে দ্বিপদ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জ্ঞানী, জ্ঞানিসমূহ মধ্যে বিজ্ঞানবান শ্রেষ্ঠ; তাহা অপেক্ষাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ আপনার দর্শনে আজ আমাদের ত্রিকালোপার্জ্জিত সুকৃতিফল মূর্ত্তিমান্ হইয়া সমাগত হইয়াছেন। ভগবৎ কৃপাভাজন আপনাদিগের সাক্ষাৎকারাদি মানবের জন্মের সাফল্য ও জীবনের পাবনতা সম্পাদন করে। অধুনা সায়ংকাল সমাগত। সূর্য্যের অস্তগমনে মায়াবিমোহিত জীবগণ প্রকৃত সুখহেতু জগদীশ্বরের ধ্যান না করিয়া অলীক ক্ষণিক প্রমোদলাভার্থ বিভিন্ন কার্য্যে ব্যস্ত আছে। আমাদের অধুনা অগ্নিগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে। অতএব আপনি বিশ্রাম করুন। এই বলিয়া অন্যান্য ঋষিগণ সমভিব্যাহারে তিনি অগ্নিগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাবিধি বৈদিক সূক্তাদি দ্বারা ভগবদুপাসনা সমাপ্ত করিলেন।

অনন্তর ঋষিগণ সহিত সূত প্রত্যাবৃত্ত হইলে শৌনক বলিতে লাগিলেন—অধুনা ভয়াবহ কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাতে দেবতাগণের ধর্ম্মে অনুরাগ নাই। শালগ্রাম মানপিণ্ডে (বাটখারায়) পরিণত হইয়াছেন। সকলেই নাস্তিক ভাবাপন্ন। মাতাপিতৃভক্তি দূরে পলায়ন করিয়াছে। মূঢ়গণ আপনাদিগকে পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করিতেছে। চণ্ডালগণ ধর্ম্মশীল হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ অতিলোভে অভিভূত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানহীন হইয়াছে। নরমাত্রেই কেবল শিশ্নোদর পরায়ণ এবং যোনি ও আহারাদির বিধান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগ হইয়াছে; তাহারা দেবনিন্দা দ্বারা বিলাস-মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছে। বালকগণ বৃদ্ধ সদৃশ, যুবকবৃন্দ গুরু-নিন্দুক, বিদ্যা অর্থকরী ও জ্ঞান দুরবর্ত্তিনী হইয়াছে। সরস্বতী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন ও ধর্ম্ম অধঃপতিত হইয়াছেন। সত্য নিরাশ্রয়, ধর্ম্ম অনাথ, দয়া বিধবা, শান্তি পতিপুত্রহীনা, ক্ষমা স্থানভ্রষ্ট, সরলতা মৃত্যু প্রায় হইয়াছে। বসুন্ধরা পাপপূর্ণা হওয়া যেন রসাতলে গমন করিয়াছেন। মূঢ় নাস্তিক, জড়বাদী ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে। মানবের ভক্তপ্রাণ অন্তরে সংকীর্ণ রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। প্রায়শ উন্মাদের সমপ্রায়, পালকগণ অত্যাচারী, পল্লীবাসীগণ গৃহহীনতা, প্রজাগণ ভূতের বহুল ভৃত্যগণ প্রভুর অসম্মানকারী হইয়া পড়িয়াছে। বৃক্ষকুল প্রচুর ফল প্রদান করিতেছে না, পুত্রগণ স্বেচ্ছাচারী, স্বাধীন, নারী নিজ কলঙ্কপ্রায়, অস্যাদিতে দুষ্ট হইতেছে। তাহাদের লজ্জা বা অধীনতা নাই। পুরুষগণ কৃকার্য্যে আসক্ত থাকিয়া

শাস্ত্রাচার পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। প্রণয়ে কপটতা, গুরুর অনাদর, লোক-ব্যবহারে ব্যাঘাত, সমাজ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। আচার্য্যগণ অনাচারী হইয়াছেন। অর্থ, পরমার্থ ও পুরুষার্থ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। লোকেরা ভগবদালয়ে পাংশুমূর্ত্তির, অমৃত-সদৃশে কলাশ্রবণ, তীর্থপারকাতে দেব-ভাবের সেবায় রত রহিয়াছে। ঈশপূজা ত্যাগ করিয়া মানবের উপাসনা করিতেছে, গুরু, দান, সম্মান বা দেবাচ্চন দূরে পরিত্যক্ত হইয়াছে। পদে পদে স্বর্গলিপ্সা, যশোবাসনা ও ধনাকাঙ্ক্ষা বিজয় লাভ করিয়াছে, কলির প্রারম্ভেই যদি এক প্রকার বিসদৃশ ঘটিতে হয়, অতএব কাল-ক্রমে কি প্রকার ঘটিবে, তাহা ভগবানই জানেন। মানবগণ পশুর সদৃশ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, লুপ্তচেষ্টা ও প্রবঞ্চক হইতেছে। এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের মনোমধ্যে বিষম বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। এই নরলোকের কিরূপে মঙ্গল হইবে, এক্ষণে তাহার উপায় বিবৃত করুন। আপনি ভক্তশ্রেষ্ঠ ও বৈষ্ণবপ্রিয়। পণ্ডিতগণ বলেন, তগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব ভগবান্ বৈপায়নের মুখ হইতে আপনি সম্যক্ রূপ অবগত আছেন। অতএব সমস্ত ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্রাদি হইতে সারোদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী কথা প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ উপদেশ করুন। যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ না আইসে এবং শ্রুতিকারিগণের ভক্তির মোক্ষ করতলে উপস্থিত হয়, সর্ব্ব কথার মধ্যে তাহাই শ্রেষ্ঠ।

শৌনক নিবৃত্ত হইলে বালস্থা ব লেন—মহাভাগ! যাহা দ্বারা আত্মা, মন ও বুদ্ধি উন্নতি লাভ করে এবং শোক বিনাশ হয় এই প্রকার সৎকথা শ্রবণে আমাদিগের উৎকণ্ঠা নিবারণ কর। এই প্রকারে গৃৎসমদ, বাৎস্যায়ন, শতধন্বা, স্থূলশিরা, গোতম, জাবালি, শাণ্ডিল্য, উশন প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক হরিকথা প্রশ্ন হইলে তাঁহাদের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সূত বলিতে লাগিলেন—

হে ঋষিগণ! আপনারা ভবসিন্ধুতরণ রূপ বিষয় প্রশ্ন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এই কৃষ্ণনাম মধুর হইতেও সুমধুর, সকল মঙ্গলের মূল আকর, নিখিল শ্রুতির মধু সারস্বরূপ। একবার মাত্র হেলায় বা শ্রদ্ধায় স্মৃত হইলে সর্ব্বজীবের ত্রাণ হইয়া থাকে। অতএব বেদবিগ্রহ নারায়ণ, ব্যাস-শুকদেব গোস্বামীকে নমস্কার করি। ভগবজ্জ্ঞান তাঁহাদিগ হইতে সমাগত।

ব্রহ্ম নাভিকমল হইতে প্রণবাত্মা সনাতন বেদ তদীয় হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হয়েন। ভগবচ্ছক্তির প্রেরণাক্রমে ইতিহাস ও পুরাণাবলীর অবতরণ হয়। অনন্তর কালক্রমে তাঁহার অতীব আগ্রহ-

স্বভাবের পথে

আজ-কাল আমরা সকলেই বিবেকের দোহাই দিয়া থাকি। বিবেক শব্দটী খুব শক্তিশালী। তাই বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতাকে বিবেক বলিলে বিবেক শব্দটির গৌরব হানি হয়। স্বেচ্ছাচারিতা দেহ মন ইন্দ্রিয় তর্পকতা কখনও বিবেক নহে।

সত্য সত্য যাহারা বিবেকের অধীন তাঁহারা আত্মস্থ। স্বভাবানুগ শুদ্ধ বিবেকই চৈত্ত্য গুরুরূপে জীবের শুদ্ধসত্ত্বাবস্থায় স্বপ্রকাশিত। এই চৈত্ত্যগুরু বা বিবেকের সাহায্যেই আমরা মহান্ত গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণে অনুরক্ত হইয়া সংবদ্ধ হইতে পারি।

যে বিবেক মহান্ত গুরুর শ্রীপাদপদ্ম সমীপে না পৌঁছাইয়া তদ্বিপরীত দিকে আকর্ষণ করে, সেই বিবেকই উন্মার্গ স্বেচ্ছাচারিতা উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবিবেকতা নামে পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিত্যজ্য।

পণ্ডিতগণ কখনও তথাকথিত স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিষ্ঠা দেন না। যদ্যপি জনমণ্ডলী উক্তরূপ উৎপীড়িত হইয়া একটা নিঃস্বার্থ বৃত্তি অনুশীলনের সুগম পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে, কোন সুবোধ ব্যক্তিই তেমন কার্য্যে মনোনিবেশ করেন না এবং তেমন স্বেচ্ছাচারী অস্বতন্ত্র ব্যক্তিকে আদর্শ মানেন না।

অবিবেকী ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রগণই দাম্ভিকতাশ্রয়ে বাস্তব বিবেকের সন্ধান করিতে পারেন না। বাস্তব বিবেকের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহারা প্রাকৃত সাহজিক জড়াভিনিবেশকেই স্বভাব বলিয়া চালাইতে থাকেন। সুতরাং এরূপ অভাবযুক্ত বাহ্য বৈচিত্র্য-নিরক্ষন তাঁহারা স্বভাবের নিখুঁত চিত্র অঙ্কনে অসমর্থ এবং বিপক্ষে পরিচালিত হওয়ার দরুণ স্বভাবের সত্য রাস্তাটি কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

সত্য স্বভাবের সত্য পথ টাই ভক্তিপথ। স্ব অর্থে আত্মা, ভাব অর্থে বৃত্তি, এই আত্মার বৃত্তি পরমাত্মা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাস্য।

ভক্তি শব্দের মূল ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। সুতরাং আত্মার বৃত্তি সেবা বা ভক্তির অনুশীলন প্রণালীটিই আত্মবৃত্তিমার্গ বা স্বভাবের পথ।

বর্ত্তমান কাল কলিহত এই স্বভাবের পথটী জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ অন্যাভিলাষাদি কতিপয় কণ্টক দ্বারা অবরুদ্ধ। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার নিজ শ্রীপার্ষদগণ দ্বারা অক্লিকষ্টে অত্যন্ত ক্ষুরধারবৎ এই কোটিকণ্টকাকীর্ণ ভক্তিমার্গটীর আবরণ মোচন করিয়া জীবের স্বগৃহ বা স্বদেশ শ্রীবৈকুণ্ঠসোপানে আরোহণ করিবার নিমিত্ত সুগম করিয়া দিতেছেন।

দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ ভক্তিবিনোদন বাণী প্রচার, "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"—রূপবিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচার প্রতিষ্ঠা দ্বারাই স্বভাবের পথটী সম্মার্জ্জিত হইতেছে। এই সুমহান্ পরোপকার, স্বদেশহিতৈষিতা, জীবে দয়া, শ্রেয়ো আচরণের জন্য শ্রীগুরুদেব বিশ্ববাসীকে সাদরে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার আহ্বানে যাহারা সাড়া দিতেছেন তাঁহারাই স্বভাবের পথে পথিক।

দশমে পর প্রভু ব্যাসরূপে দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়া বেদসমূহ বিভক্ত করেন। আমি তদীয় শ্রীমুখ হইতে বেদরহস্য হরিলীলাময় সর্ব্বলোকের মঙ্গলজনক আদিপুরাণ শ্রবণ করিয়াছি। আমি আপনাদিগের সমক্ষে তাহাই যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।

আমিও কিছু লিখি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিবন্ধু)

কথায় বলে—'নিষ্কর্ম্মা ভট্টাচার্য্যের চণ্ডীপাঠেই মন।' আমারও সেই দশা। লেখা শিখি নাই, পড়া শিখি নাই, ভাষা জ্ঞান নাই, বর্ণ শুদ্ধি বোধ নাই, শাস্ত্রে মন নাই, বৈষ্ণবানুগত্য নাই, সেবাবুদ্ধি নাই, সদ্গুণের 'স' পর্য্যন্ত আমার নিকট হইতে ছুটি গ্রহণ করিয়াছে, তবু মন—আমিও কিছু লিখি।

অবশ্য যাহার যে যোগ্যতা তদনুযায়ী লিখা দোষণীয় নহে। যেমন পাঠশালায় শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগ পাঠী বালকের পিতার নিকট স্বয়ং পত্র লিখার সখ হওয়ায় বালকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে গুরুমহাশয় হাতে ধরিয়া লিখাইয়াছিলেন—'বপর চরণ নমস্করণ, করচ পঠবত পঠদত পঠবত নরব।' ইহাতেই পুত্রের বৃত্তান্ত পিতা আবশ্যক সংবাদ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যে এখনও পরবিদ্যাপীঠের ভাগবত পাঠশালায় ভর্ত্তি হই নাই। তাহার কোন বর্ণজ্ঞানই আমার নাই, তবু সখ আমিও কিছু লিখি।

অযোগ্য হইলেও শ্রীগুরুদেব আমার লিখার ইচ্ছা জানিয়া এ পতিতাধমকে কৃপা করিয়াই আদেশ করিলেন, গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ লিখিতে। জানিনা তাঁহার আদেশের সহিত কত বড় শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা জানিতে আমার আরও কত কোটি জন্ম গত হইয়া যাইবে। আমার লেখা মানুষের পড়িবার উপযুক্ত হইতে পারে না, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে সহস্র সংস্রবার ঘোষণা করিয়া বলিতে পারি। যাহারা নদীয়া-প্রকাশ রীতিমত অধ্যয়ন করেন তাঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর আমার বিদ্যাবুদ্ধির বহর অবগত আছেন।

হাতে খড়ি দেওয়া ছেলেমেয়েদিগের অবৈয়াকরণি অমার্জ্জিত ভাষা যাহা পড়িয়া পণ্ডিত-মহাশয়গণ কাণ মলিয়া দেন, তাহাই আমার লেখা।

শ্রীগুরুদেব কত বড় কৃপালু, তিনি প্রত্যেককেই স্নেহ করিয়া গায় হাত-বুলাইয়া কতপ্রকারে উৎসাহ দান করিতেছেন। আমার দুষ্টবুদ্ধি কি জানি প্রত্যক্ষভাবে ভ্রম ত্রুটি দেখাইয়া দিলে শেষে যদি দুষ্টা লেখনী গ্রহণ করিয়া গ্রাম্য-বার্ত্তা আলোচনায় আরও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হই! সুতরাং শ্রীগুরুদেবের এ সকল ভার কেবল অযোগ্য আমাকে যোগ্যতা দান করিবার প্রয়াস, ইহা অতিশয় ভালরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। পক্ষান্তরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২১৪টা ডিগ্রী করতল গত থাকিলে তাঁহার এরূপ অপার করুণার প্রত্যক্ষ-নিদর্শন দৃষ্টি-গোচর হইত কি না সে-সম্বন্ধে আমার পক্ষে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শ্রীগুরুদেব কৃপা করিলে বোবাকে বাচাল করিতে পারেন, পঙ্গুকে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করাইতে পারেন, তাহার প্রকৃষ্ট-প্রমাণ আমি। যোগ্য-ব্যক্তিকে যোগ্যতা দান করিলে মণি-কাঞ্চন সংযোগের ন্যায় আরও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিতই হয়; কিন্তু অযোগ্যকে যোগ্যতা দান করিলে অন্ধের মাণিক পাওয়ার ন্যায় সে দানের কদর রাখে না। আমিও তেমনি শ্রীগুরুদেবের দানের গুরুত্ব দর্শন করিয়াও স্বীয় বোকামী দ্বারা তাঁহার 'গুরুত্ব গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। অর্থাৎ এ দর্শনও আমার অজ্ঞতার পরিপোষক মাত্র।

কৃপাময় পাঠকগণ! আপনারা ভাবিবেন না যে আমি ইহাতে অতিরঞ্জিত কিছু লিখিয়া লেখনীর অসদ্ব্যবহার করিলাম, বরং বহু সত্য ঘটনা থামা চাপা পাড়িয়া নিজের গুমর ঢাকা পড়িল। এই প্রকারে নিজের মূর্খতা-বক্র-গ্রন্থিগুলি একটী একটী করিয়া উন্মোচন করিয়া আপনাদিগের নিকট ধরিতে ধরিতে কোন দিন বা যদি মানুষ হই, ইহাই আশা। দোষগুলি চাপা দিতে যাইয়াই মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বনাশক আত্মহত্যা ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছি। বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের সকল লেখক ও পাঠকদিগের কৃপাকণাই আমার সম্বল। এই আশায়ই আশান্বিত হইয়া আমিও কিছু লিখি।

আসাম প্রদেশে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত অন্যতম প্রচারক পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী সেবাতীর্থ বি, এজি, বি, টি, প্রভু কতিপয় ভক্তসঙ্গে গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় মাস কাল ব্যাপী শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়া নগাঁও জেলার অন্তর্গত উড়িয়া গ্রাম নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ মহেন্দ্র নাথ দাস প্রভুর ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয্যে শুদ্ধ হরিকথা প্রচারার্থে গত ১লা আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার ট্রেণে নগাঁওসহরে শুভাগমন করিয়াছেন।

নগাঁও উড়িয়া গ্রাম নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ মহেন্দ্রনাথ দাস প্রভুর ভবনে অধিকারী প্রভু ভক্তসহ অবস্থান পূর্ব্বক সহজ সরল আসামীয়া ভাষায় সাধারণের সমক্ষে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে ও মধ্যাহ্নে পঞ্চদিবস একাদিক্রমে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' 'সংসার ধর্ম্ম' 'গুরুতত্ত্ব' 'সম্বন্ধ জ্ঞান' 'প্রয়োজন তত্ত্ব' ও 'শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তত্রস্থ শুদ্ধভক্তি কথা-শ্রবণেচ্ছু জনগণের পরমা স্ফূর্ত্তি বিধান করেন। অধিকারী প্রভুর মুখে অমৃতস্রাবী ভাগবত ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই কৃতার্থ বোধ করিতেছেন।

গত ৩রা আগষ্ট শনিবার দিবস অপরাহ্ণ ২। সওয়া দুই ঘটিকা হইতে ৪॥ সাড়ে চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ মহেন্দ্র নাথ দাস প্রভুর বিশেষ আগ্রহে ও স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোকের যত্ন ও চেষ্টায় নগাঁও টাউনের গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের সুবৃহৎ হলে পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী বি, এজি, বি, টি প্রভু "শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহিণী ও সুযুক্তিপূর্ণা আসামীয়া ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত ভদ্র ও ছাত্র মণ্ডলীর বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এবং অধিকারী প্রভু বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে বক্তৃতোপযোগী ও তৎসহায়কারী গৌর-বিহিত সুমধুর ভক্তি-সিদ্ধান্ত-রসময় পদ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সুললিত কণ্ঠস্বরে সংকীর্ত্তন মুখে 'হল-ঘর' সমুদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। স্থানীয় শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ শর্ম্মা, বি, এ, বি, টি, শ্রীযুক্ত আপ্পা সিং চৌধুরী বি, এ, মৌলবী শ্রীযুক্ত করিমবক্স এক্সিকিউটিভ ইন্সপেক্টর প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের প্রচার কার্য্যে সহায়তা অতি প্রশংসনীয়

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর আগ্রহে তৎপর দিবস (৪ঠা আগষ্ট রবিবার) অপরাহ্ণ ৩।০ সাড়ে তিন ঘটিকা হইতে ৬।০ সাড়ে ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত উক্ত 'স্কুলহলে' পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী প্রভু "বৈষ্ণব-দর্শন" সম্বন্ধে বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভাতে অনেক উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য হিন্দু, মুসলমান, পাঞ্জাবী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অধিকারী প্রভুর গবেষণাময়ী সারগর্ভা নিরপেক্ষ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

তৎপর উত্তরা হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বরুয়া বি, এ, বি, টি ও উপস্থিত দুই একজন স্থানীয় ভদ্রলোক অধিকারী প্রভুকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার সুমীমাংসা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন। পরে তাঁহাদের নিকট হইতে অধিকারী প্রভু বিদায় প্রার্থনা করিয়া সভাভঙ্গ করেন।

গত ৫ই আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা প্রায় ৭॥ সাড়ে সাত ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত উড়িয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত উমা কান্ত হাজরিকা মহাশয়ের বৈঠকখানা ভবনে পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী প্রভু বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের—"মিশ্রা ভক্তি যে কখন শুদ্ধা ভক্তি নহে" তৎসম্বন্ধে উহার তারতম্য বিচার প্রদর্শন ক্রমে অতীব চিত্তাকর্ষিণী এক রাত্রি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এবং প্রশ্নমুখে "মানব জীবনের কর্ত্তব্য বিষয়" বহু উপদেশ প্রদান করেন। গ্রামস্থ বালবৃদ্ধ বনিতা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ লালসা বিশেষ প্রশংসার্হ।

নগাঁও জেলার অন্তঃপাতী উড়িয়া গ্রাম নিবাসী সত্যপ্রিয় সজ্জনবর শ্রীযুক্ত উমা কান্ত হাজরিকা ও ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাধা রমণ হাজরিকা মহাশয়দ্বয়ের গৌড়ীয় ও শুদ্ধসনাতন ধর্ম্ম প্রচারে আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সাধু সেবায় অনুরাগ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন

গত ৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী সেবাতীর্থ প্রভু ভক্ত সহিত নগাঁও জেলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানে কামরূপ জেলায় বড় পেটা সব ডিভিসনের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বিশুদ্ধা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।

আপনাদের বহুল প্রচারিত "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" পত্রিকায় উক্ত সংবাদসমূহ স্থান দিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

শুদ্ধবৈষ্ণব দাসানুদাসাধম
শ্রীরাধা মোহন দাস
নগাঁও আসাম।
৯।৮।২৯

প্রচার-প্রসঙ্গ

উত্তর পশ্চিম ভারতে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রজবাসী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী মহোদয় সুদূর রাজপুতনার প্রান্তবর্ত্তী রেওয়াড়ী নামক স্থানে শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের বিশুদ্ধ আচরণীয় ও প্রচার্য্য ভগবদ্-ভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

তদুপলক্ষে তাঁহারা তত্রস্থ গণ্যমান্য ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই দ্বারে দ্বারে গমন করত হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা এবং কতিপয় বিশিষ্টব্যক্তির ভবনে পাঠকীর্ত্তন-মুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইঁহাদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ভক্তি-বৈভবের বিষয় অবগত হইয়া এবং বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাহার শাখামঠগুলির ভগবদ্ভক্তি-প্রচারে অমানুষিক উদ্যমের বিষয় অবগত হইয়া সাবশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। অনেক হৃদয়বান্ ব্যক্তি কল্প-স্থান-প্রদান প্রদেশে ভগবদ্ভক্তি প্রচার-কেন্দ্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের সেবা-কার্য্যে আনুকূল্য করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি বিস্তারের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন এবং বর্ত্তমান শুদ্ধ-ভক্তি প্রচার-সঙ্ঘের আচার্য্যদেবের চরণে পুনঃপুনঃ তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণিপাত জানাইতেছেন।

এতৎপ্রসঙ্গে, রিটায়ার্ড মুন্সেফ শেঠ-মারীলাল, শ্রীমনোহরলাল, হেডক্লার্ক আর এম, এস, শেঠ গোপীনাথজী ও পণ্ডিত ভবানীপ্রসাদ এবং রেওয়াড়ী গুরু আশ্রমের মহান্ত পরমানন্দ স্বামী, তৎশিষ্য কৃষ্ণানন্দ, ভূমানন্দ প্রভৃতি মহোদয়গণের সহানুভূতি ও সেবা সহায়তা এবং হরিকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা এবং শুদ্ধভক্তগণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ অবগত হইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

বিরাট-সভা

স্থান—
কলিকাতা আলবার্ট হল
(কলেজ স্কোয়ার)

সময়—
১৭ই আগষ্ট শনিবার, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা

সভাপতি—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলার
শ্রেষ্ঠারেশু
ডাঃ ডব্লিউ, এস্, আর্কুহার্ট

বিষয়—শ্রীভগবদ্বাণী

বক্তা—শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা দিল্লী গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক
স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়

শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা

(শ্রীবিপিনগোবিন্দ বিদ্যাবিনোদ)

নীল জলদ, বৈচিত্র্যে পূর্ণ,
শোভিত আকাশে, দামিনী-দামে।
দু কূল ভরা, অরুণ-তনয়া,
কল্লোলময়ী, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে ॥
(তাতে) ফুল্ল কমলে, মধুপ গুঞ্জন,
কল নিনাদে, বিহগ-গণে;
ব্রজবধূ-শ্রীকে, উদ্ভ্রান্ত মনে,
একাগ্রমনে, ধরিছে তান ॥
লীলা-মাধুরী, সৌন্দর্য্য-সার,
বিলাস ধাম, শ্রীপুলিন বন।
মলয়ানিল, কুসুম কুঞ্জ,
খগ, মৃগ, মন, লীলা-মগন ॥
ষড়ঋতু-রাগে, পূর্ণ হেথা,
ষড়ৈশ্বর্য্য-রাজ, শ্রীকৃষ্ণ-লালায় ॥
ব্রহ্মাণ্ড অজ্ঞাত, সৃষ্টি-বিধানে
নিরত পূর্ণ, শ্রীব্রজ-লীলায় ॥
যোগমায়াবৃত, ব্রজ-বিহার,
নবঘন-কান, মধুর মিলনে।
শ্রীনন্দ-দুলাল, শ্রীরাধার সঙ্গে,
ঝুলন খেলেন, যমুনা পুলিনে ॥

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। জ্যোতিঃশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী ম্যাপের সমস্ত বিবরণ।
... ।৵০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /১০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরানবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাপিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা ভাদ্র সোমবার—১৩৩৬

শুদ্ধবিরাগই জীবনের লক্ষ্য

ইহ জগতে ভোগ ও ত্যাগের কথাই বহুল প্রচার হইয়াছে। জৈমিন্যাদি ঋষিগণ ইহকালে ও পরকালে ভোগলাভের জন্য পূর্ব্বমীমাংসাদি গ্রন্থে কর্ম্ম-কাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ ভোগ-যজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডে আরও আহুতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশেও মিল, এপিকিউরিয়াস্ প্রভৃতি জড়বাদিগণ তাঁহাদের ভোগবাদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিকে যেমন ভোগবাদের কথা খুব প্রসার লাভ করিয়াছে, কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের যুক্তি তর্ক, ন্যায় ও যজুঃ এই শ্রুতির মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে জড়ীভূত হইয়া সমাজের শিরস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে, প্রত্যেক স্ত্রী আচারে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহাসক্ত পুরুষদিগকে ভবগর্ত্তে নিবিষ্ট করিয়াছে, অপর দিকে তেমনি ভোগ-বিপরীত ফল্গু-ত্যাগের কথাও কৌপীনধারী ও গৈরিক-ধারীদের ভিতর বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। অধিকাংশ লোকেরই এই বদ্ধমূল ধারণা যে, গৃহে থাকিতে হইলে কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের ভোগবাদরূপ ধর্ম্মের অনুসরণ-তৎপর হইতে হইবে, আর সাধু সন্ন্যাসী হইলেই তাহাকে ভোগবিপরীত ফল্গুত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া 'জগৎ মিথ্যা', 'অর্থং অনর্থং', 'কামিনী বাঘিনী' প্রভৃতি সর্ব্বদা চিন্তা করিতে হইবে এবং কুম্ভকাদি দ্বারা কর্ণ, নাসিকা ও নিশ্বাসাদির ক্রিয়া রোধ করিতে হইবে, ধ্যান দ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে হইবে। আর ভক্ষণ করিতে হইবে, অলক্ষ্যে পাহাড় পর্ব্বতে বাস করিয়া মনে মনে কিছুই চিন্তা না করিতে চেষ্টা করিয়া প্রস্তরের ন্যায় বসিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধান্তসার শ্রীগীতা ভোগবাদ ও ত্যাগবাদ উভয়েরই নিরাস করিয়া যুক্তবৈরাগ্যই শ্রেয়ঃ—এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥"

—শ্রী গীঃ

অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগিগণ এইরূপে বেদের বিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া অনুষ্ঠানপরবশহেতু সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন। পুনশ্চ, শ্রীগীতা ত্যাগবাদিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই পুরুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, সে স্বভাববশতঃ মনে মনে ভোগবাসনামূলে অলক্ষিত ভাবে ব্যবহারিক কর্ম্মসকলও সম্পাদন করিতে থাকে। যাহার মনোধর্ম্ম অপগত হয় নাই, তাহার বাহিরে সংযম করিলে কি হইবে, অতএব সে ব্যক্তি মূঢ় ও মিথ্যাচার। সুতরাং ভোগে যে প্রকার মনোধর্ম্ম বর্ত্তমান, ত্যাগেও তদ্রূপ।—এ'পিঠ ও'পিঠ মাত্র—ইহাই বিশেষ।

ত্যাগী প্রচ্ছন্ন-ভোগী। ভোগী নিত্য ভগবৎসুখতৎপর না হইয়া স্বর্গাদি ভোগরূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা করিয়া কামকামী। ত্যাগীও তদ্রূপ ভগবৎসুখতাৎপর্য্যকে কপটতার সহিত বাদ দিয়া মুমুক্ষারূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু এরূপ ভোগ ও ত্যাগ সাত্বত শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট নহে। শ্রীগীতা বলেন—

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
যদবর্জ্জিতং তমোঽন্ধস্য পরঃ দুঃখং। নিবর্ত্তয়ে
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

"ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করিলেই যে বিষয়-ভোগ-স্পৃহা দূর হয়, তাহা নহে। কিন্তু সেবা-রূপ পরম রস লাভ হইলে স্বতঃই তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। যুক্তবৈরাগ্যই সাধকগণের পক্ষে সমীচীন। বিষ্ণুর সেবোদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্মই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরাশান্তি লাভের উপায়। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ এই;—

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥"

ভগবদ্ভক্তগণ জানেন—

জীবাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

জগতের যাবতীয় বস্তুই ভগবানের। সুতরাং নিত্য ভগবদ্বস্তু মিথ্যা হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণ সেই বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগও করেন না, আবার নিজে ভোক্তা সাজিয়া ভগবানের ভোগ্য বস্তুকে ভোগও করেন না। কিন্তু যাহার বস্তু, তাঁহার ভোগে লাগাইয়া তাঁহারই ভুক্ত বা উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন মাত্র। যেটী ভগবৎসুখতাৎপর্য্যের অনুকূল, সেটি ভগবৎসেবার জন্য গ্রহণ করেন, আর যে বস্তুটী ভগবৎসুখতাৎপর্য্যের বিঘ্নকারী, তাহাই ত্যাগ করেন। ভুক্তি বা মুক্তিকামীর ন্যায় তাঁহাদের ভোগ বা ত্যাগ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার জন্য নহে। তাঁহারা জানেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

শ্রীহরি সেবায়, যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

এই জন্যই তাঁহারা ভগবানের সেবোপকরণ অর্থকে অনর্থ ও কামিনীকে বাঘিনী ভাবেন না। তাঁহারা বলেন—

"তোমার কনক, ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

তাঁহারা অর্থকে ভগবানের সেবায় লাগাইতেন, কামিনীকে নিজে ভোগ না করিয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

ভগবানই সমস্ত বিষয়ের ভোক্তা। তিনিই সম্বন্ধ। সুতরাং ভগবানের সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়সমূহ নিযুক্ত হইলেই যুক্ত বৈরাগ্য সাধিত হয়। সুতরাং যুক্তবৈরাগী বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন না। লৌকিকীই হউক বা বৈদিকীই হউক, সমস্ত কার্য্য হরিসেবানুকূলে করিয়া থাকেন। 'সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা-ভবেদিতি॥'

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

এই যুক্তবৈরাগ্যের সূক্ষ্মতা ও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভোগিগণ হরিসেবাপরায়ণ যুক্তবৈরাগীকে নিজেদের মত ভোগপরায়ণ মনে করে, হরিসেবানুকূল কার্য্য বা বিষয়কে স্বস্বভোগানুকূল নিজ নিজ ভোগপর ক্রিয়া ও বিষয়ের সহিত সমজ্ঞান করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে। আর ত্যাগিগণকে 'ত্যাগী' মনে করে, সুতরাং নিত্যানিষিদ্ধে ভোগী বলিয়া ধারণা করে, শ্রীরূপ সনাতনের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা— যথা গ্রন্থাদি রচনা, ভগবানের জন্য অভ্রভেদী সৌধাবলী নির্ম্মাণাদি ক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠাশার চেষ্টা বলিয়া নিষ্কিঞ্চন পরমহংস পুরুষদের চরণে অপরাধ করে। ভোগীরা জানিয়া রাখিয়াছে, যাবতীয় ভোগের বস্তু তাহাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, সাধুসজ্জনদের বিষয় ত্যাগ তাহাদেরই ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্য। কিন্তু সমস্ত ভোগের একচ্ছত্র সম্রাট্ একমাত্র ভগবান্ ও তদনুগ তদীয় উচ্ছিষ্টভোজী ভক্তবৃন্দ। এইজন্যই শ্রীভগবানের বাক্য—

"ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসয়ামি পদ্মজ।"

হে পদ্মযোনে আমি ভক্তের মুখেই রস আস্বাদন করি। সুতরাং ভগবানের ভক্তকেই সমস্ত বস্তু দিতে হইবে। 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্'।

হায়, ভোগী লোকগুলি কি মূর্খ! ইহারা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের ভোগ্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, আবার আত্মাকুড়ে পতিত মাতালের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে—"আমিই দুনিয়ার সম্রাট্, আমি এখন রাজাসংহাসনে উপবিষ্ট, আমার ভোগে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।" শ্রীগীতা এইজন্যই বলিয়াছেন—স্তেন এব সঃ। যাহারা ভগবানের দ্রব্য ভগবান্‌কে দিতে কুণ্ঠিত, তাহারা চোর।

অপরপক্ষে ফল্গু ত্যাগী মায়াবাদিগণ এই যুক্তবৈরাগ্যের মর্ম্ম না বুঝিয়া জগৎকে মায়াময় জ্ঞান করেন।

মায়াবাদিগণ ভ্রমেতে মন,
যুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হৈতে বৈষ্ণব।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

তিনিই জীবন্মুক্ত, যিনি কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা-পরায়ণ, তিনিই যুক্তবৈরাগী, যিনি কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগত্যাগী, তিনিই সাধু, ভক্ত ও প্রেমিক, যিনি কৃষ্ণসেবা সুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট

ইন্দিরা-একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

মহারাজ শ্রীল যুধিষ্ঠির আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম ও মাহাত্ম্যাদি বিষয় প্রশ্ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ জীবগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন;

আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম ইন্দিরা। এই ব্রত-প্রভাবে মহাপাপ বিনষ্ট হয় এবং ইনি অধোযোনি প্রাপ্ত পিতৃগণের গতি-দায়িনী। এতৎকথা-শ্রবণে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে।

সত্য যুগে মাহিষ্মতী পুরে ইন্দ্রসেন নামক নৃপতি ধর্ম ও কীর্ত্তির সহিত নিজরাজ্য পালন করিতেছিলেন। অল্পদিন মধ্যে তাঁহার অনেক সংখ্যক পুত্র ও পৌত্রাদি জন্মাল এবং তদীয় ভাণ্ডার ধন ও ধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিষ্ণুভক্ত সেই রাজা সতত অধ্যাত্ম চিন্তায় নিরত থাকিয়া মুক্তিদ গোবিন্দ নাম জপ করিতে করিতে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা রাজা সভামণ্ডপে সুখাসীন আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ সহসা অম্বর-মার্গে সমাগত হইলেন। নৃপবর সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে যথাবিধি পূজা সমাপনান্তে আসনে উপবেশন করাইলেন। মুনি সুখোপবিষ্ট হইয়া রাজার সপ্তাঙ্গ কুশল প্রশ্ন ও তত্ত্ব—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে নৃপতি বলিলেন—

হে মুনিবর্য্য! ভবৎ প্রসাদে মদীয় সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। আপনার দর্শনে আজ আমার সমুদয় যজ্ঞক্রিয়া সফলা হইল। এক্ষণে ভবদীয় আগমনের কারণ জানিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইয়াছে।

শ্রী দেবর্ষি বলিলেন—হে রাজর্ষে! আমার বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ কর। আমি ব্রহ্মলোক হইতে যমলোকে উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সভক্তি অর্চ্চিত হইয়া বরাসনে উপবিষ্ট হইলাম। সেই শ্রাদ্ধদেবের সভায় তোমার পিতাকে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'ব্রহ্মন্! মাহিষ্মতীরাজ ইন্দ্রসেনের নিকট মদীয় বার্ত্তা নিবেদন করুন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোনও অন্তরায় প্রভাবে আমি যম-সদনে বাস করিতেছি। এক্ষণে ইন্দিরা ব্রতাচরণ দ্বারা পুত্র আমাকে স্বর্গে প্রেরণ করুক।' অতএব তোমার পিতার স্বর্গ-প্রাপণোদ্দেশে ইন্দিরাব্রতের পালন কর।

তৎকালে রাজা কর্ত্তৃক ইন্দিরা ব্রতের বিধান পৃষ্ট হইয়া দেবর্ষি বলিলেন—আশ্বিন কৃষ্ণদশমী তিথিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া প্রাতঃ স্নান করিয়া পুনরায় মধ্যাহ্নে স্নান করিবে এবং পিতৃগণের প্রীতি হেতু শ্রাদ্ধ সম্পাদন পূর্ব্বক একভক্ত ভোজন করিবে এবং রাত্রিকালে ভূমিতে শয়ন করিবে। একাদশী দিনে প্রভাতে দন্তধাবন পূর্ব্বক মুখপ্রক্ষালন করিয়া

ভক্তিভাবে উপবাসের নিয়ম গ্রহণ করিবে। 'হে অচ্যুত! আমি সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিত ও নিরাহার থাকিয়া আগামী দিনে ভোজন করিব। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি আমার শরণ হও।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মধ্যাহ্নে শালগ্রাম শিলার সম্মুখে যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া শুদ্ধ বিপ্রগণকে প্রীতি-সহকারে ভোজন ও দক্ষিণা দান করিবে। পিতৃগণের ভুক্তশেষ আঘ্রাণ পূর্ব্বক ধেনুগণ দ্বারা ভোজন করাইবে। অনন্তর ধূপ ও গন্ধাদি দ্বারা হৃষীকেশের পূজা সম্পাদন করিয়া তৎসমীপে নিশাজাগরণ-বিধি পালন করিবে অর্থাৎ নৃত্য গীত ও হরিলীলা-প্রসঙ্গে রাত্রি-যাপন করিবে।

দ্বাদশী-দিনে প্রভাতে বিষ্ণুর অর্চ্চনা ও দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং বন্ধু, দৌহিত্র ও পুত্রাদি সহ সংযত হইয়া ভোজন করিবে। হে রাজেন্দ্র! এবংবিধ বিধানে নিরলস হইয়া এই ব্রত পালন করিলে তোমার পিতৃগণ বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিবেন।

ইহা বলিয়া মুনিবর অন্তর্হিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী ও পুত্র, ভৃত্য সহ রাজা যথোক্তবিধানে ঐ ব্রত পালন করিলে ঐ নৃপতির মস্তকে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। তাঁহার পিতা গরুড়ে আরোহণ-পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করিলেন এবং নৃপতিও নিষ্কণ্টকে রাজ্যপালন করিয়া নিজ তনয়কে রাজ্যে নিয়োগানন্তর স্বয়ং স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এই ইন্দিরা-ব্রত-মাহাত্ম্য পঠন ও শ্রবণ-হেতু মানব সর্ব্বপাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া ইহলোকে সমুদয় সুখভোগ সমাপনান্তে চিরকালের জন্য বিষ্ণুলোকে বাস করে।

আদি পুরাণ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

(৩)

স বলিলেন—সনৎকুমারপ্রোক্ত এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিপুরাণ আমি বদরিকাশ্রমে নারদমুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। একদা নারদ যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সরস্বতী-তটে মদীয়াশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার শিষ্যগণ উত্থান, অভিবাদন, আসন ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া বলিতে লাগিল—হে মুনে! সুখ সৌভাগ্য বশতঃ আপনার দর্শনে আমাদের হৃদয়স্থ অজ্ঞান বিনষ্ট হইল। ভগবতী মায়া কর্ত্তৃক কোটি কোটি মুনিবরও সতত বদ্ধ হইয়া জন্মিতেছেন। যোগিগণও মোহিত হইয়া দেহ-গৃহাদিতে আসক্তিবশতঃ জন্মমরণপ্রবাহে বন্ধন-প্রাপ্ত হইয়াছেন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কামপর থাকিয়া কেবল সংসার সেবনেই ব্যগ্র আছে। হে তপোধন! ইহাদিগের সংসার হইতে নিস্তার উপায় কি? বর্ণন করুন।

নারদ বলিলেন—বিষ্ণুর মাহাত্ম্য স্বরূপ ব্রহ্মবাদিগণেরও দুর্জ্ঞেয়। উহা বদ্ধজীবগণের মোক্ষার্থ তৎকর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছে। এই সমুদয় বর্ণনে অশক্ত হইলে সনৎকুমার হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি।

শ্রীহরির অবতার কথা শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন দ্বারাই আত্মা পবিত্র হয়। যাঁহারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? পৃথিবীতে বিষ্ণুপদ-লাভে অন্যদেবার্চ্চনা, দুঃসঙ্গ, ধনাকাঙ্ক্ষা, অভিমান ও যোষিদাসক্তি প্রভৃতি অন্তরায় হইয়া থাকে। যে অধমগণ বিষ্ণুবিমুখ হইয়া কামনাবশে অন্য দেবের অর্চ্চনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়ে গমন করে। দেবগণ কর্ম্মের সহায় মাত্র, কেবল নিজ মঙ্গলে রত; অল্প অপরাধে দেহ ও বিত্তের নাশ করিয়া থাকে। সূর্য্যকে সতত সেবা করিয়াও অরুণের পঙ্গুত্ব নষ্ট হয় নাই, বৃকোদর শিবসেবা দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পরম শৈব বাণ কৃষ্ণকর্ত্তৃক সহস্রবাহুর বিনাশ লাভ করিয়াছে। বিশ্বরূপ ইন্দ্রের সন্তোষসাধন করিয়া নিহত হইল। আরাধন ও বিরোধ উভয় কার্য্যেই দেবকর্ত্তৃক নাশই দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণুর নিকট উভয় প্রকারেই মুক্তিলাভ ঘটে। মুনিগণ, গোপী সমূহ, কুব্জা, হনুমান্, ভীষ্ম প্রভৃতি আরাধনা করিয়া এবং চেদিরাজ শিশুপাল ও জাম্ববান্ প্রভৃতি দ্বেষ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন।

মানবগণের মোহার্থ দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি রচিতা হইয়াছে; তাহাদের সঙ্গ-হেতু নরগণের পুত্র, গৃহাদিতে আসক্তি প্রবল হয়। যেরূপ মৎস্যগণ বড়শী কাহারও কর্ত্তৃক মুখে পাতিত হয়, তদ্রূপ স্ত্রীদ্বারা মানবগণ অনায়াসে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মৎস্যগণ নিজবিনাশ দেখিয়াও মোহবশতঃ পতঙ্গগণের অগ্নিস্পর্শবৎ যোষিৎ সঙ্গ করিয়া থাকে। অহো তাহারা পুরুষের কি অনিষ্টসাধন না করে? তথাপি মানবগণ গর্দ্দভবৎ তাহাদের বশীভূত হয়। এই প্রকারে যমাদিতে আসক্ত হইয়া লোকেরা সত্য, ধর্ম্ম, দয়া, মৈত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। নিষ্কাম হইয়া ভক্তিসহকারে শ্রীহরির ভজনে নিত্য মঙ্গল লাভ হয়।

একদা যদুবংশীয় বসুদেব দেবকীর পাণিগ্রহণান্তে প্রয়াণে উদ্যুক্ত হইলে ভোজকুলোদ্ভব উগ্রসেন-তনয় কংস শত শত স্বর্ণময় রথের সহিত তাহার অনুগমন করিতেছিল। তৎকালে পরিষদ্গণ সকলেরই শ্রবণযোগ্য দৈববাণী উচ্চারিত হইল যে, "ইহার অষ্টম গর্ভ কংসের বিনাশসাধন করিবে।" তাহা শুনিয়া সেই খল দেবকীর প্রাণবিনাশে উদ্যত হইলে বসুদেব কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক তাহাদের উভয়কে কঠিন নিগড়ে শৃঙ্খলিত করিল। স্বয়ং রাজ্যভোগ করিতে থাকিয়া ভগিনীর কীর্ত্তিমদাদি পুত্রগণকে বিনাশ করিল। অনন্তর সপ্তমগর্ভে সঙ্কর্ষণ আবির্ভূত হইলে যোগমায়া তাঁহাকে রোহিণীগর্ভে সন্নিবেশিত করায় ঐ পাপাত্মা তদীয় অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

অনন্তর ভূভার-হরণার্থ দেববৃন্দ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিষ্ণু স্বয়ং বসুদেবের চিত্ত হইতে দেবকীগর্ভে প্রবেশ করেন। যথাকালে কারাগৃহে আবির্ভূত হইলে দেবগণ ও জনক-জননী কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া পিতৃকর্ত্তৃক গোকুলে সংরক্ষিত হয়েন। অতঃপর চণ্ডিকাবাক্যে তাহার তত্ত্ব শুনিয়া কংস দুষ্টমন্ত্রিগণের পরামর্শে বালক-হিংসায় প্রবৃত্ত হইল।

গোকুলরাজ নন্দ আত্মজ-জন্মোৎসব সম্পন্ন করিলে কিয়দ্দিন পরে কংসপ্রেরিতা পূতনার স্তনপানচ্ছলে কৃষ্ণ তাহাকে জননীগতি প্রদান করিলেন। নবনীতচ্ছলে কংসাদিষ্ট সভাসুরগণকে অনায়াসে বধ করিলেন। শকটকে আকাশে উৎক্ষেপ করিয়া, তৃণাবর্ত্তকে অধোদেশে নিপাতিত করিয়া, বৎস-পালনকালে বৎসাসুর, বকাসুর, ও অঘাসুরকে স্বীয় ধামে প্রেরণ করেন। পরে ব্রহ্মবিমোহন, ধেনুকবধ, কালীয়দমন, দাবাগ্নিমোক্ষণ, প্রলম্বনিধন ও আত্মমধ্যে বিশ্বপ্রদর্শনাদি লীলা সম্পাদন করেন। তিনি মৃদ্ভক্ষণচ্ছলে বিশ্বরূপ অবলোকন করাইলেন এবং যমলার্জ্জুন-বাক্যে নিজ তত্ত্বের সূচনা করিলেন। অনন্তর দধিচৌর্য্য, দামবন্ধন, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, বৃন্দাবনে বয়স্যগণের সহিত বাল্যলীলা প্রদর্শন করেন।

অতঃপর প্রাবৃট্ক্রীড়া, গিরিধারণ ও শরৎকাল প্রদর্শন করেন। অষ্টম বর্ষে বস্ত্র-হরণ ও দশমবর্ষে রাসক্রীড়া দ্বারা বৃন্দাবনে বাৎসল্যাদি রস প্রকটিত করিলেন। অনন্তর মাথুরলীলা ও শেষে দ্বারকা লীলায় ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিতা নরলীলা প্রকাশ করিলেন।

ভূভারহরণ, দুষ্টবিনাশ ও ধর্ম্মস্থাপন-কার্য্যহেতু দ্বাপরযুগের অন্তসময়ে শ্রীহরি স্বয়ং পৃথিবীতে অবতরণ পূর্ব্বক জীবগণের উপকারহেতু লীলা-কথা অপ্রাকৃত মাধুর্য্য প্রকট করিয়াছিলেন।

সূত বলিলেন—এই ত্রিভুবনে যোষিৎ স্ত্রী কর্তৃক কে না বিনষ্ট হইয়াছে। যেমন পতঙ্গগণ দাবানলে ঝুঁকিয়া, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দেখিয়া উল্লাস-সহকারে পতিত হয়, তদ্রূপ পুরুষ-কুরঙ্গ দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়া ধাবিত হইয়া থাকে। আবার মূত্র-পুরীষ-পূর্ণ দেহকে উৎকৃষ্ট মনে করিয়া মেদ, অস্থি, রক্ত ও মজ্জা দ্বারা গঠিত দেহেই বিহারসক্ত কৃমিবৎ আনন্দ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।—মূঢ়গণ অনর্থ-প্রাপ্ত দুঃখকেও সুখ মনে করে। ধনার্জ্জন-তৃষ্ণায় নানাবিধ অশুভ কর্ম্মের যত্ন করে; এমন কি প্রিয়তম প্রাণের বিনিময়েও শ্রম করিতে থাকে। তৎকালে মোহবশতঃ ঐহিক, পারলৌকিক মঙ্গল বা আয়ুঃক্ষয় প্রভৃতি জানিতে পারে না। সে প্রাণ, পিতা, মাতা, সহোদর, সতী, ধর্ম্ম, দয়া, মৈত্র্যাদি সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু ধনাশা ত্যাগ করে না। মান, ও অপমান, শুভ ও অশুভ, গণনা না করিয়াও অধম সেবা দ্বারা ধনই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। প্রাপ্ত-ধন-দ্বারা সে সতত অলীক পুত্রকলত্রাদির-ভরণে ব্যগ্র হয়। সেই দুর্মতি কদাপি সাধুকে বা সদুদ্দেশ্যে প্রদান করে না। আবার বিবাহাদি প্রয়োজন বা লোকমধ্যে প্রতিষ্ঠা-খ্যাপন-হেতু ঋণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপে কুটুম্বে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ যথার্থ জ্ঞান বা সুখ না পাইয়া ধন সঞ্চিত থাকিলেও তাহার দান, ভোগ, বা সাধুসঙ্গ করে না। বরং বিষ্ণুভক্ত্যাদি অনুষ্ঠান-পর ব্যক্তিগণকে উপহাস করে। সে বলিয়া থাকে—“এই ব্যক্তি দেহহীন ও কুটুম্বভরণে অশক্ত। কে পরলোক দেখিয়াছেন? যাহার স্বজন-গণ দুঃখ পাইতে থাকে, তাহার মুক্তিই বা কিরূপে হইবে?”

কুটুম্বাসক্ত জনগণ মহামোহে বশীভূত হইয়া অভিমান করে এবং রাজসেবা বা পৌরুষবান্ মানবের সেবা করে। অধার্ম্মিকগণও তাহার আত্মীয় হয়। শেষে অসামর্থ্য আসিলে নানা ভাবে প্রতারিত হইয়া বৃথা চিন্তা করে যে, “গৃহ, তনয়, মিত্র, স্বজন, স্ত্রী ইত্যাদি কাহার? এই দুঃখযোনি পৃথ্বীতে কেহ সুখ দিতে পারে না। কার্য্য-শক্তি থাকিলেই সমাদর পায়, নতুবা অনাদর লাভ করিয়া থাকে।” এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বৃথা কালক্ষয় করিয়া থাকে।

অতএব পতিতদিগের ভক্তিভক্তির বিঘ্নভূত এই পাঁচটি। যথা:—অন্য দেব-সেবা, স্ত্রীসঙ্গ, ধনসঞ্চয়, ধর্ম্মনাশক্তি ও আত্মনাশ। ইহাতে মোহিত মানবগণ অধমগতি প্রাপ্ত হয়েন।

এই পৃথিবীতে কতিপয় তপোবনে জন্ম-পাপ মুনি যোগশক্তির হইতে শক্তি হইয়া বন আশ্রয় পূর্ব্বক কতিপয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভক্তিভাবে স্বীয় পার্ষদরূপে তৎসান্নিধ্যে অবস্থান করিতেছেন। অদ্যকালও সেই মধুসূদনের পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই। কপট কর্ম্মিগণের কদাপি সেইরূপ গতি সম্ভব নহে।

ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন—হে সূত! ভগবৎপার্ষদশ্রেষ্ঠ নারদ একান্ত ভক্তিমান্ হইলেও কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া কি হেতু ভুবনে পর্য্যটন করেন?

সূত প্রত্যুত্তরে বলিলেন—মানবগণকে সংসারকূপে পতিত, বিষয়াসক্ত ও কামাচিন্ত দেখিয়া শ্রীনারদের দয়া জন্মে। সেই হেতুই তিনি সময়ক্রমে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক পঞ্চ প্রকার যোজেরী রূপে সংসরণ-শীল জীববৃন্দকে উপদেশ প্রদান করেন। ভগবান্ পাদপদ্মের অর্চ্চনা ব্যতীত এই মোহের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই। এক্ষণে জীব কি প্রকারে গর্ভে অবস্থান করে, তাহার বর্ণন করিতেছি। শুক্র শোণিতের মিলনক্রমে ভ্রূণ উৎপন্ন হয়। একদিনে দ্রবাকারও তিনদিনে কলল জন্মে, সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়া পক্ষমধ্যে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। দুই মাসে মস্তক, তিনমাসে হস্ত ও পদ, চতুর্থে কটী, উদর ও অঙ্গুলি, পঞ্চমে রক্তাদি সপ্তধাতু, ষষ্ঠে অস্থি, কর্ণ ও নাসিকা, সপ্তমে মুখ নেত্র, নখর ও লোম প্রভৃতি যাবতীয় শারীর যন্ত্র সূক্ষ্মভাবে নির্ম্মিত হয়। অষ্টমে ওজঃসঞ্চারিত হইলে পুনঃ পুনঃ গর্ভমধ্যে সঞ্চারণ করিতে থাকে অনন্তর নবমে সমস্ত লক্ষণ যুক্ত হইয়া পূর্ব্ব জন্মের শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিতে থাকে। সে মনে করে আমি মনুষ্য পশু-পক্ষ্যাদি নানাযোনি প্রাপ্ত হইয়া মূত্র ও পুরীষাবৃত গর্ভাশয়-মধ্যে পৃষ্ঠ, গ্রীবা ও অস্থি বক্রভাবাপন্ন করিয়া অতীব কষ্টের সহিত বাস করিয়াছি। হায়! আমি কি দুষ্কর্ম্মই না করিয়াছি? যাহার ফলে এইরূপ গর্ভরূপ নরকে যাতনা ভোগ করিতেছি। যদি এইবার নির্গত হইতে পারি, যাহাতে পুনরায় এইরূপ গর্ভবাস দুঃখ ভোগ করিতে না হয়, তাহার একমাত্র উপায়-স্বরূপ শ্রীহরির ভজন করিব।’

অনন্তর দশম মাসে সেই ভ্রূণ বায়ু-বেগে যোনিপথে অতীব দুঃখে পীড়িত হইতে হইতে নির্গত হয় এবং তৎক্ষণাৎ মায়া দ্বারা আলিঙ্গিত হয়! অহো! অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির পোষণচাতুর্য্যের কথা কি বলিব? গর্ভে অবস্থানকালে নানা অন্ননাড়ী-বাহিত রস দ্বারা এবং শৈশবে মাতৃস্তনস্থ অন্নপান হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ দ্বারা পোষণ-কার্য্য চলিতে থাকে। অঙ্গচালন বা পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে শক্তি নাই। শয্যাস্থ কীট কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া মলাক্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কিয়ৎকাল গতে ভাষণ ও গমন-কার্য্যে সমর্থ হয়। কিন্তু হিতকৃৎ শ্রীহরি নিরন্তর উহার সমীপে বিদ্যমান থাকেন। তথাপি বহির্ম্মুখ'ন পরাঙ্মুখ হওয়ায় ঐ মূঢ় তাঁহাকে জানিতে পারে না।

শ্রীহরি ব্যতীত পোষক, বিধায়ক, পালক বা প্রভু আর কে আছে? হরি আদি, মধ্য ও অন্তে সর্ব্বত্র বিরাজিত। তিনি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সঙ্গে সুরবৃত্তি স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিরত হয় এবং মানব তাহাকে মৃত আখ্যা দিয়া স্পর্শ করিতেও অবজ্ঞা করে। গৃহাদিতে স্নেহ বন্ধন না করিয়া একবার তাঁহাতে স্নেহ বন্ধন করিলে আর কদাপি মোহজালে নিবদ্ধ হইয়া নিরয়-গমন করিতে হয় না। শ্রীহরি হৃদয়ে থাকিয়া যে কার্য্য করিয়া থাকেন কোটি কোটি হিতৈষী বান্ধব তাহা সম্পাদনে অক্ষম। তিনি অত্যুন্নতকে নত করেন, নতকে অত্যুচ্চ করিয়া থাকেন। হীনের বৃদ্ধি ও উচ্চের হ্রাস ক্ষণমধ্যেই তৎ-কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। মেরুকে তৃণতুল্য ও তৃণকে মেরুবৎ করিতে তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত। কটাক্ষমাত্রেই ব্রহ্মাণ্ড-কোটি সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন। এইরূপ সাক্ষাৎ কল্পতরু, আশ্রিত হইলে মানবের অপ্রাপ্য কি থাকিতে পারে? যাঁহারা ভক্তিভাবে একমাত্র পরমাত্মরূপী শ্রীহরির চরণারবিন্দ আশ্রয় করেন, তাঁহারা স্বর্গাদিসুখও দূরে পরিহার পূর্ব্বক পরানন্দ-সন্দোহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

রসগান কি কলির কার্য্য?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের উন্নত উজ্জ্বল মধুর রসাশ্রয়ী লীলা-কীর্ত্তন-শ্রবণই প্রধান উপাসনা ও নিত্য ভজন। কিন্তু সর্ব্ব-সাধারণের নিকট রসগান করা ও অর্থ-ব্যবসায়ী অনর্থযুক্ত প্রাকৃত রস-পিপাসু কীর্ত্তনীয়াদিগের মুখে রসগান শ্রবণ ভয়ানক অপরাধ।

আমরা প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর অনর্থযুক্ত নিকৃষ্ট। রং তামাসা ভালবাসি। রং তামাসার ভিতর দিয়াও ভজন হয়, এরূপ একটা নজির কি ফতোয়া পাইলে আর কষ্ট করার প্রয়োজন কি? মজাও লুটিব, ভজনও হইবে, এরূপ সুবিধা কে ছাড়ে?

যে পর্য্যন্ত এই রস-গানের ছড়াছড়ি কুপ্রথা স্থগিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-গাম্ভীর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইবে না।

সর্ব্ব-প্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম, প্রার্থনা ও দাস্য রসের গান হওয়া উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণব মাত্র উপস্থিত, সেখানে রস-গান শ্রবণ করা ভাল। অন্যথা নহে।

আমাদের রুচির অবস্থা দেখিয়া যুগাচার্য্য জগদ্গুরু আদেশ করিতেছেন—‘ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে।’

এই ভুবনমঙ্গল বাণী উপেক্ষা করিয়া গোলাসুন্দি পতঙ্গের ন্যায় রূপ দেখিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অভিসারের আয়োজন করা মানুষ মাত্রের উচিত নহে।

অবশ্য যাহারা শৌণ্ডিকাগারে কাষ্ঠ কানুর গানের সুর, তবলার চাঁটির সহিত মিশাইয়া কোয়ালা তোলেন বা পার-নারীর মুখে রাইকানুর গান শুনিবার নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত অর্থাদির কলিজনোচিত ব্যবহারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন ও অর্থদ্বারা অনর্থ সংগ্রহ করেন, (এই ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বড় বড় নগর নগরীতে নাগরিকগণের গৃহে এ দৃশ্য প্রচুর) তাহাদিগের কথা অন্য প্রকার।

অন্য প্রকারই বা কি প্রকারে বলা চলে! এই যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনের দোলনায় নূপুর-ধ্বনির তালে তালে পা ফেলিয়া রসলীলাগানে রসের ফোয়ারা উঠিয়াছে, তাহার শ্রোতাও আবার বড় বড় নাম-জাদা ভাগবত-পাঠক ও গোসাই বাবুর দল! মানার ভাল, যেমনি গায়িকা, তেমনি শ্রোতা, একেবারে মণি-কাঞ্চন-সংযোগ। ইহাকে যদি কলির কার্য্য বলা না হয় তবে কলি বেচারা আর কোথায় যাইবে?

জগতে ইন্দ্রিয়-সেবার এত সব প্রাকৃত উপকরণ থাকিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলারস ভোগ করিবার জন্য ছিনিমিনি খেলিতে যাওয়া কতদূর অবি-মৃষ্যকারিতার পরিচয়, তাহা আত্ম-কল্যাণ-লাভের বাসনা না থাকিলে বুঝা যাইবে না। “অবোধের আনন্দ গোবধেই হয়।” শুধু বুদ্ধিমানেরা সেই অবোধের পরিণাম দর্শন করিয়া দুঃখিত হন ও বাধা প্রদান করেন। তাঁহারা পরোপকার-ব্রত পালনার্থে অসীম সংগ্রাম-কৌশল প্রদর্শন করেন।

অতএব অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে সেখানে, যাহার তাহার নিকট রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।

আমরা এইরূপে কলির কার্য্যে সহ-যোগিতা করি বলিয়াই কলিবৈরী উত্তরা-নন্দন মহারাজ পরীক্ষিতের ও তদনুগজনের শ্রীচরণ-পার্শ্বে স্থানও পাই না, তাহাতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ও তদনুগজনের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্তও শ্রবণ করিতে পারি না। সুতরাং কলি-বৈরীর বৈরী থাকিয়া রস-গান-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা কেবল কলির কার্য্যই করিতে থাকি-তাম।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রী শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ডিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরানবাগ"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার—১৩৩৬

পরমার্থ ও জাতি

এই পৃথিবীতে দুইপ্রকার মনুষ্য দেখা যায়। একপ্রকার মানব পূর্ণ ভগবদ্বিশ্বাসী, আর একপ্রকার কৃষ্ণবহির্মুখ স্মার্ত্ত। একজনের বিচার—জীবের স্বরূপ লইয়া, আর এক জনের বিচার—বিরূপ লইয়া। শ্রীগীতা জীবাত্মার স্বরূপ-বিচারে বলেন—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"

আত্মা—নিত্যবস্তু, সর্ব্বযোনি ভ্রমণ করিয়াও স্থির, অচঞ্চল ও সনাতন। আত্মস্থ, বা নিত্য-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ ভগবানের নিত্য সেবাই দৈব পুরুষদিগের অভিলষিত বস্তু। তাঁহাদের চেষ্টা পরিবর্ত্তনশীল, অসৎ, স্থূলদেহের ও সূক্ষ্মদেহের ব্যাপারে নিযুক্ত না থাকিয়া সদ্বস্তু, অপরিবর্ত্তনশীল ও সৎ, আত্মবিষয়েই প্রযুক্ত। ভগবদ্বিস্মৃতিক্রমেই এই বিরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ-ধারণ। গীতা শাস্ত্র আরও বলেন—'এই স্থূল ও লিঙ্গ দেহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিলে বিরূপ-বুদ্ধি নষ্ট না হইয়া আরও বাড়িতে থাকিবে। বিরূপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে একমাত্র ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে।"

কিন্তু কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বুদ্ধি বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে বিজড়িত হইয়া কর্ম্মের কাণ্ডটীতেই নিযুক্ত। সুতরাং তাঁহারা দেহ-ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারেন না। আত্মবিচারের প্রয়াস দেখাইতে গিয়াও স্মার্ত্তগণ দেহ-বিচারই লইয়া আসেন। পারমার্থিক রাজ্যেও তাঁহাদের দেহ-বিচার প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপ বিচারের বশীভূত হইয়া তাঁহারা বিষ্ণুভক্তগণের জন্ম খুঁজিতে গিয়া তাঁহাদের জাতি-বিচার লইয়া ব্যস্ত হন। এই সকল স্মার্ত্ত-বিচারের চশমা পরিয়া ভাগবত-বস্তুসমূহের জন্মবিচার করিতে গেলে আমরাও বিষ্ণুপাদোদককে প্রাকৃত জল দেখিব, শালগ্রামে শিলা দেখিব, গোময়ে বিষ্ঠা দেখিব, শঙ্খে হাড় দেখিব, ভগবানের দেহকে রক্তমাংসের থলি মনে করিব। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্ববস্তুতেই অপ্রাকৃত দর্শন করেন। কারণ, তাঁহারা সেবোন্মুখ।

ভোগোন্মুখ দৃষ্টিতে জড়দর্শন, সেবোন্মুখনেত্রে চিন্ময় দর্শন। সুতরাং কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ দেহিদের জন্ম কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত। প্রাকৃত জাতি বা বর্ণ যোষিৎ-সঙ্গজ বস্তু মাত্র। ভগবদ্ভক্তের কোন প্রাকৃত জাতি নাই কারণ তাঁহারা প্রাকৃত গুণময় জগতে অপ্রাকৃত নির্গুণ বস্তু। ভোগোন্মুখ মস্তিষ্ক এই সূক্ষ্ম বিচার ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীনারায়ণ গণ্ডকী শিলায় প্রকটিত হইয়া অর্চ্চারূপ ধারণ করিতে পারেন বা অষ্টবিধা অর্চ্চামূর্ত্তিতে বিরাজিত হইতে পারেন, বৈষ্ণব আভীরকুলে উদ্ভূত হইতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীনারায়ণ শিলা নহেন বা মাটি, কাঠ, পাথর, লৌহ বা বালুকাও নহেন, অথবা বৈষ্ণব চামার, মেথর, চণ্ডাল, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা প্রাকৃত ব্রাহ্মণও নহেন। রুইদাস কখনও চামার নহেন, ঝড়ু ঠাকুর ভূঁইমালী নহেন, গুহক চণ্ডাল নহেন, উদ্ধারণ ঠাকুর সুবর্ণ বণিক নহেন, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ নহেন বা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রাকৃত ব্রাহ্মণও নহেন। তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠ বস্তু—এক একটী কুলকে পবিত্র করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ। ভক্ত বা বৈষ্ণব ভগবানের অভিন্ন-তনু। বৈষ্ণব অচ্যুত-গোত্রীয়। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন :—

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দঢ়॥"
—শ্রীচৈতন্যভাগবত ১০ অঃ মধ্য খণ্ড।

গুণবিহীন জাতি-ব্রাহ্মণের কথা তো আজ দূরের কথা, শমদমাদি গুণসম্পন্ন সগুণ ব্রাহ্মণ হইতেও ভগবদ্ভক্ত কোটী কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ, এমন কি, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইতেও ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রীয় বাক্য ও বিচারদ্বারা দেখান' যাইতে পারে। যথা, গরুড় পুরাণে—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো
বিশিষ্যতে।

শমদমাদি দ্বাদশ গুণসম্পন্ন বিপ্রও যদি অরবিন্দনাভ শ্রীভগবানের সেবাবিমুখ হন, তবে তাঁহা হইতে ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালও বরিষ্ঠ। আবার ইহাও যেন কেহ মনে না করেন যে, ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব হইতে চণ্ডালকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব ছোট। জড় স্মার্ত্তবিচারের বশীভূত হইয়া অনেকে মৃন্ময়ী অর্চ্চাকে স্বর্ণ-প্রতিমা হইতে ন্যূনতর মনে করিয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন; 'মাটির গৌরাঙ্গ' 'সোনার গৌরাঙ্গ' নাম দিয়া থাকেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী অপেক্ষা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ছোট মনে করিয়া উভয়ের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করেন।

অদ্বয়বস্তু ভগবানের ত্রিবিধ প্রতীতি; যথা চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ—

"অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥"
"ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয়-
চিহ্ন"

ভগবানের অঙ্গকিরণ বা শক্তিমানের নিঃশক্তিক প্রতীতিই ব্রহ্মপ্রতীতি, জড়মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ভগবদংশানুভূতিই পরমাত্মানুভূতি। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-প্রতীতিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পূর্ণবিকাশের সহিত সমগ্র দর্শনই ভগবদ্দর্শন। সুতরাং যিনি ভক্ত বা বৈষ্ণব, তিনি একাধারে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পরমাত্মবিৎ যোগী; অর্থাৎ যিনি লক্ষপতি, তিনি সহস্র ও শতমুদ্রারও অধিকারী। যেমন কোন লক্ষপতিকে যদি বলা হয়, তোমার সহস্র টাকা নাই বা একশত টাকা নাই,—তাহা যেমন বাতুলের প্রলাপবৎ, তদ্রূপ যদি ভগবদ্ভক্তকে বলা হয়, তুমি ভক্ত বা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ নও, তবে তাহাও তদ্রূপ হাস্যাস্পদ।

জীব স্বরূপতঃ সকলেই ভগবদ্দাস। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।'
'কেহ মানে কেহ না মানে—সব তাঁর
দাস॥'

সকলেই যখন স্বরূপতঃ বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত, তখন সকলের স্বরূপেই ভগবদ্দাস্যের ক্রোড়ীভূত নির্গুণ-ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্ব অনুস্যূত আছে। যে সকল জীবের এই অন্তর্নিহিত দাস্যবৃত্তি ফুটিয়া উঠে, আচার্য্য তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করেন। সুতরাং বৈষ্ণবে সগুণ ব্রাহ্মণতা ত অতিনিম্নের কথা, নির্গুণ ব্রাহ্মণতারও অভাব নাই—পূর্ণভাবে বিরাজিত। নির্গুণ ব্রাহ্মণতার চরম পরিণতিই বৈষ্ণবতা। এইজন্যই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম —

'যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥

ভগবদ্ভক্তগণ অনেক সময় স্বরূপের অপূর্ব্ব উপলব্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন—যেমন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

'নিকৃষ্ট অধম আমি সর্ব্বজাতি-বহিষ্কৃত।'

অথবা সনাতন গোস্বামী প্রভু সর্ব্বোচ্চকুলে উদ্ভূত হইয়াও বলিয়াছেন :—

'নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।'

অথবা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

'অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি।'

ভগবদ্ভক্তের এই সকল কথা প্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে, ইঁহারা নিজ নিজ নীচ জাতিরই পরিচয় স্বমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন—সুতরাং ইঁহারা নীচ জাতি, কিন্তু এই সকল জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অপরাধী ব্যক্তিগণ ভগবানের স্বমুখের কথায় কর্ণপাত করে না—

'তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়।'

হিন্দুস্থানী ভক্ত তুলসীদাসজী তাঁহার দোহাতে বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব কোই
করত বিচার।
তুলসী কহে, হরি না ভজে ত চারো
চামার॥
হরি ভজে ত চারো জাত মিল্ কে এক
হো যায়।
অষ্টধাতুসে পরশ লাগা ওয়ে এক সুবর্ণসে
বিকায়॥

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

'ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রাশ্চতস্রো জাতয়ো
যথা।
স্বতন্ত্রা জাতিরেকা চ বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা॥

চার জাতির যে কেহই হউক না কেন, ভগবানকে ভজন না করিলে সে চামার। চামারেরা যেমন চামড়ার ব্যবসা করে, সেইরূপ জীব ভগবানকে ভুলিয়া হাড়-মাসের থলিকে 'আমি' বুদ্ধি করে এবং দেহের ক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া কর্ম্মজড় হইয়া পড়ে। আর যদি হরিভজন করে, তবে চারিবর্ণের সকলেই ভগবানের জাতি লাভ করে। যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে অষ্টধাতুর সর্ব্বধাতুই সোণা হইয়া যায়, তদ্রূপ। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভগবদ্ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নতুবা

'ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥'

এক জাতি

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে 'হংস' নামে একমাত্র জাতির বাস ছিল। তাঁহারা স্বাধ্যায়-নিরত, প্রাজ্ঞ, যোগী ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। হংসগণের মধ্যে যাঁহারা ভজনবলে, যোগবলে, ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে হংসগণের মধ্যেই মধ্যে বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারাই হংসগণের দ্বারা 'পরমহংস' শব্দে পূজিত হইতেন। সাধারণ প্রাজ্ঞ ও যোগনিরত ভারতীয়গণের মধ্যে ভাগবতপরমহংসগণের কথা কয়েকস্থানে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। ভাগবত পরমহংসগণের সহিত ব্রহ্ম

ও যোগী পরমহংসের যে ভেদ আছে, তাহা শ্রীজীবগোস্বামিপাদের 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবৎ' শব্দে উদ্দিষ্ট অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতত্ত্ব-আলোচনায় ব্যাপারটী পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' শব্দে অখণ্ড জ্ঞান বা পূর্ণ-চেতন, কেবল-চেতন, শুদ্ধ-চেতন নিত্য-চেতনের পরিমাণগত বৃহত্ত্ববাচক ও পুষ্টিকারক বুঝায়। 'ব্রহ্ম' শব্দ 'জীব' শব্দ হইতে যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন, তাহা শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব-ভগবান্ স্বীয় অনুগতজনের হৃদয়ে পূর্ণ বিকাশিত করিয়াছেন। জীবের স্বরূপে কিন্তু অখণ্ড জ্ঞান নির্দ্দেশ করেন নাই। জীব স্বরূপে খণ্ডজ্ঞানময় সত্ত্ব বলিয়া তাঁহার কোন সময় অখণ্ডজ্ঞানের আবরণ হইয়া, কখনও বা খণ্ডজ্ঞানভূমিতে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রান্তি এবং কখনও বা অব্রহ্ম বলিয়া ব্রহ্মে বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী অভিমান। অভিমানের আনুগত্য পরিত্যাগ করিলেই জীবের বৈষ্ণব বলিয়া অনুভূতি। তখন তিনি স্বরূপক্রমে জড়াকাঙ্ক্ষা জড়ভাব তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। জীবের ব্রহ্মজ্ঞানাভাবই তাঁহাকে অব্রহ্মজ্ঞ করিয়া তুলে। তিনি ব্রহ্মের বস্তু গ্রহণ করিয়া কোন সময়ে আপনাকে ব্রহ্মরূপে স্থাপন করিতে ব্যস্ত, কখনও বা দৃশ্যজগতের বিশ্বস্ময় অস্তিত্বে ব্রহ্ম বলিতে উদ্গ্রীব, কখনও বা কামকামী হইয়া বিনষ্ট পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের মায়াশক্তিকে ব্রহ্ম দর্শন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পাবিষ্ট। অকাম্যিকগণ নিজনিজ গুরুর পাদে অবজ্ঞা করিয়াই নিজ নিজ অক্ষজ-জ্ঞানবিকাশদর্পে অদ্বিতীয়-বাদ অবলম্বন করেন ও দৃশ্যজগতে বিচরণ করিয়াও আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া অযথা শ্লাঘা করেন। ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়াও হংস, অপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্য কারণবিশেষ ব্রহ্মকে ভগবানের অধস্তন অধিষ্ঠান বলিয়া সুস্পষ্টভাবে জানেন।

কতিপয় হংস মায়াশক্তির প্রচুর চিন্তার আনুগত্যবিভ্রময় বিশেষকে পরমাত্মা বলিয়া জানিয়া মায়াশক্তি পরিণত দৃশ্যজগতের অনুশীলন হইতে মুক্ত হন। সেই বিশেষ নিত্য তাঁহাকে পরমাত্ম-যাথাত্ম্য-বোধ করিয়া তুলে। ব্রহ্মজ্ঞ স্বসিদ্ধকে এবং যোগী নিজ সিদ্ধকালে যে অবস্থা লাভ করেন, তাহা হইতে ভগবজ্জ্ঞানলাভ ও ভগবানে ভক্তিযোগ তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্র নহে, বরং তাঁহাদের উৎকর্ষের প্রতিফলমাত্র। ভগবদ্ভক্ত ও ভাগবত-পরমহংস ব্রহ্মজ্ঞ হন ও যোগিগণের উৎকর্ষ ভক্তির অঙ্গ মাত্র। ভক্ত বা ভাগবত-পরমহংস নিম্নে অবস্থান করিলে তাঁহারা জ্ঞানাদির তাঁহার নিকট অব্রহ্মজ্ঞ বা অযোগী নহেন। ভাগবত পরমহংস উৎকৃষ্ট যোগী ও পরমোন্নত ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহাকে যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন জ্ঞান করা উচিত নহে।

হংস ব্রহ্মজ্ঞ যেকালে নিজের হংসত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান বা সমস্ত পরিহার করিয়া নিজের ব্যক্তিগত গৃহোক্ত ব্যবহার গ্রহণ করেন এবং অপর হংসগণের মধ্যে স্বীয় পার্থক্য-স্থাপনে যত্নবান্ হন, সেইকালেই গুণ-কর্ম্ম-বিভাগক্রমে চারিটি বর্ণ ও চারিটী আশ্রম পরিলক্ষিত হয়। সত্যযুগে হংস বর্ণ বা একবর্ণ মাত্র অবস্থিত ছিল, পরে ১৭২৮০০০ সৌরবর্ষ অতীত হইলে হংসজাতির মধ্যে বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তিত হয়। বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ এবং ভাবি উপযোগিতায় সম্ভাবনা প্রভৃতির বিচারমুখেই এই বিভাগ কার্য্যে পরিণত হয়। সাধ্য ও সিদ্ধ বা বিবিৎসা ও বিদ্বৎপ্রণালীতে যে কার্য্যগত ভেদ আছে, তদ্দ্বারা দুই প্রকার বর্ণ ও আশ্রম নিরূপিত হইয়া থাকে। ভাবি উপযোগিতার সম্ভাবনা-বিচারে শৌক্রপদ্ধতিতে বর্ণ নিরূপণ প্রথা দেশাচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আবার বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ শৌক্রপদ্ধতিকে চিরদিনই পুষ্ট করিয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-লিখিত কবষের কথা, ছান্দোগ্য উপনিষৎ লিখিত জাবালের কথা অনুশীলন করিলে আমাদের কেবল শৌক্রপদ্ধতির বিচার [illegible] লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে উভয় প্রকার প্রণালীমতেই বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগ উল্লেখ করিয়াছেন। উহা যে একবার মাত্র কোন প্রাবল্যে নিরূপিত হইয়া শৌক্র-পদ্ধতিমতে চিরদিন চলিবে এবং মূল প্রয়োজন বিনষ্ট হইয়া মাতিমাত্র কেরাণীগিরির অনুষ্ঠ রাখিতে হইবে—এরূপ কথা সত্যপ্রিয় ভারতীয় হংস জাতি স্বীকার করেন না। কল্পশাস্ত্র, গোভিল-কাত্যায়নাদি গৃহ্যসূত্র সঙ্কলিত বেদবাণীতে যে অষ্টবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন-বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধ্য, বিবিৎসোত্থ বা প্রস্তাবমাত্র। হংস জাতি সকলেই সমান হইলেও যখন গৃহোক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর বিধিগ্রহণ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহারা ও তাঁহাদের অধস্তন ভাবী বংশ-সংস্কারবিশিষ্ট বলিয়া প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বা দ্বিজজাতির গৃহোক্ত সংস্কার আবশ্যক। যাঁহারা সংস্কার-গ্রহণে অযোগ্য ও অনধিকৃত ব্রহ্মজ্ঞ হইতে যাঁহাদের কোন প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, তাঁহারা হংসজাতির মধ্যে সংস্কারবর্জ্জিত আখ্যা বা শৌক্র অবস্থান মাত্র। দ্বিজেরাই গৃহোক্ত বিধি পালনীয়। যাঁহারা পালন করেন, তাঁহাদের কুলগত প্রথানুসারে বিবাহ চলিতেছিল। যে হংস, দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক 'শূদ্র' শব্দে সংজ্ঞিত হইলেন, তাঁহারা নিজ নিজ আলস্যক্রমেই হউক বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, স্ব স্ব স্বভাবে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের বিকল্প ঘটে নাই। তাঁহাদের বংশধরগণ যেকালে গৃহোক্ত সংস্কারের পক্ষপাতী হইলেন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্ত, স্বভাব বা লক্ষণে পুনরায় পরিপুষ্ট হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন না।

হংস জাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ, যোগী ও উপাসকের বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ চিরদিনই বর্ত্তমান আছে, থাকিবে এবং ছিল। সনাতন প্রথামতে যখন বর্ণাশ্রম-বিভাগ প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল না, সেইকালে হংসগণই ভাগবত পরমহংসতা লাভ করিতেন। নিম্নস্তরে কিঞ্চিদ্ভগবদনুশীলনরত যোগনিরত সম্প্রদায়ে ও তন্নিম্নস্তরে জ্ঞাননিরত ব্রহ্মজ্ঞ সম্প্রদায়েও পরমহংস দেখা যাইত। কিন্তু বিশ্বব্যাপী হংসজাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ-ধর্ম্মও যখন ক্রমশঃ বিস্মৃতির অতল জলধি-গর্ভে ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, তখন নিরীশ্বর নাস্তিক্য-বাদের প্রসার আরম্ভ হইল—শ্রীগুরুদেবের বাক্য বিপর্য্যস্ত হইল, আম্নায়ের—বেদের নিবন্ধকুহক সত্যের অমর্য্যাদা হংসজাতি কতিপয়ের হৃদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় আচ্ছাদন করিল। তাঁহারা নিজ নিজ অক্ষজ-জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া সত্যের অনাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে একমাত্র হংসজাতি চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

পাশাঙ্কুশা একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি, এ)

"হে ভগবন্ মধুসূদন! আশ্বিনের শুক্লপক্ষের একাদশীটীর নামাদি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন।" যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন— এই একাদশীর নাম পাশাঙ্কুশা। ইহাতে মানবগণকে পদ্মনাভের অর্চ্চনা করিতে হয়। তাহা দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট লাভ এবং স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি ঘটে। সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক নরগণ বহুকাল তপস্যা করিয়া যে ফল লাভ করে, কেবল গরুড়ধ্বজের প্রণতি দ্বারা তাহা পাইয়া থাকে। মানব মোহবশতঃ বহুবিধ পাপার্জ্জন করিয়াও শ্রীহরির প্রণতি-হেতু নিরয় গমন করে না। পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ ও পুণ্যস্থান রহিয়াছে, কেবল শ্রীহরির নামকীর্ত্তনকারী সদ্যই তাহা প্রাপ্ত হয়। এই একাদশীতে উপবাস করিয়া যে সকল মানব শার্ঙ্গধর জনার্দ্দন বিষ্ণুকে প্রপন্ন হয়, তাহাদিগকে কদাপি যমলোক দর্শন করিতে হয় না। বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াও যে ব্যক্তি শিব-দ্বারা বৈষ্ণব নিন্দা করে, তাহার নিরয়-গমন অবশ্যম্ভাবী। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও শত শত রাজসূয় যজ্ঞের ফল একাদশীর উপবাস-ফলের ষোড়শাংশের সমান নহে। পদ্মনাভের তিথি-সদৃশ ত্রিভুবনে অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ পাবন নহে। ইহা স্বর্গ, মোক্ষ, আরোগ্য, সুকলত্র, ধন, ধান্য প্রদান করিয়া থাকে।

শ্রীহরিবাসর অপেক্ষা গয়া, গঙ্গা, বারাণসী, পুষ্কর ও কুরুক্ষেত্র পবিত্র হইতে পারে না। রাত্রিতে জাগরণ করিয়া হরিদিনে উপবাস-পরায়ণ হইলে অনায়াসেই বিষ্ণুলোক লাভ ঘটে। ঐ ব্রতী পিতৃ, মাতৃ ও শ্বশুর-পক্ষীয় দশপুরুষকে উদ্ধার করে এবং চতুর্ভুজ, পীতবাস, মালাধারী ও দিব্যরূপ হইয়া হরিমন্দিরে প্রস্থান করে।

বালক, যুবক বা বৃদ্ধ, যে কেহই এই একাদশী পালন করিলে কদাপি দুর্গতিগ্রস্ত হয় না। ঐ দিবসে স্বর্ণ, তিল, ভূমি, ধেনু, অন্ন, জল, পাদুকা, বস্ত্র ও ছত্রাদি দান করিলে যমের দর্শন হয় না। যে পুণ্যহীন ব্যক্তির দিনগুলি বৃথা যাপিত হয়, সে কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস পরিত্যাগ করিলেও জীবিত বলিয়া ধরা যায় না। অতএব যথাশক্তি স্নান দানাদি ক্রিয়া দ্বারা দিবস সফল করিবে। অধিক কি বলিব, এইদিনে অল্পমাত্র পুণ্যক্রিয়ার অনুষ্ঠানে মানব কোটিগুণিত ফল প্রাপ্ত হইয়া উত্তমাগতি লাভ করে।

লাল কাপড় দণ্ড হাতে বৈষ্ণব কি ?

(পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

শুনিতে পাই, গৌড়ীয়মঠ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আচার ও প্রচার করিতেছেন। যদি বাস্তবিক তাহা হয়, তা'হলে মহাপ্রভুর অনুগত অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সহিত ইহাদের আচারের পার্থক্য কেন? গৌড়ীয়মঠ ছাড়া কোথায়ও ত' বৈষ্ণবের গেরুয়া বসন বা ত্রিদণ্ডাদি দেখিতে পাই না। ইহার কারণ কি, ইহা কি মহাপ্রভুর শিক্ষার অন্তর্গত, না এটি একটি গৌড়ীয় মঠেরই স্বকপোল-কল্পিত ব্যাপার? বাস্তবিকই যদি গৌড়ীয়মঠ মুখে শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্মের আচার প্রচারের দোহাই দেন এবং কার্য্যতঃ তদ্বিপরীত অশাস্ত্রীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তা'হলে ইহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা না হয়, তা'হলে ইহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার সঙ্গত, তাহা একটু বিবেচনার বিষয় নহে কি? আমরা চৈতন্যচরিতামৃত বা অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে দেখিতে পাই— শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং বৈদিক-বসন-দণ্ডধারণের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অন্যান্য লীলায় অব্যবহিত কাল পরেই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত

অবন্তী নগরের ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর গীতি গাহিতে গাহিতে ত্রিদণ্ডীর প্রশংসা এবং নিজেকে ত্রিদণ্ডী বলিয়া অভিমান পূর্ব্বক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেরই কায়মনোবাক্য দ্বারা কৃষ্ণ নিষেবণরূপ ত্রিদণ্ড গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। কায়, বাক্য ও মনকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া দণ্ডিত করার নামই 'ত্রিদণ্ড ধারণ'। কিন্তু ত্রিদণ্ড ধারণ ভগবান্ বা তাঁহার পরমহংস বা রাগানুগ সিদ্ধ বৈষ্ণবগণের দরকার নাই—এই লীলা অভিনয় করিবার জন্য অবধূত নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক পরমহংস লীলাভিনয়কারী গৌরসুন্দরের দণ্ড-ভঙ্গ-লীলা, বুঝিতে হইবে। উহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া ভাঙ্গিয়া দিলেন এরূপ ব্যাপার নহে। শাস্ত্রে ত্রিদণ্ড গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বৈষ্ণব-সন্ন্যাসাশ্রম বিধি নাই। ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন যে, উত্তম অধিকার বা বৈষ্ণব পরমহংসাবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

গৈরিক বসন সম্বন্ধে—মহাপ্রভু গৈরিক বসন ধারণের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অগ্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তিকল্পতরুর মূলস্বরূপ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার নয় জন শিষ্য সকলেই গৈরিক বসন ধারণ করিতেন। এতদ্রূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। একমাত্র রাগমার্গীয় পরমহংসগণের গৈরিক বসন ধারণের বাধ্য-বাধকতা নাই, এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সহজ রাগমার্গীয় সুশীল আদর্শ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়" কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বিদ্বৎ সন্ন্যাসের অনুপযোগী অনধিকারী অকালপক্ক কয়েকব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন-যোগ্যতা থাকা কালে সহজ পরমহংসের আচরণের অনুকরণ প্রবৃত্তি লইয়া ডিঙ্গাইয়া বড় হইবার চেষ্টা করায়, এই সম্প্রদায়-মধ্যে সকলেই অনুরাগের আবরণে বেদবিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। উহা কখনই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের বিহিত অনুষ্ঠান হইতে পারে না, বিশেষতঃ পরমহংস গুরুবর্গের পদবী তাঁহাদের দাসগণ কখনও গ্রহণ করিতে পারেন না। এই দোষদুষ্ট সকল গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিচার-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য এবং যাঁহারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহাদিগকে বাস্তবতার হইতে রক্ষা করিবার জন্য গৌড়ীয় মঠের আবির্ভাব। এই বাক্য সত্য কিনা অনুসন্ধান করুন। সংসারের বিধি লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা বিশৃঙ্খলতা আনয়নের জন্য আপনাদিগকে বৈষ্ণবগুরুর সজ্জায় সজ্জিত করেন, তাঁহারা গুরু হওয়া বহুদূরের কথা, প্রকৃত বৈষ্ণবগুরুর শিষ্য হইবারও সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই বৈষ্ণবব্রুবগণের যথেচ্ছাচারে যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য অনেকেই দিতে পারেন। ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা ও গ্লানি বিদূরিত করাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণের দাসানুদাসসূত্রে লিখিতেছি, তাঁহাদের গৈরিক বসন ধারণ বা ত্রিদণ্ড গ্রহণ আমাদের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির ব্যক্তিদিগকে বিনিবারণ করা এবং তাঁহারা যে তৃণাদপি সুনীচ সেইটী আমাদিগকে উপলব্ধি করান। কারণ যাঁহারা ত্রিদণ্ডী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব, ভাগবত, পরমহংস, সিদ্ধরাগানুগ প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দেওয়ার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবদাস, বর্ণাশ্রমান্তর্গত বৈধমার্গিক জীবমাত্র বলিয়াই পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে একাধারে তাঁহারা বৈষ্ণব গুরুবর্গের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নিজদিগকে বৈষ্ণবের অযোগ্য দাসানুদাসের পরিচয় দেন। আশা করি, গৌড়ীয় মঠ কেন লাল কাপড় ও ত্রিদণ্ড স্বীকার করিয়াছেন, বুঝিতে আর কাহারও অসুবিধা হইবে না।

গুরু-শিষ্য পরীক্ষা

শাস্ত্র বলেন, নশ্বর রাজ্যে অনিত্য ধামে মিশ্র প্রতীতিতে নিরস্তকুহক সত্যরূপ পরমেশ্বর স্বীয় নিত্য চিন্ময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম হইতে অবতরণ করেন। ভগবৎপার্ষদগণও নিত্য চিদানন্দ ধাম হইতে অনিত্য-বাদীদিগের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অধিরোহবাদিগণ নিজের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিকে সম্বল করিয়া উন্নত হইতে যত্ন করেন। যেকালে অক্ষজ-জ্ঞানবাদী অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান লইয়া উপস্থিত হন, তৎকালে তাঁহার চেষ্টাকে 'ভোগ' বলা যায়। 'ইহারই নামান্তর 'কর্ম্মবাদ'; ভগবদ্ভক্তিধারা তাহার বিপরীত। ইহা উচ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া আসে। যখন সত্যবস্তু, চিদ্বস্তু ও আনন্দময় বস্তু নিত্য ধাম হইতে অনিত্য অচিৎ ও নিরানন্দ ধামে নামিয়া আসেন, তখন কল্মষ-ভোগী কর্ম্মবাদাবলম্বনে ভগবান্ বা ভক্তের সান্নিধ্যের সুযোগ পান। ভগবান্ বা ভক্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান-মত্ত কর্ম্মবাদীকে তাহার যোগ্যতানুসারে তাহার ভাষায় তাহার তাৎকালিক ব্যবহারের অনুকূলে ন্যূনাধিক সঙ্গ প্রদান করেন।

ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে গুরুগ্রহণ-বিচারে যে পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুকে শিষ্য এক বর্ষকাল পরীক্ষা করেন এবং গুরুও শিষ্যকে এক বর্ষকাল তাদৃশ পরীক্ষা করেন। ইহাতে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়যুক্ত অক্ষম শিষ্য তাঁহার নিজ অসম্পূর্ণ জ্ঞানদ্বারা স্বীয় শ্রীগুরুদেবের পরীক্ষা কি প্রকারে করিবেন? এবং গুরুদেবই বা কেন নিরস্তকুহক জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য শিষ্যকে পাইবার জন্য এক বৎসরকাল কর্ম্মবাদীর ন্যায় অন্ধকারে হাতড়াইবেন? অধোক্ষজ-সেবাপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব কেন অক্ষজজ্ঞানলুপ্ত কর্ম্মবাদীর ন্যায় তাহাদের পথ অনুসরণ করিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই জানা যায় যে, যে কালে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হ'ন, তৎকালে শিষ্য অধোক্ষজ-সেবা-নিরত শ্রীগুরুদেব নহেন। তাঁহার চেষ্টায় আমরা কিরূপে পূর্ণ হইতেই ভক্তি বৃদ্ধি—যাহা আত্মার নিত্যবৃত্তি দেখিতে পাইব? শিষ্য অসংখ্য জন্ম-ভোগময়ী চেষ্টার অন্যতম-স্থানে শ্রীগুরুদেবকেও তাঁহারই মত একজন মনে করিয়া ভোগের চেষ্টায় মত্ত থাকেন। শিষ্য গুরুদেবকে তাঁহারই অক্ষজ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুবিশেষ বলিয়া মনে করেন। শিষ্য ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে ভোগ্য বস্তুর অন্যতম মনে করিয়া গুরুর সহিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ভোগময়ী বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবের সঙ্গক্রমে ক্ষীণতা লাভ করে। যখন শিষ্যের মলিনতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি শ্রীগুরুকৃপালাভে সমর্থ হন। শিষ্যের একবৎসর কাল অবস্থানকাল তাহাকে বাস্তবিক শিষ্য হইবার উপযোগিতা প্রদান করে। তিনি ক্রমশঃ শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় অক্ষজ-জ্ঞানে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ নিরস্তকুহক-সত্তা বলিয়া দেখিবার সুযোগ পা'ন।

চিকিৎসকের অধীনে যে সকল রোগী আত্মসমর্পণ করেন, তখন তাঁহার রোগ প্রবল আছে, জানিতে হইবে। রোগ প্রবল থাকা কালে কখনই তাঁহাকে নীরোগ বলা যাইতে পারে না। যে কালে জীব কর্ম্মভূমিতে ভোক্তা হইয়া বিচরণ করেন, সেকালে দশদিকেই তিনি ভোগের প্রার্থনায় চতুর্দ্দশ ভুবনে ঘুরিয়া বেড়ান। সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন নিরস্তকুহক সত্যপ্রদাতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'ন, তখন শিষ্যব্রুব জীব তাঁহার এক বৎসর কাল সেবা-নিরত হইবার সুযোগ করিয়া লইবেন। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের কর্ম্মময়ী ভোগ চেষ্টা ক্রমশঃ ক্ষীণা হইলে তাঁহার শিষ্যব্রুব-ধর্ম্ম শিষ্যত্বে পরিণত হইবে। আর শ্রীগুরুদেব শিষ্য হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিষ্যের অধিকার বিচার এক বৎসর অক্ষজ-অধিরোহবাদীকে তাহার সঙ্গলাভ করাইবার সুযোগ দিয়া থাকেন।

গাছের তলায় গিয়াই বৃক্ষোপরিস্থিত সমগ্র ফল লাভ হইয়াছে, মনে করিলে কিছু প্রকৃত প্রস্তাবে তাদৃশ ফল লাভ হয় না, সেরূপ শিষ্যব্রুব গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, মনে করিলেই শিষ্য হইতে পারেন না। যেকালে শিষ্যব্রুব আপনাকে শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস জানেন, তখনই তাঁহার শিষ্যত্ব, নতুবা শিষ্যত্ব হইতে পতন হইয়া 'আউলবাউল' নামে উপসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যান। তখন শিষ্য নিজগুরুর শিষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিয়া গুরুদ্রোহিতা করিয়া ফেলেন এবং তাহাকেই ধর্ম্ম নামে চালাইতে থাকেন। যদি কোন গুরুব্রুব অক্ষজ-কর্ম্মবাদীকে নিজ শিষ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই স্বীয় গুরুত্ব বিনাশ করিয়া গুরুব্রুবত্বে স্থাপিত হইবেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মঙ্গল করিতে পারিলে, দিব্যজ্ঞানে আলোকিত করিতে অসমর্থ হইলে, শিষ্যব্রুবের সঙ্গ পরিত্যাগ কারণ আপনাকে আর গুরুরূপত্বে স্থাপিত করিবেন না। তাহা হইলেই জানা যায় যে, গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই এই সমস্ত পরীক্ষা-বিধি কিছু গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। তাহার পরবর্ত্তী সময়েই গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে; সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর দিব্যজ্ঞানে আলোকিত শিষ্য, গুরু হইতে প্রাপ্ত নিরস্তকুহক সত্যের প্রতি সন্দিহান হইতে পারেন না। ভক্তিশাস্ত্রেও অক্ষজ শিষ্যব্রুবের এরূপ আচরণ ভক্তির অনুকূল বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

মহামহোৎসব

গত ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক কালব্যাপী মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইতেছে। প্রত্যহ উষায় অরুণোদয় কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী, পূর্ব্বাহ্ণে নগর-সংকীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ-বিতরণ, অপরাহ্ণে হরিকথা ও নামসংকীর্ত্তন, সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও আরাত্রিক কীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ সম্মানাদি উৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে।

আগামী ৮ই ভাদ্র মঙ্গলবার দিবস শ্রীবলদেবাবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীমঠে একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। সজ্জনগণের যোগদান প্রার্থনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫, টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ০।০ /১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১০ উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক
সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
তন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরানিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাগমা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ. পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অথবা-

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা ভাদ্র বুধবার—১৩৩৩

এসেম্বলীহলে

'গৌড়ীয় দর্শনে'র

গত ২৩শে শ্রাবণ ১১ই আগষ্ট রবিবার এলবার্টহলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে একটী বিরাট সভা আহুত হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ধর্ম-প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন পি, আর, এস; পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী; কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রোজ্জ এম, এ; অধ্যাপক বেতারেন্দ্র কাদার ভোলান; অধ্যাপক পূর্ণানন্দ ত্রিবেদী এম, এ, পি, এইচ, ডি, আই, ই, এস, পি, আর, এস; শ্রীযুক্তা রাজকুমারীদাস এম, এ, আই, ই, এস্, প্রিন্সিপাল বেথুন কলেজ; অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, স্কটিশ চেচেন কলেজ; অধ্যাপক অমূল্য চন্দ্র আয়কট এম, এ, পি, এল; অধ্যাপক মন্মথনাথ বসু এম, এ; অধ্যাপক ডি, এন্ মুখার্জ্জী এম, এ; রায়বাহাদুর ক্যাপ্টেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত; রায় বাহাদুর গোবিন্দ লাল বাণার্জি; শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র শেঠ বি, এল, হাইকোর্ট; পণ্ডিত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল প্রভৃতি শত শত সম্ভ্রান্তব্যক্তি সভা বিভূষিত করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই সভায় 'গৌড়ীয়-দর্শন'-সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া দার্শনিক বিশ্বের মধ্যে গৌড়ীয়-দর্শন কিরূপে সার্ব্বভৌম-পদ অধিকার করিয়াছে, তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক-জগতের দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাস ও দার্শনিক তথ্যগুলি বিশ্লেষণ পূর্ব্বক বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যপ্রভুপাদের বিপুল বিচারগর্ভ বক্তৃতা হইতে কএকটী স্থূলাংশমাত্র সঙ্কলিত হইল

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্য প্রথমে গৌড়ীয় দর্শন ও বিশ্বদর্শনের মধ্যে 'একায়নপন্থা'বাদ ও বিভিন্ন 'সমাজ-মানদণ্ড'বাদের পার্থক্য বিচার করেন। গৌড়ীয় দর্শনে একায়নপন্থা এবং তাহাই একায়নবিগ্রহরূপে বিভিন্ন অবান্তরক স্বীকৃত। মহাপ্রভু-জন্মস্থানেই 'গৌড়ীয়'। "'গৌড়ীয়' কোন স্থান, কাল, পাত্রে আবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ধারণা নহে যে, কোন দেশে আবির্ভূত যে কেহ স্বরূপোদ্বোধনে 'গৌড়ীয়' নামে পরিচিত হইতে পারেন। বিশ্ব-দর্শনে 'কর্ম্ম' শব্দের তাৎপর্য্য এবং গৌড়ীয়-দর্শনে 'লীলা' পরিভাষার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন,—কর্ম্মের ভূমিকা স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধি এবং লীলার ভূমিকা স্থূল-সূক্ষ্মাতীত, চিজ্জগৎ। কর্ম্ম—বিরাটের অন্তর্ভুক্ত, অস্বতন্ত্র, সাপেক্ষ ধর্ম্মযুক্ত, অনিত্য; আর লীলা—স্বরাটের স্বিরক্ষণ ইচ্ছার অধীন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও নিত্য। গৌড়ীয়-দর্শন—অতীন্দ্রিয় দর্শন, সেই অতীন্দ্রিয়কে দর্শন করিতে হইলে শ্রুতি-দ্বারে দর্শন করিতে হয়। শ্রুতি বা শব্দের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া স্ফোটবাদের বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং পাণিনি-দর্শনোক্ত স্ফোটবাদের যে সাধারণ বিচার শঙ্কর-শারীরক-ভাষ্য, রত্নপ্রভা, আনন্দগিরি, ভামতী, জয়ন্তভট্ট বা প্রাচীন কৈয়ট, কাশিকা প্রভৃতি মনীষিগণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বসম্বাদিনীকার শ্রীজীব গোস্বামী, ভাষ্য-পীঠককার বলদেব যাহা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার বিচার করিয়া অর্থাৎ 'স্ফোটই সচ্চিদানন্দ জগৎ পরমাত্ম-নাম ব্রহ্ম' স্ফোটবাদের এই বিচারের বিষদৃষ্টি—যাহা মহাপ্রভু নবদ্বীপ-লীলায় ব্যাকরণের পড়ুয়াগণকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং যাহা শ্রীজীব গোস্বামিপাদের হরিনামামৃত ব্যাকরণে পূর্ণ স্ফুটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে বিশেষ বিবৃত করিয়া গৌড়ীয়-দর্শনে স্ফোটের মূর্ত্তাকার শ্রীনামের বিচার প্রদর্শন করেন। স্ফোটবাদের সাধারণ বিচার বর্ণ ও বর্ণীর-ভেদ হইতে উত্থিত; কিন্তু যেখানে বর্ণ ও বর্ণীর, শব্দ ও শব্দীর মধ্যে ভেদ নাই, সেখানে যে স্ফোটবাদের তাৎপর্য্য, তাহাই গৌড়ীয়-দর্শনের গোড়ার কথা। স্ফোটবাদোক্ত বর্ণাভিব্যক্তি, বর্ণাভিব্যক্ত 'নিত্য'শব্দের আলোচনা-মুখে গৌড়ীয়-দর্শনে বর্ণ ও বর্ণীতে, বিগ্রহ ও বিগ্রহীতে কোন ভেদ না থাকায় গৌড়ীয়-দর্শন পৌত্তলিকবাদে প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা প্রদর্শন করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে ভাগবতের পরম প্রামাণিকত্ব বিচার করেন। গৌড়ীয়-দর্শন কেবল অক্ষজ্ঞানমূলক নহে, অক্ষজ্ঞানের পর তন্নির্দ্দেশ ও তদ্বিচিত্রতা-জ্ঞাপনময়; শ্রুতি ও চক্ষুরাদির দ্বারা তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপরে ভাগবতের অক্ষজ্ঞ উদাহরণ এবং মনীষী নিউটনের উদাহরণ দ্বারা ঐতিহাসিক-পন্থীর অভিজ্ঞতাবাদের ব্যভিচার ও খণ্ড প্রামাণিক করিয়া বিবৃত ভক্তিবিজ্ঞানের সার্থকতা প্রদর্শন করেন। গৌড়ীয়-দর্শনে মায়া, মায়ী ও জীবের বিচার প্রদর্শন করেন এবং বেদ-বিদ্বেষী চার্ব্বাক, বর্দ্ধমান জ্ঞাতি-পুত্রের পরিপুষ্ট আর্হৎ ও ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ নাস্তিক-দর্শনের বিচার করিয়া শ্রীমধ্ব ও শ্রীরামানুজের আস্তিক্য-দর্শন, তৎপরে পদার্থবাদী-বৈয়াকরণ, বাক্যার্থবাদী মীমাংসক, উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দ-প্রমাণান্তর অধিকারী নৈয়ায়িক, উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তর অনঙ্গীকারী বৈশেষিক, তৎপরে চারিপ্রকার শৈব-দর্শন, যথা—নকুলীশ-পাশুপত দর্শন, শৈব-দর্শন, সাম্বাত্মক প্রত্যভিজ্ঞ-দর্শন ও রসেশ্বর-দর্শন সম্বন্ধে বিচার করেন। তৎপরে সাংখ্য ও পাতঞ্জল-দর্শন ভাগবতে কিরূপে বিচারিত হইয়াছে, তাহা বিবৃত করেন। মহাপ্রভু এই সকল দার্শনিক বিচার এবং শাঙ্কর-দর্শনের কিরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া গৌড়ীয়-দর্শনের বৈশিষ্ট্য জানান। প্রকাশানন্দ সরস্বতী পাদ ষড়্দর্শন এবং কেবলাদ্বৈত-দর্শনের সঙ্গে গৌড়ীয় দর্শনের যে বিচার শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইতে গৌড়ীয়-দর্শনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন,—

'যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হইতে॥
মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ॥
ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্বিশেষ ব্রহ্মে হেতু কয়॥
পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর হয় স্বরূপ-জ্ঞান।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয়মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত-বর্ণন॥
বেদান্ত-মতে—ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয়ত সগুণ॥'

(চৈঃ চরিতামৃত)

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মণ-ব্রুব

বেদপাঠী বিপ্রের পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলে। প্রজাপতি ব্রহ্মার অধস্তনকেও ব্রাহ্মণ বলে। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বেদ', সুতরাং বেদাধীতীও ব্রাহ্মণ। মহাভারত বলেন, সকল মনুষ্যই ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। সকলেই ব্রহ্মার সন্তান, সুতরাং ব্রাহ্মণ, কিন্তু শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র পালন না করিলে সাধারণতঃ ব্রহ্মার সকল সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আভাহত করা হয় না। গৃহ্যসূত্র স্বয়ং বেদ না হইলেও বেদাঙ্গবটকের অন্তর্ভুক্ত কল্পশাস্ত্র; সুতরাং কল্পশাস্ত্রবিহিত ব্যবহার পরিত্যাগে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণতা নাই। ভার্গবীয় সংহিতা বলিয়াছেন,—

"যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

মহাভারতে জাতকর্ম্মাদি অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারের কথা নীলকণ্ঠটীকায় এরূপ লিখিত আছে—"জাতকর্ম্মাদিভিরষ্টচত্বারিংশতা। যস্যৈতে অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ স ব্রাহ্মণঃ। সাযুজ্যতাং সরূপতাং গচ্ছতি ইতি স্মৃতিঃ।" মূল প্রমাণ, যথা—

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন-সম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥"
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ হইবে; কিন্তু ব্রাহ্মণ-ব্রুবের পুত্র ব্রাহ্মণ, এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে নাই। ব্রাহ্মণব্রুব সম্বন্ধে মনুসংহিতা ৭মঅঃ ৮৫ শ্লোকে দানফলের পরিমাণ বিষয়ে অব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণব্রুব, অধীতবেদ ব্রাহ্মণ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণভেদ এরূপ লিখিত আছে—

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে॥"

কুল্লূক ভট্ট তট্টীকায় লিখিয়াছেন—যো ব্রাহ্মণঃ ক্রিয়ারহিতঃ আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতি স ব্রাহ্মণব্রুবঃ।

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ১০৯ অধ্যায়ে 'ব্রাহ্মণব্রুব' সংজ্ঞানিরূপণে চারিটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—

"বিপ্রঃ সংস্কারযুক্তো ন নিত্যং সন্ধ্যাদিকর্ম্ম যঃ।
নৈমিত্তিকন্তু নো কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুব উচ্যতে॥
যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বসংস্কারৈর্দ্বিজস্তু নিয়মব্রতৈঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥
গর্ভাধানাদিভির্যুক্তস্তথোপনয়নেন চ।
ন কর্ম্মকৃৎ ন চাধীতে স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥
অধ্যাপয়তি যো শিষ্যান্নাধীতে চেদযুক্তমম্।
গর্ভাধানাদিসংস্কারৈর্যুক্তঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥

যাঁহারা শাস্ত্রশাসন না মানিয়া ব্রাহ্মণ পরিচয়ে বর্ণান্তরিত হন নাই, অথচ বর্ণান্তরিত হইবার সকল যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণব্রুব।

মহাভারত মোক্ষধর্ম ১৮৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"ন বিশেষোঽস্তি, বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥"

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্ত-বেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥

শূদ্রে চৈতদ্ ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥"

ব্রাহ্মণ নিরূপণ বিষয়ে দুই প্রকার পদ্ধতি গৃহীত হয়। ব্রাহ্মণের শৌক্র আধস্তনিক ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট অভিগমন করিলে তাহাকে গুরু বেদপাঠের উপযোগী জানিয়া কৌলিক রীতি অনুসারে বেদসমীপে আনয়ন করিবেন—ইহাই গোভিল কাত্যায়ন প্রভৃতি গৃহ্যসূত্রের মত। বাজসনেয়িগণ এরূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু একায়ন-শাখিগণ সংস্কার-ত্রয়ের উপযোগিতা স্বীকার না করিয়াও যোগ্যশিষ্যকে ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করান। শাখা-ভেদে বিভিন্ন গৃহ্যোক্ত পদ্ধতির ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহারা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, শূদ্রবংশোদ্ভব কবষকে উপনীত করাইয়া ঋষিত্বে গণনা করা আচার্য্যের কৃত্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা ছান্দোগ্য উপনিষদে জাবালার ঐতিহ্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও "দৈবাৎ ন দিবেৎ" সম্প্রদায়ের মৎসরতা উপলব্ধি করিতে পারেন।

কপটগুলি এত নিজ স্বার্থে এরূপ অন্ধ যে, তাহারা নিজে সুবিধা পাইয়া পরস্রোতে পরমপ্রবীণ। বাঙ্গালা দেশে শৌক্রপদ্ধতিমতে যে সংস্কার প্রচলিত হয় এবং "দৈবাৎ ন দিবেৎ" সম্প্রদায় যাহা আর্যপ্রণোদিত বলিয়া স্বীকৃত করিয়া বদ্ধপরিকর, তাহাদিগের সম্বন্ধে সে দিবস জনসমাকুল বাষ্পীয় যানের কক্ষবিশেষে আমরা যে গল্পটী শুনিয়াছি, তাহা এই—

কোন কান্যকুব্জ শৌক্রকুলোদ্ভূত একটি পাঞ্জাবদেশীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—'বঙ্গদেশে শৌক্রপদ্ধতিমতে যে ব্রাহ্মণতা চলিতেছে, তাহা আর কিছুই নয়। এই বাষ্পীয় যানের জনসমাকীর্ণ আরোহিগণের ন্যায়। যে আরোহী বলপূর্ব্বক যানোদ্ঘাটনপূর্ব্বক যানের ভিতরে উঠিয়া পড়িতেছেন, তিনি অন্য আরোহিগণকে গাড়ীতে উঠিতে দিতে চান না। ব্রাহ্মণগণের পাঠ বিহীন হইয়া বেদ-রহিত নিরক্ষর বিপ্রও আপনার সংস্কার-গৌরবে স্ফীত হইয়া আপনাকে ব্রাহ্মণব্রুব বলিবার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়া যানে আরোহণোদ্যত স্বীয় ভ্রাতৃবর্গকে অবহেলা করিতেছেন, কেন না, তিনিই স্বয়ং যানারোহণ করিয়াছেন এবং উহাতে একমাত্র তাঁহারই যোগ্যতা বিদ্যমান!'

উপরিলিখিত কাহিনী শুনিয়া সত্য-প্রিয় ব্যক্তিগণের ইতিহাস উদ্ঘাটনে প্রবৃত্তি হইবে। নিরপেক্ষভাবে প্রাচীন ইতিহাসগুলি আলোচনা করিবার পর তাঁহারা অবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমপদ্ধতির বর্ত্তমান পক্ষাঘাত ব্যাধি অবলোকন পূর্ব্বক দৈব্য-সাবিত্র্য পদ্ধতিকেই বহুমানন করিতে শিখিবেন, সন্দেহ নাই। দৈব্যসাবিত্র্য পদ্ধতির জনক শ্রীপাদ সনাতন ও তদনুগ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর জয় হউক। তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর জয় হউক। তাঁহার রচিত 'সৎক্রিয়া সার দীপিকা' ও পরিশিষ্ট 'সংস্কার-দীপিকা' শাস্ত্রই সমগ্র জগতে "দৈবাৎ ন দিবেৎ" সম্প্রদায়ের হৃৎকম্প উপস্থিত করুক। শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর 'সংস্কার চন্দ্রিকা' ভারতীয় দৈব সাবিত্র্য সম্প্রদায়ের গৃহসূত্ররূপে পরিগণিত হউক। এত স্পষ্টরূপে ছান্দোগ্য পাঠান্তরেও 'দৈবাৎ ন দিবেৎ' সম্প্রদায় কি বলেন?

'দৈবাৎ ন দিবেৎ' সম্প্রদায় হুঁকোর খোল ও নলচে বাদ দিয়া হুঁকোয় তামাকু সেবন করিতে শিখিয়াছেন—এ মায়িক খেলা আমাদিগকে তাঁহাদের ইন্দ্রজাল-বিদ্যা বা চাতুরীর প্রশংসা করিতে হয়। কল্পজড়ন্যায়কুলধুরন্ধর তর্করত্ন ও তর্কদর্শন ন্যায়তীর্থ এবিষয়ে কি বলিতে চান?

তাঁহারা কি মহাভারত ও হরিভক্তি-বিলাসে 'দীক্ষা-বিধান-কৃত্যে' পড়েন নাই—'গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সম্যক্‌চ কারয়েৎ।' এরূপ বহু বহু প্রমাণ তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না কেন?

নাস্তিক.

'নাস্তিক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দেখা যায়, নাস্তীতি মতিঃ যস্য সঃ বা নাস্তি পরলোক ঈশ্বরো বেতি মতির্যস্য স এব নাস্তিকঃ অর্থাৎ যিনি বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন বা যাঁহার মতে ভগবান্ ও পরলোক নাই, সেই ব্যক্তিই 'নাস্তিক' শব্দবাচ্য। মনুসংহিতা (২।১১) বলেন:—

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥"

যে সকল দ্বিজ হেতুশাস্ত্র বা তর্ককে আশ্রয়পূর্ব্বক ধর্ম্মমূল বেদ ও স্মৃতিকে অমান্য করে, সেই সকল বেদনিন্দক 'নাস্তিক' বলিয়া অভিহিত।

প্রত্যক্ষবাদের উপরই তর্কশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং নাস্তিকগণ প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষবাদিগণ বহিঃপ্রজ্ঞা (যথা চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ বা মন) দ্বারা যাহা বিচার করিয়া উঠিতে পারেন, তাহাকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করেন। 'নাস্তিক' বলিতে আমরা সাধারণতঃ বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক ইহাদিগকেই জানি। কারণ, ইহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। চার্ব্বাকের মতে আত্মা বা পরকাল নাই। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"—মৃতদেহ পোড়াইলে ছাই হয়, সুতরাং ছাই কি আর জন্মিতে পারে? সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক—এই চারি শ্রেণীর বৌদ্ধকেই নাস্তিক বলিয়াছেন। ইঁহারা একমাত্র প্রত্যক্ষই স্বীকার করেন। ইঁহারা আত্মা স্বীকার না করিলেও জন্মপ্রবাহ স্বীকার করেন। চেতনত্ব বা সুখ-দুঃখের অনুভূতিই জন্মের কারণ। সুতরাং অচিৎ বা চেতনা-রহিত হওয়া বা শূন্যত্ব জন্মপ্রবাহ রূপ দুঃখ হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় বা নির্ব্বাণরূপ পরম পুরুষার্থ।

উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন এই নানাবিধ মতবাদকে খণ্ডন করিয়া বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আবার জীবকে পরম সত্য হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সূত্রকার ব্যাসদেব স্বয়ংই তাহার এক বিশদ অকৃত্রিম ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। যেখানে সূত্রকর্ত্তা ও ভাষ্যকর্ত্তা একই ব্যক্তি, সেখানে সূত্রের যথার্থ অর্থ বুঝিতে কোনও সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। যথা—গরুড়ে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥"
"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।"

ভাঃ—১২।১৩।১৫।

এই অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব-প্রথমেই বেদান্তের ২য় সূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পরম সত্য বাস্তব বস্তুকে ধ্যান করিয়াছেন। পরমসত্য নিরস্ত-কুহক অধোক্ষজ বস্তু। অধোক্ষজ বস্তুর অর্থ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানং যেন" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অতীত বস্তুই অধোক্ষজ বস্তু। সুতরাং পরমসত্য বস্তুই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানাতীত বস্তু। এই অধোক্ষজ বস্তুকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া লইতে চাহেন, তাঁহারাই নাস্তিক।

বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপিয়া লইতে যাওয়াই মায়ার ক্রিয়া বা নাস্তিকতা। এই জন্য বৌদ্ধ নাস্তিক, জৈন নাস্তিক, চার্ব্বাক নাস্তিক, কিন্তু ইঁহারা ছাড়া আরও অনেক প্রচ্ছন্ন নাস্তিক আছেন। তাঁহাদের নাস্তিকতা আরও অধিক বেশী। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও সত্যানু-সন্ধিৎসু, তাঁহারা এ বিষয়েই নিরপেক্ষ আলোচনা করিবেন। মনোধর্ম্মের বশীভূত হইলে পরমসত্য-নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবেন না। আমরা নিরস্তকুহক পরমসত্যের ধ্যানকারী শ্রীব্যাসদেবের অনুগত জনের একটী পরম উপাদেয় গ্রন্থে এই শ্লোকটি দেখিতে পাই—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥"

বৌদ্ধগণ স্পষ্টভাবে বেদ না মানার জন্য নাস্তিক পদবী লাভ করিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদিগণ বেদকে আশ্রয় করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে নাস্তিক হইয়াছেন। যথা পাদ্মোত্তর-খণ্ডে ২৭ অঃ ৭ম শ্লোক:—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥"

ঐ—৬২।৩১ শ্লোক—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা

বরাহে—

"এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয় ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠে বলিয়াছেন—

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥'

শ্রীবিগ্রহ.

'শ্রীবিগ্রহ' বলিতে নিত্য ভগবৎ-স্বরূপ বুঝাইলেও সাধারণতঃ লোকে অর্চ্চা-বিগ্রহকে লক্ষ্য করে। ভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবকে কৃপা করিবার নিমিত্ত অর্চ্চা-বিগ্রহে তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া, সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বিগ্রহ-বিগ্রহ অষ্ট প্রকার যথা,—(১) শিলা (স্বয়ং ভগবান্), (২) দারু (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ,

প্রাপ্য ও স্থাপিত), (৩) বিভব (মৎস্য-কূর্ম্মাদি অংশ অবতারগণ), (৪) অন্তর্যামী (উপাসকের হৃদয়ে উপস্থিত অঙ্গুষ্ঠ উপাস্য তত্ত্ব) ও (৫) অর্চ্চাবতার (অর্চ্চনীয় শ্রীবিগ্রহ)। এই পঞ্চ শ্রীমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময় ও অভিন্ন। পূজারহিত বা অপ্রতিষ্ঠিত এবং স্মার্ত্ত-বেদান্তাদি মায়াবাদিগণের দ্বারা অনন্য-জ্ঞানাভাবে পূজিত প্রতিমূর্ত্তিতে ভগবৎস্বরূপ-শক্তির অভাব বশতঃ উহা মায়িক বা অভিজ্ঞতাহীন পুত্তলিকা মাত্র; ভগবদ্ভক্তের উপাস্য শ্রীবিগ্রহ নহেন। যথা হঃ ভঃ বিঃ ১৯শ বিলাস ৩০১ সংখ্যাধৃত ব্রহ্মপুরাণ-বচন,—

"ধ্বজিত্তে স্ফুটিতে দুষ্টে মানবিবর্জ্জিতে।
মার্গহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু॥
অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিতস্পর্শদূষিতে।
দশস্বেতেষু নো চক্রুঃ সন্নিধানং
দিবৌকসঃ॥"

শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধি তদধিকারীদের জন্য শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১৯শ বিলাসে লিপিবদ্ধ আছে। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিধানের তাৎপর্য্য এই যে অন্তর্যামী ভগবান উদাসীন-ভাবে সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; সেবাবৃত্তির উদয়ে সেবাপর হইলে জীব ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন; ঐ সেবাপরা বৃত্তিকে জাগরিতা করিতে হইলে হৃদয়মন্দিরে নিত্য সেবা-বস্তুর প্রাকট্য সাধনের প্রয়োজন হয়, তাহারই প্রারম্ভ-স্বরূপ বহির্জগতে শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা।

শাস্ত্র বলেন, শ্রীঅর্চ্চাবতার প্রতিষ্ঠিত হইলে, জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ জগৎ জড়চেষ্টাপরতা হইতে ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হয়। যথা, হঃ ভঃ বিঃ ১৯শ বিলাসে, একাদশ স্কন্ধোক্ত ভাগবত-বাক্য,

"চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীব-
মন্দিরম্।"
(ভাঃ ১১।২৭।১৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—

"প্রকর্ষেণ স্থীয়তেঽস্যামিতি প্রতিষ্ঠা। জীবমন্দিরম্ সর্ব্বজীবানামাশ্রয়ঃ সাক্ষাদ্ধ-রেবেত্যর্থঃ।" অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিতির নামই প্রতিষ্ঠা। আর 'জীবমন্দির' বলিতে সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবান্। সুতরাং 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' বলিতে সর্ব্বজীবের প্রাণ-স্বরূপ ভগবান্‌কে হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন করা বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীবিগ্রহে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা নাইপ তথাপি অর্চ্চনমার্গে জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের ভোগময়ী বুদ্ধি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে হঃ ভঃ বিঃ ১৯শ বিলাসের ঐ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' শব্দের এইরূপ অর্থতাৎপর্য্য উপলব্ধ হইলে, তাহাতে দেহ-দেহীভেদ-জ্ঞান হয় কিনা—এইরূপ প্রশ্নোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীবিগ্রহের অঙ্গাদি হইতে অঙ্গ নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা (হঃ ভঃ বিঃ ১৯।২৯২—২৯৫)। উহা অর্চ্চাবতারের অসুর-বিমোহন ও ভক্তার্ত্তি-বর্দ্ধন-লীলা মাত্র। ঐ বিধি স্মার্ত্তগণের আবাহন-বিসর্জ্জন বা ভাঙ্গাগড়া নহে। উদাহরণ-স্বরূপ যথা, ভগবানের ভয়, ক্লেশ নিদ্রা প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার দোষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের কংস, শিশুপাল-জনিত ভয়, গোচারণ প্রভৃতি লীলায় পরিশ্রম, তজ্জনিত নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ভগবানে ঐগুলি না থাকিলেও ভক্তগণের সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষের নিমিত্তই তিনি ঐগুলি স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিতে হইবে না।

অনুভূতিবাদের সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১৯ সংখ্যার পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

মায়াবাদের কোন নিকাম ভক্ত হয়ত বলিতে পারেন যে, 'আস্তি কিঞ্চিৎ' অর্থাৎ কিছু বটে, এই অনুভূতিটুকু ব্যতীত অন্য যে জাতি গুণ-আকারাদি কৃত ভেদ আছে, কেবল তাহাই প্রত্যক্ষ দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। কোন অবলম্বন বা আশ্রয় ব্যতীত পরস্পরাভাব-রূপ ভেদের গ্রহণ হইতে পারে না; এই অকিঞ্চিৎকর যুক্ত্যাভাস বলে অনুভূতির সবিশেষতা অপ্রতিপন্ন করিবার যে প্রয়াস, তাহা যেন ধূম্রজাল দ্বারা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তেজোদীপ্ত কররাজ আবরণ করিবার উদ্যমবৎ হাস্যাস্পদ ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

যদি জাত্যাদি পরস্পরাভাবরূপ ভেদ গ্রহণ করা সম্ভবপর না হইত, তাহা হইলে লোকে অশ্ব ক্রয় করিতে যাইয়া ছাগ ক্রয় করিয়া লইয়া আসিতে পারিত, কিংবা কাহারও ঘটের প্রয়োজন হইলে ঘট ক্রয় করিতে যাইয়া বিক্রেতা যদ্যপি তাহাকে পট প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বিক্রেতাকে এবে পট, আমি ইহা চাহিনা, আমাকে ঘট দেওয়া হউক, এরূপ বলা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না।

যাঁহারা 'অস্তি কিঞ্চিৎ' এইরূপ নির্ব্বিশেষ বিষয় মানিতে প্রস্তুত, অথচ জাত্যাদি-কৃত ভেদকে প্রত্যক্ষগোচর বলিয়া মানিতে চাহেন না, তাঁহারা কোন তীর্থে সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিতে গিয়া কোন কারণে পরস্পরের সঙ্গচ্যুত হইয়া পড়িলে কোন শ্মশ্রুযুক্ত ব্যক্তির হস্ত ধরিয়া তাঁহাকেই তাঁহার স্ত্রী বলিয়া দাবী করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখা যায়, প্রতিবাদিগণের এরূপ ঘটনা ঘটিলেও প্রচুর লোক-সংঘট্টের ভিতর হইতে জাত্যাদিকৃত ভেদের প্রত্যক্ষ দ্বারা অনুভব লাভ করিয়াই উহার স্ত্রীকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন এবং হাসিমুখে সস্ত্রীক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন

অতঃপর 'অস্তি কিঞ্চিৎ' সহ জাত্যাদি কৃত ভেদও যে প্রত্যক্ষগোচর, সে বিষয়ে বোধ করি, আর প্রতিবাদিগণের কোন সন্দেহ থাকিবে না এবং তাঁহাদিগকে এই গুরুতর বিপত্তি-নিবারক যুক্তিটী প্রদর্শন করাইয়া দিবার জন্য আশা করি আমা-দিগকে একটু সুনজরেই দেখিবেন। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে অনুভূতি, নির্ব্বিশেষ নহে, সবিশেষ।

তবে কোন কোন স্থলে অনুভূতি নির্ব্বিশেষ বলিয়া ভাণ হয়, তথায় বস্তুর জাতি-গুণাদি অতিশয় সূক্ষ্ম অথবা অব্যক্ত বলিয়াই ওরূপ ভাণ হয়, আবার কোথাও গ্রহণ-শক্তির ন্যূনতাবশতঃ ঐরূপ ভাণ হয়, ইহা পরে আলোচিত হইবে।

মায়াবাদী আরও বলিয়াছেন যে, ঘটোঽস্তি' ইত্যাদি অনুভবে ঐ অনুভব ব্যতীত ঘটাদি অন্যবিধ পদার্থের বোধ হয় বলিয়া ব্যাবর্ত্তন হয়। আচ্ছা এই নির্ণয়টীও কি বিলক্ষণ বিস্ময়কর নহে? বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, কি প্রকারে বাধ হয়? অবিরোধে কি কোথাও বাধ হয়? বিভিন্ন দুইটি অনুভবের মধ্যে বিরোধ হইলেই তন্মধ্যে একটীর বাধ হইয়া থাকে। ঘটানুভব, পটানুভব ইত্যাদি সকলের মধ্যে যে কোন দুইটী অনুভব লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, ঐ দুই পৃথক্ অনুভবে দেশকালাদির ভেদবশতঃ কোনরূপ বিরোধ হওয়াই সম্ভবপর নহে। যদি ঘট বা পটা-নুভবের ন্যায় কোন দুইটী অনুভব একই সময়ে হইতে পারিত, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং সেই বিরোধবশতঃ উহাদের মধ্যে যে কোন একটীর বাধও হইতে পারিত। কিন্তু বিরোধ হওয়ার যখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন বাধও হইতে পারে না। ঘটো-ঽস্তি ইত্যাদি অনুভবে ঐ অনুভব ও ঘটাদি অন্যবিধ পদার্থে দেশকালাদির ভেদ থাকা-বশতঃ কোন বিরোধ নাই, বিরোধ না থাকায় বাধও নাই এবং বাধ না থাকায় ব্যাবৃত্তিও হইতে পারে না। আচ্ছা ভাল, যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে বাধ বা ব্যাব-র্ত্তন হয়, তাহা হইলে ঘটাদির অস্তিত্বটা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যাইবে নাকি? ওহে মায়াবাদিন্ মহোদয়, আপনাদের এইরূপ দার্শনিক যুক্তির অভিনব-আবর্ত্তে পড়িয়া যদি কেহ তাহা সম্বরণ করিতে অক্ষম হয়, দেখিবেন যেন দয়া করিয়া ক্রোধের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না।

অনুভূতির নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন-প্রয়াসী মায়াবাদীর এই অনুভূতি-বাদ যে কত অসংখ্য ত্রুটীবিশিষ্ট, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহা হউক, উহার আরও কয়েকটী কথায় কিছু আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

ইঁহারা বলিতেছেন যে, 'জ্ঞান পদার্থ কাহারও বিষয় হয় না, অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয় বা জ্ঞাপ্য নহে। উহা স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের গ্রহণ অপর কেহ করাইয়া দিতে পারে না।' আচ্ছা আপনাদের এ কথাটি কি সত্য? অপর কাহারও অনুভব কি স্বীয় অনুভবের বিষয় হয় না! এবং অতীত কালের বিবিধ অনুভব কি বর্ত্তমান কালের জ্ঞানের বিষয় হয় না! অথবা বর্ত্তমান সময়ের অনুভবকে কি ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞানের বিষয়রূপে পাওয়া যাইবে না? আরও বলিতেছেন যে, যাহা কাহারও বিষয় হয়, তাহা জড়। সুতরাং অপরের অনুভব স্বীয় হইলে অথবা অতীতের অনুভব বর্ত্তমানে অনুভূত হইলে, সেই অনুভবকে আর অনুভব বলা চলিবে না, তাহাকে জড় বলিতে হইবে—একথা অত্যন্ত আপত্তিজনক। জ্ঞানপদার্থ কাহারও বিষয় হয় না, একথা নিতান্ত গাজুরি। জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ হইলেও উহা অপরের অনুভবের আয়ত্ত। কারণ জ্ঞানবস্তুর স্বভাবই এইরূপ। যে বস্তুর স্বভাব যাহা, তৎসম্বন্ধে ঐরূপ তর্ক বৃথা।

মায়াবাদী আবার বলিতেছেন যে, যিনি স্বীয় সত্তা দ্বারা প্রকাশ করেন, তিনি অজড়, অনুভূতি স্বীয় সত্তা দ্বারা প্রকাশিত হয়েন বলিয়াই অনুভূতিই (জ্ঞানই) আত্মা। উত্তম যুক্তি বটে, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে এ কথাটী বলার ফল এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, দীপ স্বীয় সত্তা দ্বারা প্রকাশ করে বলিয়া উহাও অজড়, অর্থাৎ চেতন, সুতরাং প্রদীপও আত্মা।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে বসিয়া খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা তাহা লিখি-লেই কি তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে? যেমন দ্রষ্টা ও দৃশ্য না হইলে দর্শনের সিদ্ধি হইতে পারে না, দৃশ্য ও দ্রষ্টা না হইলে দর্শনের সিদ্ধি হয় না, তদ্রূপ অহং রূপ জ্ঞাতা এবং তদ্রূপ জ্ঞেয় পদার্থের অভাবে জ্ঞান বা অনুভূতির সিদ্ধি হইতে পারে না। এবং এক হেতু আত্মা স্বয়ং-প্রকাশ হইলেও অহং পদ প্রত্যয় দ্বারা জানা যাইতে পারেন। অথবা অনুপ্রকাশ বলা যাইতে পারে, অহং আত্মার স্বরূপ এবং অনুভূতি বা জ্ঞান তাঁহার ধর্ম।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন,　　২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন,　　৪ ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন,　　৬ বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়পিটিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

দ্বীপ দিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান- নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক ৴০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১ শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২ শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩ শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "ভক্তিকুটী"
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড/জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

১০

এলবার্টহলে

'গৌড়ীয় দর্শনে'র বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনকালে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ হইতে গৌড়ীয় দর্শনের কি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও বিবৃত করেন। প্রাচীন বিষ্ণুস্বামী, শ্রীধর এবং লক্ষ্মীধরের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সহিত বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পার্থক্য, বোধায়ন, যামুনাচার্য্য, গোষ্ঠীপূর্ণ এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শন, রামানুজীয় লোকাচার্য্যের অর্থপঞ্চক বিচার, মধ্বাচার্য্যের পঞ্চভেদবাদ, প্রাচীন নিম্বার্কের চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও পরবর্ত্তিকালের ভাস্কর, যামীর ও কেশব ভট্ট দ্বিজ বিচার, ভট্ট ভাস্করের ও শৈবদ্বৈতাদ্বৈত-বিচার এবং শ্রীকণ্ঠ ও পরিমলের লেখক অপ্যয়দীক্ষিতের শৈব বিশিষ্টাদ্বৈত বিচারের সহিত গৌড়ীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। নির্ব্বিশিষ্ট দর্শনের সহিত অভিন্নিবন পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-দর্শনের কোন বিবাদ নাই, তবে গৌড়ীয়-দর্শনের "অভিন্নিবন পর্য্যন্ত চিন্মাত্রোপলব্ধি বিচারের শেষ সীমা, কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনে চিদ্বিলাস-বিচারপ্রাচুর্য্য। চিদ্বিলাসে অচিদ্-বিলাসের হেয়তা আশঙ্কা করিয়া "কেবলাদ্বৈতবাদী চিন্মাত্র পর্য্যন্ত যে ইতি দিতে চাহেন, সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই, কারণ চিজ্জগৎ অপ্রাকৃত, সুতরাং সর্ব্ব হেয়তা-বর্জ্জিত। প্রাকৃত জগৎ চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব বলিয়া এখানে হেয়তা ও নশ্বরতা বিরাজমান। অতঃপর শঙ্করাচার্য্যের বিবর্ত্ত করিয়া গৌড়ীয়-দর্শনের শক্তিপরিণাম-বাদের বৈশিষ্ট্য বিচার করেন। এতৎ প্রসঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র বিচারে পাশ্চাত্ত্য জগতে যে 'অনল হক্' মতের উদ্ভব হয় সূফী সম্প্রদায়ের দার্শনিক বিচারে আবিষ্ট হইয়াছে, মহাপ্রভু বিজুলি খাঁ ও তাঁহার সহিত তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক দর্শন ও গৌড়ীয়-দর্শনের যে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও বিচার করেন। তৎপরে বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ, বিবর্ত্তবাদ প্রভৃতির বিচার আলোচনা করিয়া মধ্যযুগীয় গোলাতত্ত্ব শাস্ত্রের প্রচারিত মতে পৃথিবীকে মান-মন্দির জ্ঞান এবং তাহার চতুর্দ্দিকে গ্রহাদির পরিভ্রমণের (জিওসেন্ট্রিক থীওরী) উদাহরণ দিয়া অভিজ্ঞতা-বাদ-প্রসূত কেবলাদ্বৈত বাদের বিচার প্রদর্শন করেন এবং বৈজ্ঞানিক হেলিওসেন্ট্রিক বিচারে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিব্যাদি গ্রহের পরিভ্রমণের ন্যায় বিষ্ণুর চতুর্দ্দিকে নিখিল বস্তুর পরিভ্রমণের অর্থাৎ পূর্ণ আস্তিক্য-দর্শনের কথা বিচার করেন। বিরাটের অন্তর্গত বিশ্ব-দর্শনের সহিত পুরাটাস্তর্গত বিশ্ব-বৈষ্ণব-দর্শনের তুলনায় হেকিল, টিণ্ডাল, বুকনর, মালেস্কাট, কম্‌টি, ডনটন্ বাক্, শোপেনহাওয়ার, হার্টম্যান, হবস্‌লি, বেইন, কান্ট, স্পিনোজা, বার্কলি, লুইস্, হিউম্, উত্তার ওয়েগ, কারলাইল্ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের দার্শনিক-চিন্তা-স্রোত বিচার করেন। লেমার্ক ও ডারউইনের স্থূল জৈবজগতের ক্রম-বিকাশ-বাদ কিরূপে ভাগবতীয় দর্শনের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি—এই দশাবতারের বিচারে জীবের ভজন-রাজ্যের ক্রমবিকাশ-ধারণায় বিকৃত স্থূল অনুকরণ, কাবলাইলের বীর-পূজা বা নায়ক পূজার চিন্তা-স্রোত কিরূপে বর্দ্ধমান জাতিপুঞ্জাদির প্রচারিত নায়ক-পূজার অনুকরণ, স্পষ্ট নাস্তিক্যবাদ এবং অস্পষ্ট নাস্তিক্যবাদের অন্তর্গত সন্দেহবাদ ঘনীভূত হইয়া কিরূপে প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ ও মায়াবাদে পরিণত, আবার ক্লীব বিচারপর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা হইতে ক্রমবিকাশ হইয়া জীবের সেবা-বৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যভাব বর্জ্জিত একল বাসুদেবের উপাসনা, তৎপরে পুং-স্ত্রীভাব দম্পতি বৈকুণ্ঠস্থ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা, তৎপরে প্রপঞ্চাবতীর্ণ মর্য্যাদানীতি-সমন্বিত সীতা-রামের উপাসনা, একপত্নীব্রতধর রামোপাসনা হইতে আবার বহুবল্লভ দ্বারকেশের উপাসনা, দ্বারকেশের উপাসনা হইতে মথুরানাথের উপাসনা, তাহা হইতে আবার গোপবধূবিটি রাধাগোবিন্দের উপাসনা কিরূপে গৌড়ীয়-দর্শনের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা বিবৃত করেন।

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র গৌড়ীয়-দর্শনে চিন্মাত্রবাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত। গৌড়ীয়-দর্শন বলেন, স্বরাটের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতার সেব্যের স্বেচ্ছা-চারিতায় অর্থাৎ পূর্ণ প্রভুত্বে কোন প্রকারে বাধা দিবার চেষ্টায় ন্যায় কুদার্শনিক সিদ্ধান্ত আর নাই। গৌড়ীয়-দর্শন বলেন, রাধাগোবিন্দের সেব্যাতীত দার্শনিক-জগতে পরমোচ্চ দর্শনের কথা আর নাই। গৌড়ীয়-দর্শনে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রতির কথা কিরূপ বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহাও শ্রীপাদ ব্যাখ্যা করেন অচিজ্জগতে শান্ত-রতির স্থান সর্ব্বোচ্চ; পক্ষান্তরে চিজ্জগতে পঞ্চরতির মধ্যে শান্ত রতির স্থান সর্ব্বনিম্ন। গৌড়ীয়-দর্শনে কোন দেশ কাল পাত্রগত প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা নাই, গৌড়ীয়-দর্শন—সার্ব্বভৌম-দর্শন। আচার্য্যপাদ বিভিন্ন বিরুদ্ধিমূলে বৈচিত্র্যপূর্ণ বাগ-বাক্য দ্বারা 'গৌড়ীয়-দর্শন' ব্যাখ্যা করেন। গৌড়ীয়-দর্শন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই সকল কপটতার অতীত বাস্তব-সত্য দর্শনের সন্ধান প্রদান করেন। গৌড়ীয়-দর্শনে মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তির কথা বিশেষভাবে বিবৃত আছে। গৌড়ীয়-দর্শন অভিধেয় মূলক, তাহা নীরস নহে—সম্পূর্ণ সরস গৌড়ীয় দর্শনের বিচারে ভগবৎ-প্রীতিতেই নিজ প্রীতি পর্য্যবসিত। গৌড়ীয় যেরূপভাবে দর্শন করেন, সেরূপভাবে দর্শন করিলেই গৌড়ীয়ের দর্শন হইবে।—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন;
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—ইহাই গৌড়ীয়দর্শনের কথা। গৌড়ীয়-দর্শনের কথা উপনিষদ্ 'দ্বা সুপর্ণা' 'নিত্যো নিত্যানাং', 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ' 'এষোহস্য সম্প্রসাদঃ' 'রসো বৈ সঃ', 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে', 'অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানম্ চ', 'তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি' 'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্' প্রভৃতি বহু বহু বেদ-মন্ত্রের শ্রুতি তারস্বরে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদ দার্শনিক জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ" মন্ত্রে গৌড়ীয় দর্শনের মূল কথা প্রচার করিয়াছেন। যে স্ফোটবাদ বর্ণ ও ধ্বনিকে ভেদ স্থাপন করিয়াছে, সেই স্ফোটবাদই গৌড়ীয়-দর্শনের বিবদ্রূঢ়িগত হইয়া ছান্দোগ্যের মন্ত্রে গৌড়ীয়-দর্শনের সিদ্ধান্তিত সত্য আবিষ্কৃত করিয়াছে—

"অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ
স উদ্গীথঃ"।
"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বা-
ন্নামনামিনোঃ॥"

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

প্রাকৃত সহজিয়ার উপলব্ধির বিষয় নহে

চণ্ডীদাস ও রামী, বিদ্যাপতি ও লছিমা দেবী সংক্রান্ত নানাপ্রকার প্রসিদ্ধ কথা নীচ-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রচারিত কিম্বদন্তী মাত্র। উহা দ্বারা সহজিয়াগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি-অনুসারে ঐ অপবাদগুলি ভক্তরাজ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির স্কন্ধে চাপাইয়া নিজ নিজ ভোগ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ করিয়া লইতেছেন। সহজিয়াদের অস্পৃশ্য জাল পুঁথিগুলিতেই পরবর্ত্তি কালে ঐ সকল অপরাধমূলক বিষয় স্থান পাইয়াছে। "বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী" নামক একখানা অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ সহজিয়াবাদ-প্রচারকারিণী বৈষ্ণববিদ্বেষিণী নবীনা পুস্তিকায় এই সকল কথা স্থান পাইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—যাঁহার একমাত্র শিক্ষা "অসৎসঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮৭), যিনি কীর্ত্তনীয়া ছোট-হরিদাস বর্জ্জন-লীলা দ্বারা কীর্ত্তনকারী মহাজনদের চরিত্র কিরূপ শুদ্ধ হওয়া উচিত, তাহা জীবন্ত ভাবে জগতে প্রচার করিলেন; যাঁহার অনুগণ "প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥" আর "ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১৪৪); যাঁহার প্রিয়স্বরূপ রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামী "যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে নব নব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ" — "যখন হইতে আমার মন নব নব রসের আলয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সেবা করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন হইতেই নারীসঙ্গম স্মরণ করিলেও আমার মুখবিকৃতি ও থুৎকার পড়িয়া যায়।" (ভঃ রঃ সিঃ দঃ লঃ ৯৫।৩) — এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর এবং আচার্য্য শ্রীস্বরূপ, রূপ, যে মহাজনদ্বয় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির অপ্রাকৃত রসপদাবলীকে নিত্য-কণ্ঠহার-স্বরূপে ধারণ করিয়াছেন, সেই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির চরিত্রে যে কোন প্রকার অপবাদের অবকাশ থাকিতে পারে না, তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কি থাকিতে পারে? ঘৃণিত কামুকগণ নিজ চরিত্রানুরূপ মহাজনের চরিত্র কলুষিত করিবার উদ্দেশে এবং নিজ নিজ দুষ্প্রবৃত্তিজনিত পাপ পোষণ করিবার ছলনায়, জাল পুঁথি রচনা করিয়া এবং তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাদৃশ নীতি-বর্জ্জিত অশিক্ষিত সমাজের বিদ্বেষের ইন্ধন যোগাইয়াছে মাত্র।

শ্রীগৌরমন্ত্র

দেবতামাত্রেরই 'নাম' ও 'মন্ত্র' আছে, গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্, অজিত-ব্রজেন্দ্র-নন্দন, এখন তাঁহার মন্ত্র যে অবশ্যই শাস্ত্রে আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চাবিগ্রহ তাঁহার সময় হইতে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে, তদ্বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চাবিগ্রহ শাস্ত্রসম্মত। তাঁহার মন্ত্রাদিও—নিত্য, নাম, মন্ত্র ও বিগ্রহ অভিন্ন। গৌরসুন্দর বৈকুণ্ঠ বস্তু। আগে কৃষ্ণ ছিলেন, পরে গৌরসুন্দর হইলেন বা অগ্রে গৌর ছিলেন, পরে কৃষ্ণ হইয়াছেন এরূপ নহে, উভয়েই নিত্য। গোলোকের ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য-প্রকোষ্ঠে গৌরকৃষ্ণ তদীয় ভক্তবৃন্দের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত হইতেছেন। সুতরাং গৌরসুন্দর হইতে অভিন্ন, তাঁহার নাম ও মন্ত্র অনাদি ও নিত্য। নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি ভগবদবতার-সকলের মন্ত্র শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু "ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং"—(৭।৯।৩৮)—এই ভাগবতীয় পদ্যানুসারে গৌরসুন্দর প্রচ্ছন্নাবতার জানা যায়! প্রচ্ছন্নাবতারের মন্ত্র, সকল শাস্ত্রে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার মন্ত্র থাকিতে পারে না—এরূপ বিচার সমীচীন নহে। আবার কোন শাস্ত্রই যে ছন্নাবতারের মন্ত্র প্রকাশ করেন নাই—তাহাও নহে। কারণ 'ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র' 'অনন্তসংহিতা' প্রভৃতি সাত্বত-তন্ত্রে গৌরমন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ে সেই মন্ত্র আম্নায়-পারম্পর্য্যে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পার্ষদ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, তাঁহার শিষ্য শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামী, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী। ইনি শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শিক্ষানুসারে "ভজনপদ্ধতি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে গৌরমন্ত্রের উল্লেখ আছে। চিড়িয়াকুঞ্জের কৃষ্ণদাস বাবাজীর 'পূজাপদ্ধতি' নামক একখানি গ্রন্থ [illegible] করিয়া তাহাতে গৌরমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কালনা শান্তিপুরের কোন কোন অর্বাচীন পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চাবিগ্রহ থাকিলেই যে তাঁহার মন্ত্র স্বীকার

হইবে, এরূপ বলা যায় না। কেননা গৌরকৃষ্ণ অভেদ সুতরাং কৃষ্ণমন্ত্র দ্বারাই গৌরবিগ্রহের উপাসনা বা পূজা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ। এই যে, গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণপূজা ও কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজার কোন পার্থক্য নাই সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া গৌরমন্ত্রের প্রয়োজন নাই—এরূপ নহে; গৌরকৃষ্ণে

ভেদ-বুদ্ধি অপরাধ-জননী। যাঁহারা বলেন, আমরা কৃষ্ণমন্ত্র স্বীকার মাত্র করিব, গৌরমন্ত্র স্বীকারের প্রয়োজন নাই, অথবা গৌরমন্ত্র স্বীকার মাত্র করিব, কৃষ্ণমন্ত্রের প্রয়োজন নাই, তাঁহারা উভয়েই ভেদবাদী। এই জন্য জড়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে গৌরকৃষ্ণের সেবা করিবার উপদেশ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায়। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৫শ, ২৭০—

চৈতন্যলীলা অমৃতপূর কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর
দুঁহে মিলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥

অনর্থ মুক্ত স্বরূপ-সিদ্ধ ভক্তগণ অপরাধশূন্য শুদ্ধকৃষ্ণনাম-গ্রহণফলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহাদের অর্চ্চন-মার্গে দীক্ষাদির ব্যবস্থা স্বরূপতঃ নাই, কিন্তু কদর্য্যশীল, বিক্ষিপ্তচিত্ত, জড়রস-প্রমত্ত ব্যক্তিদিগের জড়প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে পাঞ্চরাত্রিক মার্গে দীক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন (ভক্তিসন্দর্ভ)। বিশেষতঃ কৃষ্ণনাম একমাত্র মুক্তকুলেরই উপাস্য বস্তু, কিন্তু গৌরনাম বা গৌরমন্ত্র অমুক্ত কুলেরও উপাস্য। গৌরনাম গ্রহণের ফলে আমাদের অপরাধ শীঘ্রই বিদূরিত হয় ও পরক্ষণেই আমরা গৌরাভিন্ন কৃষ্ণনাম গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করি। বদ্ধজীবের কৃষ্ণনাম-গ্রহণাপেক্ষা গৌরনামগ্রহণের যোগ্যতা অধিক—এতৎ প্রসঙ্গে "কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার" (চৈঃ চঃ আদি ৮।২৪), 'চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার' (চৈঃ চঃ আদি ৮।৩১) ইত্যাদি আলোচ্য।

নাস্তিকতা ও আস্তিকতা

শঙ্করাবতার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য অজ্ঞ জ্ঞান-বাদীদিগকে প্রতারিত করিবার জন্যই স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় অধোক্ষজ শ্রীভগবানের আদেশে বেদবিরুদ্ধ কল্পিত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন অজ্ঞবাদিগণ বুঝিয়া বুঝিতে পারেন না যে, অধোক্ষজ বা বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপা যায় না। অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত বিচার প্রযুক্ত হইতে পারে না। এইজন্যই বেদ পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ" ইত্যাদি। জড়ীয় বিচার যখন ইহজগতের বস্তুরই সকল সময় যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না, তখন অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিবে কি প্রকারে? ইষ্টক-খণ্ড পর্ব্বতের সহিত সংঘর্ষ করিতে গেলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তদাশ্রয়া বুদ্ধি বা ভগবৎকৃপাবলেই ভগবৎ-স্বরূপজ্ঞান সম্ভবপর।

বৃণুতে তেন লভ্যঃ,"
'তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥'
"তদৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে
মদনুগ্রহাৎ।"
"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন
সেবয়া"

সূর্য্যালোকেই সূর্য্যদর্শন সম্ভব, বৈদ্যুতিক আলোক যতই প্রখর শক্তিসম্পন্ন হউক না কেন, সূর্য্য-দর্শন করাইতে পারে না। মায়াবাদ আর কিছুই নহে—প্রত্যক্ষবাদের চরম পরিণতি মাত্র। মায়াবাদী প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিচার করিয়া দেখিলেন, জগতের বস্তুমাত্রই নাম-রূপাত্মক বা বৈচিত্র্যময়। সুতরাং ব্রহ্ম বা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু নিশ্চয়ই জড়-বিপরীত বস্তু হইবেন অর্থাৎ নামরূপবিহীন নিরাকার নির্ব্বিশেষ মাত্র। জগতের বস্তুতে ভেদ বর্ত্তমান, সুতরাং ব্রহ্ম জড়-বিপরীত স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত। ইহাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান।

প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের দ্বারা পরম সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলেই কোনও না কোনও মতবাদে প্রবেশ করিতে হইবে। হয় চার্ব্বাকাদির ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ স্থূল-দেহকেই যথাসর্ব্বস্ব সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবে ও তদ্বিচারমূলে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিবে, নতুবা পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীভগবানের চিৎশক্তি অস্বীকার করিয়া জড়বিলক্ষণ নির্ব্বিশেষ-বাদ স্থাপন করিবে। এইজন্যই শ্রুতি বলেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং
রতাঃ।

অর্থাৎ কেহ অবিদ্যা বা বেদ না মানিয়া অন্ধতমে প্রবিষ্ট হইতেছে, আবার কেহ অতিবিদ্যার জালে পড়িয়া মায়াতে প্রবিষ্ট হইতেছে।

মায়াবাদ বেদ বিরুদ্ধ। কারণ বেদ ব্রহ্মের পরিচয়ে বলিতেছেন—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী,
জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।"

এই বাক্যে শক্তির বৈচিত্র্য এবং "নিত্যো নিত্যানাং, চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্"—এই বাক্যদ্বারা নিত্যবস্তুর নানাত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বাক্যাবলী ঈশ্বরের অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারকত্ব নিরূপিত হইয়াছে। যাহা বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী, তাহাই মহাবাক্য। তদনীয় পরমব্রহ্মের অবতার-স্বরূপ প্রণবই মহাবাক্য, কারণ তাহা বেদের সর্ব্বদেশ-ব্যাপক। "তত্ত্বমস্যাদি" বাক্য প্রাদেশিক। "অপাণিপাদ" শ্রুতি প্রাকৃত চরণাদিকেই নিষেধ করিয়াছেন।

"অপাণিপাদ" শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত
পাণিচরণ।
পুনঃ কহে, শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ॥"
শ্রীচৈঃ চঃ।

সুতরাং পূর্ণশক্তিসম্পন্ন ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিক্রমে তাঁহাতে যুগপৎ সমস্ত বিরোধি গুণ-সকল থাকিতে পারে। তিনি যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। তাঁহাতে বিভুত্ব ও মূর্ত্তত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা ও নরজ্ঞাবজ্ঞা, নির্লেপতা ও ভক্ত-কৃপালুতা প্রভৃতি অসংখ্য পরস্পর বিরোধি গুণ সকল একই সময়ে অতি সুষ্ঠুভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে। ইহাই ভগবানের পূর্ণস্বরূপ্রমন্ত্রার ও ভগবত্তার পরিচায়ক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ বা আংশিক পরমাত্মস্বরূপ ভগবানেই ক্রোড়ীভূত। এই অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব ভগবানে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার কৃপা না পাইলে আর বুঝা যায় না, এই জন্যই শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের বাণী—

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

যাঁহারা একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন, তাঁহারাই মায়াবাদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভগবানের কৃপা-বলে অধোক্ষজ-স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন। যেখানে প্রপত্তির অভাব বা 'নিজে বিচার দ্বারা অধোক্ষজ বস্তু বুঝিয়া লইব' এইরূপ নিজের কর্তৃত্ব ও অভিমান, সেখানেই পরম সাধ্য বস্তুর গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজের অণুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—সেখানেই ভগবানে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা। সুতরাং—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।"
শ্রীমদ্ভাগবত

অধোক্ষজ বস্তুতে প্রপত্তি, ভক্তি বা অব্যাবহিত সেবাই আস্তিকতা বা জীবের পরম ধর্ম্ম।

অনুভূতিবাদের সমালোচনা

(পূর্বপ্রকাশিত ১৪৮ সংখ্যার পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

অতঃপরও যদি ইহাঁদের ভ্রম না কাটে, কিম্বা স্বেচ্ছাচারিতা পরিতৃপ্তির জন্য নিজেদের জেদ বজায় রাখিতে যাইয়া যদি বলিয়া ফেলেন যে, অনুভূতি ও অহং একই, কেবল ভ্রমবশতঃ পৃথক্ প্রতিভাত হইতেছে, আচ্ছা তাহা হইলে কথাটা আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

ভাল, এখন জিজ্ঞাসা করি, অনুভূতি ও অহং যদি ভ্রমবশতঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রতিভাত হইলেও বাস্তব এক হইত তাহা হইলে 'অনুভূতিরহং' অর্থাৎ আমিই জ্ঞান, এইরূপ ঐক্য অনুভূত হওয়া উচিত হইত না কি?

শুক্তি দেখিয়া যখন রজত ভ্রান্তি হয়, সেস্থানে স্পষ্টতঃ অনুভব হয় 'ইদং রজতং'—অর্থাৎ ইহা রজত, তথায় ইদং ও রজত এতদুভয়ের ঐক্য সম্বন্ধে মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কোন স্থিরমস্তিষ্ক বিশিষ্ট ব্যক্তির মনে অনুভূতি ও অহং এতদুভয়ে ঐরূপ ('ইদং রজতং' বৎ) ঐক্য কখনও অনুভূত হয় না। তৎপরিবর্তে সকল লোকের মনে কিরূপ অনুভব হয়, তাহা প্রতিবাদিগণ, যথাসনাতন বা শ্রীবিষ্ণুচৈতন্য কিছুদিন মস্তিষ্কে ব্যবহার করিবার পর একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই অনুভূতি ও অহংএর ঐক্য ভ্রম তাঁহাদের বিদূরিত হইয়া যাইবে।

যিনি অনুভব করেন, তাঁহার অনুভবামাহং যা মমেদং জ্ঞাতং অর্থাৎ আমি অনুভব করিতেছি; আমার এই জ্ঞানটী লাভ হইল, এই প্রকার অনুভবই হয়। সুতরাং উক্তাকার অনুভব সম্বন্ধে যখন কুত্রাপি বিমত নাইতখন অনুভূতি ও অহং যে প্রকৃতই পৃথক্, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

মায়াবাদী আরও বলিয়াছেন যে, 'আত্মা বিকার-রহিত এবং জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব-বিকার রহিয়াছে, অতএব ঐ জ্ঞাতৃত্ব-বিকার আত্মায় থাকা সম্ভব নহে। জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম অহঙ্কার-রূপ অন্তঃকরণের, উহা কেবল উপচারি বা অজ্ঞানবশতঃ আত্মায় রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।'

মায়াবাদরূপ মদিরা-পানোন্মত্ত মায়াবাদীর এই কথাটীও কি প্রকার মত্ততাত্মক, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে।

জ্ঞাতৃত্ব চেতনেরই অসাধারণ ধর্ম এবং অহঙ্কার যে জড়, উহা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু ইহারা চেতনের ধর্ম জ্ঞাতৃত্বকে অহঙ্কারের স্বকীয় বস্তু বানাইয়া দিতেছেন।' অহঙ্কাররূপ জড় অন্তঃকরণকে যদি বলপূর্বক জ্ঞাতৃত্বধর্ম-বিশিষ্ট বলাই বিহিত হয়, তাহা হইলে কাষ্ঠ, প্রস্তর, তোরণ ও প্রাচীরাদিকে পর্যন্ত জ্ঞাতৃত্বধর্মবিশিষ্ট বলিলে বোধ হয় ইহাদের কোন আপত্তির কারণ হইবে না! এইরূপ অসম্ভব ও অসঙ্গত ব্যাপারে মনোভিনিবেশ না করিয়া মোহজনক মায়াবাদ-মদিরা পানাভ্যাস পরিত্যাগ করিলেই সুধী সমাজে নীতিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন, এবং তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া অনুশীলন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, অহংই জ্ঞাতা, অহংই আত্মা এবং জ্ঞান তাঁহারই ধর্ম।

পানদোষ পরিত্যাগ করিয়া নীতিজ্ঞ হইতে বলায় মায়াবাদাসব-পানাসক্ত মহোদয়গণ হয়ত আমাদের উপর চটিয়া গিয়া বলিতে পারেন যে, লৌহপিণ্ডে উষ্ণতা না থাকিলেও উহাতে অগ্নির সম্বন্ধ হইলে যেমন উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে, তদ্রূপ অন্তঃকরণরূপ অহঙ্কার জড় হইলেও চিদ্রূপ আত্মার সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহা জ্ঞাতা হইতে পারে।

মত্তব্যক্তির যেমন পূর্বাপর উক্তির কোন সম্বন্ধ থাকে না এবং সেই কারণেই তাঁহাদের উক্তিকে প্রলাপ বকা বা মাতলামি বলা হয়, তদ্রূপ মায়াবাদীর পূর্ব উক্তির সহিত পর উক্তির কোন সঙ্গতি না থাকায় তাঁহারাও যে ঠিক প্রকৃতিস্থ নহেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

বলিতেছেন যে, চিদ্রূপ আত্মার সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃকরণ জ্ঞাতা হইতে পারে। কিন্তু একথা বলিলে আর কি হইবে?

এরূপ বলিবার পথটী মায়াবাদী নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কারণ অগ্নি স্বয়ং উষ্ণ বলিয়া লৌহে উষ্ণতা সঞ্চারণ করিতে পারেন। কিন্তু মায়াবাদীর আত্মা যদি স্বয়ং জ্ঞাতৃত্বধর্মবিশিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে, না হয়, তিনি জড় অহঙ্কারকে জ্ঞাতৃত্ববিশিষ্ট করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু মায়াবাদীর আত্মা নিজে জ্ঞাতৃত্ববিহীন হওয়ায় তিনি অহঙ্কারকে কেমন করিয়া জ্ঞাতৃত্ব-যুক্ত করিবেন? নিজের যাহা নাই, তাহা অপরকে দিবেন কেমন করিয়া? কপর্দক-বিহীন ব্যক্তির লক্ষ মুদ্রা দান যেরূপ, [illegible] এই জ্ঞাতৃত্ব ধর্মাভাস-বিহীন মায়াবাদীর নির্বিশেষ আত্মার জড় অন্তঃকরণে জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম সঞ্চারের কল্পনও তদ্রূপ।

ইহাতেও যাঁরা বলেন যে, ভাল, জ্ঞাতৃত্বের কথা থাকুক, অহঙ্কার ও আত্মা, এই উভয়ের মধ্যে কাহাতেও জ্ঞাতৃত্ব নাই থাকুক, কিন্তু অহঙ্কারকে আত্মার অভিব্যঞ্জক বলিয়া ত স্বীকার করা যাইতে পারে? যেমন দর্পণে মুখ দেখিলে দ্রষ্টা আপন মুখ তাহাতে দেখিতে পায়, তদ্রূপ অহঙ্কার দর্পণরূপে অভিব্যঞ্জক হইয়াছে এবং আত্মা তাহাতে চিদ্রূপ অনুভব করিতেছেন, এরূপ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

মায়াবাদীর এই যুক্তি শুনিয়া যদি কেহ বলিয়া বসেন যে, 'ওগো আমার মাতা বন্ধ্যা', তাহা হইলে তাহার এই উক্তিতেই বা কি দোষ দেওয়া যাইতে পারে? কারণ, মায়াবাদের মতানুসারে আত্মা বা অনুভূতি স্বয়ং প্রকাশ এবং অন্তঃকরণাদি সকল পদার্থের প্রকাশক সুতরাং সেই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মরূপ অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক যদি অচিদ্রূপ (জড়রূপ) অহঙ্কারই হয়, তাহা হইলে সত্যকিটী ঠিক আমার মাতা বন্ধ্যা বলার ন্যায় হইতেছে না কি?

এইরূপ বৃথা তর্কে অহং পদার্থই যে আত্মা, তাহা আরও উত্তমরূপেই অবগত হওয়া যায় এবং সেই অহং পদার্থই যে জ্ঞাতা এবং অনুভূতি বা জ্ঞান যে সেই আত্মারই ধর্ম, তাহাই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং অনুভূতিকে কখনই নির্বিশেষ বলিতে পারা যায় না, অনুভূতি সবিশেষ।

শরণাগতি

অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত বিভুচৈতন্য মায়াধীশ শ্রীভগবান্। শুদ্ধজীব অণুচিৎ অণুচৈতন্য প্রযুক্ত তৎস্বরূপে মায়াবশযোগ্যতা বর্তমান, প্রাকৃত দৃষ্টান্তে বিভুচৈতন্যকে যদি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের সহিত তুলনা করা যায়, অণুচিৎকে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বলা যাইতে পারে। বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড বাত্যা-সংযোগে নির্বাপিত হয় না, বরং বাত্যাকে নিজায়ত্ত করিয়া তৎসহ নানাবিধ ক্রীড়া করে; কিন্তু একটী পৃথক্ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বাত্যা-স্পর্শেই নির্বাপিত হইয়া যায়। ঐ পৃথক্ স্ফুলিঙ্গগুলি যদি আবার বৃহৎ অগ্নিরাশির সহিত যুক্ত হইয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডের পোষকতা রূপ কার্যে নিযুক্ত থাকে, তখন ঐ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও বৃহতের আশ্রয়ে থাকার দরুণ বৃহতেরই গুণে গুণান্বিত হয়। তখন আর ঐ স্ফুলিঙ্গ বাত্যার দ্বারা অভিভূত হয় না। সুতরাং অণুচৈতন্য মায়াবশযোগ্য জীব যখন বিভুচিৎ মায়াধীশ শ্রীভগবানের আশ্রয়ে থাকিয়া ভগবানের ক্রিয়ার পোষকতা বা সেবা করিতে থাকেন, তখনই সে মায়াকে জয় করিয়া নিত্যানন্দ লাভের অধিকারী হয়।

ভগবানের মায়াশক্তি-নির্মিত জগৎ বহির্মুখ বা ভগবদাশ্রয়ত্যাগী জীবের জন্য একটি কুহক সদৃশ। নানাবিধ কুহক দ্বারা প্রলোভিত করিয়া মায়াশক্তি বহির্মুখ জীবকে এই ত্রিতাপপূর্ণ সংসার-কারাগারে নিক্ষেপ করে। ক্ষুদ্র মশক হইতে আরম্ভ করিয়া বিহঙ্গ ব্যাঘ্র, সিংহ এমন কি বৃহৎ হস্তীও নিজ নিজ শত চেষ্টা সত্ত্বেও দুর্ভেদ্য লৌহকারাগার হইতে মুক্ত পাইতে পারে না, যাহা কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে কেবল তিনিই যদি কৃপা করিয়া খুলিয়া দেন তবেই তাহাদের মুক্তি সম্ভব। কারাগারে [illegible] অভিভূত হইয়া কত প্রকারেই না পলায়নের উপায় খুঁজিতে থাকে, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। আমাদের পক্ষেও তদ্রূপ; ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রাণী যাহারা এই সংসার-কারাগারের [illegible] একটুও অনুভূতিতে আসিয়াছে, সকলেই এই কারাগার হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষে কত প্রকার চেষ্টা করিতেছে। কেহ যোগ, কেহ জ্ঞান, কেহ কর্ম ইত্যাদি নিজ চেষ্টা-কৃত নানাবিধ উপায় দ্বারা সংসার-কারাগার হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। লৌহপিঞ্জরের ফাঁক দিয়া কোন জন্তু মুখ বা পদ প্রবেশ করাইয়া [illegible] যেমন ভাবিয়া থাকে এইবার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি, মাথাটা বাহির হইলেই হয়, কেহ বা মস্তক একটু প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া বলে—'এইবার আমি কারাগার মুক্ত' তদ্রূপ কোনও জীব নিজ নিজ চেষ্টাকৃত সাধনবলে অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন আমার মুক্ত হইবার অল্প বাকী আছে—আবার কেহ বলিতেছে "আমি মুক্ত হইয়া পড়িয়াছি।" কিন্তু ইহারা নিজেরা যাহাই ভাবুন না কেন, ইহারা মুক্ত হইতে পারেন না বা পারিবেন না যে পর্যন্ত না যাঁহার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, একমাত্র তাঁহার শরণাগত না হইবেন। তিনি একমাত্র সর্বতোভাবে শরণাগত জীবকেই কারাগার হইতে মুক্ত করিবেন, অপর কেহই মুক্তি পাইতে পারিবেন না। এইজন্যই শ্রীগীতায় ভগবান স্বমুখে বলিতেছেন :-

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

আমার সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা মায়া নিশ্চয়ই দুরতিক্রমা। যাহারা একমাত্র আমার ভগবৎস্বরূপের শরণাগত হন, তাঁহারাই এই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত পাইতে পারেন অর্থাৎ নিজ নিজ চেষ্টাসমন্বিত কর্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্যদেবতা প্রপত্তি দ্বারা ত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে না।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵৹। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আধিকারিক

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
(ভিঃ ৶০। ৶১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা পাওয়া যায়; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "ভক্তিকুটী"।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চক্রাকোলা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, মানকর পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত রায়া পাপে ডুবি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ই ভাদ্র শুক্রবার—১৩৩৬

আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-দর্শনের বক্তৃতার প্রারম্ভে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু-নারায়ণ রায় এম্‌-এ মহোদয়ের

অভিভাষণ

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈস্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ॥
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

আপনারা গত দুই রবিবারে এই আলবার্ট হলে পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর দুইটী বক্তৃতা শুনিয়াছেন। গুরুকৃপাবলে লব্ধ তাঁহার অলৌকিক বক্তৃতাশক্তি। তাঁহার অসাধারণ বাগ্‌বিভূতি, ভাব ও ভাষা-সম্পদের কণামাত্র বর্ণনা করি, আমার সে সাধ্য কৈ? আমার দীনা ভগ্নভাষার সে সাধ্য কৈ? বঙ্গবাণীতে তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতার চুম্বক বাহির হইয়াছে, হতভাগ্য আমি, বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত হইতে পারি নাই। তাহাই বারংবার পাঠ করিয়া প্রগাঢ় আনন্দ পাইয়াছি—ধন্য হইয়াছি—কৃতার্থ হইয়াছি। যাঁহারা আমার ন্যায় হতভাগ্য, বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা বঙ্গবাণীতে সেই অপূর্ব্ব বক্তৃতার চুম্বক পাঠ করুন।

আজ কিন্তু আমাদের সকল শুভদিনের পরম শুভদিন। আজ পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর গুরু—এই হতভাগ্য আমার গুরু—বিশ্ববাসী সকলেরই গুরু অমিতশক্তি প্রভাবশালী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উপদেশ দান করিবেন। তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া আপনাদের ও আমাদের সকলের জন্ম সার্থক হউক—জীবন ধন্য হউক। আপনারা সকলেই গৌড়ীয়মঠের নাম বোধ হয় শ্রবণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে কলিযুগ-পাবনাবতারী রাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরসুন্দরের ইহারাই যথার্থ লোক ও ভক্ত। শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম—যে ধর্ম বিশেষ ধর্ম—চৈতন্য ধর্ম। তাঁহার লীলা লোকচক্ষুতে অপ্রকট কালে শ্রীজীব, শ্রীরূপ, সনাতন, গোপালভট্ট প্রভৃতি প্রচার করিয়া যান। ষট্‌সন্দর্ভ, হরিভক্তিবিলাস, উজ্জ্বল-নীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, চম্পূগ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া হতভাগ্য আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া যান। তার বহুদিন পরে আবার পুনঃ প্রচারের আবশ্যকতা হয়। ভগবান বলিয়াছেন-

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥'

তাই পরবর্ত্তি-যুগে আবার শ্রীবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ—এই গৌড়ীয় প্রভুত্রয়ের অধ্যবসায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম গৌড়বঙ্গে পুনঃ প্রচারিত হয়। আবার বৈষ্ণবধর্ম্মের অমল জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত হইল। ভগবানেরই লীলা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা আমরা কি করিয়া বুঝিব? দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই গৌড়বঙ্গে আবার অমানিশার আবির্ভাব হইয়াছে। এখন শিক্ষিত সমাজ গৌড়ীয় সাহিত্যকে অশ্লীলতার পঙ্কিলতায় নিমগ্ন ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মকেও একটু উপেক্ষার চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন—নাসিকা কুঞ্চন করিতে লাগিলেন। এজন্য দায়ী কাহারা? যাঁহারা অবৈষ্ণব, মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তবিরোধী বাণী প্রচার করেন, তাঁহারাই। তথাকথিত কর্ত্তাভজা, নেড়া নেড়ী, সখীভেকী প্রভৃতির দল। তাঁদের আচরণ এতই ঘৃণ্য, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহাদের আচরণ এত ঘৃণ্য যে, বৈষ্ণব বলিলেই লোকে মনে করিত—একটা ইল্লিটারেট মূর্খ, ভণ্ড, কদাচারী, দুশ্চরিত্র ব্যক্তি। কি হতভাগ্য আমরা! শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের সময় হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তাঁহার আগমনী-গীতি গাহিতেছেন। গাহিতেছেন,

ফিরে এস ফিরে এস ওগো একবার,
নদীয়ার গোরাহরি প্রেম-অবতার।
তোমা ছাড়া বহুদিন কাঁদিছে ভারত দীন
তুমি গেছ আঁখি-তারা গিয়াছে তাহার।

হে দেব, তোমার পাবনী-লীলা, তোমার অযাচিত মহাকারুণ্য পুনর্ব্বার দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আবার এস প্রভু, আবার এস। আবার প্রেমের অমৃত লহরী শত সহস্র ধারে প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করুক। "আজো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে" ভগবান্‌ আসিবেন, নিশ্চয় আসিবেন। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবান্‌ একা আসেন না, অঙ্গোপাঙ্গ লইয়া অবতীর্ণ হন—লোকলোচনের গোচরীভূত হন। তাই আমার মনে হয়, এই গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যপ্রবর বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনঃ প্রচার করিয়া তাঁহার আগমনী-বার্ত্তা লোককে প্রচার করিতেছেন। ইঁহাকে সকলে এখনও চেনে না—জানে না, অনেক বিরুদ্ধ মত পোষণ করে 'এ প্রোফেট ইজ নট অনার্ড অ্যাট হোম অর ইন হিজ ওউন টাইম'। ইঁহার সম্বন্ধে কণামাত্র পরিচয়ের সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই জানেন। ইঁহার কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য! কি অতুলনীয় বৈরাগ্য! কি অহৈতুকী ভক্তি! কি অমিতশক্তি ক্ষমতা! আমারও দৃঢ় বিশ্বাস, সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমান যুগে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সার্ব্বজনীন সার্ব্বকালিক বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজনমান্য সর্ব্বজনপ্রিয় প্রচারক।

অধুনা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচার দ্বারা বিশ্ববাসীকে বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমা জানান হয়, শুনান হয়। বক্তৃতার দ্বারা শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার দ্বারা, সংবাদপত্রাদি প্রকাশ দ্বারা নানা উপায়ে এই গোস্বামী প্রভুর চরণাশ্রিত দাসেরা কলিহত জীবকে এই মহান্‌ ধর্ম্মে আকৃষ্ট করিতেছেন।

আসুন আমরা সকলেই আজ গুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যান করি, বন্দনা করি। তিনি—গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য, বৈষ্ণবধর্ম্মের সংরক্ষক। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে কোটি-কোটি প্রণাম। গোস্বামী প্রভুপাদ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুকুটমণি। ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় বৈরাগ্য, অহৈতুকী ভক্তি, মহাবদান্যতা, মহাকারুণ্য সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব। আমার দীনা ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। প্রভুপাদের শিষ্যগণও এক একজন দিক্‌পাল বিশেষ। পাণ্ডিত্য, বৈরাগ্য, বাগ্‌বিভূতি,—সর্ব্ব দিকেই গুরুকৃপায় প্রভুপাদের শিষ্যগণের সঙ্গে বর্ত্তমান কালে কাহারও তুলনা হয় না।

আমরা সকলেই শুধু মহাবদান্য গোস্বামী প্রভুর চরণাশ্রিত দাস, তাঁহার দাস কেন, তদ্দাস-দাস-দাসানাং দাসাভিমানী। আমার আজ আনন্দের সীমা নাই, পরম ভাগবত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক প্রভুর মুখে সকলে হরিকথা শ্রবণ করিয়া জন্ম সার্থক করুন।

এই আলবার্ট হলে কত সভা-সমিতি হইয়া থাকে, কিন্তু আজ এই আলবার্ট হল মহাতীর্থে পরিণত—যেখানে আজ হরিকথা—চৈতন্যকথা হইতেছে।

আজ আমাদের মহাবদান্য গুরু ও আচার্য্য **গৌড়ীয়-দর্শন** সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখবাণী শুনাইবেন। তাঁহার ন্যায় বক্তাও যেরূপ দুর্ল্লভ, শ্রোতাও তদ্রূপ দুর্লভ। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা তাঁহার কথা শুনিতে হইবে, তারপর যাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপা হইবে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

আমার প্রশ্ন ও সন্দেহ আজ গুরুদেবের চরণে অর্পণ করিতেছি। তিনি মীমাংসা করিয়া দিবেন।

(ক্রমশঃ)

শরণাগতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদিকে কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি উপায় যেমন বদ্ধ বা মুমুক্ষু জীবকৃত চেষ্টা মাত্র, অপরদিকে দেবতাগণও আজ্ঞাপালক সেবক সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান স্বতন্ত্র পুরুষ নহেন বলিয়া মায়ার উপর তাঁহাদের অধিকার নাই। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকের 'মামেব' অর্থাৎ তিনি আমাকেই—এই শব্দের টীকায় যা লিখিয়াছেন 'মাং সর্ব্বেশ্বরং মায়ানিয়ন্তারং নন্দকুমারং বাৎসল্যাদীহ্নিং কৃষ্ণং যে তাদৃশ সন্তঃ প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি তে এবৈতাং বশিবাপারাং মায়াং গোষ্পদোদকমিব তরন্তি। তাং তৌর্ণাদিকরসং প্রসাদাদুৎপন্নং স্বসান্নিধ্যং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি। মামেবেত্যেবকারেণ ব্রহ্মরুদ্রাদীনাং প্রপত্ত্যা তত্তরণং নেত্যাহ শ্রীভগবান্‌। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। ... ভগবান্‌ বিষ্ণুরেব ইতি। ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শিবঃ। মুক্তি-প্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয় ইতি।'

অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর, মায়াধীশ শরণাগতজনসদয় শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ আমাকে যাঁহারা সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে, অবগত হইয়া আমার শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই

এই মায়াসমুদ্র গোষ্পদ অতিক্রম করার ন্যায় অনায়াসেই পার হইতে পারেন এবং আমার কৃপায় আমার মায়াকে অতিক্রম করিয়া প্রসন্ন এবং একমাত্র আনন্দের আকর মায়াধীশ আমাকেও লাভ করেন। 'মামেকেই' এই শব্দ দ্বারা আমি ব্যতীত আমার আজ্ঞাপালক ব্রহ্মরুদ্রাদির শরণাগত হইলে মুক্ত হওয়া যাইবে না। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—একমাত্র পরতত্ত্বকে জানিতে পারিলেই মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। দেবতাগণও মুচুকুন্দকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের নিকট বর গ্রহণ কর। আমরা মুক্তি দিতে পারিব না। একমাত্র ভগবান অব্যয় বিষ্ণুই মুক্তির অধিপতি। দেবাদিদেব শিবও ঘণ্টাকর্ণকে বলিয়াছেন 'সকল জীবের মুক্তিপ্রদাতা একমাত্র বিষ্ণুই এ বিষয়ে সংশয় নাই।'

নিরপেক্ষ বিচারহীন লোকসকল যেন ইহাকে গোঁড়ামী মনে না করেন। উপনিষদাদি শ্রুতি, গীতাদি সাত্বত স্মৃতি, সাত্বত পুরাণ, সাত্বততন্ত্র সর্বস্থানে একমাত্র শ্রীভগবানের শরণাগতির দ্বারাই এই মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে, অন্য উপায়ে পাওয়া যায় না—এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। সমগ্র শ্রীগীতাটী যদি সারগ্রাহী হইয়া বিচার করা যায়, তবে দেখা যায়, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি জীবকৃত চেষ্টাসমূহের অবতারণা করিয়া শ্রীভগবান্ তৎ তৎ চেষ্টায় শরণাগতি উদ্দেশক না হইলে সকলই নিষ্ফল প্রদর্শন করিয়া সর্বশেষে পূর্ণ শরণাগতিই জীবের একমাত্র চরম কল্যাণপ্রদ, তাহা স্বয়ং প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলিয়াছেন—(১৮।৬৫,৬৬)

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

[illegible] প্রথমেই অর্জুন যখন ধর্ম-[illegible] হইয়া নিজ শ্রেয়োনির্ণয়ে অক্ষম [illegible] অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত [illegible]

[illegible] যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ২।৭

আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর তাহাই আপনি আমাকে নিশ্চয় পূর্বক বলুন। আমি আপনার শরণাগত শিষ্য। গীতার মধ্যেও শরণাপত্তি লক্ষণা শ্রদ্ধার কথা শ্রীভগবান্—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন; আবার কর্ম, যোগ, জ্ঞানাদিরূপ সদ্বৃত্তির উপায় বিচার করিতে যাইয়া সকামকর্মীর তপস্বী অপেক্ষা কর্মযোগী সাংখ্যজ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আবার সর্বপ্রকার যোগিগণের মধ্যে শরণাগত শ্রদ্ধাবান্ ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬।৪৭।

ভগবান্ জ্ঞানীদের কথায় বলিতেছেন—জ্ঞান যদি মোক্ষাদি কৈতবরূপ কথায় শূন্য হইয়া সম্বন্ধ জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া ভক্তিবৃত্তির উদয় করায়, তবেই জ্ঞানের সার্থকতা।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

জীবসকল অনেক জন্ম সাধনের ফলে জ্ঞানবান্ বা চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্যনিষ্ঠ হইবার প্রথমে জড়ত্যাগ-কালীন অদ্বৈতভাব আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে। এইটীই বিপদের সময়। এই সময় যদি তাহার স্বরূপ-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ প্রতিপত্তি না আসে, তবেই বিপদের কথা। কিন্তু কোনও সুকৃতি-ফলে যদি তিনি শরণাগত হন, তখন তিনি সেবোন্মুখ বৃত্তিতে সকল বস্তুতেই বাসুদেব সম্বন্ধে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেইরূপ মহাত্মা বড়ই দুর্লভ। শুক সনকসনাতনাদির ভাগবত-জ্ঞান স্ফূর্তিই তাহার উদাহরণ। ইহাঁরা পূর্বে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, কিন্তু গুরুভক্ত ব্যাস ও নারদাদির সঙ্গে ভগবদ্ গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের যখন শরণাপত্তিলক্ষণা শ্রদ্ধার উদয় হইল, তখন তাঁহারা জ্ঞান ধারা পরিত্যাগ পূর্বক ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যাহারা জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে নিজদিগকে মুক্ত অভিমান করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগতি ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা অতিকষ্টে শ্রেষ্ঠপদবীতে আরোহণ করিয়াও অধঃপতিত হন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।২।৩২

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অতএব শ্রুতি স্মৃতি সকলেই একবাক্যে শরণাগতিরই আদেশ করিয়াছেন। এই শরণাগতি অণুচৈতন্য জীবের নিত্যধর্ম। এই নিত্যধর্মে অবস্থিত হইলে আর পতনের আশঙ্কা নাই। এই জন্যই শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা-বাক্য—

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ৯।৩১

হে অর্জুন আমার প্রতিজ্ঞা এই যে আমার, অনন্য ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।

একমাত্র শরণাগত ভক্তই সংসার-কারাগার হইতে মুক্ত হইবার প্রকৃত কৌশল জানেন, আর কেহ জানেন না।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ শ্রীগীতা ১০।১০

শ্রীনাম

(পরবিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র লিখিত)

অনেকেই বলিয়া থাকেন 'নাম নিলেই হইল' ইহাতে আবার বিচার কি? 'যিনি নামগ্রহণ করেন, তিনি ভিতরে যাহাই থাকুন না কেন, বা তাঁহার বাহ্য আচরণ যাহাই হউক না কেন?' তাঁহার নামগ্রহণের ফল হবে না কেন, কিন্তু শাস্ত্র বলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—আদি ৮ মপঃ—

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। নামাপরাধ কখনও নাম নহে। আর ব্যবধান-রহিত নাম হইলে হেলায় শ্রদ্ধায় নিলেও ফল হয়। কিন্তু অনেকেই নামাপরাধকেই নাম বলিয়া ধারণা করেন। নামাপরাধ নিশার অন্ধকারস্থানীয়—নামাভাস অরুণোদয়-স্থানীয় ও শুদ্ধ নাম নির্মল সূর্যসদৃশ। নামাপরাধদ্বারা জাগতিক মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু নামের উদয় না হওয়া পর্যান্ত কিছুতেই ভগবৎ-প্রেম হইবে না।

বাহিরের কৃত্রিম অশ্রুপুলকাদি বিকারই কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ নহে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবতের "তদশ্মসারং হৃদয়ং" (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—'বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যৎ হৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি। কনিষ্ঠাধিকারিণাং এব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেপি অশ্মসার-হৃদয়তয়া নির্দেশঃ।' অর্থাৎ বাহিরে অশ্রুপুলক দেখা গেলেও যাহার হৃদয় শ্রীভগবানের সেবা বা প্রীতির জন্য ব্যাকুল না হয়, তাহা পাষাণবৎ কঠিন। সেইটী বাস্তবিক ভক্তি বা প্রেমের লক্ষণ নহে। কনিষ্ঠ অধিকারিগণের অর্থাৎ যাঁহাদের অধোক্ষজ শ্রীভগবানে ও অধোক্ষজ ভক্তে প্রাকৃত বুদ্ধি অপগত হয় নাই, তাঁহাদের অশ্রুপুলকাদি হইলেও তাঁহাদের অধোক্ষজ-সেবাপ্রবৃত্তি নাই বলিয়া ঐরূপ অশ্রুপুলকাদি নিন্দনীয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু আরও লিখিয়াছেন :—

নিসর্গপিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ
ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

অর্থাৎ জীবের নিসর্গবশতঃ পিচ্ছিল এবং কৃত্রিম অভ্যাসপরায়ণ চিত্ত অন্তঃকরণে যে সকল অশ্রুপুলকাদি চেষ্টা, তাহা সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কেবল রজস্তমোগুণাশ্রিত হইতে পারে। তাহা বাস্তবিক ভাবভক্তের শুদ্ধসত্ত্ব-বিকারলক্ষণ নহে, পরন্তু প্রাকৃত সত্ত্বর কামচেষ্টাময় ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ক্রিয়া বা ভাবাভাস মাত্র। নামাভাসে জড়মুক্তি হয়। নামাভাস নাম উদয়ের পূর্বাবস্থা। যেমন অরুণোদয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব অবস্থা, তদ্রূপ। যথা চৈঃ চঃ অঃ ৩য়—

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাতে অজামিল সাক্ষী॥
তথাহি শ্লোক:—
অংশুমালী যৈছে সূর্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম-কর্ম-আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি ভক্ত না লয় সে কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

নামাভাসে কোনও অপরাধ নাই। কিন্তু শুদ্ধ নাম বা নামীর সহিত তখনও কোন সম্বন্ধ হয় নাই। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত নিরপরাধ হইলে নামে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। তাহাই প্রকৃত শুদ্ধনাম। নামাভাসে মুক্তি হইলে জীব জড়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হন এবং স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া স্বরূপের কার্য্য ভগবদনুশীলন অভিধেয় ভক্তি বা সেবা যাজন করিতে থাকেন। এই সেবোন্মুখ বৃত্তির উদয়েই প্রকৃত নামের উদয় হয় ও তখনই নামের চিন্ময় স্বরূপ দর্শন হয় ও নাম লইতেই প্রেম হয়। অধোক্ষজ সেবোন্মুখতার অভাবে শ্রীভগবানের নাম হয় না। যাহা হয়, তাহা অক্ষজাদিগণের নিমুখ চেষ্টা বা নামাপরাধ। যথা শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন
ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ ও লীলা একই বস্তুর বিভিন্ন স্ফূর্তি। এই শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় যথা জিহ্বা, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতির গ্রাহ্য নহে, কিন্তু জীব যখন ভগবৎ-সেবোন্মুখ হন, তখনই তাঁহার আত্মার উদিত নামাদি স্বতঃই জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্তি পাইয়া বাহ্য জগতে প্রকটিত হন। ইহারা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের অবতরণ শ্রীনামের অবরোহবাদ স্বীকার করেন। শ্রীনাম প্রাকৃত জগতের বস্তু নহে। চিন্ময়বস্তু সেবোন্মুখ চিদাত্মার

উদিত হইলেই বাহ্য জগতে ইন্দ্রিয়-বিষয়াদিতে প্রকটিত হন। যথা—

"হৃদয়ে জানিতে বলে জিহ্বায় অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ'

উক্তরূপ অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণ মহাজনগণের শ্রীমুখনিঃসৃত নাম শ্রবণ করিলেই প্রকৃত নামের উদয় হইয়া থাকে। নতুবা অজ্ঞানমত্ত সাধুনামধারী অসাধুগণের মুখে শ্রুত নামাক্ষর নাম নহে। কারণ, তাহারা হয় অন্যাভিলাষী, না হয় ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী। তাহারা অধোক্ষজসেবা-বিমুখ বলিয়া নাম তাহাদের ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-সিদ্ধির উপায়স্বরূপ; কিন্তু অধোক্ষজ-সেবালাভের উপায় বা উদ্দেশ্য নহে। তাহারা আরোপবাদী, সুতরাং তাহাদের নামে অক্ষর-বুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহে কাষ্ঠ-পাষাণ-বুদ্ধি, শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি।

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দ প্রভু 'প্রেমবিবর্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

'অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয় ॥'

নামের সুষ্ঠুভাবে উচ্চারণ হইলে তাহা নাম নহে। শুদ্ধভক্তগণের মুখে শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই প্রকৃত সাধু বা বৈষ্ণব। তিনিই সম্মানার্হ ও তাঁহার মুখ হইতে নাম শ্রবণ করিতে হইবে। যথা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১৫শ পঃ) বৈষ্ণবস্বরূপবর্ণনে বলিয়াছেন :—

এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে প্রেমোদয় ॥
অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম ॥
সেইত বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥

অতএব শুদ্ধনাম-ভজনপরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব। নামাপরাধে নামাপরাধ ভজনপরায়ণ কখনও শুদ্ধবৈষ্ণব নহে। তাহার মুখে নাম-মন্ত্রাদি শ্রবণ নিষেধ। যথা হরিভক্তিবিলাসে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা নরকগামী হইতে হয়। পুনরায় বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণবগুরু হইতে শুদ্ধভাবে শুদ্ধ নামমন্ত্র গ্রহণ করিবে।

পুনশ্চ—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

হরিকথা প্রকৃতপক্ষে অমৃতস্বরূপ হইলেও অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হইলে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে; যেমন দুগ্ধ সুখাদ্য হইলেও সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে প্রাণসংহার করিয়া থাকে। অতএব শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবেরই পাদপদ্ম সেব্য।

মায়াবাদান্তর্গত
অনুভূতিবাদের
সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে অনুভূতির নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন-প্রয়াসী মায়াবাদিগণ তাঁহাদের কল্পিত মতবাদ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বিশেষ ভাবে খণ্ডিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে মায়াবাদের কোন উৎকট ভক্ত ঐ অনুভূতি ও অহঙ্কারের কথা লইয়া হয়ত তীব্র আবেগ-ভরে বলিয়া বসিতে পারেন যে, গৃহের বাতায়ন-পথ-দ্বারা যে সূর্য্য-কিরণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে, তদুপরি করতল স্থাপন করিলে করতল দিব্য উজ্জ্বল হয়। সূর্য্য-কিরণ লাগিয়া করতল উজ্জ্বল হইলেও করতল যেমন সূর্য্য কিরণের অভিব্যঞ্জক হয়, তদ্রূপ অহঙ্কার অনুভূতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলেও অনুভূতির অভিব্যঞ্জক হইতে পারে।

অতঃপর কিঞ্চিৎ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে মায়াবাদীর এ কথাটিও যে নিতান্ত ভ্রম-সঙ্কুল, তাহা বেশ ভাল রূপেই বুঝিতে পারা যায়। করতল কর্ত্তৃক পুঞ্জীকৃত হইয়া সূর্য্য-কিরণ করতলকে উজ্জ্বল করে।

এস্থলে কিরণের প্রাচুর্য্যই করতলের উজ্জ্বল্যের কারণ; করতল সূর্য্য-কিরণের অভিব্যঞ্জক নহে। সেই প্রকার স্বয়ং-প্রকাশ অনুভূতিও কাহারও দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারেন না। কেবল গায়ের জোরে ওরূপ আবোল তাবোল বকিলে মায়াবাদেরই লক্ষণানুসারে একটা গুরুতর দোষ উপস্থিত হইবে। কারণ, মায়াবাদী পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে, যাহার প্রকাশ অন্যাধীন, তাহা জড়। সুতরাং অহঙ্কারকে অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বলিলে অনুভূতি জড় হইয়া পড়িবেন।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি-বাক্যানুসারে মায়াবাদী বলিতেছেন যে, "ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ" এই শাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞানই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন। এই কথা বলিয়া ইঁহারা যেন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সমুদ্র উল্লঙ্ঘনের প্রয়াস পাইয়াছেন। আচ্ছা, এস্থলে আমাদের দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া তৎপরে আপনাদের লম্ফ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলে কি বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে? যদি না হয়, তবে হইলে এস্থলে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, জ্ঞান ভ্রম-নিবর্ত্তক কিম্বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-সাধক? উহা সত্য অথবা মিথ্যা? সত্য ত আপনারা কোন মতেই বলিতে পারিবেন না; কারণ সে জ্ঞানটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, আপনাদের অদ্বৈতবাদ রূপ বড় সাধের সুখ-স্বপ্ন-দর্শন চিরতরে ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আবার আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অনুভূতি বা জ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলিতেছেন, তাঁহারা যদি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের জ্ঞানটিকেও সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কল্পিত অদ্বৈত মতটীকে কল্পনা-সমুদ্রের অতলতলে নিমজ্জিত করিয়া দিবে না কি?

কল্পনা-সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক আপনারা যে মায়াবাদরূপ মাকাল ফল লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই 'মায়াবাদ' মায়াবিনীর প্রাকৃত বাকচাতুর্য্যরূপ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া হৃদয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, আপনাদের সেই বড় সাধের 'মায়াবাদ' যখন কল্পনা-সমুদ্রের অতলতলে নিমজ্জিত হইলেন, তখন মায়াবাদ-বিরহে বিপ্রলম্ভ-রসাশ্রিত হইয়া 'কাঁহা যাঁও কাঁহা পাঁও' বলিয়া একবার লম্ফ প্রদান করিয়া দেখুন, যদি সৌভাগ্যবলে খুঁজিয়া পান, তবে হইলে সম্ভোগরস পুষ্টির সহায়তা করিবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, আপনাদের বুদ্ধির দোষে মায়াবাদের মায়া যখন সজ্জন সমাজে ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাতে লজ্জিত হইয়া মায়াবাদ যখন কল্পনা-সমুদ্রের অতল-তলে ডুবিয়াছেন, তখন যে আর তাহার সঙ্গ পাইবেন এবং স্বামী সমাজে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া তাঁহার মুখচন্দ্র দর্শন করাইতে পারিবেন এরূপ সম্ভব নাই।

যাহা হউক অতঃপর পূর্ব্ব প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাইতেছে। এক্ষণে ভ্রম-নিবর্ত্তক বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-সাধক জ্ঞানটিকে যখন ইহারা মিথ্যা বলিতে বাধ্য, তখন এই জ্ঞানটি মিথ্যা হইলে তাহার ফল কিরূপ হয়, তাহাই একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি এই জ্ঞানটি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে ইহার নিবর্ত্তক কে? যদি বলেন যে, এই ভ্রম-নিবর্ত্তক জ্ঞানটি ক্ষণিক বলিয়া উহা আপনা আপনি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সঙ্গত হইবে না। কারণ মায়াবাদের মতানুসারে ভ্রমনিবর্ত্তক জ্ঞানের স্বরূপ, তাহার উৎপত্তি এবং নাশ কেবল কল্পনা মাত্র। সুতরাং অভিধির আগ্রহসহকারে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে যে, ঐ নাশরূপ কল্পনার নাশক কে? যদি বলেন যে, উহার নাশক ব্রহ্ম-স্বরূপ, তাহা হইলে কি বলিতেছেন একটু মনোযোগ-সহকারে ভাবিয়া দেখুন। যে ব্রহ্ম নিত্য এবং সত্য, তিনি যখন ভ্রম-নিবর্ত্তক জ্ঞানটি নাশ করিবার জন্য নিত্য বিদ্যমান, তখন আর ভ্রম-নিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মিবার অবকাশ কোথায়? এবং এই ভ্রম নিবর্ত্তক জ্ঞানের জ্ঞাতাই বা কে?

অধ্যাসকে ত' আর কিছুতেই জ্ঞাতা বলিতে পারিবেন না। কারণ অধ্যাস মিথ্যা বলিয়া নিষেধ্য বা নিবর্ত্ত্য কোটির অন্তর্গত। আর যদি ব্রহ্ম-স্বরূপকেই ঐ ভ্রম-নিবর্ত্তক জ্ঞানের জ্ঞাতা বলেন, তাহা হইলেও যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া যায়। কারণ তখন জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে যে, ব্রহ্মের এই যে জ্ঞাতৃত্ব (অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন ভ্রম-নিবর্ত্তক জ্ঞানকে অনুভব করিতেছেন) অধ্যস্ত অথবা স্বরূপগত?

ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃত্বকে যদি অধ্যস্ত বলেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃত্বরূপ অধ্যাসটি নিবৃত্ত করিবার জন্য অন্য কোন ভ্রম-নিবর্ত্তক-জ্ঞানরূপ বর্ত্তিকালোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িবে এবং কেবল তাহাতেও নিষ্কৃতি হইবে না, কারণ যখন এই ভ্রমনিবর্ত্তক জ্ঞানরূপ বর্ত্তিকালোকটী নির্ব্বাপিত হইবে, তখন আবার ব্রহ্মের ভ্রম-নিবর্ত্তক জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব রূপ অধ্যাসটীকে নাশ করিবার জন্য নূতন জ্ঞানালোকের অপেক্ষা থাকিবে এবং এইরূপ পৌনঃপুনিক ব্যাপার উপস্থিত হওয়ায় গুরুতর অনবস্থা দোষ সংঘটিত হইবে। সুতরাং ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃত্বকে আপনারা আর বোধ হয় অধ্যস্ত বলিতে পারিবেন না। এখন যদি বলেন যে, ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃত্ব তাঁহার স্বরূপগত, তাহা হইলে আপনারা ত' সত্য কথাই স্বীকার করিলেন। এই কথাটুকু আপনাদের শ্রীমুখ হইতে বলাইবার জন্যই ত' এত কচকচি করা গেল এবং আপনারাও বড় অল্প কষ্ট পাইলেন না। একথাটী প্রথম মুখে স্বীকার করিলে ত' আর কোন গোলযোগ হইত না।

যাহা হউক, অবশেষে যে স্বীকার করিলেন, "ব্রহ্ম জ্ঞাতাও বটেন", ইহাতেই আমাদের পরম সুখ। কি করিবেন বলুন উপায় নাই. ব্রহ্ম যে সত্য সত্যই জ্ঞাতা। অতঃপর আশা করি, আর বোধ হয় অনুভূতিকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া অনুভূতি বা জ্ঞানই ব্রহ্ম একথা বলিবেন না। তিনি জ্ঞানী, জ্ঞান তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। তিনি বিশেষ, জ্ঞান তাঁহার বিশেষণ। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব—তিনি শক্তির আশ্রয়। তিনি জ্ঞান, বল, ক্রিয়া প্রভৃতি শক্তিসমূহের আশ্রয়, এগুলি তাঁহাতে অধ্যাস নহে, পরন্তু স্বরূপগত। শ্রুতি তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ।"

আপনারা ত' যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক করিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাহাতেও যখন অনুভূতির নির্ব্বিশেষত্বের দোহাই দিয়া সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' বানাইতে পারিলেন না, তখন আর কেন, 'সোঽহং' 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি অভিমান-মঞ্চ হইতে একবার একটু নামিয়া আসুন, সেই নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য সমগ্র সর্ব্ব শক্তিমান অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বৃন্দাবনবিহারী বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীপাদপদ্মে আপনাদিগের সহিত সমবেত হইয়া একযোগে অবনত মস্তকে বারম্বার প্রণাম করি। এবং প্রার্থনা করি, যেন আর 'মায়াবাদ পিশাচীর কবলে পড়িয়া' তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নখ-শোভা-দর্শনে বঞ্চিত না হই।"

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তর্কশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রথম নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উক্তার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আখ্যাকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপ দিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য।
ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "ভক্তিকুটী"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিঙ্গালয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগন্নাথমণ্ডপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—রাধানিবাস, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET